সচিত্র অষ্টাদশপর্ব্ব

মহাভারত

আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম,
দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, গদা, সৌপ্তিক,
ঐষীক, নারী, শান্তি, অশ্বমেধ,
আশ্রমিক, মুষল ও
স্বর্গারোহণ।

মহামুনি বেদব্যাস-প্রণীত মূল-সংস্কৃত হইতে
৺কাশীরাম দাস মহানুভব কর্ত্তৃক
পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত।

কলিকাতা, ৯৮ নং নিমুগোস্বামীর লেন "সুলভ লাইব্রেরী" হইতে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

দ্বাদশ সংস্করণ।

সন ১৩৩৫ সাল।

"কমলাকান্ত প্রেস"
কলিকাতা—৯৮ নং নিমুগোস্বামীর লেন হইতে
শ্রীনৃসিংহ কুমার ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিক

মহর্ষি দেবব্যাস-রচিত মহাভারত হিন্দুগণের কণ্ঠহারস্বরূপ একখানি পরম আদরণীয় ও পরম পবিত্র গ্রন্থ। কি কারণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং কি কারণেই বা পঞ্চপাণ্ডবের সংসারে আবির্ভাব হয়, মধুর-ছন্দে তাহাই এই গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। এই অমূল্য অমৃতময় গ্রন্থে রাজনীতি, সমাজনীতি, কর্ম্মনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সমুদয় বিষয় বিবৃত আছে। একমাত্র মহাভারত-পাঠে গৃহিগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারেন। গৃহিগণের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ এই মহাভারত গ্রন্থখানি স্বর্গীয় কাশীরাম দাস মহাশয় জনসাধারণের সুখ-বোধ্য করিবার নিমিত্ত গৌড়ীয় সাধুভাষায়, সরল পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ মধুর সুললিত কবিত্বপূর্ণ ধর্ম্মগ্রন্থ খুব অল্পই আছে। এরূপ অলঙ্কারের ছটা—এরূপ শব্দের ঘটা—এরূপ ছন্দের বৈচিত্র্য—এরূপ ভাবের প্রস্রবণ—এরূপ কবিত্বের সাগর, একত্র আর কোনও গ্রন্থে আছে বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ এই নিত্যপাঠ্য, জগতের অমূল্য রত্ন ও জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার স্বরূপ মহাগ্রন্থপাঠে পাপী-তাপী—ত্রিতাপদগ্ধ সংসারীর হৃদয়-জ্বালা শান্তিধারায় বিধৌত হইয়া হৃদয়ে শান্তি আসিবে এবং পাঠক পরম আনন্দ-সাগরে ভাসিতে থাকিবেন। এই অমূল্য গ্রন্থখানি হিন্দুধর্ম্মপ্রিয় হিন্দু-ভ্রাতৃগণের গৃহে গৃহে পূর্ণাবয়বে ও পরিশুদ্ধ-ভাবে বিরাজিত থাকা আবশ্যক।

শুদ্ধগ্রন্থ-প্রচারের উদ্দেশে আমরা নানা স্থান হইতে বহুদিনের প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আধুনা-মুদ্রিত পুস্তকের সহিত পাঠের সামঞ্জস্য মিলাইয়া যতদূর সাধ্য বিশুদ্ধ করিতে যত্নের ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি করি নাই। এক্ষণে সত্যোৎসাহী ধর্ম্মগ্রন্থপ্রিয় সাধুবৃন্দ সাদরে গ্রহণ করিলেই কৃতার্থন্মন্য হইব। অলমতিবিস্তারেণ।

প্রকাশক।

স্বর্গীয় কাশীরাম দাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তঃপাতী কাটোয়ার সন্নিকট সিদ্ধিগ্রামে কাশীরাম দাসের বাসস্থান ছিল। কাশীরাম দাসের সবিশেষ জীবন-বৃত্তান্ত অবগত হইবার কোনও উপায় নাই। তাঁহার প্রণীত মহাভারতে লেখা আছে—

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিদ্ধিগ্রামে।
প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নামে॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥"

আবার কেহ কেহ বলেন, হুগলী জেলার অন্তঃর্গত ইন্দ্রাণী নামক স্থানে কাশীরাম দাসের বাসস্থান। প্রমাণার্থ তাঁহারা কবিকঙ্কণ হইতে নিম্নের কয়েকটী শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন ;—

"মণ্ডলহাট ডাহিনে আছে, থাকিব সেই হাটের কাছে,
আনন্দিত সাধুর নন্দন।
সম্মুখে দেখি ইন্দ্রাণী, ভুবনে দুর্ল্লভ জানি,
দেব আসে যাহার সদন॥"

"ডাহিনে ললিতপুর বাহিল ইন্দ্রাণী।
ইন্দ্রেশ্বর পূজা কৈল দিয়া ফুল পাণি॥
লহনা খুল্লনা কাছে মাগিয়া মেলানি।
বাহিয়া অজয় নদী পাইল ইন্দ্রাণী॥"

প্রথমোক্ত শ্লোক পাঠে স্পষ্টই জানা যায় যে, কাশীরাম দাস কায়স্থ-কুলোদ্ভব ছিলেন ও সিদ্ধিগ্রামে তাঁহার বাসভূমি ছিল।

সিদ্ধিগ্রামের সন্নিকটে ভাগীরথীর ধারে ধারে পীরের ঘাট, বারদুয়ারির ঘা প্রভৃতি ১২টী তীর্থঘাট বর্ত্তমান্ আছে ও তথায় ইন্দ্রেশ্বর নামক শিব-মন্দিরের বিদ্যমানতা আজ পর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রভৃতি সমস্তই এখন পর্য্যন্তও বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু কবিকঙ্কণ কাশীরাম দাসের ভবিষ্যৎ জন্ম সম্বন্ধে কিছু জানিতেন বলিয়া সম্ভব হয় না, কারণ কবি-কঙ্কণ স্বর্গে গমন করিবার প্রায় ৫০।৬০ বৎসর পরে কাশীরাম দাসের জন্ম হয়। সুতরাং বিশেষ প্রমাণ হইতেছে যে, ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তঃপাতী কাটোয়ার সন্নিকট সিদ্ধিগ্রামে কাশীরাম দাসের বাসস্থান ছিল।

কাশীরাম দাস কোন্ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। কবিকঙ্কণের চণ্ডী তিনশত ছত্রিশ বৎসরের অধিক কালের লিখিত, তাঁহার পর কাশীরাম দাসের রচনা প্রতীয়মান হইতেছে। সুতরাং কাশীরাম দাস ইহার অনেক পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। বিশেষ অনু-সন্ধানে জানা গিয়াছে যে, কাশীরাম দাসের পুত্র আপন পুরোহিতকে সন ১০৮৫ সালে বাস্তুভিটা দান করিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, যদি কাশীরাম দাসের পুত্র ১০৮৫ সালে দানপত্র করিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহার পিতা সন ১০০০ দশ শত সালের কিছুদিন পরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কাশীরাম দাস কায়স্থকুলোদ্ভব, ইহাঁদের দেব উপাধি ছিল। কায়স্থ জাতিরা উপাধির পূর্ব্বে দাস বলিয়া উল্লেখ করেন। কাশীরাম দাস মহাভারতের কোন কোন স্থানে দাস ও কোন কোন স্থানে দেব উল্লেখ করিয়াছেন।

কাশীরাম দাসকে কৃষ্ণভক্ত বলিয়া বোধ হয়, কারণ মহাভারত কৃষ্ণলীলায় পূর্ণ ও ইহার মধ্যে অনেক স্থানে কৃষ্ণবন্দনাই লক্ষিত হয়। কাশীরাম দাসের পিতার নাম কমলাকান্ত, পিতামহের নাম সুধাকর এবং প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর ছিল। কাশীরাম দাসের তিন সহোদর। কৃষ্ণদাস জ্যেষ্ঠ, কাশীরাম মধ্যম ও গদাধর কনিষ্ঠ। কাশীরাম দাসের একটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল। তাঁহার পৌত্রাদি হয় নাই, কিন্তু দৌহিত্র হইয়াছিল কিনা বলা যায় না।

কাশীরাম দাসের মহাভারত অতি সরল ভাষায় লিখিত। যদ্যপি কাশীরাম দাস এরূপ সরল ভাষায় মহাভারত রচনা না করিতেন, তাহা হইলে আধুনিক অশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই মহাভারতের বিষয় অবিদিত থাকিত সন্দেহ নাই, কাশীরাম দাসের মহাভারত এরূপ সরল যে সামান্য শিক্ষিত নরনারী প্রত্যেকেই অনায়াসে পড়িতে ও বুঝিতে পারে। কাশীরাম দাস মহাভারত খানিকে নানারসে আপ্লুত করিয়াছেন, মহাভারতের যে যে স্থান পাঠ করা যায়, সেই [illegible] মনোরম। কাশীরাম দাস মহাভারত ব্যতিত আর কোন গ্রন্থ রচনা [illegible]লেন কিনা তাহা জানা যায় না।

সূচীপত্র।

আদিপর্ব্ব।

র নিকটস্থ

আদিপর্ব্ব সমাপ্ত।

সভাপর্ব্ব।

সভাপর্ব্ব সমাপ্ত।

বনপর্ব্ব।

বনপর্ব্ব সমাপ্ত।

বিরাটপর্ব্ব।

বিরাটপর্ব্ব সমাপ্ত।

উদ্যোগপর্ব্ব।

উদ্যোগপর্ব্ব সমাপ্ত।

ভীষ্মপর্ব্ব।

ভীষ্মপর্ব্ব সমাপ্ত।

দ্রোণপর্ব্ব।

দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্ত।

কর্ণপর্ব্ব।

কর্ণপর্ব্ব সমাপ্ত।

শল্যপর্ব্ব।

শল্যপর্ব্ব সমাপ্ত।

গদাপর্ব্ব।

গদাপর্ব্ব সমাপ্ত।

সৌপ্তিকপর্ব্ব।

সৌপ্তিকপর্ব্ব সমাপ্ত।

ঐষীকপর্ব্ব।

ঐষীকপর্ব্ব সমাপ্ত।

নারী পর্ব্ব।

নারীপর্ব্ব সমাপ্ত।

শান্তিপর্ব্ব।

অশ্বমেধপর্ব্ব।

আশ্রমিকপর্ব্ব।

সূচীপত্র সমাপ্ত।



গ্রন্থ-সূচনা

সর্ব্বশাস্ত্র-বীজ হরিনাম দু-অক্ষর।
আদি অন্ত নাহি তাহা বেদে অগোচর॥
প্রণমহ পুস্তক ভারত-নাম-ধর।
যার নাম লইলে নিষ্পাপ হয় নর॥
পরাশর-সুত-মুখে হইল সম্ভব।
অমল কমল দিব্য ত্রৈলোক্য-দুর্ল্লভ॥
গীতি অর্থ কৈল তাহে সুগন্ধি নির্ম্মাণ।
কেশর রচিত তাহে বিবিধ আখ্যান॥
তরিতে সদ্ভক্তি সেই প্রচণ্ড তপনে।
ভারত-পঙ্কজ ফুটে যার দরশনে॥
সুজন সুবুদ্ধিলোক হইয়া ভ্রমর।
ভারত-পঙ্কজ-মধু পিয়ে নিরন্তর॥
বিপুল বৈভব ধর্ম্ম জ্ঞানের প্রকাশ।
কলির কলুষ যত হয়ত বিনাশ॥
ষাটি লক্ষ শ্লোকে ব্যাস ভারত রচিল।
ত্রিশ লক্ষ শ্লোক তার দেবলোকে দিল॥
সুরলোকে পড়িল নারদ তপোধন।
ইন্দ্র আদি দেবগণ করেন শ্রবণ॥
পঞ্চদশ লক্ষ শ্লোক পরম যতনে।
অসিত-দেবল-মুখে পিতৃলোক শুনে॥

শুকদেব-মুখে শুনে গন্ধর্ব্বাদি যক্ষ।
মহাভারতের শ্লোক চতুর্দ্দশ লক্ষ॥
লক্ষ শ্লোক প্রচারিল তথা মর্ত্ত্যপুরে।
সংসার-নরক হৈতে উদ্ধারিতে নরে॥
বৈশম্পায়ন কহেন জন্মেজয় শুনে।
পরম পবিত্র কথা ব্যাসের রচনে॥
চারি বেদ ষট্ শাস্ত্র একভিতে কৈল।
ভারত সহিত মুনি তুলেতে তুলিল॥
ভারেতে অধিক তেঁই হইল ভারত।*
বিবিধ পুরাণ গ্রন্থ যাহার সম্মত॥
সুরাসুর নাগলোক এ তিন ভুবনে।
সংসারের মধ্যে যত হৈল পুণ্যজনে॥
সবার চরিত্র এই ভারত ভিতর।
যাহার শ্রবণে পাপহীন হয় নর॥
সর্ব্বশাস্ত্র মধ্যে হয় প্রধান গণন।
দেবগণ মধ্যে যথা দেব নারায়ণ॥
নদনদীগণ যেন প্রবেশে সাগর।
সকল পুরাণ-কথা ভারত-ভিতর॥
অনেক কঠোর তপে ব্যাস মহামুনি।
রচিল বিচিত্র গ্রন্থ ভারত-কাহিনী॥
শ্লোকচ্ছন্দে গ্রন্থ তবে রচিলেন ব্যাসে।
গীতিছন্দে কহে তাহা কবি কাশীদাসে॥

---

* পুরাকালে মহর্ষিগণ একদা তুলাদণ্ডের একদিকে চারিবেদ ও অন্যদিকে এই ভারত পুস্তক স্থাপন করেন, তাহাতে এই পুস্তক মহত্বে ও ভারবত্বে বেদ-চতুষ্টয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়াতে, তাঁহারা ইহাকে "মহাভারত" বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।



দুর্য্যোধনের দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ।



পাণ্ডবদিগের স্বর্গারোহণ ও দ্রৌপদীর দেহত্যাগ।



দুঃশাসনের রক্তপান।



দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ।



যুধিষ্ঠিরের যৌবরাজ্যে অভিষেক।





বৈশ্বানর বাক্যে মোরে হরিল দুর্জ্জন।
শুনিয়া হইল ভৃগু ক্রোধে অচেতন॥
আজি হৈতে সর্ব্বভক্ষ্য হও হুতাশন।
বলিয়া শাপিল তেজে তবে তপোধন॥
কুপিল অনল শুনি ভৃগুর বচন।
সকাতরে দ্বিজবরে করে নিবেদন॥
কোন্ দোষে ভৃগুমুনি শাপ দিলে মোরে
যাহা জানি তাহা বলিলাম দানবেরে॥
জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা বলে যেইজন।
ইহলোকে কুৎসা অন্তে নরকে গমন॥
মোর মুখে দিলে তৃপ্তি দেব পিতৃগণ।
অনুচিত শাপ মোরে দিলে কি কারণ॥
এত বলি বৈশ্বানর দেবগণে লৈয়া।
ব্রহ্মারে সকল কথা নিবেদিল গিয়া॥
ব্রহ্মা বলে অগ্নি দুঃখ না ভাবিহ মনে।
সকল হইবে শুদ্ধ তোমা পরশনে॥
ব্রহ্মার বচনে অগ্নি সন্তুষ্ট হইয়া।
পুনরপি জগতেতে ব্যাপিল আসিয়া॥
সৌতি বলে অবধান কর মুনিগণ।
হেনরূপে ভৃগুপুত্র হইল চ্যবন॥
প্রমতি নামেতে হইল চ্যবন তনয়।
তাঁহার তনয় হৈল রুরু মহাশয়॥
মদ্বারা ভার্য্যা তার পরমা সুন্দরী।
হার জননী হন মেনকা অপ্সরী॥
কালে মৈল কন্যা সর্পের দংশনে।
শোকাকুল হৈল যত বন্ধুগণে॥
ার মরণ শোকে প্রমতি নন্দন॥
াকী অরণ্য মধ্যে করয়ে ক্রন্দন॥
ক্রন্দন দেখি যত দেবগণ।
দূত পাঠাইল প্রবোধ কারণ॥
দূত বলে রুরু কাঁন্দ কি কারণে।
ল তোমার ভার্য্যা আয়ুর বিহনে।
ার উপায় আর নাহি ত্রিজগতে।
য়ে উপায় এক কহিব তোমাতে॥
। অর্দ্ধেক আয়ু যদি দেহ তারে।
পাবে তব ভার্য্যা কহিনু তোমারে॥

অর্দ্ধ আয়ু দিব রুরু কৈল অঙ্গীকার।
জীউক সে ভার্য্যা মোর কর প্রতিকার॥
এত শুনি দেবদূত রুরুকে লইয়া।
যমের ভবনে গেল বিমানে চড়িয়া॥
যমেরে কহিল দূত সব বিবরণ।
অর্দ্ধ আয়ু স্ত্রীকে দিল প্রমতি নন্দন॥
ধর্ম্মরাজ বলে পাবে তোমার কামিনী।
যাও যাও নিজালয়ে যাও দ্বিজমণি॥
ধর্ম্মবলে প্রমদ্বরা জীবন পাইল।
দেখিয়া প্রমতি পুত্র সানন্দ হইল॥
প্রতিজ্ঞা করিল রুরু ক্রোধে ততক্ষণে।
মারিব ভুজঙ্গ যত দেখিব নয়নে॥
হাতে দণ্ড ভ্রমে রুরু সর্প অন্বেষণে।
মারিল অনেক সর্প না যায় বর্ণনে॥
একদিন ভ্রমে মুনি অরণ্য ভিতর।
দেখিলেন মহাসর্প অতি ভয়ঙ্কর॥
সর্প দেখি দণ্ড লয়ে ধায় মারিবারে।
দেখিয়া ডুণ্ডুভ ডাকি কহে উচ্চৈঃস্বরে।
কি দোষ করিনু আমি তোমার সদনে।
অহিংসক জনে মার কিসের কারণে॥
রুরু বলে দোষ গুণ না করি বিচার।
সর্প পেলে সংহারিব প্রতিজ্ঞা আমার॥
ডুণ্ডুভ বলেন আমি নাম মাত্র সাপ।
অহিংসক হিংসনে জন্ময়ে মহাপাপ॥
এতেক শুনিয়া রুরু ভাবে মনে মন।
জিজ্ঞাসিল কহ তুমি কোন মহাজন॥
সর্প বলে পূর্ব্বে ছিনু মুনির কুমার।
খগম নামেতে সখা ছিলেন আমার॥
তালপত্রে সর্প এক করিয়া রচন।
সখারে দিলাম আমি হাস্যের কারণ॥
সর্প দেখি মোহ গেল মুনির তনয়।
ক্রোধ করি শাপ মোরে দিল অতিশয়
হীনবীর্য্য সর্প হৈয়া থাকহ কাননে।
পুনরপি বলে মোরে করুণা বচনে॥
অচিরে হইবে মুক্ত শুন প্রাণসখা।
রুরুর সহিত যতদিনে হবে দেখা॥

প্রমতির পুত্র তুমি ভৃগুবংশে জন্ম।
দ্বিজ হৈয়া কর কেন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম॥
ব্রাহ্মণের কর্ম্ম নয় লোকের হিংসন।
অল্প দোষে দেখ মোর দুর্গতি লক্ষণ।
পূর্ব্বে রাজা জন্মেজয় সর্পযজ্ঞ কৈল।
দয়ায় সর্পের কুল ব্রাহ্মণে রাখিল॥
আস্তিক নামেতে দ্বিজ জরৎকারু সুত।
যাঁহার চরিত্র কথা শুনিতে অদ্ভুত॥
রুরু বলে কহ শুনি আস্তিক আখ্যান।
কিমতে নাগের কুল কৈল পরিত্রাণ॥
কি কারণে সর্পযজ্ঞ কৈল জন্মেজয়।
কহ শুনি মুনিবর খণ্ডুক বিস্ময়॥
মুনি কহে সেই কথা কহিতে বিস্তর।
শুনিবারে চিত্ত যদি আছয়ে তোমার॥
মুনিগণে জিজ্ঞাসিলে কহিবে সকল।
আজ্ঞা দেহ যাব আমি আপনার স্থল॥
এত বলি দিব্য মূর্ত্তি হৈল ততক্ষণ।
অন্তর্দ্ধান হৈয়া মুনি গেল যথা স্থান॥
বিস্ময় জন্মিল রুরু মনোদুঃখী তাপে।
আপনার গৃহে আসি জিজ্ঞাসিল বাপে॥
প্রমতি বলেন আমি তাহা সব জানি।
আস্তিকের উপাখ্যান অদ্ভুত কাহিনী॥
কাশীরাম দাসের প্রণাম সাধুজনে।
পায় সে পরম প্রীতি যাহার শ্রবণে॥

জরৎকারুর বিবরণ।

জিজ্ঞাসিল রুরু তবে জনকের স্থান।
সর্পযজ্ঞ জন্মেজয় কৈল কি কারণ॥
প্রমতি বলেন বৎস কর অবধান।
মহাশ্চর্য্য সর্পযজ্ঞ অপূর্ব্ব আখ্যান॥
জটাচার্ব্ববংশে জন্ম জরৎকারু মুনি।
যোগেতে পরম যোগী ত্রিভগতে জানি॥
স্বচ্ছন্দে ভ্রমিয়া গেল দেশ দেশান্তর।
উলঙ্গ উন্মত্তবেশ সদা অনাহারে।
একদিন অরণ্যে ভ্রময় তপোধন।
এক গোটা গর্ত্ত দেখে অদ্ভুত কথন॥
তার মধ্যে দেখয়ে মনুষ্য কতজন।
এক উলামূল ধরিয়াছে সর্ব্বজন॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া জিজ্ঞাসিল মুনিবর।
কি কারণে এত দুঃখ তোমা সবাকার॥
যে উলার মূল ধরিয়াছ সর্ব্বজনে।
মূষিক খুঁড়িছে মূল না দেখ নয়নে॥
এক গোটা মূলমাত্র দৃঢ় আছে তৃণে।
এখনি ছিঁড়িবে ইহা ইন্দুর দংশনে॥
তবেত পড়িবে সবে গর্ত্তের ভিতর।
এত শুনি পিতৃগণ করিল উত্তর॥
জটাচার্ব্ববংশে আমা সবার উৎপত্তি।
নির্ব্বংশ হইনু তেঁই হৈল হেন গতি॥
ঋষি বলে কেহ বংশে নাহি কি তোমার।
বংশেতে জন্মিয়া করে সবার উদ্ধার॥
পিতৃগণ বলে মাত্র আছে একজন।
মূর্খ দুরাচার সেই বংশে অভাজন॥
না করিল কুলধর্ম্ম বংশের রক্ষণ।
জরৎকারু নাম তার শুন মহাজন॥
এতশুনি জরৎকারু বিস্ময় হইয়া।
আমি জরৎকারু বলি কহিল ডাকিয়া॥
কি করিব আজ্ঞা মোরে কর পিতৃগণ।
যে আজ্ঞা করিবে তাহা করিব পালন॥
পিতৃগণ বলে কর বনিতা গ্রহণ।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের রক্ষণ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি তপস্যা-তৎপর।
কুত্রবন্তে যেই ধর্ম্ম তোমাতে গোচর॥
মহাপুণ্য করি লোক না যায় যথায়।
পুণ্যবন্ত লোক সব তথাকারে যায়॥
তেকারণে বিবাহ করহ মুনিবর।
পুত্র জন্মাইয়া আমা সবা রক্ষা কর॥

জরৎকারুর দারকর্ম্মে অঙ্গীকার।

পিতৃগণ বাক্য শুনি কহে জরৎকার।
যত্নে না করিব বিভা কৈনু অঙ্গীকার॥

মোর নামে কন্যা যদি যাচি কেহ দেয়।
তবে সে করিব বিভা আমি সুনিশ্চয়॥
তাহার গর্ভেতে যেই জন্মিবে কুমার।
তোমা সবাকারে সেই করিবে উদ্ধার॥
শুনি অন্তর্দ্ধান হৈল যত পিতৃগণ।
শূন্যেতে ডাকিয়া তবে বলেন বচন॥
বিভা করি জরৎকারু জন্মাও সন্ততি।
সন্তান জন্মিলে হবে সবার সদ্গতি॥
যেই বেণামূল সবে ছিলাম ধরিয়া।
তুমি আছ তেঁই মূল আছেত লাগিয়া॥
মূষিক খুঁড়িতেছিল মূষিক সে নয়।
মূষারূপে আপনি সে ধর্ম্ম মহাশয়॥
তাহা শুনি জরৎকারু করিল গমন॥
বহু দেশ-দেশান্তর করয়ে ভ্রমণ॥
পিতৃগণ-আজ্ঞা শুনি চিন্তে অনুক্ষণে॥
যাচি কন্যা দিবে কেহ নাহি কি ভুবনে॥
মহাবনে প্রবেশ করিল জরৎকার।
কন্যা কার আছে দেহ বলে তিনবার॥
আছিল তথায় বাসুকির অনুচর।
মুনির সন্দেশ কহে বাসুকি গোচর॥
এত শুনি বাসুকি যে আনন্দ অপার।
ভগিনী সহিত গেল যথা জরৎকার॥
মুনি প্রতি ফণিবর-করে নিবেদন।
আমার ভগিনী তুমি করহ গ্রহণ॥
মুনি বলে সেই কন্যা কোন নাম ধরে।
সত্য করি কহ মিথ্যা না ভাণ্ডিহ মোরে॥
মোর নামে হয় যদি ভগিনী তোমার।
বিবাহ করিব তবে কৈনু অঙ্গীকার॥
বাসুকি বলিল নাম ধরে জরৎকারী।
তোমার লাগিয়া জন্ম লয়েছে সুন্দরী॥
যত্নে রাখিয়াছি আমি তোমার কারণে।
তোমার আজ্ঞায় আনিলাম এতদিনে॥
এত বলি কন্যা দিয়া গেল ফণিবর।
শুনি নাগলোকে হৈল আনন্দ বিস্তর॥
মহাভারতের কথা সুধা হৈতে সুধা।
কর্ণেতে করিলে পান খণ্ডে ভবক্ষুধা॥
বহু চিত্র কথা যত কাশী বিরচিত।
অমর-কিন্নর-নর-নাগের চরিত॥
বিবিধ বিপদ খণ্ডে যাহার শ্রবণে।
আয়ুর্বৃদ্ধি বংশবৃদ্ধি পাপ বিমোচনে॥
স্ববাঞ্ছিত ফল হয় ইথে নাহি আন।
হরিপদে মতি হয় জন্মে দিব্যজ্ঞান॥
এই কথা শ্রবণে সকল পাপ নাশে।
গীতি ছন্দে গাইল পণ্ডিত কাশীদাসে॥

—

গরুড়াদি নাগগণের উৎপত্তি বিবরণ ও অরুণের জন্ম।

মুনিগণ বলে কহ ইহার কারণ।
ভগিনীকে দিল নাগ কোন প্রয়োজন॥
মুনি হেতু কি কারণে কন্যার উৎপত্তি।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ পুনঃ সৌতি॥
সৌতি বলে অবধান কর মুনিগণে।
বাসুকি ভগিনী দিল যাহার কারণে॥
দক্ষের দুহিতা কদ্রু বিনতা সুন্দরী।
দোঁহা স্বামী কশ্যপের বহু সেবা করি॥
তুষ্ট হৈয়া বলে মুনি মাগ দোঁহে বর।
ইহা শুনি কদ্রু বলে যুড়ি দুই কর॥
সহস্রেক নাগ হবে আমার নন্দন।
এই মোর বাঞ্ছা আজ্ঞা কর তপোধন॥
বিনতা মাগিল বর কশ্যপের পায়।
দুই গোটা পুত্র মোরে দেহ মহাশয়॥
কদ্রু পুত্রাপেক্ষা বলাধিক সে নন্দন।
হাসিয়া কশ্যপ বর দিল ততক্ষণ॥
মুনিবরে দুইজন হৈল গর্ভবতী।
দোঁহে আশ্বাসিয়া তবে গেলা মহামতি॥
কতদিনে দুইজনে প্রসব হইল।
সহস্রেক ডিম্ব কদ্রু দেবী প্রসবিল॥
দুই ডিম্ব প্রসবিল বিনতা সুন্দরী।
রাখিল সকল ডিম্ব স্বর্ণপাত্রে ভরি॥
পঞ্চশত বৎসরে জন্মিল নাগগণ।
মুনি বরে পায় কদ্রু সহস্র নন্দন॥

বিনতা দেখিয়া তাপ হৃদয়ে ভাবিল।
এককালে উভয়ের ডিম্ব জনমিল॥
সহস্র পুত্রের কদ্রু জননী হইল।
কি হেতু না জানি মোর পুত্র না জন্মিল॥
এত ভাবি এক ডিম্ব বিনতা ভাঙ্গিল।
তাহাতে লোহিত বর্ণ সন্তান জন্মিল॥
অর্দ্ধাঙ্গ বিহীন হৈল পক্ষীর আকার।
ক্রোধ করি জননীকে বলিল কুমার॥
পরপুত্র দেখি হিংসা জন্মিল হৃদয়।
অকালে ভাঙ্গিলে ডিম্ব পূর্ণ নাহি হয়॥
অঙ্গহীন করি মোরে জন্মাইলে তুমি।
তেকারণে জননী শাপিব তোরে আমি॥
যে ভগ্নীর পুত্র দেখি হিংসা কৈল মনে।
তাহার হইয়া দাসী সেব চিরদিনে॥
এই ডিম্বে আছে যেই পুরুষ-রতন।
তাহা হৈতে হইবেক তোমার মোচন॥
মহাবীর্য্যবন্ত বীর এই ডিম্বে আছে।
অকালে আমার প্রায় ভাঙ্গি ফেল পাছে॥
আপনি হইবে ভগ্ন সহস্র বৎসরে।
এত বলি প্রবোধ করিল জননীরে॥
এইমত কতদিনে দৈবের ঘটনে।
কদ্রু আর বিনতা আছয়ে একস্থানে॥
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ববর পরম সুন্দর।
সূর্য্যের কিরণ নিন্দি তার কলেবর॥
নানা রত্ন অলঙ্কার অঙ্গেতে ভূষণ।
মহাবীর্য্যবন্ত অশ্ব পবন-গমন॥
সমুদ্র-মন্থনে সেই অশ্বের উৎপত্তি।
এত শুনি মুনি জিজ্ঞাসিল সৌতি প্রতি॥
সমুদ্র মন্থন হৈল কিসের কারণ।
কহ শুনি বিস্তারিয়া সূতের নন্দন।

—

সমুদ্র মন্থন।

সৌতি বলে অবধান কর মুনিগণ।
যে হেতু হইল পূর্ব্বে সমুদ্র-মন্থন॥
ব্রহ্মারে কহিল পূর্ব্বে দেব গদাধর।
দেবাসুরগণ নিয়া মন্থহ সাগর॥
অমৃত উৎপত্তি হবে সাগর মন্থনে।
দেবগণ অমর হইবে সুধাপানে॥
যত মহৌষধি আছে পৃথিবী ভিতরে।
মন্দর লইয়া মথ ফেলিয়া সাগরে॥
বিষ্ণুর পাইয়া আজ্ঞা যত দেবগণ।
মন্দর পর্ব্বত যথা করিল গমন॥
অতি উচ্চ গিরিবর পরশে গগন।
ঊর্দ্ধে উচ্চ একাদশ সহস্র যোজন॥
উপাড়িতে বহু শক্তি কৈল দেবগণ।
না পারিয়া নিবেদিল বিষ্ণুর সদন॥
বিষ্ণুর আজ্ঞাতে সে অনন্ত মহীধর।
উপাড়িয়া ভুজবলে আনিল মন্দর॥
দেবগণ সহ গেল সমুদ্রের তীরে।
বরুণে বলিল তুমি ধরহ মন্দরে॥
বরুণ বলিল গিরি বড়ই বিস্তার।
মোর শক্তি নাহিক ধরিতে মহাভার॥
মন্দরে ধরিতে এক আছয়ে উপায়।
মোর জলে কূর্ম্ম আছে অতি মহাকায়॥
এত শুনি দেবগণ কূর্ম্মে আরাধিল।
মন্দর ধরিতে কূর্ম্ম অঙ্গীকার কৈল॥
কূর্ম্ম পৃষ্ঠে গিরিবর করিয়া স্থাপন।
বাসুকি-নাগের দড়ি কৈল নিয়োজন।
পুচ্ছেতে ধরিল দেব মুখে দৈত্যগণ।
আরম্ভ করিল সিন্ধু করিতে মন্থন॥
গিরি ঘরষণে নাগ ছাড়িল নিশ্বাস।
ধূম উপজিল তাহে ব্যাপিল আকাশ॥
সেই ধূমে হৈল যত মেঘের জনম।
বৃষ্টি করি সুরগণে খণ্ডাইল শ্রম॥
ত্রিভুবন হৈল কম্প সর্পের গর্জ্জনে।
অনেক মরিল দৈত্য বিষের জ্বলনে॥
মন্দরের আন্দোলনে কম্পিত বরুণ।
জলের নিবাসী যত ত্যজিল পরাণ॥
পর্ব্বতের বৃক্ষ সব মূল ঘরষণে।
পর্ব্বত নিবাসী পোড়ে তাহার আগুনে॥
দেখিয়া করিল দয়া সবে পুরন্দর।
আজ্ঞায় বরিষে মেঘ পর্ব্বত উপর॥

নির্ব্বাণ হইল অগ্নি জল বরিষণে।
ঔষধের বৃক্ষ যত হইল ঘর্ষণে॥
তাহাতে যতেক রস সমুদ্রে পড়িল।
সেই রস পরশনে জলচর জিল॥
হেনমতে দেব দৈত্য সমুদ্র মথিল।
অনেক হইল শ্রম অমৃত নহিল॥
ব্রহ্মারে কহিল তবে সব দেবগণ।
তোমার আজ্ঞায় হৈল সমুদ্র-মন্থন॥
অমৃত নহিল হৈল পরিশ্রম সার॥
পুনঃ মথিবারে শক্তি নাহি সবাকার॥
এত শুনি ব্রহ্মা নিবেদিল নারায়ণে।
অশক্ত হইল সবে সমুদ্র-মন্থনে॥
তোমা বিনা সিন্ধু মথে কাহার শকতি।
এত শুনি অঙ্গীকার করিল শ্রীপতি॥
সব দেবগণ তবে বিষ্ণু-তেজ পাইয়া।
পুনরপি মথে সিন্ধু মন্দর ধরিয়া॥
হেনমতে দেবাসুর মন্থন করিতে।
চন্দ্রমার জনম হইল আচম্বিতে॥
সুধাংশু ষোড়শ কলা নাম ধরে সোম।
দুই লক্ষ যোজনে করিল স্থিতি ব্যোম॥
দরশনে অখিল জনের হৈল তৃপ্তি।
যোজন পঞ্চাশকোটি ব্রহ্মাণ্ডেতে দীপ্তি।
দেখিয়া হরিষ হৈল সুরাসুর নর।
পুনরপি মথে সিন্ধু ধরিয়া মন্দর॥
শ্বেত হইল হস্তী নাম ঐরাবত।
শ্বেত অঙ্গ চতুর্দ্দন্ত আকার পর্ব্বত॥
মণিরাজ জনমিল ঘোটক উচ্চৈঃশ্রবা।
পারিজাত পুষ্পবৃক্ষ সুরপুরী শোভা॥
...তের কমণ্ডলু লয়ে বাম কাঁখে।
...ন্তরি উঠিলেন সুরাসুর দেখে॥
রত্নগণ উপজিল দেখে দেবগণ।
আনন্দেতে পুনঃ সিন্ধু করিল মথন॥
মন্দরের আন্দোলন ক্ষীরসিন্ধু মাঝ।
না পারিল সহিতে বরুণ মহারাজ॥
পাত্রমিত্রগণ লয়ে করিল বিচার।
কেমতে মন্থন হবে কহত বিস্তার॥
মিত্র বলে উপায় শুনহ মোর বাণী।
শরণ লইতে চল দেব-চক্রপাণি।
পদ্মবনে যেই কন্যা হয়েছে উৎপত্তি।
তাহারে দিয়া পূজ দেব জগৎপতি॥
পূর্ব্বে নাম ছিল তাঁর লক্ষ্মী হরিপ্রিয়া।
মুনি শাপে ভ্রষ্ট হয়ে জন্মিল আসিয়া॥
শুনি তবে জলরাজ বিলম্ব না কৈল।
দিব্য রত্নগণে চতুর্দ্দোল বানাইল॥
আপনি লইয়া স্কন্ধে পুত্রের সহিতে।
নারীগণ চামর ঢুলায় চারিভিতে॥
সহস্র ফণায় ছত্র শিরে ধরে শেষ।
বাহির হইলা সিন্ধু হইতে জলেশ॥
রূপেতে করিল আলো এ তিন ভুবন।
হইল মলিন সূর্য্য আদি জ্যোতির্গণ॥
কমল জিনিয়া অঙ্গ অতি কোমলতা।
কমল-বরণ চক্ষু কমলের পাতা॥
দ্বিভুজ কমলদন্তা চড়ি চতুর্দ্দোলে।
করকমলেতে ধৃত যুগল কমলে॥
যুগল কমল-পদ কমল-আসন।
বিদ্যুৎ-বরণী নানা রত্নে বিভূষণ॥
স্থাবর জঙ্গম ক্ষিতি সমুদ্র আকাশ।
দরশনে সবাকার হইল উল্লাস॥
জীবাত্মা বিহনে যেন হয় মৃত তনু।
তদ্বৎ ত্রৈলোক্য আছে বিনা লক্ষ্মীতনু॥
দুন্দুভির শব্দে নৃত্য করে বারাঙ্গনা।
ত্রৈলোক্যেতে জয় জয় হইল ঘোষণা॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি যত অমর মণ্ডলে।
করযোড়ে প্রণমি পড়িল ভূমিতলে॥
চারিদিকে স্তুতি করে দেব-ঋষিগণ।
উত্তরিল সন্নিকটে দেব-নারায়ণ॥
প্রণমিয়া বরুণ পড়িল কতদূরে।
আজ্ঞামাত্র উঠি দাঁড়াইল যোড়করে॥
কৃতাঞ্জলি করি বলে গদগদ ভাষে।
স্তুতি করে নারায়ণে অশেষ বিশেষে॥
তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল তুমি সর্ব্বরূপী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তুমি সর্ব্বব্যাপী॥

তোমার সৃষ্টিতে দেব এ তিন ভুবন।
স্থানে স্থানে সকল তোমার নিয়োজন ॥
ইন্দ্রে স্বর্গ যমে দিলা সংযমনী পুর।
কুবেরে কৈলাস দিল ধনের ঠাকুর ॥
জলমধ্যে আমারে যে করিয়াছ স্থিতি।
তব আজ্ঞায় চিরকাল করি যে বসতি ॥
কোন দোষে দোষী নহি নাহি পাপবেদে।
তবে কেন আমি এত পড়িনু প্রমাদে ॥
পঞ্চশত কোটি যোজন পৃথিবী বিস্তার ॥
হেন ক্ষিতি তিলবৎ শিরে রহে যার ॥
অবিরত সেই স্থল মথে সেই শেষ।
সুরাসুর ত্রৈলোক্যেতে ঘর্ষণ বিশেষ ॥
জীব জন্তু অনেক আছিল যতজন।
একটিও না রহিল লইয়া জীবন ॥
ভাঙ্গিল আমার পুর হৈল লণ্ড ভণ্ড।
না জানি কাহার দোষে মোর হৈল দণ্ড ॥
এতকালে দিলা স্থল সিন্ধু জলমাঝে।
কোথায় রহিব আজ্ঞা দেহ দেবরাজ ॥
এতেক করুণা যদি করিল বরুণ।
শুনিয়া করুণাময় হৈল সকরুণ ॥
আশ্বাসি বলেন হরি শুন জলেশ্বর।
না করিহ চিন্তা কিছু না করিহ ডর ॥
দুর্ব্বাসার শাপে লক্ষ্মী ছাড়ি স্বর্গস্থল।
তিনপুর ত্যজি প্রবেশিল সিন্ধুজল ॥
লক্ষ্মী হত হয়ে কষ্ট পায় সর্ব্বজন।
সমুদ্র মথিল সবে তাহার কারণ ॥
লক্ষ্মী যদি পাইল তবে মন্থনে কি কাজ।
বিশেষ অন্তরে ক্লেশ হৈল জলরাজ ॥
এত শুনি মন্থন করিল নিবারণ।
শুনি হৃষ্ট হইল বরুণ ততক্ষণ ॥
সর্ব্ব রত্ন সার সেই ত্রৈলোক্য দুর্লভ।
গোবিন্দের গলে মণি দিলেন কৌস্তুভ ॥
চন্দ্র-সূর্য্য-প্রভা জিনি যাহার কারণ।
নারায়ণ বক্ষে মণি হইল শোভন ॥
লক্ষ্মী দিয়া প্রণমিয়া গেলেন জলেশ॥
মন্থন নিবারি চলিলেন হৃষীকেশ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী বলে শুনিলে তরিবে ভববারি ॥

নারদের কৈলাসে গমন ও মহাদেবকে সমুদ্র মন্থন সংবাদ দেওন।

সুরাসুর যক্ষ রক্ষ ভুজঙ্গ কিন্নর।
সবে সিন্ধু মথিল না জানে মাত্র হর ॥
দেখিয়া নারদ মুনি হৃদয়ে চিন্তিত।
কৈলাসে হরের ঘরে হৈলা উপনীত ॥
প্রণমিয়া শিবদুর্গা দোঁহার চরণ।
আশীষ করিয়া দেবী দিলেন আসন ॥
নারদ বলেন গিয়াছিনু সুরপুরে।
শুনিনু মথিল সিন্ধু যত সুরাসুরে ॥
বিষ্ণু পায় কমলা কৌস্তুভমণি আদি।
ইন্দ্র উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত গজনিধি ॥
নানা রত্ন মহৌষধি পায় নরলোক।
এই হেতু হৃদয়ে জন্মিল বড় শোক ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে আছয়ে যত জনে।
সবে ভাগ পাইল কেবল তোমা বিনে ॥
সেকারণে তত্ত্ব নিতে আইলাম হেথা।
সবার ঈশ্বর তুমি বিধাতার ধাতা ॥
তোমারে না দিয়া ভাগ সবে বাঁটি নিল।
এই হেতু মোর অঙ্গে ধৈর্য্য না হইল ॥
এতেক নারদ মুনি বলিল বচন।
শুনি কিছু উত্তর না কৈল ত্রিলোচন ॥
দেখি কোপে কোপান্বিত কহে ত্রিলোচনা।
নারদেরে কহে কিছু করিয়া ভর্ৎসনা ॥
কাহাকে এতেক বাক্য কহ মুনিবর।
বধিরে বলিলে যেন না পায় উত্তর ॥
কণ্ঠেতে হাড়ের মালা বিভূষণ যার।
কৌস্তুভাদি মণি রত্নে কি কাজ তাহার ॥
কি কাজ চন্দনে যার বিভূষণ ধূলি।
অমৃতে কি কাজ যার ভক্ষ্য সিদ্ধিগুলি ॥

াতঙ্গে কি কাজ যার বলদ-বাহন।
রজাতে কি কাজ ধুতুরা আভরণ॥
কল চিন্তিয়া মম অঙ্গ জর জর।
র্ব্বের বৃত্তান্ত সব জান মুনিবর॥
ানিয়া উহাকে দক্ষ পূজা না করিল।
সেই অভিমানে তনু ত্যজিতে হইল॥
দেবী বাক্য শুনি হাসি বলে ভগবান।
বলিলা হৈমবতী কিছু নহে আন॥
াহন ভূষণে মম কিবা প্রয়োজন।
ামি লই তাহা যা লয় অন্যজন॥
ক্তিতে করিয়া বশ মাগিলেক দাস।
ান অম্বর পট্টাম্বর দিব্যবাস॥
ৃণা করি ব্যাঘ্রচর্ম্ম কেহ না লইল।
েই মোরে বাঘাম্বর পরিতে হইল॥
গুরু চন্দন নিল কুঙ্কুম কস্তুরী।
ভূতি না লয় সেই বিভূষণ ধরি॥
ণি রত্ন হার লৈল মুকুতা প্রবাল।
কেহ না লইল তেঁই আছে হাড়মাল॥
তুরা কুসুম নাহি লয় কোনজন।
েই অঙ্গে ধুতুরা করিনু বিভূষণ॥
গজ লইল বাহন পরিচ্ছদ।
কেহ নাহি লয় তেঁই আছয়ে বলদ॥
মেতে দক্ষ মোরে জানি না পূজিল।
ান তিমিরে দৈত্য মোহিত হইল॥
েই মোরে না জানিয়া পূজা না করিল।
ার সমুচিত দণ্ড তৎক্ষণে পাইল॥
শুর সদৃশ হৈল ছাগলের মুণ্ড।
পুরিষেতে পূর্ণ হৈল যজ্ঞকুণ্ড॥
বিষ্ণু ইন্দ্র যম বরুণ তপন।
ারে না পূজিয়া দেবী আছে কোনজন॥
েবী বলে দারাপুত্রে গৃহী যেইজন।
াহারে না হয় যুক্ত এ সব কারণ॥
ক্তি-বৈভব-বিদ্যা সঞ্চয়ে যতনে।
ংসার বিমুখ ইথে আছে কোনজনে॥
ংসারেতে যেজন বিমুখ এ সকলে।
পুরুষ বলিয়া তাহারে লোকে বলে॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র তুমি যেমন পূজিত।
সাক্ষাতেই সে সকল হইল বিদিত॥
রত্নাকর মথিয়া নিলেক রত্নগণ।
কেহ না পূজিল তোমা করিয়া যতন॥
পার্ব্বতীর এই বাক্য শুনিয়া শঙ্কর।
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ কাঁপে থর থর॥
কাশীরাম কহে কাশীপতি ক্রোধ মুখে।
বৃষভ সাজাতে আজ্ঞা করিল নন্দীকে॥

সমুদ্র-মন্থন স্থানে মহাদেবের আগমন।

পার্ব্বতী কহিল ভাষ, শুনি ক্রোধে দিগ বাস,
আঁটিয়া পরিল বাঘছাল।
বাসুকি নাগের দড়ি, কাঁকালে বান্ধিল বেড়ি,
করে তুলি নিল মৃগপাশ॥
কপালেতে শশীকলা, কণ্ঠেতে কঙ্কালমালা,
করযুগে বলয় কঙ্কণ।
ভানু বৃহদ্ভানু শশী, ত্রিবিধ প্রকার ঋষি,
ক্রোধে যেন প্রলয় কিরণ॥
যেন গিরি হেমকূটে, আকাশে লহরী উঠে,
বেগে গঙ্গা মধ্যে জটাজুটে।
রতন মণির আভা, কোটিচন্দ্র মুখ শোভা,
ফণী মণি বেড়া যে মুকুটে॥
গলে দিল হার সাপ, টঙ্কারি পিণাক চাপ,
ত্রিশূল খট্টাঙ্গ নিল করে।
সাজিল শিবের সেনা, যক্ষ রক্ষ অগণনা,
প্রেত ভূত ভূচর খেচরে॥
আগে ধায় যত দানা, স্কন্ধেতে ত্রিশির বাণা,
মুখরব মহা কোলাহলে।
ডম্বুরেতে ডিমিডিমি, আকাশ পাতাল ভূমি,
কম্প হৈল ত্রৈলোক্য মণ্ডলে॥
বৃষভ সাজায়ে বেগে, আনি নন্দী দিল আগে
নানারত্ন করিয়া ভূষণ।
ক্রোধে কাঁপে ভূতনাথ, যেন কদলীরপাত,
অতি শীঘ্র কৈল আরোহণ॥

আগুদলে সেনাপাত, ময়ুরবাহনে গতি,
শক্তিকরে করি ষড়ানন।
গণেশ চড়িয়া মূষা, করে ধরি পাশাঙ্কুশা,
দক্ষিণ ভাগেতে ক্রোধমন ॥
বামে নন্দী মহাকাল,করে শূলশাল তাল,
পাছে ভৃঙ্গী ধায় তিন পাদে।
চলিলেন দেবরাজ, দেখিয়া শিবের সাজ,
তিনলোকে গণিল প্রমাদে ॥
ক্ষণেকে ক্ষীরোদকূলে, উত্তরিলা দলবলে,
যথা সিন্ধু মথে সুরাসুর ॥
কহে কাশীদাস দেবে, দ্রুততর গতি সবে,
প্রণময়ে দেখিয়া ঠাকুর ॥

মহাদেবের প্রতি দেবগণের স্তুতি।

করযোড়ে দাণ্ডাইল সব দেবগণে।
শিব বলে মথ সিন্ধু রহাইলে কেনে ॥
ইন্দ্র বলে মন্থন হইল দেব শেষ।
নিবারিয়া এখন গেলেন হৃষীকেশ ॥
একে ক্রোধে আছিলেন দেব-মহেশ্বর।
দ্বিতীয়ে ইন্দ্রের বাক্যে কম্পে কলেবর ॥
শিব বলে এত গর্ব্ব তোমা সবাকার।
আমাকে হেলন কর করি অহঙ্কার ॥
রত্নাকর মথি রত্ন নিলা সবে বাঁটি।
কেহ চিত্তে না করিল আছয়ে ধূর্জ্জটি ॥
যা করিলা তাহা কিছু না করিনু মনে।
আমি মথিবারে বলি করহ হেলনে ॥
এতেক বলিয়া যদি দেব মহেশ্বর।
ভয়েতে উত্তর কেহ না করে অমর ॥
নিঃশব্দে রহিল যত দেবের সমাজ।
করযোড়ে বলয়ে কশ্যপ মুনিরাজ ॥
অবধান কর দেব পার্ব্বতীর কান্ত।
কহিব ক্ষীরোদসিন্ধু-মন্থন-বৃত্তান্ত ॥
পারিজাত মালা দুর্ব্বাসার গলে ছিল.
স্নেহে সেই মালা মুনি ইন্দ্র হাতে দিল।
গজরাজ আরোহনে ছিল পুরন্দর।
সেই মাল্য দিল তার দন্তের উপর ॥
সহজে মাতঙ্গ অনুক্ষণ মদে মত্ত।
পশুজাতি নাহি জানি জানে মাল্য মুনি
শুণ্ডে জড়াইয়া ফেলাইল ভূমিতলে।
দেখিয়া দুর্ব্বাসা ক্রোধে অগ্নিবৎ জ্বলে
অহঙ্কারে ইন্দ্র মোরে অবজ্ঞা করিল।
মোর দত্ত পুষ্পরাজ ছিঁড়িয়া ফেলিল ॥
সম্পদে হইয়া মত্ত তুচ্ছ কৈল মোরে।
দিল শাপ লক্ষ্মীহত হবে পুরন্দরে ॥
ব্রহ্মশাপে লোকমাতা প্রবেশিল জলে।
লক্ষ্মী বিনা কষ্ট হৈল ত্রৈলোক্য মণ্ডলে
লোকের কারণে ব্রহ্মা কৃষ্ণে নিবেদিল।
সমুদ্র মথিতে আজ্ঞা নারায়ণ কৈল ॥
এই হেতু ক্ষীরোদ মথিল মহেশ্বর।
শেষ মথনের দড়ি মথিল মন্দর ॥
অনেক উৎপাত হৈল বরুণের পুরে।
লক্ষ্মী দিয়া স্তব আসি কৈল গদাধরে ॥
নিবারিয়া মথন গেলেন নারায়ণ।
পুনঃ তুমি আজ্ঞা কর মথন কারণ ॥
বিষ্ণুবলে বড় বালী আছিল অমর।
এবে বিষ্ণু বিনা আর ভ্রমে কলেবর ॥
দ্বিতীয় মথন দড়ি নাগরাজ শেষ।
সাক্ষাতে আপনি তার দেখ সব ক্লেশ ॥
অঙ্গের যতেক হাড় সব হৈল চুর।
সহস্র মুখেতে লাল বহিল প্রচুর ॥
বরুণের যত কষ্ট-না হয় গণন।
আজ্ঞা না হউক দেব মথন কারণ ॥
শিব বলে আমা হেতু মথ একবার।
আগমন অকারণ না হৌক আমার ॥
শিববাক্য কার শক্তি লঙ্ঘিবারে পারে
পুনরপি মথন করিল সুরাসুরে ॥
শ্রমেতে অশক্ত কলেবর সর্ব্বজনা।
ঘনশ্বাস বহে যেন আগুণের কণা ॥
অত্যন্ত ঘর্ষণ নাগ সহিতে নারিল।

সিন্ধুর ঘর্ষণে অগ্নি সর্পের গরল
র নিশ্বাস অগ্নি মন্দর অনল ॥
রি অগ্নি মিশ্রিত হইয়া এক হৈল।
মুদ্র হইতে আচম্বিতে নিঃসরিল ॥
লায় সহস্রচক্ষু কুবের বরুণ।
সু নবগ্রহ অশ্বিনীনন্দন ॥
সুর রাক্ষস যক্ষ যত ছিল আর।
লের মনেতে লাগিল চমৎকার ॥
গেল যত ত্রৈলোকের জন।
ন্ন বদনেতে চাহেন ত্রিলোচন ॥
রেতে থাকিয়া দেবগণ করে স্তুতি।
ক্ষা কর ভূতনাথ অনাথের পতি ॥
বিনা রক্ষাকর্ত্তা নাহি দেখি আন
ংসার হইল নষ্ট তোমা বিদ্যমান ॥
াখ রাখ বিশ্বনাথ বিলম্ব না সয়।
ণেক রহিলে আর হইবে প্রলয় ॥
দবতাগণের শুনি কাকুতি বচন।
বিষে দগ্ধ হয় সৃষ্টি দেখি ত্রিলোচন ॥
াশেষ চিন্তেন পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার।
বার মথনে সিন্ধু রত্ন যে আমার ॥
াপন অর্জ্জিত তাহে সৃষ্টি করে নাশ।
দয়ে চিন্তিয়া আশু হন কৃত্তিবাস ॥
মুদ্র জিনিয়া বিষ আকাশ পরশে।
াকর্ষণ করি হর নিলেন গণ্ডুষে ॥
র থাকি সুরাসুর দেখয়ে কৌতুকে।
রিলেন বিষপান একই চুমুকে ॥
ঙ্গীকার পালন স্বধর্ম্ম রাখিবারে।
ণ্ঠেতে রাখেন বিষ না লন উদরে ॥
লবর্ণ কণ্ঠ আভা পিয়ে বিশ্বনাথ।
লকণ্ঠ নাম তেঁই হইল বিখ্যাত ॥
াশ্চর্য্য দেখিয়া যত ত্রৈলোক্যের জন।
তাঞ্জলি করি সবে করেন স্তবন ॥
মি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ধনের ঈশ্বর।
মি যম সূর্য্য বায়ু সোম বৈশ্বানর ॥
াগজ্ঞান বেদশাস্ত্র তুমি যজ্ঞ জপ।
মি ধ্যান ধারণা তুমি সে উগ্রতপ ॥

অকালে করিলা তুমি এ মহা প্রলয়।
কি করিব আজ্ঞা এবে দেহ মৃত্যুঞ্জয় ॥
এত শুনি অনুজ্ঞা দিলেন মহেশ্বর।
রাখ লয়ে যথা স্থানে আছিল মন্দর ॥
মন্থন নিবৃত্ত কর নাহি আর কাজ।
অনেক পাইলে কষ্ট দেবের সমাজ।
এত শুনি আনন্দিত হৈল দেবগণ।
মন্দর লইতে সবে করেন যতন ॥
অমর তেত্রিশ কোটি অসুর যতেক।
মন্দর তুলিতে যত্ন করিল অনেক ॥
কার শক্তি নহিল তুলিতে গিরিবর।
তুলিয়া লইল গিরি শেষ বিষধর ॥
যথাস্থানে মন্দর থুইল লয় শেষে।
নিবারিয়া সবে গেল যেই যার দেশে ॥
কাশীরাম দাস কহে করিয়া মিনতি।
অনুক্ষণ নীলকণ্ঠ-পদে রহে মতি।
মুনিগণ বলে শুন সূতের নন্দন।
শুনিলাম যে কথা সে অদ্ভুত কথন ॥
অমর অসুর মিলি সাগর মন্থিল।
উপজিল যত রত্ন দেব সব নিল ॥
রত্নের বিভাগ নাহি পাইল অসুর।
কহে শুনি সূতপুত্র শ্রবণে মধুর ॥

শ্রীকৃষ্ণের মোহিনীরূপ ধারণ।

সৌতি বলে দৈত্যগণ একত্র হইয়া।
দেবগণ হৈতে সুধা লইল কাড়িয়া ॥
সবাকার শ্রম হৈল ক্ষীরোদমন্থনে।
যে কিছু উঠিল সব নিল দেবগণে ॥
ঐরাবত হস্তী নিল বাজী উচ্চৈঃশ্রবা।
লক্ষ্মী কৌস্তুভাদি মণি শতচন্দ্র আভা ॥
সকল লইল যেন শিশুগণে ভাণ্ডি।
অমরের ভাগ আর আছে সুধাহাণ্ডি।
এতবলি কাড়িয়া লইল দৈত্যগণ।
দেব দৈত্যে কলহ হইল ততক্ষণ ॥

মধ্যস্থ হইয়া হর কলহ ভাঙ্গিয়া।
দেব দৈত্যপতি প্রতি কহেন ডাকিয়া॥
অকারণে দ্বন্দ্ব সবে করে কি কারণ॥
সবার অর্জ্জিত সুধা লহ সর্ব্বজন॥
শিবের বচনে সবে নিবৃত্ত হইল।
কে বাঁটিয়া দিবে সুধা সকলে কহিল॥
হেনকালে নারায়ণ ধরিয়া স্ত্রীবেশ।
ধীরে ধীরে উপনীত হইলা সেই দেশ॥
রূপেতে হইল আলো চতুর্দ্দশ পুর।
সুবর্ণ রচিত তাঁর চরণে নপুর॥
কোকনদ জিনি পদে মনোহর গতি।
যে চরণে জন্মিলেন গঙ্গা-ভাগীরথী॥
যার গন্ধে মকরন্দ ত্যজি অলিবৃন্দ।
লাখে লাখে পড়ে ঝাঁকে পেয়ে মধুগন্ধ।
যুগ্ম উরু রম্ভা তরু চারু দুই হাত।
মধ্যদেশ হেরি ক্লেশ পায় মৃগনাথ॥
নাভিপদ্ম জিনি পদ্ম অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
কুচযুগ ভরা বুক বিল্বের সমান॥
ভুজসম ভুজঙ্গম মৃণাল জিনিয়া।
সুরাসুর মূর্চ্ছাতুর যাহারে হেরিয়া॥
পদ্মাবর জিনি কর চম্পক অঙ্গুলি।
নখবৃন্দ জিনি ইন্দু প্রভা গুণশালী॥
কোটি কাম জিনি ধাম বদন পঙ্কজ।
মনোহর ওষ্ঠাধর গরুড় অগ্রজ॥
নাসিকায় লজ্জা পায় শুক-চঞ্চুখানি।
নেত্রদ্বয় শোভা হয় নীলপদ্ম জিনি॥
পুষ্প চাপ হরে দাপ ভ্রূদ্বয়-ভঙ্গিমা।
ভালে প্রাতঃ দিননাথ দিতে নহে সীমা॥
পীতবাসে করে হাস স্থির সৌদামিনী।
দন্তপাঁতি করে দ্যুতি মুক্তার গাঁথনি॥
দীর্ঘ কেশে পৃষ্ঠদেশে বেণী লম্ববান।
আচম্বিতে উপনীত সভা বিদ্যমান॥
দৃষ্টিমাত্র সর্ব্বগাত্রে কামাগ্নি দহিল।
সুরাসুর তিনপুর টলিয়া পড়িল॥
সবে মূর্চ্ছাগত হৈল দেখিয়া মোহিনী।
কতক্ষণে চেতন পাইয়া শূলপাণি॥

মোহিনীর প্রতি হর একদৃষ্টে চান।
দুই ভুজ প্রসারিয়া ধরিবারে চান॥
কন্যা বলে যোগী তোর কেমন প্রকৃতি।
ঘনাইয়া আইস বুড়া হরে ছন্নমতি॥
এতবলি নারায়ণ যান শীঘ্রগতি।
পাছে পাছে ধাইয়া চলেন পশুপতি।
হর বলে হরিণাক্ষি মুহূর্ত্তেক রহ।
দাঁড়াইয়া তুমি মোরে এক কথা কহ॥
কে তুমি কোথায় থাক কাহার নন্দিনী।
কি হেতু আইলে তুমি কহ সত্য বাণী॥
ত্রৈলোক্যের মধ্যে আছে যত রূপবতী।
তব পদ নখ তুল্য নাহি কারো জ্যোতি॥
দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী শচী অরুন্ধতী।
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা তিলোত্তমা রতি॥
নাগিনী মানুষী দেবী ত্রৈলোক্যবাসিনী।
সবে মোরে জানে আমি সবাকারে জানি।
ব্রহ্মাণ্ডে আছহ কভু না শুনি না দেখি।
কোথা হতে এলে সত্য কহ শশীমুখি॥
কন্যা বলে বুড়া তোর মুখে নাহি লাজ।
তোরে পরিচয় দিতে আমার কি কাজ॥
তৈল বিনে বিভূতি মাথায় জটাভার।
তাম্বূল বিহনে দন্ত স্ফটিক আকার॥
বসন না মিলে পরিধান ব্যাঘ্র ছড়ি।
দীর্ঘল করের নখ পাকা গোপদাড়ি॥
অঙ্গের দুর্গন্ধ উঠে মুখেতে বমন।
না জানি আছয়ে কিনা বদনে দর্শন॥
মম অঙ্গ গন্ধে দেখ ব্রহ্মাণ্ড পূরিত।
অঙ্গের ছটাতে দেখ ত্রৈলোক্য দীপিত॥
কোন্ লাজে চাহ তুমি করিতে সম্ভাষ।
কোন্ সাহসে তুমি আইস মোর পাশ॥
হর বলে হরিণাক্ষ কেন দেহ তাপ।
মম সহ কভু নহে তোমার আলাপ॥
ত্রৈলোক্যের মধ্যে যত আছে মহাপানী।
সবার ঈশ্বর আমি জান বরাননি॥
ব্রহ্মার পঞ্চম শির নখে ছেদি দিল।
বহুকাল সেবি বিষ্ণু অভয় পাইল॥

ইন্দ্র যম বরুণ কুবের হুতাশন ।
সব লোকপাল করে মোর আরাধন ॥
জ্ঞানযোগে মৃত্যু আমি করিলাম জয় ।
আমার নয়নানলে কাম ভস্ম হয় ।
মহামায়া বলে যারে ত্রৈলোক্য মোহিনী
বিষ্ণু অংশে জন্মে গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ॥
দাসী হয়ে সেবে মোরে চরণ অম্বুজে ।
মনোমত বর লভে যেই মোরে ভজে ॥
ত্যজ মান মনোরমে করহ সন্তোষ ।
আমারে ভজিলে হবে সিদ্ধ অভিলাষ ॥
কন্যা বলিলেন যোগী জানিনু এক্ষণে ।
তোমারে মহেশ বলি জানে সর্ব্বজনে ॥
ব্যর্থ জপ তপ তোর ব্যর্থ যোগজ্ঞান ।
ব্যর্থ তোর পঞ্চমুখে রাম নাম গান ॥
ব্যর্থ জটা ভস্ম মাখ ব্যর্থ তুমি যোগী ।
ভণ্ডতা করিয়া লোকে বলহ বৈরাগী ॥
কামিনী দেখিয়া এত হইলা বিভোল ।
কামে দগ্ধ হৈলে কোন্ লাজে বল বোল ॥
হর বলে মনোহরা কর অবধান ।
তব অঙ্গ দেখি মোর হরিলেক জ্ঞান ॥
করিলাম এক কাম দহন নয়নে ।
কোটি কাম জ্বলিতেছে তব চক্ষুকোণে ॥
তপ জপ যোগ জ্ঞান জ্ঞানের বৈরাগ ।
এ সকল কর্ম্মে যদি হয় শ্রেষ্ঠ ভাগ ॥
এই বাঞ্ছা হয় তুমি করহ পরশ ।
আলিঙ্গন দেহ তুমি হইয়া হরষ ॥
যতেক করিনু তপ জপ রাম নাম ।
জটা ভস্ম দিগ্‌বাস শ্মশানের ধাম ॥
তার সমুচিত ফল মিলাইল বিধি ।
এতকালে পাইলাম তোমা হেন নিধি ॥
সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পিনু তোমার চরণে ।
কৃপা করি আলিঙ্গন দেহ বরাননে ॥
হর বাক্য শুনিয়া বলেন হয়গ্রীব ।
অপ্রাপ্য দ্রব্যের কেন বাঞ্ছা কর শিব ॥
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যজিবারে পারে যেই জন ।
অনন্যমনা না হবে আমাতে একমন ॥
কায়মনোবাক্যে করে আমারে ভজন ।
যে জনারে যাচি আমি দিব আলিঙ্গন ॥
শঙ্কর বলেন এই সত্য অঙ্গীকার ।
আজি হৈতে তোমা বিনা না ভজিব আর
ত্যজিলাম সর্ব্ব কর্ম্ম ভার্য্যা পুত্রগণ ।
সেবিব তোমার পদ দেহ আলিঙ্গন ॥
হরি বলে কত আর করহ ভণ্ডন ।
কেমনে ত্যজিবে তুমি ভার্য্যা পুত্রগণ ।
এক ভার্য্যা রাখিয়াছ জটার ভিতরে ।
আর ভার্য্যা রাখিয়াছ অর্দ্ধ কলেবরে ॥
হর বলে হরিণাক্ষি কেন হেন কহ ।
ত্যজিয়া কপট তুমি কর অনুগ্রহ ॥
কি ছার সে নারী পুত্র নাম লহ তার ।
শত শত গঙ্গা দুর্গা নিছনি তোমার ॥
দাসী হয়ে সেবিবে সে আমি হব দাস ।
কৃপা করি বরাননি পূরাও সে আশ ॥
যদি তুমি নিশ্চয় না দিবে আলিঙ্গন ।
তোমার উপরে বধ দিব এইক্ষণ ॥
নেউটি আমার পানে চাহ চারুমুখে ।
হের মরি ত্রিশূল মারিয়া নিজ বুকে ॥
এতবলি ত্রিশূল নিলেক ভূতনাথ ।
উলটি হাসিয়া তবে বলেন শ্রীনাথ ॥
বুঝিলাম গঙ্গাধর তোমার যে জ্ঞান ।
কাম বশ হয়ে চাহ ত্যজিতে পরাণ ॥
ধৈর্য্য ধর তেজ খেদ চিত্ত কর স্থির ।
দিব আলিঙ্গন তুমি না ত্যজ শরীর ॥
নাহি জান বিশ্বনাথ আমার হৃদয় ।
ভকত জনেরে আমি করি যে অভয় ॥
যেজন যেমন কাম মাগে মম স্থান ।
দিই তারে অবশ্য না হয় কভু আন ॥
বিশেষ আমাকে পূর্ব্বে মাগিয়াছ তুমি ।
অর্দ্ধ অঙ্গ দিব অঙ্গীকার কৈনু আমি ॥
এত বলি আলিঙ্গন দিতে জগন্নাথ ।
আইস বলিয়া বিস্তারেন দুই হাত ॥
আলিঙ্গনে যুগল শরীর হৈল এক ।
অর্দ্ধ ভস্ম ভূষা হৈল কস্তুরী অর্দ্ধেক ॥

অর্দ্ধ জটাজুট অর্দ্ধ চিকুর চাঁচর।
অর্দ্ধেক কিরীট অর্দ্ধ ফণী দণ্ডধর ॥
কস্তুরী তিলক অর্দ্ধ অর্দ্ধ শশীকলা।
অর্দ্ধ গলে হাড়মালা অর্দ্ধে বনমালা ॥
মকর-কুণ্ডল কর্ণে কুণ্ডলী কুণ্ডল।
শ্রীবৎসলাঞ্ছন অর্দ্ধ শোভিত গরল ॥
অর্দ্ধ মলয়জ অর্দ্ধ ভস্ম কলেবর।
অর্দ্ধ বাঘাম্বর অর্দ্ধ কটি পীতাম্বর ॥
এক পদে ফণী একে কনক নূপুর।
শঙ্খচক্র করে শোভে ত্রিশূল ডম্বুর ॥
একভিতে দুর্গা একভিতে লক্ষ্মী সাজে।
কাশীদাস স্মরে সেই চরণ-সরোজে ॥
সৌতি বলে অবধান শুন মুনিগণ।
কহিনু অপূর্ব্ব হর হরির মিলন ॥
দেবগণ আয়ু হেতু দেব ভগবান।
পুনরপি আইলেন সবা বিদ্যমান ॥
এথা সুরাসুর সবে পাইয়া চেতন।
কোথা কন্যা কোথা কন্যা করে অন্বেষণ ॥
হেনকালে সেই স্থানে দেখে নারায়ণ।
এই এই বলিয়া ধাইল সর্ব্বজন ॥
চতুর্দ্দিক হইতে ধাইলা সুরাসুর।
কন্যারে বেড়িল গিয়া করি লক্ষপুর ॥
চিত্রের পুত্তলি প্রায় চাহে সর্ব্বজন।
ততক্ষণে নারায়ণ বলেন বচন ॥
এই ক্ষীর সিন্ধু মাঝে আমার বসতি।
মোহিনী আমার নাম অযোনি উৎপত্তি ॥
সহিতে নারিনু বহুক্ষণ কলরব।
কি হেতু কলহ কর তোমরা হে সব ॥
এত শুনি কহিতে লাগিল সর্ব্বজন।
অসুর-অমর দ্বন্দ্ব অমৃত-কারণ ॥
ভাল হৈল তোমা সহ হইল মিলন।
আপনি থাকিয়া কর দ্বন্দ্ব নিবারণ ॥
বাঁটি দেহ সুধা দ্বন্দ হোক সমাধান।
তুমি যা করিবে তাহা না করিব আন ॥
কন্যা বলে এত দ্বন্দে আমার কি কাজ।
কভু না মধ্যস্থ হব সুরাসুর মাঝ ॥

আমার বিধান যদি নাহি লয় মনে।
সবে ক্রোধ করিলে কি করিব তখনে ॥
তাহা শুনি ডাকি তবে কহে সর্ব্বজন।
সত্য করি না লঙ্ঘিব তোমার বচন ॥
এতেক সবার মুখে শুনি দৃঢ় বাণী।
কহিতে লাগিল তবে দেব চক্রপাণি ॥
তোমা সবাকার বাক্য না করিব আন।
আনি দেহ সুধাভাণ্ড আমা বিদ্যমান ॥
দুই পংক্তি হইয়া বৈসহ সর্ব্বজন।
একভিতে দৈত্য একভিতে দেবগণ ॥
মায়াবীর মায়াতে মোহিত সর্ব্বজন।
সুধাভাণ্ড আনিয়া দিলেক ততক্ষণ ॥
দুই পংক্তি বসিল লইয়া পত্রাসন।
কাঁখে সুধাভাণ্ড করি করেন বণ্টন ॥
দেবতার শ্রেষ্ঠভাগ বলেন মোহিনী।
দেবে সুধা বিতরিতে যুক্তি আগে মানি ॥
দৈত্যগণ বলিল যেমন তব মতি।
শুনি পরিবেশন করেন লক্ষ্মীপতি ॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন।
ইত্যাদি তেত্রিশ কোটি যত দেবগণ ॥
সবাকারে ক্রমে সুধা বাঁটিয়া মোহিনী।
অবশেষে সব পান করেন আপনি ॥
হেনকালে ডাকিয়া বলে রবি শশী।
হের দেখ রাহু দৈত্য সুধা খাইল বসি।
শুনি সুদর্শনে আজ্ঞা দেন নারায়ণ।
দুইখান করিয়া কাটিল ততক্ষণ ॥
তথাপি না মরিলেক সুধাপান হেতু।
মুখ হৈল রাহু কলেবর হৈল কেতু ॥
দৈত্য মারি সুধা হাঁড়ি কৈল অন্তর্দ্ধান।
দেখি ক্রোধে কম্পান্বিত হৈল দৈত্যগণ ॥
মারহ অমরগণে বলিয়া উঠিল।
প্রলয়ের কালে যেন সিন্ধু উথলিল ॥
নানা অস্ত্র শস্ত্র সবে বরিষে প্রচুর।
কে বর্ণিতে পারে যুদ্ধ কৈল সুরাসুর ॥
সুধাপানে বলবান্ যতেক অমর।
মথনেতে দৈত্যগণ ক্লান্ত কলেবর ॥

না পারিয়া ভঙ্গ দিয়া গেল সর্ব্বজন।
আপন আলয়ে চলি গেল দেবগণ॥
ভারতের পুণ্যকথা শুনে পুণ্যবান।
কাশীদাস কহে কলিভয়ে কর ত্রাণ॥
শৌনকাদি মুনিরা সৌতিরে জিজ্ঞাসিল
কদ্রু আর বিনতায় কি প্রসঙ্গ হৈল॥
সৌতি বলে দুইজন দেখি তুরঙ্গম।
অতি সুলক্ষণ অশ্ব অতি মনোরম॥
কদ্রু বলে বিনতা দেখহ অশ্ববর।
কোন্ বর্ণ ধরে অশ্ব পরম সুন্দর॥
বিনতা বলেন ঘোড়া শ্বেতবর্ণ ধরে।
তুমি কোন্ বর্ণ দেখ কহত আমারে॥
কদ্রু বলে কৃষ্ণবর্ণ হয় অশ্ববর।
দুইজনে বলাবলি হইল বিস্তর॥
কদ্রু বলে বিনতা কোন্দল কি কারণ।
দুইজনে এস তবে করি কিছু পণ॥
দাসী হয়ে থাকিবেক যেইজন হারে।
নির্ণয় করিয়া দোঁহে গেল নিজঘরে॥
অস্ত গেল দিনমণি দৃষ্টি নাহি চলে।
কল্য আসি তুরঙ্গম দেখিব সকালে॥
সহস্রেক পুত্র কদ্রু আনিল ডাকিয়া।
কহিল বৃত্তান্ত যত পুত্রে বসাইয়া॥
পুত্রগণ বলে মাতা কি কর্ম্ম করিলে।
শ্বেতবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবা খ্যাতি ভূমণ্ডলে॥
কদ্রু বলে অশ্ব যদি ধবল আকার।
কৃষ্ণাঙ্গ যেমতে হয় কর প্রতিকার॥
করিলাম বিনতার সহ আমি পণ।
হারিলে হইব দাসী না যায় খণ্ডন॥
এত শুনি নাগগণ বিরস বদন।
মায়ের চরণে তবে করে নিবেদন॥
যেমন জননী তুমি তেমন বিনতা।
কপটেতে দুঃখ দিব ভাল নয় কথা॥
শুনিয়া কুপিল কদ্রু দিল শাপ বাণী।
জন্মেজয়-যজ্ঞে ভস্ম হবে সব ফণী॥
কদ্রু শাপ দিল যদি আনন্দিত ধাতা।
ইন্দ্র সহ আনন্দিত যতেক দেবতা॥
বিষম দুর্জ্জয় ফণী লোক-হিংসা করে।
আনন্দে কুসুম বৃষ্টি করে ইন্দ্রবরে॥
বিষের জ্বলনে লোক হয়ত বিনাশ।
রক্ষা-হেতু ব্রহ্মামন্ত্র করিল প্রকাশ॥
দিব্যমন্ত্র গারুড়িক দিল কশ্যপেরে।
কশ্যপ হইতে প্রচারিল মর্ত্ত্যপুরে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
মায়ের বচন শুনি নাগগণে ভয়।
শীঘ্রগতি গেল যথা উচ্চৈঃশ্রবা হয়॥
তুরঙ্গের পুচ্ছ ছিল ধবল বরণ।
ঢাকিল পুচ্ছের বর্ণ যত নাগগণ॥
উচ্চৈঃশ্রবা নিশ্বাসেতে কৃষ্ণাঙ্গ হইল।
পূর্ব্বের ধবল ইন্দু আভা লুকাইল॥
প্রভাতে উঠিয়া কদ্রু বিনতা সুন্দরী।
তুরঙ্গ দেখিতে ক্রোধে যায় ত্বরা করি॥
পথে যেতে সমুদ্র দেখিল দুইজন।
পর্ব্বত আকার তাহে জলচরগণ॥
শতেক যোজন কেহ বিংশতি যোজন।
কুম্ভীর কচ্ছপ মৎস্য আদি জন্তুগণ॥
হেনমতে কৌতুক দেখিয়া দুইজন।
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব যথা করিল গমন॥
নিকটেতে গিয়া তথা করি নিরীক্ষণ।
কৃষ্ণবর্ণ দেখে ঘোড়া অতি সুলক্ষণ॥
দেখিয়া বিনতা হৈল বিষণ্ণ বদন।
অঙ্গীকার কৈলা সপত্নীর দাসীপণ॥

গরুড়ের জন্ম ও সূর্য্যের রথে অরুণের স্থাপন।

হেনমতে দাসীপণে আছেন বিনতা।
মহাবীর গরুড়ের জন্ম হৈল হেথা॥
ডিম্ব ফাটি বাহির হইল আচম্বিতে।
দেখিতে দেখিতে কায় লাগিল বাড়িতে॥
প্রাতে হৈতে যেন ক্রমে সূর্য্যতেজ বাড়ে।
বনে অগ্নি দিলে যেন দশদিক বেড়ে॥

কামরূপী বিহঙ্গম মহা ভয়ঙ্কর।
নিশ্বাসে উড়িয়া যায় যতেক শিখর ॥
বিদ্যুৎ আকার অঙ্গ লোহিত লোচন।
ক্ষণমাত্রে মুণ্ড গিয়া ঠেকিল গগন ॥
যুগান্তের অগ্নি হেন দেখে সর্ব্বজনে।
সুরাসুর কম্পমান হইল গর্জ্জনে ॥
অগ্নি হেন জানি সবে করি যোড়কর।
অগ্নির উদ্দেশে স্তব করিল বিস্তর ॥
অগ্নি বলে আমাতে এ স্তুতি কর কেনে।
আপনা সম্বর বলি বলে দেবগণে ॥
অগ্নি বলে আমি নহি বিনতানন্দন।
সর্ব্বলোক হিতকারী হিংস্রক-হিংসন ॥
না করিহ ভয় কোন থাক মম সঙ্গে।
আনন্দিত হয়ে সবে দেখহ বিহঙ্গে ॥
এত শুনি দেবগণ অগ্নির বচন।
যোড়হাত করি করে গরুড়ে স্তবন ॥
ভীমরূপ দেখিতে তোমায় ভয়ঙ্কর।
সম্বরহ নিজ রূপ বিনতা কোঙর ॥
তোমার তেজেতে দেখ চক্ষু যায় জ্বলি।
তোবার গর্জ্জনেতে লাগিল কর্ণে তালি ॥
কশ্যপের পুত্র তুমি হও দয়াবান্।
নিজ তেজ সম্বরহ কর পরিত্রাণ ॥
দেবতার স্তবে তুষ্ট হৈল খগেশ্বর।
আশ্বাসিয়া সম্বরিল নিজ কলেবর ॥
তবে পক্ষিরাজ বীর অরুণে লইয়া।
আদিত্যের রথে তারে বসাইল গিয়া ॥
বিষম সূর্য্যের তেজে পোড়ে ত্রিভুবন।
অরুণের আচ্ছাদনে হৈল নিবারণ ॥
মুনিগণ বলে কহ ইহার কারণ।
কোন্ হেতু ত্রিভুবন দহয়ে তপন ॥
সৌতি বলে যেইকালে অমৃত বাঁটিল।
মায়া করি রাহু তথা অমৃত খাইল ॥
হেনকালে সূর্য্যবাক্যে দেব নারায়ণ।
চক্রেতে তাহার মুণ্ড করেন ছেদন ॥
সূর্য্যের হইল পাপ তাহার কারণে।
ক্রোধে রাহু গ্রাসে তারে পাপগ্রহ দিনে ॥
সূর্য্যের হইল ক্রোধ যত দেবগণে।
ডাকিয়া বলিনু আমি সবার কারণে ॥
সবে দেখে কৌতুক আমায় করে গ্রাস।
এই হেতু সৃষ্টি আমি করিব বিনাশ ॥
আপনার তেজেতে পোড়াব ত্রিভুবন।
এত চিন্তি মহাতেজা ধরিল তপন ॥
দেবগণ নিবেদিল ব্রহ্মার গোচর।
ত্রৈলোক্য দহিতে তেজ কৈল দিনকর ॥
ব্রহ্মা বলে ভয় না করিহ দেবগণ ॥
ইহার উপায় এক করিব রচন ॥
কশ্যপের পুত্র হবে বিনতা উদরে।
রবিতেজ নিবারিবে সেই মহাবীরে ॥
কতদিন কষ্ট সহি থাক সর্ব্বজন।
এত শুনি প্রবোধ পাইল দেবগণ ॥
মহাভারতের কথা শুনে পুণ্যবান।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীরাম দাস গান ॥

—

সুধা আনিতে গরুড়ের স্বর্গে গমন ও গজ-কুর্ম্মের বিবরণ।

অরুণে লইয়া স্কন্ধে বিনতা নন্দন।
সূর্য্যরথে যত্ন করি করিল স্থাপন ॥
অশ্ব-দড়ি কড়িয়ালি ধরি বামহাতে।
রহিল অরুণ সে সারথি হয়ে রথে ॥
সূর্য্যরথে ভাইকে রাখিয়া পক্ষিরাজ।
জননীর ঠাঁই গেল ক্ষীর সিন্ধু মাঝ ॥
দুঃখিত জননী দেখি মলিন বদন।
মায়ের চরণে গিয়া করিল বন্দন ॥
পুত্র দেখি বিনতার খণ্ডিল বিষাদ।
আশ্বাসিয়া গরুড়েরে কহে আশীর্ব্বাদ ॥
হেনকালে কদ্রু ডাকি বলে বিনতারে।
রম্যক দ্বীপেতে চল স্কন্ধে করি মোরে ॥
রম্যক দ্বীপেতে মোর পুত্রের আলয়।
ত্বরিতে লইয়া চল বিলম্ব না সয় ॥
কদ্রুরে করিল স্কন্ধে বিনতা সুন্দরী।
নাগগণে গরুড় লইল স্কন্ধে করি ॥

নাগগণে স্কন্ধে করি গরুড় উড়িল।
চক্ষুর নিমিষে সূর্য্যমণ্ডলে চলিল॥
সূর্য্যের কিরণে পোড়ে যত নাগগণ।
নাগমাতা দেখে পুড়ি মরিছে নন্দন॥
পুড়ি মরে নাগগণ নাহিক উপায়।
আকুল হইয়া কদ্রু স্মরে দেবরায়॥
ত্রিলোকের নাথ তুমি দেব শচীপতি।
আমার কুমারগণে কর অব্যাহতি॥
বহুবিধ স্তুতি কদ্রু কৈল পুরন্দরে।
ইন্দ্র আজ্ঞা কৈল ডাকি সব জলধরে॥
তৎক্ষণে মেঘগণ ঢাকিল আকাশ।
জলবৃষ্টি করিয়া ভরিল দিক্‌পাশ॥
তবে খগপতি সব লয়ে নাগগণে।
রম্যক দ্বীপেতে বীর গেল ততক্ষণে॥
নাগের আলয় দ্বীপ অতি মনোহর।
কাঞ্চনে-নির্ম্মিত গৃহ প্রবাল প্রস্তর॥
ফল ফুলে সুশোভিত চন্দনের বন।
মলয় সুগন্ধি বায়ু বহে অনুক্ষণ॥
আপনার আলয়ে বসিল নাগগণ।
গরুড়ে চাহিয়া তবে বলিল বচন॥
উড়িবার শক্তি বড় আছয়ে তোমার।
চড়িয়া তোমার স্কন্ধে করিব বিহার॥
আর এক দ্বীপে লয়ে চল খগেশ্বর।
শুনিয়া গরুড় গেল মায়ের গোচর॥
গরুড় বলিল মাতা কহ বিবরণ।
পুনরপি স্কন্ধে নিতে বলে নাগগণ॥
প্রভু যেন আজ্ঞা করে সেবকের তরে।
কিহেতু এমন বাক্য বলে বারে বারে॥
একবার স্কন্ধে কৈনু তোমার আজ্ঞায়।
পুনরপি বলে দোঁহে সহা নাহি যায়॥
বিনতা বলিল পুত্র দৈবের লিখন।
আমি তার দাসী তুমি আমার নন্দন॥
গরুড় কহিল মাতা কহ বিবরণ।
তুমি তার দাসী হৈলে কিসের কারণ॥
বিনতা বলিল পূর্ব্বে দেখি শ্রেষ্ঠ হয়।
হারিলাম আমি তাতে করিয়া নিশ্চয়॥
দাসী বৃত্তি সেই হৈতে করি তার আমি।
তেকারণে দাসীপুত্র হৈলে বাপু তুমি॥
এত শুনি মহাক্রোধ করিল সুপর্ণ।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে চক্ষু রক্তবর্ণ॥
মায়ে এড়ি গেল সর্পমায়ের নিকটে।
কদ্রুর নিকটে বীর কহে করপুটে॥
আজ্ঞা কর জননী গো করি নিবেদন।
কিমতে মায়ের হবে দাসীত্ব মোচন॥
কদ্রু বলে মুক্ত যদি করিবে জননী।
শুন তবে অমৃত আমারে দেহ আনি॥
এত শুনি খগবর আনন্দ অপার।
মায়ের নিকটে বীর গেল আর বার॥
যে বলিল সর্পমাতা মায়েরে কহিল।
না ভাবিহ আর দুঃখ অবসান হৈল॥
এখনি আনিব সুধা চক্ষু পালটিতে।
ক্ষুধায় উদর জ্বলে দেহ কিছু খেতে॥
জননী বলিল যাহ সমুদ্রের ধারে।
যথা আছে নিশাচর খাও সবাকারে॥
কিন্তু কহি তাহে এক দ্বিজবর আছে।
বুঝিয়া খাইবে বাপু দ্বিজে খাও পাছে॥
অবধ্য ব্রাহ্মণ জাতি কহিনু তোমারে।
ক্ষুধায় আকুল বাছা খাও পাছে তারে॥
অগ্নি সূর্য্য বিষ হৈতে আছে প্রতিকার।
ব্রাহ্মণ কোপেতে বাছা নাহিক নিস্তার॥
গরুড় বলিল যদি তাদৃশ ব্রাহ্মণ।
কোন্ চিহ্ন ধরে দ্বিজ কেমন বরণ॥
বিনতা বলিল তুমি ক্ষুধায় আকুল।
চিনিয়া খাইতে দুঃখ পাইবে বহুল॥
খাইতে তোমার কষ্ট জন্মিবে যখন।
নিশ্চয় জানিবে পুত্র সেই সে ব্রাহ্মণ॥
এত বলি বিনতা করেন আশীর্ব্বাদ।
যাহ পুত্র অমৃত আনহ অপ্রমাদ॥
ইন্দ্র যম আদিত্য কুবের হুতাশন।
তোমারে জিনিতে শক্ত নহে কোনজন॥
এত বলি খগবরে করিল মেলানি।
মায়ে প্রণমিয়া বীর উড়িল তখনি॥

গরুড় উড়িতে তিন ভুবন কাঁপিল।
প্রলয়ের কাল যেন সিন্ধু উথলিল॥
পাখসাটে পর্ব্বত উড়িয়া যায় দূরে।
গর্জ্জনে লাগিল তারা সুরাসুর নরে॥
কৈবর্ত্তের দেশ দেখি মুখ বিস্তারিল।
নিশ্বাস সহিতে সব মুখে প্রবেশিল॥
আছিল ব্রাহ্মণ এক তাহার ভিতরে।
অগ্নির সমান জ্বলে গরুড় উদরে॥
গরুড় স্মরিল তবে মায়ের বচন।
ডাকিয়া বলিল শীঘ্র নিঃসর ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ বলিল নিঃসরিব কি প্রকারে।
ভার্য্যা মোর পুড়ি মরে তোমার উদরে॥
কৈবর্ত্তিনী ভার্য্যা মোর প্রাণের সমান।
ভার্য্যা বিনে আমি না রাখিব এই প্রাণ।
গরুড় বলিল দ্বিজ মোর বধ্য নহে।
ব্রাহ্মণ যে পরধন সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
ধরিয়া ভার্য্যার হাত আইস বাহিরে।
এত শুনি ধরি দ্বিজ কৈবর্ত্তিনী করে॥
লইয়া আপন ভার্য্যা হইল বাহির।
অন্তরীক্ষে উড়িল গরুড় মহাবীর॥
হেনকালে গরুড়েরে কশ্যপ দেখিল।
আশীর্ব্বাদ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল॥
গরুড় বলিল পিতা আছি যে কুশলে।
সকল কুশল মাত্র ভক্ষ্য নাহি মিলে॥
মায়ের বচনে খাইলাম নিশাচর।
না হইল ক্ষুধা শান্তি পুড়িছে উদর॥
বিমাতার বাক্যে যাই অমৃত আনিতে।
ক্ষুধায় অবশ তনু জ্বলে অন্তরেতে॥
তুমি আর কিছু মোরে দেহ খাইবারে।
ভাল ভাবি দেহ গো উদর যেন পুরে॥
কশ্যপ বলেন তবে শুন খগেশ্বর।
দেব নরে বিখ্যাত আছয়ে সরোবর॥
গজকূর্ম্ম দুইজন তথা যুদ্ধ করে।
তাহার বৃত্তান্ত শুন আমার গোচরে॥
বিভাবসু সুপ্রতীক দুই সহোদর।
মহা ধনে ধনী তারা মুনির কোঙর॥
শক্রগণ করিল দোঁহারে ভেদাভেদ।
ধনের কারণে দোঁহে হইল বিচ্ছেদ॥
সুপ্রতীক কনিষ্ঠ সে পৃথক্ হইল।
আপনার সমুচিত বিভাগ মাগিল॥
শক্রগণে বলিল অনেক ধন আছে।
আপন উচিত ভাগ ছাড়ি দেহ পাছে॥
বিভাবসু জ্যেষ্ঠ কহে এ ভাগ উহার।
অকারণে দ্বন্দ্ব করে সহিত আমার॥
দোঁহাকারে এইমতে কহে সর্ব্বজনে।
বহুদিন এইমত দ্বন্দ্ব দুইজনে॥
নিত্য আসি সুপ্রতীক ভ্রাতে মাগে ধন।
ক্রোধে বিভাবসু শাপ দিলা ততক্ষণ॥
যে কিছু তোমার ভাগ তাহা দিনু আমি।
না লইয়া পরবাক্যে দ্বন্দ্ব কর তুমি॥
নিত্য আসি জঞ্জাল করিস মোর সনে।
দিনু শাপ গজ হৈয়া থাক গিয়া বনে॥
সুপ্রতীক বলে মোরে ভাগ নাহি দিয়া।
শাপ দিলে বল মোরে কিসের লাগিয়া॥
তুমিও কচ্ছপ হও জলের ভিতরে।
দুইজনে দুই শাপ দিলেন দোঁহারে॥
গজ গেল অরণ্যে কচ্ছপ গেল জলে।
ভাই সহ বিসম্বাদ কৈলে হেন ফলে॥
পরবাক্যে ভাই সহ করে যে বিবাদ।
অতি ক্লেশ জন্মে পরে হয়ত প্রমাদ॥
সেই সে কচ্ছপ আছে জলের ভিতর।
যুড়িয়া যোজন দশ তার কলেবর॥
তাহার দ্বিগুণ হয় হস্তীর শরীর।
নিত্য আসি যুদ্ধ করে সরোবর তীর॥
সেই গজ-কূর্ম্ম গিয়া করহ ভক্ষণ।
সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে জিনি দেবগণ॥
ত্রিভুবন পরাজয়ী হও মহাবীর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তব রাখুক শরীর॥
কশ্যপের আজ্ঞা পেয়ে গরুড় সত্বর।
চক্ষুর নিমিষে গেল যথা সরোবর॥
আকাশ হইতে দেখে বিনতানন্দন।
বন হৈতে গজ নিঃসরিল ততক্ষণ॥

সরোবর তীরে আসি করিল গর্জ্জন।
ক্রোধ করি কূর্ম্ম দেখা দিল ততক্ষণ॥
দুইজনে মহাযুদ্ধ কহনে না যায়।
অন্তরীক্ষে থাকি তাহা দেখে খগরায়॥
এক নখে গজ ধরি কূর্ম্ম আর নখে।
চক্ষুর নিমিষে উড়ি গেল তপোলোকে॥
কোথায় খাইব বসি ভাবে মনে মন।
নানাজাতি বৃক্ষ দেখে পরশে গগন॥
রৌহিণ নামেতে বৃক্ষ অতি উচ্চতর।
জানিয়া গরুড়ে ডাকি বলিল উত্তর॥
মোর ডাল দেখ শত যোজন বিস্তার।
সুস্থ হয়ে ইথে বসি করহ আহার॥
বৃক্ষের বচন শুনি বিনতানন্দন।
ডালেতে বসিল গিয়া করিতে ভক্ষণ॥
ভাঙ্গিল বৃক্ষের ডাল গরুড়ের ভরে।
বালখিল্য মুনিগণ তাহে তপ করে॥
শাখা ধরি অধোমুখে আছে মুনিগণ।
দেখিয়া হইলা ভীত বিনতানন্দন॥
ভূমেতে ফেলিলে ডাল মরিবেক মুনি।
ঠোঁটেতে ধরিল ডাল মনে ভয় গণি॥
ঠোঁটেতে ধরিল ডাল গজ-কূর্ম্ম নখে।
উড়িয়া বেড়ায় পক্ষী উপায় না দেখে॥
বহুদিন গরুড় উড়িল হেনমতে।
কশ্যপ দেখিল গন্ধমাদন পর্ব্বতে॥
গরুড়ের মুখে ডাল দেখি বিপরীত।
বালখিল্য মুনিগণ হতেছে লম্বিত॥
কশ্যপ বলেন পুত্র করিলে কি কাজ।
হের দেখ ডালে আছে মুনির সমাজ॥
তবেত কশ্যপ মুনি করি যোড় কর।
মুনিগণ প্রতি স্তুতি করিল বিস্তর॥
কশ্যপের স্তবে তুষ্ট হয়ে ঋষিগণ।
হিমালয় গিরিপুরে করিল গমন॥
তবে খগেশ্বর জিজ্ঞাসিল কশ্যপেরে।
কোথা ফেলাইব ডাল আজ্ঞা কর মোরে॥
কশ্যপ বলিল যাহ কিম্পুরুষ গিরি।
জীব জন্তু নাহি সেই পর্ব্বত উপরি॥
কশ্যপের আজ্ঞা পেয়ে বীর খগেশ্বর।
ফেলিল সে ডাল লয়ে পর্ব্বত উপর॥
গজ-কূর্ম্ম খাইলেক পর্ব্বতে বসিয়া।
অমৃত আনিতে যায় সুতৃপ্ত হইয়া॥
মহাতেজে গগনে উড়িল খগেশ্বর।
পাখসাটে উড়ি গেল পর্ব্বত শিখর॥
দিনকরে আচ্ছাদিল হৈল অন্ধকার।
অমর নগরে হৈল উৎপাত অপার॥
উল্কাপাত নির্ঘাত হইছে ঘনে ঘন।
ঘোর বায়ু মেঘে করে রক্ত বরিষণ॥
শচীপতি বৃহস্পতি প্রতি জিজ্ঞাসিল।
এত অমঙ্গল কেন স্বর্গেতে হইল॥
বৃহস্পতি বলিল তোমার পূর্ব্বপাপে।
আইসে গরুড় পক্ষী অদ্ভুত প্রতাপে॥
সুধার কারণে আসে বিনতানন্দন।
অবশ্য লইবে সুধা জিনি দেবগণ॥
এত শুনি কুপিত হইল পুরন্দর।
ততক্ষণে আজ্ঞা দিল যত অনুচর॥
পাইয়া ইন্দ্রের আজ্ঞা যত দেবগণ।
সুসজ্জ হইল সবে করিবারে রণ॥
মুনিগণ বলে শুন সূতের নন্দন।
ইন্দ্রের হইল পাপ কিসের কারণ॥
কামরূপী পক্ষী সেই মহাবলধর।
কি হেতু হইল কহ করিয়া বিস্তার॥
সৌতি বলে সেই কথা কহিতে বিস্তর।
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন সারোদ্ধার॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ইন্দ্রের প্রতি বালখিল্যাদি অভিশাপ।

তপ করে পর্ব্বতে কশ্যপ মুনিবর।
ইন্দ্র আদি যত দেব তার অনুচর॥
যজ্ঞকাষ্ঠ আনিবারে প্রবেশিল বন।
ইন্দ্র যম সূর্য্য বায়ু আদি যত জন॥

লইল কাষ্ঠ মাথার উপর।
পর্ব্বত সমান বোঝা নিল পুরন্দর ॥
শীঘ্র কাষ্ঠ ফেলিয়া আইল সুরমণি।
পথেতে দেখিল যত বালখিল্য মুনি ॥
পলাশের পত্র সবে লইয়া মাথায়।
অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ সবে ধীরে ধীরে যায় ॥
কত দূর গিয়া সবে গোক্ষুর দেখিয়া।
পার হৈতে নাহি পারে রহে দাণ্ডাইয়া ॥
তাহা দেখি হাসিতে লাগিল দেবরাজ।
দেখিয়া করিল ক্রোধ মুনির সমাজ ॥
বালখিল্য মুনিগণ এতেক ভাবিল।
আর ইন্দ্র করিবারে যজ্ঞ আরম্ভিল ॥
ইন্দ্র হতে শতগুণ বলিষ্ঠ হইবে।
কামরূপী মহাবল ত্রৈলোক্য জিনিবে ॥
এই হেতু যজ্ঞ করে মহা মুনিগণ।
শুনিয়া কশ্যপে ইন্দ্র করে নিবেদন ॥
শীঘ্রগতি গেল তেঁই যজ্ঞের সদন।
মুনিগণ প্রতি তবে বলিল বচন ॥
দেবরাজ পুরন্দর ব্রহ্মাকে সেবিল।
দেবের ঈশ্বর করি ব্রহ্মা নিয়োজিল ॥
অন্য ইন্দ্র হেতু যজ্ঞ কর কি কারণ।
ব্রহ্মার বচন চাহ করিতে লঙ্ঘন ॥
ব্রহ্মার বচন রাখ হও সবে প্রীত।
আজ্ঞা কর মুনিগণ যে হয় উচিত ॥
বালখিল্য বলে যজ্ঞে পাই বড় কষ্ট।
রাখিতে তোমার বাক্য সব হৈল নষ্ট ॥
মুনিগন সম্বোধিয়া বলে পুরন্দরে।
আর উপহাস পাছে কর ব্রাহ্মণেরে ॥
ব্রাহ্মণেরে দেখিয়া না কর অহঙ্কার।
ব্রাহ্মণের ক্রোধে কার নাহিক নিস্তার ॥
এত বলি দেবরাজে করিল মেলানি।
বিনতারে বলেন কশ্যপ মহামুনি ॥
সফল করিলা ব্রত শুন গুণবতি।
তোমার গর্ভেতে হবে খগেন্দ্র উৎপত্তি ॥
এত শুনি বিনতার আনন্দ বিস্তর।
[illegible] পক্ষী হৈল কশ্যপ-কোঙর ॥

তবেত গরুড় বীর গেল দেবালয়।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি সবে করে ভয় ॥
যে দেবের হাতে ছিল যেই প্রহরণ।
চতুর্দ্দিকে করিতে লাগিল বরিষণ ॥
শেল শূল জাঠা শক্তি ভুষণ্ডী তোমর।
পরিঘ পরশু চক্র মুষল মুদ্গর ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন করে বরিষণ।
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্রবৃষ্টি করে দেবগণ ॥
কামরূপী পক্ষিরাজ নির্ভয় শরীর।
দেবের চরিত্র দেখি হাসে মহাবীর ॥
জ্বলন্ত অনল যেন ঘৃত দিলে বাড়ে।
যত অস্ত্র পড়ে গরুড়ের তেজ বাড়ে ॥
জিনিয়া মেঘের শব্দ গরুড় গর্জ্জন।
দেবের চরিত্র দেখি ভাবে মনে মন ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ সকলে অবোধ।
না জানিয়া আমার সঙ্গে করিছে বিরোধ ॥
পলকে মারিতে পারি সবে অনায়াসে।
সাধিব আপন কার্য্য কি ফল বিনাশে ॥
এত চিন্তি ততক্ষণে বিনতানন্দন।
পাখসাটে ধূলাতে পূরাইল গগন ॥
অনিমিষ নয়নে দেখেন দেবগণ।
ধূলায় পূরিল অঙ্গ চিন্তে সর্ব্বজন ॥
পুরন্দর পুরমাঝে যত রত্ন ছিল।
গরুড়ের পাখসাটে সকলি ভাঙ্গিল ॥
পবনেরে আজ্ঞা দিল দেব পুরন্দর।
ধূলা উড়াইয়া তুমি ফেলহ সত্বর ॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় ধূলা উড়ায় পবন।
পুনঃ আসি গরুড়ে বেড়িল সর্ব্বজন ॥
চতুর্দ্দিকে নানা অস্ত্র করে বরিষণ।
দেখিয়া রুষিল বীর বিনতা নন্দন ॥
পাখসাটে মারে কারে বিদারিল নখে।
ঠোঁটেতে চিরিয়া ফেলে যে পড়ে সম্মুখে।
আঘাতে জর্জ্জর করে সবার শরীর।
মস্তক ভাঙ্গিল কার বুক হৈল চির ॥
ফেলে পাখসাটে চারিদিক উড়াইয়া।
বায়ে যম পূর্ব্বে ইন্দ্র যায় পলাইয়া ॥

পুনঃ আসি যুদ্ধ করে যত দেবগণ।
প্রাণপণে করে যুদ্ধ ইন্দ্রের কারণ॥
কামরূপী বিহঙ্গম বলে মহাবল।
অতি ক্রোধে হৈল যেন জ্বলন্ত অনল॥
প্রলয়-অনল যেন দহে সর্ব্বজনে।
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল দেবগণে॥
দেবতা তেত্রিশকোটি দলিয়া সমরে।
চন্দ্রলোকে উত্তরিল নিমেষ ভিতরে॥
চন্দ্রের নিকটে গিয়া দেখে মহাবল।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়াছে জ্বলন্ত অনল॥
অগ্নি দেখি উপায় করিল খগবর।
সুবর্ণের অঙ্গ হৈয়া সান্ধায় ভিতর॥
অগ্নি পার হয়ে তবে দেখে খগেশ্বর।
তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার চক্র ভ্রমে নিরন্তর॥
মক্ষিকা পড়িলে তাহে হয় শতখান।
হেন চক্র গরুড় দেখিল বিদ্যমান॥
সূচীর প্রমাণ ছিদ্র ছিল চক্রমাঝ।
ততোধিক ক্ষুদ্র তথা হৈল পক্ষিরাজ॥
চক্রপার হয়ে তবে বিনতানন্দন।
অমৃত গ্রহণ কৈল আনন্দিত মন॥
ঢাকিয়া লইল সুধা পাখার ভিতরে।
অতি বেগে তথা হৈতে চলিল সত্বরে॥
কামরূপী মহাকায় বিনতানন্দন।
সেরূপে যাইতে ইচ্ছা করিল তখন॥
চক্র-অগ্নি লঙ্ঘিয়া আইল খগবর।
এ সব কৌতুক দেখি ক্রোধে চক্রধর॥
শূন্যে আইসেন যথা বিনতানন্দন।
দুইজনে যুদ্ধ হৈল না যায় কথন॥
চতুর্ভুজে চারি অস্ত্র যুঝে নারায়ণ।
পাখসাটে গরুড় করয়ে নিবারণ॥
আঁচড় কামড় আর মারে পাখসাট।
ক্ষুব্ধ হয় গোবিন্দের হৃদয়-কপাট॥
অনেক করিল যুদ্ধ লিখনে না যায়।
তুষ্ট হয়ে গরুড়ে বলেন দেবরায়॥
তোমার বিক্রমে তুষ্ট হলাম খেচর।
মনোনীত মাগ তুমি দিব আমি বর॥

গরুড় বলিল যদি দিবে তুমি বর।
তোমা হৈতে উচ্চেতে বসিব নিরন্তর॥
অজয় অমর হব জিনিব সংসারে।
বিষ্ণু বলে যাহা ইচ্ছা দিলাম তোমারে॥
বর পেয়ে হৃষ্টচিত্তে বলে খগেশ্বর।
আমি বর দিব তুমি মাগ গদাধর॥
গোবিন্দ বলেন তুমি যদি দিবে বর।
আমার বাহন তুমি হও খগেশ্বর॥
গরুড় বলিল মম সত্য অঙ্গীকার।
নিশ্চয় বাহন আমি হইব তোমার॥
উচ্চস্থল দিতে যে আমারে দিলে বর।
শ্রীহরি বলেন বৈস রথের উপর॥
এইমত দোঁহাকারে দোঁহে বর দিয়া।
তথা হৈতে চলে বীর অমৃত লইয়া॥
আছিল পরম ক্রোধে দেব পুরন্দর।
মহাতেজে মারে বজ্র গরুড় উপর॥
হাসিয়া গরুড় বলে শুন দেবরাজ।
বজ্র-অস্ত্র ব্যর্থ হৈলে পাবে বড় লাজ॥
মুনি-অস্থিজাত অস্ত্র অব্যর্থ সংসারে।
শত বজ্র হলে মম কি করিতে পারে॥
তথাপি মুনির বাক্য করিতে পালন।
এক গুটি পাখা দিব বজ্রের কারণ॥
এত বলি এক পাখা ঠোঁটে উপাড়িয়া।
ইন্দ্র মারে বজ্র তাতে দিল ফেলাইয়া॥
দেখি দেব পুরন্দর হইল বিস্মিত।
সখা করিতে চায় খগেশ্বর সহিত॥
গরুড় বলিল যদি ইচ্ছা কর তুমি।
আজি হৈতে হইনু তোমার সখা আমি॥
ইন্দ্র বলে সখা এক করি নিবেদন।
তোমার তেজের কথা না যায় কথন॥
কত বল ধর তুমি কহ সত্য করি।
তোমার বিক্রম দেখি তিনলোকে ডরি॥
ইন্দ্রের বচন শুনি বলে পক্ষিরাজ।
আপনি আপন গুণ কহিবারে লাজ॥
তুমি সখা জিজ্ঞাসিলে কহিতে যুয়ায়।
আমার বলের কথা শুন দেবরায়॥

সাগর সহিত ক্ষিতি এক পক্ষে করি।
আর পক্ষে তোমা সহ অমর নগরী॥
দুই পক্ষে লইয়া উড়িব বায়ুভরে।
শ্রম না হইবে মম সহস্র বৎসরে॥
শুনিয়া হইল স্তব্ধ দেব পুরন্দর।
ইন্দ্র বলে ইহা সত্য মানি খগেশ্বর॥
যতেক বলিলে তুমি সম্ভবে তোমারে।
এক নিবেদন সখা করি আরবারে॥
সুধা লৈয়া যাও তুমি কিসের কারণ।
ফিরে দেহ আমা সবে করি আকিঞ্চন॥
গরুড় বলিল মোর মাতা দাসীগণ।
সুধা খেলে হইবেক সকল মোচন॥
সুধা নিতে বলিল যতেক সর্পগণ।
এই হেতু লই সুধা সহস্রলোচন॥
ইন্দ্র বলে হেন কথা যুক্তিযুক্ত নয়।
মহাদুষ্ট নাগগণ সৃষ্টি করে ক্ষয়॥
হেনজনে সুধা দিবে কিসের কারণ।
অপর উপায়ে মায়ে করহ মোচন॥
জগতের প্রাণ রাখ আমার বচন।
সদয় হইয়া সুধা কর প্রত্যর্পণ॥
গরুড় বলেন সখে এ নহে বিচার।
মায়ের অগ্রেতে করিলাম অঙ্গীকার॥
এখনি আনিব সুধা বলিয়াছি বাণী।
কেমনে অমৃত ছাড়ি যাই বজ্রপাণি॥
আর এক বাক্য সখা করহ শ্রবণ।
রাখিবাক্য রবে হবে মায়ের মোচন॥
সুধা লয়ে যত সর্পদলে দিব আমি।
সুযোগ বুঝিয়া কৌশলে হরিবে তুমি॥
পেয়ে সুধা নাহি পাবে দুষ্ট নাগগণ।
লাভ হৈতে জননীর দাসীত্ব-মোচন॥
এই যুক্তি মনে লয় সখা সুরপতি।
শুনি দেবরাজ হৈল হরষিত অতি॥
ইন্দ্র বলে তুষ্ট হৈনু তোমার বচনে।
বর ইচ্ছা থাকে যদি মাগ মম স্থানে॥
গরুড় বলিল আমি কি মাগিব বর।
আমার অসাধ্য কিবা ত্রৈলোক্য ভিতর॥

তথাপি করিব পালন তোমার বাক্য।
বর দেহ ফণী যেন মম হয় ভক্ষ্য॥
কপটেতে দুষ্টগণ মায়ে দুঃখ দিল।
গরুড়েরে বরদান বাসব করিল॥
বর পেয়ে তথা হৈতে চলে খগেশ্বর।
ছায়ারূপে সঙ্গেতে চলিল পুরন্দর॥
পথে যেতে ইন্দ্র জিজ্ঞাসেন ক্ষণে ক্ষণ।
এখন সে দৃঢ় করি বলহ বচন॥
যথায় রাখিবে সুধা যবে লব আমি।
মোর সহ দ্বন্দ্ব পাছে পুনঃ কর তুমি॥
হাসিয়া গরুড় ইন্দ্রে করিল নির্ভয়।
তথাপি ইন্দ্রের চিত্তে না হয় প্রত্যয়॥
তথা হৈতে চলে বীর তারা যেন খসে।
নাগলোকে গেল বীর চক্ষুর নিমিষে॥
ডাক দিয়া আনিল যতেক নাগগণ।
হের সুধা আনিলাম দেখ সর্ব্বজন॥
আমার মাতার কর দাসীত্ব মোচন।
এত শুনি সর্ব্ব ফণী আনন্দিত মন॥
ফণিগণ বলিলেক নাহি কোন দায়।
দাসীত্বে মোচন করিলাম তব মায়॥
এত শুনি হৃষ্টমতি বিনতানন্দন।
নাগগণে ডাকি তবে বলিল বচন॥
স্নান করি শুচি হয়ে এস সর্ব্বজন।
আনন্দিত হৈয়া সুধা করহ ভক্ষণ॥
এই দেখ রাখি সুধা কুশের উপর।
এত বলি সুধা থুয়ে গেল খগেশ্বর॥
গরুড়ের বাক্যে সবে করে স্নানদান।
হেথা সুধা লয়ে ইন্দ্র হৈল অন্তর্দ্ধান॥
শুচি হৈয়া আইল যতেক নাগগণ।
অমৃত না দেখি হৈল বিরস বদন॥
জানিল হরিয়া সুধা দেবরাজ নিল।
সবে মিলে সেই কুশ চাটিতে লাগিল॥
তীক্ষ্ণধারে সকলের জিহ্বা হৈল চির।
সেই হৈতে দুই জিহ্বা হইল ফণীর॥
পবিত্র হইল কুশ সুধা পরশনে।
নিষ্ফল সকল কর্ম্ম কুশের বিহনে॥

গরুড়-বিক্রম আর বিনতা-মোচন।
নাগের নৈরাশ আর অমৃত-হরণ ॥
এ সব রহস্য কথা যেইজন শুনে।
আয়ু যশ বৃদ্ধি তার হয় দিনে দিনে ॥
পুত্রার্থিকে পুত্র দেয় ধনার্থিকে ধন।
যাহাকে প্রসন্ন হয় বিনতানন্দন ॥
আদিপর্ব্ব ভারতে গরুড়-জন্মকথা।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালিতে গাঁথা ॥

নাগরাজার তপস্যা।

শৌনকাদি মুনি বলে সূতের নন্দন।
শুনিনু গরুড়-কথা অপূর্ব্ব কথন ॥
কদ্রুর হইল এক সহস্র কুমার।
কোন্ কর্ম্ম কৈল কিবা নাম সবাকার ॥
সৌতি বলে কতেক কহিব মুনিগণ।
কিছু নাম কহি শ্রেষ্ঠ ফণী যতজন ॥
শেষ জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্বিতীয় বাসুকি।
ঐরাবত তক্ষক কর্কট পিঙ্গলাক্ষী ॥
বামন কালিয় হৈল পূর্ণ ধনঞ্জয়।
কুঞ্জর অনীল নীল পনস অজয় ॥
অসিবর্ণ খড়্গচুড় আর্য্যক উগ্রক।
স্বর্ণপ গোলক রুদ্র বিমন বিতক ॥
নহুষ নির্দ্ধর ধৃতরাষ্ট্র অতিশ্রম।
হেনমত নাগ সব মহা পরাক্রম ॥
সর্ব্ব হৈতে শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ শেষ বিষধর।
জিতেন্দ্রিয় সুপণ্ডিত ধর্ম্মেতে তৎপর ॥
ভাই সব দুরাচার দেখি নাগরাজ।
বিশেষ মায়ের শাপ ভাবি হৃদিমাঝ ॥
ত্যজিয়া সকল গেল তপ করিবারে।
নানা তীর্থ করি শেষ ভ্রময়ে সংসারে ॥
হিমালয়ে আশ্রম করিল নাগবর।
অত্যন্ত কঠোর তপ করে নিরন্তর ॥
তার তপ দেখি তুষ্ট হৈল প্রজাপতি।
ব্রহ্মা বলে তপ কেন কর ফণিপতি ॥
স্ববাঞ্ছিত বর মাগি করহ গ্রহণ
করযোড়ে শেষ তবে কৈল নিবেদন ॥
আমি কি কহিব সব তোমারি গোচর।
দুষ্ট দুরাচার সব মোর সহোদর ॥
গরুড় আমার ভাই বিনতানন্দন।
তার সহ কোন্দল করয়ে অনুক্ষণ ॥
বলেতে সমর্থ কেহ নহে সম তার।
নিষেধ না শুনে কেহ করে অহঙ্কার ॥
সদাই কপট কর্ম্ম লোকের হিংসন।
অহঙ্কারী কুপথী যতেক ভ্রাতৃগণ ॥
সেই হেতু সকলের সংসর্গ ছাড়িয়া।
শরীর ত্যজিব আমি তপস্যা করিয়া ॥
পুনঃ যেন সংসর্গ না হয় সবা সনে।
মরিব তপস্যা করি তাহার কারণে ॥
বিরিঞ্চি বলেন শেষ না ভাব এমন।
দুষ্টের সংসর্গ তব হইবে মোচন ॥
ধর্ম্মেতে তৎপর তুমি বলে মহাবল।
আপনার তেজে ধর পৃথিবীমণ্ডল ॥
ব্রহ্মার বচনে শেষ পৃথিবী ধরিল।
গরুড় সহিত ব্রহ্মা মৈত্র করাইল ॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় গিয়া পাতাল ভিতরে।
তথা থাকি পৃথিবী ধরিল বিষধরে ॥
তুষ্ট হৈয়া ব্রহ্মা তারে কৈল নাগরাজা।
নাগলোকে দেবলোকে সবে করে পূজা ॥
হেনমতে শেষ সব ত্যজি ভ্রাতৃগণে।
একাকী রহিল তথা ব্রহ্মার বচনে ॥
শেষ যদি গেল তবে বাসুকি চিন্তিত।
মায়ের শাপেতে সদা অত্যন্ত দুঃখিত ॥
সব ভ্রাতৃগণ লয়ে করেন যুকতি।
মায়ের শাপেতে ভাই না দেখি নিষ্কৃতি ॥
জনকের শাপেতে আছয়ে প্রতিকার।
জননীর শাপে নাহি দেখি যে উদ্ধার ॥
ক্রোধ করি জননী যখন শাপ দিল।
পিতৃ পিতামহ সবে স্বীকার করিল ॥
জন্মেজয় যজ্ঞে হবে অবশ্য সংহার।
এখন ইহার ভাই কর প্রতিকার ॥
এতেক বচন যদি বাসুকি বলিল।
যার যেই যুক্তি আসে কহিতে লাগিল ॥

এক নাগ বলে আমি ব্রাহ্মণ হইব।
জন্মেজয় যজ্ঞে গিয়া ভিক্ষা মাগি লব ॥
আর নাগ বলে আমি রাজমন্ত্রী হৈয়া।
না দিব করিতে যজ্ঞ মন্ত্রণা করিয়া ॥
আর নাগ বলে সে কোন্ বিচিত্র কথা।
কিমতে করিবে যজ্ঞ খাব যজ্ঞহোতা ॥
নহিলে খাইব সব ব্রাহ্মণ ধরিয়া।
দ্বিজ বিনা যজ্ঞ হবে কেমন করিয়া ॥
আমরা সকলে তবে একত্র হইয়া।
যজ্ঞের সদনে সবে থাকিব বেড়িয়া ॥
যাহারে দেখিব তারে করিব ভক্ষণ।
ভয়েতে করিবে রাজা যজ্ঞ নিবারণ ॥
এতেক বলিল যদি সব নাগগণে।
বাসুকি বলিল নাহি রুচে মম মনে ॥
আমা সবা মারিবারে যে শক্তি ধরিবে।
কাহার শকতি ভাই তাহারে হিংসিবে ॥
মায়ের বচন কভু নহেত লঙ্ঘন।
যত যুক্তি কৈলে সবে সব অকারণ ॥
মায়ের বচন আর দৈবের লিখন।
অবশ্য হইবে যজ্ঞ না হয় খণ্ডন ॥
পাণ্ডুবংশে জন্মেজয় হইবে উৎপত্তি।
তাঁর যজ্ঞ হিংসিবেক কাহার শকতি ॥
আছয়ে উপায় এক শুন সর্ব্বজন।
অবধানে শুন সবে ব্রহ্মার বচন ॥
পুত্রগণে যখন জননী শাপ দিল।
নাগগণ তখনি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসিল ॥
হেন শাপ কেন দেয় আপন নন্দনে।
আর কোন্‌জন হেন আছয়ে ভুবনে ॥
ব্রহ্মা কন মাতৃশাপ পুত্রে নাহি বাধে।
সবে মিলে স্বীকার করিল নাগবধে ॥
ধর্ম্ম অনুগত তাহে যেই নাগ হবে।
জন্মেজয় যজ্ঞে মাত্র সেই রক্ষা পাবে ॥
আছয়ে উপায় তার শুন নাগগণ।
যাযাবর বংশে জরৎকারু নন্দন ॥
জরৎকারী গর্ভে হইবে যে কুমার।
সেই পুত্র নাগকুল করিবে নিস্তার ॥
এইমতে ব্রহ্মা আজ্ঞা কৈল নাগগণে।
এই সব কথা আমি শুনেছি শ্রবণে ॥
আর যত প্রকার করহ ভাইগণ।
না হইবে সাধ্য কিছু সব অকারণ ॥
সেই জরৎকারী যেই ভগিনী সবার।
জরৎকারু বিবাহ করিলে সে নিস্তার ॥
এতেক বলিল এলাপত্র বিষধর।
সাধু সাধু করি সবে করিল উত্তর ॥
তবে দেবাসুরে মিলি সমুদ্র মন্থিল।
তাহার মন্থন-দাড় বাসুকি হইল ॥
তুষ্ট হৈয়া দেবগণ ব্রহ্মারে বলিল।
বাসুকি হইতে সিন্ধু-মন্থন হইল ॥
মাতৃশাপে বাসুকির দহে কলেবর।
আজ্ঞা কর পিতামহ খণ্ডে যেন ডর ॥
ব্রহ্মা বলে জরৎকারী ভগিনী তোমার।
তার পুত্র করিবে কি নাগের নিস্তার ॥
বাসুকি শুনিয়া হৈল আনন্দিত মন।
জরৎকারু জন্য চর কৈল নিয়োজন ॥
চরগণে বলেন থাকিবা অলক্ষ্যেতে।
জরৎকারু আজ্ঞা হৈলে কহিবে ত্বরিতে ॥
যাহা জিজ্ঞাসিল সৌতি বলে মুনিগণে।
বাসুকি ভগিনী দিল তাহার কারণে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
যথাশক্তি বর্ণন করিব যত পারি ॥
ইহার শ্রবণে যত সুখী হবে নরে।
তাদৃশ নাহিক সুখ ত্রৈলোক্য ভিতরে ॥
কাশীরাম দাসের সদাই এই মন।
নিরবধি বাঞ্ছে সদা ভারত-শ্রবণ ॥

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ।

সৌতি বলে এইরূপে গেল বহুকাল।
পাণ্ডুবংশে হৈল পরীক্ষিত মহীপাল ॥
মহাপুণ্যবান রাজা প্রতাপে মিহির।
কৃপাচার্য্য শিক্ষায় সকল শাস্ত্রে ধীর ॥
সত্য দয়া ক্ষমা যজ্ঞ দানে বড় রত।
মৃগয়াতে প্রিয় বনে ভ্রমে অবিরত ॥

দৈবে একদিন রাজা বিন্ধিয়া হরিণে।
পলায় হরিণ পাছে ধাইল আপনে ॥
পরীক্ষিত বাণে জীয়ে কাহার জীবন।
পলাইয়া গেল মৃগ দৈব নির্ব্বন্ধন ॥
বহুদূরে অরণ্যে পশিল নরবর।
দেখিতে না পায় মৃগ অরণ্য ভিতর ॥
তৃষ্ণায় আকুল বড় হইল রাজনে।
শুনিয়া গাভীর শব্দ গহন কাননে ॥
শব্দ অনুসারে রাজা করিল গমন।
বসি আছে একজন দেখিল রাজন ॥
তাহারে পরীক্ষিত বলেন সম্বোধিয়া।
দেখিলে কি গেল মৃগ কোন্ পথ দিয়া ॥
মৌনব্রত আছে মুনি রাজা নাহি জানে।
উত্তর না পেয়ে রাজা ক্রোধ কৈল মনে ॥
একেত রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় অতিথি।
উত্তর না দিল মোরে এ দুষ্ট প্রকৃতি ॥
এত ভাবি নৃপতি কুপিত হৈল মনে।
মৃত সর্প ছিল দৈবে তার সন্নিধানে ॥
ধনুহুলে করি সাপ গলে জড়াইল।
অশ্ব-আরোহণে রাজা হস্তিনায় গেল ॥
ব্রাহ্মণের পুত্র মুনি শৃঙ্গী নাম ধরে।
কৃশ নামে তার সখা বলিল তাহারে।
কিবা গর্ব্ব কর আপনারে না জানিয়া।
তোর বাপে রাজা দণ্ডে বনে দেখ গিয়া ॥
এত শুনি গেল শৃঙ্গী দেখিবারে বাপ।
গলায় দেখিল বেড়ি আছে মৃত সাপ ॥
ক্রুদ্ধ হৈল শৃঙ্গী যেন জ্বলন্ত অনল।
রাজারে দিলেন শাপ হাতে করি জল ॥
আজি হৈতে সাতদিনে পরীক্ষিত নৃপে
তক্ষক দংশিবে তারে মম এই শাপে ॥
পুত্রের শুনিয়া শাপ দ্বিজে হৈল তাপ।
মৌনভঙ্গে দ্বিজবর করয়ে বিলাপ ॥
অজ্ঞান সন্তান তুমি করিলে কি কর্ম্ম।
ক্রোধে তপ নষ্ট হয় প্রবল অধর্ম্ম ॥
রাজারে দিবার শাপ উচিত না হয়।
রাজার প্রতাপে সব রাজ্য রক্ষা হয় ॥
রাজার আশ্রয়ে যজ্ঞ করে দ্বিজগণ।
যজ্ঞ কৈলে বৃষ্টি হয় জন্মে শস্য ধন ॥
দুষ্ট-দৈত্য-চৌর ভয় রাজার বিহনে।
রাজ্যরক্ষা হেতু ধাতা সৃজিল রাজনে ॥
রাজা দশশ্রোত্রিয় সমান বেদে বলে।
হেন নৃপে শাপ দিয়া কুকর্ম্ম করিলে ॥
অন্য হেন রাজা নহে রাজা পরীক্ষিত।
পিতামহ সম রাজা স্বধর্ম্মে পণ্ডিত ॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া রাজা আমা নাহি জানে
ক্ষুধার্ত্ত আইল রাজা আমার সদনে ॥
না করিলা গৃহধর্ম্ম দিলা তবু শাপ।
ক্ষমা কর পুত্র তারে খণ্ড মনস্তাপ ॥
এত শুনি বলে শৃঙ্গী বাপের গোচরে।
যে কথা বলিনু পিতা নাহি খণ্ডিবারে ॥
সহজে বচন মম না হয় খণ্ডনে।
যে শাপ দিলাম ইহা খণ্ডিব কেমনে ॥
এত শুনি মুনিবর হইল চিন্তিত।
নিশ্চয় জানিল মুনি না হয় খণ্ডিত ॥
গৌরমুখ নামে শিষ্য আনিল ডাকিয়া।
পাঠাইল নৃপ-স্থানে সকল কহিয়া
আজ্ঞা পেয়ে গেল শীঘ্র হস্তিনা নগর।
প্রবেশ করিল গিয়া যথা নৃপবর ॥
ব্রাহ্মণ বলেন রাজা শুন সাবধানে।
মৃগয়া-কারণ তুমি গিয়াছিলে বনে ॥
যে দ্বিজের গলে জড়াইলে মৃত সাপ।
অজ্ঞান তাহার পুত্র ক্রোধে দিল শাপ ॥
পুত্র শাপ দিল তাহা পিতা নাহি জানে।
সে কারণে আমা পাঠাইল তব স্থানে।
বহু বহু প্রীতি বাক্য পুত্রেরে কহিল।
তথাপি শাপান্ত তারে করিতে নারিল ॥
সাতদিনে করিবেক তক্ষকে দংশন।
জানিয়া উপায় শীঘ্র করহ রাজন ॥
বজ্রপাত পড়ে তার শুনিয়া বচন।
আপনারে নিন্দা করি বলেন রাজন ॥
করিলাম কোন্ কর্ম্ম দুষ্ট কদাচার।
ব্রাহ্মণেরে হিংসিনু আমি না করি বিচার

আপন মরণ রাজা নাহি চিন্তে মনে।
ব্রাহ্মণের তাপ হেতু নিন্দয়ে আপনে ॥
ধ্যানেতে ছিলেন মুনি আগে নাহি জানি।
যে দণ্ড হইল মম সত্য করি মানি ॥
মুনিরাজে জানাইও আমার বিনয়।
দৈবে যাহা করে তাহা খণ্ডন না হয় ॥
এতবলি ব্রাহ্মণেরে করিয়া মেলানি।
মন্ত্রণা করয় যত মন্ত্রিগণ আনি ॥
তক্ষক দংশিবে সপ্ত দিবস ভিতরে ॥
কি করি উপায় শীঘ্র জানাও আমারে ॥
মন্ত্রিগণ বলে রাজা কর অবধান।
মঞ্চ এক উচ্চতর করহ নির্ম্মাণ ॥
উচ্চ এক স্তম্ভে মঞ্চ কবিল রচন।
চতুর্দ্দিকে জাগিয়া রহিল মন্ত্রিগণ ॥
সর্পের যতেক গুণী আছয়ে সংসারে।
চতুর্দ্দিকে রাখিলেন যোজন বিস্তারে ॥
বেদবিজ্ঞ বিপ্র যত সিদ্ধ বাক্য যার।
শত গজ চতুর্দ্দিকে রহিল রাজার ॥
তাহে বসি দান ধ্যান করে নৃপবর।
হরিগুণ শুনে রাজা ধর্ম্মেতে তৎপর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

পরীক্ষিতের নিকট তক্ষকের আগমন।

সৌতি বলে অবধানে শুন মুনিগণ।
এমত উপায় বহু কৈল মন্ত্রিগণ ॥
কশ্যপ নামেতে মুনি সর্প মন্ত্রে গুণী।
রাজারে দংশিবে সর্প লোক মুখে শুনি ॥
ধন ধর্ম্ম যশ পাব ভাবি দ্বিজবর।
ত্বরা করি গেল দ্বিজ হস্তিনানগর ॥
তক্ষক আইসে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপে।
বটবৃক্ষতলে দেখা পাইল কশ্যপে ॥
তক্ষক বলিল দ্বিজ এলে কোথা হৈতে।
কোথাকারে যাও কোথা গমন ত্বরিতে ॥
কশ্যপ বলিল পরীক্ষিত নরবরে।
আজি তক্ষক বিষধর দংশিবে তাঁরে ॥
সে কারণে যাই আমি রাজার সদনে।
মন্ত্রবলে আমি রক্ষা করিব রাজনে ॥
তক্ষক বলিল তুমি অবোধ ব্রাহ্মণ।
কার শক্তি আছে রাখে তক্ষক দংশনে ॥
ফিরি নিজ গৃহে যাও শুন দ্বিজবর।
অকারণে লজ্জা পাবে সভার ভিতর ॥
কশ্যপ বলিল আমি গুরুমন্ত্র বলে।
রক্ষিতে পারিব আমি তক্ষক দংশিলে ॥
শুনিয়া তক্ষক ক্রুদ্ধ হৈল অতিশয়।
আমিই তক্ষক বলি দিল পরিচয় ॥
নিবারিতে পার যদি আমার দংশন।
এই বৃক্ষ দংশি দেখি করহ রক্ষণ ॥
কশ্যপ বলিল তুমি দংশ তরুবর।
মন্ত্রবলে রাখি দেখ আপন গোচর ॥
এতেক কশ্যপ-বাক্য তক্ষক শুনিয়া।
দংশিলেক তরুবর যায় ভস্ম হৈয়া ॥
লাফ দিয়া ভস্মমুষ্টি কশ্যপ ধরিল।
মন্ত্র পড়ি ভস্মমুষ্টি কশ্যপ ফেলিল ॥
দৃষ্টিমাত্র সেইক্ষণে অঙ্কুর হইল।
বাড়িতে লাগিল বৃক্ষ আশ্চর্য্য মানিল ॥
দুই-পত্র হয়ে হৈল দীর্ঘ তরুবর।
শাখা-পত্র পূর্ব্বে যেন আছিল সুন্দর ॥
দেখিয়া তক্ষক হৈল বিষণ্ণ বদন।
কশ্যপে চাহিয়া বলে বিনয় বচন ॥
রাখিতে আছয়ে শক্তি দেখিনু তোমার
কেবল আমার বিষে কৈলে প্রতিকার ॥
আমাকে রাখিতে পার আছয়ে শকতি।
রাখিতে নারিবে পরীক্ষিত নরপতি ॥
পূর্ব্বেতে জারিল তারে ব্রাহ্মণের বিষ।
যেই বিষে ভয় করে দেব জগদীশ ॥
পদাঘাত খাইয়া করিল কৃতাঞ্জলি।
স্তবন করিল ভয়ে পাছে দেয় গালি ॥
ব্রাহ্মণের গালিতে কলঙ্কী শশধর।
ব্রাহ্মণের গালিতে ভগাঙ্গ পুরন্দর ॥

আর যত জন আছে দেখ পৃথিবীতে।

ব্রহ্মশাপে বিরোধ করিতে যদি মন।
তবে তথাকারে তুমি করহ গমন ॥
যশ লভিবারে যদি যাবে দ্বিজবর।
না পারিলে লজ্জা পাবে সভার ভিতর ॥
ধন ইচ্ছা করি যদি যাহ তথাকারে।
আমি দিব যাহা নাহি রাজার ভাণ্ডারে ॥
এতেক বচন যদি তক্ষক বলিল।
শুনিয়া কশ্যপ দ্বিজ মনেতে ভাবিল ॥
ভাল বলে ফণিবর লয় মোর মন।
ব্রহ্মশাপে বিরোধ নাহিক প্রয়োজন ॥
নিশ্চয় জানিনু আয়ু নাহিক রাজার।
চিন্তিয়া তক্ষক বাক্য করিল স্বীকার ॥
কশ্যপ বলিল আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
তবে আর কেন যাই পাই যদি ধন ॥
যাইতাম ধন অর্থ যশের কারণে।
ব্রহ্মশাপ বিরোধে হইল ভয় মনে ॥
তুমি যদি দেহ ধন যাইব ফিরিয়া।
এত শুনি ফণী মণি দিলেন ডাকিয়া ॥
যাহার পরশে হয় লৌহাদি কাঞ্চন।
হৃষ্ট হৈয়া বাহুড়িল দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥
বাহুড়ি কশ্যপ গেল চিন্তে ফণিবর।
পরস্পর কহে লোক শুনিল উত্তর ॥
কেহ বলে নৃপতিরে ব্রহ্মশাপ দিল।
সপ্তম দিবস আজি আসি পূর্ণ হৈল ॥
কেহ বলে রাজা বড় করিল উপায়।
এক স্তম্ভে মঞ্চ করি বসি আছে তায় ॥
কাহার নাহিক শক্তি যাইতে তথায়।
কেমনে তক্ষক গিয়া দংশিবে রাজায় ॥
নানাবিধ মহৌষধি আছে চারিভিতে।
গুণিগণ শূন্যপথ রোধিল মন্ত্রেতে ॥
পরস্পর এই কথা বলে সর্ব্বজন।
শুনিয়া চিন্তিল মনে কদ্রুর নন্দন ॥
সহচরগণ প্রতি বলিল বচন।
ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি এবে ধর সর্ব্বজন ॥
কেবল যাইতে নাই ব্রাহ্মণের মানা।
ব্রাহ্মণের বেশ এবে ধর সর্ব্বজনা ॥
ফলফুলে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজারে।
এই ফল-গুটি লৈয়া দিবে তার করে ॥
শীঘ্রগতি না যাইবে যাবে ধীরে ধীরে।
চিনিতে না পারে যেন রাজ-অনুচরে ॥
এতবলি ফল মধ্যে করিল আশ্রয়।
শুনিয়া সকল নাগ বিপ্রমূর্ত্তি হয় ॥
সেই ফল নানা পুষ্প হাতে করি নিল।
যথা মঞ্চে নরপতি তথায় চলিল ॥
ব্রাহ্মণের রোধ নাই রাজার দুয়ারে।
ফলফুলে আশীষ করিল নরবরে ॥
আনন্দে ভূপতি তার ফলফুল নিল।
ক্ষুদ্র ফল দেখি রাজা নখে বিদারিল ॥
ক্ষুদ্র এক কীট তাহে লোহিত বরণ।
কৃষ্ণবর্ণ মুখ তার দেখিল রাজন ॥
হেনকালে ভূপতি বলিল মন্ত্রিগণে।
ব্রহ্মশাপে মুক্ত আজ হই সাত দিনে ॥
মুহূর্ত্তেক অস্ত হৈতে আছে দিনমণি।
ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ হৈল অদ্ভুত কাহিনী ॥
এই হেতু শঙ্কিত হইতেছে যে মন।
অব্যর্থ ব্রাহ্মণ শাপ হইল খণ্ডন ॥
এই পোকা তক্ষক হউক এইক্ষণ।
আমাকে দংশুক থাক ব্রাহ্মণ বচন ॥
এতেক বলিয়া পোকা মস্তকে রাখিল।
শুনিয়া সকল মন্ত্রী না হৌক বলিল ॥
হেনমতে রাজা মন্ত্রী করেন বিচার।
ততক্ষণে তক্ষক ধরিল নিজাকার ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন করয়ে গর্জ্জন।
শব্দ শুনি ভয়েতে পলায় মন্ত্রিগণ ॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি সবে হৈল ডর।
জড়াইল লাঙ্গুলে রাজার কলেবর ॥
সহস্রেক ফণা ধরে ছত্রের আকার।
শব্দ করি ব্রহ্মতালু দংশিল রাজার ॥
ভূপতিরে দংশিয়া চলিল অন্তরীক্ষে।
রক্তপদ্ম আভা তনু দেখে সর্ব্বলোকে ॥

অগ্নিহোত্র ঘৃতে তনু করিল দাহন।
শ্রাদ্ধ শান্তি কৈল তাঁর বিহিত লক্ষণ ॥
মন্ত্রিগণ সহ যুক্তি করি সব প্রজা।
তাঁর পুত্র জন্মেজয় তাঁরে কৈল রাজা ॥
বয়সে বালক শিশু বড় বুদ্ধিমন্ত।
পরাক্রমে জন্মেজয় দুষ্টের দুরন্ত ॥
রাজার দেখিয়া গুণ যত মন্ত্রিগণ।
কাশীরাজ কন্যা তাঁরে করিল বরণ ॥
বপুষ্টমা নামে কাশীরাজের নন্দিনী।
নানা রত্নে ভুষিয়া দিলেন নানা মণি ॥
বিভা করি জন্মেজয় আসে গৃহে লৈয়া।
চিরদিন ক্রীড়া করে আনন্দিত হৈয়া ॥
এক পত্নী বিনা তাঁর অন্যে নাহি মন।
উর্ব্বশী সহিত যেন বুধের নন্দন ॥
নাগের চরিত্র আর কশ্যপের কর্ম্ম।
পরীক্ষিত-স্বর্গবাস জন্মেজয় জন্ম ॥
এ সব রহস্য কথা শুনে যেই জন।
বংশবৃদ্ধি ধনবৃদ্ধি হরিপদে মন ॥
স্ববাঞ্ছিত ফল পায় কহিলেন ব্যাস।
রোগ হৈতে কভু তার নাহিক বিনাশ ॥
আদিপর্ব্ব ভারতে অমৃতবৎ কথা।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালিতে গাঁথা ॥

জরৎকারু মুনির জরৎ-কারী ত্যাগ।

শৌনকাদি মুনি বলে শুন সূত।
কহিলে সকল কথা শুনিতে অদ্ভুত ॥
জরৎকারু মুনিরে বাসুকি ভগ্নী দিল।
কহ শুনি আস্তিকের কিসে জন্ম হৈল ॥
সৌতি বলে জরৎকারু বিবাহ করিয়া।
পূর্ব্ববৎ বনে ভ্রমে একাকী হইয়া ॥
একদা ভগ্নীরে ডাকি বাসুকি কহিল।
কহ ভগ্নী মুনি সহ কি কথা হইল ॥
রক্ষণ ভরণ মুনি করে কি তোমার।
সত্য করি কহ তুমি অগ্রেতে আমার ॥
জরৎকারী বলে আমি মুনি নাহি দেখি।
কোথা যায় কোথা থাকে বঞ্চি যে একাকী ॥
এত শুনি বাসুকির বিষণ্ণ বদন।
আর দিনে মুনির পাইল দরশন ॥
বাসুকি বলেন মুনি কর অবধান।
তোমাকে আপন ভগ্নী করিলাম দান ॥
মুনি বলে মোর চিত্তে বিবাহ না ছিল।
পিতৃগণ দুঃখে বিভা করিতে হইল ॥
গৃহবাসে করিতে না লয় মম মন।
শরীরে না সয় মোর কাহার বচন ॥
তোমার ভগিনী সত্য করুক গোচরে।
কখনই কোন বাক্য না বলিবে মোরে ॥
যদি বলে ত্যজিব আমার সত্যবাণী।
বাসুকি বলিল সত্য যাহা বল মুনি ॥
মম ভগ্নী কহিবে অপ্রিয় যেই দিনে।
নিশ্চয় করিও ত্যাগ তাহারে সে দিনে ॥
তবেত বাসুকি গৃহ করিয়া নির্ম্মাণ।
রত্নময় গৃহ দিল মণিময় স্থান ॥
জরৎকারী সহ মুনি করিল পয়ান।
কতদিনে নাগিনী করিল ঋতুস্নান ॥
ধরিল নাগিনী গর্ভ মুনির ঔরসে।
শশী সম বাড়ে যেন দিবসে দিবসে ॥
বহু সেবা করে কন্যা জানি মুনি-মন।
করযোড়ে সম্মুখেতে থাকে অনুক্ষণ ॥
যখন যে আজ্ঞা করে জরৎকারু মুনি।
আজ্ঞামাত্র সেই কর্ম্ম করয়ে নাগিনী ॥
হেনমতে বহু সেবা করে প্রতিদিনে।
দৈবে একদিন দেখে দিবা অবসানে ॥
কন্যার উরূতে মুনি নিজ শির দিয়া।
নিদ্রা যান মুনিরাজ অচৈতন্য হৈয়া ॥
নিদ্রাগত মুনি হৈল সন্ধ্যার সময়।
দেখিয়া নাগিনী মনে ভাবিলেন ভয় ॥
অস্ত গেল দিনকর সন্ধ্যা যায় বৈয়া।
না বলিলে ক্রোধ মোরে করিবে জাগিয়া ॥
নিদ্রাভঙ্গ হৈলে পাছে ক্রোধ করে মুনি।
হইল পরম চিন্তা এত সব গণি ॥

যাহা করে করিবেক পরে মুনিরাজ।
সন্ধ্যা-ধর্ম্ম না করিলে হইবে অকাজ ॥
অবহেলে যেই দ্বিজ সন্ধ্যা নাহি করে।
পঞ্চ মহাপাপ জন্মে তাহার শরীরে ॥
এত ভাবি জরৎকারী বলিল ডাকিয়া।
উঠ সন্ধ্যা কর প্রভু সন্ধ্যা যায় বৈয়া ॥
নিদ্রাভঙ্গ হৈল মুনি উঠে মহাকোপে।
লোহিত লোচন মুখ অধরোষ্ঠ কাঁপে ॥
অমান্য করিলি মোরে কবি অহঙ্কার।
এই দোষে তোর মুখ না দেখিব আর ॥
জরৎকারী বলে প্রভু মোর নাহি দোষ।
না বুঝিয়া কেন মোর প্রতি কর রোষ ॥
সন্ধ্যা বহি যায় প্রভু সূর্য্য গেল অস্ত।
সন্ধ্যাহীনে যত পাপ জানহ সমস্ত ॥
সে কারণে নিদ্রাভঙ্গ করিনু তোমার।
তবে ত্যাগ কর মোরে করিয়া বিচার ॥
মুনি বলে নাগিনী বলিস না বুঝিয়া।
আমি সন্ধ্যা না করিলে যাবে কি বহিয়া
ওরে ওরে সন্ধ্যা তোর কেমন বিচার।
মোরে না বলিয়া যাও বড় অহঙ্কার ॥
সন্ধ্যা বলে মুনিবর না করিহ ক্রোধ।
এইত আছি যে আমি তব উপরোধ ॥
মুনি বলে নাগিনী শুনিলি নিজ কাণে।
অবজ্ঞা করিলি মোরে কি সামান্যজ্ঞানে ॥
নিশ্চয় ত্যজিয়া তোরে যাই আমি বন।
পুনরপি না দেখিব তোমার বদন ॥
মুনির নির্ঘাত বাক্য শুনিয়া সুন্দরী।
কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে কহে চরণেতে ধরি ॥
না জানিয়া করিলাম প্রভু অপরাধ।
এবার ক্ষমহ মোরে করহ প্রসাদ ॥
ভাই সব শুনি মোর হইবে নিরাশ।
তোমারে দিলেন ভাই বড় করি আশ ॥
মাতৃশাপে ভ্রাতৃগণে বড় ছিল ভয়।
তোমারে আমারে দিয়া খণ্ডিল সংশয় ॥
তোমার ঔরসে যেই হইবে নন্দন।
তাহা হৈতে রক্ষা পাবে মোর ভ্রাতৃগণ ॥
বংশ না হইতে তুমি যাহ যে ছাড়িয়া।
ভ্রাতৃগণে প্রবোধিব কি বোল বলিয়া ॥
নিশ্চয় ছাড়িয়া যদি তুমি যাবে মোরে।
শরীর ত্যজিব আমি তোমার গোচরে ॥
এত শুনি সদয় হইল মুনিবর।
আশ্বাসিয়া কন্যার উদরে দিল কর ॥
অস্তি অস্তি বলিয়া বুলায় গর্ভে হাত।
এই গর্ভে আছে পুত্র নাগ-কুলনাথ ॥
এই গর্ভে আছে যেই পুরুষ-রতন।
তোমার আমার কুল করিবে রক্ষণ ॥
চিন্তা ছাড়ি যাহ প্রিয়ে নিজ ভ্রাতৃগৃহে।
ভ্রাতৃগণে প্রবোধিবে যেন দুঃখা নহে ॥
বলিলাম বাক্য মোর কভু মিথ্যা নয়।
ত্যজিলাম তোমারে যে জানিহ নিশ্চয় ॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীরাম দাস গদাধরাগ্রজ ॥

আস্তিকের জন্ম।

ত্যজিয়া কন্যার পাশ, মুনি গেলা বনবাস,
নাগিনী রাখিয়া একাকিনী।
অশ্রুজলপূর্ণ মুখে, করাঘাত হানে বুকে;
ভ্রাতৃস্থানে চলিল নাগিনী ॥
ক্রন্দন করয়ে স্বসা,মুখেনাহি আসে ভাষা,
দেখিয়া বাসুকি চমকিত।
আশ্বাসিয়ানাগরাজ,স্বসাকে জিজ্ঞাসেকাজ,
কান্দ কেন হইয়া দুঃখিত ॥
ভ্রাতার বচন শুনি, কহে গদগদ বাণী,
আপনার যত বিবরণ।
অবধান কর ভাই, কিছু মোর দোষ নাই,
মুনিরাজ ছাড়ি গেল বন ॥
নির্ঘাত সদৃশ বাণী, ভগিনীর কথা শুনি,
নাগ হৈল বিষণ্ণ বদন।
একেত মায়ের শাপে,সর্ব্বদা শরীর কাঁপে,
তাহে পুনঃ হৈল দুর্ঘটন ॥
বলে ভগ্না কহ মোরে,জিজ্ঞাসিতেলজ্জাকরে
আপনি জানহ সব কথা।

মাতৃশাপে ভ্রাতৃগণে, বড় ভয় ছিল মনে,
উপায় করিয়া দিল ধাতা ॥
মুনিবীর্য্যে গর্ব্ভে তব, যেই পুত্রের উদ্ভব,
নাগকুল করিবে সে ত্রাণ।
না হইতে বংশধর, ত্যজিলেন মুনিবর,
মাতৃশাপে সদা চিন্তে মন।
জরৎকারী কহে শুনি,যবে ছাড়ি যায় মুনি,
বংশ হেতু কৈনু নিবেদন।
সদয় হইয়া মুনি, অস্তি অস্তি বলে বাণী,
এই গর্ব্ভে হইবে নন্দন ॥
তোমার যতেক ভ্রাতৃ,আমার যতেক পিতৃ,
দুই কুল করিবে উদ্ধার।
এতেক বলিয়া মোরে,মুনি গেল দেশান্তরে,
নিবারিয়া ক্রন্দন আমার ॥
ত্যজ ভাই মনস্তাপ, চিন্তা নাই মাতৃশাপ,
কভু নাহি মিথ্যা কহে মুনি।
জরৎকারী ইহা বলে, যেন সুধাবৃষ্টি হলে,
আনন্দেতে নাচে নব ফণী ॥
উল্লাসিত, নাগরাজা, ভগিনীকে করে পূজা,
নানা রত্নে করিল ভূষিত।
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার, বহু ভক্ষ্য উপহার,
সেবায় করিল নিয়োজিত।
তবে ভুজঙ্গমপতি, বলে জরৎকারী প্রতি,
কহ তুমি ইহার কারণ।
কহ সত্য জরৎকারা,কিদোষতোমার হেরি,
মুনিরাজ ছাড়ি গেল বন।
আমি তারে ভাল জানি, বড় উগ্র সেইমুনি,
বিনা দোষে ত্যজিয়াছে তোমা।
তথাপি কি দেখি দোষ,করিলেন এতরোষ,
একা গৃহ ছাড়ি গেল রামা ॥
জরৎকারী বলে ভাই, শুন তবে বলি তাই,
আজিকার দিন অবসানে।
শির দিয়া মোর উরে,নিদ্রা গেল মুনিবরে
অস্ত গেল তপন গগনে ॥
সন্ধ্যাভঙ্গ হয় মুনি, মনে আমি ভয় গণি,
জাগরণে পাছে ক্রোধ করে।
সন্ধ্যাহীন যেই দ্বিজ, সর্প হেন হীনবীজ,
এ কারণে জাগালাম তাঁরে ॥
জাগি রক্তমুখ কোপে,দেখিয়া হৃদয় কাঁপে,
বলে মোরে অবজ্ঞা করিলি।
আমিসন্ধ্যানাকরিতে,সন্ধ্যাযাবেকোন্‌মতে,
সন্ধ্যারে ডাকিল ইহা বলি।
সন্ধ্যা মনে ভয় পাই, বলে আমি নাই যাই;
আছি যে তোমার উপরোধে।
সন্ধ্যার বচন শুনি, ত্যাগ করি গেল মুনি,
এইমাত্র মম অপরাধে ॥
মুনির চরিত্র শুনি, বিস্মিত হইল ফণী,
ভগিনীকে তোষে মৃদুভাষে।
ভাল হৈল গেল দ্বিজ,দুঃখনা ভাবিহ নিজ,
থাক গৃহে পরম সন্তোষে ॥
সহস্রেক সহোদর, আর যত অনুচর,
সহস্রেক বধূর সহিত।
সেবিবে তোমার পায়, সর্ব্বদা ঈশ্বরী প্রায়
মোর ঘরে থাক অচিন্তিত ॥
এতবলি ফণিবর, ডাকি সব সহোদর,
নিয়োজিল তাহার সেবনে।
হেনমতে জরৎকারী, সর্ব্বদুঃখ পরিহরি,
রহিলেন ভ্রাতার সদনে ॥
গর্ভ বাড়ে দিবানিশি, শুক্লপক্ষে যেন শশী,
প্রসবিল সময় সংযোগে।
পরম সুন্দর কায়, শিশু পূর্ণ শশী প্রায়,
দেখি আনন্দিত সব নাগে ॥
রূপে গুণে অনুপম, আস্তিক হইল নাম,
গর্ভকালে কহি গেল পিতা।
শৈশব হইতে সুত, সকল গুণেতে যুত,
বেদ বিদ্যা ব্রতে পারগতা ॥
আস্তিকের জন্মকথা, অপূর্ব্ব ভারত-গাঁথা,
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

উদ্দালক মুনির উপাখ্যান।

সৌতি বলে অপূর্ব্ব শুনহ মুনিগণ।
কহিব অপূর্ব্ব কথা পুরাণ বচন॥
অবন্তীনগরে দ্বিজ ছিল একজন।
তাঁর স্থানে শিষ্যগণ করে অধ্যয়ন॥
এক শিষ্যে দ্বিজ গাভী কৈল সমর্পণ।
গুরু আজ্ঞাক্রমে তারে করেন রক্ষণ॥
কতদিনে বলে গুরু কহ শিষ্যবর।
বড় পুষ্ট দেখি যে তোমার কলেবর॥
কিবা খাও কিবা পাও কহ সত্য বাণী।
শুনিয়া বলেন শিষ্য করি যোড়পাণি॥
গাভীগণ দোহনান্তে পিয়ে বৎসগণ।
পশ্চাতে খাই যে আমি করিয়া দোহন॥
গুরু বলে এতদিনে সব জানা গেল।
এই হেতু বৎসগণ দুর্ব্বল হইল॥
আর কভু তুমি না করিহ হেন কাজ।
গাভী দুহি খাও তুমি মুখে নাহি লাজ॥
গুরু আজ্ঞা শুনি দ্বিজ গেল গাভী লৈয়া।
কতদিনে পুনঃ বিপ্র কহিল ডাকিয়া॥
উচিত কহিতে শিষ্য না হইও রুষ্ট।
পুনশ্চ তোমারে দেখি বড় হৃষ্টপুষ্ট॥
গাভী-দুগ্ধ পুনঃ বুঝি তুমি কর পান।
শিষ্য বলে গোঁসাই করহ অবধান॥
যেই হৈতে মোরে গুরু করিলা বারণ।
ভিক্ষা করি নিত্য করি উদর পূরণ॥
গুরু বলে ভিক্ষা করি পূরহ উদরে।
এবে ভিক্ষা করি সব আনি দিহ মোরে॥
এত শুনি গাভী লৈয়া গেল দ্বিজবর।
পুনঃ জিজ্ঞাসিল কত দিবস অন্তর॥
কহ শিষ্য বড় পুষ্ট দেখি তব কায়।
কি খাইয়া রহিয়াছ কহিবা আমায়॥
শিষ্য কহে গাভী রাখি অরণ্য ভিতর।
রক্ষক রাখিয়া আমি যাই যে নগর॥
দিবসেতে যত ভিক্ষা দিই তব ঘরে।
সন্ধ্যাতে মাগিয়া ভিক্ষা ভরি যে উদরে॥
হাসিয়া বলিল গুরু এ কোন্ বিচার।
শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা রাত্রে তুমি কর আপনার॥
রাত্রি দিবা যত পাও আনি দিবা মোরে।
এত শুনি গাভী লৈয়া গেল বনান্তরে॥
ক্ষুধায় আকুল তনু ভ্রমে বনে বনে।
অর্কের কোমল পত্র করয়ে ভক্ষণ॥
বড়ই দুর্ব্বল হৈল শীর্ণ হৈল কায়।
দেখিতে না পায় তবু গোধন চরায়॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখ দৈবের লিখন।
নিরুদক-কূপ মধ্যে পড়িল ব্রাহ্মণ॥
সমস্ত দিবস গেল হৈল সন্ধ্যাকাল।
গৃহেতে আইল সব গোধনের পাল॥
শিষ্যে না দেখিয়া গুরু দুঃখিত অন্তর।
অন্বেষণে গেল দ্বিজ অরণ্য ভিতর॥
কোথা গেল উদ্দালক ডাকে দ্বিজবর।
উদ্দালক বলে আমি কূপের ভিতর॥
গুরু বলে উদ্দালক পড়িলে কি মতে।
উদ্দালক বলে চক্ষে না পাই দেখিতে॥
অর্কপত্র খাইয়া নয়ন অন্ধ হৈল।
শুনিয়া আচার্য্য তবে উপদেশ কৈল॥
দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার দুইজন।
শীঘ্র কর দ্বিজবর তাঁদিগে স্মরণ॥
এতশুনি দ্বিজ বহু স্তবন করিল।
ততক্ষণে দুই চক্ষু নির্ম্মল হইল॥
কূপ হৈতে উঠিয়া ধরিল গুরুপদ।
সন্তুষ্ট হইয়া গুরু কৈল আশীর্ব্বাদ॥
গুরু আজ্ঞায় গেল দ্বিজ আপন বাসে।
সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞাত হৈল গুরুর আশীষে॥
আরুণি নামেতে শিষ্য ছিল একজন।
ডাকি তারে গুরু আজ্ঞা কৈল ততক্ষণ॥
ধান্য ক্ষেত্রে জল সব যাইছে বহিয়া।
যত্ন করি আলি বান্ধি জল রাখ গিয়া॥
জল বহি যায় গুরু পাছে ক্রোধ করে।
আপনি শুইল দ্বিজ বাঁধের উপরে॥
সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী।
না আইল শিষ্য দ্বিজ চলিল আপনি॥

ক্ষেত্র মধ্যে গিয়া ডাক দিল দ্বিজবর।
শিষ্য বলে শুয়ে আছি আলির উপর॥
বহু যত্ন করি নাহি রহিল বন্ধন।
আপনি শুইনু বাঁধে তাহার কারণ॥
শুনিয়া বলিল গুরু আইস উঠিয়া।
শীঘ্র আসি গুরুপদে প্রণমিল গিয়া॥
গুরু আশীর্ব্বাদে সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞান হৈল।
প্রণমিয়া তবে শিষ্য নিজঘর গেল॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান্।
কাশীরাম দাস কহে ভবে পরিত্রাণ॥

উতঙ্কের উপাখ্যান।

উতঙ্ক তৃতীয় শিষ্য পড়ে গুরুস্থানে।
কতদিনে যায় গুরু যজ্ঞ নিমন্ত্রণে॥
উতঙ্কে বলিল গুরু থাক তুমি ঘর।
কিছু নষ্ট যেন নহে থাকিবে গোচর॥
এত বলি গেল দ্বিজ যথা যজ্ঞস্থান।
কত দিনে গুরুপত্নী কৈল ঋতুস্নান॥
উতঙ্কে ডাকিয়া তবে ব্রাহ্মণী বলিল।
তোমায় সমর্পি গৃহ তব গুরু গেল॥
কোন দ্রব্য নষ্ট যেন নহে কদাচন।
ঋতু নষ্ট হয় তুমি করিহ রক্ষণ॥
শুনিয়া বিস্ময় চিত্ত হইল উতঙ্ক।
উদ্বিগ্ন বসিয়া ভাবে হৃদয়ে আতঙ্ক।
কি করিব কি হইবে ইহার উপায়।
গৃহরক্ষা হেতু গুরু রাখিল আমায়॥
ঋতু রক্ষা কর্ম্ম এই না হয় আমার।
পরদার মহাপাপ তাহে গুরুদার॥
এত চিন্তি ব্রাহ্মণীরে না দিল উত্তর।
ব্রাহ্মণ আইল কত দিবস অন্তর॥
উতঙ্কের তাপ ব্রাহ্মণীর মনে জাগে।
একান্তে ব্রাহ্মণী কহে ব্রাহ্মণের আগে॥
দিবে গুরুদক্ষিণা উতঙ্ক যেইক্ষণে।
পাঠাইবে তাহাকে আমার সন্নিধানে॥
তবে দ্বিজ জানিল এ সব বিবরণ।
তুষ্ট হৈয়া উতঙ্কে বলিল ততক্ষণ॥

যাহ দ্বিজ সর্ব্বশাস্ত্র হও তুমি জ্ঞাত।
শুনিয়া উতঙ্ক কহে করি যোড়হাত॥
আজ্ঞা কর গোঁসাই দক্ষিণা কিছু দিব।
গুরু বলে তব পাশে কিছু না মাগিব॥
যদি দিবা গুরুপত্নী যাহা কিছু মাগে।
এত শুনি গেল দ্বিজ গুরুপত্নী আগে॥
দক্ষিণা যাচয়ে দ্বিজ করি যোড়পাণি।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে বলিল ব্রাহ্মণী॥
পৌষ্য নৃপ মহিষীর শ্রবণ কুণ্ডল।
আনি দিলে পাই তব দক্ষিণা সকল॥
সপ্তদিন ভিতরে আনিয়া দিবা মোরে।
না আনিলে দিব শাপ কহিলাম তোরে॥
এত শুনি উতঙ্ক গুরুকে নিবেদিল।
যাও কে নিষেধিবে দ্বিজ গুরু আজ্ঞা দিল॥
গুরুদেবে প্রণাম করি উতঙ্ক চলিল।
কতদূরে পথে এক বৃষভ দেখিল॥
পুরীষ ত্যজিয়া বৃষ আছে দাঁড়াইয়া।
উতঙ্কে দেখিয়া বৃষ বলিল ডাকিয়া॥
হের দেখ এই মোর উতঙ্ক ব্রাহ্মণ।
হইবে তোমার প্রীত করহ ভক্ষণ॥
উতঙ্ক বলিল হেন নহে কদাচন।
অসম্মান পথে প্রীত নাহি প্রয়োজন॥
বৃষ বলে অসম্মান নহে দ্বিজবর।
তোমার গুরুর দিব্য খাও এ গোবর॥
গুরু দিব্য শুনি দ্বিজ ভাবিল বিস্তর।
গোবর ভক্ষণ করি চলিল সত্বর।
তথা হৈতে চলি গেল পৌষ্য নৃপঘর।
মাগিল কুণ্ডল যথা ভূপতি গোচর॥
নৃপ পাঠাইল দ্বিজে রাণীর সদনে।
কর্ণ হৈতে কুণ্ডল দিলেন ততক্ষণে।
কর্ণ হৈতে কুণ্ডল কাটিয়া দিল রাণী।
পাইয়া কুণ্ডল চলি গেল দ্বিজমণি॥
যেইক্ষণে দ্বিজহাতে কুণ্ডল পাইল।
সেইক্ষণে তক্ষক তাহার সঙ্গ নিল॥
পরশ করিতে দ্বিজে নাহিক শকতি।
পাছে পাছে ধায় হয়ে সন্ন্যাসী মুরতি॥

কত পথে উতঙ্ক দেখিয়া সরোবর।
স্নানেতে নামিয়া বস্ত্র থুইয়া উপর॥
বসন ভিতরে দ্বিজ কুণ্ডল থুইল।
ছিদ্র পেয়ে তক্ষক কুণ্ডল হরি নিল॥
উতঙ্ক দেখয়ে থাকি জলের ভিতরে।
সন্ন্যাসী কুণ্ডল লৈয়া পশিল বিবরে॥
উপায় না দেখি মুনি বিষাদিত মন।
নখেতে বিবর দ্বার করয়ে খনন॥
এ সকল বৃত্তান্ত জানিল পুরন্দর।
ব্রাহ্মণের দুঃখে দুঃখী হইল অন্তর॥
সেই দণ্ডে নিজ বজ্র কৈল নিয়োজন।
বিবরের দ্বার মুক্ত হৈল ততক্ষণ॥
পাতালে উতঙ্ক গিয়া প্রবেশ করিল।
ভ্রমিল অনেক স্থান অনেক দেখিল॥
চন্দ্র সূর্য্য গতায়াত গ্রহ তারাগণ।
মাস বর্ষ ষড় ঋতু সবার সদন॥
অনেক ভ্রমিল দ্বিজ পাতাল ভিতরে।
না দেখিল সন্ন্যাসীরে চিন্তিত অন্তরে॥
হেনকালে অশ্বরূপে বলে বৈশ্বানর।
হে উতঙ্ক ব্রাহ্মণ আমার বাক্য ধর॥
গুরুজ্ঞানে মোরে তুমি করহ বিশ্বাস।
শ্রেয় হবে মোর গুহ্যে করহ বাতাস॥
গুরু নাম শুনি দ্বিজ বিলম্ব না কৈল।
কিছু না পাইয়া মুখে গুহ্যে ফুক দিল॥
গুহ্যে ফুক দিতে ধূম বাহিরায় মুখে।
ধূমময় সকল করিল নাগলোকে॥
প্রলয়ের কাল হৈল সব অন্ধকার।
বিস্ময় হইয়া নাগ করিল বিচার॥
বাসুকি প্রভৃতি যত শ্রেষ্ঠ নাগগণ।
কি হেতু হইল ধূম জিজ্ঞাসে কারণ॥
চরমুখে বৃত্তান্ত পাইল ততক্ষণ।
তক্ষকে আসিয়া বহু করিল গর্জ্জন॥
দেহ শীঘ্র কুণ্ডল ব্রাহ্মণ হোক সুখী।
এত বলি দ্বিজ তুষ্ট করিল বাসুকি॥
কুণ্ডল পাইয়া দ্বিজ গেল অশ্ব স্থানে।
পৃষ্ঠে করি অশ্ব লৈয়া থুইল ব্রাহ্মণে॥

সপ্তদিন পূর্ণে আসি গুরুর গৃহেতে।
দেখে গুরুপত্নী ক্রোধে আছে জল হাতে॥
মুখেতে নির্গত হৈতে ছিল বজ্রবাণী।
হেনকালে উতঙ্ক দিলেন যুগ্ম মণি॥
কুণ্ডল পাইয়া হৃষ্টা ব্রাহ্মণী হইল
উতঙ্ক সকল কথা গুরুকে কহিল॥
গুরু প্রদক্ষিণ করি সেইত ব্রাহ্মণ।
যথা রাজা জন্মেজয় চলিল তখন॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা করিল বন্দন।
জিজ্ঞাসিল মুনিবরে কেন আগমন॥
দ্বিজ বলে নৃপতি করহ কোন্ কর্ম্ম।
পিতৃবৈরী না নাশিলে নহে পুত্রধর্ম্ম॥
চণ্ডাল তক্ষক নাগ বড় দুরাচার।
দংশিল তোমার বাপে বিখ্যাত সংসার॥
তাহার উচিত রাজা করিতে যুয়ায়।
সর্পকুল বিনাশিতে করহ উপায়॥
উতঙ্ক বচন শুনি রাজা জন্মেজয়।
মন্ত্রিগণে জিজ্ঞাসিল মানিয়া বিস্ময়॥
কহ সত্য মন্ত্রিগণ ইহার কারণ।
তক্ষক-দংশনে হৈল পিতার মরণ॥
ব্রাহ্মশাপে মরিলেন পিতা হেন জানি।
তক্ষক এমত কৈল কভু নাহি শুনি॥
রাজার এমন বাক্য শুনি মন্ত্রিগণ।
কহিতে লাগিল তবে কথা পুরাতন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের মন্ত্রণা।

মন্ত্রিগণ বলে রাজা কর অবধান।
প্রতাপে তোমার বাপ পাণ্ডব সমান॥
মৃগয়া করিতে রাজা ভ্রমে বনে বন।
একদিন হৈল তথা দৈব নির্ব্বন্ধন॥
বিন্ধিয়া হরিণ রাজা পাছে পাছে ধায়।
আচম্বিতে দ্বিজ এক দেখিল তথায়॥

ক্ষুধায় আকুল রাজা জিজ্ঞাসিল তাঁরে।
মৌন ছিল মুনি কিছু না কহে রাজারে ॥
দৈবে এক মৃত-সর্প নৃপতি দেখিল।
ক্রোধে লয়ে মুনি-গলে জড়াইয়া দিল ॥
অনন্তর নরবর স্বরাজ্যে আসিল।
কিছু না বলিল মুনি মৌনেতে রহিল ॥
শৃঙ্গী নামে ঋষিপুত্র দিল শাপ বাণী।
সপ্তম দিবসে তোরে দংশিবেক ফণী ॥
পুত্র শাপ দিল পিতা দুঃখিত হইয়া।
রাজারে জানায় মুনি দূত পাঠাইয়া ॥
বার্ত্তা পেয়ে করিলেন তাহার উপায়।
সপ্তম দিবস কথা কহি শুন রায় ॥
কশ্যপ নামেতে মুনি সর্পমন্ত্রে গুণী।
রাজারে দংশিবে সর্প লোকমুখে শুনি ॥
রাখিতে আসিতেছিল হস্তিনানগরে।
পথে দেখা পাইল তক্ষক বিষধরে ॥
নিজ নিজ গুণ পরীক্ষিতে দুইজনে।
ভস্ম হয়ে গেল বৃক্ষ তক্ষক-দংশনে ॥
পুনরপি কশ্যপ রাখিল মন্ত্রবলে।
সে কারণে ধন তারে ফণিবর দিলে ॥
ধন পেয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাহুড়িল।
কপটে তক্ষক আসি রাজারে দংশিল ॥
এত শুনি নৃপ জিজ্ঞাসিল আরবার।
সত্য কহ শুনিয়া করিব প্রতিকার ॥
কশ্যপ তক্ষকে কথা হইল যখন।
এ সকল বার্ত্তা কহিলেক কোন্‌জন ॥
মন্ত্রিগণ বলে সর্প যে বৃক্ষ দংশিল।
কাষ্ঠ হেতু সেই বৃক্ষে এক দ্বিজ ছিল ॥
সেই এ সব বৃত্তান্ত নগরে কহিল।
এতেক শুনি নৃপতি কাঁন্দিয়া বলিল ॥
দারুণ তক্ষক কশ্যপেরে ফিরাইল।
তক্ষক আমার বৈরী এবে জানা গেল ॥
পুনরপি রাজা কহে শুন মন্ত্রিগণ।
সত্য কহিলেন যত উতঙ্ক ব্রাহ্মণ ॥
উতঙ্কের প্রেম আর মম পিতৃকর্ম্ম।
ধ্বংসিব নাগেরকুল মোর এই ধর্ম্ম ॥
এত বলি পুরোহিত আর দ্বিজগণে।
আহ্বান করিয়া রাজা কহেন যতনে ॥
সর্প বিনাশিতে চেষ্টা হইল আমার।
সবংশে সকল নাগ করহ সংহার ॥
বিষজ্বালে যেমন পুড়িল মম বাপ।
সেইরূপে অগ্নিতে পোড়াও সব সাপ ॥
বিপ্রগণ বলে রাজা আছয়ে উপায়।
সর্প সংহারিতে যজ্ঞ কর কুরুরায় ॥
তোমার নামেতে মন্ত্র আছে বেদমতে।
তোমা বিনা শক্তি নাহি অন্যের করিতে ॥
এত শুনি নরপতি আনন্দিত মন।
আজ্ঞা দিল মন্ত্রিগণে যজ্ঞের কারণ ॥
রাজার পাইয়া আজ্ঞা যত মন্ত্রিগণ।
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য আনিল তখন ॥
পত্রেতে লিখিল দ্রব্য বলে মান্ত্রগণে।
দেশ-দেশান্তর হৈতে আনে সর্ব্বজনে।
সঙ্কল্প করিল রাজা শাস্ত্রের বিধান।
শিল্পিকার যজ্ঞস্থান করিল নির্ম্মাণ ॥
যজ্ঞকুণ্ড করিল সে শিল্পী বিচক্ষণ।
রাজায় ভবিষ্য কথা কৈল নিবেদন ॥
দেখিলাম রাজা যজ্ঞ পূর্ণ না হইবে।
ব্রাহ্মণ হইতে তব যজ্ঞে বিঘ্ন হবে ॥
শুনি নরপতি তবে বলে দ্বারিগণে।
যজ্ঞকালে আসিতে না দিবে কোনজনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ।

ঘৃত বস্ত্র যব ধান্য কাষ্ঠ রাশি রাশি।
আনাইল যজ্ঞ হেতু কত দ্বিজ ঋষি ॥
হোতা চণ্ডভার্গব নামেতে দ্বিজবর।
সদাচার-ব্রতী দ্বিজ আসিল বিস্তর ॥
ঋষি যে নারদ ব্যাস মার্কণ্ড পিঙ্গল।
উদ্দালক শৌনক আইল যে দেবল ॥
বিপ্রগণ বেদমন্ত্রে অনল জ্বালিল।
লইয়া নাগের নাম যজ্ঞকুণ্ডে দিল ॥

পর্ব্বত প্রমাণ অগ্নি দেখে লাগে ভয়।
মন্ত্রবলে আসি কুণ্ডে সবে ভস্ম হয় ॥
কেহ অশ্ব কেহ উষ্ট্র কেহ হস্তী প্রায়।
কেহ কৃষ্ণবর্ণ কেহ শুক্লবর্ণ কায় ॥
জলমধ্যে গর্ত্তমধ্যে কোটরে প্রবেশে।
যজ্ঞস্থানে টানি বান্ধি আনে মন্ত্র পাশে ॥
একশত দুইশত পঞ্চশত শির।
পর্ব্বত জিনিয়া কার বিপুল শরীর ॥
মস্তকে লাঙ্গুল ফিরে জিহ্বা লড়বড়ি।
কাতর হইয়া কেহ যায় গড়াগড়ি ॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে হইয়া কাতর।
মহানাদে পড়ে সবে অনল ভিতর ॥
দুর্গন্ধ হইল যত পূরিল সংসার।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে হৈল চমৎকার ॥
যখন প্রতিজ্ঞা করিলেন জন্মেজয়।
ইন্দ্রস্থানে ভয়ে নিল তক্ষক আশ্রয় ॥
কহিল বৃত্তান্ত যত যজ্ঞের কারণ।
জন্মেজয় যজ্ঞে করে সর্পের নিধন ॥
প্রাণভয়ে শরণ লইল সুরেশ্বরে।
শুনিয়া অভয় তারে দিল পুরন্দরে ॥
নির্ভয় হইয়া তথা তক্ষক রহিল।
এখানে নাগের কুল উৎপন্ন হইল ॥
যজ্ঞে ভস্ম হয় যত নাগের সমাজ।
চমকিত হইল বাসুকি নাগরাজ ॥
ভয়েতে কম্পিত তনু মূর্চ্ছা ঘনে ঘন।
ভগিনীরে ত্বরিত করিল নিবেদন ॥
ভ্রাতার আকুল দেখি কান্দয়ে নাগিনী।
পুত্রেরে ডাকিয়া কহে সকরুণ বাণী ॥
ভ্রাতৃগণে আমার হইল মাতৃশাপ।
সেই হেতু আমারে পাইল তোর বাপ ॥
... ভ্রাতৃগণ হয় মাতুল তোমার।
... য়ে প্রাণ রাখহ সবার ॥
... ল মাতা কান্দ কি কারণ।
... বে তাহা পালিব এখন ॥
... যজ্ঞ করে জন্মেজয়।

Return of stocks, ...
Name of li...

মরিছে মাতুল বৎস করিতে উদ্ধার।
তোমা বিনা ত্রিভুবনে কেহ নাহি আর ॥
আস্তিক বলিল মাতা না কর বিষাদ।
এখনি খণ্ডিব আমি নাগের প্রমাদ ॥
বাসুকিরে বল তুমি হইতে নির্ভয়।
এখনি করিব ত্রাণ নাহিক সংশয় ॥
মাতুলে নির্ভয় করি চলিল ত্বরিত।
জন্মেজয় যজ্ঞস্থানে হৈল উপনীত ॥
প্রবেশ করিতে দ্বারী নাহি দেয় তারে।
ক্রোধেতে আস্তিক কহে কম্পে ওষ্ঠাধরে ॥
ব্রাহ্মণ হেলন কর দুষ্ট দুরাচার।
নাহি জান এই হেতু হইবে সংহার ॥
আস্তিকের ক্রোধ দেখি দ্বারী কম্পমান।
দ্বার ছাড়ি প্রণমিল অতি সাবধান ॥
তথা হৈতে আস্তিক গেলেন যজ্ঞস্থান।
বেদধ্বনি করি সভা কৈল কম্পমান ॥
সভার ব্রাহ্মণগণে করিল বন্দন।
নৃপতিরে বলে তবে আশীষ বচন।
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম কহে সাধু পিয়ে কর্ণভরি ॥

যজ্ঞস্থানে আস্তিক মুনির আগমন।

আইল আস্তিক মুনি, করি মহা বেদধ্বনি,
নৃপতিরে করিল কল্যাণ।
ধন্য যত চন্দ্রবংশ, হেন পুত্র অবতংস,
ক্ষত্রমধ্যে না দেখি সমান ॥
দেখেছি শুনেছি কত, যজ্ঞ হৈল শত শত,
কারে দিব ইহার তুলনা।
যজ্ঞ কৈল ইন্দ্র যম, কুবের বরুণ সোম,
আর যত না যায় গণনা ॥
যুধিষ্ঠির পাণ্ডুপতি, বাসুদেব মহামতি,
শ্বেতবাহু নহুষ যযাতি ॥
মান্ধাতা মরুৎ ভূপ, নানা যুগে প্রতিরূপ,
দক্ষিণ সাগর দাশরথি।

কেহ শত কেহ ত্রিংশ,কেহ ষষ্টিকেহবিংশ,
এই যজ্ঞ নহে সমতুল ॥
পুত্রসহ ব্যাস ঋষি, যাহার সভায় আসি,
যজ্ঞ হেতু শিষ্যগণ লৈয়া।
সাক্ষাৎ হইয়া যায়, বৈশ্বানর হবি খায়,
শিখা যায় প্রদক্ষিণ হৈয়া ॥
ধন্য শ্রীজনমেজয়, নাহি হবে নাহি হয়,
তুলনা নাহিক ভূমণ্ডলে ॥
ধর্ম্মে যেন যুধিষ্ঠির, ধনুর্ব্বেদে রঘুবীর,
কীর্ত্তি ভগীরথ সমতুল ॥
তেজে সূর্য্য সম প্রভ,রূপে যেন কামদেব,
ব্রতাচারী ভীষ্মের সমান।
ধর্ম্মেতে বাল্মীকি মুনি,ক্ষমাতে বশিষ্ঠগণি,
বিভবেতে যেন মরুত্বান ॥
আস্তিক বচন শুনি, জন্মেজয় নৃপমণি,
মন্ত্রিগণে বলেন বচন।
বালক দ্বিজের সুত, কথা কহে বৃদ্ধমত,
যত যত পূর্ব্ব পুরাতন ॥
যাহা মাগে দিব আমি,গো অশ্বকাঞ্চনভূমি,
এ দ্বিজের পূরাইব আশ ॥
মাগশিশু যেইমনে, মনোনীত মম স্থানে,
এত বলি করিল আশ্বাস ॥
এত শুনি হোতাগণে,বলিল রাজার স্থানে,
নহে এই দানের সময়।
যজ্ঞ পূর্ণ নাহি করি,তক্ষক সে পিতৃ-অরি,
যাবৎ অনলে ভস্ম নয় ॥
শুনি রাজাবলেদ্বিজে,রাখিয়াছকোনকাজে
অদ্যাপিও তক্ষক দারুণ।
দ্বিজ বলে নৃপমণি, তক্ষক দারুণ ফণী,
দেবরাজে লয়েছে শরণ ॥
শুনিয়া নৃপতি কোপে,দশনে অধর চাপে,
বলিল যতেক দ্বিজগণে।
ইন্দ্র রাখে মোর অরি,তাঁহারে সহিত কার
তক্ষকেরে দেও হুতাশনে ॥
ভূপতির আজ্ঞা পেয়ে, শ্রাদ্ধওহাতেলয়ে,
দ্বিজগণ মন্ত্র উচ্চারিল।
বিপ্রের মন্ত্রের তেজে, রথেচড়িদেবরাজে,
দেবগণ সঙ্গেতে চলিল।
অপ্সরী অপ্সর যত, বাদ্যগীতে হৈয়া রত,
মন্ত্রপাশে হইয়া বন্ধিত।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
কাশীরাম দাস বিরচিত ॥

আস্তিক কর্ত্তৃক সর্পযজ্ঞ নিবারণ।

সূর্য্যমণ্ডলেতে শুনি নৃত্যগীত-নাদ।
যত যজ্ঞহোতাগণ গণিল প্রমাদ ॥
ভূপতির ক্রোধের করিনু কোন্ কাজ।
সর্ব্বনাশ হৈল আজি মরে দেবরাজ ॥
এত চিন্তি হোতাগণ করিল বিচার।
ইন্দ্রে ছাড়ি তক্ষকে আকর্ষে আরবার।
রাখিতে নারিল ইন্দ্র করিয়া যতন।
ইন্দ্র হৈতে ছাড়াইল মন্ত্রের বন্ধন ॥
আইসে তক্ষক নাগ করিয়া গর্জ্জন।
সঘনে নিশ্বাস ঘোর করিয়া ক্রন্দন ॥
মূর্ত্তিমান্ বায়ু যেন ফিরয়ে আকাশে।
অবশ হইয়া নাগ অন্তরীক্ষে আসে ॥
মাতুল অনলে পোড়ে আস্তিক জানিল।
অন্তরীক্ষে তিষ্ঠ তিষ্ঠ আস্তিক বলিল ॥
শূন্যেতে রহিল সর্প আস্তিকের বোলে।
তক্ষক সঘনে কাঁপে ব্রহ্ম-মন্ত্র-বলে ॥
আস্তিক বলিল রাজা হও কৃপাবান।
আজ্ঞা কর ভূপতি মাগি যে আমি দান ॥
রাজা বলে দ্বিজশিশু বৈসহ সভায়।
যা মাগিবে দিব আমি বলেছি তোমায় ॥
যজ্ঞপূর্ণ হবে পিতৃবৈরীর সংহারে।
এইমাত্র মুহূর্ত্তেক বিলম্ব আমারে ॥
আস্তিক বলিল যদি তক্ষকে পোড়াবে।
তবে তুমি কিবা আর মোরে দান দিবে ॥
আয়ুশেষে যমে নিল তোমার জনকে।
অকারণে অপরাধী করহ তক্ষকে ॥

অসংখ্য ভুজঙ্গগণে করিয়ে সংহার।
অহিংসক জনে মার না করি বিচার ॥
দ্বিতীয় ইন্দ্রের সভা দেখি যে তোমার।
নিষেধ না করে কেহ জীবের সংহার ॥
আস্তিক বলিল যদি এতেক বচন।
রাজারে বলিল তবে যত সভাজন ॥
আপনি বলিলা ব্যাস ডাকিয়া রাজারে।
প্রবোধ করহ মহারাজ ব্রাহ্মণেরে ॥
নিবৃত্তি করহ যজ্ঞ সবে বলে ডাকি।
ব্রাহ্মণবালকে রাজা না কর অসুখী ॥
নিবৃত্ত নিবৃত্ত বলি হৈল মহাধ্বনি।
নিষেধ করিল যজ্ঞ ভূপতি আপনি ॥
শুনিয়া বাসুকি নাগ হৈল আনন্দিত।
নাগলোকে আনন্দ হইল অপ্রমিত ॥
যতেক আছিল নাগ একত্র হইয়া।
পূজা কৈল আস্তিকেরে বহু রত্ন দিয়া ॥
পুনর্জন্মদাতা তুমি নাহিক সংশয়।
বর দিব মাগ তুমি যেই মনে লয় ॥
আস্তিক বলিল যদি সবে দিবে বর।
এই বর মাগি আমি সবার গোচর ॥
প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে যেই মোর নাম লবে
নাগগণ হৈতে তার ভয় নাহি রবে ॥
আমার চরিত্র যেই করিবে শ্রবণ।
নাগ হৈতে কভু ভীত নহিবে সে জন ॥
এ সব নিয়ম যেই করিবে লঙ্ঘন।
সত্য কহি তবে তার নিশ্চয় মরণ ॥
ফাটিবেক শির যেন শিরীষের ফল।
আস্তিকের বাক্য যেই করিবে নিষ্ফল ॥
বরদান করিলাম বলে নাগগণে।
নিকটে না যাব কেহ তোমার স্মরণে ॥
আদিপর্ব্ব ভারতের নানা উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

জন্মেজয়ের ধর্ম্মহিংসা।

সৌতি বলে তবে পরীক্ষিতের নন্দন।
ডাকিয়া আনিয়া যত পাত্রমিত্রগণ ॥
সবারে বলয়ে রাজা করিয়া বিলাপ।
দূর না হইল মম হৃদয়ের তাপ ॥
আপনার চিত্তে আমি করিনু বিচার।
দ্বিজ বিনা শত্রু মোর কেহ নাহি আর ॥
ধর্ম্মশীল তাত মোর জগত বিখ্যাত।
বিনা অপরাধে শাপ পেলেন নির্ঘাত ॥
পিতৃবৈরী বিনাশিতে বহু চেষ্টা ছিল।
তাহে পুনঃ দ্বিজ আসি বাধক হইল ॥
শাপেতে মরিল পরীক্ষিত নরবর।
মারিতে রাখিল পুনঃ তক্ষক পামর ॥
মোর রাজ্যে বসিয়া এতেক অহঙ্কার।
দ্বিজের কুরীতি অঙ্গে সহ্য নহে আর ॥
ক্রোধানলে মোর অঙ্গ হইছে দাহন।
হেন মনে হয় সব মারিব ব্রাহ্মণ ॥
পূর্ব্বে কার্ত্তবীর্য্য করিলেক দ্বিজ ধ্বংস।
উদর চিরিয়া মারিলেক ভৃগুবংশ ॥
সেইমত দ্বিজ সব করিব সংহার।
যাহা হৌক এই সত্য বচন আমার ॥
নৃপতির বাক্য শুনি সবে স্তব্ধ হৈল।
যত পাত্রমিত্রগণ উত্তর না দিল ॥
রাজা বলে কেহ কেন না দেহ উত্তর ॥
মন্ত্রিগণ বলে অবধান নরবর ॥
বিষম বুঝিয়া বাক্য না আসে মুখেতে।
কে দিবে এ যুক্তি রাজা বিপ্র বিনাশিতে
কহিলে যে কার্ত্তবীর্য্য মারিল ব্রাহ্মণ।
তার সমুচিত দণ্ড বিখ্যাত ভুবন ॥
সেই ভৃগুকুলে জাত রাম ভগবান।
ক্ষত্রিয় শোণিতে ক্ষিতি করাইল স্নান ॥
ক্ষত্রিয় যে পৃথিবীতে না রহিল আর।
ব্রাহ্মণ ঔরসে পুনঃ হইল সঞ্চার ॥
বচনে সৃজন করে বচনে পালন।
ক্ষণেকেতে করে ভস্ম যাঁহার বচন ॥
অগ্নি সূর্য্য কালসর্পে আছে প্রতিকার।
ব্রাহ্মণের ক্রোধে রাজা নাহিক নিস্তার ॥
এক যুক্তি মনেতে আইসে নৃপবর।
উপায় করিয়া বিপ্রবীর্য্য হানি কর ॥

কুশোদকে বিপ্রের পবিত্র হয় অঙ্গ।
কুশ বিনা হইবেক কর্ম্ম অঙ্গ ভঙ্গ॥
হীনতেজ হৈবে দ্বিজ হয়ে কর্ম্মহীন।
পশ্চাৎ করিব দণ্ড ধর্ম্মে হৈলে ক্ষীণ॥
রাজা বলে ভাল যুক্তি কৈলে সর্ব্বজন।
এমতে নাশিব দ্বিজ নিল মম মন॥
এত বলি নরপতি দূতগণে আনে।
আজ্ঞা করি ডাকিয়া আনিল কোড়াগণে॥
সব কোড়াগণ তোরা চতুর্দ্দিকে যাহ।
পৃথিবীর যত কুশ খুদিয়া ফেলহ॥
মন্ত্রিগণ বলে রাজা এ নহে বিচার।
রাজা নষ্ট করে কুশ বলিবে সংসার॥
না খুদিলে মরিবেক করিব উপায়।
ঘৃত দুগ্ধ গুড় মধু আনি দেহ তায়॥
এই সব দ্রব্য ঢালিবেক কুশমূলে।
স্বাদে পিপীলিকা গিয়া খাইবে সকলে॥
পিপীলিকা কুশমূল কাটিয়া ফেলিবে।
কার্য্যসিদ্ধি হবে হিংসা কেহ না জানিবে॥
শুনিয়া নৃপতি আজ্ঞা দিল ততক্ষণ॥
চারিভিতে চলিল যতেক দূতগণ॥
রাজ্যে রাজ্যে বার্ত্তা কৈল যত অনুচরে।
নাশিল সকল কুশ দেশ দেশান্তরে॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীরাম দাস গদাধরাগ্রজ॥

জন্মেজয়ের নিকট ব্যাসের আগমন।

কুশ না মিলিল দ্বিজ হৈল চমৎকার।
স্থানে স্থানে বসি সবে করেন বিচার॥
এমত করিল রাজা জানি ব্যাস মুনি।
নৃপতিরে বুঝাবারে চলিল আপনি॥
ব্যাস দেখি আনন্দিত জন্মেজয় রাজা।
পাদ্য-অর্ঘ দিয়া তার করে বহু পূজা॥
আনন্দিত ব্যাস মুনি বসিয়া আসনে।
নৃপতিকে জিজ্ঞাসিল মধুর বচনে॥
বদরিকাশ্রমে শুনিলাম চমৎকার।
ব্রাহ্মণ হিংসন কর কিমত বিচার॥
সর্ব্বধর্ম্মে বিজ্ঞ তুমি পণ্ডিত সুজন।
তবে কেন হেন কর্ম্মে প্রবর্ত্তিলা মন॥
যাঁর ক্রোধে যদুকুল হইল বিধ্বংস।
যাঁর ক্রোধে নষ্ট হয় সগরের বংশ॥
যাঁর ক্রোধে অনল হইল সর্ব্বভক্ষ্য।
যাঁর ক্রোধে ভগাঙ্গ হইল সহস্রাক্ষ॥
পূর্ব্বেতে যতেক তব পিতামহগণ।
যাঁরে সেবি বিজয়ী হইল ত্রিভুবন।
হেন জন সহ হিংসা কর কি কারণ।
শুনিয়া বলিল রাজা নিজ নিবেদন॥
বিনা অপরাধে বাপে কৈল ভস্মরাশি।
পিতৃবৈরী মারিতে বাধক হৈল আসি॥
এই হেতু ক্রোধ মনে হতেছে আমার।
নিজ দুঃখ নিবেদিনু অগ্রেতে তোমার॥
ব্যাসদেব বলে ধীর হও নরপতি।
ক্রোধে ধর্ম্ম নাশ করে বিনাশে বিভূতি॥
ব্রাহ্মণেরে ক্রোধ রাজ কর অকারণ।
ভবিষ্যৎ খণ্ডন না হয় কদাচন॥
তোমার পিতার জন্ম হইল যখন।
গণিয়া কহিল যত শাস্ত্র-বিজ্ঞজন॥
নানা যজ্ঞ ধর্ম্ম করিবেক অস্তমিত।
ভুজঙ্গ-দংশনে মৃত্যু হইবে নিশ্চিত॥
আমার বচনে স্থির হও গুণাধার।
পিতা হেতু দুঃখ চিন্তা না করিহ আর॥
ব্যাসের মুখেতে রাজা শুনিয়া বচন।
ভাবিয়াত কুশ হিংসা কৈল নিবারণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

জন্মেজয়ের অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ।

রাজা বলে অকারণে করিলাম এত।
কোটি অহিংসক সর্প করিলাম হত॥

এ পাপ নরক হৈতে নাহিক নিস্তার।
কহ মুনি ইহাতে কি মতে হব পার॥
জ্ঞাতিবধ করি পূর্ব্বে পিতামহগণ।
অশ্বমেধ করি পাপে হইল মোচন॥
আমিও করিব সেই বাজিমেধ-যজ্ঞ।
শুনি নিষেধিল ব্যাস সকল শাস্ত্রজ্ঞ॥
রাজা বলে মুনি কেন করহ নিষেধ।
নিশ্চয় করিব আমি সেই অশ্বমেধ॥
মুনি বলে ক্ষম তুমি সকল কর্ম্মেতে।
বাজিমেধ নাহি রাজা এ কলি যুগেতে॥
মাংসশ্রাদ্ধ সন্ন্যাস গোমেধ অশ্বমেধ।
দেবর হইতে পুত্র কলিতে নিষেধ॥
অবশ্য করিব যজ্ঞ বলে মহারাজ।
মোর বিঘ্ন করিতে কে আছে ক্ষিতিমাঝ॥
মুনি বলে করহ যে তব মনে লয়।
কিমতে কহিব আমি বেদে নাহি কয়॥
এত বলি মুনিরাজ হৈল অন্তর্দ্ধান।
নৃপতি করিল তবে যজ্ঞের বিধান॥
যজ্ঞ-অশ্ব নিয়োজিল সেনাপতিগণ।
বহু দেশ-দেশান্তর করিয়া ভ্রমণ॥
সম্পূর্ণ বৎসর অশ্ব পৃথিবী ভ্রমিল।
যত রাজগণ বলে জিনিয়া আনিল॥
যত মুনি দ্বিজগণ ছিল ভূমণ্ডলে।
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল যজ্ঞস্থলে॥
বপুষ্টমা রাণী সহ আছে নৃপবর।
অসিপত্র-ব্রত আচরিয়া সম্বৎসর॥
হইল বৎসর পূর্ণ চৈত্র পূর্ণিমাতে।
কাটিয়া তুরঙ্গ রাজা ফেলিল অগ্নিতে॥
দ্বিজগণ বেদশব্দে পূরিল গগন।
শূন্য-মণ্ডলেতে থাকি দেখে দেবগণ॥
অশ্বমেধ পূর্ণ হয় কলিযুগ মাঝ।
বেদনিন্দা ভয়েতে কম্পিত দেবরাজ॥
কাটামুণ্ড অশ্বের যে আছিল বিশেষ।
মায়াবলে ইন্দ্র তাহে করিল প্রবেশ॥
সভামধ্যে নৃত্য করে তুরঙ্গের মুণ্ড।
দেখিয়া আশ্চর্য্য বড় হৈল সভাখণ্ড॥
যতেক সভার লোক অধোমুখ হৈল।
ব্রাহ্মণ কুমার এক হাসিয়া উঠিল॥
পুনঃ পুনঃ তালি মারে হাসে খল খল।
দেখিয়া হইল রাজা জ্বলন্ত অনল॥
রাজার সম্মুখে ছিল খড়্গ খরশান।
দ্বিজপুত্রে কাটিয়া করিল দুইখান॥
হাহাকার শব্দ হৈল যজ্ঞের শালায়।
চতুর্দ্দিকে দ্বিজগণ পলাইয়া যায়॥
ব্রহ্মঘাতী মহাপাপী এই দুরাচার।
দেখিতে হইবে পাপ বদন ইহার॥
যতদূর পর্য্যন্ত ইহার অধিকার।
ততদূর দ্বিজের বসতি নহে আর॥
অশ্বমেধ-যজ্ঞ নাম করিয়া আনিল।
ব্রাহ্মণের মাংস খায় এবে জানা গেল॥
ফেলহ ইহার দ্রব্য যে আছে যথায়।
এত বলি সভা ছাড়ি দ্বিজগণ যায়॥
ব্রাহ্মণঘাতীর মুখ দেখা অনুচিত।
রাজগণ যথা তথা গেল চতুর্ভিত॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র ছিল যতজন।
সবে গেল একা মাত্র রহিল রাজন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে তরিবে বন্ধন॥

জন্মেজয়কে ভারত শ্রবণে ব্যাসের আদেশ।

অন্তর্যামী সর্ব্বত্র শ্রীবেদব্যাস মুনি।
বর্ণন না যায় যিনি অপ্রমিত গুণী॥
সত্যবতী হৃদয়ানন্দন মুনি ব্যাস।
যাঁর মুখচন্দ্র তিন ভুবনে প্রকাশ॥
কনক-পিঙ্গল-জটা বিরাজিত শিরে।
কৃষ্ণ-সার-চর্ম্ম পরিধান কলেবরে॥
জানিয়া রাজার কষ্ট সদয়-হৃদয়।
উপনীত সেখানে যেখানে জন্মেজয়॥
অধোমুখে আছে রাজা হয়ে শোকাবেশ।
ব্যাসে দেখি লজ্জাবান্ হইল বিশেষ॥

মুনি বলে অভিমান ত্যজ নরপতি।
বাক্য না শুনিয়া তব হইল এ গতি॥
ব্যাসের বচনে রাজা পাইয়া আশ্বাস।
চরণে পড়িয়া কহে গদ গদ ভাষ॥
আমা হেন নিন্দিত নাহিক এ সংসারে
তোমার বচন নাহি শুনি অহঙ্কারে॥
তার সমুচিত ফল শীঘ্র পাইলাম॥
দুস্তর নরক-সিন্ধু মধ্যে পড়িলাম॥
কৃপা কর মুনিরাজ পড়িনু চরণে
তোমা বিনা তারে মোরে নাহি অন্যজনে॥
ত্যজিল আমারে ভ্রাতা মন্ত্রী যতজন।
ত্যজিল যতেক দ্বিজ পুরোহিতগণ॥
পাপী বলে কেহ মোর নিকটে না আসে।
আপনি আইলা কৃপা করি স্নেহবশে॥
আজ্ঞা কর মুনিরাজ কি করি এখন।
পাপসিন্ধু হৈতে মোরে করহ তারণ॥
মুনি বলে চিত্তে দুঃখ না ভাবিহ আর।
হইবে নিষ্পাপ ধর বচন আমার॥
ব্রহ্মবধ-আদি পাপ সব হবে ক্ষয়।
অশ্বমেধ-ফল পাবে নাহিক সংশয়॥
এক লক্ষ শ্লোক মহাভারত-কাহিনী।
শুচি হয়ে একমনে শুন নৃপমণি॥
খণ্ডিবেক পাপ তাপ নাহিক সংশয়।
আমার বচন যদি করহ প্রত্যয়॥
কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপ বান্ধহ উপর।
তার তলে ভারত শুনহ নৃপবর॥
মহাভারতের কথা কীর্ত্তন করিতে।
কৃষ্ণবর্ণ ত্যজি শুক্ল হইবে নিশ্চিতে॥
মহাপুণ্য যত কথা অতুল সংসারে।
করহ শ্রবণ মুক্ত হবে পাপভারে॥
এত শুনি জন্মেজয় আনন্দ হৃদয়।
ধরিল মুনির পায় করিয়া বিনয়॥
কৃপা করি যদি মোরে কর এইমত।
আপনি শুনাও মোরে শ্রীমহাভারত॥
মুনি বলে ভারতের কথন বিস্তার।
কহিবারে অবসর নাহিক আমার॥
মুনিশ্রেষ্ঠ শিষ্যশ্রেষ্ঠ এই তপোধন।
ভারতে আমার সম শ্রীবৈশম্পায়ন॥
ইনি শুনাবেন তোমা ভারত আখ্যান॥
যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা করেন সম্মান॥
এত বলি মুনিরাজ গেল নিজ স্থান।
শ্রীবৈশম্পায়নে বলে কহিতে পুরাণ॥
তবে শ্রীজন্মেজয় ব্যাসের বচনে।
কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপ করে ততক্ষণে॥
তার তলে বসে রাজা লয়ে মন্ত্রিগণ।
চারিজাতি নগরের শ্রেষ্ঠ যত জন॥
নানারত্ন দিয়া মুনিরাজে কৈল পূজা।
বিনয় বচনে তবে জিজ্ঞাসিল রাজা॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

মহাভারতের কথারম্ভ।

তবে জন্মেজয় মুনিরে অগ্রে লইয়া।
জিজ্ঞাসিল পুণ্যকথা বিনয় করিয়া॥
জগতে বিখ্যাত যে বৈশম্পায়ন মুনি।
কহিতে লাগিল তত্ত্ব ভারত-কাহিনী॥
প্রথমে বন্দিল গুরু ব্যাস মহামুনি।
যাঁহার রচিত গ্রন্থ ভারত-কাহিনী॥
খণ্ডয়ে অশেষ পাপ যাহার শ্রবণে।
সকল যজ্ঞের ফল পায় ততক্ষণে॥
বৈশ্য শূদ্র শুনিলে খণ্ডয়ে সব দুঃখ।
অপুত্রক শুনিলে দেখয়ে পুত্রমুখ॥
রাজভয় শত্রুভয় পথিভয় আদি।
বিবিধ দুর্গতি খণ্ডে আর যত ব্যাধি॥
মোক্ষ শাস্ত্র বলি যেই ব্যাসের রচিত।
সম্পূর্ণ সকল রসে করিল বর্ণিত॥
ইহার শ্রবণে যত সুখ লভে নর।
তার সম সুখ নাই স্বর্গের উপর॥
ইহলোকে আয়ুর্বংশ অন্তে স্বর্গ যায়।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ পায়॥
শুচি হৈয়া মন দিয়া যেজন শুনয়।
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয়॥

এক লক্ষ শ্লোকে এই ভারত নির্ম্মাণ।
নানা-ধর্ম্ম চিত্র সুবিচিত্র উপাখ্যান॥
হরি হরি শব্দ করি শুন এক চিতে।
প্রথমতে সবাকার রক্ষা যেইমতে॥
পৃথিবীর মধ্যে ক্ষত্র হইল অপার।
মহামত্ত হৈয়া সবে করে কদাচার॥
লোকহিংসা সহিতে না পারি জনার্দ্দন
ভৃগুবংশে অবতার হৈলেন তখন॥
করেতে কুঠার জমদগ্নির কুমার।
নিঃক্ষত্রা করিল ক্ষিতি তিন সপ্তবার॥
ক্ষত্র বলি ক্ষিতি মধ্যে না রাখিল নাম।
মারিল দুগ্ধের শিশু ক্ষত্র যার নাম॥
ব্রাহ্মণেরে রাজ্য দিয়া গেল তপোধন।
বিপ্রগৃহে প্রবেশিল ক্ষত্রিয়া স্ত্রীগণ॥
রাজকর্ম্ম বিপ্রগণে সম্ভব না হয়।
ক্ষত্রগর্ভে বিপ্র জন্ম হইল তনয়॥
ক্ষত্র-স্ত্রীতে বিপ্রবীর্য্যে হইল কুমার।
পুনঃ ক্ষিতিমধ্যে হৈল ক্ষত্রিয় প্রচার॥
নিষ্পাপ হইল সবে পরম ধার্ম্মিক।
ধর্ম্মেতে বাড়িল বংশ হইল অধিক॥
ধর্ম্মেতে করিল সবে প্রজার পালন।
রাজ্যেতে নাহিক আর অকাল-মরণ॥
নিজ নিজ বৃত্তিতে করেন সবে কর্ম্ম।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের যে ধর্ম্ম॥
পাপের প্রসঙ্গ নাহি ধর্ম্মেতে তৎপর।
সাগর অবধি ক্ষিতি পূর্ণ হৈল নর॥
স্বর্গের বৈভব পূর্ণ হৈল ক্ষিতিমাঝ।
রাজগণ হৈল দ্বিতীয় দেবরাজ॥
এত দেখি যতেক দানব-দৈত্যগণ।
দেব হৈতে পরাভব হইল যখন॥
সুখভোগ-স্থান ক্ষিতি দেখি মনোরম।
ভোগের কারণে নিল মনুষ্য-জনম॥
জন্মি পৃথিবীর মধ্যে হইল প্রবল।
তপ জপ যজ্ঞদান হিংসিল সকল॥
দানবের ভার ধরা না পারি সহিতে।
ব্রহ্মারে জানায় গিয়া বিষাদিত চিতে॥
ক্ষিতির রোদন দেখি কমল-আসন।
পৃথিবীরে কহিলেন প্রবোধ বচন॥
না কর ক্রন্দন তুমি স্থির কর মন।
উপায়ে তোমার কার্য্য করিব সাধন॥
তোমার কারণে আমি সব দেবগণে।
নররূপে জন্মাইব অসুর নিধনে॥
এত বলি পৃথিবীকে করিয়া মেলানি।
দেবগণে লৈয়া যুক্তি করে পদ্মযোনি॥
প্রলয় অসুরগণে হৈল ক্ষিতিভার।
হরি বিনা কার শক্তি করিতে সংহার॥
চলহ সবে ইহা জানাই নারায়ণে।
এত বলি ব্রহ্মা সহ যায় দেবগণে॥
কাতর হইয়া ব্রহ্মা করিলেন স্তুতি।
করিলেন অনুজ্ঞা কৃপায় লক্ষ্মীপতি॥
তোমার বচনে ব্রহ্মা হৈব অবতার।
আপনি খণ্ডিব আমি পৃথিবীর ভার॥
নিজ নিজ অংশ লৈয়া যত দেবগণে।
সবে জন্ম লও গিয়া মনুষ্যভবনে॥
এতেক আকাশবাণী শুনি প্রজাপতি।
তৎক্ষণে আজ্ঞা দিল দেবগণ প্রতি॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর যত বিদ্যাধরে।
সবে জন্ম লহ গিয়া ধরণী ভিতরে॥
ব্রহ্মার আদেশ পেয়ে যত দেবগণ।
অবনীর মাঝে গিয়া জন্মিল তখন॥
দেবতা মানব দৈত্য একত্র হইল।
শুনি জন্মেজয় রাজা মুনিরে কহিল॥
কোন্‌জন দৈত্য ইথে কেবা দেব নর।
প্রত্যেকে আমায় সব কহ মুনিবর॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
যেমন হইল শুন সৃষ্টি সংঘটন॥
ব্রহ্মার মানস পুত্র হৈল ছয় জন।
ছয় জন হৈতে শুন জন্মে ত্রিভুবন॥
মরীচি ব্রহ্মার পুত্র ত্রিজগতে জানি।
তাঁর পুত্র হইল কশ্যপ মহামুনি॥
ত্রয়োদশ কন্যা নিজ দক্ষ প্রজাপতি।
কশ্যপে করেন দান হয়ে হৃষ্টমতি॥

দক্ষের দুহিতাগণ ধরে যেই নাম।
একে একে বলি শুন নৃপ গুণবান॥
অদিতি কপিলা দনু কদ্রু মুনি ক্রোধা।
দনায়ু সিংহিকা কালা দিতি আর প্রধা
বিশ্বা আর বিনতা যে তের জন গণি॥
তের জনে যত জন্মে শুন নৃপমণি।
অদিতির গর্ভে হৈল আদিত্য দ্বাদশ।
যাঁহার কিরণে এই প্রকাশে দিবস।
ধাতা মিত্র অংশ ভগ বরুণ অর্য্যমা।
ত্বষ্টা বিষ্ণু বিবস্বান্ পূষা শক্রনামা॥
সবিতা নামেতে পুত্র দশমেতে গুণি।
দ্বাদশ আদিত্য এই শুন নৃপমণি॥
হিরণ্যকশিপু হৈল দিতির তনয়।
দেবের পরম শত্রু প্রতাপে দুর্জ্জয়॥
হিরণ্যকশিপু-পুত্র হৈল পঞ্চজন।
প্রধান প্রহ্লাদ পুত্র ত্রৈলোক্যপাবন॥
তিন পুত্র হৈল তাঁর মহাধনুর্দ্ধর।
বিরোচন কুম্ভ আর নিকুম্ভ সুন্দর॥
বিরোচন-পুত্র হৈল বলি মহাশয়।
তাঁর পুত্র বাণ বীর ভুবনে দুর্জ্জয়॥
মহাকাল নাম তার শিবের কিঙ্কর।
সহস্রেক ভুজেতে ভূষিত কলেবর॥
দনুর নন্দন হৈল দানব সকল।
গণনে চল্লিশ জন বলে মহাবল॥
বিপ্রচিত্তি শম্বর পুলোমা অশ্বপতি।
এবম্বিধ বহু নাম দানবেতে খ্যাতি॥
ইহাদের পুত্র-পৌত্র হৈল অগণন।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল ব্যাপিল ত্রিভুবন॥
চারিপুত্র জন্ম লয় সিংহিকা উদরে।
ক্রূরকর্ম্মা বলি তারা খ্যাত চরাচরে॥
তাহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাহু নাম ধরে।
চক্রে কাটি দুই অঙ্গ কৈল চক্রধরে॥
দয়ায়ুর চারি পুত্র হইলেক ক্রমে।
বিখ্যাত বিক্ষর বল বীর বৃত্র নামে॥
ক্রোধ বিনাশন আদি কালার নন্দন।
দেবের অবধ্য তারা বিখ্যাত ভুবন॥

বিনতার ছয় পুত্র অরুণ আরুণি।
তার্ক্ষ্যারিষ্টনেমি আর গরুড় বারুণি॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গরুড় সে কেশব-বাহন।
পক্ষীর ঈশ্বর হৈল পন্নগনাশন॥
কদ্রুর নন্দন হৈল অনন্ত বাসুকি।
ইত্যাদি কদ্রুর পুত্র সহস্রেক লিখি॥
অনুরক্তা আকীরাদি বিশ্বার দুহিতা।
প্রধানা নন্দিনীগণ জগতে বিদিতা॥
অলম্বুষা মিশ্রকেশী রম্ভা তিলোত্তমা।
সুবাহু সুব্রতা আদি লোকে অনুপমা॥
হাহা হুহু নামে পুত্র গন্ধর্ব্বের রাজা।
কপিলার পুত্রগণে সবে করে পূজা॥
ব্রাহ্মণ অমৃত গবী কপিলা উদরে।
যাহার মহিমা-গুণ বিখ্যাত সংসারে॥
চিত্ররথ আর যত অপ্সর কিন্নরে।
কাশ্যপ কপিল জন্মে ক্রোধার উদরে॥
মুনির উদরে জন্মে ষোড়শ কুমার।
মৌনেয় গন্ধর্ব্ব বলি খ্যাত ত্রিসংসার॥
অঙ্গিরা ব্রহ্মার পুত্র তাঁর তিন সুত।
বৃহস্পতি উতথ্য সম্বর্ত্ত গুণযুত॥
পৌলস্ত্য মুনির পুত্র বিখ্যাত সংসার।
বিশ্বশ্রবা নামে পুত্র সর্ব্বগুণাধার॥
কুবেরাদি যক্ষ যত তাঁহার নন্দন।
রাক্ষস রাবণ কুম্ভকর্ণ বিভীষণ॥
অত্রির নন্দন হৈল অনেক ব্রাহ্মণ।
ক্রতুর নন্দন হৈল যজ্ঞের কারণ॥
ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠে দক্ষ প্রজাপতি।
বামাঙ্গুষ্ঠে পঞ্চাশৎ কন্যার উৎপত্তি॥
ব্রহ্মার দক্ষিণ হস্তে ধর্ম্ম মহাশয়।
দশ কন্যা দক্ষের করিল পরিণয়॥
কীর্ত্তি লক্ষ্মী ধৃতি মেধা পুষ্টি শ্রদ্ধা ক্রিয়া
বুদ্ধি লজ্জা মতি এই দশ ধর্ম্ম-প্রিয়া॥
তিন পুত্র ধর্ম্মের শুনহ সেই নাম।
সর্ব্বঘটে স্থিতি তাঁরা শম হর্ষ কাম॥
কামের বনিতা রতি প্রাপ্তি পতি শম।
হর্ষের রমণী নন্দা এই তার ক্রম॥

অশ্বিন্যাদি কন্যা সপ্তবিংশ দাক্ষায়ণী।
বিবহা-কারণ চন্দ্রে দিল দক্ষ মুনি॥
ব্রহ্মার তনয় মুনি মনু বিখ্যাত ভুবন।
প্রজাপতি নামে তাঁর জন্মিল নন্দন॥
সেই প্রজাপতি পুত্র বসু অষ্টজন।
বসুর নন্দন হৈল দেব হুতাশন॥
বিশ্বকর্ম্মা আদি বহু বসুর কুমার।
মৃগ সিংহ ব্যাঘ্র আদি সন্ততি তাঁহার॥
যত কহিলাম পূর্ব্ব সৃষ্টির সঞ্চার।
প্রত্যক্ষে শুনহ তবে নাম অবতার॥
দানব-প্রধান বিপ্রচিত্তি মহাতেজা।
জরাসন্ধ নামে হৈল মগধের রাজা॥
হিরণ্যকশিপু দৈত্য দিতির কুমার।
শিশুপাল নামে জন্ম পৃথিবী মাঝার॥
শল্য সে হইল পূর্ব্বে সংহ্লাদ যে ছিল।
অনুহ্লাদ আসি মর্ত্ত্যে ধৃষ্টকেতু হৈল॥
বাস্কল আসিয়া হৈল ভগদত্ত নামে।
কালনেমি হৈল কংস সে মথুরা-ধামে॥
শরভ নামেতে দৈত্য পৌরব হইল।
উগ্রসেন নামেতে গরিষ্ঠ নাম নিল॥
দীর্ঘজিহ্ব নামে দৈত্য হৈল কাশীরাজ।
মণিমান হৈল বৃত্রাসুর মহাতেজা॥
কালকেতু নামে যক্ষ ছিল মৎস্যদেশে।
হরিদশ্ব হৈল রুক্মী ভীষ্মক-ঔরসে॥
কীচক কলিঙ্গ বৃষসেন মহাবলে।
কালকেতুগণ আসি জন্মিল ভূতলে॥
বৃহস্পতি অংশে হৈল দ্রোণ মহাশয়।
বশিষ্ঠের শাপে বসু গঙ্গার তনয়॥
রুদ্র অংশে কৃপাচার্য্য অজর অমর।
বসু অংশে সাত্যকি দ্রুপদ নৃপবর।
কৃতবর্ম্মা বিরাট গন্ধর্ব্ব অংশে জন্ম।
ধর্ম্ম অংশ হৈতে হৈল বিদুরের জন্ম॥
সুবাহু গন্ধর্ব্ব ধৃতরাষ্ট্র কুরুপতি।
সিদ্ধি ধৃতি কুন্তী মাদ্রী গান্ধারী সে মতি॥
ধর্ম্ম-অংশে জন্মিলেন যুধিষ্ঠির রাজা।
বায়ু-অংশে জন্মিলেন ভীম মহাতেজা॥

দেবরাজ-অংশে জন্ম নিল ধনঞ্জয়।
অশ্বিনীকুমার হৈতে মাদ্রীর তনয়॥
চন্দ্র আসি হৈল অভিমন্যু মহাবীর।
কাম হৈতে প্রদ্যুম্ন বিখ্যাত যদুবীর॥
বসুদেবে দয়া করি দয়াময় হরি।
তাঁর গৃহে জন্মিলা গোলোক পরিহরি॥
শেষ অংশে জন্ম লৈল রোহিণীনন্দন।
দ্রুপদের কুলে জন্ম দ্রৌপদী তখন॥
আপনি আসিয়া কলি হৈল দুর্য্যোধন॥
পৌলস্ত্যের অংশে জন্ম আর ভ্রাতাগণ॥
একাধিক শত পুত্র ধৃতরাষ্ট্র হৈতে।
শুনহ সবার নাম কহিব ক্রমেতে॥
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন যুযুৎসু তৎপর।
দুঃশাসন দুঃসহ দুঃশল বীরবর॥
প্রথম দুর্ম্মুখ তথা বিবিংশতি বীর।
বিকর্ণ শ্রীজলসন্ধ সুলোচন ধীর॥
বিন্দ অনুবিন্দ শ্রীদুর্দ্ধর্ষ সুবাহুক।
দুষ্প্রধর্ষণ দুর্ম্মর্ষণ দ্বিতীয় দুর্ম্মুখ॥
দুষ্কর্ণ আরো যে কর্ণ চিত্র তার পর।
উপচিত্র চিত্রাক্ষ অদ্ভুত নামধর॥
চারু চিত্রাঙ্গদ দুর্ম্মদ সে অনন্তর।
দুষ্প্রহর্ষ বিবিৎসু বিকট শম আর॥
ঊর্ণনাভ পদ্মনাভ নন্দ নন্দনামধর।
উপনন্দ সেনাপতি সুষেণ কুণ্ডীর॥
মহোদর চিত্রবাহু চিত্রবর্ম্মা ধীর।
সুবর্ম্মা দুর্ব্বিরোচন অয়োবাহু বীর॥
মহাবাহু চিত্রচাপ নামে সুকুণ্ডল।
ভীমবেগ বলাকী অগ্রজ ভীমবল॥
শ্রীভীমবিক্রম উগ্রায়ুধ ভীমশর।
কনকায়ু তথা দৃঢ়ায়ুধ তার পর॥
দৃঢ়বর্ম্মা দৃঢ়ক্ষত্র সোমকীর্ত্তি বীর।
অনূদর জরাসন্ধ দৃঢ়সন্ধ ধীর॥
সত্যসন্ধ সহস্রবাক উগ্রশ্রবা খ্যাত।
উগ্রসেন সেনানী দুর্জ্জয়া পরাজিত॥
পাণ্ডুতক বিশালাক্ষ দুরাধর বীর।
দৃঢ়হস্ত সুহস্তক বাতবেগ ধীর॥

সুবর্চ্চা আদিত্যকেতু বহ্বাশী অপর।
নাগদত্ত অনুযায়ী নিসঙ্গী তৎপর॥
জানহ কবচী দণ্ডী আর দণ্ডধার।
ধনুর্গ্রহ উগ্র তথা ভীমরথ আর॥
বীর বীরবাহু অলোলুপ নামধেয়।
অভয় সে রৌদ্রকর্ম্মা দৃঢ়রথ জ্ঞেয়॥
অনাধৃষ্য কুণ্ডভেদী বীরাবী তৎপর।
সুদীর্ঘলোচন দীর্ঘবাহু অনন্তর॥
মহাবাহু ব্যূঢোরু তাহার যে অনুজ।
তাহার কনকাঙ্গদ পরেতে কুণ্ডজ॥
চিত্রক সে মহারথ হয় যে তৎপর।
ইত্যাদি ক্রমেতে এই শত সহোদর॥
বৈশ্যা-পুত্র যুযুৎসু সে হয় শতোপরি
একা সহোদরা মাত্র দুঃশলা সুন্দরী॥
জ্যেষ্ঠ-অনুক্রমে করিলাম এ রচন।
ভারতে যেমন আছে ব্যাসের বচন॥
শত এক সুত ধৃতরাষ্ট্রের হইল।
দুঃশলারে জয়দ্রথ বিবাহ করিল॥
অংশ অবতার কথা প্রত্যক্ষে প্রকাশ।
বিরচিল পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস॥

শকুন্তলা উপাখ্যান।

মুনিবর বলে শুন রাজা জন্মেজয়।
ভরত-বংশের কথা অদ্ভুত অতিশয়॥
দুষ্মন্ত নামেতে রাজা জগতে বিখ্যাত।
তাঁহার মহিমা কথা না হয় বর্ণিত॥
সংসারে আসিয়া বসুন্ধরা ভোগ করে।
ধর্ম্মেতে পৃথিবী পালে দুষ্টেরে সংহারে॥
মহাপরাক্রান্ত রাজা রূপগুণবন্ত
পৃথিবীতে একছত্র করিল দুষ্মন্ত॥
মৃগয়াতে বড় রত মহাধনুর্দ্ধর
মৃগয়া করিতে গেল বনের ভিতর॥
হস্তী হয় পদাতিক না যায় গণন।
সসৈন্যে বেড়িল রাজা এক মহাবন
হিরণ্য নামেতে বন অতি মনোরম।
চৈত্ররথ সমান সে মুনির আশ্রম॥

নানাজাতি বৃক্ষ তথা ফল ফুল ধরে।
নানাজাতি পক্ষী তথা সদা গান করে॥
মধুচক্র ডালে ডালে আছে তরুগণে।
বায়ুতেজে পুষ্পবৃষ্টি হয় অনুক্ষণে॥
মুনির আশ্রম বুঝি দুষ্মন্ত নৃপতি।
ডাকিয়া বলেন রাজা সৈন্যগণ প্রতি॥
মুনি সম্ভাষিয়া আমি না আসি যাবৎ।
এইখানে সর্ব্বজন থাকহ তাবৎ॥
এত বলি নরপতি পুরোহিত লৈয়া।
কণ্বর আশ্রমে আসি উত্তরিল গিয়া॥
প্রবেশ করিল গিয়া মুনি অন্তঃপুরে।
দেখিল যে কণ্ব নাই চিন্তে নৃপবরে॥
হেনকালে শকুন্তলা মুনির নন্দিনী।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া তুষ্ট কৈল নৃপমণি॥
দেখিয়া কন্যার রূপ ভূপতি মোহিত।
জিজ্ঞাসিল কন্যা প্রতি কামে হতচিত॥
দুষ্মন্ত ভূপতি আমি শুন সুবদনি।
হেথা আইলাম আমি ভেটিবারে মুনি॥
কোথায় গেলেন তিনি কহত সুন্দরি।
তুমি বা কাহার কন্যা কহ সত্য করি॥
কন্যা বলে পিতা গেল ফলের কারণ।
মুহূর্ত্তেক রহ হেথা আসিবে এখন॥
মুনির নন্দিনী আমি শুন নরবর।
এত শুনি নরপতি করিল উত্তর॥
তোমার সদৃশ রূপ কোথাও না দেখি।
মুনিকন্যা সত্য তুমি কহ শশীমুখি॥
পরম তপস্বী তুমি ফলমূলাহারী
দারাত্যাগী জিতেন্দ্রিয় মহাব্রহ্মচারী॥
তাঁহার তনয়া তুমি হইলে কিমতে।
কহ সত্য সুবদনি আমার সাক্ষাতে॥
কন্যা বলে শুন মম জন্মের কাহিনী।
যেমত হইনু আমি মুনির নন্দিনী॥
বিশ্বামিত্র মুনি জান বিখ্যাত সংসারে।
চিরদিন তপস্যা করেন অনাহারে॥
তাঁর তপ দেখি কম্পমান পুরন্দর।
আমার ইন্দ্রত্ব লবে এই মুনিবর॥

সর্ব্ব দেবগণ মিলি ভাবে নিরন্তর।
মেনকারে ডাকি বলে দেব পুরন্দর॥
রূপে গুণে তব তুল্য নাহি ত্রিভুবনে।
মম কার্য্য সিদ্ধ কর আপনার গুণে॥
বিশ্বামিত্র তপেতে কম্পিত মম কায়।
তাঁর তপ ভঙ্গ কর করিয়া উপায়॥
শুনিয়া মেনকা অতি বিষণ্ণ বদন।
যোড়হাত করি ইন্দ্রে করে নিবেদন॥
সংসারে বিখ্যাত বিশ্বামিত্র মহাঋষি।
মহাতেজা ক্রোধী সেই পরম তপস্বী॥
বশিষ্ঠের শত পুত্র প্রকারে মারিল।
ক্ষত্রক্ষেত্রে জন্মি তব্ ব্রাহ্মণ হইল॥
কৌশিকী নামেতে নদী আজ্ঞাতে সৃজিল।
সহজাঙ্গে ব্যাপি করি পুনঃ মুক্তি কৈল॥
দ্বিতীয় করিল সৃষ্টি বিখ্যাত জগতে।
আপনি করিছ ভয় যাঁহার তপেতে॥
তাঁর তপ নষ্ট করে হেন কোন্‌জন।
কর্ম্ম না হইবে হবে আমার মরণ॥
অগ্নি-সূর্য্য-সম তেজ যুগল নয়নে।
তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করে কোন্ জনে॥
তোমার বচন আমি লঙ্ঘিতে না পারি।
তব কার্য্য সিদ্ধ হোক বাঁচি কিবা মরি॥
কামদেব বায়ু দেহ আমার সহায়।
তবে যেমনেতে হয় করিব উপায়॥
ইন্দ্র আজ্ঞা কৈল সঙ্গে যাহ দুইজন।
দেবরাজ আজ্ঞা পেয়ে চলিল তখন॥
হেমন্ত পর্ব্বতে বৈসে সেই মুনিবর।
মুনি দেখি মেনকার কাঁপিল অন্তর॥
অতিশয় সুবেশা হইয়া বিদ্যাধরী।
মুনির নিকটে ক্রীড়া করে মায়া করি॥
হেনকালে বায়ু বহে অতি খরতর।
উড়াইয়া বস্ত্র তার ফেলিল তন্তর॥
আস্তে ব্যস্তে মেনকা উঠিয়া বস্ত্র ধরে।
বিবিধ প্রকারে পবনেরে নিন্দা করে॥
এ সকল কৌতুক দেখিল মুনিবর।
শরীরেতে ভেদিল কামের পঞ্চশর॥
মেনকা ধরিয়া মুনি গেল নিজ দেশ।
কামে মত্ত নিত্য করে শৃঙ্গার বিশেষ॥
হেনমতে বহুদিন গেল ক্রীড়ারসে।
তপ জপ সকল ত্যজিল কামবশে॥
একদিন সন্ধ্যাকালে বিশ্বামিত্র মুনি।
সন্ধ্যা হেতু বলে শীঘ্র জল দেহ আনি॥
শুনিয়া মেনকা হাসি বলিল বচন।
এতদিনে ভাল সন্ধ্যা হইল স্মরণ॥
ব্যঙ্গ শুনি মুনি হৈল কুপিত-অন্তর।
দেখিয়া মেনকা ভয়ে পলায় সত্বর॥
হয়েছিল যেই গর্ভ মুনির ঔরসে।
অরণ্যে প্রসব করি গেল নিজদেশে॥
মুনি-তপ নষ্ট করি গেল নিজ স্থানে।
আমারে ফেলিয়া গেল বিজন কাননে॥
সিংহ ব্যাঘ্র পশুগণ হিংসা নাহি করে।
পক্ষিগণ বেড়িয়া যে রহিল আমারে॥
তপস্যা করিতে গেল কণ্ব সেই বনে।
অনাথা দেখিয়া তাঁর দয়া হৈল মনে॥
গৃহে আনি পালন করিল মুনিবর।
তেঁই আমি তাঁর কন্যা শুন দণ্ডধর॥
শকুনি বেড়িয়াছিল নিকুঞ্জ কাননে।
শকুন্তলা নাম মুনি রাখে তেকারণে॥
আদিপর্ব্বে দিব্য শকুন্তলা-উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দুষ্মন্ত রাজার সহিত শকুন্তলার বিবাহ।

রাজা বলে কন্যা তুমি পরমাসুন্দরী।
রাজযোগ্যা ধনি তুমি হও মোর নারী॥
গাছের বাকল ত্যজি পর পট্টবাস।
রত্ন-অলঙ্কার পর যেই অভিলাষ॥
এত শুনি লজ্জিতা হইয়া শকুন্তলা।
মৃদুভাষে ভূপতিকে কহিতে লাগিল॥
শুন রাজা আমি করিলাম অঙ্গীকার।
পিতা আসি সম্প্রদান করিবে আমার॥

রাজা বলে মুনিবর বিলম্বে আসিবে।
ক্ষণেক বিলম্ব হৈলে মম মৃত্যু হবে॥
বেদোক্ত বিবাহ হয় অষ্টম প্রকার।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ লিখে ক্ষত্রিয় আচার॥
আপনি বিবাহ কর যদ্যপি আমারে।
মুনির বচনে দোষ না হবে তোমারে॥
রাজার বিনয় বাক্য শকুন্তলা শুনি।
রাজারে বলিল সত্য কর নৃপমণি॥
বেদের বিহিত যদি আছে পূর্ব্বাপর।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ হবে শুন নৃপবর॥
আমার উদরে যেই জন্মিবে কুমার।
সত্য কর তুমি তারে দিবে রাজ্যভার॥
কামে মত্ত ভূপতি করিল অঙ্গীকার।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ করি ভুঞ্জিল শৃঙ্গার॥
তবে নরপতি বলে কন্যারে চাহিয়া।
রাজ্যেতে লইব তোমা লোক পাঠাইয়া
এত বলি নরপতি করিল গমন।
যাইতে যাইতে পথে চিন্তে মনে মন॥
কি কহিবে মুনিরাজ আসি নিজঘরে।
দুষ্মন্ত নিতান্ত ভীত ভাবিয়া অন্তরে॥
সসৈন্যে আপন দেশে গেল নরপতি।
কতক্ষণে গৃহে আইল মুনি মহামতি॥
স্কন্ধ হৈতে ফলভার ভূমেতে থুইল।
শকুন্তলা এস বলি মুনি ডাক দিল॥
লজ্জায় মলিন কন্যা না হৈল বাহির।
দেখি বিস্ময়চিত্ত হৈল মুনিবর॥
ধ্যানেতে জানিল মুনি যত বিবরণ।
হাসিয়া কন্যার প্রতি বলিল বচন॥
আমারে হেলন করি কৈলে এই কর্ম্ম।
দুষ্মন্ত নৃপতি সহ করিলে অধর্ম্ম॥
ক্ষমিলাম তোরে আমি করেছি পালন।
না করিহ ভয় চিত্তে স্থির কর মন॥
সবিনয়ে কন্যা বলে যুড়ি দুই কর।
অপরাধ করিয়াছি ক্ষম মুনিবর॥
যোগ্যপাত্র সেই সে দুষ্মন্ত নৃপবর।
গান্ধর্ব্ব বিবাহে তারে করিলাম বর॥
ক্ষমহ তাঁহার দোষ দেখিয়া আমারে।
এত শুনি মুনিবর ক্ষমিল রাজারে॥
হেনমতে মুনি গৃহে আছে শকুন্তলা।
বিস্মৃত হইল রাজা রাজভোগে ভোলা॥
কতকালে প্রসব হইল শকুন্তলা।
পরম সুন্দর পুত্র শশী ষোলকলা॥
দিনে দিনে বাড়ে পুত্র মুনির ভবনে।
ছয় বর্ষ পূর্ণ হৈল রাজা নাহি জানে॥
মহাপরাক্রান্ত বীর হৈল শিশুকালে।
সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী ধরি আনে পালে পালে॥
তার পরাক্রম দেখি মুনি চমৎকার।
দমনক বলি নাম রাখিল তাহার॥
শকুন্তলা সহ মুনি করিল বিচার।
যুবরাজ-যোগ্য পুত্র হইল তোমার॥
পুত্র সহ যাহ তুমি রাজার আলয়।
পিতৃগৃহে কন্যা কভু সম্ভব না হয়॥
ধর্ম্মক্ষয় অপযশ হয় কুচরিত্র।
পিতৃগৃহে বহু ধর্ম্মে না হয় পবিত্র॥
এত বলি শিষ্য এক দিলেন সংহতি।
পুত্র সহ পাঠাইল যথা নরপতি॥
দুষ্মন্ত নৃপতি বৈসে হস্তিনানগরে।
শকুন্তলা গেল যথা আছে নরবরে॥
পাত্রমিত্র সহ রাজা আছেন বসিয়া।
পুত্র আগে করি তথা উত্তরিল গিয়া॥
রাজারে চাহিয়া শকুন্তলা বলে বাণী।
এই পুত্র তোমার দেখহ নৃপমণি॥
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা রাজা করহ স্মরণ।
তপোবনে গিয়াছিলে মৃগয়া-কারণ॥
সত্য আপনার রাজা করহ পালন।
যুবরাজ-যোগ্য হয় এই ত নন্দন॥
শুনি সভাসদলোক বিস্ময় অন্তর।
হাসিয়া দুষ্মন্ত রাজা করিল উত্তর॥
কোথাকার তপস্বিনী কাহার নন্দিনী।
কোনকালে পরিচয় আমি নাহি জানি॥
এত শুনি শকুন্তলা হইল লজ্জিত।
ক্রোধেতে অধর ওষ্ঠ সঘনে কম্পিত॥

পুনঃ ক্রোধ সম্বরিয়া কহে শকুন্তলা।
পূর্ব্ব সত্য পাসরিলে রাজভোগে ভোলা॥
কি বাক্য বলিলা রাজা নাহি ধর্ম্মভয়।
তুমি হেন মিথ্যা বল উচিত না হয়॥
দেবের সে সব কথা কেহ নাহি জানে।
আপনি ভাবিয়া রাজা দেখ মনে মনে॥
জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কহে যেইজন।
সহস্র বৎসর তার নরকে গমন॥
লুকাইয়া যেইজন করে পাপকর্ম্ম।
লোকে না জানিল কিন্তু জানে সেই ধর্ম্ম॥
মিথ্যা হেন বল রাজা কভু ভাল নহে।
মিথ্যা হেন পাপ নাহি সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
পতিব্রতা নারী আমি না কর হেলন।
আমারে নীচের প্রায় না ভাব রাজন॥
পুত্ররূপে জন্মে পিতা ভার্য্যার উদরে।
শাস্ত্রেতে প্রমাণ আছে জানে চরাচরে॥
অর্দ্ধেক শরীর ভার্য্যা সর্ব্বশাস্ত্রে লেখে।
ভার্য্যা সম বন্ধু রাজা নাহি কোন লোকে॥
পরম সহায় সখা পতিব্রতা নারী।
যাহার সহায়ে রাজা সর্ব্ব ধর্ম্ম করি॥
ভার্য্যা বিনা গৃহশূন্য অরণ্যের প্রায়।
বনে ভার্য্যা সঙ্গে থাকে গৃহস্থ বলয়॥
ভার্য্যাহীন লোকে কেহ না করে বিশ্বাস।
সদাই দুঃখিত সেই সদাষ্ট উদাস॥
ভার্য্যাবন্ত লোক ইহকাল বঞ্চে সুখে।
মরণে সংহতি হৈয়া তরে পরলোকে॥
স্বামীর জীবনে ভার্য্যা আগে যদি মরে।
পথ চাহি থাকে ভার্য্যা স্বামী-অনুসারে॥
মরিলে স্বামীরে উদ্ধারিয়া লয় স্বর্গে।
হেন নীতিশাস্ত্র রাজা কহে সুরবর্গে॥
ভার্য্যা হৈতে নরপতি দেখে পুত্রমুখ।
যাহা হৈতে লোক সব ভুঞ্জে নানা সুখ॥
ভার্য্যা বিনা পুত্র করে কাহার শকতি।
দেব ঋষি মুনি আদি যত মহামতি॥
পুত্রের সমান রাজা নাহিক সংসারে।
জন্মমাত্র মুখ দেখি পিতা মাতা তরে॥
পিণ্ডদানে পুত্র তার করয়ে উদ্ধার।
হেন নীতি কহে রাজা বেদেতে প্রচার॥
ধূলায় ধূসর পুত্রে করি আলিঙ্গন।
হৃদয়ের যত দুঃখ হয় ত খণ্ডন॥
হেন পুত্র দাণ্ডাইয়া তোমার সম্মুখে॥
আলিঙ্গন কর রাজা পরম কৌতুকে।
অবজ্ঞা না কর রাজা নীচ পুত্র নহে।
ইহার মহিমা যত মুনিগণ কহে॥
শত শত করিবেক অশ্বমেধ যাগ।
সসাগরা ধরার হইবে রাজভাগ॥
পিতার হুতাসে পুত্র সদা ভাবে দুঃখ।
সে কারণে দেখিতে আইল তব মুখ॥
আলিঙ্গন দিয়া রাজা তোষহ কুমারে।
আমারে রাখ না রাখ যা হয় বিচারে॥
বিশ্বামিত্র মম পিতা মেনকা জননী।
প্রসবিয়া বনে গেল থুয়ে একাকিনী॥
জননী ত্যজিল পূর্ব্বে তুমি ত্যজ এবে।
তোমারে বলিব কি মরিব এই ভেবে॥
নিশ্চয় মরিব আমি নাহি তাহে দুঃখ।
এ পুত্র বিচ্ছেদে মম বিদরিছে বুক॥
এত যদি শকুন্তলা বিনয় করিল।
শুনিয়া নৃপতি তবে প্রত্যুত্তর দিল॥
অকারণে পুনঃ পুনঃ কহ কি আমারে।
তোমার বচন শুনি কেবা শ্রদ্ধা করে॥
তোমার জনক যদি বিশ্বামিত্র মুনি।
মেনকা অপ্সরী বেশ্যা তোমার জননী॥
বিশ্বামিত্র লোভী বলি জানে ত্রিজগতে।
জন্মিয়া ক্ষত্রিয়বীর্য্যে গেল বিপ্রপথে॥
বেশ্যা গর্ভে জন্ম তোর বেশ্যার প্রকৃতি।
এই পুত্র সেই মত লয় মোর মতি॥
মিথ্যা প্রবঞ্চনা করি ভাণ্ডহ আমারে।
যাহ বা থাকহ কেহ না জিজ্ঞাসে তোরে॥
শকুন্তলা কহে রাজা কহ বিপরীত।
দেবলোকে নিন্দা কর নহেত উচিত॥
তোমায় আমায় রাজা অনেক অন্তর।
সুমেরু সরিষা রাজা কর পাঠান্তর॥

মম মাতা স্বর্গবাসী তুমি বৈস ক্ষিতি।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে সমতুল কর নরপতি
আমার দেখহ শক্তি আপন নয়নে।
এখনি যাইতে পারি যথা ইচ্ছা মনে॥
ইন্দ্র-যম-কুবের ভুবন আদি করি।
মুহূর্ত্তেকে চরাচর ভ্রমিবারে পারি॥
যত নিন্দা কর সহি স্বামীর কারণে।
আপনা না জানি নিন্দা কর অন্যজনে॥
কুরূপ মনুষ্য রাজা নিন্দে সর্ব্বলোকে।
যতক্ষণ দর্পণেতে মুখ নাহি দেখে॥
সত্য সম পুণ্য রাজা না দেখি তুলনা।
মিথ্যা হেন পাপ নাহি করে মুনিজনা॥
হেন মিথ্যাবাদী তুমি হইলা নিশ্চয়।
তোমার নিকটে থাকা উচিত না হয়॥
এত বলি শকুন্তলা চলিল সত্বর।
হেনকালে শব্দ হয় আকাশ উপর॥
যতেক বচন সত্য বলে শকুন্তলা।
শকুন্তলা-বাক্য রাজা না করিহ হেলা॥
সতী পতিব্রতা এই তোমার গৃহিণী।
পুত্র সহ সম্ভাষণ কর নৃপমণি॥
স্বামী বলি শকুন্তলা তোমায় ক্ষমিল।
শকুন্তলা ক্রোধে তব নাহি হবে ভাল॥
বংশের তিলক রাজা এই যে নন্দন।
আবার বচনে কর ভরণ পোষণ॥
ভরত বলিয়া নাম রাখহ ইহার।
ইহা হৈতে বংশোজ্জ্বল হইবে তোমার॥
দুষ্মন্ত নৃপতি শুনে মন্ত্রী পুরোহিত।
এতেক আকাশবাণী হৈল আচম্বিত॥
রজা বলে মন্ত্রিগণ করিলা শ্রবণ।
আমিও জানি যে ইহা নহি বিস্মরণ॥
নিয়া না জানি আমি লোকাচারে ভরি।
লোকে বলিবেক এই কোথাকার নারী॥
এ কারণে আমি ভণ্ডিলাম মন্ত্রিগণে।
বেশ্যা বলি ইহারে জানিল সর্ব্বজনে॥
এত বলি শীঘ্র উঠি দুষ্মন্ত রাজন।
শকুন্তলা হস্তে ধরি ফিরায় তখন॥

মহানন্দে নরপতি পুত্র লৈল কোলে।
শত শত চুম্ব দিল বদন কমলে॥
শকুন্তলা কৈল রাজা রাজপাটেশ্বরী।
পরম কৌতুকে চিরদিন রাজ্য করি॥
কতদিনে বৃদ্ধকালে দুষ্মন্ত রাজন।
ভরতেরে রাজ্য দিয়া গেল তপোবন॥
পৃথিবীতে মহারাজ হইল ভরত।
অশ্বমেধ যজ্ঞ আদি করে শত শত॥
লক্ষ পদ্ম সুবর্ণ ব্রাহ্মণে দিল দান।
দাতা যে নাহিক কেহ ভরত সমান॥
সসাগরা পৃথিবী শাসিল বাহুবলে।
অদ্যাপি ভারত-ভূমি ঘোষে ভূমণ্ডলে॥
তাঁর বংশে যত যত হৈল নরপতি।
ভরতের বংশ বলি পাইল সুখ্যাতি॥
ভরতের উপাখ্যান যেই নর শুনে।
আয়ুর্যশ-পুণ্য তার বাড়ে দিনে দিনে॥
আদিপর্ব্ব ভারত রচিল বেদব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে গায় কাশীরাম দাস॥

চন্দ্রবংশের বিবরণ।

জন্মেজয় বলে কহ মুনি মহামতি।
চন্দ্রবংশে ভরতের হইল উৎপত্তি॥
চন্দ্র হৈতে বংশ হৈল কিমত প্রকারে।
সে সকল কথা মুনি শুনাহ আমারে॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
কহিব সকল কথা করহ শ্রবণ॥
ভাল ভাল জিজ্ঞাসিলা ভারত-আখ্যান।
সোমবংশ-চরিত্র করহ অবধান॥
মরীচি ব্রহ্মার পুত্র বিখ্যাত সংসার।
কশ্যপ নামেতে পুত্র হইল তাঁহার॥
তাঁহার নন্দন হৈল সূর্য্য মহাশয়।
বৈবস্বত নামে হৈল তাঁহার তনয়॥
তাঁহার নন্দন হৈল বিদিত জগতে।
ইলাগর্ভে পুরূরবা বুধের বীর্য্যেতে॥
অষ্টাদশ দ্বীপে তেঁই হৈল নরপতি।
চিরদিন ক্রীড়া করে উর্ব্বশী-সংহতি॥

নরপতি হৈল আয়ু তাঁহার তনয়।
তাঁর পুত্র হইল নহুষ মহাশয়॥
স্বর্গে ইন্দ্র রাজা হৈল আপনার গুণে।
সর্পযোনি পাইয়াছে ব্রাহ্মণ বচনে॥
যযাতি নৃপতি হৈল তাঁহার কুমার।
যযাতির গুণ যত কহিতে অপার॥
শুক্রশাপে জরাগ্রস্ত তাঁহার শরীর।
পুত্রে জরা দিয়া রাজ্য করিল সুধীর॥

শুক্রস্থানে কচের মন্ত্র গ্রহণ।

জন্মেজয় বলে কহ ইহার কারণ।
শুক্রস্থানে কোন্ দোষ করিল রাজন॥
কি কারণে শাপ দিল ভৃগুর কুমার।
সে সব চরিত্র কহ করিয়া বিস্তার॥
মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
দেবাসুরে মহাযুদ্ধ নিরন্তর হয়॥
নিজ নিজ হিত সবে বাঞ্ছা করি মনে।
দুইজনে পুরোহিত কৈল নিয়োজনে॥
বৃহস্পতি পুরোহিত করেন বাসব।
দৈত্যবংশে পুরোহিত হইল ভার্গব॥
যুদ্ধে রত দৈত্যবধ করে যত দেবে।
সকল জীয়ান শুক্র মন্ত্রের প্রভাবে॥
সঞ্জীবনী-মন্ত্রে ভৃগুপুত্রের অভ্যাস।
যত মরে তত জীয়ে নাহিক বিনাশ॥
যুদ্ধে যত দেবগণ হয় ত নিধন।
জীয়াইতে না পারেন অঙ্গিরানন্দন॥
শুক্রের প্রতাপে দেবগণ চমৎকার।
সকলে মিলিয়া এক করিল বিচার॥
কচ নামে ছিল বৃহস্পতির নন্দন।
তাঁহারে বলিল তবে সব দেবগণ॥
সঞ্জীবনী-মন্ত্র জানে ভৃগুর নন্দন।
উপায় করিয়া কর সে মন্ত্র গ্রহণ॥
বৃষপর্ব্বপুরে হয় শুক্রের বসতি
তোমা বিনা যাইতে না পারে কোনকৃতী॥
শিষ্য হৈয়া শুক্রস্থানে কর অধ্যয়ন।
দেবযানী তাঁর কন্যা করিবে সেবন॥
এত যদি বলিল সকল দেবগণ।
বৃষপর্ব্বপুরে কচ করিল গমন॥
শুক্রের চরণে কচ করি নমস্কার।
প্রত্যক্ষেতে পরিচয় দিল আপনার॥
অঙ্গিকার পৌত্র আমি জীবের নন্দন।
পড়িবারে আইলাম তোমার সদন॥
এত শুনি শুক্র তারে করিল আশ্বাস।
পড়াব সকল শাস্ত্র যেই অভিলাষ॥
শুক্রের আশ্বাসে কচ আনন্দিত মন।
ব্রহ্মচর্য্য আদি বিদ্যা করেন পঠন॥
বিবিধ প্রকারে কচ শুক্রে সেবা করে।
ততোধিক সেবে কচ তাঁহার কন্যারে॥
হেনমতে পঞ্চশত বৎসর যে গেল।
গাভী রাখিবারে শুক্র কচে নিয়োজিল॥
গোধন-রক্ষণে কচ নিত্য যায় বনে।
দৈত্যগণ তাহারে দেখিল এক দিনে॥
জানিল কচেরে দেবগুরুর নন্দন।
মায়া করি আসিয়াছে মন্ত্রের কারণ॥
তবে সব দৈত্যগণ কচেরে ধরিয়া।
তীক্ষ্ণ খড়্গে খণ্ড খণ্ড করিল কাটিয়া॥
অস্থি মাংস যতেক শার্দ্দুলে খাওয়াইল।
কচে মারি দৈত্যগণ নিজ ঘরে গেল॥
সন্ধ্যাকালে গাভীগণ প্রবেশে নগরে।
কচ নাহি গাভীগণ প্রবেশিল ঘরে॥
কচ নাহি দেবযানী হইল চিন্তিত।
কান্দিয়া পিতার ঠাঁই জানায় ত্বরিত॥
গাভীগণ এলো ঘরে কচ না আইল।
সিংহ ব্যাঘ্র কিম্বা দৈত্যে তাহারে মারিল
নিশ্চয় মরিব আমি কচের বিহনে।
এতবলি দেবযানী ভালে কর হানে॥
শুক্র বলে দেবযানী না কর ক্রন্দন।
মন্ত্রবলে কচে আমি জীয়াব এখন॥
এস কচ বলি শুক্র তিন ডাক দিল।
মন্ত্রের প্রভাবে কচ আসি উত্তরিল

কচে দেখি দেবযানী আনন্দিত মন।
জিজ্ঞাসিলা কোথায় আছিলা এতক্ষণ ॥
কচ বলে দৈত্যগণ আমারে মারিলা।
প্রসন্ন হইয়া গুরু মোরে জীয়াইলা ॥
এত শুনি দেবযানী পিতারে কহিল।
গোধন-রক্ষণ হেতু নিষেধ করিল ॥
ভারতের কথা হয় শুনিতে অমৃত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত ॥

ও দেবযানির পরস্পর অভিশাপ।

তবে কতদিনে কচে বলে দেবযানী।
দেব আরাধিব কিছু পুষ্প দেহ আনি ॥
আজ্ঞা পেয়ে কচ গেল পুষ্প আনিবারে।
পুনরপি দেখি তারে ধরিল অসুরে ॥
তিলেক প্রমাণ কৈল খড়্গেতে কাটিয়া।
ঘৃতে ভাজে অস্থিমাংস একত্র করিয়া ॥
তবে সব দৈত্যগণ করিল বিচার।
অন্য জনে খেলে তার নাহিক নিস্তার ॥
পুনঃ জীয়াইবে শুক্র মন্ত্রের প্রভাবে।
কচ প্রাণ পাবে আর তার প্রাণ যাবে ॥
এতেক বিচার করি যত দৈত্যগণ।
করাইল সুরা সহ শুক্রেরে ভোজন ॥
পুনরপি দেবযানী বাপে জিজ্ঞাসিল।
পুষ্প আনিবারে কচ কাননেতে গেল ॥
এতক্ষণ হৈল পিতা কচ না আইল।
হেন বুঝি দৈত্যগণ পুনশ্চ মারিল ॥
নিশ্চয় মরিব পিতা কচ না আইলে।
পুনরপি জীয়াইয়া দেহ মন্ত্রবলে ॥
শুক্র বলে দেবযানী না কর বিলাপ।
মৃতজন হেতু কেন কর পরিতাপ ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য মরিলে না জীয়ে।
তার হেতু কেন মর ক্রন্দন করিয়ে ॥
দেবযানী বলে পিতা যাই বল তুমি।
নিশ্চয় মরিব কচে না দেখিলে আমি ॥
আজি হৈতে পিতা এই সত্য অঙ্গীকার।
শরীর ত্যজিব আমি করি অনাহার ॥
এত বলি দেবযানী করিছে ক্রন্দন।
প্রবোধিয়া শুক্র বলে মধুর বচন ॥
কন্যা প্রবোধিয়া শুক্র ভাবিল অন্তরে।
ধ্যানে দেখে কচ আছে আপন উদরে ॥
শুক্র বলে কচ তুমি কহ বিবরণ।
আমার উদরে এলে কিসের কারণ ॥
কচ বলে আমারে মারিয়া দৈত্যগণ।
করাইল সুরাসহ তোমারে ভক্ষণ ॥
এত শুনি শুক্র তবে বলে আর বার।
তোমারে বাহির কৈলে আমার সংহার ॥
বাহির না করিলে ব্রাহ্মণ বধ হয়।
মরণ হইতে বিপ্রবধে বড় ভয় ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ আছে যত জন।
ব্রহ্মবধ-পাপে নয় কাহার মোচন ॥
এত ভাবি কচে শুক্র বলিল বচন।
নিশ্চয় দেখি যে পুত্র আমার মরণ ॥
সঞ্জীবনী-মন্ত্র আমি দিতেছি তোমারে।
বাহির হইয়া তুমি জীয়াইবে মোরে ॥
এতবলি মন্ত্র দিল ভৃগুর নন্দন।
গর্ভে থাকি কচ করে মন্ত্র উচ্চারণ ॥
তবে দৈত্যগুরু নিজ খড়্গ করে লৈয়া।
বাহির করিল কচে উদর চিরিয়া ॥
হইল বাহির কচ শুক্র ত্যজে প্রাণ।
পুনরপি জীয়াইলা মন্ত্র করি ধ্যান ॥
তবে মহাক্রুদ্ধ হৈল ভৃগুর নন্দন।
সুরা প্রতি শাপ মুনি দিল ততক্ষণ ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যেই করে সুরাপান।
থাকুক পানের কায লয় যদি ঘ্রাণ ॥
আজি হৈতে সুরাপান করিবে যে জন।
ব্রহ্মতেজ নষ্ট তার হবে সেইক্ষণ ॥
ইহলোকে অপূজিত হবে সেই জন।
মরিলে নরক মধ্যে হইবে গমন ॥
তবে শুক্র ডাকি কহে দৈত্যগণ প্রতি।
মম শিষ্যে মারিলে এ কেমন প্রকৃতি ॥

আজি হৈতে কচে তোমা কেহ না হিংসিবে।
এই বাক্য হেলা কৈলে বড় দুঃখ পাবে॥
কচেরে বলিল শুক্র আশ্বাস করিয়া।
যথা সুখে বিহরহ নির্ভয় হইয়া॥
শুক্রের বচনে কচ নির্ভয় হইল।
নানা বিদ্যা ব্রহ্মচর্য্য অধ্যয়ন কৈল॥
অধ্যয়ন শেষে বৃহস্পতির তনয়।
দেবযানী কাছে গেল লইতে বিদায়॥
এত শুনি দেবযানী বিষণ্ণ বদন।
কচেরে ডাকিয়া তবে বলেন বচন॥
আমার দেখহ কচ যৌবন সময়।
তোমারে যে দেখি যোগ্য কর পরিণয়॥
শুনিয়া বিস্ময়ে কহে জীবের কুমার।
হেন অনুচিত বাক্য না বলিহ আর॥
গুরুর তনয়া তুমি আমার ভগিনী।
এমন কুৎসিত কেন বল দেবযানী॥
দেবযানী বলে তুমি না কর খণ্ডন।
তোমারে করিতে পতি আছে মম মন॥
মরেছিলা তুমি জীয়াইনু বারে বার।
মম বাক্য নাহি রাখ কেমন বিচার॥
কচ বলে দেবযানী এ নহে উচিত।
তোমায় আমায় হেন না হয় পিরীত॥
যেই শুক্র হইতে তোমার জন্ম হয়।
সেই শুক্র হইতে আমার জ্ঞানোদয়॥
সহোদরা তুমি হও সহজে আমার।
কিমতে এমন বল বাক্য কদাচার॥
আজ্ঞা কর যাই আমি আপন আলয়।
শুনি দেবযানী ক্রোধ করে অতিশয়॥
স্ত্রী হইয়া বারে বারে করিনু বিনয়।
না রাখ আমার বাক্য তুমি দুরাশয়॥
যত বিদ্যা তোরে পড়াইল মোর বাপে।
সকল নিষ্ফল তোর হবে মোর শাপে॥
কচ বলে দেবযানী করিলা কি কর্ম্ম।
বিনা দোষে দিলা শাপ নহে এই ধর্ম্ম॥
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ শুক্র তুমি কন্যা তাঁর।
মোর শাপে ক্ষত্রভর্ত্তা হইবে তোমার॥
মোরে শাপ দিলা তুমি না হবে খণ্ডন।
বিফল হইবে যে করিলাম পঠন॥
আমি যত পড়াইব আর শিষ্যগণে।
সে সবারে ফলদায়ী হবে অধ্যাপনে॥
এতবলি কচ গেল ইন্দ্রের নগর।
কচে দেখি আনন্দিত যতেক অমর॥
কহিল সকল কচ যত বিবরণ।
নিঃশঙ্ক হইয়া যুদ্ধ করে দেবগণ॥
দেব-দৈত্য-যুদ্ধ কথা না যায় লিখন।
এতেক শুনিলা দেবযানীর কথন॥
মহাভারতের কথা ব্যাসের রচিত।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত॥

দেবযানী উপাখ্যান।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল যুড়ি দুই কর।
অতঃপর কি হইল কহ মুনিবর॥
মুনি বলে অবধান কর নৃপমণি।
কচের বিরহে দুঃখে রহে দেবযানী॥
তবে কত দিন পরে বৃষপর্ব্বপুরে।
কন্যাগণ মিলি গেল স্নান করিবারে॥
শর্ম্মিষ্ঠা নামেতে বৃষপর্ব্বার কুমারী।
স্নানেতে চলিল দাসীগণ সঙ্গে করি॥
শুভকন্যা দেবযানী চলিল সংহতি।
চলিল একত্রে সব স্নানেতে যুবতী॥
চৈত্ররথ-নামে বনে আছে সরোবর।
জলক্রীড়া করে সবে তাহার ভিতর॥
নিজ নিজ বস্ত্র সব রাখি তার কূলে।
উন্মত্তা হইয়া সবে ক্রীড়া করে জলে॥
হেনকালে খরতর বহিল পবন।
একত্র করিল যত সবার বসন॥
জলক্রীড়া করি সবে উঠি কন্যাগণ।
চিনিয়া পরিল সবে আপন বসন॥
শর্ম্মিষ্ঠা দৈত্যের কন্যা উঠি শীঘ্রগতি
দেবযানীর বস্ত্র পরে হইয়া বিস্মৃতি॥
দেবযানী বলে তোর এত অহঙ্কার।
শূদ্রী হয়ে বস্ত্র তুই পরিস্ আমার॥

দেবযানী বাক্য শুনি শর্ম্মিষ্ঠা কুপিল।
দেবযানী চাহি তবে ক্রোধেতে বলিল॥
তোমায় আমায় দেখ অনেক অন্তর।
মোর ধন খেয়ে রক্ষা কর কলেবর॥
মোর বাপে তোর বাপ সদা তুষ্টি করে।
মোরে হেন বাক্য কহ কোন্ অহঙ্কারে॥
অল্প হেন করি তোরে করি যে গণনা।
মোর সঙ্গে দ্বন্দ্ব কর না চিন আপনা॥
শুক্রজারে কূপে ফেলি গেল নিজাগার।
মরিল কি বাঁচিল সে না দেখিল আর॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কেবা খণ্ডিবারে পারে।
সেই বনে গেল রাজা মৃগ ধরিবারে॥
মৃগয়াতে বড় রত নহুষ-নন্দন।
সসৈন্যে যযাতি রাজা গেল সেই বন॥
তৃষ্ণায় পীড়িত হৈল যযাতি রাজন।
জল অন্বেষণে ভ্রমে সব সৈন্যগণ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তবে কূপের ভিতর।
পড়িয়াছে কন্যা দেখে পরম সুন্দর॥
আস্তে ব্যস্তে লোক গিয়া জানায় রাজারে
শুনিয়া নৃপতি তবে এল তথাকারে॥
অতি পুরাতন কূপ আচ্ছন্ন তৃণেতে।
পড়িয়াছে চন্দ্রের সমান কন্যা তাতে॥
রাজা বলে কন্যা কহ নিজ বিবরণ।
কূপে পড়িয়াছ তুমি কিসের কারণ॥
দ্বিতীয় চন্দ্রের প্রায় ত্রৈলোক্য-মোহিনী।
কি নাম ধরহ তুমি কাহার নন্দিনী॥
রাজার বচন শুনি বলে দেবযানী।
দেবযানী মোর নাম শুক্রের নন্দিনী॥
আমার বৃত্তান্ত রাজা কহিব পশ্চাতে।
আগে নরপতি মোরে তোল কূপ হৈতে॥
কুলীন পণ্ডিত তুমি দেখি মহাজন।
মহাতেজোবন্ত তুমি রাজার লক্ষণ॥
এত শুনি নৃপতি বলিল আর বার।
তোমার বচন চিত্তে না লয় আমার॥
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ শুক্র তুমি কন্যা তাঁর।
তোমার॥

তেকারণে ছুঁইতে তোমারে না যুয়ায়।
কন্যা বলে রাজা দোষ নাহিক তাহায়ে॥
অন্ধকূপে পড়িয়া আমার প্রাণ যায়।
ত্বরিতে উদ্ধার কর প্রাণ রাখ রায়॥
এত শুনি নরপতি কন্যার বচন।
কন্যার দক্ষিণ হস্ত ধরিল তখন॥
করে ধরি নরপতি উপরে তুলিল।
কন্যারে উদ্ধারি রায় নিজ দেশে গেল॥
হেনকালে ঘূর্ণিকা নামেতে সহচরী।
সম্মুখে দেখিল তারে শুক্রের কুমারী॥
কাঁন্দি কহিলেন যত দুঃখ আপনার।
পিতারে জানাহ গিয়া মোর সমাচার॥
পুনঃ নগরেতে নাহি করিব গমন।
কোন্ লাজে লোকমাঝে দেখাব বদন॥
চলি যাহ ঘূর্ণিকা গো কহ পিতৃস্থান।
তাঁহাকে কহিয়া আমি ত্যজিব পরাণ॥
ত্বরিতে জানাহ বাপে শুন গুণবতী।
এত শুনি ঘূর্ণিকা চলিল শীঘ্রগতি॥
করযোড়ে ঘূর্ণিকা বলিছে সবিনয়।
দেবযানী বৃত্তান্ত শুনহ মহাশয়॥
শর্ম্মিষ্ঠা সহিত গেল স্নান করিবারে।
বলেতে শর্ম্মিষ্ঠা ফেলাইল কূপে তাঁরে॥
এত শুনি শুক্র হৈল বিরস বদন।
দেবযানী দেখিবারে করিল গমন॥
দেখে শুক্র দেবযানী বনের ভিতরে।
হেঁটমুখে বসি আছে চক্ষে জল ঝরে॥
বস্ত্র দিয়া দৈত্যগুরু মুছায় বদন।
জিজ্ঞাসিল কিবা বার্ত্তা কহ বিবরণ॥
কোন্‌কালে তুমি করিয়াছিলে পাপ।
তাহার কারণ তুমি পাইলে এ তাপ॥
পাপ হৈতে দুঃখ পায় না যায় খণ্ডন।
শুনি দেবযানী বলে করুণ বচন॥
পাপ নাহি জানি গো যাবৎ মোর জ্ঞান।
কহি যত বিবরণ কর অবধান॥
বৃষপর্ব্বকন্যা বলে আমারে ধরিয়া।
কূপে ফেলাইয়া গৃহে গেল সে চলিয়া॥

শূদ্রী হৈয়া মম বস্ত্র করিল পিন্ধন।
কতেক কহিব যে কহিল কুবচন॥
মোর বাপে স্তুতি শুক্র করে অনুব্রতে।
সকুটুম্ব বাঁচিস আমার ধন হৈতে॥
পুনঃ পুনঃ কহিলেক যাহা আসে মুখে।
তার বাক্য বজ্র হেন লাগিয়াছে বুকে॥
শুক্র বলে দেবযানী ত্যজ মনস্তাপ।
ক্রোধে লোক ভ্রষ্ট হয় ক্রোধে হয় পাপ॥
অক্রোধের সম পুণ্য নাহিক সংসারে।
সর্ব্বধর্ম্মে ধার্ম্মিক যে ক্রোধকে সম্বরে॥
শতেক সৎসর তপ করে যেইজন।
অক্রোধী সহিত সম নহে কদাচন॥
দেবযানী বলে পিতা আমি সব জানি।
অপ্রতিভ কৈল মোরে দৈত্যের নন্দিনী॥
সর্প দংশনে যেন বিষে অঙ্গ দগ্ধয়।
কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণে যেমন অগ্নি হয়॥
ততোধিক পিতা মম দহে কলেবর।
না হয় নিবৃত্ত সদা দহিছে অন্তর॥
কন্যার বচন শুনি ভৃগুর নন্দন।
বৃষপর্ব্ব-দৈত্য স্থানে করিল গমন॥
বৃষপর্ব্বে চাহি শুক্র বলিল বিশেষ।
অন্যদেশে যাব ত্যজি তোমার এ দেশ॥
পাপী দুরাচার যেই হিংসা করে লোকে।
পুণ্যবান জন তার নিকটে না থাকে॥
জানিয়া শুনিয়া পাপ করে যেইজন।
অনুরূপ দুঃখ পায় না হয় খণ্ডন॥
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতির নন্দন।
পুনঃ পুনঃ তুই তারে করিলি নিধন॥
মম কন্যা দেবযানী তোর কন্যা তারে।
নিক্ষেপিল বধিবারে কূপের মাঝারে॥
নারীবধ ব্রহ্মবধ কৈলে বারে বার।
সহজে অসুর তুই দুষ্ট দুরাচার॥
থাকিলে পাপীর কাছে নিত্য পাপ বাড়ে।
সে কারণে সাধুজন পাপিসঙ্গ ছাড়ে॥
এত বলি ভৃগুসুত চলিল সত্বর।
পায়ে ধরি বসাইয়া বলে দৈত্যেশ্বর॥

অধম পাপিষ্ঠ আমি বড় দুরাচার।
আপনার গুণে প্রভু কর প্রতিকার॥
নিশ্চয় গোসাঞি যদি ছাড়ি যাবে মোরে।
গোষ্ঠির সহিত আমি পশিব সাগরে॥
শুক্র বলে তুমি গিয়া প্রবেশ সাগরে।
শরীর ত্যজহ কিম্বা যাহ দেশান্তরে॥
প্রাণের সদৃশ হয় আমার কুমারী।
তাহার অপ্রিয় আমি করিবারে নারি॥
প্রবোধ করিতে যদি পার দেবযানী।
তবে ক্ষান্ত হই আমি শুন দৈত্যমণি॥
এত শুনিয়া দৈত্যরাজ বিনয় করিয়া।
কহে দেবযানীর অগ্রেতে দাঁড়াইয়া॥
হইল কুকর্ম্ম মম ক্ষম অপরাধ।
সদয় হইয়া আমারে দেহ প্রসাদ॥
দেবযানী বলে রাজা বুঝহ অন্তরে।
তবে যে প্রসন্ন আমি হইব তোমারে॥
শর্ম্মিষ্ঠা তোমার কন্যা বড়ই দুর্ভাষী।
পরিবার সহ মোরে করি দেহ দাসী॥
এত শুনি দৈত্যরাজ কৈল অঙ্গীকার।
এইক্ষণে আনি অগ্রে দিবত তোমার॥
এত বলি ধাত্রী পাঠাইল অন্তঃপুরে।
শর্ম্মিষ্ঠারে বার্ত্তা ধাত্রী কহিল সত্বরে॥
ক্রোধ করি যায় শুক্র নগর ত্যজিয়া।
সে কারণে রাজা মোরে দিল পাঠাইয়া॥
না মানে প্রবোধ কারো ভৃগুর নন্দন।
কেবল তাঁহার ক্রোধ তোমার কারণ॥
অতএব শীঘ্র তুমি চল তথাকারে।
তোমাকে লইতে রাজা পাঠাইল মোরে॥
কন্যা বলে যাহে হবে জ্ঞাতির কুশল।
প্রবোধিয়া শুক্রাচার্য্যে করিব নিশ্চল॥
এত বলি যায় কন্যা ধাত্রীর সংহতি।
যথায় আছেন পিতা দৈত্য-অধিপতি॥
সহস্রেক দাসী সঙ্গে চড়ি চতুর্দ্দোলে।
পিতার সম্মুখে গিয়া দাণ্ডাইল তলে॥
বৃষপর্ব্ব বলে কন্যে দৈবের লিখনে।
দেবযানী কাছে তুমি থাক দাসীপণে॥

শর্ম্মিষ্ঠা বলেন পিতা যে আজ্ঞা তোমার।
হইলাম দাসী আমি কর্ম্মে আপনার ॥
এত শুনি উত্তর করিল দেবযানী।
কিমতে হইবে দাসী তুমি ঠাকুরাণী ॥
হেনজন তুমি দাসী হইবে কেমনে।
শুনিয়া উত্তর কন্যা দিল ততক্ষণে ॥
জ্ঞাতির কুশল আর পিতার বচন।
দুই ধর্ম্ম রাখিতে করিনু দাসীপণ ॥
ইহাতে আমার লজ্জা তিলেক না হবে।
তথাচ রাজার কন্যা সবাই বলিবে ॥
পরে শুক্র দেবযানী গেল নিজ ঘর।
সঙ্গেতে শর্ম্মিষ্ঠা গেল সহ পরিচর ॥
আদিপর্ব্বে হয় দেবযানীর আখ্যান।
কাশীদাস বলে সব অমৃত-সমান ॥

দেবযানীর বিবাহ।

হেনমতে নানা রঙ্গে রঙ্গে দেবযানী।
দাসী ভাবে সেবে তাঁরে দৈত্যের নন্দিনী
কতদিনে দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠা লইয়া।
সহস্রেক দাসীগণ সঙ্গেতে করিয়া ॥
চৈত্ররথ নামে বন অতি মনোহর।
নানারঙ্গে ক্রীড়া করে তাহার ভিতর ॥
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ দেয় তুলি।
নানা বাদ্যারম্ভে কেহ দেয় হুলাহুলি ॥
কিশলয়-শয্যায় শয়ানা দেবযানী।
পদসেবা করে তাঁর দৈত্যের নন্দিনী ॥
হেনকালে সেইবনে দৈবের ঘটন।
যযাতি নৃপতি এল শিকার কারণ ॥
কন্যাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল নৃপমণি।
কি নাম ধরহ তুমি কাহার নন্দিনী ॥
এত শুনি দেবযানী করিল উত্তর।
দৈত্যগুরু শুক্র নাম খ্যাত চরাচর ॥
তাঁহার তনয়া আমি নাম দেবযানী।
শর্ম্মিষ্ঠা আমার সখী দৈত্যের নন্দিনী ॥
কি নাম ধরহ তুমি কাহার নন্দন।
হেথাকারে এলে তুমি কোন্ প্রয়োজন ॥
শুনিয়া কন্যার বাক্য কহেন নৃপতি।
নহুষনন্দন আমি নামেতে যযাতি ॥
ব্রহ্মচর্য্যশীল আমি বিখ্যাত সংসারে।
মৃগয়া কারণ আমি আইনু হেথারে ॥
দেবযানী বলে আমি ভালমতে জানি।
তোমার বংশের কথা অদ্ভুত কাহিনী ॥
পূর্ব্বে কূপ হৈতে তুমি তুলিলে আমারে।
পুরুষ হইয়া তুমি ধরিয়াছ মোরে ॥
এক্ষণে আমারে কর বিবাহ ভূপতি।
সহস্রেক দাসী পাবে শর্ম্মিষ্ঠা-সংহতি ॥
তোমার বংশেতে কেহ বিবাহ না করে।
হাতে ধরি লয়ে যায় কন্যা সেই বরে ॥
এক্ষণে আমার হস্ত ধরি লহ তুমি।
স্বেচ্ছায় তোমারে রাজা বরিলাম আমি ॥
রাজা বলে জানি শুক্র তপ-কল্পতরু।
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ আর দৈত্যগণ গুরু ॥
তাঁহার নন্দিনী তুমি বন্দিতা আমার।
সে কারণে যোগ্য আমি না হই তোমার
বিবাহ করিতে তোমা বড় ধায় মন।
কিন্তু শুক্র ক্রোধে হবে সংশয় জীবন ॥
সর্পের বিষের তেজে একজন মরে।
ব্রাহ্মণের ক্রোধ-বিষে সবংশে সংহারে ॥
দেবযানী বলে রাজা কি তোমার ভয়।
অযাচকে দিলে দান কিবা তার হয় ॥
রাজা বলে যদি তিনি দেন অনুমতি।
তবেত বিবাহ করি শুন গুণবতী ॥
এত শুনি দেবযানী রাজার উত্তর।
ভাবিয়া চিন্তিয়া গেল পিতার গোচর ॥
পিতারে কহিল কন্যা যত বিবরণ।
যযাতি নৃপতি আইল মৃগয়া কারণ ॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা নহুষ-তনয়।
তাঁরে সম্প্রদান কর মোরে মহাশয় ॥
শুনিয়া কন্যার বাক্য বলে শুক্রাচার্য্য।
যযাতিকে দিব তোমা এ নহে আশ্চর্য্য ॥
এত বলি দৈত্যগুরু চলে শীঘ্রগতি।
দেবযানী সহ গেল যথা নরপতি ॥

শুক্রে দেখি নরপতি প্রণতি করিল।
কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল॥
শুক্র বলে শুনহ যযাতি নৃপমণি।
এই দেবযানী হয় আমার নন্দিনী॥
রাজা বলে ধর্ম্মাধর্ম্ম জানহ আপনি।
ক্ষত্রিয়ের যোগ্যা নহে ব্রাহ্মণ-রমণী॥
শুক্র বলে আছে দোষ বলে দেববাণী।
ব্রাহ্মণ তনয়া তিন বর্ণের জননী॥
তথাপি বিবাহ কর আজ্ঞায় আমার।
মম তপোবলে দোষ খণ্ডিবে তোমার॥
এক বাক্য আমার শুনহ নৃপমণি।
শর্ম্মিষ্ঠা দেখহ এই দৈত্যের নন্দিনী॥
মম কন্যা দেবযানীর দাসী এ হয়।
ইহারে ডাকিহ নাহি শয়ন-সময়॥
এত বলি সম্প্রদান কৈল দেবযানী।
শুক্রে প্রণমিয়া দেশে গেল নৃপমণি॥
শর্ম্মিষ্ঠার সহ এক সহস্র যুবতী।
অশোক বনেতে রাজা দিলেন বসতি॥
যথাযোগ্য ভক্ষ্য দ্রব্য বসন ভূষণ।
প্রত্যক্ষে সবারে রাজা কৈল নিয়োজন॥
দেবযানী হইল প্রধান পাটেশ্বরী।
হেনমতে ক্রীড়া করে দিবস-শর্ব্বরী॥
ধরিল প্রথম গর্ভ শুক্রের নন্দিনী।
দশমাসে প্রসব হইল দেবযানী॥
দ্বিতীয়ার চন্দ্রপ্রায় হইল নন্দন।
নন্দনের যদু নাম রাখিল রাজন॥
কতদিন পরে দেখ দৈবের যে গতি।
দৈত্যকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা হইল ঋতুমতী॥
ঋতুস্নান করি কন্যা চিন্তিতা মানসে।
স্বামীহীনা হইলাম নিজ কর্ম্মদোষে॥
বৃথা জন্ম গেল মম এ নব যৌবনে।
পুত্রবর মাগি লব যযাতি রাজনে॥
দেবযানী সখী মম হয়ত ঈশ্বরী।
তাঁহার ঈশ্বর হৈলে মম অধিকারী॥
যদি পাই একান্তে নৃপের দরশন।
ঋতুদান মাগি লব এই লয় মন॥

যযাতি যে সত্যব্রত বিখ্যাত সংসারে।
যে কিছু যে চাহে তাহা অন্যথা না করে॥
এতেক চিন্তিতে দেখে দৈবের লিখন।
আইল নৃপতি তথা বিহার-কারণ॥
হেনকালে শর্ম্মিষ্ঠা রাজারে একা দেখি।
সন্নিকটে গিয়া প্রণমিল শশীমুখী॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে দাণ্ডাইল।
বিনয়পূর্ব্বক কন্যা কহিতে লাগিল॥
উপেন্দ্র মহেন্দ্র ইন্দ্র জলেন্দ্রের প্রায়।
সর্ব্বগুণে নৃপতি তোমারে গণি তায়॥
আমারে রাজন তুমি জান ভালমতে।
শুনহ প্রার্থনা এক করি যে তোমাতে॥
কামভাবে তোমায় না করি নিবেদন।
ঋতুরক্ষা কর মোর ধর্ম্মের কারণ॥
রাজা বলে ইহা না কহিও কদাচন।
শুক্রের বচন তব নাহি কি স্মরণ॥
দেবযানী বিবাহে বলিল বারে বারে।
শয়নে কদাচ না ডাকিও শর্ম্মিষ্ঠারে॥
শুক্রের বচন কেবা খণ্ডাইতে পারে।
কি শক্তি আমার যে পরশিব তোমারে॥
কন্যা বলে রাজা তুমি পরম পণ্ডিত।
তোমারে বুঝাব আমি না হয় উচিত॥
বিবাহের কালে সর্ব্বধন অপহারে।
কৌতুকেতে আর নারী সহিত বিহারে॥
প্রাণের সংশয়ে যদি মিথ্যা কেহ কহে।
এই পঞ্চস্থানে মিথ্যা পাপহেতু নহে॥
দেবযানী তোমারে বরিল যেইক্ষণে।
আমার বরণ রাজা হৈল সেই দিনে॥
একে সখী দেবযানী দ্বিতীয়ে ঈশ্বরী।
তার ভর্ত্তা তুমি মোর হৈলে অধিকারী॥
রাজা বলে নহে এই ধর্ম্মের বিচার।
কখনই মিথ্যা বাক্য না শোভে রাজায়॥
কন্যা বলে রাজা নহে অধর্ম্ম আচার।
ভার্য্যা পুত্র দাসেতে স্বামীর অধিকার॥
ঈশ্বরী-ঈশ্বর তুমি আমার ঈশ্বর।
সে কারণে তোমাতে মাগিনু পুত্রবর॥

কন্যার বচন শুনি সত্য ধর্ম্মনীতি।
হৃদয়ে ভাবিয়া তবে কহে নরপতি ॥
রাজা বলে পূর্ব্বে করিলাম অঙ্গীকার।
যেই যাহা মাগে দিব প্রতিজ্ঞা আমার ॥
সে কারণে তোমার পূরাব অভিলাষ।
এত বলি গেল রাজা শর্ম্মিষ্ঠার পাশ।
ঋতুদান শর্ম্মিষ্ঠারে দিয়া নরপতি।
কেহ না জানিল গেল আপন বসতি ॥
রাজার ঔরসে শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভ হৈল।
দশমাস দশদিনে পুত্র প্রসবিল ॥
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র হৈল লোকে হ'ল শব্দ।
বার্ত্তা পেয়ে দেবযানী হইলেন স্তব্ধ ॥
আশ্চর্য্য শুনি যে পুত্র হইল কিমতে।
শর্ম্মিষ্ঠার গৃহে তবে চলেন ত্বরিতে ॥
দেবযানী বলে সখী করিলা কি কর্ম্ম।
কার দ্বারা হইল তোমার পুত্র জন্ম ॥
শর্ম্মিষ্ঠা বলেন সখী দৈবের লিখন।
মম ঋতুকালে আসে ঋষি একজন ॥
কামভাবে তাঁহারে না করিনু কামনা।
পুত্রদান দিয়া মোরে গেল সেইজনা ॥
দেবযানী বলে সখী কহ সত্য কথা।
কি নাম ঋষির পুত্র বাস তাঁর কোথা ॥
শর্ম্মিষ্ঠা বলেন ঋষি পরম সুন্দর।
মহাতেজ ধরে আর দিব্য কলেবর ॥
তারে জিজ্ঞাসিতে শক্তি হইবে কাহার।
সে কারণ নাম গোত্র না জানি তাঁহার ॥
দেবযানী বলে সখী তুমি পুণ্যবতী।
ঋষিবরে হৈল পুত্র চন্দ্রসম দ্যুতি ॥
এত বলি দেবযানী গেল অন্তঃপুরে।
হেনমতে তার কত দিবস অন্তরে ॥
দেবযানী প্রসবিল দ্বিতীয় কুমার।
তুর্ব্বসু বলিয়া নাম রাখিল তাহার ॥
দেবযানী প্রসবিল এ দুই নন্দন।
যদু আর তুর্ব্বসু বিখ্যাত সর্ব্বজন ॥
শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে জন্মে রাজার ঔরষে।
তিন পুত্র হৈল নাম শুন সবিশেষে ॥
জ্যেষ্ঠ দ্রুহ্য অনু আর দ্বিতীয় কুমার।
কনিষ্ঠ হইল পুরু সর্ব্বগুণাধার ॥
রাজার কুমার সব বাড়ে দিনে দিনে।
ঋষি হৈতে পুত্র হয় দেবযানী জানে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

যযাতির প্রতি শুক্রের অভিশাপ।

হেনমতে কতদিনে যযাতি নৃপতি।
বিহারে চলিল দেবযানীর সংহতি ॥
নানা বৃক্ষে সুশোভিত অশোকের বন।
ফল ফুলে সুগন্ধি সুনাদে পক্ষিগণ ॥
দেবযানী সহ ক্রীড়া করে নৃপবর।
শর্ম্মিষ্ঠা আইল সেই বনের ভিতর ॥
শর্ম্মিষ্ঠার তিন পুত্র বাপেরে দেখিয়া।
রাজার নিকটে সব আইল ধাইয়া ॥
সুন্দর কুমার তিন দেখি দেবযানী।
জিজ্ঞাসিল কার পুত্র কহ নৃপমণি ॥
মৌনেতে রহিল রাজা না করে উত্তর।
কুমারগণেরে জিজ্ঞাসিল অতঃপর ॥
কি নাম তোমরা ধর কাহার নন্দন।
সত্য কহ এথায় আইলে কি কারণ ॥
দেবযানী বলে যদি এতেক বচন।
প্রত্যেকে আপন নাম কহে তিনজন ॥
শর্ম্মিষ্ঠা নামেতে আমা সবাকার মাতা।
রাজা দেখাইয়া বলে এই মোর পিতা ॥
এত বলি গেল তিনে রাজার নিকটে।
প্রণিপাত করি দাণ্ডাইল করপুটে ॥
দেবযানী-ভয়ে রাজা না বলিল কিছু।
বিরস হইয়া তিনে বাহুড়িল পিছু ॥
এত শুনি দেবযানী অরুণ-লোচন।
শর্ম্মিষ্ঠারে ডাকিয়া বলেন ততক্ষণ ॥
পূর্ব্বে যে কহিলি তুই আমার গোচরে
এক ঋষি পুত্রদান দিলেক আমারে ॥

যোড় কর করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা কহে বাণী।
ধর্ম্মে নাহি ঘাটি আমি শুন ঠাকুরাণি॥
তুমি মোর ঈশ্বরী তোমার রাজা পতি।
সে কারণে মোর ভর্ত্তা হৈল নরপতি॥
সেবিকার পুত্রগণ তোমার সেবক।
ক্রোধ পরিহর মোর দেখিয়া বালক॥
ক্রোধে দেবযানী ভূপতির প্রতি বলে।
শুক্রবাক্য লঙ্ঘন করিলে অবহেলে॥
গুরু বাক্য লঙ্ঘি কর সেবিকা গমন।
জানিলাম মহাপাপী তুমি হে রাজন॥
আর না রহিব আমি তোমার সদন।
এত বলি দেবযানী করেন ক্রন্দন॥
কান্দিতে কান্দিতে যান জনকের ঘর।
বিনয় করিয়া রাজা বুঝান বিস্তর॥
রাজার বিনয় বাক্য না শুনিল কাণে।
দেখিয়া পাইল বড় ভয় রাজা মনে॥
পাছে নাহি চায় ক্রোধে যায় শীঘ্রগতি।
পাছে পাছে নরপতি চলিল সংহতি॥
শুক্রের সম্মুখে গিয়া হৈল উপনীত।
প্রণাম করিয়া কহে রাজার চরিত॥
অবধান কর পিতা মম নিবেদন।
অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হৈল যযাতি রাজন॥
তোমার নিয়ম বাক্য করিয়া হেলন।
বৃষপর্ব্ব কন্যা সহ করিল রমণ॥
তিন পুত্র জন্মাইল তাহার উদরে।
দুর্ভাগা করিল মোরে রাজা অবিচারে॥
আমার উদরে দুই পুত্র জন্মাইল।
এখন তোমার বাক্য হেলন করিল॥
কন্যার বচন শুনি ভৃগুর নন্দন।
ক্রোধ করি রাজারে বলিল ততক্ষণ॥
সর্ব্বধর্ম্ম জ্ঞাত তুমি পরম পণ্ডিত।
মম বাক্য লঙ্ঘ রাজা এ কোন বিহিত॥
গুরুজনে লঙ্ঘ রাজা করি অহঙ্কার।
এই পাপে জরা অঙ্গে হইবে তোমার॥
শুনিয়া শুক্রের শাপ কম্পিত হৃদয়ে।
করযোড় করি রাজা বলিল বিনয়ে॥
কামভাবে শর্ম্মিষ্ঠারে না করি রমণ।
ঋতুদান শর্ম্মিষ্ঠা করিল যে প্রার্থন॥
সে কারণে তাকে করিলাম ঋতুদান।
না করিলে নাহি পাপ তাহার সমান॥
নপুংসক হয়ে জন্ম হয় ক্ষিতিতলে।
নরকের মধ্যে গিয়া পড়ে অন্তকালে॥
ঋতুদান করিলাম করি ধর্ম্মভয়।
অগ্রে মম অঙ্গীকার জান মহাশয়॥
যেই যাহা মাগে তাহা না করিব আন।
সে কারণে দিনু যে মাগিল ঋতুদান॥
শুক্র বলে ধর্ম্মভয় করিলে বিচার।
মম বাক্যে ভয় নাহি এত অহঙ্কার॥
এতেক বলিবামাত্রে ভৃগুর নন্দন।
রাজার শরীরে জরা হইল তখন॥
অশক্ত হইল রাজা শুক্ল হৈল কেশ।
মুখেতে না স্ফুরে বাক্য হৈল বৃদ্ধবেশ॥
আপনার অঙ্গ দেখি নৃপতি বিস্ময়।
যোড়হস্তে কহে পুনঃ করিয়া বিনয়॥
যুব ভাবে তৃপ্ত নহে না পূরে কামনা।
তব কন্যা দেবযানী প্রথম যৌবনা॥
হইলাম বঞ্চিত এ সংসারের সুখে।
কৃপায় শাপান্ত প্রভু আজ্ঞা কর মোকে॥
শুক্র বলে মম বাক্য না যায় খণ্ডন।
ভোগ কবিবারে রাজা যদি আছে মন॥
আপনার জরাবস্থা দিয়া অন্যজনে।
সাংসারিক সুখভোগ করহ আপনে॥
রাজা বলে আছে মম পঞ্চ যে কুমার।
যেই জরা লবে তারে দিব রাজ্যভার॥
শুক্র বলে জরা লইবেক যেইজন।
দীর্ঘ আয়ু হবে সেই রাজ্যের ভাজন॥
বংশবৃদ্ধি হবে আর রাজ্যে হবে রাজা।
পরম পণ্ডিত হবে বলে মহাতেজা॥
শুক্রের পাইয়া আজ্ঞা যযাতি রাজন।
দেবযানী সহ দেশে করিল গমন॥
যযাতি চরিত্র কথা শুনিতে অমৃত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত॥

যযাতির যৌবন-প্রাপ্তি।

দেশে আসি নৃপতি বসিল সিংহাসনে।
জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুরে বলিল ততক্ষণে॥
শুক্রশাপে জরা বাপু হইল শরীরে।
যৌবনের ভোগে মম মন নাহি পূরে॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হও তুমি পরম পণ্ডিত।
খণ্ডিতে পিতার দুঃখ হয়ত উচিত॥
সে কারণে মম জরা লহরে শরীরে।
তোমার যৌবন পুত্র দেহত আমারে॥
সহস্র বৎসরে পুত্র পাইবে যৌবন।
এত শুনি যদু হৈল বিরস বদন॥
জরা সম দুঃখ পিতা নাহিক সংসারে।
অন্ন-পান-হীন শক্তি না থাকে শরীরে॥
শরীর কুৎসিত হয় লোকে উপহাসে।
এ জরা লইতে মম চিত্ত না প্রকাশে॥
শুনিয়া হইল ক্রুদ্ধ যযাতি রাজন।
জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈয়া তুমি হৈলা অভাজন॥
তোর বংশে রাজা নাহি হবে কোনকালে।
জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈয়া তুমি কুপুত্র হইলে॥
তাহার অনুজ নাম তুর্ব্বসু সুন্দর।
তাহারে আনিয়া জিজ্ঞাসিল নৃপবর॥
শুক্র শাপে জরা হৈল না হয় খণ্ডন।
জরা লয়ে দেহ পুত্র আপন যৌবন।
সহস্র বৎসর পরে বৎস পুনর্ব্বার।
তোমার যৌবন দিয়া লব জরাভার॥
তুর্ব্বসু বলিল শুনহ জরা বড় দুঃখ
যত [illegible] নাহি সংসারের সুখ॥
এ জরা লইতে মম অপারক অতি।
শুনিয়া কুপিত অতি হইল নৃপতি॥
তুমি পুত্র পিতৃবাক্যে কর অনাদর।
এই পাপে ম্লেচ্ছদেশে হবে দণ্ডার॥
তব বংশে যতেক হইবে পুত্রগণ।
মূর্খ হৈয়া করিবেক অভক্ষ্য ভক্ষণ॥
দেবযানীর দুই পুত্র না শুনিল বাণী।
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রগণে ডাকিল আপনি॥
শর্ম্মিষ্ঠার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্রুহ্যু নাম ধরে।
মধুর বচনে রাজা বলিল তাহারে॥
মম জরা লহ তুমি সহস্র বৎসর।
পুনঃ জরা দিয়া লবে যুবা কলেবর॥
দ্রুহ্যু বলে রাজা জরা বহু দোষ ধরে।
অন্যের থাকুক কার্য্য বাক্য নাহি স্ফুরে॥
না পারিব সহিতে সে জরার যন্ত্রণা।
অন্যেরে করহ আজ্ঞা লয় যেইজনা॥
শুনিয়া যযাতি ক্রোধে বলে ততক্ষণ।
পুত্র হৈয়া পিতৃবাক্য করিলা লঙ্ঘন॥
চারিজাতি ভেদ না থাকিবে যেই দেশে।
সেই দেশে রাজা হবে তোমার ঔরসে॥
যতেক করিবে আশা হইবে নৈরাশ।
কভু পূর্ণ না হইবে তব অভিলাষ॥
অনু বলি পুত্র তার কনিষ্ঠ সোদর।
তাহারে ডাকিয়া তবে বলে নৃপবর॥
মম জরা লহ বাপু কর পুত্র-কাজ।
শুনিয়া বলয়ে অনু শুন মহারাজ॥
যে কিছু খাইলে জীর্ণ না হয় উদরে।
হেন জরা লৈতে পিতা না বল আমারে॥
রাজা বলে তুমি পুত্র বড় দুরাচার।
পুত্র হৈয়া বাক্য তুমি লঙ্ঘিলা আমার॥
যতেক জরার দুঃখ কহিলা আপনে।
সেই সব দুঃখ তুমি ভুঞ্জ অনুক্ষণে॥
তোমার ঔরসে পুত্র যতেক হইবে।
যৌবন কালেতে তারা সবাই মরিবে॥
তবেত নৃপতি বড় হইয়া চিন্তিত।
সবার কনিষ্ঠ পুত্রে ডাকিলা ত্বরিত॥
সব হৈতে প্রিয় তুমি কনিষ্ঠ নন্দন।
প্রিয়কর্ম্ম কর রাখ আমার বচন॥
শুক্রশাপে জরা হৈল আমার শরীরে।
তৃপ্তি নাহি পাই সুখে জানাই তোমারে॥
পুত্র কর্ম্ম কর দেহ আপন যৌবন।
সহস্র বৎসরে পুনঃ হইবে তেমন॥
মম জরা-দুঃখ বাছা লহ নিজ কায়।
স্বীকার করিলে তুমি মম দুঃখ যায়॥

পিতার বচন শুনি কহে যোড়করে।
তোমার বচন রাজা কে লঙ্ঘিতে পারে॥
পুত্র হৈয়া পিতৃবাক্য না রাখে যেজন।
ইহলোকে অপযশ নরকে গমন
তবে জরা দেহ পিতা আমার শরীরে।
আমার যৌবনে ভোগ ভুঞ্জ কলেবরে॥
এতেক শুনিয়া রাজা হরষিত মন।
মুখে চুম্ব দিয়া পুত্রে বলেন বচন॥
বংশবৃদ্ধি হবে তব ধর্ম্মেতে তৎপর।
তোমার বংশেতে হবে রাজ্যের ঈশ্বর॥
এতেক বলিয়া শুক্রে করিল স্মরণ।
পুরু অঙ্গে জরা থুয়ে পাইল যৌবন॥
যৌবন পাইয়া তবে যযাতি রাজন।
অনুক্ষণ ধর্ম্ম কর্ম্ম না যায় লিখন॥
যজ্ঞ হোমে তুষ্ট কৈল যত দেবগণে।
পিতৃগণে তুষ্ট কৈল শ্রাদ্ধাদি তর্পণে॥
দানেতে তুষিল দ্বিজ দরিদ্র ভিক্ষুক।
সুপালনে প্রজাগণে দিল বড় সুখ॥
কামরসে কামিনীগণেরে রাজা তোষে।
সুহৃদ বান্ধব মন্ত্রী তোষে প্রিয়ভাষে॥
হেনমতে রাজ্য করে সহস্র বৎসর।
পূর্ব্ববাক্য স্মরণ করিল নৃপবর॥
জরায় পীড়িত পুত্র দেখি া নৃপতি।
আপনারে ধিক্কার করেন মহামতি॥
আপন জরার জন্যে দিনু পুত্রে দুঃখ।
পুত্রের যৌবনে আমি ভুঞ্জিলাম সুখ॥
লোভেতে পুত্রের কষ্ট না দেখি নয়নে।
কামভোগে মত্ত আমি দুঃখিত নন্দনে॥
কামুকের কাম পূর্ণ না হয় কখন।
যত ইচ্ছা তত বাড়ে নহে তৃপ্ত মন॥
এত চিন্তি নরপতি বলিল নন্দনে।
বহু ভোগ করিলাম তোমার যৌবনে॥
পুত্র কর্ম্ম করি প্রীত করিলে আমারে।
তোমার মহিমা যত ঘুষিবে সংসারে॥
আপন যৌবন লহ জরা দেহ মোরে।
ছত্রদণ্ড দিব আমি তোমার উপরে॥
এত বলি জরা নিল নহুষ-নন্দন।
পুরুর হইল প্রাপ্তি আপন যৌবন॥
পুরু রাজা হবে বলি দিলেন ঘোষণা।
পাত্র মিত্র অমাত্য ডাকিল সর্ব্বজনা।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যত প্রজা।
রাজ্যেতে যতেক বৈসে আইল প্রজা॥
পুরু অভিষেক দেখি যত প্রজাগণ
কহিতে লাগিল ভূপ [illegible]॥
নানা শাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি নহুষ-তনয়।
জ্যেষ্ঠ পুত্র বিদ্যমানে কনিষ্ঠ কি হয়
সর্ব্বগুণযুত যদু পরম সুন্দর
তার বিদ্যমানে পুরু নহে রাজ্যেশ্বর॥
ধর্ম্মনীতি যত তুমি জান মহাশয়।
কনিষ্ঠে করিবে রাজা কোন্ শাস্ত্রে কয়॥
প্রজাগণ বচন শুনিয়া নৃপবর।
ক্ষণেক থাকিয়া রাজা করিল উত্তর॥
পিতৃ-মাতৃ-বাক্য যেই পুত্র নাহি রাখে।
তার পুত্র বলে হেন কোন্‌শাস্ত্রে লেখে॥
পুরুকে জানি যে আমি আপন কুমার।
আর পুত্র অকারণ হইল আমার॥
জরায় পীড়িত আমি মাগিনু যৌবন।
মম বাক্য না রাখিল এই চারিজন॥
পণ্ডিত সুবুদ্ধি পুরু করিল স্বীকার॥
সহস্র বৎসর নিল মম জরাভার॥
সে কারণে রাজ্যভারে পুরু যোগ্য হয়।
হেন পুরু রাজা হবে ধর্ম্ম কেন নয়॥
প্রজাগণ বলে শুক্র জগতে বিদিত।
তাঁহার দৌহিত্রগণ সংসারে পূজিত॥
তাহারে না দিয়া অন্যে দিবে অধিকার।
হইলে শুক্রের ক্রোধ নাহিক নিস্তার॥
রাজা বলে শুক্রেরে করেছি নিবেদন।
যেই জরা লইবে সেই রাজ্যের ভাজন॥
শুক্র বলে যেই পুত্র লবে জরাভার।
আপনার রাজ্যে তারে দিবা অধিকার॥
প্রজাগণ বলে কিছু কহিতাম আর।
শুক্র আজ্ঞা করিয়াছে নাহিক বিচার॥

পিতৃ-মাতৃ-বাক্য যেই করয়ে পালন।
তারে পুত্র বলি হেন কহে মুনিগণ ॥
এত যদি বলিল সকল প্রজাগণ।
অভিষেক করিলেন পুরুকে তখন ॥
ছত্রদণ্ড দিল তবে নৃপতি যযাতি।
পুত্রে শিক্ষা করাইল যত রাজনীতি ॥
আদিপর্ব্বে বিচিত্র যযাতি উপাখ্যান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান ॥

যযাতির স্বর্গে গমন।

হইল নৃপতি পরে জরাযুক্ত অঙ্গ।
রাজ্য ত্যজি গেলন বনে মুনিগণ সঙ্গ ॥
কঠিন তপস্যা রাজা করে নিরন্তর।
ফল মূলাহার করে বনের ভিতর ॥
অতিথির পূজা রাজা করয়ে তথায়।
হেনমতে সহস্র বৎসর তথা যায় ॥
শিলোঞ্ছিত ব্রত করি বঞ্চে বহু ক্লেশে।
ফল মূল আহার ত্যজিল অবশেষে ॥
জলপান ত্যজিয়া করিল বাতাহার।
তপস্যায় হৈল রাজা অস্থি চর্ম্ম সার ॥
হেনমতে গেল দুই সহস্র বৎসর।
পঞ্চাগ্নি করিল বৎসরেক নৃপবর ॥
যোগাযোগে শরীর ত্যজিল মহারাজ।
দিব্যরথে চড়ি গেল ইন্দ্রের সমাজ ॥
তথা হৈতে ব্রহ্মলোকে গিয়া নরপতি।
দশলক্ষ বর্ষ ব্রহ্মলোকে করে স্থিতি ॥
ব্রহ্মলোক হৈতে রাজা এল ইন্দ্রস্থানে।
কপটে জিজ্ঞাসে ইন্দ্র তাঁর বিদ্যমানে ॥
জরায় পীড়িত তুমি ছিলে গুণাধার।
জরা নিল পুরু তব কনিষ্ঠ কুমার ॥
কোন নীতি তারে শিখাইল মহারাজ।
কেন বা ছাড়িয়া এলে ব্রহ্মার সমাজ ॥
রাজা বলে শুন শিখাইলাম যে তারে।
রাজনীতি বিধিমত শাস্ত্র অনুসারে ॥
রাজছত্র দিয়া আমি কহিনু নন্দনে।
নীতে শ্রেষ্ঠ যত শুন একমনে ॥
পরদুঃখে দুঃখী যেই পর উপকারী।
মধুর কোমল বাক্য কহে মৃদু করি ॥
মন্দ কথা পরেতে না বলে কোনকালে।
কপট কুবৃত্তি হীন সদা সত্য বলে ॥
আপনারে ক্লেশ করি পাবে পরিত্রাণ।
পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ নাহি তাহার সমান ॥
এ সব লোকের বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
পুত্রবৎ করিয়া পালিবে প্রজাগণে ॥
দুঃখিত দারিদ্র দুঃখ বিনাশিবে ধনে।
বিপ্রগণে তুষিবে বিপুল শ্রদ্ধাদানে ॥
উত্তম করিয়া বন্ধুগণেরে তুষিবে।
চোরদস্যু দুষ্টলোক রাজ্যে না রাখিবে ॥
দয়া করি পালিবে অনাথ বৃদ্ধজনে।
অবহেলা না করিবে অতিথি সেবনে ॥
অবশেষে জ্যেষ্ঠপুত্রে দিয়া রাজ্যভার।
তপস্যা করিবে করি ফল মূলাহার ॥
ইন্দ্র বলে রাজা তুমি পরম পণ্ডিত।
তোমার যতেক কর্ম্ম না হয় বর্ণিত ॥
ইন্দ্রলোক ব্রহ্মলোক ভ্রম নিজ সুখে।
তোমার সমান নাহি দেখি ব্রহ্মলোকে ॥
কি পুণ্য করিলা তুমি জন্মিয়া সংসারে।
কহ নৃপবর ইচ্ছা আছে শুনিবারে ॥
রাজা বলে বৃষ্টিধারা গণিবারে পারি।
আমার পুণ্যের কথা কহিবারে নারি ॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে না দেখি একজন।
আমার সহিত তার করি যে গণন ॥
শুনিয়া হাসিয়া বলে ইন্দ্র দেবরাজ।
আপনা প্রশংস নিন্দ দেবের সমাজ ॥
এই পাপে ক্ষীণপুণ্য হইল যযাতি।
তোমারে না শোভে আর স্বর্গের বসতি ॥
স্বর্গ হৈতে চ্যুত হও বলে পুরন্দর।
বিস্মিত হইয়া তবে বলে নরবর ॥
কহিলাম বাক্য আমি আর না নেউটে।
ভুঞ্জিব আপন কর্ম্ম আছে যে ললাটে ॥
এক নিবেদন মম তোমার গোচরে।
কৃপা করি দেবরাজ আজ্ঞা কর মোরে ॥

পুণ্যবান্ লোক যত আছে যেই পথে।
সেই পথে পড়ি আজ্ঞা কর শচীনাথে ॥
ইন্দ্র বলে রাজা তব বুদ্ধি নাহি টুটে।
নিজগুণে পুনঃ স্বর্গে আসিবে নিকটে ॥
এতেক বলিতে তবে পড়িল রাজন।
আকাশ হইতে যেন খসিল তপন ॥
হেনকালে শূন্যে অষ্টকাদি চারিজন।
ডাক দিয়া বলে রহ পড়ে কোনজন ॥
পুণ্যবান আজ্ঞা কভু না হয় খণ্ডন।
শূন্যেতে হইল স্থিত যযাতি রাজন ॥
অষ্টক বলিল তুমি কোন্ মহাজন।
কোন নাম ধর তুমি কাহার নন্দন ॥
রাজা বলে নাম আমি ধরি যে যযাতি।
পুরুর জনক আমি নহুষে উৎপত্তি ॥
পুণ্যবান জনেরে করিলাম অমান্য।
সেই হেতু হইল আমার ক্ষীণপুণ্য ॥
ধনহীনে পৃথিবীতে বন্ধুগণ ত্যজে।
পুণ্যহীনে স্বর্গ ত্যজে দেবের সমাজে ॥
অষ্টক বলিল তুমি আছিলা কোথায়।
কি কারণে চ্যুত হইলে বলহ আমায় ॥
রাজা বলে মর্ত্তেতে ছিলাম মহারাজা।
পৃথিবীর লক্ষ রাজা সবে কৈল পূজা ॥
পুত্রে রাজ্য দিয়া পুনঃ গেলাম কাননে।
তপ আচরিলাম যে পরম যতনে ॥
শরীর ত্যজিয়া স্বর্গে হইল গমন।
স্বর্গভোগ করিলাম না যায় কথন ॥
সহস্র বৎসর তথা স্বর্গভোগ করি।
তথা হৈতে গেলাম যে ইন্দ্রের নগরী ॥
ইন্দ্রের অমরাবতী নাহি পাঠান্তর।
নানা ভোগ করিলাম সহস্র বৎসর ॥
তথা হৈতে ব্রহ্মলোকে করিলাম গতি।
দশ লক্ষ বর্ষ যে হইল তথা স্থিতি ॥
নন্দনাদি বন তথা কি কব সে কথা।
অপ্সরীর সহ ক্রীড়া করিলাম তথা ॥
কামরূপী হইয়া বেড়ায় যথা তথা।
দেবে ইন্দ্র একদিন জিজ্ঞাসিল কথা ॥

ইন্দ্রে কহিলাম আপনার পুণ্যচয়।
তথা হৈতে সে কারণে পড়ি মহাশয় ॥
অষ্টক বলিল কহ শুনি মহামতি।
স্বর্গ হৈতে পড়িলে হইবে কোন্ গতি ॥
রাজা বলে ক্ষীণপুণ্য হয় যেই জন।
ভৌম-নরকের মধ্যে পড়ে ততক্ষণ ॥
রাজোবীর্য্যযুত হয়ে পুনঃ দেহ ধরে।
দ্বিপদ চৌপদ হয় যোনি অনুসারে ॥
অষ্টক বলিল তবে কহ সবাকারে।
এ ঘোর নরকে নরে তরে কি প্রকারে ॥
রাজা বলে তপ শান্তি দয়া দান ফলে।
এই সবে স্বর্গভোগ হয় অবহেলে ॥
যজ্ঞ হোম ব্রত করে অতিথি সেবন।
গুরু দ্বিজ সেবা করে দেব আরাধন ॥
তবেত ত্বরিতে পারে নরক হইতে।
কহিলাম বৃত্তান্ত এ সকল তোমাতে ॥
অষ্টক বলিল তুমি বড় পুণ্যবান্।
এথায় নাহিক কেহ তোমার সমান ॥
চিরদিন এথায় থাকহ মহাশয়।
নিশ্চিন্ত হইয়া থাক নাহি ইন্দ্র ভয় ॥
রাজা বলে ক্ষীণপুণ্য রহিতে না পারি।
স্বর্গেতে রহিতে আর নাহি অধিকারী ॥
শুনিয়া অষ্টক শিবি বসু প্রতর্দ্দন।
রাজারে ডাকিয়া তথা বলে সর্ব্বজন ॥
আমা সবাকার পুণ্য যতেক আছয়।
সেই পুণ্যে হেথা তুমি থাক মহাশয় ॥
রাজা বলে পরদ্রব্য না করি গ্রহণ।
কৃপণের বৃত্তি এই শুন মহাজন ॥
শিবি রাজা বলে তুমি তৃণগাছি দিয়া।
আমা সবাকার পুণ্য লহত কিনিয়া ॥
রাজা বলে যা কহ ছাওয়ালের ভাষ।
তৃণ দিয়া লব পুণ্য লোকে উপহাস ॥
এত শুনি বলে অষ্টকাদি চারি জন।
নিশ্চয় হেথায় যদি না রহ রাজন ॥
তোমার সহিত তবে যাব চারিজন।
যথায় নৃপতি তুমি করিবা গমন ॥

এতেক বচন যদি তাহারা বলিল।
দিব্যমূর্ত্তি পঞ্চরথ সে স্থানে আইল॥
পঞ্চরথে চড়িয়া চলিল পঞ্চজন।
ইন্দ্রের অমরাবতী করিল গমন॥
শ্রীবৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয়।
সেই চারিজন তাঁর কন্যার তনয়॥
কন্যার পুত্রের পুণ্যে তরিল যযাতি।
পুনরপি স্বর্গে রাজা করিল বসতি॥
যযাতি-চরিত্র-কথা অমৃত সমান।
শ্রবণে মধুর নাহি ইহার সমান॥
হৃদয়ে নির্ম্মল জ্ঞান হয়ত উদিত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত॥

চন্দ্রবংশ বিস্তার কথন।

জন্মেজয় বলে স্বর্গে গেল নৃপবর।
পুরুকে করিল রাজা রাজ্যের ঈশ্বর॥
আর চারি পুত্রে শাপ দিল নরপতি।
কি কর্ম্ম করিল তারা কহ মহামতি॥
মুনি বলে যদু হৈতে জন্মিল যাদব।
তুর্ব্বসুর বংশ হৈতে যবন উদ্ভব॥
দ্রুহ্যু হইতে বর্দ্ধিত হইল ভোজবংশ।
অনুর ঔরসে জন্ম ম্লেচ্ছ অবতংস॥
পুরুর ঔরসে জন্ম হইল পৌরব।
যাঁর বংশে আপনার হইয়াছে উদ্ভব॥
তপ জপ যজ্ঞ ব্রত ধর্ম্মেতে তৎপর।
পুরুর যতেক কর্ম্ম লোকে অগোচর॥
পুরুরাজ-পাটেশ্বরী পৌষ্ঠী নাম ধরে।
তিন পুত্র জন্মাইল আপন উদরে॥
প্রবীর প্রধান পুত্রে দিলে রাজ্যভার।
শূরসেনী নামে কন্যা বনিতা তাঁহার॥
তাঁর পুত্র মনস্যু হইল নরবর।
তিন পুত্র হৈল তার পরম সুন্দর॥
তিনপুত্র মধ্যে হৈল রাজা সংহনন।
মিশ্রকেশী গর্ভেতে জন্মিল দশজন॥
অনাবৃষ্টি ভূপতির পুত্র মতিনার।
তংসু আদি চারিপুত্র হইল তাঁহার॥
ঈলিন তাঁহার পুত্র বলে মহাতেজা।
তাঁর পঞ্চপুত্রের দুষ্মন্ত হৈল রাজা॥
শকুন্তলা ভার্য্যা তাঁর বিখ্যাত সংসার।
ভরত নামেতে পুত্র হইল তাঁহার॥
ভরতের গুণ কর্ম্ম কহিতে বিস্তর।
ভূমন্যু হইল ভরদ্বাজের কুমার॥
সুহোত্র-বলিয়া রাজা তাঁহাতে উৎপত্তি।
তাঁর পুত্র হস্তী নামে পাইল সুকীর্ত্তি॥
বসাইল আপনার নামেতে নগর।
হস্তিনা বলিয়া নাম ভুবন ভিতর॥
অজমীঢ় মহারাজ হস্তীর নন্দন।
তাঁর পৌত্র রাজা হৈল নাম সম্বরণ॥
সম্বরণ রাজ্যকালে হৈল অনাবৃষ্টি।
দুর্ভিক্ষ হইল লোকে লুপ্তপ্রায় সৃষ্টি॥
পাঞ্চাল দেশের রাজা বলে নিল দেশ।
সম্বরণ করিলেন বনেতে প্রবেশ॥
কৃপা করি বশিষ্ঠ সহায় হৈল তাঁর।
পুনরপি রাজ্যপ্রাপ্তি হইল তাঁহার॥
নানা যজ্ঞ দান তবে করিল নৃপতি।
তাঁর জায়া সূর্য্যসুতা নামেতে তপতী॥
তাঁহার নন্দন কুরু বিখ্যাত ভূতলে।
কুরুক্ষেত্র নির্ম্মাইল নিজ বাহুবলে॥
জন্মেজয় আদি করি পঞ্চপুত্র তাঁর।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা জন্মেজয়ের কুমার॥
প্রতীপ নামেতে ধৃতরাষ্ট্রের নন্দন।
তিনপুত্র হৈল তাঁর বিখ্যাত ভুবন॥
দেবাপি শান্তনু আর তৃতীয় বাহ্লীক।
এই তিন পুত্র জন্মাইল সে প্রতীপ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবাপি সন্ন্যাস ধর্ম্ম নিল।
বালক কালেতে সেই অরণ্যে পশিল॥
শান্তনু দ্বিতীয় পুত্র হৈল নরপতি।
গঙ্গাগর্ভে তাঁর পুত্র ভীষ্ম মহামতি।
বিবাহ না করে ভীষ্ম বংশ না হইল।
সত্যবতী কন্যারে পিতারে বিভা দিল॥
তাঁর গর্ভে শান্তনুর যুগল কুমার।
চিত্রাঙ্গদ দ্বিতীয় বিচিত্রবীর্য্য আর॥

গন্ধর্ব্বে মারিল চিত্রাঙ্গদ নরবর।
রাজ্যেতে বিচিত্রবীর্য্য হৈল দণ্ডধর ॥
বংশ না হইতে তাঁর হইল নিধন।
পুনর্ব্বংশ বৃদ্ধি কৈল ব্যাস তপোধন ॥
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু আর বিদুর সে নামে।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র হৈল একশত ক্রমে ॥
ভ্রাতৃর বিবাদে তাঁরা হইল সংহার।
বংশরক্ষা হেতু হৈল পাণ্ডুর কুমার ॥
যুধিষ্ঠির ভীম আর বীর ধনঞ্জয়।
নকুল পঞ্চম সহদেব মহাশয় ॥
অর্জ্জুনের পুত্র হৈল সুভদ্রা উদরে ॥
যৌবনে মরিল তেঁই ভারত সমরে ॥
তাঁর ভার্য্যা উত্তরা আছিল গর্ভবতী।
পরীক্ষিত মহারাজ তাহাতে উৎপত্তি ॥
আপনি হইলা তুমি তাঁহার নন্দন।
তোমার নন্দন এই দেখ সর্ব্বজন ॥
শতানীক আর শঙ্কু দুই সহোদর।
অশ্বমেধ দত্ত শতানীকের কুমার ॥
ইন্দ্র বংশের চরিত্র যেই জন শুনে।
আয়ুর্যশ পুণ্য তার বাড়ে দিনে দিনে ॥
সংসারে যতেক ধর্ম্ম বিধি বেদে কয়।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ফল পায় নাহিক সংশয় ॥
আদিপর্ব্ব ভারত শ্রীব্যাস-বিরচিত।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সঙ্গীত ॥

শান্তনুর উৎপত্তি।

জন্মেজয় বলে মুনি কহ আরবার।
সংক্ষেপে কহিলে কহ করিয়া বিস্তার ॥
ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গা বিষ্ণু অংশে জন্ম।
শান্তনুর ভার্য্যা শুনি এ অদ্ভুত কর্ম্ম ॥
মুনি বলে শুন কহি তাহার কারণ।
মহাভীষ নামে রাজা ইক্ষ্বাকু নন্দন ॥
ইন্দ্রের সম্মতে যজ্ঞ করিল বিস্তর।
সহস্রেক অশ্বমেধ কৈল নরবর ॥
ব্রহ্মলোকে গেল রাজা যজ্ঞ পুণ্যফলে।
ব্রহ্মার সহিত তথা বৈসে কুতূহলে ॥
বহুকাল তথায় আছয়ে নরপতি।
একদিন দেখে রাজা দৈবের যে গতি ॥
ধ্যানেতে আছেন ব্রহ্মা বসিয়া আসনে।
সম্মুখে বেষ্টিত যত সিদ্ধ মুনিগণে ॥
ব্রহ্মার সভার তুল্য নাহি পাঠান্তর।
সবে তথা চতুর্ম্মুখ গৌর কলেবর ॥
দক্ষ আদি প্রজাপতি ইন্দ্র আদি দেবে।
দেব ঋষি মুনিগণ নিত্য আসি সেবে ॥
গঙ্গাদেবী আইলেন ব্রহ্মার সদন।
হেনকালে তেজোবন্ত বহিল পবন ॥
বায়ুতেজে জাহ্নবীর উড়িল বসন।
দেখি হেটমুণ্ড করিলেন দেবগণ ॥
অপূর্ব্ব গঙ্গার অঙ্গ দেখিয়া সঘনে।
মহাভীষ রাজা দেখে নিশ্চল নয়নে ॥
মহাভীষ রাজা অতি রূপে অনুপম।
তাঁর দিকে গঙ্গাদেবী চান অবিরাম ॥
দোঁহার দেখিয়া দৃষ্টি বলে প্রজাপতি
মম লোকে আসি রাজা করিলে অনীতি ॥
ব্রহ্মলোকে আসি কর মনুষ্য আচার।
মর্ত্ত্যে জন্ম লয়ে ভোগ কর পুনর্ব্বার ॥
পুনরপি হেথায় আসিবে পুণ্যবলে।
সোমবংশে জন্ম গিয়া লও ভূমণ্ডলে ॥
ব্রহ্মার পাইয়া আজ্ঞা চিন্তে নরপতি।
তথা হৈতে পতন হইল শীঘ্রগতি ॥
সোমবংশে মহারাজ প্রতীপ আছিল।
মহাভীষ রাজা তাঁর গৃহে জন্ম নিল ॥
বাহুড়িলা গঙ্গা করি ব্রহ্মা দরশন।
পথেতে দেখিল আসে বসু অষ্টজন ॥
বিরসবদন গঙ্গা দেখি বসুগণে।
জিজ্ঞাসিল তোমরা চিন্তিত কি কারণে ॥
বসুগণ বলে চিন্তা করি নিজ দোষে।
বশিষ্ঠ দিলেন শাপ জন্মিতে মানুষে।
পৃথিবীতে জন্ম হবে কাঁপিছে অন্তর।
বিশেষ মনুষ্য যোনি নরক দুস্তর ॥

উপায় না দেখি চিন্তা ভাবি সে কারণ।
ভাল হৈল তব সঙ্গে হৈল দরশন।
গঙ্গা বলে কি করিব কহ সন্নিধান
যে করিব অঙ্গীকার না করিব আন॥
বসুগণ বলে মর্ত্তে জন্মিব নিশ্চয়।
নরযোনী জন্মিতে হতেছে বড় ভয়॥
আপনি মনুষ্যলোকে হয়ে রাজরাণী।
আমা সবাকার তুমি হওগো জননী॥
আর এক নিবেদন করি যে তোমারে।
জন্মমাত্র ভাসাইয়া দিও তব নীরে॥
বসুর বচনে গঙ্গা স্বীকার করিল।
শুনি অষ্টবসু তবে হরষিত হৈল॥
কুরুবংশে আছিল প্রতীপ নামে রাজা
ধর্ম্মেতে তৎপর বড় তপে মহাতেজা॥
দেবাপি নামেতে তাঁর প্রথম নন্দন।
অল্পকালে সন্ন্যাসী হইয়া গেল বন॥
দেবাপি বিহনে রাজা হৈল সুতহীন।
গঙ্গাজলে থাকে সদা বয়সে প্রবীণ॥
তপ জপ ব্রত করে বেদ অধ্যয়ন।
বৃদ্ধকালে নরপতি রূপেতে মদন॥
তাঁর রূপ গুণ দেখি প্রীতি যে পাইল।
জল হৈতে গঙ্গাদেবী বাহির হইল॥
জাহ্নবীর রূপে নিন্দে এ তিন ভুবন।
দ্বিতীয় চন্দ্রের যেন হইল কিরণ॥
দক্ষিণ উরুতে গিয়া বসিল রাজার।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল কৌরব-কুমার॥
রাজা বলে কি করিব কি বাঞ্ছা তোমার।
সত্য করি কহ যেই বাঞ্ছা আপনার॥
কন্যা বলে কুরুশ্রেষ্ঠ তুমি মহামতি।
তোমায় ভজিনু তুমি হও মম পতি॥
স্ত্রী হইয়া পুরুষে ভজয়ে যদি নারী।
পুরুষ না ভজিলে সে হয় পাপকারী॥
রাজা বলে পরদার আমি নাহি ভজি।
পরদার পরশিলে নরকেতে মজি॥
কন্যা বলে নহি আমি পরের গৃহিণী।
দেবকন্যা আমি মোরে ভজ নৃপমণি॥
রাজা বলে কন্যা না বলিহ হেন বাণী।
দক্ষিণ উরুতে বৈসে পুত্রবধূগণি॥
পুরুষের বাম উরু ভার্য্যার আসন।
বুঝিয়া এমত বাক্য কহ কি কারণ॥
সে কারণে তোমারে বধূর মধ্যে গণি।
কেমনে করিব ভার্য্যা অনুচিত বাণী॥
গঙ্গা বলে তব বাক্যে হইনু স্বীকার।
বরিব তোমার সুতে এই অঙ্গীকার॥
আমার নিয়ম এই শুন মহারাজ।
নিষেধ না করিবে আমার প্রিয় কাজ॥
তবে সে তোমার সুতে করিব বরণ।
এত বলি অন্তর্দ্ধান হইল তখন॥
কন্যার বচনে রাজা হরসিত হৈল।
পুত্র হবে বলি রাজা ভার্য্যারে কহিল।
ভার্য্যা সহ ব্রহ্মচার করিলেন নৃপতি॥
কতদিনে গর্ভে সুত হইল উৎপত্তি॥
দশ মাস দশ দিনে হইল কুমার।
রাজীবলোচন মুখ চন্দ্রের আকার॥
শান্তশীল পুত্র নাম শান্তনু থুইল।
তাঁহার অনুজে নাম বাহ্লীক রাখিল॥
দিনে দিনে বাড়ে তাঁর যুগল তনয়।
কতদিনে দেখি পুত্র যৌবন সময়॥
রাজনীতি ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া সে বিস্তর॥
শান্তনুরে একদা বলেন নৃপবর॥
আমার বচন এই না হও বিস্মৃতি।
এক কথা কহি আমি শুন মহামতি॥
তব জন্ম না হইতে দৈবে একদিনে।
পরমাসুন্দরী কন্যা আইল এই স্থানে॥
বধূত্বে তাহারে আমি করিনু বরণ।
অঙ্গীকার করি কন্যা করিল গমন॥
পরমা সুন্দরী কন্যা হয় দেবরূপী।
তোমার সদনে যদি আইসে কদাপি॥
তোমায় ভজিলে তুমি ভজিও তাহারে।
নিষেধ না করিবে সে যেই কর্ম্ম করে॥
পিতা যত বলে তাহা স্বীকার করিল।
শান্তনুরে রাজ্য দিয়া রাজা বনে গেল॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অষ্টবসুর জন্ম বিবরণ।

হস্তিনানগরে রাজা হইল শান্তনু।
পৃথিবী পূর্ণিতা তাঁর গুণে দিব্য তনু॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাজা মহাধনুর্দ্ধর।
মৃগয়া করিয়া ভ্রমে বনের ভিতর॥
জাহ্নবীর দুই তটে ভ্রমে রাজা একা।
পাইল দৈবাৎ তথা জাহ্নবীর দেখা॥
পদ্মের কেশরবর্ণ শুক্ল বস্ত্রধারী।
রূপেতে নিন্দিত যত স্বর্গ-বিদ্যাধরী॥
আশ্চর্য্য কন্যার রূপ শান্তনু দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল নরপতি নিকটেতে গিয়া॥
কে তুমি দেবের কন্যা অপ্সরী কিন্নরী।
কিম্বা নাগকন্যা তুমি কিম্বা বিদ্যাধরী॥
অপরূপ রূপ ধর বর্ণিতে না পারি।
তোমাতে মজিল মন হও মম নারী॥
কন্যা বলে রাজা ভার্য্যা হইব তোমার।
এক নিবেদন আছে নিয়ম আমার॥
কদাচিত যদি মোরে বল কুবচন।
সেই দিন হইতে নাহি পাবে দরশন॥
ত্যাগ করি তোমারে যাইব নিজস্থান।
স্বীকার করিল রাজা তাঁর বিদ্যমান॥
যে কিছু তোমার ইচ্ছা কর নিজ সুখে।
কখনই নিষেধ না করিব তোমাকে॥
রাজার বচনে গঙ্গা স্বীকার করিল।
গঙ্গারে লইয়া রাজা হস্তিনা আইল॥
দিব্যরত্ন বসন ভূষণ অলঙ্কার।
বিবিধ ভূষণে তোষ করিল গঙ্গার॥
অনুগত হইয়া থাকেন নরপতি।
মনসুখে ক্রীড়া করে গঙ্গার সংহতি॥
মুনিশাপে বসুগণ জন্ম নিল আসি।
জন্মিল গঙ্গার পুত্র যেন পূর্ণশশী॥
পুত্র দেখি শান্তনুর আনন্দিত মন।
নানা দান নানা যজ্ঞ করিছে রাজন॥

হেথা পুত্র লয়ে গঙ্গা গেল গঙ্গাজলে।
জলেতে ডুবিয়া মর পুত্র প্রতি বলে॥
দেখিয়া শান্তনু হৈল বিরস বদন।
ভয়েতে গঙ্গারে কিছু না বলে বচন॥
তবে কতদিনে আর এক পুত্র হৈল।
সেইমত করি গঙ্গা জলে ডুবাইল॥
পূর্ব্ব সত্য-ভয়ে রাজা কিছু নাহি বলে।
নিরন্তর দহে তনু পুত্র-শোকানলে॥
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত।
একে একে গঙ্গাদেবী করিল নিপাত॥
পুত্রশোকে শান্তনুর দহে কলেবর।
কতদিনে জন্ম হৈল অষ্টম কোঙর॥
সুত লয়ে গঙ্গাদেবী যায় নিজ জলে।
ক্রুদ্ধ হয়ে নরপতি গঙ্গা প্রতি বলে॥
কেমন মায়াবী তুমি এলে কোথা হৈতে।
তব সম নিন্দিতা না দেখি পৃথিবীতে॥
আপনার গর্ভে যেই জন্মিল কুমার।
কেমনে এমন পুত্রে করিলা সংহার॥
পাষাণ শরীর তব বড়ই নির্দ্দয়।
এত বলি কোলে নিল আপন তনয়॥
গঙ্গা বলে সুতবাঞ্ছা কৈলে নরপতি।
পূর্ব্বের নিয়ম পূর্ণ হৈল নরপতি॥
তোমায় আমায় আর নাহি দরশন।
এ সুত পালিহ রাজা করিয়া যতন॥
আমি পরিচয় তবে দিব নরপতি।
আমি ত জাহ্নবী তিন লোকে মম গতি॥
আমার উদরে যত হৈল সুতগণ।
বশিষ্ঠের শাপে এই বসু অষ্টজন॥
মুনিশাপে বসুগণ হইয়া কাতর।
আমারে মিনতি করি মাগিলেক বর॥
গর্ভেতে ধরিব বলি করি অঙ্গীকার।
সে কারণে বনিতা হইলাম তোমার॥
রাজা বলে কহ শুনি পূর্ব্ব বিবরণ।
বসুগণে বশিষ্ঠ শাপিল কি কারণ॥
গঙ্গা বলে সেই কথা শুন নরপতি।
বরুণের পুত্র সে বশিষ্ঠ মহামতি॥

হিমালয় পর্ব্বতে মুনির তপোবন।
নানা ফল ফুলেতে শোভিত তরুগণ ॥
দক্ষকন্যা সুরভি সে কশ্যপ-গৃহিণী।
কামদুঘা ধেনু হৈল তাহার নন্দিনী ॥
সেই ধেনু প্রাপ্ত হৈল বরুণ-নন্দন।
বৎস সহ সদা থাকে মুনির সদন ॥
দৈবে একদিন তথা বসু অষ্টজন।
ভার্য্যার সহিত তথা করিল গমন ॥
আপন আপন ভার্য্যা সহ অষ্টজন।
ক্রীড়া করি ভ্রমে সবে মুনির কানন ॥
দিব্যবসু ভার্য্যা কামদুঘা গাভী দেখি।
একদৃষ্টে চাহে কন্যা অনিমিষ আঁখি ॥
দেখিয়া সুন্দর গাভা কহিল স্বামীরে।
কাহার সুন্দর গাভী দেখ বনে চরে ॥
দিব্যবসু বলে এই বশিষ্ঠের গাভী।
কশ্যপের অংশে জন্ম জননী সুরভী ॥
ইহার যতেক গুণ কহনে না যায়।
এক পল দুগ্ধ যদি নরলোক পায় ॥
পান কৈলে জীয়ে দশ সহস্র বৎসর।
এ গাভীর দুগ্ধ অতিশয় হিতকর॥
কন্যা বলে মর্ত্ত্যে সখী এক আছে মম।
উশীনর-কন্যা জিতবতী তার নাম ॥
তাহার কারণে তুমি গাভী দেহ মোরে।
যদ্যপি থাকয়ে স্নেহ তোমার আমারে॥
বিনয় করিয়া কন্যা বলে বারে বারে।
স্ত্রীবশ হইয়া বসু ধরিল গাভীরে ॥
ভার্য্যা-বোলে গাভী ধরে পিছু না গণিল
কামদুঘা ধেনু লৈয়া নিজ ঘরে গেল ॥
কতক্ষণে মুনিবর আইল আশ্রমে।
গাভী না দেখিয়া মুনি তপোবনে ভ্রমে ॥
না পাইল গাভী মুনি ভ্রমিল বিস্তর।
কেবা নিল গাভী মুনি চিন্তিল অন্তর ॥
ধ্যান করি দেখে তবে বরুণ-নন্দন।
জানিল হরিল গাভী বসু অষ্টজন ॥
ক্রোধেতে বশিষ্ঠ শাপ দিল ততক্ষণে।
নরযোনী জন্ম লও বসু অষ্টজনে ॥
বশিষ্ঠ দিলেন শাপ শুনি বসুগণে।
করযোড়ে স্তুতি করে মুনির সদনে ॥
মুনি বলে মম বাক্য না হয় খণ্ডন।
বৎসরেক গর্ভবাসে রবে সাতজন ॥
বৎসরে বৎসরে ক্রমে হইবে মুকতি।
সবে না হইবে তারে একই সুকৃতি ॥
তোমা সবা মধ্যে গাভী লইল যে জনে।
নরলোকে রহি মুক্তি হবে চিরদিনে ॥
মুনিশাপে বসুগণ হইয়া কাতর।
স্তুতি করি আমারে মাগিল এক বর ॥
জন্মমাত্র আমা সবে ডুবাইব জলে।
অঙ্গীকার করিলাম তা সবার বোলে ॥
সে কারণে ভার্য্যা আমি হলেম তোমার।
এইত কুমার রাজা বসু অবতার ॥
পালন করিয়া সুত যুবক হইলে।
তোমারে আনিয়া দিব কতদিন গেলে ॥
এত বলি সুত লৈয়া হৈল অন্তর্দ্ধান।
কান্দিতে কান্দিতে রাজা গেল নিজস্থান ॥

দেবব্রতের যুবরাজ হওন।

গঙ্গার শোকেতে রাজা হইল কাতর।
নিরন্তর ভার্য্যা-গুণ ভাবে নৃপবর ॥
গঙ্গার ভাবনা বিনা অন্য নাহি মনে।
বিবাহ না করে রাজা নবীন যৌবনে ॥
হেনমতে বহু দিন আছে নরপতি।
নানা দান যজ্ঞ রাজা করে নিতি নিতি ॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মেতে তৎপর।
দেবাসুর-নর-পূজ্য যেন পুরন্দর ॥
রাজার পালনে প্রজা দুঃখ নাহি জানে।
ধন্য ধন্য বলি খ্যাত হইল ভুবনে ॥
বৎসর শতেক ষষ্টি গেল হেনমতে।
একদিন গেল রাজা মৃগয়া করিতে ॥
এক রথে ভ্রমে রাজা ভাগীরথী তীরে।
আচম্বিতে গঙ্গা দেখে বসে আছে নীরে ॥

ছয় ঋতু বহে গঙ্গা গহন গভীর।
আচম্বিতে দেখে রাজা আছে এক বীর॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া রাজা ভাবে মনে মনে।
তদন্ত জানিতে তবে গেল ততক্ষণে॥
কত দূরে দেখে রাজা সেই মহাবীর।
কামদেব জিনি রূপ সুন্দর শরীর॥
হাতে ধনুঃশর বসি আছে মহাবল।
শরজালে বান্ধিয়াছে জাহ্নবীর জল॥
দেখিয়া শান্তনু হৈল বিস্ময় বদন।
রাজা দেখি জলে প্রবেশিল ততক্ষণ॥
জলে প্রবেশিল তাহা শান্তনু দেখিয়া।
বসিল তথায় রাজা চিন্তিত হইয়া॥
শান্তনু দেখিয়া গঙ্গা হইল সদয়।
বাহির হইল আগে করিয়া তনয়॥
পূর্ব্ব রূপ ত্যজি গঙ্গা অন্য মূর্ত্তি ধরি।
নৃপতিরে ডাকি বলে জহ্নুর কুমারী॥
কি কারণে চিন্তা তুমি করহ রাজন।
হের দেখ লহ রাজা আপন নন্দন॥
আমা হৈতে পাইলা যে অষ্টম কুমার।
দেবব্রত নাম ধরে তনয় তোমার॥
এ পুত্রের গুণ রাজা না যায় কথনে।
অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা কৈল বশিষ্ঠের স্থানে॥
দেবগুরু দৈত্যগুরু সম শাস্ত্রে জ্ঞান।
অস্ত্রবিদ্যা জানে ভৃগুরামের সমান॥
সংসারে যতেক বিদ্যা নীতিশাস্ত্র ধর্ম্ম।
এ পুত্রের অগোচর নহে কোন কর্ম্ম॥
তোমারে দিলাম পুত্র লহ মহারাজ।
অভিষেক করিয়া করহ যুবরাজ॥
এত বলি গেল গঙ্গা অন্তর্দ্ধান গতি।
পুত্র পেয়ে আনন্দিত হৈল নরপতি॥
পুত্র লৈয়া গেল রাজা আপন নগরে।
আনন্দিত পুরজন দেখি পুত্রবরে॥
রাজার সহিত যত মন্ত্রীর সমাজ।
শুভক্ষণ করিয়া করিল যুবরাজ॥
পুত্র পেয়ে সব দুঃখ পাসরিল রাজা।
আনন্দিত হইল রাজ্যের যত প্রজা॥

পুত্রে অধিকার দিয়া শান্তনু ভূপতি।
মৃগয়া করিতে ভ্রমে অচিন্তিত মতি॥
স্বচ্ছন্দে মৃগয়া করি ভ্রমে নরবীর।
একদিন গেল রাজা যমুনার তীর॥
কালিন্দীর তীরে করে মৃগ অন্বেষণ।
সুগন্ধ সহিত তথা বহিল পবন॥
গন্ধে আমোদিত রাজা চারিভিতে চায়।
কিসের সুগন্ধ আসে না জানিল রায়॥
গন্ধ অনুসারে তবে যায় নরপতি।
আচম্বিতে নৌকাজলে দেখিল যুবতী॥
পরমা সুন্দরী কন্যা জিনি বিদ্যাধরী।
কিরণে উজ্জ্বল করে যমুনার বারি॥
কন্যা দেখি নৃপতিরে পীড়িল মদন।
আগু হৈয়া কন্যা প্রতি জিজ্ঞাসে রাজন॥
কোন জাতি হও তুমি কোথা তব ধাম।
কাহার নন্দিনী তুমি কি তোমার নাম॥
কন্যা বলে আমি দাস রাজার দুহিতা।
ধর্ম্মার্থে বাহি যে নৌকা আজ্ঞা দিল পিতা॥
কন্যার বচনে রাজা গেল শীঘ্রগতি।
যথায় কন্যার পিতা দাসের বসতি॥
রাজা দেখি মৎস্যজীবী উঠিল ত্বরিতে।
রত্ন-সিংহাসন লৈয়া দিলেক বসিতে॥
করযোড়ে দাস-রাজা রাজা প্রতি কয়।
কি হেতু আইলা আজ্ঞা কর মহাশয়॥
রাজা বলে আইলাম তোমার এ স্থান।
তোমার যে কন্যা আছে মোরে কর দান॥
দাস বলে মোর যদি বংশে ভাগ্য থাকে।
তবে মোর কন্যা দান করিব তোমাকে॥
যদি থাকে কন্যার কপালে সুলিখন।
যোগ্যাযোগ্য বর পায় ধর্ম্ম-নির্ব্বন্ধন॥
তুমি কুরু-বংশধর বিখ্যাত সংসারে।
একমাত্র নিবেদন আছয়ে তোমারে॥
সত্য কর ধর্ম্মপত্নী করিবে কন্যায়।
তবে কন্যা সম্প্রদান করিব তোমায়॥
আমার কন্যার যে হইবে কুমার।
সেইজনে দিবে তুমি রাজ্য-অধিকার॥

রাজা বলে হেন কর্ম্ম করিতে না পারি।
দেবব্রত পুত্র মোর রাজ্য-অধিকারী॥
এমত বিবাহে মোর নাহি প্রয়োজন।
উঠিয়া নৃপতি দেশে করিল গমন॥
যেইক্ষণ হৈতে কন্যা দেখিল রাজন।
অনুক্ষণ চিন্তে রাজা নহে বিস্মরণ॥
নিরন্তর নরনাথ রহে অধোমুখে।
কন্যার ভাবনা ভাবি রহে মনোদুঃখে॥
পিতারে চিন্তিত দেখি দুঃখিত তনয়।
জিজ্ঞাসিল চিন্তা কেন কর মহাশয়॥
পৃথিবীতে কোন্ কর্ম্ম তোমার অসাধ্য।
যক্ষ রক্ষ সুরাসুর সবে তব বাধ্য॥
আজ্ঞা কর এখনি সাধিয়া দিব কাজ।
কি কারণে অনুক্ষণ চিন্ত মহারাজ॥
পুত্রের বচন শুনি বলে নরপতি।
যে কারণে চিন্তা মোর শুনহ সুমতি॥
কুরুকুল মহাবংশ বিখ্যাত সংসার।
হেন বংশধর তুমি একই কুমার॥
জীবন যৌবন পুত্র চিরকাল নয়।
কদাচিৎ তোমার বিপদ যদি হয়॥
তবেত কৌরববংশ হইবে বিনাশ।
এই হেতু চিত্তে তাপ না করি প্রকাশ॥
যাবত আছহ তুমি বংশেতে নন্দন।
সহস্র কুমার আর কোন্ প্রয়োজন॥
সংসারে যতেক ধর্ম্ম কহে পদ্মযোনি।
বংশরক্ষা ধর্ম্ম ষোল কলায় যে গণি॥
বংশহীন লোকে ধর্ম্ম ফল নাহি ফলে।
বিবাহ না করি তুমি থাকহ কুশলে॥
তোমা বিদ্যমানে আর কি কাজ কুমার।
বিবাহের কোন্ কার্য্য কাম পাপাচার॥
তথাপি আছয়ে পূর্ব্বে কহে মুনিগণ।
এক পুত্র পুত্র নহে বংশের কারণ॥
এই হেতু চিন্তা মোর হয় নিরবধি।
উপায় না দেখি পুত্র ইহার ঔষধি॥
পিতার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
দেবব্রত গেল যথা বিজ্ঞ মন্ত্রিগণ॥
কহিল পিতার কথা যত মন্ত্রিগণে।
শুনিয়া সকল মন্ত্রী বলিল তখনে॥
মৃগয়া করিতে রাজা গিয়াছিল বন।
গন্ধকালী কন্যা সনে হৈল দরশন॥
তার হেতু তার বাপে বলিল বচন।
নাহি দিল কন্যা সেই তোমার কারণ।
মন্ত্রিগণ স্থানে শুনি এতেক বচন।
রথে চড়ি তথাকারে করিল গমন॥
ততক্ষণে দেবব্রতে দেখিয়া ধীবর।
রাজার বিধানে পূজা কৈল বহুতর॥
দেবব্রত বলে রাজা তুমি ভাগ্যবান্।
আমার জনকে তুমি কন্যা দেহ দান॥
এত শুনি যোড় হাতে বলিল ধীবর।
মোর নিবেদন এক অবধান কর॥
দাস বলে মোর কন্যা বিখ্যাত ভুবনে।
তাহার মহিমা যত বলে মুনিগণে॥
এত শুনি রাজা জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল।
ধীবর সে কন্যারত্ন কেমনে পাইল॥
সহজে কৈবর্ত্ত জাতি নীচ মধ্যে গণি।
তার ঘরে হেন কন্যা কি কারণে মুনি॥
মুনিবর বলে রাজা কর অবধান।
সে কন্যার গুণ কর্ম্ম শুনহ বিধান॥

মৎস্যগন্ধার উৎপত্তি।

দ্বাপর যুগেতে রাজা নামে পরিচর।
সত্যশীল ধর্ম্মবন্ত তপেতে তৎপর॥
সকল ত্যজিয়া রাজা ধর্ম্মে দিল মন।
কঠিন তপস্যা বনে করে অনুক্ষণ॥
কভু ফল-মূল খায় কভু অম্বুপান।
শিরে জটা বৃক্ষের বল্কল পরিধান॥
কখন গলিত পত্র কভু বাতাহার।
বৎসরেক নৃপতি করিল অনাহার॥
গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে জ্বালিয়া অগনি।
ঊর্দ্ধপদে তার মধ্যে রহে নৃপমণি॥
হেনমতে তপ করে সহস্র বৎসর।
তাঁর তপ দেখিয়া ত্রাসিত পুরন্দর॥

ঐরাবতে চড়িয়া চলিল দেবরাজ।
যথা তপ করে রাজা অরণ্যের মাঝ॥
ডাক দিয়া বলে ইন্দ্র শুন নৃপবর।
দেখিয়া তোমার তপ সবে পাই ডর॥
নিবর্ত্ত কঠোর তপ না কর রাজন।
এত বলি দিল ইন্দ্র দিব্য আভরণ॥
বৈজয়ন্তী মালা নৃপতির গলে দিল।
ছত্রদণ্ড দিল আর শ্রবণ-কুণ্ডল॥
চেদি নামে রাজ্যে করি অভিষেক তাঁরে।
রাজা করি দেবরাজ গেল নিজ পুরে॥
চেদিরাজ্যে নৃপতি হইল পরিচর।
নানাবিধ যজ্ঞ দান করে নিরন্তর॥
অযোনিসম্ভবা কন্যা পর্ব্বতে পাইল।
পরমাসুন্দরী দেখি বিবাহ করিল॥
ঋতুস্নান করিল রাজ্যের পাটেশ্বরী।
পবিত্র হইল তবে স্নানদান করি॥
সেইদিন পিতৃলোক কহিল রাজায়।
মৃগমাংসে শ্রাদ্ধ আজি কর মহাশয়॥
পিতৃগণ-আজ্ঞা পেয়ে রাজা পরিচর
মৃগয়া করিতে গেল অরণ্য ভিতর॥
মহাবনে প্রবেশিল মৃগ- অন্বেষণে।
ঋতুমতী ভার্য্যা তাঁর সদা পড়ে মনে॥
মৃগয়া করয়ে রাজা নাহি তাহে মন॥
অনুক্ষণ ভার্য্যা মনে হয়ত স্মরণ।
কাম হেতু তাঁর বীর্য্য হইল স্খলিত।
দেখিয়া নৃপতি চিত্তে হইল চিন্তিত॥
করেতে সঞ্চান পক্ষী আছিল রাজার।
পত্রে করি বীর্য্য দিল স্থানেতে তাহার॥
এই বীর্য্য দিবে লৈয়া পাটেশ্বরী স্থানে।
এত বলি নরপতি পাঠায় সঞ্চানে॥
চলিল সঞ্চান পক্ষী রাজার আজ্ঞাতে।
আর এক সঞ্চান দেখিল শূন্যপথে॥
ভক্ষ্য দ্রব্য বলিয়া তাহারে ছোঁ মারিল।
অন্তরীক্ষে যুগল সঞ্চানে যুদ্ধ হৈল॥
পক্ষিস্থান হইতে রেত পড়ে সেইকালে
অন্তরীক্ষ হৈতে পড়ে যমুনার জলে॥

দীর্ঘিকা নামেতে ছিল স্বর্গ-বিদ্যাধরী।
মুনিশাপে জলমধ্যে হৈয়াছে শফরী॥
সেইত শফরী বীর্য্য করিল ভক্ষণ।
খণ্ডন না যায় কভু দৈবের ঘটন॥
সেই হৈতে দশমাসে ধীবরের জালে।
পড়িল প্রবীণ মৎস্য তুলিলেক কূলে॥
কূলেতে তুলিতে মৎস্য প্রসব হইল।
মুনিশাপে মুক্ত হৈয়া নিজ দেশে গেল॥
এক গুটি সুতা তাহে এক গুটি সুত।
দেখিয়া ধীবরগণ হইল বিস্মিত॥
যুগল সন্তান তবে নিল কোলে করি।
যথা রাজা পরিচর চেদি-অধিকারী॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া রাজা হইল বিস্ময়।
কৈবর্ত্তে তনয়া দিয়া লইল তনয়॥
অপুত্রক রাজা পুত্রে করিল পালন।
মৎসরাজ বলি নাম হইল ঘোষণ॥
কন্যা লয়ে ধীবর আইল নিজঘরে।
বহু যত্ন করি তারে পালিল ধীবরে॥
রূপেতে তাহার সম নাহি পাঠান্তর।
সবে দোষ দুর্গন্ধ তাহার কলেবর॥
দুর্গন্ধেতে কেহ তার নিকটে না যায়।
দেখিয়া ধীবর রাজা চিন্তিল উপায়॥
যমুনার জলে পথ গহন কাননে।
সেই পথে নিত্য পার হয় মুনিগণে।
কন্যারে বলিল তুমি থাক এই স্থানে।
ধর্ম্ম অর্থে পার কর যত মুনিগণে।
মহামুনি পরাশর শক্তি্র কুমার।
তীর্থযাত্রা করি তেঁহ যান পুনর্ব্বার॥
আচম্বিতে পরাশর আইল সে পথে।
কৈবর্ত্ত কুমারী কন্যা দেখিল নৌকাতে॥
আনন্দিত অঙ্গ তার প্রথম যৌবন।
প্রমত্ত-কোকিল-স্বর জিনিয়া বচন॥
তাহার লাবণ্য দেখি মোহ গেল মুনি।
জিজ্ঞাসিল কন্যে তুমি কাহার নন্দিনী॥
কন্যা বলে আমি দাসরাজার কুমারী।
পিতা মাতা নাম দিল মৎস্যগন্ধা করি॥

মুনি বলে কন্যা তুমি জগৎ-মোহিনী।
আমারে ভজহ আমি পরাশর মুনি ॥
এত শুনি কন্যা বলে যুড়ি দুই কর।
কন্যা জাতি আমি প্রভু নহে স্বতন্তর ॥
সহজে কৈবর্ত্ত কন্যা হই নীচজাতি।
অঙ্গেতে দুর্গন্ধ মম দেখ মহামতি ॥
দুর্গন্ধে নিকটে না আইসে কোনজনে।
আমারে পরশ মুনি করিবে কেমনে ॥
এত শুনি হাসিয়া কহেন পরাশর।
আমি বর দিব কন্যা নাহি কোন ডর ॥
মৎস্যের দুর্গন্ধ আছে তব কলেবরে।
পদ্মগন্ধ হইবেক আমার এ বরে ॥
অনূঢ়া আছহ তুমি প্রথম যৌবনে।
সদা এইরূপে থাক আমার বচনে ॥
বলিলা তোমার জন্ম কৈবর্ত্তের ঘরে।
মহারাজ বিবাহ করিবে মম বরে ॥
এতেক বচন যদি সে মুনি বলিল।
পূর্ব্বগন্ধ ত্যজি কন্যা পদ্মগন্ধা হৈল ॥
অত্যন্ত সুন্দরী হৈল মুনিরাজ বরে।
আপনা নেহারে কন্যা হরিষ অন্তরে ॥
পুনরপি বলে কন্যা যুড়ি দুই কর।
খণ্ডিতে কাহার শক্তি তোমার উত্তর ॥
যমুনার দুই তটে আছে লোকজন।
যমুনার জলে আছে নৌকা অগণন ॥
ইহার উপায় প্রভু চিন্তহ আপনি।
লোকেতে প্রচার যেন না হয় কাহিনী।
শক্তি পুত্র পরাশর মহাতপোধন।
আজ্ঞাতে কুজ্ঝটি মুনি করিল সৃজন ॥
যমুনার মধ্যে দ্বীপ হইল তখন।
পদ্মগন্ধা কন্যা মুনি করিল রমণ ॥
সেইকালে গর্ভ হৈল কন্যার উদরে।
ব্যাসদেব জন্মিলেন বিখ্যাত সংসারে ॥
দ্বীপে জন্ম হেতু নাম হৈল দ্বৈপায়ন।
চারিভাগ কৈল বেদ ব্যাস সে কারণ ॥
জন্মমাত্র জননীরে বলেন বচন।
আজ্ঞা কর মাতা আমি যাব তপোবন।
যখন তোমার কিছু হবে প্রয়োজন।
আসিব তোমার ঠাঁই করিলে স্মরণ ॥
জননীর আজ্ঞা পেয়ে গেল তপোবন।
তোমারে কহিনু এই পূর্ব্ব বিবরণ ॥
জন্মেজয় বলে তবে কহ মুনিবর।
পিতামহে কোন্ বাক্য বলিল ধীবর ॥
মুনি বলে দাসরাজ বিবিধ বিধানে।
বিনয় পূর্ব্বক বলে শান্তনু-নন্দনে ॥
পূর্ব্বেতে তোমার পিতা এসেছিল হেথা।
কন্যার কারণে কহিলেন এই কথা ॥
এক্ষণে আপনি তুমি কহ মহাশয়।
মোর কর্ম্মদোষে ইহা ঘটনা না হয় ॥
রূপেতে তোমার পিতা কামদেব জিনে।
কুরুকুল মহাবংশ বিখ্যাত ভুবনে ॥
হেন বংশে দিব কন্যা ভাগ্য নাহি করি।
তবে এক কথা আছে এই হেতু ডরি ॥
দেবব্রত বলে কহ আছে কোন্ কথা।
মম বশ হৈলে তাহা করিব সর্ব্বথা ॥
দাস বলে মহারাজ কর অবধান।
যেই হেতু নাহি করিলাম কন্যাদান ॥
কেবল সপত্নী দোষ আছয়ে ইহাতে।
বলিষ্ঠ সপত্নী আর তোমা হেন সুতে ॥
তোমার মহিমা যত বিখ্যাত সংসারে।
তোমার ক্রোধেতে ইন্দ্র-আদি দেব ডরে।
এতেক শুনিয়া বলে গঙ্গার নন্দন।
অনুমানে বুঝিলাম তোমার বচন ॥
সে কারণে সত্য আমি করি দাসরাজ।
অবধান কর যত ক্ষত্রিয় সমাজ ॥
পিতার বিবাহ হেতু করি অঙ্গীকার।
আজি হৈতে রাজ্যে মম নাহি অধিকার ॥
তোমার কন্যার গর্ভে হবে যে কুমার।
হস্তিনানগরে তার হবে রাজ্যভার ॥
দাসরাজ বলে তব অব্যর্থ বচন।
আর এক মহাশয় আছে নিবেদন ॥
তুমি সত্য করিলে তা করিবে পালন।
পাছে দ্বন্দ্ব করিবে তোমার সুতগণ ॥

সে কারণে ভয়ান্বিত আমার অন্তর।
এত শুনি দেবব্রত করিল উত্তর॥
তোমার অগ্রেতে আমি করি অঙ্গীকার।
বিবাহ না করিব এ প্রতিজ্ঞা আমার॥
দেবব্রত এই মত বচন কহিল।
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর বিস্মিত হইল॥
ধন্য ধন্য শব্দে সবে চারিভিতে ডাকে।
হেন কর্ম্ম কেহ নাহি করে নর লোকে॥
স্বর্গ হৈতে ডাক দিয়া বলে দেবগণ।
ভয়ঙ্কর কর্ম্ম কৈল শান্তনু-নন্দন॥
দেবাসুর নরে এই কর্ম্ম অনুপম।
ভয়ঙ্কর কর্ম্ম কৈলা ভীষ্ম তব নাম॥
সত্য করি কন্যা লয়ে দিবা জনকেরে।
আজি হৈতে সত্যবতী নাম কন্যা ধরে॥
ভীষ্মের বচন শুনি কৈবর্ত্তের পতি।
ভীষ্মে আনি নিবেদিল কন্যা সত্যবতী॥
সত্যবতী দেখি ভীষ্ম বলে যোড়হাতে।
নিজ গৃহে চল মাতা চড় আসি রথে॥
রথে চড়াইয়া লৈয়া করিল গমন।
হস্তিনানগরে প্রবেশিল ততক্ষণ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় তথা যত রাজা ছিল।
অপূর্ব্ব শুনিয়া সবে দেখিতে আইল॥
ধন্য ধন্য বলিয়া ডাকয়ে সর্ব্বজনে।
ভীষ্ম ভীষ্ম বলি রব হইল ভুবনে॥
কন্যা লৈয়া দিল ভীষ্ম পিতার গোচর।
দেখিয়া শান্তনু হৈল বিস্ময় অন্তর।
তুষ্ট হয়ে বর তবে দিলেন নন্দনে।
ইচ্ছামৃত্যু হবে তব মম বরদানে॥
ভীষ্মজন্ম-কর্ম্ম আর গঙ্গার চরিত্র।
অপূর্ব্ব ভারত কথা ত্রৈলোক্য পবিত্র॥
এ সব রহস্য কথা যেই জন শুনে।
শরীর পবিত্র জ্ঞান হয় ততক্ষণে॥
ব্যাসের রচিত চিত্র অপূর্ব্ব ভারত।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত॥

ধৃতরাষ্ট্রাদির উৎপত্তি।

সত্যবতী পাইয়া শান্তনু শান্তমনে।
অনুক্ষণ ক্রীড়া করে সত্যবতী সনে॥
তবে কতদিনে রাজ্ঞী হৈল গর্ভবতী।
দশমাসে প্রসব হইল সত্যবতী॥
পরম সুন্দর সুত মুখ কোকনদ।
সুন্দর দেখিয়া নাম থুইল চিত্রাঙ্গদ॥
তার কত দিনেতে দ্বিতীয় সুত হৈল।
বিচিত্রবীর্য্য বলিয়া তার নাম থুইল॥
সত্যবতী গর্ভে হৈল যুগল কুমার।
পরম সুন্দর যেন কাম অবতার॥
কতদিন অন্তরে শান্তনু নৃপবর।
ত্যজিলেন অক্লেশে ভৌতিক কলেবর॥
রাজার মরণে দুঃখী হৈল সর্ব্বজন।
ভীষ্ম সত্যবতী হৈল শোকাকুল মন॥
বালক কুমার দুই অভাবে পিতার।
পালন করিল ভীষ্ম আপনি দোঁহার॥
চিত্রাঙ্গদ উপরে ধরিল ছত্রদণ্ড।
আপনি পালেন ভীষ্ম মহারাজ্য খণ্ড।
কতদিনে চিত্রাঙ্গদ হইল যুবক।
মহাধনুর্দ্ধর হৈল প্রতাপে পাবক॥
তবে এক রথে চড়ি জিনিল সকল।
এক রথে ভ্রমে বীর পৃথিবীমণ্ডল॥
চিত্ররথ নামে এক গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর।
কুরুক্ষেত্রে তাহাকে ভেটিল নৃপবর॥
ইরাবতী নদী তীরে হইল সমর।
বর্ষত্রয় ব্যাপি যুদ্ধ হৈল ঘোরতর॥
নিজ তেজে গন্ধর্ব্ব অধিক হৈল বলে।
চিত্রাঙ্গদে মারি গেলা গগনমণ্ডলে॥
চিত্রাঙ্গদ বধ শব্দ হইলে নগরে।
ধরিল বিচিত্রবীর্য্য রাজছত্র শিরে॥
বিবাহের হেতু চিন্তা তাঁর নিরন্তর।
হেথা কাশীরাজ করে কন্যা-স্বয়ম্বর॥
একেবারে তিন কন্যা করে স্বয়ম্বর।
এই কথা হৈল সব রাজার গোচর।

স্বয়ম্বর শুনি ভীষ্ম চলিল ত্বরিত।
এক রথে কাশীপুরে হৈল উপনীত ॥
দেখিল অনেক রাজা আছে স্বয়ম্বরে।
রাজরাজেশ্বর যত পৃথিবী উপরে॥
হেনকালে বলে ভীষ্ম সভার ভিতর।
আমার বচন শুন কাশীর ঈশ্বর ॥
আমার অনুজ আছে শান্তনু-নন্দন।
তার হেতু তব কন্যা করিনু বরণ ॥
এত বলি তিন কন্যা রথে চড়াইল।
পুনরপি রাজগণে ডাকিয়া কহিল ॥
স্বয়ম্বর হৈতে কন্যা বলে যাই লয়ে।
যার শক্তি থাকে যুদ্ধ করহ আসিয়ে ॥
ভীষ্মের বচন শুনি যত রাজগণ।
নানা অস্ত্র লয়ে সবে ধায় ততক্ষণ ॥
শেল শূল জাঠা শক্তি মূষল মুদ্গর।
নানাবর্ণে অস্ত্র ফেলে ভীষ্মের উপর ॥
মুহূর্ত্তেকে হৈল সব অন্ধকার প্রায়।
না দেখয়ে ভীষ্মবীর আছয়ে কোথায় ॥
শীঘ্রহস্ত ভীষ্মবীর গঙ্গার কোঙর।
বশিষ্ঠ মুনির শিষ্য যমের দোসর ॥
শরজালে আপনারে করে আচ্ছাদন।
শরে শরে অস্ত্র সব করিল বারণ ॥
কাটিল সকল অস্ত্র গঙ্গার কুমার।
নিজ অস্ত্রে রাজগণে করিল প্রহার ॥
কাটিল কাহার মুণ্ড কুণ্ডল সহিত।
শ্রবণ কাটিল কারো দেখি বিপরীত ॥
পড়িল সকল সৈন্য পৃথিবী আচ্ছাদি।
করিল গঙ্গার পুত্র ক্ষণে রক্তনদী ॥
বিমুখ হইল কেহ না রহে সম্মুখে।
ধন্য ধন্য ভীষ্ম বলি রাজগণ ডাকে ॥
কন্যা লয়ে যায় ভীষ্ম শাল্বরাজা দেখে।
না পালাও পালাও বলি ভীষ্মে ডাকে ॥
হরিণী কারণে যেন ক্রোধে হস্তিবর।
ধাইয়া আইল তেন শাল্ব নৃপবর॥
ক্রোধেতে আকর্ণ পূরি মহাধনুর্দ্ধর।
দিব্য অস্ত্র প্রহারিল ভীষ্মের উপর ॥

নেউটিয়া ভীষ্ম বীর নিল শরাসন।
শাল্ব ভীষ্ম দুইজনে হৈল মহারণ ॥
ক্রোধেতে নির্ধূম অগ্নি যেন ভীষ্মবীর।
দুই বাণে কাটে তার সারথির শির ॥
চারি অশ্ব কাটিয়া কাটিল রথধ্বজ।
ধনুক কাটিল তার গঙ্গার অঙ্গজ ॥
অশ্ব রথ সারথি ধনুক কাটা গেল।
ভূমে বাট বহি শাল্বরাজ পলাইল ॥
কাতর দেখিয়া তাকে দিল প্রাণদান।
না মারিল অস্ত্র আর গঙ্গার সন্তান ॥
সংগ্রাম জিনিয়া তবে চলে মতিমান্।
কন্যা লয়ে নিজ দেশে করিল পয়ান ॥
আনন্দিত লোক সব হস্তিনাপুরের।
বিবাহ উদ্যোগ কৈল বিচিত্রবীর্য্যের ॥
পুরোহিত লইয়া করিল শুভক্ষণ।
আইল যতেক দ্বিজ বিবাহ কারণ ॥
বরের নিকটে তিন কন্যা বসাইল।
অম্বা নামে জ্যেষ্ঠা কন্যা তখন কহিল ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি শান্তনু নন্দন।
তোমারে করি যে আমি এক নিবেদন ॥
সভামধ্যে দেখিয়া সকল রাজগণে।
শাল্বেরে বরিতে আমি করিয়াছি মনে ॥
পিতার সম্মতি আছে দিবেন শাল্বেরে।
আমার বিবাহ দেহ আনিয়া তাহারে ॥
ব্রাহ্মণ-সভাতে কন্যা এমত কহিল।
বিচার করিয়া ভীষ্ম তাহারে ত্যজিল ॥
অম্বালিকা ও অম্বিকা যুগল সুন্দরী।
দোঁহার রূপেতে নিন্দে স্বর্গ-বিদ্যাধরী ॥
বিচিত্রবীর্য্যেরে সেই দুই কন্যা দিল।
শচী তিলোত্তমা যেন দেবেন্দ্র পাইল ॥
সহজে বিচিত্রবীর্য্য নবীন বয়েস।
যুগল কন্যার সহ শৃঙ্গার বিশেষ ॥
অল্পকালে যক্ষ্মাকাশ তাহার ঘটিল।
অনেক উপায় ভীষ্ম তাহার করিল ॥
বহু যত্ন করি রক্ষা নারিল করিতে।
মরিল বিচিত্রবীর্য্য পুত্র না জন্মিতে ॥

শোকেতে আকুল হৈল যত বধূগণ।
বধূসহ সত্যবতী করেন ক্রন্দন ॥
তবে সত্যবতী আসি গঙ্গার নন্দনে।
কহিতে লাগিল তাঁরে করিয়া ক্রন্দনে
কুরুকুল মহাবংশ পৃথিবী ঈশ্বর।
এ বংশ ধরিতে পুত্র তুমি একেশ্বর ॥
রাজা হৈয়া রাজ্য কর পাল প্রজাগণ।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের রক্ষণ ॥
কুরুকুল অস্ত যায় করহ রক্ষণ।
তোমা বিনা রক্ষা করে নহে অন্যজন।
অপুত্রক তব ভাই হইল নিধন।
অপুত্রক আছে তব ভ্রাতৃবধূগণ ॥
অবিরোধ ধর্ম্ম বাপু আছে পূর্ব্বাপর।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের উদ্ধার ॥
এতেক শুনিয়া বলে শান্তনু নন্দন।
বেদের সদৃশ মাতা তোমার বচন ॥
আমার প্রতিজ্ঞা মাতা জানহ আপনে
অঙ্গীকার করিলাম তোমার কারণে ॥
ত্রিভুবনে কেহ যদি দেয় অধিকার।
তথাপি না লব রাজ্য মম অঙ্গীকার ॥
যাবৎ শরীরে মম আছয়ে পরাণ।
না ছুঁইব রামা সত্য নহে মম আন ॥
দিনকর ত্যজে তেজ চন্দ্র শীত ত্যজে।
ধর্ম্ম সত্য ত্যজে পরাক্রম দেবরাজে ॥
ত্যজিবারে পারয়ে এ সব কদাচন।
তবু সত্য নাহি ত্যজে গঙ্গার নন্দন ॥
সত্যবতী বলে পুত্র আমি সব জানি।
তোমার মহিমা গুণ কহে সুর মুনি ॥
আমার বিবাহে যে করিলে অঙ্গীকার।
সকল জানি যে আমি প্রতিজ্ঞা তোমার ॥
তথাপি বিপদে ত্রাণ কর কোনমতে।
আপনি উপায় কর কুলধর্ম্ম হৈতে ॥
বিপদে দেবতা পুছে বৃহস্পতি স্থানে।
দৈত্যগণ যুক্তি পুছে ভৃগুর নন্দনে ॥
তোমা বিনা আমি জিজ্ঞাসিব কার কাছে
যেমত জানহ কর যাতে বংশ বাঁচে ॥

দৈব-বিধি-ধর্ম্ম পুত্র তোমাতে গোচর।
অবিরোধে ধর্ম্ম পুত্র বংশ রক্ষা কর ॥
এত বলি সত্যবতী করয়ে ক্রন্দন।
নিবর্ত্তিয়া পুনঃ বলে গঙ্গার নন্দন ॥
ক্ষত্রিয় হইয়া যেই প্রতিজ্ঞা না পালে।
অপযশ ঘোষে তার এ মহীমণ্ডলে ॥
কুরুবংশ রক্ষা হেতু করিব বিধান।
পূর্ব্বাপর আছে কহি কর অবধান ॥
যমদগ্নি-সুত রাম পিতার কারণে।
দশ শত ভুজধর মারিল অর্জ্জুনে ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া ক্ষত্র করিল সংহার।
নিঃক্ষত্রা করিলা ক্ষিতি তিন সপ্তবার ॥
ক্ষত্র আর না রহিল পৃথিবী ভিতর।
ক্ষত্র নারীগণে প্রবেশিল বিপ্রবর ॥
বেদেতে পারগ সেই পবিত্র ব্রাহ্মণ।
তাহার ঔরসে বংশ করিল রক্ষণ ॥
ক্ষত্রক্ষেত্রে জন্ম হৈল ব্রাহ্মণ-ঔরসে।
যার ক্ষেত্র তার সুত বেদে হেন ভাষে ॥
বিপ্র হৈতে ক্ষত্রজন্ম আছে পূর্ব্বাপর।
অদূষিত কর্ম্ম এই ধর্ম্মের উত্তর ॥
আর পূর্ব্ব কথা মাতা কহি যে তোমারে।
উতথ্য নামেতে ঋষি বিখ্যাত সংসারে ॥
তাহার কনিষ্ঠ দেব-গুরু বৃহস্পতি।
মমতা নামেতে কন্যা উতথ্য-যুবতী ॥
কামেতে পীড়িত হৈয়া ধরে বৃহস্পতি।
মমতা ডাকিয়া বলে বৃহস্পতি প্রতি ॥
ক্ষমা কর এই নহে রমণ সময়।
মম গর্ভে আছে তব ভ্রাতার তনয় ॥
অক্ষয় তোমার বীর্য্য হইবে সন্ততি।
দুই পুত্র ধরিবারে নাহিক শকতি।
নিবর্ত্ত নিবর্ত্ত তুমি নহে সুবিচার ॥
পরম পণ্ডিত আছে গর্ভেতে আমার ॥
গর্ভেতে ষড়ঙ্গ বেদ করে অধ্যয়ন।
নিবর্ত্তহ বৃহস্পতি বুঝিয়া কারণ ॥
কামেতে পীড়িত গুরু না করি বিচার।
নিষেধ না শুনি তারে করিল শৃঙ্গার ॥

উতথ্য-নন্দন যেই গর্ভেতে আছিল
বৃহস্পতি প্রতি সেই ডাকিয়া বলিল ॥
অনুচিত কর্ম্ম তাত কর কি বিধান।
তব বীর্য্য রহিবারে নাহি হেথা স্থান ॥
সঙ্কীর্ণে আছি রহিতে স্থান নাহি ইথে।
মোর পীড়া করিবেক তোমার বীর্য্যেতে
না শুনিল বৃহস্পতি তাহার বচন।
কামেতে হইয়া রত করিল রমণ ॥
এতেক দেখিয়া তবে উতথ্য-কুমার।
যুগল চরণে রুদ্ধ করে রেতদ্বার ॥
পড়িল জীবের বীর্য্য না পাইয়া স্থল।
দেখি ক্রোধে হৈল গুরু জ্বলন্ত অনল ॥
মম বীর্য্য ঠেলিয়া ফেলিলি ভূমিতলে।
দিনু শাপ হও অন্ধ নয়ন যুগলে ॥
অন্ধ হৈয়া জন্ম হৈল উতথ্য-নন্দন।
সৌরভি বংশেতে তেঁহ কৈল অধ্যয়ন ॥
গোধর্ম্ম পঠন কৈল গরুর আচারে।
যারে পায় তারে ধরি করিল শৃঙ্গার ॥
তার কর্ম্ম দেখিয়া যতেক মুনিগণ।
ধিক্কার করিয়া সবে বলিল বচন ॥
নিকটে বসিতে যোগ্য নহে দুরাচার।
দূর করি দেহ এরে করি গঙ্গাপার ॥
একদা মাতৃবচনে তার পুত্রগণ।
গঙ্গাতে ফেলিল তারে করিয়া বন্ধন ॥
ভেলার বন্ধনে ভাসি গেল বহুদূর।
দৈবেতে দেখিল তারে বলি মহাশূর ॥
ধরিয়া আনিয়া ভেলা দেখিল ব্রাহ্মণ।
জিজ্ঞাসিল তাঁহাকে যতেক বিবরণ ॥
কহিল সকল কথা উতথ্য-নন্দন।
বলি বলে আমি তোমা করিনু বরণ ॥
গৃহে আনি দ্বিজবরে করিল অর্চ্চন।
সুদেষ্ণা রাণীকে ডাকি বলিল বচন ॥
এই দ্বিজে ভক্তি কর বংশের উন্নতি।
দ্বিজ হৈতে হইবেক আছে হেন•
অন্ধ দেখি সুদেষ্ণা করিল অনাদর
শূদ্রী দাসী পাঠাইল যথা দ্বিজবর
দ্বিজের ঔরসে তার হৈল পুত্রগণ।
চারিবেদ ষড়শাস্ত্র করে অধ্যয়ন ॥
হেনকালে বলি গেল দ্বিজের ভবন।
জিজ্ঞাসিল এই সব কাহার নন্দন ॥
দ্বিজ বলে এরা নহে কুমার তোমার।
শূদ্রীগর্ভে জন্ম হৈল আমার কুমার ॥
অন্ধ দেখি আমায় তোমার পাটেশ্বরী।
না আইল মম কাছে অনাদর করি ॥
এত শুনি বলি গেল নিজ অন্তঃপুরে।
কহিল সকল কথা সুদেষ্ণা রাণীরে ॥
হেবেত চলিল রাণী স্বামীর আদেশে।
তিন পুত্র জন্মাইল দ্বিজের ঔরসে ॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ এ তিন পুত্র নাম।
পৃথিবীর মধ্যে রাজা হৈল অনুপম ॥
অঙ্গদেশে বসাইল জ্যেষ্ঠ পুত্র অঙ্গ।
কলিঙ্গ কলিঙ্গদেশে বঙ্গদেশে বঙ্গ ॥
হেনমতে দ্বিজ হৈতে ক্ষত্রিয় উৎপত্তি।
পূর্ব্বাপর আছে এই কহি বেদনীতি ॥
মন্ত্রী পুরোহিত লয়ে করহ বিচার।
ভারত বংশের হেতু কর প্রতিকার।
সত্যবতী বলে পুত্র তুমি ধর্ম্মাচারী।
তোমার বচন আমি বেদতুল্য ধরি ॥
মম পূর্ব্ব বিবরণ কহি যে তোমাতে।
যখন ছিলাম আমি পিতার গৃহেতে ॥
ধর্ম্মে পিতা বাহে নৌকা যমুনার জলে।
একদিন কৌতুকে গেলাম সেই স্থলে ॥
দৈবে সেইদিন মহামুনি পরাশর।
মহাতেজা জ্যোতির্ম্ময় দেখে লাগে ডর
কহিবার যোগ্য পুত্র নহেত তোমারে।
সে মুনির কর্ম্ম পুত্র অদ্ভুত সংসারে ॥
মৎস্যের দুর্গন্ধি মম শরীরে আছিল।
আজ্ঞামাত্র সেইত সুগন্ধি দেহ কৈল ॥
কুজ্ঝটি সৃজিয়া কৈল সব অন্ধকার।
মহাভয়ে বশীভূতা হইলাম তাঁর ॥
তাঁর ঔরসেতে মম হইল নন্দন।
দ্বীপ মধ্যে পুত্র মোর হৈল ততক্ষণ ॥

জন্মমাত্র তার কর্ম্ম লোকে অনুপম।
দ্বীপে জন্ম হৈল তেঁই দ্বৈপায়ন নাম ॥
বেদ চতুর্ভাগ কৈল ব্যাস সে কারণ।
কৃষ্ণ নাম বলি কৃষ্ণ অঙ্গের কারণ ॥
জন্মমাত্র পুত্র তবে যায় তপোবন।
আমারে বলিয়া গেল এইত বচন ॥
ত্বরিতে আসিব আমি করিলে স্মরণ।
কন্যাকালে পুত্র মম ব্যাস তপোধন ॥
তোমার সম্মত হৈলে করি যে স্মরণ।
তুমি আমি কহি তারে বংশের কারণ ॥
করযোড় করি বলে শান্তনু-নন্দন।
তবে চিন্তা কর মাতা কিসের কারণ ॥
তোমার কুমার মাতা ব্যাস তপোধন।
শীঘ্রগতি কর মাতা তাঁহারে স্মরণ ॥
দেবগণ মধ্যে যথা ব্যাস তপোধন।
ভীষ্মের বচনে দেবী করিল স্মরণ ॥
নানাশাস্ত্র ধর্ম্ম কহিছেন দেবস্থানে।
উৎকণ্ঠা জন্মিল তাঁর মাতার স্মরণে ॥
সেইক্ষণে আসি তথা হৈল উপনীত।
দেখি ভীষ্ম পূজা তাঁরে কৈল বিধিনীত ॥
চিরদিনে সত্যবতী দেখিয়া নন্দন।
আলিঙ্গন দিয়া পুত্রে করেন ক্রন্দন ॥
মায়ের রোদন দেখি বিষণ্ণ বদন।
কমণ্ডলু জল মুখে করিল সেচন ॥
নিবারিয়া ক্রন্দন কহেন ব্যাস মুনি।
কেন ডাকিয়াছ আজ্ঞা করহ জননী ॥
করিব তোমার প্রিয় আজ্ঞা দেহ মোরে
কি কর্ম্ম অসাধ্য তব সংসার ভিতরে ॥
সত্যবতী কহে পুত্র কহিতে অশেষ।
আমার দুঃখের কথা নাহি পরিশেষ ॥
শিশু-পুত্র রাখি স্বামী গেল স্বর্গবাস।
গন্ধর্ব্বেতে জ্যেষ্ঠ পুত্রে করিল বিনাশ ॥
কনিষ্ঠ বালকে ভীষ্ম পালন করিল।
কাশীরাজ দুই কন্যা বিবাহ যে দিল ॥
বংশ না হইতে সেই হইল নিধন।
বিধবা যুগল বধূ নবীন যৌবন ॥

কুরুকুল অস্ত যায় নাহি রাজ্যস্বামী।
এ শোক সাগরে পুত্র পড়িয়াছি আমি ॥
উপায় না দেখি তোমা করিনু স্মরণ।
উপায়ে আমার বংশ করহ রক্ষণ ॥
পিতা মাতা হৈতে হয় সন্তান সন্ততি।
এক বিনা অন্যে নহে সন্তান সঙ্গতি ॥
তুমি পুত্র যেমন তেমন দেবব্রত।
ইহার উপায় কর দোঁহার সম্মত ॥
আমার বিবাহে ভীষ্ম করিল স্বীকার।
বংশ না করিব নাহি লব অধিকার ॥
সে কারণে তোমা বিনা না দেখি উপায়।
আপনি উদ্ধার কর কুল অস্ত যায় ॥
ব্যাস বলে জননী গো করিনু স্বীকার।
করিব পালন আজ্ঞা যে হয় তোমার ॥
সত্যবতী বলে তব আছে ভ্রাতৃবধূ।
পরম পবিত্র রূপ জিনি পূর্ণবিধু ॥
আপন ঔরসে তারে দেহ পুত্র দান।
ইহা বিনা উপায় না দেখি আমি আন ॥
ব্যাস বলে মাতা তুমি ধর্ম্মেতে তৎপর।
ধর্ম্মেতে বিহিত এই আছে পরস্পর ॥
তোমার বচন আমি করিব পালন।
রাজ্য হিতে তব কুল করিব রক্ষণ ॥
আর এক নিবেদন শুনহ জননী।
পবিত্র হইতে বধূ বলহ আপনি ॥
সম্পূর্ণ বৎসর এক ব্রত আচরিবে।
দান যজ্ঞ ব্রত করি পবিত্র হইবে ॥
তবে সে পরশ অঙ্গ করিব তাহার।
দেবতুল্য পরাক্রম হইবে কুমার ॥
সত্যবতী বলে পুত্র বিলম্ব না সয়।
অরাজকে রাজ্য নষ্ট দুষ্ট চোর ভয় ॥
মায়ের বচনে বলে ব্যাস তপোধন।
ঘোর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হবে দরশন ॥
সেই মূর্ত্তি দেখি বধূ সহিবারে পারে।
সুপুত্র হইবে তবে তাহার উদরে ॥
আসিব বলিয়া তবে গেল বনে ব্যাস।
সত্যবতী চলে তবে অম্বিকার পাশ ॥

মধুর বচনে তবে বলে সত্যবতী।
আমার বচন বধূ কর অবগতি॥
মজিল ভরতবংশ নাহিক উপায়।
বংশরক্ষা হেতু আমি কহি যে তোমায়॥
যে উপায় বলে মোরে গঙ্গার কুমার।
সেইত উপায় আছে নিকটে তোমার॥
অর্দ্ধরাত্রে আসিবেক তোমার ভাসুর।
ভজিবে তাহারে তুমি ভয় করি দূর॥
আপনি থাকিয়া তবে দেবী সত্যবতী।
বিবিধ কুসুমে তার শয্যা দিল পাতি॥
পুনঃ পুনঃ কহি দেবী গেল নিজস্থান।
অর্দ্ধরাত্রে ব্যাসদেব করিল পয়ান॥
কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গ সুপিঙ্গল জটাভার।
ভয়ঙ্করমূর্ত্তি যেন ভৈরব আকার॥
দেখি মহাভয়ে রাণী মুদিল নয়ন।
তবে ব্যাস মুনি হৈল বিস্ময় বদন॥
রজনী বঞ্চিয়া মুনি কৈল স্নানদান।
প্রাতঃকালে সত্যবতী গেল তাঁর স্থান॥
সত্যবতী বলে পুত্র কহ বিবরণ।
ব্যাস বলে পালিলাম তোমার বচন॥
মহাবলবন্ত মাতা হইবে কুমার।
অযুত হস্তীর বল হইবে তাহার॥
কেবল হইবে অন্ধ জননীর দোষে।
শত পুত্র হইবেক তাহার ঔরসে॥
সত্যবতী বলে পুত্র নহিল কারণ।
কুরুকুলে অন্ধ রাজা না হবে শোভন॥
আর এক পুত্র কর বংশের কারণ।
অঙ্গীকার করি গেল ব্যাস তপোধন॥
দশমাস পরে ধৃতরাষ্ট্র যে হইল।
যুগল নয়ন অন্ধ মুনি যাহা কৈল॥
পরে যবে অম্বালিকা কৈল ঋতুস্নান।
পুনঃ ব্যাসে সত্যবতী করিল আহ্বান॥
পূর্ব্বভয়ে অম্বালিকা না মুদিল আঁখি।
শরীর পাণ্ডুর বর্ণ হৈল মুনি দেখি॥
তবে ব্যাস মহামুনি মায়েরে কহিল।
আমারে দেখিয়া বধূ পাণ্ডুবর্ণ হৈল॥
সে কারণে হবে পুত্র পাণ্ডুর বরণ।
এত বলি গেল চলি ব্যাস তপোধন॥
সত্যবতী বলে পুত্র কর অবধান।
আর এক পুত্র দেহ গন্ধর্ব্ব সমান॥
মায়ের বচনে ব্যাস স্বীকার করিল।
অন্তর্দ্ধান হয়ে মুনি নিজ স্থানে গেল॥
পুনরপি আইল ব্যাস মাতার স্মরণে।
ভয়ে অম্বালিকা নাহি গেল তাঁর স্থানে॥
সেবিকা আছিলা তার পরমা সুন্দরী।
পাঠাইলা মুনিস্থানে সুবেশাদি করি॥
নবীন বয়স তার হয় শূদ্রাজাতি।
মুনির চরণে বহু করিল ভকতি॥
সন্তুষ্ট হইয়া মুনি বলিল তাহারে।
ধর্ম্মবন্ত পুত্র হবে তোমার উদরে॥
পরম পণ্ডিত হবে নরেতে প্রধান।
বর দিয়া গেল ব্যাস আপনার স্থান॥
মুনিবরে গর্ভ তার হইল উৎপত্তি।
আপনি জন্মিল তায় যম মহামতি॥
মহাভারতের কথা শ্রবণে অদ্ভুত।
কাশীরাম কহে সাধু পিয়ে অবিরত॥

বিদুরের জন্ম বিবরণ।

জন্মেজয় বলে মুনি কহ বিবরণ।
যম আসি জন্ম নিল কিসের কারণ॥
মুনি বলে মাণ্ডব্য নামেতে মুনিবর।
সত্যবন্ত যশোবন্ত ধর্ম্মেতে তৎপর॥
জন্মাবধি তপ করে বৃক্ষমূলে বসি।
ঊর্দ্ধ্ববাহু মৌনব্রত সদা উপবাসী॥
হেনমতে চিরকাল আছে মুনিবর।
দৈবে একদিনে গেল নগর ভিতর॥
চুরি করি নগরেতে চোরগণ যায়।
নগর রক্ষকগণ পাছে পাছে ধায়॥
পলাইতে নাহি পারে যত চোরগণ।
মুনির আশ্রমে প্রবেশয়ে সর্ব্বজন॥
তার পাছে এল যত রাজচরগণ।
মুনিরে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল ততক্ষণ॥

এই পথে অগ্রে অগ্রে চোরগণ এল।
দেখিয়াছ মহাশয় কোনপথে গেল ॥
কিছু না বলিল মুনি ছিল মৌনব্রতে।
হেনকালে হৃত দ্রব্য দেখে আশ্রমেতে ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা দেখে চোরগণ।
চোরগণে ধরি তবে করিল বন্ধন ॥
রাজচরগণ তবে করিল বিচার।
জানিল সকল কর্ম্ম এই বামনার ॥
লোকেরে ভণ্ডনা করি তপের আরম্ভ।
ইহারে বন্ধন কর না কর বিলম্ব ॥
চোরগণ সহিতে বান্ধিয়া নিল তাঁরে।
চোর ধরিলাম বলি জানায় রাজারে ॥
রাজা আজ্ঞা দিল শূলে দেহ সর্ব্বজনে।
নগর বাহিরে শূলে দিল ততক্ষণে ॥
মাণ্ডব্যেরে শূলে দিল চোরের সহিতে।
চিরদিন আছে মুনি বসিয়া শূলেতে ॥
একদিন মুনিগণ দেখিল তাঁহারে।
দেখিয়া পরম চিন্তা হৈল সবাকারে ॥
মুনিগণ মিলি তবে সে শূল ধরিল।
অনেক যতনে উপাড়িতে না পারিল ॥
জিজ্ঞাসিল মুনিগণ মাণ্ডব্যের প্রতি।
কোন্ পাপে মুনি তব এতেক দুর্গতি ॥
মাণ্ডব্য বলিল আমি বহু পাপকারী।
কোন্ পাপে হেন শাস্তি বলিতে না পারি ॥
মুনিগণ কথা কহে শুনিল ভূপতি।
শূলেতে আছয়ে মুনি রাজা ভীত অতি ॥
সকুটুম্ব সহ রাজা এলো শীঘ্রগতি।
অশেষ বিশেষে মুনিবরে করে স্তুতি ॥
রাজা তাঁরে নানাবিধ করিল বিনয়।
দয়া করি মুনিরাজ হইল সদয় ॥
তবে নরপতি সেই শূল উপাড়িল।
মুনি-অঙ্গ হৈতে শূল কাড়িতে লাগিল ॥
অনেক যতনে শূল না হৈল বাহির ॥
দেখিয়া বিস্ময়চিত্ত হৈল নৃপতির ॥
বাহিরে যতেক ছিল কাটিয়া ফেলিল।
ভিতরে যে কিছু ছিল ভিতরে রহিল ॥
তথাপিহ দুঃখ মনে নাহিক মুনির।
নাহিক বেদনা চিত্তে প্রফুল্ল শরীর ॥
মুনিগর্ভে যুক্ত শেল লোকে অসম্ভব্য।
সেই হৈতে নাম হইল অণিমাণ্ডব্য ॥
একদিন মুনিবর ভাবিল অন্তরে।
কোন্ পাপে ধর্ম্ম শাস্তি দিলেন আমারে ॥
ধর্ম্ম স্থানে এর হেতু জানিতে যুয়ায়।
কোন্ পাপে হেন গতি করিল আমায় ॥
তবে মুনিবর গেল ধর্ম্মের সদন।
কহিল তাহারে সব নিজ বিবরণ ॥
কহ ধর্ম্মরাজ মোরে কারণ ইহার।
কোন্ দোষে হেন শাস্তি করিলা আমার ॥
ধর্ম্মরাজ বলে তুমি বালক বয়সে।
বালক সহিতে ছিলা বাল্যক্রীড়া রসে ॥
একদিন ক্ষুদ্র এক পতঙ্গ ধরিলা।
ঈষীকাতে তার গুহে তুমি শূল দিলা ॥
তাহার উচিত শাস্তি পাইলা আপনি
এত শুনি মহাক্রোধে বলে মহামুনি ॥
অল্পদোষে হেন শাস্তি এ তোর বিচার
তাহাতে বালক-বুদ্ধি কি জ্ঞান আমার ॥
বাল্যকালে অল্প দোষে এ দণ্ড আমার।
এমত করিলে তবে মজিবে সংসার ॥
এই হেতু নরলোকে শূদ্রযোনি মাঝ।
অবশ্য লভিবে জন্ম শুন ধর্ম্মরাজ ॥
অদ্যাবধি আমি এই দণ্ডের কারণ।
করিতেছি এইরূপ নিয়ম স্থাপন ॥
পাঁচবর্ষ পর্য্যন্ত যতেক করে পাপ।
তোমার সদনে তার নাহিক সন্তাপ ॥
এত বলি মুনিরাজ চলিল আশ্রম।
তাঁর শাপে শূদ্রযোনি পাইলেক যম ॥
পণ্ডিত পরম বুদ্ধি ধর্ম্মের আচার।
কুরুতে বিদুর রূপে যম অবতার ॥
হেনমতে কুরুবংশে তিন পুত্র হৈল।
অহর্নিশ নানাদান নানাযজ্ঞ কৈল ॥
তিন পুত্রে ভীষ্মবীর করিল পালন
নানা অস্ত্র-শস্ত্র-বিদ্যা করান পঠন ॥

কতদিনে দেখি সব যৌবন সময়।
বিবাহ কারণ চিন্তে গঙ্গার তনয়॥
যদুবংশে সুবল নামেতে নৃপমণি।
গান্ধারী নামেতে কন্যা তাঁহার নন্দিনী
ভগবানে আরাধিয়া পায় কন্যা বর।
এক শত পুত্র হবে মহাবলধর॥
বার্ত্তা পেয়ে ভীষ্মবীর দূত পাঠাইল।
সুবল রাজারে দূত সকল কহিল।
বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র নাম।
কুরুতে বিখ্যাত বীর রণে অনুপম॥
তাঁর হেতু বরিবারে তোমার কুমারী।
ভীষ্মবীর পাঠাইল মোরে শীঘ্র করি॥
শুনিয়া গান্ধার রাজা ভাবে মনে মনে।
কুরুকুল মহাবংশ বিখ্যাত ভুবনে॥
সকল সম্পন্ন দেখি অন্ধমাত্র বর।
না দিলে কুপিত হবে ভীষ্ম কুরুবর॥
এতেক বিচার করি গান্ধার রাজন।
বিবাহের দ্রব্য করিলেন আয়োজন॥
হস্তী হয় রথ রত্ন শকটে পূরিয়া।
দাস দাসী গো মহিষ বিপুল করিয়া॥
শকুনিরে সঙ্গে দিল অনেক ব্রাহ্মণ।
চতুর্দ্দোলে কন্যা দিল করিয়া সাজন॥
গান্ধারী শুনিল অন্ধ বরে সমর্পিল।
আপন কুকর্ম্ম ভাবি চিত্তে ক্ষমা দিল॥
শুক্ল পট্টবস্ত্র দেবী শতপুর করি।
আপন নয়নযুগে বান্ধিল সুন্দরী॥
পতি প্রীতি হেতু সতী মুদিল নয়ন।
পতিব্রতা গান্ধারী যে জগতে ঘোষণ॥
শকুনি সে চলিল ভগিনীর সংহতি।
হস্তিনানগরে উত্তরিল শীঘ্রগতি॥
ধৃতরাষ্ট্রে সমর্পিল ভগিনী-রতন।
নানারত্ন-অলঙ্কারে করিয়া ভূষণ॥
হস্তী অশ্ব রথ রত্ন করি বহু দান।
শকুনি আপন দেশে করিল পয়ান॥
জ্যেষ্ঠের বিবাহ দিয়া গঙ্গার নন্দন।
পাণ্ডুর বিবাহ হেতু সচিন্তিত মন॥

শূর নামে যাদব কৃষ্ণের পিতামহ।
কুন্তীভোজ নৃপতিরে বড় অনুগ্রহ॥
পিতৃস্বস্থপুত্র কুন্তে অপুত্রক দেখি।
পালিবারে দিল কন্যা পৃথা শশীমুখী॥
পৃথারে আনিয়া বলে কুন্তী নরপতি।
অতিথি-শুশ্রূষা তুমি কর গুণবতি।
পিতৃ-আজ্ঞা পেয়ে কন্যা পূজে অতিথিরে।
কতকালে দুর্ব্বাসা আইল সেই ঘরে॥
মুনিরাজে দেখি কন্যা পাদ্য অর্ঘ্য দিল।
আপনার হস্তে দুই পদ প্রক্ষালিল॥
করযোড় করি কুন্তী মুনি আগে রয়।
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল মুনি মহাশয়॥
তুষ্ট হৈয়া বলিল দুর্ব্বাসা মহামুনি।
এক মন্ত্র দিব তোমা লহ সুবদনি॥
মন্ত্র জপি যেই দেবে করিবে স্মরণ॥
তোমার অগ্রেতে সে আসিবে ততক্ষণ॥
এত বলি মন্ত্র দিয়া গেল মুনিবর।
মন্ত্র পেয়ে কুন্তীদেবী হরিষ অন্তর॥
পরীক্ষা করিতে মন্ত্র ভোজের নন্দিনী।
মন্ত্র জপি স্মরণ করিল দিনমণি॥
কুন্তীর স্মরণে তথা এল দিনকর।
সূর্য্য দেখি কুন্তী হৈল বিরস অন্তর॥
করযোড় করি কুন্তী প্রণাম করিল।
সবিনয়ে কুন্তীদেবী বলিতে লাগিল॥
দুর্ব্বাসার মন্ত্র আমি পরীক্ষা কারণ।
শেষ না গণিয়া করি তোমারে স্মরণ॥
অপরাধ করিলাম অজ্ঞানে মোহিত।
বামাজাতি সদা দোষ ক্ষমিতে উচিত॥
সূর্য্য বলে ব্যর্থ নহে মুনির বচন।
ব্যর্থ নহে কন্যা কভু মম আগমন॥
প্রথম লইয়া মন্ত্র আমারে ডাকিলে।
তব মন্ত্র ব্যর্থ হবে আমা না ভজিলে॥
কুন্তী বলে কন্যা আমি শৈশব বয়স।
করিলে কুৎসিত কর্ম্ম লোকে অপযশ॥
দিনকর বলে ভয় না করিহ মনে।
মোর হেতু তব দোষ নহিবে ভুবনে॥

প্রবোধিয়া কুন্তীকে সে অনেক প্রকার।
বর দিয়া গেল সূর্য্য ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গার ॥
তার বীর্য্যে গর্ভে এক হইল নন্দন।
জন্ম হৈতে অক্ষয় কবচ বিভূষণ ॥
লোকে খ্যাত হবে বলি হইল বিরস।
কুলেতে কলঙ্ক কর্ম্ম লোকে অপযশ ॥
এতেক চিন্তিয়া কুন্তী পুত্র লৈয়া কোলে।
তাম্রকুণ্ড করি ভাসাইয়া দিল জলে ॥
এক সূত সদা করে যমুনায় স্নান।
ভাসি যায় তাম্রকুণ্ড দেখি বিদ্যমান ॥
ধরিয়া আসিয়া দেখে সুন্দর কুমার।
আনন্দে লইয়া গেল গৃহে আপনার ॥
রাধা নামে ভার্য্যা তার পরমাসুন্দরী।
অপুত্রক আছিল পুষিল পুত্র করি ॥
বসুসেন নাম করি থুইল তাহার।
দিনে দিনে বাড়ে যেন চন্দ্রের আকার ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ হৈল মহাবীর।
অহর্নিশ আরাধনা করয়ে মিহির ॥
জিতেন্দ্রিয় মহাবীর ব্রতে অনুব্রত।
ব্রাহ্মণেরে দান বীর দেয় অনুব্রত ॥
যেই যাহা চাহে দিতে নাহি করে আন।
প্রাণ কেহ নাহি চায় তেঁই রহে প্রাণ ॥
তাহারে দেখিয়া সাধু দেব পুরন্দর।
পুত্র হিতে মায়ায় ব্রাহ্মণ কলেবর ॥
কুণ্ডল কবচ দান মাগিল তাহারে।
ততক্ষণে অঙ্গ কাটি দিল পুরন্দরে ॥
তীক্ষ্ণ ক্ষুরে কাটি তিন অঙ্গ আপনার।
সেই হৈতে কর্ণ নাম ঘোষয়ে সংসার ॥
সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র বলে লহ বর।
একাঘ্নী মাগিয়া নিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
একাঘ্নী নামেতে অস্ত্র জানে ত্রিভুবন।
যাহাকে প্রহারে তার অবশ্য মরণ ॥
কর্ণ নাম দিয়া ইন্দ্র গেল নিজ পুর।
সেই হৈতে হৈল কর্ণ ঘোষে তিন পুর ॥
কুন্তী ভোজ নন্দিনী আছিল পিত্রালয়ে।
স্বয়ম্বর করিল সে যৌবন সময়ে ॥

নিমন্ত্রিয়া আনাইল যত রাজগণে।
আইল সকল রাজা তার নিমন্ত্রণে ॥
বসিল সকল রাজা যার যেই স্থান।
মধ্যেতে বসিল পাণ্ডু ইন্দ্রের সমান ॥
পাণ্ডুরে দেখিয়া কুন্তী উল্লাসিত মন।
গলে মালা দিয়া তারে করিল বরণ ॥
ভোজরাজ পাণ্ডু বীরে করিল সম্মান।
কুন্তীরে লইয়া পাণ্ডু এল নিজ স্থান ॥
হস্তিনানগরে লোক হৈল হরষিত।
স্থানে স্থানে নগরে হইল নৃত্যগীত ॥
তবে কতদিনে ভীষ্ম বিচারিয়া মনে।
বংশবৃদ্ধি হেতু আর বিবাহ কারণে ॥
শল্য নামে রাজা আছে মদ্রের ঈশ্বর।
পৃথিবীতে বিখ্যাত অতুল গুণধর ॥
তাহার ভগিনী আছে পরমা সুন্দরী।
বার্ত্তা পেয়ে গেল ভীষ্ম তাহার নগরী ॥
শল্য রাজা শুনিল ভীষ্মের আগমন।
অগ্রসরি নিজ গৃহে লৈল ততক্ষণ ॥
বিধিমতে গঙ্গাপুত্রে পূজিল তখন।
জিজ্ঞাসিল কোন্ কার্য্যে হেথা আগমন ॥
ভীষ্ম বলে তুমি রাজা বিখ্যাত সংসারে।
বন্ধু করিবারে ইচ্ছা হৈয়াছে তোমারে ॥
তোমার ভগিনী আছে কহে সর্ব্বজন।
ভ্রাতার নন্দনে মম করহ অর্পণ ॥
হাসিয়া বলেন শল্য বিধি মিলাইল।
কে জানে এমন ভাগ্য আমার যে ছিল ॥
একমাত্র নিবেদন আছয়ে আমার।
পূর্ব্বাপর আছয়ে আমার কুলাচার ॥
ঠেলিতে না পারি কৈল পিতামহ পিতা।
তোমায় কহিতে যোগ্য নহে সেই কথা ॥
তব স্থানে ধন লই নহি যে নির্দ্ধন।
কেবল চাহি যে কুলধর্ম্মের রক্ষণ ॥
শল্যের বচনে ভীষ্ম বুঝিল কারণ।
কুলধর্ম্ম রক্ষা হেতু কর্ত্তব্য যতন ॥
ইন্দ্র প্রতি প্রজাপতি বলিল বচন।
দোষকর্ম্ম কুলধর্ম্ম না করি লঙ্ঘন ॥

আপনার কুলধর্ম্ম করিবে পালন।
নাহিক তাহাতে দোষ বেদের বচন॥
এত বলি ভীষ্ম দিল অমূল্য রতন।
সাত কুম্ভ পূর্ণ করি দিলেন কাঞ্চন॥
অশ্ব রথ গজ দিল বিবিধ বসন।
ধনলাভে প্রীত হৈল মদ্রের নন্দন॥
নানারত্নে ভূষিয়া ভগিনী আনি দিল
মাদ্রী লৈয়া ভীষ্মদেব নিজ দেশে গেল॥
পাণ্ডুর বিবাহে মহা উৎসব করিল।
দেখিয়া মাদ্রীর রূপ পাণ্ডু হৃষ্ট হৈল॥
যুগল বনিতা পাণ্ডু দেখিয়া সমান।
দুই ভার্য্যা সমভাব নাহি ভেদ জ্ঞান॥
তবে পাণ্ডু কতদিনে সবার অগ্রেতে।
প্রতিজ্ঞা করিল দিগ্‌বিজয় করিতে॥
পদাতি রথাশ্ব গজ চতুরঙ্গ দলে।
সাজিয়া পশ্চিমদিকে গেল মহাবলে॥
দশার্ণ দেশের রাজা পূর্ব্ব অপরাধী।
তাঁহারে জিনিয়া পায় বহু রত্ননিধি॥
মগধ রাজ্যেতে জিনি মদ্ররথ রাজা।
মিথিলা ঈশ্বর কাশীচণ্ড মহাতেজা॥
জমদগ্নি সম তেজে পাণ্ডু মহামতি।
একে একে জিনিল সকল নরপতি॥
তবেত সকল রাজা একত্র হইয়া।
পাণ্ডুর সহিত যুদ্ধ করিল আসিয়া॥
না পারিয়া ভঙ্গ দিল যত নৃপবর।
পাণ্ডুকে পূজিয়া সবে দেয় রাজকর॥
রাজগণ জিনি পাণ্ডু লয়ে রাজকর।
আপনার রাজ্যে গেল হস্তিনানগর॥
পাণ্ডুর মহিমা যশে পৃথিবী পূরিল।
পূর্ব্বেতে ভরত রাজা যে কর্ম্ম করিল॥
পাণ্ডু প্রতি বড় প্রীত গঙ্গার নন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি করে মস্তকে চুম্বন॥
তবে একে একে পাণ্ডু সবারে বন্দিল।
যতেক আনিল দ্রব্য ধৃতরাষ্ট্রে দিল॥
ধন পেয়ে ধৃতরাষ্ট্র করিল সম্মান।
নানা যজ্ঞ করিয়া করিল বহুদান॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ বহু ধৃতরাষ্ট্র কৈল।
হস্তী হয় গাভী স্বর্ণ ভূমি দান দিল॥
ধৃতরাষ্ট্রে দিয়া পাণ্ডু রাজ্য-অধিকার।
মৃগয়াতে রত সদা বনেতে বিহার॥
কুন্তী মাদ্রী সহ রাজা সদা থাকে বনে।
যথা থাকে তথা যেন হস্তিনা ভুবনে॥
তবে কতদিনে ভীষ্ম বিদুর কারণ।
দেবক রাজার কন্যা করিল বরণ॥
দেবক রাজার কন্যা নামে পরাশরী।
রূপেতে নিন্দিত যত স্বর্গ-বিদ্যাধরী॥
মহাভারতের কথা অমৃত অর্ণবে।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে॥

দুর্য্যোধনাদির জন্ম।

মুনি বলে শুন, কর অবধান,
পূর্ব্ব পিতামহ কথা।
ব্যাস তপোনিধি, পূজে নিরবধি,
গান্ধারী সুবল সুতা॥
তাঁর সেবাবশে, বর দিল ব্যাসে,
হইয়া হরিষযুত।
মহা বলবান, স্বামীর সমান,
পাইবে শতেক সুত॥
পরম হরিষে, কতেক দিবসে,
গর্ভ ধরিল গান্ধারী।
দশ মাস যায়, প্রসব না হয়,
চিত্তে চিন্তিত সুন্দরী॥
হেনকালে ধ্বনি, আচম্বিতে শুনি,
কুন্তীর পুত্র হইল॥
শুনিয়া গান্ধারী, আপনা পাসরি,
মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িল॥
পুত্র হৈলে জ্যেষ্ঠ, রাজ্যে হবে শ্রেষ্ঠ,
কুরুকুলে হবে রাজা।
কুন্তী ভাগ্যবতী, পাইল সন্ততি,
সবাই করিবে পূজা॥
আমি অভাগিনী, পরম পাপিনী,
কর্ম্মফল আপনার।

দ্বি-বৎসর হৈল, কিছু না জন্মিল,
পরিশ্রম মাত্র সার।
প্রসবি যদ্যপি, ভাবনা তথাপি,
সহজে হইবে দাস।
হেন অনুমানে, দৃঢ় কৈল মনে,
গর্ভ করিব বিনাশ॥
লোহার মুদ্গরে, আপন উদরে,
নির্ঘাত করিয়া হানে।
পাই লোহাঘাত, গর্ভ হৈল পাত,
ধৃতরাষ্ট্র নাহি জানে॥
নাহি পদ মুণ্ড, সবে মাংস পিণ্ড,
গান্ধারী প্রসব হৈল।
ডাকাইয়া দাসী, চিত্তে ঘৃণা বাসি,
ফেলাইতে ইচ্ছা কৈল॥
জানিয়া কারণ, মুনি দ্বৈপায়ন,
আসি হৈল উপনীত।
বলে ক্রোধ করি, শুন গো গান্ধারী,
এ কর্ম্ম কোন বিহিত॥
জানি সব ধর্ম্ম, কর হেন কর্ম্ম,
তোমার উচিত নহে।
হিংসা মহাক্লেশ, অধর্ম্ম অশেষ,
আপনা আপনি দহে॥
শুনিয়া বচন, লজ্জিত বদন,
কহে করযোড় করি।
তোমার বচন, হইল লঙ্ঘন,
এ বড় বিস্ময় হেরি॥
বলে ব্যাসমুনি, শুন সুবদনি,
মম বাক্য অন্য নয়।
দুঃখ পরিহর, মম বাক্য ধর,
হইবে শত তনয়।
শত কুণ্ড করি, ঘৃতে তাহা পূরি,
মাংসপিণ্ড সিঞ্চ জলে।
এত বলি মুনি, সিঞ্চিলা আপনি,
মাংসপিণ্ড করি কোলে।
শীতল জলেতে, সিঞ্চিতে সিঞ্চিতে,
যেন বিধি নিরমিল॥
এক মাংসপিণ্ড, কৈল খণ্ড খণ্ড,
একাধিক শত হৈল॥
অঙ্গুলির পর্ব্ব, প্রায় হৈল খর্ব্ব,
ঘৃতকুণ্ডে লৈয়া তোলে।
তবে তপোধনে, সুদৃঢ় বচনে,
গান্ধারী দেবীরে বলে॥
এই কুণ্ডগণে, রাখিবা যতনে,
নাহি হও উতরোল॥
আপন ইচ্ছায়, জন্মাহ তনয়,
নাহি ভাঙ্গ মম বোল।
এত বলি ঋষি, হিমালয়বাসী,
গেল হিমালয়ে চলি।
তবে কতদিনে, হৈল দুর্য্যোধনে,
মূর্ত্তিমন্ত যুগ কলি॥
ভীম যেই দিনে, জন্মিল কাননে,
সেই দিনে দুর্য্যোধন।
জনম মাত্রকে, শিবাগণ ডাকে,
যেমন গৃধ্র গর্জ্জন॥
তার ডাক শুনি, যেন গৃধ্র ধ্বনি,
গৃধ্রগণ সব ডাকে।
কুক্কুর শৃগাল, ডাকে পালে পাল,
নগর পূরিল কাকে॥
কহে তপ্তবাত, সঘনে নির্ঘাত,
দশদিক যায় পুড়ি।
মিহির মুদির, বরিষে রুধির,
ঝনঝনা হয় গিরি॥
এ সব চরিত, দেখি বিপরীত,
চিন্তিত কৌরব পতি॥
ভীষ্ম মহামতি, বিদুর প্রভৃতি,
আনাইল শীঘ্রগতি।
বার অগ্রেতে, লাগিল কহিতে,
ধৃতরাষ্ট্র গুণাকর।
শব্দ শুনা গেল, পাণ্ডুপুত্র হৈল,
বংশের জ্যেষ্ঠ কুমার॥
রাজা হবে সেহ, নাহিক সন্দেহ,
মোর মন তাহে সুখী।

মোর পুত্র হৈতে, অতি বিপরীতে,
বহু প্রতিকূল দেখি ॥
বিধান ইহার, করিয়া বিচার,
কহ মোরে সর্ব্বজন।
রাজার বচন, শুনি সর্ব্বজন,
বিদুর বলেন তখন ॥
ভারত সঙ্গীত, জগত মোহিত,
কেবল অমৃত নিধি।
দাস কয়, খণ্ডে যমভয়,
পান করি নিরবধি ॥
বিদুর বলেন অবধান মহারাজ।
যত অমঙ্গল দেখি ভাল নহে কাজ ॥
ইথে প্রায়শ্চিত্ত রাজা কিছু নাহি আর।
তবে সে মঙ্গল হয় ত্যজহ কুমার ॥
কুলের অন্তক রাজা এ পুত্র তোমার।
ইহাকে পালিলে দুঃখ পাইবে অপার ॥
নিজ কুল হিত যদি চিন্তহ রাজন।
এক ঊন হৌক তব শতেক নন্দন ॥
কুলের কারণ রাজা ত্যজি একজন।
কুল ত্যাগ করি রাজা গ্রামের কারণ ॥
গ্রাম ত্যজি শুন রাজা জনপদহিতে।
পৃথিবীকে ত্যজি রাজা আপনা রাখিতে ॥
হেন নীতি রাজা আছে পূর্ব্বাপর
জ্যেষ্ঠ পুত্র মারি বংশ রাখ নৃপবর ॥
এতেক বচন যদি বিদুর বলিল।
পুত্রস্নেহে ধৃতরাষ্ট্র হেলন করিল ॥
তবে আর ঊনশত হইল নন্দন।
হেনমতে হৈল ভাই একশত জন ॥
একশত পুত্র হৈল কন্যা এক গণি।
শুনি মুনিবরে জিজ্ঞাসিল নৃপমণি ॥
আপনি বলিলা ব্যাসদেবের যে বরে।
একশত পুত্র হবে গান্ধারী উদরে ॥
ক হইল কন্যা কিসের কারণ।
বৃত্তান্ত মোরে কহ তপোধন ॥
বলে শুনহ তত্ত্ব শ্রীজন্মেজয়
বিভাগ করে ব্যাস মহাশয় ॥
সতী পতিব্রতা দেবী সুবল-নন্দিনী।
মনেতে বাঞ্ছিল এক কন্যা দেহ মুনি ॥
শুনিয়াছি স্ত্রীলোকের কন্যায় পিরীত।
দানেতে অক্ষয় স্বর্গ আছে হেন নীত ॥
শত পুত্র বর দিল ব্যাস মহামুনি।
নাহিক সন্দেহ পুত্র হইবে এখনি ॥
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
পতিব্রতা হই আমি পতি মম গতি ॥
ব্রাহ্মণেরে গাভী দিয়া থাকি কোটি কোটি
তবে মম ইথে কন্যা হবে এক গুটি ॥
ব্রত তপ করে থাকি গুরুর সেবন।
যদি কভু পূজে থাকি দেব দ্বিজগণ ॥
গান্ধারী মানস আর বিধির সৃজন।
মাংসপিণ্ড ব্যাসদেব করিল সিঞ্চন ॥
একে একে শত ভাগ মাংসপিণ্ড হৈল।
দেখি মহামুনি ব্যাস গান্ধারীরে কৈল ॥
আমার বচন কভু কভু মিথ্যা নয়।
এই দেখ হইবেক শতেক তনয় ॥
একখানি অধিক যে সুবল-নন্দিনী।
তোমার মানস হৈতে হৈল একখানি ॥
শুনি হরষিত হৈল সুবল-দুহিতা।
সে কারণে অধিক হইল এক সুতা ॥
অন্যা ধৃতরাষ্ট্র ভার্য্যা বৈশ্যের কুমারী।
বহুসেবা ধৃতরাষ্ট্রে করিল সুন্দরী ॥
তাহার উদরে হৈল একই নন্দন।
যুযুৎসু বলিয়া নাম জানে সর্ব্বজন ॥
হেনমতে একত্রেতে শত সহোদর।
সবে মহাবলবন্ত পরম সুন্দর ॥
কৌরবের জন্ম কথা কহিলাম সব।
কহি শুন পাণ্ডবের যেমতে উদ্ভব ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

মৃগরূপী ঋষিকুমারের প্রতি পাণ্ডুর শরাঘাত ও শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে স্থিতি।

চিরকাল বৈসে পাণ্ডু বনের ভিতর।
সঙ্গে দুই ভার্য্যা আর কত সহচর॥
হেনমতে একদিন দেখে নৃপবর।
হরিণী যুথের মধ্যে মৃগ একেশ্বর॥
কিন্দম নামেতে সেই ঋষির কুমার।
মৃগরূপ ধরি করে মৃগীতে শৃঙ্গার॥
মৃগ দেখি কুরুপুত্র প্রহারিল শর।
তীক্ষ্ণশরে ভেদিল ঋষির কলেবর॥
শরাঘাতে ঋষিপুত্র করে ছটফটি।
মৃগীর উপর হৈতে ভূমে পড়ে লুটি॥
ডাক দিয়া ঋষিপুত্র পাণ্ডু প্রতি বলে।
ধার্ম্মিক পণ্ডিত হৈয়া কি কর্ম্ম করিলে॥
মূর্খ দুরাচার যেই হিংসা করে পরে।
বড় শত্রু হইলে এ সময়ে না মারে॥
পাণ্ডু বলে মৃগ তুমি নিন্দ কি কারণ।
ক্ষত্রধর্ম্ম মৃগ মারি পাই হে যখন॥
কুম্ভযোনী করিলেক ভক্ষ্য মৃগগণ।
দেবঋষি ভক্ষ্য হেতু মৃগের সৃজন॥
ঋষি বলে মৃগবধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।
রমণে বিরোধ করা মহাপাপ কর্ম্ম॥
কুরুবংশে জন্মি কর হেন অনুচিত।
রতিরসে জ্ঞাত সর্ব্বশাস্ত্রেতে পণ্ডিত॥
হয়ে রাজা হেন কর্ম্ম কর দুরাচার।
রাজা যদি পাপ করে মজিবে সংসার॥
ঋষির নন্দন আমি তপের সাগর।
সকল ত্যজিয়া থাকি বনের ভিতর॥
মৃগরূপে করি আমি হরিণী-রমণ।
হেনকালে তুমি মোরে করিলা নিধন॥
মৃগদেহ মারিলা ইহাতে পাপ নয়।
এই পাপ মারিলা যে মৈথুন-সময়॥
এই হেতু শাপ আমি দিলাম রাজন।
মৈথুন-সময়ে হবে তোমার মরণ॥
আমি যেমত অশুচিতে যাই পরলোকে।
এইমত অশুচিতে লবে যম তোকে॥
স্বর্গেতে যাইতে শক্তি না হৈবে তোমার
কভু মিথ্যা না হইবেক বচন আমার॥
এত বলি ঋষিপুত্র ত্যজিল জীবন।
শুনিয়া পাণ্ডু হইল বিষণ্ণ বদন॥
শোকেতে আকুল হৈয়া করেন ক্রন্দন।
প্রদক্ষিণ করি মৃত ঋষির নন্দন॥
ভার্য্যা সহ কান্দেন যেমন বন্ধুশোকে।
অশেষ বিশেষে রাজা নিন্দে আপনাকে॥
কেন হেন বড় কুলে হইল উদ্ভব।
আপনার কর্ম্মভোগ করে লোকে সব॥
শুনিয়াছি পিতা করিলেন কদাচার।
কামলোভে অল্পকালে তাঁহার সংহার॥
তাঁর ক্ষেত্রে জন্ম মম সহজে অধম।
দুষ্টবুদ্ধি দুরাচার তেঁই ব্যতিক্রম॥
রাজনীতি ধর্ম্ম কত আছয়ে সংসারে।
সব ত্যজি ভ্রমি মৃগবধ-অনুসারে॥
সমুচিত ফল তার হৈল এতকালে।
খণ্ডন না হয় কর্ম্ম-অনুসারে ফলে॥
আজি হৈতে ত্যজিলাম সংসার বিষয়।
শরীর ত্যজিব তপ করিয়া নিশ্চয়॥
একাকী হইয়া আমি করিব ভ্রমণ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করিব দমন॥
কুন্তী মাদ্রী প্রতি রাজা বলিছে বচন।
হস্তিনানগরে দোঁহে করহ গমন॥
বিদুর প্রভৃতি যত সুহৃদ সকল।
যে দেখিলা শুনিলা কহিবে অবিকল॥
এত শুনি দুইজন করেন ক্রন্দন।
কান্দিতে কান্দিতে কহে করুণ বচন॥
কি দোষে আমরা দোষী তোমার চরণে।
হস্তিনানগরে যাও বল কি কারণে॥
তোমা বিনা শরীর ধরিব কোন্‌কাজে।
কিবা ফল পাইব থাকিয়া গৃহমাঝে॥
তোমা বিনা রাজা গতি নাহি মো'সবার।
তোমার যে গতি সেই গতি দোঁহাকার॥

তপস্যা করিব দোঁহে তোমার সংহতি।
তোমার সেবনে রাজা পাইব সদ্গতি ॥
নিশ্চয় নৃপতি যদি না লবে সংহতি।
ক্ষণেক রহিয়া যাহ শুন নরপতি ॥
আমরা তোমার অগ্রে প্রবেশি আগুনে।
স্বচ্ছন্দে গমন কর যেখানে সেখানে ॥
অনেক বিনয় করি কান্দে দুইজন।
দেখিয়া ব্যাকুল পাণ্ডু নৃপতি তখন ॥
পাণ্ডু বলে নিশ্চয় সহিত যদি যাবে।
তোমরা অশেষ ক্লেশ অরণ্যেতে পাবে ॥
গাছের বাকল পর ত্যজহ বসন।
শিরে জটা ধর আর ত্যজ আভরণ ॥
ফলমূলাহারী হও ত্যজ দিব্যাহার।
লোভ মোহ কাম ত্যজ ক্রোধ অহঙ্কার ॥
স্বামীর বচন তবে শুনি দুইজন।
ততক্ষণে পরিত্যাগ করে আভরণ ॥
কেশপাশে করিল মস্তকে জটাভার।
নৃপতির অগ্রে দিল সব অলঙ্কার ॥
দেখিয়া নৃপতি মনে হইল বিস্ময়।
দেখিয়া দোঁহার বেশ বিদরে হৃদয় ॥
তবে রাজা ত্যজিলেন নিজ অলঙ্কার।
করিয়া সকল ত্যাগ তপস্বী আচার।
রত্ন অলঙ্কার দ্বিজে করিলেন দান।
তপস্যা করিতে রাজা করেন প্রস্থান ॥
অনুচরগণ যত আছিল সংহতি।
সবাকারে বলিলেন পাণ্ডু নরপতি ॥
হস্তিনানগরে সবে করহ গমন।
সবাকারে কহিবে আমার বিবরণ ॥
পাণ্ডুর বচন এত শুনি সর্ব্বজন।
হাহাকার শব্দ করি করয়ে ক্রন্দন ॥
সঘনে নিশ্বাস মুখে কাতর বচন।
হাস্তনানগরে সবে করিল গমন ॥
একে একে সবারে কহিল সমাচার।
শুনি পুরলোক সবে করে হাহাকার ॥
অন্তঃপুরে উঠিল ক্রন্দন মহারোল।
প্রলয়ের কালে যেন সাগর-কল্লোল ॥
গাঙ্গেয় বিদুর আদি আর যত জন।
পাণ্ডুর শোকেতে করে সকলে ক্রন্দন ॥
শুনি ধৃতরাষ্ট্র রাজা অত্যন্ত অস্থির।
নাহি রুচে অন্নজল না হন বাহির ॥
রত্নময় পালঙ্ক ছাড়িয়া নরবর।
ভূমে গড়াগড়ি যায় শোকেতে কাতর ॥
হেনমতে রোদন করিছে বন্ধুজন।
হেথা পাণ্ডু প্রবেশিল গহন কানন ॥
চৈত্ররথ নামে বন অতি সে বিস্তার।
গন্ধর্ব্ব অপ্সর তথা করিছে বিহার ॥
সে বন ত্যজিয়া যায় নৈমিষ-কানন।
বহু নদ নদী দেশ করিয়া লঙ্ঘন ॥
তিনে হিমালয়ে করিলেন আরোহণ।
তথা হৈতে চলিলেন শ্রীগন্ধমাদন ॥
তথায় আছয়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর।
মহাপুণ্যতীর্থ যাহে বাঞ্ছিত অমর ॥
তাহে স্নান করিয়া গেলেন তিনজন।
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে করেন আরোহণ ॥
মহা উচ্চ গিরিবর দেখিতে উত্তম।
অনেক তপস্বী-ঋষিগণের আশ্রম ॥
পর্ব্বত পাইয়া রাজা আনন্দিত মন।
করেন তপস্যা তথা সহ ঋষিগণ ॥
করেন কঠোর তপ তথা তিনজন।
দিনশেষে ফলমূল করেন ভক্ষণ ॥
ঘোর তপ দেখিয়া বাখানে ঋষিগণ।
তপস্যাতে সিদ্ধ হইলেন তিনজন ॥
স্বর্গেতে যাইতে শক্তি হৈল হেন বাসী।
তথা হৈতে গেলেন প্রণমি যত ঋষি ॥
অতি উচ্চ গিরিবর পরশে গগন।
স্বর্গেতে যাইতে করিলেন আরোহণ ॥
পথেতে দেখেন সব দেবতার স্থান।
নানারত্নে বিভূষিত বিচিত্র বিমান ॥
দেখেন গঙ্গার মধ্যে প্রবল তরঙ্গ
দেবকন্যাগণ তথা করে ক্রীড়ারঙ্গ ॥
কোন স্থানে দেখিলেন পর্ব্বত
জলধরগণে বৃষ্টি করে নিরন্তর

তাহার অন্তরেতে অগম্য ভূমি দেখি।
আছুক অন্যের কাজ যেতে নারে পাখী ॥
তিনজনে দেখিলেন তথা ঋষিগণ।
ডাক দিয়া ঋষিগণ বলেন বচন ॥
কিবা নাম কোথা যাও ওহে তিনজন।
অগম্য বিষম ভূমি যাহ কি কারণ ॥
ঋষিগণ বচনে বলেন নরপতি।
পাণ্ডু নামে আমি কুরুবংশেতে উৎপত্তি ॥
অপুত্রক হইলাম নিজ কর্ম্মদোষে।
সংসার ত্যজিয়া আমি যাই স্বর্গবাসে ॥
চারি ঋণ লইয়া মনুষ্য দেহ ধরে।
ঋণ হৈতে পার হৈলে মুক্ত কলেবরে ॥
যজ্ঞ করি দেবঋণে হইবেক পার।
মুনিগণে তুষিবেক করি ব্রতাচার ॥
পিতৃঋণে মুক্ত হয় পিতৃপিণ্ড দিয়া।
মনুষ্যে হইবে পার অতিথি ভুঞ্জিয়া ॥
ঋণে পার হইলাম আমি তিনস্থানে।
সবে না হলাম পার পিতৃগন-ঋণে ॥
আপন কর্ম্ম ফল না হয় খণ্ডন।
শরীর ত্যজিতে আমি যাই সে কারণ ॥
ঋষিগণ বলে তুমি পণ্ডিত সুজন।
ধার্ম্মিক সুবুদ্ধি সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥
পুত্রহীন জন স্বর্গে যাইতে না পারে।
দ্বারপালগণ তথা দ্বার রক্ষা করে ॥
অকারণে তথাকারে যাও নরপতি।
কদাচিত না পাইবা স্বর্গের বসতি ॥
পৃথিবীতে বহু দান পুণ্যলোকে করে।
পুত্রহীন হৈলে স্বর্গে যাইতে না পারে ॥
স্বর্গেতে যতেক বৈসে দেব সিদ্ধ ঋষি।
মর্ত্ত্যে পুত্র জন্মাইয়া সবে স্বর্গবাসী ॥
শুনিয়া বলেন রাজা বিনয় বচন।
কি করি আমারে আজ্ঞা কর তপোধন ॥
মুনিগণ বলে রাজা থাক এইস্থানে।
হইবেক পুত্র তব দেব বরদানে ॥
দিব্যচক্ষে আমি সব করি দরশন।
মহাবীর্য্যবন্ত হবে তব পুত্রগণ ॥
ঋষিগণ বচনে নিবর্ত্তে নরপতি।
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে করিলেন বসতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান

পুত্রোৎপাদনে কুন্তীর প্রতি পাণ্ডুর অনুমতি।

কুন্তীরে বলেন তবে পাণ্ডু নৃপবর।
আপনি শুনিলে মুনিগণের উত্তর ॥
মৃগঋষি-শাপে শক্তি নাহি যে আমার।
উপায় করিয়া পিতৃগণে কর পার ॥
আর হেন আছে পূর্ব্ব শাস্ত্রের বিধান।
বিবরিয়া কহি তাহা কর অবধান ॥
স্বয়মুৎপাদিত কেহ সহজে নন্দন।
নতুবা কাহার পুত্র দেয় কোন্ জন ॥
মূল্য লৈয়া পোষ্য করে পুত্রবৎ করি ॥
আপনি প্রবেশে কেহ অন্ন হেতু মরি ॥
পুত্রহীনে কোন্ জন কন্যা করে দান।
তার পুত্র হইলে সে হয় পুত্রবান ॥
নতুবা স্বামীর আজ্ঞা লৈয়া কোন্‌জনে।
আপন সদৃশ কিম্বা উচ্চজন স্থানে ॥
তাহাতে জন্মিলে হয় আপন নন্দন।
পূর্ব্বাপর আছে হেন ব্রহ্মার বচন ॥
সেই অনুসারে আমি বংশের কারণ।
আজ্ঞা করি কর তুমি বংশের রক্ষণ ॥
কুন্তী বলে রাজা তুমি পরম পণ্ডিত।
কি কারণে কহ তুমি এমন কুৎসিত ॥
আমি ধর্ম্মপত্নী তুমি ধর্ম্মজ্ঞ আপনে।
তোমা বিনা অন্যজনে না দেখি নয়নে ॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি রাজা কহে মুনিগণ।
ব্যুষিতাশ্ব রাজা ছিল পৌরব-নন্দন ॥
মহারাজা ব্যুষিতাশ্ব ধর্ম্মেতে তৎপর।
যজ্ঞ করি তুষিলেক যতেক অমর ॥
ভদ্রা যে তাহার ভার্য্যা পরমাসুন্দরী।
রাজারে সেবয়ে সদা পুত্র কাম্য করি ॥

তাহার কামনায় কামুক নরবর।
তাহার সঙ্গমে ব্যাধিযুক্ত কলেবর॥
যক্ষ্মাকাশ রোগে রাজা হইল নিধন।
ভদ্রা হৈল শোকের সাগরে নিমগন॥
স্বামী বিনা ভার্য্যা জীয়ে ধিক তার প্রাণ।
স্বামী বিনা ঘর দ্বার শ্মশান সমান॥
স্বামীর বিহনে নারী জীয়ে যেইজনা।
নিত্য নিত্য ভুঞ্জে সেই বিবিধ যন্ত্রণা॥
স্বামীপুত্রহীন নারী লোকে অনাদর।
গণনা না করে কেহ মনুষ্য ভিতর॥
হেনমতে ভদ্রা বহু করিছে ক্রন্দন।
ডাকিয়া তাহারে শব বলে ততক্ষণ॥
না কান্দহ ভদ্রা তুমি উঠি যাহ ঘরে।
আমি জন্মাইব পুত্র তোমার উদরে॥
শবের বচনে ভদ্রা গেল নিজস্থান।
শবেরে রাখিল করি যত্ন বিধান॥
ঋতুযোগে ভদ্রা তবে শবের সঙ্গমে।
সপ্তপুত্র উদরে ধরিল ক্রমে ক্রমে॥
শব স্বামী হৈতে ভদ্রা পুত্র জন্মাইল।
হেনমত আছে পূর্ব্ব মুনিরা কহিল॥
তুমিহ এখন রাজা যোগ কর মনে।
আমার উদরে জন্ম করাহ নন্দনে॥
পাণ্ডু বলিলেন সে মনুষ্যে না সম্ভব।
দৈববলে শব হৈতে পুত্রের উদ্ভব॥
সেইরূপ শক্তি কুন্তী নাহিক আমার।
পূর্ব্ব ধর্ম্ম উক্তি কুন্তী কহি শুন আর॥
পূর্ব্বেতে না ছিল কুন্তী এ সব নিয়ম।
যারে ইচ্ছা যার হয় করিত সঙ্গম॥
নিয়ম করিল ঋষিপুত্র একজন।
তাহার বৃত্তান্ত কহি শুন দিয়া মন॥
উদ্দালক নামে এক মহাতপোধন।
শ্বেতকেতু নাম ধরে তাহার নন্দন॥
পিতামাতা কোলে ক্রীড়া করে অনুক্ষণ।
হেনকালে আইলেন মুনি একজন॥
কামাতুর হৈয়া মুনি ধরে তার মায়।
স্বামীপুত্রকোল হৈতে ধরি লয়ে যায়॥
বিস্ময় হইয়া শিশু চাহে পিতৃপানে।
ক্রোধমুখে জিজ্ঞাসিল জনকের স্থানে॥
কোথা হৈতে এল দ্বিজ বড় দুরাচার।
জননীরে লয়ে যায় কোথায় আমার॥
শুনিয়া বচন মুনি করেন প্রবোধ।
পূর্ব্বাপর আছে বাপু না করিহ ক্রোধ॥
যার যারে ইচ্ছা ভুঞ্জে সে তারে শৃঙ্গার।
নাহিক বিরোধ হেন সৃষ্টি বিধাতার॥
শুনিয়া হইল শিশু অধিক কুপিত।
এ হেন কুৎসিত কর্ম্ম বিধির সৃজিত॥
সৃষ্টি করে প্রজাপতি নিয়ম না জানে।
হেন অনুচিত কর্ম্ম করে সে কারণে॥
আজি হৈতে আমি মর্ত্তে করিব নিয়ম।
দেখ পিতা আজি মম তপ পরাক্রম॥
নিজ নিজ স্বামী ভার্য্যা ত্যজি যেইজন।
পরনারী পরস্বামী করিলে গমন॥
সংসারে যতেক পাপে হইবে সে পাপী।
নরক হইতে পার না হবে কদাপি॥
স্ত্রী হইয়া স্বামীর বচন নাহি শুনে।
স্বামী যদি নিয়োজয় বংশের রক্ষণে॥
অবজ্ঞায় স্বামী বাক্য করে অনাদর।
চিরকাল মজিবে সে নরক ভিতর॥
হেনমতে মুনিপুত্র নিয়ম করিল।
পূর্ব্বমত ত্যজি সেই হেনমত কৈল॥
আর পূর্ব্ব কথা কুন্তী শুনহ বচন।
সূর্য্যবংশে ছিল নামে সৌদাস রাজন॥
মদয়ন্তী ভার্য্যা তাঁর পরমা সুন্দরী।
অপত্য বিহীনে দোঁহে সদা চিন্তা করি॥
বশিষ্ঠের স্থানে ভার্য্যা নিযুক্ত করিল।
মুনির ঔরসে তাঁর শ্রেষ্ঠ পুত্র হৈল॥
বংশ হেতু হেনমত আছে পূর্ব্বাপর।
বিস্ময় না কর ইথে ধর্ম্মের উত্তর॥
সেই হেতু আজ্ঞা আমি করি যে তোমারে।
পুত্রার্থে নাহিক শক্তি কি বল আমারে॥
কৃতাঞ্জলি করি কুন্তী নিবেদি তোমায়।
পুত্র জন্মাইতে কর আপনি উপায়॥

রাজার করুণা বাক্য শুনি পতিব্রতা।
কহিতে লাগিল আপনার পূর্ব্বকথা॥
বাল্যকালে পিতৃগৃহে ছিলাম যখন।
অতিথি সেবনে ছিল মম নিয়োজন॥
কস্মাৎ আইল দুর্ব্বাসা মুনিবর।
মুনিরে সেবন করিলাম সুবিস্তর॥
পরম পণ্ডিত সেই মুনি মহাশয়।
সেবাবশে আমা প্রতি হইল সদয়॥
মন্ত্র দিয়া আমারে সে কহিলেন মুনি।
যেই দেবে ইচ্ছা তা হবে সুবদনি॥
এই মন্ত্র পড়ি তারে করিবা আহ্বান।
অবিলম্বে সে দেব আসিবে তব স্থান॥
যেই বর ইচ্ছা কর পাবে সেই বর।
ত বলি দুর্ব্বাসা গেলেন দেশান্তর॥
খন যেমত আজ্ঞা কর দণ্ডধর।
াজ্ঞা কর দেবস্থানে মাগি পুত্রবর॥
য় তোমারে কহিলাম পুত্রের বিধান।
াজ্ঞা কর কোন্ দেবে করিব আহ্বান॥
বলিলেন মুনি দিয়াছেন বর।
বে কেন চিত্তে চিন্তা কর নিরন্তর॥
হোম যজ্ঞ পূজা করি যাঁহার উদ্দেশে।
নাব্রতে অর্চ্চি যাঁরে অতিশয় ক্লেশে॥
থাপি দেবের নাহি পাই দরশন।
দেশে মাগি যে বর যার যেই মন॥
ন দেব সাক্ষাতে চাহিবা তুমি বর।
ভকার্য্যে সুবদনি বিলম্ব না কর॥
বতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ ধর্ম্ম মহাশয়।
পাপ হরে যাঁর লইলে আশ্রয়॥
ই ধর্ম্মদেবে তুমি করহ আহ্বান।
বর কুন্তী তুমি মাগ তাঁর স্থান॥
ম করিয়া ধর্ম্মে করহ স্মরণ।
জকার বিলম্ব না সহে এক ক্ষণ॥
ীর বচনে কুন্তী করিল স্বীকার।
প্রদক্ষিণ করি করে নমস্কার॥
পর্ব্ব ভারত যে ব্যাসের রচিত।
পবিত্র পুণ্য শ্রবণে অমৃত॥
আয়ুর্যশ পুণ্য বাড়ে যাহার শ্রবণে।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীরাম দাস ভণে॥

যুধিষ্ঠিরাদির জন্ম।

মুনি বলিলেন শুন রাজ্য-অধিকারী।
বৎসরেক গর্ভ যবে ধরিল গান্ধারী॥
সেই ত সময়ে তবে ভোজের-নন্দিনী।
পূর্ব্বে মন্ত্র বর দিল যে দুর্ব্বাসা মনি॥
সেই মন্ত্র জপি ধর্ম্মে করিলা আহ্বান।
তৎক্ষণে আইল ধর্ম্ম কুন্তী বিদ্যমান॥
ধর্ম্মের সঙ্গমে হৈল গর্ভের উৎপত্তি।
পরম সুন্দর সুত প্রসবিল সতী॥
ইন্দ্র চন্দ্র সম কান্তি তেজে দিবাকর।
উজ্জ্বল করিয়া শতশৃঙ্গ গিরিবর॥
দিবা দুই প্রহরেতে পুণ্য তিথিযুত।
অতি শুভক্ষণেতে জন্মিল কুন্তীসুত॥
সেইক্ষণে শুনি ধ্বনি আকাশ উপর।
সকল ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ সেই পুত্রবর॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হবে মহারাজা।
জগতের লোক তাঁরে করিবেক পূজা॥
এতেক আকাশবাণী শুনিয়া রাজন।
কুন্তীরে ডাকিয়া পুনঃ বলেন বচন॥
শুনিলা আকাশবাণী বলে দেবগণ।
ধার্ম্মিক সুবুদ্ধি শান্ত হইবে নন্দন॥
ক্ষত্রিয় প্রধান গণি বলিষ্ঠ কোঙর।
ধার্ম্মিক গণি যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভিতর॥
সে কারণে অন্যদেব ভজ পুনর্ব্বার।
যাঁহা হৈতে হইবেক বলিষ্ঠ কুমার॥
রাজার বচনে কুন্তী ভাবে মনে মনে।
দেবগণ মধ্যে দেখি বলিষ্ঠ পবনে॥
মন্ত্র জপে কুন্তী করি বায়ুর উদ্দেশ।
সেইক্ষণে বায়ু তথা করিল প্রবেশ॥
পবন সঙ্গমে পুত্র লভিল জনম।
জন্মমাত্র তাহার শুনহ যে বিক্রম॥
পুত্র প্রসবিয়া কুন্তী কোলে লৈতে চায়।
তুলিতে নারিল ভারি পর্ব্বতের প্রায়॥

অশক্ত হইয়া ফেলে পর্ব্বত উপরে।
শতশৃঙ্গ পর্ব্বত কাঁপিল থরে থরে॥
শিলা বৃক্ষ গিরিশৃঙ্গ হৈল চূর্ণময়।
বালকের শব্দে পায় গিরিবাসী ভয়॥
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষাদি যত পশুগণ।
পর্ব্বত ত্যজিয়া সবে গেল অন্য বন॥
হেনকালে শূন্যবাণী হৈল ততক্ষণ।
শুন কুন্তী পাণ্ডু এই তোমার নন্দন॥
যতেক বলিষ্ঠ আছে পৃথিবী ভিতর।
সবা হৈতে শ্রেষ্ঠ এই মহাবলধর॥
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর এই দুষ্টজন রিপু।
অস্ত্রেতে অভেদ্য এই বজ্রসম বপু॥
দেখিয়া শুনিয়া পাণ্ডু হইল বিস্ময়।
আশ্চর্য্য মানিল কুন্তী দেখিয়া তনয়॥
পুনরপি কুন্তীরে বলেন নৃপবর।
এইমত জন্ম হৈল যুগল কোঙর॥
এক হৈল ধার্ম্মিক নির্দ্দয় আর জন।
সর্ব্বগুণযুত এক জন্মাহ নন্দন॥
কুন্তী দেবী বলে হেন হইবে কেমনে।
সর্ব্বগুণযুত পাব কার আরাধনে॥
ইহা শুনি পাণ্ডু কহিলেন মুনিগণে।
সর্ব্বগুণযুত দেব আছে কোন্‌জনে॥
তাঁরে আরাধিয়া আমি লভিব নন্দন।
এত শুনি বলিল যতেক মুনিগণ॥
সর্ব্বগুণযুত দেখি ইন্দ্র দেবরাজ।
তাঁহারে সেবিলে রাজা সিদ্ধ হবে কাজ॥
ইন্দ্রের উদ্দেশে তপ কর নৃপবর।
নিয়ম করিয়া রাজা কর সম্বৎসর॥
বিনা তপে নহে তুষ্ট দেব পুরন্দর।
এত শুনি তপ আরম্ভিল নৃপবর॥
ঊর্দ্ধবাহু একপদে রহে দাঁড়াইয়া।
সম্বৎসর করে তপ বায়ু আহারিয়া॥
তপে তুষ্ট বাসব আইলেন তথায়।
কহিলেন পাণ্ডুরে শুনহ কুরুরায়॥
আপন বাঞ্ছিত ফল মাগ মহাশয়।
সর্ব্বগুণযুত হবে তোমার তনয়॥
বর দিয়া ইন্দ্র হইলেন অন্তর্দ্ধান
তপ নিবর্ত্তিয়া পাণ্ডু গেলেন স্বস্থান॥
কুন্তীরে কহিল পাণ্ডু হরিষ অন্তর।
পুত্রবর আমারে দিলেন পুরন্দর॥
স্ববাঞ্ছিত ফল রাজা হইবে তোমার।
সর্ব্বগুণযুত তুমি পাইবা কুমার॥
তপস্যায় করিলাম প্রসন্ন বাসবে।
মুনিমন্ত্রে স্মরণ করহ তাঁরে তবে॥
স্মরণ করিল কুন্তী স্বামীর বচনে।
দেবরাজ আইলেন সে স্থানে তখনে॥
উভয়ের সঙ্গম হইল সুখময়।
ইন্দ্রের ঔরসে জন্ম হইল তনয়॥
জাতমাত্র শূন্যবাণী হইল গভীর।
সুরাসুরে এই পুত্র হবে মহাবীর॥
পরাক্রমে তুল্য হবে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন।
তিনলোকে বিখ্যাত হইবে পুত্রগুণ॥
পৃথিবীর লক্ষ রাজা জিনি বাহুবলে।
যুধিষ্ঠিরে অভিষেক করিবে ভূতলে॥
ভ্রাতৃসহ করিবেক তিন অশ্বমেধ।
ভৃগুরাম সতত শিখাবে ধনুর্ব্বেদ॥
শিখিবেক দিব্য অস্ত্র দিব্য মন্ত্রমতে।
এ পুত্র না জানে হেন নাহি সংসারেতে॥
পিতৃলোকে উদ্ধারিবে এই পুত্রবর।
খাণ্ডব দহিয়া এ তুষিবে বৈশ্বানর॥
এতেক আকাশবাণী হইল আকাশে।
দেখিতে আইল সব লোক তার পাশে॥
ইন্দ্র সহ আইল যতেক দেবগণ।
চন্দ্র সূর্য্য পবন শমন হুতাশন॥
দেখিতে আইল যত গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
সিদ্ধ ঋষিগণ যত অপ্সরী অপ্সর॥
একাদশ রুদ্র ঊনপঞ্চাশ পবন।
অশ্বিনীকুমার আর বিশ্বাবসুগণ॥
দক্ষরাজ প্রজাপতি আইল দেখিতে।
দেবাঙ্গনা যতেক আইল নৃত্যগীতে॥
দেবগণ ঋষিগণ করিয়া কল্যাণ।
নিরখিয়া সবে গেল আপনার স্থান॥

তবে কতদিনে পাণ্ডু একান্তে বসিয়া।
কুন্তী প্রতি বলিলেন একান্ত ভাবিয়া॥
আমার পুত্রের বাঞ্ছা পূর্ণ নাহি হয়।
পুনরপি কহিতে তোমারে যোগ্য নয়॥
চতুর্থ পুরুষে নারী হয় যে স্বৈরিণী।
পঞ্চম পুরুষ হৈলে বৈশ্যা মধ্যে গণি॥
সে কারণে তোমারে কহিতে না যুয়ায়।
পুত্রবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না দেখি উপায়॥
হেনমতে কুন্তী সহ কথোপকথনে।
পুত্রচিন্তা নরবর সদা করে মনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

নকুল ও সহদেবের জন্ম

একদিন পাণ্ডু নৃপে একান্তে দেখিয়া।
বলিতে লাগিল মাদ্রী নিকটে বসিয়া॥
কুরুবংশে তিন বধূ আছে যে সম্প্রতি।
ইতিমধ্যে দুইজন হৈল পুত্রবতী॥
শুনিলাম গান্ধারীর শতেক নন্দন।
প্রত্যক্ষে কুন্তীর পুত্র দেখি তিনজন॥
অভাগিনী আমি ইথে হইনু বঞ্চিত।
তোমায় কি কব মম কর্ম্মের লিখিত॥
দয়া করি কুন্তী যদি অনুগ্রহ করে।
মন্ত্রবলে জপি পুত্র লব দেববরে॥
সহজে সতিনী কুন্তী কি বলিতে পারি।
দেয় বা না দেয় আমি চিত্তে ভয় করি॥
মাদ্রীর বচন শুনি বলে নৃপবর।
মম চিত্তে এই কথা জাগে নিরন্তর॥
তোমারে প্রকাশ আমি তেঁই নাহি করি
শুন কি না শুন তুমি হও ধর্ম্মনারী॥
এখনি আপনি তুমি কহিলা আমারে।
তোমার কারণে আমি কহিব কুন্তীরে॥
মম বাক্য কুন্তী কভু না করিবে আন।
মাদ্রীরে কহিয়া রাজা যান কুন্তী স্থান॥
কুন্তীরে একান্তে পেয়ে কহেন নৃপতি।
কুলের কল্যাণ হেতু কহি শুন সতী॥

ইন্দ্রত্ব পাইয়া ইন্দ্র নিত্য যজ্ঞ করে।
যশের কারণ আর শাস্ত্র অনুসারে॥
বেদে তপে পারগ হইয়া দ্বিজগণ।
তথাপি করেন তাঁরা গুরুর সেবন॥
সেই হেতু কুন্তী আমি কহি যে তোমা
মাদ্রীকে উদ্ধার কর এ ভব সংসারে॥
মাদ্রীর বংশের হেতু করহ উপায়।
তার পুত্র হৈলে হবে এ পুত্র সহায়॥
এতেক শুনিয়া কুন্তী কহিল রাজায়।
একবার দিব মন্ত্র তোমার আজ্ঞায়॥
মাদ্রীরে ডাকিয়া তবে কুন্তী পাণ্ডুপ্রিয়া।
মন্ত্র বলি দিল তারে প্রসন্ন হইয়া॥
একবার দিতে রাণী বলেন বচন।
চিন্তিত হইয়া মাদ্রী ভাবে মনে মন॥
একবার বিনা কুন্তী না দিবেক আর।
কি উপায়ে হবে মম অধিক কুমার॥
ভাবিয়া করিল যুক্তি মাদ্রী এই সার।
দেবমধ্যে যুগ্ম হয় অশ্বিনীকুমার॥
অশ্বিনীকুমারদ্বয়ে করিল স্মরণ।
মন্ত্রের প্রভাবে দোঁহে এল ততক্ষণ॥
তাঁহার ঔরসে গর্ভ হইল সঞ্চার।
প্রসবিল মাদ্রীদেবী যুগল-কুমার॥
জন্মমাত্র শুনি শব্দ আকাশ উপরে।
রূপে গুণে শোভা দোঁহে করিবেক নরে॥
হেনমতে ক্রমে পঞ্চ নন্দন হইল।
পর্ব্বতনিবাসী ঋষি আসি নাম দিল॥
জ্যেষ্ঠ হেতু নাম তার হৈল যুধিষ্ঠির।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সেই হৈল ভীমবীর॥
তৃতীয় অর্জ্জুন নাম থুল ঋষিগণ।
চতুর্থ নকুল নাম মাদ্রীর নন্দন॥
সহদেব নাম থুল কুমার পঞ্চম।
মহাবীর্য্যবন্ত পঞ্চ সিংহের বিক্রম॥
পঞ্চপুত্র নৃপতির দেখিতে সুন্দর।
উজ্জ্বল করিল শতশৃঙ্গ গিরিবর॥
পুত্র নিরখিয়া রাজা হরিষ অপার।
হরষিত কুন্তী মাদ্রী দেখিয়া কুমার॥

পুত্রসঙ্গ তিনজন তিলেক না ছাড়ে।
ক্ষণেক না করে রাজা নয়নের আড়ে॥
হেনমতে পঞ্চপুত্র করেন পালন।
একদিন কুন্তী প্রতি বলেন রাজন॥
পুত্র সম সুখ নাহি সংসার ভিতর।
বঞ্চিত সকল সুখে পুত্রহীননর॥
রাজ্যবন্ত ধনবন্ত বিদ্যাবন্ত জন।
পুত্র বিনা তার হয় সব অকারণ॥
ইহকালে সুখদায়ী লোকেতে গৌরব।
পরকালে নিস্তারয়ে নরক রৌরব॥
ভাগ্যবন্ত ধৃতরাষ্ট্র শতসুত পিতা।
সে কারণে কহি শুন ভোজের দুহিতা॥
পুনরপি মন্ত্র দেহ মদ্র নন্দিনীরে।
বহু পুত্রে বহুসুখ হয় এ সংসারে॥
শুনিয়া বলেন কুন্তী যুড়ি দুই কর।
আর না করিহ আজ্ঞা শুন নৃপবর॥
পরম কপটী মাদ্রী দেখহ আপনে।
একবার মন্ত্র সে পাইয়া মোর স্থানে॥
তাহে জন্মাইল মাদ্রী যুগল নন্দনে।
মাদ্রীরে আমার ভয় হয় সে কারণে॥
কৃতাঞ্জলি করি আমি নিবেদি তোমারে।
মাদ্রীর কারণে আর না কহ আমারে॥
মৌনে রহিলেন পাণ্ডু কুন্তীর বচনে।
আর সুতবাঞ্ছা ত্যাগ করিলেন মনে॥
পাণ্ডবের জন্মকথা অপূর্ব্ব কথন।
স্ববাঞ্ছিত ফল লভে শুনে যেই জন॥
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয়।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়॥

পাণ্ডু রাজার মৃত্যু।

সুখেতে থাকেন রাজা পুত্রের সহিত।
ঋতুরাজ বসন্ত হইল উপনীত॥
বসন্ত কালেতে বন হইল শোভিত।
নানাবৃক্ষগণ সব হইল পুষ্পিত॥
পলাশ চম্পক আম্র অশোক কেশর।
পারিভদ্র কেতকী করবী পুষ্পবর॥
হৃদয়ে সানন্দ পাণ্ডু দেখিয়া কানন।
গহন নিকুঞ্জবনে করেন ভ্রমণ॥
কুন্তীসহ পুত্রগণ রাখিয়া মন্দিরে।
মাদ্রী সহ যান রাজা অরণ্য ভিতরে॥
রাজার সহিত মাদ্রী কুন্তী নাহি জানে।
গহন কানন মধ্যে ভ্রমে দুইজনে॥
মদনের শরে হৈল অবশ রাজন।
সঘনে মাদ্রীর রূপ করে নিরীক্ষণ॥
বদন বিকর্ণ পদ্ম শশধর জিনি।
শ্রবণ গৃধিনী চারু পঙ্কজ নয়নী॥
যুগল দাড়িম্ব সহ দুই পয়োধর।
বিপুল নিতম্বভরে গমন মন্থর॥
সঙ্কেত মধুর ভাষে বরিষয়ে সুধা।
নিরখিয়া পাণ্ডুর জন্মিল রতি ক্ষুধা॥
মদনে আচ্ছন্ন রাজা অতি অচেতন।
হইল বিস্মৃত সেই মুনির বচন॥
নিবৃত্ত হইতে শক্তি নহিল রাজার।
মাদ্রীরে ধরিয়া বলে করেন শৃঙ্গার॥
নিবর্ত্ত নিবর্ত্ত ডাকে মদ্রের নন্দিনী।
অতি উচ্চৈঃস্বরে ডাকে হাহাকার ধ্বনি॥
হস্ত পদ আস্ফালয়ে ছটফট করে।
কুৎসিত আচারে মাদ্রী ভর্ৎসিল তাহারে॥
মৃগঋষি শাপ প্রভু ভুলিলা এখন।
ক্ষণেকে প্রমাদ হবে না জান কারণ॥
তথাপি মদন শরে হইলা বিহ্বল।
পাণ্ডু নাহি শুনেন মাদ্রীর যত বোল॥
কালেতে যা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে।
পরম পণ্ডিত বুদ্ধি কালেতে সংহারে॥
সঙ্গম করিতে রাজা মাদ্রীর সহিত।
ঋষি শাপে মৃত্যু আসি হৈল উপনীত॥
শরীর ত্যজিল পাণ্ডু দেখিল সুন্দরী।
ক্রন্দন করেন মাদ্রী হাহাকার করি॥
এখানে ভোজের কন্যা উচাটিত মন।
মাদ্রীর সহিত নাহি দেখয়ে রাজন॥
হইল অনেক বেলা গেল কোথাকারে।
পুত্র সহ গেল কুন্তী খুঁজিতে রাজারে॥

কতদূর যাইতে শুনিল উচ্চধ্বনি ।
হাহাকার শব্দে কান্দে মদ্রের নন্দিনী ॥
শব্দ অনুসারে যায় অতি শীঘ্রগতি ।
দেখিল কান্দিছে মাদ্রী কোলে নরপতি ॥
বজ্রাঘাত মুণ্ডে যেন হৈল আচম্বিতে ।
মূর্চ্ছিত হইয়া কুন্তী পড়িল ভূমেতে ॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে উচাটন মন ।
কান্দিয়া মাদ্রীর প্রতি বলেন বচন ॥
কি কর্ম্ম করিলে মদ্রকন্যে স্বামী বধি ।
এই হেতু তোমারে ভোগাব নিরবধি ॥
কেন একা এলে তুমি রাজার সংহতি ।
কি হেতু নিবৃত্ত না করিলে নরপতি ॥
যদি এই বনে সঙ্গে আনিতে নন্দন ।
তবে কেন নৃপতির হইবে নিধন ॥
মৃগঋষির শাপ তোর না ছিল স্মরণে ।
সকল ত্যজিয়া বনে বঞ্চ এ কারণে ॥
অনিমিষে থাকি আমি রাজার রক্ষণে ।
সঙ্গে আসিয়াছ তুমি জানিব কেমনে ॥
আপনা খাইয়া মম হেন হৈল গতি ।
হারাইব কেন স্বামী থাকিলে সংহতি ॥
মাদ্রী বলে কুন্তী মোরে নিন্দ অকারণ ।
বারবার আমি করিলাম নিবারণ ॥
দৈবে যাহা করে খণ্ডে হেন কোন্‌জন ।
না রাখি আমার বাক্য ঘটিল নিধন ॥
কুন্তী বলে ভাবি কর্ম্ম না যায় খণ্ডন ।
সম্প্রতি শুনহ তুমি আমার বচন ॥
পঞ্চপুত্রে পালন করিহ ভালমতে ।
অনুমৃতা হব আমি রাজার সহিতে ॥
মাদ্রী বলে হেনবাক্য না বল আমারে ।
তিলেক না জাব আমি না দেখি রাজারে ॥
তোমার বিলম্বে এতক্ষণ আছি প্রাণে ।
এখনি শরীর ত্যজি যাব প্রভু স্থানে ॥
আমার যৌবনে প্রভু তৃপ্ত নাহি হয় ।
আমা সহ রমণে যাহার হৈল ক্ষয় ॥
তাঁহার সংহতি আমি ছাড়িব কেমনে ।
পাণ্ডু স্বামী ত্যজি দেহ রাখিব এক্ষণে ॥
তোমার নিকটে করি এক নিবেদন ।
বিদায় তোমার স্থানে মাগি যে এখন ॥
পুনঃ পুনঃ তোমারে এ করি পরিহার ।
যত্নেতে পালিবা দুটি কুমার আমার ॥
ইহা বিনা তোমায় কহিতে নারি কিছু ।
বিভেদ না হেরিহ আমার পুত্র পিছু ॥
এতেক বলিয়া মাদ্রী নিঃশব্দ হইল ।
নিবিড় করিয়া শবে আলিঙ্গন দিল ॥
আলিঙ্গন করি মাদ্রী ত্যজিল পরাণ ।
শুনি শতশৃঙ্গবাসী এল সেই স্থান ॥
ঋষিগণ মিলিয়া করিল এ বিচার ।
পুত্রসহ ছিল পাণ্ডু আশ্রমে আমার ॥
এখন শরীর ত্যাগ করিল রাজন ।
অনাথ হইল কুন্তী শিশু পুত্রগণ ॥
রাজপুত্রগণ স্থিতি না শোভে কাননে ।
দেশেতে লইয়া রাখ পাণ্ডুসুতগণে ॥
মৃত শব স্কন্ধে করি লহ চরগণ ।
পুত্রসহ কুন্তী লৈয়া করহ গমন ॥
অল্পদিনে গেল কুন্তী হস্তিনানগর ।
প্রবেশ করিল সবে নগর ভিতর ॥
রাজ-অন্তঃপুরেতে হইল সমাচার ।
কুন্তীসহ এল পঞ্চপাণ্ডুর কুমার ॥
ভীষ্ম সোমদত্ত আর বাহ্লীক বিদুর ।
ধৃতরাষ্ট্র আদি যত বৈসে অন্তঃপুর ॥
সত্যবতী সহ বধূ গান্ধারী সুন্দরী ।
গৃহেতে বৈসেন আর যত বৃদ্ধা নারী ॥
ঋষিগণে প্রণমিয়া দিলেন আসন ।
কহিতে লাগিল বার্ত্তা সব ঋষিগণ ॥
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে ছিলেন পাণ্ডুরাজ ।
ব্রহ্মচর্য্য করিতেন মুনির সমাজ ॥
দেববরে পঞ্চপুত্র হইল তাঁহার ।
কালেতে তাঁহারে কালে করিল সংহার ॥
মদ্রকন্যা অতি ধন্যা ভুবনে মানিতা ।
হইলেন অনুমৃতা পাণ্ডুর বনিতা ॥
এই কুন্তীসহ দেখ পুত্র পঞ্চজন ।
এই পাণ্ডু মাদ্রী দোঁহে রহিত জীবন ॥

যেমত বিচার হয় করহ বিধান।
এত বলি মুনিগণ করিল প্রস্থান।
এত শুনি রোদন করিল সর্ব্বজন।
হাহাকার শব্দ মুখে কাতর বচন॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র বলে বিদুরে ডাকিয়া
দুই শব দগ্ধ কর গঙ্গাতীরে লৈয়া॥
যেমন রাজবিধান আছে পূর্ব্বাপর।
শুনিয়া বিদুর তবে হইল সত্বর॥
দুই শব কান্ধে করি লয়ে ক্ষত্রগণে
চতুর্দ্দোল বিভূষিত বিবিধ বিধানে॥
উপরে ধরিল ছত্র যেন রাজনীত।
শত শত চামর ঢুলায় চারিভিত॥
অগুরু চন্দন কাষ্ঠ আনিল বিস্তর।
কলসি কলসি ঘৃত আনে থরে থর॥
মন্ত্র পড়ি দ্বিজগণ পাবক জ্বালিয়া।
অগ্নিহোত্র রাজার করিল দাহক্রিয়া॥
পঞ্চ ভাই দিল পিণ্ড ক্ষত্রিয় বিধান।
দ্বাদশ দিবসে করে অগ্নি-শান্তি দান॥
স্বর্ণদান ভূমিদান করে গাভাদান।
কাঞ্চন ও রত্নদান বিবিধ বিধান॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

সত্যবতীর প্রাণত্যাগ।

তবে কতদিন পরে তথা আসে ব্যাস
একান্তে কহেন মুনি জননীর পাশ॥
অবধানে শুন মাতা আমার বচন।
কর্ম্মকাল গেল হৈল পাপ উপাসন॥
তোমার বংশেতে হবে বড় দুরাচার।
কপট হইবে সব হিংসা অহঙ্কার॥
এই সবাকার পাপে মজিবে সকল।
পৃথিবী হরিবে শস্য মেঘে অল্পজল॥
ধর্ম্ম লুপ্ত হইবেক যত যজ্ঞবর।
সদা আত্মহিংসা সবে করিবে বিস্তর॥
ধৃতরাষ্ট্র-কপটে হইবে কুলক্ষয়।
ধর্ম্ম ত্যজি নর লবে অধর্ম্মে আশ্রয়॥
সে কারণে মাতা আমি কহি যে তোমায়।
কুলক্ষয় নয়নে দেখিতে না যুয়ায়॥
গৃহ ত্যজি জননী চলহ তপোবন।
সংসার ত্যজিয়া মাতা তপে দেহ মন॥
এত বলি ব্যাস মুনি হৈল অন্তর্দ্ধান।
শুনি সত্যবতী চিত্তে চিন্তেন বিধান॥
দুই বধূ ডাকিয়া আনিল নিজ পাশ।
কহিতে লাগিল যত কহিলেন ব্যাস॥
তোমার নন্দন বধূ করিবে দুর্নীতি।
কপট হিংসক হবে করিবে দুষ্কৃতি॥
কুলক্ষয় হইবেক তার কদাচারে।
এ সব শুনিয়া আমি জানাই তোমারে॥
সে কারণে এই আমি যাই তপোবনে।
করহ বিধান বধূ যেই লয় মনে॥
শুনিয়া যুগল বধূ চলিল সংহতি।
ভীষ্মে আনি সব কথা কহিলেন সতী॥
অন্তঃপুরে ছিল যত বৃদ্ধা নারীগণ।
সত্যবতী সহ সবে গেল তপোবন॥
ফলমূলাহারী হৈয়া তপ আচরিল।
যোগে মন দিয়া সবে শরীর ত্যজিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত প্রস্তাবে।
পাঁচালা প্রবন্ধে গায় কাশীরাম দেবে॥

ভীমের বিষপান।

মুনি বলিলেন রাজা শুন অনন্তরে।
পুত্রসহ কুন্তীদেবী রহে অন্তঃপুরে॥
কৌরব পাণ্ডব ভাই পঞ্চোত্তর শত।
বেদ-শাস্ত্র-অধ্যয়নে সবে পারগত॥
বালকের ক্রীড়া যত আছয়ে সংসারে।
ক্রীড়ায় উত্তম সবে সদা ক্রীড়া করে॥
ক্রীড়ারসে বলে শ্রেষ্ঠ পঞ্চ সহোদর।
সবার অধিক বলে বীর বৃকোদর॥
ধাইতে পবন সম সিংহ সম হাঁকে।
আস্ফালনে গজসম মেঘসম ডাকে॥
যেই দিক দিয়া ভীম বেগে যায় চলি।
দশ বিশ ভূমে ফেলে ভুজাস্ফালে ঠেলি॥

ক্রোধে সব সহোদরে ধরে একেবারে ।
অবহেলে বৃকোদর শরীর ঝাঁকারে ॥
দুই হস্তে ধরে বীর সবাকার কর ।
চক্রাকার করিয়া ভ্রমায় বৃকোদর ॥
প্রাণ যায় যায় বলি পরিত্রাহি ডাকে ।
মৃতকল্পসম দেখি তবে ভীম রাখে ॥
জলমধ্যে ক্রীড়া সব করে ভ্রাতৃগণ ।
একেবারে ধরে ভীম দশ দশ জন ॥
জল ভিতরে ডুবায় চাপি বাম কাঁখে ।
মৃতকল্প করি ছাড়ে প্রাণমাত্র রাখে ॥
ভয়েতে ভীমের কেহ না যায় নিকটে ।
জলেতে দেখিলে ভীমে সবে থাকে তটে ॥
ফলহেতু উঠে সবে বৃক্ষের উপরে ।
তলে থাকি বৃক্ষে ভীম চরণে প্রহারে ॥
চরণের ঘায় বৃক্ষ করে থর থর ।
ফলসহ ভূমে পড়ে সর্ব্ব সহোদর ॥
বালক-কালেতে ভীম মহাপরাক্রম ।
ভীমেরে বালকগণ দেখে যেন যম ॥
দুর্য্যোধন দেখি হৈল পরম চিন্তিত ।
বালক-কালেতে বল ধরে অপ্রমিত ॥
বয়োধিক হইলে হইবে মহাবল ।
ইহার জীবনে নাহি আমার কুশল ॥
হৃদে চিন্তি দুর্য্যোধন করিল বিচার ।
ভীমেরে মারিব হেন যুক্তি করে সার ॥
ভীমে মারি চারি ভায়ে রাখিব বান্ধিয়া ।
তবেত ভুঞ্জিব রাজ্য নিষ্কণ্টক হৈয়া ॥
বালক কালেতে করে এমত বিচার ।
যে কালে না করে লোক হিংসা অহঙ্কার ॥
তবে অনুচরে ডাকি বলে দুর্য্যোধন ।
গঙ্গাতীরে আছে যথা গহন কানন ॥
তাহাতে বিচিত্র স্থল করহ নির্ম্মাণ ।
উত্তম বরণ ঘর কর স্থানে স্থান ॥
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় শকটে পূরিয়া ।
সকল গৃহের মধ্যে পূর্ণ কর গিয়া ॥
আজ্ঞামাত্র করে সব অনুচরগণ ।
সব ভ্রাতৃগণেরে ডাকিল দুর্য্যোধন ॥
আজি চল ভাই সব যাই গঙ্গাজলে ।
জলক্রীড়া করিব পরম কুতূহলে ॥
উত্তম বিহার করি আহার সহিতে ।
ভক্ষ্যদ্রব্য আছে সব প্রমাণ কোটিতে ॥
শুনিয়া সম্মত হইলেন যুধিষ্ঠির ।
করিব সলিল-ক্রীড়া চল গঙ্গাতীর ॥
পঞ্চোত্তর শত ভাই একত্র করিয়া ।
রথ গজ অশ্ব যানে আরোহণ হৈয়া ॥
প্রমাণ কোটিতে যে করিল দুর্য্যোধন ।
অতি মনোহর স্থল বিচিত্র কানন ॥
অনুচরগণ সব চলিল সহিতে ।
ভ্রাতৃগণ সহ গেল প্রমাণ কোটিতে ॥
একত্র হইয়া সবে আসনে বসিল ।
নানাদ্রব্য উপহার খাইতে লাগিল ॥
উপহার পূরি করে অঞ্জলি অঞ্জলি ।
একজন মুখে দেয় আর জন তুলি ॥
হেনকালে ক্রূর কুরুপতি দুর্য্যোধনে ।
দুষ্ট কালকূট দিল ভীমের বদনে ॥
কালকূট পান করিলেন বৃকোদর ।
দুর্য্যোধন হৈল বড় হরিষ অন্তর ॥
তবে সব ভ্রাতৃগণ গেল গঙ্গাজলে ।
জলক্রীড়া আরম্ভিল মহাকুতূহলে ॥
কেহ উঠে কেহ ডুবে কেহ ফেলে জল ।
ক্রীড়ায় হইল ক্রমে ভীম হীনবল ॥
জলক্রীড়া করি শান্ত হৈল সর্ব্বজন ।
প্রমাণকোটিতে পুনঃ করিল গমন ॥
দিব্য বস্ত্র পড়ি বিভূষিল অলঙ্কার ।
উপহার দ্রব্য যত করিল আহার ॥
রত্নময় পালঙ্কেতে করিল শয়ন ।
ক্রীড়াশ্রমে নিদ্রাগত ভাই সর্ব্বজন ॥
বিষেতে জারিত ভীম হৈল অচেতন ।
সবে নিদ্রা গেল মাত্র জাগে দুর্য্যোধন ॥
অচেতন ভীমেরে দেখিয়া কুরুপতি ।
হস্তপদ বন্ধন করিল শীঘ্রগতি ॥
ধরিয়া ফেলিল তবে গঙ্গার সলিলে ।
নাহিক শরীরে জ্ঞান জারিল গরলে ॥

ভাসিয়া চলিল বীর স্রোতে বিপরীত।
নাগের আলয়ে গিয়া হৈল উপনীত॥
বিপুল শরীর দেখি বেড়ে নাগগণ।
ক্রোধে চতুর্দ্দিকে সবে করিল দংশন॥
নাশিল স্থাবর বিষ জঙ্গম বিষেতে।
চেতন পাইয়া ভীম দেখে চতুর্ভিতে॥
অনায়াসে তবে ছিঁড়ে হস্তপদ-বন্ধন।
মুষ্ট্যাঘাতে প্রহারে যতেক নাগগণ॥
ভীমের মুষ্টিকাঘাত বজ্রের সমান।
পলায় সকল নাগ লইয়া পরাণ॥
বাসুকির অগ্রে গিয়া করে নিবেদন।
নাগকুল নাশিল মনুষ্য একজন॥
মনুষ্যের আচরণ না দেখি তাহার।
অনুমানে বুঝি ইন্দ্র নর-অবতার॥
বন্ধনেতে ছিল হেথা আইল ভাসিয়া
ক্রোধে সব নাগগণে ফেলিল মারিয়া॥
অচেতন ছিল পূর্ব্বে পাইল চেতন।
সবে পলাইল শুনি তাহার গর্জ্জন॥
শুনিয়া বাসুকি নাগ চলিল ত্বরিত।
পাছে পাছে যত নাগ চলিল সহিত॥
মহাপরাক্রম ভীম আছে যেই স্থানে।
দিব্যচক্ষু বাসুকি জানিল ততক্ষণে॥
পবন ঔরসে জন্ম কুন্তীর নন্দন।
মধুর বচনে ভীমে করে সম্ভাষণ॥
আমার নাতির নাতি হও বৃকোদর।
কি করিব তব প্রিয় করহ উত্তর॥
ধন রত্ন লহ তুমি যাহা ইচ্ছা মনে।
এত শুনি বলিল যতেক নাগগণে॥
তোমার পরম বন্ধু জেনো এ কুমার।
ভক্ষ্য ভোজ্য দিয়া প্রীতি জন্মাও ইহার॥
ধন রত্নে ইহার নাহিক প্রয়োজন।
ইহার পরম প্রীতি পাইলে ভোজন॥
এত শুনি ফণিরাজ লয়ে বৃকোদরে।
গৃহে লৈয়া বসাইল পালঙ্ক উপরে॥
নাগের আলয়ে আছে সুধা কুণ্ডগণ।
বলে কর পান যত লয় মন॥

সহস্র হস্তীর বল এক কুণ্ড পানে।
যত ইচ্ছা তত পান করহ এক্ষণে॥
একে বৃকোদর তাহে পরিশ্রম ক্ষুধা।
তাহে লোভী অপূর্ব্ব পাইল কুণ্ডসুধা॥
একে একে অষ্টকুণ্ড পান সে করিল।
চলিতে নাহিক শক্তি উদর পূরিল॥
রত্নময় পালঙ্কেতে করিল শয়ন।
হেথা নিদ্রা অবসানে কুরুপুত্রগণ॥
গৃহেতে যাইবে হেন করিল বিচার।
রথে অশ্বে গজে উঠে চড়ে যে যাহার॥
ভ্রাতৃগণে ডাকিয়া কহেন যুধিষ্ঠির।
সবে আছে না দেখি কেবল ভীমবীর॥
ফল হেতু ভীম কিবা গিয়াছে কাননে।
গঙ্গাজলে গেল কিবা বিহার কারণে॥
ভীমের উদ্দেশ কর ভাই সর্ব্বজন।
চতুর্দ্দিকে ভ্রাতৃগণ গেল ততক্ষণ॥
কেহ গেল গঙ্গাতীরে কেহ মধ্যভাগে।
ভীম ভীম বলি কেহ ডাকে চতুর্দ্দিকে॥
না পাইয়া বাহুড়িল সব ভ্রাতৃগণ।
ভীমেরে না পাই ভাই বলে সর্ব্বজন॥
শুনি যুধিষ্ঠির হৈল বিরস বদন।
কোথাকারে গেল ভীম না জানি কারণ।
কেহ বলে বৃকোদর ছিল এইক্ষণ।
কেহ বলে অগ্রে ঘরে করিল গমন॥
অসন্তুষ্ট যুধিষ্ঠির উঠিয়া সত্বর।
গৃহে গিয়া দেখেন জননী একেশ্বর॥
মায়ে দেখি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের কুমার।
গৃহে আসিয়াছে মাতা ভাই বৃকোদর॥
গৃহের মধ্যেতে নাহি দেখি কি কারণে।
কিবা কোথা পাঠাইলে বুঝি অনুমানে॥
ভীমে না দেখিয়া মম স্থির নহে মতি।
ভীমের কুশল মাতা কহ শীঘ্রগতি॥
জল স্থল দেখিলাম কানন নগর।
কোথাও না পাইলাম ভাই বৃকোদর॥
শুনিয়া বিষণ্ণ মনা হয়ে ভোজসুতা।
বলিলেন ভীম নাহি আইসেন হেথা॥

কোথাকারে ভীম তবে করিল গমন।
শীঘ্র গিয়া বিদুরে জানাহ পুত্রগণ ॥
আইল বিদুর তবে কুন্তীর আদেশে।
বিদুরে কহেন কুন্তী গদগদ ভাষে ॥
ভাই সহ গেল ভীম ক্রীড়ার কারণে।
সবে এল বৃকোদর না আইল কেনে ॥
দুষ্ট দুর্য্যোধন তারে দেখিতে না পারে।
ক্রূরমতি নির্লজ্জ সে মারিয়াছে তারে ॥
নিশ্চয় মারিল ভীমে করিয়া মন্ত্রণা।
হৃদয় অস্থির চিত্তে হইল যন্ত্রণা ॥
বিদুর বলিল কুন্তী এ কথা না কহ।
আর চারি পুত্রের জীবন যদি চাহ ॥
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন বড় দুরাচার।
ছিদ্র কথা শুনিলে করিবে অবিচার ॥
এত শুনি কুন্তীদেবী করেন ক্রন্দন।
ভূমে গড়াগড়ি যায় ভাই চারিজন ॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে কহিল বিদুর।
না কর ক্রন্দন সবে শোক কর দূর ॥
ব্যাসের বচন তুমি ভুলিলা এখন।
পৃথিবীতে অবধ্য পাণ্ডব পঞ্চজন ॥
ব্যাসের বচন কুন্তী কভু মিথ্যা নয়।
এখনি আসিবে ভীম নাহিক সংশয় ॥
এত বলি প্রবোধিয়া গেল নিজঘর।
শোকাকুল মতি রয় চারি সহোদর ॥
হেথা নাগলোকে নিদ্রা যায় বৃকোদর।
নিদ্রা ভঙ্গ হৈল অষ্ট দিবস অন্তর ॥
ভীমে সচেতন দেখি বলে নাগগণ।
আপন আলয়ে তুমি করহ গমন ॥
ভাই সব শোকাকুল কান্দয়ে জননী।
অষ্ট দিন হৈল কোন বার্ত্তা নাহি জানি ॥
এত বলি নাগগণ নানারত্ন দিয়া
স্কন্ধে করি প্রমাণকোটিতে থুল লৈয়া ॥
তথা হৈতে চলে বীর মত্ত-গজগতি।
আপন মন্দিরে উত্তরিল শীঘ্রগতি ॥
মায়ে প্রণমিয়া প্রণমিল যুধিষ্ঠিরে।
তিন ভায়ে আলিঙ্গিয়া চুম্ব দিল শিরে ॥
জিজ্ঞাসেন কোথা ভাই এতদিন ছিলা।
আমা সবা পরিহরি কেমনে রহিলা ॥
শুনিয়া কহিল যত সব বিবরণ।
যেইমত দুর্য্যোধন করিল বন্ধন ॥
সন্দেশ বলিয়া বিষ দিল মম মুখে।
গঙ্গাজলে ভাসিয়া গেলাম নাগলোকে ॥
নাগের দংশনে পুনঃ হইল চেতন।
কৃপায় বাসুকি নাগ দিল বহু ধন ॥
এত বলি রত্ন সব দিল মাতৃস্থানে।
চমকিত যুধিষ্ঠির সেই বিবরণে ॥
যুধিষ্ঠির বলে ভাই শুন চারিজনে।
এই সব কথা যেন কেহ নাহি শুনে ॥
দুর্য্যোধন দুষ্টে কভু না করি বিশ্বাস।
একা হৈয়া কেহ নাহি যাবে তার পাশ ॥
হেনমতে বিচার করিয়া পঞ্চজন।
সেই হৈতে বাল্যক্রীড়া করিল বর্জ্জন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

কৃপাচার্য্যের জন্ম।

তবে কতদিনে ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
অস্ত্রশিক্ষা হেতু নিয়োজিল পৌত্রগণ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ কৃপাচার্য্য নাম।
শরদ্বান ঋষিপুত্র হস্তিনাতে ধাম ॥
পঞ্চোত্তর শত ভাই কৌরব পাণ্ডব।
কৃপাচার্য্য ধনুর্ব্বেদ শিখাইল সব ॥
জন্মেজয় বলিলেন কহ মহাশয়।
ক্ষত্রধর্ম্ম কৈল কেন ব্রাহ্মণ তনয় ॥
মুনি বলিলেন নৃপ কর অবধান।
গৌতম ঋষির পুত্র নাম শরদ্বান ॥
শরদ্বান নাম হৈল শর সহ জন্ম
ধনুর্ব্বেদে রত হৈল ত্যজি দ্বিজকর্ম্ম ॥
বেদশাস্ত্র নাহি পড়ে ধনুর্ব্বেদে মন।
তপোবন মধ্যে তপ করে অনুক্ষণ ॥
তাঁর তপ দেখিয়া সশঙ্ক শতক্রতু।
সৃজিলেন উপায় সে তপোভঙ্গ হেতু ॥

জানপদী দেবকন্যা দেন পাঠাইয়া।
যথা তপ করে তথা উত্তরিল গিয়া॥
কন্যা দেখি শরদ্বান হইল অধৈর্য্য।
ধনুঃশর খসিল স্খলিত হৈল বীর্য্য॥
স্খলিত হইলে মুনি হৈল সচেতন।
সে বন ত্যজিয়া মুনি গেল অন্য বন॥
যাইতে ঋষির বীর্য্য পড়িল ভূতলে।
দুই ঠাঁই হইয়া পড়িল সেই স্থলে॥
তপস্বী ঋষির বীর্য্য কভু নষ্ট নয়।
একগুটি কন্যা হৈল একটি তনয়॥
শান্তনু নৃপতি গেল মৃগয়া কারণে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল সেই তপোবনে॥
অনাথ যুগল শিশু দেখি অনুচর।
আস্তে ব্যস্তে জানাইল রাজার গোচর॥
শুনিয়া গেলেন রাজা ভাবি চমৎকার।
দেখেন রোদন করে কুমারী কুমার॥
ধনুঃশর আছে আর আছে মৃগচর্ম্ম।
অনুমানে জানিলেন ঋষির এ কর্ম্ম॥
গৃহে আনি দোঁহারে যে করেন পালন।
কতদিনে এল শরদ্বান তপোধন॥
শরদ্বান বলে রাজা তুমি ধর্ম্মময়।
কৃপায় পুষিলা এই তনয়া তনয়॥
সে কারণে নাম রাখিলাম দোঁহাকার।
কৃপ কৃপী বলি হেন ঘোষয়ে সংসার॥
তবে শরদ্বান মুনি আপন নন্দনে।
নানা অস্ত্রবিদ্যা শিখাইল দিনে দিনে॥
পরে দ্রোণাচার্য্যকে করিল সমর্পণ।
দ্রোণাচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্র করান জ্ঞাপন॥
ধনুর্ব্বেদে কৃপ সম নাহিক মানুষে।
অল্পকালে আচার্য্য বলিয়া লোকে ঘোষে॥
কুরুবংশ যদুবংশ অন্ধ বৃষ্ণিবংশে।
আর যত রাজগণ বৈসে দেশে দেশে॥
সবে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করে কৃপস্থানে।
কৃপগুরু বলি নাম ব্যাপিল ভুবনে॥
পরে ভীষ্ম মহাবীর চিন্তিলেন মনে।
বিশেষ কিমতে শিক্ষা হবে পৌত্রগণে॥
এত ভাবি দ্রোণেরে করিল সমর্পণ।
দ্রোণাচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্র করায় জ্ঞাপন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দ্রোণাচার্য্যের উৎপত্তি।

রাজা বলিলেন মুনি কর অবধান।
কার পুত্র দ্রোণাচার্য্য কোথা অবস্থান॥
ধনুর্ব্বেদ শিখাইল তারে কোন্‌জন।
কুরুদেশে গুরু হইলেন কি কারণ॥
ব্যাস শিষ্য মুনিবর সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞানী॥
কহিতে লাগিল দ্রোণাচার্য্যের কাহিনী॥
ভরদ্বাজ মহামুনি খ্যাত ভূমণ্ডলে।
একদিন স্নানার্থ গেলেন গঙ্গাজলে॥
অন্তরীক্ষে চলি যায় ঘৃতাচী অপ্সরা।
পরমাসুন্দরী হয় অপ্সরাতে বরা॥
দক্ষিণ পবনে তার উড়িল বসন।
মুনি তার অঙ্গ করিলেন দরশন॥
দেখিয়া তাহার মনে জন্মিল উদ্বেগ।
পঞ্চশর-শরের অধিকতর বেগ।
নাহি হেনজন যারে না মোহে কামিনী।
স্খলিত হইল রেতঃ চিন্তান্বিত মুনি॥
সম্মুখে দেখিয়া দ্রোণী রাখিলেন তায়।
দ্রোণী মধ্যে পুত্র জন্ম হইল ত্বরায়।
পুত্র দেখি ভরদ্বাজ হরিষ অন্তর।
পুত্র লৈয়া গেলেন সে আপনার ঘর॥
দ্রোণীতে জন্মিল পুত্র তেঁই দ্রোণ আখ্যা।
বেদ-বিদ্যা সর্ব্বশাস্ত্র করিলেন শিক্ষা।
ছিলেন পৃষত নামে পাঞ্চাল রাজন।
দ্রুপদ বলিয়া নাম তাঁহার নন্দন॥
ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে সদা যায়।
সমান বয়স দ্রোণ সহিত খেলায়॥
এক ঠাঁই দুইজন করে অধ্যয়ন।
ক্রীড়া করে এক ঠাঁই ভোজন শয়ন॥
তিলেক না রহে দোঁহে না হইলে দেখা।
পরস্পর হইল দোঁহার দোঁহে সখা॥

তবে কতদিনে রাজা পৃষত মরিল।
পাঞ্চাল দেশেতে রাজা দ্রুপদ হইল।
স্বর্গেতে গেলেন ভরদ্বাজ তপোধন।
তপস্যা করিতে দ্রোণ যায় তপোবন।
কতদিনে দ্রোণাচার্য্য পিতৃআজ্ঞা মানি।
বিবাহ করেন কৃপাচার্য্যের ভগিনী॥
পরমা সুন্দরী কন্যা ব্রতে অনুব্রতা।
যজ্ঞ হোম তপে নিষ্ঠা সতী পতিব্রতা॥
যজ্ঞ তপ ফলে তার হইল নন্দন।
জন্মমাত্র করিলেক অশ্বের গর্জ্জন॥
হেনকালে আচম্বিতে হৈল শূন্যবাণী।
জন্মমাত্রে পুত্র করিলেক অশ্বধ্বনি॥
অশ্বত্থামা নাম তার হবে সে কারণে।
দীর্ঘজীবি হবে আর পূর্ণ সর্ব্বগুণে॥
পুত্রে দেখি দ্রোণাচার্য্য আনন্দিত মন।
নানাবিদ্যা তারে করাইলেন জ্ঞাপন॥
তবে কতদিনে দ্রোণ করেন শ্রবণ।
যমদগ্নিসুতের দানের বিবরণ।
নানারত্ন-ধন বিপ্রে দিতেছেন দান।
পৃথিবীতে শব্দ হৈল দানের বাখান॥
মহেন্দ্র-পর্ব্বত মধ্যে রামের নিলয়।
তথায় গেলেন ভরদ্বাজের তনয়॥
দ্রোণে দেখি জিজ্ঞাসেন ভৃগুর নন্দন।
কোথা হৈতে এলে দ্বিজ কিবা প্রয়োজন
দ্রোণ বলিলেন মম দ্রোণাচার্য্য নাম।
ভরদ্বাজ আমার জনক গুণধাম
বহুদান কর তুমি শুনি লোকমুখে।
বার্ত্তা পেয়ে আইলাম তোমার সম্মুখে।
পূর্ণ করি ধন দিবা আমারে হে রাম।
সকুটুম্ব সহ যেন পূরে মনস্কাম॥
শুনিয়া বলেন যমদগ্নির নন্দন।
সব ধন দিয়া আমি এই যাই বন॥
হেনকালে এলে তুমি ব্রাহ্মণ কুমার।
কোন্ দ্রব্য দিয়া তুষ্টি করিব তোমার॥
পৃথিবীর মধ্যে মম নাহি অধিকার।
কশ্যপে দিলাম আমি সকল সংসার।
আছে মাত্র প্রাণ আর ধনুঃশর দ্রোণ।
যাহা ইচ্ছা মম স্থানে মাগি লহ ধন॥
দ্রোণাচার্য্য মাগিলেন তবে ধনুর্ব্বাণ।
মন্ত্রসহ অস্ত্র দেন ভৃগুর সন্তান॥
ধনুর্ব্বেদে নিপুণ হইয়া দ্রোণাচার্য্য।
পরে চলিলেন তিনি দ্রুপদের রাজ্য।
অত্যন্ত দরিদ্র দ্রোণ না মাগেন কারে॥
পুত্রের দেখিয়া কষ্ট ভাবেন অন্তরে॥
বালক কালের সখা দ্রুপদ রাজন।
তাঁর স্থানে গেলে হবে দারিদ্র্য ভঞ্জন॥
এত ভাবি গেল দ্রোণ পাঞ্চালনগর।
উত্তরিল যথায় দ্রুপদ নরবর॥
পিন্ধন মলিন জীর্ণ কটিমাত্র ঢাকে।
সকল শরীর শীর্ণ কৃষ্ণবর্ণ দুঃখে।
রাজারে বলেন দ্রোণ শুন মহারাজ॥
আমি তব সখা হেথা আসিয়াছি আজ॥
এতশুনি নরপতি কটাক্ষেতে চায়।
নয়ন লোহিতবর্ণ কহে কম্পকায়॥
কোথাকার দ্বিজ তুমি দরিদ্র ভিক্ষুক।
অজ্ঞান বাতুল কিবা হইয়া দুর্ম্মুখ॥
আমি মহারাজ হই পাঞ্চাল ঈশ্বর।
কোন্ লাজে সখা বল সভার ভিতর॥
ধনীর নির্ধন সখা কভু না যুয়ায়
সুরনরলোকে কেহ সখা নাহি হয়॥
কোথা সখ্য হইয়াছে নৃপতি ভিক্ষুকে।
সমানে সমানে সখ্য যায় অতি সুখে॥
উত্তমে অধমে সখ্যে নাহি হয় সুখ।
অধমে উত্তমে দ্বন্দ্ব সেইরূপ দুঃখ॥
কোথা হৈতে এলে তুমি দরিদ্র এ স্থানে।
দেখেছি কি না দেখেছি নাহি পড়ে মনে॥
এতেক শুনিয়া তার নিষ্ঠুর উত্তর।
অভিমানে দ্রোণের কম্পিত কলেবর॥
সর্পবৎ শ্বাস ছাড়ে নেত্র দুটি শোণ।
মুহূর্ত্তেক স্তব্ধ হৈয়া রহিলেন দ্রোণ॥
পুনশ্চ না দেখিলেন রাজার বদন।
কারে কিছু না বলিয়া করিলা গমন॥

শ্যালক আলয়ে যান হস্তিনানগর।
দ্রোণে দেখি কৃপাচার্য্য হরিষ অন্তর॥
দারা পুত্র সহ দ্রোণ থাকেন তথায়।
হেনমতে গুপ্তবেশে কতদিন যায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীরাম বিরচিত॥

দ্রোণাচার্য্যের নিকটে রাজ-কুমারদের অস্ত্রশিক্ষা।

দ্রোণাচার্য্যেরে ভীষ্ম একদিন ডাকিয়া।
শিক্ষাহেতু পৌত্রগণে দিল সমর্পিয়া॥
তবে দ্রোণাচার্য্য সব রাজপুত্র লৈয়া।
কহিতে লাগিলেন যে একান্তে বসিয়া॥
অস্ত্র-বিদ্যা সবারে করাব অধ্যয়ন।
শিক্ষা করি মম বাক্য করিবা পালন॥
আমার যে বাঞ্ছা আছে শুন সব শিষ্য।
সত্য কর তোমরা তা করিবে অবশ্য॥
দ্রোণের বচন শুনি সব শিষ্যগণ।
নিঃশব্দ হইল সবে না কহে বচন॥
অর্জ্জুন বলেন করি সত্য অঙ্গীকার।
করিব পালন হয় যে আজ্ঞা তোমার॥
অর্জ্জুন বচনে দ্রোণ হরিষ অন্তর।
আলিঙ্গিয়া চুম্ব দিল মস্তক উপর॥
একান্তে বলেন দ্রোণ করি অঙ্গীকার।
শিষ্য না করিব কারো সদৃশ তোমার॥
তবে দ্রোণাচার্য্য সব লৈয়া শিষ্যগণ।
সর্ব্বদা করান নানা অস্ত্র অধ্যয়ন॥
অস্ত্র শিক্ষা করে কুরু-পাণ্ডুর কুমার।
রাজ্যে রাজ্যে গেল গুরু-দ্রোণ সমাচার॥
যত রাজপুত্রগণ শিক্ষার কারণ।
হস্তিনা নগরে সবে করিল গমন॥
ঋষিবংশ যদুবংশ অনু ভোজ আদি।
আর যত রাজগণ সাগর অবধি॥
কর্ণ মহাবীর অধিরথের নন্দন।
সদা দুর্য্যোধনের সে অনুগত জন॥
সেই অস্ত্র দ্রোণ-স্থানে করে অধ্যয়ন।
হেনমতে বহু শিষ্য হইল ঘটন॥
শিক্ষা হেতু শিষ্যগণ থাকে নিরন্তর।
নিজ পুত্রে পড়াইতে নাহি অবসর॥
সবারে কহেন দ্রোণ কপট করিয়া।
গঙ্গাজল আন কমণ্ডলুতে ভরিয়া॥
কমণ্ডলু লয়ে যত রাজপুত্রগণ।
জল আনিবারে সবে করিল গমন॥
একান্তে পাইয়া দ্রোণ পুত্রে শিক্ষা দেন
এ সব বৃত্তান্ত মাত্র জানেন অর্জ্জুন॥
বরুণ নামেতে অস্ত্র ধনুকে যুড়িয়া।
কমণ্ডলু দিল লৈয়া জলেতে পূরিয়া॥
জল আনিবারে যায় সব শিষ্যগণ।
অশ্বত্থামা অর্জ্জুন করেন অধ্যয়ন॥
অহর্নিশি পার্থের নাহিক অবসর।
নাহি নিদ্রা শ্রম সদা হাতে ধনুঃশর॥
নিরবধি গুরুপদ করেন সেবন।
কৃতাঞ্জলি সদা স্তুতি বিনয় বচন॥
পার্থের বিনয় দেখি দ্রোণ বড় প্রীত।
বহু বিদ্যা অর্জ্জুনে দিলেন অপ্রমিত॥
তবে একদিন তথা দ্রোণ-গুরু-স্থানে।
আইল নিষাদ এক শিক্ষার কারণে॥
হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য নাম।
দ্রোণের চরণে আসি করিল প্রণাম॥
যোড় হাত করি বলে বিনয় বচন।
শিক্ষা হেতু আইলাম তোমার সদন॥
দ্রোণ বলিলেন তুই হোস নীচজাতি।
তোরে শিক্ষা করাইলে হইবে অখ্যাতি॥
অনেক বিনয়ে বলে নিষাদ-নন্দন।
তথাপি তাহারে না করান অধ্যয়ন॥
দ্রোণাচার্য্য মুখে যবে নিষ্ঠুর শুনিল।
দণ্ডবৎ করিয়া অরণ্যে প্রবেশিল॥
নিষাদের বেশ ত্যজি হৈল ব্রহ্মচারী।
জটাবল্ক পরিধান ফলমূলাহারী॥
মৃত্তিকায় দ্রোণ এক করিয়া রচন।
নানা পুষ্প দিয়া তার করয়ে পূজন॥

নিরন্তর এক লব্য হাতে ধনুঃশর।
সর্ব্ব মন্ত্র অস্ত্র জ্ঞাত হৈল ধনুর্দ্ধর॥
তবে কত দিন পরে কৌরব-নন্দন।
সেই বনে গেল সবে মৃগয়া কারণ॥
মৃগয়া-নিপুণ গুণী লইয়া সংহতি।
মহাবনে প্রবেশ করিল শীঘ্রগতি॥
মৃগয়া করিছে যত রাজার কোঙর।
হেনকালে এক পাণ্ডবের অনুচর॥
করিয়া কুক্কুর সঙ্গে যায় পিছে পিছে।
উত্তরিল যথায় নিষাদ-পুত্র আছে॥
মৃত্তিকা পুত্তলি অগ্রে করি যোড়কর।
বসিয়াছে ব্রহ্মচারী হাতে ধনুঃশর॥
শব্দ করে কুক্কুর দেখিয়া ব্রহ্মচারী।
চারিভিতে ভ্রমে তারে প্রদক্ষিণ করি।
কুক্কুরের শব্দে তার ভাঙ্গিলেক ধ্যান।
ক্রোধে কুক্কুরের মুখে মারে সপ্তবাণ॥
না মরিল কুক্কুর না হইল মুখে ঘা।
অলক্ষিতে কুক্কুরের রুধিলেক রা॥
কুক্কুর নিঃশব্দে ধায় মুখে সপ্ত শর।
কতক্ষণে গেল তবে কুমার গোচর॥
কুক্কুরের মুখে শর আশ্চর্য্য দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল অনুচরে বিস্মিত হইয়া॥
এ হেন অদ্ভুত কর্ম্ম কভু নাহি শুনি।
বহু বিদ্যা জানি এই বিদ্যা নাহি জানি॥
লজ্জায় মলিন হৈল যত ভ্রাতৃগণ।
চল যাই দেখিব বিন্ধিল কোন্ জন॥
অনুচর লৈয়া যায় যথা ব্রহ্মচারী।
দেখিল বসিয়া আছে ধনুঃশর ধরি॥
জিজ্ঞাসিল তুমি হও কোন্ মহাজন।
কার স্থানে এ বিদ্যা করিলে অধ্যয়ন॥
ব্রহ্মচারী বলে আমার একলব্য নাম।
দ্রোণ-গুরু-স্থানে অস্ত্র-শিক্ষা করিলাম॥
শুনিয়া বিস্ময় মানে যতেক কুমার।
অর্জ্জুন শুনিয়া চিন্তা করেন অপার॥
মৃগয়া সম্বরি তবে যত ভ্রাতৃগণ।
দ্রোণ-স্থানে করিলেন সব নিবেদন॥

বিনয়ে কহেন পার্থ বিরস বদন।
আমারে আপনি কেন করিলা বঞ্চন॥
পূর্ব্বেতে আমার কাছে কৈলা অঙ্গীকার
তব সম প্রিয় শিষ্য নাহিক আমার।
তোমার সদৃশ বিদ্যা নাহি দিব কারে।
এখন ছলনা প্রভু করিলা আমারে॥
পৃথিবীতে যেই বিদ্যা অগোচর নরে।
হেন বিদ্যা শিখাইলে নিষাদ-কুমারে॥
অর্জ্জুনের বাক্যে দ্রোণ মানিয়া বিস্ময়।
ক্ষণেক নিঃশব্দ চিন্তা করেন হৃদয়॥
অর্জ্জুনেরে বলেন সে আছে কোন্ স্থানে
শীঘ্রগতি চল তথা যাব দুইজনে॥
দ্রোণ আর অর্জ্জুন করিলেন গমন।
দ্রোণে দেখি ব্যস্তে ব্যস্তে নিষাদ-নন্দন॥
দূরে থাকি ভূমে লুঠি প্রণাম করিল।
কৃতাঞ্জলি করিয়া অগ্রেতে দাণ্ডাইল॥
নিষাদ-নন্দন বলে মধুর বচন।
আজ্ঞা কর গুরু হেথা কোন্ প্রয়োজন॥
দ্রোণ বলিলেন তুমি যদি শিষ্য হও।
তবে গুরুদক্ষিণা আমারে আজি দেও॥
একলব্য বলে প্রভু মম ভাগ্যবশে।
কৃপা করি আপনি আইলা এই দেশে॥
এ দ্রব্য সে দ্রব্য নাহি করহ বিচার।
সকল দ্রব্যেতে হয় গুরু অধিকার॥
যে কিছু মাগিবা প্রভু সকলি তোমার।
আজ্ঞা কর গুরু করিলাম অঙ্গীকার॥
দ্রোণ বলিলেন যদি আমারে তুষিবে।
দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলিটি দিবে॥
ততক্ষণে কাটিয়া অঙ্গুলি গোটা দিল।
গুরুর আজ্ঞায় সে বিলম্ব না করিল॥
তুষ্ট হইলেন দ্রোণ আর ধনঞ্জয়।
মনে জানিলেন গুরু আমারে সদয়॥
তাহার কঠোর কর্ম্ম দেখি দুইজন।
প্রশংসা করিয়া দেশে করিল গমন॥
তবে কতদিনে দ্রোণ বিদ্যা পরীক্ষিতে।
কাষ্ঠের রচিয়া পক্ষী রাখিল বৃক্ষেতে॥

একে একে ডাকিলেন সব শিষ্যগণে।
আইলেন যুধিষ্ঠির অগ্রে সেইক্ষণে॥
ধনুঃশর দিয়া দ্রোণ যুধিষ্ঠির-করে।
ভাসপক্ষী দেখাইয়া কহেন তাহারে॥
এই দেখ ভাসপক্ষী বৃক্ষের উপর।
উহারে করিয়া লক্ষ্য রাখ ধনুঃশর॥
যেইক্ষণে মম আজ্ঞা হইবে বাহির।
সেইক্ষণে কাটিবা উহার তুমি শির॥
এত শুনি ধনুঃশর ধরি যুধিষ্ঠির।
ভাস-পক্ষী পানে দৃষ্টি করিলেন স্থির॥
ডাকি বলিলেন দ্রোণ কুন্তীর কুমারে।
কোন্ কোন্ জনে তুমি পাও দেখিবারে
ধর্ম্ম বলিলেন ভাস দেখি বৃক্ষোপরে।
ভূমিতে তোমারে দেখি আর সহোদরে।
এতশুনি দ্রোণ তারে অনেক নিন্দিয়া।
ছাড় ছাড় বলি ধনু নিলেন কাড়িয়া॥
দুর্য্যোধন শত ভাই বীর বৃকোদর।
একে একে সবারে দিলেন ধনুঃশর॥
যেইরূপ কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
সেইমত কহিল সকল ভ্রাতৃগণ॥
সবাকারে বহু নিন্দা করি দ্রোণ বীর।
ধনু লৈয়া ঠেলা মারি করেন বাহির॥
ধনুঃশর দেন গুরু অর্জ্জুনের হাতে।
বৃক্ষে ভাস দেখাইয়া কহেন অগ্রেতে॥
নির্গত হইবামাত্র মম মুখে বাণী।
নিঃশব্দে কাটিবা বাপু ধনুঃশর হানি॥
গুরুবাক্যে তখনি টানিয়া ধনুর্গুণ।
পক্ষী প্রতি দৃষ্টি করি রহেন অর্জ্জুন॥
কতক্ষণ থাকি দ্রোণ বলেন অর্জ্জুনে।
কোন্ কোন্ জন তুমি দেখহ নয়নে॥
অর্জ্জুন বলেন আমি অন্য নাহি দেখি।
বৃক্ষমধ্যে সবে দেখিবারে পাই পাখী॥
হৃষ্ট হৈয়া দ্রোণ পুনঃ বলেন বচন।
কিরূপ ভাসের অঙ্গ কর নিরীক্ষণ॥
অর্জ্জুন বলেন আর ভাস নাহি দেখি।
কেবল দেখি যে মুণ্ড সহ দুই আঁখি॥

দ্রোণ বলিলেন অস্ত্রে কাট পক্ষিশির।
না স্ফুরিতে বাক্যমাত্র কাটে পার্থবীর॥
দ্রোণাচার্য্য নিরখিয়া হরষিত মন।
আলিঙ্গিয়া পুনঃ পুনঃ করেন চুম্বন॥
প্রশংসা করেন দ্রোণ অর্জ্জুনে অপার।
দেখি চমৎকার হৈল সকল কুমার॥
তবে একদিন দ্রোণ যান গঙ্গাস্নানে।
সঙ্গেতে করিয়া লইলেন শিষ্যগণে।
জলেতে নামিল গুরু শিষ্যগণ তটে।
কুম্ভীর ধরিল তারে দশন বিকটে॥
শক্তি সত্বে মুক্ত নাহি হইয়া আপনে।
ডাক দিয়া বলিলেন সব শিষ্যগণে॥
আমারে কুম্ভীর ধরি লয়ে যায় জলে।
এই ডুবাইল রাখ আমারে সকলে॥
দ্রোণের বচনে সবে হৈল চমৎকার।
আস্তে ব্যস্তে লয়ে যায় অস্ত্র যে যাহার॥
দ্রোণের মুখেতে তবে নাহি সরে বাণী।
অলক্ষিতে পঞ্চবাণ মারিল ফাল্গুনী॥
খণ্ড খণ্ড হইল কুম্ভীর কলেবর।
মরিল কুম্ভীর ভাসে জলের উপর॥
জল হৈতে উঠি দ্রোণ ধরিয়া অর্জ্জুনে।
বার বার তুষিল চুম্বন আলিঙ্গনে॥
তুষিয়া দিলেন অস্ত্র নাম ব্রহ্মশির।
অস্ত্র দিয়া বলিলেন দ্রোণ মহাবীর।
এই অস্ত্র প্রহারিবা দেবতা রাক্ষসে।
কদাচিৎ অস্ত্র নাহি ছাড়িবা মানুষে॥
দেখিয়া গুরুর এত অর্জ্জুনে সম্মান।
ক্রোধে দুর্য্যোধন তবে মরণ-সমান॥
হেনমতে দ্রোণাচার্য্য সব শিষ্যগণে।
নানা-বিদ্যা শিক্ষা করাইলেন যতনে॥
রথ-আরোহণে দৃঢ় হন যুধিষ্ঠির।
গদায় কুশল দুর্য্যোধন ভীম বীর॥
তুরঙ্গে নকুল হৈল সহদেব কুন্ত।
হেনমতে সবে হইলেন বিদ্যাবন্ত॥
ইন্দ্রের নন্দন ইন্দ্র-অনুজ সমান।
সকল বিদ্যায় পূর্ণ হইল বাখান॥

রথ গজ অশ্ব ভূমি সর্ব্বত্র অভ্যাস।
ধনু খড়্গ গদা আদি সর্ব্বত্র প্রকাশ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

রাজার নিকট বিদ্যা পরীক্ষা।

সর্ব্বশিষ্যগণ যবে হইল প্রখর।
দ্রোণ বলিলেন যথা অন্ধ-নৃপবর ॥
বিদ্যায় পারগ হৈল সকল কুমার।
সাক্ষাতে পরীক্ষা কর বিদ্যা সবাকার ॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র আনন্দিত মন।
বিদুরে ডাকিয়া আজ্ঞা করেন তখন ॥
রঙ্গভূমি-সজ্জাদি করহ শীঘ্রগতি।
যেইরূপ আচার্য্য কহেন মহামতি ॥
রাজ-আজ্ঞা বিদুর পাইয়া ততক্ষণে।
আদেশ করেন যত অনুচরগণে ॥
একস্থানে প্রশস্ত চৌদিকেতে সোসর।
রঙ্গভূমি বিরচিল তাহার ভিতর ॥
চতুর্দ্দিকে নির্ম্মাইল উচ্চ গৃহগণ।
নানারত্নে গৃহ সব করিল মণ্ডন ॥
রাজগণে বসিবারে তথির উপর।
বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা থুইল বিস্তর ॥
রাজনারীগণ হেতু কৈল ভিন্ন স্থল।
জল হেতু মঞ্চ নির্ম্মাইল সুকোমল ॥
হেনমতে রঙ্গভূমি করিয়া নির্ম্মাণ।
বিদুর জানাইল সে ধৃতরাষ্ট্র স্থান ॥
শুভদিন করিয়া চলিল সর্ব্বজন।
কৃপাচার্য্য ধৃতরাষ্ট্র গঙ্গার নন্দন ॥
বাহ্লীক চলিল সহ পুত্র সোমদত্ত।
আর যত রাজগণ এল শত শত ॥
গান্ধারী সুবলসুতা কুন্তী আদি করি।
আইল সকল যত অন্তঃপুর-নারী ॥
রথ-গজ অশ্বপৃষ্ঠে মঞ্চের উপরে।
লক্ষপুর করিয়া বসিল দেখিবারে ॥
নানা বাদ্য বাজে শব্দে কর্ণে লাগে তালি।
প্রলয় কালেতে যেন সিন্ধুর কল্লোলি ॥
আইলেন তখন আচার্য্য মহাশয়।
তারামধ্যে হৈল যেন চন্দ্রের উদয় ॥
শুক্লবাস শুক্লকেশ শুক্লপুষ্প গলে।
সর্ব্বাঙ্গে লেপিত শুক্ল মলয়জ ভালে ॥
পুত্র সহ গুরু দাণ্ডাইল সভামাঝে।
কহিলেন আসিবারে পাণ্ডুর অগ্রজে ॥
সভাতে প্রবেশ করিলেন যুধিষ্ঠির।
বিকচ-পঙ্কজ-মুখ নির্ম্মল শরীর ॥
টঙ্কারিয়া ধনুগুণ সন্ধি দিব্য শর।
মহাশব্দে প্রহারিল লোকে ভয়ঙ্কর ॥
এক অস্ত্রে বহু অস্ত্র করেন সৃজন।
বায়ব্য অনল আদি বহু অস্ত্রগণ ॥
ধন্য ধন্য বলি সবে করেন বাখান।
সবে বলে কেহ নাহি ইহার সমান ॥
নিবর্ত্তিয়া যুধিষ্ঠিরে দ্রোণ তপোধন।
আজ্ঞা করিলেন এস ভীম দুর্য্যোধন ॥
গদা হাতে করিয়া আইল দুইবীর।
মল্লবেশে রঙ্গ মাটী ভূষিত শরীর ॥
মাথায় মুকুট পরিধান বীরধড়া।
দুই ভিতে দোঁহে যেন পর্ব্বতের চুড়া ॥
গদা হাতে করি দোঁহে করিয়া মণ্ডলী।
দোঁহার হুঙ্কার শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥
দুই মত্ত গজ যেন শুণ্ডে জড়াজড়ি।
চরণে চরণে মুণ্ডে মুণ্ডে তাড়াতাড়ি ॥
দোঁহার দেখিয়া কর্ম্ম লোকে ভয়ঙ্কর।
অন্যে অন্যে কথা হয় সভার ভিতর ॥
কেহ বলে মহাবলী বীর বৃকোদর।
কেহ বলে ভীম হৈতে বলী কুরুবর ॥
হেনমতে দুই পক্ষ হইল সভায়।
উঠিল প্রলয় শব্দ কথায় কথায় ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী পাণ্ডবদের মাতা।
তিন জনে বিদুর কহেন সব কথা ॥
বুঝিয়া লোকের মর্ম্ম দ্রোণ মহাশয়।
আজ্ঞা করিলেন দোঁহে নিবৃত্ত যে হয় ॥

মধ্যে গিয়া দাণ্ডাইল গুরুর নন্দন।
নিবৃত্ত হইলে দোঁহে ভীম দুর্য্যোধন॥
আজ্ঞা করিলেন গুরু অর্জ্জুনে আসিতে
আইলেন ধনঞ্জয় ধনুঃশর হাতে॥
নবজলধর প্রায় অঙ্গের বরণ।
কেহ বলে আইলেন কুন্তীর নন্দন॥
কেহ বলে পাণ্ডু পুত্র পাণ্ডব মধ্যম।
কেহ বলে কুরুশ্রেষ্ঠ রিপুগণ যম॥
বীর ধর্ম্মশীল সাধু সর্ব্বলোকে বলে।
ইহা সম বীর্য্যবন্ত নাহিক ভূতলে॥
এইমত কথাবার্ত্তা সকল সভাতে।
ধন্য ধন্য বলি শব্দ হৈল আচম্বিতে॥
শব্দ শুনি ধৃতরাষ্ট্র বিদুরে পুছিল।
কি হেতু এমন শব্দ সভাতে হইল॥
বিদুর বলেন রাজা আইল অর্জ্জুন।
সভাসদ সকলে প্রশংসে তার গুণ॥
ধৃতরাষ্ট্র শুনি প্রশংসিলেন অপার।
কুরুবংশে ভাগ্য মম এমত কুমার॥
ধন্য কুন্তী হেন পুত্র গর্ভে জন্মাইল।
যাহার মহিমা যশ সভাতে পূরিল॥
কুন্তীদেবী শুনি আনন্দিত হৈল মন।
স্তনযুগে স্রবে দুগ্ধ সজল নয়ন॥
তবে পার্থ মহাবীর সভামধ্যে গিয়া।
সভাতে পূরেন শব্দ ধনু টঙ্কারিয়া॥
মারিল অনল অস্ত্র হইল অনল।
অগ্নি পরশিল গিয়া গগনমণ্ডল॥
দেখিয়া সকল লোক মানিল বিস্ময়।
চতুর্দ্দিকে দেখে সব হৈল অগ্নিময়॥
যুড়িয়া বরুণ-বাণ কুন্তীর নন্দন।
মারিলেন অগ্নিবৃষ্টি বরিষে ভীষণ॥
বায়ু অস্ত্রে নিবারিল জল বরিষণ॥
আকাশ অস্ত্রেতে বায়ু করেন বারণ॥
সাধিয়া পর্ব্বত অস্ত্রে করি গিরিবর।
পর্ব্বত করেন চূর্ণ মারি বজ্রশর॥
ভূমি অস্ত্রে নির্ম্মাণ করেন ভূমণ্ডল॥
সিন্ধু অস্ত্রে জলপূর্ণ করেন সকল॥

রঙ্গভূমিতে কর্ণের আগমন।

অর্জ্জুনের বিদ্যা যদি হৈল সমাধান।
রঙ্গভূমি মধ্যে কর্ণ কৈল আগুয়ান॥
কাঞ্চন জিনিয়া তার অঙ্গের বরণ।
শ্রবণ পরশে দিব্য পঙ্কজ-নয়ন॥
শ্রবণে কুণ্ডলযুগ দীপ্ত দিনকর।
অভেদ্য কবচে আবরিত কলেবর॥
দুই দিকে দুই তূণ বামে ধরে ধনু।
আজানুলম্বিত ভুজ আনন্দিত তনু॥
অবহেলে অবজ্ঞা করয়ে সর্ব্বজনে।
বালকের ক্রীড়া প্রায় ভাব লোক মনে॥
কর্ণেরে দেখিয়া সব লোকে চমৎকার।
কেহ বলে এই হবে দেবের কুমার॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর কিবা না জানি নির্ণয়।
আচম্বিতে কোথা হৈতে আইল দুর্জ্জয়॥
দেখিবার তরে লোক করে হুড়াহুড়ি।
ঠেলাঠেলি একের উপরে আর পড়ি॥
তবে কর্ণ মহাবীর সূর্য্যের নন্দন।
অর্জ্জুনে চাহিয়া বলে করিয়া গর্জ্জন॥
যতেক করিলা তুমি সভার ভিতর।
তাহা হৈতে বিদ্যা আমি জানি বহুতর॥

দেখিয়া আমার বিদ্যা হইবে বিস্ময়।
অসংখ্য আমার বিদ্যা সংখ্যা নাহি হয়॥
এত শুনি বিষণ্ণ হইল ধনঞ্জয়।
তবে আজ্ঞা দেন দ্রোণাচার্য্য মহাশয়।
কোন্ বিদ্যা জানহ সবার অগ্রে কহ।
শুনি কর্ণ মহাবীর ঘুচায় সন্দেহ॥
প্রকাশিল নানা অস্ত্র লোকে অগোচর।
করিয়াছিলেন যত পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
দেখিয়া সবার মনে বিস্ময় জন্মিল।
দুর্য্যোধন নিরখিয়া প্রফুল্ল হইল॥
ভ্রাতৃগণ মধ্যে বসি ছিল দুর্য্যোধন।
অতি শীঘ্র উঠিয়া করিল আলিঙ্গন॥
ধন্য ধন্য বীর তুমি ছিলা কোন্ দেশে।
হেথায় আইলে তুমি মম ভাগ্যবশে॥
ক্ষিতিমধ্যে যত ভোগ আছয়ে আমার।
আজি হৈতে দিলাম সে সর্ব্বাল তোমার॥
কর্ণ বলে সত্য আমি করি অঙ্গীকার।
আজি হৈতে দাস আমি হইনু তোমার॥
কেবল আছয়ে এই এক নিবেদন।
অর্জ্জুনের সঙ্গে ইচ্ছা করিবারে রণ॥
এতেক বলিলা যদি কর্ণ মহাবীর।
ক্রোধে ধনঞ্জয় অতি কম্পিত শরীর॥
অর্জ্জুন বলিল তোরে কে ডাকিল হেথা।
কেবা বলে তোমারে সভাতে কহ কথা॥
অনাহুত আসিয়া দ্বন্দ্ব করহ সভায়।
ইহার উচিত ফল পাইবে ত্বরায়॥
নাহি জিজ্ঞাসিতে যেবা বলয়ে বচন।
আসিয়া আপনি খায় বিনা নিমন্ত্রণ॥
ঘোর নরকেতে গতি পায় সেইজন।
সেই গতি মম স্থানে পাইবি এখন॥
কর্ণ বলে ধনঞ্জয় গর্ব্ব পরিহর।
সভাতে সকল লোক জিনি অস্ত্রধর॥
বীর্য্যেতে অধিক যেই তারে বলি রাজা।
ধর্ম্মবন্ত লোক বীর্য্যবন্তে করে পূজা॥
হীনলোকপ্রায় কেন দেহ গালাগালি।
অস্ত্রে অস্ত্রে দ্বন্দ্ব কর তবে জানি বলী॥
মম সনে রণে জিন তবে জানি বীর।
দ্রোণগুরু-অগ্রেতে কাটিব তোর শির॥
এতেক শুনিয়া দ্রোণ ঘূর্ণিত নয়ন।
আজ্ঞা দেয় অর্জ্জুনেরে করিবারে রণ।
এত শুনি সুসজ্জ হইয়া ধনঞ্জয়।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া করেন প্রলয়॥
সপক্ষ হইল পৃষ্ঠে চারি সহোদর।
কৃপাচার্য্য দ্রোণাচার্য্য ভীষ্ম বীরবর॥
অগ্র হৈল কর্ণবীর হাতে ধনুঃশর।
সপক্ষ হইল কুরু শত সহোদর॥
আর যত মহাবীর যোদ্ধা লক্ষ লক্ষ।
কেহ পাণ্ডবের পক্ষ কেহ কুরুপক্ষ॥
পুত্রস্নেহে গগনে আগত পুরন্দর।
অর্জ্জুনে করিল ছায়া যত জলধর॥
কর্ণভিতে যত তাপ করেন তপন।
সুসজ্জ হইল সবে করিবারে রণ॥
সকুণ্ডল কর্ণবীর দেখি বিদ্যমানে।
কুন্তীদেবী জানিলেন আপন নন্দনে॥
পুত্রে পুত্রে বিবাদ দেখিয়া কুন্তীদেবী।
ঘন ঘন মূর্চ্ছা হয় মহাতাপ ভাবি॥
হেনকালে কৃপাচার্য্য বলিল ডাকিয়া।
সর্ব্বলোক শুনে কহে কর্ণেরে চাহিয়া।
এই পার্থবীর হয় পৃথার নন্দন।
কুরু মহাবংশে জন্ম বিখ্যাত ভুবন॥
তোমার সহিত আজি করিবেক রণ।
তুমি কহ কোন্‌বংশ কাহার নন্দন॥
জ্ঞাত হৈলে দোঁহাকারে করাইব রণ।
সমবংশ হৈলে যুদ্ধ হয় সুশোভন॥
নাহি অভিমান মম জয় পরাজয়।
রাজপুত্র ইতর লোকেতে যুদ্ধ নয়॥
শুনিয়া কৃপের কর্ণ এতেক বচন।
হেঁটমুণ্ড হৈল বীর বিরস বদন॥
না দিল উত্তর কিছু কর্ণ মহাবল।
বৃষ্টি হৈলে ছিন্ন যেন কমলের দল॥
কৃপেরে চাহিয়া বলে রাজা দুর্য্যোধন।
বিবিধ প্রকারে নানা শাস্ত্রের বচন॥

সম বংশ হয় যার লোকে যারে পূজে।
সবা হৈতে যেইজন বীর্য্যবন্ত তেজে॥
রাজা হৈলে পার্থ যদি করিবেক রণ।
আজি আমি কর্ণে রাজা করিব এখন॥
অঙ্গদেশে কর্ণ আজি হবে দণ্ডধর।
এত বলি আজ্ঞা দিল ডাকি অনুচর॥
অভিষেক দ্রব্য আনাইল ততক্ষণে।
বসাইল কর্ণবীরে কনক আসনে॥
শিরেতে ধরিল ছত্র রতন-মণ্ডিত।
রাজগণে চামর ঢুলায় চারিভিত॥
কনক অঞ্জলি সব ফেলিল নিছিয়া।
ভীষ্ম দ্রোণ রহিলেন বিস্মিত হইয়া॥
তবে কর্ণ মহাবীর প্রসন্ন বদন।
দুর্য্যোধন প্রতি বলে হৈয়া হৃষ্ট মন॥
দিলা অঙ্গদেশেতে আমার অধিকার।
আজ্ঞা কর কোন্ প্রিয় করিব তোমার॥
দুর্য্যোধন বলে অন্য নাহি প্রয়োজন।
হইব তোমার সখা এই মম মন॥
অচল সৌহৃদ্য ইচ্ছা তোমার সহিতে।
এই মম বাঞ্ছা আজ্ঞা কর তুমি মিতে॥
কর্ণ বলে সখা মম সুদৃঢ় বচন।
পরম স্নেহেতে দোঁহে করে আলিঙ্গন॥
হেনকালে অধিরথ জাতিতে সারথি।
লোক মুখে শুনে পুত্র হৈল নরপতি॥
বয়সে অত্যন্ত বৃদ্ধ চলে যষ্টিভরে।
উঠিতে পড়িতে বুড়া যায় দেখিবারে॥
বৃদ্ধ দেখি সব লোক ছাড়ি দিল পথ।
সভামধ্যে প্রবেশ করিল অধিরথ॥
অধিরথে দেখি কর্ণ আস্তে ব্যস্তে উঠি।
প্রণাম করিল শির ভূমিতলে লুঠি॥
কর্ণ প্রণমিল অধিরথের চরণে।
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেক সভাজনে॥
পাণ্ডব জানিল কর্ণ সূতের নন্দন।
উপহাস করি ভীম বলিল বচন॥
অর্জ্জুন সহিত রণে হও শক্তিমন্ত।
এখন সে জানিলাম তোর আদি অন্ত॥
ওহে কর্ণ তুমি অধিরথের নন্দন
এতক্ষণ না জানি এ সব বিবরণ॥
সভাতে সম্ভ্রম কার্য্য কর জাতি মত।
হাতেতে প্রবোধ বাড়ি চালা গিয়া রথ॥
আরে নরাধম তোর কি মত যোগ্যতা।
অঙ্গদেশে রাজা হও এ অদ্ভুত কথা॥
যজ্ঞের নিকটে যদি শুনী কভু যায়।
যজ্ঞের বিভাগ হবি কুক্কুরে কি পায়॥
ভীম মুখে শুনি কর্ণ কাঁপয়ে অধর।
নিশ্বাস ছাড়িয়া কর্ণ চাহে দিনকর॥
এত শুনি মহাক্রুদ্ধ হৈল দুর্য্যোধন।
অগ্র হৈয়া বলে দম্ভে মেঘের গর্জ্জন॥
সখা করিলাম কর্ণে সভার ভিতর।
এ কথা কহিতে যোগ্য নহে বৃকোদর॥
শ্রেষ্ঠ বলি ক্ষত্রমধ্যে বলিষ্ঠ যেজন।
শূরের নদীর অন্ত পায় কোন্‌জন॥
জল হৈতে শীতল যে না শুনি শ্রবণে।
তাহাতে জন্মিলে অগ্নি দহে ত্রিভুবনে॥
দধীচির হাড়েতে বজ্রের হৈল জন্ম।
দৈত্যের দনুজদলে করে শূরকর্ম্ম॥
কার্ত্তিকেয় জন্ম কেহ দৃঢ় নাহি জানে।
কেহ বলে শিব হৈতে কেহ বা আগুনে॥
গঙ্গার নন্দ কেহ বলে কৃত্তিকার।
জন্মের নিয়ম নাই পূজ্য সবাকার॥
বিপ্র হৈতে ক্ষত্র জন্ম সর্ব্বকাল জানি।
ক্ষত্র হৈয়া বিপ্র হৈল বিশ্বামিত্র মুনি॥
কলসে জন্মিল দ্রোণ কৃপ শরবনে।
বশিষ্ঠ অপ্সরী-পুত্র কেবা নাহি জানে॥
তোমা সবাকার জন্ম জানি ভালমতে।
তুমি নিন্দা কর মিত্রে আমার সাক্ষাতে॥
কর্ণেরে কিমত বলি লয় তোর মনে।
ক্ষিতিমধ্যে আছে কেহ এমত লক্ষণে॥
সকুণ্ডল কবচ যাহার কলেবর।
তোর চিত্তে লয় অধিরথের কোঙর॥
প্রত্যক্ষ দেখহ কর্ণ সম দিবাকরে।
ব্যাঘ্র কভু লয় জন্ম মৃগীর উদরে॥

সকল পৃথিবী শোভে কর্ণে অধিকার।
কর্ণ রাজা হৈলে অঙ্গদেশ কোন্ ছার ॥
কর্ণ বাহুবলে সবে করিবেক পূজা।
অনুগত হবে আমা সহ সর্ব্ব রাজা ॥
এতেক কহিল সভামধ্যে দুর্য্যোধন।
হাহাকার শব্দ হৈল সভাতে তখন ॥
কেহ বলে ভেদাভেদ হৈল ভ্রাতৃগণ।
কেহ বলে দ্বন্দ্ব আর নহে নিবারণ ॥
অস্ত গেল দিনকর রজনী প্রবেশ।
রাজগণ চলি গেল যার যেই দেশ ॥
কর্ণ-হস্ত ধরিয়া চলিল দুর্য্যোধন।
যোগান চলিল ভাই একশত জন ॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব চলিল নিজ স্থান।
আগে পাছে পরিবার করিল প্রয়াণ ॥
হর্ষান্বিত কুন্তীদেবী জানিয়া কারণ।
অঙ্গদেশে রাজা হৈল আমার নন্দন ॥
দুর্য্যোধন হরষিত হইল নির্ভয়।
নিরবধি কম্প হৈত দেখি ধনঞ্জয় ॥
ত্যজিল অর্জ্জুন-ভয় কর্ণেরে পাইয়া।
যুধিষ্ঠির ভীত অতি কর্ণেরে দেখিয়া ॥
কর্ণ সম বীর নাহি আর যে সংসারে।
এই ভয় সদা জাগে ধর্ম্মের অন্তরে ॥
আদিপর্ব্ব ভারত ব্যাসের বিরচিত।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সঙ্গীত ॥

দ্রোণাচার্য্যের দক্ষিণা প্রার্থনা।

কতদিনে দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণ প্রতি।
দক্ষিণা আমারে দেহ বলেন সুমতি ॥
দ্রোণ বলিলেন শুন পার্থ দুর্য্যোধন।
রত্ন আদি ধনে মম নাহি প্রয়োজন ॥
পাঞ্চাল ঈশ্বর খ্যাত দ্রুপদ ভূপতি।
রণমধ্যে তারে আন বান্ধিয়া সম্প্রতি ॥
বিশেষ প্রতিজ্ঞা কৈল কুন্তীর নন্দন।
পূর্ব্বে সত্য কৈল না করিতে অধ্যয়ন ॥
এতেক শুনিয়া যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন।
বলিলেন সৈন্যগণে সাজিতে তখন ॥
সৈন্যগণ সাজিল দেখিয়া ধনঞ্জয়।
এক রথে চড়ি যায় নির্ভয় হৃদয় ॥
করপুটে জ্যেষ্ঠেরে করিল নিবেদন।
তুমি তথাকারে যাবে কিসের কারণ ॥
আমা হৈতে কর্ম্ম যদি না হয় সাধন।
তবে প্রভু পাঠাইও অন্য কোন জন ॥
এতেক বলিয়া পার্থ হইয়া সত্বর।
প্রবেশ করেন ক্ষণে পাঞ্চাল নগর ॥
দ্রুপদ পাইল অর্জ্জুনের সমাচার।
আজ্ঞা কৈল আপনার সৈন্য সাজিবার ॥
দ্রুপদ চিন্তিত অতি না জানি কারণ।
অর্জ্জুনের আগমন কোন্ প্রয়োজন ॥
মন্ত্রী পাঠাইয়া দিল অর্জ্জুন-গোচর।
মন্ত্রী বলে অর্জ্জুনে করিয়া যুগ্মকর ॥
কহ কুরুবর তব কেন আগমন।
আজ্ঞা কর কোন্ কর্ম্ম করিব সাধন ॥
রাজার মন্দিরে চল লহ রাজপূজা।
তোমা দরশনে বড় ইচ্ছা করে রাজা ॥
অর্জ্জুন বলেন সব হবে ব্যবহার।
রাজারে জানাও এই সংবাদ আমার ॥
অতিথির যত পূজা পাইলাম আমি।
কেবল আমারে আসি যুদ্ধ দেহ তুমি ॥
সসৈন্যে আসিতে বল সংগ্রামের স্থলে।
নহিলে অনিষ্ট বড় হইবে পাঞ্চালে ॥
কহিলেন মন্ত্রী গিয়া রাজার গোচর।
শুনি ক্রোধে কম্পিল দ্রুপদ নৃপবর ॥
ক্ষত্র হয়ে হেন বাক্য সহে কার প্রাণে।
চতুরঙ্গ দলে হৈল বাহির তখনে ॥
অশ্ব গজ রথ তার না যায় গণনে।
সসৈন্যে বেড়িল গিয়া পাণ্ডুর নন্দনে ॥
বসিয়া আছেন পার্থ নিঃশঙ্ক হৃদয়।
নানা অস্ত্র বরিষণ করে সৈন্যচয় ॥
অস্ত্র বরিষণ দেখি উঠেন অর্জ্জুন।
আকর্ণ পূরিয়া টঙ্কারিল ধনুর্গুণ ॥

দ্রোণের চরণ ভাবি এড়েন যে শর।
মুহূর্ত্তেকে আচ্ছাদিল দেব দিবাকর॥
আষাঢ় শ্রাবণে যেন নবজলধর।
বৃষ্টিধারা পড়ে তেন রথের উপর॥
রথী কাটা গেল যদি পলায় সারথি।
দশন কাটিল পলাইয়া যায় হাতী॥
পলায় তুরঙ্গ কাটা গেল আসোয়ার।
পদাতি পলায় হাত কাটা গেল যার॥
পলাইল যত জন পাইল সে প্রাণ।
আর যত সৈন্য রণে হইল নিধন॥
হত সৈন্য লইয়া পলায় নরপতি।
পাছু থাকি ডাকিয়া বলেন পার্থ কৃতী॥
নির্ভয় হইয়া রাজা বহুড়ি দ্রুপদ।
আমার নিকটে তব নাহিক আপদ॥
প্রাণে ভয় পেয়ে যেই ভঙ্গ দেয় রণে।
নিশ্চয় লইব ধরি না যায় খণ্ডনে॥
বাহুড়িল নরপতি অর্জ্জুন বচনে
হইল দারুণ যুদ্ধ দ্রুপদ অর্জ্জুনে॥
মন্ত্র পড়ি দিব্য অস্ত্র ছাড়েন অর্জ্জুন।
কাটিলেন তখনি তাহার ধনুগুর্ণ॥
ধনু কাটা গেল রাজা লাগিল চিন্তিতে।
ধরিলেন অর্জ্জুন তাহার দুই হাতে॥
নিজ রথে চড়াইয়া করেন গমন।
হেনকালে সম্মুখে আইল দুর্য্যোধন॥
চতুরঙ্গদলে আসে কৌরব ঈশ্বর।
দ্রুপদে দেখিল পার্থ রথের উপর॥
দুর্য্যোধন বলে পার্থ নহিল শোভন।
গুরু আজ্ঞা দ্রুপদেরে করিতে বন্ধন॥
এত বলি আপনি উঠিল দুর্য্যোধন।
হস্তপদ দ্রুপদের করিল বন্ধন॥
ভূমে চালাইয়া নিল করে কেশ ধরি।
সেইমতে উত্তরিল দ্রোণ বরাবরি॥
ফেলাইল দ্রুপদেরে দ্রোণের চরণে।
দ্রুপদে দেখিয়া দ্রোণ বলেন তখনে॥
বলি যে দ্রুপদ তোর সৈন্য গেল কোথা
কোথা তোর প্রজাগণ নবদণ্ডছাতা॥

পুনরপি হাসিয়া বলেন গুরু দ্রোণ।
স্থির হও ভয় নাই আমার সদন॥
জাতিতে ব্রাহ্মণ আমি ক্ষণমাত্র ক্রোধ।
বিশেষ বালক সখা চিত্তে উপরোধ॥
পূর্ব্বের বচন সখা হয় কি স্মরণ।
সে৺কে বলিলা দিতে একটি ভোজন॥
এক্ষণে সমান হইলাম দুইজন।
এবে সখা বলিবে কি আমারে রাজন॥
বাল্যকালে করেছিলে যেই অঙ্গীকার।
আমি রাজা হৈলে অর্দ্ধ তব অধিকার॥
পালিতে নারিলে তুমি আপন বচন।
এবে সব রাজ্য হৈল আমার শাসন॥
তুমি না পালিলে আমি চাহি পালিবারে
পাঞ্চালে অর্দ্ধেক রাজ্য দিলাম তোমারে
গঙ্গার দক্ষিণ তীর কর অধিকার।
উত্তর তটের রাজ্য সকলি আমার॥
অর্দ্ধ অর্দ্ধ রাজ্য এই দোঁহার সমান।
পুনঃ সখা হও যদি হও যত্নবান॥
এত শুনি বলিল দ্রুপদ নৃপবর।
পরম মহৎ তুমি জগৎ ভিতর।
যে আজ্ঞা করিলা তাহা স্বীকার আমার।
তুমি সখা হও আমি হইনু তোমার॥
দ্রোণ বলিলেন তব ঘুচুক বন্ধন।
মুক্ত হয়ে যাও তুমি দ্রুপদ রাজন॥
সহজে ক্ষত্রিয় জাতি ক্ষমা নাহি মানে।
দেশে নাহি গেল রাজা করি অভিমানে॥
মাকন্দী নগরে বৈসে ভাগীরথী তীরে।
তথায় রহিল দুঃখ ভাবিয়া অন্তরে॥
দ্রোণেরে জিনিব আমি কেমন উপায়।
কুরুকুল আদি শিষ্য যাহার সহায়॥
বলেতে নাহিক শক্তি দ্রোণের সংহতি।
এই মনে চিন্তে সদা দ্রুপদ ভূপতি॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুষ্টমতি দুর্য্যোধন।
আমারে সভাতে নিল করিয়া বন্ধন॥
দ্রোণ দুর্য্যোধন দুই বধের কারণ।
যজ্ঞ করিবারে দ্বিজ কৈল নিয়োজন॥

দ্বিজবাক্য মন্ত্র বিনা নাহিক উপায়।
এত ভাবি যজ্ঞ করে পাঞ্চালের রায়॥
অর্দ্ধেক পাঞ্চাল ভাগীরথীর দক্ষিণে।
তার অধিকারী হৈল দ্রুপদ রাজনে॥
অহিচ্ছত্রা নামে ভূমি গঙ্গার উত্তর।
অর্দ্ধেক পাঞ্চালে দ্রোণ হলেন ঈশ্বর॥

যুধিষ্ঠিরের যৌবরাজ্যাভিষেক।

মুনি বলিলেন রাজা কর অবধান।
অনন্তর শুন পিতামহ উপাখ্যান॥
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি বুঝিয়া বিধান।
যুবরাজ করিতে করেন অনুমান॥
কুরুকুলে জ্যেষ্ঠ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির।
সকল জনের প্রিয় ধর্ম্মশীল ধীর॥
যুধিষ্ঠিরে অভিষেক কৈল যুবরাজ।
পাইল পরম প্রীতি সকল সমাজ॥
যুধিষ্ঠির সৌজন্যেতে সবে রৈল বশে।
পৃথিবী হইল পূর্ণ ধর্ম্মপুত্র-যশে॥
ভীমার্জ্জুন দুই ভাই রাজাজ্ঞা পাইয়ে।
চতুর্দ্দিকে রাজগণে বেড়ায় শাসিয়ে॥
জিনিল অনেক দেশ কত লব নাম।
বহু রাজা সহ হৈল অনেক সংগ্রাম॥
উত্তম পশ্চিম পূর্ব্ব জম্বুদ্বীপ আদি।
জিনিয়া আনিল দোঁহে বহু রত্ননিধি॥
সহদেব হৈল মন্ত্রী অতুল ভুবনে।
নকুল দুর্জ্জয় যোদ্ধা ধীর সর্ব্বগুণে॥
পাণ্ডবের প্রশংসা করয়ে সর্ব্বজন।
ধন্য ধন্য বলি ক্ষিতি হইল ঘোষণ॥
ধৃতরাষ্ট্র শুনিয়া হইল ছন্নমতি।
পাণ্ডবের যশ কীর্ত্তি বাড়ে নিতি নিতি॥
বিধির লিখন কেবা খণ্ডাইতে পারে।
সংশয় হইল চিত্তে অন্ধ নৃপবরে॥
মম পুত্রগণ-গুণ কেহ নাহি বলে।
পাণ্ডবের যশ প্রচারিল ভূমণ্ডলে॥
এই সব ভাবনা করয়ে অনুক্ষণ।
শয়নে না হয় নিদ্রা না রুচে ভোজন॥
কুরুবংশে বৃদ্ধ মন্ত্রী জাতিতে ব্রাহ্মণ।
কণিকেরে ডাকি আনাইল ততক্ষণ॥
একান্তে কণিকে আনি বলিল তাহাকে।
পরম বিশ্বাস তেঁই ডাকাই তোমাকে॥
পাণ্ডবের যশ কীর্ত্তি বাড়ে দিনে দিনে।
চিত্ত স্থির নহে মম ইহার কারণে॥
ইহার উপায় তুমি বলহ সত্বর।
কণিক শুনিয়া তবে করিল উত্তর॥
আমার বচন যদি রাখ নররায়।
খণ্ডিবে সকল চিন্তা হইবে বিজয়॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে তুমি যে কর বিচার।
মম দৃঢ় বাক্য সেই কর্ত্তব্য আমার॥
কণিক বলিল রাজা শুন রাজনীত।
পূর্ব্বাপর আছে হেন শাস্ত্রের বিহিত॥
কার্য্য না থাকিলে তবু সাধিবেক দণ্ড।
আত্মবশ করিবেক সব রাজ্যখণ্ড॥
আত্মছিদ্র লুকাইবে পরম যতনে।
পরছিদ্র পাইলে ধরিবে ততক্ষণে॥
সময় বুঝিয়া রাজা করিবেক কর্ম্ম।
ক্ষণে গুপ্ত ক্ষণে ব্যক্ত যেইমত কর্ম্ম॥
দুর্ব্বল দেখিয়া শত্রু দয়া নাহি করি।
শরণ লইবে তবু না রাখিবে বৈরী॥
শত্রুকে বলিষ্ঠ দেখি করিবে বিনয়।
অপমান আদি ক্লেশ সহিবে হৃদয়॥
সদাই রাখিবে তারে স্কন্ধেতে করিয়া।
সময় পাইলে মারি ভূমে আছাড়িয়া॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এক শুন নরপতি।
বনেতে শৃগাল বৈসে বিজ্ঞ সর্ব্বনীতি॥
সিংহ ব্যাঘ্র নকুল মূষিক ও শৃগাল।
পঞ্চজন সখা বনে আছে চিরকাল॥
একদিন বনে চরে একটি হরিণী।
অতিশয় মাংস গায় আছয়ে গর্ভিণী॥
শৃগাল দেখিয়া মৃগে মৃগের ঈশ্বরে।
যত্ন করি সিংহ না পারিল ধরিবারে॥

শৃগাল বলিল তবে শুন সখাগণ।
ধরিব হরিণ শুন আমার বচন॥
বলেতে সমর্থ কেহ নহিবে তাহার।
মূষিক হইতে তারে করিব সংহার॥
শ্রান্ত আছে হরিণী শুইবে কোন স্থান।
ধীরে ধীরে মূষা তথা করহ প্রয়াণ॥
দূরে থাকি যাবে তথা করিয়া সুড়ঙ্গ।
নিঃশব্দে যাইবে যেন না জানে কুরঙ্গ॥
সুড়ঙ্গ কাটিবে তার চরণ যথায়।
কাটিবা পদের শির করিয়া উপায়॥
পদশির কাটা গেলে অশক্ত হইবে।
অবহেলে সিংহ তারে অবশ্য ধরিবে॥
এত শুনি সম্মত হইল সর্ব্বজন।
যা বলিল জম্বুক করিল ততক্ষণ॥
কাটা গেল পদশির মূষিক দংশনে।
হীনশক্তি দেখি সিংহ ধরিল তখনে॥
হরিণ পড়িল সবে হরিষ বিধান।
শৃগাল আপন চিত্তে করে অনুমান॥
সিংহ ব্যাঘ্র খেলে মাংস কি আর পাইব
সকল খাইতে মাংস উপায় করিব॥
এত ভাবি শৃগাল করিয়া যোড়কর।
মিনতি করিয়া কহে সবার গোচর॥
দেখ দৈবযোগে আজি পড়িল হরিণ।
মাংসশ্রাদ্ধ করি আজ পিতৃলোক দিন॥
স্নান করি শুচি হৈয়া সবে এস গিয়া।
ততক্ষণ মৃগ আমি রাখিব জাগিয়া॥
বুদ্ধিমন্ত শৃগালের যুক্তি অনুসারে।
ততক্ষণে গেল সবে স্নান করিবারে॥
সবা হৈতে শ্রেষ্ঠ সিংহ বলিষ্ঠ বিশেষে।
গিয়া স্নান করি এল চক্ষুর নিমিষে।
স্নান করি আসি সিংহ দেখয়ে জম্বুকে॥
অত্যন্ত বিরসে বসি আছে হেঁটমুখে।
সিংহ বলে সখা কেন বিরস বদন।
স্নান করি এস মাংস করিব ভক্ষণ॥
শৃগাল বলিল সখা কি কহিব কথা॥
মূষিকের বচনে জন্মিল বড় ব্যথা॥
মহাবলী সিংহ বলি জানে সর্ব্বজন।
আমি মারিলাম সিংহ করিবে ভক্ষণ॥
সিংহ বলে হেন বাক্য সহে কোন্‌জন।
কোন ছার মূষা হেন বলিবে বচন॥
না খাইব মাংস আমি খাউক আপনি।
নিজ বীর্য্যবলে মৃগ ধরিব এখনি॥
এত বলি গেল সিংহ গহন কাননে।
স্নান করি ব্যাঘ্র তবে আইল সে স্থানে॥
আস্তে ব্যস্তে কহে শিবা শুন প্রাণসখা।
ভাগ্যেতে তোমারে সিংহ না পাইল দেখা
এখনি গেলেন তেঁহ তোমা ধরিবারে।
আমারে বলিল তুমি না বলিহ তারে॥
চিরকাল সখা তুমি না বলি কেমনে।
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম যেবা লয় মনে॥
এতেক শুনিয়া ব্যাঘ্র শৃগাল বচন।
হৃদয়ে বিস্মিত হৈয়া ভাবে মনে মন॥
নাহি জানি কোন্ দোষ করিলাম তার।
ক্রোধ করিয়াছে কেন না বুঝি বিচার॥
হেথায় থাকিলে হবে বড়ই প্রমাদ।
স্থান তেয়াগিয়া যাব কি কাজ বিবাদ॥
এত বলি ব্যাঘ্র প্রবেশিল ঘোর বনে।
কতক্ষণে মূষিক আইল সেই স্থানে॥
মূষিকে দেখিয়া শিবা করিল ক্রন্দন।
আইস ভাই তোমায় করি আলিঙ্গন॥
হেন সখা নকুলের হইল কুমতি।
ছাড়িতে নারিল পূর্ব্ব আপন প্রকৃতি।
আচম্বিতে সর্প সঙ্গে হৈল তার দেখা।
যুদ্ধে হারি তার কাছে হৈল তার সখা॥
স্নান করি এখানে আইল দুই জন।
সর্পেরে না দিল মাংস করিতে ভক্ষণ॥
পঞ্চজন মিলিয়া যে মারিলাম মৃগী।
এখন নকুল আনে আর এক ভাগী॥
সখা না পাইল ভাগ নকুল কুপিল।
তোমারে ধরিয়া খেতে নকুল বলিল॥
দুইজন মিলি গেল তোমা খুঁজিবারে।
এথা এলে ধরিহ বলিয়া গেল মোরে॥

এত শুনি মূষিকের উড়িল পরাণ।
অতি শীঘ্র পলাইয়া গেল অন্য স্থান॥
হেনকালে নকুল আসিয়া উপনীত।
ক্রোধে শিবা কহে তারে সময় উচিত॥
সিংহ আদি তিন জন করিল সমর।
হারিয়া আমার যুদ্ধে গেল বনান্তর॥
তোর শক্তি থাকে যদি আসি কর রণ।
নহিলে পলাহ তুমি লইয়া জীবন॥
সহজে নকুল ক্ষুদ্র শিবা বলবান।
বিনা যুদ্ধে পলাইয়া গেল অন্য স্থান॥
হেনমতে চারি ঠাঞি চারি বুদ্ধি কৈল।
যুদ্ধে সবা জিনি মৃগ আপনি খাইল॥
কণিক বলিল রাজা কর অবধান।
এমত করিলে রাজা হয় রাজ্যবান॥
বলিষ্ঠে বুদ্ধিতে জিনি মারিবেক বলে।
লুব্ধজনে ধন দিয়া মারিবেক ছলে॥
শত্রুরে পাইলে রাজা কভু না ছাড়িবে।
জন্মাইয়া বিশ্বাস বিপক্ষেরে মারিবে॥
জানিবে যে শত্রু মম জীবনের বৈরী।
তাহারে মারিবে আনাইয়া দিব্য করি॥
বিশ্বাসিয়া দিব্য করি মারে শত্রু সব।
নাহিক ইহাতে পাপ কহেন ভার্গব॥
এ সব বুঝিয়া রাজা করহ উপায়।
এবে না করিলে শেষে দুঃখ পাবে রায়।
এত বলি কণিক চলিল নিজ ঘর।
চিন্তিতে লাগিল মনে অন্ধ নৃপবর॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।
কাশীরাম দাস কহে অদ্ভুত চরিত্র॥

পাণ্ডবদিগের বারণাবতে গমন।

যুধিষ্ঠির যুবরাজ সুখী সর্ব্বজন।
স্থানে স্থানে বিচার করয়ে প্রজাগণ॥
ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির দয়ার সাগর।
পুত্রভাবে দেখে রাজা অমাত্য কিঙ্কর॥
যুধিষ্ঠির রাজা হৈলে সবে থাকে সুখে।
রাজার নন্দন রাজ্য সম্ভবে তাঁহাকে॥
ভীষ্ম রাজা নহিলেন সত্যের কারণ।
ধৃতরাষ্ট্র না হইল অন্ধ দ্বিনয়ন॥
বিশেষ রাজার যোগ্যপাত্র যুধিষ্ঠির।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সুবুদ্ধি সুধীর॥
চলহ যাইব প্রজা আছি যে যতেক।
যুধিষ্ঠিরে রাজা কর করি অভিষেক॥
হাটে বাটে নগরে চত্বরে এই কথা।
দুর্য্যোধন শুনিয়া জন্মিল বড় ব্যথা॥
বিরস বদনে গেল পিতার গোচর।
দেখিল জনক বসিয়াছে একেশ্বর॥
সকরুণে পিতারে বলয়ে দুর্য্যোধন।
অবধান কর যাহা বলে প্রজাগণ॥
অবজ্ঞায় অনাদর করিল তোমারে।
রাজা ইচ্ছা করে সবে কুন্তীর কুমারে॥
ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ সেই রাজযোগ্য নয়।
যুধিষ্ঠিরে রাজা কর সে রাজতনয়॥
এইমত বিচার করয়ে সর্ব্বজন।
রাজপুত্র যুধিষ্ঠির হইবে রাজন॥
তাহার নন্দন হৈলে সেই হবে রাজা।
আমা সবাকারে আর না মানিবে প্রজা॥
অকারণে জন্মে যেই পরভাগ্যজীবী।
অকারণে আমারে ধরিল এ পৃথিবী॥
পুত্রের শুনিয়া রাজা এতেক বচন।
হৃদয়ে বাজিল শেল চিন্তিত রাজন॥
দুঃশাসন কর্ণ আর শকুনি দুর্ম্মতি।
বিচারিয়া কহে কথা অন্ধরাজ প্রতি॥
পাণ্ডবের ভয় রাজা তবে দূর হয়।
বাহির করিয়া দেহ করিয়া উপায়॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া বলে অম্বিকানন্দন।
কিমতে বাহির করি পাণ্ডুপুত্রগণ॥
যখন আছিল পাণ্ডু পৃথিবীর রাজা।
সেবকের প্রায় মম করিত সে পূজা॥
নাম মাত্র রাজা সেই আমি দিলে খায়।
নিরবধি সমর্পয়ে যথা যাহা পায়॥

তাহার অধিক হৈল তার পুত্রগণ।
আজ্ঞাবর্ত্তী হয়ে মম থাকে অনুক্ষণ॥
দেবপ্রায় আমারে পূজেন যুধিষ্ঠির।
কোন্ দোষ দিয়া তারে করিব বাহির॥
দুর্য্যোধন বলে যাহা কহিলে প্রমাণ।
পূর্ব্বে আমি জানিয়া করিলাম বিধান॥
যত রথী মহারথী আছে ভ্রাতৃগণ।
সবারে করিব বশ দিয়া বহু ধন॥
সেবকগণের প্রতি নাহিক বিচার।
চিত্তেতে বুঝিয়া কার্য্য কর আপনার॥
এক বাক্য কহি পিতা কর অবধান।
আছয়ে অপূর্ব্ব অতি অনুপম স্থান॥
নগর বারণাবত দেশের বাহির।
ভ্রাতৃ-মাতৃ-সহ তথা যাক যুধিষ্ঠির॥
এথা আমি নিজ রাজ্য স্ববশ করিলে।
এ স্থানে আসিবে পুনঃ কতদিন গেলে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলেন করিলা যে বিচার।
নিরবধি এই চিত্তে জাগয়ে আমার॥
পাপকর্ম্ম বলি ইহা প্রকাশ না করি।
গুপ্তে রাখিলাম লোকাচারে বড় ডরি॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ বিদুরাদি ধর্ম্মচিত।
এ কথা স্বীকার না করিবে কদাচিত॥
এ চারি জনার যদি নহিবে স্বীকার।
কার্য্যসিদ্ধি হইবেক কেমন প্রকার॥
এত শুনি পুনরপি বলে দুর্য্যোধন।
তাহার যেমন ভীষ্ম আমার তেমন॥
অশ্বত্থামা গুরুপুত্র মম অনুগত।
দ্রোণ কৃপ সহ অশ্বত্থামার সম্মত॥
বিদুর সর্ব্বাংশে সেবা করে পাণ্ডবেরে।
হইলে সহজে একা কি করিতে পারে॥
তুমিত চিন্তহ পিতা উপায় ইহার।
পাণ্ডব থাকিতে নিদ্রা নাহিক আমার॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে যদি করি বলাৎকার।
অপযশ ঘুষিবেক সকল সংসার॥
এমন উপায় করি করহ মন্ত্রণা।
আপন ইচ্ছায় যায় নগর বারণা॥

এত শুনি দুর্য্যোধন চলিল সত্বর।
নানারত্ন লৈয়া গেল মন্ত্রিগণ ঘর॥
তবে দুর্য্যোধন দিয়া বিবিধ রতন।
ক্রমে ক্রমে বশ করে সব মন্ত্রিগণ॥
শিখাইল মন্ত্রিগণে কপট করিয়া।
নগর বারণাবত উত্তম বলিয়া॥
অনুব্রত কহে সবে সম্মুখে বিমুখে॥
নগর বারণা সম নাহি ইহলোকে॥
দুর্য্যোধন দুর্ম্মতি পাইয়া মন্ত্রিগণে।
সেইমত বলিতে লাগিল অনুক্ষণে॥
কতদিনে হইল শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী।
রাজার নিকটে সব মন্ত্রিগণ বসি॥
নগর বারণাবত পুণ্যক্ষেত্র গণি।
প্রত্যক্ষে বৈসেন তথা দেব শূলপাণি॥
আর মন্ত্রী বলে সে জগৎ মনোরম।
নগর বারণাবত ভুবনে উত্তম॥
আর মন্ত্রী বলে তার নাহিক তুলনা।
অমর কিন্নর তথা থাকে সর্ব্বজনা॥
হেনমতে মন্ত্রিগণ বলেন বচন।
বিধির লিখন কর্ম্ম না হয় খণ্ডন॥
যুধিষ্ঠির বলেন সে পুণ্যক্ষেত্রবর।
দেখিব বারণাবত কেমন নগর॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র আনন্দিত মন।
হৃদয়ে কপট মুখে অমৃত-বচন॥
ইচ্ছা যদি হয় তথা করিতে বিহার।
যাহ তবে সেই স্থানে সহ পরিবার॥
জননী সহিত তথা পঞ্চ সহোদর।
যথা সুখে বিহরহ বারণানগর॥
ধনরত্ন সঙ্গে লহ যেই মনে লয়।
কতদিন বঞ্চিয়া আইস নিজালয়॥
এত যদি ধৃতরাষ্ট্র বলে বার বার।
স্বীকার করেন রাজা ধর্ম্মের কুমার॥
দেখিবারে ইচ্ছামাত্র হইল আমার।
এখন যাইতে বল সহ পরিবার॥
ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞাবহ ধর্ম্মের নন্দন।
তাঁর আজ্ঞা কখন না করেন লঙ্ঘন॥

যেম
ততে

যাইব বারণাবত করি অঙ্গীকার।
ধৃতরাষ্ট্র-চরণে করেন নমস্কার ॥
বিজ্ঞ মন্ত্রিগণে তবে করিয়া সম্ভাষ।
যুধিষ্ঠির চলিলেন জননীর পাশ ॥
দেখি দুর্য্যোধন হৈল হরিষ অন্তর।
পুরোচন মন্ত্রী বলি ডাকিল সত্বর ॥
জাতিতে যবন দুর্য্যোধনের বিশ্বাস।
একান্তে আনিয়া তারে কহে মৃদুভাষ ॥
তোমার সমান নাই মন্ত্রীর ভিতরে।
পরম বিশ্বাস তেঁই ডাকি হে তোমারে ॥
তোমার সহিত আমি করি যে বিচার।
অন্যজন মধ্যে ইহা না হয় প্রচার ॥
নগর বারণাবতে পাণ্ডুপুত্র যায়।
তারা না যাইতে আগে যাইবে তথায় ॥
উত্তম করিয়া স্থল করিয়া আলয়।
অগ্নিগৃহ বিরচিবে ব্যক্ত নাহি হয় ॥
স্তম্ভ বিরচিয়া তাতে পূরাইবে ঘৃতে।
স্বর্ণ নিয়োজিয়া গৃহ করিবে তাহাতে ॥
এমত রচিবে কেহ লক্ষিতে না পারে।
নানা চিত্র বিরচিবা লোক-মনোহরে ॥
জতুগৃহ বেড়িয়া করিবে অস্ত্রঘর।
মন্ত্র বিরচিয়া অস্ত্র রাখিবা ভিতর ॥
জোগৃহ হইতে কদাচিত হয় ত্রাণ।
অস্ত্রগৃহে অস্ত্র বাজি হারাইবে প্রাণ ॥
তার চতুর্দ্দিকে গড় খুদিবে গভীর।
লাফে যেন পার নাহি হয় ভীমবীর ॥
সময় বুঝিয়া অগ্নি দিবে সে আলয়।
একত্র থাকিবে তবে সমস্ত সময় ॥
ত্বরিতে চলিয়া যাহ না কর বিলম্ব।
শীঘ্রগতি কর গিয়া গৃহের আরম্ভ ॥
দুর্য্যোধন-আজ্ঞা পেয়ে মন্ত্রী পুরোচন।
বাহন যুড়িল রথে পবন-গমন ॥
ক্ষণেকে পাইল গিয়া বারণানগর।
গৃহ বিরচিতে নিয়োজিল নিশাচর ॥
যেমন করিয়া কহিলেন দুর্য্যোধন।
ততোধিক গৃহ বিরচিল পুরোচন ॥

ভ্রাতৃসহ যুধিষ্ঠির সহিত জননী।
সহ বৃদ্ধগণে যান মাগিতে মেলানি ॥
বাহ্লীক গাঙ্গেয় দ্রোণ কৃপ সোমদত্ত
গান্ধারা সহিত গৃহে নারীগণ যত ॥
একে একে সবা স্থানে হইয়া বিদায়।
পুরোহিত বিপ্রগণে প্রণমিল রায় ॥
পাণ্ডবের মিলন দেখিয়া দ্বিজগণ।
ধৃতরাষ্ট্রে নিন্দে বহু করিয়া গর্জ্জন ॥
দুষ্টবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র করিল কুমতি।
সে কারণে হেন কর্ম্ম করিছে অনীতি ॥
সত্যবুদ্ধি ধর্ম্মশীল পাণ্ডুপুত্রগণ।
বাহির করিয়া দেয় দুষ্ট দুর্য্যোধন ॥
হেন ছার নগরে রহিতে না যুয়ায়।
যথা যান যুধিষ্ঠির যাইব তথায় ॥
তারা সবে সহিবেক সবে দুষ্টচিত।
আমা সবে না সহিব যাইব নিশ্চিত ॥
এত বলি দ্বিজগণ চলিল সুমতি।
দারা পুত্র পরিবার লইয়া সংহতি ॥
অগ্রসরি বিদুর গেলেন কতদূরে।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন ম্লেচ্ছ ভাষাচারে ॥
বারণাবতেতে যাহ পঞ্চ সহোদর।
সাবধানে থাকিবা আছয়ে তাহে ডর ॥
স্বযোনি অন্তক সেই শীতলের রিপু।
তাহে সাবধানেতে রাখিবা সবে বপু ॥
এত বলি বিদুর করিল আলিঙ্গন।
স্নেহবশে শিরে ধরি করিল চুম্বন ॥
নয়নের নীর ঝরে ভাষে গদগদ।
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই প্রণমিল পদ ॥
বাহুড়িয়া বিদুর চলিল নিজালয়।
বারণা গেলেন পঞ্চপাণ্ডুর তনয় ॥
প্রবেশ করেন গিয়া নগর ভিতর।
অগ্রসরি নিল যত নগরের নর ॥
হেনকালে পুরোচন করে নমস্কার।
ভূমিষ্ঠ হইয়া যেন রাজ-ব্যবহার ॥
করযোড় করি দুষ্ট পুরোচন কহে।
হেথায় রহিলে কেন চল নিজ গৃহে ॥

পূর্ব্ব হৈতে আছে হেথা পুরীর নির্ম্মাণ।
মনোহর দিব্যস্থান স্বর্গের সমান॥
তব আগমন শুনি করিনু মণ্ডন।
বিলম্ব না কর তুমি দিন শুভক্ষণ॥
এত শুনি হৃষ্ট হৈয়া পঞ্চ সহোদর।
জননী সহিত গিয়া প্রবেশেন ঘর॥
বিচিত্র নির্ম্মিত মনোহর সে আলয়।
দেখি হৃষ্ট হইলেন ধর্ম্মের তনয়॥
তবে কতক্ষণে পুরী করি নিরীক্ষণ।
ভীমে দেখি যুধিষ্ঠির বলেন বচন॥
গৃহের পরীক্ষা দেখি লহ বৃকোদর।
মম মনে বিশ্বাস না হয় এই ঘর॥
বৃকোদর নিলেন সে ঘরের আঘ্রাণ।
জানিলেন ঘর জতু ঘৃতেতে নির্ম্মাণ॥
বৃকোদর বিস্মিত কহেন যুধিষ্ঠিরে।
জৌঘৃত-সরিষা-তৈল-গন্ধ পাই ঘরে॥
প্রত্যক্ষে অগ্নির ঘর ইথে নাহি আন।
আমা সবে দহিবারে করেছে নির্ম্মাণ॥
পথে দেখিলাম যত অনুচরগণ।
এই সব দ্রব্য এনেছিল অনুক্ষণ॥
যুধিষ্ঠির বলেন সে প্রমাণ হইল।
আসিতে যবন ভাষে বিদুর বলিল॥
বিশ্বাস করিয়া সবে থাকিলে এ ঘরে॥
অচেতন হইব সকলে নিদ্রাভরে॥
তখন অনল ইথে দিবে পুরোচন।
হেন বুদ্ধি করিয়াছে দুষ্ট দুর্য্যোধন॥
ভীম বলিলেন এই অনলের ঘর।
পুনরপি যাই চল হস্তিনানগর॥
যুধিষ্ঠির বলেন এ নহে সুবিচার।
এই কথা লোকে তবে হইবে প্রচার॥
দুর্য্যোধন বিচার করিবে নিজ চিতে।
নিশ্চয় আমার কার্য্য পারিল জানিতে॥
সৈন্যগণ সাজি দুষ্ট করিবেক রণ।
তার হাতে সর্ব্বসৈন্য সর্ব্বরত্নধন॥
কি কার্য্য বিবাদে ভাই না যাব তথায়।
নির্ধন নিঃসৈন্য আমি নাহিক সহায়॥
সাবধান হৈয়া এই গৃহেতে বঞ্চিব।
আমরা যে জানি ইহা কারে না বলিব॥
পঞ্চ ভাই একত্র না রব কোন স্থলে।
হেথা হৈতে পলাইব কতদিন গেলে॥
অনুক্ষণ মৃগয়া করিব পঞ্চজন।
পথ ঘাট জ্ঞাত হৈব বন উপবন॥
সব জ্ঞাত হৈব ইহা কেহ নাহি জানে।
হেনমতে বিচারে রহিল ছয়জনে॥
হেথায় আকুলচিত্ত বিদুর সুমতি।
নিরন্তর অনুশোচে পাণ্ডবের প্রতি॥
কিমতে বাহির হবে জৌগৃহ হইতে।
নিশ্চয় যাইবে কেহ না পারে লক্ষিতে॥
বিচারিয়া বিদুর করিল অনুমান।
খনক আনিল জানে সুড়ঙ্গ-নির্ম্মাণ॥
খনক সুবুদ্ধি বড় বিদুরে বিশ্বাস।
সকল কহিয়া পাঠাইল ধর্ম্ম পাশ॥
খনক করিল যুধিষ্ঠিরে নমস্কার।
ধীরে ধীরে কহে বিদুরের সমাচার॥
পাঠাইল বিদুর আমায় তব কাছে।
ভূমি খনিবার বিদ্যা আমার যে আছে॥
একান্তে কহিল মোরে ডাকি নিজ পাশ।
দুর্য্যোধন লোক বলি না যাবে বিশ্বাস॥
অতএব এই চিহ্ন কহিল আমারে।
আসিতে কি ম্লেচ্ছভাষা কহিল তোমারে॥
যুধিষ্ঠির শুনিয়া করিলেন আশ্বাস।
জানিলাম তোমারে নাহিক অবিশ্বাস॥
বিদুরের প্রিয় তুমি তেঁই পাঠাইল।
তুমি যে বিদুর তুল্য আজি জানা গেল॥
আমা সবাকার ভাগ্যে হৈলে উপনীত।
অবধানে দেখ দুষ্ট কৌরব-চরিত॥
স্বর্ণ জতুগৃহ বাঁশ-সংযোগে রচিত।
যন্ত্রের খিলনি করি গৃহ চতুর্ভিত॥
করে চতুর্দ্দিকে গর্ত্ত গভীর বিস্তার।
অক্ষৌহিণী বলে পুরোচন রাখে দ্বার॥
এইরূপে পড়িয়াছি বিপদ বন্ধনে।
উপায় করিয়া মুক্ত কর ছয়জনে॥

লোকে যেন নাহি জানে সব বিবরণ।
হেন বুদ্ধি কর তুমি হও বিচক্ষণ॥
শুনিয়া খনক তবে করিল উত্তর।
খুদিতে লাগিল গর্ত্ত গৃহের ভিতর।
সুড়ঙ্গের মুখে দিল কপাট উত্তম।
উপরে মৃত্তিকা দিয়া কৈল ভূমি সম॥
চতুর্দ্দিকে গর্ত্ত ছিল গহন গভীর।
ততোধিক তথায় খনিল মহাবীর॥
গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত খনক খনি গেল।
সম্পন্ন করিয়া কার্য্য আসি নিবেদিল॥
শুনিয়া হরিষ চিত্ত পঞ্চ সহোদর।
প্রণমিয়া খনক চলিল নিজঘর॥
পুনরপি কহে পূর্ব্ব বিদুর বচন।
চতুর্দ্দশী রাত্রে অগ্নি দিবে পুরোচন॥
সাবধান হইয়া থাকিবে ছয়জন।
এত বলি চলিল খনক ততক্ষণ॥
এ কথায় তথায় রহিল ছয়জন॥
মৃগয়া করিয়া ভ্রমে বন উপবন॥
বৎসরেক জতুগৃহে করিল নিবাস।
পুরোচন জানিল যে হইল বিশ্বাস॥
পুরোচন মন বুঝি ধর্ম্মের নন্দন।
ভাইগণে ডাকিয়া বলেন ততক্ষণ॥
আমা সবা বিশ্বাস জানিল পুরোচন।
সাবধান হইয়া থাকিব ছয়জন॥
আজি রাত্রে অগ্নি দিবে বুঝি পুরোচন।
বিদুরের কথা ভাই চিন্তহ এখন॥
ভীম বলে দিবসে করিতে নারে বল।
রাত্রি হৈলে পাবে দুষ্ট আপনার ফল॥
কুন্তীদেবী শুনিয়া বলেন পুত্রগণে।
পলাইয়া কোথায় ভ্রমিবে বনে বনে॥
ভালমতে কর আজি ব্রাহ্মণ-ভোজন।
ক্ষুধিত বিপ্রেরে তোষ দিয়া বহু ধন॥
জননীর আজ্ঞায় আনিল দ্বিজগণ।
কুন্তীদেবী করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন॥
ভোজন করিয়া দ্বিজ গেল সর্ব্বজন।
অন্ন হেতু আইল যতেক দুঃখিগণ॥
পঞ্চপুত্র সহ এক নিষাদ-গৃহিণী।
অন্ন হেতু এল যথা কুন্তী-ঠাকুরাণী॥
পুত্রগণে দেখি কুন্তী জিজ্ঞাসেন তায়।
আপন দুঃখের কথা নিষাদী জানায়॥
তার দুঃখে হইলেন কুন্তী দুঃখান্বিতা।
তথায় রহিল সুখে নিষাদ-বনিতা॥
দিনকর অস্ত গেল নিশা প্রবেশিল।
যথাস্থানে সর্ব্বলোক শয়ন করিল॥

জতুগৃহ-দাহ।

পরিবার সহ নিদ্রা যায় পুরোচন।
কত রাত্রে হইল নিদ্রায় অচেতন॥
বৃকোদরে আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের নন্দন।
পুরোচন-দ্বারে অগ্নি দেহ এইক্ষণ॥
বৃকোদর পুরোচন-দ্বারে অগ্নি দিল।
অগ্নি দিয়া মাতৃসহ গর্ত্তে প্রবেশিল॥
মাতৃসহ পঞ্চভাই শীঘ্রগতি চলে।
হেথা জতুগৃহ ব্যাপ্ত হইল অনলে॥
অগ্নির পাইয়া শব্দ গ্রামবাসিগণ।
জল লৈয়া চতুর্দ্দিকে ধায় সর্ব্বজন॥
নিকটে যাইতে শক্তি নহিল কাহার।
চতুর্দ্দিকে লোক সব করে হাহাকার॥
জৌঘৃত তৈলের গন্ধ চতুর্দ্দিকে যায়।
জতুগৃহ বলিয়া লোকের জ্ঞান হয়॥
দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র কর্ম্ম কৈল দুরাচার।
কপটে দহিল পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার॥
ধর্ম্মশীল পঞ্চ ভাই নহে অপরাধী।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বগুণনিধি॥
এত বলি কান্দে যত নগরের লোক।
পাণ্ডবের গুণ স্মরি করে বহু শোক॥
জননী সহিত হেথা পাণ্ডুর নন্দন।
সুড়ঙ্গ বাহির হৈয়া প্রবেশিল বন॥
ঘোর অন্ধকার নিশা গহন কানন।
লতা বৃক্ষ কণ্টকেতে যায় ছয়জন॥
চলিতে অশক্ত কুন্তী আর যুধিষ্ঠির।
ধনঞ্জয় মাদ্রীপুত্র কোমল শরীর॥

কতদূর গিয়া কুন্তী হন অচেতন।
শীঘ্রগতি যাইতে না পারে পঞ্চজন॥
তবে বৃকোদর নিল মায়ে মাথে করি।
দুই স্কন্ধে মাদ্রীপুত্র হস্তে দোঁহা ধরি॥
বায়ুবেগে যান ভীম লৈয়া পঞ্চজনে।
শিলা বৃক্ষ চূর্ণ হয় ভীমের চরণে॥
অতি শীঘ্রগতি যায় ভীম মহাবীর।
নিশাযোগে উত্তরিল জাহ্নবীর তীর॥
গভীর গঙ্গার জল অতি সে বিস্তার।
দেখি হৈল চিন্তিত কেমনে হৈব পার॥
হেনকালে দিব্য এক আইল তরণী।
পবন গমন তাহে শোভে পতাকিনী॥
নৌকায় কৈবর্ত্ত বিদুরের অনুচর।
না জানিয়া পঞ্চ ভাই চিন্তিত অন্তর॥
দূরে থাকি কৈবর্ত্ত করিল নমস্কার।
কহিতে লাগিল বিদুরের সমাচার॥
আমারে পাঠায়ে দিল পরম যতনে।
তোমা সবা পার করিবারে নৌকাসনে॥
অবিশ্বাসী নহি আমি বিদুরের জন।
সঙ্কেতে আমারে পাঠাইল সে কারণ॥
যখন আইলে সবে বারণানগর।
ম্লেচ্ছভাষে তোমায় কহিল সে উত্তর॥
যাহে জন্ম তাহে ভক্ষ্য শীতল বিনাশে।
ইহার আছয়ে ভয় যাহ সেই দেশে॥
এই চিহ্ন বলে মোরে আসিবার কালে।
পাঠাইল পার করিবারে গঙ্গাজলে॥
তাহার বচন শুনি বিশ্বাস জন্মিল।
ছয়জন গিয়া নৌকা আরোহণ কৈল॥
চালাইল নৌকা তবে পবন গমনে।
পুনরপি কহে দাস বিদুর বচনে॥
বিদুর কহিল এই করুণা বচন।
হেথা থাকি শিরে ঘ্রাণ করি আলিঙ্গন॥
কতকাল অজ্ঞাতে বঞ্চহ কোন স্থানে।
দুঃখ ক্লেশ সহি কর কালের হরণে॥
এই কথা কহিতে হইয়া গঙ্গাপার।
কূলে উঠিলেন সব পাণ্ডুর কুমার॥
বলেন কৈবর্ত্ত প্রতি ধর্ম্মের নন্দন।
বিদুরে কহিবা গিয়া এই নিবেদন॥
বিষম প্রমাদ হৈতে হইলাম পার।
তোমা হৈতে পাণ্ডবের বন্ধু নাহি আর॥
তোমার উপায় হেতু রহিল জীবন।
পুনঃ ভাগ্য হইলে হইবে দরশন॥
এত বলি কৈবর্ত্তেরে করিল মেলানি।
বনেতে প্রবেশ কৈল প্রভাত রজনী॥
গঙ্গার দক্ষিণে যান কুন্তীর নন্দন।
উত্তরে বাহিয়া নৌকা পবন গমন॥
এখানে প্রভাত হৈলে নগরের লোক।
জতুগৃহ নিকটে আসিয়া করে শোক॥
জল দিয়া নিবাইল যে ছিল অনল।
ভস্ম উলটিয়া সবে নিরখে সকল॥
দ্বারমধ্যে দেখিল পুড়িল পুরোচন।
তাহার সুহৃদ যত ভাই বন্ধুগণ॥
অস্ত্রগৃহে পুড়িল সকল অস্ত্রধারী।
প্রত্যেকে প্রত্যেকে ভস্ম দেখিল বিচারি॥
জতুগৃহ দ্বারে তবে গেল ততক্ষণ।
দেখিলা অনলে দগ্ধ আছে ছয়জন॥
দেখিয়া সকল লোক হাহাকার করে।
গড়াগড়ি দিয়া পড়ে ভূমির উপরে॥
হায় হায় কোথা কুন্তী মাদ্রীর নন্দন।
নিরখিয়া সর্ব্বলোক করয়ে ক্রন্দন॥
এই কর্ম্ম করিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন।
জতুগৃহ করিতে আইল পুরোচন॥
দুষ্টবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র সেই ইহা জানে।
কপট করিয়া দগ্ধ কৈল পুত্রগণে॥
এইক্ষণে আমা সবাকার এই কাজ।
লোক পাঠাইয়া দেহ হস্তিনার মাঝ॥
ধৃতরাষ্ট্রে বল না করিহ কিছু ভয়।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তোর হলো দুরাশয়॥
হস্তিনানগরে দূত গেল শীঘ্রগতি।
জানাইল সমাচার অন্ধরাজ প্রতি॥
জৌগৃহে ছিলেন কুন্তী পাণ্ডুর নন্দন।
নিশাযোগে অগ্নি তাহে দিল কোনজন॥

পুত্রসহ কুন্তীদেবী হইল দাহন।
পরিবার সহ দগ্ধ হৈল পুরোচন ॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র শোকে অচেতন।
ক্ষণেক নিঃশব্দ হৈয়া করিল ক্রন্দন ॥
হাহা কুন্তী যুধিষ্ঠির ভীম ধনঞ্জয়।
হাহা সহদেব আর নকুল দুর্জ্জয় ॥
বহুবিধ বিলাপ করয়ে অন্ধবর।
সমাচার গেল অন্তঃপুরীর ভিতর ॥
গান্ধারী প্রভৃতি ছিল যত নারীগণ।
শোকেতে আকুল সবে করয়ে ক্রন্দন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বাহ্লীক বিদুর।
পাণ্ডবের মৃত্যু শুনি শোকেতে আতুর ॥
নগরের সব লোক কান্দয়ে শুনিয়া।
পাণ্ডবের গুণ সব হৃদয়ে স্মরিয়া ॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র শ্রাদ্ধ করিল বিধান।
ব্রাহ্মণেরে দিল বহু রত্ন ধেনু দান ॥
এথায় পাণ্ডবগণ ভুঞ্জি অতি ক্লেশ।
হিড়িম্বের অরণ্যেতে করিল প্রবেশ ॥
পথশ্রম আর ভয় ক্ষুধা তৃষ্ণাযুত।
কহেন ডাকিয়া কুন্তী প্রতি পঞ্চসুত ॥
বহুদূর আইলাম অরণ্য ভিতর।
তৃষ্ণায় আকুল নাহি চলে কলেবর ॥
যাইতে না পারি আর বিনা জলপানে।
কতক্ষণ বিশ্রাম করহ এই স্থানে ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির বলেন বচন।
না জানি মরিল কিবা জীয়ে পুরোচন ॥
দুষ্ট দুরাচার দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা।
এই সমাচার পাছে কহে কোন জনা ॥
তবেত সাজিয়া সব আসিবে হেথায়।
কি করিব তবে পুনঃ কহত উপায় ॥
ভীম বলে নিঃশব্দে থাকহ এই স্থানে।
পশ্চাতে যাইব তৃপ্ত হৈয়া জলপানে ॥
অন্য সর্ব্বজনেরে রাখিয়া বটমূলে।
জল অন্বেষণে ভীম ভ্রমে নানা স্থলে ॥
জলচর শব্দ বীর শুনি কতদূরে।
শব্দ অনুসারে গেল জল আনিবারে ॥
জলেতে নামিয়া ভীম কৈল স্নানপান।
জল লইবারে ভীম নাহি পায় স্থান ॥
স্থান না পাইয়া ভীম বস্ত্র ভিজাইল।
বসনে করিয়া জল লইয়া চলিল ॥
দুই ক্রোশ গিয়াছিল জলের কারণ।
ক্ষণমাত্রে পুনঃ এল পবননন্দন ॥
দেখিল সকলে নিদ্রাগত অচেতন।
কহিতে লাগিল ভীম বিলাপ বচন ॥
বিচিত্র পালঙ্কোপরি শয্যা মনোহর।
নিদ্রা নাহি হয় যাঁর তাহার উপর ॥
হেন মাতা গড়াগড়ি যায় ধরাতলে।
হরি হরি বিধি হেন লিখিল কপালে ॥
কমল অধিক যার কোমল শরীর।
হেন ভাই ভূমিতলে লোটায় সে বীর ॥
তিনলোক ঈশ্বরের যোগ্য যেই জন।
সহজ মনুষ্য প্রায় ভূমিতে শয়ন ॥
অর্জ্জুন সমান বীর্য্যবন্ত কোন্ জন।
সেই ভাই কৈল হায় ধরাতে শয়ন ॥
সুন্দর নকুল সহদেব অনুপম।
বীর্য্যবন্ত বুদ্ধিমন্ত সর্ব্বগুণধাম ॥
এরূপ দুর্গতি নাহি হয় কোন জনে।
দুষ্টবুদ্ধি জ্ঞাতি দুর্য্যোধনের কারণে ॥
দুর্য্যোধন কুলাঙ্গার হৈল জ্ঞাতিবৈরী।
গৃহ ত্যজি যার হেতু বনে বনচারী ॥
দুর্য্যোধন কর্ণ আর শকুনি দুর্ম্মতি।
ধৃতরাষ্ট্র সেই দুষ্ট করিল অনীতি ॥
এই পাপে কৌরবের করিব নিধন।
অবশ্য মারিব আমি শতেক নন্দন ॥
এত দুঃখ সহ কেন আমার ঈশ্বর।
কটাক্ষেতে আজ্ঞা পেলে করি যে সংহার
মহাধর্ম্মশীল তুমি ধর্ম্মেতে তৎপর ॥
তেঞি এত দুঃখ পাও গুণের সাগর ॥
সে কারণে আজ্ঞা না করেন যুধিষ্ঠির।
নতুবা গদার বাড়ি লোটাই শরীর ॥
কোন্ মন্ত্র মহৌষধি কৈল কোন জন।
সে কারণে রহে দুষ্ট তোমার জীবন ॥

ধর্ম্ম আত্মা যুধিষ্ঠিরে করে পাপাচার।
সে কারণে এত দুঃখ আমা সবাকার॥
কোন্ কর্ম্মে অশক্ত যে হই আমা সব।
তবু আজ্ঞা না করেন মারিতে কৌরব॥
কহিতে কহিতে ক্রোধ হৈল বৃকোদরে।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কচালে দুই করে॥
পুনঃ ক্রোধ সম্বরিয়া দেখে ভ্রাতৃগণে।
নিদ্রাভঙ্গ না করেন বিচারিয়া মনে॥
জাগিয়া রহিল ভীম বটবৃক্ষমূলে।
চারি ভাই মাতা নিদ্রা যায়েন বিভোলে
হেনকালে হিড়িম্ব নামেতে নিশাচর।
বিপুল বিস্তার কায় লোকে ভয়ঙ্কর॥
দন্তপাটি বিদাকাটি জিহ্বা লহ লহ॥
দীর্ঘকর্ণ রক্তবর্ণ চক্ষু কূপগৃহ॥
কৃষ্ণ অঙ্গ অতি ব্যঙ্গ শিরা দীর্ঘতর।
সেই কাল ছিল ভাল মহীর উপর॥
পেয়ে গন্ধ হয়ে অন্ধ চতুর্দ্দিকে চায়।
চন্দ্রপ্রভা মুখ শোভা জলরুহ প্রায়॥
সুশোভন ছয় জন দেখি বটমূলে।
হৃষ্টমতি স্বসা প্রতি নিশাচর বলে॥
চিরদিন ভক্ষ্যহীন থাকি উপবাস।
দৈবযোগে দেখ আজি আইল মানুষ॥
সুপ্রভাত অকস্মাৎ মাংস উপনীত।
ছয়জনে মম স্থানে আনহ ত্বরিত॥
নাহি ভয় নিজালয় যাহ শীঘ্রগতি।
মোর বন কোন জন বিরোধিবে সতী॥
ভ্রাতৃ কথা শুনি তথা চলিল রাক্ষসী।
বীরবর বৃকোদর যথা আছে বসি॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

পাণ্ডবের নিকট হিড়িম্বার আগমন।

নিশাচরী দূরে থাকি, বীর বৃকোদরেদেখি,
শরীর নেহারে ঘনে ঘনে।
অঙ্গ নিরখিয়া ক্ষণে, মাতিল অনঙ্গবাণে,
হিড়িম্বের স্বসা চিন্তে মনে॥
এমন সুন্দর রূপে, নাহি দেখি ইহলোকে
যক্ষ রক্ষ মনুষ্য ভিতরে।
মম ভাগ্য হেতু বিধি, মিলাইল হেন নিধি,
স্বামী আমি করিব ইহারে॥
ভাই মোর দুরাচারী, এ হেন পুরুষ মারি,
মাংস খাইবেক মন সুখে।
ইহারে রাখিয়া আমি,বরিয়া করিব স্বামী,
চিরকাল বঞ্চিব কৌতুকে॥
এতেক কামনা করি, কামরূপা নিশাচরী,
দিব্যরূপা হইল কামিনী।
পূর্ণচন্দ্র মুখখানি, নয়ন কুরঙ্গ জিনি,
স্তনযুগবরা নিতম্বিনী॥
চম্পক-কুসুম আভা, অঙ্গের বরণ শোভা,
কটাক্ষে মোহিত মুনি-মন।
আসিয়া ভীমের পাশে, সলজ্জিত মৃদুভাষে
কহে যেন কোকিল ভাষণ॥
কহ তুমি কোনজন, কোথা হৈতে আগমন
কি হেতু আইলা এই বন।
দেবতার মূর্ত্তি প্রায়, ভূমিতলে নিদ্রা যায়,
কেবা হয় এই চারি জন॥
নিদ্রা যায় নিরুপমা, সুবদনী ঘনশ্যামা,
এ রামা তোমার কেবা হয়।
এ ঘোর দুর্গমবনে, নিদ্রা যায় অচেতনে,
নাহি জান রাক্ষস আলয়॥
তিলেক নাহিক ডর, যেন আপনার ঘর,
অতিশয় দেখি দুঃসাহস।
এই বন অধিকারী, পাপ আত্মা দুরাচারী
ভয়ঙ্কর হিড়িম্ব রাক্ষস।
হয় সে আমার ভ্রাতা, মোরেপাঠাইলহেথ
তোমা সবা ধরিয়া লইতে।
মনুষ্যাদিজন বৈরী, মাংসলোভী পাপকারী
ইচ্ছা করে তোমায় খাইতে॥
দেখিয়া তোমার অঙ্গ, দহিছে অনঙ্গে অঙ্গ,
স্বামী করি বরিনু তোমারে।

মিথ্যা নাহি কহি আমি, বুঝিকার্য্যকরস্বামী
সাবধান হও রাক্ষসেরে ॥
আজ্ঞা কর এইক্ষণে,লৈয়া যাই অন্যস্থানে
পর্ব্বত কন্দর অন্য বনে।
হিড়িম্বার মুখে শুনি, মেঘের নিনাদবাণী,
বৃকোদর কহে ততক্ষণে ॥
দেখি তোরে সুলক্ষণী,কহিস্ অনীতিবাণী
এই কথা না সম্ভবে লোকে।
কেন হেন দুরাচারী, ভ্রাতৃ মাতৃ পরিহরি,
স্ত্রী লইয়া যাইব কৌতুকে ॥
সবারে রাক্ষস মুখে, দিয়া আমি যাব সুখে,
তোমারে লইয়া অন্য স্থান।
কহিতে এমন কাষ, মুখে তোর নাহিলাজ
কামশরে হইলি অজ্ঞান ॥
এত শুনি নিশাচরী, কহে যোড়কর করি,
মৃদু মৃদু মধুর বচনে।
আজ্ঞা কর মহাশয়, যে তোমার প্রিয় হয়
প্রাণপণে করিব এক্ষণে ॥
বড় দুষ্ট মম ভ্রাতা, এখনি আসিবে এথা,
সাবধান হইতে জানাই।
জাগাইয়া সর্ব্বজনে, মোর পৃষ্ঠে আরোহণে
লইয়া যাইব অন্য ঠাঁই ॥
ভীম বলে ভ্রাতৃমায়, সুখে শুয়ে নিদ্রা যায়,
কেন নিদ্রা করিব ভঞ্জন।
তোরভাই কোন্‌ছার, কেবা ভয়করেতার,
আমি তারে না করি গণন ॥
যাহ বা থাকহ এথা, মনে লয় যেই কথা,
কর চিত্তে সেই অভিলাষ।
নতুবা তথায় গিয়া, ভায়ে দেহ পাঠাইয়া,
কি করিবে আসি মোর পাশ ॥
ভীমহিড়িম্বাতে কথা, বিলম্ব দেখিয়া হেথা
হিড়িম্ব হইল ক্রোধমন।
অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, যুগান্তের সমবর্ত্তী,
আসে ঘোর করিয়া গর্জ্জন ॥
দেখি কহে বৃকোদরে, নিশাচরী করযোড়ে
দেখ ভাই আসে ক্রোধভরে।
বিলম্ব না কর প্রভু, আজ্ঞা মোরে দেহতবু
পৃষ্ঠে করি লই সবাকারে ॥
হিড়িম্বে দেখিয়া উগ্র,হিড়িম্বারে দেখিব্যগ্র
হাসি বলে মরুতনন্দন।
স্থির হও সুবদনি, কি ভয় কর লো ধনি,
বসি দেখ কৌতুক এখন ॥
আসুক তোমার ভাই,মুহূর্ত্তেকে মোরঠাঁই,
প্রাণ দিবে পতঙ্গ সমান।
এইমাত্রহবেতোকে,মজিবি ভ্রাতারশোকে,
ইহা বই নাহি দেখি আন ॥

হিড়িম্ব রাক্ষস বধ।

ভীম হিড়িম্বাতে হয় কথোপকথন।
দূরে থাকি হিড়িম্ব করয়ে নিরীক্ষণ ॥
বসিয়াছে হিড়িম্বা ভীমের বামদিকে।
ভুবনমোহন রূপ বিদ্যুৎ ঝলকে ॥
কবরী বেড়িয়া দিব্য কুসুমের মালে।
মাণিক-প্রবাল-মুক্তাহার তার গলে ॥
বসন ভূষণ দিব্য নূপুর কঙ্কণ।
স্বর্গ বিদ্যাধরী মোহে নবীন যৌবন ॥
প্রিয়ভাষে যেমন দম্পতি কথা কয়।
দেখিয়া হিড়িম্ব ক্রোধে জ্বলে অতিশয় ॥
ভগিনীরে ডাক দিয়া বলয়ে হিড়িম্ব।
এই হেতু এতক্ষণ তোমার বিলম্ব ॥
ধিক্ তোর জীবনে কুলের কলঙ্কিনী।
মানুষ স্বামীতে লোভ করিলি পাপিনী ॥
মম ক্রোধ তোমার হইল পাসরাণ।
মম ভক্ষ্য ব্যাঘাত করিলি সে কারণ ॥
এই হেতু অগ্রে তোরে করিব সংহার।
পশ্চাৎ এ সব জনে করিব আহার ॥
এত বলি যায় হিড়িম্বারে মারিবারে।
নয়ন লোহিত দন্ত কড়মড় করে ॥
ভীম বলে রাক্ষস রে তোর লাজ নাই।
ভগিনীকে পাঠাইলি পুরুষের ঠাঁই ॥
তুই পাঠাইলি তেঁই আইল হেথায়।
মদনের বশ হৈয়া ভজিল আমায় ॥

কামপত্নী আমার হইল তোর স্বসা।
মম বিদ্যমানে দুষ্ট বলিস্ দুর্ভাষা ॥
মারিবারে চাহ রে করিস্ অহঙ্কার।
এইক্ষণে পাঠাইব যমের দুয়ার ॥
মাতা ভ্রাতা শুইয়া যে নিদ্রায় বিহ্বল।
নিদ্রাভঙ্গ হইবেক না করিস্ গোল ॥
ভীমের বচনেতে রাক্ষস নাহি থাকে।
ঊর্দ্ধবাহু যায় মারিবারে হিড়িম্বাকে ॥
হাসিয়া কুন্তীর পুত্র দুই হাত ধরে।
এক টানে ফেলে অষ্ট-ধনুক অন্তরে ॥
মহাবল রাক্ষস আপন হাতে কাড়ি।
বৃকোদরে ধরিলেক করিয়া আঁকাড়ি ॥
বায়ুর নন্দন ভীম অতি ভয়ঙ্কর।
পরম আনন্দ যার পাইলে সমর ॥
মত্ত মৃগপতি যেন ক্ষুদ্র মৃগ ধরে।
পুনরপি টানিয়া লইল কতদূরে ॥
দুইজনে টানাটানি ধরি ভুজে ভুজে
শুণ্ডে শুণ্ডে টানাটানি যেন গজে গজে ॥
দোঁহাকার আস্ফালনে ভাঙ্গে বৃক্ষগণ।
পলায় কাননবাসী ত্যজিয়া কানন ॥
কাননে পূরিল শব্দ দোঁহার গর্জ্জনে।
নিদ্রাভঙ্গ হইয়া উঠিল পঞ্চজনে ॥
বসিয়াছে হিড়িম্বা নিন্দিত বিদ্যাধরী।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল ভোজের কুমারী
আশ্চর্য্য দেখিয়া কুন্তী উঠি শীঘ্রগতি।
মৃদুভাষে জিজ্ঞাসেন হিড়িম্বার প্রতি
কে তুমি কোথা হৈতে আইলে গো হেথা
অপ্সরী নাগিনী কিবা বনের দেবতা ॥
হিড়িম্বা প্রণাম করি কুন্তী প্রতি বলে।
জাতিতে রাক্ষসী আমি নিবাস এ স্থলে ॥
এই বননিবাসী হিড়িম্ব নিশাচর।
মহাযোদ্ধা বীর সে আমার সহোদর ॥
পঞ্চপুত্র সহ তোমা ধরি লইবারে।
ভাই মোরে পাঠাইয়া দিল এথাকারে ॥
পরম সুন্দর দেখি তোমার তনয়।
কামে বশ হৈয়া আমি ভজিলাম তায় ॥
বিলম্ব দেখিয়া এথা আসে মম ভাই।
তোমার পুত্রের সহ যুঝে দেখ ভাই ॥
হিড়িম্বার মুখে শুনি এতেক উত্তর।
চারি ভাই ভীমস্থানে চলিল সত্বর ॥
ভীম হিড়িম্বের যুদ্ধ না যায় বর্ণনা।
যুগল পর্ব্বত প্রায় দেখি দুই জনা ॥
যুদ্ধ-ধূলী-ধূসর দোঁহার কলেবর।
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদিল যেন গিরিবর ॥
দুই ভিতে দোঁহাকারে টানে দুইজনে।
নিশ্বাস-পবন ঝড়ে উড়ে বৃক্ষগণে ॥
ডাক দিয়া যুধিষ্ঠির বলেন বচন।
রাক্ষসেরে ভয় ভাই না কর এখন ॥
তোমা সহ রাক্ষসের হৈয়াছে বিবাদ।
নিদ্রায় ছিলাম এত না জানি প্রমাদ ॥
সবে মিলি রাক্ষসেরে করিব সংহার।
এত শুনি বলে ভীম পবনকুমার ॥
কি কারণে সন্দেহ করহ মহাশয়।
এইক্ষণে বিনাশিব রাক্ষস দুর্জ্জয় ॥
পথিক লোকের প্রায় দেখ দাণ্ডাইয়া ॥
এত বলি দিল লাফ ভুজ প্রসারিয়া ॥
অর্জ্জুন বলেন বহু করিলে বিক্রম।
রাক্ষসের যুদ্ধে বহু হৈল পরিশ্রম ॥
বিশ্রাম করহ তুমি থাকিয়া অন্তরে।
আমি বিনাশিব ভাই দুষ্ট নিশাচরে ॥
অর্জ্জুন বচনে ভীম অধিক কুপিল।
চুলে ধরি হিড়িম্বেরে ভূমিতে ফেলিল ॥
চড় আর চাপড় মুষ্টিক পদাঘাত
পক্ষিবৎ করি তারে করিল নিপাত ॥
মধ্যদেশ ভাঙ্গিয়া করিল দুই খান।
দেখাইল লৈয়া সব ভ্রাতৃ বিদ্যমান ॥
পরস্পর আলিঙ্গন পঞ্চ সহোদরে।
প্রশংসিল ভ্রাতৃ সব বীর বৃকোদরে ॥
অর্জ্জুন বলেন তবে চাহি যুধিষ্ঠিরে।
এইত নিকটে গ্রাম নহে বহুদূরে ॥
এই সমাচার যদি শুনে কোনজন।
লোক মুখে বার্ত্তা তবে পাবে দুর্য্যোধন ॥

সে কারণে ক্ষণেক রহিতে না যুয়ায়।
শীঘ্র চল অন্য স্থান ত্যজিয়া হেথায়॥
এই বিবেচনাতে পাণ্ডুর পঞ্চজন।
মাতা সহ শীঘ্রগতি করেন গমন॥
হিড়িম্বা চলিল তবে কুন্তীর সংহতি।
হিড়িম্বা দেখিয়া ক্রোধে বলয়ে মারুতি॥
সহজে রাক্ষসজাতি নানামায়া ধরে।
ধরিয়া মোহিনী বেশ ভাণ্ডে সবাকারে॥
আপন স্বভাব কভু ছাড়িতে না পারে।
সময় পাইলে আমা পারে মারিবারে॥
সহজে ভ্রাতার বৈরী সাধিবার মনে।
আমার সহিত এ চলিল সে কারণে॥
এক চড়ে করি তোরে ভ্রাতার সংহতি।
এত বলি মারিবারে যায় মহামতি॥
যুধিষ্ঠির বলে ভীম নহে ধর্ম্মাচার।
অবধ্যা স্ত্রীজাতি কেন করিবে সংহার॥
মহাবল হিড়িম্বেরে করিলা সংহার।
তোমা বধিবারে শক্তি কি আছে ইহার॥
ধর্ম্মের বচনে রহিল বৃকোদর।
হিড়িম্বা কুন্তীরে কহে হইয়া কাতর॥
কায়মনোবাক্যে মম সত্য অঙ্গীকার।
তোমা বই গুরু মোর গতি নাহি আর॥
কামবশ হৈয়া আমি অজ্ঞান হইনু।
আপন কুলের ধর্ম্ম ভ্রাতৃ ত্যাগ কৈনু॥
সব ত্যজি মজিলাম তোমার নন্দনে।
এক্ষণে অনাথা আমি নিলাম শরণে॥
শরণাগতেরে ক্রোধ না হয় উচিত।
আপনি করহ দয়া দেখিয়া দুঃখিত॥
সদাই সেবিব আমি তোমার চরণে।
বহু সঙ্কটেতে আমি উদ্ধারিব বনে॥
আজ্ঞা কর আমা ভজিবারে বৃকোদরে।
নহিলে ত্যজিব প্রাণ তোমার গোচরে॥
কৃতাঞ্জলি করি আমি করি গো বিনয়।
নহিলে অধর্ম্ম তব হইবে নিশ্চয়॥
হিড়িম্বা এতেক যদি বলিল বচন।
দয়াময় যুধিষ্ঠির কহেন তখন॥
সত্য বলে হিড়িম্বা নাহিক ইথে আন।
শরণ লইলে জনে করি তার ত্রাণ॥
চলি যাহ হিড়িম্বা লইয়া বৃকোদর।
যথাসুখে ক্রীড়া কর বনের ভিতর॥
পুনরপি আমা সবা নিকটে মিলিবা।
আপনার সত্যবাক্য কভু না লঙ্ঘিবা॥
ধর্ম্মের পাইয়া আজ্ঞা অতি হৃষ্টমন।
ভীমে লৈয়া হিড়িম্বা চলিল ততক্ষণ॥
শূন্যপথে লইয়া চলিল নিশাচরী।
নানাবনে উপবনে ভ্রমে ক্রীড়া করি॥
যথা মন করে তথা যায় মুহূর্ত্তেকে।
নদ নদী মহাগিরি ভ্রময়ে কৌতুকে॥
নিত্য নিত্য নববেশ ধরে অনুপম।
হেনমতে বহুদিন ক্রীড়া অবিশ্রাম॥
কতদিনে ঋতুযোগে হৈল গর্ভবতী।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি পুত্র হইল উৎপত্তি॥
জন্মমাত্র যুবক হইল মহাবীর।
যক্ষ রক্ষ সুরাসুরে বিপুল শরীর॥
বিবিধ বরণ কচ ঘট স্থূলাকার।
ঘটোৎকচ নাম তেঁই ভীমের কুমার॥
মহাবলবান হৈল হিড়িম্বানন্দন।
ইন্দ্রের একাঘ্নী শক্তির যে হবে ভাজন॥
ঘটোৎকচ মাতৃসহ মন্ত্রণা করিয়া।
কৃতাঞ্জলি কহে দোঁহে দণ্ডবৎ হৈয়া॥
আজ্ঞা কর যাব আমি আপন আলয়।
স্মরিলে আসিব এই রহিল নিশ্চয়॥
আজ্ঞা পেয়ে মাতা পুত্রে করিল গমন।
উত্তর দিকেতে গেল আপন ভবন॥
পাণ্ডবেরা চলিলেন সংহতি জননী।
এক স্থানে না থাকেন একই রজনী॥
পথে লোক জন দেখি লুকায়েন বনে।
শীঘ্রগতি যান যথা কেহ নাহি জানে॥
ত্রিগর্ত্ত পাঞ্চাল মৎস্যদিক যত দেশে।
ভ্রমিলেন বহু ক্লেশ করিয়া বিশেষে॥
হেনমতে ভ্রমেণ যে পাণ্ডুপুত্রগণ।
আচম্বিতে আইলেন ব্যাস তপোধন॥

ব্যাসে দেখি কুন্তীদেবী পুত্রের সহিতে।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিলা দাঁড়ায়ে অগ্রেতে॥
ব্যাসের সাক্ষাতে কুন্তী করেন ক্রন্দন।
বহু বিলাপিয়া দেবী কহেন বচন॥
নিবর্ত্তিয়া তাঁরে ব্যাস কহিলেন বাণী।
আমারে কি বল ইহা আমি সব জানি॥
অধর্ম্ম করিল ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ।
অনেক সঙ্কটেতে ভ্রমিলা বনে বন॥
যত কৈল অগোচর নাহিক আমায়।
সে কারণে দেখিবারে আইনু হেথায়॥
তব পুত্রগণ-গুণ না জানিহ তুমি।
মম অগোচর নাহি সব জানি আমি॥
ধর্ম্মবলে বাহুবলে জিনিবে সকলে।
বিভব করিবে সাগরান্ত ভূমণ্ডলে॥
এক্ষণে যে বলি আমি শুন সাবধানে।
বহুদুঃখ পেলে বহু ভ্রমিয়া কাননে॥
নিকটে নগর এই একচক্রানাম।
কতদিন রহি তথা করহ বিশ্রাম॥
গুপ্তবেশে এই স্থানে থাক ছয়জনে।
তাবৎ থাক আমি না আসি যতদিনে॥
এত বলি ব্যাস সবে লইয়া সংহতি।
নগরে ব্রাহ্মণ গৃহে দিলেন বসতি॥
ব্রাহ্মণের গৃহে রহিলেন ছয়জন।
স্বস্থানে গেলেন ব্যাস মহাতপোধন॥

— —

পাণ্ডবগণের একচক্রা-নগরে বাস ও বক নিশাচর বধ।

অজ্ঞাতে ব্রাহ্মণ গৃহে পাণ্ডু পুত্রগণ।
নগরে ভ্রমেণ নিত্য ভিক্ষার কারণ॥
ভিক্ষা করি আসি সবে দিবা-অবসানে।
যে কিছু পায়েন দেন জননীর স্থানে॥
জননী করিয়া পাক দেয় সবাকারে।
অর্দ্ধেক করিয়া দেন বীর বৃকোদরে॥
মাতা সহ অর্দ্ধ খান চারি সহোদর।
তথাপিহ তৃপ্ত নহে বীর বৃকোদর॥
হেনমতে বিপ্রগৃহে বঞ্চে বহু ক্লেশে।
ভিক্ষা করি আনি দেয় ব্রাহ্মণের বেশে॥
একদিন গৃহেতে রহিল বৃকোদর।
ভিক্ষাতে গেলেন আর চারি সহোদর॥
আচম্বিতে বিপ্রগৃহে মহাশব্দ শুনি।
বিলাপ কবিয়া কাঁদে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী॥
করুণ-হৃদয় কুন্তী সহিতে নারিয়া।
কহেন নিকটে বৃকোদরেরে ডাকিয়া॥
এতদিন বিপ্রগৃহে আছি যে অজ্ঞাতে।
পরম সাহায্য বিপ্র করিল বিপত্তে॥
এখন বিপদগ্রস্ত হইল ব্রাহ্মণ।
অবশ্য বিপদে তারে করহ রক্ষণ॥
উপকারী জনে যে সাহায্য নাহি করে।
পরলোকে পাপ হয় অযশ সংসারে॥
ভীম বলিলেন মাতা জিজ্ঞাস ব্রাহ্মণে।
শক্তি অনুসারে রক্ষা করিব এক্ষণে॥
ভীমের আশ্বাস পেয়ে যান কুন্তীদেবী।
বৎস্যের বন্ধনে যেন ধায়ত সুরভি॥
ব্রাহ্মণের ঘরে কুন্তী করিয়া গমন।
দেখেন ব্যাকুল হৈয়া কাঁদিছে ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ কাতর হয়ে বলে ব্রাহ্মণীরে।
এই হেতু পূর্ব্বে কত বলিনু তোমারে॥
রাক্ষসের উপদ্রব যেই দেশে হয়।
সে দেশে বসতি কভু উপযুক্ত নয়॥
পিতা মাতা স্নেহে তুমি লঙ্ঘিলা বচন।
তাহার উচিত দুঃখ পাইলে এখন॥
কি করিব উপায় না দেখি যে ইহার।
কোন্ বুদ্ধি করিব না দেখি প্রতিকার॥
তুমি ধর্ম্মপত্নী হও আমার গৃহিণী।
সর্ব্বধর্ম্মা-বিশারদা সুখ-প্রদায়িনী॥
বিশেষ বালক পুত্র আছে যে তোমার।
তোমা বিনা মুহূর্ত্তেক না জীবে কুমার॥
অরণ্যের প্রায় দুঃখ হবে তোমা বিনে।
জীয়ন্তে হইবে মরা তোমার বিহনে॥
আপনা রাখিয়া তোমা দিব রাক্ষসেরে।
অপযশ হবে আমা সংসার ভিতরে॥

অপূর্ব্ব সুন্দরী এই কন্যা সুবদনী।
কন্যায় রাক্ষসে দিলে কুযশ কাহিনী॥
কন্যা জন্ম হৈলে পিতৃলোকে করে আশ।
দান কৈলে সদাকাল হয় স্বর্গবাস॥
ইহা লৈয়া দিব আমি রাক্ষস ভোজনে।
ধিক্ ধিক্ আর তবে কি কাজ জীবনে॥
আপনি যাইব আমি রাক্ষসের স্থানে।
এত বলি কান্দে দ্বিজ সজল নয়নে॥
ব্রাহ্মণী বলেন প্রভু কেন দুঃখ ভাব।
তোমরা থাকহ সুখে আমি তথা যাব॥
তুমি যদি যাও তথা একে হবে আর।
একেবারে মরিবে সকল পরিবার॥
আমি সহমৃতা হব তোমার মরণে।
অনাথ হইবে কন্যা পুত্র দুইজনে॥
তবে কদাচিৎ যদি রাখিব জীবন।
কি শক্তি আমার শিশু করিতে পালন॥
তোমা বিনা অনাথ হইব তিনজনে।
অনাথের বহু কষ্ট হবে দিনে দিনে॥
দরিদ্র দেখিয়া তবে অকুলীন জন।
এই কন্যা বরিবেক দিয়া কিছু ধন॥
অল্পকালে এই পুত্র হইবে ভিক্ষুক।
কুলধর্ম্ম আর দেবে হইবে বিমুখ॥
বলিষ্ঠ দুর্ম্মুখ লোক কামে মুগ্ধ হয়ে।
মোরে আকর্ষিবে চিত্তে অনাথা দেখিয়ে॥
বিবিধ দুর্গতি হবে তোমার বিহনে।
অনুচিত তোমার যাইতে সে কারণে॥
অপত্য নিমিত্ত তুমি করিলে সংসার।
পুত্রকন্যা দুই শুচি হয়েছে তোমার।
আমি বিনা গৃহস্থালী হবে আরবার।
তোমার বিহনে সর্ব্ব হবে ছারখার॥
ভার্য্যার পরম ধর্ম্ম স্বামীর সেবন।
স্বামী বিনা অকারণ নারীর জীবন॥
সঙ্কটে তারয়ে স্বামী দিয়া আপনাকে।
ভুঞ্জয়ে অক্ষয় স্বর্গ যশ ইহলোকে॥
তপ জপ যজ্ঞ ব্রত নানাবিধ দান।
স্বামীর প্রসাদে হয় সর্ব্বত্র সম্মান॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম আছে ইথে শাস্ত্রের বিহিত।
রাক্ষসের ঠাঁই আমি যাইব নিশ্চিত॥
ব্রাহ্মণী এতেক যদি করিল উত্তর।
গলে ধরি উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দ্বিজবর॥
স্বামীর ক্রন্দন দেখি কান্দয়ে ব্রাহ্মণী।
মা বাপের দশা দেখি কন্যা বলে বাণী॥
অনাথের প্রায় দোঁহে কান্দ কি কারণ।
ক্রন্দন সম্বর শুন মম নিবেদন॥
রাক্ষসের ঠাঁই যদি জননী যাইবে।
জননী বিচ্ছেদে এই বালক মরিবে॥
পিণ্ডদান যাবে আর হবে কুলক্ষয়।
সে কারণে মাতার যাইতে বিধি নয়॥
জন্ম হৈলে কন্যারে অবশ্য ত্যাগ করে।
বিধির সৃজন এই কে খণ্ডিতে পারে॥
দৈবেতে আমারে পিতা অন্যে দিবে দান
এক্ষণে রাক্ষসে দিয়া দোঁহে হও ত্রাণ॥
আমা হেন কত হবে তোমরা থাকিলে।
সে কারণে মোরে দিয়া বঞ্চ কুতূহলে॥
হইলে আমার পুত্র তারিবে পশ্চাতে।
সম্প্রতি তারিয়া আমি যাইব নিশ্চিতে॥
এতেক শুনিয়া কান্দে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
তিনজনে গলাগলি কান্দে উচ্চধ্বনি॥
এমত শুনিয়া পুত্র তিনের ক্রন্দন।
মুখে হস্ত দিয়া করে সবারে বারণ॥
হাতে এক তৃণ লৈয়া বলে সেই শিশু।
রাক্ষসের ভয় তোরা না করিস্ কিছু॥
রাক্ষসে মারিব এই বাড়ির প্রহারে।
কোথা আছে দেখাইয়া দেহ দেখি তারে
বালকের বচন শুনিয়া তিনজন।
হাসিতে লাগিল তারা ত্যজিয়া ক্রন্দন॥
ক্রন্দন-নিবৃত্তি দেখি ভোজের নন্দিনী।
বলেন ব্রাহ্মণ প্রতি সকরুণ বাণী॥
মৃতের উপরে যেন সুধা বরিষণে।
জিজ্ঞাসেন কুন্তীদেবী মধুর বচনে॥
কি কারণে ক্রন্দন করহ তিনজন।
জানিলে হইলে সাধ্য করিব মোচন॥

দ্বিজ বলে যেই হেতু করি যে ক্রন্দন।
মনুষ্যের শক্তি নাহি করিতে মোচন ॥
এইত নগরে আছে বক নিশাচর।
অত্যন্ত দুরন্ত সেই রাজ্যের ভিতর ॥
যক্ষ-রক্ষ-প্রেত-ভূত-পরচক্র-ভয়।
তার ভুজবলে ইবে নাহিক সংশয় ॥
নগরের মধ্যে ইথে আছে যত নর।
রাক্ষসের নির্ণয় করিল এই কর ॥
পায়স পিষ্টক অন্ন শকটে পূরিয়া।
এক নরবলি দেয় নিয়ম করিয়া ॥
এই কার্য্য বিনা অন্ন নাহিক তাহার।
বহুকালে মম প্রতি হয়েছে করার ॥
এইরূপে বলি নাহি দেয় যেই জন।
স্বকুটুম্ব সহ তারে করয়ে ভক্ষণ ॥
আজি তার পঞ্চক হইল মম ঘরে।
কি করিব কি হইবে বাক্য নাহি সরে ॥
এই ভার্য্যা পুত্র কন্যা আছি চারি জনা।
কারে দিব বলিদান করি যে ভাবনা ॥
মনুষ্য কিনিয়া দিব নাহি হেন ধন।
সুহৃদ কুটুম্ব দিতে নাহি লয় মন ॥
কারো মায়া তেয়াগিতে নারে কোনজন।
সবে মিলি যাব ভাগ্যে যা আছে লিখন ॥
ব্রাহ্মণের এতেক কাতর বাক্য শুনি।
সদয় হৃদয়ে বলে ভোজের নন্দিনী ॥
ভয় ত্যজ দ্বিজবর না কর ক্রন্দন।
স্বকুটুম্বে যাবে কেন রাক্ষস সদন ॥
পঞ্চপুত্র আছে মম শুনহে ব্রাহ্মণ।
এক পুত্র দিব আমি তোমার কারণ ॥
ব্রাহ্মণ বলিল ভাল করিলা বিচার।
অতিথি ব্রাহ্মণ আছে আশ্রমে আমার ॥
আপনার প্রাণ হেতু করিব এ কর্ম্ম।
লোকে অসম্ভব হবে মহিবেক ধর্ম্ম ॥
আত্মা দিয়া দ্বিজে রাখে বেদে হেন কয়।
দ্বিজে দিয়া আত্মরক্ষা উচিত না হয় ॥
অজ্ঞানে ব্রাহ্মণ বধে নাহি প্রতিকার।
কুলেতে করিব হেন কর্ম্ম দুরাচার ॥

কুন্তী বলিলেন যে কহিলা দ্বিজমণি।
মম অগোচর নহে সব আমি জানি ॥
লোকের বেদনা মম না সহে পরাণে।
বিশেষ ব্রাহ্মণ দুঃখ সহিব কেমনে ॥
দ্বিজ বলে হেন বাক্য না বলিহ মোরে।
এ পাপ ভুঞ্জিব আমি যুগ যুগান্তরে ॥
নিঃশব্দে বলেন কুন্তী শুন দ্বিজবর।
আমার তনয়গণ মহাবলধর ॥
রাক্ষসে খাইবে হেন না ভাবিহ মনে।
রাক্ষস সংহার কৈল মম বিদ্যমানে ॥
বেদ বিদ্যা বুদ্ধিবলে মম পুত্রগণ।
পৃথিবীতে জিনিতে নাহিক কোনজন ॥
শত পুত্র থাকিলে কি পুত্রে অনাদর।
ভয় ত্যজি অন্য বলি করিহ সত্বর ॥
কুন্তীর অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া তখন।
মৃতদেহে দ্বিজ যেন পাইল জীবন ॥
দ্বিজে সঙ্গে করি কুন্তী করিয়া গমন।
ভীমেরে জানাইলেন সব বিবরণ ॥
মায়ের বচনে ভীম করেন স্বীকার।
হরিষে ব্রাহ্মণ গেল গৃহে আপনার ॥
কতক্ষণে আইলেন ভাই চারিজন।
যুধিষ্ঠির শুনিলেন সব বিবরণ ॥
একান্তে ধর্ম্মের পুত্র ডাকিয়া মায়েরে।
জিজ্ঞাসা করেন ভীম গেল কোথাকারে
তোমার সম্মত কিবা আপন ইচ্ছায়।
কাহার বুদ্ধিতে হেন করিলা উপায় ॥
কুন্তী বলে আমার বচনে বৃকোদর।
বিপ্রের কারণে আর রাখিতে নগর ॥
ধর্ম্ম কীর্ত্তি আছে ইথে নাহি অপযশ।
বিশেষ ব্রাহ্মণ রক্ষা পরম পৌরষ ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির হলেন বিরস।
কোন্ বুদ্ধে মাতা হেন করিলা সাহস ॥
এমন দুষ্কর নাহি শুনি ইহলোকে।
মাতা হৈয়া পুত্রে দেয় রাক্ষসের মুখে ॥
ভিক্ষা মাগি প্রাণ রাখি যথাস্থানে বাস।
পুনঃ রাজ্য পাব বলি যার বলে আশ ॥

যার ভুজবলে নিদ্রা না যায় কৌরব।
যার তেজে জতুগৃহে রক্ষা পাই সব॥
স্কন্ধে করি লৈল সবে হিড়িম্বিক বনে।
হিড়িম্বে মারিয়া কৈল সবার রক্ষণে॥
হেন পুত্র দিলা তুমি রাক্ষস ভক্ষণে।
আমরা বাঁচিব আর কিসের কারণে॥
গর্ভধারী হয়ে ইহা কেহ নাহি করে।
বেদেতে নাহিক নাহি সংসার ভিতরে॥
রাজার দুহিতা তুমি রাজার মহিষী।
দুঃখ পেয়ে হতবুদ্ধি হৈলা বনবাসী॥
কুন্তী বলে যুধিষ্ঠির না ভাবিহ তাপ।
মম অগোচর নহে ভীমের প্রতাপ॥
জন্মকালে পরাক্রম দেখেছি তাহার।
প্রসবিয়া নিতে শক্তি নহিল আমার॥
কিছুমাত্র তুলি পুনঃ ফেলাইনু তলে।
গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ হৈল ভীমের আস্ফালে॥
বারণাবতেতে তুমি দেখিলা নয়নে।
চারি হস্তী তুল্য যে তোমরা চারিজনে॥
আমা সহ সবারে লইল স্কন্ধে করি।
হিড়িম্বা বরিল বনে হিড়িম্বে সংহারি॥
ভীম-পরাক্রম পুত্র আমি জানি ভালে।
রাক্ষস সংহার হবে ভীম বাহুবলে॥
উপস্থিত ভয়ে ত্রাণ করে যেই জন।
তার সম পুণ্য বাপু না করি গণন॥
বিশেষ গো-বিপ্র হেতু দিবে নিজ প্রাণ।
আপনাকে দিয়া দ্বিজে করিবেক ত্রাণ॥
রাজ্য রক্ষা দ্বিজ রক্ষা আর যে পৌরষ।
হেন কর্ম্মে কেন তুমি হইলা বিরস॥
মায়ের এতেক নীতি শুনিয়া বচন।
ধন্য ধন্য বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
পরদুঃখে দুঃখী তুমি দয়ালু হৃদয়।
তোমা বিনা হেন বুদ্ধি অন্যের কি হয়॥
পরপুত্র ত্রাণ হেতু নিজ পুত্র দিলা।
ব্রাহ্মণেরে এ সঙ্কটে রক্ষণ করিলা॥
তোমার পুণ্যেতে মাতা তরিবে বিপদে।
রাক্ষস মারিবে ভীম তোমার প্রসাদে॥

আর এক কথা মাতা কহ দ্বিজবরে।
এ সব প্রচার যেন না করে অন্যেরে॥
তবে কুন্তী তত্ত্ব কহিলেন সে ব্রাহ্মণে।
বলি সজ্জা করি দ্বিজ দিল ততক্ষণে॥
নিশাকালে বৃকোদর শকটে চড়িয়া।
যথা বৈসে বনে বক উত্তরিল গিয়া॥
রে রে বক নিশাচর আইস সত্বর।
এত বলি অন্ন খায় বীর বৃকোদর॥
নাম ধরি ডাকাতে ক্রোধেতে থর থর।
বক বীর আসে যেন পর্ব্বতে কিন্নর॥
মহাকায় মহাবেশ মহাভয়ঙ্করে।
চলিতে বিদরে ক্ষিতি চরণের ভরে॥
অন্ন খায় বৃকোদর দেখে বিদ্যমান।
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন অনল সমান॥
ডাক দিয়া বলে বক ওরে দুষ্টমতি।
মনুষ্য হইয়া কেন করিস্ অনীতি॥
সকুটুম্ব ব্রাহ্মণে খাইব তোর দোষে।
এত বলি নিশাচর ধরে অতি রোষে॥
রাক্ষসের বাক্য ভীম না শুনিয়া কাণে।
পৃষ্ঠ দিয়া তারে অন্ন পূরেন বদনে॥
দেখি ক্রোধে নিশাচর করয়ে গর্জ্জন।
ঊর্দ্ধবাহু করি ধায় অতি ক্রোধমন॥
দুই হাতে বজ্রসম পৃষ্ঠেতে প্রহারে।
তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাহি বীর বৃকোদরে॥
পৃষ্ঠে যে রাক্ষস মারে সহেন হেলায়।
পায়সান্ন খায় বীর বসি নিঃশঙ্কায়॥
দেখিয়া অধিক ক্রোধ হৈল নিশাচরে।
বৃক্ষ উপাড়িয়া হানে ভীমের উপরে॥
তথাপিহ অন্ন খান হাসি বৃকোদর।
বামহাতে কাড়িয়া নিলেন তরুবর॥
পুনঃ মহাবৃক্ষ উপাড়িল নিশাচর।
গর্জ্জিয়া মারিল বৃক্ষ ভীমের উপর॥
ভোজনান্তে বৃকোদর করি আচমন।
বৃক্ষ উপাড়িলেন যে ঘোর দরশন॥
বৃক্ষে বৃক্ষে যুদ্ধ কৈল না যায় কথনে।
উচ্ছন্ন হইল বৃক্ষ না রহিল বনে॥

শিলাবৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহার উপর।
বাহু বাহু যুদ্ধ হৈল দেখি ভয়ঙ্কর॥
মুণ্ডে মুণ্ডে বুকে বুকে ভুজে ভুজে তাড়ি।
ধরাধরি করি দোঁহে যায় গড়াগড়ি॥
যুদ্ধেতে হইল ক্লান্ত বক নিশাচর।
রাক্ষসে ধরিল বীর কুন্তীর কোঙর॥
বামহস্তে দুই জানু ডান হস্তে শির।
বুকে জানু দিয়া টানিলেন ভীম বীর॥
মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গিয়া করেন দুই খান।
মহাশব্দ করি বীর ত্যেজিল পরাণ॥
আর যত আছিল বকের অনুচর।
ভয়ে পলাইয়া সবে গেল বনান্তর॥
নগর নিকটে ভীম বকে ফেলাইয়া।
মাতৃ ভ্রাতৃ স্থানে সব কহিলেন গিয়া॥
হরষিতা কুন্তীদেবী ডাকি যুধিষ্ঠিরে।
আলিঙ্গিয়া প্রশংসা করেন বৃকোদরে॥
রজনী প্রভাত হৈল উদয় অরুণ।
বাহির হইল যত নগরের জন॥
দেখিয়া সকল লোক হৈল চমৎকার।
পড়িয়াছে বক যেন পর্ব্বত আকার॥
কেহ বলে এ কর্ম্ম করিলা কোন জন।
কেহ বলে নিষ্কণ্টক হৈল সর্ব্বজন॥
তবে সবে বিচারিলা নগরের জন।
তদন্ত জানহ বকে কে কৈল নিধন॥
কালিকার ভোজ্য যার আছিল পঞ্চক।
সেই বলিবারে পারে বকের অন্তক॥
ব্রাহ্মণের ঘরে বলি জানিল নির্ণীত।
সবে মেলি ব্রাহ্মণে ডাকিল ত্বরিত॥
জিজ্ঞাসিল ব্রাহ্মণেরে সব বিবরণ।
ব্রাহ্মণ বলিল শুন ইহার কারণ॥
কালিকার পঞ্চক আছিল মম ঘরে।
আমাকে শোকার্ত্ত দেখি এক দ্বিজবরে॥
সদয় হইয়া দিল আমারে অভয়।
বলি লৈয়া বক স্থানে গেল মহাশয়॥
সেই দ্বিজবর বকে করিল সংহার।
এইত রাজ্যের দ্বিজ করিল নিস্তার॥
এত শুনি মহাহৃষ্ট হৈল সর্ব্বজন।
ব্রাহ্মণের মহাপূজা করি বিচক্ষণ॥
আনন্দে ব্রাহ্মণ এল আপনার ঘরে।
দেব তুল্য দ্বিজবর পূজে পাণ্ডবেরে॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর জন্ম কথন।

হেনমতে দ্বিজগৃহে কতদিন যায়।
আচম্বিতে এক দ্বিজ আইল তথায়॥
বিবিধ দেশের কথা কহে তপোধন।
পঞ্চপুত্র সহ কুন্তী করেন শ্রবণ॥
দ্বিজ বলে করিলাম দেশ পর্য্যটন।
বহু নদী তীর্থক্ষেত্র না যায় গণন॥
দেখিলাম আশ্চর্য্য যে পাঞ্চালনগরে।
মহোৎসব দ্রুপদকন্যার স্বয়ম্বরে॥
দ্রুপদ রাজার কন্যা কৃষ্ণা নাম ধরে।
রূপে গুণে তুল্য নাহি পৃথিবী ভিতরে॥
অযোনিসম্ভবা কন্যা জন্ম যজ্ঞ হৈতে।
যাজ্ঞসেনী নাম তেঁই বিখ্যাত জগতে॥
দ্রুপদের পুত্র এক রূপ-গুণধাম।
দ্রোণ বিনাশিতে জন্ম ধৃষ্টদ্যুম্ন নাম॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন পাণ্ডুপুত্রগণ।
কহ শুনি দ্বিজবর ইহার কারণ॥
দ্বিজ বলে পূর্ব্বে দ্রোণ দ্রুপদের মিত।
কতদিনে কলহ হইল আচম্বিত॥
অভিমানে গিয়া দ্রোণ হস্তিনানগরে।
অস্ত্র শিক্ষা করাইল কৌরব কোঙরে॥
শিক্ষা অন্তে শিষ্যগণে দক্ষিণা মাগিল।
দ্রুপদ রাজারে বান্ধি আনিতে কহিল॥
কুন্তী-পুত্র অর্জ্জুন গুরু-আজ্ঞা পাইয়া।
দ্রুপদ রাজারে বান্ধি দিলেন আনিয়া॥
অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া দ্রোণ হইলেন মিত॥
মুক্ত করি দ্রুপদেরে দিলেন ত্বরিত॥
অভিমানে দ্রুপদে না রুচে অন্ন জল।
কেমনে মারিবে চিন্তে দ্রোণ মহাবল॥

এইত ভাবনা বিনা অন্য নাহি মন।
সদা গঙ্গাতীরে রাজা করেন ভ্রমণ ॥
যাজ উপযাজ নামে দুই সহোদর।
বেদেতে বিখ্যাত দোঁহে ব্রাহ্মণ কোঙর ॥
উপযাজে দ্রুপদ দেখিল একদিনে
বহু পূজা ভক্তি কৈল তাঁহার চরণে ॥
বিনয় মধুর ভাষে যুড়ি দুই কর।
উপযাজ প্রতি বলে পাঞ্চাল-ঈশ্বর ॥
এক লক্ষ ধেনু দিব অসংখ্য সুবর্ণ।
যাহা চাহ দিব আমি করি মন পূর্ণ ॥
মম ইষ্টকর্ম্ম এই শুন মহাশয়।
দ্রোণ নামে আছে ভরদ্বাজের তনয় ॥
অস্ত্রধারী তার তুল্য নাহি ক্ষিতিমাঝে।
পৃথিবীতে নাহি হেন তার সনে যুঝে ॥
দ্বিতীয় পরশুরাম সম পরাক্রমে।
হেন বুদ্ধি কর তারে জিনি সে সংগ্রামে ॥
ক্ষত্রিয়ে অশক্য শক্তি হৈয়াছে তাহার।
তপোমন্ত্রবলে তার কর প্রতিকার ॥
হেন যজ্ঞ কর হয় আমার নন্দন।
তার ভুজবলে দ্রোণ হইবে নিধন।
উপযাজ বলে মম এই যুক্তি লয়।
ব্রাহ্মণের বধ কর্ম্ম উচিত না হয় ॥
দ্বিজের এতেক বাক্য শুনিয়া রাজন।
পুনঃ বহু স্তুতি করি বলিল বচন ॥
দ্রুপদের বিনয় দেখিয়া দ্বিজবর।
প্রসন্ন হইয়া বলে শুন দণ্ডধর ॥
মম জ্যেষ্ঠ ভাই যাজ পরম তপস্বী।
বেদেতে পারগ সদা অরণ্যনিবাসী ॥
প্রার্থনা তাঁহার স্থানে করহ রাজন।
তিনি করিবেন তব দুঃখ বিমোচন ॥
উপযাজ বাক্যে গেল যাজের সদন।
প্রণমিয়া সকল করিল নিবেদন ॥
সদয় হইয়া যাজ করিল স্বীকার।
যজ্ঞ আরম্ভিল তবে পৃষত-কুমার ॥
রাণী সহ ব্রত আচরিল নরবর।
যজ্ঞ পূর্ণ দিনে জন্ম হইল কোঙর ॥
অগ্নিবর্ণ হৈল বীর হাতে ধনুঃশর।
অঙ্গেতে কবচ তার মাথায় টোপর ॥
সব্যহস্তে ধরে খড়্গ লোকে ভয়ঙ্কর।
পুত্র দেখি আনন্দিত পাঞ্চাল-ঈশ্বর ॥
তবে সেই যজ্ঞমধ্যে কন্যার উৎপত্তি।
জন্মমাত্রে দশদিক করে মহাদ্যুতি ॥
অঙ্গের সৌরভ এক যোজন ব্যাপিত।
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব বাঞ্ছিত ॥
পুত্র কন্যা দুইজন যজ্ঞেতে জন্মিল।
হেনকালে আকাশে আকাশবাণী হৈল ॥
এ কন্যার হৈল জন্ম শুন বিবরণ।
ইহা হৈতে ক্ষত্র সব হইবে নিধন ॥
কুরুবংশ ক্ষয় হবে এই কন্যা হৈতে।
এই পুত্র-জন্ম হৈল দ্রোণ বিনাশিতে ॥
এতেক আকাশবাণী শুনি সর্ব্বজন।
জয় জয় শব্দ কৈল পাঞ্চালেরগণ ॥
যত বীর যোদ্ধাগণ ছাড়ে সিংহনাদ।
আনন্দে দ্রুপদ রাজা ছাড়িল বিষাদ ॥
কন্যা তনয়ের নাম থুইল তখন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিয়া ডাকিল সর্ব্বজন ॥
কৃষ্ণ অঙ্গে কৃষ্ণা নাম থুইল তখনি।
পিতৃনামে দ্রৌপদী যজ্ঞেতে যাজ্ঞসেনী ॥
সম্প্রতি হইবে সে কন্যার স্বয়ম্বর।
দেখিতে আইল যত রাজরাজেশ্বর ॥
দ্বিজমুখে শুনিয়া এতেক সমাচার।
যাইতে হইল চেষ্টা তথা সবাকার ॥
পুত্রগণ চিত্ত জানি ভোজের নন্দিনী।
সবাকার প্রতি দেবী কহেন আপনি ॥
বহুদিন করিলাম এ স্থানে বসতি।
এক স্থানে বহুদিন নাহি শোভে স্থিতি ॥
বড় দয়াবন্ত শুনি পাঞ্চাল-রাজন।
চল যাব তথাকারে যদি লয় মন ॥
শুনিয়া পুত্রগণ করিলেন স্বীকার।
পুত্র সহ কুন্তীদেবী করেন বিচার ॥
হেনকালে আইলেন ব্যাস মহামুনি।
প্রণাম করেন তাঁরে ভোজের নন্দিনী ॥

পঞ্চ ভাই প্রণমেন লোটায়ে ধরণী।
আশীর্ব্বাদ করিলেন সবাকারে মুনি ॥

অর্জ্জুন-অঙ্গারপর্ণ সংবাদ ও পাণ্ডবগণের পাঞ্চাল নগরে গমন।

মুনি বলিলেন শুন পঞ্চ সহোদর।
দ্রুপদ নৃপতি করে কন্যা স্বয়ম্বর ॥
অদ্ভুত রচিল লক্ষ্য পাঞ্চালের পতি।
সে লক্ষ্য কাটিতে নাহি কাহার শকতি ॥
অর্জ্জুন কাটিবে লক্ষ্য সভার ভিতর।
পাঞ্চালের কন্যা প্রাপ্তি হইবে তোমার ॥
শীঘ্রগতি যাহ তথা না কর বিলম্ব।
চারিদিন হৈল স্বয়ম্বরের আরম্ভ ॥
এত বলি বেদব্যাস গেলেন স্বস্থান।
কুন্তী সহ পঞ্চ ভাই করেন প্রস্থান ॥
অন্তর্হিত হইলেন ব্যাস তপোধন।
উত্তর মুখেতে যান পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
দিবানিশি চলিলেন নাহিক বিশ্রাম।
নানা দেশ নদ নদী লঙ্ঘিলেন গ্রাম ॥
অগ্রে যান ধনঞ্জয় ঘোর রজনীতে।
অন্ধকার হেতু ধরি দেউটি করেতে ॥
কতদিনে উত্তরিল জাহ্নবীর তীরে।
স্ত্রীসহ গন্ধর্ব্ব এক তথায় বিহরে ॥
পাণ্ডবের শব্দ শুনি বলে ডাক দিয়া।
বড় অহঙ্কার দেখি মনুষ্য হইয়া ॥
প্রয়াগ গঙ্গার মধ্যে আমার আশ্রয়।
রাত্রিকালে আসি জীয়ে কে হেন আছয় ॥
যক্ষ রক্ষ রাক্ষস পিশাচ ভূতগণ।
নিশাকালে অধিকারী এই সব জন ॥
বিশেষ অঙ্গারপর্ণ নাম মোর খ্যাত।
নিশ্চয় আমার হাতে হইবে নিপাত ॥
পার্থ বলিলেন শাস্ত্র না জান দুর্ম্মতি।
জাহ্নবীর জলে স্নানে দিবা কিবা রাতি ॥
অকাল হইল তাহে তোরে কিবা ভয়।
তোমাতে অশক্ত যে সে তোমায় ডরায় ॥
এ গঙ্গার মহিমা না জান মূঢ়মতি।
স্বর্গেতে অলকানন্দা ভূমে ভাগীরথী ॥
পিতৃলোকে বৈতরণী অধো ভোগবতী।
অকাল সুকাল নাহি সদালোক গতি ॥
হেন গঙ্গাস্নান রুদ্ধ করহ অজ্ঞান।
ইহার উচিত ফল পাবে মম স্থান ॥
অর্জ্জুনের বাক্যে কোপে গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর।
ধনু টঙ্কারিয়া এড়ে সর্পময় শর ॥
হাতেতে উলকা ছিল ইন্দ্রের নন্দন।
তাতে করিলেন তার অস্ত্র নিবারণ ॥
ডাকিয়া বলেন পার্থ শুন রে গন্ধর্ব্ব।
এই অস্ত্র বলেতে করিতেছিলা গর্ব্ব ॥
তোর বাণ নিবারিনু সহ মম বাণ।
এই বাণে লইব তোমার আজি প্রাণ ॥
পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র দিলেন আমারে।
এড়িলাম অস্ত্র এই রাখ আপনারে ॥
এত বলি এড়িলেন অস্ত্র ধনঞ্জয়।
গন্ধর্ব্বের রথ পুড়ে হৈল ভস্মময় ॥
পলায় গন্ধর্ব্বপতি রণে ভঙ্গ দিয়া।
পাছে পাছে অর্জ্জুন চুলে ধরেন গিয়া ॥
স্বামীর দেখিয়া হেন সঙ্কট সময়।
নারীগণ গেল যথা ধর্ম্মের তনয় ॥
গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা কুম্ভীলসী নাম ধরে।
যুধিষ্ঠির পায়ে ধরি বিনয় সে করে ॥
পরম সঙ্কট হৈতে মোরে কর ত্রাণ।
সহস্র সতীনে ঘেরি স্বামী দেহ দান ॥
কামিনীর ক্রন্দন দেখিয়া পাণ্ডুপতি।
অর্জ্জুনে করিল আজ্ঞা ছাড় শীঘ্রগতি ॥
ধর্ম্মের পাইয়া আজ্ঞা ছাড়েন অর্জ্জুন।
গন্ধর্ব্ব বলয়ে তবে বিনয় বচন ॥
মোরে প্রাণদান যদি দিলে মহাশয়।
করিব তোমার প্রীতি উচিত যে হয় ॥
অদ্ভুত চাক্ষুসী বিদ্যা আছে মম স্থানে।
এ বিদ্যা জানিলে লোক জানে সর্ব্বজনে ॥
মনু পূর্ব্বে এই বিদ্যা দিলেন চন্দ্রেরে।
বিশ্বাবসু চন্দ্রস্থানে সে দিল আমারে ॥

মনুষ্য অধিক আমি সেই বিদ্যা হৈতে।
সেই বিদ্যা দিব আমি তোমার প্রীতিতে॥
ভাই প্রতি শত অশ্ব দিব আমি আর।
সেই অশ্ব শ্রান্ত নহে ভ্রমিলে সংসার॥
পূর্ব্বে ইন্দ্র বৃত্রাসুরে বজ্র প্রহারিল।
অসুরের মুণ্ডে বজ্র শতখান হৈল।
স্থানে স্থানে সেই অস্ত্র কৈল নিয়োজন
সবা হৈতে শ্রেষ্ঠ বজ্র ব্রাহ্মণ বচন॥
শূদ্রগণ কর্ম্ম করে বজ্র তার সেহি।
বৈশ্যগণ দান করে বজ্র তার কহি॥
ক্ষত্রিয় থুইল বিদ্যা রথের বাজিতে।
সে কারণে দিব অশ্ব তোমার সে হিতে॥
অর্জ্জুন বলেন তুমি হারিলা সমরে।
তব স্থানে লব অস্ত্র না শোভে আমারে॥
গন্ধর্ব্ব বলিল যাতে সর্ব্বলোকে জানে।
হেন বিদ্যা জানি তুমি ত্যজ কি কারণে॥
অর্জ্জুন বলেন আমি জানিনু সকল।
ভয় পেয়ে এতেক বিনয় কেন বল॥
গন্ধর্ব্ব বলিল আমি জানি হে তোমারে।
তপতী হইতে জন্ম বিখ্যাত সংসারে॥
তোমার পুরুষ ক্রমে জানি ভালমতে।
গুরু দ্রোণে জানি তেঁই খ্যাত ত্রিজগতে॥
তবু রুষিলাম রাত্রে আমার বিষয়।
বিশেষ স্ত্রীসহ মোর ক্রীড়ার সময়॥
স্ত্রী সহিত ক্রীড়াতে অবজ্ঞা যেই করে
বলাবল নাহি বুঝি রুদ্ধ করি তারে॥
অনাহুত অনাগ্নেয় যেই দ্বিজগণ।
তাহারে করি যে বদ্ধ নিশার কারণ॥
আর যত জাতি আমি পাই নিশাকালে
অবশ্য সংহার তার মোর শরানলে॥
পুরোহিত কিম্বা দ্বিজ সঙ্গেতে করিয়া।
গৃহ হৈতে বাহিরায় দেবতা স্মরিয়া॥
সর্ব্বত্র মঙ্গল তার যথাকারে যায়।
তাহাকে নাহক শক্তি হিংসিতে আমায়॥
জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক তোমরা পঞ্চজন
আমারে জিনিতে শক্ত হৈলা সে কারণ॥

মম বাক্য তাপত্য শুনহ এইক্ষণে।
সকল নিষ্ফল পুরোহিতের কারণ॥
অর্জ্জুন বলেন শুন বলি যে তোমারে।
তাপত্য বলিয়া কেন বলিলা আমারে॥
জননী আমার কুন্তী আছেন সংহতি।
তাপত্য বলিলা তুমি কেবা সে তপতী॥
গন্ধর্ব্ব বলিল শুন ইহার কারণ।
তব পূর্ব্ববংশ কথা শুন দিয়া মন॥
এইত সূর্য্যের কন্যা হইল তপতী।
ত্রৈলোক্যেতে তার সম নাহি রূপবতী॥
যৌবন সময় তার দেখি দিনকর।
চিন্তিলেন নাহি দেখি কন্যা-যোগ্যবর॥
তোমার উপর বংশে রাজা সম্বরণ।
নিরবধি করিলেন সূর্য্যের সেবন॥
উপবাস নিয়ম করেন চিরকাল।
তাহাতে হৈলেন তুষ্ট দেব লোকপাল॥
সূর্য্যের সেবায় সম্বরণ মহারাজা।
রূপে অনুপম হৈল বলে মহাতেজা॥
তার রূপে গুণে তুষ্ট হৈল দিনকর।
মনে চিন্তা কৈল তপতীর যোগ্যবর॥
তবে কতদিনে সম্বরণ নৃপবর।
মৃগয়া করিতে গেল অরণ্য ভিতর॥
একা অশ্বে চড়িয়া ভ্রময়ে বনে বনে।
বহু শ্রমে অশ্ব মরে জলের বিহনে॥
অশ্বহীন পদব্রজে ভ্রমে নরবর।
দিক্ জানিবারে উঠে পর্ব্বত উপর॥
পর্ব্বত উপরে দেখে কন্যা নিরুপমা।
বিদ্যুতের পুঞ্জ কিবা কাঞ্চন প্রতিমা॥
কতক্ষণে নৃপতি মধুর মৃদুভাষে।
মদনে পীড়িত হৈয়া গেল কন্যা পাশে॥
রাজা বলে কহ শুনি মন্মথমোহিনী।
নির্জ্জন কাননে কেন আছ একাকিনী॥
বিবিধ বিনয় করি ভূপতি কহিল।
কিছু না বলিয়া কন্যা অন্তর্দ্ধান হৈল॥
উন্মত্ত হইয়া রাজা চারিদিকে চায়
কন্যা না দেখিয়া রাজা হৈল মৃতপ্রায়॥

অন্তরীক্ষে থাকি তাহা তপতী দেখিল।
ডাক দিয়া তপতী সে রাজারে বলিল।
কি কারণে অচেতন হৈলে নৃপবর।
উঠহ ভূপতি তুমি যাহ নিজ ঘর ॥
কন্যার বচন শুনি এতেক রাজন।
মৃত কলেবরে যেন পাইল চেতন ॥
চেতন পাইয়া রাজা উর্দ্ধমুখে চায়।
অন্তরীক্ষে দেখে কন্যা বিদ্যুতের প্রায় ॥
রাজা বলে কামরসে মোহিত শরীর।
ইচ্ছা করি ধৈর্য্য ধরি চিত্ত নহে স্থির ॥
তোমা বিনা অন্যে দেখি রাখিব জীবন।
কদাচিত নহে হেন অবশ্য মরণ ॥
পাইলাম প্রাণ শুনি তোমার বচন।
অনুগ্রহ কৈলে মোরে হেন লয় মন ॥
মম প্রতি যদি দয়া হইল তোমার।
আলিঙ্গন দিয়া প্রাণ রাখহ আমার ॥
কন্যা বলে নরপতি এ নহে বিচার।
প্রার্থনা পিতার কাছে করহ আমার ॥
পরিচয় আমার শুনহ নরপতি।
সূর্য্যকন্যা আমি নাম ধরি যে তপতী ॥
তপ ক্লেশ ব্রত কর সূর্য্য আরাধন।
সূর্য্য দিলে আমারে যে পাইবা রাজন ॥
এত বলি তপতী হইল অন্তর্দ্ধান।
পুনঃ পড়ে নরপতি হইয়া অজ্ঞান ॥
হেথা রাজমন্ত্রী সব সৈন্যগণ লৈয়া।
ভ্রময়ে সকল বন রাজা না দেখিয়া ॥
পর্ব্বত উপরে তবে দেখে নরবর।
পড়িয়াছে অজ্ঞান মোহিত কলেবর ॥
শীতল সলিল অঙ্গে সিঞ্চে মন্ত্রিগণ।
ধরি বসাইল তবে করিয়া যতন ॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা চারিদিকে চায়।
মন্ত্রিগণ দেখি কিছু না বলিল রায় ॥
কন্যার ভাবনা বিনা অন্য নাহি মনে।
বিদায় করিল রাজা সব সৈন্যগণে ॥
রাজা বৃদ্ধ মন্ত্রী এক রাখিল সংহতি।
সূর্য্যের উদ্দেশে তপ করে নরপতি ॥

উর্দ্ধপদে অধোমুখে সদা উপবাসে।
এক চিত্তে তপ করে সূর্য্যের উদ্দেশে ॥
তবে চিত্ত অনুমানি রাজা সম্বরণ।
পুরোহিত বশিষ্ঠেরে করিল স্মরণ ॥
আইল বশিষ্ঠ মুনি রাজার সদনে।
রাজার দেখিয়া ক্লেশ চিন্তে মুনি মনে ॥
তপতী কারণে তপ তপন-সেবন
জানি মুনিরাজ চিত্তে ভাবিল তখন ॥
অন্তরীক্ষে উঠি গেল আকাশমণ্ডলে।
দ্বিতীয় ভাস্কর তেজ যাঁর তপোবলে।
কৃতাঞ্জলি করি সূর্য্যে করিল প্রণাম।
সবিনয়ে জানাইল আপনার নাম ॥
ভাস্কর বলেন মুনি কহ সমাচার।
কোন্ প্রয়োজনে এলে আলয়ে আমার।
কোন্ কার্য্যে অভিলাষ বলহ আমারে।
দুষ্কর হইলে তবু তুষিব তোমারে ॥
প্রণমিয়া বশিষ্ঠ কহেন পুনর্ব্বার।
মম এই নিবেদন তোমার গোচর ॥
ভরতবংশের রাজা নাম সম্বরণ।
রূপে গুণে অনুপম বিখ্যাত ভুবন ॥
তোমার ভজনে রাজা বড় অনুরত।
চিরকাল সম্বরণ তোমা অনুগত ॥
তাহার বরণ হেতু তোমার তনুজা।
তপতী নামেতে সেই সাবিত্রী অনুজা ॥
অযোগ্য না হয় রাজা উর্ব্বীতে প্রধান।
এই হেতু যেই আজ্ঞা করহ বিধান ॥
ভাস্কর বলেন তুমি মুনিতে প্রধান।
নাহি কেহ ক্ষত্রেতে সম্বরণ সমান ॥
তপতী সমান কন্যা নাহিক তুলনা।
তিন স্থানে শ্রেষ্ঠ হও তোমা তিনজনা ॥
তোমার বচন আমি না করিব আন।
তপতী কন্যায় দিব সম্বরণে দান ॥
এত বলি কন্যা লৈয়া কৈল সমর্পণ।
কন্যা লৈয়া মুনিরাজ করিল গমন।
তপতী দেখিয়া তপ ত্যজে নৃপবর।
বশিষ্ঠকে স্তব করে করি যোড়কর ॥

তবে মুনিবর দোঁহার বিবাহ দিল।
রাজারে রাখিয়া মুনি নিজাশ্রমে গেল
বশিষ্ঠের লৈয়া আজ্ঞা সেই মহাবনে।
তপতী লইয়া ক্রীড়া করে সম্বরণে ॥
যেই বৃদ্ধ মন্ত্রী ছিল রাজার সংহতি
তাঁরে রাজ্যভার দিয়া পাঠায় নৃপতি ॥
বিহার করয়ে রাজা পর্ব্বত উপর।
তপতী সহিত ক্রীড়া দ্বাদশ বৎসর ॥
এথায় রাজার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হৈল।
দ্বাদশ বৎসর ইন্দ্র বৃষ্টি না করিল ॥
বৃক্ষ আদি যত শস্য গেল ভস্ম হৈয়া।
অশ্বগণ পক্ষী যত মরিল পুড়িয়া ॥
দুর্ভিক্ষ হৈল রাজ্যে হয় ডাকাতি চুরি।
একেরে না মানে অন্যে সত্য পরিহরি ॥
কুটুম্ব বান্ধবগণে কেহ নাহি সয়।
সকল মনুষ্যগণ হৈল শবপ্রায় ॥
হাহাকার রব বিনা অন্য নাহি শুনি।
দেশান্তরে গেল লোক পরমাদ গণি ॥
রাজ্যের এতেক কষ্ট রাজা নাহি জানে।
আইলেন বশিষ্ঠ সে দেশে কত দিনে ॥
রাজ্যভঙ্গ দেখিয়া চিন্তিত মুনিবর।
রাজারে আনিতে যান পর্ব্বত উপর ॥
বার্ত্তা পেয়ে অনুতাপ করিল রাজন।
তপতী সহিত দেশে করিল গমন ॥
দেশে আসি যজ্ঞ দান করে নৃপবর।
তবে বৃষ্টি করিলেন দেব পুরন্দর ॥
পুনঃ শস্য জন্মিল সানন্দ প্রজাগণ।
পূর্ব্বমত রাজ্য পুনঃ কৈল সম্বরণ ॥
তপতী সহিত ক্রীড়া করে চিরকাল।
তপতীর গর্ভে হৈল কুরু মহীপাল ॥
কুরুর যতেক কর্ম্ম না যায় লিখন।
কুরুবংশ নাম খ্যাত হৈল সে কারণ ॥
পুরোহিত বশিষ্ঠের সাহায্য কারণ।
পাইলেন ধর্ম্ম অর্থ কাম সম্বরণ ॥
তপতীর গর্ভজাত কুরু নরবর।
তোমরা তাঁহার বংশে পঞ্চ সহোদর ॥
তাপত্য বলিয়া তেই বলি যে তোমারে।
পূর্ব্ববংশ কথা এই খ্যাত চরাচরে ॥
শুনিয়া হরিষ হৈল পার্থ ধনুর্দ্ধর।
পুনঃ জিজ্ঞাসিল কহ গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর ॥
সম্বরণ নৃপে রক্ষা করিলেন যিনি।
কে তিনি বশিষ্ঠ কহ তাঁর কথা শুনি ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল সে বিখ্যাত তপোধন।
বশিষ্ঠের গুণ কর্ম্ম না যায় কথন ॥
কাম ক্রোধে জিনে হেন নাহি ত্রিভুবনে।
হেন কাম-ক্রোধ সেবে মুনির চরণে ॥
বিশ্বামিত্র বহু তাঁরে ক্রোধ করাইল।
তথাপিহ মুনি তাঁরে কিছু না কহিল ॥
ইক্ষ্বাকু বংশেতে রাজা যাঁর বুদ্ধি বলে।
নিষ্কণ্টকে বৈভব ভুঞ্জিল ভূমণ্ডলে ॥
জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয় অদ্ভুত কথন।
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠে কলহ কি কারণ ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল শুন কথা পুরাতন।
কান্যকুব্জ দেশে গাধি নামেতে রাজন ॥
তাঁর পুত্র বিশ্বামিত্র সর্ব্বগুণযুত
বেদ বিদ্যা বুদ্ধি বলে ভুবনে অদ্ভুত ॥
একদিন সসৈন্যেতে গাধির নন্দন।
মহাবনে প্রবেশিল মৃগয়া কারণ ॥
মারিল অনেক মৃগ বনের ভিতর।
মৃগয়ায় শ্রান্ত বড় হৈল নরবর ॥
ক্ষুধায় পীড়িত বড় হৈল পরিশ্রম।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল বশিষ্ঠ আশ্রম ॥
মনোহর স্থল দেখি হৈল হৃষ্টমন।
উত্তরিল যথায় বশিষ্ঠ তপোধন ॥
রাজারে দেখিয়া পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া মুনি।
অতিথি বিধানে পূজা করিলেন তিনি ॥
রাজার যতেক সৈন্য পরিশ্রান্ত শুনি।
নন্দিনী ধেনুর প্রতি বলিলেন মুনি ॥
দেখহ রাজার সৈন্য অতিথি আমার।
যেই চাহা চাহে তোষ করহ তাহার ॥
বশিষ্ঠের আজ্ঞা পেয়ে সুরভি-নন্দিনী।
সংসারে যাঁহার কর্ম্ম অদ্ভুত-কাহিনী

হুঙ্কারে বিবিধ দ্রব্য করিল সৃজন।
চর্ব্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয় নানারত্নধন॥
বস্ত্র অলঙ্কার মাল্য কুসুম-চন্দন।
বিচিত্র পালঙ্ক আর বসিতে আসন॥
যেই যাহা চায় তাহা পায় ততক্ষণ।
পাইল পরমানন্দ সর্ব্ব সৈন্যগণ।
গাভীর দেখিয়া কর্ম্ম বিস্মিত রাজন।
বশিষ্ঠ মুনিরে বলে গাধির নন্দন॥
এই গাভী মুনিবর আজ্ঞা কর মোরে।
এক কোটি গাভী দিব স্বর্ণ মণ্ডি খুরে॥
নতুবা সকল রাজ্য লহ তপোধন।
হস্তী অশ্ব পদাতিক যত সৈন্যগণ॥
বশিষ্ঠ বলেন নাহি দিতে পারি দান।
দেবতা অতিথি হেতু আছে মম স্থান॥
রাজা বলে হও তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের হেন দ্রব্য নাহি প্রয়োজন॥
হেন দ্রব্য মুনিবর ভূপতিকে সাজে।
কি করিবে তুমি ইহা থাক বনমাঝে॥
গাভী নাহি দিবে যদি আপন ইচ্ছায়।
নিশ্চয় লইব গাভী জানাই তোমায়॥
মাগিলে না দিবে গাভী লয়ে যাব বলে।
ক্ষত্রধর্ম্ম আমার লইব বলে ছলে॥
বশিষ্ঠ বলেন তুমি অধিকারী দেশে।
বলিষ্ঠ ক্ষত্রিয়-সৈন্য সহায় বিশেষে॥
যাহা ইচ্ছা কর শীঘ্র না কর বিচার।
সহজে তপস্বী দ্বিজ কি শক্তি আমার॥
শুনি বিশ্বামিত্র বলে ওরে সৈন্যগণ।
কামধেনু লয়ে চল করিয়া বন্ধন॥
শুনি যত সৈন্যগণ গলে দিল দড়ি।
চালাইল কামধেনু পাছে মারে ছড়ি॥
প্রহারে পীড়িত গাভী তবু নাহি যায়।
ঊর্দ্ধমুখে সজলাক্ষে মুনিপানে চায়॥
মুনি বলিলেন কিবা চাহ মম ভিতে।
তোমার যতেক কষ্ট দেখেছি চক্ষেতে॥
তপস্বী ব্রাহ্মণ আমি কি করিতে পারি।
বলে তোমা লয়ে যায় রাজ্য-অধিকারী॥
তবে রাজ সৈন্যগণ বৎসকে ধরিয়া।
আগে লৈয়া যায় তারে গলে দড়ি দিয়া॥
বৎসকে ধরিয়া লয় কাঁন্দয়ে নন্দিনী।
ডাক দিয়া বলে দেখ হের মহামুনি॥
উপরোধ না মানিল যদি দুষ্ট লোকে।
কি করিব মুনি আজ্ঞা করহ আমাকে॥
মুনি বলিলেন তোমা ত্যাগ নাহি করি।
বলে লয়ে যায় রাজা কি করিতে পারি॥
নিজ-শক্তি-বলে যদি পার রহিবারে।
তবে যে রহিতে পার কি কব তোমারে
মুনিরাজ মুখে যদি এতেক শুনিল।
অতি ক্রোধে ভয়ঙ্কর তনু বাড়াইল॥
ঊর্দ্ধমুখ করি গাভী হাম্বারবে ডাকে।
নানাজাতি সৈন্য বাহিরায় লাখে লাখে॥
পহ্লব নামেতে জাতি নানা অস্ত্র হাতে।
পুচ্ছ হৈতে বাহির হইল আচম্বিতে॥
মূত্রেতে পাইল জন্ম বহু ব্যাধগণ।
দুই পার্শ্বে জন্ম নিল কিরাত যবন॥
জন্মিল অনেক সৈন্য মুখের ফেণাতে।
নানাজাতি ম্লেচ্ছ হৈল চারি পদ হৈতে॥
নানা অস্ত্র লইয়া ধাইল সর্ব্বজন।
দুই সৈন্যে দেখাদেখি হইল ভিড়ন॥
বিশ্বামিত্র সৈন্যগণ যতেক আছিল।
একজন প্রতি তার পঞ্চজন হৈল॥
সহিতে না পারি রণ বিশ্বামিত্র সেনা।
রাজার সম্মুখে ভঙ্গ দিল সর্ব্বজনা॥
পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে বহে নদী।
মুনি-সৈন্য রাজ-সৈন্য পাছে যায় খেদি॥
পলায় সকল সৈন্য পাছে নাহি চায়।
সর্ব্বসৈন্য বিশ্বামিত্র পাছে খেদি যায়॥
বনের বাহির করি গাধির কুমারে।
বাহুড়িয়া সৈন্যগণ মুনিরে নেহারে॥
তবে বিশ্বামিত্র বড় মনে অভিমান।
মুনির নিকটে এত পাই অপমান॥
অদ্ভুত দেখিয়া কর্ম্ম মনে মনে গণে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জানিনু এতক্ষণে॥

ধিক্ ক্ষত্রজাতি মম ধিক্ রাজপদে।
একই তপস্বী দ্বিজে না পারি বিবাদে॥
এ প্রাণ রাখিয়া আর কোন্ প্রয়োজন।
তপস্যা করিয়া আমি হইব ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ হইব কিম্বা যায় যাক্ প্রাণ।
এত চিন্তি বিশ্বামিত্র করে সম্বিধান॥
দেশে পাঠাইয়া দিল যত সৈন্যগণ।
তপস্যা করিতে গেল গহন কানন॥
বিশ্বামিত্র তপ-কথা অদ্ভুত কথন।
যাঁর তপে তাপিত হইল ত্রিভুবন॥
গ্রীষ্মকালে চতুর্ভিতে জ্বালি হুতাশন।
ঊর্দ্ধপদে তার মধ্যে থাকেন রাজন॥
নাকে মুখে রক্ত বহে ঘোর দরশন।
অস্থি-চর্ম্মসার-মাত্র আহার পবন॥
বরিষাকালেতে যথা জলদ বরিষে।
যোগাসন করিয়া রাজা তথায় বৈসে॥
অহর্নিশি জলধারা বরিষে উপর।
স্থাবর সদৃশ হৈয়া থাকে নৃপবর॥
শীতকালে হীনবস্ত্র হৈয়া নিরাশ্রয়।
হেমন্ত পর্ব্বতে যথা সদা বরিষয়॥
এইরূপে করে তপ সহস্র বৎসর।
তপে তুষ্ট হইলেন ব্রহ্মা তদুপর॥
ব্রহ্মা বলে বর মাগ গাধির নন্দন।
বিশ্বামিত্র বলে কর আমারে ব্রাহ্মণ॥
বিরিঞ্চি বলেন তব ক্ষত্রকুলে জন্ম।
কেমনে হইবা দ্বিজ দুষ্কর এ কর্ম্ম॥
অন্যবর চাহ তুমি যেই লয় মন।
বিশ্বামিত্র বলে অন্যে নাহি প্রয়োজন॥
ব্রহ্মা বলে আর জন্মে হইবে ব্রাহ্মণ।
এক্ষণে যা চাহ তাহা মাগহ রাজন॥
বিশ্বামিত্র বলে আমি অন্য নাহি চাই।
কিবা প্রাণ যায় কিবা ব্রাহ্মণত্ব পাই॥
এত শুনি করিলেন বিধাতা গমন।
পুনঃ তপ আরম্ভিল গাধির নন্দন॥
ঊর্দ্ধ দুই পদ করি অধোমুখ হৈয়া।
এক পদে অঙ্গুলিতে রহে দাণ্ডাইয়া॥
মত সেই হৈল নরবর।
কেবল আছয়ে প্রাণ মজ্জার ভিতর॥
তাঁর তপে মহাতাপ হৈল তিনলোকে।
ইন্দ্রাদি দেবতা ভয় হইল সবাকে॥
সহিতে না পারি ব্রহ্মা আসি আরবার।
বলিলেন বর মাগ গাধির কুমার॥
বিশ্বামিত্র বলে আমি মাগিয়াছি পূর্ব্বে।
ব্রাহ্মণ করহ যদি মোরে বর দিবে॥
এড়াইতে না পারিয়া সৃষ্টি-অধিকারী।
বিশ্বামিত্র গলে দেন আপন উত্তরী॥
বর দিয়া বিধাতা করিলেন গমন।
বিশ্বামিত্র মুনি হৈল মহাতপোধন॥
সদা জাগে বশিষ্ঠের অপমান মনে।
বশিষ্ঠের ছিদ্র খুঁজি ভ্রমে অনুক্ষণে॥
ইক্ষাকু বংশেতে রাজা সর্ব্বগুণধাম।
সংসারেতে বিখ্যাত কল্মাষপাদ নাম॥
মহামুনি বশিষ্ঠ তাঁহার পুরোহিত।
যজ্ঞ হেতু তাঁহারে করিল নিমন্ত্রিত॥
বশিষ্ঠ বলেন কিছু আছে প্রয়োজন।
রাজা বলে যজ্ঞ আমি করিব এখন॥
মুনি না আইল রাজা হৈল ক্রোধ মন।
বিশ্বামিত্রে যজ্ঞ হেতু কৈল নিমন্ত্রণ॥
বিশ্বামিত্র লৈয়া সঙ্গে আইসে রাজন।
পথেতে ভেটিল শক্তি বশিষ্ঠ-নন্দন॥
রাজা বলে পথ ছাড়ি দেহ মুনিবর।
শক্তি বলে মোরে পথ দেহ নরবর॥
রাজা বলে রাজপথ জানে সর্ব্বজনে।
পথ ছাড় যাব আমি যজ্ঞের কারণে॥
শক্তি বলে দ্বিজ পথ বেদের বিহিত।
পথ ছাড়ি দেহ মোরে যাইব ত্বরিত॥
এইমত বলাবলি হৈল দুই জনে।
কেহ না ছাড়িল পথ কুপিত রাজনে॥
হাতেতে প্রবোধবাড়ি আছিল রাজার।
ক্রোধে মুনি অঙ্গে রাজা করিল প্রহার॥
প্রহারে জর্জ্জর শক্তি রক্ত পড়ে ধারে।
ক্রোধচক্ষে চাহিয়া বলিল নরবরে॥

উত্তম বংশেতে জন্ম করিস্ অনীতি।
ব্রাহ্মণেরে হিংসা তুই করিস্ দুর্ম্মতি॥
এই পাপে মম শাপে হও নিশাচর।
মনুষ্যের মাংসে তোর পূরক উদর॥
শাপ শুনি ব্যস্ত হৈল সৌদাস-নন্দন।
কৃতাঞ্জলি করি বলে বিনয় বচন॥
হেনকালে বিশ্বামিত্র পেয়ে অবসর।
রাজ-অঙ্গে নিয়োজিল এক নিশাচর॥
রাক্ষস-শরীর হৈল রাজা হতজ্ঞান।
দেখি বিশ্বামিত্র মুনি হৈল অন্তর্দ্ধান॥
সম্মুখে পাইয়া শক্তি ধরিল রাজন।
ব্যাঘ্র যেন পশু ধরি করয়ে ভক্ষণ॥
মোরে শাপ দিলা দুষ্ট ভুঞ্জ ফল তার।
বধিয়া ঘাড়ের রক্ত খাইল তাহার॥
শক্তিকে খাইয়া মূর্ত্তি হৈল ভয়ঙ্কর।
উন্মত্ত হইয়া গেল বনের ভিতর॥
দেখি বিশ্বামিত্র মুনি ভাবিল অন্তরে।
রাক্ষস লইয়া সঙ্গে গেল মুনিবরে॥
যথা আছে বশিষ্ঠের শতেক কুমার।
কাল পেয়ে বিশ্বামিত্র দেয় ফল তার॥
একে একে দেখাইয়া সর্ব্বজনে দিল।
রাক্ষস সবারে ধরি ভক্ষণ করিল॥
বশিষ্ঠ আসিয়া গৃহে দেখে শূন্যময়।
শত পুত্রে না দেখিয়া হইল বিস্ময়॥
ধ্যানেতে জানিল যত বিশ্বামিত্র কৈল।
শক্তি সহ শত পুত্র রাক্ষস ভক্ষিল॥
শত পুত্রশোকে তাঁর দহয়ে শরীর।
মহা ধৈর্য্যবন্ত তবু হইল অস্থির॥
আপনার মরণ বাঞ্ছিয়া মুনিবর।
শোকানলে প্রবেশিল সমুদ্র ভিতর॥
সমুদ্র দেখিয়া তাঁরে রাখি গেল কূলে।
মরণ নহিল যদি সমুদ্রের জলে॥
অত্যুচ্চ পর্ব্বতে গিয়া উঠিল সে মুনি।
তথা হৈতে শোকাকুলে পড়িল ধরণী॥
বিংশতি সহস্র ক্রোশ উচ্চ হৈতে পড়ি।
তুলারাশি পরে মুনি যায় গড়াগড়ি॥
তাহাতে নহিল মৃত্যু চিন্তে মুনিরাজ।
প্রবেশ করিল গিয়া অনলের মাঝ॥
যোজন প্রসর অগ্নি পরশে আকাশে।
শীতল হইল অগ্নি মুনির পরশে॥
তবে মুনি প্রবেশিল অরণ্য-ভিতর।
নানাপশু ব্যাঘ্র হস্তী ভল্লুক শূকর।
বশিষ্ঠে দেখিয়া সবে পলাইয়া যায়।
হেনমতে কৈল মুনি অনেক উপায়॥
মরণ নহিল মুনি ভ্রমিল সংসার।
কতদিনে গৃহে মুনি আসে আপনার॥
এক শত পুত্র নাহি দেখি মুনিবর।
পুত্রশোকে অবশ হইল কলেবর॥
চতুর্দ্দিকে অনুক্ষণ বেদ অধ্যয়ন॥
নানা শাস্ত্র পঠন করয়ে পুত্রগণ।
এ সব চিন্তিয়া মুনি অধিক তাপিত।
গৃহমধ্যে প্রবেশিতে নাহি যায় চিত॥
পুনরপি বশিষ্ঠ চলিল দেশান্তর।
মৃত্যুর উপায় মুনি করে নিরন্তর॥
দেখিল একটি নদী অত্যন্ত গভীর।
ভয়ঙ্কর লক্ষ লক্ষ আছয়ে কুম্ভীর॥
তাহে পড়িবার তরে ইচ্ছা কৈল মুনি।
হেনকালে পাছু হৈতে শুনে বেদধ্বনি॥
বিস্ময় হইয়া মুনি উলটিয়া চায়।
শক্তি ভার্য্যা অদৃশ্যন্তী দেখিল তথায়॥
যোড়হাত করি বলি শক্তির বনিতা।
তোমার সহিত প্রভু আইলাম হেথা॥
মুনি বলে সঙ্গে আর আছে কোনজন।
শত শত বেদধ্বনি করে উচ্চারণ॥
শক্তির কণ্ঠের প্রায় শুনিলাম স্বর।
এত শুনি বলে দেবী বিনয় উত্তর॥
শক্তির নন্দন আছে আমার উদরে।
দ্বাদশ বৎসর বেদ অধ্যয়ন করে॥
এত শুনি বশিষ্ঠ হইল হৃষ্টমন।
বংশ আছে শুনি নিবর্ত্তিল তপোধন॥
বধূ সঙ্গে লইয়া চলিল পুনঃ ঘর।
হেনকালে ভেটিল রাক্ষস নরবর॥

নির্জ্জন গহন বনে থাকে নিরন্তর।
বহু নর পশু খেয়ে পূর্ণিত উদর ॥
ভূপতি কল্মাষপাদ দেখি বশিষ্ঠেরে।
মুখ মেলি ধাইল মুনিরে গিলিবারে ॥
নিকটে আইল মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর।
দেখি অদৃশ্যন্তী দেবী কাঁপে থর থর ॥
শ্বশুরে ডাকিয়া বলে শুন মহাশয়।
মৃত্যু উপস্থিত হের রাক্ষস দুর্জ্জয় ॥
রাক্ষসের হাতে দেখি নিকট মরণ।
তোমা বিনা রাখে ইথে নাহি হেনজন ॥
বশিষ্ঠ বলেন বধূ না করিহ ভয়।
নৃপতি কল্মাষপাদ রাক্ষস এ নয় ॥
এতেক বলিতে দুষ্ট আইল নিকটে।
মুনি গিলিবারে যায় দশন বিকটে ॥
মুনির হুঙ্কারেতে রহিল কতদূরে।
কমণ্ডলু জল মুনি ফেলিল উপরে ॥
রাজ-অঙ্গ হৈতে হৈল রাক্ষস বাহির।
রাহু হৈতে যেন হৈল বাহির মিহির ॥
পূর্ব্বজ্ঞান হৈল রাজা পাইল চেতন।
কৃতাঞ্জলি করি করে বশিষ্ঠে স্তবন ॥
অধম পাপিষ্ঠ আমি পাপে নাহি অন্ত।
দয়া কর মুনিরাজ তুমি দয়াবন্ত ॥
রাজা বলে আজি হৈতে তোমার কিঙ্কর।
হেন কর মোরে নাহি নিন্দে কোন নর ॥
মুনি বলে চল শীঘ্র অযোধ্যানগরে।
কদাচিত অমান্য না করহ দ্বিজেরে ॥
নৃপবর আজ্ঞা মুনির তবে পাইয়া।
অযোধ্যানগরে পুনঃ রাজা হৈল গিয়া ॥
বধূ সহ বশিষ্ঠ আইল নিজঘর।
কতদিনে জন্মিল সে মুনি পরাশর ॥
পৌত্র দেখি বশিষ্ঠের শোক দূর হৈল।
অতি যত্নে মুনিরাজ বালকে পুষিল ॥
শিশুকাল হৈতে পরাশর মহামুনি।
পিতা বলি বশিষ্ঠেরে জানে নৃপমণি ॥
একদিন পরাশর মায়ের গোচরে।
পিতৃ সম্বোধন করি ডাকে বশিষ্ঠেরে ॥
শুনি অদৃশ্যন্তী শোক করিল প্রচুর।
রোদন করিয়া পুত্রে বলেন মধুর ॥
পিতৃহীন পুত্র তুমি বড় অভাগিয়া।
পিতামহে পিতা বলি ডাক কি লাগিয়া ॥
যেইকালে ছিলে তুমি আমার উদরে।
তোমার জনকে বনে খায় নিশাচরে ॥
মায়ের মুখেতে শুনি এতেক বচন।
বিশেষ মায়েরে দেখি শোকেতে মগন ॥
ক্রোধেতে শরীর কম্পে লোহিত লোচন।
কি করিব হৃদয়ে চিন্তিল তপোধন ॥
এত বড় নিদারুণ নির্দ্দয় বিধাতা।
রাক্ষসের হাতে বিনাশিল মম পিতা ॥
আজি তাঁর সর্ব্বসৃষ্টি করিব নিধন।
না রাখিব ত্রিলোকে তাঁহার একজন ॥
এত যদি মনে কৈল শক্তির কুমার।
বশিষ্ঠ জানিল যে এ সব সমাচার ॥
মধুর বচনে তারে করেন প্রবোধ।
অকারণে শিশু তুমি কেন কর ক্রোধ ॥
ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম এই না হয় উচিত।
ক্ষমা শান্তি ব্রাহ্মণের বেদের বিহিত ॥
কর্ম্ম-অনুসারে শক্তি হইল নিধন।
তার প্রতি অনুশোচ কর কি কারণ ॥
ক্রোধ শান্তি কর বাপু তত্ত্বে দেহ মন।
অকারণে সৃষ্টি কেন করিবে নিধন ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত বলি তোমার গোচর।
কৃতবীর্য্য বলি ছিল এক নরবর ॥
ভৃগুবংশে ব্রাহ্মণ তাহার পুরোহিত।
নানাযজ্ঞ-ক্রিয়া রাজা কৈল অপ্রমিত ॥
সর্ব্বধন দিয়া রাজা গেল স্বর্গবাসে।
ধনহীন হৈল যেই রাজা হৈল দেশে ॥
ভৃগুবংশে দ্বিজগণে আনিল ধরিয়া।
মাগিল যতেক ধন দেহ ফিরাইয়া ॥
ভয়ে তবে দ্বিজগণ বলিল বচন।
যার গৃহে যত আছে দিব সব ধন ॥
এত শুনি ছাড়ি দিল সর্ব্ব দ্বিজগণ।
গৃহে আসি বিচার করিল সর্ব্বজন ॥

রাজভয়ে কোন দ্বিজ সর্ব্ব ধন দিল।
কেহ কেহ কত ধন পুতিয়া রাখিল॥
কত ধন দিল লৈয়া রাজার গোচর।
অল্প ধন দেখিয়া রুষিল নরবর॥
অনুচর হৈতে ভেদ পাইল রাজন।
ঘরের ভিতরেতে পুতিল সর্ব্বধন॥
সসৈন্যেতে গৃহ সব বেড়িল যে গিয়া।
বাহির করিল ধন যে ছিল পুতিয়া॥
ধন দেখি ক্রোধী হৈল যত ক্ষত্রগণ।
ব্রাহ্মণে মারিতে আজ্ঞা করিল রাজন।
হাতে খড়্গ করিয়া যতেক রাজবল।
যতেক ব্রাহ্মণগণে কাটিল সকল॥
বাল বৃদ্ধ যুবা সর্ব্ব যতেক আছিল।
দুগ্ধপোষ্য বালকাদি সকল মারিল॥
গর্ভবতী স্ত্রীগণের চিরিয়া উদর।
মারিল অনেক দ্বিজ দুষ্ট নরবর॥
মহা কলরব হৈল ব্রাহ্মণ নগরে।
প্রাণ লৈয়া স্ত্রীগণ পলায় দেশান্তরে॥
এক ভৃগুপত্নী সে আছিল গর্ভবতা।
স্বামীগর্ভ রক্ষা হেতু বিচারিল সতী॥
উদর হইতে গর্ভ উরুতে থুইয়া।
ক্ষত্রগণ-ভয়েতে যায়েন পলাইয়া॥
যতেক ক্ষত্রিয়গণ বেড়িল তাহারে।
যাইতে নহিল শক্ত পুর্ণ-গর্ভভরে॥
মহাভয়ে প্রসব হইল সেই স্থানে।
দশ সূর্য্য প্রায় তেজ ধরয়ে নন্দনে॥
দৃষ্টিমাত্র ক্ষত্রগণ সব অন্ধ হৈল।
কত কত ক্ষত্রগণ ভস্ম হৈয়া গেল॥
যোড়হাতে স্তুতি করে যত ক্ষত্রগণ।
ব্রাহ্মণীরে স্তুতি বহু বিনয় বচন॥
পুত্রে কহি ব্রাহ্মণী সবারে চক্ষু দিল।
প্রাণ লৈয়া ক্ষত্রগণ পলাইয়া গেল॥
পিতৃ পিতামহ সব হইল সংহার।
মহাক্রুদ্ধ হৈল শুনি ভৃগুর কুমার॥
মহাদুষ্ট ক্ষত্রগণ কৈল অবিচার।
অনাথের প্রায় দ্বিজে করিল সংহার॥
বিধাতার দুষ্ট কর্ম্ম জানিনু এখন।
এই হেতু বিনাশ করিব ত্রিভুবন॥
এত চিন্তি তপস্যা করয়ে মুনিবর।
অনাহারে তপ ষষ্টি সহস্র বৎসর॥
তপানলে তাপিত হইল ত্রিভুবন।
হাহাকার কলরব করে সর্ব্বজন॥
দেবগণ মিলি যুক্তি করিল তখন।
নিবারণ হেতু পাঠাইল পিতৃগণ॥
ঔর্ব্ব প্রতি পিতৃগণ বলিল বচন।
এত ক্রোধ কর বাপু কিসের কারণ॥
আমা সবা হেতু দুঃখ ভাবহ অন্তরে।
আমা সবা মারিবারে কার শক্তি পারে॥
কাল উপস্থিত হৈল কর্ম্মের লিখন।
সে কারণে ক্ষত্র-হাতে হইল মরণ॥
আপনার মনে জানি ক্ষমা করি মনে।
হীনকর্ম্মে হীনতাপী নহে কোনজনে॥
শম তপ ক্ষমা এই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।
আমা সবা না রুচে তোমার ক্রোধকর্ম্ম॥
পিতৃগণ বচন শুনিয়া ঔর্ব্ব মুনি।
কহেন কহিলা যত সব আমি জানি॥
পূর্ব্বে আমি ক্রোধে করিলাম অঙ্গীকার।
তপস্যা করিয়া সৃষ্টি করিব সংহার॥
বিশেষ ক্ষত্রিয়গণ হৈল দুরাচার।
দুষ্টে শাস্তি না করিলে মজিবে সংসার॥
অপ্রমিত কুকর্ম্ম করিল ক্ষত্রগণ।
অল্পদোষে বিনাশিল অনেক ব্রাহ্মণ॥
যখন ছিলাম আমি জননী উদরে।
ক্ষত্রভয়ে মম মাতা এড়িলেন উরে॥
আর যত ব্রাহ্মণী পাইয়া গর্ভবতী।
উদর চিরিয়া মারিলেক দুষ্টমতি॥
অনাথের প্রায় করি মারিল সবারে।
সে সব স্মরিয়া মম হৃদয় বিদরে॥
হেন দুষ্টজনে যদি শাস্তি না হইবে।
এইমত দুষ্টাচার ত্যাগ কে করিবে॥
শক্তি আছে শাস্তি নাহি দেয় যেইজন।
কাপুরুষ বলি তার সংসারে ঘোষণ॥

এই হেতু ক্রোধ মম হইল অপার।
নিবৃত্ত না হবে কোপ না করি সংহার॥
ঔর্ব্ব প্রতি পুনরপি বলে পিতৃগণ।
নিবৃত্ত করহ কোপ শান্ত কর মন॥
ক্রোধ তুল্য মহাপাপ নাহিক সংসারে।
তপ জপ জ্ঞান সব ক্রোধেতে সংহারে॥
বিশেষ যতির ক্রোধ চণ্ডাল গণন।
এ সব গণিয়া কোপ কর সম্বরণ॥
আমা সবাকার বাক্য না কর লঙ্ঘন।
আমরা তোমার পিতৃগণ গুরুজন॥
নিবৃত্ত করিতে যদি নাহিক শকতি।
উপায় কহি যে এক শুন মহামতি॥
ত্রৈলোক্য জনের প্রাণ জলের ভিতরে।
জল বিনা মুহূর্ত্তেক না বাঁচে সংসারে॥
সে কারণে জলমধ্যে এড় ক্রোধানল।
জলেরে হিংসিলে হিংসা পাইবে সকল॥
ঔর্ব্ব বলে না লঙ্ঘিব সবার বচন।
সমুদ্রে থুইল কোপ ভৃগুর নন্দন॥
অদ্যাপি মুনির ক্রোধ-অনলের তেজে।
দ্বাদশ যোজন নিত্য পোড়ে সিন্ধুমাঝে॥
বশিষ্ঠ বলেন তাত পূর্ব্বের কাহিনী।
এত অপরাধ ক্ষমা কৈল ঔর্ব্ব মুনি॥
এত শুনি পরাশর ক্রোধে শান্ত হৈল।
রাক্ষসে মারিব বলি অঙ্গীকার কৈল॥
রাক্ষস আমার তাতে করিল ভক্ষণ।
পিতৃবৈরী নিশাচরে করিব নিধন॥
রাক্ষস বলিয়া না থুইব পৃথিবীতে।
পরাশর মুনি এত দৃঢ় কৈল চিতে॥
বশিষ্ঠের শক্তিতে না হইল বারণ।
রাক্ষস বধের যজ্ঞ কৈল আরম্ভণ॥
পরাশর যজ্ঞকথা অদ্ভুত কথন।
যে যজ্ঞে হইল সব রাক্ষস-নিধন॥
রাক্ষসের দুষ্টাচার জানিয়া সকল।
পরাশর মুনি হৈল জ্বলন্ত অনল॥
বেদমন্ত্রে অগ্নি জ্বালি কৈল অঙ্গীকার।
সংকল্প করিল সব রাক্ষস সংহার॥

যজ্ঞের অনল গিয়া উঠিল আকাশে।
মন্ত্রে আকর্ষিয়া যত আনয়ে রাক্ষসে॥
গিরীন্দ্র নগর হৈতে কাননাদি গ্রাম।
দ্বীপ দ্বীপান্তরে যথা রাক্ষসের ধাম॥
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে
হাহাকার কলরব করিয়া শবদে॥
পুঞ্জ পুঞ্জ হৈয়া পড়ে অগ্নির ভিতরে।
ব্যাকুল হইয়া কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
মহাতেজ মহাকায় মহাভয়ঙ্কর।
কারো সপ্তমুখ কারো অষ্টাদশ কর॥
বিকট দশন রক্ত লোমাবলি দেহ।
কূপ সম চক্ষুতে রহয়ে ঘন লোহ॥
পর্ব্বত আকার দেহ জিহ্বা লহ লহ।
বিপুল উদর কারো দেখি শুষ্ক দেহ॥
কেহ প্রবেশিল ভয়ে পর্ব্বত কোটরে।
প্রাণভয়ে কোনজন বৃক্ষ চাপি ধরে॥
কেহ প্রবেশয়ে গিয়া সমুদ্র ভিতর।
পাতালে প্রবেশে কেহ যায় দিগন্তর॥
কর্কট সিংহেতে যেন সলিল বরষে।
লিখন না যায় যত অনলে প্রবেশে॥
দশদিকে কলরব হৈল হাহাকার।
প্রলয়কালেতে যেন মজয়ে সংসার॥
আকুল হইয়া কেহ শরীর আছাড়ি।
ভয়েতে কম্পয়ে তনু যায় গড়াগড়ি॥
কোন কোন রাক্ষসের নাহিক রক্ষণ।
যজ্ঞে লৈয়া আসে মন্ত্রে করিয়া বন্ধন॥
পরাশর যজ্ঞে হৈল রাক্ষস সংহার।
পৌলস্ত্য পাইল সেই সকল সমাচার॥
সৃষ্টি নাশ হইল চিন্তিত মুনিবর।
যেথা যজ্ঞ করে মুনি চলিল সত্বর॥
পৌলস্ত্যেরে দেখিয়া উঠিল মুনিগণ।
বসিবারে দিল দিব্য কনক আসন॥
চিত্তে ক্রোধ করিয়া বসিল মুনিবর।
পরাশরে চাহি মুনি করিল উত্তর॥
বড় যশ উপার্জ্জিলা শক্তির নন্দন।
অনেক রাক্ষসগণে করিলা নিধন॥

বেদশাস্ত্র জ্ঞাত হৈয়া কর হেন কর্ম্ম।
কোন্ বেদশাস্ত্রে আছে পরহিংসা ধর্ম্ম ॥
পৃথিবীতে দ্বিজ নাহি তোমার বিচারে।
আর কোন দ্বিজ কেহ নাহি তপ করে ॥
তোমার বিচারে শক্তি ছিল হীনজন।
সে কারণে কৈল তারে রাক্ষসে ভক্ষণ ॥
মৃত্যু বলি সংসারে আছয়ে মহাব্যাধি।
ত্রৈলোক্যে না পাই বাপু ইহার ঔষধি ॥
শত বৎসরেতে কেহ সহস্র বৎসরে।
শরীর ধরিলে লোক অবশ্য যে মরে ॥
ব্যাঘ্র হস্তী হাতে কিম্বা জলে ডুবে মরে
শত শত ব্যাধি আরো আছয়ে সংসারে ॥
যথায় যাহার মৃত্যু কর্ম্ম-নিবন্ধন।
কার আছে ক্ষমতা যে করয়ে খণ্ডন ॥
সকল জানহ তুমি শাস্ত্র অনুসারে।
জানিয়া এমত কর্ম্ম কর অবিচারে ॥
বিশেষ আপন দোষে শক্তির নিধন।
মহাক্রোধ হৈল অল্প দোষের কারণ ॥
আপনার মৃত্যু শক্তি আপনি সৃজিল।
নৃপতিরে শাপ দিয়া রাক্ষস করিল ॥
অল্পদোষে মহাক্রোধ দ্বিজে অনুচিত।
সেই পাপে মৃত্যু তার কর্ম্ম নিবন্ধিত ॥
রাক্ষসের কোন্ দোষ বুঝিলা আপনে।
অসংখ্য রাক্ষস ভস্ম কৈলে অকারণে ॥
যে কর্ম্ম করিলা তুমি দ্বিজের এ নয়।
দ্বিজক্রোধ হৈলে ক্ষণে হইবে প্রলয় ॥
ক্রোধ করি দ্বিজ যদি সংসার নাশিবে।
কাহার শকতি তবে পৃথিবী রাখিবে ॥
ক্রোধ শান্ত কর বাপু আমার বচনে।
হতশেষ যেই আছে করহ রক্ষণে ॥
আমার বচন যদি মনোরম্য নহে।
জিজ্ঞাসহ বশিষ্ঠে তোমার পিতামহে ॥
বশিষ্ঠ বলেন সত্য কহিলেন মুনি।
পূর্ব্বেই বলেছি বাপু এ সব কাহিনী ॥
অকারণে হিংসাকর্ম্মে উপজিল পাপ।
এ সব করিলে কিবা পুনঃ পাবে বাপ ॥
এত শুনি পরাশর কৈল সমাধান।
বহুযত্নে কৈল যজ্ঞ-অগ্নির নির্ব্বাণ ॥
নিবৃত্ত না হয় অগ্নি পূর্ব্ব অঙ্গীকারে।
সংকল্প করিল যত রাক্ষস সংহারে ॥
আহুতি না পেয়ে অগ্নি প্রবেশিল বনে।
অদ্যাপি অনল উঠে কানন দহনে ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল শুন পাণ্ডুর নন্দন।
কহিলাম এ সকল কথা পুরাতন ॥
বশিষ্ঠের ক্ষমা সম নাহিক সংসারে।
বিশ্বামিত্র সংহারিল শতেক কুমারে ॥
তথাপিহ তারে ক্রোধ না করিল মুনি।
যম হৈতে লৈতে পারে তথাপি না জানি
কারণ বুঝিয়া মুনি অতি ক্ষমাবান।
নৃপতি কল্মাষপাদে দিল পুত্রদান ॥
যে রাজা হইল হেতু শত পুত্র নাশে।
তাঁরে পুত্রবান কৈল আপন ঔরসে ॥
অর্জ্জুন বলেন কহ ইহার কারণ।
কি কারণে হেন কর্ম্ম কৈল তপোধন ॥
একেত পরের দারা দ্বিতীয়ে অগম্য।
কি কারণে বশিষ্ঠ করিল হেন কর্ম্ম ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল শুন তার বিবরণ।
শক্তি-শাপে নিশাচর হইল রাজন ॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় যে আকুল কলেবর।
ভক্ষ্য অনুসারে ফিরে অরণ্য ভিতর ॥
হেনকালে পথে দেখে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ।
রাজারে দেখিয়া পলাইল দুইজন ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণে গিয়া ধরিল নৃপতি।
ভয়েতে বিলাপ করে ব্রাহ্মণ যুবতী ॥
কাতর হইয়া বলে বিনয় বচন।
পৃথিবীর রাজা তুমি সৌদাস নন্দন ॥
তোমার বংশেতে সবে দ্বিজের কিঙ্কর।
ব্রাহ্মণেরে বধ না করিহ নরবর ॥
আজি মম প্রথম হৈয়াছে ঋতুস্নান।
বংশরক্ষা হেতু যদি স্বামী দেহ দান ॥
অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হৈয়াছ যদি তুমি।
আমাকে ভক্ষণ কর ছাড় মম স্বামী ॥

এতেক কাতর বাণী ব্রাহ্মণী বলিল।
সহজে অজ্ঞান রাজা শুনে না শুনিল॥
ব্যাঘ্র যেন পশু ধরি করয়ে ভক্ষণ।
ঘাড় ভাঙ্গি রক্তপান কৈল ততক্ষণ॥
ব্রাহ্মণের মৃত্যু দেখি ব্রাহ্মণী বিকল।
আনিয়া বনের কাষ্ঠ জ্বালিল অনল॥
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি ডাকি বলে ভূপে।
ওরে দুষ্ট দুরাচার শুন মম শাপে॥
মম ঋতু ভুঞ্জিতে না পাইলেন স্বামী।
এই মত নিরাশ হইবে দুষ্ট তুমি॥
স্ত্রীস্পর্শ করিলে তোর অবশ্য মরণ।
এ শাপ দিলাম তোরে নহিবে খণ্ডন॥
সূর্য্যবংশ কারণ জানাই উপদেশে।
বংশ রক্ষা হবে তোর ব্রাহ্মণ ঔরসে॥
এত বলি ব্রাহ্মণী পড়িল অগ্নিমাঝ।
দ্বাদশ-বৎসর বনে ফিরে মহারাজ॥
বশিষ্ঠ হইতে মুক্ত হইয়া রাজন।
চেতনা পাইয়া দেশে করিল গমন॥
স্নান দান জপ হোম করিল ভূপতি।
শয়ন করিতে গেল যথা মদয়ন্তী॥
মদয়ন্তী বলে রাজা নাহিক স্মরণ।
ব্রাহ্মণী দিলেন শাপ দারুণ বচন॥
স্ত্রীস্পর্শ করিলে তব হইবে মরণ।
সে কারণে মম অঙ্গ না ছুঁয়ো রাজন॥
রাণীর বচনে নিবর্ত্তিল নরপতি।
বংশ রক্ষা কারণ চিন্তিত মহামতি॥
বশিষ্ঠ হইতে হবে শুনি লোকমুখে।
ভার্য্যা নিয়োজন কৈল বশিষ্ঠ মুনিকে
বশিষ্ঠ হইতে তার হইল সন্ততি।
সূর্য্যবংশ রাখিল বশিষ্ঠ মহামতি॥
এত শুনি অর্জ্জুন হইল হৃষ্টমন।
গন্ধর্ব্বেরে কহিলেন বিনয় বচন॥
এ সব শুনিয়া মম ব্যগ্র হৈল মন।
পুরোহিত যোগ্য কোথা পাইব ব্রাহ্মণ॥
রাজগণ পূর্ব্বে পুরোহিতের যে তেজে।
বহু সঙ্কটেতে রক্ষা পায় ক্ষিতি মাঝে॥
গন্ধর্ব্ব বলিল যদি পুরোহিতে মন।
দেবল ঋষির ভাই ধৌম্য তপোধন॥
পুরোহিত করি তাঁরে করহ বরণ।
এত শুনি পার্থ হয় প্রসন্ন বদন॥
আর যত দিয়াছিল গন্ধর্ব্ব রাজনে।
পার্থ বলিলেন ইহা থাকুক এখানে॥
কার্য্যকালে অস্ত্র সব মাগিব তোমারে।
তখন এ অস্ত্র প্রাপ্ত হইবে আমারে॥
এত শুনি গন্ধর্ব্ব হইল হৃষ্টমন।
একে একে পঞ্চ ভাই কৈল আলিঙ্গন॥
বিদায় হইয়া গেল আপন আলয়।
উৎকোচক তীর্থে গেল কুন্তীর তনয়॥
পুরোহি॰ করি ধৌম্যে করিল বরণ।
উল্লাসেতে কৈল ধৌম্য আশীষ বচন॥
ধৌম্য সহ পঞ্চ ভাই চলেন পাঞ্চাল।
পথেতে যাইতে বহু ব্রাহ্মণ দেখিল॥
দ্বিজগণ বলে কে তোমরা পঞ্চজন।
কোথা হৈতে আইসহ কোথায় গমন॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে একচক্রা হৈতে।
পঞ্চ ভাই যাইতেছি জননী সহিতে॥
দ্বিজগণ বলে চল মোদের সংহতি।
কন্যা স্বয়ম্বর করে পাঞ্চালের পতি॥
স্বয়ম্বর দেখিব পাইব বহু ধন।
আমা সবা সংহতি চলহ পঞ্চজন॥
তোমা পঞ্চজনে যদি পাঞ্চালী দেখিবে।
মনে হেন লয় তোমা অবশ্য বরিবে॥
এত বলি দ্বিজগণ চলিল সহিত।
পাঞ্চাল নগরেতে হইল উপনীত॥
আদিপর্ব্বে উত্তম বশিষ্ঠ উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর।

পাঞ্চালনগরে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়।
কুম্ভকার গৃহমধ্যে করেন আশ্রয়॥
ভিক্ষা করি আনি তথা ব্রাহ্মণের বেশে
হেনমতে কতদিন থাকেন সে দেশে॥

স্বয়ম্বর সজ্জা করে পাঞ্চাল-ঈশ্বর ।
অদ্ভুত করিল লক্ষ্য লোকে অগোচর ॥
যখন জন্মিল কন্যা দ্রৌপদী সুন্দরী ।
তখন করিল চিত্তে পাঞ্চালাধিকারী ॥
এ কন্যার যোগ্য বর বীর ধনঞ্জয় ।
এ কন্যার যোগ্য পাত্র আর কেহ নয় ॥
জতুগৃহে মরিল যে পাণ্ডুর নন্দন ।
হেনমতে ধ্বনি হৈল ঘোষে সর্ব্বজন ॥
দ্রুপদ বলিল ইহা চিত্তে নাহি লয় ।
দেব হৈতে জন্মে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয় ॥
বহু দেশে দূত গিয়া কৈল অন্বেষণ ।
না পাইল পাণ্ডবেরে চিন্তিত রাজন ॥
হেন ধনু কৈল যাহা কেহ নাহি দেখে ।
শূন্যেতে রাখিল ধনু অসম্ভব লোকে ॥
মধ্যপথে যন্ত্র রাখে মন্ত্র বিরচিতে ।
পঞ্চ শর সহ ধনু থুইল সভাতে ॥
এই ধনুঃশর এই যন্ত্ররন্ধ্র-পথে ।
যে বিন্ধিবে লক্ষ্য কন্যা ভজিবে তাহাতে ॥
করিল দ্রুপদ রাজা এই মত পণ ।
রাজগণে সর্ব্বত্র করিল নিমন্ত্রণ ॥
সাগর অবধি যত রাজগণ বৈসে ।
সসৈন্যে আইল সবে পাঞ্চালের দেশে ॥
জল স্থল পর্ব্বত কানন নদ নদী ।
দশদিক যুড়িয়া আইসে নিরবধি ॥
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাকিল মেদিনী ।
লোকমুখ-কলরবে কিছুই না শুনি ॥
নগর ঈশান ভাগে পাঞ্চাল-ঈশ্বর ।
রচিল বিচিত্র সভা লোকে মনোহর ॥
চতুর্দ্দিকে পরিসর মঞ্চ বিরচিল ।
বিচিত্র বসন মণি রতনে মণ্ডিল ॥
কৈলাসশিখর যেন দেখিতে সুন্দর ।
রাজগণ রহিবারে বিরচিল ঘর ॥
সুবর্ণ রতন মণি মুকুতা প্রবাল ।
মঞ্চ বেড়ি বিরচিল সুবর্ণের জাল ॥
গুবাক কদলী রুপিলেক স্থানে স্থানে ।
উচ্চ নীচ কাটি কৈল একই সমানে ॥
চন্দনের ছড়াতে নাশিল সব ধূলি ।
সুগন্ধি কুসুমে মত্ত গন্ধে সব অলি ॥
স্থানে স্থানে রাখিল বিচিত্র সিংহাসন ।
বিচিত্র উত্তম শয্যা বিচিত্র বসন ॥
চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় লিখনে না যায় ।
বহু দিনে সঞ্চয় করিল তাহা রায় ॥
বসিল যতেক রাজা যথাযোগ্য স্থানে ।
পুরন্দর সভা যেন অমর ভুবনে ॥
মঞ্চের উপরেতে বসিল রাজগণ ।
নানা চিত্র বিচিত্র বিবিধ বিভূষণ ॥
রূপবন্ত কুলবন্ত বলে মহাবলী ।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ সর্ব্ব গুণশালী ॥
আইল যতেক রাজা না যায় বর্ণনা ।
চতুরঙ্গ দলেতে লইয়া নিজ সেনা ॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির শতেক কুমার ।
দুর্য্যোধন দুঃশাসন সহ যত আর ॥
ভীষ্ম দ্রোণ দ্রৌণি কর্ণ কৃপ সোমদত্ত ।
কোটি কোটি রথ অশ্ব পদাতিক মত্ত ॥
জরাসন্ধ জয়সেন রাজা চক্রসঙ্গ ।
মৎস্যরাজ শল্য শাল্ব সিন্ধুরাজ রঙ্গ ॥
শকুনি সৌবল বৃহদ্বল মহাবীর ।
গান্ধার রাজার পুত্র বড় বুদ্ধি ধীর ॥
অংশুমান চেদিপাল কাশীদণ্ডধর ।
শিশুপাল শ্বেত শঙ্খ বিরাট উত্তর ॥
প্রতিভূাত পুণ্ডরীক বাসুদেব রাজা ।
রুক্মাঙ্গদ রুক্মরথ রুক্মী মহাতেজা ॥
শত ভাই সহিত ভূপতি অনুগত ।
বৃন্দ অনুবৃন্দ চিত্রসেন জয়দ্রথ ॥
নীলধ্বজ শ্রীবৎস সে রাজা সত্রাজিত ।
চিত্র উপচিত্র দুর্ব্বানন্দের সহিত ॥
বৃহৎক্ষত্র উলুক কৈতব জরাসন্ধ ॥
ভগদত্ত চক্রসেন শূরসেন চন্দ্র ॥
চিত্রাঙ্গদ শুভাঙ্গদ শিরসিবাহন ॥
মহারাজ শল্য এল মদ্রের নন্দন ॥
ভূরি ভূরিশ্রবা কেতু সুশর্ম্মা সঞ্জয় ।
গোশৃঙ্গ বাহ্লীক দার্ঘশ্বর প্রাগ্জ্যোদয় ॥

যথাযোগ্য স্থানেতে বসিল মঞ্চোপর।
শরদের কালে যেন শোভে শশধর ॥
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর জানিয়া অমর।
দেখিবারে ইন্দ্রসহ আইল সত্বর ॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন।
দেবতা তেত্রিশ কোটি গন্ধর্ব্ব চারণ ॥
সিদ্ধ বিদ্যাধর ঋষি অপ্সর অপ্সরী।
নৃত্য গীত বাদ্যেতে যেমন স্বর্গপুরী ॥
গরুড়ারোহণে আইলেন জগন্নাথ।
পাণ্ডব বিবাহ হেতু সপ্তবংশ সাথ ॥
কামপাল কামদেব কামের নন্দন।
গদ শাম্ব চারুদেষ্ণ সাত্যকি সারণ ॥
শূন্যেতে রহিল খগপতি আরোহণে।
করিলেন শঙ্খধ্বনি স্বয়ং নারায়ণে ॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে ত্রৈলোক্য মোহিল।
পৃথিবীর যত বাদ্য সব লুকাইল ॥
যত সভ্যগণ সভামধ্যে বসি ছিল।
গোবিন্দ আগত দেখি সম্ভ্রমে উঠিল ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ সত্যসেন সত্রাজিত।
শল্য ভূরিশ্রবা কর্ণ কৌশিক সহিত ॥
কৃতাঞ্জলি করি শিরে কৈল দণ্ডবৎ।
দেখিয়া হাসিল দুষ্ট রাজগণ যত ॥
শিশুপাল আর শাল্ব রুক্মী দন্তবক্র।
জরাসন্ধ সহ যত রাজা দুষ্টচক্র।
কেহ বলে কারে সবে করিলে প্রণাম।
দেব কি পশুত্ব খণ্ডি পূরাইবে কাম ॥
করতালি দিয়া হাসি বলে শিশুপাল।
সবা হৈতে ভাল শঙ্খ বাজায় গোপাল ॥
তেঁই সে দ্রুপদ বরিয়াছেন ইহারে।
বাদ্যকারগণ সহ বাদ্য করিবারে ॥
জরাসন্ধ বলে ভীষ্ম তুমি জ্ঞানবান।
তোমা হেন জন কেন হইল অজ্ঞান ॥
এ সভার মধ্যেতে করহ হেন কর্ম্ম।
গোপসুতে প্রণাম কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ॥
নন্দগোপ গৃহেতে আছিল চিরকাল।
গোপ অন্ন খাইয়া রাখিল গরুপাল ॥
সর্ব্বলোক জ্ঞাত খ্যাত ভারত ভূমিতে।
জানিয়া এমন কর্ম্ম করিলা কি মতে ॥
ভীষ্ম বলিলেন এত তত্ত্ব নাহি জানি।
পুরাতন জ্ঞানী বৃদ্ধ লোকমুখে শুনি ॥
গোপালের চরিত্র বেদের অগোচর।
অন্য কে কহিতে পারে ত্রৈলোক্য ভিতর
ব্রহ্মাণ্ড বলি যে এক চতুর্দ্দশ লোকে।
বিরাট পুরুষ ধরে এক লোমকূপে ॥
তিন অর্দ্ধ কোটি সে ব্রহ্মাণ্ড ধরে গায়।
এমন বিরাট যাঁর নিশ্বাসে পলায় ॥
সেই প্রভু আপনি গোপাল অবতার।
মায়াতে মনুষ্যদেহ দেব নিরাকার ॥
লীলায় হইল যার চরাচর জন।
নাভি কমলেতে সৃষ্টি করিল সৃজন ॥
নাভিতে জন্মিল ধাতা চক্ষুতে তপন।
মনেতে জন্মিল চন্দ্র নিশ্বাসে পবন ॥
ব্রহ্মকীট হইতে যতেক মহীপাল।
সর্ব্বভূতে মায়ারূপে আছয়ে গোপাল ॥
হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ সনাতন।
সেই সে মস্তকে বন্দে গোপাল-চরণ ॥
পঞ্চমুখে অনুক্ষণ প্রণমে মহেশ।
চারি মুণ্ডে বিধাতা সহস্র মুণ্ডে শেষ ॥
হেনজনে প্রণমিতে আমি কিসে গণি।
অজ্ঞানেতে হেন কথা কহ নৃপমণি ॥
ভীষ্মের বচন শুনি হাসে-জরাসন্ধ।
কোন্ মূর্খ বাক্যে তুমি পড়িয়াছ ধন্ধ ॥
যখন মারিল দুষ্ট আমার জামাতা।
তখন না শুনিলাম এ দুরন্ত কথা ॥
ভয়েতে মথুরা ত্যজি গেল সিন্ধুতীরে।
সেইত দিবসে মাত্র পলাইল ডরে ॥
কহ ভীষ্ম এই যদি দেব নারায়ণ।
আমার ভয়েতে পলাইল কি কারণ ॥
ভীষ্ম বলিলেন সে সকল আমি জানি।
না জানিয়া বলি চিত্তে না ভাবিহ তুমি ॥
পূর্ব্বে ছিলে রাজা তুমি দৈত্য অধিপতি।
কৃষ্ণহস্তে মরিলে পাইবে দিব্যগতি ॥

সে কারণে নারায়ণ তোমা না মারিল।
না জানিয়া বলভদ্র মারিতে চাহিল॥
শূন্যবাণী শুনে তোমা না মারিল প্রাণে।
অষ্টাদশ বার হারি পলাইল রণে॥
এত শুনি জরাসন্ধ ক্রোধে রক্ত আঁখি।
পুনশ্চ বলেন ভীষ্ম ক্রোধমুখে দেখি॥
কি হেতু করহ তাপ মগধ প্রধান।
এই আমি হেথা হৈতে যাই অন্যস্থান॥
কৃষ্ণনিন্দা স্থানে আমি তিলেক না থাকি
নিন্দুকেরে মারি কিম্বা সে স্থান উপেক্ষি
এত বলি তথা হৈতে যান অন্য স্থান।
কাশীরাম বিরচিল শুনে পুণ্যবান॥

দ্রৌপদীর সভায় আগমন।

হেনমতে তথায় ষোড়শ দিন গেল।
এক লক্ষ রাজা যবে সভায় বসিল॥
তবে রাজা দ্রুপদ আনিয়া ধাত্রীগণ।
আজ্ঞা কৈল দ্রৌপদীরে করিতে সাজন॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা সর্ব্ব ধাত্রীগণ।
নানা অলঙ্কারে অঙ্গ করিল ভূষণ॥
দ্রৌপদীরে পুরোহিত পড়িল মঙ্গল।
যাত্রা কৈল সভামধ্যে পূজিয়া অনল॥
সভামধ্যে যখন দ্রৌপদী উপনীত।
দেখি সব রাজগণ হইল মূর্চ্ছিত॥
কামাগ্নি দহিল চিত্তে হৈল অচেতন॥
চিত্রের পুত্তলি প্রায় সব রাজগণ॥
কেহ কেহ সেই স্থানে পড়িল মোহিয়া।
গড়াগড়ি যায় কেহ অজ্ঞান হইয়া॥
সচেতন হৈয়া কেহ নাহি চায় আর।
কেহ কেহ জীবন বাখানে আপনার॥
ধন্য এ জীবন যাহে দেখিনু এরূপ।
পাইব এ কন্যা চিত্তে করে কোন ভূপ॥
হেনমতে রাজগণ বিস্ময় অন্তর।
কাশীরাম বিরচিল রচিয়া পয়ার॥

দ্রৌপদীর রূপ বর্ণন।

পূর্ণ সুধাকর, হইতে প্রবর,
বিকচ কমল মুখ।
গজমতি ভূষা, তিলফুল নাসা,
দেখি মুনিমন-সুখ॥
নেত্রযুগ মীন, দেখিয়া হরিণ,
লাজে দোঁহে গেল বন।
সুচারু ভ্রূ-লতা, দেখিয়া মন্মথা,
নিন্দে নিজ শরাসন॥
প্রবাল শ্রীধর, বিরাজে অধর,
পূর্ব্বীয় অরুণ ডালে।
মধ্যে কাদম্বিনী, স্থির সৌদামিনী,
সিন্দুর চাঁচর ভালে॥
তড়িত মণ্ডল, কর্ণেতে কুণ্ডল,
হিমাংশুমণ্ডল আড়ে।
দেখি কুচকুম্ভ, লজ্জায় দাড়িম্ব,
হৃদয় ফাটিয়া পড়ে॥
কণ্ঠ দেখি কম্বু, প্রবেশিল অম্বু,
অগাধ অম্বুধি মাঝে।
নিন্দিল মৃণাল, ভুজ দেখি ব্যাল,
প্রবেশিল বিলে লাজে॥
মাজা দেখি ক্ষীণ, প্রবেশে বিপিন,
করি-অরি হরি লাজে।
করে কোকনদ, পাইল বিপদ,
নখরেতে দ্বিজ রাজে॥
কনক কঙ্কণ, করে ঝন ঝন,
চরণে নূপুর হংস।
জঘন সুন্দর, বিহার কন্দর,
স্বর্ণ কাঞ্চী অবতংস॥
রামরম্ভা তরু, চারুযুগ উরু,
দেখি নিন্দে মত্তহাতী।
উদর সুকৃশ, মাজা মৃগ ঈশ,
নিতম্ব যুগল ক্ষিতি॥
নীল সুকোমল, শরীর অমল,
কমলে গঠিত অঙ্গ।

ভারের কারণ, হীন আভরণ,
সহজে মোহে অনঙ্গ ॥
কমল বদন, কমল নয়ন,
কমল গঞ্জিত গণ্ড।
দ্বি-কর কমল, কমলাংঘ্রি তল,
ভুজ কমলের দণ্ড ॥
মন্দ মন্দ বায়, যোজনেক যায়,
অঙ্গের কমল গন্ধ।
হইয়া উন্মত্ত, ধায় চতুর্ভিত,
কোমল মধুপবৃন্দ ॥
কুরুকুল ধ্বংসে, কমলার অংশে,
সৃজিল কমলজাত।
কমলাবিলাসী, বন্দি কহে কাশী,
কমলাকান্তের সুত ॥

রাজাদিগের লক্ষ্যভেদে উদ্যোগ।

দ্রৌপদীর মুখ দেখি মোহে নৃপগণ।
শীঘ্রগতি সকলে উঠিল ততক্ষণ ॥
হুড়াহুড়ি করি সবে যায় বায়ুবেগে।
সবে বলে রহ লক্ষ্য আমি বিন্ধি আগে ॥
তবে মগধের পতি জরাসন্ধ রাজা।
রাজচক্রবর্ত্তী ক্ষত্রকুলে মহাতেজা ॥
ধনুক লইয়া সে ঝাঁকারে পুনঃ পুনঃ।
নোঙাইয়া ধনুহুলে দিতে নিল গুণ ॥
অতিশয় ধনুর্দ্ধর ধনুকের ভরে।
মূর্চ্ছা হয়ে নৃপতি পড়িল কতদূরে ॥
তবে দুর্য্যোধন দম্ভ করিল বহুল।
ধনু ধরে জানু পাতি নোঙাইল হুল ॥
মুখে রক্ত উঠিল কম্পিত কলেবর।
কতদূরে মূর্চ্ছা হৈয়া ধূলায় ধূসর ॥
তবে মৎস্য অধিপতি বিরাট রাজনে।
ঠেলাঠেলি করি ধনু নিল প্রাণপণে ॥
তুলিতে সে নারিল ছাড়িতে না পারিল
হাসিয়া সুশর্ম্মা রাজা ধনু কাড়ি নিল ॥
কন্যাকে দেখিয়া বুড়া খাইলি কি লাজ।
লক্ষ্য বিন্ধিবার ছলে হাসালি সমাজ ॥
তুলিতে নাহিক শক্তি বিন্ধিবারে চাও।
এইমুখে মৎস্যদেশে রাজভোগ খাও ॥
এত বলি শীঘ্রগতি তুলিলেক ধনু।
দেখিয়া কীচক বীর ক্রোধে কাঁপে তনু ॥
কতদূরে ত্রিগর্ত্তেরে ফেলিল ঠেলিয়া।
চাপড় মারিয়া ধনু লইল কাড়িয়া ॥
পায়ে চাপি ধরি ধনু গুণ দিতে চায়।
কতদূরে পড়িল হইয়া মৃতপ্রায় ॥
মত্ত দশ সহস্র মাতঙ্গ পরাক্রম।
ধনুকে দিবার গুণ না হইল ক্ষম ॥
শিশুপাল মহারাজ চেদির ঈশ্বর
বড় লজ্জা পাইল সে সভার ভিতর ॥
লজ্জাভয়ে প্রাণপণে নোঙাইল ধনু।
না পারিল ধৈর্য্য হতে হীনবীর্য্য তনু ॥
ধনুহুলে চিবুক লাগিয়া উলটিল।
কতদূরে রাজগণ উপরে পড়িল ॥
মুকুট ভাঙ্গিল তনু হৈল মহাক্ষীণ।
মৃতপ্রায় হইয়া রহিল দণ্ড তিন ॥
একে একে যত ছিল নৃপতির গণ।
রুক্মী ভগদত্ত শল্য শাল্ব নৃপগণ ॥
বাহ্লীক কলিঙ্গ কাশী ভোজ নরপতি।
চন্দ্রসেন মদ্রসেন পৌরব প্রভৃতি ॥
সত্যসেন সুষেণ রোহিত বৃহদ্বল।
দীর্ঘপিঙ্গকেশী দন্তবক্র মহাবল ॥
একে একে সবাই বুঝিল পরাক্রম।
ধনু নোঙাইতে কেহ না হইল ক্ষম ॥
কোথায় ধনুক পড়ে কোথায় আপনি।
কোথা পড়ে কুণ্ডল মুকুট রত্নমণি ॥
কাহার ভাঙ্গিল হাত ঘাড় স্কন্ধ নাক।
মুখে রক্ত উঠে কার ঝলকে ঝলক ॥
বড় বড় ভূপতির দেখি অপমান।
এবে আর কেহ না হইল আগুয়ান ॥
প্রথমে বিন্ধিব বলি হৈল মহাগোল।
লজ্জায় কাহার মুখে নাহি আর বোল ॥

দন্ত করি উঠিয়া বসিল অধোমুখে।
লজ্জিত হইয়া পৃষ্ঠ করিয়া ধনুকে ॥
অজেয় জানিয়া সবে বিপুল ধনুক।
যত ক্ষত্রকুল সব হইল বিমুখ ॥
রাজগণ যখন হইল ভঙ্গিয়ান।
করযোড় করি বলে পাঞ্চাল প্রধান ॥
অবধান কর যত রাজার সমাজ।
স্বয়ম্বর করিয়া যে পাইলাম লাজ ॥
নিমন্ত্রিয়া আনিলাম যত রাজগণ।
না হইল কার্য্যসিদ্ধি করি প্রাণপণ ॥
সবে বলে রাজা তোর না বুঝি চরিত।
কভু নাহি দেখি হেন ধনু বিপরীত ॥
বহু স্থানে এমত আছয়ে লক্ষ্য পণ।
লক্ষ্য বিন্ধি সবে লইয়াছে কন্যাধন ॥
এতাদৃশ ধনু কভু নাহি দেখি শুনি।
ধনুভরে মূর্চ্ছা হৈল সব নৃপমণি ॥
বিন্ধিবার কার্য্য থাক গুণ দিতে নারি।
আমা সবা বিড়ম্বিতে করেছ চাতুরী ॥
বহু ধনু দেখিয়াছি আমা সবা জ্ঞানে।
হেন ধনু দেখি নাই শুনি নাই কাণে
মদ্ররাজ পূর্ব্বে কন্যা স্বয়ম্বর কৈল।
যোজনেক উচ্চ রাধাচক্র করেছিল ॥
তাহাতেও গুণ দিল কোন কোন জনা
লক্ষ্য বিন্ধি বাসুদেব লভিল লক্ষণা ॥
ভগদত্ত নৃপতির কন্যা ভানুমতী।
সেই এইমত পণ করিল ভূপতি ॥
দুর্জ্জয় ধনুক কৈল জানে সর্ব্বজনা।
সে ধনু নহিবে এ যে ধনুর তুলনা ॥
তাহাতেও গুণ দিয়াছেন রাজগণে।
কর্ণ লক্ষ্য বিন্ধি কন্যা দিল দুর্য্যোধনে
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল মুনি সম্বোধনে।
কহ মুনি কর্ণ লক্ষ্য বিন্ধিল কেমনে ॥
কহ শুনি ভানুমতী স্বয়ম্বর-কথা।
কোন্ কোন্ রাজগণ গিয়াছিল তথা ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

ভানুমতীর স্বয়ম্বর।

মুনি বলে অবধান কর নরপতি।
প্রাগ্‌জ্যোতিষে ভগদত্ত-কন্যা ভানুমতী ॥
ভূপতি করিল সেই কন্যা স্বয়ম্বর।
নিমন্ত্রিয়া আনাইল যত নরবর ॥
দুর্য্যোধন শত ভাই ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ।
কলিঙ্গ কামদ মৎস্য পাঞ্চালনন্দন।
রাজচক্রবর্ত্তী জরাসন্ধ মহাতেজা।
স্বয়ম্বরে গেল আশী সহস্রেক রাজা।
হেনমতে রাজগণ করিল গমন।
ভগদত্ত ভূপতি করিল নিবেদন ॥
এইমত মৎস্য-লক্ষ্য উচ্চার্দ্ধ যোজন।
এই ধনুর্ব্বাণে বিন্ধিবেক যেইজন ॥
সেই মম কন্যা লভিবেক ভানুমতী।
এত বলি কন্যা আনাইল শীঘ্রগতি ॥
ভানুর প্রকাশে যেন তিমির বিনাশ।
ভানুমতী-রূপে তেন করিল প্রকাশ ॥
দেখিয়া মোহিত হৈল যত রাজগণ।
বত্রিশ কলাতে যেন চন্দ্রের শোভন ॥
তবে যত রাজগণ উঠি একে একে।
কার শক্তি গুণ দিতে নারিল ধনুকে ॥
জরাসন্ধ মহারাজ ধনুক লইয়া।
বহুশক্তি দিল গুণ ধনু নোঙাইয়া।
লক্ষ্যের উদ্দেশে বাণ এড়িল ভূপতি।
নারিল বিন্ধিতে লক্ষ্য কাহার শকতি ॥
লক্ষ্য পরশিয়া বাণ পড়িল ভূতলে।
সে লাজ পাইয়া ধনু হাতে হৈতে ফেলে
যত সব রাজগণ হইল বিমুখ।
কারো শক্তি নোঙাইতে নারিল ধনুক।
সবারে বিমুখ দেখি প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি।
করযোড়ে কহে সব ভূপতির প্রতি ॥
কাহা হৈতে নহিল আমার প্রয়োজন।
আজ্ঞা কর কোন্ কর্ম্ম করিব এখন ॥
রাজগণ বলে শক্তি নাই মোসবার।
উপায় করহ চিত্তে যে হয় বিচার ॥

যে পারিবে সে লইবে তোমার কুমারী।
কার শক্তি তার কিছু বলিতে না পারি ॥
এত শুনি কহিতে লাগিল ভগদত্ত।
অস্ত্রধারী হইয়া আছয়ে ইথে যত ॥
যে বিন্ধিবে লক্ষ্য সে লভিবে ভানুমতী।
শুনিয়া উঠিল তবে কর্ণ মহামতি ॥
আকর্ণ পূরিয়া ধনু দিলেন টঙ্কার।
লক্ষ্যের উদ্দেশে বাণ করিল প্রহার ॥
মহাপরাক্রম কর্ণ হয় দুষ্টভেদী।
একবাণে মৎস্যচক্র ফেলাইল ছেদি ॥
দেখি হৃষ্টমতি তবে হৈল ভানুমতী।
কর্ণ গলে মাল্য দিতে যায় শীঘ্রগতি ॥
পাছু হৈয়া মাল্য দিতে কর্ণ নিবারিল।
দেখিয়া সজল রাজা বিস্মিত হইল ॥
রহ রহ বলি ডাকে জরাসন্ধ রাজা।
শুনিয়া কুপিল সূর্য্যপুত্র মহাতেজা ॥
কর্ণ বলে লক্ষ্য বিন্ধিলাম এ সভাতে।
ভানুমতী আইল আমারে মালা দিতে ॥
মৈত্র হেতু আমি তারে করিনু বারণ।
তুমি নিবারহ তারে কিসের কারণ ॥
জরাসন্ধ বলে অর্দ্ধভাগী হই আমি।
মম গুণ দিয়া ধনু বিন্ধিয়াছ তুমি ॥
গুণ দিলে ধনুকে অর্দ্ধেক হয় তার।
হয় নয় বুঝ সবে করিয়া বিচার ॥
এত শুনি কহিলেন যতেক ভূপতি।
সত্য কহিলেন জরাসন্ধ মহামতি ॥
গুণদাতা জনের অর্দ্ধেক অধিকার।
ভানুমতী উপরে স্বামীত্ব দোঁহাকার ॥
এক্ষণে ইহার এই দেখি যে বিধান।
দোঁহাকার মধ্যে যে হইবে বলবান ॥
ভানুমতী কন্যা লভিবেক সেই জন।
এই মত কহিল সকল রাজগণ ॥
শুনি কর্ণ ডাকি বলে জরাসন্ধ প্রতি।
মিথ্যা দ্বন্দ্ব অকারণে কর নরপতি ॥
কন্যা লোভে দ্বন্দ্ব এবে কর অকারণে।
ইহার উচিত ফল পাবে মম স্থানে ॥
গুণ দিতে ধনু আমি পারি শতবার।
হেন লক্ষ্য বিন্ধিবারে কি শক্তি তোমার ॥
এবার এথায় লক্ষ্য রাখ লয়ে পুনঃ।
পুনঃ আমি বিন্ধিব ধনুকে দিয়া গুণ ॥
নতুবা আইস দোঁহে করিব সমর।
এত বলি ডাকে বীর কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
শুনিয়া ধাইল জরাসন্ধ নরপতি।
দোঁহাকার অঙ্গে অস্ত্র বিন্ধে শীঘ্রগতি ॥
নানা অস্ত্র কর্ণবীর করে বরিষণ।
নিবারয়ে তাহা বৃহদ্রথের নন্দন ॥
প্রাণপণে ঘোর যুদ্ধ হৈল দোঁহাকার।
ধনু এড়ি গদা লৈল মগধ-কুমার ॥
গদাযুদ্ধে অধিক কুশল মহারথ।
গদাঘাতে চূর্ণ সে করিল কর্ণরথ ॥
সারথি তুরঙ্গ রথ আদি চূর্ণ হৈল।
লাফ দিয়া কর্ণ বীর ভূমিতে পড়িল ॥
আর রথে চড়ি অস্ত্র করে বরিষণ।
সেই রথ চূর্ণ তবে করিল তখন ॥
মার মার করিয়া ভীষণ ঘোর ডাকে।
বায়ুবেগে গদা বীর ফিরায় মস্তকে ॥
মেঘের বর্ষণাধিক কর্ণ অস্ত্র এড়ে।
গদায় ঠেকিয়া অস্ত্র ধূলি হৈয়া পড়ে ॥
হেনমতে কতক্ষণ হইল সমর।
ক্রোধে দিব্য অস্ত্র এড়ে কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
খণ্ড খণ্ড করি গদা কাটিয়া ফেলিল।
আর গদা লৈয়া বীর কর্ণে প্রহারিল ॥
সেই গদা কাটি কর্ণ কৈল খান খান।
আর গদা নিল পুনঃ মগধ প্রধান ॥
পুনঃ পুনঃ জরাসন্ধ যত গদা লয়।
তিল তিল করি কাটে সূর্য্যের তনয় ॥
বহু গদা কাটা গেল গদা নাহি আর।
কর্ণ প্রতি বলে তবে মগধ-কুমার ॥
আমি অস্ত্রহীন তুমি হও অস্ত্রধারী।
অস্ত্র ত্যজি এস দোঁহে বাহুযুদ্ধ করি ॥
শুনি কর্ণ সেইক্ষণে এড়ি ধনুঃশর।
বাহুযুদ্ধ করে দোঁহে ভূমির উপর ॥

মুণ্ডে মুণ্ডে ভুজে ভুজে বুকে বুকে তাড়ি।
চরণে চরণে বাঁধি যায় গড়াগড়ি ॥
পদাঘাত করাঘাত মুষ্টিক প্রহার।
চট চট শব্দ বাজে অঙ্গে দোঁহাকার ॥
কোথায় পড়িল রত্ন কণ্ঠহার ছিড়ে।
মাথার মুকুট গেল চূর্ণ হয়ে উড়ে ॥
দোঁহাকার সংগ্রাম যে না হয় বিরাম।
পূর্ব্বে সীতা হেতু যেন রাবণ শ্রীরাম ॥
সূর্য্যের নন্দন কর্ণ সূর্য্য পরাক্রম।
ক্রোধমূর্ত্তি ধরে যেন কালান্তক যম ॥
ভুজবলে জরাসন্ধে পাড়িল ভূতলে।
বুকে তার বসিয়া চাপিয়া ধরে গলে ॥
জরাসন্ধ সঙ্কট দেখিয়া রাজগণ।
হাহাকার করিয়া করিল নিবারণ ॥
হারি অপমান হৈয়া মগধের পতি।
আপন দেশেতে গেল হৈয়া দুঃখমতি ॥
তবে ভানুমতী লৈয়া ভানুর নন্দন।
দুর্য্যোধন অগ্রে লৈয়া দিল ততক্ষণ ॥
তুষ্ট হৈয়া দুই মিত্রে করে কোলাকুলি
ভানুমতী লৈয়া গেল নিজ দেশে চলি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলরামের কথোপকথন।

জিজ্ঞাসিল জন্মেজয় কহ মুনিবর।
তার পর কি করিল পাঞ্চাল ঈশ্বর।
মুনি বলে অবধান কর নৃপমণি।
পুনঃ পুনঃ রাজগণ বলে কটুবাণী ॥
উপহাস করিবারে নৃপতিমণ্ডলে।
মিথ্যা স্বয়ম্বর করি নিমন্ত্রি আনিলে ॥
আমা সবা মধ্যে বিন্ধে নাহি হেনজন।
কহ বিন্ধিবারে তব যারে লয় মন ॥
রাজগণ বাক্য শুনি দ্রুপদ-কুমার।
ডাকিয়া বলিল তবে মধ্যেতে সভার ॥
ক্ষত্রকুলে আছহ সভাতে যত জন।
যে বিন্ধিবে তারে কৃষ্ণা করিবে বরণ ॥
পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন সবাকার আগে।
এইমত বচন বলিল ক্ষত্রভাগে ॥
তবে রাম দৃষ্টি করে কৃষ্ণের বদন।
ইঙ্গিতে বুঝিয়া বলিলেন নারায়ণ ॥
আমা সবাকার ইথে নাহি কিছু কাজ।
অকারণে সভায় উঠিয়া পাব লাজ ॥
বলভদ্র বলে তবে রহি কি কারণ।
ব্যর্থ স্বয়ম্বর কৈল পাঞ্চাল রাজন ॥
নিমন্ত্রিয়া আনাইল এক লক্ষ রাজা।
বিংশতি দিবস সবাকার করে পূজা ॥
কোন রাজা নোঙাইতে নারিল ধনুক।
তোমা হেন জন যাতে হইল বিমুখ ॥
আর বা সংসার মধ্যে আছে কোন্‌জন।
এ লক্ষ্য বিন্ধিয়া কন্যা করিবে গ্রহণ ॥
গোবিন্দ বলেন আজিকার দিন রহ।
লক্ষ্য বিন্ধিবার এবে কৌতুক দেখহ ॥
যেই বিন্ধে ইতিমধ্যে নাহি কোন ব্যক্তি
এই লক্ষ্য বিন্ধিবারে আছে কার শক্তি ॥
পৃথিবীর রাজা আছে ত্রৈলোক্যমণ্ডলে।
ইন্দ্র যম বরুণ প্রভৃতি দিক্‌পালে ॥
এ লক্ষ্য বিন্ধিতে সবে একজন ক্ষম।
মনুষ্য লোকেতে শ্রেষ্ঠ মহাপরাক্রম ॥
শুনিয়া বলেন রাম বিস্ময় বদন।
কহ কৃষ্ণ এমত আছয়ে কোন্‌জন ॥
তিনলোকে বীর তার নাহিক সমান।
নরে শ্রেষ্ঠ তোমা বিনা কেবা আছে আন
তোমা আমা হৈতে শ্রেষ্ঠ আছে যে মনুষ্য
আশ্চর্য্য শুনিয়া মোর চিত্তে পড়ে হাস্য ॥
অবর্ণিত রূপ কৃষ্ণা লক্ষ্মী স্বরূপিণী।
সম্পূর্ণ চন্দ্রমা-মুখ জাতিতে পদ্মিনী ॥
এ কন্যা লভিবে যেই পুরুষ উত্তম।
কহ কৃষ্ণ আমা হৈতে অন্য কেবা ক্ষম ॥
গোবিন্দ বলেন দেব কর অবধান।
এ লক্ষ্য বিন্ধিতে পার্থ বিনা নাহি আন ॥

ইন্দ্রের নন্দন সেই পাণ্ডব মধ্যম .
লক্ষ্য বিন্ধিবারে মাত্র সেই হয় ক্ষম ॥
রাম বলিলেন শুনি গোবিন্দের কথা।
তবে কৃষ্ণ কি হেতু রহিবে আর হেথা ॥
এ তিন লোকের মধ্যে কেহ না পারিল।
যে পারিবে দ্বাদশ বৎসর সে মরিল ॥
আশ্চর্য্য লাগিল মম শুনি তব ভাষ।
অনুমানে বুঝি কৃষ্ণ কর উপহাস ॥
অগ্নি মধ্যে পুড়িল যে পাণ্ডুর নন্দন।
তাহা বিনা লক্ষ্য বিন্ধে নাহি হেন জন ॥
তবে কে বিন্ধিবে লক্ষ্য কহ নারায়ণ।
কি হেতু রহিতে বল না জানি কারণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলে পাণ্ডুপুত্র পুড়ি নাহি মরে।
মহাবীর্য্যবন্ত তারা অবধ্য সংসারে ॥
দেব হৈতে হৈল পঞ্চ কুন্তীর কুমার।
ভূমিভার নাশিবারে জন্ম সবাকার ॥
তাদেরে মারিতে পারে কাহার শকতি।
কতকাল গুপ্তে গোঙাইল যথি তথি ॥
এই সভার মধ্যে আছয়ে পঞ্চজন।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন রোহিনীনন্দন ॥
রাম বলিলেন শুন অদ্ভুত কথন।
শুনিয়া আশ্চর্য্যযুক্ত হৈল মম মন ॥
অগ্নিতে মরিল পুড়ে বিখ্যাত ভুবনে।
এতকাল কোন্ দেশে বঞ্চিল গোপনে ॥
কোন্ বেশে কোন্ স্থানে আছে পঞ্চজন
পার্থ লক্ষ্য বিন্ধিতে না উঠে কি কারণ ॥
এত শুনি বলিলেন দেব যদুবীর।
দ্বিজ-সভা মধ্যে দেখ রাজা যুধিষ্ঠির ॥
এক্ষণে কেমনে বা উঠিবে ধনঞ্জয়।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে তারে কেহ নাহি কয় ॥
যখন ব্রাহ্মণগণে দ্রুপদ বলিবে।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে পার্থ তখন উঠিবে ॥
শুনিয়া চাহেন রাম যুধিষ্ঠির পানে।
পিঙ্গল মলিন বস্ত্র, বিরস বদনে ॥
রাম বলিলেন, কৃষ্ণ কর অবধান।
ধর্ম্মশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির লোকেতে আখ্যান ॥
তবে কেন হেন গতি দেখি যুধিষ্ঠিরে।
অনাহারে মহাকষ্ট দুঃখিত শরীরে ॥
গোবিন্দ বলেন অবধান মহাশয়।
পাপাত্মা সে দুর্য্যোধন জানিহ নিশ্চয় ॥
পাপেতে পাপীর ধন বৃদ্ধি হয় নিতি।
পশ্চাতে হইবে সমূলেতে বিনশ্যতি ॥
কালেতে অবশ্য জয় লভে ধর্ম্মিজন।
দুঃখ সুখ কতকাল দৈবের লিখন ॥
কৃষ্ণের এতেক বাক্য শুনি যদুগণ।
সবাই ত্যজিল লক্ষ্য বিন্ধিবার মন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

সকলকে লক্ষ্য-বিন্ধনে ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুমতি।

পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বয়ম্বর স্থলে।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে বলে ক্ষত্রিয় সকলে ॥
তাহা শুনি উঠিলেন কুরুবংশপতি।
ধনুর নিকটে যান ভীষ্ম মহামতি ॥
তুলিয়া ধনুকে ভীষ্ম দিয়া বাম জানু।
হুলে ধরি নত করিলেন মহাধনু ॥
বল করি ধনু তুলি গঙ্গার কুমার।
আকর্ণ পূরিয়া ধনু দিলেন টঙ্কার ॥
মহাশব্দে মোহিত হইল সর্ব্বজন।
উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন গঙ্গার নন্দন ॥
শুনহ পাঞ্চাল আর যত রাজভাগ।
সবে জান আমি দারা করিয়াছি ত্যাগ ॥
কন্যাতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন।
আমি লক্ষ্য বিন্ধিলে লইবে দুর্য্যোধন ॥
এত বলি ভীষ্ম বাণ যুড়িল ধনুকে।
হেনকালে শিখণ্ডীকে দেখেন সম্মুখে ॥
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আছে খ্যাত চরাচর।
অমঙ্গল দেখিলে না ছাড়ে ধনুঃশর ॥
শিখণ্ডী দ্রুপদ-পুত্র নপুংসক জাতি।
তার মুখ দেখি ধনু থোয় মহামতি ॥

তবেত সভাতে ছিল যত রাজগণ।
পুনঃ ডাক দিয়া বলে পাঞ্চাল-নন্দন ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানা জাতি।
যে বিন্ধিবে লবে সেই কৃষ্ণা গুণবতী ॥
এত শুনি উঠিলেন দ্রোণ মহাশয়।
শিরেতে উষ্ণীষ শোভে শুভ্র অতিশয় ॥
শুভ্র মলয়জে লিপ্ত শুভ্র সর্ব্ব অঙ্গ।
হস্তে ধনুর্ব্বাণ শোভে পৃষ্ঠেতে নিষঙ্গ ॥
ধনুক লইয়া দ্রোণ বলেন বচন।
যদি আমি এই লক্ষ্য বিন্ধি কদাচন ॥
আমা যোগ্য নহে এই দ্রুপদ-কুমারী।
সখার কুমারী হয় আমার ঝিয়ারী ॥
দুর্য্যোধনে কন্যা দিব যদি লক্ষ্য হানি।
এত বলি ধরিয়া তুলিল বাম পাণি ॥
টঙ্কারিয়া গুণ পুনঃ বলেন আচার্য্য।
খসাইয়া দিব গুণ এ কোন্ আশ্চর্য্য ॥
বিন্ধিতে যে শক্ত তার গুণেতে কি ভয়।
দুই স্থানে অধিকারী দুর্য্যোধন হয় ॥
তবে দ্রোণ লক্ষ্য দেখে জলের ছায়াতে
অপূর্ব্ব রচিল লক্ষ্য দ্রুপদ নৃপতে ॥
পঞ্চ ক্রোশ ঊর্দ্ধেতে সুবর্ণ মৎস্য আছে।
তার অর্দ্ধপথে রাধাচক্র ঘুরিতেছে ॥
নিরবধি ফিরে চক্র অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
মধ্যে ছিদ্র আছে মাত্র যায় এক বাণ ॥
ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিলে মৎস্য না পাই দেখিতে
জলেতে দেখিতে পাই চক্রছিদ্র-পথে ॥
অধোমুখে চাহিয়া থাকিবে মৎস্য লক্ষ্য
ঊর্দ্ধে বাণ বিন্ধিবেক শুনিতে অশক্য ॥
টানিয়া ধনুক দ্রোণ জলছায়া চায়।
দেখিয়া হৃদয়েতে চিন্তেন যদুরায় ॥
পরশুরামের শিষ্য দ্রোণ মহাশয়।
নানা বিদ্যা অস্ত্রশাস্ত্রে পূর্ণিত হৃদয় ॥
বিশেষ সবার গুরু দ্রোণ ধনুর্ব্বেদ।
সকল লোকেতে খ্যাত সৃষ্টি করে ভেদ ॥
লক্ষ্য বিন্ধিবারে এ বিচিত্র নহে কথা।
এক্ষণে বিন্ধিবে লক্ষ্য নাহিক অন্যথা ॥
সুদর্শন চক্রে আচ্ছাদিল চক্রধর।
মৎস্যচক্র ঢাকি রহে সেই চক্রবর ॥
তবে দ্রোণাচার্য্য বাণ আকর্ণ পূরিয়া।
চক্রছিদ্র-পথে বিন্ধে জলেতে চাহিয়া ॥
মহাশব্দে উঠে বাণ গগনমণ্ডলে।
সুদর্শনে ঠেকিয়া পড়িল ভূমিতলে ॥
লজ্জিত হইয়া দ্রোণ ছাড়িল ধনুক।
সভাতে বসিল গিয়া হয়ে অধোমুখ ॥
বাপের দেখিয়া লজ্জা ক্রোধে তবে দ্রৌণি
তুলিয়া লইল ধনু ধরি বামপাণি ॥
ধনু টঙ্কারিয়া বীর চাহে জলপানে।
আকর্ণ পূরিয়া চক্র-ছিদ্রপথে হানে ॥
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ উল্কার সমান।
সুদর্শনে ঠেকিয়া হইল খান খান ॥
দ্রোণ দ্রৌণি দোঁহে যদি বিমুখ হইল।
বিষম লজ্জার ভয়ে কেহ না উঠিল ॥
তবে কর্ণ মহাবীর সূর্য্যের নন্দন
ধনুর নিকটে শীঘ্র করিল গমন ॥
বাম হস্তে ধরি ধনু দিয়া পদ ভর।
খসাইয়া গুণ পুনঃ দিল বীরবর ॥
টঙ্কারিয়া ধনুকে যুড়িল বীর বাণ।
ঊর্দ্ধকরে অধোমুখে পূরিয়া সন্ধান ॥
ছাড়িলেন বাণ বায়ুসম বেগে ছুটে।
জ্বলন্ত অনল যেন অন্তরীক্ষে উঠে ॥
সুদর্শন চক্রে ঠেকি চূর্ণ হৈয়া গেল
তিলবৎ হইয়া বাণ ভূতলে পড়িল ॥
লজ্জা পেয়ে কর্ণ ধনু ভূতলে ফেলিয়া।
অধোমুখ হৈয়া সভামধ্যে. বৈসে গিয়া ॥
ভয়ে ধনু পানে কেহ না চাহে আর।
পুনঃ পুনঃ ডাকি বলে দ্রুপদ-কুমার ॥
দ্বিজ হৌক ক্ষত্র হৌক বৈশ্য শূদ্র আদি
চণ্ডাল প্রভৃতি লক্ষ্য বিন্ধিবেক যদি ॥
লভিবে দ্রৌপদী সেই দৃঢ় মম পণ।
এত বলি ঘন ডাকে পাঞ্চাল-নন্দন ॥
কেহ আর নাহি যায় ধনুকের ভিতে।
একবিংশ দিন তথা গেল হেনমতে ॥

দ্বিজ সভা মধ্যেতে বসিয়া
চতুর্দ্দিকে বেষ্টি বসিয়াছে চারি বীর ॥
আর যত বসিয়াছে ব্রাহ্মণমণ্ডল
দেবগণ মধ্যে যেন বৈসে আখণ্ডল ॥
যে লক্ষ্য বিন্ধিবে কন্যা লবে সেই বীর।
শুনি ধনঞ্জয় চিত্তে হলেন অস্থির ॥
বিন্ধিব বলিয়া লক্ষ্য করি হেন মনে।
যুধিষ্ঠির পানেতে চাহেন অনুক্ষণে ॥
অর্জ্জুনের চিত্ত বুঝি কহেন ইঙ্গিতে।
আজ্ঞা পেয়ে ধনঞ্জয় উঠেন ত্বরিতে ॥
অর্জ্জুন যে চলি যান ধনুকের ভিতে।
দেখিয়াত দ্বিজগণ লাগে জিজ্ঞাসিতে ॥
কোথাকার দ্বিজ তুমি কিসের কারণ।
সভা হৈতে যাহ কোথা কোন্ প্রয়োজন
অর্জ্জুন বলেন যাই লক্ষ্য বিন্ধিবারে।
প্রসন্ন হইয়া সবে আজ্ঞা দেহ মোরে ॥
শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্মণমণ্ডল।
কন্যারে দেখিয়া দ্বিজ হইল পাগল ॥
যে ধনুতে পরাজয় পায় রাজগণ।
জরাসন্ধ শল্য দ্রোণ কর্ণ দুর্য্যোধন।
সে লক্ষ্য বিন্ধিতে দ্বিজ চাহে কোন্ লাজে
ব্রাহ্মণেতে হাসাইল ক্ষত্রিয়-সমাজে ॥
বলিবেক ক্ষত্র যত লোভী দ্বিজগণ।
হেন বিপরীত আশা করে সে কারণ ॥
বহুদুর হৈতে আসিয়াছে দ্বিজগণ।
বহু আশা করিয়াছে পাবে বহু ধন ॥
সে সব হইবে নষ্ট তোমার কর্ম্মেতে।
অসম্ভব আশা কেন কর দ্বিজ ইথে ॥
অনর্থ না কর বৈস আসিয়া ব্রাহ্মণ।
এত বলি ধরি বসাইল দ্বিজগণ ॥
পুনঃ পুনঃ ডাকি বলে দ্রুপদ-তনয়।
শুনিয়া অধৈর্য্য চিত্ত বীর ধনঞ্জয় ॥
পুনঃ উঠিবারে পার্থ করিলেন মতি।
হেনকালে শঙ্খনাদ করেন শ্রীপতি ॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে ত্রৈলোক্য পূরিল।
দুষ্ট রাজগণ শব্দ শুনি স্তব্ধ হৈল ॥
শঙ্খনাদ শুনি পার্থ হয়েন উল্লাস
ভয়াতুর জনে যেন পাইল আশ্বাস ॥
উঠ উঠ ধনঞ্জয় ডাকে শঙ্খবর
লক্ষ্য বিন্ধি দ্রৌপদীরে লভহ সত্বর ॥
গোবিন্দের ইঙ্গিতে উঠিলেন অর্জ্জুন।
পুনঃ গিয়া ধরিলেক যত দ্বিজগণ ॥
দ্বিজগণ বলে দ্বিজ হইলে বাতুল।
তব কর্ম্ম দেখি মজিবেক দ্বিজকুল ॥
দেখিলে হাসিবে যত দুষ্ট ক্ষত্রগণ।
বলিবেক লোভী এই সব দ্বিজগণ ॥
এত বলি ধরাধরি করি বসাইল।
দেখি ধর্ম্মপুত্র দ্বিজগণেরে কহিল ॥
কি কারণে দ্বিজগণ কর নিবারণ।
আর যত পরাক্রম সে জানে আপন ॥
যে লক্ষ্য বিন্ধিতে ভঙ্গ দিল রাজগণ।
শক্তি না থাকিলে তথা যাবে কোন্‌জন ॥
বিন্ধিতে না পারিলে আপনি পাবে লাজ
তবে নিবারণে আমা সবার কি কাজ ॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি ছাড়ি দিল সবে।
ধনুর নিকটে ধনঞ্জয় যায় তবে ॥
হাসিয়া ক্ষত্রিয় যত করে উপহাস।
অসম্ভব কর্ম্মে দেখি দ্বিজের প্রয়াস ॥
সভামধ্যে ব্রাহ্মণের মুখে নাহি লাজ।
যাহে পরাজয় হৈল রাজার সমাজ ॥
সুরাসুর জয়ী যেই বিপুল ধনুক।
তাহে লক্ষ্য বিন্ধিবারে চলিল ভিক্ষুক ॥
কন্যা দেখি দ্বিজ কিবা হইল অজ্ঞান।
বাতুল হইল কিম্বা করি অনুমান ॥
কিম্বা মনে করিয়াছে দেখি একবার।
পারিলে পারিব নহে কি হবে আমার ॥
নির্লজ্জ ব্রাহ্মণে মোরা অল্পে না ছাড়িব
উচিত যে শাস্তি হয় অবশ্য তা দিব ॥
কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না বল এমন।
সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এ জন ॥
এই ক্ষণে লয় মনে বিন্ধিবেক লক্ষ্য।
ভণে কৃষ্ণজনে কি কর্ম্ম অশক্য ॥

লক্ষ্যভেদে গমন।

এইমত রাজগণ করিছে বিচার।
ধনুক নিকটে যায় কুন্তীর কুমার॥
প্রদক্ষিণ ধনুকে করিয়া তিনবার।
শিবদাতা শিবে করিলেন নমস্কার॥
বামকরে ধরি ধনু তুলিল অর্জ্জুন।
নোয়াইয়া ফেলিলেন কর্ণদত্ত গুণ॥
পুনঃ গুণ দিয়া পার্থ দিলেন টঙ্কার
সে শব্দেতে কর্ণে তালি লাগিল সবার॥
গুরু প্রণমিব বলি চিন্তেন হৃদয়
সাক্ষাৎ কিরূপে হবে ভাবেন উপায়॥
পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য কহিলেন যে আমারে
বাঞ্ছ যদি আমারে প্রণাম করিবারে॥
অগ্রে এক অস্ত্র রাখি কর সম্বোধন।
অন্য অস্ত্র মারি পায় করিবা বন্দন॥
সেই অনুসারে পার্থ চিন্তিলেন মনে।
ভূমিতলে নাহি স্থল লোকের গহনে॥
বিশেষ সবারে বিদ্যা দেখাবার তরে।
শূন্যে স্থাপিলেন অস্ত্র পবনের ভরে॥
দুই অস্ত্র মারিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
বরুণ অস্ত্রেতে ধৌত করিল চরণ॥
আর অস্ত্র প্রণাম করিল গিয়া পায়।
আশীর্ব্বাদ করিলেন দ্রোণাচার্য্য তায়॥
কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহ গঙ্গার কুমার।
তারে করিলেন পার্থ শত নমস্কার॥
দ্রোণ বলিলেন দেখ শান্তনু-তনয়।
লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ তোমারে প্রণময়॥
ভীষ্ম বলিলেন আমি ক্ষত্র ও ব্রাহ্মণ।
আমায় প্রণাম ও করিবে কি কারণ॥
দ্রোণ বলে দ্বিজ এই না হয় কদাপি॥
ক্ষত্রকুলশ্রেষ্ঠ এই ছদ্ম দ্বিজরূপী॥
যেই বিদ্যা দেখাইল তোমা বিদ্যমানে।
মম শিষ্য বিনা ইহা অন্যে নাহি জানে॥
বিশেষ তোমাকে যে করিল নমস্কার।
ভারত বংশেতে জন্ম হৈয়াছে ইহার॥
এক্ষণে বিদিত আর হবে মুহূর্ত্তেকে।
কতক্ষণ লুকাইবে জ্বলন্ত পাবকে॥
ভীষ্ম কহে আমি হৃদে তাই ভাবিতেছি॥
পূর্ব্বে আমি ইহারে কোথায় দেখিয়াছি
নিরখিয়া ইহার সুচারু চন্দ্রমুখ।
কহনে না যায় কত জন্মিয়াছে সুখ॥
কহ কহ গুরু যদি জানহ ইহারে।
কেবা এ কাহার পুত্র কিবা নাম ধরে॥
দ্রোণাচার্য্য বলেন কহিতে আমি পারি।
বিপক্ষেরে কেহ পাছে শুনে তাই ডরি॥
বিশেষ অনেক দিন মরিল যে জনে।
দৃঢ় করি তার নাম লইব কেমনে॥
ভীষ্ম বলিলেন কহ কি ভয় তোমার।
কে মরিল বহুদিন কি নাম তাহার॥
দ্রোণ বলে যে বিদ্যা দেখাল এ সভায়।
পার্থ বিনা মম ঠাঁই কেহ নাহি পায়॥
পূর্ব্বে আমি পার্থেরে করিলাম স্বীকার।
শিষ্য না করিব কেহ সমান তোমার॥
সেই হেতু এ বিদ্যা দিলাম ধনঞ্জয়ে॥
আমারে দিলেন যাহা ভৃগুর তনয়ে॥
অশ্বত্থামা আদি ইহা কেহ নাহি জানে।
তেঁই পার্থ বলি ইহা লয় মম মনে॥
পার্থের শুনিয়া নাম ভীষ্ম শোকাকুল।
চক্ষুজলে আর্দ্র হৈল অঙ্গের দুকুল।
কি বলিয়া আচার্য্য করিলা কোন কর্ম্ম।
জ্বালিয়া নির্ব্বাণ অগ্নি দগ্ধ কৈলা মর্ম্ম॥
দ্বাদশ বৎসর নাহি দেখি শুনি কাণে।
আর কোথা পাইব সে পাণ্ডুপুত্রগণে॥
এত বলি ভীষ্মদেব করেন ক্রন্দন।
দ্রোণ বলিলেন ভীষ্ম ত্যজ শোক মন॥
পাণ্ডুপুত্র মরিয়াছে কহে সর্ব্বজনে॥
সে কথায় আমার প্রত্যয় নহে মনে॥
বিদুরের মন্ত্রণায় তারা গেল তরি।
এই কথা ভাবি আমি দিবস শর্ব্বরী॥
হেন নীতি উক্তি আছে মুনিগণ বলে।
পাণ্ডবের মরণ নাহিক মহীতলে॥

এত শুনি ভীষ্মবর ত্যজিয়া ক্রন্দন।
দুইজনে কল্যাণ করেন হৃষ্টমন॥
যদ্যপি এ কুন্তীপুত্র হইবে ফাল্গুনী।
লক্ষ্য বিন্ধি লবে এই দ্রুপদনন্দিনী॥
তবে পার্থ প্রণমেন কৃষ্ণে যোড়হাতে।
পাঞ্চজন্য শঙ্খবাদ্য হয় যেই ভিতে॥
দেখিয়া কল্যাণ বাক্য কহেন শ্রীপতি।
হাসিয়া বলেন তবে বলভদ্র প্রতি॥
অবধানে হের দেখ রেবতীবল্লভ।
তোমারে প্রণাম করে তৃতীয় পাণ্ডব॥
রাম বলিলেন পার্থ বিন্ধিবেক লক্ষ্য।
কন্যা লৈয়া যাইবারে না হইবে শক্য॥
একা ধনঞ্জয় এত সমূহ বিপক্ষ।
সসৈন্যেতে আসিয়াছে রাজা এক লক্ষ॥
কৃষ্ণা হেতু সবাই করিবে প্রাণপণ।
কন্যা লাগি দ্বন্দ্ব করিবেক রাজগণ॥
বিশেষ ব্রাহ্মণ বলি পার্থে সবে জানে।
এত লোকে কি করিবে পার্থ একজনে॥
কৃষ্ণ বলে অন্যায় করিবে দুষ্টজন।
তুমি আমি রহিয়াছি কিসের কারণ॥
মম বিদ্যমানেতে করিবে বলাৎকার।
জগন্নাথ নাম তবে কি হেতু আমার॥
জগৎজনের আমি অন্তে হই ত্রাতা।
দুর্ব্বলের বল আমি সর্ব্ব ফলদাতা॥
যদি আমি সমুচিত ফল নাহি দিব।
তবে কেন জগন্নাথ এ নাম ধরিব॥
গোবিন্দের বাক্যে রাম চিন্তান্বিত মনে
অর্জ্জুনে আশীষ করে কৃষ্ণের বচনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে সে সর্ব্বপাপে তরি॥

অর্জ্জুনের লক্ষ্যবিদ্ধ করণ।

প্রণাম করেন বীর ধর্ম্মের চরণে।
যুধিষ্ঠির বলিলেন চাহি দ্বিজগণে॥
লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ প্রণমে কৃতাঞ্জলি।
কল্যাণ করহ তারে ব্রাহ্মণমণ্ডলী॥
শুনি দ্বিজগণ বলে স্বস্তি স্বস্তি বাণী।
লক্ষ্য ভেদি প্রাপ্ত হৌক দ্রুপদনন্দিনী॥
ধনু লৈয়া পাঞ্চালে বলেন ধনঞ্জয়।
কি বিন্ধিব কোথা লক্ষ্য বলহ নিশ্চয়॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে এই দেখহ জলেতে।
চক্রছিদ্রপথে মৎস্য পাইবে দেখিতে॥
কনকের মৎস্য তার মাণিক নয়ন।
সেই মৎস্যচক্ষু যেই করিবে বিন্ধন॥
সে হইবে বল্লভ আমার ভগিনীর।
এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহাবীর॥
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া আকর্ণ টানি গুণ।
অধোমুখ করি বাণ ছাড়েন অর্জ্জুন॥
সুদর্শন জগন্নাথ করেন অন্তর।
মৎস্যচক্ষু ভেদিলেক অর্জ্জুনের শর॥
মহাশব্দে মৎস্য যদি হইলেক পার।
অর্জ্জুনের সম্মুখে আইল পুনর্ব্বার
আকাশে অমরগণ পুষ্পবৃষ্টি কৈল।
জয় জয় শব্দ দ্বিজ সভামধ্যে হৈল॥
ভেদিল ভেদিল বলি হৈল মহাধ্বনি।
শুনিয়া বিস্মিত হৈল যত নৃপমণি॥
হাতেতে দধির পাত্র লয়ে পুষ্পমালা।
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা॥
দেখিয়া বিস্মিত হৈল যত নৃপমণি।
ডাকিয়া বলিল রহ রহ যাজ্ঞসেনী॥
ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে হীনজাতি।
লক্ষ্য ভেদিবারে কোথা ইহার শকতি॥
মিথ্যা গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ।
গোল করি কন্যা কোথা পাইবে ব্রাহ্মণ॥
পঞ্চ ক্রোশ ঊর্দ্ধে লক্ষ্য শূন্যেতে আছয়।
বিন্ধেছে কি না বিন্ধেছে কে জানে নির্ণয়
ভেদিল ভেদিল বলি লোকে জানাইল।
কহ দেখি কোথা মৎস্য কেমনে ভেদিল
তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ বহু দ্বিজগণ।
নির্ণয় করিতে জল করে নিরীক্ষণ॥
শিষ্টে বলে বিন্ধিয়াছে দুষ্টে বলে নয়।
ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে প্রত্যয়॥

শূন্য হৈতে মৎস্য যদি কাটিয়া পাড়িবে।
সাক্ষাতে দেখিলে তায় প্রত্যয় জন্মিবে॥
কাটি পাড় মৎস্য যদি আছয়ে শকতি।
এইরূপ কহিল যতেক দুষ্টমতি॥
শুনিয়া বিস্মিত হৈল পাঞ্চাল-নন্দন।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর বলেন তখন॥
অকারণে মিথ্যা দ্বন্দ্ব কর কেন সবে।
মিথ্যা কথা কহে যে সে কার্য্য নাহি লভে
যতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে।
যতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে॥
সর্ব্বকাল রজনী দিবস নাহি হয়।
মিথ্যা মিথ্যা সত্য সত্য লোকে খ্যাত হয়
অকারণে মিথ্যা বলি করিলে ভণ্ডন।
লক্ষ্য কাটি পাড়িব দেখুক সর্ব্বজন॥
যতবার কহিবা বিন্ধিব ততবার।
একবার নাহি বলি সম্মুখে সবার॥
এত বলি অর্জ্জুন নিলেন ধনুঃশর।
আকর্ণ পূরিয়া ভেদিলেন দৃঢ়তর॥
সুরাসুর নাগ নর দেখয়ে কৌতুকে।
কাটিয়া পাড়িল লক্ষ্য সবার সম্মুখে॥
দেখিয়া বিস্মিত হয় সব রাজগণ।
জয় জয় শব্দ করে যতেক ব্রাহ্মণ॥
হাতে দধিপাত্র মাল্য দ্রৌপদী সুন্দরী।
পার্থের নিকটে গেল কৃতাঞ্জলি করি॥
দধি মাল্য দিতে পার্থ করেন বারণ।
দেখি অনুমান করে যত রাজগণ॥
এক জন প্রতি আর জন দেখাইল।
হের দেখ বরিতে ব্রাহ্মণ নিষেধিল॥
সহজে দরিদ্র জীর্ণবস্ত্র পরিধান।
তৈল বিনা শির দেখ জটার আধান॥
হেনজন গৃহে নাহি রাজকন্যা শোভে।
এই হেতু বরিতে না দিল ধন লোভে॥
ব্রহ্মতেজে লক্ষ্য বিন্ধিলেন তপোবলে।
কি করিবে কন্যা যার অন্ন নাহি মিলে॥
ধনের প্রয়াস ব্রাহ্মণের আছে মনে।
চর পাঠাইয়া তত্ত্ব লই এইক্ষণে॥

এতবলি রাজগণ বিচার করিয়া।
অর্জ্জুনের স্থানে দূত দিল পাঠাইয়া॥
দূত বলে অবধান কর দ্বিজবর।
রাজগণ পাঠাইল তোমার গোচর॥
দুর্য্যোধন রাজা এই কহেন তোমায়।
মুখ্য পাত্র করি তোমা রাখিবে সভায়॥
বহু রাজ্য দেশ ধন নানা রত্ন দিবে।
এক শত ব্রাহ্মণকন্যা সহ বিভা দিবে॥
আর যাহা চাহ দিবে নাহিক অন্যথা।
মোরে বশ কর দিয়া দ্রুপদ-দুহিতা॥
শুনিয়া অর্জ্জুন জ্বলিলেন অগ্নিপ্রায়।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ বলেন তাহায়॥
ওহে দ্বিজ যেইমত বলিলা বচন।
অন্য জাতি নহ তুমি অবধ্য ব্রাহ্মণ॥
সে কারণে মম ঠাঁই পাইলে জীবন।
এ কথা কহিয়া অন্য বাঁচে কোন্ জন॥
আর তাহে দূত তুমি কি দোষ তোমার।
মম দূত হয়ে তথা যাহ পুনর্ব্বার॥
দুর্য্যোধন আদি যত কহ রাজগণে।
অভিলাষ তা সবার থাকে যদি মনে॥
আমি দিব তা সবারে পৃথিবী জিনিয়া।
কুবেরের নানা রত্ন দিব যে আনিয়া॥
তোমা সবাকার ভার্য্যা মোরে দেহ আনি
এই কথা সবা স্থানে কহিবে আপনি॥
শুনিয়া সত্বরে তবে গেল দ্বিজবর।
কহিল বৃত্তান্ত সব রাজার গোচর॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিলে জ্বলে।
ইহা শুনি রাজগণ ক্রোধভরে বলে॥
দেখ হেন মতিচ্ছন্ন হৈল বামনার।
হেন বুঝি লক্ষ্য বিন্ধি করে অহঙ্কার॥
রাজগণে এতাদৃশ বচন কুৎসিত।
বিচারে উচিত হয় শাস্তি সমুচিত॥
প্রাণে আশা থাকিতে কহিবে কোন্‌জন।
রাজগণে এতাদৃশ কুৎসিত বচন॥
বিপ্রজাতি বলিয়া মনেতে করে দাপ।
হেনজনে মারিলে নাহিক কিছু পাপ॥

এ হেন দুর্ব্বাক্য বলে কার প্রাণে সহে।
বিশেষ এ স্বয়ম্বর ব্রাহ্মণের নহে॥
ক্ষত্র স্বয়ম্বর ইথে দ্বিজের কি কাজ।
দ্বিজ হৈয়া কন্যা লবে ক্ষত্রকুলে লাজ।
এমত কহিয়া যদি রহিবে জীবনে।
এইমতে দুষ্ট হবে যত দ্বিজগণে॥
সে কারণে ইহারে যে ক্ষমা করা নয়।
অন্য স্বয়ম্বরে যেন এমত না হয়॥
দেখহ দুর্দ্দৈব হের দ্রুপদ রাজার।
আমা সবা নাহি মানে করে অহঙ্কার॥
মহারাজগণে ত্যজি বরিল ব্রাহ্মণে।
এমত কুৎসিত কর্ম্ম সহে কার প্রাণে॥
অমর কিন্নর নরে যে কন্যা বাঞ্ছিত।
এই দ্বিজ কন্যা লবে না হয় শোভিত॥
মারহ দ্রুপদে আজি পুত্রের সহিত।
মার এই ব্রাহ্মণেরে বধে নাহি ভীত॥

অর্জ্জুনের সহিত রাজগণের যুদ্ধ।

যার যেবা অস্ত্র লয়ে যত রাজগণ।
জরাসন্ধ শল্য শাল্ব কর্ণ দুর্য্যোধন॥
শিশুপাল দন্তবক্র কাশী নরপতি।
রুক্মী ভগদত্ত ভোজ কলিঙ্গ প্রভৃতি॥
চিত্রসেন মদ্রসেন চন্দ্রসেন রাজা।
নীলধ্বজ রোহিত বিরাট মহাতেজা॥
ত্রিগর্ত্ত কীচক বাহু সুবাহু রাজন।
অনুপেন্দ্র মিত্রবৃন্দ সুষেণ ভ্রমণ॥
যার যে লইয়া অস্ত্র ভূপতি মণ্ডল।
নানা অস্ত্র ফেলে যেন বরিষার জল॥
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী কম্পিত হৃদয়।
অর্জ্জুনে চাহিয়া তবে কহে সবিনয়॥
না দেখি যে দ্বিজবর ইহার উপায়।
বেড়িলেক রাজগণ সমুদ্রের প্রায়॥
ইথে কি করিবে মম পিতার শকতি।
জানিলাম নিশ্চয় যে নাহিক নিষ্কৃতি॥
অর্জ্জুন বলেন তুমি রহ মম কাছে।
দাণ্ডাইয়া নির্ভয়ে দেখহ রহি পাছে॥
কৃষ্ণা বলিলেন দ্বিজ অপূর্ব্ব কাহিনী।
একা তুমি কি করিবে লক্ষ নৃপমণি॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বলে দেখ গুণবতি।
একা আমি বিনাশিব সব নরপতি॥
একেশ্বর গরুড় সকল পক্ষী নাশে।
একেশ্বর পুরন্দর দানব বিনাশে॥
একা হনুমান যেন দহিলেক লঙ্কা।
সেই মত নৃপগণে মারিব কি শঙ্কা॥
এত বলি অর্জ্জুন কৃষ্ণারে আশ্বাসিয়া।
ধনুর্গুণ সন্ধান করেন টঙ্কারিয়া॥
তবেত দ্রুপদ রাজা পুত্রের সহিত।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সহিত সত্যজিত॥
মুহূর্ত্তেক যুদ্ধ করি নারিল সহিতে।
ভঙ্গ দিয়া সবাই পলায় চতুর্ভিতে॥
একেশ্বর অর্জ্জুনে বেড়িল নৃপগণ।
দেখি ওষ্ঠ কামড়ায় পবননন্দন॥
অনুমতি লইতে রাজার পানে চায়।
দেখিয়া সম্মত হইলেন ধর্ম্মরায়॥
যুধিষ্ঠির বলেন ভাই অনর্থ হইল।
এক লক্ষ রাজা দেখ অর্জ্জুনে বেড়িল॥
শীঘ্র যাহ ভীমসেন আনহ অর্জ্জুনে।
দ্বন্দ্ব করিবারে কিছু নাহি প্রয়োজনে॥
পাইয়া জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা ধায় বৃকোদর।
উপাড়িয়া নিল এক দীর্ঘ তরুবর।
দশ যোজনোচ্চ তরু নিষ্পত্র করিয়া।
বায়ুবেগে সৈন্যমধ্যে প্রবেশিল গিয়া॥
ক্ষত্রগণ চেষ্টা দেখি ক্রোধে দ্বিজগণ॥
পাছে পাছে ভীমের ধাইল সর্ব্বজন॥
হের দেখ ক্ষত্রিয় পাপিষ্ঠ দুরাচার।
সভামধ্যে লক্ষ্য দ্বিজ বিন্ধিল আমার॥
লক্ষ্য বিন্ধিবারে শক্য নহিল তখন।
এবে দ্বন্দ্ব কর কেন একাত ব্রাহ্মণ॥
এমত অন্যায় বল কার প্রাণে সয়।
যুদ্ধ করি প্রাণ দিব দ্বিজ সব কয়॥

এত বলি দ্বিজগণ দণ্ড লয়ে করে।
মৃগচর্ম্ম দৃঢ় করি বান্ধে কলেবরে ॥
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ ধাইল বায়ুবেগে।
হাতে জাঠা করিয়া ভূপতিগণ আগে ॥
দেখিয়া বলেন পার্থ করি কৃতাঞ্জলি।
মাথায় লইয়া দ্বিজগণ পদধূলি ॥
তোমরা আইলে দ্বন্দ্বে কিসের কারণ।
দাণ্ডাইয়া কৌতুক দেখহ সর্ব্বজন ॥
যাহারে করহ ভস্ম মুখের বচনে।
তাহার সহিত দ্বন্দ্ব নহে সুশোভনে ॥
তোমা সবাকার মাত্র চরণ প্রসাদে।
দুষ্ট ক্ষত্রগণেরে মারিব অপ্রমাদে ॥
যে প্রকার দুষ্টাচার করিয়াছে সবে।
তাহার উচিত শাস্তি এইক্ষণে পাবে ॥
এত বলি নিবারণ করি দ্বিজগণে।
রাজগণ প্রতি ধায় ইন্দ্রের নন্দনে।
হাসিয়া বলেন রাম দেখ ভগবান।
পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছি দেখ বিদ্যমান ॥
এই দেখ লক্ষ রাজা একত্র হইয়া।
বেড়িলেন অর্জ্জুনেরে সসৈন্য লইয়া ॥
এক পার্থ প্রবোধিবে কত কত জনে।
প্রতিকার ইহার যে না দেখি নয়নে ॥
প্রতিজ্ঞা করিল সব মিলি রাজগণে।
দ্বিজে মারি কন্যা দিবে রাজা দুর্য্যোধনে
রামের বচন শুনি দুঃখিত গোবিন্দ।
নয়ন যুগল যেন বিকচার বিন্দ ॥
ক্ষণেক রহিয়া কৃষ্ণ করেন উত্তর।
যা বলিলা সত্য দেব যাদব-ঈশ্বর ॥
এক লক্ষ ভূপতি বেড়িল এক জনে।
কোথায় জিনিবে সেই মনুষ্য পরাণে ॥
অর্জ্জুনের পরাক্রম জ্ঞাত নহ তুমি।
মুহূর্ত্তে জিনিতে পারে সসাগরা ভূমি ॥
কহিলে যে প্রতিজ্ঞা করিল রাজগণে।
দ্বিজ মারি কন্যা দিবে রাজা দুর্য্যোধনে ॥
নর কেবা করে চন্দ্র ধরিবারে পারে।
ব্যাঘ্র মুখের খাদ্য শৃগালে কোথা হরে ॥
তবে যদি অর্জ্জুনেরে ন্যূনতা দেখিব।
সুদর্শন চক্রে আমি সবারে ছেদিব ॥
শুনি রাম হইলেন সভয় অন্তর।
নিজ শিষ্য দুর্য্যোধন অতি প্রিয়তর ॥
পাণ্ডবের শত্রু ক্রোধ আছয়ে অন্তরে।
এই ছল করি কৃষ্ণ পাছে বধ করে ॥
চিন্তিয়া বলেন কৃষ্ণে রেবতীরমণ।
আমা সবাকার দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন ॥
বিশেষ আপনি বল পার্থ মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবেক ভূপতি সকল ॥
সেই কথা পরীক্ষা করিব এইক্ষণে।
অন্তরে থাকিয়া যুদ্ধ দেখুন আপনে ॥
গোবিন্দ বলেন আমি না যাইব রণে।
তব আজ্ঞা লঙ্ঘন না করিব কখনে ॥
তবে নিঃশব্দে রৈলা রাম হৈয়া বিমন।
নৃপগণ সহ পার্থ কৈল ঘোর রণ ॥
অপূর্ব্ব সমর দেখি যতেক অমর।
অর্জ্জুন কারণ হৈল চিন্তিত অন্তর ॥
পুত্রের সাহায্য হেতু দেবরাজ তূর্ণ।
পাঠাইয়া দিল তূণ অস্ত্রগণ পূর্ণ ॥
বৈজয়ন্তী-মালা ইন্দ্র দিলেন প্রসাদ।
হৃষ্ট হৈয়া অর্জ্জুন ছাড়েন সিংহনাদ ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত ॥
কাশীদাস কহে সাধু পিয়ে অবিরত ॥

কর্ণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।

অর্জ্জুন কর্ণের যুদ্ধ লোকেতে ভীষণ।
করিলেন যুদ্ধ যেন শ্রীরাম-রাবণ ॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় বীর অতুল প্রতাপ।
এক বাণে সৃজিলেন শত শত সাপ ॥
হাসিয়া গরুড় অস্ত্র এড়ে বীর কর্ণ।
সকল ভুজঙ্গ ধরি গরাসে সুপর্ণ ॥
শত শত খগবর উড়য়ে আকাশে।
ভুজঙ্গে গিলিয়া পার্থে গিলিতে আইসে

অগ্নি-অস্ত্র এড়ি পার্থ করেন অনল।
আগুনে পক্ষীর অঙ্গ পুড়িল সকল॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নিবৃষ্টি কর্ণের উপর।
দেখি কর্ণ এড়িলেন অস্ত্র জলধর॥
বৃষ্টি করি নিবারণ কৈল বৈশ্বানর।
মুষল ধারায় জল বর্ষে পার্থোপর॥
পুনরপি ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান।
বৃষ্টি নিবারিতে এড়িলেন দিব্যবাণ॥
বায়ু অস্ত্র মহাবীর পূরিয়া সন্ধান।
উড়াইল জল-অস্ত্র পার্থ বলবান॥
বায়ু-অস্ত্রে উড়াইল যত মেঘচয়।
মহাবাতে কাঁপাইল রবির তনয়॥
মারিয়া আকাশ-অস্ত্র সংহারিল বাত।
এইমত দুইজনে হয় অস্ত্রাঘাত॥
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ না দেখি যে আর
দিন দুই প্রহরে হইল অন্ধকার॥
আকাশে প্রশংসা করে যতেক অমর।
বিস্মিত ভূপতি যত দেখিয়া সমর॥
বিস্মিত হইয়া কর্ণ বলয়ে বচন।
কহ তুমি বেশধারী কি হেতু ব্রাহ্মণ॥
কিম্বা ভস্মানলে ছদ্মরূপে সহস্রাক্ষ।
কিম্বা তুমি জগন্নাথ কিম্বা বিরূপাক্ষ॥
কিম্বা তুমি ধনুর্ব্বেদী কিম্বা তুমি রাম।
কিম্বা তুমি জীবন্ত পাণ্ডবার্জ্জুননাম॥
এতজন মধ্যে তুমি বল কোন্ জন।
মম ঠাঞি অন্য কে জীয়েক এতক্ষণ॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন ধনঞ্জয়।
কি হবে আমার তোরে দিলে পরিচয়॥
মম পরিচয়ে তোর হবে কোন্ কাজ।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি তুমি মহারাজ॥
একা দেখি বেড়িলা লইয়া লক্ষ লক্ষ।
হারি পরিচয় মাগ হইয়া অশক্য॥
যদি প্রাণে ভয় হয় যাহ পলাইয়া।
কাতরে না মারি আমি দিলাম ছাড়িয়া॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি আরুণি কুপিত।
অরুণনয়ন-যুগ্ম ঘোরে বিপরীত॥

অরুণ-নন্দন বীর অরুণ প্রতাপে।
অরুণ সদৃশ বাণ বসাইল চাপে॥
আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ এড়িলেন বাণ।
অর্দ্ধপথে অর্জ্জুন করে খান খান॥
যত অস্ত্র ফেলে কর্ণ তত অস্ত্র কাটি।
নিরস্ত্র করিয়া অস্ত্র এড়েন কিরীটী॥
চারি বাণে কাটেন রথের চারি হয়।
সারথি কাটেন তার বীর ধনঞ্জয়॥
বিরথী হইল কর্ণ যুদ্ধের ভিতর।
দেখি হাহাকার করে যত নরবর॥
কর্ণরক্ষা হেতু সব বেড়িল অর্জ্জুনে।
অর্জ্জুন করেন শরবরিষণ রণে॥
সবাকার অঙ্গে অস্ত্র করেন প্রহার।
সহস্র সহস্র বীর হইল সংহার॥
কাহার কাটেন মুণ্ড কুণ্ডল সহিত।
নাসা শ্রুতি কাটেন দেখিতে বিপরীত॥
ধনুক সহিত কাটিলেন বামহাত।
গড়াগড়ি যায় কেহ বুকে বাজে ঘাত॥
লক্ষ লক্ষ তুরঙ্গ সারথী রথ-রথী।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কত পড়িল পদাতি॥
অনন্ত ফণীন্দ্র যেন মন্থে সিন্ধুজল॥
দুই ভাই রাজগণে মথিল সকল॥
রক্তের বহিল নদী রক্তেতে সাঁতারে।
রক্তমাংসাহারী যায় ঘোর রব করে॥
বিস্ময় মানিয়া চিত্তে যত রাজগণ।
জানিল মনুষ্য নহে এই দুইজন॥
এত ভাবি নিবৃত্ত হইল রাজগণ।
দুই ভাই আনন্দে করেন আলিঙ্গন॥
চতুর্দ্দিক হইতে আইল দ্বিজগণ।
জয় জয় দিয়া কহে আশীষ বচন॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে শুনি ভববারি হবে পার॥

ভীমের যুদ্ধে রাজপরিবার-দিগের ত্রাস।

ভীমের ভৈরব নাদ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি।
হাতে বৃক্ষ যেন যুগ-অন্ত-সমবর্ত্তী॥
ভঙ্গ দিয়া রাজগণ ধায় চতুর্ভিত।
মহারোল নগরে হইল অপ্রমিত॥
হেনকালে আইল পুরের একজন।
দ্রৌপদীর অগ্রে কহে করিয়া ক্রন্দন॥
দেখ ভয়ে দেশান্তরে গেল প্রজাগণ।
অন্তঃপুরে কি হৈল না জানি এতক্ষণ॥
ধনে-প্রাণে রাজ্য-দেশ সবার সহিত।
তোমার কারণে রাজা মজিল নিশ্চিত॥
শুনিয়া কাতরা হৈল দ্রুপদনন্দিনী।
জনকের ঠাঁই শীঘ্র পাঠায় কেশিনী॥
যাহ শীঘ্র কেশিনী জনকে গিয়া কহ।
ত্যজ যুদ্ধ আপনার কুটুম্ব রাখহ॥
আপনার প্রাণ রাখ রাখ পুত্রগণ।
দারা বধূ রাখ গিয়া রাখহ স্ত্রীগণ॥
আপনা রাখিলে তাত সকলি পাইবে।
আমার লাগিয়া কেন সবংশে মজিবে॥
যে পণ করিয়াছিলে হইল পূর্ণিত।
ব্রাহ্মণ বিন্ধিল লক্ষ্য সবার বিদিত॥
মম ভাল মন্দ এবে তোমার না লাগে।
ব্রাহ্মণের হইলাম আছি তাঁর আগে॥
যাহ শীঘ্র না রহিও আমার শপথ।
শুনিয়া দ্রৌপদী-বার্ত্তা ব্যথিত দ্রুপদ॥
পুত্রগণে আনি কহে সকরুণ বাণী।
যতেক কহিয়া পাঠাইল যাজ্ঞসেনী॥
চলি যাহ পুত্রগণ সম্বরহ রণ।
এ সৈন্য-সাগরে কে করিবে নিবারণ॥
সমান সহিতে যে সংগ্রাম সুশোভন।
না শোভে পতঙ্গপ্রায় অগ্নিতে মরণ॥
বিশেষ না জানি অন্তঃপুর ভদ্রাভদ্র।
সৈন্যগণ কোলাহল প্রলয় সমুদ্র॥
আপনার প্রাণ রাখ রাখ পুরজন।
আমি রহিলাম দ্বিজ সাহায্য কারণ॥
যুদ্ধ করি প্রাণ আমি ত্যজি আপনার।
কৃষ্ণার যে গতি আজি সে গতি আমার॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে বুড়া মুখে নাহি লাজ।
ভগিনীকে ছাড়ি যাব সংগ্রামের মাঝ॥
হেন প্রাণ রাখি আর কোন্ প্রয়োজন।
কোন্ লাজে লোকে দেখাইব এ বদন॥
মারি কিম্বা মরি আজি করিব সমর।
তুমি যাহ রাখ গিয়া আপনার ঘর॥
পুত্রের বচন শুনি বলয়ে দ্রুপদ।
কৃষ্ণা পাঠাইলা বলি আপন সম্পদ॥
যত দিন কৃষ্ণা হইয়াছে মম গৃহে।
কভু না লঙ্ঘিনু কৃষ্ণা যাহা কহে॥
বৃহস্পত্যধিক বুদ্ধি কৃষ্ণা শশীমুখী।
যাহার মন্ত্রণাবলে রাজ্যে আমি সুখী॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিল তোমরা যাহ ঘর।
কৃষ্ণার রক্ষণে আমি আছি একেশ্বর॥
এত বলি প্রবোধি পাঠায় সবাকারে।
পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন গিয়া প্রবেশে সমরে॥
করিল অনেক যুদ্ধ কীচক সংহতি।
গদাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন করিল বিরথী॥
গদার প্রহারে তার চূর্ণ হৈল জ্ঞান।
হাত হৈতে খসিয়া পড়িল ধনুর্ব্বাণ॥
নিরস্ত্র বিরথ হৈয়া দ্রুপদনন্দন।
দ্বিজগণ মধ্যে পশি রাখিল জীবন॥
কান্দয়ে দ্রৌপদী তবে করিয়া বিলাপ।
না জানি যে কিবা হৈল বৃদ্ধ মম বাপ॥
না জানি যে কিবা হৈল মাতৃ ভ্রাতৃগণ।
না জানি যে কি হৈল রাজ্যের প্রজাগণ॥
কৃষ্ণার রোদন দেখি কন ধনঞ্জয়।
কিবা হেতু কান্দ দেবী কারে তব ভয়॥
কৃষ্ণা বলে আপনাকে নাহি করি তাপ।
মম হেতু সবংশে মজিল মম বাপ॥
পার্থ বলে কি হইবে করিলে বিষাদ।
অভয়-পঙ্কজ হয় গোবিন্দের পাদ॥
এ মহাবিপদসিন্ধু তরিতে তরণী।
গোবিন্দেরে স্মরণ করহ যাজ্ঞসেনী॥

অর্জ্জুনের বাক্যে কৃষ্ণা স্মরে জগন্নাথ।
হে কৃষ্ণ আপনহর্ত্তা জগতের তাত॥
তোমা বিনা রাখে মোরে নাহি হেনজন
আমারে বিপদে রক্ষা কর নারায়ণ॥
তাত মাতা রাখ মম রাখ ভ্রাতৃগণ।
রাজ্য দেশ রক্ষ মম যত প্রজাগণ॥
তুমি মম সত্য পাল আমি যদি সতী।
সবা জিনি মোরে নিবে দ্বিজ মম পতি॥
দ্রৌপদীর আপদ জানিয়া জগন্নাথ।
নাহি ভয় বলিয়া তুলেন বাম হাত॥
দ্রৌপদীরে আশ্বাসি বাজান পাঞ্চজন্য।
শব্দেতে নিস্তব্ধ হৈল যত রিপু সৈন্য॥
সর্ব্বযদুগণে ডাকি বলেন গোবিন্দ।
এই দেখ অর্জ্জুনে বেড়িল রাজবৃন্দ॥
সৈন্যগণ গতায়াতে ভাঙ্গিল নগর।
যত্নপূর্ব্ব রাখ সবে পাঞ্চালের ঘর॥
শুনিয়া সাত্যকি গদ প্রদ্যুম্ন সারণ।
গোবিন্দে চাহিয়া বলে করিয়া গর্জ্জন॥
এই যদি ধনঞ্জয় কুন্তীর কুমার।
তুমি তার প্রিয়বন্ধু বলয়ে সংসার॥
এ মহাসঙ্কট মধ্যে পড়িয়াছে একা।
আর কোন্ কালে তার তুমি হবে সখা॥
তুমি ক্ষমা কৈলে না ক্ষমিব এই সব।
মারিয়া ক্ষত্রিয়গণে রাখিব পাণ্ডব॥
এত বলি চলে সবে যুদ্ধ করিবারে।
প্রবোধিয়া বাসুদেব রাখেন সবারে॥
এতক্ষণ আমি মারিতাম রাজগণ।
যুদ্ধ করিবারে রাম করেন বারণ॥
অসুখী না হও কিছু অর্জ্জুন কারণ।
পাঞ্চালনগর গিয়া করহ রক্ষণ॥
কৃষ্ণের বচনে যত যাদব ভূপাল।
রক্ষা হেতু গেল সবে নগর পাঞ্চাল॥
কুন্তীর বসতী কুম্ভকার কর্ম্মশাল।
তথা রক্ষা হেতু গান শ্রীরাম গোপাল॥

দ্রৌপদী সহ অর্জ্জুনের স্বস্থানে গমন।

মুনিবর বলে শুন রাজা জন্মেজয়।
জিনিয়া সকল সৈন্য ভীম ধনঞ্জয়॥
সমস্ত দিবস গেল হৈল সন্ধ্যাকাল।
ধীরে ধীরে গেলেন ভার্গব কর্ম্মশাল॥
দোঁহার পশ্চাতে চলে দ্রুপদনন্দিনী।
মত্তহস্তী পাছে যেন চলিল হস্তিনী॥
চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত যতেক দ্বিজগণ।
কেমনে বাহির হব চিন্তে দুইজন॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া বলেন দ্বিজগণে।
বিদায় হই যে আজি সবাকার স্থানে॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি বলে দ্বিজগণ।
এমত অপ্রিয় দ্বিজ বল কি কারণ॥
তোমা দোঁহা সঙ্গ না ছাড়িব কদাচন।
না জানি কি করিবেক যত ক্ষত্রগণ॥
নিশাকালে তোমা দোঁহা নিঃসখা দেখিয়া
দোঁহে মারি দ্রৌপদীরে লইবে কাড়িয়া॥
দোঁহারে বেড়িয়া সবে থাকি চতুর্ভিতে।
যাবৎ না শুনি ক্ষত্র নাহি এ দেশেতে॥
পার্থ বলে সে ভয় না কর দ্বিজগণ।
আজি যাহ কালি সবে করিব মিলন॥
অনেক প্রকারে পুনঃ পুনঃ বুঝাইল।
তথাপিহ দ্বিজগণ সঙ্গ না ছাড়িল।
দ্বিজগণ মধ্যে ছিল ধৌম্য তপোধনে।
ডাকিয়া নিভৃতে কহে সব দ্বিজগণে॥
কোথাকারে যাহ সবে এ দোঁহা সংহতি।
চিনিলে কি এই দোঁহে হয় কোন্ জাতি
কিম্বা দৈত্য কিম্বা দেব রাক্ষস কিন্নর।
কাহার তনয় দোঁহে কোন্ দেশে ঘর॥
ইহার সংহতি তবে কোন্ প্রয়োজন।
যথা ইচ্ছা তথাকারে করুক গমন॥
ধৌম্যবাক্য শুনি সবে ভীত হৈলা মনে।
দোঁহাকার সংহতি ছাড়িল দ্বিজগণে॥
দ্বিজগণ মধ্যে বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ছিল।

গুপ্তবেশে পাছে পাছে চলিল সংহতি।
মেঘে ঘোর অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষ রাতি॥
হেনকালে যুধিষ্ঠির সঙ্গে দুই ভাই।
যাইতে ভার্গবগৃহে মিলিল তথাই॥
হেথা কুম্ভকার-গৃহে ভোজের নন্দিনী।
সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী॥
না দেখিয়া পুত্রগণে কান্দেন ব্যাকুলে।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে ভাসে অশ্রুজলে॥
এতক্ষণ না আইল কি হেতু না জানি।
কার সহ দ্বন্দ ভীম করিছে আপনি॥
অনুক্ষণ দ্বন্দ বিনা ভীম নাহি জানে।
আজি বুঝি বিরোধ করিল কার সনে॥
এই হেতু দ্বিজে কিম্বা মারে ক্ষত্রগজ্ঞ।
বহু বিলাপিয়া কুন্তী করেন রোদন॥
হেনকালে উত্তরিল পঞ্চ সহোদর।
হৃষ্টচিত্তে মায়েরে ডাকিল বৃকোদর॥
আজি মাতা সমস্ত দিন দুঃখ পাইলা।
উপবাসে একাকিনী গৃহেতে রহিলা॥
অনেক কলহ আজি হইল জননী।
সে কারণে হৈল মাতা এতেক রজনী॥
রাত্রিতে মিলিল ভিক্ষা দেখ আসি মাতা।
কুন্তী বলে বাঁটিয়া লহরে পঞ্চভ্রাতা॥
তোমা সবাকার বাক্য কর্ণে শুনি সুধা।
আনন্দ-সাগরে ডুবি গেল মম ক্ষুধা॥
আইসহ পুত্রগণ মম প্রাণধন।
নিকটে আইস দেখি সবার বদন॥
এত বলি শীঘ্র কুন্তী হইয়া বাহির।
একে একে চুম্ব দিল সবাকার শির॥
সবার পশ্চাতে দেখে দ্রুপদনন্দিনী
পূর্ণ শশধরমুখী গজেন্দ্রগামিনী॥
তারে দেখি কুন্তী জিজ্ঞাসেন পঞ্চসুতে॥
কেবা এ সুন্দরী দেখি সবার পশ্চাতে॥
ভীম বলে জননী গো দ্রুপদদুহিতা।
একচক্রা নগরে শুনিলে যার কথা॥
ইহার কারণে বহু বিরোধ হইল।
তোমার প্রসাদে জয় সর্ব্বত্র জন্মিল॥

এই ভিক্ষা হেতু মাতা হইল রজনী।
অন্য ভিক্ষা করিলে মিলিত অন্ন পানি॥
কুন্তী বলিলেন শুন কহি পঞ্চ ভাই।
কহিলাম কি কথা অগ্রেতে জানি নাই॥
কেন হেন বল পুত্র কি কর্ম্ম করিলা।
কন্যারে আনিয়া কেন ভিক্ষা যে বলিলা॥
ভিক্ষা জানি বলি বাঁটি খাও পঞ্চজন॥
কিমতে আমার বাক্য করিবা লঙ্ঘন॥
এত বলি দ্রৌপদীরে কুন্তী ধরি হাতে।
যুধিষ্ঠির অগ্রে কহে কান্দিতে কান্দিতে॥
সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম তাত তোমাতে গোচর।
শুনিয়াছ আমি কহিলাম যে উত্তর॥
পুত্র হৈয়া আমা বাক্য লঙ্ঘিবা কি মতে
না লঙ্ঘিলে বিপরীত হইবে শুনিতে॥
যেমন লঙ্ঘন তাত নহে মম বাণী।
ধর্ম্মচ্যুত নহে যেন দ্রুপদনন্দিনী॥
মায়ের বচন শুনি ধর্ম্মের নন্দন।
ব্যাসের বচন পূর্ব্ব হইল স্মরণ॥
একচক্রা নগরে বলিল ব্যাসমুনি।
পূর্ব্বে দ্বিজকন্যারে কহিল শূলপাণি॥
পঞ্চ স্বামী হবে তোর না হয় খণ্ডন।
সেই কন্যা কৃষ্ণা নামে জন্মিল এখন॥
ভাবি জানি মায়ে বলে আশ্বাস বচন।
তোমার বচন মাতা না হবে লঙ্ঘন॥
অর্জ্জুনের চিত্ত তবে বুঝিবার তরে।
অর্জ্জুনেরে কহিলেন ধর্ম্ম নৃপবরে॥
বড় কর্ম্ম করিলা পাইলা নানাকষ্ট।
লক্ষ্য বিন্ধি লক্ষ রাজা করিলে শ্রীভ্রষ্ট॥
বহুকষ্টে প্রাপ্ত হৈলে দ্রুপদনন্দিনী।
শুভ কর্ম্মে বিলম্ব না করা ভাল মানি॥
ডাকাইয়া আনিয়া ধৌম্যাদি দ্বিজগণে।
কর আজ বিবাহ রজনী শুভক্ষণে॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহেন ধনঞ্জয়।
অবিহিত কি হেতু বলহ মহাশয়॥
লোকে বেদে নিন্দে যেই কর্ম্ম দুরাচার
বিবাহ তোমার অগ্রে হইবে আমার॥

পার্থবাক্য শুনি ধর্ম্ম হৈয়া হৃষ্টমন।
শিরে চুম্ব দিয়া করিলেন আলিঙ্গন॥
কুম্ভচক্রশালে যবে করেন প্রবেশ।
হেনকালে আইলেন রাম-হৃষীকেশ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান

কুন্তীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের আগমন।

প্রণাম করিয়া দোঁহে কুন্তীর চরণে।
আপনার পরিচয় দেন দুইজনে॥
শুনি শূরসেনসুতা দোঁহে করি কোলে।
দোঁহারে করান স্নান নয়নের জলে॥
কোথা ছিলে তাত মোর অন্ধকের লড়ি
হাপুতির পুত্র তোরা দরিদ্রের কড়ি॥
কহ তাত সবার কুশল সমাচার।
তোমার মায়ের আর আমার ভ্রাতার॥
দ্বাদশ বৎসর হৈল নাহি দেখি শুনি।
কেবা মরে কেবা জীয়ে কিছুই না জানি
নাহি জানি তোমার এতেক নিষ্ঠুরতা।
না জানি যে এতেক নির্দ্দয় তোর পিতা
বনে বনে কত ভ্রমিলাম দেশ দেশ।
দ্বাদশ বৎসর মম না কর উদ্দেশ॥
কৃষ্ণ বলিলেন পিতৃস্বষা ত্যজ তাপ।
না ভুঞ্জিলে না খণ্ডে পূর্ব্বের পরিতাপ॥
গৃহদাহে মরিলা শুনিয়া এই কথা।
কতদিন অন্ন জল না ছুঁলেন পিতা॥
আমারে যে পাঠালেন বুঝিতে কারণ।
বিদুরের স্থানে শুনিলাম বিবরণ॥
দ্বাদশ বৎসর কষ্ট অরণ্যে পাইলে।
তোমা স্মরি তাত ভাসিলেন অশ্রুজলে॥
শত্রুভয়ে তোমার উদ্দেশ না পাইলা।
মম আত্মা তোমা সকলের প্রতি ছিলা॥
শোক না করহ দেবী দুঃখ হৈল শেষ।
কালি কিম্বা পরশ্ব চলহ নিজ দেশ॥
কুন্তীরে প্রণাম করি যান ধর্ম্ম পাশ।
করপুটে প্রণমিয়া করেন সম্ভাষ॥
শীঘ্র উঠি ধর্ম্মসুত করি আলিঙ্গন।
দোঁহাকার অশ্রুজলে ভাসেন দুজন॥
স্নেহভাবে দোঁহারে না ছাড়ে দুইজন।
বহুক্ষণ দোঁহা মুখে না সরে বচন॥
তবে পঞ্চভাই রাম কৃষ্ণ সম্বোধিয়া।
যতেক পূর্ব্বের কথা কহয়ে বসিয়া॥
কহেন সকল কথা ধর্ম্মের নন্দন।
জতুগৃহ যে প্রকারে হইল দাহন॥
বিদুরের মন্ত্রণাতে যেমতে উদ্ধার।
রাক্ষসের মুখে রক্ষা হৈল যে প্রকার॥
বনে বনে দেশে দেশে তপস্বীর বেশ।
দ্বাদশ বৎসর যত পাইলেন ক্লেশ॥
একে একে কহেন সকল সমাচার।
শুনি আশ্বাসিয়া বলে দেবকীকুমার॥
দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র নষ্ট তার পুত্রগণ।
সমুচিত ফল তারা পাইবে এখন॥
যদি প্রীতে বাঁটিয়া না দেয় রাজ্যভার।
সকলে মিলিয়া তারে করিব সংহার॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন তবে দামোদরে।
কিমতে জানিলা মোরে কুম্ভকার ঘরে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে করিল তব ভাই।
মনুষ্য করিবে হেন ক্ষিতিমাঝে নাই॥
বিনা ভীমার্জ্জুন অন্যে করিতে না পারে।
এতেই জানিনু আমি আছ এই ঘরে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন আজি সুপ্রভাত।
তেঁই আজি নয়নে দেখিনু জগন্নাথ॥
একমাত্র বড় ভয় হতেছে অন্তরে।
সবে জ্ঞাত হৈল আমি কুম্ভকার ঘরে॥
বিশেষ তোমার হইয়াছে আগমন।
এ সকল বার্ত্তা পাছে শুনে দুর্য্যোধন॥
গোবিন্দ বলেন রাজা ভয় কর কারে।
শত দুর্য্যোধন তোমা কি করিতে পারে॥
তিনলোক সহায় করিয়া যদি আসে।
মুহূর্ত্তেকে নিবারিব চক্ষুর নিমিষে॥

সপ্তবংশ সহ আমি যাজ্ঞসেন সখা
সবারে করিবে জয় ভীমার্জ্জুন একা।
যুধিষ্ঠির বলেন যে তাহারে না গণি।
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রে বড় ভয় মানি॥
আজিকার রজনী বঞ্চিব এই দেশে।
যেই চিত্তে লয় কালি করিব দিবসে॥
এত বলি মেলানি করিল দুইজন।
বিদায় লইয়া যান রাম-নারায়ণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দ্রুপদ রাজার খেদ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবোধ।

হেথা যাজ্ঞসেন রাজা যাজ্ঞসেনী শোকে
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদে অধোমুখে॥
রাজারে বেড়িয়া কাঁদে যত মন্ত্রিগণ॥
পুত্রগণ কান্দে যত অন্তঃপুরজন।
হেনকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন উত্তরিল তথা
রাজা বলে একা দেখি কৃষ্ণা মম কোথা॥
হরি হরি বিধি মোর কৈল হেনগতি॥
অবহেলে হারাইনু কৃষ্ণা গুণবতী॥
কহ পুত্র কৃষ্ণার কুশল সমাচার।
কি হইল লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণকুমার॥
সর্ব্বনাশ করিলেন ব্যাস মুনিবর।
তাঁর বোলে কৃষ্ণার হইল স্বয়ম্বর॥
ধনুর্ব্বাণ দিল লক্ষ্য করিয়া নির্ম্মাণ।
বলিলেন পার্থ বিনা না পারিবে আন॥
মম কর্ম্মদোষে মুনিবাক্য মিথ্যা হৈল।
কালে বিপরীত ফল আমাতে ফলিল॥
কহ পুত্র কৃষ্ণা রাখি আইলা কোথায়।
কৃষ্ণা ছাড়ি কোন্ মুখে আইলে হেথায়॥
হা কৃষ্ণা হা কৃষ্ণা মম প্রাণের তনয়া!
এত বলি পড়ে রাজা মূর্চ্ছাগত হৈয়া॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে আর না কান্দ রাজন।
সকল মঙ্গল রাজা ত্যজ দুঃখমন॥

তোমার মানস পূর্ণ হইল নিশ্চয়।
ব্যাসের বচন রাজা কভু মিথ্যা নয়॥
শুনি কহ কহ বলি উঠিল রাজন।
কিমতে হইল সত্য ব্যাসের বচন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে অবধানে শুন পিতা।
কহনে না যায় সেই ব্রাহ্মণের কথা॥
শতপুর করিয়া বেড়িল রাজগণ।
সবারে জিনিল সেই একক ব্রাহ্মণ॥
সহায় হইল তার এক দ্বিজ আর।
সুরাসুর-মনুষ্যে সদৃশ নাহি তার॥
হাতে বৃক্ষ এল যেন বজ্রহস্তে ইন্দ্র।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যতেক নৃপেন্দ্র॥
এইমত যুদ্ধে তাত হইল রজনী।
দুইজন সঙ্গে চলি গেল যাজ্ঞসেনী॥
এ দোঁহার সহ তাত আর তিনজন।
পথেতে যাইতে হৈল সবার মিলন॥
ভার্গবের কর্ম্মশাল আশ্রয়ে আছিল।
পাঁচজন মিলিয়া তথায় চলি গেল॥
স্ত্রী এক আছিল তথা পরমা সুন্দরী।
তাঁর রূপে বিনা দীপে ঘর আলো করি।
জননী হইবে তাঁর বুঝি অভিপ্রায়।
তিন ভাই কৃষ্ণা সহ রাখিয়া তথায়॥
তত রাত্রে গেল দোঁহে ভিক্ষার কারণ।
ভিক্ষা করি আনি দিল করিতে রন্ধন॥
রন্ধন করিল কৃষ্ণা চক্ষুর নিমিষে।
মাতা তারে সাদরে বলিল প্রিয়ভাষে॥
আসে পাশে ডাকিয়া আইস পুত্রগণ।
উপবাসী অতিথি থাকয়ে কোন্‌জন॥
অতিথিরে দিয়া যেই অবশেষ থাকে।
দুই ভাগ করি কৃষ্ণা বাঁটহ তাহাকে॥
এক ভাগ দেহ হের ইহার গোচর।
আর এক ভাগ কৃষ্ণা পাঁচ ভাগ কর॥
চারিভাগ দেহ এই চারি বিদ্যমানে।
এক ভাগ দ্রৌপদী করহ দুই স্থানে॥
তুমি অর্দ্ধ লহ মোরে অর্দ্ধ দেহ আনি।
ক্রোধে বলে এক দ্বিজ চাহিয়া জননী॥

আজিকার ভিক্ষা মাতা অতিরিক্ত নহে।
বিশেষ যুদ্ধের শ্রমে পেটে অগ্নি দহে॥
আজিকার দিনে মাতা অতিথি রহুক।
ভয়েতে জননী বলে হউক হউক॥
পুনঃ বলে অতিথির ভাগ দেহ মোরে।
কালি প্রাতে যত ইচ্ছা দিও অতিথিরে॥
দেহ দেহ বলি পুনঃ ডাকিল জননী।
সেইরূপে বাঁটিয়া দিলেন যাজ্ঞসেনী॥
গ্রাস দুই তিনে তাহা সকলি খাইল।
মণ্ড আন মণ্ড আন বলি ডাক দিল॥
না পাইয়া মণ্ড ক্রোধে কটাক্ষেতে চায়।
মোর মনে দ্রৌপদীরে মারিলেক প্রায়॥
মাতা বলে তাত আজি মম দোষ খণ্ড।
নূতন রন্ধনী আজ না রাখিল মণ্ড॥
মায়ের বচনে বহুমতে শান্ত হৈল।
ভোজন করিয়া গিয়া আচমন কৈল॥
ভোজন করিয়া চাহে শয়ন করিতে।
সবার কনিষ্ঠে বলে শয্যা পাতি দিতে
সবার উপরে শয্যা করিল মাতার।
পঞ্চ ভ্রাতৃ-শয্যা হৈল পদনীচে তাঁর॥
সবার চরণতলে কৃষ্ণা শয্যা পাতি।
হৃষ্ট হৈয়া শুইল দ্রৌপদী গুণবতী॥
শুইয়া যে সব তারা কহিল তখন।
তাহে জানিলাম ছদ্ম না হয় ব্রাহ্মণ॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীদাস কহে সদা শুনে সাধু নর॥

দ্রুপদরাজ্যে পাণ্ডবদের আনয়ন।

শুনিয়া দ্রুপদরাজা আনন্দিত মনে।
উঠি বসি রাত্রি পোহাইল জাগরণে॥
পূর্ব্বভিতে দেখি রাজা অরুণ উদয়।
পুরোহিত দ্বিজে কহে করিয়া বিনয়॥
কুম্ভকারশালে তুমি যাহ শীঘ্রগতি।
পরিচয় লহ তারা হয় কোন্ জাতি॥
রাজার পাইয়া আজ্ঞা চলিল ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণে দেখিয়া প্রণমিল পঞ্চজন॥
যুধিষ্ঠিরে চাহিয়া বলয়ে দ্বিজমণি।
সত্যশীল ধর্ম্ম তুমি বুঝি অনুমানি॥
যাহা জিজ্ঞাসিব নাহি করিবে ভণ্ডন।
পরিচয় ইচ্ছে তোমা দ্রুপদ রাজন॥
দ্রুপদ রাজার এই মানস আছিল।
দ্রৌপদী কুমারী তাঁর যে দিনে জন্মিল॥
কুরুবংশে পাণ্ডুরাজা সখা প্রিয়তর।
তাঁর পুত্রে কন্যা দিব চিন্তিল অন্তর॥
গৃহদাহে মাতা সহ মৈল পঞ্চ ভাই।
সবে এই কথা বলে প্রত্যয় না যাই॥
ব্যাস সহ যুক্তি করি কৈল লক্ষ্য পণ।
বিনা পার্থ বিন্ধিতে নারিবে অন্যজন॥
এই হেতু মনে বড় আছয়ে সন্দেহ।
কে তুমি কাহার পুত্র পরিচয় দেহ॥
ধর্ম্ম বলে পরিচয়ে কোন্ প্রয়োজন।
জাতির নির্ণয় নাহি লক্ষ্য কৈলে পণ॥
সেই পণে এই কন্যা আনিল জিনিয়া।
এক্ষণে কি কাজ আর জাতি জিজ্ঞাসিয়া॥
পুরোহিত কহে তাহা কে লঙ্ঘিতে পারে
পরিচয় দিয়া প্রীত করহ রাজারে॥
যুধিষ্ঠির বলে গিয়া কহ নৃপবরে।
হীনজাতি জন কি লক্ষ্য বিন্ধিতে পারে॥
শুনি পুরোহিত গিয়া দ্রুপদে কহিল।
পরিচয় না পাইয়া নৃপতি চিন্তিল॥
পুত্রগণ সহ তবে বিচার করিয়া।
ছয়খান রথ তবে দিল পাঠাইয়া॥
রথ লৈয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন গেল শীঘ্রগতি।
সবিনয়ে বলে তবে ধর্ম্মরাজ প্রতি॥
পাঠাইল নরপতি পরম আদরে।
কৃষ্ণা সহ পঞ্চ ভাই চল তথাকারে॥
ধর্ম্মরাজ শুনিয়া বিলম্ব না করিয়া।
পঞ্চ রথে পঞ্চ ভাই চড়িলেন গিয়া॥
এক রথে কৃষ্ণা সহ ভোজের নন্দিনী।
বাজিল বিবিধ বাদ্য সুমঙ্গল ধ্বনি॥

দুই ভিতে নানারত্ন থুইল রাজন।
কারু ভিতে না চাহিল ভাই পঞ্চজন॥
বিচারে জানিল যত বিদ্যাবন্ত জনে।
সামান্য না হয় এই ভাই পঞ্চজনে॥
যথায় দ্রুপদভূপ রত্নসিংহাসনে।
তথা আসি উপস্থিত ভাই পঞ্চজনে॥
উঠিয়া আপনি রাজা সম্ভাষণ কৈল।
কুন্তী সহ দ্রৌপদীরে অন্তঃপুরে লৈল॥
মহাভারতের কথা শ্রবণে মঙ্গল।
কাশীরাম কহে লভে ভারতের ফল॥

রাজা কর্ত্তৃক পাণ্ডবের পরিচয় লওন।

বসিল দ্রুপদ রাজা পুত্রের সহিত।
পাত্রমিত্রগণ আর দ্বিজ পুরোহিত॥
পঞ্চজন-মুখচন্দ্র করি নিরীক্ষণ।
হরষিত হৈয়া বলিলেন এ বচন॥
কে তোমরা বাস কোথা কহ সত্যবাণী।
কে তব জনক বল কে তব জননী॥
মনুষ্য লোকের প্রায় নাহি লয় মনে।
আকৃতি প্রকৃতি দেব তুল্য পঞ্চজনে॥
আর যত ধর্ম্মকর্ম্ম সত্য সম নহে।
মিথ্যা সম পাপ নাহি সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমা সবার গোচর।
কহ সত্য খণ্ডুক মনের মতান্তর॥
এত শুনি বলেন ধাম্মিক যুধিষ্ঠির।
সজলজলদ যেন বচন গম্ভীর॥
আমরা যে পঞ্চভাই পাণ্ডুর নন্দন॥
আমি যুধিষ্ঠির এই দোঁহে ভীমার্জ্জুন॥
এ নকুল সহদেব জানহ নৃপতি।
অন্তঃপুরে মাতা কুন্তী সহিত পার্ষতী॥
এত শুনি নরপতি হইল উল্লাস।
আপনা পাসরে মুখে নাহি আসে ভাষ॥
শীঘ্রগতি উঠি রাজা করে আলিঙ্গন।
একে একে সম্ভাষিল ভাই পঞ্চজন॥

রাজা বলে পূর্ব্বভাগ্য আমার যে ছিল।
সেই ফলে মনের কামনা পূর্ণ হৈল॥
কহ শুনি তাত সেই সব বিবরণ।
গৃহদাহে মৈল বলি জানে সর্ব্বজন॥
যুধিষ্ঠির বলেন সে গৃহদাহ নয়।
জৌগৃহ করিল পুরোচন পাপাশয়॥
বিদুরের মন্ত্রণায় তরিনু তাহাতে।
শুনিয়া দ্রুপদ রাজা বলে ক্রোধচিতে॥
এত বড় নির্দ্দয় সে অন্ধ নৃপরাজ।
নাহি ধর্ম্মভয় নাহি লোকভয় লাজ॥
ধর্ম্মেতে রাখিল তোমা সে সব সঙ্কটে।
মরিবেক পাপিগণ আপন কপটে॥
গৃহদাহে মৈল বলি কহে সর্ব্বজন।
জৌগৃহ করিল বলি শুনি যে এখন॥
এ সকল কষ্ট চিত্তে না ভাবিহ আর।
মম ধন-রাজ্য বাপু সকলি তোমার॥
তবে কতক্ষণান্তরে বলয়ে বচন।
বিবাহ করহ পার্থ করি শুভক্ষণ॥
শুনিয়া করেন মানা ধর্ম্মের কুমার।
রাজা বলে যাহা ইচ্ছা বিচার তোমার॥
তুমি কিম্বা বৃকোদর কিম্বা ধনঞ্জয়।
কিম্বা দুইজন এই মাদ্রীর তনয়॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে মায়ের বচনে।
দ্রৌপদীকে বিবাহ করিব পঞ্চজনে॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি বিস্মিত নৃপতি।
অধোমুখ হৈয়া তবে নিরীক্ষয়ে ক্ষিতি॥
কুন্তীপুত্র শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্ম অবতার।
তুমি হেন বল আমি কি কহিব আর॥
বহুপতি ধরে সতী নাহি শুনি ক্ষিতি।
লোকে বেদে নাহি শুনি স্ত্রীর বহুপতি॥
পূর্ব্বে সাধুগণ সব যাহা নাহি করে।
সম্প্রতি ধার্ম্মিকগণ তাহা না আচরে॥
এমন অপূর্ব্ব কথা কভু নাহি শুনি।
ইতরের প্রায় কেন কহ হেন বাণী॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন এ কথা প্রমাণ।
পূর্ব্ব-সাধুগণ-পথ কে করিবে আন॥

লোকে বেদে যাহা কহে জানিও রাজন।
গুরুজন বাক্য কভু না করি লঙ্ঘন
লোকমত কর্ম্ম রাজা করিব সর্ব্বথা।
কিন্তু গুরুজন-বাক্যে না করি অন্যথা॥
লোকমধ্যে গুরুশ্রেষ্ঠ গুরুতে জননী।
মাতৃবাক্য কেমনে লঙ্ঘিব নৃপমণি
মাতা মম গুরুদেব ইষ্টদেব জানি।
মাতার বচন আমি বেদতুল্য মানি॥
মাতার বচন লঙ্ঘে যেই দুরাচার।
যতেক সুকৃতি কর্ম্ম নিষ্ফল তাহার॥
বাক্য শুনি কহে নরপতি।
নারিনু এ বিধি দিতে কি আছে শকতি॥
তুমি আর ধৃষ্টদ্যুম্ন পুরোহিত সহ
এ কথা বিচার করি আমারে সে কহ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত।
কাশীদাস কহে সাধু পিয়ে অনুব্রত॥

দ্রৌপদীর বিবাহ হেতু মুনিগণের আগমন।

অন্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ সকল মুনিগণ।
পাণ্ডব-বিবাহ হেতু কৈল আগমন॥
শিষ্য সহিত পরাশর মুনি আইল।
জমদগ্নি জৈমিনী শ্রীঅসিত দেবল॥
দুর্ব্বাসা লোমশ আঙ্গিরস তপোধন।
শিষ্য ষষ্টি সহস্রে আইল দ্বৈপায়ন॥
যতেক আইল মুনি লিখনে না যায়।
দ্বারী সব আসিয়া দ্রুপদেরে জানায়॥
শুনিয়া দ্রুপদ রাজা শীঘ্রগতি উঠি।
অগ্রসরি প্রণমিল ভূমে শির লুঠি॥
অগ্রেতে সংগ্রহ করি আছিল রাজন।
বসিবারে সবে দিল উত্তম আসন॥
পাদ্য অর্ঘ্য ধূপ দীপ গন্ধে কৈল পূজা।
যোড়হাতে দাণ্ডাইল পাঞ্চালের রাজা॥
আমার ভাগ্যের কথা কহনে না যায়।
সে কারণে মুনিগণ আইল হেথায়॥
আছিল সন্দেহ এই বিবাহ কারণ।
বিধিদাতা সংসারে তোমরা সর্ব্বজন॥
যে বিধান কহিবা বিধান সেইমত।
বিচারিয়া সব কথা দেহ অভিমত॥
মুনিগণ বলে শুন ইহা কি কহিব।
পূর্ব্ব যে ধাতার সৃষ্টি তাহা কি ঘুচাব॥
কৃষ্ণার বিবাহ হেতু এই নিরূপণ।
ঘটিবে যে পঞ্চপতি বিধির লিখন॥
দেখিতেছি সৃষ্টি স্থিতি গোচর সর্ব্বথা।
পঞ্চপতি দ্রৌপদীর কে করে অন্যথা॥
মুনিগণ মুখে শুনি এতেক বচন।
মৌনী হৈয়া রহিলেন দ্রুপদ রাজন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে নাহি শুনি সংসারেতে।
লোকে যাহা নাহি তাহা করিব কিমতে॥
যথার্থ করিতে কর্ম্ম লোকে উপহাস।
এমন নিন্দিত কর্ম্মে কহ কেন ভাষ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন অন্য নাহি জানি।
মায়ের বচন যে অধিক বেদবাণী॥
মুনিগণ মুখে শুনিয়াছ পূর্ব্বকথা।
জটিল ব্রাহ্মণ ছিল সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞাতা॥
যত দ্বিজগণে তিনি করান পঠন।
সর্ব্বশাস্ত্র বেদাগম গ্রন্থ ব্যাকরণ॥
পড়াইয়া পাছে দেন এই উপদেশ।
যত শাস্ত্র হৈতে শুন কহি যে বিশেষ॥
মাতার যে আজ্ঞা যত্নে করিবে পালন।
না করিবে দ্বিধা রহে বেদের বচন॥
লোক বেদ হৈতে গুরু শ্রেষ্ঠ আমি জানি
সর্ব্বগুরু হৈতে শ্রেষ্ঠ গণি যে জননী॥
জননী আমারে আজ্ঞা দেন এইমত।
পঞ্চজনে বাঁটি লহ অন্য ভিক্ষা মত॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বলি তাহা কে বুঝিতে পারে।
অধর্ম্মেতে আছে ধর্ম্ম ধর্ম্মে পাপ করে।
অধর্ম্ম কর্ম্মেতে মম মন নাহি লয়।
এ কর্ম্ম করিতে মম চিত্তে বড় ভয়॥
অনন্তর বলিতে লাগিল বৃকোদর।
কার শক্তি লঙ্ঘিবেক ধর্ম্মের উত্তর॥

বেদশাস্ত্র লোক আমি সবার বাহির
আমা সবাকার ধাতা কর্ত্তা যুধিষ্ঠির ॥
আমরা না মানি শাস্ত্র কিম্বা অন্যজনে।
ধর্ম্ম-আজ্ঞা পালন করি যে প্রাণপণে ॥
কে লঙ্ঘিবে যে আজ্ঞা করেন যুধিষ্ঠির।
অনেক সহিনু এ পাঞ্চাল নৃপতির ॥
পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মবাক্য করিল হেলন।
অন্যজন হৈলে আজি নিতাম জীবন ॥
সম্বন্ধে শ্বশুর ইনি গুরু মধ্যে গণি।
মম ক্রোধানল শান্ত হইল আপনি ॥
লোকে বেদে বলে যদি নহে ভীত মন।
আজি হৈতে সর্ব্বশাস্ত্রে করহ লিখন ॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যে আজ্ঞা করিবে।
কাহারে আছয়ে শক্তি কে তাহা দূষিবে
হেনকালে কুন্তী শুনি হইল বাহির।
কৃতাঞ্জলি বন্দে সব চরণ মুনির ॥
ব্যাসের বচন ধরি সকরুণে কয়।
আমারে নিস্তার কর মিথ্যা-বাক্য ভয় ॥
যেই বলে যুধিষ্ঠির বল সেই কথা।
যেনমতে মম বাক্য না হয় অন্যথা ॥
মুনি বলে ত্যজ ভয় না কর ক্রন্দন।
অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য না হবে লঙ্ঘন ॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধু নর ॥

দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী হইবার বিবরণ।

ব্যাস বলে সব তত্ত্ব জান মুনিগণ।
শুনহ দ্রুপদ রাজা পূর্ব্ব বিবরণ ॥
ত্রেতাযুগে দ্বিজকন্যা আছিল দ্রৌপদী।
পতিবাঞ্ছা করি শিব পূজে নিরবধি ॥
রচিয়া মৃত্তিকা লিঙ্গ বনপুষ্প দিয়া।
ঘৃত মধু উপহার বাদ্য বাজাইয়া ॥
অবশেষে প্রণমিয়া পড়ি ক্ষিতিতলে।
পতিং দেহি পতিং দেহি পঞ্চবার বলে ॥
হেনমতে বহুকাল পূজয়ে মহেশ।
তুষ্ট হৈয়া বর তাহে দেন ব্যোমকেশ ॥
পঞ্চস্বামী হৈবে তোর পরম সুন্দর।
শুনিয়া বিস্ময় মানি কহে যোড়কর ॥
কেন হেন উপহাস কর শূলপাণি।
লোকে বেদে বহির্ভূত অপূর্ব্ব কাহিনী।
শঙ্কর বলেন কন্যা কি দোষ আমার।
স্বামীবর তুমি যে মাগিলে পাঁচবার ॥
অকারণে কেন আর করহ রোদন।
কখন খণ্ডন নহে আমার বচন ॥
হইবে তোমার স্বামী পঞ্চ মহারথী।
তথাপিহ ক্ষিতিমধ্যে বলাইবে সতী ॥
পৃথিবীতে ঘুষিবেক তোমার চরিত্র।
তব নাম নিলে লোক হইবে পবিত্র ॥
এতবলি অন্তর্হিত হইলেন হর ॥
গঙ্গাজলে কন্যা গিয়া ত্যজে কলেবর ॥
পুনঃ সেই কন্যা জন্মে কাশীরাজালয়ে।
সেই জন্মে পতিহীন যৌবন সময়ে ॥
না হইল বিবাহ যৌবনকাল গেল।
আপনাকে তিরস্করি তপ আরম্ভিল ॥
হিমাদ্রি পর্ব্বতে তপ করে অনুক্ষণ।
তপস্যা দেখিয়া চমৎকার দেবগণ।
নিকটে আইল সবে দেখিয়া অদ্ভুত।
ধর্ম্ম ইন্দ্র পবন অশ্বিনীযুগসুত ॥
জিজ্ঞাসিল কন্যা তপ কর কি কারণে।
এমন কঠোর তপ এ নব যৌবনে ॥
স্বামী-ইচ্ছা তপস্যায় কর বরাননে।
যারে ইচ্ছা বর তুমি আম্ম পঞ্চজনে।
এতশুনি চাহে কন্যা পঞ্চজন পানে।
সবার সমান রূপ দেখিল নয়নে ॥
কাহারে বরিব হেন বলিতে লাগিল।
অধোমুখ হয়ে কন্যা নিঃশব্দে রহিল ॥
কন্যার হৃদয়-কথা জানি পাঁচজন।
পাঁচজন বর তারে দিল ততক্ষণ ॥
ত্যজ তপ এই দেহ ত্যজ কন্যা তুমি।
আর জন্মে আমরা হইব তব স্বামী ॥

এতবলি অন্তর্হিত হইল দেবগণ।
তপস্যা করিয়া কন্যা ত্যজিল জীবন॥
সেই কন্যা তব গৃহে হইল দ্রৌপদী।
অযোনিসম্ভবা জন্ম হৈল যজ্ঞবেদী॥
ধর্ম্ম ইন্দ্র বায়ু আর অশ্বিনীযুগল।
পঞ্চ-অংশে জন্মিল পাণ্ডব মহাবল॥
পাণ্ডবের হেতু কৃষ্ণা ধাতার নির্ম্মান।
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ ইহা কে করিবে আন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দ্রৌপদীর পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত।

অগস্ত্য বলেন সত্য কহিলেন ব্যাস।
আমি যাহা জানি শুন কহি সে আভাস
পূর্ব্বে এককালে যজ্ঞ করেন শমন।
অহিংসাতে কোন প্রাণী না হয় মরণ॥
মনুষ্যে পূরিল ক্ষিতি দেবে ভয় হৈল।
সবে আসি ব্রহ্মারে সভয়ে নিবেদিল॥
শুনি ব্রহ্মা চলিলেন সহ দেবগণ।
নৈমিষ কাননে যজ্ঞ করেন শমন॥
ব্রহ্মারে দেখিয়া যম উঠি সম্ভাষেন।
কি কর্ম্ম করহ বলি ধাতা জিজ্ঞাসেন॥
সৃষ্টির উপরে আছে তব অধিকার।
পাপ পুণ্য বুঝি দণ্ড দিবা সবাকার॥
তাহা ছাড়ি তুমি আসি যজ্ঞে দিলে মন।
মম বাক্য লঙ্ঘিতেছ ইহা বা কেমন॥
শুনিয়া কহেন যম করি যোড়পাণি।
মম শক্তি এ কর্ম্ম নহিল পদ্মযোনি॥
সব দেবগণ মধ্যে আমি হৈনু চোর।
ত্রিভুবন উপরে বিষয় দিলা মোর॥
ত্রৈলোক্যের রাজা হৈয়া দেব পুরন্দর।
তিনি যজ্ঞ করিতে পায়েন অবসর॥
কুবের বরুণ যজ্ঞ ইচ্ছা কৈলে করে।
অবকাশ মুহূর্ত্তেক নাহিক আমারে॥
না পারিনু এ কর্ম্ম করিতে দেবরাজ।
অন্য কোন জনেরে সমর্প এই কাজ॥
না পাইনু পাপ-পুণ্য কর্ম্মের নির্ণয়।
কার কতকাল আয়ু নির্ণয় না হয়।
যমের বচনেতে চিন্তিত প্রজাপতি।
সেইকালে কায় হৈতে হইল উৎপত্তি॥
লেখনী দক্ষিণ করে তালপত্র বামে।
জাতিতে কায়স্থ হৈল চিত্রগুপ্ত নামে॥
যমেরে বলেন তুমি সঙ্গে রাখ এরে।
যখন যে জিজ্ঞাসিবা কহিবে তোমারে॥
যাহার যে কর্ম্ম তুমি জানিতে পারিবে।
ব্যাধিরূপ হৈয়া তারে বিনাশ করিবে॥
আপনার কর্ম্মভোগ ভুঞ্জিবে সংসার।
সবার উপরে তব এই অধিকার॥
ব্রহ্মার বচনে যম প্রবোধ পাইয়া।
সঞ্জীবনীপুরে যান যজ্ঞ সমাপিয়া॥
যমে প্রবোধিয়া সবে যথাস্থানে চলে।
যাইতে কনকপদ্ম দেখে গঙ্গাজলে॥
সহস্র সহস্র পুষ্প ভাসি যায় স্রোতে।
দেখিয়া বিস্ময় হৈল সবাকার চিতে॥
অম্লান কমল পুষ্প গন্ধে মন মোহে।
তদন্ত জানিতে ইন্দ্র পবনেরে কহে॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় বায়ু গেল শীঘ্রগতি।
বহুক্ষণ নাহি দেখি চিন্তে সুরপতি॥
তাহার পশ্চাতে ধর্ম্মে পাঠায় ত্বরিত।
তাহার বিলম্ব দেখি হইল চিন্তিত॥
তাহার পশ্চাতে পাঠাইল দুইজন।
চলি গেল শীঘ্রগতি অশ্বিনীনন্দন॥
হইল অনেকক্ষণ নাহি বাহুড়িল।
ইন্দ্র সুরপতি তথা আপনি চলিল॥
তদন্ত জানিতে তবে গেল সুরপতি।
হিমালয়ে গঙ্গাকূলে কাঁন্দিছে যুবতী॥
তার অশ্রুজলে হয় কনককমলে।
খরস্রোতে ভাসি যায় মন্দাকিনী জলে॥
কন্যারে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল দেবরাজ।
কে তুমি কি হেতু কান্দ কহ নিজ কাজ॥

নয়ন কুরঙ্গ বিম্ব জিনিয়া অধর।
নির্ধূম জ্বলন্তানল অঙ্গ মনোহর॥
মুখ তব নিন্দে ইন্দু মধ্যে মৃগনাথ।
চারু ভুরু যুগ্ম উরু নিন্দে হস্তিহাত॥
কি কারণে আপনি কান্দহ একাকিনী।
আমারে বরহ যদি আছ বিরহিণী॥
কন্যা বলে আমি হই দক্ষের নন্দিনী।
ছাড়িয়া সংসার-সুখ জন্ম তপস্বিনী॥
মোরে হেন কহিতে তোমারে না যুয়ায়
পাপচক্ষে চাহিলে অনেক কষ্ট পায়॥
এইমত আমারে কহিল চারিজন।
তা সবার কষ্ট যত না যায় কহন॥
ইন্দ্র বলে কহ তারা আছয়ে কোথায়।
কন্যা বলে যদি ইচ্ছা আইস তথায়॥
কন্যার সংহতি গেল দেব পুরন্দর।
পর্ব্বত উপরে দেখে পুরুষ সুন্দর॥
কেতকী বলিল দেব আমি তপস্বিনী।
এ জন আমারে বলে উপহাস বাণী॥
শিব বলিলেন মূঢ় না দেখ নয়নে।
প্রতিফল ইহার পাইবে মম স্থানে॥
এই গিরিবর তুমি তোল পুরন্দর।
হরের আজ্ঞায় ইন্দ্র তোলে গিরিবর॥
পর্ব্বতের গহ্বরে হরের কারাগার।
চরণে নিগড় বন্দী আছয়ে অপার॥
ধর্ম্ম বায়ু অশ্বিনী রয়েছে চারিজন।
দেখিয়া হইল ভীত সহস্রলোচন॥
করযোড়ে বহু স্তব করিলেন হরে।
তুষ্ট হৈয়া সদানন্দ বলেন তাহারে॥
আমার তোমার বাক্যে হইল সন্তোষ।
তোমা হেতু ক্ষমিলাম এ চারির দোষ॥
বিষ্ণুর সদনে লৈয়া যাব তোমা সব।
তাঁর আজ্ঞামত কর্ম্ম করিবা বাসব॥
এতবলি সবে লৈয়া যান ত্রিলোচন।
শ্বেতদ্বীপে যথায় আছেন নারায়ণ॥
কহিলেন সকল কেতকী-বিবরণ।
শুনি করিলেন আজ্ঞা শ্রীমধুসূদন॥
ইন্দ্রত্ব পাইয়া তোর নাহি খণ্ডে লোভ।
মর্ত্ত্যে জন্ম লইয়া ভুঞ্জিতে আছে ক্ষোভ॥
কর্ম্মফল অবশ্য ভুঞ্জয়ে যাহা করি।
হইবে তোমার ভার্য্যা কেতকী সুন্দরী॥
পঞ্চজন জন্ম গিয়া লহ নরযোনি।
কেতকী হইবে তোমা পঞ্চের ভামিনী॥
তোমা সবা প্রীতি হেতু আমিহ জন্মিব।
দ্বাপরে ক্ষত্রিয়-দর্প নিঃশেষ করিব॥
এত বলি দুই কেশ দিলেন মহেশ।
শুক্ল কৃষ্ণ দুই হৈল রাম-হৃষীকেশ॥
শুনহ দ্রুপদ এই পূর্ব্বের কাহিনী।
সেই দেবী কেতকী হইল যাজ্ঞসেনী॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধু নর॥

পঞ্চপাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ।

মুনিগণ দেবগণ আইল সভায়।
বিবাহের আজ্ঞা দিল পাঞ্চালের রায়।
পঞ্চ ভায়ে বসাইল পঞ্চ-সিংহাসনে।
হরিদ্রা পিটালি গন্ধ দিল প্রতি জনে॥
পঞ্চতীর্থ জল আনি স্নান করাইল।
ইন্দ্রের ভূষণে বিভূষিতাঙ্গ হইল॥
বিবাহ-মঙ্গল-মত হইয়া সুবেশ।
রত্নবেদী-মধ্যস্থলে করিল প্রবেশ॥
সিংহাসনে বসাইল দ্রৌপদী সুন্দরী।
পঞ্চভায়ে সাতবার প্রদক্ষিণ করি॥
পঞ্চজন অগ্রে বেদী মধ্যে বসাইল।
পঞ্চভাই হস্তে হস্তে বন্ধন করিল॥
কৃষ্ণা বাম বৃদ্ধাঙ্গুলি যুধিষ্ঠির হস্ত।
তর্জ্জনীতে বৃকোদর মধ্যাঙ্গুষ্ঠে পার্থ॥
নকুল অনামাঙ্গুষ্ঠে কনিষ্ঠে কনিষ্ঠ।
ক্রমে পঞ্চজনে কৃষ্ণা করাইল দৃষ্ট॥
দুন্দুভি নিনাদে নিত্য করে বিদ্যাধরী।
হুলাহুলি মঙ্গল করয়ে নরনারী॥

পাঞ্চজন্য আপনি বাজান নারায়ণ।
লক্ষ লক্ষ শঙ্খ বাজে বাদ্য অগণন ॥
কল্যাণ করিল যত দেব ঋষিগণ।
দ্বিজেরে দক্ষিণা দিল না যায় লিখন ॥
হেনমতে সম্পূর্ণ করিয়া শুভকার্য্য।
প্রভাতে চলিয়া গেল যে যাহার রাজ্য ॥
মুনিগণ দ্বিজগণ গেল নিজ স্থান।
দ্বারাবতী চলিলেন রাম-ভগবান ॥
যাইতে বিদুরে স্মরিলেন যদুমণি।
পাণ্ডবের বার্ত্তা দিতে গেলেন আপনি ॥
কৃষ্ণে দেখি বিদুর আনন্দজলে ভাসে।
পাদ্য অর্ঘ সিংহাসনে পূজিল বিশেষে ॥
দ্বাদশ বৎসর হেথা নাহি যাতায়াত।
বড় ভাগ্য হস্তিনা কি হেতু জগন্নাথ ॥
কহ কিছু জান যদি পাণ্ডবের বার্ত্তা।
কোন্‌দেশে কোন্‌রূপে আছে তারা কোথা ॥
মরিল বাঁচিল কিছু না জানি তদন্ত।
কেবল ভরসা এই সবে ধর্ম্মবন্ত ॥
হাসিয়া বিদুরে কহিলেন জগন্নাথ।
ভাল বার্ত্তা লহ তুমি হৈয়া খুল্লতাত ॥
পাণ্ডবের বিবাহ যে ত্রৈলোক্য জানিল ॥
এক লক্ষ রাজা সহ দলে এসেছিল।
অদ্য রাত্রে বিবাহিতা হৈল যাজ্ঞসেনী।
পঞ্চপাণ্ডবের ভার্য্যা তিনি একাকিনী ॥
শুনিয়া বিদুর বড় সানন্দ হইল।
গোবিন্দচরণ ধরে ভূমে লোটাইল ॥
এ কথা এক্ষণে হরি না কহিও আর।
শুনি দুষ্টলোকে পাছে করে কুবিচার ॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ ডরহ কাহারে।
সবে পলাইয়া এল পাণ্ডবের ডরে ॥
ভীমার্জ্জুন পরাক্রম অতুল ভূতলে।
এক লক্ষ ভূপতি জিনিল অবহেলে ॥
বিদুরে প্রবোধ দিয়া যান ভগবান।
বিদুর ত্বরিত গেল ধৃতরাষ্ট্র স্থান ॥
বিদুর বলেন আজি শুভরাত্রি হৈল।
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা কুরুকুলে এল ॥
ধৃতরাষ্ট্র শুনি কহে আনন্দে বিভোর।
অগ্রসরি আন গিয়া পুত্রবধূ মোর ॥
নানারত্ন ফেল দুর্য্যোধনেরে নিছিয়া।
অগ্রসরি আন কৃষ্ণা যতনে তুষিয়া ॥
বিদুর বলিল রাজা হেথা বধূ কোথা।
যুধিষ্ঠিরে বরিলেক দ্রুপদদুহিতা ॥
ধৃতরাষ্ট্র শুনি যেন শেল বাজে বুকে।
ততোধিক ভাগ্য বলি বলে রাজা মুখে ॥
দুর্য্যোধন হইতে অধিক যুধিষ্ঠির।
শুভবার্ত্তা শুনি হৃষ্ট হৈল শরীর ॥
কহ শুনি বিদুর আছয়ে তারা কোথা।
কার ঠাঁই পাইলা হে এ সব বারতা ॥
বিদুর বলেন কৃষ্ণা কৈল লক্ষ্যপণ।
লক্ষ্য বিন্ধিলেক রাজা ইন্দ্রের নন্দন ॥
কন্যা হেতু বহু দ্বন্দ্ব কৈল রাজা সব।
ভীমার্জ্জুন সবারে করিল পরাভব ॥
মুনিগণ দেবগণ একত্র হইয়া।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবে কৃষ্ণারে দিল বিয়া ॥
যদুবংশ সহ গিয়াছিলেন শ্রীপতি।
কহি বার্ত্তা আমারে গেলেন দ্বারাবতী ॥
এতবলি বিদুর গেলেন নিজ স্থান ॥
অধোমুখে অন্ধ রাজা মনে করে ধ্যান ॥

হস্তিনায় পাণ্ডব আনিতে ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি।

যবে পাণ্ডব-বার্ত্তা ধৃতরাষ্ট্র পাইল।
ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতিকে তবে ডাকাইল ॥
রাজার আদেশে এল যত মন্ত্রিগণ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য দ্রোণের নন্দন ॥
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত বাহ্লীক বিদুর।
কুলে শীলে বুদ্ধিবলে খ্যাত তিনপুর ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে অবধান জ্যেষ্ঠতাত।
শুনি যে পাণ্ডব জীয়ে আছে কুন্তী সাথ ॥
এতকাল কোথা ছিল লুকাইয়া কেন।
কিছুত ইহার আমি না জানি কারণ ॥

হেন বুঝি চিত্তে প্রায় আমারে আক্রোশ।
আমি তা সবার কাছে নাহি করি দোষ।
তবে কেন গুপ্তবেশে পাঞ্চালে থাকিয়া।
বিবাহ করিল যে আমারে না বলিয়া॥
কহ কি করিব এবে বিধান ইহার।
শুনিয়া কহেন তারে গঙ্গার কুমার॥
তব পুত্রাধিক তোমা সেবেত পাণ্ডব।
তুমি তায় পুত্রাধিক করিতা গৌরব॥
কি বুদ্ধি হৈল তোমার না জানি কারণ।
বারণাবতেতে পাঠাইলা পুত্রগণ॥
না জানি যে তথায় কি কৈল পুরোচন।
জতুগৃহে দগ্ধ কৈল বলে সর্ব্বজন॥
ত্রিভুবন যুড়ি মম অকীর্ত্তি হইল।
আপনি থাকিয়া ভীষ্ম এতেক করিল॥
যদবধি জতু-গৃহ হইল দাহন।
তোমাদিগে নাহি চাহি মেলিয়া নয়ন॥
জননী সহিত জীয়ে পাণ্ডুর কুমার।
ইহার অধিক রাজা কি ভাগ্য তোমার॥
অপযশ অধর্ম্ম সকল তব গেল।
তোমার পূর্ব্বের ধর্ম্ম উদয় হইল॥
এক্ষণেতে এই কর্ম্ম করহ রাজন।
কর পাণ্ডুপুত্রগণ সঙ্গেতে মিলন॥
আমি একা নাহি বলি সবার বিচার।
যেন তুমি তেন পাণ্ডু নৃপতি আমার॥
যেন কুন্তী তেন বধূ গান্ধার-নন্দিনী।
যেন যুধিষ্ঠির তেন দুর্য্যোধনে মানি॥
ইথে ভেদাভেদ ভদ্র নাহিক রাজন।
পাণ্ডুপুত্র সহ তব দ্বন্দ্ব কি কারণ॥
তার পিতা পাণ্ডু ছিল পৃথিবীর রাজা।
তাহার সকল সৈন্য রাজ্য ধন প্রজা॥
সে জীয়ন্তে তাহারে ত্যজিবে কোন্ জন।
তব হিত হেতু সেই বলি হে রাজন॥
অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া কর পাণ্ডবেরে বশ।
পৃথিবী যুড়িয়া রাজা তব হবে যশ॥
ভীষ্মের বচন অন্তে বলিলেন গুরু।
সর্ব্বগুণবান তুমি যেন কল্পতরু॥
আপনার হিতাহিত বিচার কারণ।
ধৃতরাষ্ট্র আনিয়াছে সব মন্ত্রিগণ॥
সে কারণে হিতকথা চাহি কহিবার।
শুনহ ক্ষত্রিয়গণ মম যে বিচার॥
ধর্ম্ম অর্থ যশ শ্রেয়ঃ সবার কল্যাণ।
যে সব কহিল গঙ্গাপুত্র মতিমান॥
এক্ষণেতে এই কর্ম্ম করহ ভূপাল।
প্রিয়ম্বদ দূত এক পাঠাও পাঞ্চাল॥
বিবাহ-সামগ্রী লইয়া মঙ্গল বাজন।
নানা অলঙ্কার দ্রব্য করিয়া সাজন॥
দ্রৌপদীরে তুষিবে বিবিধ অলঙ্কারে।
নানাধনে তুষিবেক পঞ্চ সহোদরে॥
পুনঃ পুনঃ সন্তোষিয়া কুন্তীরে কহিবে।
যেন পূর্ব্ব দুঃখ স্মরি দুঃখী না হইবে॥
দ্রুপদ রাজার জন্যে দেহ বহু ধন।
প্রত্যক্ষ করিবে তাহা সব পুত্রগণ॥
হেনজন পাঠাও সুশীল সত্যবাদী।
পাণ্ডব তোমাতে যেন না হয় বিবাদী॥
এত বাক্য যদি বলিলেন ভীষ্ম দ্রোণ।
ক্রোধমুখে উত্তর করিল বৈকর্ত্তন॥
ভাল মন্ত্রী আনিলা মন্ত্রণা করিবারে।
সবাই শত্রুর অংশ খ্যাত এ সংসারে॥
মুখেতে সুহৃদ্ তব অন্তরেতে আন।
যে কহিল বুঝহ করিয়া অনুমান॥
ধন জন সম্পদ এ সংসার ভিতরে।
সবাকারে দিয়াছ না দিয়াছ কাহারে॥
তথাপি পাণ্ডব অংশ তোমার অহিত।
জিহ্বার অন্তর বার্ত্তা হৈতেছে বিদিত॥
রাজা হৈয়া যেই জন আপনা না বুঝে।
দুষ্ট মন্ত্রী মন্ত্রণাতে সবংশেতে মজে॥
শুনি ক্রোধে বলে ভরদ্বাজের কুমার।
ওরে দুষ্ট শুনি কহ তোর কি বিচার॥
কলহ করিতে প্রায় চাহ সবা সহ।
নিকট বাঞ্ছহ প্রায় যাইতে যমগৃহ॥
ভালমতে জানি আমি তোর বীরপণা।
দেখিল পাঞ্চাল রাজ্যে তাহা সর্ব্বজনা॥

লক্ষ রাজা সহ একা বেড়িলি অর্জ্জুনে।
পলাইয়া গেলি তেঁই রহিলি জীবনে ॥
এত শুনি বলেন বিদুর মহামতি।
কি হেতু নিঃশব্দ হৈয়া আছহ নৃপতি ॥
আপনি না বুঝ কেন করিয়া বিচার।
ভীষ্ম দ্রোণ সম হিত কে আছে তোমার।
এ দোঁহার গুণে কেবা আছে ভূমণ্ডলে।
বিচারে অমরগুরু তেজে আখণ্ডলে ॥
ধর্ম্মেতে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ত্রিভুবনে খ্যাত।
শীলতায় পূর্ব্বে যেন ছিল রঘুনাথ ॥
কভু নাহি তব মন্দ ভীষ্মমুখে ভাষে।
সর্ব্বদা তোমার হিত সর্ব্বলোকে ঘোষে ॥
এ দোঁহার বাক্য ঠেলে দুষ্ট অধোগামী।
কি কারণে উত্তর না দেহ রাজা তুমি ॥
কলহ করিতে বুঝি চাহ নরপতি।
কে তোমার যুঝিবেক অর্জ্জুন সংহতি ॥
এই কর্ণ দুর্য্যোধন সসৈন্য সংহতি।
পাঞ্চালেতে ছিল এক লক্ষ নরপতি ॥
সবারে করিল জয় পার্থ একেশ্বর।
শুনিয়া থাকিবে যে করিল বৃকোদর ॥
অস্ত্রহীন বৃক্ষ লৈয়া প্রবেশিল রণ।
একলক্ষ নৃপ-সৈন্য করিল মথন ॥
এক্ষণে সহায় হবে সেই রাজগণ।
স্ব-অস্ত্রে করিবে যুদ্ধ ভাই পঞ্চজন ॥
সহায় সর্ব্বস্ব যার মন্ত্রী জগৎপতি।
আর যত যদুগণ বৈসে দ্বারাবতী ॥
মাতুলনন্দন বলভদ্র সখা যার।
শ্বশুর দ্রুপদ সহ যতেক কুমার ॥
বিশেষ তোমার দেখ যত রথিগণ।
ভালমতে জান কিবা সবাকার মন ॥
আমি জানি সবে হবে পাণ্ডব সহায়।
দ্বন্দ্ব ইচ্ছা কর তুমি কার ভরসায় ॥
আর বার্ত্তা তুমি নাহি জান নরপতি।
রাজ্যের যতেক লোক করয়ে যুকতি ॥
পাণ্ডুপুত্র জীয়ে আছে করিয়া শ্রবণ।
যুধিষ্ঠিরে রাজা ইচ্ছা করে সর্ব্বজন ॥
সহজে এ শিশুগণ কি জানে বিচার।
মম বাক্য শুন রাজা হিত যে তোমার ॥
জতুগৃহ পোড়াইল লজ্জিত অন্তরে।
সব দোষ গেল পুরোচনের উপরে ॥
প্রিয়বাক্যে এই স্থানে আনহ পাণ্ডুসুতে।
ঘুচিবেক লজ্জা যশ ঘুষিবে জগতে ॥
বিদুরের বচনেতে ধৃতরাষ্ট্র বলে।
যে বলিলা বিদুর আমার মনে নিলে ॥
পাণ্ডবে প্রবোধে হেন নাহি অন্যজন।
আপনি বিদুর তুমি করহ গমন ॥
এতেক বলিলা যদি অন্ধ নরপতি।
শুনিয়া যে সভাজন হৈল হৃষ্টমতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীদাস কহিছে শ্রবণে ভবে তরী ॥

বিদুরের পাণ্ডব আনয়নে পাঞ্চালে গমন।

একক্ষণ বিদুর বিলম্ব না করিল।
বহুধন রত্ন লৈয়া পাঞ্চালে চলিল ॥
একে একে সবাকারে সম্ভাষে বিদুর।
কুন্তীসহ বসিয়াছে যত অন্তঃপুর ॥
দ্রৌপদীরে তুষিল অনেক অলঙ্কারে ॥
নানারত্নে বিভূষিল পঞ্চ সহোদরে।
পঞ্চ ভাই দেখিয়া বিদুর মহাশয়।
আনন্দে নয়ন জলে ভাসিল হৃদয় ॥
বিদুর চরণে প্রণমিল পঞ্চজন।
কুশল জিজ্ঞাসা কৈল যত বন্ধুগণ ॥
বিদুর কহিল যত কুশল সংবাদ।
একে একে কহিল সবার আশীর্ব্বাদ ॥
বিদুরে লইয়া গেল দ্রুপদ রাজন।
মিষ্টান্ন পলান্নে তাঁরে করায় ভোজন ॥
ভোজনান্তে সর্ব্বলোক বসিল সভাতে।
দ্রুপদে বিদুর তবে লাগিল কহিতে ॥
পাণ্ডবে বরিলা রাজা তোমার নন্দিনী।
বড় আনন্দিত হৈল ধৃতরাষ্ট্র শুনি ॥

তোমা হেন বন্ধু রাজা বড় ভাগ্যে পায়
সে কারণে সম্ভাষিতে পাঠায় আমায় ॥
বহু কহিলেন ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
তোমা সহ সম্বন্ধে হইল প্রীত মন ॥
প্রিয়সখা তোমারে করিয়া আলিঙ্গন।
পুনঃ পুনঃ কহিলেন নিজে গুরু দ্রোণ ॥
চিরদিন দেখি নাহি পাণ্ডুপুত্রগণ।
সবাই উদ্বিগ্ন বড় এই সে কারণ ॥
গান্ধারী প্রভৃতি শত কুরুকুল নারী।
দেখিবারে উতরোল তোমার কুমারী ॥
পাণ্ডবেরা বহুদিন হৈয়াছে হুতাশ।
চিরদিন নাহি বন্ধুগণের সম্ভাষ ॥
আমারে ত এইমত কহে নরপতি।
যাইতে পাণ্ডবগণে আপন বসতি ॥
দ্রুপদ বলিল ভাগ্য আমার আছিল।
কুরু মহাবংশ সহ কুটুম্বিতা হৈল ॥
যে বল বিদুর সেই মম মনোনীত।
পাণ্ডবের নিজ গৃহে যাইতে উচিত ॥
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র জনক সমান।
তাঁর সেবা পাণ্ডবের হয়ত বিধান ॥
ভয় আছে তথা যদি হেন কর মনে।
তোমা সবা বিরোধিবে বল কোন্‌জনে ॥
তথাপিহ নহে আর হস্তিনায় স্থিতি।
খাণ্ডবপ্রস্থেতে গিয়া করহ বসতি ॥
দ্রুপদের বচন শুনিয়া পঞ্চজন।
মাতৃসহ বিদায় হৈলেন ততক্ষণ ॥
রথে চড়ি গেলেন দ্রৌপদী সমুদিত।
হস্তিনানগরে যান বিদুর সহিত ॥
পাণ্ডব হস্তিনা আসে শুনি প্রজাগণ।
বাল-বৃদ্ধ যুবা ধায় দর্শন-কারণ ॥
পাঁচ ভাই গেলেন যেথানে জ্যেষ্ঠতাত।
একে একে তাঁহারে করয়ে প্রণিপাত ॥
কুন্তীসহ অন্তঃপুরে গিয়া যাজ্ঞসেনী।
একে একে সম্ভাষেণ কৌরব রমণী ॥
রাজা ধৃতরাষ্ট্র বলে ভাই পঞ্চজনে।
হস্তিনা বসতি তব নহে সুশোভনে ॥
খাণ্ডব প্রস্থেতে যাহ পঞ্চ সহোদর।
অৰ্দ্ধরাজ্য ভোগ কর ইন্দ্রের সোসর ॥
শুনি যুধিষ্ঠির করিলেন অঙ্গীকার।
খাণ্ডবপ্রস্থেতে সবে কৈল আগুসার ॥
পাণ্ডবের আগমন জানি যদুবর।
বলভদ্র সঙ্গে যান হস্তিনানগর ॥
ধৃতরাষ্ট্র যা বলিল পাণ্ডবের প্রতি।
খাণ্ডবে রহিতে কৃষ্ণ দেন অনুমতি ॥
বলভদ্র জনার্দ্দন পঞ্চ সহোদর।
শুভক্ষণে আরম্ভ করিলেন নগর ॥
প্রাচীর হইল উচ্চ আকাশ সমান।
চতুর্দ্দিকে গড়খাই সমুদ্র প্রমাণ ॥
উচ্চ উচ্চ মন্দির করিল মনোরম।
কিবা সে অমরাবতী ভোগবতী সম ॥
প্রাচীর উপরে সব অস্ত্র পূর্ণ কৈল।
ভক্ষ্য ভোজ্য পদাতিক প্রজাগণ থুল ॥
কুবের-ভাণ্ডার জিনি পূরাইল ধন।
শুক্লবর্ণে সব গৃহ বিচিত্র শোভন ॥
বেদান্ত পাঠকগণ ক্ষত্র বৈশ্য জাতি।
নগরের মধ্যস্থলে করিল বসতি ॥
স্থানে স্থানে নগরে রোপিল বৃক্ষগণ।
পিপ্‌পলী কদম্ব আম্র পনস কাঞ্চন ॥
জম্বীর পলাশ তাল তমাল বকুল।
নাগেশ্বর কেতকী চম্পকরাজফুল ॥
স্থানে স্থানে খোদাইল দীঘি পুষ্করিণী।
জলচর পক্ষিগণ সদা করে ধ্বনি ॥
দ্বিতীয় ইন্দ্রের পুর দেখি সুশোভন।
ইন্দ্রপ্রস্থ নাম রাখিলেন নারায়ণ ॥
পাণ্ডবেরে স্থাপি তথা হলধর হরি।
বিদায় হইয়া যায় দ্বারকানগরী ॥
পাণ্ডবের রাজ্যপ্রাপ্তি শুনে যেইজন।
স্থানভ্রষ্ট স্থান পায় দরিদ্র্য খণ্ডন।
আদিপৰ্ব্ব ভারত ব্যাসের বিরচিত।
পাঁচালী প্রবন্ধে ভণে কাশীরাম গীত ॥

দ্রৌপদীর সহিত পর্য্যায়-ক্রমে সহবাসের নিয়ম।

জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান॥
পঞ্চভাই এক স্ত্রীতে কেমনে চলিল।
বিভেদ নহিল দিন কেমনে বঞ্চিল॥
মুনি বলে নরপতি শুন সাবধানে।
ইন্দ্রপ্রস্থে গেল যবে ভাই পঞ্চজনে॥
কতদিনে হইল নারদ আগমন।
কৃষ্ণা সহ পাণ্ডব পূজিল শ্রীচরণ॥
করযোড় করি দাণ্ডাইল ছয়জন।
বসিবারে মুনি আজ্ঞা দিলেন তখন॥
নারদ বলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
এক পত্নী পতি যে তোমরা পঞ্চজন॥
ভাই ভাই বিচ্ছেদ করিয়া থাক পাছে।
স্ত্রীহেতু বিরোধ হয় পূর্ব্বে হেন আছে॥
সুন্দ উপসুন্দ বলি দুই ভাই ছিল।
স্ত্রীর হেতু দুই ভাই যুদ্ধ করি মৈল॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কহ মুনিবর।
কিহেতু করিল যুদ্ধ দুই সহোদর॥
নারদ বলেন শুন বৃত্তান্ত পূর্ব্বের।
সুন্দ উপসুন্দ বলি ছিল দুই অসুর॥
মহাবল দুই ভাই মহা কলেবর।
অসুরকুলেতে শ্রেষ্ঠ মহাভয়ঙ্কর॥
দুই ভাই একবাক্য একই জীবন।
তিলেক বিচ্ছেদ নাহি হয়ত কখন॥
দুইজনে মিলি তবে যুক্তি কৈল সার।
তপোবলে করিব ত্রৈলোক্য অধিকার॥
গিয়া বিন্ধ্যগিরিতে তপস্যা আরম্ভিল।
অনেক বৎসর বায়ু আহার করিল॥
অনাহারে বহু তপ কৈল দুইজনা।
যতেক কঠোর কৈল না যায় গণনা॥
দোঁহার কঠোর তপ দেখি পিতামহ।
ডাকিয়া বলেন মনোমত বর লহ॥
দুই ভাই বলে বিধি করহ অমর।
ব্রহ্মা বলিল তোমরা মাগ অন্যবর॥
দুই ভাই বলে মোরা অন্য নাহি চাই।
তবে তপ ত্যজি যবে এই বর পাই॥
বিধাতা বলেন জন্ম হইলে মরণ।
মরণ-বিধান কিছু কর দুইজন॥
দৈত্য বলে ভেদ যবে হবে দুই ভাই।
তবে মৃত্যু হবে আজ্ঞা করহ গোসাই॥
স্বস্তি বলি বর দিয়া গেলেন বিধাতা।
সুন্দ উপসুন্দ গেল নিজগৃহ যথা॥
ত্রৈলোক্য জিনিতে সৈন্য সাজিল অসুর।
নানাবর্ণ অস্ত্র লৈয়া গেল সুরপুর॥
অমর জানিল ব্রহ্মা দিয়াছেন বর।
ছাড়িয়া অমরাবতী হইল অন্তর॥
বিনা যুদ্ধে পলাইয়া গেল দেবগণ।
ইন্দ্রপুরে ইন্দ্রত্ব করিল দুইজন॥
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব জিনিল নাগালয়।
সবে পলাইয়া গেল দুই দৈত্যভয়॥
যজ্ঞ হোম ব্রত তথা দ্বিজ মুনিগণে।
একে একে উৎসন্ন করিল দুইজনে॥
দেবকন্যা নাগকন্যা অপ্সরী কিন্নরী।
ত্রৈলোক্য পাইল যত অপূর্ব্ব সুন্দরী॥
সে সবারে হরিয়া আনিল নিজঘরে।
যখন যাহারে ইচ্ছা তখনি বিহরে॥
যে দেবের যে বাহন ভূষা অলঙ্কার।
সর্ব্বরত্নে পূর্ণ কৈল আপন ভাণ্ডার॥
স্থানভ্রষ্ট হৈয়া যত দেব ঋষিগণ।
ব্রহ্মারে সকলে গিয়া কৈল নিবেদন॥
শুনিয়া ক্ষণেক ব্রহ্মা চিন্তিত হৃদয়।
বিশ্বকর্ম্মা প্রতি কহিলেন মহাশয়॥
মনোহরা নারী এক করহ রচন।
তুলনা না হয় যেন এ তিন ভুবন॥
সেইক্ষণে বিশ্বকর্ম্মা মহাবিচক্ষণ।
বিধাতার আজ্ঞা পেয়ে করিল সৃজন॥
ত্রৈলোক্য ভিতরে রূপবন্ত যত ছিল।
সর্ব্বরূপ হৈতে রূপ তিল তিল নিল॥

অপূর্ব্ব সুন্দরী নারী করিয়া রচন।
ব্রহ্মার অগ্রেতে নিয়া দিল ততক্ষণ ॥
যে সব দেবতা সেই কন্যা পানে চাহে।
যেই অঙ্গে পড়ে দৃষ্টি সেই অঙ্গে রহে ॥
ব্রহ্মা বলে নাহি হয় এ রূপের সীমা।
তিল তিল আনি কৈল নাম তিলোত্তমা ॥
তবে করযোড়ে কন্যা ধাতা অগ্রে কয়।
কি করিব আজ্ঞা মোরে কর মহাশয় ॥
বিধাতা বলেন সুন্দ উপসুন্দ শূর।
তপোবলে দুই দৈত্য নিল তিনপুর ॥
ভেদ হৈলে দুই ভাই হইবে সংহার।
উপায় করিয়া ভেদ করহ দোঁহার ॥
পাইয়া ব্রহ্মার আজ্ঞা চলিল সুন্দরী।
দেবের মণ্ডলী কন্যা প্রদক্ষিণ করি ॥
কন্যা দেখি মোহিত হইল ত্রিলোচন।
চারভিতে চার গোটা হইল বদন ॥
যেইদিকে চায় মুখ সেইদিকে রয়।
পূর্ব্বসহ পঞ্চমুখ হৈল মৃত্যুঞ্জয় ॥
মনে পীড়িত হৈয়া চাহে পুরন্দর।
দশ শত চক্ষু তাঁর হৈল কলেবর ॥
আর যত দেবগণ একদৃষ্টে চায়।
অধৈর্য্য হইল সবে দেখিয়া কন্যায় ॥
তবে তিলোত্তমা গেল যথা দুইজন।
ক্রীড়া করে দুইভাই লইয়া স্ত্রীগণ ॥
কোটি কোটি দৈত্যগণ সহ পরিবার।
অশ্ব গজ রথ সৈন্য পূর্ণিত ভাণ্ডার ॥
লক্ষ লক্ষ বিদ্যাধরী লয়ে দুইজনে।
বিন্ধ্যগিরি মধ্যে ক্রীড়া করে হৃষ্ট মনে ॥
রক্তবস্ত্র পরি তিলোত্তমা বিদ্যাধরী।
নানাপুষ্প তুলে সেই পর্ব্বত উপরি ॥
ধীরে ধীরে যথা দৈত্য করিল গমন।
দূরে থাকি কন্যারে দেখিল দুইজন ॥
অলি মত্ত করে মত্ত মন মধুপানে।
শীঘ্রগতি কন্যা দেখি উঠে দুইজনে ॥
জ্যেষ্ঠ সুন্দ ধরিল কন্যার সব্যকর।
বামহস্ত ধরিল কনিষ্ঠ সহোদর ॥

পরম আনন্দে সুন্দ কন্যারে দেখিয়া।
হাত ছাড়ি ভাই প্রতি বলিল ডাকিয়া ॥
মম ভার্য্যা তোমার গুরু মধ্যে গণি।
ইহারে ধরহ তুমি কিমত কাহিনী ॥
উপসুন্দ বলে এরে বরিয়াছি আমি।
ভ্রাতৃবধূ হয় এই ছাড়ি দেহ তুমি ॥
সুন্দ বলে অগ্রে দেখিলাম এ কন্যারে।
উপসুন্দ বলে কন্যা বরেছে আমারে।
ছাড় ছাড় বলে দোঁহে করে গালাগালি।
ক্রুদ্ধ হৈয়া দুই ভাই দোঁহারে নেহালি ॥
মধুপানে কামবাণে হইল অজ্ঞান।
ক্রোধে দুইজন হৈল অগ্নির সমান ॥
ভয়ঙ্কর দুই গদা ধরি ততক্ষণ।
দোঁহাকারে প্রহার করিল দুইজন ॥
যুগল পর্ব্বত প্রায় পড়ে দুই বীর।
খসিয়া পড়িল যেন যুগল মিহির ॥
আর যত দৈত্যগণ এ সব দেখিয়া।
কালরূপা কন্যা জানি যায় পলাইয়া ॥
দেবগণ সব ব্রহ্মা আসিয়া তখন।
কন্যারে দিলেন বর করিয়া বর্ণন ॥
সূর্য্যের কিরণে তুমি থাক নিরন্তর।
কার দৃষ্টি নহে যেন তব কলেবর ॥
তপ যজ্ঞ ভঙ্গ হবে তোমার কারণে।
ধর্ম্মভ্রষ্ট হবে লোক তোমার দর্শনে।
সেই হেতু সূর্য্য-অংশু মধ্যে তুমি রহ।
এত বলি অন্তরে গেলেন পিতামহ ॥
নারদ বলিল শুন ধর্ম্ম নৃপবর।
তুমি জান অতি প্রীত পঞ্চ সহোদর ॥
এই মত প্রীত তারা ছিল দুইজন।
হেন গতি হৈল পরে না জানি কারণ ॥
মহাবংশে জন্মিলে তোমরা পঞ্চজন।
ভেদ নাহি হয় যেন ভার্য্যার কারণ ॥
এত শুনি পঞ্চ ভাই নারদ গোচরে।
সমান নির্ব্বন্ধ সবে বলে যোড়করে ॥
বৎসরেক কৃষ্ণা থাকিবেক এক গৃহে।
অন্যজনে সেইকালে অধিকারী নহে ॥

কৃষ্ণা সহ দেখে যদি ভাই অন্যজনে।
দ্বাদশ বৎসর তবে যাইবে কাননে ॥
এ নির্ব্বন্ধ করিলেক ব্রহ্মার নন্দন।
হেনমতে কৃষ্ণা সহ রহে পাঁচ জন ॥

অর্জ্জুনের প্রায়শ্চিত্তার্থ বনে ব্রহ্মচর্য্য।

তবে কতদিনে সেই রাজ্যের ভিতরে।
ব্রাহ্মণের গাভী হরি লৈয়া যায় চোরে ॥
কাতরে ব্রাহ্মণ কহে অর্জ্জুনের পাশ।
থাকিয়া তোমার রাজ্যে হৈল সর্ব্বনাশ ॥
গালি দেয় ব্রাহ্মণ যতেক আসে মনে।
জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুন সঙ্কোচে সে ব্রাহ্মণে ॥
কি হেতু কান্দহ দ্বিজ কহ বিবরণ।
দ্বিজ বলে অস্ত্র লৈয়া চল এইক্ষণ ॥
হরিয়া আমার গাভী যায় দুষ্টগণ।
শীঘ্রগতি চল তারা গেল এতক্ষণ ॥
দ্বিজের বচন শুনি ধনঞ্জয় বীর।
আস্তে আস্তে চলিলেন আয়ুধ-মন্দির ॥
দৈবযোগে অস্ত্রগৃহে কৃষ্ণা যুধিষ্ঠির।
দূরে থাকি জানি পার্থ হৈলেন বাহির ॥
দ্বিজ বলে অস্ত্র লৈয়া শীঘ্রগতি চল।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দ্বিজ পড়ে চক্ষে জল ॥
দ্বিজের রোদন দেখি পার্থে হৈল ভয়।
কি করিব চিন্তেতে চিন্তেন ধনঞ্জয় ॥
গৃহে প্রবেশিলে দুঃখ হৈবে বহুতর।
দ্বাদশ বৎসর যাব অরণ্য ভিতর ॥
ব্রাহ্মণের চক্ষু জল যত ভূমে পড়ে।
ততবার মহাপাপ মম শিরে চড়ে ॥
দ্বিজ দুঃখ ভাঙ্গিলে হইবে বড় কর্ম্ম।
বিনাক্লেশে উপার্জ্জন কভু নহে ধর্ম্ম ॥
এত ভাবি অর্জ্জুন গেলেন অস্ত্রঘরে।
হস্তে ধনু লৈয়া বীর চলেন সত্বরে ॥
দ্বিজসহ গেলেন যথায় চোরগণ।
চোরে মারি আনি দেন বিপ্রের গোধন ॥
দ্বিজে প্রবোধিয়া আসি কহেন ফাল্গুনী।
শুন নিবেদন মম ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
অতিক্রম করিলাম লজ্জিয়া সময়।
বনবাসে যাব আজ্ঞা কর মহাশয় ॥
রাজা কন কেন হেন কহ ধনঞ্জয়।
পূর্ব্বেতে নারদ মুনি কৈল যে সময় ॥
কনিষ্ঠ ভায়ের সঙ্গে কৃষ্ণা যদি থাকে।
জ্যেষ্ঠ ভাই বনে যাবে তাহা যদি দেখে ॥
তুমি মম কনিষ্ঠ ইহাতে দোষ নাই।
কেন হেন অপ্রিয় বচন বল ভাই ॥
পার্থ বলিলেন স্নেহে বল মহাশয়।
কখন এ কর্ম্মে প্রভু মম মত নয় ॥
সত্যে বিচলিত হই নাহি চাহে মন।
আজ্ঞা কর মহারাজ যাব আমি বন ॥
এত বলি পার্থ করিলেন নমস্কার।
মাতৃ ভ্রাতৃ সখা ছিল যত যত আর ॥
সবারে বিদায় মাগি গেলেন কানন।
সব বন্ধুগণ হৈল বিরস বদন ॥
অর্জ্জুনের সহিত চলিল দ্বিজগণ।
পৌরাণিক কথকাদি গায়ক চারণ ॥
কতদিনে হারদ্বারে করিল গমন।
দেখিয়া হইল হৃষ্ট পাণ্ডুর নন্দন ॥
স্নান করি অগ্নিহোত্র করে দ্বিজগণ।
গঙ্গায় প্রবেশি পার্থ করেন তর্পণ ॥
তর্পণ করিতে দেখে অগ্নিহোত্র স্থানে।
জল হৈতে নাগকন্যা ধরিল অর্জ্জুনে ॥
বলে ধরি লৈয়া গেল আপন মন্দির।
উত্তম আলয় তথা দেখে পার্থবীর ॥
অগ্নিহোত্র জ্বলে তথা দেখি ধনঞ্জয়।
সেই হোত্র পূজিলেন কুন্তীর তনয় ॥
নিঃশঙ্ক হৃদয় পার্থ নাহি ভ্রম ভয়।
কন্যারে বলেন এই কাহার আলয় ॥
কি নাম ধরহ তুমি কাহার কুমারী।
কি কারণে আমারে আনিলে এই পুরী ॥
কন্যা বলে ঐরাবত নাগরাজ অংশে।
কৌরব্য নামেতে নাগ এই পুরে বৈসে ॥

তার কন্যা আমি যে উলূপী মম নাম।
তোমারে হেরিয়া মোরে পীড়িলেক কাম
আনিলাম তোমারে যে এই সে কারণ।
তোমারে ভজিব মোর তৃপ্ত কর মন॥
পার্থ বলিলেন কন্যা না জান কারণ।
ব্রহ্মচারী আমি ভ্রমি সতত কানন॥
দ্বাদশ বৎসর আমি করেছি নিয়ম।
কিমতে লঙ্ঘিব তাহা নাহি কোন ক্রম॥
কন্যা বলে সব তত্ত্ব আমি ভাল জানি।
কৃষ্ণা হেতু নিয়ম যে করিলা আপনি॥
অন্য স্ত্রীতে নাহি দোষ শুন মহাশয়।
তাহে আর্ত্তা আমি কর ধর্ম্মের সঞ্চয়॥
আর্ত্তজন আমি বাঞ্ছা করি যে তোমারে।
ধর্ম্ম আছে পাপ ইথে নাহিক সংসারে॥
অনুগত জন আমি কহিনু নিশ্চয়।
এক গর্ভ দান দেহ মোরে মহাশয়॥
হৃদয়ে বিচারি পার্থ কন্যার বচন।
স্বধর্ম্ম বুঝিয়া তারে করেন রমণ॥
এক নিশা বঞ্চি তথা পার্থ মহাবীর।
প্রাতঃকালে গঙ্গা হৈতে হৈলেন বাহির॥
বিস্মিত হইয়া দ্বিজগণ জিজ্ঞাসিল।
প্রত্যক্ষে বৃত্তান্ত পার্থ সকল কহিল॥
তবে দ্বিজগণ সহ কুন্তীর নন্দন।
হিমালয় পর্ব্বতে করেন আরোহণ॥
অগস্ত্য নামেতে বট বশিষ্ঠ আশ্রমে।
বহুতীর্থে পার্থ স্নান করিলেন ক্রমে॥
পৃথিবী দক্ষিণাবর্ত্ত করি হেন গণি।
পূর্ব্ব সিন্ধুতীরে বীর গেলেন আপনি॥
অঙ্গ বঙ্গ মধ্যেতে যতেক তীর্থ বৈসে।
স্নান করি চলিলেন কলিঙ্গ প্রদেশে॥
কলিঙ্গে না পশিল বাহুড়ি দ্বিজগণ।
কলিঙ্গে পশিলে ভ্রষ্ট হয়ত ব্রাহ্মণ।
কলিঙ্গ নগরে পশিলেন ধনঞ্জয়।
ক্রমে ক্রমে দেখিলেন যত তীর্থচয়॥
সমুদ্রের তীরেতে মহেন্দ্র গিরিবর।
মণিপুর নামে এক আছয়ে নগর॥
চিত্রভানু নামে রাজা রাজ্য অধিকারী।
চিত্রাঙ্গদা নাম ধরে তাহার কুমারী॥
দেবের বাঞ্ছিত কন্যা রূপে মন হরে।
নগরে বিহরে কন্যা দেখিল তাহারে॥
কন্যা দেখি মোহিত হইল ধনঞ্জয়।
শীঘ্রগতি গেলেন সে রাজার আলয়॥
পার্থ বলিলেন রাজা কর অবধান।
তোমার কুমারীকে আমারে দেহ দান॥
রাজা বলে কে তুমি কোথায় তব ঘর।
কোন্ বংশে জন্ম তব কাহার কুমার॥
অর্জ্জুন বলেন আমি পাণ্ডুর তনয়।
কুন্তীগর্ভে জন্ম মম নাম ধনঞ্জয়॥
এত শুনি শীঘ্রগতি উঠিয়া রাজন।
আলিঙ্গন করি দিল বসিতে আসন॥
রাজা বলে এতদূরে আসা কি কারণ।
বিশেষিয়া কহিলেন সমস্ত অর্জ্জুন॥
রাজা বলে মম ভাগ্যে আইলে হেথায়।
মম বিবরণ শুন কহি যে তোমায়॥
প্রভঞ্জন নামে দ্বিজ মম পূর্ব্ববংশে।
পুত্র বাঞ্ছা করি রাজা সেবিল মহেশে॥
প্রসন্ন হইয়া বর দিলেন ঈশ্বর।
তব বংশে হবে রাজা একই কোঙর॥
কুলক্রমে এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহিবে।
যে পুত্র হইবে সেই রাজ্যে রাজা হবে॥
পূর্ব্বেতে এমন বর দিলেন ধূর্জ্জটি।
পুত্র না হইল মম হইল কন্যাটি॥
পুত্রবৎ করি কন্যা করি যে পালন।
মম বংশে রাজা হৈতে নাহি আর জন॥
সেই হেতু করিলাম মনে এ বিচার।
এই কন্যা দিয়া তারে দিব রাজ্যভার॥
কুরুবংশ শ্রেষ্ঠ তুমি না শোভে একথা।
এই সত্য কর তবে দিব আমি সুতা॥
ইহার গর্ভেতে যেই জ্যেষ্ঠ পুত্র হবে।
সেই সে আমার রাজ্যে রাজত্ব করিবে॥
সত্য করিলেন পার্থ রাজা কন্যা দিল।
এক বর্ষ তথা তারে রহিতে হইল॥

পরে পার্থ চলিলেন দক্ষিণ সাগর।
স্নানদান সর্ব্বত্র করেন বীরবর॥
একস্থানে তথায় দেখেন ধনঞ্জয়।
পঞ্চতীর্থ বলি তারে মুনিগণে কয়॥
অশ্বমেধ-ফল স্নানে হয়ত বিশেষে।
অন্ধ হৈয়া পড়িয়াছে কেহ না পরশে॥
বিস্মিত হইয়া পার্থ জিজ্ঞাসেন লোকে।
হেন তীর্থ লোকে না পরশে কোন্ পাপে॥
মুনিগণ বলে এই পুণ্যতীর্থ গণি।
কুম্ভীরের ভয়ে কেহ নাহি স্পর্শে পানি॥
শুনিয়া গেলেন স্নানে কুন্তীর নন্দন।
নিষেধিল তাহারে যাইতে সর্ব্বজন॥
সৌভদ্র নামেতে তীর্থ পশি ধনঞ্জয়।
স্নান করিলেন বীর নিঃশঙ্ক হৃদয়॥
শব্দ শুনি কুম্ভিরিণী আইল নিকটে।
অর্জ্জুনের পায়ে ধরি দশন বিকটে॥
বলে ধরি কূলে তারে তুলেন অর্জ্জুন।
গ্রাহরূপ ত্যজি কন্যা হইল তখন॥
অদ্ভুত মানিয়া জিজ্ঞাসেন পার্থবীর
কে তুমি কি হেতু হৈলা কুম্ভীর শরীর॥
কন্যা বলে আমি বর্গা নামেতে অপ্সরী।
কুবেরের ইষ্টা পঞ্চ আমরা কুমারী॥
সুবেশা হইয়া যাই যথা ধরেশ্বর।
পথে দেখি তপ করে এক দ্বিজবর॥
চন্দ্র সূর্য্য সম তেজ মহাতপোধন।
অহঙ্কারে তাঁরে করিলাম বিড়ম্বন॥
তপোভঙ্গ করিবারে গেনু তার পাশ।
নৃত্য গীত বাদ্য বহু হাস্য পরিহাস॥
কদাচিত বিচলিত নহিল ব্রাহ্মণ।
ক্রোধে শাপ মো'সবারে দিল ততক্ষণ॥
অনেক বৎসর থাক গ্রাহরূপ ধরি।
করিলাম বহু স্তুতি করযোড় করি॥
মুনি বলে গ্রাহ হবে তীর্থের ভিতর।
তবে মুক্ত হবে যবে ছোঁবে কোন নর॥
ব্রাহ্মণের বচন শুনিয়া পঞ্চজন।
বাহুড়িয়া যায় ঘরে হইয়া বিমন।
আচম্বিতে দেখিনু নারদ তপোধন।
জানাইনু তাঁহারে আপন বিবরণ॥
নারদ বলেন নাহি হইও বিমন।
পঞ্চতীর্থে গ্রাহরূপে থাক পঞ্চজন॥
তীর্থযাত্রা হেতু যে আসিবে ধনঞ্জয়।
তাঁহার পরশে মুক্ত হইবে নিশ্চয়॥
সত্য হৈল যে বলিল ব্রাহ্মণ-কুমার
তোমার পরশে মুক্তি হইল আমার॥
চারি তীর্থে চারি সখী আছে যে আমার।
কৃপা করি তাহাদের করহ উদ্ধার॥
বিনয় শুনিয়া তার হয়ে দয়াবান।
চারি তীর্থে চারিজনে করিলেন ত্রাণ॥
মুক্ত হৈয়া নিজ স্থানে গেল পঞ্চজন।
নিষ্কণ্টকে তীর্থ করি গেলেন অর্জ্জুন॥
পুনঃ বীর মণিপুরে করেন গমন।
চিত্রাঙ্গদা সহ পুনঃ হইল মিলন॥
চিত্রাঙ্গদা গর্ভে জন্মাইলেন নন্দন।
নাম রাখিলেন তার শ্রীবভ্রুবাহন॥
কতদিনে বঞ্চি পুত্র স্থাপিয়া রাজ্যেতে।
পুনঃ তীর্থ করিতে গেলেন তথা হৈতে॥
গোকর্ণাদি তীর্থে স্নান করি ক্রমে ক্রমে।
প্রভাস তীর্থেতে যান পৃথিবী পশ্চিমে॥
প্রভাসে আগত পার্থ কুন্তীর কুমার।
দ্বারকায় গোবিন্দ শুনিয়া সমাচার॥
অতি শীঘ্র করিলেন তথায় গমন।
প্রভাসে অর্জ্জুন সহ হইল মিলন॥
আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে পরস্পর।
উভয়ের হইল উত্তর প্রত্যুত্তর॥
অর্জ্জুনে লইয়া পরে দৈবকী নন্দন।
রৈবতক নামে গিরি করেন গমন॥
গোবিন্দের আজ্ঞায় তথায় যদুগণ।
রৈবত পর্ব্বতে পূর্ব্বে করেছে গমন॥
কৃষ্ণের বচনেতে দ্বারকাবাসী সব।
রৈবত পর্ব্বত মধ্যে করে মহোৎসব॥
উগ্রসেন বাসুদেব অক্রুর উদ্ধব।
জয়সেন কামদেব সকল বান্ধব॥

বলভদ্র চারুদেষ্ণ সাত্যকি সারণ।
গদ উপগদ যে দারুক প্রদ্যুম্ন ॥
ঝিল্লি উপঝিল্লি যত সপ্তবংশ নারী।
উদ্যান ভ্রমিতে সবে চলে অগ্রসরি ॥
দৈবকী রোহিণী আর ভদ্রা শচী রতি।
ভীষ্মকনন্দিনী সত্যভামা জাম্বুবতী ॥
চন্দ্রাবতী ভদ্রাবতী প্রভৃতি কামিনী।
ইত্যাদি কৃষ্ণের ষোল সহস্র রমণী ॥
রৈবত পর্ব্বত মধ্যে করেন বিহার।
হেনকালে উপনীত ইন্দ্রের কুমার ॥
অর্জ্জুন আইল বলি শুনি এই কথা।
অগ্রসরি আনিবারে সবে গেল তথা ॥
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় আরোহেন এক রথে।
দোঁহে এক মূর্ত্তি কেহ না পারে চিনিতে ॥
দোঁহে নীল ঘন বর্ণ অরুণ অধর।
কিরীট কুণ্ডল হার শোভে পীতাম্বর ॥
কেহ বলে কৃষ্ণে পার্থ পার্থে বলে হরি
দোঁহা মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত নরনারী ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর রথ হৈতে উলি।
লইলেন শ্রীবসুদেবের পদধূলি ॥
আলিঙ্গন শিরে চুম্ব বসুদেব দিয়া।
যতেক বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলেন বসিয়া ॥
কহিলেন অর্জ্জুন আপন বিবরণ।
নারদ-নিয়ম হেতু ভ্রমি তীর্থগণ ॥
বসুদেব বলেন থাকহ এ আলয়।
দ্বাদশ বৎসর যত দিনে পূর্ণ হয় ॥
উগ্রসেন বলভদ্র সত্যক সাত্যকি।
একে একে সম্ভাষেণ পরম কৌতুকী ॥
লইয়া চলিল সবে রৈবতক গিরি।
সম্ভাষিতে আইল যতেক যদুনারী ॥
মাতুলানীগণে পার্থ প্রণাম করিয়া।
যথাযোগ্য সম্ভাষ করেন নম্র হৈয়া ॥
হেনকালে সুভদ্রা সে বসুদেবসুতা।
প্রথম যুবতী সর্ব্বরূপগুণযুতা ॥
তারে দেখি পার্থ জিজ্ঞাসেন গোবিন্দেরে
কেবা এ সুন্দরী সখা সবাকার পরে ॥
এ কন্যা অবিবাহিতা অনুমান করি।
শুনিয়া পার্থের বাক্য কহেন শ্রীহরি ॥
বসুদেবসুতা হয় আমার ভগিনী।
সারণের সহোদরা সুভদ্রা নামিনী ॥
বিবাহ না হয় নাহি মিলে যোগ্যবর।
শুনিয়া লজ্জিত অতি পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
অর্জ্জুনের মুখ দেখি সুভদ্রা মূর্চ্ছিত।
অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়ে আচম্বিত ॥
সত্যভামা বলেন না এসভদ্রা কেনে।
সবে গেল একক বসিয়া কি কারণে ॥
সুভদ্রা বলিল সখি ধরি মোরে লহ।
কণ্টক ফুটিল পায় বাহির করহ ॥
শুনি সত্যভামা ধরি তুলিলেক হাতে
নাহিক কণ্টকাঘাত দেখেন পদেতে ॥
সত্যভামা বলে কি হেতু ভাড়াইলা।
নাহিক কণ্টকাঘাত কেনবা পড়িলা ॥
নিভৃতে সুভদ্রা কহে কি কহিব সখি।
যে কণ্টক ফুটিল কোথায় পাব দেখি ॥
অর্জ্জুনের নয়ন চাহনি তীক্ষ্ণশর।
আজি অঙ্গ আমার করিল জরজর ॥
দেখ মম অঙ্গতাপ ঘন কম্পমান।
ছটফট করে তনু বাহিরায় প্রাণ ॥
ধর সত্যভামা আমি না পারি যাইতে।
এত বলি অর্জ্জুনেরে লাগিল দেখিতে ॥
সত্যভামা বলে ভদ্রা খাইলি কি লাজ।
করিলি কলঙ্ক নিষ্কলঙ্ক কুলমাঝ ॥
পিতা বসুদেব ভাই রাম-নারায়ণ।
তিনলোক মধ্যে যাঁরে পূজে সর্ব্বজন ॥
ইহা সবাকার লজ্জা করিতে চাহিস্।
দেখিয়া পুরুষে প্রাণ ধরিতে নারিস্ ॥
তোমা হৈতে নিলর্জ্জ না হয় অন্যজনে।
ধৈর্য্য হও চল ঘরে পাছে কেহ শুনে ॥
ভারতীর এতেক নিষ্ঠুর বাক্য শুনি।
সকরুণে কহে ভদ্রা চক্ষে বহে পাণি ॥
ধিক্ ধিক্ ব্যর্থ জন্ম নারীর ভূতলে।
পরবশ তনু দহে বিরহ অনলে ॥

সত্যভামা বলেন কি নিন্দিস্ কামিনী।
নারীরূপে দেখ ক্ষিতি সংসার-ধারিণী ॥
স্ত্রী হৈতে হইল পূর্ব্বে সৃষ্টির সৃজন।
শক্তিরূপে রক্ষা করে সবার জীবন ॥
স্ত্রীর নাম প্রথমেতে মঙ্গল কারণ।
লক্ষ্মী অগ্রে বলয়ে পশ্চাতে নারায়ণ ॥
শঙ্কর ছাড়িয়া অগ্রে ভবানীর নাম।
রাম সীতা নাহি বলে বলে সীতারাম ॥
গৃহিণী থাকিলে লোকে বলে তারে গৃহী।
সংসারে দেখহ নারী বিনা কেহ নাহি ॥
স্ত্রী হৈতে হয় ভদ্রা সবার উৎপত্তি।
স্ত্রী বিনা করিতে বংশ কাহার শকতি ॥
সুভদ্রা বলেন সত্য কহিলা সকল।
কিন্তু সে পুরুষ বিনা জীবন বিফল ॥
সত্যভামা বলেন না হও উতরোলী।
তোমার বিবাহ দিব স্থির হও বলি ॥
উত্তম বংশজ হবে বশিষ্ঠ পণ্ডিত।
পরম সুন্দর হবে তব মনোনীত ॥
ভদ্রা কহে যত কহ নাহি করি জ্ঞান।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান ॥
কৌরববংশীয় যে পাণ্ডব বলবান।
বিনা ধনঞ্জয় আমি নাহি দেখি আন ॥
আজি যদি ধনঞ্জয়ে আমারে না দিবে।
নিশ্চয় আমার বধ তোমারে লাগিবে ॥
সত্যভামা বলেন চলহ এইক্ষণ।
রজনীতে পার্থ সহ করাব মিলন ॥
সত্যভামা মুখে শুনি বচন সরস।
চলিল সুভদ্রা চিত্তে হইয়া হরষ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম কহে সাধু পিয়ে কর্ণ ভরি ॥

সুভদ্রা সহ অর্জ্জুনের বিবাহের পূর্ব্ব ঘটনা।

তবে নিশাকালে সত্রাজিতের নন্দিনী।
একান্তে কহেন কান্তে ভদ্রার কাহিনী ॥
তোমার ভগিনী ভদ্রা ত্যজিবেক প্রাণ।
তার হেতু আপনি করহ অবধান ॥
যতক্ষণ দেখিয়াছে পার্থের বদন।
একতিল নাহি ছাড়ে আমার সদন ॥
বলে মোরে অর্জ্জুনেরে দেহ পতি করি।
নহে নারীবধ দিব তোমার উপরি ॥
গোবিন্দ বলেন আমি ভাবিতেছি মনে।
আসিয়াছে অর্জ্জুন এখানে বহুদিনে ॥
কোন্ ধনে সন্তোষ করিব অর্জ্জুনেরে।
ভাল হৈল সুভদ্রারে দান দিব তারে ॥
করাইব বিবাহ দোঁহার যে প্রকারে।
আজি নিশা তুমি বোধ করাহ ভদ্রারে ॥
সত্যভামা বলে নহে বিলম্বের কথা।
আজি নিশা পার্থ বিনা মরিবে সর্ব্বথা ॥
গোবিন্দ বলেন যে আমার সাধ্য নয়।
কর গিয়া যেমতে সঙ্কট নাহি হয় ॥
কৃষ্ণের আদেশে চলিলেন সত্যভামা।
সুভদ্রা লইয়া যথা পার্থ মহাধামা ॥
দুয়ার করিয়া বন্ধ কনক-কপাটে।
শুইয়া আছেন পার্থ রত্নময় খাটে ॥
অর্জ্জুন অর্জ্জুন বলি ডাকেন শ্রীমতী।
কে তুমি বলিয়া জিজ্ঞাসেন মহামতি ॥
সত্যভামা বলিলেন সত্রাজিত-সুতা।
ঘুচাও কপাট কিছু আছে গুপ্তকথা ॥
অর্জ্জুন বলেন হৈল অর্দ্ধেক রজনী।
এত রাত্রে আইলেন কি হেতু আপনি ॥
যদি কার্য্য ছিল পাঠাইতো দূতগণ।
আজ্ঞামাত্রে করিতাম তথায় গমন ॥
সত্যভামা বলেন যে দূতকর্ম্ম নয়।
সে কারণে আইলাম তোমার আলয় ॥
তোমার কষ্টের কথা শুনিয়া শ্রবণে।
না হইল নিদ্রা মম মহাতাপ মনে ॥
এক ভার্য্যা পঞ্চভাই কি সুখে বিলাস।
যেই হেতু দ্বাদশ বৎসর বনবাস ॥
সেই হেতু আইলাম হৃদয়ে বিচারি।
আমি দিব আর এক পরমা সুন্দরী ॥

অর্জ্জুন বলেন এত স্নেহ কর মোরে।
পালিব সকল আজ্ঞা গোবিন্দ-গোচরে ॥
সত্যভামা বলিলেন বিলম্বে কি কাজ।
গন্ধর্ব্ব বিবাহ কর রজনীর মাঝ ॥
পার্থ বলিলেন কহ এ অদ্ভুত কথা।
কেবা সে সুন্দরী হয় কাহার দুহিতা ॥
না জানিয়া না শুনিয়া তদন্ত তাহার।
বিবাহ করিতে বল কিমত বিচার ॥
সত্যভামা বলিলেন ঘুচাও দুয়ার।
আনিয়াছি কন্যা দেখ চক্ষে আপনার ॥
যদুকুলে জন্ম কন্যা প্রথম যৌবনী।
বিদ্যুৎবরণী রূপে ত্রৈলোক্যমোহিনী ॥
অর্জ্জুন বলেন একি আমার শকতি।
বলভদ্র জনার্দ্দন যদুকুলপতি ॥
তাঁদের আজ্ঞাতে আমি লইব যাদবী।
লজ্জা মম করাইতে চাহ মহাদেবী ॥
দেবী বলিলেন ইহা করিবা কেমনে।
মন বান্ধিয়াছে কৃষ্ণা ঔষধের গুণে ॥
পাঞ্চালের কন্যা জানে মহৌষধি গাছ।
তিল এক পঞ্চ স্বামী নাহি ছাড়ে পাছ ॥
যে লোভে নারদবাক্য করিলা হেলন।
দ্বাদশ বৎসর ভ্রমিতেছ বনে বন ॥
ইহাতে তোমার লজ্জা কিছু নাহি হয়।
কিমতে করিবা হেন দ্রৌপদীর ভয় ॥
পার্থ বলিলেন দেবী না নিন্দ দ্রৌপদী।
ত্রিজগৎ মধ্যে খ্যাত তব মহৌষধি ॥
ষোলশত সহস্র যে অষ্ট-পাটরাণী।
সবা হৈতে কোন্ গুণে তুমি সোহাগিনী ॥
অপুত্রা কি রূপহীন হীনকুলে জাত।
রুক্মিণী প্রভৃতি অন্যা পাটরাণী সাত ॥
ঔষধের গুণে হরি তোমারে ডরান।
তোমার সাক্ষাতে চক্ষে অন্যে নাহি চান ॥
দিব্যরত্ন বসন ভূষণ অলঙ্কার।
যেখানে যে পান কৃষ্ণ সকলি তোমার ॥
অন্যজনে দিলে তুমি পরাণ না ধর।
কহ মহাদেবী ইহা কোন্ গুণে কর ॥
রুক্মিণীরে দেন কৃষ্ণ এক পারিজাত।
তাহাতে করিলে যত জগতে বিখ্যাত ॥
জন্মেজয় জিজ্ঞাসেন মুনিরে যতনে।
কহ শুনি পারিজাত হরণ কেমনে ॥
কি হেতু হইল দ্বন্দ্ব রুক্মিণী সহিত।
শুনিবারে ইচ্ছা হয় ইহার চরিত ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে ইহা বিনা সুখ নাহি আর ॥

—

পারিজাত হরণ।

মুনি কহে শুন কুরুবংশ-চূড়ামণি।
পারিজাত হরণের অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
এককালে নারায়ণ বিহার কারণ।
রৈবতক পর্ব্বতে করেন গমন ॥
হেনকালে নারদ তথায় উপনীত।
বাজাইয়া বীণা গান কৃষ্ণগুণ গীত ॥
পারিজাত পুষ্প ছিল বীণায় বন্ধন।
গোবিন্দের হস্তেতে দিলেন তপোধন ॥
পরম সুন্দর পুষ্প দেবের দুর্ল্লভ।
যোজন পর্য্যন্ত যায় যাহার সৌরভ ॥
দেখিয়া আনন্দযুক্ত হৈয়া হৃষীকেশ।
পুষ্প দিয়া করেন রুক্মিণীর সুবেশ ॥
একেত রুক্মিণীদেবী ত্রৈলোক্যমোহিনী।
পারিজাত সুবেশে শোভিল সবা জিনি ॥
নারদ ক্ষণেক করি কথোপকথন।
বিদায় হইয়া চলিলেন তপোধন ॥
কলহে আনন্দ বড় ব্রহ্মার নন্দন।
পথে মুনি যাইতে চিন্তেন মনে মন ॥
সত্যভামা অগ্রে কহি পারিজাত কথা।
শুনিয়া কি বলে দেখি সত্রাজিত সুতা ॥
এত চিন্তি গিয়া মুনি দ্বারকাভবন।
সত্যভামা-গৃহে উপনীত সেইক্ষণ ॥
মুনি দেখি সত্যভামা করিয়া বন্দন।
পাদ্য অর্ঘ্য অর্পিলেন বসিতে আসন ॥
কোথায় আছিলা বলি জিজ্ঞাসেন সতী।
কহেন করুণ-বাক্য মুনি মহামতি ॥

আজি গিয়াছিলাম যে ইন্দ্রের নগর
পুষ্প দিয়া আমারে পুজিল পুরন্দর ॥
নরের অদৃশ্য পুষ্প দেবের দুর্লভ।
দিল ইন্দ্র মোরে কত করিয়া গৌরব ॥
পুষ্প দেখি আমি চিন্তিলাম এ হৃদয়।
বিনা ইন্দ্র উপেন্দ্র অন্যের যোগ্য নয় ॥
সে কারণে পুষ্প আমি দিলাম কৃষ্ণেরে।
পুষ্প দেখি গোবিন্দের আনন্দ অন্তরে ॥
সেইক্ষণে রুক্মিণীরে আনি জগন্নাথ।
স্বহস্তে ভূষণ করিলেন পারিজাত ॥
সে পুষ্প ভূষিবামাত্র ভীষ্মকদুহিতা।
রূপে ত্রৈলোক্যের নারী করিলা বিজিতা।
সবা হৈতে প্রেয়সী তোমারে আমি জানি
এবে জানিলাম কৃষ্ণ-প্রেয়সী রুক্মিণী ॥
মুনির এতেক বাক্য শুনিয়া সুন্দরী।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় রহে ধ্যান করি ॥
ছিড়িয়া ফেলিল কণ্ঠে যেই ছিল হার।
ঘুচাইয়া ফেলেন অঙ্গের অলঙ্কার ॥
ছিড়িল পুষ্পের মালা খুলিল কুন্তল।
হাহাকার করিয়া পড়েন ভূমিতল ॥
সতীর দেখিয়া কষ্ট মনে মনে হাসি।
রৈবত পর্ব্বতে অতি বেগে যান ঋষি ॥
রুক্মিণীর গৃহে কৃষ্ণ করেন ভোজন।
হেনকালে উপনীত তথা তপোধন ॥
গোবিন্দ কহেন মুনি কহ সমাচার।
পুনঃ হেথা কি হেতু আগমন তোমার ॥
মুনি বলে শুন প্রভু শ্রীমধুসূদন।
দ্বারকানগরে গিয়াছিলাম এখন ॥
সত্যভামা জিজ্ঞাসিল তোমার বারতা।
প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে কহি পারিজাত কথা ॥
এমত করিবে বলি জানিব কেমনে।
রুক্মিণীরে দিলা পুষ্প শুনিয়া শ্রবণে ॥
সেইক্ষণে মূর্চ্ছাপন্ন পড়িল ধরণী।
হাহাকার করিয়া কান্দয়ে উচ্চধ্বনি ॥
ছিঁড়িয়া ফেলিল যত বসন ভূষণ।
কপালে প্রহার করে হস্ত ঘন ঘন ॥
সব সখীগণ মেলি করয়ে প্রবোধ।
না শুনয়ে কিছু দ্বিগুণ বাড়য়ে ক্রোধ ॥
প্রাণ যাক প্রাণ যাক এইমাত্র ডাকে।
দেখিয়া এলাম শীঘ্র কহিতে তোমাকে ॥
শুনিয়া গোবিন্দ চিত্তে হইল বিস্ময়।
কি হবে কি হবে বলি চিন্তেন হৃদয়।
পারিজাত পুষ্প হেতু অনর্থ ভাবিয়া।
রুক্মিণীরে শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রবোধিয়া ॥
কি করিব বৈদর্ভী আপনি কর ক্ষমা।
তুমি জান যেমন চরিত্র সত্যভামা ॥
ক্রোধেতে আপন প্রাণ ছাড়িবারে পারে।
তোমার প্রসাদ হৈল পুষ্প দেহ তারে ॥
শুনিয়া রুক্মিণী হইলেন বড় দুঃখী।
গোবিন্দেরে কহেন হইয়া অধোমুখী ॥
দিয়া পুষ্পরাজ পুনঃ লইবা মুরারি।
সহজে দুর্ভাগা আমি কি করিতে পারি ॥
মোরে পুষ্প দিলা বলি পুড়িছে অন্তরে।
মরুক পুড়িয়া পুষ্প কেন দিব তারে ॥
রুক্মিণীর বাক্য শুনি চিন্তেন শ্রীহরি।
নারদেরে জিজ্ঞাসেন বৃত্তান্ত বিবরি ॥
কোথায় পাইলা পুষ্প কহ মুনিবর।
নারদ কহেন আছে স্বর্গে তরুবর ॥
ইন্দ্রের রক্ষকগণ করয়ে রক্ষণ।
তাহাতে নন্দন-বন করয়ে শোভন ॥
মাগিয়া পাঠাও পুষ্প সহস্রলোচনে।
তব নাম শুনিলে দিবেক সেইক্ষণে ॥
গোবিন্দ বলেন মুনি যাহ তুমি তথা।
মোর নাম লৈয়া ইন্দ্রে কহ এই কথা ॥
ক্ষীরোদ-মথনে পুষ্প হৈয়াছে উৎপত্তি।
একা কেন ভোগ তুমি কর শচীপতি ॥
দেহ পারিজাত যে আমার ভাগ আছে।
না দিলে সহজে পুষ্প কষ্ট পাবে পাছে ॥
সম্প্রীতে প্রথমে মাগিবেন তপোধন।
না দিলে এ সব পাছে কহিবা কথন ॥
এত বলি নারদে পাঠান নারায়ণ।
দ্বারাবতী যান সত্যভামার কারণ ॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

——

সত্যভামার মানভঞ্জন।

পড়ি আছে সত্যভামা ভূমির উপর।
মুক্তকেশী গড়াগড়ি ধূলায় ধূসর॥
বসন ভূষণ ভিজে নয়নের জলে।
শশীকলা যেমন পতিতা ভূমিতলে॥
চতুর্দ্দিকে ব্যজনী ধরিয়া সখীগণ।
সুগন্ধি সলিল সিঞ্চে চাপয়ে চরণ॥
সঘনে নিশ্বাস বহে হস্ত দিয়া নাকে।
দেখিয়া কৃষ্ণের অশ্রু নয়নে না থাকে॥
আপনি ব্যজন লৈয়া সখী হস্ত হৈতে।
মন্দ মন্দ বায়ু কৃষ্ণ লাগিল করিতে॥
আমোদিত হৈল গৃহ অঙ্গের সৌরভে।
সহস্র সহস্র অলি ধায় ভোঁ ভোঁ রবে॥
অচেতন ছিল সখী পাইল চেতন।
সৌরভে জানিল গৃহে কৃষ্ণ আগমন॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে ক্রোধে চক্ষু নাহি মেলে।
ক্ষণেক থাকিয়া সব সখীগণে বলে॥
কে দহে রামার অঙ্গ হুতাশন প্রায়।
রুক্মিণীর বান্ধব কি আইল হেথায়॥
এত বলি মারে শিরে কঙ্কণের ঘাত।
দুই হস্তে হস্ত ধরিলেন জগন্নাথ॥
কেন হেন বল রুক্মিণীর পতি বলি।
সত্যভামা-প্রাণ আমি চাহ চক্ষু মেলি॥
আমার কি অপরাধ না পাই ভাবিয়া।
কি হেতু এতেক কষ্ট দাও প্রাণপ্রিয়া॥
এত বলি কৃষ্ণ বসাইলেন ধরিয়া।
মুখ মুছাইলেন আপন বস্ত্র দিয়া॥
গোবিন্দের এতেক বিনয় বাক্য শুনি।
কান্দিতে কান্দিতে কহে আধ আধ বাণী।
পারিজাত পুষ্পরাজ অতুল সুবাস।
রুক্মিণীরে দিলে আমা করিয়া নিরাশ॥
কার শক্তি সহিবে এতেক অপমান।
এক্ষণে ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান॥

গোবিন্দ কহিল প্রিয়ে ত্যজহ বিলাপ।
কোন্ দ্রব্য পারিজাত চিন্ত এত তাপ॥
এক পুষ্প হেতু তব ক্রোধ হইয়াছে।
তোমারে আনিয়া দিব পুষ্প সহ গাছে॥
শুনি সত্যভামা দেবী উল্লাসিত মন।
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণে মেলিয়া নয়ন॥
আসনে বসাইলেন উঠি যদুনাথে।
চরণ প্রক্ষালিলেন সুগন্ধি জলেতে॥
ভোজন করান কৃষ্ণে পরম হরিষে।
তাম্বুল যোগান দেবী বসি বামপাশে॥
রত্নময় পালঙ্কেতে করেন শয়ন।
আনন্দেতে রজনী বঞ্চেন দুইজন॥
উঠি কৃষ্ণ প্রভাতে করেন স্নানদান।
হেনকালে উপনীত মুনি ঢেঁকিয়ান॥
কলহ বিদ্যায় বিজ্ঞ দ্বন্দ্বপ্রিয় ঋষি।
কহেন কৃষ্ণের অগ্রে গদগদ ভাষি॥
কি আর কহিব কথা কহিবারে লাজ।
যতেক কহিল মোরে শুন দেবরাজ॥
শুন শুন দেবগণ কথন অদ্ভুত।
নারদ আইল হৈয়া গোপালের দূত॥
দেবের দুর্ল্লভ পারিজাত পুষ্পরাজ।
মনুষ্যের হেতু মাগে মুখে নাহি লাজ॥
এত অহঙ্কার কেন গোপালের হৈল।
পুর্ব্বের বৃত্তান্ত বুঝি সব পাসরিল॥
কংসভয়ে নন্দগৃহে ছিল লুকাইয়া।
গোধন রাখিত নিত্য গোপান্ন খাইয়া।
একদিন চুরি করি খেয়েছিল ননী।
হাতে বান্ধি মারিলেন নন্দের-ঘরণী॥
বৃষ অশ্ব সর্প বক করিল সংহার।
সেই হেতু দেখি প্রায় এত অহঙ্কার॥
জরাসন্ধ-ভয়ে স্থল নাহিক সংসারে।
লুকাইয়া ছিল গিয়া সমুদ্র ভিতরে॥
হেনজনে পারিজাত পুষ্পে হৈল সাধ।
নাহি দিলে বলিয়াছে করিবে প্রমাদ॥
হেন কটুত্তর কি আমার প্রাণে সহে।
কি করিব দূত আর অন্যজন নহে॥

যাহ যাহ নারদ না থাক মম কাছে।
কহ গিয়া করুক সে যত শক্তি আছে॥
নারদের মুখে শুনি এমত বচন।
ক্রোধেতে ঘূর্ণিত হৈল যুগল নয়ন॥
গোবিন্দ বলেন ইন্দ্র হইয়াছে মত্ত।
আপনি করিল লঘু আপন মহত্ত্ব॥
আজি চূর্ণ করিব তাহার অহঙ্কার।
চলহ সাক্ষাতে তুমি দেখ আপনার॥
সে সকল কথন হইল পাসরণ।
গোকুলেতে ইন্দ্রে দূর করিনু যখন॥
সাত দিন কৈল যত ছিল পরাক্রম।
নহিলেক গোকুলেতে পূজা লৈতে ক্ষম॥
এত অহঙ্কার তার সুরপুরে স্থিতি।
উচ্চকুলে নিবাস অমরাবতী ক্ষিতি॥
আর অহঙ্কার চড়ে ঐরাবত পরে।
আর অহঙ্কার বজ্র অস্ত্র ধরে করে॥
আর অহঙ্কার তার সহস্রলোচন।
মত্ততা তাহার দূর করিব এখন॥
সুরপুর হইতে পাড়িব ভূমিতলে।
প্রহারে ভাঙ্গিব গজরাজ কুম্ভস্থলে॥
অব্যর্থ মুনির অস্থি সেই তার বাজ।
ব্যর্থ করি হাসাইব দেবের সমাজ॥
ভাঙ্গি বন সমূলে আনিব পারিজাত।
দেখি রক্ষা কেমনে করিবে শচীনাথ॥
এত বলি গোবিন্দ স্মরেণ খগেশ্বরে।
আগে দাঁড়াইল খগরাজ যোড়করে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন যাব ইন্দ্রের নগরে।
আনিব হেথায় পারিজাত তরুবরে॥
গরুড় বলিল প্রভু তুমি যাও কেনে।
আজ্ঞা দিলে আমি যাই ইন্দ্রের ভবনে॥
নন্দন বনের সহ ফুল পারিজাত।
এইক্ষণে হেথা আনি দিব জগন্নাথ॥
গোবিন্দ বলেন নাহি অশক্য তোমাতে।
কিন্তু আমি তারে লঘু করিব সাক্ষাতে॥
এত বলি গোবিন্দ নিলেন অস্ত্রগণ।
কৌমোদকী গদা খড়্গ চক্র সুদর্শন॥
ধরিয়া সারঙ্গ ধনু চড়াইয়া গুণ।
অর্পিলেন গরুড়ে অক্ষয় যার তূণ॥
তবে হৈল গরুড়ে আরূঢ় জগন্নাথ।
সত্যভামা বলেন যাইব আমি সাথ॥
দেখিব ইন্দ্রের পুরী কেমন ইন্দ্রাণী।
কিরূপে তোমার সহ যুঝে বজ্রপাণি॥
শুনি হরি তারে বসাইলেন যে বামে।
আনিলেন ডাকিয়া সাত্যকি আর কামে॥
দোঁহারে বলেন কৃষ্ণ চল মম সঙ্গ।
ইন্দ্রসহ সমর দেখহ আজি রঙ্গ॥
কৃষ্ণাজ্ঞা পাইয়া খগে করি আরোহণ।
চলিলেন সমর দেখিতে চারিজন॥
হেনকালে বলভদ্র প্রভৃতি যাদব।
বলিল তোমার সহ যাব মোরা সব॥
গোবিন্দ বলেন থাক দ্বারকা-রক্ষণে।
শূন্য জানি আজি কি করিবে দুষ্টগণে॥
এত বলি প্রবোধিয়া সবারে রাখিয়া।
গরুড়ে দিলেন আজ্ঞা চলহ বলিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রালয়ে গমন।

নারদ বলিল তবে শুন নারায়ণ।
অদিতি কহিল যত কুণ্ডল কারণ॥
নরক আনিল বলে অদিতি-কুণ্ডল।
লুঠিয়া অমরাবতী অমরী সকল॥
পৃথিবীর পুত্র হয় নরক দুর্ম্মতি।
তারে না মারিলে যায় স্বর্গের বসতি॥
শুনিয়া গোবিন্দ তথা করিয়া গমন।
নরকে মারিয়া পাইলেন কন্যাগণ॥
ষোড়শ সহস্র কন্যা দেবের কুমারী।
এককালে বিবাহ করিলেন মুরারি॥
অদিতির কুণ্ডল দিলেন অদিতিরে।
তথা হৈতে চলিলেন অমরনগরে॥

নন্দন-কানন মধ্যে হৈয়া উপনীত
দেখেন কুসুমরাজ গন্ধে আমোদিত ॥
সাত্যকিরে বলেন আনহ তরুবর।
শুনিয়া সাত্যকি তথা গেলেন সত্বর ॥
বৃক্ষের রক্ষণেতে আছিল বহু রক্ষ।
হাতে অস্ত্র লইয়া ধাইল লক্ষ লক্ষ ॥
সাত্যকি বলেন প্রাণ যদি সবে চাহ।
না করহ দ্বন্দ্ব ইহা ইন্দ্রেরে জানাহ ॥
ধাইয়া ইন্দ্রের ঠাঁই সবে গিয়া কহে।
চল শীঘ্র দেবরাজ বিলম্ব না সহে ॥
গরুড় আরূঢ় যে মনুষ্য তিনজন।
পারিজাত লইয়া ভাঙ্গিল সব বন ॥
শুনিয়া ইন্দ্রের চিত্তে হইল স্মরণ।
পারিজাত লইতে আইল নারায়ণ ॥
ক্রোধে থর থর কলেবর কাঁপে শক্র।
সহস্রলোচন ফিরে যেন কালচক্র ॥
নানা অস্ত্র লৈয়া সমরে কৈল সাজ।
হাতে বজ্র লইয়া চলিল দেবরাজ ॥
শচী বলে যাব আমি সংহতি তোমার।
কিরূপ হইবে যুদ্ধ দেখিব দোঁহার ॥
শুনি ইন্দ্র বসাইল বামে আপনার।
জয়দেব সখা আর জয়ন্ত কুমার ॥
হেনমতে আরোহণ কৈল চারিজন।
চালাইয়া দিল গজ যথা নারায়ণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

কৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ।

অস্ত্রে অস্ত্রে দুইজনে মজিল বিরোধে।
উপেন্দ্রাণী দেখিয়া ইন্দ্রাণী বলে ক্রোধে ॥
কহ না ভারতী কেন এত গর্ব্ব তোর।
আসিয়াছ লইতে ভূষণ পুষ্প মোর ॥
সত্যভামা বলে শচী মিছে কর গর্ব্ব।
পরাক্রম তোমার জানি যে আমি সর্ব্ব ॥
শাশুড়ীর কুণ্ডল নরক নিল বলে।
নারিলে আনিতে তাহা কহি আখণ্ডলে ॥
লুটিয়া পুটিয়া স্বর্গ কৈল ছারখার।
রাখিবারে না পারিল স্বামী যে তোমার ॥
মারিয়া সে নরকে ভাঙ্গিয়া তার পুরী।
অদিতির কুণ্ডল আনিয়া দিল হরি ॥
পারিজাত পুষ্পে তোর কোন্ অধিকার।
মথনে জন্মিল বৃক্ষ বিভাগ সবার ॥
তুমি পুষ্প ভূষণ করিবা একা কেনে।
তুলি আজি লৈয়া যাব রাখহ কেমনে ॥
সতী শচী দোঁহাকার শুনিয়া কোন্দল।
মুখে বস্ত্র দিয়া হাসে দেবতা সকল ॥
আনন্দ লহরীতে নারদ মুনি হাসে।
শুনি পুরন্দর কাঁপে অতিশয় রোষে ॥
উপেন্দ্র ইন্দ্রের হয় যুদ্ধ দেবধামে।
ত্রিভুবন চমৎকার দোঁহার সংগ্রামে ॥
নানা অস্ত্র দুইজন করেন প্রহার।
পৃথিবীর মধ্যে পড়ে উল্কার আকার ॥
কন্দর্প জয়ন্ত যুদ্ধ কি দিব তুলন।
শরজালে দুইজনে ছাইল গগন ॥
সাত্যকি তুলিল তরু গরুড় উপর।
তার সহ জয়দেব করয়ে সমর ॥
খগেন্দ্র গজেন্দ্র যুদ্ধ না হয় বর্ণন।
গর্জ্জনে বধির হৈল ত্রৈলোক্যের জন ॥
দশন শুণ্ডেতে গজ গরুড়ে প্রহারে।
গরুড় গজেন্দ্র-শুণ্ড নখেতে বিদারে ॥
গরুড়ের নখাঘাতে গজেন্দ্র অস্থির।
খণ্ড খণ্ড হৈল বহে সর্ব্বাঙ্গে রুধির ॥
না পারিল শূন্যেতে রহিতে গজবর।
অজ্ঞান হইয়া পড়ে ভূমির উপর ॥
সর্ব্বাঙ্গে রুধির বহে কম্পে কলেবর।
পড়িল মাতঙ্গরাজ পর্ব্বত উপর ॥
হস্তীর চাপনে গিরি অর্দ্ধ গেল তল।
পর্ব্বত উপরে স্থির হৈল আখণ্ডল ॥
ইন্দ্র বলে গর্ব্ব কৃষ্ণ না করিহ তুমি।
সমরেতে ন্যূন হৈয়া পড়ি নাই আমি ॥

বাহন অস্থির হৈল গরুড় আঘাতে।
তুমি আমি চল যুদ্ধ করিব ভূমিতে ॥
ইন্দ্রবাক্য শুনিয়া বলেন ভগবান।
যথায় তোমার ইচ্ছা যাব সেই স্থান ॥
পুনরপি মুখামুখি হইল সমর।
যত অস্ত্র ইন্দ্রের কাটেন দামোদর ॥
সর্ব্ব অস্ত্র ব্যর্থ হয় মনে পাই লাজ।
অতি ক্রোধে বজ্র প্রহারিল দেবরাজ ॥
গোবিন্দ বলেন তবে গরুড়ের প্রতি।
বজ্র অস্ত্র হাতে লইয়াছে সুরপতি।
সুদর্শনে এইক্ষণে তিল তিল করি।
মুনিবাক্য ব্যর্থ হবে এই হেতু ডরি ॥
ইহার উপায় তুমি কর খগেশ্বর।
এক পক্ষ দেহ ফেলি বজ্রের উপর ॥
ঠোঁটেতে উপাড়ি পক্ষ গরুড় ফেলিল।
পক্ষ চূর্ণ করি বজ্র বাহুড়ি চলিল ॥
একবার বিনা বজ্র আর নাহি চলে।
দেখিয়া বিস্ময় বড় হৈল আখণ্ডলে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

মহাদেবের যুদ্ধস্থলে আগমন।

গোবিন্দ ইন্দ্রের রণ নাহি অবসান।
ত্রিলোকের লোক শব্দে হয় হতজ্ঞান।
দেখিয়া নারদ মুনি হইয়া চিন্তিত।
ক্ষীরোদে কশ্যপ স্থানে গেলেন ত্বরিত
নারদ বলেন আছ কশ্যপ কি কাজে।
প্রমাদ পড়িল তব পুত্র দেবরাজে ॥
অজ্ঞান হইয়া পরে কৃষ্ণসহ রণ।
না মারেন কৃষ্ণ তেঁই জীয়ে এতক্ষণ ॥
দেবরাজ পরাক্রম করিলেন সব।
নিজ অস্ত্র অদ্যাপি না ছাড়েন মাধব ॥
সুদর্শন যদ্যপি ছাড়েন নারায়ণ।
কাটিবেন ইন্দ্রেরে রাখিবে কোন্ জন ॥
শুনিয়া কশ্যপ মুনি সচিন্তিত মন।
কেমনে দোঁহার দ্বন্দ্ব হবে নিবারণ ॥
দোঁহার মধ্যস্থ শিব বিনা অন্য নারে।
এত চিন্তি কশ্যপ করেন স্তুতি হরে ॥
কশ্যপের স্তবে তুষ্ট হইয়া ত্রিলোচন।
যুদ্ধস্থানে গেলেন করিতে নিবারণ ॥
খগেন্দ্রেতে উপেন্দ্র গজেন্দ্রে ইন্দ্ররাজ।
যোগেন্দ্র বৃষেন্দ্রারূঢ় দাঁড়াইল মাঝ ॥
কহিলেন শ্রীহরি করহ অবধান।
তব সহ সমরে কি ইন্দ্র বলবান ॥
দেবরাজ করি তুমি করিলা স্থাপিত।
এক্ষণে প্রহার তারে না হয় উচিত ॥
গোবিন্দ বলেন ইন্দ্র স্বর্গভোগ করে।
এক পারিজাত বৃক্ষ না দেয় আমারে ॥
মথনের দ্রব্যে সবাকার ভাগ আছে।
বিশেষে বামন আমি জন্ম তার পাছে ॥
গোবিন্দের মুখে এত শুনিয়া বচন।
ইন্দ্রস্থানে চলিলেন দেব পঞ্চানন ॥
গিরীশ বলেন ইন্দ্র হইলা অজ্ঞান।
না জানে নারায়ণ পুরুষ প্রধান ॥
তাঁর সহ দ্বন্দ্ব করা না হয় বিধান।
মম বাক্য সুরপতি কর অবধান ॥
পারিজাত চাহে যদি যদুবংশপতি।
পুষ্প দিয়া সম্প্রীত করহ সুরপতি ॥
ইন্দ্র বলে পশুপতি কর অবধান।
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা আদি যত যান ॥
শচী বজ্র পারিজাত নন্দন কানন।
ইহাতে ইন্দ্রত্ব মম স্বর্গের ভূষণ ॥
পারিজাত লয় যদি দৈবকীকুমার।
স্বর্গেতে ইন্দ্রত্ব মম রহিল কি আর ॥
মহেশ বলেন হরি খর্ব্ব অবতারে।
তোমার কনিষ্ঠ ভাই অদিতি উদরে ॥
কনিষ্ঠের ভাগ মাগিলেন নারায়ণ।
দেহ পুষ্পরাজ দ্বন্দ্ব হৌক নিবারণ ॥
ইন্দ্র বলে তব বাক্য না করিব আন।
আমার কনিষ্ঠ ভাই যদি ভগবান ॥

জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠেতে যেন আছে ব্যবহার।
তাহা না করিয়া কেন করে বলাৎকার॥
না করিয়া মান্য মোরে লয়ে যায় বলে।
বলে নিল বলিয়া ঘুষিবে ভূমণ্ডলে॥
শুনিয়া বলেন শিব গোবিন্দে চাহিয়া।
ক্রোধ ত্যজ যদুনাথ আমারে দেখিয়া॥
অজ্ঞানে হইয়া মত্ত দেব সুরপতি।
সেই হেতু করে যুদ্ধ তোমার সংহতি॥
পারিজাত ফুল লয়ে যাহ বাধা নাই।
মান্য করি লহ ইন্দ্রে হয় জ্যেষ্ঠ ভাই॥
আমার বচন দেব করহ পালন।
শিববাক্য স্বীকার করেন নারায়ণ॥
গেলেন গোবিন্দে লৈয়া শিব ইন্দ্রস্থানে
প্রণাম করিল হরি কনিষ্ঠ বিধানে॥
তুষ্ট হৈয়া ইন্দ্ররাজ কৃষ্ণে কোল দিয়া।
পারিজাত বৃক্ষ দিল নিয়ম করিয়া॥
যাবৎ থাকিবে তুমি অবনীমণ্ডলে।
তাবৎ থাকিয়া পুষ্প আসিবেক কালে॥
এত বলি দেবরাজ স্বর্গেতে চলিল।
সত্যভামা চাহি তবে ইন্দ্রাণী হাসিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে সদা করে পান॥

গরুড় কর্তৃক ইন্দ্রে লইয়া কৃষ্ণের নিকট গমন ও কৃষ্ণের ক্রোধ নিবারণ।

শচীর দেখি হাসি সতীর অভিমান।
গোবিন্দে চাহিয়া বলে কর অবধান॥
প্রণাম করিলা তুমি ইন্দ্রের চরণে।
হাসিয়া চাহিয়া মোরে দেখায় নয়নে॥
যে প্রতিজ্ঞা কৈল শচী হৈল সম্পূর্ণ।
বলেছিলা গর্ব্ব আজি করিব যে চূর্ণ॥
কি কারণে এমত করিলা জগন্নাথ।
নহিলে নহিত পাছে পুষ্প পারিজাত॥
হাসিয়া বলেন প্রভু কমললোচন।
এই হেতু সতী কেন হও দুঃখমন॥
যতেক দেখিছ প্রাণী এ তিন ভুবনে।
আমা হৈতে বিভিন্ন নাহিক কোনজনে॥
আপনারে নমস্কার করি যে আপনে॥
তোমার ইহাতে লজ্জা হৈল কি কারণে।
সতী বলে তাহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কৈলা।
আপন প্রতিজ্ঞা দেব বিস্মৃত হইলা॥
সহস্রলোচনে দিব ধূলির অঞ্জন।
ভাঙ্গিব ইন্দ্রের গর্ব্ব কহিলা তখন॥
ক্ষত্রিয়-প্রতিজ্ঞা না পালিলে ধর্ম্ম নহে।
বিশেষ শচীর হাসি দেখি অঙ্গ দহে॥
কৃষ্ণ কহে আমার প্রতিজ্ঞা নহে স্থির।
ভক্তেরে বিক্রীত দেবী আমার শরীর॥
না পারি শিবের বাক্য করিতে লঙ্ঘন।
ইন্দ্র-অপরাধ ক্ষমিলাম সে কারণ॥
সতী বলে আমি প্রায় অভক্ত তোমার।
সে কারণে ক্রোধে দহে শরীর আমার॥
গোবিন্দ বলেন তুমি ক্রোধ ত্যজ মনে।
এক্ষণে লোটাব ইন্দ্রে তোমার চরণে॥
সত্যভামা আশ্বাসিয়া দৈবকীতনয়।
ডাকিয়া বলেন শুন দেব মৃত্যুঞ্জয়॥
তোমার বচন আমি লঙ্ঘিতে না পারি।
তাহার কারণে ইন্দ্রে আমি মান্য করি॥
ইন্দ্রেতে আমাতে কিবা সম্বন্ধ নির্ণয়।
কত অবতার মম ধরণীতে হয়॥
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু দুইজন।
প্রতাপেতে লয়েছিল সকল ভুবন॥
মারিলাম তাহারে হইয়া অবতার।
নিষ্কণ্টক স্বর্গেতে দিলাম অধিকার॥
ধর্ম্মবলে বলি লইয়াছিল ত্রিভুবন।
ছলিয়া পাতালে রাখি করিয়া বন্ধন॥
দুইপদে ব্যাপিলাম ব্রহ্মাণ্ড সকল।
নিষ্কণ্টক করিয়া দিলাম আখণ্ডল॥
কুম্ভকর্ণ রাবণ রাক্ষস অধিপতি।
সকলে জানহ ইন্দ্রে কৈলে যেই গতি॥
তাহারে মারি যে আমি রাম অবতারে।
নিষ্কণ্টক করি স্বর্গ দিলাম তাহারে॥

উহায় আমায় শিব কিসের সম্বন্ধ।
এইবাক্য তাহারে বলহ সদানন্দ ॥
মৃত্তিকাতে লোটাইয়া সহস্রলোচনে।
প্রণাম করি পড়ুক সতীর চরণে ॥
তবে তার অপরাধ করি আমি দূর।
নহিলে এক্ষণে অন্যে দিব স্বর্গপুর ॥
কহিলেন এ সকল ইন্দ্রে মহেশ্বর।
শুনি ইন্দ্র ক্রোধেতে কম্পিত কলেবর ॥
না করে স্বীকার শিব কহেন কৃষ্ণেরে।
গরুড়ে ডাকিয়া কৃষ্ণ বলেন সত্বরে ॥
যাহ বীর খগেশ্বর পাতাল ভুবন।
আন গিয়া শীঘ্র বিরোচনের নন্দন ॥
বলিরে করিব আজি স্বর্গ-অধিপতি।
সাধুসেবা গুণে বলি আমারে ভকতি ॥
গরুড় ইন্দ্রের সখা অতিশয় প্রীত।
গোবিন্দ চরণে পড়ে সখার নিমিত্ত ॥
সবিনয় বচনে বলেন খগেশ্বর।
অদিতির সত্য পাসরিলা চক্রধর ॥
মন্বন্তরে বলিরে করিবা অধিকারী।
এক্ষণে বলিরে কি কারণে ডাক হরি ॥
কোন্ ছার ইন্দ্র প্রভু তারে এত কেনে।
দেখি আমি তোমারে কেমনে নাহি মানে
এত বলি আপনি চলিল খগেশ্বর।
কহিল অজ্ঞান কেন হও পুরন্দর ॥
যাঁহার পালন সৃষ্ট সৃজন যাঁহার।
যেই প্রভু তোমায় দিয়াছে অধিকার ॥
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘহ করিয়া অবহেলা।
দেখিয়া না দেখ চক্ষে ইন্দ্রপদে ভোলা ॥
আইস তোমার দোষ ক্ষমা করাইব।
সতীর চরণতলে তোমা ফেলাইব ॥
আমার বচনে যদি না হও প্রবোধ।
বলি ইন্দ্রপদ লবে বাড়িবেক ক্রোধ ॥
খগেন্দ্রের বাক্য শুনি চিন্তে মেঘবান।
বুঝিলাম মোরে ক্রোধ কৈল ভগবান ॥
গরুড়ে বলিল ইন্দ শুন সখা তুমি।
গোবিন্দে বাড়ানু ক্রোধ না জানিয়া আমি ॥
খগেশ্বর বলে সখা শুন মম বাণী।
মোর সহ আসি শান্ত কর চক্রপাণি ॥
আইস তোমার দোষ করাইব ক্ষমা।
নারায়ণ সম্মুখে লইয়া যাব তোমা ॥
এত বলি গরুড় করিয়া হাতাহাতি।
সতীর চরণতলে ফেলে সুরপতি ॥
পড়ি তার সহস্রলোচনে লাগে ধূলি।
দেখিতে না পায় ইন্দ্র হাতাড়িয়া বুলি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

সত্যভামার প্রতি ইন্দ্রের স্তব।

কতদূরে সতী আগে, শিরে দিয়া করযুগে,
প্রণমি পড়িল দেবরাজ ॥
স্তব করে সুরপতি, অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ক্ষিতি,
সহ যত অমর সমাজ ॥
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী, রতি সতী অরুন্ধতী,
পার্ব্বতী সাবিত্রী বেদমাতা।
তুমি অধঃ ক্ষিতি স্বর্গ, তুমি দাতা চতুর্ব্বর্গ,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বিধাতা ॥
অনাদি পুরুষপ্রিয়া, কেজানেতোমারক্রিয়া,
মায়াতে মনুষ্যদেহধারী ॥
তুমি বিধাতার ধাতা, সবাকার অন্নদাতা,
আমি তোমা কি বর্ণিতে পারি।
বেদপতি বহু খেদে, না পাইল চারিবেদে,
আগমে না পায় পঞ্চানন ॥
তুমি মোরে দিলা সর্ব্ব, তাইমোরহৈলগর্ব্ব,
না জানিনু তোমার চরণ ॥
করহ আমারে কৃপা, তুমি দেবী বুদ্ধিরূপা,
সুমতি কুমতি প্রদায়িনী।
তুমি শূন্য জল স্থল, পৃথিবীপর্ব্বতানল,
সর্ব্বগৃহে জননী রূপিণী ॥
শরণ লইনু পদে, ক্ষমা কর অপরাধে,
অজ্ঞান দুর্ম্মতি কর দূর ॥

সম্পদে হইয়া মত্ত, না জানিনু তব তত্ত্ব,
না চিনিনু আপন ঠাকুর ॥
এত বলি সুরপতি,পুনঃপুনঃলোটে ক্ষিতি,
ধূলায় ধূসর কেশপাশ।
কিরীট কুণ্ডল হার, ছত্রদণ্ড অলঙ্কার,
ধূলি লোটে এলাইত বাস ॥
ধূলিতে লুণ্ঠিত তনু, নয়নে পূরিল রেণু,
দেখিতে না পায় পুরন্দর ॥
দেখিচিত্তেদিলক্ষমা,আজ্ঞা কৈল সত্যভামা,
ইন্দ্রেরে উঠাও খগেশ্বর ॥
মন্দাকিনী জল দিয়া,চক্ষুধৌত কর গিয়া,
নির্ম্মল হইবে চক্ষু তবে।
শুনিয়া সতীর বাণী,লয়ে মন্দাকিনী পাণি,
স্নান করাইল শ্রীবাসবে ॥
নয়ন নির্ম্মল হৈয়া, ঐরাবতে আরোহিয়া,
ইন্দ্র গেল হইয়া বিদায়।
লৈয়া পুষ্প পারিজাত,নারদেকরিয়া সাত,
দ্বারকা গেলেন যদুরায় ॥
মহাভারতের কথা, শ্রবণে বিনাশে ব্যথা,
অধর্ম্ম সকল হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপুত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

সত্যভামার ব্রত।

রোপিলেন পুষ্পরাজ সত্যভামা দ্বারে।
নানারত্নে মূল বান্ধিলেন তরুবরে ॥
উপরে চাঁদোয়া বান্ধে দিয়া রত্নবাস।
তার তলে কৃষ্ণসহ করেন বিলাস ॥
হেনকালে আগত নারদ মুনিবর।
দেখি সত্যভামা স্তব করেন বিস্তর ॥
নারদ বলেন দেবি কি করি বাখান।
না হইবে নাহি হয় তোমার সমান ॥
দেবের দুর্ল্লভ যেই পুষ্প পারিজাত।
তোমার দুয়ারে রোপিলেন জগন্নাথ ॥
এক্ষণে করহ দেবি ইহার যে কাজ।
অবহেলে তোমার হইবে ব্রতরাজ ॥
যে ব্রত করিলে হয় সোহাগে আগুলি।
জন্ম জন্ম করিবে গোবিন্দে লৈয়া কেলি ॥
ব্রহ্মাণ্ড দানের ফল পায় এই ব্রতে।
বিখ্যাত তোমার যশ হইবে জগতে ॥
এ ব্রত করিয়াছিল পুলোমানন্দিনী।
সোহাগে আগুলি হৈল ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥
পর্ব্বত-নন্দিনী পূর্ব্বে এই ব্রত করি।
শিবের অর্দ্ধাঙ্গ পাইলেন মহেশ্বরী ॥
আর কৈল স্বাহা দেবী অগ্নির গৃহিণী।
যার ফলে হইল অগ্নির সোহাগিনী ॥
শুনি সত্যভামা ধরে মুনির চরণে।
প্রভু মোরে এই ব্রত করাহ এক্ষণে ॥
নারদ বলেন লহ কৃষ্ণ অনুমতি।
শ্রীকৃষ্ণ নহেন যে কেবল তব পতি ॥
নাহি জান দেবি তুমি এ ব্রত বিধান।
বৃক্ষেতে বান্ধিয়া দিতে হবে স্বামী দান ॥
সত্যভামা বলে হেন কহ কেন মুনি।
আমার করিবে মন্দ কে আছে সতিনী ॥
করিবে গোবিন্দে দান যে বিধি আছয়।
কৃষ্ণে জিজ্ঞাসিব ইথে কি আছে সংশয় ॥
মুনি বলিলেন তবে বিলম্বে কি কাজ।
শীঘ্র কেন আরম্ভ না কর ব্রতরাজ ॥
একলক্ষ ধেনু চাহি ধান্য লক্ষ পৌটি।
দক্ষিণা সামগ্রী কর স্বর্ণ লক্ষ কোটী ॥
বসন ভূষণ দান ষোড়শ বিধান।
অশ্ব রথ গজ বৃষ যত রত্ন যান ॥
নারদের বাক্যমত সব আয়োজন।
শুভদিনে করিলেন ব্রত আরম্ভণ ॥
গোবিন্দেরে একান্তে কহেন সমাচার।
হাসিয়া সতীরে কৃষ্ণ করেন স্বীকার ॥
নিমন্ত্রিয়া আনেন যতেক মুনিগণ।
পৃথিবীর মধ্যে যত বৈসেন ব্রাহ্মণ ॥
করিল ব্রতের সজ্জা যে ছিল বিহিত।
বৈসেন নারদ মুনি হৈয়া পুরোহিত ॥
পারিজাত বৃক্ষেতে বাধিয়া হৃষীকেশে।
সত্যভামা বসিলেন হাতে তিলকুশে ॥

রুক্মিণী প্রভৃতি ষোল সহস্র রমণী।
অভিমানে সবাকার চক্ষে বহে পাণি॥
সত্যভামা করিলেন দান জগন্নাথে।
স্বস্তি বলি নারদ নিলেন হাতে হাতে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

শ্রীকৃষ্ণকে দান পাইয়া নারদের গমন।

দান পেয়ে নারদ নাচেন উর্দ্ধবায়।
যতেক দক্ষিণা পায় ব্রাহ্মণে বিলায়॥
নারদ দ্বারকানাথে লৈয়া যান ধরি।
শুনিয়া দ্বারকা শুদ্ধ ধায় নরনারী॥
পারিজাত বৃক্ষ হৈতে খসান বন্ধন।
গোবিন্দে বলেন সব ফেল আভরণ॥
এক্ষণে গোপাল আর এ বেশে কি কাজ
তপস্বী হইলা ধর তপস্বীর সাজ॥
মুনির বাক্যে হরি ত্যজি সর্ব্বভূষণ।
হৈলেন তপস্বী-বেশ দৈবকীনন্দন॥
হাতেতে করিয়া বীণা কাঁধে মৃগছালা।
পাছে পাছে যান যেন সন্ন্যাসীর চেলা॥
দেখিয়া কৃষ্ণের বেশ কান্দে সর্ব্বজন।
উগ্রসেন বসুদেব করয়ে ক্রন্দন॥
কান্দয়ে যাদব যত নারী আর শিশু।
থাকুক অন্যের কথা কান্দে বন্যপশু॥
রুক্মিণী প্রভৃতি ষোলসহস্র রমণী।
পাছে পাছে চলি যায় যতেক কামিনী॥
নারদ বলেন যে তোমরা যাহ কোথা।
রুক্মিণী বলেন যে তোমরা যাবে যথা॥
নারদ বলেন কি তোমার প্রয়োজন।
নানা স্থানে ভ্রমি আমি তপস্বী ব্রাহ্মণ॥
রুক্মিণী বলেন কৃষ্ণদান পেলে মুনি।
যৌতুক পাইলা ষোলসহস্র রমণী॥
মুনি বলে রুক্মিণী না কর মিছে দ্বন্দ্ব
পাছে ক্রোধ না করিহ বলি ভালমন্দ॥
যখন করিল দান সত্রাজিতসুতা
তখনিত কেন না কহিলে কোন কথা॥
তার অগ্রে কহিবারে নহিলে ভাজন।
আমার সহিত দ্বন্দ্ব কোন্ প্রয়োজন॥
রুক্মিণী বলেন পুনঃ শুন মুনিরায়।
সত্যভামা দিল দান আমার কি দায়॥
প্রাণনাথ লয়ে যাহ আমা সবাকার।
কহ মুনি আমরা রহিব কোথা আর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

শ্রীকৃষ্ণ পরিমাণে ধনদান।

গোবিন্দেরে লইয়া নারদ মুনি যান।
বিমগ্ন বদন হৈয়া সত্যভামা চান॥
ঘন পড়ি উঠি ধায় বাতুল সমান।
দুইহাতে আগুলিয়া মুনিরে রহান॥
বুঝিনু নারদ মুনি চতুরালী তোর।
ভাঁড়াইয়া লৈয়া যাও প্রাণপতি মোর॥
বালকে ভাণ্ডায় যেন হাতে দিয়া কলা।
কাচ দিয়া লৈয়া যাও কাঞ্চনের মালা॥
না চাহি যে ব্রত না চাহি যে ফল তার।
বাহুড়িয়া দেহ প্রাণপতি যে আমার॥
মুনি বলে সত্যভামা সত্যভ্রষ্টা হৈলা।
সবাকার সাক্ষাতে গোবিন্দে দান দিলা॥
এক্ষণে কহিছ ব্রতে নাহি প্রয়োজন।
দান লইয়াছি আমি দিব কি কারণ॥
একক দেখিয়া চাহ বল করিবারে।
মম ঠাঁঞি লইতে কাহার শক্তি পারে॥
এত বলি নারদ ঘুরান দুই আঁখি।
শরীর কম্পিত দেবী মুনিমুখ দেখি।
সত্যভামা বলে তব ক্রোধে নাহি ডরি।
বড় ক্রোধ হইলে ফেলাবে ভস্ম করি॥
গোবিন্দ-বিচ্ছেদে মরি সেই মম সুখ।
না দেখিব কৃষ্ণ আর এই বড় দুঃখ॥
এক কথা কহি অবধান কর মুনি।
পূর্ব্বে যে বলিলা ব্রত করিলা ইন্দ্রাণী॥

পার্ব্বতী করিল আর স্বাহা অগ্নিপ্রিয়া।
তারা সব স্বামী পেলে কেমন করিয়া ॥
নারদ বলেন সর্ব্বভক্ষ্য হুতাশন।
চারিমুখে ধরে তার প্রচণ্ড কিরণ ॥
তাহারে লইয়া সতি কি করিব আমি।
সে কারণে স্বাহারে ফিরায়ে দিনু স্বামী ॥
পার্ব্বতীর পতি রুদ্র বলদ-বাহন।
হাড়মালা ভস্ম মাখে অঙ্গে ফণিগণ ॥
নিরন্তর ভূত প্রেত লৈয়া তার মেলা ॥
না নিলাম তাহারে করিয়া অবহেলা ॥
শচীপতি পুরন্দর সহস্রলোচন।
ত্রিলোক পালিতে ধাতা কৈল নিয়োজন ॥
কভু ঐরাবতে কভু উচ্চৈঃশ্রবা রথে।
বিনা বাহনেতে ইন্দ্র না পারে চলিতে ॥
তারে না নিলাম আমি ইহার লাগিয়া।
তথাপিহ আছে স্বর্গে আমার হইয়া ॥
তোমার যে স্বামী কৃষ্ণ রূপে নাহি সীমা।
তিনলোক মধ্যে দিব কাহাতে উপমা ॥
যথায় যাইব তথা সঙ্গে করি লব।
অনুক্ষণ দিবানিশি নয়নে দেখিব ॥
জন্মে জন্মে এই মম মনে বাঞ্ছা ছিল।
অনেক তপের ফলে বিধি মিলাইল ॥
নয়ন মুদিয়া সদা ধ্যান করি যাঁকে।
তাঁহাকে পাইয়া আমি কি দিব তোমাকে
এ কথা শুনিয়া সতী হলেন মূর্চ্ছিতা।
নাহি জ্ঞান সত্যভামা মৃতা কি জীবিতা ॥
দেখিয়া সতীর কষ্ট কৃষ্ণে হৈল দয়া।
নারদেরে বলেন ছাড়হ মুনি মায়া ॥
নারদ বলেন কর্ম্ম ভুঞ্জুক আপন।
তোমারে ত্যজিয়া দিল ব্রত ফলে মন ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন হয় সহজে স্ত্রীজাতি।
কোথা পাইবেক জ্ঞান তোমার যেমতি ॥
শরীরে নাহিক প্রাণ হেন লয় মনে।
যোগবলে আত্মা মুনি দেহ এইক্ষণে ॥
দেখিয়া সতীর কষ্ট মুনি চমৎকার।
উঠহ বলিয়া ডাকিলেন বার বার ॥
মুনির আশ্বাসে দেবী পাইয়া চেতন।
উঠিয়া ধরেন পুনঃ মুনির চরণ ॥
নারদ বলেন দেবি এক কর্ম্ম কর।
দান দিয়া লৈতে চাহ অধর্ম্ম বিস্তর ॥
গোবিন্দ তৌলিয়া দেহ আমারে রতন।
পাইবা ব্রতের ফল শাস্ত্রের বচন ॥
তবে সত্যভামা মনে হইয়া উল্লাস।
পুত্রগণে ডাকিয়া কহেন মৃদুভাষ ॥
করহ তুলের সজ্জা যে আছে বিহিত।
মম গৃহ হৈতে রত্ন আনহ ত্বরিত ॥
আজ্ঞা পেয়ে কামাদি যতেক পুত্রগণ।
কনক নির্ম্মাণ তুল কৈল ততক্ষণ ॥
একভিতে চড়াইল দেবকীনন্দনে।
আর ভিতে চড়াইল যত রত্নগণে ॥
সত্যভামা গৃহে রত্ন যতেক আছিল।
তুলে চড়াইল তবু সমান নহিল ॥
রুক্মিণী কালিন্দী লগ্নজিতা জাম্বুবতী।
যে যাহার ঘর হৈতে আনে শীঘ্রগতি ॥
চড়াইল তুলে তবু সমতুল নহে।
যোড়শ সহস্র কন্যা নিজ ধন বহে ॥
কৃষ্ণের ভাণ্ডারে ধন কুবের জিনিয়া।
ত্বরাত্বরি চড়াইল তুলে সব লৈয়া ॥
না হয় কৃষ্ণের সম অপরূপ কথা।
দ্বারকাবাসীর দ্রব্য যার ছিল যথা ॥
শকটে উষ্ট্রেতে বৃষে বহে অনুক্ষণ।
নহিল কৃষ্ণের সম দেখি সর্ব্বজন ॥
পর্ব্বত আকার চড়াইল রত্নগণে।
ভূমি হৈতে তুলিতে নারিল নারায়ণে ॥
দেখি সত্যভামা দেবী করেন রোদন।
ক্রোধমুখে বলেন নারদ তপোধন ॥
উপেন্দ্রাণী বলিয়া বলিস্ এই মুখে।
রত্নে জুখি উদ্ধারিতে নারিলি স্বামীকে ॥
শিশুপ্রায় পুনঃ পুনঃ করিস্ রোদন।
হেন জন হেন ব্রত করে কি কারণ ॥
এবে জানিলাম ধন না পারিবি দিতে।
উঠ বলি নারদ ধরেন কৃষ্ণ হাতে ॥

শুনি সত্যভামা মুখে উড়িল যে ধূলি।
ভূমে গড়াগড়ি যায় সবে মুক্ত চুলী॥
হেনকালে কান্দে সব যাদবী যাদব
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে বলেন উদ্ধব॥
আপনি শ্রীমুখে কহিয়াছেন বার বার।
আমা হৈতে নাম বিনা বড় নাহি আর॥
চিন্তিয়া বলিল সবে মম বোল ধর।
যত রত্ন আছে তুলে ফেলহ সত্বর॥
একৈক ব্রহ্মাণ্ডে যাঁর এক লোমকূপে।
কোন্ দ্রব্য সম করি তৌলিবা তাঁহাকে॥
এত বলি আনি এক তুলসীর দাম।
তাতে দুই অক্ষর লিখিল কৃষ্ণনাম॥
তুলের উপরে দিল তুলসীর পাত।
নাচে হৈল তুলসী উর্দ্ধেতে জগন্নাথ॥
দেখি উল্লাসিতা হৈল সকল রমণী
সাধু সাধু বলিয়া হইল মহাধ্বনি॥
কৃষ্ণনাম গুণের নাহিক বেদে সীমা।
বৈষ্ণব সে জানে কৃষ্ণ নামের মহিমা॥
শ্রীকৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণনাম ধন বড়।
জপহ কৃষ্ণের নাম চিত্ত করি দৃঢ়॥
নাম পত্র লৈয়া মুনি তুষ্ট হৈয়া যান।
সত্যভামা রত্নগণ ব্রাহ্মণে বিলান॥
পারিজাত হরণের এই বিবরণ।
এক্ষণে কহিব তবে সুভদ্রা-হরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে হবে ভবপার॥

সুভদ্রা সহ অর্জ্জুনের গান্ধর্ব্ব বিবাহ।

অতঃপর জিজ্ঞাসিল রাজা জন্মেজয়।
পিতামহ কথা কহ শুনি মহাশয়॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতে।
ভদ্রা পার্থে স্বয়ম্বর হইল যেমতে॥
বলিলেন যদি ইহা বীর ধনঞ্জয়।
সত্যভামা তাহারে কহেন সবিনয়॥
ঔষধ করিবে পার্থ স্ত্রীর এই বিধি
পুরুষ হইয়া তুমি কৈলে কি ঔষধি॥
ভণ্ডতা করিয়া হইয়াছ ব্রহ্মচারী
মহৌষধি শিখিয়াছ ভুলাইতে নারী॥
অর্জ্জুন বলেন স্তুতি করি সত্যভামা।
নিশাশেষ নিদ্রা যাই কর আজি ক্ষমা॥
জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী ব্রহ্মচারী আমি।
তীর্থযাত্রা করি দেশ দেশান্তরে ভ্রমি॥
মিথ্যা অপবাদ কেন দিতেছ আমারে।
শুনিলে আমারে নিন্দা করিবে সংসারে॥
বুঝিয়া পার্থের মন উঠেন ভারতী।
সুভদ্রা বলেন কহ কোথা যাহ সতী॥
সতী বলে আইসহ করিব উপায়।
এত বলি ভদ্রা লৈয়া গেলেন আলয়॥
নানা মায়া জানে মায়াবতী কামপ্রিয়া।
সত্যভামা শীঘ্রগতি আনেন ডাকিয়া॥
গুপ্তেতে কহেন সব ভদ্রার চরিত্র।
রতি বলে ঠাকুরাণী এ কোন্ বিচিত্র॥
জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী পার্থ গর্ব্ব করে।
অস্থিচর্ম্মী অনাহারা পারি মোহিবারে॥
এত বলি সিন্দুর পরায়ে দিল ভালে।
মন্ত্র পড়ি দিল দুই নয়নে কজ্জলে॥
যাহ দেবি এক্ষণে যাইতে পাবে বাট।
হস্ত দিলে ঘুচিবেক দ্বারের কপাট॥
শুনিয়া রতির বাক্য সানন্দ হইয়া।
পুনরপি ভদ্রা তথা উত্তরিল গিয়া॥
হস্ত দিতে কপাটের অর্গল ঘুচিল।
অর্জ্জুন সম্মুখে গিয়া ভদ্রা দাঁড়াইল॥
কে তুমি বলিয়া ক্রোধে উঠিল ফাল্গুনী।
স্ত্রী নহিলে খড়্গেতে কাটিতাম এখনি॥
যাহ শীঘ্র হেথা হৈতে প্রাণ লৈয়া বেগে।
নহিলে নাসিকা কাণ কাটিব যে খড়্গে॥
এত বলি উঠিলেন হাতে লৈয়া ছুরি।
দেখিয়া সুভদ্রা-অঙ্গ কাঁপে থরথরি॥
সিঁথায় সিন্দুর তার নয়নে কজ্জল।
দেখিয়া পড়িল পার্থ হইয়া বিহ্বল॥

হইল পার্থের জ্ঞান কামের হিল্লোলে।
তখনি উঠিয়া তারে করিলেন কোলে॥
আইস আইস বৈস ওহে প্রাণসখি।
তোমার বদন পূর্ণ চন্দ্রমা নিরখি॥
নহি নহি করি ভদ্রা মুখ বস্ত্রে ঢাকে
জাতিনাশ কর কেনে ছাড় ছাড় ডাকে॥
ধনঞ্জয় তোমার কিমত ব্যবহার।
অনূঢ়া কন্যারে কেন কর বলাৎকার॥
বলেন বাহিরে থাকি সত্রাজিতসুতা।
কহ পার্থ গণ্ডগোল কি করিছ হেথা॥
সুভদ্রা বলেন সখী দেখ না আসিয়া।
আমারে অর্জ্জুন বীর ধরে কি লাগিয়া॥
সত্যভামা বলে পার্থ অনূঢ়া এ নারী।
কিমতে ধরহ বলে হৈয়া ব্রহ্মচারী॥
বলদেবসুতা হয় কৃষ্ণের ভগিনী।
কেন হেন কর্ম্ম কর ধার্ম্মিক আপনি॥
বলেন বিনয় বাক্যে পার্থ বীরবর।
অনন্ত নারীর মায়া বুঝিবে কি নর॥
তোমার অশেষ মায়া বিধি অগোচর।
আমি কি বুঝিব নারিলেন দামোদর॥
না জানিয়া তব আজ্ঞা করিনু লঙ্ঘন।
ক্ষমহ তোমার পায় লইনু শরণ॥
অর্জ্জুনের স্তবে তুষ্টা হইয়া ভারতী।
হাসিয়া বলেন ভীত নহ মহামতি॥
যে হইল অর্জ্জুন বুঝিনু তব কর্ম্ম।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ কর আছে ক্ষত্র ধর্ম্ম॥
পাঁচশত সখী মিলি দিল হুলাহুলি।
দোঁহাকার গলে দোঁহে মালা দিল তুলি॥
হেনমতে দোঁহাকার বিবাহ করাইয়া।
সত্যভামা গোবিন্দে কহেন সব গিয়া॥
সত্যভামা বলেন যে আজ্ঞা কৈলে তুমি।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ দিয়া আইলাম আমি॥
কালি প্রাতে কর তুমি বিবাহের কাজ।
দূত পাঠাইয়া আন কুটুম্ব সমাজ॥
অতএব বলি যে বিলম্ব নাহি সয়।
গোবিন্দ বলেন সতী এইমত হয়॥
কিন্তু বলভদ্রের অর্জ্জুনে নাহি প্রীত।
পার্থে দিতে তাহার নহিল মনোনীত॥
সত্যভামা বলিলেন উপায় কি কবা করি।
উপায় করিব বলি বলেন শ্রীহরি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সদা সাধু করে পান॥

অর্জ্জুনের বিবাহে বলরামের অসম্মতি।

প্রভাতে উঠিয়া সবে করে স্নানদান।
একক বসিল সব যাদব প্রধান॥
উগ্রসেন বসুদেব সাত্যকি উদ্ধব।
অক্রুর সারণ গদ মুষলী মাধব॥
প্রসঙ্গ করেন তবে দেব নারায়ণ।
সুভদ্রা দেখিয়া মম স্থির নহে মন॥
বিবাহের যোগ্যা যে অবিবাহিতা থাকে।
অস্পৃশ্য তাহার অন্ন জল বলে লোকে॥
অনূঢ়া কুমারী যদি হয় ঋতুবতী।
উভয়ত সপ্তকুল হয় অধোগতি॥
কুলেতে কলঙ্ক হয় সংসারেতে লাজ।
এ কারণে কন্যা দিতে না করিবে ব্যাজ॥
সপ্তম বৎসরে কন্যা দিলে ফল পায়।
অতঃপর হইতে বিলম্ব না যুয়ায়॥
আমার সম্বন্ধ যোগ্য না দেখি যে আর।
এক চিত্তে লয় মম কুন্তীর কুমার॥
রূপে গুণে কুলে শীলে বলে বলবান।
পার্থ যোগ্য হয় করিয়াছি অনুমান॥
শুনি বসুদেব তাহা করেন স্বীকার।
যে বলেন কৃষ্ণ চিত্তে লইল আমার॥
সাত্যকি বলেন যদি কুলে ভাগ্য থাকে।
তবে ভদ্রা পাইবেন স্বামী অর্জ্জুনকে॥
অর্জ্জুন সমান যোগ্য না দেখি ভূতলে।
ভাল ভাল বলি সবে যাদব সকলে॥
এতেক সবার বাক্য শুনি হলধর।
রক্তচক্ষু করি ক্রোধে করেন উত্তর॥

কেন চিন্তা কর সবে সুভদ্রা কারণে।
তার হেতু বর আমি চিন্তিয়াছি মনে ॥
কৌরবকুলেতে শ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন।
উচ্চকুল বলি সিদ্ধ বিখ্যাত ভুবন ॥
বলে জিনে মত্ত শত সহস্র বারণ।
রূপেতে কন্দর্প জিনে ধরে বৈশ্রবণ ॥
অর্জ্জুনেরে শতাংশ না গণি তার গুণে।
না বুঝিয়া হেনবাক্য বল কি কারণে ॥
দূত পাঠাইয়া দেহ হস্তিনানগর।
দুর্য্যোধনে হেথা নিয়া আসুক সত্বর ॥
শুভদিন করহ করিতে শুভকার্য্য।
রাজগণ আনাইব যত রাজ্য রাজ্য ॥
এই বাক্য যদ্যপি বলেন হলধর।
অধোমুখ হয়ে কেন না দেন উত্তর ॥
কতক্ষণে বলরাম ডাকি দূতগণে।
রাজ্যে নিমন্ত্রণ লিখি দিল জনে জনে ॥
দুর্য্যোধনে লিখিয়া দিলেন সমাচার।
সুসজ্জ হইয়া এস বিভা যে তোমার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম কহে সাধু পিয়ে কর্ণ ভরি ॥

দৈবকী রোহিণী সহ বলরামের কথা।

দিবা অবসান হৈল সন্ধ্যার সময়।
উঠি গেল যদুগণ যার যে আলয় ॥
সত্যভামা জিজ্ঞাসেন গোবিন্দের প্রতি।
বিবাহে বিলম্ব কেন কর প্রাণপতি ॥
গোবিন্দ বলেন সখি কিসের বিবাহ।
পার্থ নাম শুনিয়া রামের জ্বলে দেহ ॥
বলেন যে বর করিয়াছি দুর্য্যোধনে।
দূত পাঠাইলেন তাহার সন্নিধানে ॥
শুনি সত্যভামা হৈয়া চমকিত চিতে।
অধোমুখ করিয়া বসিলেন ভূমিতে ॥
বলিলেন কহ দেব কি হবে এখন।
হৈল এবে সুভদ্রা কারণ ॥
অর্জ্জুন শুনিলে পাছে যায় পালাইয়া।
ভগিনীরে দিবে কিহে অন্য বরে বিয়া ॥
গোবিন্দ বলেন দেবী কেন কর গোল।
করিব উপায় আমি নহ উতরোল ॥
সত্যভামা বলেন বিলম্ব কথা নহে।
কেহ যদি এ কথা রামেরে গিয়া কহে ॥
এই লজ্জা ভয়ে মম হইতেছে কাঁপ।
না দেখাব মুখ আর জলে দিব ঝাঁপ ॥
স্ত্রীলোকেতে জানে যে স্ত্রীলোকের বেদন
শ্বাশুড়ীর অগ্রে আমি করি নিবেদন ॥
এত বলি উঠি গেল দৈবকী সদন।
কহিলেক যতেক সুভদ্রা-বিবরণ ॥
শুন শুন ঠাকুরাণী করি নিবেদন।
কুললজ্জা ভয়ে মম স্থির নহে মন ॥
সুভদ্রা আসক্তা হৈল বীর ধনঞ্জয়ে।
বলিল নহিলে প্রাণ ছাড়িব নিশ্চয়ে ॥
গান্ধর্ব্ব বিবাহ আমি দিলাম দোঁহার।
এবে শুনি এখন হইবে বর আর ॥
শুনিয়া দৈবকী দেবী হইয়া বিস্মিতা।
বলভদ্র গৃহে যান রোহিণী সহিতা ॥
দৈবকী বলেন তাত শুন হলপাণি।
অর্জ্জুনে না দেহ কেন সুভদ্রা ভগিনী ॥
রূপে গুণে কুলে শীলে সকলে বাখান।
কুটুম্বে কুটুম্ব হবে কেন কর আন ॥
রাম বলে জননী না বুঝি কেন কহ।
পাণ্ডবের জন্মকথা সকল জানহ ॥
আমার কুটুম্ব যোগ্য নহে ধনঞ্জয়।
অযোগ্য সম্বন্ধে মাতা সব নষ্ট হয় ॥
এই হেতু দুর্য্যোধনে পাঠাইনু দূত।
নিষ্কলঙ্ক সর্ব্ব যোগ্য হয় কুরুসুত ॥
তিনলোকে বিখ্যাত পাণ্ডব জারজাত।
হেনজনে দিতে চাহ সুভদ্রা কিমত ॥
রোহিণী বলেন তাত সবার বিচার।
তাত ভ্রাতা তোমার যতেক জ্ঞাতি আর ॥
কি হেতু সবার বাক্য করহ হেলন।
দেহ অর্জ্জুনেরে ভদ্রা সবাকার মন ॥

সাধু ধর্ম্মশীল পার্থ গুণী সর্ব্বগুণে।
তারে নাহি দিয়া ভদ্রা দিবা অন্যজনে॥
যে কহ সে কহ তাত ক্রোধ কর তুমি।
কল্য প্রাতে পার্থেরে সুভদ্রা দিব আমি॥
শুনিয়া মায়ের বাক্য কম্পিত অধর
তাম্র দুই চক্ষু হেন জ্বলে বৈশ্বানর॥
বাতুলের বাক্য মত কহিছ বচন।
অন্য হৈলে কোথা তার রহিত জীবন॥
গোবিন্দের কথা যত করিলে স্বীকার।
জাতি কুল গোবিন্দের নাহিক বিচার॥
ভক্তি করি দুই কথা যেইজন কয়।
না বিচারি ভাল মন্দ সেই বন্ধু হয়॥
কল্য তার পুত্রে দুর্য্যোধন দিল সুতা।
নাহিক তিলেক স্নেহ নব কুটুম্বিতা॥
শিষ্য বলি তারে অতি স্নেহ আমি করি
এই হেতু সবে ক্রুদ্ধ তাহার উপরি॥
কার শক্তি দিতে পারে ভদ্রা অর্জ্জুনেরে
যাহ মাতা আর কিছু না বল আমারে॥
এতেক রামার বাক্য শুনিয়া রোহিণী।
উঠি গেল দুইজনে বিষণ্ণ বদনী॥
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল মুনিরাজ শুন।
কৃষ্ণের কোন্ পুত্রে কন্যা দিল দুর্য্যোধন
না কহ আমারে ইহা মুনি কি কারণ।
কহ শুনি মুনিরাজ বড় ইচ্ছা মন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষণার স্বয়ম্বর।

মুনি বলে অবধান কর নৃপবর।
দুর্য্যোধন নৃপতির কন্যা স্বয়ম্বর॥
ভানুমতী গর্ভে জন্ম একই দুহিতা।
রূপে গুণে অনুপমা সর্ব্বগুণান্বিতা॥
ভুবনমোহিনী কন্যা সর্ব্ব সুলক্ষণা।
সে কারণে নাম তাঁর থুইল লক্ষণা॥
যুবতী হইল কন্যা দেখি নরবর।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে কৈল স্বয়ম্বর॥
নিমন্ত্রিয়া আনাইল যত রাজগণে।
পৃথিবীতে নিবাস আছিল যে যে স্থানে
আইল যতেক রাজা কত লব নাম
রূপবন্ত গুণবন্ত কুলে অনুপম॥
সবা কারে দুর্য্যোধন করিল সম্মান।
বসিল নৃপতিগণ যার সেই স্থান॥
নারদের মুখে বার্ত্তা পেয়ে শাম্ববীর।
শুনিয়া কন্যার রূপ হইল অস্থির॥
একেশ্বর রথে চড়ি করিল গমন।
কিমতে পাইব কন্যা চিন্তে মনে মন॥
অলক্ষিতে একান্তে রহিল রথোপরে।
হেনকালে বাহির করিল লক্ষণারে॥
অনুপম মুখ তাঁর জিনি শরদিন্দু।
ঝলমল কুণ্ডল কমল প্রিয়বন্ধু॥
সম্পূর্ণ মিহির জিনি অধর রঙ্গিমা।
ভ্রূভঙ্গ অনঙ্গ চাপ জিনিয়া ভঙ্গিমা॥
দৃষ্টিমাত্র রাজগণ হারায় চেতন।
দেখি জাম্বুবতীসুতে পীড়িল মদন॥
শীঘ্রগতি ধরি তারে তুলিলেক রথে।
চালাইয়া দিল রথ দ্বারকার পথে॥
ধর ধর বলিয়া ধাইল সেনা সব।
নানা অস্ত্র লৈয়া ধায় যতেক কৌরব॥
কৃষ্ণের নন্দন শাম্ব কৃষ্ণের সমান।
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ এড়ে দিব্য বাণ॥
কাটিল অনেক সৈন্য চক্ষুর নিমিষে।
নাহিক ভ্রূভঙ্গ বীর যুঝে অনায়াসে॥
হস্তী অশ্ব রথ রথী পড়ে সারি সারি।
যতেক মারিল যুদ্ধে লিখিতে না পারি
ভয়েতে সম্মুখে তার কেহ নাহি রয়।
ক্রোধে আগু হৈয়া বলে সূর্য্যের তনয়
বালক হইয়া তোর এত অহঙ্কার।
কন্যা হরি লৈয়া যাস্ অগ্রেতে আমার
প্রতিফল ইহার পাইবি এইক্ষণে।
এত বলি কর্ণবীর এড়ে অস্ত্রগণে॥

ইন্দ্রজাল অস্ত্র এড়ে সূর্য্যের নন্দন।
বিনাশিতে নারি শাম্ব পড়িল বন্ধন॥
ধরিল ধরিল চোরে বলি শব্দ হৈল।
কাট লৈয়া বলিয়া নৃপতি আজ্ঞা দিল॥
আজ্ঞা লঙ্ঘে এই চোর আমার অগ্রেতে।
দক্ষিণ মশানে লৈয়া কাট মম মতে॥
নৃপতির আজ্ঞা পেয়ে ধায় দুঃশাসন।
অনেক মারিয়া নিল করিয়া বন্ধন॥
কর্ণ প্রতি জিজ্ঞাসিল রাজা দুর্য্যোধন।
চিনিলা কি এই চোর কাহার নন্দন॥
কর্ণ বলে মহারাজ এত গর্ব্ব কার।
চোর পুত্র বিনা চুরি কে করিবে আর॥
শুনি দুর্য্যোধনের কাঁপিছে কলেবর।
কড়মড় দশন কচালে করে কর॥
গোকুলে বাড়িল গোপের অন্ন খাইয়া।
ক্ষত্রকুলে কেহ কন্যা নাহি দেয় বিয়া॥
চুরি করি সব ঠাঁই এই মত লয়।
সহজে চোরের জাতি কিবা লাজ ভয়॥
সর্ব্বত্র করিয়া চুরি বাড়িয়াছে মন।
নাহি জানে দুরন্ত এ যমের সদন॥
সভাতে এমন লজ্জা দিলেক আমায়।
কাট লৈয়া চোরেরে বিলম্ব না যুয়ায়॥
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
কে চোর বলিয়া বলে ধর্ম্মের নন্দন॥
দুর্য্যোধন বলে যুধিষ্ঠির মহারাজ।
তোমার কি অগোচর সেই চোররাজ॥
ভাই ভাই বলি যারে বলহ আপনি।
গোকুলে করিল চুরি গোকুলকামিনী॥
বিদর্ভে করিল চুরি ভীষ্মক-দুহিতা।
পুত্রকাম কৈল চুরি বজ্রনাভসুতা॥
পৌত্র চুরি করিলেক বাণের নন্দিনী।
তিন পুরুষ চোর এত বিখ্যাত ধরণী॥
শুনিয়া বিষণ্ণ মুখ হৈল ধর্ম্মরাজ।
কৃষ্ণনিন্দা শুনিয়া দুঃখিত হৃদিমাঝ॥
ধর্ম্ম বলিলেন ভাই না হয় উচিত।
গোবিন্দে না নিন্দ ইহা সবার বিদিত॥
যে পারে করিতে চুরি সেই করে চুরি।
কাহার শকতি কৃষ্ণে কি করিতে পারি॥
দুর্য্যোধন বলে ভাল বল ধর্ম্মরাজ।
যাহা হৈতে আমার ভুবনে হৈল লাজ॥
মম কন্যা চুরি করি লয় দুরাচার।
তারে নিন্দা করিতে এ উত্তর তোমার॥
যুধিষ্ঠির কন কন্যা কে করিল চুরি।
আন দেখি তাহারে চিনিতে যদি পারি॥
দুর্য্যোধন বলে চোরে কোন্ কর্ম্ম হেথা।
যে কেহ হউক শীঘ্র কট তার মাথা॥
যুধিষ্ঠির বলে যদি কৃষ্ণের নন্দন।
তারে কাটি ভাল কি হইবে দুর্য্যোধন॥
কৃষ্ণ বৈরী হৈলে ভাই রক্ষা আছে কার।
কুরুকুলে বাতি দিতে না থাকিবে আর॥
দুর্য্যোধন বলে যদি তুমি ডরাইলে।
ইন্দ্রপ্রস্থে যাহ প্রাণ লয়ে এইকালে॥
এক্ষণে শরণ গিয়া লহ কৃষ্ণ ঠাঁই।
মারিব চোরেরে আমি কারে না ডরাই॥
দুর্য্যোধন বাক্য যে শুনিয়া বৃকোদর।
পাইয়া জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা ধাইল সত্বর॥
মশানেতে দুঃশাসন ধরি শাম্বচুলে।
কাটিবারে হস্তে বীর খড়্গ চর্ম্ম তোলে॥
বায়ুবেগে বৃকোদর উত্তরিল গিয়া।
হাত হৈতে খড়্গ চর্ম্ম লইল কাড়িয়া॥
তাহাতে বলিল তোর কিমত বিচার।
কাটিবারে আনিয়াছ কৃষ্ণের কুমার॥
ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা কৈল লইতে বাহুড়ি।
এত বলি ছিঁড়িল যে বন্ধনের দড়ি॥
হাতে ধরি কোলে করি লইল শাম্বেরে।
শাম্ব দেখি যুধিষ্ঠির কহেন সাদরে॥
জাম্বুবতী নন্দন যে বৎসল আমার।
চুম্বিয়া নিলেন কোলে ধর্ম্মের কুমার॥
দেখি ক্রোধে দুর্য্যোধন কাঁপে থর থরে।
দেখ দেখ বলিয়া বলয়ে সবাকারে॥
দেখ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আপন বিদিত।
নিরন্তর কহ যে পাণ্ডব তব হিত॥

কুলের কলঙ্ক যেই অধর্ম্ম আচার।
হেনজনে মারিতে সহায় হৈলে তার॥
যুধিষ্ঠির বলে ভাই দেখ দুর্য্যোধন।
এইরূপ সভামধ্যে আছে কোন্ জন॥
যদু মহাকুলে জন্ম কৃষ্ণের কুমার।
কৃষ্ণপুত্রে দিবে কন্যা কুলের আমার॥
ইহারে না দিয়া কন্যা আর কারে দিবা
বর পূর্ব্বা হৈলা কন্যা কলঙ্ক হইবা॥
কে আর করিবে বিভা পৃথিবীমণ্ডলে
সভাতে দেখিল শাম্বে করিলেন কোলে॥
দুর্য্যোধন বলয়ে তোমার নাহি দায়।
এইমত গৃহে পাছে রাখিব কন্যায়॥
মারিব দুষ্টেরে তুমি ছাড় শীঘ্রগতি।
ভীম বলে দুর্য্যোধন ছন্ন হৈল মতি॥
কি দেখিয়া এত গর্ব্ব হইল তোমার।
কৃষ্ণপুত্রে মারিবে যে অগ্রেতে আমার॥
কে আসে আসুক দেখি তাহার বদন।
গদাঘাতে পাঠাইব যমের সদন॥
এত বলি গদা লৈয়া বীর বৃকোদর।
অবিরত ঘুরায় যে মস্তক উপর॥
ভীমের বচন শুনি দুর্য্যোধন ক্রোধে।
কাড়ি লহ বলি আজ্ঞা দিল সব যোধে॥
দুর্য্যোধন আজ্ঞাতে যতেক সহোদর।
হাতে গদা করি সব ধাইল সত্বর॥
ভীষ্ম দ্রোণ কহে দাঁড়াইয়া মধ্যস্থানে।
আপনা আপনি তাত দ্বন্দ্ব কর কেনে॥
বন্দী করি রাখ শাম্বে আমার গৃহেতে।
বুঝিয়া ইহার দণ্ড করিব পশ্চাতে॥
দুর্য্যোধনে বলে তাত কৃষ্ণের এ সুত।
শ্রুতমাত্র যদুবলে আসিবে অচ্যুত॥
ইহারে এক্ষণে যদি প্রাণেতে মারিবে।
গোবিন্দ করিলে ক্রোধ অনর্থ হইবে॥
যুদ্ধ করি গোবিন্দে করিবে পরাজয়।
তবেত মারিব এরে ঘরেতে আছয়॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন ভাল ভাল বলি।
দুর্য্যোধন বলে দেহ চরণে শিকলি॥
চরণে নিগড় দিয়া নিল গুরু দ্রোণ।
নিজ নিজ গৃহে সবে করিল গমন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

শাম্বের বন্ধন সংবাদ লইয়া নারদের গমন।

বন্ধনে রহিল শাম্ব কৃষ্ণের নন্দন।
বার্ত্তা দিতে চলেন নারদ তপোধন॥
কহেন গোবিন্দ প্রতি গদগদ কথা।
শুনহ গোবিন্দ শাম্ব পুত্রের বারতা॥
দুর্য্যোধন দুহিতার স্বয়ম্বর কালে।
স্বয়ম্বর স্থানে তারে শাম্ব হরি নিলে॥
যুদ্ধ করি বন্দী তারে কৈল ইন্দ্রজালে।
কতেক কহিব দেব যতেক মারিলে॥
কাটিতে লইয়া গেল দক্ষিণ মশানে।
যুধিষ্ঠির রাখিলেন দিয়া ভর্ৎসনে॥
অনেক করিল দ্বন্দ্ব তাহার সহিতে।
বদ্ধ করি রাখিয়াছে ভীষ্মের গৃহেতে॥
ক্ষুধায় আকুল শাম্ব আর নানা ক্লেশ।
বিবিধ অস্ত্রের ঘাতে প্রাণমাত্র শেষ॥
তোমারে যতেক গালি দিল দুর্য্যোধন।
আমি কি কহিব সব করিবা শ্রবণ॥
শুনি কৃষ্ণ হইলেন ক্রোধেতে অস্থির।
সেইক্ষণে যদু-সৈন্য হইল বাহির॥
এত সব বৃত্তান্ত শুনিয়া হলধর।
দুর্য্যোধন হেতু তাপ করেন বিস্তর॥
ক্রোধে যাইতেছে কৃষ্ণ সাজি সৈন্যগণে।
সবংশেতে মারিবেন আজি দুর্য্যোধনে॥
এত চিন্তি আপনি রেবতীপতি গিয়া।
শ্রীপতিরে কহিলেন বিনয় করিয়া॥
তুমি তথাকারে যাবে কিসের কারণ।
আমি গিয়া পুত্রবধূ আনিব এক্ষণ॥
ইত্যাদি অনেকবিধ কৃষ্ণে বুঝাইয়া।
আপনি গেলেন রাম কৃষ্ণেরে রাখিয়া॥

হস্তিনানগরে রাম হৈয়া উপনীত।
দুর্য্যোধনে দূত পাঠাইলেন ত্বরিত ॥
না বুঝিয়া দুর্য্যোধন এ কর্ম্ম তোমার।
বন্ধ করি রাখ গৃহে কৃষ্ণের কুমার ॥
যে হইল দোষ ক্ষমিলাম তোমারে।
পুত্রবধূ আনি দেহ আমার গোচরে ॥
এত শুনি দুর্য্যোধন দূতের বচন।
ক্রোধে থরহরি অঙ্গ করয়ে গর্জ্জন ॥
যে বাক্য বলিল আমি গুরু বলি মানি।
অন্য হৈলে সেইজন দেখিত এখনি ॥
পাঠাইল পুত্রে হেথা চুরি কর গিয়া।
এবে বলে পুত্রবধূ দেহ পাঠাইয়া ॥
কে পুত্রবধূকে তার দিবে পাঠাইয়া।
লজ্জা নাই তেঁই হেন পাঠায় কহিয়া ॥
যাহ দূত কহ গিয়া এ বাক্য আমার।
ভালে ভালে নিজ গৃহে যাহ আপনার ॥
দূত গিয়া কহিল সকল বিবরণ।
শুনি ক্রোধে হলধর কম্পিত নয়ন ॥
ক্রোধে হলী মূষল নিলেন তুলে হাতে।
লাফ দিয়া রথ হৈতে পড়েন ভূমিতে ॥
ক্রোধে থরথর অঙ্গ পদ নাহি চলে।
ধরণীতে লাঙ্গল দিলেন সেই স্থলে ॥
রাজা প্রজা পাত্র মিত্র সহিত সকলে।
নগর সহিত যেন পড়ে গঙ্গাজলে ॥
হস্তিনানগর পঞ্চ যোজন বিস্তার।
রামের লাঙ্গলে উঠে হইয়া বিদার ॥
দেখি হাহাকার শব্দ হইল নগরে।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় সবে রামের গোচরে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর বিদুর সুমতি।
শত ভাই দুর্য্যোধন পাণ্ডব প্রভৃতি ॥
করযোড়ে করুণ বচনে করে স্তুতি।
রক্ষা কর বলরাম রেবতীর পতি ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
অনাদি অনন্ত তুমি ব্যাপ্ত চরাচর ॥
তুমি ক্রোধী হৈলে ভস্ম হইবে সংসার।
তোমার ক্রোধেতে এ হস্তিনা কোন্ছার ॥
যুবা বৃদ্ধ শিশু গো ব্রাহ্মণ নারীগণ।
বিশেষ তোমার বধূ আছয়ে লক্ষ্মণ ॥
ক্ষমা কর কৃপাময় পড়ি যে চরণে।
এইবার রাখ প্রভু দয়া করি মনে ॥
এতেক সবার স্তুতি শুনি বলরাম।
রাখিলেন লাঙ্গল হইল ক্রোধ শাম ॥
ততক্ষণ দুর্য্যোধন শাম্বেরে লইয়া।
নানা অলঙ্কার অঙ্গে ভূষণ করিয়া ॥
লক্ষণার সহিত লইয়া দোঁহা রথে।
বিবিধ যৌতুক দিল রামের অগ্রেতে ॥
দেখিয়া সানন্দ হৈয়া রেবতীরমণ।
পুত্রবধূ ও শাম্বে লয়ে করে গমন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সাধু করে পান ॥

সুভদ্রার বিবাহ কারণ সত্যভামার মহাচিন্তা।

মুনি বলে অবধান করহ নৃপতি।
রামবাক্য শুনি দোঁহে হৈল দুঃখমতি ॥
অধোমুখে বসিলেন দৈবকী রোহিণী।
সতী বলে সর্ব্বনাশ হৈল ঠাকুরাণী।
না দিলে মরিবে পার্থ মারিবেক ক্রোধে।
আর কত মরিবেক তা সহ বিরোধে ॥
মরিবে অনেক লোক সুভদ্রা কারণ।
এক্ষণে না হয় কেন সুভদ্রা-মরণ ॥
গরল খাউক কিম্বা প্রবেশুক জলে।
সকল অনিষ্ট খণ্ডে সুভদ্রা মরিলে ॥
আমি তার সহ করি জলেতে প্রবেশ।
সংসারেতে লোকলজ্জা স্ত্রীবধ বিশেষ
এতেক ভাবিয়া দেবী ব্যাকুল পরাণ।
পুনঃ উঠি যান সতী গোবিন্দের স্থান ॥
দৈবকী রোহিণীদেবী কহিলেন যত।
গোবিন্দে করান দেবী তাহা অবগত ॥
গোবিন্দ বলেন প্রিয়ে ভয় কি তোমার।
উপায় করিব ইথে সে ভার আমার ॥

দূত পাঠাইয়া আন তুমি ধনঞ্জয়
সতী বলে আমি যাই দূতকর্ম্ম নয় ॥
একাকিনী যান সতী পার্থের সদন।
দেখেন সুভদ্রা সহ আছেন অর্জ্জুন ॥
সত্যভামা বলেন কি নিশ্চিন্ত আছহ।
এতেক প্রমাদ পার্থ তুমি না জানহ ॥
পার্থ বলিলেন দেবী কিসের প্রমাদ।
যাহার সহায় দেবী তব যুগ্মপাদ ॥
পার্থেরে লইয়া সতী যান কৃষ্ণস্থান।
হস্তে ধরি পালঙ্কে বসান ভগবান্ ॥
গোবিন্দ বলেন সখে কর অবধান।
পিতৃ আজ্ঞা তোমারে সুভদ্রা দিতে দান
লাঙ্গলী বলেন আমি দিব দুর্য্যোধনে।
এত বলি দূত পাঠাইল সেই স্থানে ॥
কি হইবে কহ সখা উপায় ইহার।
শুনি হাসি বলিলেন কুন্তীর কুমার ॥
এই কথা হেতু সখা চিন্তা কেন মনে।
তোমার প্রসাদে আমি জিনি ত্রিভুবনে ॥
মৃত্যুপতি মৃত্যুঞ্জয় ইন্দ্রে নাহি ডরি।
কামপাল কত শক্তি ধরেন শ্রীহরি ॥
দাণ্ডাইয়া আপনি দেখুন হলধর।
সুভদ্রা লইয়া যাব সবার গোচর।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন।
লুকাইয়া ভদ্রা লয়ে করহ গমন ॥
মম রথে চড়ি যাহ মৃগয়ার ছলে।
সুভদ্রা পাঠাব আমি স্নান-হেতু জলে ॥
সেই রথে লয়ে তুমি করিবা গমন।
পশ্চাতে করিব শান্ত রেবতীরমণ ॥
এতেক বলেন যদি দৈবকীকুমার।
অর্জ্জুন বলেন দেব যে আজ্ঞা তোমার ॥
হেনমতে বিচার করিয়া দুইজন।
নিজগৃহে চলিলেন করিতে শয়ন
প্রভাতে উঠিয়া পার্থ করি স্নানদান।
কি করিব বসিয়া করেন অনুমান ॥
এতেক অনর্থ হবে রাম সহ রণ।
কিছু না জানেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন ॥
এত চিন্তি ইন্দ্রপ্রস্থে দূত পাঠাইয়া।
লিখিলেন সমস্ত বৃত্তান্ত বিবচিয়া ॥
আমাকে সুভদ্রা দিতে কৃষ্ণের মানস।
কামপাল হইলেন তাহাতে বিরস ॥
তাহে কৃষ্ণ বলিলেন লহ লুকাইয়া।
ইহার বিহিত আজ্ঞা দেহ পাঠাইয়া ॥
শুনিয়া বলেন তবে ধর্ম্মের নন্দন।
পাণ্ডবের সখা বল বুদ্ধি নারায়ণ ॥
তিনি কহিলেন যাহা করিবে সে কাজ।
শুনি পার্থ সানন্দ হৈলেন হৃদিমাঝ ॥
হেনমতে সপ্তনিশা গত হয় তথা।
হেথা দুর্য্যোধন রাজা শুনিল বারতা ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী হরিষ সর্ব্বজন।
কৃষ্ণের ভগিনীপতি হবে দুর্য্যোধন ॥
দেশ দেশ হইতে আনায় বন্ধুগণ।
বিবাহ সামগ্রী হেতু করে নিয়োজন ॥
স্থানে স্থানে বসি সব করেন বিচার।
দুর্য্যোধনে পাণ্ডবের ভয় নাহি আর ॥
পাণ্ডবের সহায় কেবল নারায়ণ।
দুর্য্যোধনের আত্মবন্ধু হৈল এখন ॥
কেহ বলে কৃষ্ণের কুটুম্বে নাহি প্রীত।
তাঁর নাহি পরাপর ভক্তজন হিত ॥
দুর্য্যোধনে অপ্রীত গোবিন্দ মহাশয়।
এমত হইবে কর্ম্ম মনে নাহি লয় ॥
দূতস্থানে জিজ্ঞাসিল সব বিবরণ।
সকল বৃত্তান্ত দূত কহিল তখন ॥
দ্বারকাতে আছেন অর্জ্জুন কুন্তীসুত।
তাহারে সুভদ্রা দিব বলেন অচ্যুত ॥
পাণ্ডবে অপ্রীত রাম না করি স্বীকার।
দুর্য্যোধনে দিব বলে রোহিণীকুমার ॥
গোবিন্দের চিত্ত নহে দুর্য্যোধনে দিতে।
না হয় নির্ণয় কিছু যা হয় পশ্চাতে ॥
ভীষ্ম বলে দুর্য্যোধন পাবে লজ্জামাত্র।
যে কেহ করুক বিভা মোরা বরযাত্র ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দুর্য্যোধনের বরবেশে দ্বারকায় গমন।

দুর্য্যোধন দূত পাঠাইল ধর্ম্মস্থানে।
সকলে আসিবা মম বিবাহ কারণে॥
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিস্ময় অন্তর।
সহদেবে ডাকি জিজ্ঞাসেন নরবর॥
অর্জ্জুন লিখিল পূর্ব্বে ভদ্রা বিবরণ।
দুর্য্যোধন নিমন্ত্রণ লিখিল এক্ষণ॥
অনর্থের প্রায় কথা লয় মম মনে।
কহ সহদেব ইথে হইবে কেমনে॥
সহদেব বলেন শুনহ নরনাথ।
সুভদ্রার বিবাহ হইল দিন সাত॥
সত্যভামা বিবাহ দিলেন লুকাইয়া।
হরির আজ্ঞায় বলরামে না কহিয়া॥
রামের বাসনা ভদ্রা দিতে দুর্য্যোধনে।
দুর্য্যোধন যাইতেছে রামের বচনে॥
ইহার উচিত বিধি করিবা আপনি।
তার হেতু চিন্তিত না হৈবে নৃপমণি॥
যুধিষ্ঠির বলেন এ লজ্জার বিষয়।
আমার যাইতে তথা উচিত না হয়॥
না গেলে হইবে দুঃখী রাজা দুর্য্যোধন।
আপনি সসৈন্যে ভীম করহ গমন॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বীর বৃকোদর।
পাঁচ অক্ষৌহিণী দলে চলেন সত্বর॥
আনন্দেতে দুর্য্যোধন বরবেশ ধরে।
রত্নময় চতুর্দ্দোলে আরোহণ করে॥
দুর্য্যোধন বেশ দেখি ভীমে হৈল ক্রোধ
ডাকিয়া বলেন তোরা সবাই অবোধ॥
এথা হৈতে দ্বারাবতী আছে দূরদেশ।
এই স্থানে কি হেতু করিলা বরবেশ॥
দুঃশাসন বলে কহ কি দোষ ইহাতে।
দেখিতে না পার যদি আইস পশ্চাতে।
ভীম বলে ভাল মন্দ বুঝিবা হে শেষে।
কোন্ কন্যা বিবাহিতে যাহ বরবেশে॥
তোমার নিকটে দূত পরশ্ব আইল।
সুভদ্রা বিবাহ আজি সপ্তাহ হইল॥
অকারণ সভামধ্যে গিয়া পাবে লাজ
তেঁইত বলিনু বরবেশে নাহি কাজ॥
পিছে কেন যাব আমি যাই তব আগে।
এত বলি সসৈন্যে চলিল বীর বেগে॥
বিস্মিত শকুনি কর্ণ দুর্য্যোধন শুনি।
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর করেন কাণাকাণি॥
দুঃশাসন বলে যে বলিল বৃকোদর।
সত্য হেন লাগে প্রায় আমার অন্তর॥
না জান কি ভীমের যেমন বুদ্ধি খল।
বরবেশ দেখি আত্মা হইল বিকল॥
এত বিচারিয়া সবে করিল গমন।
তিন দিনে গেল পথ শতেক যোজন।
দুর্য্যোধন রাজা তবে করিয়া যুকতি।
পত্র লিখি দূত পাঠাইল শীঘ্রগতি॥
রোহিণী নক্ষত্র শেষ অক্ষয় তৃতীয়া।
দ্বিতীয় প্রহরে কল্য উত্তরিব গিয়া॥
করহ কন্যার অধিবাস আজ রাতি।
কালি রাত্রে শ্রেষ্ঠ লগ্ন বৈবাহিক তিথি॥
দূত গিয়া দিল পত্র মূসলীর হাতে।
পত্র পড়ি বলরাম কহেন সভাতে॥
করহ ভদ্রার গন্ধ অধিবাস আজি।
নিকটে আইল রাজা দুর্য্যোধন সাজি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অর্জ্জুনের সুভদ্রা হরণ।

বলভদ্রের আজ্ঞা পাইয়া নারীগণ।
পিঠালি হরিদ্রা লৈয়া কৈল উদ্বর্ত্তন॥
তৈল আমলকী গন্ধ মাখিল কুন্তলে।
স্নান করিবারে গেল সরস্বতী কূলে॥
কৃষ্ণের ইঙ্গিত পেয়ে দেবী সতবতী।
ভদ্রা লৈয়া গেল সহ অনেক যুবতী॥
অর্জ্জুনেরে ডাকিয়া বলেন নারায়ণ।
শুনিলে অর্জ্জুন কি আইল দুর্য্যোধন॥
আজি অধিবাস হেতু রাম আজ্ঞা দিল।
সেই হেতু সরস্বতীকূলে ভদ্রা গেল॥

মৃগয়ার ছলে চড়ি যাহ মম রথে
সুভদ্রা লইয়া তুমি যাহ সেই পথে ॥
দারুকে ডাকিয়া কৃষ্ণ বলেন ইঙ্গিতে।
অর্জ্জুনে লইয়া তুমি যাহ মম রথে ॥
যা কহিবে অর্জ্জুন না করিহ অন্যথা।
যথায় বলিবে পার্থ লৈয়া যাবে তথা ॥
পাইয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা দারুক সত্বর।
সাজায়ে আনিল রথ অর্জ্জুন গোচর ॥
সুসজ্জ হইয়া পার্থ লৈয়া ধনুঃশরে।
খড়্গ ছুরি গদা শূল চক্র লৈয়া করে ॥
কৃষ্ণরথে আরোহণ করি মহাবীর।
চালাইয়া দেন রথ সরস্বতী-তীর ॥
যথা ভদ্রা করে স্নান নারীগণ মাঝে।
ধীরে ধীরে অর্জ্জুন চলেন পদব্রজে ॥
ধরিয়া ভদ্রারে তুলি চড়াইল রথে।
চালাইয়া দেন রথ ইন্দ্রপ্রস্থ পথে ॥
হাহাকারে ডাকিল যতেক কন্যাগণ।
সুভদ্রা হরিয়া লয় কুন্তীর নন্দন ॥
শব্দ শুনি বেগে ধায় সভাপাল সব।
ধর ধর বলি ডাকে আরে রে পাণ্ডব ॥
আরে পার্থ মতিচ্ছন্ন হইল তোমারি।
কেমন সাহস তোর হেন গৃহে চুরি ॥
না পলাহ বলি তার পাছেতে ডাকিল।
শৃগালের শব্দে যেন সিংহ নেউটিল ॥
ধনুগুর্ণ টঙ্কারিয়া করি শরজাল।
নিমেষে কাটেন তিন লক্ষ সভাপাল ॥
সভাপালে মারিয়া চালাইলেন রথ।
নিমেষে গেলেন পার্থ দশ ক্রোশ পথ ॥
সুভদ্রা হরিল বার্ত্তা শুনিয়া শ্রবণে।
চতুর্দ্দিকে ধাইয়া আইল সর্ব্বজনে ॥
কেহ স্নানে কেহ দান ভোজন শয়নে।
যে যথা আছিল ত্যজি ধায় সর্ব্বজনে ॥
চড়িতে তুরঙ্গ রথ না হইল কাল।
ক্রোধভরে বাহির হইল কামপাল ॥
ক্রোধে বলভদ্রের কাঁপয়ে করপদ।
যুগল নয়ন যেন স্ফুট কোকনদ ॥
ধর ধর বিনা শব্দ নাহি কার মুখে
ধর গিয়া বলি বলে যারে আগে দেখে ॥
কামদেব সাজিয়া চলিল নীলধ্বজে।
সাত কোটি রথ সঙ্গে নব কোটি গজে ॥
ধর গিয়া বলি আজ্ঞা করিলেন রাম।
সবার অগ্রেতে গিয়া উত্তরিল কাম ॥
সারণ আইল সঙ্গে রথ কোটী সাতে।
গজ অশ্ব পদাতিক নানা অস্ত্র হাতে ॥
গদ শাম্ব আইল লইয়া বহু সেনা।
পাইয়া রামের আজ্ঞা যায় সর্ব্বজনা ॥
ধর গিয়া বলি আজ্ঞা দেন হলধর।
সসৈন্যে সারণ বীর চলিল সত্বর ॥
ক্রোধে বলভদ্র তনু কাঁপে থর থর।
ফুলিয়া হইল তনু যেমন মন্দর ॥
রাম বলে এত গর্ব্ব পাণ্ডবের হৈল।
শ্বা হইয়া যজ্ঞহবি খাইতে ইচ্ছিল ॥
যে পুরে সূর্য্যেন্দু বায়ু তেজ মন্দ বয়।
যে পুরে আসিতে শক্তি শমনের নয় ॥
হের দেখ মতিচ্ছন্ন হৈল দুরাচার।
চুরি করি লৈয়া যায় ভগিনী আমার ॥
এই দোষে তোরে আজি মারিব সমূলে।
বাতি দিতে না রাখিব পাণ্ডবের কুলে ॥
তাহারে মারিব যে হইবে তার অংশে।
পৃথিবী খুঁজিয়া আজি মারিব সবংশে ॥
ইন্দ্রপ্রস্থ মাটী আজি তাড়িয়া লাঙ্গুলে।
ফেলাইয়া দিব লয়ে সমুদ্রের জলে ॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ পঞ্চানন।
কার শক্তি মম শক্র করিবে রক্ষণ ॥
জানি আমি পাণ্ডবের অতি মন্দ রীতি।
না জানিয়া কৃষ্ণ তার সহ কৈল প্রীতি ॥
অন্তঃপুরে দেয় তারে রহিবারে স্থান।
নহে কেন এতেক হইবে অপমান ॥
যত স্নেহ করিনু শুধিল তার গুণ।
ভগিনী হরিয়া মুখে দিল কালি চুণ ॥
প্রতিফল ইহার পাইবে দুষ্ট আজি।
এত বলি বাহির হইল রাম সাজি ॥

বামেতে লাঙ্গল ধরি দক্ষিণে মুষল।
বজ্রহস্তে শোভা যেন করে আখণ্ডল॥
কৃষ্ণে ডাক বলি দূতে দেন পাঠাইয়া।
সে প্রিয় সখার কর্ম্ম দেখুক আসিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশী কহে সাধুজন সদা করে পান॥

যাদবগণের অর্জ্জুনের পশ্চাদ্ধাবন।

গদ শাম্ব চারুদেষ্ণ সাত্যকি সারণ।
চালাইয়া দিল রথ পবন গমন॥
না পলাও শুন পার্থ ডাকে যদুগণ।
শুনিয়া দারুক প্রতি বলেন অর্জ্জুন॥
ফিরাও দারুক রথ ডাকে ক্ষত্রগণে।
না দিয়া প্রবোধ তারে যাইব কেমনে॥
দারুক বলিল পার্থ কহ কি অদ্ভুত।
গোবিন্দ অধিক দেখ গোপালের সুত॥
এ কর্ম্মে আমার শক্তি নহে কদাচন।
পলাইতে যথা চাহ বলহ এক্ষণ॥
যথা আজ্ঞা কর রথ লইব সত্বর।
ইন্দ্রপ্রস্থে লৈব কিম্বা ইন্দ্রের নগর॥
কুবের বরুণ যম ইন্দ্রের সদন।
যথায় কহিবা রথ লইব এখন॥
কেবল না পারি আমি রথ ফিরাইতে।
কিমতে করাব যুদ্ধ যাদব সহিতে॥
কৃষ্ণপুত্রে প্রহারিবা চড়ি এই রথে।
মম শক্তি নহিবে তুরঙ্গ চালাইতে॥
পার্থ বলে দারুক এ নহে ব্যবহার।
যুদ্ধ হেতু ডাকিতেছে পশ্চাতে আমার॥
নহে ক্ষত্রধর্ম্ম আমি যাইব ছাড়িয়া
বিশেষ আমার পাছে আইল তাড়িয়া॥
হেন অপযশ মম ঘুষিবে ভুবনে।
শৃগালের প্রায় যাব কি কাজ জীবনে॥
কৃষ্ণপুত্র বা কৃষ্ণ আপনি যদি আসে।
কিম্বা যুধিষ্ঠির ভীম সমরে প্রবেশে॥
যুদ্ধ হেতু আমারে ডাকিবে ক্ষত্র হৈয়া।
যে হউক সংগ্রাম করিব বাহুড়িয়া॥
নিশ্চয় জানিনু তুমি যদুকুল হিত।
নারিবে সারথি কর্ম্ম করিতে উচিত॥
অবিশ্বাস তোমাতে বিশেষ রণস্থলী।
ফেলহ প্রবোধবাড়ি ছাড় কড়িয়ালি॥
চালাইব রথ আমি করিব সমর।
এত বলি ছড়ি কাড়ি লইল সত্বর॥
পাশ অস্ত্রে দারুকেরে রাখিয়া বন্ধনে।
বান্ধিলেন রথস্তম্ভে আপন দক্ষিণে॥
এক পদে কড়িয়ালি আর পদে বাড়ি।
ধনুর্গুণ টঙ্কারি রহিলেন বাহুড়ি॥
ভদ্রা বলে মহাবীর এত কষ্ট কেনে।
আজ্ঞা কর আমারে চালাই অশ্বগণে॥
এই রথে সত্যভামা রুক্মিণীর সঙ্গে।
সারথি হইয়া আমি চালাতাম রঙ্গে॥
এত বলি কড়িয়ালি বাড়ি নিয়া হাতে।
আদিত্যমণ্ডলে চালাইয়া দিল রথে॥
তথা হৈতে চালাইয়া দিল অশ্ববর।
রথের চঞ্চল গতি অতি মনোহর॥
প্রদক্ষিণ করিয়া সকল সৈন্যগণ।
সৈন্যমধ্যে ভ্রমে যেন নর্ত্তকী খঞ্জন॥
বিদ্যুৎবরণী ভদ্রা পার্থ জলধর।
বিদ্যুতের প্রায় পৈশে মেঘের ভিতর॥
অনেক মারেন সৈন্য পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কোটি কোটি রথী পড়ে অসংখ্য কুঞ্জর॥
রক্তে নদী বহে সব রক্তেতে সাঁতারে।
কালরূপ দেখি পার্থে ভঙ্গ দিল ডরে॥
কামদেব সারণ বিচারি মনে মন।
রামের নিকটে দূত করিল প্রেরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

বলরামের নিকট অর্জ্জুনের রণজয় সংবাদ।

সসৈন্যে বাহির হইলেন বলরাম।
হেনকালে দূত গিয়া করিল প্রণাম ॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে কহে বার্ত্তা কান্দিতে কান্দিতে
নাহি আর রক্ষা প্রভু অর্জ্জুনের হাতে ॥
সুভদ্রা চালায় রথ না পাই দেখিতে।
কখন আকাশে উঠে কখন ভূমিতে ॥
যুদ্ধ করে পার্থ সব সৈন্যের সম্মুখে।
কোন্ ঠাঁই থাকে তাহা কেহ নাহি দেখে॥
নানাবর্ণ ধনঞ্জয় অস্ত্রগণ ফেলে।
অগ্নি অস্ত্রে কোথায় পোড়ায় দাবানলে ॥
সেই সে সবারে মারে কেহ তারে নারে।
যতেক মারিল সৈন্য কে কহিতে পারে ॥
তার যুদ্ধ দেখিয়া হইল চমৎকার
বার্ত্তা দিতে পাঠাইল যতেক কুমার ॥
মুষলী বলেন দূত কহ সত্যকথা।
এমত তুরঙ্গ রথ পাইল সে কোথা ॥
দূত বলে যাদবেন্দ্র কহিবারে ভয়।
গোবিন্দের রথোপরে সুগ্রীবাদি হয় ॥
সারথি দারুক বান্ধা আছে বসি রথে।
সুভদ্রা চালায় রথ দেখিনু সাক্ষাতে ॥
দূতমুখে বলভদ্র শুনি এত কথা।
ভূমিতলে বসিলেন হৈয়া হেঁটমাথা ॥
যদুগণে চাহি বলে রাম দুঃখমনে।
গোবিন্দ সারথি দিল অশ্ববর যানে ॥
অর্জ্জুনের কি শক্তি যে হেন কর্ম্ম করে।
না বুঝিয়া দোষী আমি করি অর্জ্জুনেরে ॥
দুর্য্যোধনে ডাকাইনু বিবাহ কারণ।
অধিবাস হেতু বসিয়াছে দ্বিজগণ ॥
এত বলি অধোমুখে বসিলেন রাম।
হেনকালে আইলেন নবঘনশ্যাম ॥
ভূমে পড়ি বলদেবে করেন প্রণাম।
ক্রোধে না চাহেন নারায়ণে বলরাম ॥
গোবিন্দ বলেন কেন ক্রোধ কর স্বামী।
তব পদে কোন্ অপরাধ করি আমি ॥
উগ্রসেন বলে তুমি করিলে কুকর্ম্ম।
ভদ্রা নিতে পার্থে বল নহে এই ধর্ম্ম ॥
নিজ রথ তুরঙ্গ সারথি দিলা তারে।
তোমারে না দিয়া দোষ দিব আর কারে ॥
গোবিন্দ বলেন ইহা জানে সর্ব্বজন।
সেই রথে চড়ি পার্থ ভ্রমে অনুক্ষণ ॥
কিমতে জানিব যে সুভদ্রা লবে হরি।
নরমায়া বুঝিবারে আমি নাহি পারি ॥
ইথে অকারণ প্রভু আমারে আক্রোশ।
ভদ্রা যদি বাহে রথ দারুকে কি দোষ ॥
কহ সত্য পুনঃ দূত দারুকের কথা।
কিরূপে দারুক আছে অর্জ্জুনের সেথা ॥
দূত বলে দারুক আপন বশে নাই।
বন্ধন করিয়া তারে রাখিল গোঁসাই ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন যতেক যাদব।
এই কথা বুঝিয়া করহ অনুভব ॥
আদিপর্ব্ব ভারত বিচিত্র উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দূত কর্ত্তৃক যাদবগণের পরাজয় বার্ত্তা।

পুনরপি কহে দূত করি যোড়হাত।
কি কারণে নিঃশব্দে রহিলে যদুনাথ ॥
আজ্ঞা দেহ আমি এবে করিব কি কাজ।
বার্ত্তা হেতু পাঠাইল তোমার সমাজ ॥
কামদেব মহাবীর যাদব প্রধান।
তিনলোক মধ্যে যাঁর অব্যর্থ সন্ধান ॥
তিল তিল গেল কাটা শর ধনুর্গুণ।
এক গুটি নাহি অস্ত্র শূন্য হৈল তূণ ॥
শাম্ব গদ সারণ যতেক বীর আর।
যাদবে অক্ষত তনু নাহিক কাহার ॥
কাহার নাহিক অস্ত্র কার ধনুর্গুণ।
সবারে করিল জয় একাকী অর্জ্জুন ॥
পাঠাইয়া দেহ অস্ত্র রথ অশ্ব আর।
আপনি চলহ কিম্বা দৈবকীকুমার ॥

মম বাক্য শুন প্রভু দেখিয়া স্বচক্ষে।
না পারিবে অর্জ্জুনে কুমারগণ পক্ষে॥
স্নেহেতে অর্জ্জুন নাহি মারে শিশুগণে।
তেঁই এতক্ষণ প্রভু জীয়ে সর্ব্বজনে॥
গোবিন্দ বলেন আমি জানি অর্জ্জুনেরে।
যুদ্ধে তারে জিনে হেন না দেখি সংসারে॥
তাহার সহিত দ্বন্দ্ব না হয় উচিত
অর্জ্জুনত নাহি কিছু করে অবিহিত॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আছে শাস্ত্রের গোচরে।
বলেতে বিবাহ করে প্রশংসা তাঁহারে॥
কিন্তু দোষ কি করিল বীর-ধনঞ্জয়।
আপনি ভগিনী কর্ম্ম দেখ মহাশয়॥
অর্জ্জুনে তাহারে যদি নাহি ছিল মন।
তবে কেন তার অশ্ব চালায় এখন।
না জানে কি ধনঞ্জয় তোমার মহিমা।
এক্ষণে ভাঙ্গিতে পার তাহার গরিমা॥
কিন্তু পার্থে জীয়ন্তে ধরিতে না পারিবা।
অনেক করিলে শক্তি প্রাণেতে মারিবা॥
সুভদ্রা না জীবে তবে ত্যজিবে জীবন।
কহ দেব ইথে হবে কি কর্ম্ম সাধন॥
এক্ষণে আমার এই মত মহাশয়।
সবাকার মত যদি তব আজ্ঞা হয়॥
প্রিয়ম্বদ একজন যাক আপনার।
প্রিয়বাক্যে ফিরাউক কুন্তীর কুমার॥
এক্ষণে আনাও তারে করাহ বিবাহ।
সম্প্রীতে সুভদ্রা তুমি তারে সমর্পহ॥
এত শুনি কহিলেন রেবতীরমণ।
করহ আপনি যাহা লয় তব মন॥
আপনি সাত্যকি তুমি করহ গমন।
আনহ অর্জ্জুনে কহি মধুর বচন॥
এত বলি সাত্যকিরে পাঠাইয়া দিল।
ততক্ষণে রথে চড়ি সাত্যকি চলিল॥
আদিপর্ব্ব ভারতে বিচিত্র উপাখ্যান।
কাশীরাম কহে সাধু সদা করে পান॥

দুর্য্যোধনের অভিমানে স্বদেশ যাত্রা ও পার্থ সহ সুভদ্রার বিবাহ।

তবে রাজা দুর্য্যোধন সব সৈন্য লৈয়া।
যাদব সৈন্যের মধ্যে উত্তরিল গিয়া॥
শুনিল নিলেন পার্থ সুভদ্রা হরিয়া।
মহাক্রোধে দুর্য্যোধন উঠিল গর্জ্জিয়া॥
হে কৃপ হে পিতামহ আচার্য্য বিদুর।
সাক্ষাতে দেখহ কর্ম্ম তনয় পাণ্ডুর॥
যে কন্যা নিমিত্ত রাম আনিলেন মোরে।
দেখহ দুষ্টের কর্ম্ম হরিল তাহারে॥
কর্ণ বলে মহারাজ বসি দেখ তুমি।
আজ্ঞা দিলে অর্জ্জুনে বান্ধিয়া আনি আমি
শুনি আজ্ঞা দিল তারে গান্ধারী-নন্দন।
শীঘ্র যায় কর্ণবীর লোহিত লোচন॥
বৃকোদর বলে কোথা যাস্ সূতসুত।
অর্জ্জুনে ধরিতে যাস্ শুনিতে অদ্ভুত॥
মম হস্তে রহে যদি তোমার জীবন।
তবে পার্থ সহ গিয়া তুমি কর রণ॥
এত বলি লাফ দিয়া পড়িল ধরণী।
গদা ফিরাইয়া যান যেন দণ্ডপাণি॥
হেনকালে উপনীত হইল সাত্যকি।
মধুর কোমল ভাষে পার্থে বলে ডাকি॥
ক্রোধ ত্যজ ধনঞ্জয় কিহেতু আক্রোশ।
না জানিয়া শিশু সব করিয়াছে দোষ॥
রামকৃষ্ণ তোমা লৈতে পাঠাইল মোরে।
সুভদ্রাকে অর্পণ করিবে তোমারে॥
সাত্যকির এতেক বিনয় বাক্য শুনি।
ত্যজিয়া সংগ্রাম শান্ত হৈলেন ফাল্গুনি॥
দুর্য্যোধন শুনি অভিমানেতে রহিল।
সসৈন্যে আপন দেশে বাহুড়ি চলিল॥
তবে পার্থ দারুকে করিয়া কৃতাঞ্জলি।
সবিনয়ে কহিতে লাগিল মহাবলী॥
যথা কৃষ্ণ তথা তুমি ইথে নাহি আন।
করিলাম অপরাধ ক্ষম মতিমান॥

দারুক কহিল পার্থ কৈলে বড় কর্ম্ম
বন্ধন এ নহে মম রক্ষা কৈলে ধর্ম্ম ॥
তুমি যদি আমারে না করিতে বন্ধন।
কোন্ লাজে দেখাতাম রামেরে বদন ॥
এইমত লহ মোরে সাক্ষাতে তাঁহার।
নহিলে রামের ক্রোধ হইবে অপার ॥
অর্জ্জুন বলেন ইহা না হয় উচিত।
তোমার বন্ধনে কৃষ্ণ হবেন কুপিত ॥
চিত্তে করিবেন রাম কপট বন্ধন।
এত বলি মুক্ত করি দিলেন তখন ॥
তবে যত যদুগণ সন্তুষ্ট হইয়া।
লইল অর্জ্জুন বীরে আদর করিয়া ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুর সুমতি।
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত বাহ্লীক প্রভৃতি ॥
অগ্রসরি লইলেন দেব নারায়ণ।
হুলাহুলি দিয়া নিল যতেক স্ত্রীগণ ॥
রত্নময় আসনে দোঁহারে বসাইয়া।
বেদানুসারে তবে দোঁহার দিল বিয়া ॥
বসুদেব করিলেন ভদ্রা সম্প্রদান।
যতেক যৌতুক দিল নাহি পরিমাণ ॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবধানে শুনে যেন সকল সংসার ॥

খাণ্ডব বন দাহন।

কতদিন পরেতে অর্জ্জুন নারায়ণ।
গ্রীষ্মকালে যান দোঁহে ক্রীড়ার কারণ ॥
যমুনার জলে গিয়া করেন বিহার।
রুক্মিণী সুভদ্রা সঙ্গে বহু পরিবার ॥
যমুনার কূলে করি উত্তম আলয়।
ভক্ষ্য ভোজ্য আনিলেন বহু দ্রব্যচয় ॥
ক্রীড়ান্তেতে বসিলেন উভয়ে আসনে।
বিপ্রবেশে হুতাশন আইল সেখানে ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন অগ্রে বলিলেন হুতাশন।
ত্রিভুবনে নাহি দেখি দোঁহার সমান ॥
এই হেতু আসিয়াছি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
দুইজন মিলি মোরে করাহ ভোজন ॥

হাসিয়া কহেন পার্থ কহ বিচক্ষণ।
কোন্ ভক্ষ্য দিলে তৃপ্ত হইবে এখন ॥
ভক্ষ্য হেতু এত কথা বল কি কারণ।
যে কিছু মাগহ দ্রব্য দিব এইক্ষণ ॥
আশ্বাস পাইয়া বলে অগ্নি মহাশয়।
আমি অগ্নি বলি দিল নিজ পরিচয় ॥
ব্যাধিযুক্ত বহুকাল আমার শরীর।
নির্ব্ব্যাধি করহ মোরে পার্থ মহাবীর ॥
খাণ্ডব বনেতে সর্ব্ব জীবের আলয়।
সেই বন ভক্ষ্য মোরে দেহ মহাশয় ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসিল রাজা জন্মেজয়।
কহ মুনিরাজ মম খণ্ডাহ বিস্ময় ॥
কি হেতু হইল ব্যাধিযুক্ত হুতাশন।
কিসের কারণে চাহে খাণ্ডব দাহন ॥
মুনি বলে শুন নৃপ পূর্ব্বের কাহিনী।
সত্যযুগে আছিল শ্বেতকি নৃপমণি ॥
যজ্ঞ বিনা অন্য কর্ম্ম না জানে কখন।
নিরন্তর যজ্ঞ করে লইয়া ব্রাহ্মণ ॥
বহুকাল যজ্ঞ রাজা করে হেনমত।
সহিতে না পারে কষ্ট দ্বিজগণ যত ॥
যজ্ঞ ত্যজি দ্বিজগণ করিল গমন।
বিনয় করিয়া রাজা বলিল বচন ॥
পতিত নহি যে আমি কোন্ দোষে দোষী
কোন্ হেতু মম যজ্ঞ না কর মহর্ষি ॥
দ্বিজগণ বলে ভূপ না দূষি তোমারে।
শক্তি নাহি মো'সবার যজ্ঞ করিবারে ॥
অপ্রমিত যজ্ঞ তব নাহি হয় শেষ।
সহিতে না পারি আর অগ্নিতাপ ক্লেশ ॥
নয়ন নীরস হৈল লোমহীন অঙ্গ।
শরীর নিরক্ত হৈল সদা অগ্নি সঙ্গ ॥
দ্বিজগণ বচন শুনিয়া নরপতি।
করিল অনেকবিধ সবিনয়ে স্তুতি ॥
দ্বিজগণ বলে রাজা বল অকারণ।
তব যজ্ঞ করে হেন না দেখি ব্রাহ্মণ ॥
ত্রিদশ-ঈশ্বর শিবে সেবহ রাজন।
তাঁহা বিনা যজ্ঞ করে নাহি হেন জন ॥

দ্বিজগণ বাক্যে রাজা তপ আরম্ভিল।
অনেক কঠোর করি মহেশে সেবিল ॥
শিব তুষ্ট হইয়া বলেন মাগ বর।
রাজা বলে কৃপা যদি কৈলা মহেশ্বর ॥
মম যজ্ঞ করে হেন নাহিক ব্রাহ্মণ।
আপনি আমার যজ্ঞ কর পঞ্চানন ॥
হাসিয়া বলেন শিব শুন মহারাজ।
মম কর্ম্ম নহে যজ্ঞ ব্রাহ্মণের কাজ ॥
যজ্ঞফল যাহা চাহ মাগহ রাজন।
শুনিয়া নৃপতি বলে বিনয় বচন ॥
না করিয়া যজ্ঞ ফল নহে সুশোভন।
যজ্ঞের উপায় করি কহ ত্রিলোচন ॥
মহেশ কহেন তব যজ্ঞে এত মন।
মম অংশে আছে এক দুর্ব্বাসা ব্রাহ্মণ ॥
তাঁহারে লইয়া কর যজ্ঞের বিধান।
যেনমতে রক্ষা পায় দুর্ব্বাসার মান ॥
শিব-আজ্ঞা পেয়ে রাজা গেল নিজঘর।
যজ্ঞের সামগ্রী করে দ্বাদশ বৎসর ॥
সম্পূর্ণ সামগ্রী করি জানাইল হরে।
শিব করিলেন আজ্ঞা দুর্ব্বাসা মুনিরে ॥
শিবের আজ্ঞায় ক্রোধ হৈল তপোধনে।
ছিদ্র কিছু পেয়ে আজি নাশিব রাজনে ॥
এত অহঙ্কার করে শ্বেতকি রাজন।
যজ্ঞহেতু আমারে করিল আবাহন ॥
মনে ক্রোধ করিয়া চলিল মুনিবর।
যজ্ঞ করিবারে গেল সহ দণ্ডধর ॥
যজ্ঞ আরম্ভিল তবে মহাতপোধন।
যখন যা মাগে মুনি যোগায় রাজন ॥
শ্বেতকি রাজার যজ্ঞ অতুল সংসারে।
দুর্ব্বাসা আহুতি দেন মুষলের ধারে ॥
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ কৈল অবিরাম।
তিনলোক চমৎকার শুনে যজ্ঞনাম ॥
সেই হবি খাইয়া হইল মন্দানল।
ব্যাধিযুক্ত অগ্নিদেব হইল দুর্ব্বল ॥
অগ্নিদেব চলিলেন ব্রহ্মার সদন।
ব্রহ্মারে আপন দুঃখ কৈল নিবেদন ॥
বিরিঞ্চি বলেন লোভে এ দুঃখ পাইলা।
বহু হবি তুমি খেয়ে ব্যাধিযুক্ত হৈলা ॥
ইহার ঔষধ আছে শুন হুতাশন।
খাণ্ডব বনেতে আছে বহু জীবগণ ॥
সেই বন দগ্ধ যদি পার করিবারে।
তবেত না রবে রোগ তব কলেবরে ॥
ব্রহ্মার বচন শুনি সুপ্রচণ্ড বেগে।
খাণ্ডব বনেতে অগ্নি চলিবেন রেগে ॥
অতি শীঘ্র উপনীত হয়ে সেইখানে।
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি ভীষণ গর্জ্জনে ॥
খাণ্ডবে আছিল বহু জীবের আলয়।
অনল দেখিয়া সবে মানিল বিস্ময় ॥
কোটি কোটি মত্ত হস্তী সহিত হস্তিনী।
নিবাইল অগ্নিকুণ্ড শুণ্ডে জল আনি ॥
খাণ্ডব দাহতে শক্ত নহে হুতাশন।
ক্রোধ চিত্তে গেল পুনঃ ব্রহ্মার সদন ॥
বিনয় করিয়া বহু কহে বিরিঞ্চিরে।
না হৈল আমার শক্তি বন দহিবারে ॥
মুহূর্ত্তেক থাকিয়া চিন্তিত প্রজাপতি।
না কর হে ভয় অগ্নি স্থির কর মতি ॥
ব্রহ্মা বলিলেন আর না দেখি উপায়।
স্থির হৈয়া থাক তুমি কালগত প্রায় ॥
ইহার উপায় এক কহি যে তোমায়।
সাবধান হয়ে শুন ইহার উপায় ॥
নর-নারায়ণ জন্মিবেন মহীতলে।
খাণ্ডব দহিবা দোঁহে সহায় হইলে ॥
ব্রহ্মার বচনে অগ্নি স্থির করি মন।
বহুকাল রোগযুক্ত রহিল তেমন ॥
হইল দ্বাপর শেষে দোঁহে অবতার।
ব্রহ্মার সদনে অগ্নি গেল পুনর্ব্বার ॥
ব্রহ্মার পাইয়া আজ্ঞা দেব হুতাশন।
অতি শীঘ্র গেল যথা নর-নারায়ণ ॥
অগ্নির বচনে পার্থ করেন স্বীকার।
আশ্বাস পাইয়া অগ্নি বলে আরবার ॥
সে বন দহিতে বিঘ্ন আছে বহুতর।
বনের রক্ষক আছে দেব পুরন্দর ॥

অর্জ্জুন কহেন দেবে নাহি মম ভয়।
বহু ইন্দ্র আসে তবু করিব বিজয় ॥
মম যোগ্য ধনুর্ব্বাণ নাহি হুতাশন।
ইন্দ্র সহ যুঝিতে নাহিক অস্ত্রগণ ॥
অবশ্য বিরোধ হবে দেবরাজ সঙ্গ।
তার যুদ্ধ যোগ্য রথ নাহিক তুরঙ্গ ॥
দেবরাজ ইন্দ্র সহ বিরোধ হইবে।
ত্রিজগৎ লোক তার সাহায্য করিবে ॥
সাহায্য করিতে হৈলে নাহি অস্ত্রগণ।
উপায় বিহনে সিদ্ধ নহে কদাচন ॥
আপনি চিন্তহ তুমি ইহার উপায়।
খাণ্ডব দহিতে মোরা হইব সহায় ॥
এত শুনি ধ্যান করি চিন্তে হুতাশন।
সখা বরুণেরে তবে করিল স্মরণ ॥
অগ্নির স্মরণে আইলেন জলেশ্বর।
বরুণে দেখিয়া নিবেদয় বৈশ্বানর ॥
এমত সময়ে সখে কর উপকার।
চন্দ্রদত্ত রথ আছে আলয়ে তোমার ॥
অক্ষয় যুগল তূণ গাণ্ডীব ধনুক।
এ সকল দিলে মম খণ্ডে সব দুঃখ ॥
শুনিয়া বরুণ আনি দিল শীঘ্রগতি।
আরো আপনার পাশ দেন জলপতি ॥
সুরাসুর পূজিত গাণ্ডীব মহাধনু।
কপিধ্বজ রথজ্যোতি জিনি চন্দ্রভানু ॥
শুক্লবর্ণ চারি অশ্ব রথে নিয়োজিত।
অক্ষয় যুগল তূণ অস্ত্রে সুশোভিত ॥
শ্রীকৃষ্ণের করিয়া স্তব দেব হুতাশন।
কৌমুদকী গদা দিল চক্র সুদর্শন ॥
দোঁহে রথে চড়িলেন নিজ নিজ সাজে।
গোবিন্দ গরুড়ধ্বজে পার্থ কপিধ্বজে ॥
শতেক যোজন বন খাণ্ডব বিস্তার।
লাগিল অনল উঠে পর্ব্বত আকার ॥
দুইভিতে বনের থাকেন দুইজন।
নিঃশঙ্কে দহয়ে বন দেব হুতাশন ॥
নানাজাতি পশু পোড়ে নানা পক্ষিগণ।
নানাজাতি পুড়িয়া মরয়ে নাগগণ ॥
সিংহনাদ করি বলদস্ত কোনজন।
গর্জ্জিয়া বাহির হৈলা করিবারে রণ ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন বাণে কাটি ফেলে ততক্ষণ।
হরষিত হুতাশন করয়ে ভক্ষণ ॥
যক্ষ রক্ষ কিন্নর দানব বিদ্যাধর।
অনেক পুড়িয়া মরে অরণ্য ভিতর ॥
শীঘ্রগতি গিয়া কেহ পড়ে জলমাঝে।
জলজন্তু সহ ভস্ম হয় অগ্নিতেজে ॥
জলেতে পুড়িয়া মরে সফরি কচ্ছপ।
বনেতে পুড়িয়া মরে বনবাসী সব ॥
সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক বরাহ মৃগগণ।
মহিষ শার্দ্দূল খড়্গী না যায় লিখন ॥
অসংখ্য কুঞ্জর পোড়ে দীর্ঘ দীর্ঘ দন্ত।
জম্বুক শশক নকুলের নাহি অন্ত ॥
নানাজাতি নাগ পুড়ে গর্জ্জিয়া আগুনে।
শত পঞ্চদশ ফণা ধরে কোন জনে ॥
পর্ব্বত আকার অঙ্গ গমনে পবন।
নানাবর্ণ পুড়িয়া মরয়ে পক্ষিগণ ॥
আকাশে উড়য়ে কেহ পবনের তেজে।
অর্জ্জুন কাটিয়া বাণে ফেলে অগ্নিমাঝে ॥
পর্ব্বত আকার অগ্নি উঠিল আকাশে।
স্বর্গবাসী দেবগণ পলায় তরাসে ॥
ভয়েতে লইল সবে ইন্দ্রের শরণ।
দেবরাজে জানাইল খাণ্ডব দাহন।
তোমার পালিত বন দহে হুতাশন।
অগ্নির সহায় হৈল নর দুইজন ॥
এত শুনি কুপিত হইল দেবরাজ।
যুঝিবারে চলে লয়ে দেবের সমাজ ॥

ইন্দ্রাদি দেবতা সহ অর্জ্জুনের যুদ্ধ।

অতি ক্রোধে পুরন্দর,চড়ে ঐরাবতোপর,
বজ্র করে ছত্র শোভে শিরে।
কোপেতে সহস্র আঁখি,লোহিতবরণদেখি,
আজ্ঞা দিল যত অনুচরে ॥

যত আছে দেবগণ, লয়ে নিজ প্রহরণ,
আইসহ আমার পশ্চাতে।
শুনিবারে উপহাস, তিলেক না করে ত্রাস,
মম বন পোড়ায় কিমতে॥
সহায় জনের সহ, বিনাশিব হব্যবাহ,
এত বলি চলে বজ্রপাণি।
সহ পরিবার যত, উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত,
চারি মেঘ চৌষট্টি মেঘিনী॥
যক্ষারূঢ় মহামতি, চলিল ধনের পতি,
ভয়ঙ্কর গদা করি করে।
মহিষেতে মৃত্যুনাথ, লোকান্তক দণ্ডহাত,
চলিল সহিত সহচরে॥
নিজ নিজ যানারোহ, চলিল যতেক গ্রহ,
অষ্টবসু অশ্বিনীকুমার।
পবন ধনুক ধরি, মৃগে আরোহণ করি,
ইন্দ্রসহ হৈল আগুসার॥
চড়িয়া মকরধ্বজে, চলিল জলেররাজে,
পাশ অস্ত্র শোভে সব্য করে।
শিখি পৃষ্ঠে আরোহণ, শক্তিধর ষড়ানন,
চলিল খাণ্ডব রাখিবারে॥
এইমত গুটি গুটি, দেবতা তেত্রিশকোটি,
গেল বন রক্ষার কারণে
আইল গরুড় পক্ষী, সঙ্গে লক্ষ লক্ষ পক্ষী,
রক্ষা হেতু নিজ জ্ঞাতিগণে॥
চিত্তে বহু অনুরাগ, আইল অনন্ত নাগ,
কোটি কোটি ভুজঙ্গ সংহতি।
আইল তক্ষক সেনা, ধরে শত শতফণা,
বিষবৃষ্টি পূর্ণ কৈল ক্ষিতি॥
যক্ষ রক্ষ ভূত দানা, সহ নিজ নিজসেনা,
নানা অস্ত্র শূল শেল লৈয়া।
এমত লিখিব কত, ত্রিভুবনে আছে যত,
রহে সবে আকাশ যুড়িয়া॥
তবে দেব পুরন্দরে, আজ্ঞা দিল জলধরে,
বৃষ্টি করি নিবাও অনল।
আজ্ঞামাত্র অতিবেগে, সম্বর্ত্তাদিচারিমেঘে,
মুষল ধারায় ফেলে জল॥
প্রলয়কালেতে বৃষ্টি, যেন মজাইতেসৃষ্টি,
শিলাজলে ছাইল আকাশ।
মহাঘোর ডাক ছাড়ে, ঝনঝনা ঘন পড়ে,
তিনলোকে লাগিল তরাস॥
দেখি পার্থ মহাবল না পড়িতে বৃষ্টিজল,
শোষক বায়ব্য অস্ত্র এড়ে।
শূন্যে অস্ত্রউঠেরোষে, শোষকেসলিলশোষে,
বায়ব্যে সকল মেঘ উড়ে॥
মেঘ হৈল পরাজয়, অতি ক্রোধী ইন্দ্রহয়,
বজ্র হানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে।
জানি নর নারায়ণে, বজ্র না চলিল রণে,
বাহুড়ি আইল ইন্দ্রস্থানে॥
তবে ক্রোধে দেবরাজ, অস্ত্র ব্যর্থ পায়লাজ
উপাড়িয়া আনিল মন্দর।
হুহুঙ্কার শব্দ ছাড়ে, যেন স্বর্গ ছিড়িপড়ে,
আইসে মন্দর গিরিবর॥
ইন্দ্রপুত্র দিব্য শিক্ষা, ভরদ্বাজপুত্রদীক্ষা,
অক্ষয় গাণ্ডীব ধরে ধনু।
শীঘ্র হস্তে ধরে বাণ, গিরি করে খানখান,
চূর্ণ করে যেন ক্ষুদ্র রেণু।
পর্ব্বত ফেলিল ছেদি, চর্মকজস্তভেদী,
নানা অস্ত্র করে বরিষণ।
অনেক করিছে রণ, নিবারিতে হুতাশন,
কে করিবে তাহার গণন॥
বায়ু অগ্নি ভিন্দিপাল, ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল,
পরশু মুদগর শেল শূল।
চক্রবাণ জাঠাজাঠি নানা অস্ত্র কোটিকোটি,
অর্দ্ধচন্দ্র তোমর ত্রিশূল॥
তবল সাবল সাঙ্গী, ক্ষুরপা বেণব টাঙ্গী,
কুঠার পট্টিশ বহুতর।
ভল্ল শেল শব্দভেদী, কুন্তখড়গ রিপুচ্ছেদী,
সূচীমুখ খট্টাঙ্গ বিস্তর॥
যেন বৃষ্টি ঘোর ঘনে, ইন্দ্র ফেলে অস্ত্রগণে,
সব নিবারেন ধনঞ্জয়।
অগ্নিতে পতঙ্গ পড়ে, যেনভস্মহয়উড়ে,
ক্ষণমাত্রে হৈল সব ক্ষয়॥

অগ্নি রাখে নারায়ণ, পার্থ করে মহারণ,
সুরাসুর সবারে নিবারে।
দেখি অর্জ্জুনের কাজ, সবিস্ময় দেবরাজ,
সুরাসুর আগু নহে ডরে ।
দেখি দেব ভঙ্গিয়ান,ক্রোধে হৈলআগুয়ান,
গর্জ্জিয়া গরুড় মহাবীর ॥
বজ্রসম দন্ত নখে, চলিল বিস্তার মুখে,
গিলিবারে পার্থের শরীর ॥
আকাশে গরুড় পাখী,আইসেতখন দেখি,
দিব্য অস্ত্র এড়ে ধনঞ্জয় ।
ব্রহ্মশির নামে বাণ, পূর্ব্বে কৈল গুরুদান,
সকল হইল অগ্নিময় ॥
গর্জ্জে ব্রহ্মশির অস্ত্র, গরুড় হইল ব্যস্ত,
পলাইল শ্রেষ্ঠ বিহঙ্গম ॥
নিজ পরিবার সঙ্গ, গরুড় দিলেক ভঙ্গ,
ক্রোধে ধায় যত ভুজঙ্গম ॥
বিস্তারি সহস্র ফণ, শ্বাস বহে সমীরণ,
গর্জ্জনে শ্রবণে লাগে তালা।
বক্রমুখ দশ শত, বিষ বর্ষে অবিরত,
হেন কর্কটের মেঘমালা ॥
ফাল্গুনী জানিল ফণী, গাণ্ডীব ধনুক টানি,
পিপীলিকা নামে বাণ এড়ে।
নানা বর্ণ নানারূপে,পিপীলিকা একচাপে,
সকল ভুজঙ্গে গিয়া বেড়ে ॥
শিখি নামে দিব্য শর, এড়ে পার্থ ধনুর্দ্ধর,
লক্ষ লক্ষ আইল ময়ূর ।
উড়িয়া আকাশ দিগে, খণ্ড খণ্ড করিনাগে,
রক্তমাংস বরিষে প্রচুর ॥
নারিল সহিতে রণ, পাছু হৈল ফনিগণ,
অগ্র হৈল যক্ষের ঈশ্বর ॥
কোটি কোটি যক্ষ সাতে, ভয়ঙ্করগদাহাতে,
টঙ্কারিয়া নিজ ধনুঃশর ॥
ঘন সিংহনাদ ছাড়ে, নানাবর্ণ অস্ত্র এড়ে,
মুহূর্ত্তেকে কৈল অন্ধকার ।
না দেখি দিবসপতি, যেন অমাবস্যা রাতি,
শরজালে ঢাকিল সংসার ॥

যে অস্ত্রে যেঅস্ত্রবারে,যথোচিতপার্থমারে,
দৃষ্টিমাত্র করিল সংহার ।
অস্ত্রব্যর্থ দেখি কোপে, দশনে অধরচাপে,
গদা লয়ে যান ধনেশ্বর ।
পার্থ এড়ে বজ্রশর, বাজিল হৃদয়োপর,
খসিয়া পড়িল গদাবর ॥
চিন্তিয়া আপন মনে, বিমুখ হইল রণে,
রণ ত্যজি চলিল সত্বর ॥
সংগ্রামে পাইয়া লাজ, বাহুড়িল যক্ষরাজ,
নিজ পরিবারের সংহতি ।
এইমত ধনঞ্জয়, সমরে পাইয়া জয়,
দেবতার করেন দুর্গতি ॥
এইমত ক্রমে ক্রমে, অরুণ বরুণ যমে,
সবে আসি করিল সংগ্রাম ।
সত্য আদি চারিযুগে, নহিল না হবে আগে
সুরে নরে যুদ্ধ অনুপম ॥
এইমত পুনঃপুনঃ, সুরাসুর নাগগণ,
সংগ্রাম করিল অবিরাম ।
হেনকালে বনমাঝ, তক্ষক পন্নগরাজ,
তার সুত অশ্বসেন নাম ॥
সখা করি হরি হয়ে, থাণ্ডব তক্ষকালয়ে,
থাকে সহ নিজ পরিজন ।
গৃহে রাখি ভার্য্যাপুত্রে,গিয়াছিলকুরুক্ষেত্রে
সেইকালে কদ্রুর নন্দন ॥
আচম্বিতে বন দহে, বেড়িলেকহব্যবাহে,
মাতা পুত্রে গণিল প্রমাদ ।
উপায় না দেখি কিছু,কোলেতেকরিয়াশিশু
ফণিপ্রিয়া করয়ে বিষাদ ॥
অনলে নাহিক ত্রাণ,নাহি রক্ষা পাবেপ্রাণ,
অগ্নিতে ফেলাবে শর হানি ।
হৃদয়ে ভাবিয়া দুঃখ, চাহিয়া পুত্রের মুখ,
কান্দি কহে তক্ষক গৃহিণী ॥
উপায় না দেখি আর,খাণ্ডবাগ্নি হৈতেপার,
শুন পুত্র আমার বচন ।
প্রবেশহমোরপেটে, যদিহআমারে কাটে,
তুমি যাহ লইয়া জীবন ॥

মাতার বচন ধরে, উদরে প্রবেশ করে,
বায়ুভরে উড়িল নাগিনী।
অন্তরীক্ষে যায় উড়ে, পার্থের সম্মুখে পড়ে,
দুই অস্ত্র এড়িল ফাল্গুনি॥
এক অস্ত্রে কাটে মুণ্ড, পুচ্ছকাটিতিনখণ্ড,
নাগিনী পড়িল ভূমিতলে।
অশ্বসেন উড়ি যায়, পার্থ না দেখিতে পায়,
ইন্দ্র মোহ কৈল মায়াজালে॥
দেখি পার্থ মহাক্রুদ্ধ, পুনঃ ইন্দ্র সহযুদ্ধ,
শরজালে ছাইল মেদিনী।
ইন্দ্রার্জ্জুনে মহারণ, চমকিত ত্রিভুবন,
আচম্বিতে হৈল শূন্যবাণী
না কর না কর দ্বন্দ্ব, কেন হৈল মতিধন্ধ,
সম্বর সম্বর দেবরাজ।
এই নর নারায়ণে, সংগ্রাম করিয়া জিনে;
নাহি হেন ব্রহ্মাণ্ডের মাঝ॥
কোন্ প্রয়োজন হেতু, যুদ্ধ কর শতক্রতু,
অপমান পরিশ্রম সার
যেইহেতু চিত্তে আছে, কুরুক্ষেত্রে অগ্রে
গেছে,তব সখা কশ্যপ-কুমার॥
শূন্যবাণী শুনি ইন্দ্র, সহ যত সুরবৃন্দ,
সবে রণে হইল বিরত।
স্বর্গে গেল সুরপতি, নাগগণ ভোগবতী,
যথাস্থানে গেল আর যত॥
নিষ্কণ্টকে হুতাশন, দহয়ে খাণ্ডববন,
নানাজাতি পশুগণ পোড়ে।
ভক্ষ্য ভক্ষক একঠাঁই,কেহ কারে চাহেনাই,
ভয়ে বিপরীত ডাক ছাড়ে॥
হেনকালে ময়নামে, আছিল তক্ষকধামে,
নমুচি দানব সহোদর।
ভয়ে পলাইয়া যায়, পাছে দেখি অগ্নি ধায়,
যেই ভিতে দেব দামোদর॥
দানব দেখিয়া হরি, দেবতাগণের অরি,
সুদর্শন ছাড়িলেন তায়।
পাছে ধায় হুতাশন, মহাচক্র সুদর্শন,
দানব ঈশ্বরে গিয়া পায়॥
কাতরে ডাকয়ে ময়, রক্ষা কর ধনঞ্জয়,
ত্রৈলোক্য বিজয়ী কুন্তীসুত।
বেড়িলেক মহাচক্র, রুদ্র মীনে যেননক্র,
পাছে অগ্নি যেন যমদূত॥
শব্দ শুনি ধনঞ্জয়, ডেকে বলে নাহি ভয়,
ভীত হয়ে ডাকে কোন্ জন।
অর্জ্জুন অভয় দিল, সুদর্শন বাহুড়িল,
দানবে রক্ষিল হুতাশন॥
মনোভীষ্ট করি ভোগ, খণ্ডিল অগ্নিররোগ,
সংকল্পে ধনঞ্জয় তরিল।
যতেক খাণ্ডববাসী, পুড়ি হৈল ভস্মরাশি,
ছয়জন কেবল রহিল॥

মন্দপাল ঋষির উপাখ্যান।

বলিলেন জন্মেজয় শুন তপোধন।
অগ্নিতে পাইল রক্ষা কোন্ ছয়জন॥
শুনিলাম ভুজঙ্গ দানব বিবরণ।
অগ্নিতে বাঁচিল কেবা আর চারিজন॥
মুনি বলে শুন রাজা কথা পুরাতন।
মন্দপাল নামে এক ছিল তপোধন॥
তপঃক্লেশ ফলে রাজা গেল স্বর্গবাস।
স্বর্গে বসি সর্ব্ব সুখে হইল নিরাশ॥
আর যত স্বর্গবাসী নানা সুখে সুখী।
স্বর্গেতে বসিয়া রাজা চিত্তে বড় দুঃখী॥
দুঃখচিত্তে দ্বিজ জিজ্ঞাসিল পুণ্যজনে।
স্বর্গে মম দুঃখ দূর নহে কি কারণে॥
কোন্ কর্ম্ম আমি না করিলাম ক্ষিতিতলে
কি হেতু স্বর্গেতে মম সুখ নাহি মিলে॥
দেবগণ বলে পুণ্যভূমি ভূমণ্ডল।
সেথা যাহা করে স্বর্গে ভুঞ্জে সেই ফল॥
ভূমিতে জন্মিয়া কর্ম্ম বহুল করিলা।
কিন্তু মহাশয় পুত্র নাহি জন্মাইলা॥
পৃথিবীতে পুত্রোৎপত্তি যেজন না করে।
পুণ্যনাশে অন্তে যায় নরক ভিতরে॥

বহু পুণ্য কর্ম্ম করে বহু করে দান।
নরকে প্রবেশে যদি নহে পুত্রবান॥
স্বর্গবাসে দুঃখী তুমি হও সে কারণ।
অন্যোপায় নাহি ইথে শুন তপোধন॥
এত শুনি মন্দপাল চিন্তিত অন্তরে।
স্বর্গবাসে দুঃখ মম না সহে শরীরে॥
পুনঃ গিয়া জন্ম লব পৃথিবী ভিতর।
পুত্র জন্মাইয়া স্বর্গে আসিব সত্বর॥
কোন্ যোনি হৈলে হয় ঝটিতি সন্তান
পক্ষিযোনি হৈব বলি চিন্তে মতিমান॥
ততক্ষণ দেবদেহ ত্যজি তপোধনে।
পক্ষিযোনি প্রাপ্ত হইল খাণ্ডব বনে॥
শার্ঙ্গকের মূর্ত্তি ধরি শার্ঙ্গিকা উদরে।
চারিপুত্র মন্দপাল উৎপাদন করে॥
শার্ঙ্গিকারে পুত্র সবে করিয়া অর্পণ।
অন্যস্থানে মুনিবর করিল গমন॥
কতদিনে খাণ্ডবেতে লাগিল দাহন।
ধ্যানেতে জানিল মন্দপাল তপোধন॥
চারিপুত্র শিশু তার পক্ষ নাহি উঠে।
হেনকালে অগ্নিমধ্যে ঠেকিল সঙ্কটে॥
অগ্নিতে তরিতে শিশু না দেখি উপায়
পুত্ররক্ষা হেতু মুনি ধ্যানেতে ধেয়ায়॥
সঙ্কল্প করেন আজি শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবে।
এক জীব না রাখিব এইত খাণ্ডবে॥
অগ্নি যদি রাখে তবে জীবে পুত্রগণ।
এত ভাবি করে দ্বিজ অগ্নির স্তবন॥
ব্রাহ্মণের ইষ্ট তুমি হও কৃপাবান।
এইচারি গুটি পুত্রে দেহ প্রাণদান॥
দ্বিজ-স্তুতিবশে অগ্নি দিলেন অভয়।
শুনি মন্দপাল হৈল সানন্দ হৃদয়॥
খাণ্ডবে লাগিল তবে অগ্নি ভয়ঙ্কর।
শার্ঙ্গিকা পুত্রের সহ চিন্তিত অন্তর॥
অশক্ত অজাতপক্ষ তোমা চারিজন।
গর্ত্তমধ্যে প্রবেশিয়া রাখহ জীবন॥
অনেক মধুর বাক্য শার্ঙ্গিকা বলিল।
তথাপিহ চারিশিশু গর্ত্তে নাহি গেল॥

শিশু সব কহে মাতা কেন কর দ্বন্দ্ব।
তোমায় আমায় মাতা কিসের সম্বন্ধ॥
মায়ামোহে পড়ি কেন হারাও জীবন।
আপনি থাকিলে কত পাইবা নন্দন॥
নিজ শক্তি থাকিতে মরিবা কেন পুড়ি।
আইসে অনল দেখ শীঘ্র যাহ উড়ি॥
পুত্রের বচন শুনি শার্ঙ্গিকা উড়িল।
কানন দহিয়া তবে পাবক আইল॥
প্রচণ্ড অনল তাহে মহাবায়ু বহে।
পর্ব্বত আকার জীবজন্তুগণ দহে॥
দেখিয়া কাতর চারি মুনির নন্দন।
অগ্নি প্রতি যোড়করে করে নিবেদন॥
অনেক করিল স্তুতি শিশু চারিজন।
তুষ্ট হৈয়া বলিলেন দেব হুতাশন॥
না করিহ ভয় মন্দপালের তনয়।
পূর্ব্বে তোমাদের আমি দিয়াছি অভয়॥
শিশুগণ বলে যদি হৈলে কৃপাবান।
মনোনীত বর দেহ মাগি তব স্থান॥
এ স্থানেতে আছয়ে মার্জ্জার দুষ্টগণ।
সবাকারে ধরিবারে আসে অনুক্ষণ॥
তা সবারে ভস্ম কর আমার গোচর।
ঈষৎ হাসিয়া ভস্ম করে বৈশ্বানর॥
চাহি শিশু প্রতি অগ্নি দিলেন অভয়।
সকল খাণ্ডববন হৈল ভস্মময়॥
দেবগণ সহ ইন্দ্র বিস্ময় মানিয়া।
শূন্যে থাকি কৃষ্ণার্জ্জুনে কহিল ডাকিয়া॥
যেই কর্ম্ম করিলা তোমরা দুইজন।
এ কর্ম্ম করিতে শক্য নহে কোনজন॥
এইহেতু একবাক্য বলি যে এখন।
মনোনীত বর মাগ শুন দুইজন॥
অর্জ্জুন বলেন বর দিবা সুরেশ্বর।
আমারে অজয় অস্ত্র দেহ পুরন্দর॥
ইন্দ্র বলে দিব অস্ত্র কতদিন গেলে।
শিবে তুষ্ট যখন করিবা তপোবলে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন বর মাগি যে তোমায়।
অর্জ্জুনের সনে যেন বিচ্ছেদ না হয়॥

হৃষ্টমনে বর দিয়া গেল পুরন্দর
কৃষ্ণার্জ্জুনে বিদায় করিল বৈশ্বানর ॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥

সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন।

তদন্তর অর্জ্জুন প্রভাস তীর্থে গিয়া।
দ্বাদশ বৎসর তথা অরণ্যে বঞ্চিয়া ॥
তবে পুনঃ কতদিন রহি দ্বারাবতী।
ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিলেন সুভদ্রা সংহতি ॥
যুধিষ্ঠির চরণে করেন প্রণিপাত।
ধর্ম্ম আশীর্ব্বাদ দেন শিরে দিয়া হাত ॥
কুন্তী ভীমে প্রণমেন পার্থ সবিনয়ে।
আশীর্ব্বাদ দেন দুই মাদ্রীর তনয়ে ॥
দ্রৌপদীকে সম্ভাষিতে যান অন্তঃপুর।
পার্থে দেখি দুঃখী কৃষ্ণা হইল প্রচুর ॥
অধোমুখে রহিলেন অতি ক্রোধমন।
কতক্ষণ থাকি পার্থ বলেন বচন ॥
দ্বাদশ বৎসর অন্তে হইল মিলন।
ইহাতে অপ্রিয় কেন না বুঝি কারণ ॥
দ্রৌপদী বলিল পার্থ না দহ শরীর।
হেথা হৈতে গেলে মম চিত্ত হয় স্থির ॥
মম সনে তোমার কি আর প্রয়োজন।
যথায় যাদবী তথা করহ গমন ॥
শুনিয়া কহেন পার্থ হইয়া লজ্জিত।
তুমি হেন কহ দেবী না হয় উচিত ॥
তোমা বিনা অর্জ্জুনের কে আছে সংসারে
লক্ষ স্ত্রী হলেও তুমি সবার উপরে ॥
আমরা যে পঞ্চ ভাই সকলি তোমার।
ভদ্রা হেতু কর ক্রোধ না বুঝি বিচার ॥
শুনিয়া দ্রৌপদী মনে হইলা উল্লাস।
প্রিয়বাক্যে দুইজনে হইল সম্ভাষ ॥
আইলেন কতদিনে রাম রাম নারায়ণ।
দোঁহে দেখি ধর্ম্মরাজ আনন্দিত মন ॥
কতদিন পরে তবে পাণ্ডবের প্রীতে।
বলভদ্র যান কৃষ্ণ রহেন তথাতে ॥
তবে কতদিনে ভদ্রা হৈল গর্ভবতী।
পরম সুন্দর পুত্র প্রসবিল সতী ॥
দ্বিতীয় চন্দ্রের জ্যোতি অঙ্গের বরণ।
রূপেতে বীর্য্যেতে হৈল জনক সমান ॥
অভী ভয়হীন আর সুন্দর শরীর।
মন্যুমান ক্রোধপর অতিশয় বীর ॥
সে কারণে অভিমন্যু দিল তার নাম।
পশ্চাতে করিব যত তার গুণগ্রাম ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র পঞ্চজন হৈতে।
সবাই সমান হৈল রূপেতে গুণেতে ॥
অনুমান করি নাম দিল দ্বিজগণ।
প্রতিবিন্ধ্য নাম হৈল ধর্ম্মের নন্দন ॥
সুতসোম নাম বৃকোদর-সুত হৈল।
শ্রুতকর্ম্মা বলি নাম পার্থসুতে দিল ॥
শতানীক নাম হৈল নকুল-নন্দন।
সহদেব-সুত নাম হৈল শ্রুতসেন ॥
এই পঞ্চ নাম ধরে পঞ্চের সন্তান।
রূপে গুণে বলে বীর্য্যে জনক সমান ॥
পাণ্ডবের বংশবৃদ্ধি হৈল এইমত।
দেখি সবে পুত্রমুখ হৈল আনন্দিত ॥
সুধাময় ভারত শ্রীব্যাস বিরচিল
এতদূরে আদিপর্ব্ব সমাপ্ত হইল ॥

ইতি আদিপর্ব্ব সমাপ্ত।

সচিত্র অষ্টাদশপর্ব্ব

মহাভারত

সভাপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ

ময়দানব কর্ত্তৃক সভা
সভা নির্ম্মাণ।

অতিশয় আনন্দে মথিয়া বেদার্ণব।
জগত জনার হিত করিতে সম্ভব ॥
ত্রৈলোক্যে নাহিক দিতে যাহার মহিমা।
ব্যাসদেব রচিলেন ভারত চন্দ্রিমা ॥
সংসারে যা আছে তাহা আছয়ে ইহাতে।
এতে যাহা নাহি তাহা না দেখি জগতে ॥
যে জন সাত্ত্বিক দান করে বহুশ্রমে।
বেদ-বিদ্যা বিতরণ করে পুণ্যক্রমে ॥
তাহার অধিক ফল ভারত শ্রবণে।
মহাভারতের তুল্য নাহি ত্রিভুবনে ॥
জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান।
কৃষ্ণসহ পিতামহ দানব প্রধান ॥
খাণ্ডব দহিয়া গিয়া পাণ্ডব প্রস্থেরে।
কি কি কর্ম্ম করিলেন তাহা কহ মোরে ॥
শুনিতে আমার চিত্তে পরম আনন্দ।
তব মুখে শুনিয়া ঘুচুক মনধন্ধ ॥
বলিলা বৈশম্পায়ন শুন নৃপবর।
অগ্নি-সত্যে পার হৈল পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
ধর্ম্মরাজে কহিলেন সব বিবরণ।
করিলেন ভূপতি সন্তোষে আলিঙ্গন ॥
লক্ষ লক্ষ ধেনু স্বর্ণ করিলেন দান।
ময়দানবেরে বহু করিলেন মান ॥.

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
মহাভারতের কথা অপূর্ব্ব কথন ॥
শ্রীকৃষ্ণ-পার্থের অগ্রে করি যোড়কর।
বিনয় করিয়া বলে দানব ঈশ্বর ॥
সুদর্শন চক্রে ভয় করে তিনলোকে।
উদ্ধারিলে হেন চক্র হইতে আমাকে ॥
প্রচণ্ড অনলমুখে করিলা যে ত্রাণ।
আজি হৈতে তোমারে বিক্রীত মম প্রাণ
কি করিব মোরে আজ্ঞা কর মহাশয়।
তব প্রীতি হেতু আমি ব্যাকুল হৃদয় ॥
অর্জ্জুন বলেন যাহ যাদব ঈশ্বর।
রাখিও আমারে প্রীতি তুমি নিরন্তর ॥
ময় বলে যাবত না করি তব কর্ম্ম।
তাবত রহিবে মম মানসে অধর্ম্ম ॥
পার্থ বলিলেন কিছু না চাহি তোমারে।
যা পার করহ প্রীতি দেব দামোদরে ॥
করযোড়ে বলে ময় কৃষ্ণের গোচর।
কি করিব আজ্ঞা কর দেব গদাধর ॥
হৃদয়ে চিন্তিয়া কৃষ্ণ বলেন বচন।
দিব্য সভা দেহ এক করিয়া রচন ॥
হেন সভা কর যাহা কেহ নাহি দেখে।
অদ্ভুত হইবে সুরাসুর তিনলোকে ॥
এত শুনি আনন্দিত দানবের পতি।
নির্ম্মাণ করিতে সভা গেল শীঘ্রগতি ॥

কনক রচিত চিত্র বিচিত্র নির্ম্মাণ।
নানাগুণযুত যেন দেবতার স্থান॥
চৌদিকে সহস্র দশ ক্রোশ পরিসর।
সুরাসুর ভুজঙ্গ নরের অগোচর॥
রচিয়া বিচিত্র সভা দানব প্রধান।
সবিনয়ে জানাইল কৃষ্ণ বিদ্যমান॥
যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ পার্থ প্রশংসে দানবে।
দেখিতে গেলেন সভা মহামহোৎসবে॥
দ্বিজগণে পায়সান্ন করান ভোজন।
নানা রত্ন দান দেন রজত কাঞ্চন॥
শুভক্ষণে করিলেন প্রবেশ সভায়।
পাণ্ডব সপরিবারে রহেন তথায়॥
চিরদিন রহি কৃষ্ণ পাণ্ডবের প্রীতে।
পিতৃ-দরশনে যাব করিলেন চিতে॥
পিতৃস্বসা কুন্তীর বন্দিয়া দুইপাদ।
আলিঙ্গিয়া ভোজসুতা করেন প্রসাদ॥
সুভদ্রা ভগিনী স্থানে করিল গমন।
গদগদ মৃদু-বাক্য সজল নয়ন॥
কহেন রুক্মিণীকান্ত ভদ্রা প্রবোধিয়া।
স্নেহেতে চক্ষুর জল পড়িছে বহিয়া॥
সেবিবা শাশুড়ী কুন্তীদেবীর চরণে।
সমভাবে সর্ব্বদা বঞ্চিবা কৃষ্ণা সনে॥
তত্ত্বকথা কহিয়া চলেন গদাধর।
প্রণমিয়া ভদ্রাদেবী কান্দে উচ্চৈঃস্বর॥
ভদ্রা প্রবোধিয়া কৃষ্ণ গিয়া কৃষ্ণা পাশে।
বিনয়ে কহেন তাকে মৃদু মৃদু ভাষে॥
প্রাণের অধিক মম সুভদ্রা ভগিনী।
সদাকাল স্নেহ তারে করিবা আপনি॥
দ্রৌপদীরে সম্ভাষিয়া গিয়া নারায়ণ।
ধৌম্য পুরোহিত সহ করি সম্ভাষণ॥
যুধিষ্ঠিরে কহেন করিয়া নমস্কার।
আজ্ঞা কর গৃহে আমি যাব আপনার॥
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিষণ্ণ বদন।
কৃষ্ণে আলিঙ্গন করি সজল নয়ন॥
ভীমার্জ্জুন সহিত হইল কোলাকুলি।
কৃষ্ণে প্রণমিল মাদ্রীপুত্র মহাবলী॥
শুভ তিথি নক্ষত্র গণক জানাইল।
বেদ-বিধি ব্রাহ্মণ মঙ্গল উচ্চারিল॥
দারুক গরুড়ধ্বজ করিয়া সাজন।
গোবিন্দের অগ্রে লয়ে দিল ততক্ষণ॥
যাত্রা শুভ যাঁর নাম করিলে স্মরণ।
তিনি যাত্রা করিলেন করি শুভক্ষণ॥
স্নেহেতে কৃষ্ণের সহ ধর্ম্মের নন্দন।
খগপতিধ্বজে আরোহেণ পঞ্চজন॥
রথ চালাইয়া দিল দারুক সারথি।
ভোজনান্তে গিয়া ধর্ম্মে বলেন শ্রীপতি॥
নিবর্ত্তহ মহারাজ যাও নিজালয়।
আমাতে রাখিবা সদা সদয় হৃদয়॥
আলিঙ্গন করি পার্থ সজল নয়ন।
বহুকষ্টে নিবৃত্ত হইল পঞ্চজন॥
বিরস বদনে ফিরিলেন পঞ্চজন।
গেলেন দ্বারকাপুরে দ্বারকারমণ॥
তবে ময় বলে ধনঞ্জয় বিদ্যমান।
মম মনোনীত সভা নহিল নির্ম্মাণ॥
আজ্ঞা কর যাব আমি মৈনাক পর্ব্বতে।
কৈলাস উত্তরে হিমালয় সন্নিহিতে॥
বৃষপর্ব্ব দানবের নামে ছিল পতি।
ত্রিলোক শাসিয়া তথা করিল বসতি॥
করিলাম তার সভা পূর্ব্বেতে নির্ম্মাণ।
নানারত্ন মণিময় আছে সেইস্থান॥
এ তিন লোকেতে যত দিব্যরত্ন ছিল।
নানারত্নে নানাঅস্ত্রে গৃহে পূর্ণ কৈল॥
কৌমোদকী গদা তুল্য আছে গদাবর।
সে গদার যোগ্য হয় বীর বৃকোদর॥
তব হস্তে যেমন গাণ্ডীব ধনু সাজে।
হেন গদাবর আছে বিন্দুসরোমাঝে॥
বরুণে জিনিয়া বৃষপর্ব্বা দৈত্যেশ্বর।
দেবদত্ত শঙ্খ সে পাইল মনোহর॥
যার শব্দ শুনি দর্প ত্যজে রিপুগণ।
সে শঙ্খ তোমারে হয় বিশেষ শোভন॥
এই সব দ্রব্য আছে বিন্দু সরোবরে।
আজ্ঞা কর আমি গিয়া আনিব সত্বরে॥

অর্জ্জুন বলেন যদি করিয়াছ মনে।
যাহা চিত্তে লয় তাহা করহ আপনে॥
এত শুনি চলিল দানবরাজ ময়।
কৈলাসের উত্তরেতে হেমন্ত-তনয়॥
ভাগীরথী হেতু যথা রাজা ভগীরথ।
বহুকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিল ব্রত॥
নর নারায়ণ শিব যম পুরন্দর।
করিলেন যথা যজ্ঞ অনেক বৎসর॥
যথা স্রষ্টা করিলেন সৃষ্টির কল্পনা।
বহু গুণবন্ত সেই না হয় বর্ণনা॥
ময় গিয়া সব দ্রব্য বাহির করিল।
রাক্ষস কিন্নরগণ শিরে করি নিল॥
দেবদত্ত শঙ্খ নিল গদা অনুপম।
যত রত্ন নিল তার কত লব নাম॥
ভীমে গদা দিল শঙ্খ দিল অর্জ্জুনেরে।
দেখি আনন্দিত হন দুই সহোদরে॥
কনক বৈদুর্য্যমণি মুকুতা প্রবাল।
মরকত রজত স্ফটিক চিত্রঢাল॥
স্ফটিকের স্তম্ভ সব চিত্র মণি হীরা।
সর্ব্ব গৃহে লম্বে মণি মুকুতার ঝারা॥
বসিবার স্থানে সব কৈল রত্নছেদী।
বিচিত্র রচন কৈল নানামত বেদী॥
নানাজাতি বৃক্ষে সব ফল ফুল শোভে।
ভ্রময়ে ভ্রমরগণ মকরন্দ লোভে॥
উচ্চ নীচ বুঝিয়া ভ্রময় বিজ্ঞলোকে।
বিশেষ বিপক্ষগণ চক্ষে নাহি দেখে॥
ময় একমাসে সভা করিয়া রচন।
কুন্তীপুত্র প্রতি করিলেন নিবেদন॥
সভা দেখি আনন্দিত হইয়া রাজন।
আনিলেন দেখাইতে পারিবারগণ॥
দশলক্ষ ব্রাহ্মণেরে করান ভোজন।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন ভাই পঞ্চজন॥
ঘৃত দুগ্ধ অন্ন জল যত সব ভক্ষ্য।
হরিণ বরাহ মেষ কোটি লক্ষ লক্ষ॥
যেজন যে ভক্ষ্যে তৃপ্ত তাহা সে পাইল।
ভোজনান্তে দ্বিজগণ স্বস্তি উচ্চারিল॥
দ্বিজগণ স্বস্তি শব্দে পরম উল্লাসে।
নানারত্ন দান পেয়ে চলিল সন্তোষে॥
কত মুনিগণ তবে ধর্ম্মপুত্র প্রীতে।
আশ্রম করিয়া রহিলেন সে সভাতে॥
অসিত দেবল সত্য সর্পমালী ঋষি।
মহাশিরা অর্ব্বাবসু সুমিত্র তপস্বী॥
মৈত্রেয় শুনক বলি সুমন্ত্র জৈমিনী।
শ্রীবৈশম্পায়ন পৈল চারি শিষ্য গণি॥
জাতুকর্ণ শিখাবান পৈঙ্গ অপ্সু হৌম্য।
কৌশিক মাণ্ডব্য মার্কণ্ডেয় বক ধৌম্য॥
গালব কৌণ্ডিন্য সনাতন বভ্রুমালী।
বরাহ সাবর্ণি ভৃগু কালাপ ত্রৈবলি॥
ইত্যাদি অনেক ঋষি না যায় গণন।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় প্রতি তপোধন॥
যুধিষ্ঠির সভাতে থাকেন অহর্নিশি।
পুরাণ প্রস্তাব ধর্ম্ম নানা কথা ভাষি॥
পৃথিবী নিবাসী যত মুখ্য ক্ষত্রগণ।
যুধিষ্ঠির সভায় থাকেন অনুক্ষণ॥
মুঞ্জকেতু বিবর্দ্ধন কুন্তী উগ্রসেন।
সুধর্ম্মা সুকর্ম্মা কৃতবর্ম্মা জয়সেন॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ অধিপতি।
সুমিত্র সুমনা ভোজ সুশর্ম্মা প্রভৃতি॥
বসুধান চেকিতান মালবাধিকারী।
কেতুমান জয়ন্ত সুষেণ দণ্ডধারী॥
মৎস্যরাজ ভীষ্মক কৈকেয় শিশুপাল।
সুমিত্র যবনপতি শল্য মহাপাল॥
বৃষ্ণি ভোজ যদুবংশী যতেক কুমার।
ইত্যাদি অনেক রাজা গণিতে অপার॥
অর্জ্জুনের স্থানে অস্ত্র শিক্ষার কারণ।
জিতেন্দ্রিয় বৃত্তি হয়ে থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব তুম্বুরু অধিপতি।
অপ্সর কিন্নর নিজ অমাত্য সংহতি॥
নৃত্যগীত বাদ্যরসে পাণ্ডবেরে সেবে।
বিরিঞ্চিকে সেবে যেন ইন্দ্র আদি দেবে॥
না হইল না হইবে আর সভান্তর।
হেনমতে বঞ্চে সুখে পঞ্চ সহোদর॥

যুধিষ্ঠির-সভায় নারদের আগমন ।

মুনি বলে মহাশয়, শুন শুন জন্মেজয়,
হেনমতে থাকেন পাণ্ডব।
একদিন আচম্বিত, শ্রীনারদ উপনীত,
সর্ব্বত্র গমন মনোজব ॥
ধ্যান জ্ঞান যোগ যুজ্য, অমর অসুর পূজ্য,
চতুর্ব্বেদ জিহ্বাগ্রেতে বৈসে।
ব্রহ্মার অঙ্গেতে জন্ম, বিজ্ঞ যত ব্রহ্মকর্ম্ম,
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমেণ অনায়াসে ॥
পরমার্থ অনুবন্ধি, বিজ্ঞেয় বিগ্রহ সন্ধি,
কলহ গায়নে বড় প্রীত।
শিরেতে পিঙ্গল জটা, ললাটে পিঙ্গলফোঁটা,
শ্রবণে কুণ্ডল স্মিতে সিত ॥
মুখে হরিনাম স্রবে, ভুজস্থ বীণার রবে,
গতি মন্দ যেমন মাতঙ্গ।
বারিজ নয়ন-যুগে, বহে বারি যেন মেঘে,
পুলকে কদম্ব পুষ্প অঙ্গ ॥
শরদিন্দু মুখাম্বুজ, আজানুলম্বিতভুজ,
প্রজ্বল অনল দীপ্তকায়।
পরিধান কৃষ্ণাজিন, সঙ্গে মুনি কতজন,
উপনীত পাণ্ডব সভায় ॥
দেখিয়া নারদ ঋষি, যে ছিল সভায় বসি,
সম্ভ্রমে উঠিল ততক্ষণে।
আস্তে ব্যস্তে ধর্ম্মসুত, সহোদরগণযুত,
প্রণাম করেন শ্রীচরণে ॥
সুগন্ধি উদক দিয়া, পদযুগ প্রক্ষালিয়া,
বসিতে দিলেন সিংহাসন।
যথা শিষ্ট ব্যবহার, পাদ্য অর্ঘ দিয়া তাঁর,
ভক্তিভাবে করেন পূজন ॥
তবে মুনি স্নেহবশে, জিজ্ঞাসেন মৃদুভাষে,
কহ রাজা ভদ্র আপনার।
কুলের কৌলিক কর্ম্ম, ধন উপার্জ্জন ধর্ম্ম,
নির্ব্বিঘ্নেতে হয় কি তোমার ॥
সাধু বিজ্ঞ যতজন, অনুরক্ত মন্ত্রিগণ,
এ সবার রাখ কি বচন।
একক অনেক সহ, বিচার ত না করহ,
কার্য্যেতে কি রাখ মুখ্যগণ ॥
ভক্ষ্যদ্রব্য যথাযথ, ন্যায়মূল্যে কিন তত,
না রাখহ দ্বিজের দক্ষিণা।
তব অনুরক্ত যত, ভয়ে কি শরণাগত,
দুঃখতো না পায় কোনজনা ॥
বিজ্ঞযোগ্য পুরোহিত, দৈবজ্ঞজ্যোতিষবিত,
আছে কি বৈদ্য চিকিৎসক।
অনাথ অতিথিলোকে, অনলব্রাহ্মণমুখে,
সদা দেহ ঘৃত অম্বোদক।
রাজ্যের যতেক প্রজা, পায় যথোচিতপূজা,
সবে অনুগত তো তোমার।
ধান্য ধন বহুমত, উদক আয়ুধ যত,
পূর্ণ করিয়াছ তো ভাণ্ডার ॥
প্রাতঃকালেনিদ্রাবশ, বৈকালেতেক্রীড়ারস,
আলস্য ইন্দ্রিয় নিবারণ।
ধর্ম্ম কর্ম্মে ধনব্যয়, করি নিত্য উপচয়,
পুত্রবৎ পাল প্রজাগণ ॥
বিবিধ অনেক নীতি, জিজ্ঞাসিল মহামতি,
পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মার নন্দন।
শুনি ধর্ম্ম অধিকারী, কহিল বিনয় করি,
প্রণমিয়া মুনির চরণ ॥
যে কিছু কহিলা তুমি, যথা শক্তিকরি আমি,
যাহা জ্ঞাত ছিলাম পূর্ব্বেতে।
শুনিয়া তোমার স্থান, বিশেষ জন্মিলজ্ঞান,
যত্নেতে করিব আজি হৈতে ॥
অবধান তপোধন, করি এক নিবেদন,
চরাচর তোমার গোচর।
এই সভা মনোহর, অনুরূপ মুনিবর,
দেখিছ কি ব্রহ্মাণ্ড ভিতর ॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি, ঈষৎ হাসিয়া মুনি,
কহেন সকল বিবরণ।
তোমার সভার প্রায়, মনুষ্যলোকেতেরায়,
নাহি দেখি শুনহ রাজন ॥
ব্রহ্মার বিচিত্র সভা, যেন কৈলাসের প্রভা,
ইন্দ্র যম বরুণের পুরী।

দেখিয়াছি যথা তথা, মনুষ্যে অদ্ভুতকথা,
শুন কিছু কহি ধর্ম্মকারী ॥
রাজা বলে সবিনয়, কহ মুনি মহাশয়,
সে সকল সভার বিধান।
প্রসার বিস্তার কত, বর্ণগণ ধরে যত,
প্রত্যক্ষ শুনিব তব স্থান।
দিব্য সভাপর্ব্ব কথা, বিচিত্র ভারত গাথা,
শুনিলে অধর্ম্ম যায় নাশ ॥
গোবিন্দ চরণে মন, সমর্পিয়া অনুক্ষণ,
বিরচিল কাশীরাম দাস ।

নারদ কর্ত্তৃক লোকপাল গণের সভা বর্ণন।

নারদ বলেন রাজা কর অবধান।
ইন্দ্রের সভার কথা কহি তব স্থান ॥
দেবশিল্পী পটু বিশ্বকর্ম্মার দ্বারায়।
নির্ম্মাণ করান নিজ মহতী সভায় ॥
বিবিধ বিধান চিত্র কোটিচন্দ্র প্রভা।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি ধার্ম্মিকের সভা ॥
উচ্চ পঞ্চ যোজনেক শতেক বিস্তার।
শচী সহ ইন্দ্র তথা করেন বিহার ॥
জরা শোক ভয় নাহি সতত আনন্দ।
ইন্দ্রের আশ্রমে সদা থাকে সুরবৃন্দ ॥
অষ্টবসু নবগ্রহ ধর্ম্ম কাম অর্থ।
তড়িত বিদ্যুৎ সপ্তবিংশ কৃষ্ণবর্ত্ম ॥
দেবতা তেত্রিশকোটি সেবে পুরন্দরে।
বর্ণিতে না পারি সভা যত গুণ ধরে ॥
হরিশ্চন্দ্র নরপতি আছেন তথায়।
আর যত নরপতি লিখনে না যায় ॥
নারদ বলেন শুন সভার প্রধান।
শমন রাজার সভা কর অবধান ॥
দীর্ঘপ্রস্থ শত শত যোজন বিস্তার।
আদিত্য সমান প্রভা অতি চমৎকার ॥
নহে শীত নহে তপ্ত নাহি দুঃখলোকে।
প্রেমময় নাহি হিংসা সদাকাল সুখে

কতেক কহিব তথা যতেক বিষয়।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কহি শুন মহাশয় ॥
যযাতি নহুষ পুরু মান্ধাতা ভরত।
কৃতবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য সুনীথ সুরথ ॥
শিবি মৎস্য বৃহদ্রথ নল বহীনর।
শ্রুতশ্রবা পৃথুলাশ্ব রাজা পরিচর ॥
দিবোদাস অম্বরীষ রঘু প্রতর্দ্দন।
পৃষদশ্ব সদশ্ব মরুত্ত বসুমন ॥
শরভ সৃঞ্জয় বেণ এন উশীনর।
পুরু বৎস প্রদ্যুম্ন বাহ্লীক নৃপবর ॥
শশবিন্দু কক্ষসেন সগর কৈকয়।
জনক ত্রিগর্ত্ত বার্ত্ত জয় জন্মেজয় ॥
শত ধৃতরাষ্ট্র আছে ভীষ্ম দুইশত।
শত ভীম কৃষ্ণার্জ্জুন শত আর কত ॥
প্রতীপ শান্তনু পাণ্ডু জনক তোমার।
কতেক কহিব কথা যত আছে আর ॥
বরুণ-সভা কহি শ্রবণ কর আর।
শত শত যোজন বিস্তার দীর্ঘ তার ॥
বিশ্বকর্ম্মা বিরচিল সভা অনুপম।
জলের ভিতরে সে পুষ্করমালীনাম ॥
নিবসে বরুণ তথা বারুণী সহিত।
পুত্র পৌত্র পাত্র মিত্র সহ পুরোহিত ॥
দ্বাদশ আদিত্য আর নাগগণ যত।
বাসুকি তক্ষক কর্কোটক ঐরাবত ॥
সংহ্লাদ প্রহ্লাদ বলি নমুচি দানব।
বিপ্রচিত্তি কালকেয় দুর্ম্মুখ সরভ ॥
মূর্ত্তিমন্ত চারি সিন্ধু আরো নদীগণ।
জাহ্নবী যমুনা সিন্ধু সরস্বতী শোণ ॥
চন্দ্রভাগা বিপাশা বিতস্তা ইরাবতী।
শতদ্রু সরযু আর নদী চর্ম্মণতী ॥
কিম্পুনা বিদিশা কৃষ্ণবেণা গোদাবরী।
নর্ম্মদা বিশল্যা বেন্বা লাঙ্গলী কাবেরী ॥
দেবনদী মহানদী ভারবী ভৈরবী।
ক্ষীরবতী দুগ্ধবতী লোহিতা সুরভি ॥
করতোয়া গণ্ডকী আত্রেয়ী শ্রীগোমতী।
ঝুমুঝুমি স্বর্ণরেখা নদী পদ্মাবতী ॥

মূর্ত্তিমতী হইয়া তথায় আছে সেবে।
তড়াগ পুষ্করিণ্যাদি বরুণেরে সবে ॥
চারি মেঘ বৈসে তথা সহ পরিবার।
কহিতে না পারি যত যত বৈসে আর ॥
কুবেরের সভা রাজা কর অবধান।
কৈলাস শিখরে বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ ॥
শতেক যোজন দীর্ঘ বিস্তার সত্তরি।
নিবসে গুহ্যক যক্ষ কিন্নর কিন্নরী ॥
চিত্রসেন রম্ভা ইরা ঘৃতাচী মেনকা।
চারুনেত্রা উর্ব্বশী বুদ্‌বুদা চিত্ররেখা ॥
মিত্রকেশী অলম্বুষা এই মহাদেবী।
নৃত্য গীত বাদ্যে সদা কুবেরেরে সেবি ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ আছে লক্ষ লক্ষ।
প্রেত ভূত পিশাচ রাক্ষস দিব্য রক্ষ ॥
ফলকক্ষ ফলোদক তুম্বুরু প্রভৃতি।
হাহা হূহূ বিশ্বাবসু চিত্রসেন কৃতী ॥
চিত্ররথ মহেন্দ্র মাতঙ্গ বিদ্যাধর।
বিভীষণ থাকে সদা সহ সহোদর ॥
আছয়ে পর্ব্বতগণ মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া।
হিমাদ্রি মৈনাক গন্ধমাদন মলয়া ॥
আমিহ থাকি যে আমা তুল্য বহু আছে
উমা সহ সদানন্দ সদা তার কাছে ॥
নন্দী ভৃঙ্গী গণপতি কার্ত্তিক বৃষভ।
পিশাচ খেচর দানা শিবাগণ সব
আর যত আছে তাহা কহিতে কে পারে
কহিব ব্রহ্মার সভা শুন অতঃপরে ॥
পূর্ব্বে দেবযুগে দিবা নামে দিবাকর।
ভ্রময়ে মনুষ্যলোকে হয়ে দেহধর ॥
আচম্বিতে আমারে দেখিয়া মহাশয়।
দিব্যচক্ষে জানিয়া দিলেন পরিচয় ॥
ব্রহ্মার সভার গুণ কহিলে আমারে।
শুনিয়া হইল ইচ্ছা সভা দেখিবারে ॥
তাঁরে জিজ্ঞাসিলাম করিয়া সবিনয়।
কিমতে ব্রহ্মার সভা মম দৃশ্য হয় ॥
বলিলেন সহস্র বৎসর ব্রতী হৈয়া।
করহ কঠোর তপ হিমালয়ে গিয়া ॥
শুনি করিলাম তপ সহস্র বৎসর
পুনর্ব্বার আইলেন দেব দিবাকর ॥
আমা সঙ্গে করিয়া গেলেন ব্রহ্মপুরী।
দেখিলাম যাহা তাহা কহিতে না পারি ॥
তার অন্ত নাহিক নাহিক পরিমাণ।
মানসিক সেই সভা ব্রহ্মার নির্ম্মাণ ॥
চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া সে সভার কিরণ।
শূন্যেতে শোভিছে সভা না যায় নয়ন ॥
তথায় থাকিয়া বিধি করেন বিধান।
প্রজাপতিগণ থাকে তাঁর সন্নিধান ॥
প্রচেতা মরীচি দক্ষ পুলহ গৌতম।
অঙ্গিরা বশিষ্ঠ ভৃগু সনক কর্দ্দম ॥
কশ্যপ বশিষ্ঠ ক্রতু পুলস্ত্য প্রহ্লাদ।
বালখিল্য অগস্ত্য মাণ্ডব্য ভরদ্বাজ ॥
গন্ধর্ব্ব সকল আছে মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া।
আয়ুর্ব্বেদ চন্দ্র তারা সূর্য্য সন্ধ্যা ছায়া ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কান্তি শান্তি ক্ষমা।
অষ্টবসু নবগ্রহ শিব সহ উমা ॥
চতুর্ব্বেদ ছয় শাস্ত্র তন্ত্র স্মৃতি শ্রুতি।
চারিযুগ বর্ষা মাস দিবা সহ রাতি ॥
সাবিত্রী ভারতী লক্ষ্মী অদিতি বিনতা।
ভদ্রা ষষ্ঠী অরুন্ধতী কদ্রু নাগমাতা ॥
মূর্ত্তিমন্ত হইয়া আছেন নারায়ণ।
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন ॥
আমার কি শক্তি তাহা বর্ণিবারে পারি।
নিত্য নিত্য আসি সেবে সৃষ্টি অধিকারী ॥
এত সভা দেখিয়াছি আমি এ নয়নে।
তব সভা তুল্য নাহি মনুষ্য ভুবনে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন তুমি মনোজব।
শুনিলাম তোমার প্রসাদে এই সব ॥
একবাক্যে বিস্ময় হইল মম মনে।
যতেক নৃপতি সব যমের ভবনে ॥
একা হরিশ্চন্দ্র কেন ইন্দ্রের আলয়।
কোন্ পুণ্য তপ দানে কহ মহাশয় ॥
যমালয়ে যবে দেখিলেন মম পিতা।
আমার কারণ কিছু কহিলেন কথা ॥

নারদ বলেন শুন পাণ্ডব প্রধান।
সূর্য্যবংশে শ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্রের আখ্যান॥
এক রথে জিনিয়া লইল মর্ত্ত্যপুর।
বাহুবলে হৈল সপ্তদ্বীপের ঠাকুর॥
রাজসূয় যজ্ঞ যে করিল হরিশ্চন্দ্র।
আজ্ঞাবর্ত্তী হইল সকল রাজবৃন্দ॥
অনেক ব্রাহ্মণ আইল যজ্ঞের সদন।
প্রতি দ্বিজে সেই রাজা করিল সেবন॥
সব রাজা হৈতে সে করিল বড় কাজ।
সেই ফলে স্বর্গে সে আইল সভামাঝ॥
আর যত রাজা রাজসূয় যজ্ঞ কৈল।
সম্মুখ সংগ্রাম করি তাহারা মরিল॥
যোগিগণ যোগে নিজ দেহ ত্যাগ করে
সেই সব লোক বৈসে ইন্দ্রের নগরে॥
কহি শুন তোমার পিতার সমাচার।
যমালয়ে দেখা হৈল সহিত তাঁহার॥
কহিয়াছিলেন তিনি করিয়া বিনয়।
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ আমার তনয়॥
অনুগত তার বীর্য্যবন্ত ভ্রাতৃগণ।
যাহার সহায় কৃষ্ণ কমললোচন॥
পৃথিবীতে তাহার অসাধ্য কিছু নয়।
রাজসূয় যজ্ঞ তার অনায়াসে হয়॥
এই রাজসূয় যদি করে ধর্ম্মরাজ।
হরিশ্চন্দ্র প্রায় থাকি ইন্দ্রের সমাজ॥
তোমার জনক ইহা কহিল আমারে।
যে হয় উচিত রাজা করহ বিচারে॥
সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে শ্রেষ্ঠ রাজসূয় গণি।
বহুবিঘ্ন হয় ইথে আমি ভাল জানি॥
ছিদ্র পেয়ে যজ্ঞনাশ রিপুগণ করে।
যজ্ঞ হেতু রাজগণ যুদ্ধ করি মরে॥
যেমতে মঙ্গল হয় কর নরপতি।
আমারে বিদায় কর যাব দ্বারাবতী॥
এত বলি প্রস্থান করেন মুনিবর।
শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হেতু দ্বারকানগর॥
সভাপর্ব্ব অনুপম সভার বর্ণন।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধুজন॥

কৃষ্ণকে আনিতে দূত প্রেরণ।

মুনি মুখে বার্ত্তা শুনি।
চিন্তান্বিত নৃপমণি॥
অন্য নাহি লয় মনে।
কহিলেন ভ্রাতৃগণে॥
নারদ বলেন যত।
পিতৃ আজ্ঞা এই মত॥
এ যজ্ঞ কর্ত্তব্য হয়।
কি সবার মনে লয়॥
শুনি ভৃত্য মন্ত্রিগণ।
স্বীকারিল সর্ব্বজন॥
চিন্তা কর কোন্ হেতু।
কর রাজসূয় ক্রতু॥
কি কার্য্য অসাধ্য আছে।
কেবা বিরোধিবে পাছে॥
মন্ত্রিগণ-বাক্য শুনি।
বিচারিল নৃপমণি॥
যে কর্ম্ম যাহে না শোভে।
সে কর্ম্ম করিলে তবে॥
পাছে হয় বিড়ম্বনা।
অযশ ঘোষে সর্ব্বজনা॥
বিশেষ বিষম যজ্ঞ।
সব লোক নহে যোগ্য॥
ইহা আগে না প্রকাশি।
গোবিন্দে আগে জিজ্ঞাসি॥
কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য।
হরির হইলে শ্রব্য॥
যদি দেন অনুমতি।
এ যজ্ঞে হইব কৃতী॥
ইহা চিন্তি নরপতি।
দূত পাঠাইল তথি॥
সে দূত সত্বর হ'য়ে।
দ্বারকা প্রবেশে গিয়ে॥
কৃষ্ণে করি নমস্কার।
কহে ধর্ম্ম সমাচার॥

তোমার দর্শন বিনে।
কুন্তীপুত্র দুঃখী মনে॥
এ কথা শুনিবামাত্র।
গোবিন্দ তোলেন গাত্র॥
বৈনতের আরোহণে।
যান ইন্দ্রসেন সনে॥
দিনকর যায় অস্তে।
উপনীত ইন্দ্রপ্রস্থে॥
কৃষ্ণ আইলেন পুরে।
শুনি হর্ষ নৃপবরে॥
ভ্রাতৃ মন্ত্রী পাঠাইল।
অগ্র হৈয়া কৃষ্ণে নিল॥
ধর্ম্মে করি নমস্কার।
সম্ভাষেণ হরি আর॥
ধর্ম্ম নরপতি তবে।
কৃষ্ণে পূজি ভক্তি ভাবে॥
বসিলেন সবে তথা।
চন্দ্রের মণ্ডলী যথা॥
শ্রীহরি চরণদ্বয়।
যে ভাবে সদা হৃদয়॥
তার চরণ সরোজে।
সদা কাশীরাম ভজে॥

গোবিন্দ ও যুধিষ্ঠির কথা।

বলেন গোবিন্দ প্রতি ধর্ম্মের কুমার।
নারদেরে কহিলেন জনক আমার
রাজসূয় মহাযজ্ঞ দুর্ল্লভ সংসারে।
যুধিষ্ঠিরে কহ রাজসূয় করিবারে॥
এই হেতু যজ্ঞ বাঞ্ছা হইল আমার।
শুন এই কথা কৃষ্ণ কহি সারোদ্ধার॥
পরস্পর আমারে সুহৃদ বলে সবে।
কেহ প্রীতে কেহ হিতে কেহ ধনলোভে॥
যে যত বলেন নাহি লয় মম মনে।
যতক্ষণ নাহি শুনি তোমার বদনে॥
বুঝিয়া সন্দেহ প্রভু ভাঙ্গহ আমার।
করিব কি না করিব যে আজ্ঞা তোমার॥
গোবিন্দ বলেন তুমি সর্ব্ব গুণবান্।
পৃথিবীর মধ্যে রাজা কে তব সমান॥
যোগ্য হও রাজা তুমি যজ্ঞ করিবারে।
এক নিবেদন আমি করিব তোমারে॥
আমি যাহা কহি তাহা জান ভালমতে।
এক লক্ষ রাজা চাহি এ মহাযজ্ঞেতে॥
মগধ-ঈশ্বর জরাসন্ধ শ্রেষ্ঠ রাজা।
পৃথিবীর যত রাজা করে তার পূজা॥
তাহারে না মানে হেন নাহি ক্ষিতিমাঝে।
বলেতে বান্ধিয়া আনে যেজন না ভজে॥
তাহার সহায় বহু দুষ্ট রাজগণ।
শিশুপাল দন্তবক্র নৃপতি যবন॥
এমত অনেক শত দুষ্ট নরপতি।
সদাকাল প্রায় থাকে তাহার সংহতি॥
ইক্ষ্বাকু ইলার বংশে যত রাজগণ।
জরাসন্ধে না ভজিল যত যত জন॥
তার ভয়ে নিজদেশে রহিতে নারিয়া।
উত্তর দেশেতে সবে গেল পলাইয়া॥
জরাসন্ধের দুই কন্যা অস্থি প্রাপ্তি বলি।
কংসের বনিতা দোঁহে আমার মাতুলী॥
স্বামীর কারণে বাপে গোহারী করিল।
সসৈন্যে মগধপতি মথুরা বেড়িল॥
অসংখ্য তাহার সৈন্য কে গণিতে পারে।
ক্ষয় নহে মারিলেও শতেক বৎসরে॥
রাম আমি দুই ভাই করিনু সংহার।
সেই হেতু সাজি আইল অষ্টাদশ বার॥
তবে চিত্তে বিচার করিনু সর্ব্বজন।
মথুরা বসতি আর নহে সুশোভন॥
নিরন্তর দুই কন্যা আসিবেক বাপে।
পুনঃ জরাসন্ধ রাজা কহিবেক কোপে॥
এমত বিচারি সবে মথুরা ত্যজিয়া।
দূরস্থল দ্বারকায় রহিলাম গিয়া॥
সেই যুদ্ধে না আইল যত রাজগণে।
বন্দী করি রাখিয়াছে আপন ভবনে॥
পশুবৎ করি যত রাখিয়াছে রাজা।
সবাকারে বলি দিবে রুদ্রে করি পূজা॥

ছিয়াশী ভূপে দুষ্ট রেখেছে বন্দীশালে।
তব যজ্ঞ হয় রাজা সবে মুক্ত হৈলে ॥
জরাসন্ধে বিনাশিলে সর্ব্ব সিদ্ধ হয়।
নিষ্কণ্টকে যজ্ঞ তবে কর মহাশয় ॥
জরাসন্ধ জীয়ন্তে না হয় কোন কাজ।
তারে মারি বশ কর ভূপতি সমাজ ॥
হইবে অনন্ত জয় সংসার ভিতরে।
আমার মন্ত্রণা এই কহিনু তোমারে ॥
এতেক বলেন যদি কমললোচন।
কৃষ্ণেরে কহেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন ॥
অনুচিত কহিলা যতেক মহাশয়।
ইহা না করিলে যজ্ঞ কি প্রকারে হয় ॥
শান্তি আচরণ আমি করি যে প্রথমে।
পৃথিবী সুসাধ্য আর করি ক্রমে ক্রমে ॥
পশ্চাতে করিব জরাসন্ধের উপায়।
মম মত এই কহিলাম যে তোমায় ॥
ভীমসেন বলেন না লয় মম মনে।
প্রথমে মারিব বৃহদ্রথের নন্দনে ॥
তারে মারি মুক্ত করি বহু জ্ঞাতিগণ।
যজ্ঞে বিঘ্ন করে তবে নাহি হেনজন ॥
রাজা হয়ে শান্তি ভজে লক্ষ্মী নাহি পায়
পূর্ব্ব রাজগণ কর্ম্ম কহি শুন রায় ॥
বাহুবলে ভরত শাসিল ভূমণ্ডল।
মান্ধাতা নৃপতি কর ত্যজিল সকল ॥
প্রতাপেতে কৃতবীর্য্য ঘোষে জগজ্জন।
ভগীরথ খ্যাত করি প্রজার পালন ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন রাজা কর অবগতি।
যেমতে হইবে হত মগধের পতি ॥
সৈন্য সাজি তাহারে নারিবে কদাচিত।
অসংখ্য দুর্দ্দান্ত সৈন্য যাহার সহিত ॥
ভীমার্জ্জুনে দেহ রাজা আমার সংহতি।
উপায়ে করিব হত মগধের পতি ॥
শুনিয়া বলেন রাজা ধর্ম্মের তনয়।
যতেক কহিলা মম চিত্তে নাহি লয় ॥
যার ভয়ে জগন্নাথ মথুরা ত্যজিয়া।
পশ্চিম সমুদ্রে তীরে রহিলেন গিয়া ॥

তোমরা উভয়ে চক্ষু কৃষ্ণ সম প্রাণ।
সঙ্কটেতে পাঠাইব না হয় বিধান ॥
হেন যজ্ঞে প্রয়োজন নাহিক আমার।
সন্ন্যাসী হইয়া পাছে ভ্রমিব সংসার ॥
এত শুনি তখন কহেন ধনঞ্জয়।
কেন হেন না বুঝিয়া বল মহাশয় ॥
চিরজীবী নহে কেহ সংসার ভিতর।
যুদ্ধ না করিয়া কেহ আছে কি অমর ॥
বিনা দুঃখে সঙ্কটেতে নহে কোন কর্ম্ম।
সুকর্ম্ম বিহীন রাজা বৃথা তার জন্ম ॥
এ উপায়ে কর্ম্ম যদি না হয় সাধন।
পশ্চাৎ করিবা তাহা যাহা লয় মন ॥
এতেক বলেন যদি ইন্দ্রের নন্দন।
সাধু বলি প্রশংসা করেন নারায়ণ ॥
ধর্ম্মরাজ বলেন বলহ নারায়ণ।
জরাসন্ধ নাম তার কিসের কারণ ॥
কত বল ধরে সে কাহার পাইল বর।
তোমা হিংসি রক্ষা পাইল বিস্মিত অন্তর
গোবিন্দ বলেন রাজা কর অবধান।
জরাসন্ধ বিবরণ কহি তব স্থান ॥
মগধ দেশের রাজা নাম বৃহদ্রথ।
অগণিত সৈন্যগণ গজবাজী রথ ॥
তেজে সূর্য্য ক্রোধে যম ধনে ধনপতি।
রূপে কামদেব রাজা ক্ষমাগুণে ক্ষিতি ॥
নিরন্তর যজ্ঞ করে অন্য নাহি মন।
দুই কন্যা দিল তারে কাশীর রাজন ॥
পুত্রার্থী পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে মহীপাল।
না হইল বংশ তার গেল যুবাকাল ॥
আপনারে ধিক্কার করিয়া নরপতি।
রাজ্য ত্যজি বনে গেল ভার্য্যার সংহতি ॥
গৌতমনন্দন চণ্ডকৌশিক যে ঋষি।
পরম তপস্বী তিনি সদা বনবাসী ॥
বহু দেশ ভ্রমিয়া নগরে উপনীত।
বৃক্ষতলে রাজা তারে দেখে আচম্বিত ॥
তবে রাজা প্রণমিল মুনিবর চরণ।
মুনি জিজ্ঞাসিল রাজা কোথায় গমন ॥

করযোড়ে ভূমিপতি বলিলা বচন।
মম দুঃখ অবধান কর তপোধন॥
বহু কর্ম্ম করিলাম রাজ্যে হয়ে রাজা।
সমুচিত বিধানেতে পালিলাম প্রজা॥
ধন জনে আর মন নাহি তপোধন।
সব শূন্য দেখি মুনি পুত্রের কারণ॥
এই হেতু রাজ্য ত্যজি যাই বনবাস।
তপস্যা করিব গিয়া করিয়া সন্ন্যাস॥
রাজার বিনয় শুনি গৌতম নন্দন।
ধ্যানেতে বসিয়া মুনি চিন্তে ততক্ষণ॥
হেনকালে দেখে সেই আম্র বৃক্ষ হৈতে
শূন্য হৈতে এক আম্র পড়িল ভূমিতে॥
আম্র লয়ে মুনিবর হৃদে লাগাইল।
হরিষে রাজার করে অর্পিয়া কহিল॥
এ ফল খাইতে দেহ প্রধান ভার্য্যারে।
গুণবান্ পুত্র হবে তাহার উদরে॥
বাঞ্ছা পূর্ণ হৈল রাজা যাও নিজ ঘর।
এত শুনি আনন্দিত হৈল নরবর॥
মুনি প্রণমিয়া রাজা নিজালয়ে গেল।
দুই ভার্য্যা সমান দোঁহারে বাঁটি দিল॥
দুই ভাগ করি দোঁহে করিল ভোজন।
এককালে গর্ভবতী হৈল দুইজন॥
একত্রে প্রসব দোঁহে হৈল এক কালে।
আনন্দে নিরখে দোঁহে সেই দুই বালে॥
এক চক্ষু নাসা কর্ণ এক পদ কর।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ অঙ্গ দেখি বিস্ময় অন্তর॥
হৃদয়ে হানিয়া কর বিষাদে বলিল।
দশ মাস গর্ভব্যথা বৃথা বহা গেল॥
নিরাশ হইয়া দোঁহে ঘৃণা কার মনে।
ফেলাইয়া দিতে আজ্ঞা কৈল দাসীগণে॥
সেইক্ষণে ফেলাইয়া দিল দাসীগণ।
জরা নামে রাক্ষসী আইল ততক্ষণ॥
সদাই শোণিত মাংস আহার যাহার।
সংসারের গর্ভপাত শাসন তাহার॥
রাজগৃহে গর্ভপাত শুনিয়া ধাইল।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ অঙ্গ দেখি বিস্ময় মানিল॥

আপন নয়নে ইহা কখন না দেখে।
দুই হাতে দুইখান করিয়া নিরখে॥
রহস্য দেখিয়া দুই সংযোগ করিল।
আচম্বিতে দুই অঙ্গ একত্র হইল॥
উঙা উঙা করি কান্দে মুখে হাত ভরি।
আশ্চর্য্য দেখিয়া চিত্তে ভাবে নিশাচরী॥
না হবে উদর পূর্ণ ইহাকে খাইলে।
নৃপতি হইবে তুষ্ট এ পুত্র পাইলে॥
এত চিন্তি কোলে করি লইল নন্দন।
মেঘের গর্জ্জন জিনি শিশুর নিঃস্বন॥
মনুষ্যের মূর্ত্তি ধরে জরা নিশাচরী।
রাজার সম্মুখে গেল পুত্র কোলে করি॥
নৃপতিরে কহিল সকল বিবরণ।
হের ধর লও রাজা আপন নন্দন॥
পুত্র পেয়ে উল্লাসিত হইল নৃপতি।
তবে জিজ্ঞাসিল রাজা রাক্ষসীর প্রতি॥
কে তুমি কোথায় বাস কি তোমার নাম।
কার কন্যা কার ভার্য্যা কোথা তব ধাম॥
এত স্নেহ আমারে তোমার কি কারণে।
আমারে এমত করে নাহি ত্রিভুবনে॥
রাজার বচন শুনি বলে নিশাচরী।
আমারে সৃজিল অগ্রে সৃষ্টি-অধিকারী॥
দানব বিনাশে মম হইল সৃজন।
সর্ব্ব গৃহে থাকি রাজা করহ শ্রবণ॥
পুত্র পৌত্রসহ মোরে যে গৃহস্থ পূজে।
বিবিধ বিধানে সুখ মম বরে ভুঞ্জে॥
নিষ্কণ্টকে তাহার বালকগণ বাড়ে।
নির্ব্ব্যাধি সে হয় ব্যাধি তার দেশ ছাড়ে॥
তব গৃহে পূজা পাইলাম অনুক্ষণ।
তেঁই রক্ষা করিলাম তোমার নন্দন॥
এত বলি রাক্ষসী চলিল নিজ স্থান।
পুত্র পেয়ে নরপতি মহাহর্ষবান॥
জাতকর্ম্ম বিধিমত করিল রাজন।
অনুমান করি নাম দিল দ্বিজগণ॥
জরায় সন্ধিত হেতু নাম জরাসন্ধ।
দিনে দিনে বাড়ে যেন শুক্লপক্ষ চন্দ্র॥

কতদিনে বৃহদ্রথ পুত্রে রাজ্য দিয়া।
ভার্য্যাসহ গেল বনে ব্রহ্মচারী হৈয়া॥
জরাসন্ধ রাজা হৈল বলে মহাবল।
নিজ ভুজবলেতে শাসিল ভূমণ্ডল॥
দুই সেনাপতি হংস ডিম্বক তাহার।
সর্ব্বত্র অভয় অস্ত্রে অভেদ্য আকার॥
তিনজন মহাবীর অজেয় সংসারে।
চতুর্থ জামাতা কংস মহাবল ধরে॥
আমা হৈতে যবে ভোজপতি হৈল হত।
তথা হৈতে গদা প্রহারিল বৃহদ্রথ॥
শতেক যোজন গদা এল আচম্বিতে।
মথুরা কাঁপিল যেন গিরি বজ্রাঘাতে॥
সংগ্রামে সাজিয়া আসে অষ্টাদশবার।
ত্রয়োদশ অক্ষৌহিণী সহ পরিবার॥
হংস নামে এক রাজা ছিল সঙ্গে তার।
বলভদ্র হাতে তার হইল সংহার॥
মরিল মরিল হংস হৈল এই শব্দ।
শুনিয়া মগধ লোক হইলেন স্তব্ধ॥
ডিম্বক করিত যেই রাজ্যের রক্ষণ।
শুনিল সংগ্রামে হৈল ভ্রাতার মরণ॥
সহিতে নারিল শোক হইল অস্থির।
ডুবিয়া যমুনাজলে ত্যজিল শরীর॥
জরাসন্ধ সহ তবে হংস গেল ঘর।
শুনিল মরিল শোকে ডুবিয়া সোদর॥
ভ্রাতৃশোকে হংস ক্ষণেক নাহি রহিল।
যমুনার জলে সেহ ডুবিয়া মরিল॥
হেনমতে ডুবিয়া মরিল দুইজন।
একমাত্র জরাসন্ধ আছয়ে দুর্জ্জন॥
সংগ্রামে জিনিতে তারে না দেখি ভুবনে
উপায় আছয়ে এক চিন্তিয়াছি মনে॥
মল্লযুদ্ধ বিনা তার না হয় নিধন।
বৃকোদর বাহুবলে করিবে সাধন॥
আমার হৃদয় যদি জান মহাশয়।
আমার বচন তবে করহ প্রত্যয়॥
পৌরুষে বিভব যদি বাঞ্ছ নরপতি।
ভীমার্জ্জুনে দেহ রাজা আমার সংহতি॥

কৃষ্ণের বচন শুনি ধর্ম্মের নন্দন।
একদৃষ্টে চান ভীমার্জ্জুনের বদন॥
হৃষ্টমুখ দুই ভাই দেখি নরপতি।
কহেন মধুর বাক্যে গোবিন্দের প্রতি॥
কি কারণে এমত বলিলা যদুরায়।
তোমা বিনা পাণ্ডবের কি আছে উপায়॥
লক্ষ্মী পরাঙ্মুখ যারে সে তোমা না জানে
সহজে পাণ্ডব বন্ধু খ্যাত ত্রিভুবনে॥
তব নাম নিলে ভয় নাহি ত্রিজগতে।
তার কি আপদ যার থাকিবা সঙ্গেতে॥
এত বলি নরপতি দুই ভাই লয়ে।
গোবিন্দের চরণে দিলেন সমর্পিয়ে॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশীদাস কহে সাধু কহে রচিয়া পয়ার॥

—

মগধরাজ্যে ভীমার্জ্জুন সহিত শ্রীকৃষ্ণের যাত্রা।

শুভক্ষণ করিয়া চলেন তিনজন।
ব্রহ্মচারী-বেশ সবে করিয়া ধারণ॥
পদ্মসর লঙ্ঘিয়া পর্ব্বত কালকূট।
গণ্ডকী শর্করাবর্ত্ত বিষম সঙ্কট॥
সরযু অযোধ্যা আর নগর মিথিলা।
ভাগীরথী সরস্বতী যমুনা আইলা॥
পার হৈয়া পূর্ব্বমুখে যান তিনজনে।
এলেন মগধ রাজ্যে তারা কতদিনে॥
অনুপম দেশ সেই দেখিতে সুন্দর।
ধন ধান্য গো-মহিষে শোভিত নগর॥
ভীমার্জ্জুনে বলেন গোবিন্দ মহামতি।
পঞ্চ গিরি মধ্যে হয় নগর বসতি॥
পঞ্চ পর্ব্বতের কথা শুন দুইজন।
শত্রু দেখি দ্বার রুদ্ধ হয় ততক্ষণ॥
আর এক আশ্চর্য্য আছয়ে দুয়ারেতে।
তিন গোটা ভেরী শব্দ হয় আচম্বিতে॥
শত্রু দেখি ভেরী শব্দ করয়ে যখন।
সজাগ হইয়া সেনা করয়ে সাজন॥

শক্রব্যাপী অর্ব্বুদ এ দুই নাগবর।
যার ভয়ে রিপু নাহি প্রবেশে নগর॥
মহারথিগণ সবে রক্ষা করে দ্বার।
উহার উপায় এক করহ বিচার॥
অর্জ্জুন বলেন ভেরী রৈল মম আগে।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন নিবারিব দুইনাগে॥
ভীম বলিলেন মম পর্ব্বতের ভার।
অন্য পথে যাব পুরে না যাইব দ্বার॥
এইরূপ বিচারিয়া তবে তিনজন।
দ্বার ত্যজি করিলেন গিরি আরোহণ॥
নাগের কারণ দেব কৃষ্ণ মহামতি।
খগপতি স্মরণ করেন শীঘ্রগতি॥
আইল ভুজঙ্গরিপু কৃষ্ণের স্মরণে।
এ তিন ভুবন কম্পে যাহার গর্জ্জনে॥
ভয়েতে ভুজঙ্গ দুই প্রবেশে পাতালে।
কৃষ্ণের মেলানি মাগি খগপতি চলে॥
ভেরী হেতু অর্জ্জুন এড়িল শব্দভেদী।
এই অস্ত্রে তিন ভেরী ফেলিলেন ছেদি॥
চৈত্যগিরি পৃষ্ঠে করিলেন আরোহণ।
রিপু দেখি গিরিবর করয়ে গর্জ্জন॥
গিরিশৃঙ্গ ধরি ভীম উপাড়িয়া করে।
অচল করিল বজ্র মুষ্টির প্রহারে॥
পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া কৈল নগরে প্রবেশ।
সুরপুর সম দেখি জরাসন্ধ দেশ॥
সুগন্ধি কুসুম মাল্য দেখি সুশোভন।
বলে লয়ে তিনজনে করেন ভূষণ॥
পূর্ব্বদ্বার লঙ্ঘিয়া গেলেন তিনজনা।
অন্তঃপুরে যাইতে ব্রাহ্মণে নাই মানা॥
তিন দ্বার লঙ্ঘিয়া গেলেন অন্তঃপুর।
যথা আছে মহীপাল জরাসন্ধ শূর॥
যজ্ঞ দীক্ষা লইয়াছে যজ্ঞেতে তৎপর।
উপবাসী ব্রতী হয়ে আছে একেশ্বর॥
কেবল ব্রাহ্মণগণ আছে তথাকারে।
বিনাহ্বানে অন্যজন যাইতে না পারে॥
তিন দ্বিজ দেখি রাজা উঠি যোড়হাতে।
অগ্রসরি অভ্যর্থনা করে কত পথে॥

বসিবারে দিল দিব্য কনক আসন।
স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া বৈসেন তিনজন॥
তিনজন মূর্ত্তি রাজা করে নিরীক্ষণ।
শাল বৃক্ষ কোঁড়া যেন অঙ্গের বরণ॥
আজানুলম্বিত বাহু ভুজঙ্গ আকার।
অস্ত্র-চিহ্ন লেখা আছে অঙ্গে সবাকার॥
ভূষণ বিবিধ মাল্য দেখিয়া রাজন।
নিন্দা করি বলিতে লাগিল ততক্ষণ॥
ব্রতী বিপ্র হয়ে কেন হেন কদাচার।
সুগন্ধি চন্দন মাল্য অঙ্গে সবাকার॥
মুনিগণ কহে আর আমি জানি ভালে।
ব্রাহ্মণ কখন মাল্য নাহি পরে গলে॥
পরিধান বহুবিধ বিচিত্র বসন।
বিপ্রদেহে অস্ত্রচিহ্ন কিসের কারণ॥
সত্য কহ তোমরা যে হও কোন্‌জাতি।
কি হেতু আইলা বল আমার বসতি॥
দ্বিজ বিনা আসে হেথা নাহি অন্যজন।
চোররূপে আসিয়াছ লয় মম মন॥
চৈত্যগিরি শৃঙ্গ কি ভাঙ্গিয়া এলে প্রায়।
রাজদ্রোহ পাপভয় নাহিক তোমায়॥
কি হেতু আইলা কোন্ ভিক্ষা অনুসারে।
কোন্ বিধিমতে পূজা করি সবাকারে॥
এত শুনি যদুপতি বলেন বচন।
গভীর নিনাদে যেন সলিল-বাহন॥
পুষ্পমাল্য সদা রাজা লক্ষ্মীর আশ্রয়।
লক্ষ্মীপ্রিয় কর্ম্মেতে কাহার বাঞ্ছা নয়॥
দ্বারে না আইলা হেন বলিলে বচন।
শক্রগৃহ দ্বারেতে না যাই কদাচন॥
জরাসন্ধ বলে মম না হয় স্মরণ।
কবে শক্র আমার তোমরা তিনজন॥
না হিংসিতে যেইজন হিংসা আসি করে।
তার সম পাপী নাহি সংসার ভিতরে॥
কারো হিংসা নাহি করি আমি মনে জানি
কিমতে তোমরা শক্র কহ দেখি শুনি॥
গোবিন্দ বলেন তুমি কহ বিপরীত।
যতেক তোমার নিন্দা জগতে বিদিত॥

পৃথিবীর রাজা সব বান্ধিয়া আনিলে
পশুবৎ রাখিয়াছ নিজ বন্দীশালে ॥
মহাদেবে বলি দিবা শুনিনু শ্রবণে ।
বল দেখি হেন কর্ম্ম করে কোন্ জনে ॥
অপদভঞ্জন আমি ধর্ম্মের রক্ষণ ।
জ্ঞাতিহিংসা দেখিতে না পারি কদাচন ॥
ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণী অষ্টাদশ বার ।
হারি পলাইল সব করিয়া সংহার ॥
সেই কৃষ্ণ আমি বসুদেবের নন্দন ।
পাণ্ডুপুত্র ভীমার্জ্জুন এই দুইজন ॥
আপনার হিত যদি বাঞ্ছহ রাজন ।
আমার বচনে রাজা ছাড় রাজগণ ॥
নহে যুদ্ধ কর রাজা আমার সংহতি ।
দুই কর্ম্মে যেবা ইচ্ছা হয় তব মতি ॥
শ্রীকৃষ্ণের বচনে জ্বলিল জরাসন্ধ ।
অশেষ বিশেষে গোবিন্দেরে বলে মন্দ ॥
পূর্ব্বকথা বিস্মরণ হইল তোমার ।
যুদ্ধে পলাইয়া গেলে ভয়েতে আমার ॥
পৃথিবী ছাড়িয়া গেলে সমুদ্র ভিতরে ।
কভু নাহি শুনি পুনঃ আসিতে নগরে ॥
এখন তোমারে দেখি আপনার দেশে ।
করিলে অদ্ভুত কর্ম্ম কেমন সাহসে ॥
দর্প করি কহিলে ছাড়িতে রাজগণ ।
কাহার শরীরে সহে এমত বচন ॥
ভুজবলে বান্ধি আনিলাম রাজগণে ।
সঙ্কল্প করেছি বলি দিব ত্রিলোচনে ॥
পূর্ব্বকথা তব বুঝি নাহিক স্মরণে ।
যাহ গোপসুত লজ্জা নাহিক বদনে ॥
সংগ্রাম মাগিলা তার না বুঝি কারণ ।
তোমা ছার সহিতে যুঝিবে কোন্ জন ॥
যেবা ভীমার্জ্জুন দেখি অত্যল্প বয়স ।
ইহাদের সহ যুদ্ধে হবে অপযশ ॥
মারিলে পৌরুষ নাহি হারিলে অযশ ।
পলাও বালকদ্বয় না কর সাহস ॥
গোপালের বলে বুঝি করিয়া উদ্যম ।
না জানহ জরাসন্ধ কৃতান্তের যম ॥

এতেক বলিল যদি জরাসন্ধ কোপে
ক্রোধে বীর বৃকোদর অধরোষ্ঠ কাঁপে ॥
গোবিন্দ বলেন মিথ্যা না কর বড়াই ।
তোমার বিচারে দেখি সম কেহ নাই ॥
সে কারণে হীনবল দেখি রাজগণে ।
বলে ধরি মারিবারে চাহ অকারণে ॥
না করিবা ইচ্ছা যদি আমা সহ রণ ।
এ দোঁহার মধ্যে তব যারে লয় মন ॥
বালক বলিয়া চিত্তে না করহ তুমি ।
ক্ষণেকে জানিবে অগ্রে চল যুদ্ধভূমি ॥
জরাসন্ধ বলে যদি ইচ্ছিলে মরণ ।
রণবাঞ্ছা করিলে করিব আমি রণ ॥
কিরূপে করিবে রণ কহ দেখি শুনি ।
এত শুনি তাহারে কহেন চক্রপাণি ॥
বিধির নিয়ম এই ক্ষত্রধর্ম্ম লিখি ।
সৈন্যে সৈন্যে সংগ্রাম নতুবা একাএকী ॥
একাকী করহ যুদ্ধ ইচ্ছা যার সনে ।
গদাযুদ্ধ মল্লযুদ্ধ যেই লয় মনে ॥
শুনিয়া বলিছে বৃহদ্রথের কুমার ।
ভুজবলে মহামত্ত করি অহঙ্কার ॥
সহজে বালক এই বিশেষ অর্জ্জুন ।
হীনবল সহ যুদ্ধ না করে নিপুণ ॥
কোমল বালক প্রায় দেখি যে নয়নে ।
কিছুমাত্র বৃকোদর লয় মম মনে ॥
ভীমের সহিত আজি করিব সমর ।
এত বলি উঠিল মগধ-দণ্ডধর ॥
দুই গোটা গদা রাজা আনিল তখনি ।
ভীমে দিল এক এক লইল আপনি ॥
নগর বাহিরে গেল রঙ্গভূমি যথা ।
ধাইল নগর লোক শুনি যুদ্ধ কথা ॥
কৌতুকে দেখেন কৃষ্ণ থাকিয়া অন্তরে ।
নৃপতি যুঝায় যেন যুগল মল্লেরে ॥
অপূর্ব্ব সংগ্রাম করে ভীম জরাসন্ধ ।
বিস্তারে রচিয়া কহে যমকের ছন্দ ॥
সভাপর্ব্বে সুধারস জরাসন্ধ বধে ।
কাশীদাস দেব কহে গোবিন্দের পদে ॥

জরাসন্ধের সহিত ভীমের যুদ্ধ।

অপূর্ব্ব সংগ্রাম, না হয় বিরাম,
হইল মগধ ভীমে।
গজরাজ নক্রে, বৃত্রাসুর শক্রে,
যেমত রাবণ রামে॥
কেশবাস সারি, করে গদা ধরি,
দুইজন হৈল আগে।
কর্কশ বচন, করিছে ভর্ৎসন,
দুইজন মত্ত রাগে॥
আরে রে পাণ্ডব, কোথা রে খাণ্ডব,
আইলা মগধ দেশে।
নিকট মরণ, এই সে কারণ,
দৈবে বান্ধি আনি পাশে॥
শুনিয়া তর্জ্জন, করিয়া গর্জ্জন,
বলিছে কুন্তীর সুত।
তোমারে শমন, করিল স্মরণ,
আমি হয়ে এলাম দূত॥
ক্রোধে বৃকোদর, কম্পে কলেবর,
যেমন কদলীপাত।
মণ্ডলী করিয়া, ত্বরিত ফিরিয়া,
দোহে করে করাঘাত॥
বিপরীত নাদ, পড়িল প্রমাদ,
শ্রবণে লাগিল তালা।
দন্ত কড়মড়, শ্বাসে বহে ঝড়,
উড়ি যায় মেঘমালা॥
করে করে ছাঁদি, পদে পদে বাঁধি,
দুইজনে দোঁহে টানে।
ক্ষণে দোঁহে ছাড়ি, শিরে শিরে তাড়ি,
হৃদয়ে হৃদয়ে হানে॥
উরুতে জঘনে, ছান্দিল সঘনে,
ভূমে গড়াগড়ি যায়।
শ্রমজল অঙ্গে, রণধূলি সঙ্গে,
ঢাকিল দোঁহার গায়॥
রুধিরে জর্জ্জর, দুই কলেবর,
অন্তর হইয়া ক্ষণে।
ক্রোধে কায় কম্পে, পুনঃ পুনঃ ঝম্পে,
দোঁহাপর দুইজনে॥
ঘোরনাদ চোট, দোঁহে বাহুস্ফোট,
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে।
পদে ভূ বিদারে, চাপিয়া অধরে,
তর্জ্জনী তুলিয়া তর্জ্জে॥
সে দোঁহে দোঁহারে, গদার প্রহারে,
হৃদে ভুজ শির পিঠে।
ঘোরতর রণ, দেখে সর্ব্বজন,
গদাঘাতে অগ্নি উঠে॥
কেন নহে উন, ধরি পুনঃ পুনঃ,
হৃদয়ে হৃদয় চাপে।
ভুজে ভুজে ভিড়ি ভূমিতলে পড়ি,
পুনঃ দোঁহে উঠে লাফে॥
যেন দ্বিবারণ, বারুণী কারণ,
যুঝয়ে পর্ব্বত মাঝে।
যেন দ্বি বৃষভে, সুরভীর লোভে,
গোষ্ঠের ভিতরে যুঝে॥
কার্ত্তিক প্রথমে, প্রতিপদ ক্রমে,
অহর্নিশি দোঁহে রণে।
হৈল চতুর্দ্দশী, কহে দাস কাশী,
বিশ্রাম না বায়ু পানে॥

জরাসন্ধ বধ।

অহর্নিশি চতুর্দ্দশ দিবস সংগ্রাম।
নিশ্বাস ছাড়িতে দোঁহে না করে বিশ্রাম॥
অনাহারে পীড়িত দোঁহার কলেবর।
নিস্তেজ হইল বৃহদ্রথের কুমার॥
অচল হইল অঙ্গ হরিলেক জ্ঞান।
তথাপি দণ্ডায়মান ছিল বিদ্যমান॥
পবন-নন্দন ভীম মহাপরাক্রম।
এত যুদ্ধে শরীরে তিলেক নাহি শ্রম॥
ডাকিয়া বলেন কৃষ্ণ কি দেখহ আর।
এইকালে শত্রু কেন না কর সংহার॥
কৃষ্ণের বচনে ক্রোধ করি বৃকোদর।
পায়ে ধরি ফেলিলেন ভূমির উপর॥

পুনরপি ধরে তারে কুন্তীর কুমার।
দুই পায় ধরিয়া ভ্রমায় চক্রাকার॥
শতবার ভ্রমাইয়া ফেলে ভূমিতলে।
বক্ষঃস্থল চাপিয়া বসিল মহাবলে॥
কণ্ঠে জানু দিয়া বুকে বজ্রমুষ্টি মারে।
গুরুতর গর্জ্জনেতে কাঁপে ধরাধরে॥
যথাশক্তি বৃকোদর করেন প্রহার।
তথাপি না হয় জরাসন্ধের সংহার॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া ভীম বলেন কৃষ্ণেরে।
যথাশক্তি করিলাম প্রহার ইহারে॥
ইহার মরণে আমি না দেখি উপায়।
এত শুনি ডাকিয়া বলেন যদুরায়॥
পূর্ব্বে সন্ধি কহিয়াছি কেন বিস্মরণ।
সেই ছিদ্রে জরাসন্ধ হইবে নিধন॥
বৃকোদরে দেখাইয়া দিলেন শ্রীনাথ।
দুই করে ধরি চিরিলেন বেণাপাত॥
একপদ পদে চাপি এক পদে কর।
হুঙ্কারিয়া টানিলেন বীর বৃকোদর॥
মধ্যখানে চিরিয়া করেন দুইখান।
জন্মকাল অঙ্গ প্রাপ্তে হারাইল প্রাণ॥
জরাসন্ধ পড়িল সহর্ষ নারায়ণ।
আনন্দেতে তিনজনে করে আলিঙ্গন॥
রাজ্যের যতেক লোক প্রমাদ গণিল।
জরাসন্ধ-সুত সহদেব নাম ছিল॥
ভয়েতে কম্পিত তনু পাত্র মিত্র লয়ে
গোবিন্দের চরণেতে পড়িল আসিয়ে॥
আশ্বাসিয়া শ্রীকৃষ্ণ অভয় তারে দিল।
মগধ রাজ্যে তারে দণ্ডধর করিল॥
বন্দীশালে যতেক আছিল রাজগণ।
একে একে ঘুচাইল সবার বন্ধন॥
নানারত্নে সবাকারে করিল ভূষণ।
করযোড়ে স্তুতি করি কহে রাজগণ॥
দুর্ব্বলের বল গর্ব্বি-গৌরবভঞ্জন।
সদয় হৃদয় তুমি সেবক রঞ্জন॥
অভয় পঙ্কজপদ দেখিনু নয়নে।
বদনে অমৃত ভাষা শুনিনু শ্রবণে॥
বলে জরাসন্ধ প্রভু করিল বন্ধন।
এতদিনে বলি দিত সব রাজগণ॥
কৃপায় সবারে প্রভু করিলা উদ্ধার।
এ কর্ম্ম তোমার প্রভু কিছু নহে ভার॥
আজ্ঞা কর আমরা করিব কিবা কার্য্য।
গোবিন্দ বলেন সবে যাহ নিজরাজ্য॥
রাজসূয় করিবেন ধর্ম্মের নন্দন।
সেই যজ্ঞে সহায় হইবা সর্ব্বজন॥
এত শুনি রাজগণ করে অঙ্গীকার
প্রণমিয়া দেশে সবে গেল যে যাহার॥
তবে জরাসন্ধরথ আনি নারায়ণ।
তিনজনে সে রথে করেন আরোহণ॥
অপূর্ব্ব সুন্দর রথ লোকে অগোচর।
সেই রথে চড়ি পূর্ব্বে দেব পুরন্দর॥
দলিল দানবদল ঊনশত বার।
যোজন পর্য্যন্ত দৃষ্টি হয় ধ্বজ যার॥
ইন্দ্র হৈতে পাইল বসু মগধ ঈশ্বরে।
বসু হৈতে বৃহদ্রথ সে দিল কুমারে॥
সেইরথে চড়িয়া চলেন তিনজন।
গোবিন্দ গরুড়ে তবে করিয়া স্মরণ॥
আজ্ঞা করিলেন বসিবারে ধ্বজোপর।
খগপতি ধ্বজরথ ঘোষে চরাচর॥
শঙ্খনাদ করিয়া চলিল শীঘ্রগতি।
ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত তিন মহামতি॥
যুধিষ্ঠির চরণে করিয়া নমস্কার।
একে একে কহেন সকল সমাচার॥
আনন্দেতে যুধিষ্ঠির করি আলিঙ্গন।
গোবিন্দে অনেক পূজা করেন তখন॥
জরাসন্ধরথ আর অমূল্য রতন।
কৃষ্ণেরে দিলেন রাজা হয়ে হৃষ্টমন॥
সেই রথ আরোহিয়া দেব দামোদর।
মেলানি মাগিয়া যান দ্বারকানগর॥
সভাপর্ব্বে সুধারস জরাসন্ধ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

অর্জ্জুনের দিগ্বিজয় ।

করি কৃতাঞ্জলি, পার্থ মহাবলী,
কহেন রাজার আগে ।
আজ্ঞা কর রায়, করিব উপায়,
রাজসূয় যজ্ঞভাগে ।
অতুল কার্ম্মুক, গাণ্ডীব ধনুক,
অক্ষয় তূণ যুগল ।
রথ কপিধ্বজ, দেব দত্তাম্বুজ,
চারি তুরঙ্গম দল ॥
অপ্রাপ্য সংসারে, দেব বাঞ্ছা করে,
হেলে মিলিল আমারে ।
এ সবার গুণ, যশ উপার্জ্জন,
শাসিল সব রাজারে
অগম্য যে পথ, কুবের পালিত,
তথায় যাইব আমি ।
শুনিয়া বচন, স্নেহে আলিঙ্গন,
করেন পাণ্ডব স্বামী ॥
করি শুভক্ষণ, আনি দ্বিজগণ,
যে বেদ বেদাঙ্গ জানে ।
মঙ্গল বচনে, মাধব স্মরণে,
মঙ্গল করে বিধানে ॥
রথ গজবাজী, সেনাগণ সাজি,
ধনঞ্জয় সাথে চলে ।
বিবিধ বাজন, গজের গর্জ্জন,
শুনি কম্প ক্ষিতিতলে ॥
প্রথমে প্রবেশ, কুলিন্দের দেশ,
হেলায় জিনিল তারে ।
কালকুট বর্গ, জিনিয়া আনর্ত্ত,
সুমণ্ডল নৃপবরে ॥
শাকল সুদ্বীপে, প্রতিবিন্ধ্য নৃপে,
জিনিল ক্ষণেক রণে
প্রাগ্‌দেশ ধাম, ভগদত্ত নাম,
বিখ্যাত রাজা ভুবনে ॥
তার যত সেনা, না যায় গণনা,
কিরাত কাননবাসী ।
বিপরীত মুখ, সুধৃত ধনুক,
গুঞ্জাহার মালা ভূষি ॥
করি কেশ গুটি, বান্ধা ঊর্দ্ধঝুঁটি,
বেষ্টিত বৃক্ষের লতা ।
পরম হরিষে, ধাইল রণে সে,
শুনিয়া সংগ্রাম কথা ॥
ঘোর ডাক পাড়ে, নানা অস্ত্র ছাড়ে,
হইল উভয়ে রণ ।
ভগদত্ত রাজ,
মুখামুখি দুইজন ॥
দোঁহে ধনুর্দ্ধর, ফেলে নানা শর,
যাহার যতেক শিক্ষা
মারুত অনল, সূর্য্য বসু জল,
বিবিধ মন্ত্রেতে দীক্ষা
অষ্ট অহর্নিশি, দোঁহে উপবাসী,
বিশ্রাম না করি ক্ষণে ।
দেখি ভগদত্ত, বলে মহামত্ত,
হাসিয়া বলে অর্জ্জুনে ॥
নিবর্ত্তহ রণ, ইন্দ্রের নন্দন,
তুমি হও সখা সুত ।
তোমার জনক, ত্রিদশ পালক,
সখা মম পুরুহূত ॥
মনে ছিল ভ্রম, তোমার বিক্রম,
জানিলাম এতদিনে ।
কিসের কারণ, কর তুমি রণ,
হেথা যে আইলে কেনে ॥
বলেন বিজয়, ধর্ম্মের তনয়,
কুরুকুলে হন রাজা ।
করিলেন ক্রতু, চাহি এই হেতু,
দিবে তাঁরে কিছু পূজা ॥
যদি মোর প্রতি, হইয়াছে প্রীতি,
তবে নিবেদন করি
ক্ষম মম দোষ, দেহ কিছু কোষ,
প্রাগ্‌দেশ অধিকারী ॥
হরিষে রাজন, দিল বহুধন,
পার্থেরে পূজি বিশেষে ।

লয়ে তার পূজা, পার্থ মহাতেজা,
চলিলেন অন্য দেশে ॥
বিবিধ পর্ব্বতে, নৃপ শতে শতে,
কতেক লইব নাম।
দিয়া ধনচয়, কেহ মিলে তায়,
কেহ বা করে সংগ্রাম ॥
উলুকের পতি, বৃহন্ত নৃপতি,
করিল অনেক রণ।
মোদাপুর ধাম, দেবক সুদাম,
তিনে দিল বহু ধন ॥
রাজা সেনাবিন্দু, দিল রত্নসিন্ধু,
পৌরব পর্ব্বত রাজা।
লোহিত মণ্ডল, রাজা মহাবল,
করিল অনেক পূজা।
ত্রিগর্ত্ত মণ্ডলে, জিনি বীর হেলে,
সিংহপুরে সিংহরাজ।
বাহ্লীক দরদ, নৃপতি কামদ,
বৈসে কামগিরি মাঝ ॥
অপূর্ব্ব সে দেশে, নানাবর্ণ অশ্বে,
শুক ময়ূরের রঙ্গে।
কৌতুকে অর্জ্জুন, নিজ অশ্বগণ,
বিবিধ রতন সঙ্গে ॥
নৃপতি জীবন, কৈল মহারণ,
হারিয়া ভজিল আসি।
ভুবনে অপূর্ব্ব, দিল বহু দ্রব্য,
নানাবর্ণে রাশি রাশি ॥
তবে একে একে, জিনিয়া সবাকে,
উঠিল হেমন্ত গিরি।
তাহে যত ছিল, হেলায় জিনিল,
গান্ধর্ব্ব দানবপুরী ॥
পর্ব্বত কৈলাস, কুবেরের বাস,
যক্ষ রক্ষ কোটি কোটি।
মনুষ্য কিন্নর, হইল সমর,
হলেন জয় কিরীটী ॥
ইন্দ্রের কোঙর, ইন্দ্রসম শর,
মারিলেন বহু যক্ষ।

পলাইল ডরে, কহিল কুবেরে,
পুরে পশিল বিপক্ষ ॥
শুনি বৈশ্রবণ, লয়ে বহু ধন,
পূজিল পাণ্ডব সুতে।
স্নেহভাবে তায়, করিল বিদায়,
পার্থ যান তথা হৈতে ॥
নগর হাটক, নিবাসী গুহক,
জিনি পাইলেন ধন।
লয়ে রত্ন ধন, চলেন অর্জ্জুন,
হয়ে আনন্দিত মন ॥
মানস যে সর, তথা বীরবর,
দেখি হইলেন সুখী।
অমর নগরী, অপ্সর কিন্নরী,
কোটি কোটি শশীমুখী ॥
জিতেন্দ্রিয় ধীর, পার্থ মহাবীর,
নাহি চান কার পানে।
সেই সরোবাসী, ছিল বহু ঋষি,
আশীষ করে অর্জ্জুনে ॥
তথা হৈতে চলে, যান কুতূহলে,
হয়ে অতি শীঘ্রগামী।
সংগ্রামে প্রচণ্ড, তেজেতে মার্ত্তণ্ড,
জিনিয়া ভারত ভূমি ॥
তাহার উত্তর, যান বীরবর,
হরিবর্ষ নামে খণ্ড।
দেখি দ্বারপাল, ধায় পালে পাল,
হাতে করি লৌহদণ্ড ॥
দেখিয়া মানুষে, সর্ব্বজন হাসে,
অতি অপরূপ-বাসি।
বিস্ময় অন্তরে, কহে অর্জ্জুনেরে,
তুমি যে বড় সাহসী ॥
মানব শরীরে, আইলে এথারে,
কভু দেখি নাহি শুনি।
নিবর্ত্তহ তুমি, অগম্য এ ভূমি,
কাহার শকতি জিনি ॥
ভারত দিগন্ত, আইলা অত্যন্ত,
তুমি কি ভ্রান্ত হইলা।

এ পুর উত্তর, কুরুর নগর,
এথা কি হেতু আইলা ॥
দেখিতে না পাবে, কি যুদ্ধ করিবে,
নাহি নরলোকে গতি।
শুনিয়া অর্জ্জুন, বিস্মিত বদন,
বলেন দ্বারীর প্রতি ॥
ধর্ম্ম নরবর, ক্ষত্রিয় ঈশ্বর,
তাহার আমি কিঙ্কর।
তোমা না লজ্বিব, পুরে না পশিব,
কিছু দেহ মোরে কর ॥
শুনি ততক্ষণ, দ্বারপালগণ,
অনেক রতন দিল।
লয়ে ধনঞ্জয়, সানন্দ হৃদয়,
দক্ষিণমুখে চলিল ॥
আসিবার কালে, বহু মহীপালে,
জিনিয়া লইল কর।
বাদ্য কোলাহলে, চতুরঙ্গ দলে,
চলিল নিজ নগর ॥
মণি মরকত, কনক রজত,
মুকুতা প্রবাল রাশি।
নানাবর্ণ বাস, অশ্ব গো মহিষ,
লয়ে কত দাস দাসী ॥
জয় জয় নাদে, শঙ্খের নিনাদে,
প্রবেশ ইন্দ্রপ্রস্থেতে।
ইন্দ্রের আত্মজ, ত্যজিয়া সে সাজ,
গেলেন ধর্ম্ম অগ্রেতে ॥
ভূমিতলে পড়ি, দুই কর যুড়ি,
দাণ্ডাইল কত দূরে।
করিয়া কোমল, কহেন সকল,
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে ॥
তোমার প্রতাপে, উত্তরের নৃপে,
সবে আনিলাম বশে।
সবে দিল কর, দেখ নৃপবর,
পাইলাম যে যে দেশে ॥
হরিষে রাজন, করি আলিঙ্গন,
তুষিলেন মৃদুভাষে।
আনিলেন যাহা, কোষে রাখি তাহা,
পার্থ গেলেন নিবাসে ॥

শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন।

শরদ কমল পত্র, অরুণ যুগল নেত্র,
শ্রুতিমূলে মকর কুণ্ডল।
বিকশিত মুখপদ্ম, কোটি সুধাকর সদ্ম,
ওষ্ঠাধর অরুণ-মণ্ডল ॥
তনুরুচি নীলাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ,
ঘোরতর তিমির বিনাশ।
মস্তকে মুকুট শোভা, শত দিবাকর প্রভা,
কনক বরণ পীতবাস ॥
যুগপদ কোকনদ, অখিল অভয় পদ,
স্মরণে হরয়ে ভববাদ।
যেই পদ অহর্নিশ, ধ্যানে ধ্যায় অজ ঈশ;
শুক ধ্রুব নারদ প্রহ্লাদ ॥
বক্র বক কেশী কংস, দুইজন দর্প ধ্বংস,
বৃষ্ণিবংশে সফরী ফলিল।
স্বভক্ত কুমুদ ইন্দু, পাণ্ডবগণের বন্ধু,
নিজরূপে সৃজিল অখিল ॥
চড়িয়া গরুড়ধ্বজে, অগণিত অশ্ব গজে,
চতুরঙ্গ দলে যদুবলে।
ধর্ম্মরাজ প্রীতি হেতু, লইয়া রতন সেতু,
আইলেন নানা কোলাহলে ॥
পাঞ্চজন্য নাদ শুনি, নগরে হইল ধ্বনি,
হরি আইলেন ইন্দ্রপ্রস্থে।
শুনি ধর্ম্ম অধিকারী, পাঠাইল অগ্রসরি,
ভ্রাতৃ মন্ত্রিগণ আস্তে ব্যস্তে ॥
ভীমপার্থ অনুব্রজি, গোবিন্দে ষড়ঙ্গেপূজি,
লইয়া গেলেন নিজ ধাম।
ধর্ম্মের নন্দনে দেখি, শ্রীকৃষ্ণ দূরেতে থাকি,
ভূমে লুটি করেন প্রণাম ॥
অসংখ্য অমূল্য ধন, করিলেন বিতরণ
অশ্ব গজ শৃঙ্গী অগণিত।

ধর্ম্ম আনন্দিত হৈয়া,কৃষ্ণে আলিঙ্গন দিয়া,
পূজিলেন যেমন বিহিত ॥
পাণ্ডব নক্ষত্র মাঝ, কৃষ্ণ যেন দ্বিজরাজ,
বসিয়া সভায় সর্ব্বজন।
বসিয়া গোবিন্দ পাশে, যুধিষ্ঠির মৃদুভাষে,
কহিছেন বিনয় বচন ॥
তব অনুগ্রহ বলে, এ ভারত ভূমণ্ডলে,
না রহিল অসাধ্য আমার।
আমি না করিতে যত্ন, মিলিল অনেক রত্ন,
নাহি স্থল থুইতে ভাণ্ডার ॥
নিশ্চয় আমারে যদি,কৃপা আছে গুণনিধি,
সর্ব্ব দ্রব্য রাখি কোন্ স্থলে।
শুনিয়া তোমার মুখে,তুষিব অমর লোকে,
দ্বিজহস্তে সমর্পি সকলে ॥
পিতৃ আজ্ঞা হৈতে তরি,স্বর্গকাম নাহিকরি,
তব পদাম্বুজ মাগি ভিক্ষা।
ওহে প্রভু মহাভুজে, শুনি তব মুখাম্বুজে,
লইব যজ্ঞের আমি দীক্ষা ॥
যদি লয় তব মন, আজ্ঞা কর জনার্দ্দন,
নিমন্ত্রিয়া আনি নৃপবর।
রাজার বিনয় শুনি, কোমল গভীর বাণী,
আশ্বাসি কহেন গদাধর ॥
এ মহীমণ্ডল মাঝ, যত আছে মহারাজ,
তব গুণে বশ হবে সবে।
আমার পরম ভাগ্য, নিষ্কণ্টকে কর যজ্ঞ,
রাজসূয় তোমারে সম্ভবে ॥
আমা হৈতে যেই হয়, আজ্ঞা কর মহাশয়,
আর যত আছে যদুগণ।
ভ্রাতৃ মন্ত্রী বন্ধুমাঝে,কর্ম্ম যাহারে সাজে,
স্থানে স্থানে করি নিয়োজন ॥
গোবিন্দের আজ্ঞা পেয়ে,ভূপতি সানন্দহয়ে
কৃতাঞ্জলি করেন স্তবন।
তখনি জানি যে আমি,যখন আইলে তুমি,
মম বাঞ্ছা হইল সাধন ॥
তোমার যে ভক্তি ঋদ্ধি,ভক্তবাঞ্ছা করসিদ্ধি
তুমি ভক্তজনে কৃপাবান।
কাশীদাস বলে যদি, তরিবে এ ভবনদী,
ভজ সাধু দেব ভগবান ॥

—

রাজসূয় যজ্ঞ প্রসঙ্গ।

তবে যুধিষ্ঠির রাজা হয়ে হৃষ্ট মন।
সহদেবে ডাকি আজ্ঞা করেন তখন ॥
ধৌম্য পুরোহিত স্থানে জিজ্ঞাসহ আগে।
রাজসূয় যজ্ঞেতে যতেক দ্রব্য লাগে ॥
যে কিছু কহেন ধৌম্য কর সমাবেশ।
দ্বিগুণ করিয়া দ্রব্য করহ বিশেষ ॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র এই চারি জাতি।
নিমন্ত্রিতে দূতগণ যাউক ঝটিতি ॥
চর্ব্ব চূষ্য লেহ্য পেয় কর বহুতর।
রস গন্ধ আদি যত রস মনোহর ॥
যখন যে চাহে তাহা না করিবা আন।
শীঘ্রগতি নিয়োজন কর স্থানে স্থান ॥
দ্বিজগণে নিমন্ত্রিতে সত্যবতীসুত।
রাজ্যে রাজ্যে প্রেরণ করুন নিজ দূত ॥
সহদেবে অনুমতি দিল নরপতি।
পুনরপি শ্রীকৃষ্ণেরে জিজ্ঞাসে যুকতি ॥
আপনি বুঝিয়া আজ্ঞা কর নারায়ণ।
কোন্ কোন্ জনেরে করিব নিমন্ত্রণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন হরিশ্চন্দ্রের যে যাগ।
তথা হৈতে বিশেষ করহ মহাভাগ ॥
তার যজ্ঞে আইল যে পৃথিবী রাজন।
ত্রিভুবন লোক তুমি কর নিমন্ত্রণ ॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের আদি সুরে।
আর যত দেবগণ বৈসে সুরপুরে ॥
পাতালেতে নাগরাজ শেষ বিষধর।
পৃথিবীতে যত বৈসে রাজরাজেশ্বর ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কর অবধান।
কোন্ দূত নিমন্ত্রিতে যাবে কোন্স্থান ॥
ইন্দ্র যম বরুণে করিতে নিমন্ত্রণ।
স্বর্গেতে যাইতে শক্ত হবে কোন্জন ॥
গোবিন্দ বলেন নাহি অন্যের শকতি।
দেব নিমন্ত্রিতে যাবে পার্থ মহারথী ॥

এই দেখ সুসজ্জিত যত দেবগণ।
চারি মেঘ অষ্ট হস্তী সকল পবন॥
স্বর্গের যতেক দ্রব্য পৃথিবী দুর্ল্লভ।
তব যজ্ঞ হেতু দেখ সাজাইল সব।
এই আমি চলিলাম যজ্ঞের সদন।
তুমি যাহ অন্যজনে কর নিমন্ত্রণ॥
ইন্দ্রমুখে শুনি পার্থ আনন্দিত মন।
প্রণমিয়া অন্যদিকে করেন গমন॥
পৃথিবী দক্ষিণে সূর্য্য-সুতের ভবন।
তথাকারে চলিলেন ইন্দ্রের নন্দন॥
চিত্রসেন বাহে রথ পবনের গতি।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল যথা প্রেতপতি॥
প্রণমিয়া বসিলেন অর্জ্জুন সভায়।
আশীষ করিয়া যম জিজ্ঞাসেন তায়॥
কোন্ হেতু হেথায় তোমার আগমন
কি করিব প্রিয় কহ ইন্দ্রের নন্দন॥
অর্জ্জুন বলেন দেব কর অবধান।
রাজসূয় যজ্ঞেতে হইবে অধিষ্ঠান॥
তোমার পুরীতে নিবসয়ে যতজন।
সবাকারে লয়ে যজ্ঞে করিবা গমন॥
স্বীকার করেন যে পার্থের বচনে।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুন শমনে॥
নারদ কহেন তব সভার কথন।
নিবসে এখানে মর্ত্ত্যে মরে যতজন॥
শুনিয়াছি প্রত্যেক পিতার বিবরণ।
সেই বার্ত্তা পেয়ে রাজসূয় আরম্ভন॥
এখন সে সব জনে নাহি দেখি কেনে।
পিতা আদি আমার আছেন কোন্‌খানে॥
হাসিয়া বলেন যম তবে অর্জ্জুনেরে।
যে মরিলা তাহারে দেখিবা কি প্রকারে॥
জীবে মৃতে কোথাও নাহিক দরশন।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হৈলেন অর্জ্জুন॥
যমে নিমন্ত্রিয়া বীর মাগিয়া মেলানি।
বরুণ আলয়ে যান বীর চূড়ামণি॥
পশ্চিম দিকেতে জলপতির আলয়।
তথাকারে চলিলেন বীর ধনঞ্জয়॥
বরুণেরে কহেন যজ্ঞের বিবরণ।
ধর্ম্মযজ্ঞ স্থানে তুমি করিবা গমন॥
তোমার পুরেতে আর যতজন বৈসে।
সবাকে লইয়া সঙ্গে যাবে মম বাসে॥
বরুণ বলিল যজ্ঞে করিব গমন।
যজ্ঞেতে লইব পুরে আছে যতজন॥
কেবল দানব দৈত্য নাহি অধিকার।
যত যত জন আছে আলয়ে আমার॥
তাহা সবা লইবারে যদি আছে মন।
আপনি তথায় গিয়া কর নিমন্ত্রণ॥
বরুণের বচনে গেলেন ধনঞ্জয়।
কতদূরে ভেটিল দানবরাজ ময়॥
ময় জিজ্ঞাসিলে পার্থ কহিল সকল।
পূর্ব্ব উপকার স্মরি স্বীকার করিল॥
এথায় নিবসে দৈত্য যতেক দানব।
বলেন আমার যজ্ঞে লয়ে যাবে সব॥
এত শুনি ময় তাকে বলিল বচন।
সবারে লইয়া যজ্ঞে করিব গমন॥
তুমি চলি যাহ যথা আছে প্রয়োজন।
শুনিয়া অর্জ্জুন করিলেন আলিঙ্গন॥
তথা হৈতে যান পার্থ পৃথিবী দক্ষিণে।
লঙ্কাপুরে নিমন্ত্রিতে রাজা বিভীষণে॥
রথ চালাইয়া দিল তারা যেন ছুটে।
কতক্ষণে উত্তরিল লঙ্কার নিকটে॥
ইন্দ্রযমপুরী যেন বিচিত্র নির্ম্মাণ।
রাক্ষসের লঙ্কাপুরী তাহার সমান॥
পুরী দেখি বড় প্রীত বীর ধনঞ্জয়।
চলিলেন যথা বিভীষণের আলয়॥
সিংহাসনে বসেছিল রাক্ষস ঈশ্বর।
প্রণাম করেন গিয়া ইন্দ্রের কোঙর॥
জিজ্ঞাসেন বিভীষণ তুমি কোন্‌জন।
প্রত্যক্ষে সকল কথা কহেন অর্জ্জুন॥
রাজসূয় যজ্ঞ করিলেন যুধিষ্ঠির।
তোমা নিমন্ত্রিতে কহিলেন যদুবীর॥
অর্জ্জুনের মুখে শুনি হৃষ্টচিত্ত হৈয়া।
বসাইল ধনঞ্জয়ে আলিঙ্গন দিয়া॥

তব যজ্ঞে যাইব দেখিব নারায়ণ ।
সঙ্গেতে লইব পুরে বৈসে যতজন ॥
বিভীষণে নিমন্ত্রিয়া ইন্দ্রের কুমার ।
ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়া গেলেন পুনর্ব্বার ॥
রাজগণে নিমন্ত্রিতে দূতগণ গেল ।
শ্রুতমাত্র নৃপবর সকলে আইল ॥
দূতবাক্য হেলা করি না আসে যে জন
অর্জ্জুন আনেন তারে করিয়া বন্ধন ॥
সভাপর্ব্ব সুধারস রাজসূয় কথা ।
কাশীরাম দাস কহে সুধাসিন্ধু গাঁথা ॥

পাতালে পার্থের যাত্রা ।

অর্জ্জুনেরে জিজ্ঞাসেন দেব নারায়ণ ।
বল কারে কারে করিলা হে নিমন্ত্রণ ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন নিবেদিলেন যতেক ।
পুস্তক বাহুল্য হয় লিখিলে ততেক ॥
করিলেন কুবেরাদি সবে নিমন্ত্রণ ।
প্রত্যেক বৃত্তান্ত সব কহেন অর্জ্জুন ॥
গোবিন্দ বলেন যাহ পাতাল ভবন ।
শেষ নাগরাজে গিয়া কর নিমন্ত্রণ ॥
স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ পাতালে বাসুকি ।
তোমা বিনা অন্যে যায় এমন না দেখি ॥
বাসুকি আইলে যজ্ঞ হইবে সম্পূর্ণ ।
বিলম্ব না কর সখা যাও তুমি তূর্ণ ॥
গোবিন্দের বচনে বিলম্ব না করিয়া ।
পাতালে গেলেন পার্থ রথে আরোহিয়া ॥
উপস্থিত হইলেন নাগের আলয় ।
চৌদিকে বেষ্টিত ফণী শেষ মহাশয় ॥
দশ শত ফণা ধরে মস্তক উপর ।
তিনশত ফণাতে শোভিত চরাচর ॥
কূর্ম্মপৃষ্ঠে উপবিষ্ট বেষ্টিত রতন ।
উপনীত হইলেন তথা হৃষ্টমন ॥
নাগরাজে প্রণাম করেন ধনঞ্জয় ।
করযোড় করিয়া রহেন সবিনয় ॥
শেষ জিজ্ঞাসেন কেন কর আগমন ।
প্রত্যক্ষ কহেন পার্থ সর্ব্ব বিবরণ ॥
রাজসূয় নিমিত্ত তোমার নিমন্ত্রণ ।
সুররাজ সহ যাবে দেব সর্ব্বজন ॥
ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র আদি যত দিক্‌পতি ।
সেই যজ্ঞে অধিষ্ঠান হবেন সম্প্রতি ॥
সেই হেতু আইলাম তোমার ভবন ।
রাজসূয় মহাযজ্ঞে করিবা গমন ॥
হাসিয়া কহেন শেষ শুন ধনঞ্জয় ।
তব যজ্ঞে আছেন গোবিন্দ মহাশয় ॥
হর্ত্তা কর্ত্তা সেই প্রভু বিধি বিধাতার ।
সর্ব্বযজ্ঞ ফল পায় স্মরণে যাঁহার ॥
যথা কৃষ্ণ তথায় আছেন সর্ব্বজন ।
ব্রহ্মা শিব আদি যত দিক্‌পালগণ ॥
অকারণ আনা সবাকারে নিমন্ত্রণ ।
সেই কৃষ্ণে ভালমতে করহ অর্চ্চন ॥
সকলে হইবে তুষ্ট তাঁরে তুষ্ট কৈলে ।
শাখাপত্র তুষ্ট যেন মূলে জল দিলে ॥
অর্জ্জুন বলেন দেব কর অবধান ।
যতেক কহিলা তুমি বেদের প্রমাণ ॥
নিজ বশ নহি সবে উঁ[illegible] ায়বন্ধ ।
জানিয়া শুনিয়া পুনঃ [illegible] মহাধন্ধ ॥
পুনঃ নাগরাজ বলে অর্জ্জুনে চাহিয়া ।
আমারে লইতে যে আইলা না জানিয়া
মস্তক উপরে আমি ধরি যে সংসার ।
আমি যাব যজ্ঞে কে ধরিবে ক্ষিতিভার ॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ কহেন আমারে
যজ্ঞপূর্ণ হবে তুমি গেলে তথাকারে ॥
ক্ষিতিভার হেতু যদি করহ বিচার ।
তুমি যাহ আমি লব পৃথিবীর ভার ॥
এত শুনি বিস্ময় মানিয়া বিষধর ।
হাসিয়া অর্জ্জুন প্রতি করিল উত্তর ॥
পৃথিবী ধরিবে হেন করিলে স্বীকার ।
পৃথিবী ছাড়িনু বাক্য পাল আপনার ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় লইয়া গাণ্ডীব ।
করযোড়ে প্রণমিয়া শিবদাতা শিব ॥
ভক্তিভাবে কৃষ্ণনাম করিয়া স্মরণ ।
শিরে দ্রোণাচার্য্য পদ করিয়া বন্দন ॥

কীটজ লোমজ নানাবর্ণে বিরচিত।
হস্তী অশ্ব রথ পত্তি গাভী অগণিত॥
এইমত কর লয়ে যত রাজগণ।
দূতমুখে শুনি মাত্র করিল গমন॥
উত্তরে হিমাদ্রি পূর্ব্বে সমুদ্র অবধি।
দক্ষিণেতে লঙ্কা পশ্চিমেতে সিন্ধুনদী॥
দিবানিশি পথ বহে নাহিক বিচার।
সর্ব্বলোক পৃথিবীর হৈল একাকার॥
চতুর্দ্দিক হইতে আইল রাজগণ।
সভা দ্বারে উপনীত হৈল সর্ব্বজন॥
সবাকারে অভ্যর্থনা করি ধনঞ্জয়।
যথাযোগ্য রহিবারে দিলেন আলয়॥
হিমাদ্রি সমুদ্র আদি যত দ্বিজ বৈসে।
লিখনে না যায় কত অহর্নিশি আসে॥
রাজসূয় যজ্ঞবার্ত্তা শুনিয়া শ্রবণে।
দেখিতে আইল কত বিনা নিমন্ত্রণে॥
জলবাসী স্থলবাসী পর্ব্বতনিবাসী।
লক্ষ লক্ষ আইল তপস্বী সিদ্ধ-ঋষি॥
দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পূজে দ্বিজগণে।
দিব্যগৃহ রহিবারে দিল সর্ব্বজনে॥
এক কোটি দ্বিজ অশ্বত্থামা পরিবার।
দ্বিজগণে পূজে সবে দিয়া উপহার॥
অনেক আইল ক্ষত্র বহু বৈশ্যগণ।
অনেক আইল শূদ্র শ্রেষ্ঠ যত জন॥
দুঃশাসন সহিত অনেক পরিবার।
রন্ধন করিল কোটি কোটি সূপকার॥
করে পরিবেশন অনেক সূপকার।
গৃহে গৃহে স্থানে স্থানে রন্ধন ব্যাপার॥
স্থানে স্থানে ক্ষণে ক্ষণে ভ্রমে দুঃশাসন
সামগ্রী যোগায় যত অনুচরগণ॥
পায়স পিষ্টক অন্ন ঘৃত দুগ্ধ দধি।
মনোহর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন যথাবিধি॥
চারি জাতি পৃথক পৃথক সবে ভুঞ্জে।
সুবর্ণের পাত্রে যত নৃপ দ্বিজে ভুঞ্জে॥
খাও খাও লও লও এইমাত্র শুনি।
কার মুখে নাহি সরে অন্য কোন বাণী॥

বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা বসিতে আসন।
কুঙ্কুম কস্তুরী মাল্য অগুরু চন্দন॥
কর্পূর তাম্বূল আর যার যাহে প্রীত।
কোথা হতে কেবা আনি দেয় আচম্বিত॥
স্বর্গে ইন্দ্র সহিত যতেক দেবগণ।
পাতালে ভুজঙ্গরাজ আর বিভীষণ॥
দেব দৈত্য দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ।
সিদ্ধ সাধ্য ভুজঙ্গ পিশাচ প্রেতপক্ষ॥
কিন্নর বানর নর যত বৈসে ক্ষিতি।
যজ্ঞের সদনে সবে আসে দিবারাতি॥
অদ্ভুত দ্বাপর যুগে যজ্ঞ আরম্ভিল।
না হইবে ক্ষিতিমাঝে পূর্ব্বে না হইল॥
সময় বুঝিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন।
রাজ অভিষেক কর্ম্ম কর মুনিগণ॥
কৃষ্ণের বচনেতে উঠেন মুনিগণ।
নানাতীর্থ-জল লয়ে ধৌম্য দ্বৈপায়ন॥
অসিত দেবল বামদগ্ন্য পরাশর।
স্নানমন্ত্র পড়ে আর যত দ্বিজবর॥
স্নান করাইল ব্যাস শুভক্ষণ জানি।
অম্লান বসন দিল চিত্ররথ আনি॥
শিরেতে ধবল ছত্র সাত্যকি ধরিল।
চেদির ঈশ্বর লয়ে পাগ যোগাইল॥
বৃকোদর পার্থ দোঁহে করয়ে ব্যজন।
চামর ঢুলায় দুই মাদ্রীর নন্দন॥
অবন্তীর রাজা চর্ম্ম-পাদুকা লইল।
খড়্গ ছুরি লয়ে শল্য অগ্রে দাণ্ডাইল॥
চেকিতান শর তূণ লইয়া বামেতে।
কাশীর ভূপাল ধনু লয়ে দক্ষিণেতে॥
নারদাদি মুনি মুখে বেদ উচ্চারণ।
দ্বিজগণ-স্বস্তি-শব্দ পরশে গগন॥
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নাচয়ে অপ্সরী।
পাঞ্চজন্য পূরিলেন আপনি শ্রীহরি॥
শঙ্খের নিনাদ গিয়া গগন পূরিল।
সভাতে যতেক ছিল ঢুলিয়া পড়িল॥
বাসুদেব পাণ্ডবেরা পাঞ্চাল নন্দন।
সাত্যকি সহিত এই ছাড়ি অষ্টজন॥

শঙ্খনাদে মোহ হয়ে পড়িল ঢলিয়া ।
ধর্ম্মপুত্র নিবারণ করেন দেখিয়া ॥
দ্বৈপায়ণ আদি মুনি ধৌম্য পুরোহিত ।
অভিষেক করিলেন বেদের বিহিত ॥
সভাপর্ব্বে সুধারস রাজসূয় কথা ।
কাশীরাম দাস কহে ভারতে যে গাঁথা ॥

—

দেবলোকে নিমন্ত্রণ করিতে অর্জ্জুনের যাত্রা ।

জন্মেজয় বলে শুনিলাম সাধারণ ।
কোন্ দিক হইতে আইল কোন্‌জন ॥
কত সৈন্য সঙ্গে এল কত কর লৈয়া ।
পিতামহে কোন্ রূপে ভেটিল আসিয়া ।
দেব নিমন্ত্রিতে পার্থ করিলেন গতি ।
কিরূপে আইল তথা দেব পশুপতি ॥
বিস্তারিয়া কহ মুনি ভাঙ্গ মনোধন্ধ ।
পিতামহ চরিত্র অসীম মকরন্দ ॥
মুনি বলে নরপতি কর অবধান ।
কিছু অল্প কহি শুন প্রধান প্রধান ॥
কপিধ্বজ রথে পার্থ করে আরোহণ ।
পবনের বেগ জিনি চলে অশ্বগণ ॥
যতেক পর্ব্বত পৃষ্ঠে যত রাজা বৈসে ।
সবা নিমন্ত্রিয়ে যান পর্ব্বত কৈলাসে ॥
কুবেরেরে কহেন সকল বিবরণ ।
ধর্ম্ম রাজসূয় যজ্ঞে করিবা গমন ॥
কুবের স্বীকার করে অর্জ্জুন বচনে ।
যাইব তোমার যজ্ঞে সহ নিজগণে ॥
কুবেরের বাক্যে প্রীত হইয়া অর্জ্জুন ।
সবিনয়ে ধনঞ্জয় কহিলেন পুনঃ ॥
ইন্দ্রের নিকট যাব করিতে বরণ ।
কোন্ পথে যাব সঙ্গে দেহ জ্ঞাতজন ॥
কুবের করিল আজ্ঞা চিত্রসেন প্রতি ।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যাহ যথা সুরপতি ॥
আজ্ঞামাত্র চিত্রসেন চলে শীঘ্রগতি ।
কপিধ্বজ রথে বৈসে হইয়া সারথি ॥

সেখান হইতে যান ইন্দ্রের নন্দন ।
কতদূরে দেখিলেন হরের ভবন ॥
জিজ্ঞাসিল ধনঞ্জয় এ কাহার পুরী ।
চিত্রসেন বলে হেথা বৈসে ত্রিপুরারি ॥
যজ্ঞ হেতু নিমন্ত্রণ করি ত্রিলোচনে ।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হবে হরের গমনে ॥
এত শুনি অর্জ্জুন নামি রথ হইতে ।
উপনীত হন হর গৌরীর অগ্রেতে ॥
হরেরে করেন স্তুতি কুন্তীর নন্দন ।
হর বলিলেন বর মাগ যাহে মন ॥
অর্জ্জুন বলেন দেব ধর্ম্মের নন্দন ।
তাঁর রাজসূয় যজ্ঞে করিবা গমন ॥
হাসিয়া পার্ব্বতী হর করেন স্বীকার ।
এই মোরা চলিলাম যজ্ঞেতে তোমার ॥
শঙ্কর বলেন গিয়া হইব সহায় ।
নির্ব্বিঘ্নে তোমার যজ্ঞ সাঙ্গ যেন হয় ॥
পার্ব্বতী বলেন যাব যজ্ঞের সদনে ।
যজ্ঞেতে আসিবে যত বৈসে ত্রিভুবনে ॥
সবে সুখী হইবেক প্রসাদে আমার ।
অন্নপূর্ণা নাম মম বিখ্যাত সংসার ॥
এখ নাম লয়ে তব সূপকারগণে ।
অন্ন দ্রব্যে সুতৃপ্ত করুক বহুজনে ॥
হর পার্ব্বতীর বর পেয়ে ধনঞ্জয় ।
প্রণমিয়া চলিলেন সানন্দ হৃদয় ॥
চিত্রসেন বাহে রথ পবন গমনে ।
ক্ষণমাত্রে উপনীত ইন্দ্রের ভবনে ॥
প্রণাম করেন পার্থ ভূমিষ্ঠ হইয়া ।
ইন্দ্র পার্থে আলিঙ্গন দিলেন উঠিয়া ॥
আপনার কোলে বসাইয়া দেবরাজ ।
জিজ্ঞাসেন কহ তাত কি তোমার কাজ ॥
অর্জ্জুন বলেন দেব তোমাতে গোচর ।
রাজসূয় করিছেন ধর্ম্ম নরবর ॥
সেই যজ্ঞে অধিষ্ঠান হইবা আপনি ।
আর যত স্বর্গে বৈসে সুর সিদ্ধ মুনি ॥
ইন্দ্র বলিলেন যজ্ঞে করি অগ্রসার ।
তুমি না আসিতে পূর্ব্বে করেছি বিচার ॥

অগ্নিদত্ত রথ যেই কপিধ্বজ নাম।
শ্বেত চারি অশ্ব যার লোকে অনুপম॥
সে রথের অগম্য নাহিক ত্রিভুবনে।
তিনলোক ভ্রমিবারে পারে একদিনে॥
সেই রথে চড়ি পার্থ করহ গমন।
উত্তর দিকেতে গিয়া কর নিমন্ত্রণ॥
পর্ব্বতে যে আছে রাজা কানন ভিতরে।
মনুষ্যের কি সাধ্য যাইতে পক্ষী নারে॥
সে সকল রাজারে করিবে নিমন্ত্রণ।
কৈলাস পর্ব্বতে যাবে যথা বৈশ্রবণ॥
তাঁরে নিমন্ত্রিয়া তথা উপদেশ লবে।
মনুষ্য অগম্য স্বর্গে কেমনে যাইবে॥
ইন্দ্রসহ ইন্দ্রপুরে যত দেবগণ।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি সহ যতজন॥
সবে নিমন্ত্রিয়া যাবে বরুণের পুরী।
তথা হৈতে যাবে যথা মৃত্যু অধিকারী॥
তব কর্ম্মে আসিবেক ত্রৈলোক্যমণ্ডল।
বিশেষ তোমারে স্নেহ করে আখণ্ডল॥
শ্রুতিমাত্র যজ্ঞে করিবেন আগমন।
ইন্দ্র আইলে না আসে নাহি হেন জন॥
যারে দেখ তাহারে করিবে নিমন্ত্রণ।
লঙ্কা গিয়া বিভীষণে করিবে বরণ॥
পরম বৈষ্ণব হয় রাক্ষসের পতি।
মম ভক্ত অনুরক্ত ধার্ম্মিক সুমতি॥
বার্ত্তা পেয়ে সেইক্ষণে পাঠাইবে চর।
দূতমুখে নিমন্ত্রিলে আসিবে সত্বর॥
তথাপি যাইবে তুমি অন্যে নাহি কাজ।
ইন্দ্রের সদৃশ গণি রাক্ষসের রাজ॥
নিমন্ত্রিয়া তারে তুমি আইস সত্বর।
আর যত দুষ্টপনা করে নৃপবর॥
নিমন্ত্রণ পেয়ে যে না আসিবে হেথায়।
বন্ধন করিয়া শীঘ্র আনিবেক তায়॥
আর তিন দিকেতে যাউক দূতগণ।
মহীপালগণেরে করুক নিমন্ত্রণ॥
এতেক বলেন যদি দেব দামোদর।
দ্রুতগামী দূতগণে ডাকেন সত্বর॥
রাজগণে লিখিলেন যজ্ঞ-বিবরণ।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আছে যতজন॥
নিজ নিজ রাজ্য হৈতে সকলে আসিবে।
রাজসূয় যজ্ঞে আসি উৎসব দেখিবে॥
এইরূপে তিনলোকে পাঠাইলা দূত।
উত্তরে করেন যাত্রা স্বয়ং ইন্দ্রসুত॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ।

পাইয়া রাজার আজ্ঞা মদ্রসুতাসুত।
আনাইল শিল্পিগণে পাঠাইয়া দূত॥
নানা রত্ন দিল তারে বিরচিতে ঘর।
কোটি কোটি শিল্পিগণ গড়ে নিরন্তর॥
দেবের মন্দির স্বর্ণ রত্নেতে নির্ম্মিত।
হেম রত্ন মুকুতায় করিল মণ্ডিত॥
এক এক পুর মধ্যে শত শত ঘর।
তাহাতে রাখিল ভোজ্য পেয় বহুতর॥
অশন বসন শয্যা রাখে গৃহে গৃহে।
বাপী কূপ জলপূর্ণ গন্ধে মন মোহে॥
কনক রজত পাত্রে করিতে ভোজন।
এক পুরে দূত নিয়োজিল শতজন॥
লক্ষ লক্ষ গৃহ আদি মনোহর স্থল।
নানাবৃক্ষ রোপিল সহিত ফুল ফল॥
দিব্য দিব্য কৈল গৃহ চারিজাতি ক্রম।
অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ কৈল লোকে মনোরম॥
হস্তী উষ্ট্র বৃষভ শকট লক্ষ লক্ষ।
বৃষভ নৌকায় আসে যত দ্রব্য ভক্ষ্য॥
রাত্রি দিবা সায়ং প্রাতঃ নাহিক বিশ্রাম।
অনুক্ষণ আসিতেছে দ্রব্য অবিরাম॥
ময় বিরচিত সভা অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
সুরাসুর মুনি করে যাহার বাখান॥
তথি মধ্যে ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ আরম্ভিল।
দ্বিজ মুনিগণ সব দীক্ষা করাইল॥
আপনি ব্রহ্মত্ব করিলেন দ্বৈপায়ন।
সামগ হইল ধনঞ্জয় তপোধন॥

হইলেন হোতা পৈল আর দ্বিজগণ।
অন্য অন্য কর্ম্মে অন্য মুনি নিয়োজন॥
নকুলেরে কহিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
হস্তিনানগরে তুমি যাহ শীঘ্রগতি॥
ভীষ্ম দ্রোণ জ্যেষ্ঠতাত বিদুর সহিত।
কৃপ অশ্বত্থামা দুর্য্যোধন সসুহৃৎ॥
বাহ্লীক সঞ্জয় ভূরিশ্রবা সোমদত্ত।
শত ভাই কর্ণ সহ রাজা জয়দ্রথ॥
গান্ধারী প্রভৃতি রাজপত্নী সমুদয়।
আর যে আসিবে স্নেহ করিয়া আমায়॥
শীঘ্রগতি গিয়া তুমি আনহ সবারে।
চলিল নকুল বীর হস্তিনানগরে॥
যজ্ঞের সংবাদ জানাইল সবাকারে।
বালবৃদ্ধ নারী আদি যত কুরুপুরে॥
হৃষ্টচিত্ত হইয়া চলিল সর্ব্বজন।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আদি প্রজাগণ॥
রাজসূয় যজ্ঞ শুনি আনন্দিত হৈয়া।
চলিল সকল লোক হস্তিনা ছাড়িয়া॥
হস্তী রথ অশ্ব পত্তি করিয়া সাজন।
চতুরঙ্গ দলেতে চলিল কুরুগণ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশিল নকুল সহিত।
দেখি যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিল হিতাহিত॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর বাহ্লীক অন্ধরাজে।
অগ্রসরি আনিলেন আপন সমাজে॥
সবারে কহেন পার্থ বিনয় বচন।
একার্য্য তোমার হেন কহে জনে জন॥
পিতামহে বলিলেন ধর্ম্মের তনয়।
আপনি বিধান বুঝি কর মহাশয়॥
যাহা হৈতে যেই কার্য্য হইবে সাধন।
স্থানে স্থানে তাহাদিগে কর নিয়োজন॥
যুধিষ্ঠির ভীষ্ম সহ করিয়া বিচার।
উপযুক্ত দেখিয়া দিলেন কর্ম্মভার॥
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভীষ্ম দ্রোণে অধিকার।
দুর্য্যোধনে সমর্পিল সকল ভাণ্ডার॥
ভক্ষ্য ভোজ্য অধিকার দেন দুঃশাসনে।
ব্রাহ্মণ পূজার ভার গুরুর নন্দনে॥
রাজগণে অর্চ্চিবে আপনি ধনঞ্জয়।
দ্বিজেরে দক্ষিণা দিবে কৃপ মহাশয়॥
দান দিতে দিলেন কর্ণেরে অধিকার।
আপনি নিলেন কৃষ্ণ পরিচর্য্যা ভার॥
ধৃতরাষ্ট্র সোমদত্ত প্রতীপ-কোঙর।
তিনজন গৃহকর্ত্তা হৈল সর্ব্বেশ্বর॥
সভা রাখিবারে দ্বারী কৈল নিয়োজন।
পূর্ব্বদ্বারে নিয়োজিল মহারথিগণ॥
সহস্র সহস্র রথী সঙ্গে তরবার।
মহারথী ইন্দ্রসেন রাখে পূর্ব্বদ্বার॥
উত্তর দ্বারেতে অনিরুদ্ধে নিয়োজিল।
যোদ্ধা ষাটি সহস্র তাহার সঙ্গে দিল॥
সাত্যকিরে দক্ষিণ দ্বারেতে নিয়োজিল।
বিংশতি সহস্র রথী তাহার ভিড়ন॥
পশ্চিম দ্বারেতে বীর ধৃতরাষ্ট্রসুত।
তার সঙ্গে দিল রথী যুগল অযুত॥
বলাবল বুঝিবারে রহে বৃকোদর।
এক লক্ষ রথী সঙ্গে ভ্রমে নিরন্তর॥
রাজগণ আগমন জ্ঞাত করিবারে।
অধিকার দিলা দুই মাদ্রীর কুমারে॥
এই মত সবারে করি নিয়োজন।
আরম্ভ করেন যজ্ঞ ধর্ম্মের নন্দন॥
দূত দ্বারা নিমন্ত্রণ পেয়ে রাজগণ।
সসৈন্যে করিল সবে তথা আগমন॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র লয়ে চারিজাতি।
স্ব স্ব রাজ্য হইতে আইল নরপতি॥
নানাবর্ণ নানাবস্ত্র যে রাজ্যে যে হয়।
পাণ্ডবের প্রীতি হেতু সঙ্গে করি লয়॥
কেহ নিল ধন রত্ন পৌরুষ কারণ।
ধর্ম্মযজ্ঞ বুঝি কেহ নিল বহু ধন॥
হস্তী উষ্ট্র বৃষভ শকট নৌকা পূরি।
নানাবর্ণ কত রত্ন লিখিতে না পারি॥
শ্বেত পীত লোহিত অমূল্য যত শিলা।
মাণিক্য বৈদূর্য্য মণি মরকত নিলা॥
প্রবাল মুকুতা হীরা সুবর্ণ বিশাল।
নানাবর্ণ বসন বিবিধবর্ণ শাল॥

অদ্ভুত স্তম্ভন অস্ত্র তূণ হৈতে লৈয়া।
যুড়েন গাণ্ডীবে ক্ষিতি অস্ত্র বসাইয়া॥
ধরেন ধরণী শেষ স্বতন্ত্র হইল।
দেখিয়া সকল নাগ অদ্ভুত মানিল॥
তবে শেষ যত নাগ লইয়া সংহতি।
রাজসূয় যজ্ঞস্থানে গেল শীঘ্রগতি॥
বাসুকি আসিল আর তক্ষক কৌরব।
ধৃতরাষ্ট্র নহুষ কর্কট জরদ্গব॥
কোপন কালীয় ত্রিকপূর্ণ ধনঞ্জয়।
অজ্যক উগ্রক দুষ্ট রুষ্ট মহাশয়॥
পুত্র পৌত্র সংহতি চলিল লক্ষ লক্ষ।
দেখিয়া সকল লোক মানিল অশক্য॥
পাঁচ সাত শির কার ষষ্ঠসপ্তশত।
সহস্র মস্তক কার আকার পর্ব্বত॥
নিজ পরিবার সহ চলে ফণিরাজ।
হেথায় সুরেন্দ্রালয়ে দেবের সমাজ॥
ঐরাবত আরোহণে বজ্র শোভে করে
মাতলি ধরিছে ছত্র মস্তক উপরে॥
অষ্টবসু নবগ্রহ অশ্বিনীকুমার।
দ্বাদশ আদিত্য রুদ্র একাদশ আর॥
ঊনপঞ্চাশ বায়ু সাতাশ হুতাশন।
যজ্ঞ মন্ত্র পুরোধা দক্ষিণা দণ্ড ক্ষণ॥
যোগ তিথি করণ নক্ষত্র রাশিগণ।
চারিমেঘ বিদ্যুৎ সহিত সৈন্যগণ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত অপ্সরী অপ্সর।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি চলিল বিস্তর॥
বশিষ্ঠ পৌলস্ত্য ভৃগু পুলহ অঙ্গিরা।
পরাশর ক্রতু দক্ষ লোমশ সুধীরা॥
অসিত দেবল কৌণ্ড শুক সনাতন।
মার্কণ্ড মাণ্ডব্য ধ্রুব জয়ন্ত কোপন॥
ইত্যাদি যতেক ঋষি ইন্দ্রপুরে থাকে।
ইন্দ্রসহ যজ্ঞস্থানে চলে লাখে লাখে॥
চড়িয়া পুষ্পকরথে ধনের ঈশ্বর।
সঙ্গেতে চলিল যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥
ফলকর্ণ ফুলোদক চিত্রক লোত্রক।
লিখনে না যায় কত চলিল গুহ্যক॥

ঘৃতাচী উর্ব্বশী চিত্রা রম্ভা চিত্রসেনী।
চারুনেত্রা মিশ্রকেশী বুদ্বুদা মোহিনী॥
চিত্ররেখা অলম্বুষা সুরভী সমাচী।
পোনিকা কদম্বা অর্ম্মা শূদ্রা রুচি শুচি॥
লক্ষ লক্ষ বিদ্যাধরী নৃত্য গীত নাদে।
কুবেরের সঙ্গে সবে চলিল আহ্লাদে॥
যজ্ঞ দেখিবারে চলে যত মহীধর।
হিমাদ্রি কৈলাস শ্বেত নীল গিরিবর॥
কালগিরি হেমকূট মন্দর মৈনাক।
চিত্রগিরি রামগিরি গোবর্দ্ধন শাক॥
চিত্রকূট বিন্ধ্য গন্ধমাদন সুবল।
ঋষ্যশৃঙ্গ শতশৃঙ্গ মহেন্দ্র ধবল॥
রৈবতক যত গিরি গিরি মুনি শিল।
কামগিরি খণ্ডগিরি গিরিরাজ নীল॥
লক্ষ লক্ষ পর্ব্বত দেবের রূপ ধরি।
যক্ষরাজ সহ গেল যজ্ঞ অনুসরি॥
বরুণ চলিল নিজ অমাত্য সহিত।
মূর্ত্তিমন্ত সপ্তসিন্ধু যতেক সরিৎ॥
গঙ্গা সরস্বতী শোণ দিনকরসুতা।
চিত্রপালা প্রেতা বৈতরণী পুণ্যযুতা॥
চন্দ্রভাগা গোদাবরী সরযু লোহিতা।
দেবনদী মহানদী মদাশ্বী সবিতা॥
ভৈরবী ভারবী নদী ভদ্রা বসুমতী।
মেঘবতী গোমতী আর যে সৌরবতী॥
নর্ম্মদা অজয় ব্রাহ্মী ব্রহ্মপুত্র কংস।
তমুল কমলা বিষ কোলামুখ বংশ॥
শুকী নর্ম্মদা ফল্গু সিন্ধু করতোয়া।
স্বর্ণরেখা পদ্মাবতী শত লোকত্রয়া॥
ঝুমঝুমী কালিন্দী দামোদর গিরিপুরী।
সিন্ধুকা কাবেরী ভদ্রা নদী গোদাবরী॥
ইত্যাদি অনেক নদী নদ সরোবর।
বাপী হ্রদ তড়াগাদি ধরি কলেবর॥
যজ্ঞস্থানে গেল সবে বরুণ সংহতি।
মহিষ বাহনেতে চলিল প্রেতপতি॥
পিতৃগণ দূতগণ দণ্ড মৃত্যু পাশ।
আইল অমরবর্গ যুড়িয়া আকাশ॥

মহেশ পার্ব্বতী দোঁহে করেন গমন।
অলক্ষিতে রূপ নাহি দেখে কোন জন॥
দক্ষিণে ত্রিশূল শিরে শোভে জটাজাল।
চরণ পরশে দাড়ি বাম করে তাল॥
এইরূপে সদাশিব সবাকারে রাখে।
যতদূর যজ্ঞস্থল সব ঠাঁই থাকে॥
যত যত জন আসে যজ্ঞের সদনে।
ছায়ারূপে অন্নদা তোষেণ সর্ব্বজনে॥
যার যেই বাঞ্ছা তারে আপনি যোগায়।
যে দ্রব্য যে ইচ্ছে তাহা সেইক্ষণে পায়॥
অশ্ব আরোহণে করে খরকরবাল।
ঊনকোটি দানা লয়ে আইল ক্ষেত্রপাল।
শত কোটি দৈত্য লয়ে আসে দৈত্য ময়।
ছয় সহোদর আসে বিনতাতনয়॥
দেব দৈত্য নাগ যক্ষ আসে সর্ব্বজনে।
প্রজাপতি আইলেন হংস আরোহণে॥
অন্তরীক্ষে থাকিয়া দেখেন চতুর্ম্মুখ।
প্রজাপতিগণ সহ যজ্ঞের কৌতুক॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দ্রুপদ রাজার আগমন।

দূতমুখে বার্ত্তা পেয়ে পাঞ্চালাধিকারী।
দুহিতা হইবে মম রাজ-পাটেশ্বরী॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী হইয়া হৃষ্টচিত।
যজ্ঞ অঙ্গ দ্রব্য সব সাজায় ত্বরিত॥
অনেক আইল দাস দাসী সমুদায়।
সহস্রেক দাসী নিল মনোরম কায়॥
যুগল সহস্র বাজী গতি বায়ু সম।
বহু বহু দ্রব্য নিল বাছিয়া উত্তম॥
সর্ব্বরাজ্য দিব হেন বিচারিল মনে।
সহ দারা চলে রাজা যজ্ঞের সদনে॥
চতুরঙ্গ দলে আর প্রজা চারি জাতি।
নানাবাদ্য শব্দেতে স্তম্ভিত বসুমতী॥
ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হৈল পূর্ব্ব দ্বারে।
বেত্র দিয়া ইন্দ্রসেন রাখিল তাহারে॥

রহ রহ ক্ষণেক পাঞ্চাল অধিকারী।
রাজাজ্ঞা পাইলে দ্বার ছাড়িবারে পারি॥
এক্ষণে আসিবেক সহদেব ধনুর্দ্ধর।
তার হাতে বার্ত্তা দিব রাজার গোচর॥
ইন্দ্রসেন বচনে রহিল নৃপবর।
হেনকালে আইলেন মাদ্রীর কোঙর॥
দ্রুপদে দেখিয়া গেল রাজার গোচর।
ধর্ম্মরাজে জানাইল শিরে দিয়া কর॥
বহু রত্ন আনিল অনেক দাসী দাস।
অশ্ব হস্তী উট খর নানাবর্ণ বাস॥
আজ্ঞা পাইলে আসি করিবে দরশন।
শুনিয়া দিলেন আজ্ঞা ধর্ম্মের নন্দন॥
হস্তী অশ্ব পশু আদি যত রত্ন ধন।
দুর্য্যোধন ভাণ্ডারীকে কর সমর্পণ॥
দাস দাসী সমর্পহ দ্রৌপদীর স্থানে।
পুত্র সহ হেথা লয়ে আইস রাজনে॥
আজ্ঞা পেয়ে সহদেব করিল তেমতি।
যেই মত কহিয়াছিলেন নরপতি॥
সপুত্র ভিতরে গেল পাঞ্চাল ঈশ্বর।
সঙ্গেতে চলিল তার বহু নৃপবর॥
ঘটোৎকচ মহাবীর হিড়িম্বাতনয়।
যজ্ঞের পাইয়া বার্ত্তা সানন্দ হৃদয়॥
হিড়িম্বক বনেতে তাহার অধিকার।
তিন লক্ষ রাক্ষস তাহার পরিবার॥
হয় হস্তী রথেতে করিয়া আরোহণ।
যজ্ঞ হেতু নানা রত্ন করিয়া সাজন॥
নানাবাদ্যে উপনীত যজ্ঞের সদন।
অদ্ভুত রাক্ষসী মায়া করিল সৃজন॥
ধবল মাতঙ্গ পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
ঐরাবত পৃষ্ঠে যেন সহস্রলোচন॥
মাথায় মুকুটমণি রত্নেতে মণ্ডিত।
সারি সারি শ্বেত ছত্র শোভে চতুর্ভিত॥
কৃষ্ণ শ্বেত চামর ঢুলায় শত শত।
পার্ব্বতীয় হস্তী অশ্ব নানাবর্ণ রথ॥
উত্তর দ্বারেতে উপনীত ভীমসুত।
চতুর্দ্দিকে হুড়াহুড়ি দেখিয়া অদ্ভুত॥

কেহ বলে ইন্দ্র চন্দ্র কিবা প্রেতপতি।
অরুণ বরুণ কিবা কোন্ মহামতি ॥
কেহ বলে দেবরাজ এ যদি হইত।
সহস্রলোচন তবে অঙ্গেতে থাকিত ॥
কেহ বলে এই যদি হইত শমন।
গজ না হইয়া হৈত মহিষ বাহন ॥
বরুণ হইলে হৈত বাহন মকর।
সপ্ত অশ্ব রথ হৈত হৈলে দিবাকর ॥
এত বলি লোক সব করিছে বিচার।
গজ হৈতে নামিলেক হিড়িম্বা-কুমার ॥
প্রবেশ করিতে তারে নিবারে দ্বারেতে।
জিজ্ঞাসিল কে তুমি আইলে কোথা হৈতে
পরিচয় দেহ বার্ত্তা জানাই রাজারে।
রাজাজ্ঞা পাইলে পাবে যাইতে ভিতরে ॥
ঘটোৎকচ বলে আমি ভীমের অঙ্গজ।
হিড়িম্বার গর্ভে জন্ম নাম ঘটোৎকচ ॥
এত শুনি অনিরুদ্ধ কৈল সম্ভাষণ।
রহিতে উত্তম স্থান দিল ততক্ষণ ॥
সহদেব কহিলেন গোচরে রাজার।
জননী সহিত এলো হিড়িম্বা-কুমার ॥
ধর্ম্ম আজ্ঞা করিলেন আন শীঘ্রগতি।
জননী পাঠাও তার যথায় পার্ষতী ॥
যত দ্রব্য আনিল সমর্প দুর্য্যোধনে।
আজ্ঞা পেয়ে সহদেব গেল ততক্ষণে ॥
হিড়িম্বারে পাঠাইল স্ত্রীগণ ভিতরে।
ঘটোৎকচে লয়ে গেল রাজার গোচরে ॥
হিড়িম্বা দেখিয়া চমকিত অন্তঃপুরী।
রূপেতে নিন্দিত যত স্বর্গ বিদ্যাধরী ॥
কুন্তী-চরণে গিয়া হিড়িম্বা প্রণমিল।
আশীর্ব্বাদ করি কুন্তী বসিতে বলিল ॥
যথায় দ্রৌপদী ভদ্রা রত্নসিংহাসনে।
হিড়িম্বা বসিল গিয়া তার মধ্যস্থানে ॥
অহঙ্কারে দ্রৌপদীরে সম্ভাষ না কৈল।
দেখিয়া পার্ষতী দেবী অন্তরে কুপিল ॥
কৃষ্ণা বলে নহে দূর খলের প্রকৃতি।
আপনি প্রকাশ হয় যার যেই রীতি ॥

কি আহার কি বিচার কোথায় শয়ন।
কোথায় থাকিস্ তোর না জানি কারণ ॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি তোর বিবরণ।
তোর সহোদরে ভীম করিল নিধন ॥
ভ্রাতৃবৈরী জনে কেহ না দেখে নয়নে।
কামাতুরা হয়ে তো ভজিলি হেন জনে ॥
সতত ভ্রমিস্ তুই যথা লয় মন।
একে কুপ্রকৃতি আর নাহিক বারণ ॥
স্থানে স্থানে বেড়াস্ ভ্রমরে যেন মধু।
সভামধ্যে বসিলি হইয়া কুলবধূ ॥
মর্য্যাদা থাকিতে কেন না যাস্ উঠিয়া।
আপন সদৃশ স্থানে তুমি বৈস গিয়া
কুপিল হিড়িম্বা দ্রৌপদীর বাক্যজালে
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কৃষ্ণা প্রতি বলে ॥
অকারণে পাঞ্চালি করিস্ অহঙ্কার।
পরে নিন্দ নাহি দেখ ছিদ্র আপনার ॥
তোমার জনকে পূর্ব্বে জানে সর্ব্বজনা।
বান্ধিয়া আনিয়া পার্থ করিল লাঞ্ছনা ॥
যেইজন করিলেক এত অপমান।
কোন্ লাজে যেন জনে দিল কন্যাদান ॥
আমি যে ভজিনু ভীমে দৈবের নির্ব্বন্ধ।
পশ্চাৎ আমার ভাই করিলেক দ্বন্দ্ব ॥
সহিতে না পারি মৈল করিয়া সংগ্রাম।
বীর ধর্ম্ম করিল লোকেতে অনুপম ॥
শত্রুরে সে ভজে তারে বলি ক্লীবজন্ম।
সংসারে বিখ্যাত তোর জনকের কর্ম্ম ॥
আমার সপত্নী তুমি আমি না তোমার।
তোর বিবাহের অগ্রে বিবাহ আমার ॥
পঞ্চ জন কুন্তী ঠাকুরাণীর নন্দন।
পঞ্চ পুত্রে আছি বধূ ত্রয়োদশ জন ॥
ঐশ্বর্য্য ভুঞ্জহ অর্দ্ধ তুমি স্বতন্তরা।
দ্বাদশ জনেতে অর্দ্ধ নাহি দেখি মোরা ॥
তথাপি আমারে দেখি অঙ্গ হৈল জরা।
কি হেতু নিন্দিস্ মোরে বলি স্বতন্তরা ॥
পুত্র মম হিড়িম্বক বনের ঈশ্বর।
পুত্র গৃহে থাকিলে নাহি যে স্বতন্তর ॥

বাল্যকালে কন্যা রক্ষা করয়ে জনকে।
নারীকে যৌবনকালে স্বামী সদা রাখে ॥
শেষকালে পুত্র রাখে আছে হেন নীত।
বিশেষ আমার পুত্র পৃথিবী পূজিত ॥
মাতুলের রাজ্য মধ্যে হইয়া ঈশ্বর।
বাহুবলে শাসিল যতেক নিশাচর ॥
সুমেরু অবধি বৈসে যতেক রাক্ষস।
একেশ্বর মম পুত্র সব কৈল বশ ॥
রাজসূয় যজ্ঞবার্ত্তা লোকমুখে শুনি।
যতেক রাক্ষসগণ করে কাণাকাণি ॥
যত রাক্ষসের বৈরী পাণ্ডুপুত্রগণ।
চল সবে যজ্ঞ নষ্ট করিব এখন ॥
চরমুখে শুনি পুত্র এই বিবরণ।
যুদ্ধ করি সবাকারে করিল বন্ধন ॥
লৌহ পাশে বান্ধিয়া রাখিল কারাগারে।
যাবৎ সারিয়া যজ্ঞ না আইসে ঘরে ॥
আর যত পৃথিবীতে বৈসে নিশাচর।
সবারে জিনিয়া বলে আনিলেক কর ॥
এতেক হিড়িম্বা যদি কৈল কটুত্তর।
কহিতে লাগিলা কৃষ্ণা কুপিত অন্তর ॥
পুনঃ পুনঃ যতেক কহিস্ পুত্র-কথা।
পুত্রের করহ গর্ব্ব খাও পুত্র-মাথা ॥
কর্ণের একাঘ্নী অস্ত্র বজ্রের সমান।
তার ঘাতে তোর পুত্র ত্যজিবেক প্রাণ
পুত্রের শুনিয়া শাপ হিড়িম্বা কুপিল।
ক্রুদ্ধা হয়ে হিড়িম্বা কৃষ্ণারে শাপ দিল ॥
নির্দ্দোষে আমার পুত্রে দিলে তুমি শাপ
তুমিহ পুত্রের শোকে পাবে বড় তাপ ॥
যুদ্ধ করে মরে ক্ষত্র যায় স্বর্গবাস।
বিনা যুদ্ধে তোর পঞ্চ পুত্র হবে নাশ ॥
এত বলি ক্রোধ করি হিড়িম্বা চলিল।
আপনি উঠিয়া কুন্তী দোঁহে সান্ত্বাইল ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধু প্রায়।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীরাম দাস গায় ॥

বিভীষণের অপমান।

পার্থ মুখে বার্ত্তা পেয়ে রাক্ষস-ঈশ্বর।
হরিষেতে লোমাঞ্চিত হৈল কলেবর ॥
সেই কথা অনুক্ষণ কহে মুনিগণ।
বসুদেব গৃহে জন্মিলেন নারায়ণ ॥
নিরন্তর চিত্ত ব্যাগ্র যাঁরে দেখিবারে।
আপনি ডাকেন তিনি দয়া করি মোরে ॥
তাঁর অনুগত আমি বুঝিনু কারণ।
করিলেক নিজভক্ত বলিয়া স্মরণ ॥
এত ভাবি বিভীষণ হৃষ্টচিত্ত হৈয়া।
যতেক সুহৃদ্‌গণে বলিল ডাকিয়া ॥
শীঘ্রগতি সজ্জ হও নিজ পরিবারে।
আমার সঙ্গেতে চল কৃষ্ণ ভেটিবারে ॥
দিব্য রত্ন আছে যত আমার ভাণ্ডারে।
সব রত্ন ধন লহ দিবা দামোদরে ॥
এত বলি রথে আরোহিল লঙ্কেশ্বর।
সঙ্গেতে চলিল লক্ষ লক্ষ নিশাচর ॥
দক্ষিণ দ্বারেতে উত্তরিল বিভীষণ।
মিশামিশি হইল রাক্ষস নরগণ ॥
বিকৃত আকার সব নিশাচরগণ।
বিস্ময় মানিয়া সবে করে নিরীক্ষণ ॥
দুই তিন মুখ কার অশ্ব প্রায় মুখ।
বক্র দন্ত দেখি নাসা চক্ষু যেন কূপ ॥
রথ হতে নামিল ভূমেতে বিভীষণ।
যজ্ঞস্থান দেখি হৈল বিস্ময় বদন ॥
আদি অন্ত নাহি লোক চতুর্দ্দিকে বেড়ি।
উচ্চ নীচ জল স্থল আছে লোক যুড়ি ॥
কোথায় দেখয়ে একপদ নরগণ।
দীর্ঘকর্ণ কোথা দেখে বিবর্ণ বদন ॥
কোথায় অমরগণ নানা ক্রীড়া করে।
রাক্ষস দানব দৈত্য অনেক বিহরে ॥
সিদ্ধ সাধ্য ঋষি যোগী অনেক ব্রাহ্মণ।
বিবিধ বাহনে কোথা যমদূতগণ ॥

কোটি কোটি অশ্ব হস্তী কোটি কোটি রথ
স্থানে স্থানে নৃত্য গীত হয় অবিরত ॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সবে ভাবে মনে মন।
এ হেন অদ্ভুত চক্ষে না দেখি কখন ॥
যে দেব দানবে বৈরী আছয়ে সদায়।
হেন দেব দানবেতে একত্র খেলায় ॥
যে ফণী গরুড়ে কভু নাহি হয় দেখা।
একত্রে খেলায় যেন ছিল পূর্ব্বসখা ॥
রাক্ষস পাইলে নর করয়ে ভক্ষণ।
মনুষ্যের আজ্ঞা বহে নিশাচরগণ ॥
অদ্ভুত মানিয়া রাজা মুখে দিল হাত।
জানিল এ সব মায়া করেন শ্রীনাথ ॥
দুইভিতে দেখে রাজা অনিমিষ আঁখি।
তিন ভুবনের লোক এক ঠাঁই দেখি ॥
কে কারে আনিয়া দেয় নাহিক নির্ব্বন্ধ।
আসন ভোজন পানে সবার আনন্দ ॥
পরিবার লোক তার রহাইয়া রথ।
ঠেলাঠেলি পদব্রজে গেল কত পথ ॥
কতদূরে আছে দ্বার নাহি চলে দৃষ্টি।
রাজগণ দাণ্ডাইয়া আছে পৃষ্ঠাপৃষ্ঠি ॥
দুইভিতে দ্বারিগণ মারিতেছে বাড়ি।
একদৃষ্টে আছে সবে দুই কর যুড়ি ॥
পথ না পাইয়া দাণ্ডাইল বিভীষণ।
অন্তর্য্যামী সব জানিলেন নারায়ণ ॥
কে আইল কে খাইল কেবা নাহি পায়।
প্রতিজনে জিজ্ঞাসা করেন যদুরায় ॥
দূরে থাকি দেখিলেন রাক্ষসাধিপতি।
দিব্যচক্ষে জানিলেন এই লক্ষ্মীপতি ॥
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে স্তুতি করে কর যুড়ে।
বারিধারা নয়নেতে অবিশ্রান্ত পড়ে ॥
দেখিয়া নিকটে তার গিয়া নারায়ণ।
দুইহাতে ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন ॥
স্তুতি করে বিভীষণ যুড়ি দুই কর
আনন্দে চক্ষুর জল ঝরে নিরন্তর ॥
নানারত্ন নিবেদিয়া ফেলে ভূমিতলে।
পুনঃ পুনঃ ধরি পড়ে চরণ কমলে ॥

যতেক আনিল রাজা বিবিধ রতন।
গোবিন্দের অগ্রে লয়ে দিল ততক্ষণ ॥
করযোড় করি বলে রাক্ষসের রাজ।
আজ্ঞা কর জগন্নাথ করিব কি কাজ ॥
গোবিন্দ বলেন আসিয়াছ যেই কাজে।
মম সঙ্গে চলহ ভেটাই ধর্ম্মরাজে ॥
বিভীষণ বলে কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল।
তোমার পদারবিন্দ নয়ন দেখিল ॥
লক্ষ্মীর দুর্ল্লভ মোরে করিলা প্রসাদ।
চিরকাল বিচ্ছেদের খণ্ডিল বিষাদ ॥
সম্পূর্ণ মানস হৈল সিদ্ধ হৈল কাজ।
এখন কি করি আজ্ঞা কর দেবরাজ ॥
গোবিন্দ বলেন যে করিল আবাহন।
যার দূত সঙ্গে পূর্ব্বে পাঠাইলে ধন ॥
যার নিমন্ত্রণে তুমি আইলে হেথায়।
চলহ ভেটাই সেই ঠাকুরে তোমায় ॥
বিভীষণ কহিল বলিল দূতগণ।
পাণ্ডবের যজ্ঞে অধিষ্ঠান নারায়ণ ॥
তব দ্রোহী হইবে না দিলে তারে কর।
অন্য কি তোমার নামে দিব কলেবর ॥
জগতের ঠাকুর তোমায় আমি জানি।
তোমার ঠাকুর আছে আমি নাহি মানি ॥
যে হউক মোর প্রভু তোমা বিনা নাই।
প্রয়োজন নাহি মম অন্যজন ঠাঞি ॥
গোবিন্দ বলেন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
যার দরশনে হয় নিষ্পাপ শরীর ॥
প্রতাপে যাঁহারে ইন্দ্র আদি কর দিল।
কর দিয়া ফণীন্দ্র শরণ আসি নিল ॥
উত্তরে উত্তরকুরু পূর্ব্বে জলনিধি।
পশ্চিমেতে আমি দক্ষিণেতে তোমা আদি
নাহি দিল না আইল নাহি হেন জন।
সাক্ষাতে নয়নে তুমি দেখহ এখন ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ কপি ফণী।
মনুষ্য আইল যত বৈসয়ে অবনী ॥
অষ্টাশী সহস্র দ্বিজ নিত্য গৃহে ভুঞ্জে ॥
ত্রিশ ত্রিশ দাস সেবে এক এক দ্বিজে ॥

ঊর্দ্ধরেতা সহস্র দশেক সদা সেবে।
আছেক যতেক দ্বিজ কে অন্ত করিবে ॥
স্থানে স্থানে রন্ধন হতেছে অবিরাম।
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভুঞ্জয়ে এক স্থান ॥
এক লক্ষ দ্বিজ যবে করয়ে ভোজন।
একবার শঙ্খনাদ হয় যে তখন ॥
হেনমতে মুহুর্মুহু হয় শঙ্খধ্বনি।
চতুর্দ্দিকে শঙ্খরবে কিছুই না শুনি ॥
তিন পদ্ম অযুত মাতঙ্গ দীর্ঘদন্ত।
তিন পদ্মযুত রথ প্রত্যক্ষ অনন্ত ॥
লক্ষ নৃপতির পঙ্‌ক্তি কে পারে গণিতে।
চারিজাতি যতেক নিবসে পৃথিবীতে ॥
অর্দ্ধেক রন্ধনে ভুঞ্জে অর্দ্ধেক আমান্ন।
কাহার শকতি তাহা করিবে বর্ণন ॥
একজন অসন্তোষ নাহিক ইহাতে।
খাও খাও লও লও ধ্বনি চারিভিতে ॥
মনু আদি যত হৈল পৃথিবীর পতি।
হেনকর্ম্ম করিবারে কাহার শকতি ॥
যতদূর পর্য্যন্ত নিবসে যত প্রাণী।
হেনজন নাহি যুধিষ্ঠিরে নাহি জানি ॥
স্মরণে সুমতি হয় নিষ্পাপ দর্শনে।
প্রণামে পরম গতি আমার সমানে ॥
হেনজনে নাহি জান তোমা হেন জন।
শীঘ্রগতি চল লয়ে করাব দর্শন ॥
বিভীষণ বলে প্রভু কহিলা প্রমাণ।
মম নিবেদন কিছু কর অবধান ॥
পূর্ব্বে পিতামহ মুখে শুনিয়াছি আমি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তুমি সবাকার স্বামী ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র তব পদ কটাক্ষেতে হয়।
এ কর্ম্ম অসাধ্য নহে তোমার সহায় ॥
মম পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানহ গদাধর।
তপস্যা করিয়া আমি মাগিলাম বর ॥
স্মরিব তোমার নাম সেবিব তোমারে।
তব পদ বিনা শির না নোঙাব কারে ॥
যথায় লইয়া যাবে সংহতি যাইব।
কদাচিৎ অন্যজনে মান্য না করিব ॥
এত বলি বিভীষণ চলিল সংহতি।
পশ্চাদ্ভাগে বিভীষণ অগ্রেতে শ্রীপতি ॥
চট চট শব্দেতে চৌদিকে পড়ে ছাট।
গোবিন্দেরে দেখিয়া ছাড়িয়া দিল বাট ॥
দ্বারের নিকটে উত্তরিলে নারায়ণে।
পশিতে সাত্যকি নিবারিল বিভীষণে ॥
গোবিন্দ বলেন দ্বারে না রাখ ইহারে।
স্বদেশে যাবেন শীঘ্র ভেটিয়া রাজারে ॥
সাত্যকি কহিল প্রভু জানহ আপনি।
আজ্ঞা বিনা যাইতে না পাবে বজ্রপাণি ॥
হের দেখ জগন্নাথ দ্বারেতে বারিত।
যত রাজরাজ্যেশ্বর বৈসে যাম্যভিত ॥
মৎস্যদেশ অধিপতি বিরাট নৃপতি।
শূরসেন দন্তবক্র সুমিত্র প্রভৃতি ॥
অগণিত সৈন্য যার ধনে নাহি অন্ত।
কর লয়ে দ্বারে আছে মাসেক পর্য্যন্ত ॥
শ্রেণিমন্ত সুকুমার নীলধ্বজ রাজা।
একপদ কলিঙ্গ নৈষধ মহাতেজা ॥
কিষ্কিন্ধ্যা ঈশ্বর দেখ সিন্ধুকূলবাসী।
গোশৃঙ্গ ভ্রমণ আর রুক্মি তস্তদেশী ॥
এ সবার সঙ্গে রাজা শত পঞ্চ শত।
কোটি কোটি গজবাজী কোটি কোটি রথ
নানারত্ন ধন নিজ পরিবার লৈয়া।
দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হইয়া ॥
ত্রিশ সহস্র নৃপতি আছে এই দ্বারে।
জনকত রাজা মাত্র গিয়াছে ভিতরে ॥
পুরুজিৎ নামে রাজা পাণ্ডব মাতুল।
রাজ আজ্ঞা পেয়ে তবে লইল নকুল ॥
তার সঙ্গে গেল জনকত নৃপবর।
দেখিয়া বড়ই ক্রুদ্ধ হৈল বৃকোদর ॥
মাতুলে রাখিয়া আর যত রাজগণে।
ধাক্কা মারি বাহির করিল ততক্ষণে ॥
আজ্ঞা বিনা ছাড়িতে নারিব কদাচন।
আজ্ঞা আনি লয়ে যাহ রাজা বিভীষণ ॥
এত শুনি ক্রুদ্ধ হৈয়া গেলেন গোবিন্দ।
দুই চক্ষু দেখি যেন রক্ত অরবিন্দ ॥

তথা হৈতে গেলেন সহিত লঙ্কাপতি।
পূর্ব্ব দ্বারে উপনীত আপনি শ্রীপতি ॥
মহাবীর ঘটোৎকচ হিড়িম্বা-কুমার
তিন লক্ষ রাক্ষসেতে রক্ষা করে দ্বার ॥
কৃষ্ণেরে দেখিয়া সবে পথ ছাড়ি দিল।
বেত্র দিয়া বিভীষণে দ্বারে রহাইল ॥
গোবিন্দ বলেন ইনি লঙ্কার ঈশ্বর
ব্রহ্মার প্রপৌত্র রাবণের সহোদর ॥
রাজ দর্শন হেতু যাবেন ত্বরিত।
হেনজনে দ্বারে রাখা না হয় উচিত ॥
ঘটোৎকচ বলে শুন দেব চক্রপাণি।
আমি কি করিব তুমি জানহ আপনি ॥
জনকত রাজা মাত্র গিয়াছে ভিতরে।
বাইশ সহস্র রাজা আছে এই দ্বারে ॥
ব্রহ্মার প্রপৌত্র দেব অনেক এসেছে।
দুই তিন মাস দ্বারে রহিয়া গিয়াছে ॥
ব্রহ্মার প্রপৌত্র দেব কশ্যপ-কোঙর।
বহু নাগগণ সঙ্গে শেষ বিষধর ॥
সহস্র বদনে শোভে নাগ অধিকারী।
এইখানে তেঁহ রহিলেন দিন চারি ॥
এই দেখ রাজগণ দাণ্ডাইয়া আছে।
একদৃষ্টে বুকে হস্ত নাহি চায় পাছে ॥
গিরিব্রজ স্থরপতি জরাসন্ধ-সুত।
জয়সেন মহারাজ যুগল অযুত ॥
নবকোটি রথ নবকোটি মত্ত হাতী।
ষষ্টি কোটি তুরঙ্গম অসংখ্য পদাতি ॥
নানারত্ন আনিল বিবিধ যানে করি।
হস্তিনী গর্দ্দভ উট শকট উপরি ॥
অহর্নিশি নৌকা বাহে সংখ্যা নাহি জানি
যার নৌকা ত্রিশ ক্রোশ ঢাকে গঙ্গাপাণি ॥
বিংশতি সহস্র রাজা সঙ্গেতে করিয়া।
দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হইয়া ॥
শিশুপাল রাজা দেখ চেদির ঈশ্বর
যাহার সহিত পঞ্চশত নৃপবর ॥
নানা যান করিয়া বিবিধ রত্ন লৈয়া
দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হইয়া ॥

দীর্ঘয এ রাজা দেখ অযোধ্যার পতি।
তিন কোটি রথ সঙ্গে তিন কোটি হাতী ॥
সপ্তদশ নরপতি সংহতি করিয়া।
কর লয়ে দ্বারে আছে বারিত হইয়া ॥
কাশীরাজ দেখ এই কাশীর ঈশ্বর।
কোশলের রাজা বৃহদ্বল নৃপবর ॥
বহু রাজা সুপার্শ্ব কৌশিক শ্রুত রাজা।
মদ্রসেন চন্দ্রসেন পার্থ মহাতেজা ॥
সুবর্ণ সুমিত্রা রাজা সুমুখ শম্বুক।
মণিমন্ত দণ্ডধর নৃপতি মুকুট ॥
পুণ্ডরীক বাসুদেব জরদ্গব আদি।
করিল মেদিনী ব্যাপ্ত সমুদ্র অবধি ॥
এ সবার সঙ্গে রাজা শত সপ্তশত।
লিখনে না যায় যত গজবাজী রথ ॥
যে দেশে যে রত্ন জন্মে তাহা কর লৈয়া।
দ্বারেতে আছয়ে দেখ বারিত হইয়া ॥
উপরুদ্ধ অত্যন্ত হয়েন যেইজন।
রাজারে জানায় গিয়া তার বিবরণ ॥
তবে যদি ধর্ম্মরাজ দেন অনুমতি।
যারে আজ্ঞা দেন সেই জন করে গতি ॥
মুহূর্ত্তেকে রহি মাত্র দরশন পায়।
শীঘ্রগতি পুনঃ আনি রাখয়ে হেথায় ॥
রাজার শ্বশুর দেখ দ্রুপদ নৃপতি।
দিনেক রহিল পরিজনের সংহতি ॥
রাজ আজ্ঞা পাইয়া চলিল শীঘ্রতরে।
তার সঙ্গে কত রাজা পশিল ভিতরে ॥
সেই হেতু পিতা মোরে করিলেন ক্রোধ।
শ্বশুরের কিছু না রাখিল উপরোধ ॥
বাহির করিয়া যে দিলেন রাজগণে।
দ্বারিগণে বহু ক্রোধ করিলেন মনে ॥
পূর্ব্বে ইন্দ্রসেন ছিল এই দ্বারে দ্বারী।
এই দোষে তাহারে দিলেন দূর করি ॥
রাখিলেন মোরে দ্বারে অনেক কহিয়া।
আজ্ঞা বিনা ইন্দ্র এলে না দিবে ছাড়িয়া ॥
এই হেতু জগন্নাথ ভয় লাগে মনে
আজ্ঞা বিনা বিভীষণে ছাড়িব কেমনে ॥

রহাইয়া আন রাজ-অনুমতি হরি।
জানাতে রাজারে আমি নাহি শক্তি ধরি
নকুল আইসে কিম্বা অনুজ তাঁহার।
বার্ত্তা জানাইতে এ দোঁহার অধিকার॥
বুঝিয়া আপনি কর যে হয় বিচার।
ক্ষণেক থাকহ নহে যাহ অন্য দ্বার॥
এত শুনি কৃষ্ণ তারে নিন্দিয়া অপার।
ক্রোধ করি চলিলেন উত্তর দুয়ার॥
বিভীষণে লইয়া গেলেন গদাধর।
কতদূরে দেখিলেন ভীম অনুচর॥
চারিজন নৃপতিরে করিয়া বন্ধন।
কেশে ধরি লইয়া যাইছে চারিজন॥
জিজ্ঞাসেন মাধব তোমরা কোন্‌জন।
এ চারি জনেরে কেন করিলে বন্ধন॥
দুষ্টগণ বলে মোরা ভীমের কিঙ্কর।
দুষ্ট কর্ম্ম কৈল এই চারি নরবর॥
শ্বেত আর লোহিত মণ্ডল নরপতি।
অবধানে জগন্নাথ কর অবগতি॥
এ দোঁহার দেশ প্রভু সমুদ্রের তীরে।
পার্থ জিনি কর লয়ে আনিল দোঁহারে॥
এখন না বলিয়া যাইতেছিল দেশে।
অর্দ্ধ পথ হইতে আনিনু ধরি কেশে॥
হের দেখ জগন্নাথ এই দুই জনে।
উপহাস কৈল দুই দরিদ্র ব্রাহ্মণে॥
এই হেতু চারিজনে আনিনু বান্ধিয়া।
আজ্ঞা করিলেন ভীম শূলে দিতে নিয়া
এত শুনি কৃষ্ণ ফিরাইল চারিজনে।
বৃকোদর কোথা জিজ্ঞাসেন দূতগণে॥
অগ্রে অগ্রে যায় দূত পিছে গদাধর।
কতদূরে দেখেন আইসে বৃকোদর॥
এক লক্ষ রথী সহ ভ্রমে সর্ব্বস্থল।
সবাকার তত্ত্ব করে ভীম মহাবল॥
ভীমের নিকটে উত্তরিল নারায়ণ।
কহিলেন মুক্ত করি দেহ চারিজন॥
কর্ম্ম হেতু এ সবারে কৈলা আবাহন।
অনাদর এখন করহ কি কারণ॥

কর্ম্ম যদি করিবে হইয়া মহাতেজা।
ক্ষুদ্র লোকে নিমন্ত্রিলে করিবেক পূজা॥
দুষ্ট শিষ্ট আসিয়াছে বহু কর্ম্মস্থলে।
কর্ম্মে বহু বিঘ্ন হয় ক্ষমা না করিলে॥
বৃকোবর বলে শুন দৈবকীনন্দন।
দোষমত শাস্তি যদি না পায় দুর্জ্জন॥
আর সবে ক্রমে ক্রমে সেই পথ লয়।
কহ ইথে কর্ম্ম পূর্ণ কোন্‌মতে হয়॥
দুষ্টে ক্ষমা করিতে না পারি কদাচন।
দুষ্টজন না ছাড়ে আপন দুষ্টপণ॥
দুষ্টজনে নিজ তেজ যদি না দেখায়।
উপহাস করে সবে কর্ম্ম ধ্বংস প্রায়॥
ইহায় আমায় পূর্ব্বে পরিচয় কোথা।
তেজ হৈতে যত দেখ আসিয়াছে হেথা॥
পুনশ্চ কহেন কৃষ্ণ কমললোচন।
শুন শুন ভীমসেন আমার বচন॥
তোমার শাস্তির শব্দে ত্রৈলোক্য পূরিল।
তেঁই দেখ তিনলোক একত্র মিলিল॥
শাস্তি আচরিতে তুমি এ কর্ম্ম করিলে।
কহ ভীম যজ্ঞপূর্ণ হইবে কি ভালে॥
অন্য কর্ম্ম নহে এই রাজসূয় সত্র।
একলক্ষ রাজা আসি হয়েছে একত্র॥
নাহি জান ইতিমধ্যে আছ ভাল মন্দ।
একচক্র হয়ে যদি সবে কর দ্বন্দ্ব॥
কহ মোরে তখন উপায় কি করিবে।
প্রমাদ ঘটিবে আর যজ্ঞ নষ্ট হবে॥
পৃথিবীর লোক সবে করিলে বিরোধ।
কত কত জনে তুমি করিবে প্রবোধ॥
পাতালে রহিল গিয়া পার্থ ধনুর্দ্ধর।
দ্বন্দ্ব করিবারে তুমি সবে একেশ্বর॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বলে বৃকোদর।
তব যোগ্য কথা না কহিলে দামোদর॥
একলক্ষ রাজা যে বলিলা নারায়ণ।
প্রত্যক্ষেতে আমি হেরিলাম সর্ব্বজন॥
অজাযুথ লাগে যেন ব্যাঘ্রের নয়নে।
সেইমত রাজগণ লাগে মম মনে॥

দ্বন্দ্ব করিবারে সবে হয় একদিকে।
কাহার নাহিক দায় রৈল মম ভাগে॥
সসৈন্য আগত এক লক্ষ নৃপবর।
মুহূর্ত্তেকে দলিবারে পারি একেশ্বর॥
মনুষ্য কি গণি যদি তিনলোক হয়।
একেশ্বর সবাকারে করি পরাজয়॥
যার জয় ইচ্ছে দেব তোমা হেন জনে।
তারে পরাজয় করে নাহি ত্রিভুবনে॥
গোবিন্দ বলেন বীর সম্ভবে তোমারে।
তোমা সহ বিরোধ করিতে কেবা পারে॥
ইহা সবাকারে ছাড় আমার বচনে।
এবে দণ্ড করহ যে করে দুষ্টগণে॥
এত বলি মুক্ত করি দিল চারিজনে।
তথা হৈতে যান চলি লয়ে বিভীষণে॥
যাইতে যাইতে কৃষ্ণ কন বিভীষণে।
বহু রাজা দেখিয়াছ শুনেছ শ্রবণে॥
এমন সম্পদ কি হয়েছে কোনজনে।
আমা হেন জনে রাখে যার দ্বারিগণে॥
তিন ভুবনের লোক একত্র মিলিল।
ইন্দ্র আদি করি সবে যারে কর দিল॥
বিভীষণ বলে দেব এ নহে অদ্ভুত।
ইহা হৈতে রাজসূয় হয়েছে বহুত
হরিশ্চন্দ্র মহারাজ এ যজ্ঞ কারল।
সপ্তম দ্বীপের লোক একত্র হইল॥
আর আর যত রাজা পৃথিবীতে ছিল।
ইন্দ্র আদি দেব জিনি নানা যজ্ঞ কৈল॥
একমাত্র পাণ্ডবেরে বাখানি বিশেষ।
আপনি এতেক স্নেহ কর হৃষীকেশ॥
ব্রহ্মাদি ধ্যায়েন প্রভু তোমা দেখিবারে।
এ বড় আশ্চর্য্য তুমি ভ্রম দ্বারে দ্বারে॥
তোমার চরিত্র প্রভু কি বলিতে পারি।
নহুষে করিলা ইন্দ্র বলি দূর করি॥
ব্রহ্মকীট পদ প্রভু তোমার সমান।
যারে যাহা কর তাহা কে করিবে আন॥
ইন্দ্র আদি পদ তুল্য না করি গণন।
তব পদে ভক্তি যার সেই মহাজন॥
ভক্তিতে পাণ্ডব বশ করিয়াছে তোমা।
তেঁই দ্বারে দ্বারী রাখে তারে কর ক্ষমা॥
কি কারণে জগন্নাথ এত পর্য্যটন।
দ্বারে দ্বারে ভ্রম প্রভু কোন্ প্রয়োজন॥
দৈবেতে এ দ্বারিগণ না ছাড়ে আমারে।
মম প্রয়োজন কিছু নাহিক ভিতরে॥
মানস হইল পূর্ণ সিদ্ধ হৈল কার্য্য।
আজ্ঞা কৈলে মহাপ্রভু যাই নিজরাজ্য॥
তার বাক্য শুনিয়া বলেন চক্রধর।
আর কত তোমারে বলিব লঙ্কেশ্বর॥
সর্ব্বধর্ম্ম জ্ঞান তুমি বিচারে পণ্ডিত।
তুমি হেন কথা কহ না হয় উচিত॥
নিমন্ত্রণে আইলা যে না যাবে ভেটিয়া।
রাজা জিজ্ঞাসিলে আমি কি বলিব গিয়া॥
তব আগমন এবে সবে জ্ঞাত হৈল।
লোকে বলিবেক সেই কৃষ্ণ ভেটি গেল॥
হেন অপকীর্ত্তি মম চাহ কি কারণ।
ক্ষণেকে করিয়া যাহ রাজ সন্দর্শন॥
এইরূপে পথে দোঁহে কথোপকথন।
উত্তর দ্বারেতে উত্তরিলা দুইজন॥
উত্তর দ্বারেতে দ্বারী কামের নন্দন।
গোবিন্দে দেখিয়া আসি করিল বন্দন॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন যাই রাজার গোচর।
ধর্ম্মরাজে ভেটাইব রাক্ষস ঈশ্বর॥
অনিরুদ্ধ বলে দেব রহ মুহূর্ত্তেক।
এইক্ষণে মাদ্রীর তনয় আসিবেক॥
তাঁর হাতে জানাইব রাজার গোচর।
ধর্ম্মরাজে ভেটাইব রাক্ষস-ঈশ্বর॥
গোবিন্দ বলেন তুমি না জান ইহারে।
ক্ষণেক উচিত নহে রাখিতে দুয়ারে॥
রাবণের সহোদর লঙ্কা-অধিপতি।
রাক্ষসের রাজা যে ব্রহ্মার হয় নাতি॥
এত শুনি হাসি বলে কামের নন্দন।
কেন হেন কহ দেব জানিয়া কারণ॥
প্রত্যক্ষে দেখহ দেব যতেক নৃপতি।
অনেক দিবস হৈল দ্বারে কৈল স্থিতি॥

প্রাগ্‌দেশ অধিপতি রাজা ভগদত্ত।
নবকোটি রথ সঙ্গে কোটী গজমত্ত ॥
নানারত্ন কর দেখ সংহতি করিয়া।
বহুদিন দ্বারে আছে বারিত হইয়া ॥
বাহ্লীক বৃহন্ত আর সুদেব কুন্তল।
সিংহরাজ সুশর্ম্মা সহিত বৃহন্নল ॥
কামদেব কামেশ্বর রাজা কামসিন্ধু।
ত্রিগর্ত্ত দ্বিরদশির মহারাজ সিন্ধু ॥
এ সবার সঙ্গে রাজা শত পঞ্চশত।
ত্রিশকোটী মত্ত হস্তী ত্রিশকোটী রথ ॥
যেই দেশে নাহি শক্তি বিহঙ্গ যাইতে।
সে সকল রাজা দেব দেখহ সাক্ষাতে ॥
নানারত্ন কর লয়ে দ্বারে বসি আছে।
বৎসর অবধি হৈল কেহ নাহি পুছে ॥
পুত্র পৌত্র ব্রহ্মার এসেছে কতজন।
প্রপৌত্র আইল যত কে করে গণন ॥
ইন্দ্র চন্দ্র অনল কৃতান্ত দিনকর।
ব্রহ্মঋষি দেবঋষি আইল বিস্তর ॥
চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব তুম্বুরু হাহা হূহূ।
বিশ্বাবসু আদি সহ বিদ্যাধর বহু ॥
যক্ষরাজ সহ এল কত লব নাম।
আসিয়াছে আসিতেছে নাহিক বিরাম ॥
দুই একদিন সবে রহি রহি গেছে।
রাজ-আজ্ঞামাত্র সবে দুই এক আছে ॥
বিনা আজ্ঞা ছাড়ি দিলে দুঃখ পাই পাছে
রাজদ্রোহী কর্ম্মে দেব বহু বিঘ্ন আছে ॥
দোষ গুণ বুঝিতে ভীমের অধিকার।
ভীম ক্রোধ করিলে যে নাহিক নিস্তার ॥
বুঝিয়া করহ দেব যে হয় বিচার।
কি শক্তি আমার আজ্ঞা বিনা ছাড়িবার ॥
এত শুনি কৃষ্ণ তারে নিন্দিয়া অপার।
ক্রোধ করি চলিলেন পশ্চিম দুয়ার ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা দেখ বিদ্যমান।
পৌত্র হয়ে আমার না করিল সম্মান ॥
নাহিক উহার দোষ কর্ম্ম এইরূপে।
ইন্দ্র যম ভয় করে ভীমের প্রতাপে ॥
অল্প দোষে দেয় দণ্ড ক্রোধ নিরন্তর।
শ্রুতিমাত্র দেয় শাস্তি নাহি পরাপর ॥
চলহ পশ্চিম দ্বারে আছে দুর্য্যোধন।
আমা দেখি কদাচ না করিবে বারণ ॥
আর কহি বিভীষণ না হও বিস্মৃতি।
যখন দেখিবে তুমি ধর্ম্ম নরপতি ॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া তুমি প্রণাম করিবে।
নৃপতির আজ্ঞা হৈলে তখন উঠিবে ॥
বিভীষণ কহে প্রভু নহে কদাচন।
নিবেদন করিয়াছি মম বিবরণ ॥
পূর্ব্ব হৈতে তব পদে বিক্রীত শরীর।
তব পদ বিনা অন্যে না নোয়াব শির ॥
এত শুনি গোবিন্দ ভাবেন মনে মনে।
করিয়াছি কুকর্ম্ম আনিয়া বিভীষণে ॥
বিভীষণ যদি দণ্ডবৎ না করয়।
সভাতে পাইবে লজ্জা ধর্ম্মের তনয় ॥
এত চিন্তি জগন্নাথ করেন বিচার।
ব্রহ্মা আদি তপ করে এবা কোন্ ছার ॥
যজ্ঞারম্ভ কৈল রাজা আমার বচনে।
আমি যজ্ঞেশ্বর বলি জানে সর্ব্বজনে ॥
এত চিন্তি জগন্নাথ সহ বিভীষণ।
পশ্চিম দ্বারেতে যান যথা দুর্য্যোধন ॥
দুর্য্যোধন নৃপতির দুই অধিকার।
দ্রব্যের ভাণ্ডারী আর রক্ষা করে দ্বার ॥
লক্ষ লক্ষ ভাণ্ডার সমান গিরিবর।
কনক রজত মুক্তা প্রবাল পাথর ॥
অমূল্য কীটজ চির লোমজ বসন।
কস্তুরী দশন হস্তী শৃঙ্গী অগণন ॥
চতুর্দ্দিক হইতে আসিছে ঘনে ঘন।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন হয় বরিষণ ॥
দরিদ্র ভিক্ষুক দ্বিজ ভট্ট আদি যত।
বিদুরের সম্মত দিতেছে অনুব্রত ॥
যত দ্রব্য আসে তত দিতেছে সকল।
পুনঃ পুনঃ আসে যেন জোয়ারের জল ॥
কতজনে কত দেয় নাহি পরিমাণ।
অদরিদ্রা কৈল পৃথ্বী দিয়া বহু দান ॥

ঊনশত ভাই সহ নিজ পরিবার।
দুর্য্যোধন দ্বারী রাখে পশ্চিম দুয়ার॥
গোবিন্দেরে দেখিয়া বলেন দুর্য্যোধন।
কহ কোন্ হেতু দাণ্ডাইয়া নারায়ণ॥
গোবিন্দ বলেন ইনি লঙ্কার ঈশ্বর।
যাইতে নিবারে কেন তোমার কিঙ্কর॥
দুর্য্যোধন বলে কৃষ্ণ নাহি তার দোষ।
আপনি জানহ তুমি ভীমের আক্রোশ॥
হের কত রাজা এল নানা কর লৈয়া।
দ্বারেতে আছয়ে সব বারিত হইয়া॥
বসুদেব সহ আসে যত যদুবীর।
শাল্য মদ্রেশ্বর যে মাতুল নৃপতির॥
আজ্ঞা পেয়ে মাদ্রীপুত্র লইল ভিতরে
তথাপিহ দুইদিন রহিল বাহিরে॥
আসিবামাত্রেতে লয়ে যাহ ভেটিবারে।
আজ্ঞা বিনা কিমতে দ্বারীতে দ্বার ছাড়ে॥
এইক্ষণে আসিবেক মাদ্রীর নন্দন
ক্ষণমাত্র হেথায় বৈসহ নারায়ণ॥
এত বলি, দুর্য্যোধন দিল সিংহাসন।
দুই সিংহাসনে বসিলেন দুইজন॥
কে বুঝিতে পারে জগন্নাথের চরিত।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁর মায়ায় মোহিত॥
ধন্য রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জন্ম শুভক্ষণে।
হেন প্রভু কৈল বশ আপনার গুণে॥
কেহ যজ্ঞ ব্রত করে বৈভব কারণ।
ইন্দ্রপদ বাঞ্ছে কেহ কুবের তপন॥
তিনলোক মধ্যে ইন্দ্রদ্যুম্নেরে বাখানি।
কত ইন্দ্রপদ যার কর্ম্মের নিছনি॥
যাঁহার যশের গুণে পূরিল সংসার।
ক্ষিতিমধ্যে খণ্ডাইল যম অধিকার॥
যাবৎ ব্রহ্মাণ্ড আর যাবৎ ধরণী।
করিল অদ্ভুত কীর্ত্তি নিস্তারিতে প্রাণী॥
গোহত্যা স্ত্রীহত্যা আদি করে যে নারকী।
অবহেলে স্বর্গে যায় কৃষ্ণমুখ দেখি॥
জন্মে জন্মে কাশী আদি নানা তীর্থ সেবে।
তপ ক্লেশ যজ্ঞ ব্রত সদা করে সবে॥
পঞ্চ পাতকীতে যদি কৃষ্ণমুখ দেখে।
সে কোটি কল্পের পাপ শরীরে না থাকে॥
জগন্নাথ মুখপদ্ম যে করে দর্শন।
জগন্নাথ নাম যেবা করয়ে স্মরণ॥
পৃথিবীর মধ্যে তার সফল জীবন।
কাশীদাস প্রণময়ে তাঁহার চরণ॥

সর্ব্বলোকের মূর্চ্ছা।

জন্মেজয় ভূপতি মুনিরে জিজ্ঞাসিল।
কহ শুনি অনন্তরে কি প্রসঙ্গ হৈল॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
বিভীষণ সহ বসিলেন নারায়ণ॥
বহু পরিশ্রম হৈল পদব্রজে চলি।
চতুর্দ্দিকে বিশেষ লোকের ঠেলাঠেলি॥
চৌদিকে অযুত ক্রোশ সভা পরিসর।
ভ্রমিয়া দোঁহার ক্লান্ত হৈল কলেবর॥
সিংহাসন উপরে বসিল দুইজন।
হেনকালে উপনীত মাদ্রীর নন্দন॥
গোবিন্দে দেখিয়া বীর কৈল নমস্কার।
ডাকি কৃষ্ণ জিজ্ঞাসেন সব সমাচার॥
দুই তিন দিন নাহি রাজ সম্ভাষণ
কহ দেখি সহদেব সব বিবরণ॥
সহদেব বলেন শুনহ দামোদর।
তুমি গেলে আসিবেন যতেক অমর॥
সকলের হইয়াছে রাজ দরশন।
তোমারে দেখিবারে আছয়ে সর্ব্বজন
দেববৃন্দ লইয়া আছেন দেবরাজ।
তুমি গেলে ভেটিবেক দেবের সমাজ॥
এত শুনি উঠিলেন শ্রীবৎসলাঞ্ছন।
তাঁহার সহিত গেল নিকষানন্দন॥
সভামধ্যে প্রবেশ করেন নারায়ণ।
গোবিন্দেরে দেখিয়া উঠিল সর্ব্বজন॥
মণ্ডলী করিয়াছিল বেদীর উপরে।
কৃষ্ণে দৃষ্টি করিয়া পড়িল বায়ুভরে॥
কতদূরে পড়িল করিয়া কৃতাঞ্জলি।
মহাবাতাঘাতে যেন পড়িল কদলী॥

দেবতা গন্ধর্ব্ব আর অপ্সর কিন্নর।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি লক্ষ খগবর ॥
একজন বিনা আর যে ছিল যথায়।
কতদূরে পড়ে সবে হয়ে নম্রকায় ॥
শতেক সোপানোপর ধর্ম্মের নন্দন।
পঞ্চাশৎ সোপানে উঠেন নারায়ণ ॥
বিশ্বরূপ প্রকাশ করেন জনার্দ্দন।
সেরূপ দেখিয়া মুগ্ধ হৈল পদ্মাসন ॥
সহস্র মস্তকে শোভে সহস্র নয়ন।
সহস্র মুকুট মণি কিরীট ভূষণ ॥
সহস্র শ্রবণে শোভে সহস্র কুণ্ডল।
সহস্র নয়নে রবি সহস্র মণ্ডল ॥
বিবিধ আয়ুধ ধরে সহস্রেক করে।
সহস্র চরণে শোভে কত শশধরে ॥
সহস্র সহস্র যেন সূর্য্যের উদয়।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মণি শোভিত হৃদয় ॥
গলে দোলে আজানুলম্বিত বনমালা।
পীতাম্বর শোভে যেন মেঘেতে চপলা ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম আর শার্ঙ্গ ধনু।
নানাবর্ণ মণিময় বিভূষিত তনু ॥
সহস্র সহস্র শম্ভু আছে করযোড়ে।
কত শত মুখে তারা স্তুতি বাণী পড়ে ॥
বিশ্বরূপ বিশ্বপতি দেখে দেবগণ।
চকিত হইয়া সবে হৈল অচেতন ॥
অন্তরীক্ষে থাকি ধাতা বিশ্বরূপ দেখি।
নিমিষেক চাহি মুদিলেন অষ্ট আঁখি ॥
অজ্ঞান হইয়া ধাতা আপনা পাসরে।
করযোড় করিয়া পড়িল কতদূরে ॥
লুকাইয়া ছিল শিব যোগীরূপ হয়ে।
চরণে পড়িল বিশ্বরূপ নিরখিয়ে ॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন।
চন্দ্র সূর্য্য খগ নাগ গ্রহ রাশিগণ ॥
যেই যথা আছিল সে সব গেল পড়ি।
অচেতন হয়ে সবে যায় গড়াগড়ি ॥
সকলি পড়িল যদি করি প্রণিপাত।
যুধিষ্ঠিরে চাহিয়া বলেন জগন্নাথ ॥

করযোড় করিয়া বলেন ভগবান।
পূর্ব্বভিতে মহারাজ কর অবধান ॥
কমণ্ডলু জপমালা যায় গড়াগড়ি।
পড়িয়াছে চতুর্ম্মুখ অষ্টভুজ যুড়ি ॥
তাঁহার পশ্চাতে দেখ প্রজাপতিগণ।
কর্দ্দম কশ্যপ দক্ষ আদি যতজন ॥
ব্রহ্মার দক্ষিণে দেখ যোগী মহাবেশ।
ত্রিলোচন পঞ্চানন প্রণমে মহেশ ॥
কার্ত্তিক গণেশ দেখ তাহার পশ্চাৎ।
তব গুণে নমস্করে ধন্য তুমি তাত ॥
সহস্র নয়নে ধারা বহে অগণন।
হের দেখ প্রণমিছে সহস্রলোচন ॥
রাহু কেতু অগ্নি তারা বসু অষ্টজন।
মেঘ বার তিথি যোগ ঋষি ঋক্ষগণ ॥
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি রাজঋষিগণ।
প্রণাম করিছে সবে তোমার চরণ ॥
যাম্যভিতে মহারাজ কর অবগতি।
প্রণাম করিছে পড়ি মৃত্যু-অধিপতি ॥
পশ্চিমেতে অবধান কর নৃপবর।
করযোড়ে পড়িয়াছে জলের ঈশ্বর ॥
সিন্ধুগণ সহিত যতেক নদ নদী।
যতেক দানব দৈত্য অমরবিবাদী ॥
হের দেখ মহারাজ সহস্র সোদর।
সহস্র মস্তক ধরে শেষ বিষধর ॥
প্রণাম করিছে তোমা ভূমিতলে পড়ি
সহস্র মস্তকে ধূলি যায় গড়াগড়ি ॥
উত্তরেতে মহারাজ অবধান কর।
প্রণাম করিছে তোমা যক্ষের ঈশ্বর ॥
ধবল গন্ধর্ব্ব-অশ্ব দিয়া চারিশত।
হের দেখ প্রণাম করিছে চিত্ররথ ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ অপ্সরী অপ্সর।
গড়াগড়ি যায় দেখ ভূমির উপর ॥
তাঁর বামভাগে দেখ রাক্ষসের শ্রেষ্ঠ।
শ্রীরামের মৈত্র হয় রাবণ কনিষ্ঠ ॥
হের অবধান কর কুন্তীর কোঙর।
ছয় সহোদর দেখ খগের ঈশ্বর ॥

ভীষ্ম দ্রোণ দেখ ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত।
উগ্রসেন যজ্ঞসেন শল্য মদ্রনাথ॥
বসুদেব বাসুদেব আদি যতজন।
তব পদে প্রণাম করিছে সর্ব্বজন॥
পৃথিবীতে নাহি রাজা তোমার তুলনা।
কে কহিতে পারে তব গুণের বর্ণনা॥
ব্রহ্মাণ্ড পূরিল রাজা তব কীর্ত্তি যশ।
তব গুণে মহারাজ হইলাম বশ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
ভয়েতে আকুল হয়ে কম্পিত শরীর॥
নয়ন যুগলে পড়ে চারিধারা নীর।
মুহুর্মুহু অচেতন হয় কুরুবীর॥
সধৈর্য্যে বলেন রাজা গদগদ বচন।
আকিঞ্চন জনে প্রভু এত কি কারণ॥
তোমার চরণে মম অসংখ্য প্রণাম।
অবধানে নিবেদন শুন ঘনশ্যাম॥
তড়িত জড়িত পীত কৌষবাস সাজে
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বিভূষিত অঙ্গ মাঝে
শ্রবণে পরশে চক্ষু পুণ্ডরীকপাত।
বিষ্ণু বিশ্বরূপ প্রভু সর্ব্বলোকনাথ॥
সংসারে আছয়ে যত পুণ্য-আত্মাজন।
সতত বন্দয়ে প্রভু তোমার চরণ॥
তব পদ সবাকার বন্দিবারে আশা।
আকাঙ্ক্ষায় মাগিবারে না করি ভরসা
যদি বর দিবা এই করি নিবেদন।
অনুক্ষণ বন্দি যেন তোমার চরণ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা সব ক্ষম তুমি।
ভক্তিমূল্যেতোমাতে বিক্রীত আছি আমি
আমার নিয়মে বর্ত্তে আমার ভকত।
বলি যে তাহাতে আমি করি এইমত॥
ব্রহ্মা আদি দেবরাজ সম নহে তার।
প্রত্যক্ষ দেখহ যত চরণে তোমার॥
তব তুল্য প্রিয় মম নাহিক ভুবনে।
আমিও প্রণাম করি ভক্তের চরণে॥
এত বলি জগন্নাথ পড়িল ধরণী।
করপুটে কহিতে লাগিল স্তুতিবাণী॥
মোহিলেন মায়াতে পুনশ্চ নারায়ণ।
যতেক দেখিল সব হৈল পাসরণ॥
মাতুল-নন্দন হেন দেখিয়া অচ্যুতে।
সহদেবে কৈল আজ্ঞা বলহ উঠিতে॥
সহদেব ডাকি বলে উঠ নারায়ণ।
আজ্ঞা হৈল নিবেদন কর প্রয়োজন॥
আজ্ঞা পেয়ে গোবিন্দ উঠেন ততক্ষণ।
বুকে হাত দিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন॥
বহুদিন আইল যে দেব খগনাথ।
আজ্ঞা হৈলে যায় সবে লয়ে যজ্ঞভাগ॥
ভারতমণ্ডলে বৈসে যত নরপতি।
বহুদিন হৈল সবে দ্বারে করে স্থিতি॥
বিদায় হইয়া গেলে যত দেবগণ।
রাজগণ আসি তবে করিবে দর্শন॥
ইতিমধ্যে অবিলম্বে যাক নিজদেশে।
বিদায় করহ শীঘ্র নাগরাজ শেষে॥
যজ্ঞস্থানে নাগরাজ আছে সাতদিন।
সপ্তদিন হৈল সখা অন্নজল-হীন॥
বুঝিয়া সুঝিয়া নাগ কৈল অবিচার।
সখার উপরে দিল ধরণীর ভার॥
তবে অনুমতি কৈল ধর্ম্মের নন্দন।
যার যেই ভাগ লয়ে করিল গমন॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
যাহার শ্রবণে হয় পাপের সংহার॥

শিশুপাল কর্ত্তৃক কৃষ্ণ-নিন্দা ও ভীষ্মকে ভর্ৎসনা।

ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা করিলেন ততক্ষণ।
চারিদ্বারে আছয়ে যতেক রাজগণ॥
সভামধ্যে সবাকারে আইস লইয়া।
যত রত্ন সব ভাণ্ডারেতে সমর্পিয়া॥
আজ্ঞামাত্র আইলেক যত রাজগণ।
ধর্ম্মরাজে প্রণাম করিল সর্ব্বজন॥
বসিতে করেন আজ্ঞা ধর্ম্মের নন্দন।
যথাযোগ্য স্থানেতে বসিল সর্ব্বজন॥

পৃথিবীর রাজগণ বসিল যখন।
ইন্দ্রসভা হৈতে শোভা হইল তখন ॥
নারদ দেখিয়া সভা হৃদয়ে ভাবিয়া।
কহিলেন ব্যাসদেবে একান্তে বসিয়া ॥
যতেক দেখহ বসিয়াছে রাজগণ।
আত্ম-যুদ্ধ করি সব হইবে নিধন ॥
অল্পদিনে খণ্ডিবেক পৃথিবীর ভার।
পরস্পর মারি সব হইবে সংহার ॥
নারদের মুখে এত শুনিয়া বচন।
বিস্ময় মানিয়া চিত্তে চিন্তে তপোধন ॥
হইবে অদ্ভুত হেন বিচারিয়া মনে।
দুইজন বিনা না জানিল অন্যজনে ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
সুধাময় রাজসূয় যজ্ঞের কথন ॥
যুধিষ্ঠির সমাপন করিবেন যাগ।
তুষ্ট করিলেন দিয়া যার যেই ভাগ ॥
সাক্ষাতে লইল পূজা দেব পিতৃ ভূপে।
ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দিতে কহিলেন কৃপে ॥
যে রাজ্য হইতে আইল যত দ্বিজগণ।
সে রাজ্যের রাজা এনেছিল যত ধন ॥
তাহার দ্বিগুণ দক্ষিণা যে কৃপ দিল।
আনন্দেতে দ্বিজগণ দেশেতে চলিল ॥
এক দ্বিজ দুই চারি লইয়া রাখাল।
দেশেতে চালায়ে দিল গাভী বৎসপাল ॥
কেহ অশ্ব গজ পৃষ্ঠে কেহ চড়ি রথে।
রত্নের শকট চালাইয়া দিল সাথে ॥
দক্ষিণা পাইয়া দ্বিজগণ গেল দেশে।
গঙ্গাপুত্র বলিছেন ধর্ম্মপুত্র পাশে ॥
বহুদূর হইতে আইল রাজগণে।
বৎসর হইল পূর্ণ তোমার ভবনে ॥
সবাকার পূজা কর বিবিধ বিধানে।
যজ্ঞপূর্ণ হৈল সবে যাউক ভবনে ॥
যথাযোগ্য জানি রাজা পূজ ক্রমে ক্রমে।
শ্রেষ্ঠজন জানি অগ্রে পূজহ প্রথমে ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ভীষ্মের বচন।
ভাল বলি সহদেবে করেন স্মরণ ॥
আজ্ঞামাত্র সহদেব তখনি আইল।
অর্ঘ্যপাত্র করে লৈয়া সম্মুখে দাঁড়াল ॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন শুন পিতামহ।
কাহাকে পূজিব অগ্রে শ্রেষ্ঠ কেবা কহ ॥
ভীষ্ম বলে বৃষ্ণিবংশে বিষ্ণু অবতার।
উদ্দেশে মহেন্দ্র আদি পূজা করে যাঁর ॥
সর্ব্ব অগ্রে অর্ঘ্য দেহ চরণে তাঁহার।
তাঁর অগ্রে অর্ঘ্য পায় কেহ নাহি আর ॥
তবে অর্ঘ্য দেহ বীর রাজগণ-শিরে।
এত শুনি আনন্দিত সহদেব বীরে ॥
অর্ঘ্য দিয়া গোবিন্দ চরণ পূজা করে।
হৃষ্টচিত্ত হয়ে কৃষ্ণ লইলেন করে ॥
কৃষ্ণে পূজি আনন্দিত পাণ্ডুপুত্রগণ।
সহিতে নারিল দমঘোষের নন্দন ॥
রাজসূয় যজ্ঞ পূর্ণ কৈল কুরুবর।
দেখিয়া কৃষ্ণের পূজা চেদির ঈশ্বর ॥
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ বলে বার বার।
ওহে ভীষ্ম এ তোমার কিমত বিচার ॥
সভাতে আছয়ে যত রাজার কুমার।
পৃথিবীর যত রাজা দ্বারেতে তোমার ॥
রাজসূয় যজ্ঞে অগ্রে পূজিবেক রাজা।
কোন্ রাজপুত্র কৃষ্ণ তারে কৈলে পূজা ॥
কোন্‌রূপে পূজাযোগ্য হয় দামোদর।
কহ শুনি ওহে ভীষ্ম সভার ভিতর ॥
বড় দেখি পূজা যদি চাহ করিবারে।
দ্রুপদে ছাড়িয়া কেন পূজহ ইহারে ॥
বিশেষ আছয়ে বসুদেব মহামতি।
পিতা স্থিতে পুত্রে পূজা কহ কোন্‌রীতি ॥
যদি বা পূজিবে ইথে আচার্য্যের ক্রমে।
দ্রোণে ত্যজি কৃষ্ণে কেন পূজিলা প্রথমে ॥
যদ্যপি বলিয়া ঋষি পূজিবা রাজন।
গোপালে পূজহ কেন ত্যজি দ্বৈপায়ন ॥
রাজক্রমে পূজিবারে চাহ নরবর।
দুর্য্যোধন ত্যজি কেন পূজ দামোদর ॥
যোদ্ধাগণ পূজিবারে যদি ছিল মন।
কর্ণবীর ছাড়ি কেন পূজ নারায়ণ ॥

প্রিয় শিষ্য শ্রীরামের কর্ণমহাবীর।
ভুজবলে শাসিল নৃপতি পৃথিবীর ॥
অশত্থামা কৃপসেন ভীষ্মক নৃপতি।
আমা আদি করি রাজা আছে মহামতি ॥
গণিলা কাহার মধ্যে এই গোপালেরে।
কি বুঝিয়া অর্ঘ্য দিলা সভার ভিতরে ॥
প্রিয়বন্ধু বলি যদি কৃষ্ণে কৈলা পূজা
তবে কেন নিমন্ত্রি আনিলা সব রাজা ॥
ক্ষত্রিয় মধ্যেতে এই পৃথিবী ভিতরে।
এমন অন্যায় কেহ কভু নাহি করে ॥
ধর্ম্মবাঞ্ছা করিয়াছ ধর্ম্মের নন্দন।
ধর্ম্মকার্য্য হেতু সবে কৈনু আগমন ॥
নিমন্ত্রিয়া আনিয়া করহ অপমান।
এই হৈতে ধর্ম্ম তোর হৈল সমাধান ॥
হে গোপাল তোমার বদনে নাহি লাজ
কেমনে লইলে অর্ঘ্য এ সভার মাঝ ॥
দুষ্ট ভীষ্ম দুষ্ট কৃষ্ণ দুষ্ট এ রাজন।
দুষ্টের সভায় নাহি রহি কদাচন ॥
যেই ছার সভায় সুজনে অপমান।
ক্ষণমাত্র তথায় না রহে জ্ঞানবান ॥
এত বলি উঠিয়া চলিল শিশুপাল।
সঙ্গেতে চলিল দুষ্ট যতেক ভূপাল ॥
শীঘ্রগতি যুধিষ্ঠির ত্যজি সিংহাসন।
শিশুপাল প্রতি কহে মধুর বচন ॥
এ কর্ম্ম তোমার যোগ্য নহে চেদীশ্বর।
যজ্ঞ হৈতে লয়ে যাও যত নৃপবর ॥
কি কারণে নিন্দা কর গঙ্গার নন্দনে।
আপনি দেখহ বড় বড় রাজগণে ॥
কৃষ্ণের পূজায় কারো নাহি অপমান।
মুনিগণ যত সবে আনন্দ বিধান ॥
পিতামহ জানেন যে গোবিন্দের তত্ত্ব।
প্রথমে পূজিয়া তাঁর রাখেন মহত্ত্ব ॥
ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্ম গুণাধার।
শাস্তিযোগ্য নহে দমঘোষের কুমার ॥
কৃষ্ণপূজা করিবারে নিন্দে যেইজন।
সে জনারে মান্য নাহি কর কদাচন ॥
পূজা করে কৃষ্ণপদ ত্রৈলোক্য অবধি।
আমি কিসে গণ্য যাঁরে পূজা করে বিধি ॥
বহু বহু জ্ঞানী বৃদ্ধলোকমুখে শুনি।
কৃষ্ণের মহিমা নাহি জানে পদ্মযোনি ॥
জন্ম হৈতে ইহাঁর মহিমা অগোচর।
আমি কি বলিব সব খ্যাত চরাচর ॥
বিপ্রমধ্যে পূজা পায় জ্ঞানী বৃদ্ধগণ
ক্ষত্রমধ্যে বলবানে করি যে পূজন ॥
বৈশ্যমধ্যে পুজ্য অগ্রে বহু ধান্য ধনে।
শূদ্রমধ্যে পূজা পায় বয়োধিক জনে ॥
যত ক্ষত্রগণ আছে সভার ভিতরে।
কোন্ জন জ্ঞাত নাহি আছে দামোদরে ॥
কোন্‌রূপে কৃষ্ণ ন্যূন এ সভার মাঝ।
কুলে বলে কৃষ্ণ তুল্য আছে কোন্ রাজ ॥
দান যজ্ঞ ধর্ম্ম আর কীর্ত্তি সম্পদেতে।
সংসারের যত গুণ আছয়ে কৃষ্ণেতে ॥
সংসারের যত কর্ম্ম যেজন করয়।
গোবিন্দেরে সমর্পিলে সর্ব্বসিদ্ধ হয় ॥
প্রকৃতি আকৃতি কৃষ্ণ আদি সনাতন।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে আছে যেইজন ॥
আকাশ পৃথিবী তেজ সলিল মরুত।
সংসারে যতেক সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত ॥
অল্পবুদ্ধি শিশুপাল কিছু নাহি জানে।
কৃষ্ণপূজা নিন্দা করে তাহার কারণে ॥
এতেক বলিল যদি গঙ্গার নন্দন।
সহদেব বলিতে লাগিল ততক্ষণ ॥
অপ্রমেয় পরাক্রম যেই নারায়ণ।
হেন প্রভু পূজিবারে নিন্দে যেইজন ॥
তাহার মস্তকে আমি বাম পদ দিয়া।
এ সভার মধ্যে তেঁই বলিব ডাকিয়া ॥
রাজচর্য্যা বুদ্ধিবলে অধিক কে আছে।
কৃষ্ণ হৈতে এ সভার মধ্যে আগে পাছে ॥
এতেক বলিল যদি মাদ্রীর নন্দন।
ঘৃত দিলে প্রজ্বলিত যেন হুতাশন ॥
শিশুপাল আদি করি যত নৃপগণ।
ক্রোধভরে গর্জ্জিয়া উঠিল ততক্ষণ ॥

যজ্ঞনাশ কর আর মারহ পাণ্ডব।
বৃষ্ণিবংশ মার আর মারহ মাধব॥
এত বলি রাজগণ মহাকোলাহলে।
প্রলয় সময়ে যেন সমুদ্র উথলে॥
রাজগণ আড়ম্বর দেখি ধর্ম্মরায়।
ভীষ্মেরে বলেন কহ ইহার উপায়॥
ইহার বিধান আজ্ঞা কর মহাশয়।
রাজগণ রক্ষা পায় যজ্ঞপূর্ণ হয়॥
ভীম বলিলেন তুমি না করিহ ভয়।
প্রথমে কহেছি আমি ইহার উপায়॥
গোবিন্দেরে আরাধনা করে যেইজনে।
তাহার কাহারে ভয় এ তিন ভুবনে॥
এই সব ক্রুদ্ধ যত দেখহ রাজন।
ইথে সিংহ-প্রায় দেখি দেবকীনন্দন॥
যতক্ষণ সিংহ নিদ্রা হৈতে না উঠে।
গর্জ্জয়ে শৃগালগণ তাহার নিকটে॥
যতক্ষণ গোবিন্দ না করে অবধান।
ততক্ষণ গর্জ্জিবেক এ সব অজ্ঞান॥
শিশুপালের বুদ্ধিতে গর্জ্জে যতজন।
তাহারা যাইবে শীঘ্র যমের সদন॥
ভীষ্মের বচন শুনি দমঘোষ-সুত।
কটুবাক্যে নিন্দা করি বলিল বহুত॥
বৃদ্ধ হৈলি কুলাঙ্গার নাহি লজ্জা ওরে।
বিভীষিকা প্রাণভয় দেখাও সবারে॥
বৃদ্ধ হৈলে প্রায় লোক মতিচ্ছন্ন হয়।
ধর্ম্মচ্যুত কথা তেঁই কহ দুরাশয়॥
কৃষ্ণের বড়াই না করহ বহুতর।
তাহার মহিমা যত কার অগোচর॥
তার অগ্রে কহ নাহি জানে যেইজন।
স্ত্রীলিঙ্গ পূতনা দুষ্ট করিল নিধন॥
কাষ্ঠের শকট খানি দিল ফেলাইয়া।
পুরাতন দুই বৃক্ষ ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥
বৃষ অশ্ব মারিয়া হইল অহঙ্কার।
ইন্দ্রজাল করি কংসে করিল সংহার॥
সপ্তদিন গোবর্দ্ধন ধরিল বলয়।
এ সব তোমার চিত্তে মোর চিত্তে নয়॥
বল্মীকের ছত্র প্রায় লাগে মম মনে।
বড় বলি কহিল অধম গোপগণে॥
সাধুজন সঙ্গে তোর নাহিক মিলন।
শুন আমি কহি যে কহিল সাধুজন॥
স্ত্রীলিঙ্গ গো দ্বিজ আর অন্ন খাই যার।
এতজনে কদাচিত না করি প্রহার॥
স্ত্রীলিঙ্গ পূতনা মারি বৃষ মারে মাঠে।
কংসেরে মারিল যার অর্দ্ধ অন্ন পেটে॥
শ্রীগোবিন্দ নারীঘাতী পাপী দুরাচার।
হেন জনে কর স্তুতি আরে কুলাঙ্গার॥
তোর কর্ম্মে পাণ্ডবের বড় হবে তাপ।
ধর্ম্মচ্যুত হৈলি তুই দুষ্টমতি পাপ॥
আপনারে ধর্ম্মজ্ঞ বলিস্ লোকমাঝ।
ইহার যতেক কর্ম্ম শুন সর্ব্বরাজ॥
কাশীরাজ অম্বা কন্যা শাল্বে বরেছিল।
এই দুষ্ট গিয়া তারে হরিয়া আনিল॥
বার্ত্তা জানি পুনঃ তারে করিল বর্জ্জন।
শাল্বরাজ শুনি তারে না কৈল গ্রহণ॥
কন্যা প্রবেশিল গিয়া অনল ভিতরে।
স্ত্রী বধিয়া মহাপাপী খ্যাত চরাচরে॥
আরে ভীষ্ম তোর ভাই স্বধর্ম্মেতে ছিল।
সুপথে বিচিত্রবীর্য্য জন্ম গোঙাইল॥
সে মরিল নিজ ভার্য্যা দিয়া অন্যজনে।
তুমি দুরাচার জন্মাইলে পুত্রগণে॥
ব্রহ্মচারী আপনাকে বলাইস্ লোকে।
হেন ব্রহ্মচর্য্য করে বহু নপুংসকে॥
কোনরূপে তব শ্রেয় নাহি দেখি আমি।
দান যজ্ঞ ব্রত ব্যর্থ কর অধোগামী॥
বেদপাঠ ধ্যান ব্রত যোগ যাগ দান।
ইহা সবে নাহি হয় অপত্য সমান॥
সর্ব্বদোষ কুলাঙ্গার আছে তোর স্থান।
অনপত্য বৃদ্ধ আর কুপথ বিধান॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে হংসের বিবরণ।
তাহার সদৃশ ভীষ্ম তোর আচরণ
হংসযুথ মধ্যে যেন বৃদ্ধ হংস থাকে
ধর্ম্ম কর ধর্ম্মাচার বলে সর্ব্বলোকে॥

অহর্নিশি বুধগণে ধর্ম্মকথা কয়।
ধার্ম্মিক জানিয়া সবে তার বাক্য লয়॥
হংসগণ যায় যদি আহার কারণে।
সবে কিছু কিছু আনে তাহার ভোজনে॥
আপন আপন ডিম্ব রাখিয়া তথায়।
বিশ্বাস করিয়া সবে চরিয়া বেড়ায়॥
ক্রমে ক্রমে ডিম্ব সব করিল ভক্ষণ।
দেখি শোকাকুল হৈল সব হংসগণ॥
একহংস বুদ্ধিমন্ত তাহাতে আছিল।
বৃদ্ধ হংস ডিম্ব খায় প্রকারে জানিল॥
ক্রোধে সব হংস তারে করিল নিধন।
সেই হংস মত ভীষ্ম তব আচরণ॥
বৃদ্ধ হংসে হংস যথা করিল নিধন।
সেইরূপে তোমারে মারিবে রাজগণ॥
আরে ভীষ্ম জ্ঞান হারাইলি বৃদ্ধকালে।
যে গোপজাতির নিন্দা করয়ে সকলে॥
বৃদ্ধ হয়ে তারে তুই করিস্ স্তবন।
ধিক্ ক্ষত্র ভীষ্ম নাম ধর অকারণ॥
জরাসন্ধ রাজা ছিল রাজচক্রবর্ত্তী।
কদাচিত না যুঝিল ইহার সংহতি॥
গোপজাতি বলি ঘৃণা কৈল নরবর।
তার ভয়ে রয়েছিল সমুদ্র ভিতর॥
কপটে মারিল জরাসন্ধ নৃপবরে।
দ্বিজরূপে গেল দুষ্ট পুরীর ভিতরে॥
ইহার জাতির আমি না পাই নির্ণয়।
কভু ক্ষত্র কভু গোপ কভু দ্বিজ হয়॥
কহ ভীষ্ম এই যদি হয় জগৎপতি।
তবে কেন ক্ষণে ক্ষণে হয় নানাজাতি॥
এই সে আশ্চর্য্য বড় হইতেছে মনে।
ধর্ম্ম অসম্ভব করে তোমার বচনে॥
দুর্দ্দৈব হইল যার তুমি বুদ্ধিদাতা।
তোর বুদ্ধি দোষে রাজসূয় হৈল বৃথা॥
শিশুপাল ভীষ্মে কটু বলিল অপার।
শুনি ক্রোধে জ্বলিলেন পবনকুমার॥
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ দন্ত কটমটি
সর্ব্বাঙ্গ ঘামিল ক্রোধে ললাটে ভ্রূকুটি॥
রক্তমুখ বিকৃতি অধরে দন্ত চাপ।
সিংহাসন হইতে উঠিল দিয়া লাফ॥
যুগান্তের যম যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
শিশুপাল উপরে ধাইল ক্রোধ
দুই হস্ত ধরি তার গঙ্গার নন্দন।
বহু মিষ্টভাষে ভীমে কৈল নিবারণ॥
না পারিল ভীষ্ম হস্ত করিতে মোচন।
দুষ্ট শিশুপাল তবে অল্প করি জ্ঞান॥
ডাকি বলে আরে রে রহিলি কি কারণ।
হস্ত ছাড় ভীষ্ম কেন কর নিবারণ॥
কৌতুকে দেখুক যত নৃপতি সকলে।
পতঙ্গের মত যেন দহিব অনলে॥
ভীমে নিবারিয়া কহে গঙ্গার নন্দন।
এই শিশুপালের শুনহ বিবরণ॥
চেদিরাজ-গৃহে জন্ম হইল যখন।
চারি গোটা হস্ত আর হৈল ত্রিলোচন॥
জন্মমাত্র ডাকিলেন গর্দ্দভের প্রায়।
বিপরীত দেখি কম্প হৈল বাপ মায়॥
জন্মমাত্রে ইহারে ত্যজিতে কৈল মন।
আচম্বিতে শুনে শূন্যে আসুরী বচন॥
শ্রীমন্ত বলিষ্ঠ এই হইবে নন্দন।
না করহ ভয় কর ইহারে পালন॥
বিপরীত দেখি যদি চিন্তা কর মনে।
ইহার কারণ কিছু শুন সাবধানে॥
যেইজন এই শিশু করিবে সংহার।
দুই ভুজ লুকাইবে পরশে তাহার॥
চতুর্ভুজ হয়েছিল চেদির নন্দন।
রাজ্যে রাজ্যে শুনিল যতেক রাজগণ॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া সবে যায় দেখিবারে।
দশ বিশ রাজা নিত্য যায় তার ঘরে॥
সবাকারে দমঘোষ করয়ে অর্চ্চন।
কোলে দেয় সবাকারে আপন নন্দন॥
তবে কতদিনে শুনি হেন বিবরণ।
দেখিতে গেলেন তথা রাম নারায়ণ॥
গোবিন্দের পিতৃস্বসা ইহার জননী।
তাঁর গৃহে উপস্থিত রাম যদুমণি॥

দেখি পিতৃস্বসা করে বহু সমাদর।
হৃষ্টচিত্তে ভুঞ্জাইল দুই সহোদর॥
স্নেহেতে বালক লৈয়া দিল কৃষ্ণকোলে।
অমনি দুই হস্ত খসি পড়ে ভূতলে॥
কপালের নয়ন কপালে লুকাইল।
দেখিয়া ইহার মাতা সশঙ্ক হইল॥
করযোড় করি বলে দেব দামোদরে।
এক বর মাগি বাবা আজ্ঞা কর মোরে॥
ভয়ে কম্পমান হৈল আমার শরীর।
তুমি ভয় ভাঙ্গিলে শরীর হয় স্থির॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন মাতা না ভাবিহ মনে।
কোন্ বর আজ্ঞা কর দিব এইক্ষণে॥
মহাদেবী বলে এই মোরে বর দিবা।
এ পুত্রের অপরাধ সতত ক্ষমিবা॥
বহু অপরাধ এই করিবে তোমার।
মোরে দেখি অপরাধ ক্ষমিবে উহার॥
কৃষ্ণ বলে না লঙ্ঘিব বচন তোমার।
শত অপরাধ আমি ক্ষমিব ইহার॥
অবশ্য ক্ষমিব দোষ একশত বার।
তোমার অগ্রেতে মাতা করি অঙ্গীকার॥
পূর্ব্বে হইয়াছে এই রূপেতে নির্ব্বন্ধ।
মূঢ় শিশুপাল দুই চক্ষু থিতে অন্ধ॥
হে পুত্র ডাকিছে দুষ্ট যুদ্ধের কারণ।
তব কর্ম্ম নহে ইহা কুন্তীর নন্দন॥
শ্রীকৃষ্ণের অংশ কিছু আছয়ে ইহায়।
সে কারণে ইহা সহ যুদ্ধ না যুয়ায়॥
হে পুত্র কে আছে আজি সংসার ভিতরে
কাহার শকতি মোরে গালি দিতে পারে
কুবচন বলিল যে এই কুলাঙ্গারে।
হীনবীর্য্য হৈলে সেও নারে সহিবারে॥
বিষ্ণু অংশ কিছু আছে ইহার শরীরে।
তাই তৃণবৎ মানে আমা সবাকারে॥
ভীষ্মের এতেক বাক্য শুনি চেদীশ্বর।
হাস্য পরিহাস্য করি বলয়ে উত্তর॥
ভাল হৈল শত্রু মম নন্দের নন্দন।
তোর এত স্তুতি তারে কিসের কারণ॥
যত স্তুতি কৈলে তুমি নন্দের নন্দনে।
অন্যজনে কৈলে বর পেতে এতক্ষণে॥
বাহ্লীক রাজায় যদি করিতে স্তবন।
মনোনীত বর তবে পাইতে এক্ষণ॥
মহাদাতা কর্ণবীর বিখ্যাত সংসারে।
জরাসন্ধ রাজা যারে হারিলা সমরে॥
শ্রবণে কুণ্ডল যার দেবের নির্ম্মাণ।
অভেদ্য কবচ অঙ্গে সূর্য্য দীপ্তিমান॥
অঙ্গ রাজ্যেশ্বর সেই দানে অকাতর।
কর্ণে স্তুতি করিলে পাইতে ভাল বর॥
দ্রোণ দ্রৌণি পিতাপুত্র বিখ্যাত সংসারে।
মুহূর্ত্তেকে ভূমণ্ডল পারে জিনিবারে॥
রাজগণ মধ্যে দুর্য্যোধন মহাবল।
সাগরান্ত পৃথিবী যাহার করতল॥
বৃষসেন বিন্দু অনুবিন্দু কৃপাচার্য্য।
এসবার স্তুতি কৈলে বড় হৈত কার্য্য॥
ধিক্ বুদ্ধি তোমার বলিব আর কত।
ভূলিঙ্গ পক্ষীর প্রায় তোমার চরিত॥
ভূলিঙ্গ বলিয়া পক্ষী হিমাদ্রিতে থাকে।
তাহার সংবাদ শুনিয়াছি লোকমুখে॥
সব পক্ষিগণে সেই উপদেশ কয়।
সাহসিক কর্ম্ম ভাই কভু ভাল নয়॥
সাহসিক কর্ম্মে ভাই দুঃখ পাই পাছে।
আমিও কহি যে এই শাস্ত্রে হেন আছে॥
হেনরূপ পক্ষিগণে কহে অনুক্ষণ।
তাহার যে কর্ম্ম তাহা শুন সর্ব্বজন॥
আহার করিয়া সিংহ থাকয়ে শুইয়া।
ভূলিঙ্গ থাকয়ে তার নিকটে বসিয়া॥
কতক্ষণে হাই উঠে সিংহের মুখেতে
ভক্ষ্যমাংস লাগি থাকে তাহার দন্তেতে॥
অতি শীঘ্র সেই মাংস কাড়ি লয়ে যায়।
নিজকর্ম্ম এইরূপ অন্যেরে শিখায়॥
সিংহের কৃপাতে রহে ভূলিঙ্গ-জীবন।
ইঙ্গিতে মারিতে পারে যদি করে মন॥
সেইমত রাজগণ ক্ষমিছে তোমারে।
ক্রোধ কৈলে এখনি পাঠাত যমঘরে॥

অসহ্য এ কটুবাক্য শুনি ভীষ্মবীর।
কহেন কম্পিত অঙ্গ হইয়া অস্থির ॥
আরে মূর্খ দুরাচার শুন ক্রূরমন।
কৃষ্ণে স্তুতি করি হেন বলিলি বচন ॥
চতুর্ব্বেদে চতুর্মুখে যাঁর গুণ গায়।
পঞ্চমুখে স্তুতি যাঁরে করে দেবরায় ॥
সহস্র বদনে শেষ যাঁরে করে স্তুতি।
চরাচরে আর যত বৈসে মহামতি ॥
যাহার জিহ্বাতে নাহি কৃষ্ণ গুণগান।
সংসারেতে পাপতনু ধরে অকারণ ॥
ক্ষুদ্র যে মনুষ্য আমি হই অল্পমতি।
আমি কি করিতে পারি কৃষ্ণগুণ-স্তুতি ॥
আরে পাপ বলিলি ক্ষমিছে রাজগণ।
সে কারণে রহিয়াছে তোমার জীবন ॥
এ সভার মধ্যে দেখি যত রাজগণে।
তৃণবৎ হেন আমি দেখি যে নয়নে ॥
সাধু রাজগণ শুনি হইল হরষ।
দুষ্ট রাজগণ সব বলয়ে কর্কশ ॥
গর্ব্বিত দুর্ম্মতি এই ভীষ্ম পাপাচার।
পশুর মতন এরে করহ সংহার ॥
কেহ বলে ইচ্ছামৃত্যু-অহঙ্কার ধরে।
বান্ধিয়া অনলে লয়ে পোড়াও ইহারে ॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শুন রাজগণ।
মুখে বকাবকি সব কর অকারণ ॥
পদ দিয়া কহি আমি সবাকার শিরে।
যার মৃত্যু ইচ্ছা থাকে আইস সমরে ॥
পূজায় সন্তুষ্ট এই দৈবকীনন্দন।
সমরে ডাকুক যার নিকট মরণ ॥
গোবিন্দের অংশ আছে শিশুপাল দেহে
এই অংশ গোবিন্দ যাবৎ নাহি লহে ॥
ততক্ষণ পর্য্যন্ত সকলে হও স্থির।
পশ্চাৎ পাঠাব সবে যমের মন্দির ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শিশুপাল বধ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
শিশুপাল বধ কথা অপূর্ব্ব ঘটন ॥
ভীষ্মের বচনেতে কুপিল শিশুপাল।
ক্রোধে ডাক দিয়া বলে আরে রে গোপাল
তোর সহ বিনাশিব পাণ্ডুর নন্দন।
তোরে পূজা কৈল কেন ত্যজি রাজগণ ॥
এত বলি শিশুপাল করিছে গর্জ্জন।
হাসিয়া বলেন তবে কমললোচন ॥
সকল নৃপতিগণ শুন দিয়া মন।
যত দোষ করিয়াছে এই দুষ্টজন ॥
যাদবীর গর্ভজাত এই দুরাচার
নিরবধি করিছে যাদব অপকার ॥
এককালে আমি পুরী দ্বারকা হইতে।
প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গিয়াছিলাম দৈবেতে ॥
এই দুষ্ট শুনিলেক আমি নাহি ঘরে।
সসৈন্যেতে গেল দুষ্ট দ্বারকানগরে ॥
উগ্রসেন রাজা ছিল রৈবত পর্ব্বতে।
মাতুলের উপরোধ না ধরিল চিতে ॥
লুটিয়া পুটিয়া পুরী গেল দুরাশয়।
কহ দেখি হেন কর্ম্ম কার প্রাণে সয় ॥
কতদিনে পিতা অশ্বমেধ করিলেন।
সঙ্কল্প করিয়া যজ্ঞ-অশ্ব ছাড়িলেন ॥
যদুগণে নিয়োজিল অশ্বের রক্ষণে।
ঘোড়া হরি লয়ে গেল এইত দুর্জ্জনে ॥
ইহার অন্তরে তবে শুন রাজগণে।
সৌবীরেতে উৎসব করিল কতদিনে ॥
বভ্রু নামে যাদবের ভার্য্যা গুণবতী।
তারে বলে হরিয়া আনিল পাপমতি ॥
তদন্তরে শুন সবে এ দুষ্ট কাহিনী।
ভদ্রা নামে কন্যা ছিল যাদবনন্দিনী ॥
বশুরাজে বরেছিল সেইত কন্যায়।
তারে হরি নিল দুষ্ট প্রবন্ধ মায়ায় ॥
মাতুলের কন্যা হয় ভগিনী ইহার।
তারে হরি লয়ে গেল এই

ইত্যাদি যতেক দোষ কহিব কতেক।
সাক্ষাতে দেখিলে হয় বিদিত প্রত্যেক॥
করিলাম সে সকল দোষের মার্জ্জন।
কেবল পিতৃস্বসার সত্যের কারণ॥
সাক্ষাতে শুনিলা সবে যে মন্দ বলিল।
সর্ব্বজনে শুনিলে যে এই ভাল হৈল॥
পরোক্ষের কথা যত শুনিলে শ্রবণে।
প্রত্যক্ষের যত কর্ম্ম দেখ বিদ্যমানে॥
আর শুন রাজগণ এ দুষ্টের কথা।
লক্ষ্মীরূপা রুক্মিণী ভীষ্মক নৃপসুতা॥
বিবাহ করিতে তাঁরে করিলেক মন।
শূদ্রে যেন চাহে বেদ করিতে পঠন॥
এতেক বলেন যদি শ্রীমধুসূদন
শিশুপালে নিন্দিল যতেক সাধুজন
কৃষ্ণের বচন শুনি শিশুপাল হাসে.
গোবিন্দেরে নিন্দা করে অশেষ বিশেষে॥
নির্লজ্জ তোমারে আমি কি বলিব আর।
তোমার দুষ্কর্ম্ম যত বিখ্যাত সংসার॥
ভীষ্মকের কন্যা মোরে করিলা বরণ।
বহুদিন হয় নাহি জানে সর্ব্বজন॥
হরিয়া লইলি তারে রাজসভা হৈতে।
তাহা পুনঃ কহ লজ্জা নাহিক মুখেতে॥
কহ কৃষ্ণ দেখিয়াছ শুনেছ শ্রবণে।
পূর্ব্বাবর কন্যা হরিয়াছে কোন্‌জনে॥
তোমা বিনা পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় ভিতরে।
কে করেছে নাম ধরি বলহ আমারে॥
গোকুলে করিলে যত জানে সর্ব্বজনা।
হরিলা যে পরদার যত ব্রজাঙ্গনা॥
কিবা তোর ক্রিয়াকর্ম্ম কি তোর আচার
সভামধ্যে কহ পুনঃ করি অহঙ্কার॥
শিশুপালে বহু দোষ ক্ষমিয়াছি আমি।
দোষ না ক্ষমিয়া বল কি করিবে তুমি॥
এতেক বলিল যদি চেদির ঈশ্বর।
শুনি সুদর্শনে আজ্ঞা দিলেন শ্রীধর॥
সুদর্শন মহাচক্র অগ্নি যেন জ্বলে।
শিশুপাল-শির কাটি ফেলে ভূমিতলে॥
বজ্রাঘাতে চূর্ণ যেন হৈল গিরিবর
দেখি চমৎকৃত হৈল সব ক্ষিতীশ্বর॥
শিশুপালের অঙ্গতেজ হইয়া বাহির।
আকাশে উঠিল যেন দ্বিতীয় মিহির॥
একদৃষ্টে দেখিছে সকল রাজগণে।
পুনঃ আসি প্রণমিল কৃষ্ণের চরণে॥
কৃষ্ণের চরণে লিপ্ত হৈল আচম্বিত।
তাহা দেখি সভাজন হইল বিস্মিত॥
আর যত রাজগণ গর্জ্জিবারে ছিল।
ভয়েতে নিঃশব্দ হয়ে সবে লুকাইল॥
অধর কামড়ে কেহ ঠারাঠারি করে।
কোন সাধু রাজা স্তুতি করে গোবিন্দেরে॥
সহোদরগণে বলিলেন যুধিষ্ঠির।
সৎকার করহ শিশুপালের শরীর॥
শিশুপাল-পুত্রে করি চেদির ঈশ্বর।
ধর্ম্মরাজে নিবেদিল যত নৃপবর॥
সম্পূর্ণ হৈল যজ্ঞ সিদ্ধ হইল কাজ।
লক্ষ রাজা উপরে হইলে মহারাজ॥
তোমার মহিমা যত কহেছি বিশেষ।
আজ্ঞা হৈলে যাই সবে নিজ নিজ দেশ॥
রাজগণ বচন শুনিয়া ধর্ম্মরায়।
কহিলেন ভ্রাতৃগণে পূজহ সবায়॥
যথাযোগ্য মান্য করি ভূমিপতিগণে।
অগ্রসরি কত পথ যাহ জনে জনে॥
রাজার আজ্ঞায় নানাবিধ রত্ন দিয়া।
পাঠাইল রাজগণে সন্তোষ করিয়া॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
যাহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় নর॥

যজ্ঞ অন্তে দুর্য্যোধনের গৃহে গমন।

রাজাগণ নিজ রাজ্যে করিল গমন।
ধর্ম্মরাজে কহিলেন দেব নারায়ণ॥
আজ্ঞা কর দ্বারকায় যাই মহাশয়।
তব যজ্ঞ পূর্ণ হৈল মম ভাগ্যোদয়॥

অপ্রমাদে রাজ্য কর পাল প্রজাগণ।
সুহৃদ কুটুম্ব লোক করহ পালন॥
এত বলি ধর্ম্ম সহ দেব নারায়ণ।
কুন্তীস্থানে গিয়া করিলেন নিবেদন॥
আজ্ঞা কর যাই আমি দ্বারকাভবনে।
হইল সাম্রাজ্যলাভ তব পুত্রগণে॥
কুন্তী বলিলেন তাত এ নহে অদ্ভুত।
যাহারে কিঞ্চিৎ দয়া করহ অচ্যুত॥
এত বলি কৃষ্ণশিরে করিল চুম্বন।
প্রণাম করেন হরি ধরিয়া চরণ॥
দ্রৌপদী সুভদ্রা সহ করি সম্ভাষণ।
একে একে সম্ভাষেণ ভাই পঞ্চজন॥
রথে চড়ি চলিলেন হরি দ্বারাবতী।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে দুঃখী ধর্ম্ম নরপতি॥
হেনমতে নিজ দেশে গেল সর্ব্বজন।
ইন্দ্রপ্রস্থে রহিল শকুনি দুর্য্যোধন॥
বাঞ্ছা বড় ধর্ম্মরাজ-সভা দেখিবারে।
কতদিন বঞ্চে তথা কুরু নৃপবরে॥
শকুনি সহিত সভা নিত্য নিত্য দেখে।
দিব্য মনোহর সভা অনুপম লোকে॥
নানারত্ন বিরচিত যেন দেবপুরী।
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন কুরু-অধিকারী॥
দুর্য্যোধন রাজা হৈল অন্তরে চিন্তিত।
একদিন দেখে তথা দৈবের লিখিত॥
মাতুল সহিত বিহরয়ে নরবর।
স্ফটিকের বেদী দেখে যেন সরোবর॥
জল জানি নরপতি তুলিল বসন।
পশ্চাৎ জানিয়া বেদী লজ্জিত বদন॥
তথা হৈতে কতদূরে গেল নৃপবর।
লজ্জায় মলিন মুখ কাঁপে থর থর॥
স্ফটিক মণ্ডিত বাপী ভ্রমে না জানিল।
সবসন দুর্য্যোধন বাপীতে পড়িল॥
দেখিয়া হাসিল তবে যত সভাজন।
ভীম পার্থ আর দুই মাদ্রীর নন্দন॥
দেখিয়া দিলেন আজ্ঞা রাজা ভ্রাতৃগণে।
ধরিয়া তুলিল বাপী হতে দুর্য্যোধনে॥
সোদক বসন ত্যজি পরাইল বাস।
করাইল নিবৃত্ত লোকের যত হাস॥
অভিমানে কাঁপে দুর্য্যোধন কলেবর।
বাহির হইতে তবে চিন্তিত অন্তর॥
ক্রোধেতে চলিল তবে গান্ধারীকুমার।
ভ্রম হৈল দেখিবারে না পায় দুয়ার॥
স্থানে স্থানে প্রাচীরেতে স্ফটিক মণ্ডন।
দ্বার বোধে সেইদিকে চলে দুর্য্যোধন॥
ললাটে প্রাচীর বাজি পড়িল ভূতলে।
দেখিয়া হাসিল পুনঃ সভার সকলে॥
তাহা দেখি শীঘ্রগতি ধর্ম্মের কুমার।
নকুলে পাঠাইলেন দেখাইতে দ্বার॥
নকুল ধরিয়া হস্ত করিল বাহির।
অভিমানে দুর্য্যোধন কম্পিত শরীর॥
ক্ষণমাত্র তথায় বিলম্ব না করিল।
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা মাগি নিজ দেশে গেল॥
মাতুল সহিত তবে চলিল হস্তিনা।
ঘনশ্বাস হেঁটমাথা হইয়া বিমনা॥
কত শত শকুনি বলয়ে দুর্য্যোধনে।
উত্তর না পেয়ে জিজ্ঞাসিল ততক্ষণে॥
সঘনে নিশ্বাস কেন মলিন বদন।
অত্যন্ত চিন্তিত চিত্ত কিসের কারণ॥
দুর্য্যোধন বলে মামা কর অবধান।
হৃদয় দহিছে মম এই অপমান॥
পাণ্ডবের বশ হৈল পৃথিবীমণ্ডল।
একলক্ষ নৃপতি খাটিল ছত্রতল॥
ইন্দ্রের বৈভব জিনি কুন্তীর কুমার।
কুবেরের কোষ জিনি পূর্ণিত ভাণ্ডার॥
কীর্ত্তি শ্রেষ্ঠ করিলেক কুন্তীর তনয়।
এ সব দেখিয়া মোর শুকাইল কায়॥
শিশুপাল বিনাশ করিল নারায়ণ।
কেহ এক ভাষা না কহিল রাজগণ॥
দ্বন্দ্ব করিবারে সবে আছিল সংহতি।
সে মরিলে লুকাইল সব নরপতি॥
পাণ্ডবের তেজে ছন্ন হৈল রাজগণে।
ক্ষত্র হয়ে সহে হেন কাহার পরাণে॥

এ সব দেখিয়া মম চিত্ত নহে স্থির।
অভিমানে শীর্ণ হৈল আমার শরীর ॥
শকুনি কহে রাজা ক্রোধ ত্যজ অন্তরে।
তুমিও করহ সব নিজ ভুজজোরে ॥
দুর্য্যোধন বলে আগে জিনিব পাণ্ডব।
পাণ্ডব জিনিলে মম বশ হৈবে সব ॥
শকুনি বলে পাণ্ডবে কে জিনিবে রণে।
জিনিবারে একবিদ্যা আছে মম স্থানে ॥
পাশা ক্রীড়ায় নিপুণ নহে যুধিষ্ঠির।
তথাপিহ ইচ্ছা বড় পাশা খেলিবার ॥
মম সহ খেলি জিনে নাহিক সংসারে।
খেলিলে অবশ্য হারাইব যুধিষ্ঠিরে ॥
এইরূপ বিচার করিয়া দুইজনে।
হস্তিনানগরে প্রবেশিল কতক্ষণে ॥
সকল বৃত্তান্ত ধৃতরাষ্ট্রে নিবেদিল।
তবে পাশক্রীড়ায় রাজ-আজ্ঞা চাহিল ॥
দুর্য্যোধন মন বুঝি রাজা আশ্বাসিল।
খেল পাশা বলি তারে অন্ধ আজ্ঞা দিল ॥
পাশার কথা শুনিয়া বিদুর ক্ষুব্ধ হৈল।
পাশক্রীড়া নিবারিতে অন্ধে কত কৈল ॥
রাজা বলে কিছু না বল মোরে এ সব।
ভীষ্ম আর আমি থাকি ন্যায় বিচারিব ॥
এখনি ত্বরিত তুমি ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া।
এথাকারে যুধিষ্ঠিরে আনহ ডাকিয়া ॥
এতশুনি বিদুর হৈল ক্ষুণ্নমতি।
ভীষ্মস্থানে জানাইতে গেল শীঘ্রগতি ॥
সভাপর্ব্ব সুধারস পাশা অনুবন্ধ।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালী প্রবন্ধ ॥

পাশা খেলাইবার মন্ত্রণা।

জন্মেজয় বলে কহ শুনি শুনি মুনিবর।
কি হেতু পাশাতে হৈল অনর্থের ঘর ॥
পিতামহ পিতামহী দুঃখ যাহে পাইল।
কেবা খেলা নিবর্ত্তিল কেবা প্রবর্ত্তিল ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
ক্ষত্রবাক্য শুনি অন্ধ চিন্তিত হৃদয় ॥
দৃঢ় করি জানিল এ কর্ম্ম ভাল নয়।
একান্তে ডাকিয়া রাজা দুর্য্যোধনে কয় ॥
হে পুত্র কদাচ তুমি না খেলিহ পাশা।
এ কর্ম্মেতে বিদুর না করিল ভরসা ॥
সুবুদ্ধি বিদুর মম অহিত না ইচ্ছে।
তার বাক্য না শুনিলে দুঃখ পাবে পিছে ॥
বিদুর কহিল পাশা অনর্থের ঘর।
দ্যূত হৈতে ভেদাভেদ আছে সুগোচর ॥
ভ্রাতৃভেদ হৈলে বাপু হয় সর্ব্বনাশ।
বিদুরের বাক্য শুনি হৈল মম ত্রাস ॥
মাতা পিতা তুমি যদি মান দুর্য্যোধন।
না খেলহ দ্যূত তুমি শুনহ বচন ॥
পরম পণ্ডিত তুমি না বুঝহ কেনে।
কি কারণে হিংসা কর পাণ্ডুর নন্দনে ॥
কুরুকুলে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরে গণি।
হস্তিনানগর কুরুকুল রাজধানী ॥
যুধিষ্ঠির বর্ত্তমানে পাইলে হস্তিনা।
তুমি যাহা দিলে তাহা নিল পঞ্চজনা ॥
ইন্দ্রের সমান পুত্র তোমার বৈভব।
নরযোনি হয়ে কার এমত সম্ভব ॥
ইথে অনুশোচ পুত্র কিসের কারণ।
কি হেতু উদ্বেগ কর পুত্র দুর্য্যোধন ॥
দুর্য্যোধন বলে পিতা সমর্থ হইয়া।
অহঙ্কার নাহি যার শত্রুকে দেখিয়া ॥
কাপুরুষ মধ্যে গণ্য হয় হেন জন।
বিশেষ ক্ষত্রিয় জাতি জানহ আপন ॥
মোরে যে বলিলে লক্ষ্মী গণি সাধারণ।
এইমত লক্ষ্মী পিতা ভুঞ্জে বহুজন ॥
কুন্তীপুত্র-লক্ষ্মী যেন দীপ্ত হুতাশন।
দেখি মোর ধন্য প্রাণ আছে এতক্ষণ ॥
পৃথিবী ব্যাপিল পিতা পাণ্ডবের যশ।
যতেক নৃপতি পিতা হৈল তার বশ ॥
যদু ভোজ অন্ধক কুকুর লোক অঙ্গ।
কারস্কার বৃষ্ণি এই সপ্তবংশ সঙ্গ ॥
যুধিষ্ঠির বচনে সদাই কৃষ্ণ খাটে।
সমস্ত ভূপতি কর দেয় করপুটে ॥

আর করিলেক কত কপট পাণ্ডব।
মম স্থানে ধন রত্ন রাখিলেক সব॥
সে সব দেখিয়া মম ভ্রান্তি হৈল মন।
যত অপমান কৈল শুনহ কারণ॥
মায়াসভামধ্যে কিছু না পাই দেখিতে।
স্ফটিকের বেদী সব হেন লয় চিতে॥
জল জানি তুলিলাম পিন্ধন বসন।
দেখিয়া হাসিল লোক যত সভাজন॥
তথা হৈতে কতদূরে দেখি জলাশয়।
স্ফটিক বলিয়া তায় মনোভ্রম হয়॥
পড়িলাম মহাশব্দে সবস্ত্র তাহাতে।
চতুর্দ্দিকে লোকগণ লাগিল হাসিতে॥
ভীম ধনঞ্জয় আর যত সভাজন।
দ্রৌপদীর সহিত যতেক নারীগণ॥
সর্ব্বজন আমারে করিল উপহাস।
যুধিষ্ঠির পরিবারে দিল অন্য বাস॥
বলিল কিঙ্করগণে বস্ত্র আনিবারে।
পরাইল বাপী হৈতে তুলিয়া আমারে॥
কার প্রাণে সহে পিতা এত অপমান।
আর যে করিল পিতা কর অবধান॥
স্থানে স্থানে স্ফটিকের নির্ম্মিত প্রাচীর।
দ্বার হেন বুঝিলাম আসিতে বাহির॥
মস্তকে বাজিল ঘাত পড়িনু ভূতল।
মাদ্রীপুত্র দুই আসি ত্বরিত তুলিল॥
মম দুঃখে দুঃখিত হইল দুইজন।
হাতে ধরি দেখাইল দুয়ার তখন॥
এই হেতু আমার হইল অভিমান।
কিবা তার লক্ষ্মী লই কিবা যাক্ প্রাণ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে পুত্র হিংসা বড় পাপ।
হিংসক জনের পুত্র জন্মে বড় তাপ॥
অহিংসক পাণ্ডবের না করিবে হিংসা।
শান্ত হয়ে থাক পুত্র পাইবে প্রশংসা॥
সেইমত যজ্ঞ করিবারে যদি মন।
কহ পুত্র নিমন্ত্রণ করি রাজগণ॥
আমার গৌরব করে সব নৃপবর।
ততোধিক রত্ন দিবে আমারে বিস্তর॥
ইহা না করিয়া যাহা করহ বিচার।
অসৎ মার্গেতে গেলে দুষিবে সংসার॥
পরদ্রব্য দেখি হিংসা না করে যে জন।
স্বধর্ম্মেতে সদা বঞ্চে সন্তোষিত মন॥
স্বকর্ম্মে উদ্যোগ করে পর-উপকারী।
সদাকাল সুখে বঞ্চে কি দুঃখ তাহারি॥
পর নহে নিজ ভাই পাণ্ডুর নন্দন।
দ্বেষভাব তারে না করিহ কদাচন॥
দুর্য্যোধন বলে পিতা প্রাজ্ঞবান নই।
বহু শুনিয়াছি বলি শাস্ত্রকথা কই॥
সে জন কি জানে পিতা শাস্ত্রের বিবাদ।
চাটু যেন নাহি জানে পিষ্টকের স্বাদ॥
রাজা হয়ে এক আজ্ঞা নহিল যাহার।
তারে রাজা নাহি বলি শাস্ত্র অনুসার॥
রাজা হয়ে সন্তোষ না রাখিবে কথন।
ধনে জনে শান্তি না রাখিবে কদাচন॥
শত্রুকে বিশ্বাস আর নাহি কদাচন।
নমুচি দানবে যথা সহস্রলোচন॥
এক পিতা হৈতে হৈল দোঁহার উৎপত্তি।
বহুকাল প্রীতি ছিল নমুচি সংহতি॥
সমরে তাহারে ইন্দ্র করিল সংহার।
নিষ্কণ্টকে ভোগ করে অদিতিকুমার॥
আপনি জানিয়া কেন করহ বঞ্চন।
নিশ্চয় জানিনু চাহ আমার নিধন॥
পুনঃ ধৃতরাষ্ট্র বলে মধুর বচনে।
নিবারিতে না পারিয়া পুত্র দুর্য্যোধনে॥
দৈবগতি জানিয়া বিদুরে ডাকাইল।
যুধিষ্ঠিরে আন গিয়া বলি আজ্ঞা দিল॥
বিদুর বলিল রাজা শ্রেয় নহে কথা।
কুলনাশ হইবে জানিয়া পাই ব্যথা॥
অন্ধ বলে আমারে যে না বলিহ আর।
দৈববশ দেখি এই সকল সংসার॥
নারিল বিদুর আজ্ঞা করিতে হেলন।
রথে চড়ি ইন্দ্রপ্রস্থে করিল গমন॥
বিদুরেরে সমাগত করি দরশন।
যথাবিধি পূজা করিলেন পঞ্চজন॥

জিজ্ঞাসা করেন কহ ভদ্র সমাচার।
কি কারণে অন্যচিত্ত দেখি যে তোমার ॥
বিদুর বলেন রাজা চল হস্তিনায়।
বিলম্ব না কর ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় ॥
আর যে বলিল তাহা শুনহ সুমতি।
তব সভা তুল্য সভা করিয়াছে তথি ॥
ভ্রাতৃসহ মম সভা দেখ হেথা আসি।
দ্যূত আদি ক্রীড়া কর সভামধ্যে বসি ॥
সভায় বসিলে মম তৃপ্ত হয় মন।
এই হেতু পাঠাইল আমারে রাজন ॥
যুধিষ্ঠির বলে দ্যূতে অনর্থের ঘর।
দ্যূতক্রীড়া ইচ্ছে যত জ্ঞানভ্রষ্ট নর ॥
যে হৌক সে হৌক আমি অধীন তোমার।
কি কার্য্য করিব মোরে কহ সমাচার ॥
বিদুর বলেন দ্যূত অনর্থের মূল।
দ্যূতেতে অনর্থ জন্মে নষ্ট হয় কুল ॥
করিলাম অন্ধেরে অনেক নিবারণ।
আমারে পাঠায় তবু না শুনি বচন ॥
বুঝিয়া করহ রাজা যাহে শ্রেয় হয়।
যাহ বা না যাহ তথা যেবা চিত্ত লয় ॥
ধর্ম্ম বলিলেন আজ্ঞা দেন কুরুপতি।
গুরু-আজ্ঞা ভঙ্গ কৈলে নরকে বসতি ॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম তাত জানহ যেমন।
দ্যূতে কিম্বা যুদ্ধে যদি করে আবাহন ॥
বিশেষ আমার সত্য প্রতিজ্ঞা বচন।
দ্যূতে কিম্বা যুদ্ধে আমি না করি হেলন ॥
এতবলি যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাতৃগণ।
দ্রৌপদীরে কহিয়া গেলেন ততক্ষণ ॥
দৈবপাশে বান্ধি যেন লোকে লয়ে যায়।
কত্তা সহ পঞ্চ ভাই যান হস্তিনায় ॥
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ সোমদত্ত।
গান্ধারী সহিত অন্তঃপুর নারী যত ॥
একে একে সবাকারে করি সম্ভাষণ।
রজনী বঞ্চেন তথা সুখে পঞ্চজন ॥

পাশাতে যুধিষ্ঠিরের সর্ব্বস্ব হরণ।

রজনী প্রভাতে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
সুখে দিব্য সভামধ্যে করিল গমন ॥
একে একে সম্ভাষ করিয়া সর্ব্বজনে।
বসিলেন অপূর্ব্ব কনক সিংহাসনে ॥
হেনকালে শকুনি লইয়া পাশাসারি।
যুধিষ্ঠিরে বলে তবে প্রবঞ্চনা করি ॥
পুরুষের মনোরথ দ্যূতক্রীড়া জানি।
দ্যূতক্রীড়া কর আজি ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
যুধিষ্ঠির বলে পাশা অনর্থের ঘর।
ক্ষত্র পরাক্রম ইথে না হয় গোচর ॥
শকুনি বলয়ে পাশা সুবুদ্ধির কর্ম্ম।
দ্যূত কিম্বা যুদ্ধ এই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ॥
যুদ্ধেতে অজাতি জাতি নাহিক বিচার।
হীনজাতি যবনাদি করয়ে প্রহার ॥
পাশার সমান সেই বুদ্ধির সমর।
ক্ষত্রধর্ম্ম আছে হেন বলে মুনিবর ॥
যুধিষ্ঠির বলে পাশা অনর্থের মূল।
অধর্ম্ম করিয়া মোরে না জিন মাতুল ॥
অন্য নাহি মনে মম দ্বিজসেবা বিনা।
এ কর্ম্ম মাতুল আমি না করি কামনা ॥
শকুনি বলিল তুমি যাহ নিজ স্থানে।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে ক্রীড়া পণ্ডিত সে জানে ॥
যদি দ্যূত-ক্রীড়া ইচ্ছা নাহিক তোমার।
নিবর্ত্তিয়া গৃহে তবে যাহ আপনার ॥
যুধিষ্ঠির বলে যবে ডাকিলে আমারে।
সত্য মম না টলিবে পাশার সমরে ॥
সত্য আমি খেলিব পাশার আবাহনে।
তোমার সহিত পণ করে কোন্‌জনে ॥
মেরু তুল্য আমার আছে যে বহু ধন।
চারি সমুদ্রের মধ্যে যতেক রতন ॥
দুর্য্যোধন বলে মম মাতুল খেলিবে।
সব রত্ন দিব আমি যতেক হারিবে ॥
এইরূপে দুইজন পাশা আরম্ভিল।
দেখিবারে সর্ব্বজন পাশাতে বসিল ॥

ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ মহামতি।
চিত্তে অসন্তোষ অতি বিদুর প্রভৃতি॥
ধর্ম্ম বলিলেন পণ হইল আমার।
ইন্দ্রপ্রস্থে যত ধন রত্নের ভাণ্ডার॥
ঈদৃশ তোমার ধন কোথা দুর্য্যোধন।
হাসি বলে কোথা হৈতে দিবা এই পণ॥
দুর্য্যোধন বলে আছে আমার অনেক।
অবশ্য অর্পিব আমি জিনিবে যতেক॥
নির্ণয় করিয়া সারি ফেলিল শকুনি।
কটাক্ষে সকল রত্ন লইলেক জিনি॥
ক্রোধে যুধিষ্ঠির পুনঃ করিলেন পণ।
কোটি কোটি যতেক আছয়ে অশ্বগণ॥
শকুনি হাসিয়া ফেলি জিনিলাম কয়।
কি পণ করিবা আর কহ মহাশয়॥
যুধিষ্ঠির বলে মম রথ অগণন।
নানারত্নে বিভূষিত মেঘের গর্জ্জন॥
শকুনি হাসিয়া বলে ডাকি ততক্ষণ।
হের দেখ জিনিলাম কর অন্যপণ॥
ধর্ম্ম বলিলেন হস্তিবৃন্দ যে আমার।
ঈষদন্ত মহাকায় বলে অনিবার॥
সর্ব্ব হস্তী করি পণ পুনঃ ফেলে পাশা।
জিনিলাম শকুনি বলিয়া কহে ভাষা॥
যুধিষ্ঠির বলে যে আছে দাসীগণ।
সহস্র সহস্র নানারত্নে বিভূষণ॥
সবার সৌজন্য বড় ব্রাহ্মণ সেবাতে।
করিলাম তাহা পণ এবার পাশাতে॥
শকুনি ফেলিয়া পাশা বলয়ে হাসিয়া।
অন্য পণ কর হের নিলাম জিনিয়া॥
ধর্ম্ম বলে আছয়ে গন্ধর্ব্ব অশ্বগণ।
তিলেক না হয় শ্রম ভ্রমিতে ভুবন॥
চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব তুম্বুরু আনি দিল।
এবার দ্যুতেতে সেই অশ্ব পণ হৈল॥
হাসিয়া বলয়ে তবে সুবলকুমার।
অশ্বগণ জিনিলাম কর পণ আর॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে আছে যোদ্ধাগণ।
মহারথী মধ্যে করি সে সব গণন॥
এবার দ্যুতেতে আমি করিলাম পণ
হাসিয়া জিনিনু বলে গান্ধার-নন্দন॥
এইমত প্রবর্ত্তিল কপট দেবন।
একে একে হারিলেন ধর্ম্ম সর্ব্ব ধন॥
দেখিয়া ব্যাকুল হৈল বিদুরের মন।
ধৃতরাষ্ট্রে ডাকিয়া বলিছে ততক্ষণ॥
ওহে অন্ধরায় তুমি হইলে কি স্তব্ধ।
জন্মকালে এ পুত্র করিল খর শব্দ॥
তখনি বলিনু আমি সকল বিস্তার।
কুরুকুল ক্ষয় হেতু হইল কুমার॥
না শুনিলা মম বাক্য করিয়া হেলন।
সেই সব রাজা ব্যক্ত হইল এখন॥
সংহার রূপেতে এই আছে তব ঘরে।
স্নেহেতে ভুলিয়া নাহি পাও দেখিবারে॥
দেবগুরু-নীতি রাজা কহি সে তোমারে।
মধু হেতু মধুলোভী উঠে বৃক্ষোপরে॥
নাহিক পতন ভয় মধুর কারণ।
সেইরূপ মত্ত হইয়াছে দুর্য্যোধন॥
মহারথিগণ সহ করয়ে বৈরিতা।
পশ্চাৎ জানিবে এবে নাহি শুন কথা॥
এইরূপে কংসভোজ হইল উৎপত্তি।
সপ্তবংশ পিতার নাশিল দুষ্টমতি॥
উগ্রসেন আদি সবে করি এ প্রকার।
গোবিন্দের হাতে সবে হইল সংহার॥
সপ্তবংশ সুখে বৈসে গোবিন্দ সংহতি।
মম বাক্য মান রাজা বড় পাবে প্রীতি॥
শীঘ্রগতি পার্থে আজ্ঞা করহ রাজন।
দুর্য্যোধনে রাখ গিয়া করিয়া বন্ধন॥
নির্ভয়ে পরম সুখে থাকহ নৃপতি।
কাক হস্তে ময়ূরের না কর দুর্গতি॥
যে হইল এখন নিবর্ত্ত নরপতি।
পুত্রগণে কর কেন যমের অতিথি॥
এ পঞ্চজনের সহ কে করিবে রণ।
কহ শুনি রাজা তব আছে কোন্‌জন॥
দিক্‌পাল সহ যদি আছে বজ্রপাণি।
পাণ্ডবে জিনিতে নারে তোমা কিসে গণি॥

হে ভীষ্ম হে দ্রোণ কৃপ নাহি শুন কেনে।
সবে মিলি রঙ্গ দেখ বুঝিলাম মনে ॥
অগাধ সমুদ্রে নৌকা না ডুবাহ হেলে।
সবে মেলি যমগৃহে যাইতে বসিলে ॥
অক্রোধী অজাতশত্রু ধর্ম্মের তনয়।
যেক্ষণে করিবে ক্রোধ ভীম ধনঞ্জয় ॥
যমজ যুগল করিবেক যবে ক্রোধ।
কে আছে সহায় তব করিতে প্রবোধ ॥
হে অন্ধ পাশাতে যত লইলে বেশাত।
বুঝিলা কি তাহাতে তোমার নাহি হাত ॥
কপট করিয়া তাহে কোন্ প্রয়োজন।
আজ্ঞামাত্র দিবে সব ধর্ম্মের নন্দন ॥
এই শকুনিরে আমি ভালমতে জানি।
কপট কুবুদ্ধি খলগণ চূড়ামণি ॥
কোথায় পর্ব্বতপুর ইহার নিবাস।
কে আনিল হেথায় করিতে সর্ব্বনাশ ॥
বিদায় করহ ঘরে যাক আপনার।
উঠ গো শকুনি পাশা করি পরিহার ॥
সভাতে এতেক যদি বিদুর বলিল।
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল ॥
দুর্য্যোধন বলে আমি তোমা না জিজ্ঞাসি
কার হয়ে কহ ভাষা সভামধ্যে বসি ॥
জিহ্বাতে হৃদয় তত্ত্ব মনুষ্যের জানি।
সদাকাল চাহ তুমি ধৃতরাষ্ট্র হানি ॥
পাণ্ডুপুত্র প্রিয় তুমি সর্ব্বলোকে জানে।
নিকটে না রাখি কভু শত্রুহিত জনে ॥
উঠিয়া যথায় ইচ্ছা যাহ আপনার।
এথায় রহিতে যোগ্য না হয় তোমার ॥
সভামধ্যে কহ কথা যেন স্বয়ং প্রভু।
কেহ এ কুৎসিত আর নাহি কহে কভু ॥
বিদুর বলেন আমি না কহি তোমারে।
ধৃতরাষ্ট্র দুঃখ দেখি হৃদয় বিদরে ॥
তোরে কি কহিব ধৃতরাষ্ট্র নাহি শুনে।
হিতবাক্য হতায়ু জন কভু না মানে ॥
আমারে কি হেতু তুমি জিজ্ঞাসিলে কথা
জিজ্ঞাসহ নিজ তুল্য লোক পাও যথা ॥

এত বলি নিঃশব্দ যে ক্ষত্তা মহাশয়।
পুনঃ আরম্ভিল পাশা সুবলতনয় ॥
শকুনি বলিল চাহি ধর্ম্মের নন্দন।
সর্ব্বস্ব হারিলে আর কি করিবে পণ ॥
যুধিষ্ঠির বলে মম অসংখ্য রতন।
চারিসিন্ধু মধ্যেতে আমার যত ধন ॥
সকল করিনু পণ এবার বাজিতে।
জিনি লইলাম বলে গান্ধারের সুতে ॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে আছে পশুগণ।
গাভী উট খর আর মেষ অগণন ॥
সব করিলাম পণ এবার দ্যূতেতে।
জিনিলাম বলি বলে সুবলের সুতে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন পণ করি আমি।
আমার শাসিত আছে যত দেশ ভূমি ॥
ব্রাহ্মণের ভূমি গৃহ ছাড়িয়া রতন।
এবার দেবনে আমি করিলাম পণ ॥
শকুনি বলিল জিনিলাম সে সকল।
আর কি আছয়ে পণ কর মহাবল ॥
ধর্ম্ম দেখিলেন ধন নাহি কিছু আর।
কুমারগণের অঙ্গে যত অলঙ্কার ॥
সকল করিলে পণ জিনিল শকুনি।
দেখিয়া চিন্তিত বড় ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
শকুনি বলিল কহ কি আর বিচার।
বিচারি করেন পণ ধর্ম্মের কুমার ॥
ক্ষিতিমধ্যে বিখ্যাত নকুল মহাবীর।
কামদেব জিনি রূপ সুন্দর শরীর ॥
সিংহগ্রীব পদ্মপত্র যুগল নয়ন।
এবার সারিতে নকুলেরে করি পণ ॥
কপটে শকুনি বলে বলি সারোদ্ধার।
তব প্রিয় ভাই এই পাণ্ডুর কুমার ॥
কেমনে ইহারে পণ করিবা দেবনে।
এত বলি ফেলি পাশা লইলেক জিনে ॥
ধর্ম্ম বলে সহদেব ধর্ম্মেতে পণ্ডিত।
আমার পরম প্রিয় জগতে বিদিত ॥
এবার সারিতে সহদেবে করি পণ।
জিনিলাম বলি বলে গান্ধারনন্দন ॥

কপট চাতুরী বাক্যে বলিল শকুনি।
আর কি আছয়ে পণ কর নৃপমণি ॥
বৈমাত্রেয় দুই ভাই হারিলা সারিতে।
ভীমার্জ্জুনে হারিবা না লয় মম চিতে ॥
ধর্ম্মরাজ বলে তব দেখি দুষ্প্রকৃতি।
ভ্রাতৃভেদ ভাব কেন কহ মন্দমতি ॥
আমি আর পঞ্চভাই একই পরাণ।
কি বুঝিয়া হেনবাক্য কহিলা অজ্ঞান ॥
ভীত হয়ে শকুনি বলিছে সবিনয়।
সহজে পাশায় মত্ত সুজনেতে হয় ॥
মত্ত হৈলে অবক্তব্য বাক্য আসে মুখে।
তুমি শ্রেষ্ঠ গরিষ্ঠ ক্ষমহ দোষ মোকে ॥
পুনঃ যুধিষ্ঠির করিলেন এ উত্তর।
তিনলোক খ্যাত যে আমার সহোদর ॥
হেলে তরি পর সৈন্য সাগরের প্রায়।
যেই দুই বীর কর্ণধারের কৃপায় ॥
হেলায় জিনিল দেবরাজে ভুজবলে।
অগণিত গুণ যার খ্যাত ক্ষিতিতলে ॥
এ কর্ম্মেতে পণযোগ্য নহে হেন নিধি।
তথাপিহ করি পণ অক্ষক্রীড়া বিধি ॥
শকুনি ফেলিয়া পাশা জিনিলাম বলে।
ধনঞ্জয়ে জিনি হৃষ্ট হয় কুরুদলে ॥
ধর্ম্ম বলিলেন পণ করি এইবার।
বলেতে মনুষ্যলোকে সম নহে যার ॥
ইন্দ্র যেন দৈত্য দলি পালে সুরগণে।
সেইমত পালে ভীম পাণ্ডুর নন্দনে ॥
পাশায় এ পণযোগ্য নহে হেন ধন।
তথাপিহ করি পণ দৈব নির্ব্বন্ধন ॥
জিনিলাম বলি তবে বলিল শকুনি।
আর কি আছয়ে পণ কর নৃপমণি ॥
এত শুনি বলিলেন্ ধর্ম্মের নন্দন।
আমি আছি কেবল আমারে করি পণ ॥
জিনিয়া শকুনি বলে কপট আচার।
পাপ কর্ম্ম করিল হে কুন্তীর কুমার ॥
দ্রুপদনন্দিনী পণ করহ এবার।
জিনিয়া করহ রাজা আপন উদ্ধার ॥
রাজা বলে মামা না সম্ভবে এই কথা।
কিমতে করিব পণ দ্রুপদদুহিতা ॥
রূপেতে লক্ষ্মীর সম যাহার বর্ণনা।
অসংখ্য যাহার গুণ না হয় গণনা ॥
হেন স্ত্রী করিব পণ হেন নহে মতি।
কপট করিয়া বলে শকুনি দুর্ম্মতি ॥
লক্ষ্মী অবতার রাজা তোমার গৃহিণী।
তাঁর ভাগ্যে কদাচিত পড়ে পাশা জানি ॥
হারিলা আপনা রাজা করহ উদ্ধার।
আপনা হৈতে বড় নাহি কেহ আর ॥
বিপদে পড়িলে বুদ্ধি হারায় পণ্ডিত।
শকুনির বচন যে মানিলেন হিত ॥
এতেক শুনিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির।
পাশা ফেল আরবার সেই পণ স্থির ॥
এতেক শুনিয়া দুষ্ট পাশা ফেলাইল।
হাসিয়া শকুনি বলে জিনিল জিনিল ॥
শুনি কর্ণ দুর্য্যোধন হাসে খল খল।
মহা আনন্দিত কুরু সোদর সকল ॥
বিপরীত কর্ম্ম দেখি ভাবে সভাজন।
ভীষ্ম আর দ্রোণ হৈল সজল নয়ন ॥
বিমর্ষ বিদুর বসিলেন অধোমুখে।
জ্ঞানবন্ত লোক স্তব্ধ হৈল মহাশোকে ॥
হৃষ্ট হয়ে ধৃতরাষ্ট্র ডাকিয়া বলিল।
কে জিনিল কে জিনিল বলে জিজ্ঞাসিল ॥
বহুকালে প্রকাশিল কুটিল আচার।
না পারিল লুকাইতে ধৃতরাষ্ট্র আর ॥
এইরূপে সকল হারেন ধর্ম্মরায়।
সভাপর্ব্বে সুধারস কাশীদাস গায় ॥

পঞ্চ পাণ্ডবকে সভা-তলস্থ করণ।

হাসিয়া বলিল তবে সূর্য্যের নন্দন।
দেখহ ইহারে হৈল দৈবের ঘটন ॥
আমা সবা মধ্যেতে তোমারে দিল লাজ।
উপহাস কৈল পেয়ে আপন সমাজ ॥

এই ভীমার্জ্জুন দেখ মাদ্রীর নন্দন।
পুনঃ পুনঃ তোমা দেখি হাসে সর্ব্বজন ॥
বাতুল দেখিয়া যথা হাসে সভাজনে
সেইমত কৈল তোমা আপন ভবনে ॥
সেই অধর্ম্মের ফলে দেখ নৃপমণি।
দাস করি বান্ধিয়া দিলেক দৈবে আনি ॥
দাস হৈল যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃ সমুদয়।
সমযোগ্য নহে দাস বসিতে সভায় ॥
দুর্য্যোধন বলে সখা উত্তম কহিলে।
আজ্ঞা দিল যুধিষ্ঠিরে লহ সভাতলে ॥
দাস হৈল দাস স্থানে থাক পঞ্চজনে।
সবাকার কাড়ি লহ বস্ত্র আভরণ ॥
বুঝিয়া আপনি সখা করহ বিধান।
পঞ্চজনে নিযুক্ত করহ স্থানে স্থান ॥
যে কর্ম্মে যে যোগ্য তারে কর সমর্পণ।
এতেক শুনিয়া বলে দুষ্ট বৈকর্ত্তন ॥
দৈব হৈতে বহুজন ভৃত্য কর্ম্ম করে
বিনা কর্ম্মে কেবা আছে সংসার ভিতরে ॥
নিজ শক্তিমত কর্ম্ম করয়ে আজন্ম।
রাজা রাজকর্ম্ম করে ভৃত্য ভৃত্যকর্ম্ম ॥
ভৃত্য হৈল পঞ্চজন করুক স্বকাজ।
যে কর্ম্মে যে যোগ্য তারে দেহ মহারাজ ॥
অনুভব আমার যে কর অবধান।
পঞ্চজনে নিযুক্ত করহ স্থানে স্থান ॥
সুকোমল অঙ্গ রাজা ধর্ম্মের তনয়।
অন্যকর্ম্মে ইহার ক্ষমতা নাহি হয় ॥
তাম্বূলের সেবাতে করহ নিয়োজন।
পান লয়ে সন্নিধানে রবে অনুক্ষণ ॥
হৃষ্টপুষ্ট বৃকোদর হয় বলবান।
সে কারণে মম মনে লয় এই জ্ঞান ॥
বৃকোদরে সমর্পণ কর চতুর্দ্দোল।
অনায়াসে ভার সবে নহেক দুর্ব্বল ॥
স্কন্ধে করি তোমা লৈবে সহ ভ্রাতৃগণ
স্বচ্ছন্দে যাইবে যথা করিবে গমন ॥
[illegible]নেরে এই সেবা দেহ মহাশয়।
অনুমানে যদি তব মনে লয় ॥
বস্ত্র অলঙ্কার আদি সমর্প অর্জ্জুনে।
লয়ে তব সম্মুখে থাকিবে অনুক্ষণে ॥
তব হিত প্রিয় দুই মাদ্রীর তনয়
এ দোঁহারে এই সেবা দেহ মহাশয় ॥
দুই ভিতে তোমার থাকিবে দুইজন।
চামর লইয়া সদা করিবে ব্যজন ॥
এ পঞ্চ সেবায় পঞ্চে কর নিয়োজন।
আসিয়া করুক কৃষ্ণা গৃহে দাসীপণ ॥
এতেক বলিল যদি কর্ণ দুরাচার।
আনন্দে হাসয়ে তবে গান্ধারীকুমার ॥
ইঙ্গিত করিয়া জানাইল ভ্রাতৃগণে।
সভাতলে লইয়া বসাও সর্ব্বজনে ॥
আজ্ঞামাত্র ততক্ষণে যত ভ্রাতৃগণ।
উঠ উঠ বলি কহে কর্কশ বচন ॥
কোন্ লাজে রাজাসনে আছহ বসিয়া।
আপনার যোগ্য স্থানে সবে বৈস গিয়া ॥
দুঃশাসন উঠাইল ধর্ম্ম করে ধরি
চল চল বলি ডাকে পৃষ্ঠে ঠেকা মারি ॥
ক্রোধেতে ধর্ম্মের পুত্র কাঁপে কলেবর।
চক্ষু রক্তবর্ণ লোহ বহে ঝর ঝর ॥
বিপরীত মানহীন দেখি যুধিষ্ঠির।
ক্রোধে থর থর কম্পমান ভীমবীর ॥
ভৈরব গর্জ্জনে গর্জ্জে দন্ত কড়মড়ি
যেমন প্রলয় কালে হয় মড়মড়ি ॥
হাতে গদা করি ভীম উঠে রণডঙ্কা।
দেখিয়া কৌরবগণ পায় বড় শঙ্কা ॥
মাথায় ফিরায় গদা চক্রের আকার।
চরণের ভরে ক্ষিতি হয়ত বিদার ॥
ক্রোধমুখ করি দুঃশাসন পানে চায়।
অনুমতি লইতে ধর্ম্মের পানে চায় ॥
হেঁটমাথা যুধিষ্ঠির দেখিয়া ভীমেরে।
বুঝিয়া অর্জ্জুন গিয়া ধরিলেন তাঁরে ॥
অর্জ্জুন বলেন ভাই না কর অনীতি।
কি হেতু হেলন কর ধর্ম্ম নরপতি ॥
দিক্‌পাল সহ যদি আসে দেবরাজ।
আর যত বীর আছে ত্রৈলোক্যের মাঝ ॥

ধর্ম্মেরে করিবে হেন আমরা থাকিতে।
মুহূর্ত্তেকে পাঠাইব যমের ঘরেতে ॥
কোন্ ছার এরা সব তৃণ হেন গণি।
এখনি দহিতে পারি কারে নাহি মানি ॥
বিনা ধর্ম্ম আজ্ঞায় নাহিক ভাই শক্তি।
তাহে কোন্ ভদ্র যাহে ধর্ম্মেতে অভক্তি ॥
অস্বীকার ধর্ম্মের এ কর্ম্মে অভিপ্রায়।
সে কারণে এ কার্য্য করিতে না যুয়ায় ॥
অর্জ্জুনের বচনে হইল শান্ত ক্রোধ।
ফেলিলেন গদা ভীম মানি অনুরোধ ॥
আভরণ পরিধান যতেক আছিল।
পঞ্চ ভাই আপনা আপনি সব দিল ॥
সভা ত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট ধূলাসনে।
অধোমুখে বসিলেন ভাই পঞ্চজনে ॥
হেনকালে দুষ্ট কর্ণ কহিল বচন।
দ্রৌপদী আনিতে দূত করহ প্রেরণ ॥
শুনি দুর্য্যোধন তবে বিদুরে ডাকিল।
হাস্য উপহাসে তারে কহিতে লাগিল ॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র রাজা বুঝিয়া বিচার।
সভা হৈতে গৃহে তবে গেল আপনার ॥

কুরুসভায় দ্রৌপদীকে আনয়ন ঃ

তবে দুর্য্যোধন রাজা আনন্দিত মতি।
ডাকিয়া বলিল তবে বিদুরের প্রতি ॥
বিষাদিত কেন বসিয়াছ অধোমুখে।
হেন বুঝি দুঃখী বড় পাণ্ডবের দুঃখে ॥
উঠ উঠ শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে যাহ চলি।
আপনি আইস হেথা লইয়া পাঞ্চালী ॥
অন্তঃপুরে আছয়ে যতেক দাসীগণ।
তা সবার সহিত করুক দাসীপণ ॥
এত শুনি বিদুর কম্পিত কলেবর।
ক্রোধমুখে দুর্য্যোধনে করিল উত্তর ॥
মন্দবুদ্ধি মতিচ্ছন্ন না বুঝিস্ কিছু।
ব্যাঘ্রেরে করালি ক্রোধ হয়ে মৃগপশু ॥
কেমনে এ দুষ্ট ভাষা মুখেতে আনিলি।
কৃষ্ণা তব দাসী হবে কুলে দিলি কালি ॥
দ্রৌপদীতে তোমার কিসের অধিকার।
সবাই না বুঝ কেন করিয়া বিচার ॥
আপনা হারিল পূর্ব্বে ধর্ম্মের কুমার।
অন্যজন উপরে কিসের অধিকার ॥
অন্যের উপরে তার প্রভুপণ কিসে।
আর তার চারি স্বামী আছয়ে বিশেষে ॥
মম বোল যদি তোর নাহি লয় মনে।
জিজ্ঞাসিয়া দেখ যত বৃদ্ধ মন্ত্রিগণে ॥
এই যে বৃদ্ধক অন্ধ হৃষ্ট হইয়াছে।
লোভেতে হইল ছন্ন নাহি দেখে পাছে ॥
নিকটে আইল মৃত্যু কে করে বারণ।
ফুল ধরি যেন বেণুবৃক্ষের মরণ ॥
পাশাতে জিনিয়া বড় আনন্দ হৃদয়।
চিত্তে কর পাণ্ডবের হৈল অসময় ॥
শ্রীমন্ত জনের হয় অসময় কিসে।
কি তার সহায় নাই এই মহাদেশে ॥
কোথা হয় শ্রীরহিত শ্রীমন্ত সুজন।
জলেতে পাষাণ নাহি ভাসে কদাচন ॥
পুনঃ পুনঃ আমি কহিলাম হিতবাণী।
না শুনিয়া মৃত্যুকাল হৈল হেন জানি ॥
নিশ্চয় হইল দেখি তিনকুল ধ্বংস।
শান্তনু বাহ্লীক অন্ধ নৃপতির বংশ ॥
পাত্র মিত্র ইষ্ট পুত্র সহিত মজিবে।
আমার এ সব কথা পশ্চাতে ফলিবে ॥
এইরূপ বিদুর কহিল বহুতর।
শুনি দুর্য্যোধন তারে নিন্দিল বিস্তর ॥
প্রাতিকামী আছিল সম্মুখে দাঁড়াইয়া।
তারে আজ্ঞা দিল রাজা সম্মুখে ডাকিয়া ॥
যাহ তুমি দ্রৌপদীরে আন এইক্ষণে।
পাণ্ডবের ভয় তুমি না করহ মনে ॥
বিদুরের বোলে কিছু না করিহ ভয়।
সর্ব্বকাল বিদুরের ভয়ার্ত্ত হৃদয় ॥
আর কুস্বভাব আছে বিদুর চরিত।
ধৃতরাষ্ট্র কুৎসা কহে পাণ্ডবের হিত ॥

বাহ্লীক বিদুর ভূরিশ্রবা সোমদত্ত।
ধর্ম্মশীল জানি সবে অতুল মহত্ব ॥
কুরুকুল সব ভ্রষ্ট হইল নিশ্চয়।
একজন কেহ এক ভাষা নাহি কয় ॥
এত বলি কাঁন্দে দেবী সজল নয়নে।
কাতর হইয়া চাহে স্বামিগণ পানে ॥
দ্রৌপদী কাতর মুখ দেখিয়া নয়নে।
ক্রোধেতে জ্বলিতে লাগিল পাণ্ডবগণে ॥
দুঃশাসন টানে ঘন কেশেতে আকর্ষি।
পরিহাস করি কেহ বলে আন দাসী ॥
সাধু দুঃশাসন বলে রাধেয় শকুনি।
সজল নয়নে কাঁন্দে দ্রুপদনন্দিনী ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

সভাজন প্রতি বিকর্ণের উত্তর।

দ্রৌপদী যতেক কহে কেহ নাহি শুনে।
কিন্তু ভীষ্ম উত্তর করিল কতক্ষণে ॥
কহিতে না পারি আমি ইহার বিধান।
ধর্ম্ম সূক্ষ্ম বিচারিয়া কহিতে প্রমাণ ॥
অন্য দ্রব্যে অন্যের নাহিক অধিকার।
দ্রব্য মধ্যে গণ্য হয় ভার্য্যা কিবা আর ॥
আপনা হারিল অগ্রে ধর্ম্মের নন্দন।
পশ্চাৎ হারিলা কৃষ্ণা জানে সর্ব্বজন ॥
দ্রুপদনন্দিনী পঞ্চ পাণ্ডবের নারী।
একা যুধিষ্ঠির তাহে নহে অধিকারী ॥
রাজ্য দেশ ধন জন সব যদি যায়।
যুধিষ্ঠির মুখে কভু মিথ্যা না বেরয় ॥
হারিল বলিয়া মুখে বলিয়াছে বাণী।
কি করিব ইহার বিধান নাহি জানি ॥
এতবলি নিঃশব্দে রহেন ভীষ্মবীর।
যুধিষ্ঠিরে চাহি কহে বৃকোদর বীর ॥
ওহে মহারাজ কভু দেখেছ নয়নে।
আপনার ভার্য্যাকে হেরেছে কোনজনে ॥
কপটে জুয়ারী হইয়াছে বহুজন।
তা সবার থাকিবেক বেশ্যা নারীগণ ॥
সে সব নারীরে তারা নাহি করে পণ।
তুমি মহারাজ কর্ম্ম করিলা কেমন ॥
রাজ্য দেশ ধনজন হারিলা যতেক।
ইহাতে তোমারে ক্রোধ না করি তিলেক
আমা সহ সকল তোমার অধিকার।
যাহা ইচ্ছা কর অন্য নারি করিবার ॥
এই সে হৃদয়ে তাপ সম্বরিতে নারি।
পাশায় করিলা পণ কৃষ্ণা হেন নারী ॥
তব কৃত কর্ম্ম রাজা দেখহ নয়নে।
দ্রৌপদীরে পরিহাস করে হীনজনে ॥
ধনঞ্জয় বলে ভাই কি বোল বলিলে।
নৃপে হেন ভাষা নাহি কহ কোনকালে ॥
পরম পণ্ডিত তুমি ধর্ম্মজ্ঞেতে গণি।
শক্রর কপটে ছন্ন হৈল হেন জানি ॥
সদাই শক্রর ভাই এই যে কামনা।
ভাই ভাই বিচ্ছেদ হউক পঞ্চজনা ॥
শক্রর কামনা পূর্ণ কর কি কারণ।
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মহারাজে না কর হেলন ॥
রাজারে বলিলা হেন কি দোষ দেখিয়া।
দ্যূত আরম্ভিল শক্র কপটে ডাকিয়া ॥
আপন ইচ্ছায় রাজা না খেলেন দ্যূত।
ডাকিলে না খেলিলে হবেন ধর্ম্মচ্যুত ॥
ভীম বলে ধনঞ্জয় না কহিও আর।
হীনজন-প্রভুত্ব না পারি সহিবার ॥
ক্ষুদ্রের প্রভুত্ব যে দেখিতেছি নয়নে।
তবে এ জীবন রাখি কোন্ প্রয়োজনে ॥
যাহ সহদেব শীঘ্র অগ্নি আন গিয়া।
অগ্নিমধ্যে দুই ভুজ ফেলিব কাটিয়া ॥
এইরূপে পঞ্চ ভাই তাপিত অন্তর।
দুঃখের অনলে দহে সর্ব্ব কলেবর ॥
বিকর্ণ নামেতে ধৃতরাষ্ট্রের তনয়।
পাণ্ডবের দুঃখ দেখি দুঃখিত হৃদয় ॥
বিশেষ কৃষ্ণার ক্লেশ না সহে শরীরে।
সভাজনে চাহিয়া বলয়ে উচ্চৈঃস্বরে ॥

সভামধ্যে আছে বড় বড় রাজগণে।
দ্রৌপদীরে প্রত্যুত্তর নাহি দাও কেনে॥
পুনঃ পুনঃ দ্রৌপদী যে কহিছে সভায়।
সভাসদ লোকে হেন বুঝিতে যুয়ায়॥
সভায় থাকিয়া যদি বিচার না করে।
সহস্র বৎসর থাকে নরক ভিতরে॥
এ যে ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র বিদুর সুমতি।
কুরুকুল হর্ত্তা কর্ত্তা এই তিন কৃতী॥
এ তিন জনেরে নারি করিতে হেলন।
তোমরা উত্তর নাহি দেহ কি কারণ॥
তোমরা সকলে ভয় করহ কাহারে।
উত্তর না দাও কেন দ্রৌপদীর তরে॥
আর যে আছয়ে বহু বহু রাজগণ।
বুঝিয়া উত্তর নাহি দাও কি কারণ॥
পুনঃ পুনঃ দ্রৌপদী কহিল বার বার।
যার যেই চিত্তে আসে করহ বিচার॥
এইমত পুনঃ পুনঃ বিকর্ণ কহিল।
একজন সভায় উত্তর না করিল॥
কাহার মুখেতে নাহি পাইয়া উত্তর।
ক্রোধভরে বিকর্ণ কচালে করে কর॥
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া পুনঃ কহে সভাজনে।
উত্তর না দেহ সবে কিসের কারণে॥
তোমরা যে কেহ কিছু না দিলে উত্তর।
আমি কিছু কহি শুন সর্ব্ব নরবর॥
চারি ধর্ম্ম নৃপতির হয়েছে সৃজন।
মৃগয়া দেবন দান প্রজার পালন॥
এই যে নৃপতি ধর্ম্ম দেবনে পশিল।
ইচ্ছাসুখে নহে সবে কপটে ডাকিল॥
যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীরে নাহি করে পণ।
কপটেতে কহিলেন সুবলনন্দন॥
অগ্রে নরপতি আপনাকে হারিয়াছে।
কৃষ্ণার উপর কিবা প্রভুপণ আছে॥
বিশেষ সমান কৃষ্ণা এ পঞ্চ জনার।
একা ধর্ম্মরাজের নাহিক অধিকার॥
সে কারণ দ্রৌপদী পাশায় নাহি জিত।
তোমরা কি বল বল মম এই চিত॥

বিকর্ণ বচন শুনি যত সভাজন
সাধু সাধু বলি সবে বলয়ে বচন॥
বিকর্ণ বচন শুনি কর্ণে ক্রোধ হৈল।
দুর্য্যোধনে চাহি তবে কহিতে লাগিল॥
অনেক বিচার বুদ্ধি দেখি যে ইহার।
অগ্নি কাষ্ঠে জন্মিয়া সংহার করে তার॥
সেইমত অগ্নিরূপে এই তব কুলে।
হেন অপরূপ কহিলেক সভাস্থলে॥
সবে জানে কৃষ্ণা জিতা হইয়াছে পণে।
বুঝিয়া উত্তর নাহি করে কোনজনে॥
বালক হইয়া সভামধ্যেতে আসিল।
বৃদ্ধের সমান নীতি বচন কহিল॥
কি জানহ ধর্ম্ম তুমি কি জান বিচার।
কৃষ্ণা জিতা নহে যে সে কেমন প্রকার॥
যুধিষ্ঠির যখন সর্ব্বস্ব কৈল পণ।
জিনিল পাশায় তাহা সুবলনন্দন॥
সর্ব্বস্বের বাহির কি দ্রৌপদী সুন্দরী।
বিশেষ কহিল যবে গান্ধারাধিকারী॥
দ্রৌপদীর পণ কর বলিয়া বলিল।
শুনিয়া পাণ্ডব কেন নিবৃত্ত না কৈল॥
আর যে বলিলা কৃষ্ণা একবস্ত্রা হয়।
সভামধ্যে ইহারে আনিতে না যুয়ায়॥
কি তার গর্ব্বিত গুরু কিবা ভয় লাজ।
বেশ্যাজনে কিবা লজ্জা আসিতে সমাজ॥
যতেক সংসার এই বিধাতা সৃজিল।
ভার্য্যার একই স্বামী নির্ম্মাণ করিল॥
দুই স্বামী হৈলে বলি যে দ্বিচারিণী।
পঞ্চস্বামী হৈলে তারে বেশ্যামধ্যে গণি॥
সভায় আনিলে বেশ্যা লাজ তার কিসে।
এমত বিচার আমার মনে আইসে॥
দুর্য্যোধন বলে এই শিশু অল্পমতি।
কি জানে বিচার-তত্ত্ব ধর্ম্ম সূক্ষ্ম গতি॥
তবে আজ্ঞা করিল নৃপতি দুঃশাসনে।
পাণ্ডবগণের আন বস্ত্র আভরণে॥
দ্রৌপদীর বস্ত্র আর যত অলঙ্কার।
ঝটিতি আনিয়া দেহ অগ্রেতে আমার॥

এতশুনি ততক্ষণে পঞ্চ সহোদর।
বস্ত্র অলঙ্কার ফেলি দিলেন সত্বর ॥
একবস্ত্র পরিহিতা দ্রৌপদী সুন্দরী।
দুঃশাসন টানিতেছে পিন্ধনেতে ধরি ॥
ছাড় ছাড় বলিয়া সঘনে ডাক ছাড়ে।
সভামধ্যে ধরিয়া অঙ্গের বস্ত্র কাড়ে ॥
সঙ্কটে পড়িয়া দেবী না দেখি উপায়।
আকুল হইয়া কৃষ্ণা ডাকে দেবরায় ॥

—

দ্রৌপদীর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্তুতি ও দুঃশাসন কর্ত্তৃক বস্ত্র হরণ।

ওহে প্রভু কৃপাসিন্ধু, অনাথ জনার বন্ধু,
অখিলের বিপদ ভঞ্জন।
এ সব সভার মাঝ, ইথে নিবারিতে লাজ,
তোমা বিনা নাহি অন্যজন ॥
যে প্রভু পালিত সৃষ্টি, সংহার করিতে ঋষ্টি
পুনঃ পুনঃ হও অবতার।
তাঁহার চরণ ছায়া, স্মরিয়া সঁপিনু কায়া,
অনাথার কর প্রতিকার ॥
বিষদন্তী খরক্রোধে, ভুজঙ্গ হস্তীর পদে,
যেই প্রভু রাখিলা প্রহ্লাদে।
তাঁহার চরণযুগে, দ্রৌপদী শরণ মাগে,
রক্ষা কর বিষম প্রমাদে ॥
যাঁহার উজ্জ্বল চক্র, কাটিয়া মস্তক নক্র,
নিস্তার করিল গজরাজে।
বল করে দুরাশয়ে, শরণ নিলাম ভয়ে,
তাঁহার চরণপদ্ম মাঝে ॥
যেই প্রভু ঈষদক্ষে, কৃপায় সংসার রক্ষে,
নাচয়ে যে ফণিধর মুণ্ডে।
তাঁহার চরণ রঙ্গ, স্মরিয়া সঁপিনু অঙ্গ,
রাখ প্রভু দুষ্ট কুরুদণ্ডে ॥
যে প্রভু কপটে ছলি, পাতালে লইল বলি,
নির্ভয় করিলা শচীপতি।
তাঁহার ত্রিপাদ পদ্ম, ত্রিপথগামিনী সদ্ম,
তাঁহা বিনা নাহি মম গতি ॥
পরশি যে পদধূলা, অনেক কালের শিলা,
দিব্যরূপ অহল্যা পাইল।
জলনিধি করি বন্ধ, বিনাশিল দশস্কন্ধ,
দ্রৌপদী শরণ তাঁর নিল ॥
যে প্রভু পর্ব্বত ধরি, গোকুলে গোপেরনারী
রক্ষা কৈলা ইন্দ্রের বিবাদে।
দেবশাস্ত্র লোকে খ্যাত, পতি পুত্রগণনাথ,
পাণ্ডুবধূ রাখহ প্রমাদে ॥
যাঁহার সৃজন সৃষ্টি, সংসারে যাঁহার দৃষ্টি,
মোর দুঃখ কেন নাহি দেখ।
বলিষ্ঠ দুর্জ্জন জনে, স্মরণ করিলে শুনে,
এ সঙ্কটে কেন নাহি রাখ ॥
দ্রৌপদী আকুল জানি, অস্থির সে চক্রপাণি
যাঁর নাম আপদ ভঞ্জন।
ধর্ম্মরূপে জগৎপতি, রাখিতে এলেন সতী,
সত্যধর্ম্ম করিতে পালন ॥
আকাশ মার্গেতে রয়ে, বিবিধ বসন লয়ে,
দ্রৌপদীরে সঘনে যোগায়।
যত দুঃশাসন কাড়ে, ততেক বসন বাড়ে,
আচ্ছাদন করি সর্ব্ব গায় ॥
লোহিত পিঙ্গল পীত, নীল শ্বেত বিরচিত,
নানা চিত্র বিচিত্র বসনে।
বিবিধ বর্ণের শাড়ী, দুঃশাসন ফেলে কাড়ি,
পুঞ্জ পুঞ্জ হৈল স্থানে স্থানে ॥
পর্ব্বত সমান বাস, দেখি সবে হৈল ত্রাস,
চমৎকার হইল সভাতে।
কভু নাহি দেখি শুনি, সভাজন বলে বাণী,
ধন্য ধন্য দ্রুপদ দুহিতে ॥
ধন্য গর্গ মহামুনি, নিস্তার করিতে প্রাণী,
বাছিয়া থুইল কৃষ্ণা নাম।
যে নাম লইলে তুণ্ডে, বিবিধ দুর্গতি খণ্ডে,
হেলে পায় সবাঞ্ছিত কাম ॥
নরেতে যে নাম ধরি, ভবসিন্ধু যায় তরি,
খণ্ডে মৃত্যুপতি দণ্ডরায়।
ক্ষণেক যে নাম জপি, অশেষপাপেরপাপী,
সকল ধর্ম্মের ফল পায় ॥

ভারত-অমৃত-কথা, ব্যাস বিরচিত গাঁথা,
অবহেলে যেইজন শুনে।
দুস্তর সংসারে তরি, যায় যেই স্বর্গপুরি,
কাশীরাম দাস বিরচনে॥

দুঃশাসনের রক্তপানে ভীমের প্রতিজ্ঞা।

অদ্ভুত দেখিয়া সভাজন হৈল স্তব্ধ।
সাধু সাধু দ্রৌপদী চৌদিকে হৈল শব্দ॥
পূর্ব্বে কভু নাহি শুনি না দেখি নয়নে।
দুর্য্যোধন নিন্দা বহু করে সভাজনে॥
ভ্রাতৃগণ মধ্যে বসি ছিল বৃকোদর।
মহানাদে গর্জ্জি উঠে সভার ভিতর॥
সভাশব্দ নিবারিয়া কহে সর্ব্বজনে।
মম বাক্য শুন যত আছ রাজগণে॥
সত্য করি কহি আমি সভার অগ্রেতে।
যাহা কহি তাহা যদি না পারি করিতে॥
পিতৃ পিতামহ গতি না পান কখনে।
এইত ভারত কুলাধম দুঃশাসনে॥
রণমধ্যে ধরি বক্ষঃ করিয়া বিদার।
করিব শোণিত পান করি অঙ্গীকার॥
শুনিয়া সভার লোক হইল কম্পিত।
প্রশংসিল সভাজন বুঝিয়া বিহিত॥
তবে দুঃশাসন বড় হইল লজ্জিত।
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্ত্র দেখি হইল বিস্মিত॥
পরিশ্রান্ত হইয়া বসিল ভূমিতলে।
মলিন বদন হৈল যত কুরুবলে॥
যত সাধুজন সবে করয়ে রোদন।
ধিক্ ধৃতরাষ্ট্র নিন্দা করে সর্ব্বজন॥
আপনিই অন্ধ অন্ধপুত্র জন্মাইল।
কুরুবংশে এমন কখন না হইল॥
তবেত বিদুর নিবারিয়া সর্ব্বজনে।
সভাজনে চাহিয়া বলেন ততক্ষণে॥
এ সভার মধ্যে আছ বড় রাজগণ।
বুঝি এক বাক্য না বলহ কি কারণ॥
ভয়ার্ত্ত হইয়া যদি আসে সভামাঝে।
সভাজনে চাহি যে তাহার ন্যায় বুঝে॥
সভাতে থাকিয়া যে বিচার নাহি করে।
অধর্ম্ম সহ সে যায় নরক ভিতরে॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কিছু শুন সভাজন।
প্রহ্লাদ দৈত্যের পুত্র নাম বিরোচন॥
অঙ্গিরা ঋষির পুত্র সুধন্বা নামেতে।
দুইজনে কোন্দল হইল আচম্বিতে॥
বিরোচন বলে নাহি রাজার সমান।
সুধন্বা বলয়ে দ্বিজ সবার প্রধান॥
এই হেতু কোন্দল করিল দুইজন।
ক্রুদ্ধ হয়ে পণ করিলেক ততক্ষণ॥
যেজন হারিবে তার লইবে পরাণ।
চল সাধুজন স্থানে জিজ্ঞাসি বিধান॥
বিরোচন বলে জিজ্ঞাসিব কার স্থানে।
দ্বিজ বলে চল তব বাপের সদনে॥
দুইজনে এই যুক্তি করিয়া তখন।
শীঘ্রগতি চলি গেল যথায় রাজন॥
সুধন্বা বলিল শুন দৈত্যের প্রধান।
মোর সহ দ্বন্দ্ব কৈল তোমার সন্তান॥
পণ করিল যে হারিবে লইবে পরাণ।
সত্য করি কহ তুমি ইহার বিধান॥
দ্বিজপুত্রে রাজপুত্রে শ্রেষ্ঠ কোন্ জন।
শুনিয়া বিস্ময় মানে প্রহ্লাদের মন॥
চিত্তে কৈল সত্য কৈলে হারিবে কুমার।
কেমনে কহিব মিথ্যা নরক দুর্ব্বার॥
এত চিন্তি জিজ্ঞাসিল কশ্যপের স্থান।
কহ মুনিবর মোরে ইহার বিধান॥
কশ্যপ বলেন যেই বিষণ্ণ হইয়া।
মহাতাপে সভামধ্যে পড়য়ে আসিয়া॥
সভামধ্যে থাকে যেই সাধু মহাজন।
ন্যায় করি তার তাপ করে নিবারণ॥
সভায় থাকিয়া যেই না করে বিচার।
নরক হইতে তার নাহিক নিস্তার॥
যে পক্ষে অন্যায় করে হয় সেই গতি।
ইহলোকে মহাদুঃখ পায় নিতি নিতি॥

অধর্ম্মীর পক্ষ হয়ে কহে যেইজন।
তার দুই পাদ পাপ সে করে গ্রহণ ॥
অধর্ম্মী জানিয়া যেই নিন্দা নাহি করে।
এক পাদ পাপ তার শরীরেতে ধরে ॥
সাক্ষী হয়ে যেইজন পক্ষ হয়ে কয়।
শতেক পুরুষ সহ নরকে পড়য় ॥
কশ্যপের স্থানে পেয়ে এতেক বিধান।
পুত্রমুখ চাহি বলে দৈত্যের প্রধান ॥
তারে শ্রেষ্ঠ বলি যারে করি'সে বন্দন।
তেঁই তোমা হৈতে শ্রেষ্ঠ সুধন্বা ব্রাহ্মণ ॥
আমার হইতে শ্রেষ্ঠ অঙ্গিরারে গণি।
তোর মাতা হৈতে শ্রেষ্ঠা ইহার জননী ॥
পুত্রে এত বলিয়া সুধন্বা প্রতি কয়।
তোমার অধীন আজি বিরোচন হয় ॥
মারহ রাখহ তুমি যেই তব মন।
যাহা ইচ্ছা কর নাহি করি নিবারণ ॥
এত শুনি হৃষ্ট হয়ে বলে তপোধন।
দ্বিগুণ পাউক আয়ু তোমার নন্দন ॥
কখনই তাপ নাহে সত্যবাদী জনে।
সে কারণে তব পুত্র থাকুক কল্যাণে ॥
এত বলি সুধন্বা আপন গৃহে গেল।
সভাজনে চাহি ক্ষত্তা এমত বলিল ॥
তথাপি উত্তর নাহি দিল কোন জন।
দুঃশাসনে বলে তবে সূর্য্যের নন্দন ॥
আনহ ধরিয়া দাসী কার মুখ চাহ।
সভামধ্যে আনি পরে গৃহে লয়ে যাহ ॥
শুনিয়া দ্রৌপদীদেবী কাঁপে থরথরে।
স্বামিগণ পানে চাহি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
স্বামিগণ অধোমুখে দেখি যাজ্ঞসেনী।
সভাজনে চাহি বলে শিরে কর হানি ॥
পূর্ব্বেতে উত্তম কর্ম্ম আমার না ছিল।
এই হেতু বিধাতা আমারে দুঃখ দিল ॥
পূর্ব্বে পিতৃগৃহে মম স্বয়ম্বর কালে।
আমারে দেখিয়াছিল নৃপতি সকলে ॥
আর কভু আমারে না দেখে অন্যজনে।
আজি পুনঃ সেই সভা দেখিনু নয়নে ॥
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু আদি আমারে না দেখে।
কুরুর সভায় আজি দেখে সর্ব্বলোকে ॥
যত গুরুজনে আমি করি নমস্কার।
একবাক্য বল সবে করিয়া বিচার ॥
দ্রুপদনন্দিনী আমি পাণ্ডব-গৃহিণী।
সখা মম যাদবেন্দ্র গদাচক্রপাণি ॥
কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সবর্ণা মহিষী।
কহিতেছ সবে মোরে হইবারে দাসী ॥
আজ্ঞা কর আমারে যে ইহার বিধানে।
আর ক্লেশ নাহি সহে আমার পরাণে ॥
শুনিয়া উত্তর দেন গঙ্গার নন্দন।
পুনঃ পুনঃ কল্যাণি জিজ্ঞাস কি কারণ ॥
দ্রোণ আদি বৃদ্ধ যত আছেন সভায়।
কাহার জীবন নাহি সবে মৃতপ্রায় ॥
মৃতজনে জিজ্ঞাসিলে কি পাবে উত্তর।
ধর্ম্ম বিনা সখা নাহি ধর্ম্মাশ্রয় কর ॥
বহু কষ্টযুত নহে ধার্ম্মিক যে জন।
ধর্ম্মবলে কর সব শত্রুর নিধন ॥
দাসী যোগ্যা অযোগ্যা যে কহিলা বিধান
কহি আমি শুনহ আমার অনুমান ॥
তুমি দাসী হৈতে যুধিষ্ঠিরের স্বীকার।
যুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসহ ইহার বিচার ॥
জিতা কি অজিতা তুমি কহিবা আপনে।
নির্ণয় করিতে ইহা নারে অন্যজনে ॥
এত শুনি যাজ্ঞসেনী করয়ে ক্রন্দন।
কেশে ধরি দুঃশাসন টানে ঘনে ঘন ॥
হাসিয়া দ্রৌপদী প্রতি বলে দুর্য্যোধন।
কেন অকারণ কৃষ্ণা করহ রোদন ॥
তোর স্বামী যুধিষ্ঠির হারিয়াছে তোরে
পুনঃ পুনঃ কিবা জিজ্ঞাসহ সবাকারে ॥
অনুমানে বুঝি তোর এই মনে লয়।
একা যুধিষ্ঠির তোর অধিকারী নয় ॥
জানাউক চারি স্বামী সম্মুখে সবার।
তোর উপর নাহি ধর্ম্মের অধিকার ॥
মিথ্যাবাদী যুধিষ্ঠির কহুক চারিজন।
এইক্ষণে হয় তবে তোমার মোচন ॥

নতুবা কহুক নিজে ধর্ম্মের কুমার।
কৃষ্ণার উপরে নাহি মম অধিকার ॥
এত যদি বলিল নৃপতি দুর্য্যোধন।
ভাল ভাল বলিয়া কহিল সভাজন ॥
শুনিবারে রাজগণ আছে কুতূহলে।
কি বলে ধর্ম্মের পুত্র ভীম কিবা বলে ॥
কিবা বলে ধনঞ্জয় মাদ্রীর নন্দন।
পঞ্চজন-মুখ সবে করে নিরীক্ষণ ॥
নিঃশব্দে নৃপতিগণ একদৃষ্টে চায়।
কহিতে লাগিল ভীম চাহিয়া সভায় ॥
এই রাজা যুধিষ্ঠির পাণ্ডবের পতি।
পাণ্ডবগণের নাহি ইহা বিনা গতি ॥
ইনি যদি নহিবেক পাণ্ডব ঈশ্বর।
এতক্ষণ কভু বাঁচে কৌরব পামর ॥
যুধিষ্ঠির জিত হৈলে জিনিলা সবারে।
কাহার শকতি ইহা খণ্ডিবারে পারে ॥
আর কহি শুন দুষ্ট কৌরব সকল।
আমি জীতে তো সবার নাহিক মঙ্গল ॥
যেইক্ষণে ধর্ম্মরাজে বসালি ভূতলে।
যেইক্ষণে ধরিলি দ্রুপদসুতা চুলে ॥
সেইক্ষণে আয়ুশেষ তোমা সবাকার।
কুটি কুটি করি সবে করিব সংহার ॥
ধর্ম্মপাশে বদ্ধ এই ধর্ম্মের নন্দন।
তেঁই মূঢ়মতিগণ জীয়ে এতক্ষণ ॥
আর তাহে পুনঃ পুনঃ অর্জ্জুন নিবারে।
এখনি দেখাই যদি রাজা আজ্ঞা করে ॥
সিংহ যেন ক্ষুদ্র মৃগে করয়ে সংহার।
তেমতি নাশিব ধৃতরাষ্ট্রের কুমার ॥
কহিতে কহিতে ভীম ক্রোধে কম্পকায়
নয়নে সঘনে অগ্নিকণা বাহিরায় ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর মধুর বলে বাণী।
সকল সম্ভবে তোমা ক্ষম বীরমণি ॥
ভারতের পুণ্যকথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে ভবসিন্ধু তরি ॥

দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গে ভীমের প্রতিজ্ঞা।

বৃকোদর বীর যবে নিঃশব্দ হইল।
কৃষ্ণা প্রতি কর্ণবীর কহিতে লাগিল ॥
তিনজন ধনের উপর প্রভু নহে।
সেবক রমণী শিষ্য শাস্ত্রে হেন কহে ॥
দাসী হৈল যুধিষ্ঠির তুই ভার্য্যা তার।
দাস-ভার্য্যা দাসী হয় জানয়ে সংসার ॥
দাসী হৈলি দাসী কর্ম্ম কর যথোচিত।
ধৃতরাষ্ট্র গৃহেতে প্রবেশহ ত্বরিত ॥
তোর প্রভু হৈল ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ।
তোর অধিকারী নহে পাণ্ডুর নন্দন ॥
যারে তোর ইচ্ছা হয় ভজহ তাহারে।
পাণ্ডবেরা আর তোরে নিবারিতে নারে ॥
বৃকোদর শুনিল কর্ণের কটূত্তর।
নিশ্বাস ছাড়িয়া সে কচালে করে কর ॥
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন রক্ত কমুদিনী।
কর্ণ পানে চাহি গর্জ্জে যেন কাদম্বিনী ॥
ওরে মূঢ় যে উত্তর করিলি মুখেতে।
ইহার উচিত ফল আছে মম হাতে ॥
ধর্ম্মপাশে বদ্ধ আছে ধর্ম্ম-অধিকারী।
সে কারণ তোরে আমি বলিবারে নারি ॥
যুধিষ্ঠির প্রতি বলে কৌরব প্রধান।
তুমি কেন নাহি কহ ইহার বিধান ॥
চারি ভাই তব বাক্যে সদা অবস্থিত।
আপনি বলহ কৃষ্ণা জিত কি অজিত ॥
যুধিষ্ঠির অধোমুখ শুনি সে বচন।
নয়নে বসন দিয়া ঢাকেন বদন ॥
যুধিষ্ঠিরে অধোমুখ দেখি দুর্য্যোধন।
কর্ণভিতে চাহে অতি প্রফুল্ল বদন ॥
ভীমভিতে আড় আঁখি চাহে কৃষ্ণাপানে।
আপনার উরু হৈতে তুলিল বসনে ॥
গজশুণ্ড সদৃশ উলট রম্ভাতরু।
সকল লক্ষণযুত বজ্রবৎ উরু ॥
মদগর্ব্বে দুর্য্যোধন কৃষ্ণারে দেখায়।
দেখি বৃকোদর বীর ক্রোধে কম্পকায় ॥

ভীম বলে যত আছ শুন সভাজনে।
এইরূপ দুষ্টকর্ম্ম দেখিলা নয়নে॥
যেই উরু দেখাইল সভার ভিতর।
ভারত কুলের পশু নির্লজ্জ পামর॥
বজ্রসম দারুণ করিয়া গদাঘাত।
রণমধ্যে উরু ভাঙ্গি করিব নিপাত॥
করিলাম এ প্রতিজ্ঞা না করিব যবে।
পিতৃ পিতামহ গতি নাহি পাবে তবে॥
ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনি কম্পিত আকার।
সভাতে বিদুর তবে কহে আরবার॥
আমি দেখি কুরুকুল রক্ষা নাহি আর।
ভীম-ক্রোধসিন্ধু হৈতে নাহিক নিস্তার॥
ভারতের পুণ্যকথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে ভবসিন্ধু তরি॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ॥

দ্রৌপদীর প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের বরদান।

কান্দে যাজ্ঞসেনী, তিতিল অবনী,
নয়নের নীরধারে।
চতুর্দ্দিকে যত, কৌরব উন্মত্ত,
নানা উপহাস করে॥
হেনই সময়, অন্ধের আলয়,
নানা অমঙ্গল দেখি।
মহাঘোর ধ্বনি, বায়স শকুনি,
ডাকয়ে পেঁচক পাখী॥
গৃহে অগ্নি হয়, গ্রামে শিবাচয়,
প্রবেশ করিয়া ডাকে।
ভাঙ্গে রথধ্বজ, পড়ি মরে গজ,
হাহাকার রব লোকে॥
অকস্মাৎ ঘর, দহে বৈশ্বানর,
প্রলয় হইল ধূমে।
বহে তপ্তবাত, সঘনে নির্ঘাত,
প্রলয়ের যেন যমে॥
বিহনে মিহির, বরিষে রুধির,
সদা ক্ষিতি কম্পবান।
দেউল প্রাচীর, যাবত মন্দির,
ভাঙ্গি পড়ে স্থানে স্থান॥
দেখি বিপরীত, চিত্ত উচাটিত,
ধর্ম্মভীত বৃদ্ধজন।
ভীষ্ম দ্রোণ ক্ষত্তা, সুবল দুহিতা,
অন্ধে কৈল নিবেদন॥
শুনি কুরুরায়, অন্তকাল প্রায়,
নিকট হইল দেখি।
অতি অকুশল, অলক্ষ্মী কেবল,
তোমার গৃহেতে দেখি॥
তোমার নন্দন, দুষ্ট আচরণ,
দুর্য্যোধন বহু কৈল।
দ্রুপদ দুহিতা, সতী পতিব্রতা,
সভামাঝে আনাইল॥
যতেক করিল, দ্রৌপদী সহিল,
সবাকার উপরোধ।
শীঘ্র কর রায়, ইহার উপায়,
যাবৎ না হয় ক্রোধ॥
শুনি অন্ধবীর, হইল অস্থির,
আনাইল যাজ্ঞসেনী।
মধুর সম্ভাষে, বহু প্রীতি ভাষে,
কহে অন্ধ নৃপমণি॥
বধূগণ মধ্যে, তোমা গণি সাধ্বে,
শ্রেষ্ঠা সুশীলা সুব্রতা।
তোমার চরিত্র, পরম পবিত্র,
ত্রিজগতে হৈল খ্যাতা॥
দেখ বধূ মোকে, কর্ম্মের বিপাকে,
দুষ্ট পুত্রগণ পাইল।
লোকে অপকীর্ত্তি, জগতে
সব পুত্র হৈতে হৈল॥
দিল বহু দুঃখ, দেখি মম মুখ,
ক্ষমহ দ্রুপদসুতা।
তুমি না ক্ষমিলে, আমি দুঃখ পেলে,
পশ্চাতে পাইবে ব্যথা॥

দূর কর রোষ, হইয়া সন্তোষ,
মাগ বর মম স্থান।
মাগ মাগ বর, ক্ষম কটূত্তর,
হয়ে প্রসন্ন বদন॥
শুনিয়া সুন্দরী, করযোড় করি,
বর মাগিল তখন।
পাণ্ডবের গতি, ধর্ম্ম নরপতি,
দাসত্ব কর মোচন॥
ধর্ম্ম মহারাজ, হে ক্ষিতিমাঝ,
দাস বলি ক্ষিতিতলে।
আমার নন্দনে, যেন শিশুগণে,
দাসসুত নাহি বলে॥
তথাস্তু বলিয়া, সানন্দ হইয়া,
পুনঃ বলে মাগ বর।
নহে এক বর, তব যোগ্যতর,
তুমি মাগ অন্য বর॥
দ্রৌপদী বলিল, কৃপা যদি হৈল,
মাগি যে তোমার পায়।
সশস্ত্র বাহন, আর চারিজন,
মুক্ত করহ সবায়॥
দিনু এই বর, মাগহ অপর,
যেই লয় মনে তব।
তুমি কুলাশ্রয়, মম ভাগ্যোদয়,
যে বর মাগিবে দিব॥
মাগহ তৃতীয়, যেই তব প্রিয়,
দিতে না করিব আন।
করি কৃতাঞ্জলি, বলয়ে পাঞ্চালী,
কর রাজা অবধান॥
দুই বর পাই, আর নাহি চাই,
লোভ না জন্মাও মোরে।
জ্ঞানীজন স্থান, শুনেছি বিধান,
তাহা কহি যে তোমারে॥
বৈশ্য মাগিবেক, সবে বর এক,
ক্ষত্র লবে দুই বর।
দ্বিজের কুমার, লবে তিনবার,
শাস্ত্রে কহে মুনিবর॥
করি যোড়পাণি, বলে যাজ্ঞসেনী,
শুন আমার বচন।
মুক্ত হই তবে, পুণ্য থাকে যবে,
পুনঃ অর্জ্জিবেক ধন॥
দ্রৌপদী বচন, শুনিয়া রাজন,
প্রশংসি প্রমাণ কৈল।
পাণ্ডব নন্দন, দাসত্ব মোচন,
শুনি সবে তুষ্ট হৈল॥
ভারত কবিতা, মহাপুণ্য কথা,
প্রচার হৈল সংসারে।
কাশীদাস কয়, নাহিক সংশয়,
শ্রবণে বিপদ তরে॥

যুধিষ্ঠিরাদির দাসত্ব মোচন।

দাস্যে মুক্ত হইলেন পঞ্চ সহোদর।
হাসি কর্ণবীর বলে সভার ভিতর॥
নাহি দেখি নাহি শুনি লোকের বদনে।
স্ত্রী হইতে স্বামী মুক্ত হয়েছে কখনে॥
ভার্য্যা হৈতে যে তরে পুরুষ হইয়া।
লোকে বলে তাহারে কাপুরুষ বলিয়া॥
ভীম বলে শাস্ত্র জ্ঞাত নহিস্ দুর্ম্মতি।
শুন কহি যাহা কহিলেন প্রজাপতি॥
সংসারের মধ্যে ভার্য্যা শ্রেষ্ঠ সখা গণি।
সর্ব্বসুখে হীন নর বিহীন রমণী॥
বিবাহ মাত্রেতে লোক গৃহস্থ বলায়।
নানা ধন উপার্জ্জয়ে ভার্য্যার সহায়॥
দান যজ্ঞ ব্রত করে সহায় যাহার।
পুত্র জন্মাইয়া করে বংশে উদ্ধার॥
পতিত কুপিত হয় কর্ম্ম অনুসারে।
জ্ঞাতিগণ ছাড়ে ভার্য্যা ছাড়িবারে নারে॥
ইহকালে ভার্য্যা হৈতে বঞ্চে বহু সুখে।
মরণে সহায় হয়ে তারে পরলোকে॥
পরলোকে তারে ভার্য্যা কহে হেন নীত।
এ লোকে তারিতে কেহ নহে সমুচিত॥

আরে মূঢ় পাণ্ডুপুত্র হেন অভাজন।
সমুদ্রে ডুবিয়াছিল যেন হীনজন॥
তোমা বিনা নিলর্জ্জ কে আছে এ সংসারে।
কপটে জিনিয়া হীন বলিবারে পারে॥
দৈবে এই কথা তোরে কহিতে যুয়ায়।
ভার্য্যার ঈদৃশ যাহা করিলি সভায়॥
শুনিয়া বলেন পার্থ বিনয় বচন।
হীনসহ বকাবকি নাহি প্রয়োজন॥
হীনের বচন কভু শুনি না শুনিবে।
হীনজন বচনে উত্তর নাহি দিবে॥
হীনজন সূতপুত্র এই দুরাচার।
ইহা সহ সমদ্বন্দ্ব না শোভে তোমার॥
ভীম বলে ধনঞ্জয় আছয়ে কি লোকে।
পুত্রবতী ভার্য্যার এ দশা চক্ষে দেখে॥
ঈদৃশ বচন কহিবেক হীনজন।
দেহ ভুজভার তবে বহে অকারণ॥
ধর্ম্মে যদি মুক্ত হইলেন ধর্ম্মরাজ।
শত্রুগণ সংহারিতে কেন করি ব্যাজ॥
আজি সব শত্রুগণ করিব সংহার।
একত্রে আছয়ে যত শত্রু যে আমার॥
যে কিছু করিল চক্ষে দেখিলা সে সব।
ইহা চেয়ে আর কি আছয়ে পরাভব॥
বাকচাতুরীতে ভাই নাই প্রয়োজন।
উঠ ভাই শত্রু সব করিব নিধন।
কহিতে কহিতে ভীম ক্রোধে কম্পে অঙ্গ
জ্বলন্ত অনল যেন নয়ন-তরঙ্গ॥
ভীমের আজ্ঞাতে উঠিলেন তিনজন।
ধনঞ্জয় আর দুই মাদ্রীর নন্দন॥
সম্মুখে দেখিল ভীম লোহার মুদ্গর।
তুলিয়া লইতে যায় বীর বৃকোদর॥
বুঝিয়া বিষম দ্বন্দ্ব ধর্ম্মের নন্দন।
দুই হস্ত তুলি ভীমে করেন বারণ॥
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা ভীম লঙ্ঘিতে না পারে।
ক্রোধ নিবারিল তবে চারি সহোদরে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশী কহে শুনিলে জন্ময়ে দিব্যজ্ঞান॥

পাণ্ডবের নিজ রাজ্যে গমন।

তবে ধর্ম্ম নরপতি জ্যেষ্ঠতাত আগে।
সবিনয় পূর্ব্বক কহেন করযুগে॥
আজ্ঞা কর তাত কি করিব আমা সব।
তোমার শাসনে সদা বঞ্চয়ে পাণ্ডব॥
শুনিয়া কৌরবপতি অন্তরে লজ্জিত।
শান্ত কৈল যুধিষ্ঠিরে করি বহু প্রীত॥
সাধুজন শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত।
তোমারে কি বুঝাইব জান সব নীত॥
সাধুজন কর্ম্ম কভু দ্বন্দে না প্রবেশে।
নিজগুণ নাহি ধরে পরগুণ ঘোষে॥
গুণাগুণ কহে যেই সে হয় মধ্যম।
সদা আত্মগুণ কহে সেই সে অধম॥
বংশের তিলক তুমি কুরুকুল নাথ।
দুর্য্যোধনে দোষ যত ক্ষমা কর তাত॥
আমা আর গান্ধারীর দেখিয়া বদন।
সব ক্ষম যত দুঃখ দিল দুষ্টগণ॥
কুরুকুল শ্রেষ্ঠ তুমি পরম ভাজন।
বালকের যত দোষ কর সম্বরণ॥
যে দ্যূত করিল পূর্ব্বে কেহ নাহি করে।
পুত্র বলাবল মিত্রামিত্র বুঝিবারে॥
ভালমতে তোমারে জানিনু এতদিনে।
কি শোক কৌরবকুলে তোমার পালনে॥
ভীমার্জ্জুন রক্ষা কর ক্ষত্তার মন্ত্রণা।
দ্রৌপদী সতীর গুণ না হয় বর্ণনা॥
আমার ভারতবংশ করিল উজ্জ্বল।
যার কীর্ত্তি ঘুষিবেক ত্রৈলোক্যমণ্ডল॥
যাহ তাত নিজ রাজ্য কর অধিকার।
পালহ আপন দেশ প্রজা পরিবার॥
এত বলি পঞ্চজনে করিল মেলানি।
প্রণমিয়া গেলেন সহিত যাজ্ঞসেনী॥
সভাপর্ব্ব সুধারস ব্যাস বিরচিত।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক হিত॥

ধৃতরাষ্ট্র স্থানে দুর্য্যোধনাদির বিদায়।

শুনি জন্মেজয় জিজ্ঞাসেন মুনিবরে।
কহ শুনি কি প্রসঙ্গ হৈল তদন্তরে॥
কেন বনে চলিলেন পিতামহগণ।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় কহ তপোধন॥
মুনি বলে পঞ্চ ভাই ইন্দ্রপ্রস্থে গেলে।
করযোড়ে দুঃশাসন দুর্য্যোধনে বলে॥
যতেক করিলা বৃদ্ধ সব বিনাশিল।
যে সব জিনিলা তারে পুনঃ তাহা দিল॥
দুর্য্যোধন দুঃশাসন রাধেয় শকুনি।
অতি শীঘ্র গেল যথা অন্ধ নৃপমণি॥
দুর্য্যোধন বলে তাত অনর্থ করিলা।
বন্দী করি দুষ্ট সিংহ পুনঃ ছাড়ি দিলা॥
বৃহস্পতি ইন্দ্রকে যে কহিলেন নীত।
তুমি কি না জান তাহা তোমার বিদিত॥
যেমতে পারিবে শত্রু করিবে নিধন।
বুদ্ধে যুদ্ধে শত্রুকে না ক্ষমি কদাচন॥
পাণ্ডব নিকটে জিনিলাম যত ধন।
বাহুড়িয়া দেহ তারে কিসের কারণ॥
স্নেহ করি পুনঃ সব তুমি দিলে তারে।
এখন কি পাণ্ডুপুত্র ক্ষমিবে আমারে॥
সকল ক্ষমিবে তাত তোমার প্রীতিতে।
দ্রৌপদীর কষ্ট না ক্ষমিবে কদাচিতে॥
সৈন্য সাজিবারে তারা গেল নিজ দেশ।
যুদ্ধ হেতু আসিবেক করি সমাবেশ॥
সশস্ত্র থাকিলে রথে পাণ্ডুপুত্রগণ।
জিনিতে না হবে শক্ত এ তিন ভুবন॥
আর শুন তাত যবে মুক্ত হয়ে যায়।
মুহুর্মুহু পার্থবীর গাণ্ডীব দেখায়॥
দক্ষিণ বামেতে তূণ ঘন ঘন দেখে।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে হস্ত দিয়া নাকে॥
অতিশয় গর্জ্জিয়া যাইছে বৃকোদর।
ঘন গদা লোফয়ে কচালে করে কর॥
স্নেহেতে ভুলিয়া তাত করিলা কি কাজ।
মোর ক্লেশ হেতু স্বয়ং হৈল মহারাজ॥
শুনিয়া অস্থির হৈল চিত্তে কুরুরায়।
অন্ধ বলে কি হইবে কি করি উপায়॥
দুর্য্যোধন বলে তাত আছয়ে উপায়।
পুনঃ পাশা প্রবর্ত্তিয়া করহ নির্ণয়॥
যে হারিবে দ্বাদশ বৎসর যাবে বন।
বৎসরেক অজ্ঞাত থাকিবে এই পণ॥
বৎসর অজ্ঞাতবাস মধ্যে জ্ঞাত হয়।
পুনরপি বনবাস অজ্ঞাত নিশ্চয়॥
ত্রয়োদশ বৎসর পাণ্ডব গেলে বনে।
পৃথিবীর রাজা বশ করিব আপনে॥
ইহা বিনা উপায় নাহিক মহাশয়।
আজ্ঞা কর আনিবারে পাণ্ডুর তনয়॥
শুনি অন্ধ আজ্ঞা দিল প্রাতিকামী প্রতি।
যাহ শীঘ্র ফিরে আন ধর্ম্ম নরপতি॥
পথে কিম্বা ইন্দ্রপ্রস্থে যথায় ভেটিবে।
মম আজ্ঞা বলি পুনঃ আনহ পাণ্ডবে॥
এত শুনি ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ সোমদত্ত।
বাহ্লীক বিদুর মন্ত্রী বিকর্ণাদি যত॥
একে একে পুনঃ সবাই কহিল।
পুত্র বশ হয়ে রাজা শুনি না শুনিল॥
কার বাক্য না শুনিল কুরু-অধিকারী।
কহিতে লাগিল তবে গান্ধারী সুন্দরী॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

পুনঃ পাশাখেলা আরম্ভ।

গান্ধারী কহিছে রাজা কর অবধান।
শিশুর বচনে কেন হও হতজ্ঞান॥
যখন জন্মিল এই দুষ্ট দুর্য্যোধন।
বিপরীত শব্দেতে কম্পিত সর্ব্বজন॥
বিদুর বলিল এরে করহ সংহার।
ইহা মারি রাখ রাজা বংশ আপনার॥
এ পাপিষ্ঠ-স্নেহে না শুনিলে ক্ষত্তাবাণী।
সেইকাল উপস্থিত হৈল নৃপমণি॥
সর্ব্বনাশ হেতু রাজা ইহার বিচার।
পুত্ররূপে আসে সব করিতে সংহার॥

ইহার বচন না শুনহ কদাচন।
নিবৃত্ত হইল অগ্নি না জ্বাল এখন ॥
বৃদ্ধ হয়ে তুমি কেন হও অন্যমতি।
আপনি জানহ তুমি দুষ্টের প্রকৃতি ॥
এখনি ত্যজহ কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন।
ইহা ত্যজি নিজ বংশ রাখহ রাজন ॥
মম বাক্য না শুনি ইহার বশ হবে।
আপনি আপন বংশ সকল মজাবে ॥
সম্প্রতি সুখের হেতু কর হেন কাজ।
পশ্চাতে কি হবে নাহি গণ মহারাজ ॥
অধর্ম্মে অর্জ্জিত লক্ষ্মী সমূলেতে যায়।
মহাদুঃখ পায় প্রভু দুষ্টের আশ্রয় ॥
চরণে ধরিয়া প্রভু কহি যে তোমারে।
পুনঃ আজ্ঞা না হয় আনিতে পাণ্ডবেরে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে শুন সুবলনন্দিনী।
আমারে কি বুঝাহ সকল আমি জানি ॥
কুরু অন্তকাল জানি হইল নিশ্চয়।
আমার শক্তিতে দ্যূত নিবৃত্ত না হয় ॥
যে হৌক সে হৌক পাছে দৈবের লিখন
আসিয়া খেলুক পুনঃ পাণ্ডুর নন্দন ॥
স্বামীর শুনিয়া এত নিষ্ঠুর বচন।
গৃহে গেল গান্ধারী যে মলিন বদন ॥
আজ্ঞা পেয়ে প্রাতিকামী গেল ততক্ষণে।
পথেতে ভেটিল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দনে ॥
যুধিষ্ঠিরে প্রাতিকামী কহে যোড়হাতে।
জ্যেষ্ঠতাত আজ্ঞা তব বাহুড়ি যাইতে ॥
পুনঃ পাশা খেলাইতে বলে কুরুবীর।
শুনিয়া বিস্মিত হইলেন যুধিষ্ঠির ॥
ধর্ম্ম বলে দৈববশ শুন ভ্রাতৃগণ।
মম শক্তি নাহি লঙ্ঘি অন্ধের বচন ॥
চল সর্ব্ব ভ্রাতৃগণ যাইব নিশ্চয়।
বংশ ক্ষয় কাল বিধি করিল নির্ণয় ॥
এত বলি ভ্রাতৃগণে লইয়া সংহতি।
পুনঃ আসি সভাতে বৈসেন নরপতি ॥
শকুনি বলিল দেখ ধর্ম্মের নন্দন।
অন্ধরাজ আজ্ঞা করে খেল করি পণ ॥
যে হারিবে দ্বাদশ বৎসর বনে যাবে।
অজ্ঞাত বৎসর এক গুপ্তবেশে রবে ॥
অজ্ঞাত বৎসর মধ্যে ব্যক্ত যদি হয়।
পুনরপি বনবাস অজ্ঞাত উভয় ॥
ত্রয়োদশ বৎসর হইবে যদি পার।
পুনরপি লইবেক রাজ্য যে যাহার ॥
এইত নিয়ম করি দ্যূত আরম্ভিল।
যতেক সুহৃদগণ বারণ করিল ॥
যুধিষ্ঠির বলেন বারণ কি কারণ।
সম্মত না হবে কেন আমা হেন জন ॥
এতেক আহ্বান আর গুরুর আদেশ।
ধার্ম্মিক না ছাড়ে ধর্ম্ম যদি হয় ক্লেশ ॥
এত বলি যুধিষ্ঠির দ্যূত আরম্ভিল।
দৈবের নির্ব্বন্ধ দেখ শকুনি জিনিল ॥
হারিলেক ধর্ম্মপুত্র কপট পাশায়।
সভাপর্ব্ব সুধারস কাশীরাম গায় ॥

কৌরব বধে পাণ্ডবদের প্রতিজ্ঞা।

বিলম্ব না করিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
ততক্ষণে করিলেন অরণ্যেতে গতি ॥
বসন ভূষণ আদি সকল ত্যজিয়া।
মুনিবেশ ধরিলেন বল্কল পড়িয়া ॥
হেনকালে দুঃশাসন উপহাস ছলে।
সভামধ্যে দ্রুপদকন্যার প্রতি বলে ॥
মূর্খ রাজা যাজ্ঞসেন কি কর্ম্ম করিল।
দ্রৌপদী এমন কন্যা ক্লীবে সমর্পিল ॥
শুন ওহে যাজ্ঞসেনী মম বাক্য ধর।
কোথা দুঃখ পাবে গিয়া বনের ভিতর ॥
এই কুরুজন মধ্যে যারে মন লয়।
তাহারে ভজিয়া সুখে থাকহ আলয় ॥
এইরূপে পুনঃ পুনঃ কহিল অপার।
গর্জ্জিয়া নেউটি কহে পবনকুমার ॥
রে দুষ্ট নিকট মৃত্যু জানিলি আপন।
সেই হেতু কহিলি এমত কুবচন ॥

এ সব বচন আমি করাব স্মরণ।
রণমধ্যে আমি তোকে পাইব যখন॥
শত সহোদর সহ লোটাইব ক্ষিতি।
ইহা না করিলে যেন না পাই সদ্গতি॥
এতেক কহিয়া তবে যায় বৃকোদর।
সিংহাসন হইতে উঠিল কুরুবর॥
যেইরূপে চলি যায় পবননন্দন।
সেইরূপে হাসিয়া চলিল দুর্য্যোধন॥
নেউটিয়া বৃকোদর পাছু পানে চায়।
উপহাস জানিয়া ক্রোধেতে কম্পকায়॥
রে দুষ্ট উচিত ফল পাইবে ইহার।
সেকালে এ সব কথা স্মরাব তোমার॥
পদ দিয়া এইরূপে তোমার মস্তকে।
চলিয়া যাবার কালে স্মরাব তোমাকে॥
তোরে সংহারিব তোর যত বন্ধু সখা।
শত ভাই তোমার মারিব আমি একা॥
কর্ণেরে মারিবে পার্থ গর্ব্ব কর যার।
সহদেব শকুনিরে করিবে সংহার॥
এত বলি বৃকোদর নিঃশব্দেতে রয়।
সভামধ্যে ডাকিয়া বলেন ধনঞ্জয়॥
যতেক প্রতিজ্ঞা কর সব অকারণ।
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে যদি নহে রণ॥
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে যদি পাই রণ।
তবেত তোমার আজ্ঞা করিব পালন॥
কর্ণেরে মারিব যেন পতঙ্গের মত।
সহায় সম্বন্ধী তায় হবে আর যত॥
শুন সব রাজগণ আছ সভাস্থলে।
আজ হৈতে ত্রয়োদশ বৎসরান্তকালে॥
কৌতুক দেখিবে সবে যুদ্ধ হয় যদি।
কৌরবের শোণিতে পূরাব নদ নদী॥
কদাচিত দিব্যজ্ঞান জন্মে দুর্য্যোধনে।
বিনত হইয়া পড়ে ধর্ম্মের চরণে॥
তবেত প্রতিজ্ঞা যত সকলি বিফল।
আনন্দে বঞ্চিবে তবে কৌরব সকল॥
তবে সহদেব কহে চাহিয়া শকুনি।
রে দুষ্ট গান্ধার পুত্র শুন একবাণী॥
কপটেতে পাশা তুই করিলি রচন
পাশা নহে প্রহারিলি তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ॥
ভীমের আদেশ মম নহিবে লঙ্ঘন।
অবশ্য আমার হাতে তোমার নিধন॥
হেনকালে নকুল বলিল সভাস্থলে।
এবে মন দিয়া শুন নৃপতি সকলে॥
ধর্ম্মপুত্র আজ্ঞা আর কৃষ্ণার সম্মতি।
নিঃশেষ করিব কুরু সৈন্য সেনাপতি॥
এত বলি চলিলেন পাণ্ডুপুত্রগণ।
ধৃতরাষ্ট্র স্থানে যান বিদায় কারণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
শুনিলে নিষ্পাপ হয় জন্মে দিব্যজ্ঞান॥

—

পাণ্ডবদিগের বনে গমন।

বিনয় করিয়া কহিছেন ধর্ম্মরায়।
ধৃতরাষ্ট্র আদি যত ছিলেন সভায়॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুর সঞ্জয়।
সোমদত্ত ভূরিশ্রবা প্রতীপ তনয়॥
একে একে সবাকারে বলে ধর্ম্মরায়।
আজ্ঞা কর বনে যাই মাগি যে বিদায়॥
লজ্জায় মলিন সবে মাথা না তুলিল।
মনে মনে সর্ব্বজন কল্যাণ করিল॥
বিদুর কহেন তবে সজল নয়নে।
খণ্ডাইতে কে পারে যে দৈব নির্ব্বন্ধনে॥
কিছুদিন কষ্টভোগ করহ কাননে।
কুন্তীরে রাখিয়া যাও আমার ভবনে॥
একে বৃদ্ধা আর তাহে রাজার কুমারী।
যোগ্য নহে কুন্তী এবে হৈতে বনচারী॥
ধর্ম্ম বলিলেন তুমি জনক সমান।
তব আজ্ঞা কুরুকুলে কে করিবে আন॥
বিশেষ পাণ্ডব গুরু জানে সর্ব্বজন।
মম শক্তি নাই তাহা করিতে হেলন॥
থাকুক জননী তাত তোমার আলয়।
আর কি করিবে আজ্ঞা কর মহাশয়॥
বিদুর বলেন তুমি সর্ব্বধর্ম্ম জ্ঞাতা।
অধর্ম্মে হইল জিত না পাইও ব্যথা॥

পরম সঙ্কটে যেন ধর্ম্মচ্যুত নহে।
এই উপদেশ মম যেন মনে রহে॥
কল্যাণে আইস সত্য করিয়া পালন।
পুনঃ তোমা দেখি যেন যুড়ায় নয়ন॥
এত বলি বিদুর হইল শোকাকুল।
বনে যেতে পঞ্চ ভাই হলেন আকুল॥
জটাবল্ক পঞ্চ ভাই করেন ভূষণ।
তবেত দ্রৌপদীদেবী দেখি স্বামিগণ॥
ত্যজিয়া ভূষণ বস্ত্র পিন্ধন সকল।
লম্বিত কোমল কেশ পিন্ধন বাকল॥
রাজ্য ত্যজি অরণ্যেতে যায় ধর্ম্মরায়।
হস্তিনার লোক শুনি স্ত্রী পুরুষে ধায়॥
পাণ্ডবের বেশ দেখি কান্দে সর্ব্বজন।
বাল বৃদ্ধ যুবা কান্দে যতেক স্ত্রীগণ॥
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কান্দে দ্বিজগণ।
আমা সবাকারে কেবা করিবে পালন॥
নগর পূরিল রোদনের কোলাহলে।
হস্তিনা কর্দ্দম হৈল নয়নের জলে॥
পঞ্চপুত্র বনে যায় বধূ গুণবতী।
বার্ত্তা শুনি কুন্তীদেবী আসে শীঘ্রগতি॥
দূর হৈতে দেখি কুন্তী তনয় সকলে।
মূর্চ্ছিত হইয়া দেবী পড়িল ভূতলে॥
মুকুলিত কেশভার গলিত বসন।
শিরে কর হানে আর করয়ে রোদন॥
বধূর দেখিয়া বেশ হইল বাতুলী।
দাণ্ডাইয়া চাহে যেন চিত্রের পুত্তলি॥
ক্ষণেক রহিয়া কহে গদগদ ভাষে।
সভাপর্ব্ব সুধারস গায় কাশীদাসে॥

দ্রৌপদীর বেশ দেখিয়া কুন্তীর বিষাদ।

মনে হয় দুঃখ, পূর্ণচন্দ্র মুখ,
কি হেতু মলিন দেখি।
অম্লান অম্বর, দিল যে কিন্নর,
বাকল তাহা উপেক্ষি॥
মাণিক মঞ্জরী, হার শতেশ্বরী,
তোমার হৃদয়ে সাজে।
ছিল অনুরাগ, তাহা কৈলে ত্যাগ,
দিল যে রাক্ষসরাজে॥
যুগল কঙ্কণ, অমূল্য রতন,
করেতে সাজিতেছিল।
কাড়ি নিল কেবা, নাহি দেখি সেবা,
যক্ষপতি যাহা দিল॥
অতুল অঙ্গুরী, দিল যে তাহারি,
অনেক যতন করি।
তেঁই নাহি সাজে, দিলা কোন দ্বিজে,
কি বলিব সে মাধুরী॥
যাক্ পাছে সর্ব্ব, কোন্ ছার দ্রব্য,
তোমার আপদ লৈয়া।
বিরস বদন, সজল নয়ন,
দেখিয়া বিদরে হিয়া॥
হবে মোর ক্ষুধা, তোমার সে সুধা,
বচনে কেবল মধু।
তুলি অধোমুখ, খণ্ড মম দুঃখ,
কহ শুনি প্রাণবধূ॥
হেন লয় চিতে, স্বামিগণ প্রীতে,
কৈলা বধূ হেন বেশ।
দুঃশাসন দোষে, কৌরব বিনাশে,
মুক্ত কৈলা প্রায় কেশ॥
ধন্য তব ক্ষমা, ক্ষিতি নহে সমা,
দ্বন্দ্ব না করিলে ক্রোধে।
নিন্দজীবী তব, সুবল সম্ভব,
তেঁই কৈলা উপরোধে॥
না করহ মান, ভাবি নহে আন,
ধাতা নারে খণ্ডিবারে।
পাল সত্য ধর্ম্ম, কর সাধুকর্ম্ম,
ধর্ম্ম রাখে ধার্ম্মিকেরে॥
তুমি সত্য জিতা, সতী পতিব্রতা,
আমি কি করাব শিক্ষা।
সব স্বামিগণ, যাইতেছে বন,
আমি মাগি এক ভিক্ষা॥

কনিষ্ঠ নন্দন, আমার জীবন,
তুমি জান ভালমতে।
সহজে বালক, বনে মহাদুঃখ,
সবে দেখিবা স্নেহেতে ॥
সুকুমার দেহ, প্রাণাধিক স্নেহ,
আপনি করিবে তুমি।
কুন্তী ইহা বলি, যেমন বাতুলী,
মূর্চ্ছিতা পড়িলা ভূমি ॥
বিচিত্র সঙ্গীত, শ্রবণে অমৃত,
পাণ্ডবের বনবাস।
কাশীদাস কহে, নাহি পাপ রহে,
পুরাণে কহিল ব্যাস

পাণ্ডবের বনপ্রস্থান।

শাশুড়ীর দুঃখ দেখি দ্রৌপদী কাতর।
সচেতন করি কহে যুড়ি দুই কর ॥
উঠ উঠ মহাদেবী না বাড়াও শোক।
কর্ম্ম করি শোচনা না করে জ্ঞানীলোক ॥
আজ্ঞা কর বনে যাব সহ স্বামিগণ
যে আজ্ঞা করিবে তুমি করিব পালন ॥
এত বলি স্বামী সহ চলে বনবাস।
রক্ত অশ্রুজল বহে মুক্ত কেশপাশ ॥
পাছু গোড়াইয়া যায় ভোজের নন্দিনী।
পুত্রগণে দেখি দেবী হৃদে হানে পাণি ॥
হেঁটমুখে দাণ্ডাইল পঞ্চ সহোদর।
চতুর্দ্দিকে হাসে যত কৌরব কোঙর ॥
রোদন করয়ে যত সুহৃদ সুজন।
পঞ্চভাই বিবর্জ্জিত বস্ত্র আভরণ ॥
দেখিয়া পড়িল শোক সাগর অগাধে।
অশ্রুজলে পূর্ণ মুখ কহে গদগদে ॥
সম্প্রতি নিষ্পাপী সত্যাচারী যে উদার।
তার হেন দেখি বিধি এ কোন্ বিচার ॥
ইহা সবাকার কিছু না দেখি অধর্ম্ম।
হেন বুঝি এই পাপ মম গর্ভে জন্ম ॥
অভাগিনী পাপী আমি আজন্ম দুঃখিনী।
মম দোষে এত দুঃখ মনে অনুমানি ॥
তেজে বীর্য্যে বুদ্ধে ধর্ম্মে কেহ নহে ন্যূন।
ত্রিজগৎ বিখ্যাত যে পুত্র সর্ব্বগুণ ॥
হেন বীর্য্যবন্তে বৈরী বেড়ি চারিপাশে।
রাজ্যধন লইয়া পাঠায় বনবাসে ॥
পূর্ব্বে যদি জানিতাম এ সব বারতা।
শতশৃঙ্গ হইতে কি আসিতাম হেথা ॥
বড় ভাগ্যবান পাণ্ডু স্বর্গবাসে গেল।
পুত্রদের এত দুঃখ চক্ষে না দেখিল ॥
সঙ্গে গেল ভাগ্যবতী মদ্রের নন্দিনী:
আমি না গেলাম সঙ্গে অধমা পাপিনী ॥
তাহার সদৃশ তপ আমি না করিনু।
পাপ হেতু কষ্ট আমি ভুঞ্জিতে রহিনু ॥
লোভেতে রহিনু পুত্রগণেরে পালিতে।
তাহার উচিত হৈল এ দুঃখ দেখিতে ॥
হে পুত্র আমারে ছাড়ি না যাহ কাননে।
কৃষ্ণা তুমি আমা ছাড়ি বঞ্চিবে কেমনে ॥
বিধি মোরে বান্ধিল এ দুঃখের নিগড়ে।
সেই হেতু পাপ আয়ু আমারে না ছাড়ে
হায় পাণ্ডু মহারাজ ছাড়িলা আমারে।
অনাথ করিয়া গেলে এ পুত্রগণেরে ॥
ওরে পুত্র সহদেব ফিরি চাহ মোরে।
কিমতে আমার মায়া ছাড়িলা অন্তরে ॥
তিলেক না বাঁচি তোমা না দেখি নয়নে।
কেমনে রহিবে প্রাণ তোমার বিহনে ॥
ভাই সব যদি সত্য না পারে ছাড়িতে।
সবে যাক তুমি রহ আমার সহিতে ॥
হেনমতে কুন্তীদেবী করয়ে রোদন।
প্রবোধিয়া প্রণমিয়া যায় পঞ্চজন ॥
প্রবোধ না মানে কুন্তী যায় গোড়াইয়া।
বিদুর কহেন তাঁরে বহু বুঝাইয়া ॥
ধরিয়া লইয়া গেল আপনার ঘরে।
কুন্তী সহ কান্দে যত নারী অন্তঃপুরে ॥
নগরের লোক যত করয়ে ক্রন্দন।
ঘরে ঘরে কান্দে যত কুলবধূগণ ॥

শুনিয়া হইল ব্যগ্র অন্ধ নৃপমণি।
শীঘ্রগতি বিদুরেরে ডাকাইয়া আনি॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে শুন মন্ত্রী চূড়ামণি।
নগরেতে মহাশব্দ ক্রন্দনের ধ্বনি॥
হেন বুঝি কান্দে সব পাণ্ডব কারণ।
কহ শুনি কিরূপেতে যায় তারা বন॥
ক্ষত্তা বলে যুধিষ্ঠির যায় হেঁটমুখে।
সবিষাদ চিত্তেতে বসনে মুখ ঢাকে॥
দুই বাহু বিস্তারিয়া যায় বৃকোদর।
অশ্রুজলে অর্জ্জুনের বহে জলধার॥
নকুল যাইছে ছাই সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া।
সহদেব যায় মুখে কর আচ্ছাদিয়া॥
দ্রুপদনন্দিনী যায় সবার পশ্চাতে।
মুকুলিত কেশভার কান্দিতে কান্দিতে॥
ধৌম্য পুরোহিত সঙ্গে করে বেদধ্বনি।
বিষাদিত চিত্ত অতি কুশমুষ্টিপাণি॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে কহ ইহার কারণ।
এরূপে পাণ্ডব কেন যাইতেছে বন॥
বিদুর বলেন রাজা কহি দেহ মন।
কপটে সর্ব্বস্ব নিল তব পুত্রগণ॥
এমন করিল কর্ম্ম না হৈল উচিত।
সদা যুধিষ্ঠির তব পুত্রগণে প্রীত॥
কদাচিত ভস্ম যদি হয় নেত্রানলে।
এই হেতু হেঁটমুখে ঢাকিয়া অঞ্চলে॥
ভীম বলে মম সম নাহিক বলিষ্ঠ।
সংসারেতে যত বীর সকলের শ্রেষ্ঠ॥
ইহার উচিত শাস্তি করিব আসিয়া।
এত বলি যায় বীর ভুজ প্রসারিয়া॥
অর্জ্জুনের অশ্রুজল বহে অনিবার।
সেই মত বরষিবে অস্ত্র তীক্ষ্ণধার॥
প্রত্যক্ষেতে ভবিষ্যত সহদেব জানে।
বংশনাশ জানি হস্ত দিয়াছে বদনে॥
এইমত ভস্ম আমি করিব বৈরীরে।
সে হেতু নকুল ভস্ম মাখিল শরীরে॥
যাজ্ঞসেনী দেবী যায় করিয়া রোদন।
এইমত কান্দিবেক শত্রুনারীগণ॥
কুশ হস্তে হৈয়া যায় ধৌম্য তপোধন।
সঙ্কল্প করিবে কুরু শ্রাদ্ধের কারণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

কুরুসভায় নারদ ঋষির আগমন।

হেনকালে উপনীত ব্রহ্মার তনয়।
সভামধ্যে কহেন নারদ মহাশয়॥
আজি হৈতে চতুর্দ্দশ বৎসর সময়।
শ্রীকৃষ্ণ সহায়ে করিবেক কুলক্ষয়॥
সবাই মরিবে দুর্য্যোধন অপরাধে।
নিক্ষত্রা হইবে ক্ষিতি ভীমার্জ্জুন ক্রোধে॥
এত বলি মুনিবর হৈল অন্তর্দ্ধান।
শুনি কর্ণ দুর্য্যোধন হৈল কম্পমান॥
নারদের কথা শুনি হইল অস্থির।
অকূল সমুদ্রে যেন ডুবিল শরীর॥
উপায় না দেখি ইথে কি হইবে গতি।
বিচারি শরণ নিল দ্রোণ মহামতি॥
দ্রোণ বলে পাণ্ডুপুত্র অবধ্য আমার।
দৈব হৈতে জাত পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার॥
পাণ্ডব দেবতা আমি হই যে ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের পূজ্য দেব জানে সর্ব্বজন॥
তথাপি করিব আমি যতেক পারিব।
তোমা সবাকারে আমি ত্যাগ না করিব॥
দুর্জ্জয় পাণ্ডব সব যাইতেছে বন।
চতুর্দ্দশ বৎসরে করিবে আগমন॥
ক্রোধে আসিবেন তারা সবার উপর
নিশ্চয় দেখি যে ঘোর হইবে সমর॥
শরণ পালন হেতু তোমা সবাকার।
নিশ্চয় কহি যে ভদ্র নাহিক আমার॥
যতেক করিলা সব আমার কারণ।
নিকট হইল দেখি আমার মরণ॥
রাজযজ্ঞে ধৃষ্টদ্যুম্ন হয়েছে উৎপত্তি।
আমার মরণ হেতু সে বিখ্যাত ক্ষিতি॥

সেইদিন হৈতে ভয় হৈয়াছে আমায়।
দ্বন্দ্ব হৈলে পাণ্ডবের হইবে সহায়॥
চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে অবশ্য মরণ।
বুঝি যাহে শ্রেয়ঃ হয় শীঘ্র দেহ মন॥
যজ্ঞ দান ব্রত সব করহ ত্বরিত।
ধর্ম্ম বিনা সখা নাহি পরকাল হিত॥
তোমা সবাকার মৃত্যু হৈল সেইকালে।
সভায় যখন কৃষ্ণা ধরিয়া আনিলে॥
পাঞ্চাল-নন্দিনী কৃষ্ণা হন লক্ষ্মী অংশ।
সদা যাঁরে সখারূপে রাখে হৃষীকেশ॥
তাঁরে ক্লেশ কৃষ্ণ না দিবেন কদাচিতে।
না ক্ষমিবে পাণ্ডব দ্রৌপদী প্রবোধিতে॥
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে রক্ষা নাহি আর।
ভীমার্জ্জুন হাতে হবে সবার সংহার॥
সে কারণে তার সহ দ্বন্দ্ব নাহি রুচে।
এখনি করহ প্রীতি যদি প্রাণ বাঁচে॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র বিদুরে কহিল।
মম মনে নাহি লয় বিপদ ঘুচিল॥
এইক্ষণে শীঘ্রগতি করহ গমন।
ফিরায়ে আনহ শীঘ্র পাণ্ডুপুত্রগণ॥
যদি তারা সত্যভঙ্গ করিবারে নারে।
ভাল বেশ করি যাক অরণ্য ভিতরে॥
বস্ত্র আভরণ করি রথ আরোহণে।
সংহতি লইয়া যাক দাস দাসীগণে॥
এত শুনি সঞ্জয় বলিল ততক্ষণ।
সর্ব্ব পৃথ্বী পেলে রাজা কি হেতু শোচন॥
ধৃতরাষ্ট বলে মম চিত্ত নহে স্থির।
বহুমত করি ধৈর্য্য না ধরে শরীর॥
সঞ্জয় বলিল শান্ত এক্ষণে নহিবে।
যখন এ সব রাজা নির্ম্মূল হইবে॥
তখন হইবে শান্ত শুনহ রাজন।
কত শত তোমারে হে বুঝাব এখন॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর কহিল বহুতর।
তবু পাশা করাইলে অনর্থের ঘর॥
হেন বিপর্য্যয় কভু নাহি শুনি কাণে।
কুলবধূ চুলে ধরি সভামধ্যে আনে॥
তখন কি আপনি সভায় নাহি ছিলা।
আপনার বংশ তুমি আপনি নাশিলা॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে কিছু মম সাধ্য নয়।
দৈবে যাহা করে তাহা শান্ত কিসে হয়॥
যখন যেমন হয় বিধি তাহা করে।
কুবুদ্ধি কুপথী করি দুঃখ দেয় তারে॥
সেইমত কুবুদ্ধি আমারে দিল কালে।
আগু পাছু বিচার না করিলাম হেলে॥
অযোনিসম্ভবা জন্ম কমলা অংশেতে।
তারে হেন করিবে কে সজ্ঞান থাকিতে॥
সাধুপুত্র পাণ্ডবেরে দিল বনবাস
এই চারি দুষ্ট হৈতে হৈল সর্ব্বনাশ॥
অশক্ত না হয় বলে পঞ্চ সহোদর।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারে চরাচর॥
ধর্ম্মপাশে বন্দী হৈয়া মোরে বড় মানে।
সে কারণে না মারিল এই দুষ্টগণে॥
ধিক্ ধিক্ দুর্য্যোধনে ধিক্ শকুনিরে।
কপট পাশায় দুঃখ দিল পাণ্ডবেরে॥
না সহিবে পাণ্ডব এ সব অপমান'
পাপে বুঝি বংশ মম হৈল সমাধান॥
কৃষ্ণ তার অনুকূল কিসের আপদ।
ভীমার্জ্জুন মাদ্রীসুত কৈকেয় দ্রুপদ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি শিখণ্ডী আদি করি।
থাকুক অন্যের কাজ ইন্দ্র যারে ডরি॥
এ সব সহিত রণ সম্মুখ সমরে।
কে আছে সহায় মম নিবারিতে তারে॥
অনুক্ষণ অন্ধরাজ ভাবয়ে অন্তরে।
এ শোক সাগরে দুষ্ট ডুবাইল মোরে॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে সর্ব্বজন।
সভাপর্ব্ব সমাপ্ত পাণ্ডব গেল বন॥

ইতি সভাপর্ব্ব সমাপ্ত।

সচিত্র অষ্টাদশপর্ব্ব

মহাভারত

বনপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

পাণ্ডবের বনবাসে প্রজালোকের খেদ ও সূর্য্য-হইতে বরলাভ।

জন্মেজয় বলে কহ শুনি তপোধন।
পূর্ব্ব পিতামহ কথা অদ্ভুত কথন॥
কিরূপে জিনিয়া তাঁরা নিল রাজ্যধন।
বহু ক্রোধ জন্মাইল বলি কুবচন॥
কলহের পথ কুরু করিল সৃজন।
কহ শুনি কি করিল পিতামহগণ॥
ইন্দ্রের বৈভব সুখ সকল ত্যজিয়া।
কিমতে সহিল দুঃখ বনেতে রহিয়া॥
পতিব্রতা মহাদেবী দ্রুপদনন্দিনী।
কিরূপে বঞ্চিলা দুঃখে কহ দেখি শুনি॥
কি আহার কি বিচার দ্বাদশ বৎসর।
কোন্ কোন্ বনে গেল কোন্ গিরিবর॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
কপটে সকল নিল রাজা দুর্য্যোধন॥
ক্ষমাবন্ত দয়াবন্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
হস্তিনা হইতে তিনি হলেন বাহির॥
নগর উত্তর মুখে চলেন পাণ্ডব।
চতুর্দ্দিকে ধাইল রাজ্যের প্রজা সব॥
যেই মত ছিল সেই ধাইল ত্বরিতে।
পাণ্ডবে বেড়িয়া সবে রহে চতুর্ভিতে॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুরের প্রতি।
নানাবিধ তিরস্কার করে নানা জাতি॥
ধৃতরাষ্ট্রে ভয় নাহি করে কেহ আর।
ক্রোধে গালি পাড়ে মুখে আসে যা যাহার॥
পাপিষ্ঠ রাজার রাজ্যে কি ছার বসতি।
সবে মেলি যাব মোরা পাণ্ডব সংহতি॥
যে দেশে শকুনি মন্ত্রী রাজা দুর্য্যোধন।
তথায় বসতি নাহি করে সাধুজন॥
পাপিষ্ঠ হইলে রাজা প্রজা সুখী নয়।
কুলধর্ম্ম পুণ্য যত সব নস্ট হয়॥
মহাক্রোধী অর্থলোভী মানী কদাচারী।
নির্দ্দয় সুহৃদ শক্র মহা অপকারী॥
হেন দুর্য্যোধন মুখ কভু না দেখিব।
চল সবে পাণ্ডবের সহিত যাইব॥
সবিনয়ে ধর্ম্মরাজ প্রতি প্রজাগণ।
কৃতাঞ্জলি হৈয়া করিলেন নিবেদন॥
আমা সবা ছাড়ি কোথা যাইবা রাজন।
তুমি যথা যাবে তথা যাব সর্ব্বজন॥
তোমার সর্ব্বস্ব ছলে জিনিল কৌরব।
আইলাম উদ্বেগে আমরা হেথা সব॥
রাজ্যেতে হইল মহাপাপী অধিকারী।
এ কারণে আমরা হইব বনচারী॥
জল ভূমি বস্ত্র তিল পবন যেমন।
পুষ্প সহবাসে ধরে সুগন্ধ মোহন॥
পাপীর সংসর্গে তেন পাপ বাড়ে নিতি।
পুণ্য বৃদ্ধি হয় পুণ্য জনের সংহতি॥
রাজপাপে প্রজার নাহিক অব্যাহতি।
যাইব তোমার সঙ্গে কি আর বসতি॥

দর্শনেতে পাপ হয় স্পর্শনে শয়নে।
ধর্ম্মাচার নষ্ট হয় এ রাজার সনে॥
যেমত সংসর্গ ফল সেইমত হয়।
তেঁই যে আমারা বনে যাইব নিশ্চয়॥
সমস্ত সদ্‌গুণ করে তোমাতে নিবাস।
তেঁই তব সহিতে থাকিতে করি আশ
প্রজাগণ বচন শুনিয়া যুধিষ্ঠির।
কহিলেন মিষ্টবাক্য কোমল গভীর॥
ভাগ্য করি আপনাকে মানি এতক্ষণ।
সে কারণে এত স্নেহ কর সর্ব্বজন॥
আমি যাহা কহি তাহা অন্য না করিবা
আমার সম্ভ্রম করি সকলে মানিবা॥
পিতামহ ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত।
কুন্তীমাতা ইহাঁরা করেন অশ্রুপাত॥
এই সবাকার শোক কর নিবারণ।
দেশে থাকি সবাকারে করহ পালন॥
যুধিষ্ঠির মুখে শুনি এতেক বচন।
হাহাকার করি নিবর্ত্তিল প্রজাগণ॥
অনগ্নি সাগ্নিক শিষ্যসহ দ্বিজগণ।
পাণ্ডবের সহিত চলিল সর্ব্বজন॥
সশস্ত্র পাণ্ডবগণ রথ আরোহণে।
প্রজাগণে প্রবোধিয়া চলিলেন বনে॥
উত্তর মুখেতে যান জাহ্নবীর তটে।
রম্যস্থান দেখিয়া রহেন মহাবটে॥
দিনকর অস্ত গেল প্রবেশে শর্ব্বরী।
সেই রাত্রি কাটাইল জলস্পর্শ করি॥
চতুর্দ্দিকে দ্বিজগণ অগ্নিহোত্র জ্বালি।
বেদধ্বনি শব্দেতে পুরিল বনস্থলী॥
রজনী প্রভাত হৈল উঠি পঞ্চজন।
ঘোর বনে গমন করিলেন তখন॥
চতুর্দ্দিকে মুনিগণ চলিল সংহতি।
দেখিয়া বলেন তবে ধর্ম্ম নরপতি॥
আমা সনে বহু দুঃখ পাবে দ্বিজগণ।
বিশেষ বনেতে ভয়ঙ্কর পশুগণ॥
হবে যত দুঃখ শুন তোমা সবাকার।
সে পাপে হইবে নষ্ট মম ধর্ম্মাচার॥

দ্বিজগণ বলে কোথা যাইব নৃপতি।
তোমার যে গতি আমা সবার সে গতি॥
আমা সবা পোষণে ত্যজহ ভয় মনে।
স্বকৃত উপায় করি করিব ভক্ষণ॥
যুধিষ্ঠির বলেন সে দেখিব কেমনে।
মম সহ রহি দুঃখ পাবে দ্বিজগণে॥
ধিক্ ধৃতরাষ্ট্র রাজা দুষ্ট পুত্রগণ।
এতবলি অধোমুখে রহেন রাজন॥
শৌনক নামেতে ঋষি বুঝান রাজারে।
সুললিত শাস্ত্র বলি বিবিধ প্রকারে॥
শোকস্থান সহস্র শতেক ভয়স্থান।
তাহাতে মূর্চ্ছিত হয় যেই সে অজ্ঞান॥
পণ্ডিত জনের তাহে নহে মুগ্ধ মন।
তুমি হেন লোক শোক কর কি কারণ॥
অর্থ হেতু উদ্বেগ ত্যজহ নরপতি।
অনর্থের মূল অর্থ কর অবগতি॥
উপার্জ্জনে যত কষ্ট ততেক পালনে।
ব্যয়ে হয় যত দুঃখ ক্ষয়েতে দ্বিগুণে॥
অর্থ যার থাকে তার সদা ভীত মন।
তার বৈরী রাজা অগ্নি চোর বন্ধুজন॥
অর্থ হৈতে মোহ হয় অহঙ্কার পাপ।
অত্যন্ত উদ্বেগ হয় সদা মনস্তাপ॥
এ কারণে অর্থচিন্তা ত্যজহ রাজন।
সর্ব্ব পূর্ণ হৈলে তৃষ্ণা নহে নিবারণ॥
যাবৎ শরীরে প্রাণ তৃষ্ণা নাহি টুটে।
সাধুজন এই তৃষ্ণা জ্ঞান-অস্ত্রে কাটে॥
সন্তোষ সাধুর অস্ত্র তৃষ্ণা নিবারণ।
ইন্দ্র সম অর্থে তুষ্ট নহে জ্ঞানিগণ॥
অনিত্য এ ধন জন অনিত্য সংসার।
ইহার মায়াতে ডুবি ক্লেশমাত্র সার॥
এই সব স্নেহেতে মোহিত যত জন।
অচিন্তিত কোথা দেখিয়াছ হে রাজন॥
ধর্ম্ম করিবারে যদি উপার্জ্জয়ে ধন।
বিচলিত হয় মন ধনের কারণ॥
মহারাজ জান ধন পাপ পঙ্কবত।
পঙ্কেতে নামিলে তনু হয় পঙ্কাবৃত॥

নিশ্চয় হইবে দুঃখ পঙ্ক ধুইবারে
সাধু সেই যেই নাহি যায় পঙ্কোপরে ॥
ধর্ম্মে যদি প্রয়োজন থাকয়ে রাজন।
এ সকল পাপ তৃষ্ণা কর কি কারণ ॥
শৌনক বচন শুনি কহিলা নৃপতি।
মম কিছু তৃষ্ণা নাহি রাজ্যধন প্রতি ॥
বিপ্রের ভরণ হেতু চিন্তা করি মনে।
গৃহাশ্রমে অতিথি না পূজিব কেমনে ॥
যে জন না করে ইহা গৃহস্থ হইয়া।
বৃথা হয় দান যজ্ঞ ধর্ম্ম আদি ক্রিয়া ॥
শৌনক বলিল রাজা চিন্তা দূর কর।
ধর্ম্মের শরণ লও শুন নৃপবর ॥
ইন্দ্র চন্দ্র আদিত্য অপর দিক্‌পালে।
ত্রৈলোক্য জনেরে তাঁরা ধর্ম্মবলে পালে ॥
তুমিহ করহ রাজা তপ আচরণ।
তপোবলে দ্বিজগণে করহ পালন ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির চিন্তিত হৃদয়।
ধৌম্য পুরোহিতে ডাকি কহে সবিনয় ॥
দ্বিজগণ চলিলেন আমার সংহতি।
কেমনে ভরণ হবে কহ মহামতি ॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া কহে ধৌম্য তপোধন।
ত্যজ ভয় কর রাজা সূর্য্যের সেবন ॥
সংসার পালনকর্ত্তা দেব দিবাকর।
সূর্য্যের প্রসাদে কার্য্য হবে নৃপবর ॥
এত বলি দীক্ষা দিয়া ধৌম্য তপোধন।
অষ্টোত্তর শত নাম করান শ্রবণ ॥
যুধিষ্ঠির মহারাজ সেবেন ভাস্কর।
ব্রতী হয়ে নানা পুষ্পে জপেন বিস্তর ॥
অষ্টোত্তর শত নাম পূজেন ভূপতি।
দণ্ডবৎ প্রণমিয়া করে নানা স্তুতি ॥
তুমি প্রভু লোক্‌পাল লোকের পালন।
চতুর্দ্দিকে দীপ দীপ্ত তোমার কিরণ ॥
অমর কিন্নর যক্ষ রাক্ষস মনুষ্যে।
সর্ব্বসিদ্ধ হয় দেব তব কৃপাবশে ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করেন রাজন।
আইলেন তথা মূর্ত্তিমান বিকর্ত্তন ॥
বলিলেন চিন্তা ত্যজ ধর্ম্মের নন্দন।
সিদ্ধ হবে নরপতি যে তোমার মন ॥
ত্রয়োদশ বৎসর যাবত রাজ্যহীনে।
যত চাহ তত হবে মোর বরদানে ॥
ফল মূল অন্নমাত্র যে কিছু আনিবে।
অন্নমাত্র রন্ধনেতে অব্যয় হইবে ॥
যাবৎ দ্রৌপদী দেবী না করে ভক্ষণ।
অক্ষয় রন্ধন গৃহে হবে ততক্ষণ ॥
এতবলি অন্তর্হিত দেব দিবাকর।
হৃষ্ট হয়ে সবাকে বলিল নৃপবর ॥
এমতে পাইলা বর সূর্য্যের সেবনে।
বনে যান ধর্ম্মরাজ সঙ্গে দ্বিজগণে ॥
কাম্যক বনেতে প্রবেশিলেন ভূপতি।
ভ্রাতৃ পুরোহিত পুরলোকের সংহতি ॥
ভারত পর্ব্বের কথা পাপের বিনাশ।
বনপর্ব্ব যত্নেতে রচিল কাশীদাস ॥

ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক বিদুরের অপমান ও যুধিষ্ঠিরের নিকটে গমন।

বনে চলিলেন পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
চিন্তাকুল অন্ধরাজ স্থির নহে মন ॥
মন্ত্রিরাজ বিদুরে আনিল ডাক দিয়া।
জিজ্ঞাসিল ধৃতরাষ্ট্র মধুর ভাষিয়া ॥
বিচারে বিদুর তুমি ভার্গবের প্রায়।
পরম ধর্ম্ম-বুদ্ধি আছয়ে যে তোমায় ॥
কুরুবংশে তোমার বচনে সবে স্থিত।
কহ শুনি বিচারিয়া যাহে মম হিত ॥
অরণ্যে গেলেন পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
যাহে শ্রেষ্ঠ যুক্তি হয় করহ এখন ॥
যেমতে আমার বশ হয় সর্ব্বজন।
যে যে রূপে বিহরে স্বচ্ছন্দে পুত্রগণ ॥
বিদুর বলেন রাজা কর অবধান।
ধর্ম্ম হৈতে বিজয় হইবে সর্ব্বজন ॥
নিবৃত্তিতে পাই ধর্ম্ম ধর্ম্মে সব পাই।
ধর্ম্ম সেবা কর রাজা কোন চিন্তা নাই ॥

তোমারে উচিত রাজা যে ধর্ম্মরক্ষণ
নিজ পুত্র ভ্রাতৃপুত্র করহ পালন ॥
সে ধর্ম্ম ডুবিল রাজা তোমার সভায়
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন শকুনি সহায় ॥
সত্যশীল যুধিষ্ঠিরে কপটে জিনিল।
বিবসনা কুলবধূ সভাতে করিল ॥
তুমিত তখন নাহি করিলে বিচার।
এবে কি উপায় বলি না দেখি যে আর ॥
তবে যদি কর রাজা এক সদুপায়।
সগর্ব্বে সবংশে থাক কহি যে তোমায় ॥
পাণ্ডবের যতেক জিনিলে রাজ্য ধন।
শীঘ্রগতি আনি তারে দেহ এইক্ষণ ॥
দ্রৌপদীরে দুঃশাসন কৈল অপমান।
বিনয় করিয়া চাহ ক্ষমতার স্থান ॥
কর্ণ দুর্য্যোধনে কর পাণ্ডবের প্রীত।
এই কর্ম্ম হয় প্রীত দেখি তব হিত ॥
তুমি করিলে যদি না মানে দুর্য্যোধন।
তবেত তাহারে রাখ করিয়া বন্ধন ॥
পূর্ব্বে যত বলিলাম করিলে অন্যথা।
এখন যে বলি রাজা রাখ এই কথা ॥
জিজ্ঞাসিলে তেঁই এ কহিলাম বিচার।
ইহা বিনা অন্য নাহি উপায় ইহার ॥
বিদুর বচন শুনি ধৃতরাষ্ট্র কয়।
যতেক বলিলা তাহা কিছু ভাল নয় ॥
আপনার মূর্ত্তিভেদ আপন নন্দন।
তারে দুঃখ দিব পর পুত্রের কারণ ॥
এবে জানিলাম তব কুটিল বিচার।
তোমারে বিশ্বাস আর নাহিক আমার ॥
অসতী নারীরে যদি করয়ে পালন।
বহুমতে রাখিলে সে না হয় আপন ॥
পাণ্ডবের হিত তুমি করহ এখন।
যাহ বা থাকহ তুমি যাহা লয় মন ॥
এত শুনি উঠিয়া বিদুর মহামতি।
তথা হইতে চলিল হয়ে দুঃখমতি ॥
মহাতাপ চিত্তে আর না গেল মন্দির।
হস্তিনানগর হৈতে হইল বাহির ॥
যথা বনে আছে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
এক রথে তথাকারে করিল গমন ॥
যুধিষ্ঠির ছিল কাম্য কানন ভিতর।
মৃগচর্ম্ম পরিধান সঙ্গে সহোদর ॥
চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র দ্বিজগণ।
ইন্দ্রেরে বেড়িয়া আছে যেন দেবগণ ॥
কতদূরে বিদুরে দেখিয়া কুরুনাথ
ভ্রাতৃগণে বলে ঐ আইল খুল্লতাত ॥
কি হেতু বিদুর আইল না বুঝি বিচার।
পুনঃ কি বিচার কৈল সুবলকুমার ॥
পুনঃ কিবা পাশা হেতু দিল পাঠাইয়া।
রাজ্য হৈতে আমি কিছু না আসি লইয়া ॥
কেবল আয়ুধ মাত্র আছয়ে আমার।
আয়ুধ জিনিয়া নিতে করেছে বিচার ॥
পঞ্চ ভাই করিছেন বিচার এমত।
হেনকালে উপনীত বিদুরের রথ ॥
যথাযোগ্য পরস্পর করি সম্ভাষণ।
জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির কুশল বচন ॥
আমরা আইলে বনে অন্ধ কি কহিল।
বিদুর বলেন শুন যে কথা হইল ॥
কুরুবংশ হিত হেতু জিজ্ঞাসিল মোরে।
যেইমত সদ্‌যুক্তি দিলাম অন্ধেরে ॥
যতেক কহিনু আমি সবাকার হিত।
অন্ধ রাজা শুনিয়া বুঝিল বিপরীত ॥
রোগীজনে যথা দিব্য পথ্য নাহি রুচে।
যুবা নারী বৃদ্ধ স্বামী যথা নাহি ইচ্ছে ॥
ক্রুদ্ধ হয়ে আমারে বলিল কুবচন।
যাহ বা থাকহ তোমা নাহি প্রয়োজন ॥
সে কারণে তারে ত্যজি আইলাম বন।
তোমা সবাকারে করিতে পালন ॥
ভাল হৈল অন্ধরাজ ত্যজিল আমারে।
তোমা সবা সহ বনে থাকিব বিহারে ॥
তবেত বিদুর বহু কহিল সুনীত।
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই লইয়া ত্বরিত ॥
বনপর্ব্ব কি অপূর্ব্ব রচিত অমৃত।
কাশীদাস কহে সাধু পিয়ে অনুব্রত ॥

ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বিদুরের পুনর্মিলন ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসদেবের হিতোপদেশ।

হস্তিনা ত্যজিয়া ক্ষত্তা গেল বনমাঝ।
শুনিয়া আকুলচিত্ত হৈল অন্ধরাজ॥
নাহি রুচে অন্ন জল অশন শয়ন।
অতিবেগে সভামাঝে করিল গমন॥
যাইতে মূর্চ্ছিত হয়ে ভুমিতে পড়িল।
সঞ্জয় প্রভৃতি তারে ধরিয়া তুলিল॥
চেতন পাইয়া বলে সঞ্জয়ের প্রতি।
কোথা আছে বিদুর ডাকহ শীঘ্রগতি॥
পরম ধার্ম্মিক ভাই মম হিতে রত।
তাহার বিচ্ছেদে আমি আছি মৃতবৎ॥
কুবচন বলিলাম আমি পাপমুখে।
এতক্ষণ প্রাণ সেই রাখে বা না রাখে॥
শীঘ্রগতি যাও বিলম্ব নাহি করহ।
বিদরে হৃদয় মম সত্বর আনহ॥
এত শুনি সঞ্জয় চলিল সেইক্ষণ।
যথা বনে আছে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন॥
যথোচিত পূজা করি সবাকার প্রতি।
বিদুরে চাহিয়া তবে বলয়ে ভারতী॥
শুনহ আমার বাক্য বিদুর সুমতি।
হস্তিনানগরে তুমি চল শীঘ্রগতি॥
শীঘ্র চল এইক্ষণে বিলম্ব না সয়।
তোমা বিনা অন্ধরাজ জীবন সংশয়॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির হয়েন বিস্মিত।
রথে চড়ি দুইজন চলিল ত্বরিত॥
বিদুর আইল পুনঃ শুনিল রাজন।
শিরেতে চুম্বন করি দিলা আলিঙ্গন॥
বলিল পূর্ব্বের দোষ ক্ষমহ আমার।
এত বলি অনেক করিল পুরস্কার॥
বিদুর বলেন রাজা হইলাম ক্ষান্ত।
আপনি আমার গুরু পরম সম্ভ্রান্ত॥
আপনি করিবা ক্ষমা এই আমি চাই।
আজ্ঞা ছাড়া হইতে আমার শক্তি নাই।
যেমন তোমার পুত্র পাণ্ডব তেমন।
কিন্তু এরা দুঃখী মম ইথে পোড়ে মন॥
বিদুর আইল শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
ডাকাইয়া আনাইল কর্ণ দুঃশাসন॥
শকুনি সহিত সবে সভায় বসিল।
কতক্ষণে দুর্য্যোধন বাক্য প্রকাশিল॥
অন্ধ ভূপতির মন্ত্রী পাণ্ডবের হিত।
বিদুর আইল দেখ মন্ত্রণা পণ্ডিত॥
যাবৎ বিদুর না আকর্ষে তাঁর মন।
পাণ্ডবে আনিতে আজ্ঞা না দেন রাজন॥
তাবৎ মন্ত্রণা কর ইহার উপায়।
যেমতে কুন্তীপুত্র আসিতে নাহি পায়॥
পুনঃ যদি হস্তিনায় দেখিব পাণ্ডব।
নিশ্চয় আমার বাক্য কহি শুন সব॥
গরল খাইব কিম্বা প্রবেশিব জলে।
নিতান্ত ত্যজিব প্রাণ অস্ত্রে বা অনলে॥
শকুনি বলিল শুন আমার বচন।
কদাচিত না আসিবে পাণ্ডুপুত্রগণ॥
শুনিয়া বৃদ্ধের বাক্য যদি পুনঃ আসে।
আমরা করিব পুনঃ সেই পণ শেষে॥
কর্ণ বলে মম চিত্তে এই যুক্তি আসে।
দুঃখিত পাণ্ডবগণ আছে বনবাসে॥
জটাচীর তপঃক্লেশ শোকেতে আতুর।
সহায় সম্পদগণ আছে বহুদূর॥
চতুরঙ্গ দলে গিয়া বেড়িব পাণ্ডবে।
এ সময়ে মারিলে সকল কষ্ট যাবে॥
দুর্য্যোধন বলে সাধু মন্ত্রণা তোমার।
করিলে মন্ত্রণা এই সংসারের সার॥
আজ্ঞা দিল নরপতি সাজিতে সবারে।
রথ গজ তুরঙ্গমে চলিল সত্বরে॥
সাজিয়া সকল সৈন্য কৌরব চলিল।
অন্তর্যামী ব্যাসের সে গোচর হইল॥
হস্তিনানগরে মুনি করিল গমন।
পথে দুর্য্যোধন সহ হইল মিলন॥
বাহুড়িয়া চল বলি আজ্ঞা দেন মুনি।
দুর্য্যোধন বাহুড়িল মুনিবাক্য শুনি॥

ধৃতরাষ্ট্র নিকটে গেলেন দ্বৈপায়ন।
যথোচিত পূজা তাঁর করিল রাজন ॥
মুনি বলে ধৃতরাষ্ট্র করিলা কি কর্ম্ম।
ধর্ম্ম অন্ধ হয়ে নষ্ট করিলা স্বধর্ম্ম ॥
মন্দবুদ্ধি তব পুত্র দুষ্ট দুরাচারী।
রাজ্যলোভে হইল সে পাণ্ডবের অরি ॥
পাণ্ডব সহায় যেই জান ভালমতে।
বিধাতার ধাতা হর্ত্তা কর্ত্তা ত্রিজগতে ॥
তাঁহার অপেক্ষা তুমি না করিলে মনে।
বনবাসে পাঠাইয়া দিলে পুত্রগণে ॥
আপনার হিত যদি চাহ রাজা মনে।
পাণ্ডবের নিকট পাঠাও দুর্য্যোধনে ॥
একাকী পাণ্ডব সহ ভ্রমুক কাননে।
মন্দ চিন্তা না করুক না হিংসুক মনে ॥
ইহাতে পাণ্ডব যদি হয় প্রীতমান।
তবে তব শত পুত্র পাইবে কল্যাণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে দেব কহিলা উত্তম।
আমারে না রুচে যত করিল অধম ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর গান্ধারী আদি করি।
কাহার না শুনে বাক্য দুষ্ট দুরাচারী ॥
মুনি বলে নহে ইহা ধর্ম্মের আচার।
এ সব কর্ম্মেতে নাহি আমার বিচার ॥
পুত্র সম স্নেহ রাজা নাহিক সংসারে।
বিশেষ দুর্ব্বল পুত্রে বড় স্নেহ করে ॥
তুমি যেন মম পুত্র পাণ্ডুও তেমন।
যুধিষ্ঠির যেমন তেমন দুর্য্যোধন ॥
পাণ্ডবের বিশেষতঃ বহু স্নেহ হয়।
পিতৃহীন পুত্র দুঃখ পায় অতিশয় ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কথা শুনহ রাজন।
সুরভি গো মাতা আর সহস্রলোচন ॥
সুরভি রোদন করে হইয়া বিকল।
তুষ্ট হৈয়া তারে জিজ্ঞাসিল আখণ্ডল ॥
কহ কি কারণ মাতা করহ রোদন।
দেব নরে কিম্বা নাগে আপদ ঘটন ॥
সুরভি কহিল নাহি আপদ কাহার।
শুন যেই হেতু দুঃখ হইল আমার ॥
দুর্ব্বল আমার পুত্র যুড়ি লাঙ্গুলেতে।
হীনশক্তি বৃদ্ধ বড় না পারে চলিতে ॥
মরিছে কৃষক বড় পুচ্ছমূল মোড়ে।
আর এক বলিষ্ঠ যাইছে উভরড়ে ॥
তার সঙ্গে শক্তি নাই যাইতে ইহার।
কৃষক পাপিষ্ঠ বড় করিছে প্রহার ॥
এ হেতু রোদন আমি করি নিরন্তর।
শুনিয়া উত্তর করিলেন পুরন্দর ॥
এই হেতু দেবী তুমি করহ রোদন।
কিন্তু দেখ স্থানে স্থানে লক্ষ বৃষগণ ॥
বৃষকে কৃষকগণ করিছে প্রহার।
তা সবারে স্নেহ কেন না হয় তোমার ॥
সুরভি বলেন এই অশক্ত দুর্ব্বল।
ইহা দেখি চিত্ত মোর হইল বিকল ॥
এত শুনি দেবরাজ মেঘে আজ্ঞা দিল।
জলবৃষ্টি করি সব পৃথিবী পূরিল ॥
কৃষক ত্যজিয়া কৃষি করিল গমন।
সুরভি বলেন সাধু সহস্রলোচন ॥
এইমত পালন করহ সবাকারে।
বনবাসে হইল দুর্ব্বল কলেবরে ॥
শুন রাজা পূর্ব্বে হেন হয়েছে বিধান।
তবে ধর্ম্ম রহে সব দেখিলে সমান ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে মুনি করি নিবেদন।
মোরে যদি স্নেহ হয় শুন তপোধন ॥
আপনি বুঝাও দুষ্টমতি দুর্য্যোধনে।
ব্যাস বলে আমি না কহিব কদাচনে ॥
এইক্ষণে আসিবে মৈত্রেয় তপোধন।
সকল কহিবে হিত শুনহ রাজন ॥
তব হিত তিনি বুঝাইবেন আপনি।
তাঁরে প্রীত না করিলে শাপ দিবে মুনি ॥
এত বলি চলিলেন ব্যাস নিজালয়।
উপনীত হইল মৈত্রেয় মহাশয় ॥
যথোচিত পূজা তাঁর ধৃতরাষ্ট্র কৈল।
সুস্থ হৈয়া বসিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল ॥
বহু তীর্থ ঋষিবলে করিয়া ভ্রমণ।
কাম্যবনে দেখিলাম পাণ্ডুপুত্রগণ ॥

জটাচীর ভূষিত আহার ফল মূল।
তপস্বীর বেশ অঙ্গে তপস্যা বিপুল॥
শুনিলাম তথায় এ সব সমাচার।
তব পুত্র দুর্য্যোধন কৈল কদাকার॥
এই হেতু শীঘ্র আইলাম হেথাকারে।
কুরুবংশ হেতু কিছু বুঝাব তোমারে॥
ভীষ্ম আর তুমি কুরুবংশের প্রধান।
হেনকর্ম্ম কেন হয় তোমা বিদ্যমান॥
কুরুবংশে সবাকার সুধর্ম্ম সুকৃতি।
হেন বংশে অপযশ করিল দুর্ম্মতি॥
এই হেতু সভা তব না শোভে রাজন।
এত বলি কহে মুনি চাহি দুর্য্যোধন॥
মূর্খ নহে দুর্য্যোধন বড় কুলে জন্ম।
তবে কেন হেনরূপ করিলা অধর্ম্ম॥
পাণ্ডবের হিংসা কর হইয়া অজ্ঞান।
নাহি জান সখা যার পুরুষ প্রধান॥
কহ শুনি কিসে হীন পাণ্ডুপুত্রগণে।
ধনে জনে ধর্ম্মে সবে বিজয়ী ভুবনে॥
অযুত কুঞ্জর বল ধরে ভীমনাথ।
হিড়িম্বক রাক্ষসেরে করিল নিপাত॥
বক নিশাচরে মারিল ভীম কাননে।
ইন্দ্রে পরাজয় কৈল খাণ্ডব দাহনে॥
হেনজন সহ তুমি করিছ বিরস।
মম বাক্যে কর প্রীতি নহে মৃত্যুবশ॥
মুনির এতেক বাক্য শুনি কুরুনাথ।
অভিমানে উরুতে করিল করাঘাত॥
মৌনেতে রহিল ভূমি করি নিরীক্ষণ।
উত্তর না পেয়ে ক্রোধে কহে তপোধন॥
ওরে দুষ্ট মম বাক্য করিলি হেলন।
ইহার উচিত ফল শুনহ রাজন॥
যেইরূপ অভিমানে কৈলি করাঘাত।
এতে গদা মারি ভীম করিবে নিপাত॥
শুনিয়া ব্যাকুল হৈল অন্ধ নরপতি।
মুনির চরণ ধরি করিলা মিনতি॥
আজ্ঞা কর মুনিরাজ না হোক এমন।
সদয় হইয়া তবে বলে তপোধন॥
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে তব পুত্রগণ।
রাজ্য দিয়া ভজে যদি ধর্ম্মের চরণ॥
তবে হেন না হইবে শুনহ রাজন।
না করিলে মম বাক্য নহিবে লঙ্ঘন॥
এত বলি মহামুনি করিল গমন।
তবে ধৃতরাষ্ট্র হৈল মলিন বদন॥
অরণ্য পর্ব্বের কথা শুনিতে অমৃত।
কাশীদাস কহে সাধু পিয়ে অবিরত॥

কাম্যকবনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবদের নানা কথা।

বনে যদি গেল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
দেশে দেশে এ বার্ত্তা পাইল রাজগণ॥
ভোজ বৃষ্ণি অন্ধক প্রভৃতি নৃপগণ।
কৃষ্ণের সহিত গেলা কাম্যক কানন॥
পাঞ্চাল রাজার পুত্র সহ অনুগত।
ধৃষ্টকেতু ধৃষ্টদ্যুম্ন আর বন্ধু যত॥
যুধিষ্ঠিরে বেড়িয়া বসিল চতুর্ভিত।
পাণ্ডবের বেশ দেখি হইলা বিস্মিত॥
আত্মদুঃখ কহিতে লাগিল পঞ্চজন।
হেন কর্ম্ম করিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন॥
সে জন বধের যোগ্য কহে ধর্ম্মনীত।
গোবিন্দ বলেন এই আমার বিহিত॥
ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ কমললোচন।
সবিনয়ে অর্জ্জুন করিল নিবেদন॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি হও সত্যবাদী।
সদয় হৃদয় তুমি বিধাতার বিধি॥
অক্রোধী অলোভী তুমি দানে ক্ষমাবন্ত।
তোমারে এতেক ক্রোধ না পাই তদন্ত॥
নারায়ণ রূপে তুমি হইলা তপস্বী।
করিলা তপস্যা গন্ধমাদনেতে বসি॥
পুষ্কর তীর্থেতে দশ সহস্র বৎসর।
একপদ বাতাহার ঊর্দ্ধ দুই কর॥
তুমিত নির্গুণ কিন্তু গুণেতে পূরিত।
তোমারে যে না ভজে সে জগতে বঞ্চিত॥

এতেক বলিল যদি বীর ধনঞ্জয়।
তাহারে কহেন তবে দেবকীতনয় ॥
তোমায় আমায় কিছু নাহিক অন্তর।
আমি নারায়ণ ঋষি তুমি হও নর ॥
পাণ্ডবে আমায় আর নাহি ভেদলেশ।
সহিতে না পারি আমি পাণ্ডবের ক্লেশ ॥
যে তোমারে দ্বেষ করে সে করে আমারে
তোমারে যে স্নেহ করে সে আমারে করে
তুমি হও আমার হে আমি হে তোমার।
যে জন তোমার পার্থ সে জন আমার ॥
এতেক বলেন কৃষ্ণ কমললোচন।
ভাল ভাল বলিয়া বলিল রাজগণ ॥
হেনকালে উপনীত দ্রুপদ-নন্দিনী।
কৃষ্ণ অগ্রে বলিলেন যোড় করি পাণি ॥
অসিত দেবল মুখে শুনিয়াছি আমি।
নাভিকমলেতে স্রষ্টা সৃজিয়াছ তুমি ॥
আকাশ তোমার শির পাতাল চরণ।
পৃথিবী তোমার কটি অস্থি গিরিগণ ॥
শিব আদি যত যোগী তোমারে ধেয়ায়।
তপস্বী করিয়া তপ সমর্পে তোমায় ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইঙ্গিতে তব হয়।
সবার ঈশ্বর তুমি মুনিগণে কয় ॥
অনাথের নাথ তুমি দুর্ব্বলের বল।
সে কারণে তোমাকেই কহি হে সকল ॥
সুখ দুঃখ কহিতে সবার তুমি স্থান।
মম দুঃখ কহি কিছু কর অবধান ॥
পাণ্ডবের ভার্য্যা আমি দ্রুপদনন্দিনী।
তব প্রিয়সখী আমি অর্জ্জুন-ভামিনী ॥
এই নারী কেশে ধরি লইল সভায়।
কুভাষা যত কহিল কহনে না যায় ॥
স্ত্রীধর্ম্মে ছিলাম আমি এক বস্ত্র পরি।
অনাথার প্রায় বলে নিল কেশে ধরি ॥
বীরবংশ পাঞ্চাল পাণ্ডবগণ জীতে।
দাস্যকর্ম্ম বিধিমতে বলিল করিতে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র ছিল বিদ্যমান।
সবে বসি দেখিল আমার অপমান ॥
ধর্ম্মপত্নী আমি হেন কহে সর্ব্বলোকে।
এই পঞ্চজন সভামধ্যে বসি দেখে ॥
ধিক্ ধিক্ ভীম বীর ধিক্ ধনঞ্জয়।
অকারণে গাণ্ডীব ধনুক কেন বয় ॥
পূর্ব্বেতে এমত আমি শুনেছি বিধানে।
স্ত্রী-কষ্ট না দেখে কভু থাকি বিদ্যমান ॥
হীনবল হইলে ভার্য্যারে রাখে স্বামী।
এ কারণে এ সবারে নিন্দা করি আমি ॥
পুত্ররূপে জন্মে লোক ভার্য্যার উদরে।
সেই হেতু জায়া বলি বলয়ে ভার্য্যারে ॥
ভার্য্যা ভীতা হৈলে লয় স্বামীর শরণ।
শরণ যে লয় তারে করয়ে রক্ষণ ॥
নিলাম শরণ আমি এ পঞ্চজনারে।
কেন এরা রক্ষা না করিল অনাথারে ॥
বন্ধ্যা নহি দেব আমি হই পুত্রবতী।
পুত্রমুখ চাহি না করিল অব্যাহতি ॥
হীনবীর্য্য নহে মোর সব পুত্রগণ।
মহাতেজা তব পুত্র প্রদ্যুম্ন যেমন ॥
তবে কেন দুষ্টের সহিল হেন কর্ম্ম।
কপটে জিনিল মিথ্যা করিয়া অধর্ম্ম ॥
দাসরূপে সভায় বসিয়া সবে দেখে।
মম অপমান করে যত দুষ্টলোকে ॥
ধিক্ ধিক্ মম নাথ পাণ্ডুপুত্রগণ।
এত করি অদ্যাবধি জীয়ে দুর্য্যোধন ॥
বাল্যকাল হৈতে যত করে সেইজন।
অগোচর নহে সব জান নারায়ণ ॥
কপটে বিষের লাড়ু ভীমে খাওয়াইল।
হস্ত পদ বান্ধি গঙ্গাজলে ফেলাইল ॥
জতুগৃহ করিয়া রহিতে দিল স্থান।
ধর্ম্ম হৈতে অগ্নিতে পাইল পরিত্রাণ ॥
রাজ্য ধন লয়ে তবে পাঠাইল বনে।
এতেক সহিল কষ্ট কিসের কারণে ॥
সভায় বসিয়া নাথ দেখে পঞ্চজন।
দুঃশাসন হরে মম পিন্ধন বসন ॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণা কহেন তখনে।
তোমরা আমার নহ জানিনু এক্ষণে ॥

থাকিলে কি হবে নাথ সভার গোচরে।
এতেক দুর্গতি মম ক্ষুদ্রলোকে করে॥
এত বলি কৃষ্ণা তবে কাঁন্দে উচ্চৈঃস্বরে।
বারিধারা নয়নেতে অবিরত ঝরে॥
পুনঃ গদগদ বাক্যে কহয়ে পার্ষতী।
নাহি মোর তাত ভ্রাতা নাহি মোর পতি
তুমি অনাথের নাথ বলে সর্ব্বজনে।
চারি কর্ম্মে আমি নাথ তোমার রক্ষণে॥
সম্বন্ধে গৌরবে স্নেহে আর প্রভুপণে।
দাসীজ্ঞানে আমারে রাখিবে শ্রীচরণে॥
গোবিন্দ বলেন সখি না কর ক্রন্দন।
তোমার ক্রন্দনে মম স্থির নহে মন॥
যখন বিবস্ত্রা তোমা করে দুঃশাসন।
গোবিন্দ বলিয়া তুমি ডাকিলা যখন॥
অগ্রেতে হৈয়াছে মম সেই মহাঘাত।
যাবৎ কপটী দুষ্ট না হয় নিপাত॥
যেইমত কৃষ্ণা তুমি করিছ রোদন।
এইমত কাঁন্দিবে সে সবার স্ত্রীগণ॥
তোমার সাক্ষাতে আমি কহি সত্য করি
না করিলে বৃথা বাসুদেব নাম ধরি॥
আমার বাক্য কভু নাহি হবে আন।
দিন কত কল্যাণি থাকহ সাবধান॥
এতেক শুনিয়া কহিলেক ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণের বচন দেখি কভু মিথ্যা নয়॥
যত কহিলেন কৃষ্ণ হবে সেইমত।
অকারণে কাঁন্দ কেন অজ্ঞানের মত॥
স্বসার ক্রন্দন দেখি ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
সজল নয়নে কহে কম্পিত শরীর॥
এতেক লাঞ্ছনা কেবা ক্ষত্র হয়ে সয়।
নিকটে না ছিনু আমি কুরু ভাগ্যোদয়॥
তবে যুধিষ্ঠির বলে শুন নারায়ণ।
আসিতে বিলম্ব এত কিসের কারণ॥
এতেক শুনিয়া কহিলেন নারায়ণ।
যে হেতু না আইলাম করহ শ্রবণ॥
শাল্ব নামে মহাবল দৈত্যের ঈশ্বর।
সসৈন্যে বেড়িয়াছিল দ্বারকানগর॥
তব রাজসূয় হতে গেলাম যখন।
সবারে পীড়িল দুষ্ট করি মহারণ॥
আমার সহিত যুদ্ধ হৈল বহুতর।
বহু কষ্টে তারে মারিলাম নরেশ্বর॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিল পুনঃ।
কহ শুনি দ্বারকা হিংসিল শাল্ব কেন॥
তোমার সহিত কেন বৈরিতা হইল।
কার হিত কারণ সে দ্বারকা আইল॥
কোন্ মায়া ধরে দুষ্ট কত করে রণ।
বিস্তারিয়া মোরে কহ শ্রীমধুসূদন॥
গোবিন্দ বলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
তব রাজসূয় যজ্ঞ অনর্থ কারণ॥
শিশুপাল আমা হৈতে হইল নিধন।
সেই বৈরীবৃক্ষ বীজ হইল রোপণ॥
শিশুপাল মরণ শুনিয়া দৈত্যেশ্বর।
সসৈন্যে বেড়িল আসি দ্বারকানগর॥
দ্বারকার লোক তার শুনি আগমন।
উগ্রসেন আদি সবে সাজিল তখন॥
দ্বারকা পশিতে যত নৌকাপথ ছিল।
সকল স্থানের নৌকা ডুবাইয়া দিল॥
লোহার কণ্টক সব পোঁতাইল পথে।
ক্রোশেক পর্য্যন্ত বিষ রাখিল জলেতে॥
ধন রত্ন রাখিলেন গর্ত্তের ভিতর।
রক্ষক উদ্ধব উগ্রসেন নরবর॥
আসিতে যাইতে লোক করে নিবারণ।
বিনা চিহ্ন তথায় না চলে কোনজন॥
সৌভপতি আইল সে চতুরঙ্গ দলে।
পৃথিবী কম্পিত হৈল রথ কোলাহলে॥
দ্বারকার চতুর্দ্দিকে রহিল বেড়িয়া।
বহু সৈন্য জলস্থলে রহিল যুড়িয়া॥
দেবালয় শ্মশান পূর্ণিত কৈল স্থল।
এই স্থল নিজ সৈন্য ত্যজিল সকল॥
দেখিয়া দৈত্যের সৈন্য বৃষ্ণিবংশগণ।
বাহির হইল তবে করিবারে রণ॥
চারুদেষ্ণা শাম্ব গদ প্রদ্যুম্ন সারণ।
সসৈন্যে বাহির হৈলা করিবারে রণ॥

ক্ষেমবৃদ্ধি নামেতে শাল্বের সেনাপতি।
সে যুদ্ধ করিল শাম্ব কুমার সংহতি॥
মহাবল শাম্ব জাম্বুবতীর নন্দন।
অস্ত্রবৃষ্টি কৈল যেন জল বরিষণ॥
সহিতে না পারি রণে ভঙ্গ দিয়া গেল।
ক্ষেমবৃদ্ধি ভঙ্গ দেখি সৈন্য পলাইল॥
বেগবান নামে দৈত্য আছিল তাহাতে
আগু হয়ে যুদ্ধ দিল শাম্বের সহিতে॥
শাম্বের হস্তেতে যেই মহাগদা ছিল।
তাহার প্রহারে বেগবান প্রাণ দিল॥
দানব বিবিন্ধ্য নামে আসি গোড়াইল।
নানা অস্ত্রে দুই বীরে মহাযুদ্ধ হৈল॥
মহাবীর চারুদেষ্ণ রুক্মিণী-তনয়।
অগ্নিবাণে সকল করিল অগ্নিময়॥
সেই বাণে ভস্ম হৈল বিবিন্ধ্য অসুর।
যায় ভয়ে সতত কম্পয়ে সুরপুর॥
সেনাপতি পড়িল পলায় সৈন্যগণ।
সৈন্যভঙ্গ দেখি শাল্ব আইল তখন॥
জিনিয়া মেঘের ধ্বনি তাহার গর্জ্জন।
দেখি ভয়যুক্ত হৈল দ্বারকার জন॥
অশ্ব রথ পদাতিক না যায় গণন।
বিষম আয়ুধ ধরে সব সেনাগণ॥
শাম্বে দেখি কম্পিত হইল সব বীর।
বাহির হইল শাল্ব নির্ভয় শরীর॥
নির্ভয় হইল যত দ্বারকার জনে।
আইল মকরধ্বজ রথ আরোহণে॥
অপ্রমিত যুদ্ধ হৈল শাল্বের সংহতি।
অঞ্জন পর্ব্বত তুল্য শাল্ব দৈত্যপতি॥
মর্ম্মভেদী এক অস্ত্র প্রদ্যুম্ন ছাড়িল।
কবচ ভেদিয়া অস্ত্র শাল্বেরে ছেদিল॥
মূর্চ্ছিত হইয়া শাল্ব রথেতে পড়িল।
দেখিয়া যাদবদল চৌদিকে বেড়িল॥
হাহারবে কাঁন্দয়ে যতেক দৈত্যগণ।
কতক্ষণে শাল্ব রাজা পাইল চেতন॥
গর্জ্জিয়া উঠিয়া শাল্ব দিলেক টঙ্কার।
পলায় যাদবদল শব্দ শুনি তার॥
বহু মায়া জানে শাল্ব মায়ার নিধান।
কামদেবে প্রহার করিল তীক্ষ্ণবাণ॥
মোহ হৈল প্রদ্যুম্নের মায়া অস্ত্রঘাতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া কাম পড়িলেক রথে॥
কামদেব মূর্চ্ছা দেখি দারুক সন্ততি।
রথ ফিরাইয়া পলাইল শীঘ্রগতি॥
কতক্ষণে চেতন পাইল মম সুত।
সারথিরে নিন্দা করি বলিল বহুত॥
কি কর্ম্ম করিলা তুমি দারুক-নন্দন।
মম রথ ফিরাইলে কিসের কারণ॥
শাল্বে দেখি তব ভয় হৈল হৃদিমাঝ।
সে কারণে সারথি করিলে হেন কাজ॥
বৃষ্ণিবংশ সমরে বিমুখ কোনুকালে।
কেবা অগ্রসর হয় মম শরজালে॥
সুত বলে ভয় কিছু না হয় আমার।
রথেতে বহুল মূর্চ্ছা হইল তোমার॥
রথী মূর্চ্ছা দেখি রথ ফিরায় সারথি।
না হয় তাহাতে দোষ আছে হেন নীতি॥
বিশেষ গরিষ্ঠ বাক্য শুনিয়া তাহার।
ঈষৎ হাসিয়া কহে রুক্মিণীকুমার॥
আর কভু না করিবা কর্ম্ম হেনমত।
জীবন্ত থাকিতে রথী না ফিরাও রথ॥
বৃষ্ণিবংশে এমন কখন নাহি হয়।
কি বলিবে শুনি জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়॥
গদাগ্রজ কি বলিবে জনক আমার।
তোমা হৈতে বৃষ্ণিবংশে হইল ধিক্কার॥
পাছে পাছে শাল্ব মোরে প্রহারিবে শর
পলাইয়া যাব আমি স্ত্রীগণ ভিতর॥
দেখিয়া হাসিবে সব বৃষ্ণিকুলনারী।
পলাইয়া গেল বলি বহু নিন্দা করি॥
এ কর্ম্ম হইতে মৃত্যু শতগুণে ভাল।
দ্বারকার যে ভার আমায় সমর্পিল॥
রাজসূয় যজ্ঞে গেল আমারে রাখিয়া।
কি বলিবে তাত এবে এ কথা শুনিয়া॥
শীঘ্র বাহুড়াহ রথ দারুকনন্দন।
এইক্ষণে সৌভপুরী করিব নিধন॥

কামের এতেক বাক্য শুনিয়া সারথি।
রণমুখে চালাইল রথ শীঘ্রগতি ॥
শাল্বের যতেক সৈন্য না যায় গণন।
কামের সম্মুখে নাহি রয় কোনজন ॥
ভগ্ন সৈন্য দেখিয়া কুপিল দৈত্যপতি।
নানা অস্ত্র প্রদ্যুম্নে প্রহারে শীঘ্রগতি ॥
পুনঃ পুনঃ মায়াবী প্রহারে নানা শর।
সব শর ছেদ করে কাম ধনুর্দ্ধর ॥
পরে ক্রোধে শম্বরারি নিল দিব্য বাণ।
চন্দ্র সূর্য্য তেজ দেখি যাহে বিদ্যমান ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নি উঠে বাণের মুখেতে
অন্তরীক্ষবাসিগণ পলায় ভয়েতে ॥
অস্ত্র দেখি দেবগণ করে হাহাকার।
শীঘ্র পাঠাইল তথা ব্রহ্মার কুমার ॥
বায়ুবেগে আসিলেন নারদ ঝটিতি।
সবিনয়ে কহিলেন কামদেব প্রতি ॥
সম্বরহ এই অস্ত্র কৃষ্ণের নন্দন।
এই অস্ত্রে রক্ষা নাহি পায় ত্রিভুবন ॥
শাল্ব দৈত্যরাজ যে তোমার বধ্য নয়।
স্বহস্তে মারিবে এরে দেবকীতনয় ॥
এত শুনি হৃষ্ট হৈয়া তূণে অস্ত্র নিল।
এ সব কারণ শাল্ব সকল জানিল ॥
রণ ত্যজি সৌভপুরে উত্তরিল গিয়া।
নিজরাজ্যে গেল তবে দ্বারকা ত্যজিয়া ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

।কৃষ্ণ কর্ত্তৃক শাল্ব দৈত্য বধ।

তব যজ্ঞ সাঙ্গ যবে হৈল নরপতি।
হেথা হৈতে আমি ত গেলাম দ্বারাবতী ॥
দেখিলাম দ্বারকা যে লণ্ডভণ্ড প্রায়।
বেদধ্বনি উচ্চারিল সবে সূক্ষ্মতায় ॥
পুষ্পোদ্যানে তরুগণ লণ্ডভণ্ড দেখি।
জিজ্ঞাসা করিলাম যে সাত্যকিরে ডাকি ॥
সকল কহিল তবে হৃদিকানন্দন।
আদ্যোপান্ত যতেক শাল্বের বিবরণ ॥
শুনিয়া হৃদয়ে তাপ হইল অপার।
ঘরে প্রবেশিতে চিত্ত নহিল আমার ॥
কামদেব কামপাল বাহুক প্রভৃতি।
ডাকিলাম সবারে রাখিতে দ্বারাবতী ॥
হইলাম কিছু সৈন্য লইয়া বাহির।
শাল্ব সহ যুদ্ধে যাই সিন্ধুনদতীর ॥
তথা শুনিলাম শাল্ব আছে সিন্ধুমাঝে।
হইলাম সিন্ধুমাঝে প্রবিষ্ট সে সাজে ॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খশব্দ শুনিয়া আমার।
হাসিয়া ডাকিয়া বলে শাল্ব দুরাচার ॥
তোমাকে দেখিতে গেনু দ্বারকানগরে।
না দেখিয়া তোমারে আইনু নিজ ঘরে ॥
ভাগ্য মোর আপনি আইলা মম পুরে।
পাঠাইব এখনি তোমারে যমঘরে ॥
এত বলি এড়িলেক লক্ষ লক্ষ বাণ।
গদা চক্র শেল শূল অস্ত্র খরশান ॥
আমি সব কাটিলাম চোখ চোখ শরে।
মায়ায় উঠিল শাল্ব আকাশ উপরে ॥
আকাশে উঠিয়া শাল্ব বহু মায়া কৈল।
দিবারাত্রি নাহি জানি অন্ধকার হৈল ॥
কোটি কোটি বাণ যে এড়িল দুষ্টমতি।
না দেখি রথের ঘোড়া না দেখি সারথি ॥
শৈব্য সুগ্রীবাদি অশ্ব হইল অচল।
ডাকিল দারুক মোরে হইয়া বিহ্বল ॥
শরাঘাতে সর্ব্বাঙ্গে বহিছে রক্তধার।
চিন্তান্তর হয় দুঃখ দেখিয়া তাহার ॥
হেনকালে দ্বারকানিবাসী একজন।
সম্মুখে আসিয়া বলে করিয়া ক্রন্দন ॥
কিবা কর বাসুদেব চল শীঘ্রগতি।
ক্ষণমাত্র রহিলে মজিবে দ্বারাবতী ॥
শাল্ব রাজা আসিয়াছে দ্বারকানগরে।
যুদ্ধ করি মারিলেক তোমার বাপেরে ॥
শীঘ্র করি উগ্রসেন দিল পাঠাইয়া।
মজিল দ্বারকাপুর রক্ষা কর গিয়া ॥

এত শুনি চিত্তে বড় হইল বিস্ময় ।
পিতৃশোকে তাপ বড় হইল আমায় ॥
বলভদ্র প্রদ্যুম্ন সাত্যকি আদি করি ।
মহাবীরগণ সব রক্ষা করে পুরী ॥
এ সব থাকিতে বসুদেবেরে মারিল ।
সবাই মরিল হেন সত্য জানা গেল ॥
এ তিন থাকিতে যদি দেবরাজ আসে ।
নাহিক তাঁহার শক্তি দ্বারকা প্রবেশে ॥
মায়াতে সকলি হেন জানিলাম মনে ।
পুনঃ যুদ্ধ আরম্ভ করিল শাল্ব সনে ॥
আচম্বিতে দেখি শাল্ব-সৌভপুরী হৈতে ।
কেশপাশমুক্ত পিতা পড়েন ভূমিতে ॥
চতুর্দ্দিকে দৈত্যগণ করয়ে প্রহার ।
দেখিয়া আমরা সবে করি হাহাকার ॥
দেখিয়া এ সব ক্রিয়া ব্যাকুল হইয়া ।
জ্ঞানচক্ষে চাহিলাম বিস্ময় মানিয়া ॥
শেষে জানা গেল সব অসুরের মায়া ।
না জানি কোথায় শাল্ব আছে লুকাইয়া ॥
তবে কতক্ষণে শব্দ শুনি আচম্বিতে ।
মার মার বলিয়া ডাকয়ে পূর্ব্বভিতে ॥
শব্দ অনুসারে এড়িলাম শব্দভেদী ।
যতেক মায়াবী দৈত্য ফেলিলাম ছেদি ॥
খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল সিন্ধুজলে ।
কুম্ভীর মকর দৈত্য ধরি সব গিলে ॥
নিঃশব্দ হইল সব পড়িল দানব ।
আর কতক্ষণে শুনি দশদিকে রব ॥
করিলাম যে গান্ধর্ব্ব অস্ত্র নিক্ষেপণ ।
মায়া দূর হৈল শাল্ব দিল দরশন ॥
সৈন্য হত দেখিয়া দৈত্যের অধিপতি ।
সে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গেল শীঘ্রগতি ॥
তথা হৈতে বহু সৈন্য লইয়া আইল
অন্ধকার করি দৈত্য গিরি বরষিল ॥
অনেক প্রকারে তাহা নারি নিবারিতে
দেখিয়া বিস্ময় হৈল আমার মনেতে ॥
ডুবিল আমার রথ পর্ব্বত চাপনে
হাহাকার আকাশে করয়ে দেবগণে ॥
আমায় না দেখিয়া ব্যাকুল দেবগণ ।
আর যত মিত্রগণ করয়ে রোদন ॥
বজ্রের প্রসাদে পুনঃ পাই পরিত্রাণ ।
সেই অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড হইল পাষাণ ॥
পর্ব্বত কাটিয়া আমি হলেম বাহির ।
জলদপটল হৈতে যেমন মিহির ॥
পুনঃ শাল্ব নানা অস্ত্র করে বরিষণ ।
যোড়হাতে দারুক করিল নিবেদন ॥
মায়ার পুত্তলি এই অসুর দুরন্ত ।
সুদর্শন এড়িয়া অসুরে করে অন্ত ॥
সৌভপুরী শাল্বের থাকিবে যতক্ষণ ।
ততক্ষণ নহিবেক শাল্বের নিধন ॥
সুদর্শন এড়িয়া কাটহ সৌভপুর ।
তবেত নিধন হবে মায়াবী অসুর ॥
এ কথা শুনিয়া ত্যাগ করিলাম চক্র ।
দেখি দৈত্য হয় ব্যস্ত সচকিত শক্র ॥
আকাশে উঠিল চক্র সূর্য্যের সমান ।
সৌভপুরী কাটিয়া করিলা খান খান ॥
পুনরপি সুদর্শন বাহুড়ি আইল
শাল্বেরে কাটিতে পুনঃ অনুজ্ঞা হইল ॥
গর্জ্জিয়া উঠিল চক্র গগনমণ্ডলে ।
প্রলয়ের কালে যেন শত সূর্য্য জ্বলে ॥
দেখি সুরাসুর সব হইল অজ্ঞান ।
শাল্ব দৈত্যে কাটিয়া করিল খান খান ॥
আর যত শেষ দৈত্য গেল পলাইয়া ।
পুনরপি আইলাম স্বসৈন্য লইয়া ॥
এই হেতু আসিতে না পারিনু তখন ।
আপনার মৃত্যুপথ কৈল দুর্য্যোধন ॥
তুমি সত্যবাদী সত্য করিবা পালন ।
সেই বলে দুর্য্যোধন ত্যজিবে জীবন ॥
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে হইবে সংহার
ইন্দ্র আদি সখা হৈলে রক্ষা নাহি তার ॥
শুন ধর্ম্ম মহীপাল আমার বচন ।
গ্রহদোষ হৈতে দুঃখ পায় সাধুজন ॥
অবনীতে ছিল পূর্ব্বে শ্রীবৎস নৃপতি ।
শনিকোপে দুঃখ তিনি পাইলেন অতি ॥

চিন্তাদেবী তাঁর ভার্য্যা লক্ষ্মী অংশে জন্ম
পৃথিবীতে খ্যাত আছে তাঁহার যে কর্ম্ম ॥
দ্রৌপদীর কিবা দুঃখ শুন নরবর।
ইহা হৈতে চিন্তা দুঃখ পাইল বিস্তর ॥
দৈবেতে এ সব হয় শুন মহীপাল।
আপন অর্জ্জিত কর্ম্ম ভুঞ্জে চিরকাল ॥
এবে দুঃখ পাও রাজা দৈবের বিপাকে।
ঈশ্বরেরে নিন্দ নাহি নিন্দ আপনাকে ॥
মূল কর্ম্ম ফলাফল ভোগায় তাহাতে।
কর্ম্ম অনুসারে জীব ব্যস্ত হয় যাতে ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা অতি মনোহর।
কহিলেন যুধিষ্ঠির যোড় করি কর ॥
কহ প্রভু শ্রীবৎস নৃপতি কোন্‌জন।
কোথায় নিবাস তাঁর কাহার নন্দন ॥
চিন্তাদেবী কার কন্যা কহ নারায়ণ।
কিরূপে পাইল দুঃখ কহ বিবরণ ॥
কহ কহ জগন্নাথ কি শুনি আনন্দ।
মুখপদ্ম হৈতে ক্ষরে বাক্য মকরন্দ ॥
বনপর্ব্ব ব্যাস ঋষি করিল প্রকাশ।
ভাষায় রচিল তাহা কাশীরাম দাস ॥

শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান ৷

শ্রীকৃষ্ণ বলেন রাজা করহ শ্রবণ।
শ্রীবৎস রাজার কথা অপূর্ব্ব কথন ॥
চিত্ররথ পূর্ব্বে ছিল পৃথিবীর পতি।
তৎপরে শ্রীবৎস হয় তাঁর সন্ততি ॥
একছত্রে ধরণী শাসিল নরপতি।
রতিপতি সম রূপে বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥
সসাগরা পৃথিবী শাসিল বাহুবলে।
সকল করিল রাজা নিজ করতলে ॥
রাজসূয় অশ্বমেধ করে শত শত।
দানেতে দরিদ্রগণে তোষে অবিরত ॥
অপ্রমিত গুণ তাঁর বর্ণনে না যায়।
ধার্ম্মিক তাঁহার তুল্য না দেখি কোথায়

যে যাহা প্রার্থনা করে তাহা দেয় তারে।
দেহ রক্ষা হেতু প্রাণ নাহি দেন কারে ॥
চিত্রসেন রাজকন্যা তাঁহার মহিষী।
চিন্তা নামে পতিব্রতা পরমা রূপসী ॥
শত শত চান্দ্রায়ণ কত মহাদান।
করিয়াছে কেবা হেন চিন্তার সমান ॥
রাজা রাণী ধর্ম্ম কর্ম্ম যা করে যখন।
ঈশ্বরে অর্পেণ সব হৈয়া শুদ্ধ মন ॥
একগুণ দান করে শতগুণ পায়।
এইরূপে শ্রীবৎসের কত কাল যায় ॥
শুন হে অপূর্ব্ব কথা ধর্ম্মের নন্দন।
তৎপরে হইল দেখ দৈবের ঘটন ॥
একদিন লক্ষ্মী আর শনি মহাশয়।
উভয়েতে বাগ্‌যুদ্ধ হৈল অতিশয় ॥
লক্ষ্মী কহে আমি শ্রেষ্ঠা সকল সংসারে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যে মম অধিকারে ॥
কেমনে বলিলা শনি তুমি শ্রেষ্ঠজন।
ত্রিভুবন মধ্যে তোমা কে করে অর্চ্চন ॥
এইরূপে দুইজনে হল অকৌশল।
পণ করি দুইজনে আইল ভূতল ॥
লক্ষ্মী কহে শ্রীবৎস নৃপতি বিচক্ষণ।
ইহার মধ্যস্থ তবে হউক সে জন ॥
সূর্য্যপুত্র সিন্ধুকন্যা উভয়ে ত্বরিত।
রাজার পুরেতে আসি হৈল উপনীত ॥
শ্রীবৎস নৃপতি যান স্নান করিবারে।
দুইজন উপনীত দেখিলেন দ্বারে ॥
দেখি ব্যস্ত ভূপতি দাণ্ডায় যোড়করে।
প্রণাম করিয়া কহিলেন মৃদুস্বরে ॥
কি কারণে আগমন হয়েছে এ স্থানে।
শনি কহে কার্য্য আছে তব সন্নিধানে ॥
আমা এ দুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌জন।
বিচারিয়া কহ রাজা তুমি বিচক্ষণ ॥
শুনিয়া কহিল রাজা বিনয় বচনে।
মীমাংসা করিব কল্য যাহা লয় মনে ॥
এই বাক্য কহি দোঁহে করিল বিদায়।
স্নান করি নিজালয়ে আসি নররায় ॥

রাণীরে কহিল রাজা এই বিবরণ
শুনিয়া হইল রাণী বিষণ্ণবদন ॥
অমরে অমরে দ্বন্দ্ব করিল দুজনে।
মনুষ্য মধ্যস্থ মানি আসে কি কারণে ॥
ভালত লক্ষণ রাজা নহে এ সকল।
না জানি কি হয় বুঝি মম কর্ম্মফল ॥
রাজা বলে চিন্তাদেবী চিন্তা কর মিছা।
হইবে যখন যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা ॥
কাল বলবান দেবি জানিহ নিশ্চয়।
কালপ্রাপ্ত হইলে নরের মৃত্যু হয় ॥
এমত চিন্তায় গত দিবস শর্ব্বরী।
কাশীরাম কহে সাধু শুনে কর্ণভরি ॥

শ্রীবৎস রাজার নিকট শনি ও লক্ষ্মীর আগমন।

প্রভাতে উঠিয়া রাজা, লইয়া সকল প্রজা,
মন্ত্রণা করেন এই সার।
বচন নাহিক কবে, অথচ বিচার হবে,
এতে ভার ইষ্ট দেবতার ॥
এত বলি অনুচরে, আজ্ঞা দিল নরবরে,
আন দুই দিব্য সিংহাসন।
এক স্বর্ণে বিনির্ম্মিত,এক রৌপ্যে বিরচিত,
দুই পার্শ্বে দুয়ের স্থাপন ॥
আসনের নানা সাজ, সাজাইয়া মহারাজ,
আপনি বসিল মধ্যস্থলে।
কমলা শনির সাথে, আসি বৈকুণ্ঠ হতে,
বসিলেন আসন বিমলে ॥
সম্মুখে দাণ্ডায়ে রাজা,বিধিমতে করে পূজা,
প্রকাশিয়া মহতী ভকতি।
কৃতাঞ্জলি প্রণিপাতে,দাণ্ডাইয়া যোড়হাতে
করিলেন বহুবিধ স্তুতি ॥
হইয়া আহ্লাদযুতা, বসিল জলধিসুতা,
স্বর্ণছত্র সিংহাসনোপরে।
বামে শনি মহাশয়, আসন রজতময়,
রবি শশী যেন তমঃ হরে ॥

বসিলেন তিনজনে, নানা কথা আলাপনে,
রাজার পীযূষ বাক্য শুনি।
সংসার সাগরে সেতু, জীব তরাবার হেতু,
রচিলেন ব্যাস মহামুনি ॥
কাশীরাম দাস কয়, তরিবারে ভবভয়,
না হইবে জঠর যন্ত্রণা।
কৃষ্ণ নাম কর সার, জন্ম না হইবে আর,
এই মম বচন রচনা ॥

শ্রীবৎসের প্রতি শনির কোপ ও রাজারাণীর বনে গমন।

দুই সিংহাসনেতে বসিয়া দুই জন।
কথায় কথায় জিজ্ঞাসিল সেইক্ষণ ॥
কহ রাজা এ দুয়ের শ্রেষ্ঠ কোন্‌জন।
শুনিয়া হাসিয়া রাজা বলিল বচন ॥
আসন ছত্রেতে বিধি বুঝে লহ মনে।
বামে বসে সাধারণ প্রধান দক্ষিণে ॥
শুনি শনি হইলেন কোপান্বিত মন।
ম্লানমুখ হয়ে শনি করিল গমন ॥
লক্ষ্মী কহিলেন তুষ্ট করিলে আমায়।
অচলা হইয়া রব তোমার আলয় ॥
আশীর্ব্বাদ করি দেবী করিলা গমন।
বিষণ্ণ হইয়া রাজা ভাবে মনে মন ॥
এরূপে শ্রীবৎস রাজা বঞ্চে কত দিন।
ছিদ্র অন্বেষণে শনি ভ্রমে অনুদিন ॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
দৈবেতে কুগ্রহ ঘটে শ্রীবৎস রাজার ॥
স্নান করি সিংহাসনে বসে নরপতি।
হেনকালে শুন রাজা দৈবের দুর্গতি ॥
তথা এক কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুর আসিয়া।
সেই জল অকস্মাৎ খাইল চাটিয়া ॥
এই ছিদ্র দেখি শনি প্রবিষ্ট হইল।
ক্রমে ক্রমে বুদ্ধিহ্রাস করিতে লাগিল ॥
বিষম শনির কোপ বাড়ে অনুদিন।
ক্রমে ক্রমে বিত্তবাদি সব হৈল ক্ষীণ ॥

অকস্মাৎ পড়ে গৃহমন্দির প্রাচীর
শল শত মঞ্চ ভগ্ন সুন্দর মন্দির ॥
অকস্মাৎ কোন স্থানে অগ্নিদাহ হয়।
দিবস রজনী প্রায় সব ধূমময় ॥
বিনামেঘে রক্তবৃষ্টি হয় চতুর্দ্দিকে।
অকস্মাৎ উল্কাপাত কালপেঁচা ডাকে ॥
দিবসে প্রকাশে সব নক্ষত্রমণ্ডল।
ধূমকেতু খসি পড়ে অতি অমঙ্গল ॥
শনি কোপানলেতে পড়িল নরবর।
রাজ্য রক্ষা নাহি হয় উৎপাত বিস্তর ॥
গজ বাজী পদাতি মরিল লক্ষ লক্ষ।
গাভী বৎস পশু পক্ষী নাহি পায় ভক্ষ্য ॥
অকস্মাৎ রথধ্বজ ভাঙ্গিতে লাগিল।
দাবানল আসি যেন অরণ্য দহিল ॥
শ্রীবৎসের রাজ্যে শনি ঘটান প্রমাদ।
যুবক যুবতী হয় হরিষে বিষাদ ॥
বিপদ সাগরে পড়ি শ্রীবৎস নৃপতি।
রোদন করিয়া ভ্রমিলেক মহামতি ॥
রাজার নিকটে আসি যত প্রজাগণ।
এই দুঃখে দুঃখী হয়ে করয়ে রোদন ॥
কোথা বা যাইব আর কোথা বা রহিব।
অনাহারে মহাকষ্টে কেমনে বাঁচিব ॥
তিন দিবারাত্রি রাজা নগর ভ্রমিয়া।
ঘরে ঘরে দেখিলেন সকলে চাহিয়া ॥
ভয়েতে কাতর রাজা না বাঁচেন প্রাণে।
বিলাপ করিয়া রাণী পড়িল অজ্ঞানে ॥
রাজা বলে কান্দ কেন পাগলের প্রায়।
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু সকলেরি হয় ॥
স্বকীয় কর্ম্মের ভোগ হয় যে আমার।
এতে প্রিয়ে কেন বা রোদন কর আর ॥
সসাগরা পৃথিবীর পতি যেই জন।
তাহার এমন দশা দৈবের ঘটন ॥
দৈবে যাহা করে তাহা কে করে অন্যথা।
ঈশ্বরের ইচ্ছা হেন খেদ কর বৃথা ॥
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর।
আমি কি করিব চিন্তা করিবেন ঈশ্বর ॥

এইরূপ বিবেচনা করিয়া নৃপতি।
ত্রিপক্ষের পর তাঁর স্থির হৈল মতি ॥
শনি দুঃখ দিবেন আমারে এইমতে।
উপায় ইহার এই ভাবি জগন্নাথে ॥
চিন্তাদেবী কর তুমি কিঞ্চিৎ সঞ্চয়।
হীরা মুক্তা মণি স্বর্ণ যাহা মনে লয় ॥
প্রবাল প্রস্তর আর আছে যত যত।
বহুমূল্য অল্পভার এমত রজত ॥
সঞ্চয় করিয়া লও বিচিত্র বসন।
অন্য বস্ত্র দিয়া সব কর আচ্ছাদন ॥
শুনি রাণী কাঁথা এক করিল তখন।
কাঁথার ভিতরে রাখে বহুমূল্য ধন ॥
রাজা বলিলেন শুন আমার বচন।
শনিদোষে মজিল সকল রাজ্যধন ॥
কেবল আছয়ে মাত্র জীবন দোঁহার।
এ সময় উপায় নাহিক দেখি আর ॥
পিত্রালয়ে যাও তুমি রাখিতে জীবন।
যথা তথা আমি কাল করিব ক্ষেপণ ॥
শনিত্যাগ হয় যদি কখন আমার।
তব সহ মিলন হইবে পুনর্ব্বার ॥
এত শুনি চিন্তাদেবী লাগিল কহিতে।
না যাব বাপের বাড়ী রহিব সহিতে ॥
পিতৃগৃহে যাইবার সময় এ নয়।
হাসিবেক শত্রুগণ সে দুঃখ না সয় ॥
দুঃখের সময় তব থাকিব সংহতি।
যা হবে তোমার গতি আমার সে গতি
তব সঙ্গে থাকিয়া সেবিব তব পদ।
আমি সঙ্গে না থাকিলে ঘটিবে আপদ
গৃহিণী থাকিলে সঙ্গে গৃহস্থ বলায়।
উভয়ে যে স্থানে থাকে তথা সুখ পায়
শনির দোষেতে তুমি আমারে ছাড়িবে
চিন্তারে সমর্পি চিন্তা দুঃখত পাইবে ॥
শুনিয়া রাণীর কথা নৃপতি দুঃখিত।
আশ্বাস করিয়া এই করিল নিশ্চিত ॥
অর্দ্ধরাত্র সময়ে উঠিয়া নরপতি।
রাণীকে করিয়া সঙ্গে যান শীঘ্রগতি ॥

এইকালে লক্ষ্মীদেবী আসিয়া তথায়।
সদয় হইয়া এই বলিলা রাজায় ॥
যথায় থাকিবে তথা করিব গমন।
কায়ার সহিত ছায়া মিলন যেমন ॥
কিছুকাল দুঃখ তুমি গ্রহেতে পাইবে
পুনর্ব্বার নিজ রাজ্যে ঈশ্বর হইবে ॥
এক্ষণে বিদায় রাজা হইলাম আমি।
শুভক্ষণে বনপথে হও অগ্রগামী ॥
অতিশয় ঘোর রাত্রে যান নররায়।
রমণী সহিত কাঁথা করিয়া মাথায় ॥
গৃহের বাহিরে কভু না যায় যে জন।
সেই চিন্তা পদব্রজে করিল গমন ॥
কণ্টক অঙ্কুর যত ফুটে তাঁর পায়।
অতিক্লেশে পতিসহ দ্রুতগতি যায় ॥
গভীর নির্জ্জন বনে প্রবেশ করিল।
তার মধ্যে মায়ানদী দেখিতে পাইল ॥
অকূল সমুদ্র প্রায় নাহি পারাবার।
ভূপতি করেন চিন্তা কিসে হব পার ॥
নদীর কূলেতে বসি কাঁন্দে দুইজন।
হায় বিধি মম ভাগ্যে এই কি লিখন ॥
কর্ণধাররূপে শনি আসিয়া তখন।
ভগ্ন নৌকা লয়ে ঘাটে দিল দরশন ॥
মন্দ মন্দ বাহে তরি চলে বা না চলে।
নৌকা দেখি নরপতি কাণ্ডারীরে বলে ॥
ত্বরা করি পার করি দাও হে কাণ্ডারী।
বিলম্ব না সহে দুঃখ সহিতে না পারি ॥
নাবিক আসিয়া কহে তুমি কোন্‌জন।
রমণী সহিত রাত্রে কোথায় গমন ॥
কার নারী হরণ করিয়া লৈয়া যাও।
পরিচয় দেহ অগ্রে কূলেতে দাঁড়াও ॥
রাজা বলে শুনিয়াছ শ্রীবৎস নৃপতি।
সেই আমি এই মম নারী চিন্তা সতী ॥
আমার কুদিন হয় দৈবের ঘটনে।
নারী সঙ্গে করি তাই আসিয়াছি বনে ॥
শুনি শনি কহিলেন বুঝেছি বিস্তার।
যে তাল বেতাল সিদ্ধ আছিল তোমার ॥
তারা সবে কোথা গেল বিপত্তি সময়।
কোথা গেল মন্ত্রিবর্গ কহ মহাশয় ॥
রাজা বলে ভাই বন্ধু যত পরিবার।
বিপত্তি সময়ে সঙ্গী নহে কেহ কার ॥
অসার সংসার এই মায়ামদে মজে।
সকল করয়ে নষ্ট ধর্ম্মপথ ত্যজে ॥
আমার আমার বলে কেহ কার নয়।
কস্য মাতা কস্য পিতা শাস্ত্রে হেন কয় ॥
আপনার রক্ষা হেতু যদি রাখে ধর্ম্ম।
আপনার নাশ হেতু করয়ে কুকর্ম্ম ॥
আমার সর্ব্বদা হয় ধর্ম্মেতে বাসনা।
কায়মনোবাক্যে এই করি হে কামনা ॥
শুনি শনি হাসি কহিলেন পুনর্ব্বার।
অতি জীর্ণতর নৌকা দেখহ আমার ॥
দুইজন হলে যেতে পারে পর পারে।
তিনজন ভগ্নতরী পারে কি না পারে ॥
আপনি সুবুদ্ধি বট দেখ বিদ্যমান।
বিবেচনা করিয়া করহ অনুমান ॥
কান্তারে লইয়া আগে পার হও তুমি।
কান্তা যদি লহ তবে কাঁথা রাখ ভূমি ॥
শুনিয়া নাবিক-বাক্য করেন বিচার।
কাঁথা পার করি অগ্রে শেষে হব পার ॥
রাজা রাণী দুইজনে ধরিয়া কাঁথায়।
যতনে তুলিয়া দেন শনির নৌকায় ॥
কাঁথা লয়ে সূর্য্যপুত্র বাহিয়া চলিল।
দেখিতে দেখিতে মায়ানদী শুকাইল ॥
শ্রীবৎস নৃপতি খেদে করে হায় হায়।
যে সকল দেখিলাম ভোজবাজি প্রায় ॥
বুঝিলাম এ সকল শনির চাতুরী।
মায়া করি সর্ব্বধন করিলেক চুরি ॥
দেখিলে সাক্ষাতে রাণী বঞ্চনা শনির।
চঞ্চল হৃদয় তার নাহি হয় স্থির ॥
চিন্তিয়া কহেন রাজা করিব গমন।
উঠিতে নাহিক শক্তি না চলে চরণ ॥
বহুকষ্টে গমন করিয়া দুইজন।
প্রবেশ করেন গিয়া চিত্রধ্বজ বন ॥

হেনকালে সেইস্থানে হইল প্রভাত।
পূর্ব্বদিকে উদয় হইল দিননাথ ॥
ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত দোঁহে কাতর হৃদয়।
রম্যস্থান দেখি রাণী নৃপতিরে কয় ॥
চলিতে না পারি নাথ করি নিবেদন।
বিশ্রাম করহ এই স্থানে এইক্ষণ ॥
দিব্য জল স্থলে নানা পুষ্প বিকসিত।
এই স্থানে স্নান কর আছত ক্ষুধিত ॥
রমণী কাতরা দেখি ব্যথিত অন্তর।
বন হৈতে ফল পুষ্প আনয়ে সত্বর ॥
উভয়ে করিয়া স্নান ইষ্টপূজা করি।
কুড়াইয়া আনিলেক সুপক্ক বদরী ॥
উভয়ে খাইলা জল শ্রান্তি হৈল দূর।
গমন করিতে শক্তি হইল প্রচুর ॥
নানাস্থান এড়াইল পর্ব্বত কানন।
নদ নদী কত শত বন পর্য্যটন ॥
শত শত পশু দেখে বনের ভিতর।
বিকট দশন দেখে অতি ভয়ঙ্কর ॥
ভূচর খেচর কত কে করে গণন।
দেখিয়া চিন্তিত রাজা অতি ঘোর বন ॥
মনে মনে বলে রক্ষা কর লক্ষ্মীপতি।
সংসারের সার তুমি অগতির গতি ॥
দয়া করি দীননাথ করুণানিদান।
সমূহ সঙ্কটে প্রভু কর পরিত্রাণ ॥
এইরূপ করি রাজা স্মরে চক্রপাণি।
অকস্মাৎ তথা এই হৈল দৈববাণী ॥
যতদিন নৃপ তুমি থাকিবে কাননে।
থাকিব তোমার সঙ্গে রক্ষার কারণে ॥
শুনিয়া আনন্দ বড় হইল রাজার।
বনমধ্যে ভ্রমে সদা নির্ভয় আকার ॥
একদিন বনমধ্যে করে দরশন।
মৎস্যঘাতী ধীবর আসিছে কতজন ॥
ধীবর দেখিয়া মৎস্য করেন যাচন।
কিছু মৎস্য দেহ আজি করিব ভক্ষণ ॥
জেলে বলে কুক্ষণে লয়েছি জাল করে।
কিছুই না পাইলাম ফিরে যাই ঘরে ॥

রাজা বলে শুন সবে আমার বচন।
পুনর্ব্বার ফেল জাল পাইবে এখন ॥
তাল বেতালেরে স্মরণ করে শ্রীবৎস।
সকলে ফেলিয়া জাল পায় বহু মৎস্য ॥
চতুর ধীবর জাল করিয়া বিস্তার।
পুনর্ব্বার ফেলে জাল করিয়া স্বীকার ॥
পাইয়া অনেক মীন কৈবর্ত্তের গণ।
জানিল সাধক বটে এই দুইজন ॥
সাদরে শকুল মৎস্য দিল নৃপতিরে।
মৎস্য পেয়ে নৃপবর কহিল রাণীরে ॥
ক্ষুধার্ত্ত হয়েছি রাণী কাতর জীবন।
মৎস্য পোড়াইয়া দেহ করিব ভোজন ॥
শুনিয়া কহেন রাণী যে আজ্ঞা তোমার।
মীন পোড়া খেলে হয় শনি-প্রতিকার ॥
ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির করহ শ্রবণ।
মায়া করি শনি মৎস্য করিল হরণ ॥
মীন দগ্ধ করি চিন্তা চিন্তিলেন মনে।
মৎস্য পোড়া রাজহস্তে দিব বা কেমনে ॥
ক্ষীর ছানা নবনীত করে যে ভোজন।
বনে আসি মীন দগ্ধ খাবে সেই জন ॥
কিরূপেতে এই ছাই খেতে দিব তাঁরে।
শতেক ব্যঞ্জন হয় যাঁহার আহারে ॥
এতেক চিন্তিয়া চিন্তা মীন লয়ে করে।
ধুইয়া আনিব বলে গেল সরোবরে ॥
জলেতে ধুইতে পোড়া মৎস্য পলাইল।
ইহা দেখি চিন্তাদেবী কাঁন্দিতে লাগিল ॥
হাহাকার করি রাণী কান্দে বিনাইয়া।
কি বলিবে মহারাজ এ কথা শুনিয়া ॥
কে দেখেছে কে শুনেছে পোড়ামৎস্য বাঁচে
কি হইবে মম ভাগ্যে না জানি কি আছে
শুনিয়া বিশ্বাস নাহি করিবে ভূপতি।
একেত ক্ষুধার্ত্ত রাজা হবে ক্রুদ্ধ মতি ॥
বলিবেক তুমি মৎস্য করেছ ভক্ষণ।
পলাইল বলিয়া করহ প্রতারণ ॥
এত ভাবি চিন্তাদেবী কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে
সকল বৃত্তান্ত কহে রাজার সাক্ষাতে ॥

শুনিয়া হাসিয়া রাজা রাণীকে কহিল
এ বড় আশ্চর্য্য কথা শুনিতে হইল॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

শ্রীবৎসের প্রতি শনির প্রত্যাদেশ।

অন্তরীক্ষে থাকি শনি, কহিল আকাশবাণী,
শুন শুন শ্রীবৎস নৃপতি।
আমি ছোট লক্ষ্মী বড়, তুমি কহিয়াছ দড়,
তার শাস্তি করিব সম্প্রতি॥
সম্পত্তিতে করি গর্ব্ব,আমারেদেখিলেখর্ব্ব,
আমি তব কি করিতে পারি।
যেই লজ্জাদিলে মোরে,সেকথাকহিবকারে
শুন দুষ্টমতি মন্দকারী॥
পণ্ডিত ধার্ম্মিক জ্ঞানে,আইলাম তব স্থানে,
তুমিতো করিলা সুবিচার।
কপট চাতুরী করি, মম গুণ পরিহরি,
তুমি দুঃখ দিয়াছ অপার॥
কি কব দুঃখের কথা, স্মরণে মরম ব্যথা,
রহিলেক হৃদয়ে আমার।
আসন করিয়া শ্রেষ্ঠ,লক্ষ্মীরে করিলাজ্যেষ্ঠ,
এবে লক্ষ্মী কোথায় তোমার॥
করিয়াছি রাজ্যনাশ, অপর অরণ্যে বাস,
শেষে এই স্ত্রীভেদ করিব।
শুন রাজাবলি তোরে,তবেতোচানবেমোরে
নহে মিথ্যা যে কথা বলিব॥
শুন শুন মহারাজ, ধরিয়া বিবিধ সাজ,
দেব দৈত্য নাগ আদি গণে।
অবধ্য সর্ব্বত্রস্বামী, সর্ব্ব ঘটে থাকি আমি,
অতিশয় পূজ্য ত্রিভুবনে॥
শুনহে শ্রীবৎস ভূপ, ত্রেতাযুগে রামরূপ,
হইলেন প্রভু অবতার।
একব্রহ্ম চারি অংশে,জন্মিলা ইক্ষ্বাকুবংশে
রাজা দশরথের কুমার॥
দশরথ ধর্ম্মাচর, দেন তাঁরে রাজ্যভার,
আমি তাঁরে পাঠাই কানন।
অনুজ লক্ষ্মণ সাথে, প্রবেশে গহন পথে,
জটাবল্ক করিয়া ধারণ॥
স্বয়ং লক্ষ্মী সীতাসতী,পতি অনুগতাঅতি,
শুনহ দুর্গতি যত তাঁর।
কাননে পতির সহ, ভুঞ্জিবারে পাপগ্রহ,
বনে গেল দীনের আকার॥
পর্ব্বত কানন পথে, বঞ্চিলা স্বামীর সাথে,
পরে তাঁরে হরে দশানন।
রাজ্যধন স্বামী ছাড়ি, গেলেন রাবণবাড়ী,
বাস হৈল অশোক কানন॥
আর কিছু বলি শুন, দেবদেব পঞ্চানন,
সতী কন্যা অর্দ্ধ অঙ্গ যাঁর।
সতী মৃতে কৃত্তিবাস, দক্ষযজ্ঞ করি নাশ,
ছাগমুণ্ড দক্ষের আকার॥
সতী দেহ ত্যাগ করে,জন্মে হিমালয় ঘরে,
সর্ব্বত্রেতে মম মায়াজাল।
আমারে হেলন করি, ইন্দ্র স্বর্গ পরিহরি,
ভগাঙ্গ রহিল কতকাল॥
মম সহ বাদ করি, বৈকুণ্ঠনিবাসী হরি,
কীটরূপ ধারণ করিল।
ঘুচিল বৈকুণ্ঠলীলা, গণ্ডকী পর্ব্বতে শিলা,
দেবমানে বহুকাল ছিল॥
বলি দৈত্য অধিপতি, স্বর্গ রসাতল ক্ষিতি,
ত্রিভুবন করে অধিকার।
হেলন করিল মোরে,পাতালে লৈয়াতারে,
রাখিলাম বদ্ধ কারাগার॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, সর্ব্বত্র আমার বল,
সবে করে আমারে পূজন।
তব কাছে অল্প আমি,তুমি পৃথিবীর স্বামী,
লক্ষ্মা তব দেখিব কেমন॥
এত কহি গ্রহস্বামী, হইল আকাশগামী,
স্বপ্নবৎ শুনিল রাজন।
চিন্তিয়া বুঝিল মর্ম্ম, শনির যতেক কর্ম্ম,
হৈল রাজা নিরানন্দ মন॥

অরণ্য পর্ব্বের কথা, অতিসুখ মোক্ষদাতা,
রচিলেন মহামুনি ব্যাস।
রচিল পাঁচালীছন্দে, মনের আবেশানন্দে,
কৃষ্ণ দাসানুজ কাশীদাস॥

রাজারাণীর কথোপকথন।

শুনিয়া আকাশবাণী শনির ভারতী।
কাতরে বলিল রাজা চিন্তাদেবী প্রতি॥
যতেক কহিল শনি প্রত্যক্ষ হইল।
রাজ্যবাস বনবাস সর্ব্বনাশ কৈল॥
আমার কুদিন হৈল বিধির ঘটন।
নৈলে কেন দ্বন্দ্ব করি আসিবে দুজন॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া দেবী কি হইবে আর।
নিজ কর্ম্মার্জ্জিত পাপ হয় ভুঞ্জিবার॥
কারণ করণ কর্ত্তা দেব গদাধর।
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর॥
ধর্ম্মে বিচলিত মন নহেত আমার।
নিজকর্ম্মে দোষ পাই কি দোষ তাঁহার॥
চিন্তাযুক্ত হয়ে রাজা বঞ্চেন কানন।
ফল মূল আহারেতে করেন যাপন॥
ধর্ম্মচিন্তা করে রাজা স্মরি বিধাতায়।
এইরূপে পঞ্চবর্ষ নানা দুঃখ পায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

বৎস রাজার কাঠুরিয়া আলয়ে স্থিতি।

শুন শুন ধর্ম্মরাজ অপূর্ব্ব কথন।
কাননে বঞ্চেন চিন্তা শ্রীবৎস রাজন॥
পূর্ব্বমত ফল মূল তথায় না পান।
কানন ত্যজিয়া রাজা নগরেতে যান॥
নগর উত্তর ভাগে ধনীর বসতি।
তথায় বসতি মম না হয় সম্মতি॥
দুঃখী হয়ে ধনাঢ্যের নিকটে না যাবে।
দরিদ্র দেখিয়া সবে অবজ্ঞা করিবে॥
এত ভাবি দক্ষিণেতে প্রবেশিল
শত শত ঘর তথা কাঠুরিয়া রয়॥
রাজা রাণী তথায় হইল উপনীত।
দেখিয়া সম্ভ্রমে তারা জিজ্ঞাসে ত্বরিত॥
কহ তুমি কেবা হও কোথায় বসতি।
কি কারণ আসিয়াছ কহ শীঘ্রগতি॥
শুনিয়া সবার বাক্য কহে নৃপবর।
মম সম দুঃখী নাই পৃথিবী ভিতর॥
বহু দুঃখ পেয়ে আমি আইনু হেথায়।
তোমরা করিলে কৃপা তবে দুঃখ যায়॥
আশ্বাস করিয়া তারা কৈল অঙ্গীকার।
করিব তোমার হিত প্রতিজ্ঞা সবার॥
মোরা কাঠুরিয়া জাতি কাষ্ঠ বেচি কিনি।
নিত্য আনি নিত্য খাই দুঃখ নাহি জানি॥
সঙ্গে থাকি কাষ্ঠ বেচি প্রত্যহ আনিবে।
এ কর্ম্মে নিযুক্ত হৈলে দুঃখ নাহি রবে॥
শুনি আনন্দিত হৈল শ্রীবৎস রাজন।
ভাল ভাল এই কর্ম্ম করিব এখন॥
হেনমতে কাঠুরিয়া ঘরে দুইজন।
রহিল গোপনে রাজা নিরানন্দ মন॥
কাঠুরিয়াগণ ভার্য্যা যতেক আছিল।
চিন্তার সৌজন্যে তারা সবে বশ হৈল॥
নানা ধর্ম্ম নানা কর্ম্ম করান শ্রবণ।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল সবাকার মন॥
সবা সঙ্গে সখীভাবে আছে রাজরাণী।
মিষ্টালাপে থাকিলেন দিবস যামিনী॥
প্রভাতে কাঠুরেগণ চলিল কাননে।
রাজারে ডাকিল সবে চল যাই বনে॥
শুনিয়া চলিল রাজা সবার সংহতি।
ঘোর বনে প্রবেশ করিল শীঘ্রগতি॥
কাঠুরিয়াগণ কাষ্ঠ ভাঙ্গিল অনেক।
বড় বড় বোঝা সবে বান্ধিল যতেক॥
ফল মূল পত্র পুষ্প নিল সর্ব্বজন।
আমি কি লইব চিত্তে চিন্তিল রাজন॥
নিন্দিত না হয় কর্ম্ম ক্লেশ না সহিব।
অথচ আপন কর্ম্ম প্রকারে সাধিব॥

চিনিয়া লইল রাজা চন্দনের সার।
কাঠুরিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল বাজার॥
বাজারে ফেলিল বোঝা কাঠুরিয়াকুল।
গৃহীলোক আসি সবে করি নিল মূল॥
কেহ পায় চারি পণ কেহ আট পণ।
কেহ বা বেচিয়া কিনে খাদ্য প্রয়োজন॥
চন্দনের কাষ্ঠ লৈয়া শ্রীবৎস রাজন।
বেচিবারে যান তবে বণিক সদন॥
দিব্য চন্দনের সার পেয়ে সদাগর।
উচিত করিয়া মূল্য দিলেক সত্বর॥
তঙ্কা দুই চারি রাজা বেচিয়া পাইল।
অপূর্ব্ব বিচিত্র দ্রব্য কিনিয়া লইল॥
ঘৃত তৈল চাল ডাল লবণ সৈন্ধব।
মসলা মিষ্টান্ন দধি কিনিলেক সব॥
শাক আদি তরকারী যতেক পাইল।
ভাল মৎস্য মাংস রায় কিনিয়া লইল॥
কিনিয়া অশেষ দ্রব্য নিয়া নরপতি।
গৃহেতে আনিয়া দিল যথা চিন্তা সতী॥
রাণী প্রতি কহিলেন বিনয় বচন।
কাঠুরিয়া বন্ধুগণ কর নিমন্ত্রণ॥
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল চিন্তা মহারাণী।
উত্তম করিয়া পাক করিল তখনি॥
স্নানাদি করিয়া রাজা আইল সত্বর।
দেখিল সকল পাক হয়েছে সুন্দর॥
রাণী বলিলেন সবে ডাকহ রাজন।
সকল রন্ধন হৈল করাহ ভোজন॥
এত শুনি নরপতি ডাকে সবাকারে।
আনন্দিত হয়ে সবে এল ভুঞ্জিবারে॥
একত্র হইয়া যত কাঠুরিয়াগণ।
ভোজনে বসিল সবে অতি হৃষ্টমন॥
রাণী অন্ন আনি দেন পরশে রাজন।
ক্রমে ক্রমে পরশিল ভুঞ্জে সর্ব্বজন॥
সুধা সম অন্নপাক খায় সর্ব্বজন।
ধন্য ধন্য ধ্বনি হৈল কাঠুরে ভবন॥
শ্রদ্ধাপুরস্কারে সবে বিদায় করিয়া।
পশ্চাতে ভুঞ্জিল রাজা হৃষ্টমন হৈয়া॥

এইরূপে কতদিন বঞ্চিল তথায়।
একদিন শুন যুধিষ্ঠির মহাশয়॥
বাণিজ্য করিতে এক সদাগর যায়।
চালাইয়া তরী সাধু রহিল তথায়॥
অকস্মাৎ তার ডিঙ্গা চড়াতে লাগিল।
হায় হায় করি কান্দে কি হৈল কি হৈল॥
হেনকালে শুন রাজা দৈবের ঘটন।
গণক লইয়া শনি আইল তখন॥
হস্তে লড়ি পুঁথি কাঁখে গ্রহাচার্য্য হইয়া।
সাধুর মঙ্গল কথা কহিল আসিয়া॥
শুন মহাজন তুমি স্থির কর মন।
তোমার তরণী বদ্ধ হৈল যে কারণ॥
তব নারী নবগ্রহ করেন অর্চ্চন।
অবজ্ঞা করিয়া তুমি আইলে পাটন॥
সেই হেতু তরী তব হৈল হেনরূপ।
কহিনু যতেক কথা জানিবা স্বরূপ॥
মহাজন কহে কথা করিয়া প্রণতি।
অমৃত অধিক শুনি তোমার ভারতী॥
ব্রাহ্মণ বলেন শুন আমার বচন।
যেরূপে তোমার তরী চলিবে এখন॥
এই গ্রামবাসী কাঠুরিয়া যত জন।
নিমন্ত্রণ করি আন তার ভার্য্যাগণ॥
সকলে আসিয়া তারা ধরিবেক তরী।
তার মধ্যে পতিব্রতা আছে এক নারী॥
সেই আসি যেইক্ষণে স্পর্শিবে তরণী।
কহিনু স্বরূপ কথা ভাসিবে তখনি॥
শুনি আনন্দিত হৈল সেই মহাজন।
এ কথা কহিয়া শনি করিল গমন॥
শুনিয়া উপায় সাধু চিন্তা করে মনে।
পাইনু পরম তত্ত্ব দৈবের ঘটনে॥
কিঙ্করেরে তবে সাধু কহিল সত্বরে।
কাঠুরিয়া জাতি সতী আনহ সাদরে॥
শুনিয়া সাধুর আজ্ঞা কিঙ্কর চলিল।
স্তব স্তুতি করি সবাকারে আমন্ত্রিল॥
যতেক কাঠুরে ভার্য্যা নিমন্ত্রণ শুনি।
হরিষ বিধানে সবে চলিল তখনি॥

যেখানে নদীর ঘাটে আটক তরণী।
সেই স্থানে উত্তরিলা যতেক রমণী ॥
কমলা বিমলা গেল আর কলাবতী।
কৌশল্যা রোহিণী চলে আর মালাবতী ॥
একে একে তরী সবে পরশ করিল।
জনে জনে মান নিয়া বিদায় হইল ॥
কারো হৈতে না হৈল সাধু প্রয়োজন।
বুঝিল মিথ্যা হইল গণক বচন ॥
কত নারী আইল না এল কতজন।
কিঙ্করে জিজ্ঞাসে সাধু এ সব কারণ ॥
নাবিক কহিল সবে আসিয়াছে রায়।
এক নারী না আইল স্বামীর মানায় ॥
শুনি সাধু মনে কৈল সেই সাধ্বী তবে।
সে আইলে মম তরী অবশ্য চলিবে ॥
তবে সাধু হর্ষযুক্ত গলে বস্ত্র দিয়া।
যথাস্থানে চিন্তাদেবী উত্তরিল গিয়া ॥
সাধুরে দেখিয়া চিন্তা কহিল তখন।
আমাকে যাইতে মানা করিল রাজন ॥
কি কহিবে মহারাজ আসিয়া ভবনে।
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাণী স্থির কৈল মনে ॥
কাতর শরণাগত যেই জন হয়।
তাহাকে করিলে রক্ষা ধর্ম্মের সঞ্চয় ॥
বেদ শাস্ত্রে মুনিমুখে শুনিয়াছি আমি।
প্রাণ দিয়া রাখয়ে শরণাগত প্রাণী ॥
যা কহেন মহারাজ এ কথা শুনিয়া।
সহিব সকল কথা চরণ ধরিয়া ॥
এত ভাবি চিন্তাদেবী হৃষ্টচিত্তা হৈয়া।
চলিলেন তবে রাণী ঈশ্বর ভাবিয়া ॥
উপনীত হৈল যথা সদাগর তরী।
করযোড়ে কহে দেবী প্রদক্ষিণ করি ॥
যদি আমি সতী হই পতি অনুগতা।
তবে যেন ভাসে তরী কহিনু সর্ব্বথা ॥
এত বলি সেই তরী পরশ করিতে।
ভাসিয়া চলিল তরী দক্ষিণ মুখেতে ॥
দেখি সদাগর হৈল হরষিত মন।
জানিল মনুষ্য নহে এই নারীজন ॥
যদি মোর নৌকা কভু আটক হইবে।
ইহাকে লইলে সঙ্গে তখনি চলিবে ॥
এত ভাবি নৌকা'পরে লইল চিন্তারে।
দেখ যুধিষ্ঠির রাজা দৈবে কিনা করে ॥
শুনি ধর্ম্ম নৃপমণি কহে প্রভু প্রতি।
অমৃত অধিক শুনি তোমার ভারতী ॥
কহ কহ চিন্তার হইল কোন্ গতি।
কিরূপে রহিল তথা শ্রীবৎস নৃপতি ॥
এত শুনি কহিলেন যশোদাকুমার।
শুন মহারাজ কহি বিশেষ ইহার ॥
অতি দুঃখে শোকাকুল কাতর অন্তরে।
ঈশ্বর স্মরিয়া দেবী কাঁন্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
কেন আমি আইলাম আপনা খাইয়া।
কাঁন্দিয়া আকুল চিন্তা এ কথা ভাবিয়া ॥
সূর্য্যপানে চাহে দেবী করি যোড়হাত।
বহু স্তব করে চিন্তা করি প্রণিপাত ॥
দয়া কর দিননাথ অখিলের পতি।
মোর রূপ নিয়া দেহ কুরূপ আকৃতি ॥
দেখি তবে ভাস্করের দয়া উপজিল।
ভয় নাই ভয় নাই বাণী নিঃসরিল ॥
চিন্তাদেবী রূপ দেব করিলা হরণ।
গলিত ধবল মূর্ত্তি দিল ততক্ষণ ॥
এইরূপে নৌকায় রহিল চিন্তা সতী।
বাহিয়া চলিল সাধু মহাহৃষ্টমতি ॥
হেথায় কানন হৈতে আসি নিজালয়।
শূন্যঘর দেখি রাজা মানিল বিস্ময় ॥
কাঁন্দিয়া অস্থির রাজা না দেখি চিন্তায়।
পড়সীরে জিজ্ঞাসেন কাতর ভাষায় ॥

শ্রীবৎস রাজার রোদন ও চিন্তার অন্বেষণ।

কাতর হৃদয় অতি, শ্রীবৎস ধরণীপতি,
পড়সীরে জিজ্ঞাসে বারতা।
কহ সবে সমাচার, কোথা চিন্তা সে আমার
না হেরিয়া পাই মনে ব্যথা ॥

রাজার বচন শুনি, পড়সী কহিছে বাণী,
ওহে ধীর পণ্ডিত সুজন।
কহি শুন বিবরণ, এই ঘাটে একজন,
আইল ধনাঢ্য মহাজন॥
তাহার কর্ম্মেতে ঘটে, তরণী আটক ঘাটে,
বিধাতা তাহায় বিড়ম্বিল।
আসি সেই মহাজন, কহিলেন সুবচন,
যত নারী সবারে ডাকিল॥
গৌরব করিয়া সাধু, লইয়া কাঠুরে বধু,
ক্রমে ক্রমে তরণী ছোঁয়াল।
না ভাসিল সেই তরী, পুনঃ সাধু যত্ন করি,
তোমার চিন্তায় লয়ে গেল॥
বজ্রসম বাণী শুনি, মূর্চ্ছাগত নৃপমণি,
লোটায়ে পড়িল ভূমিতলে।
ক্ষণেকে চেতন পায়, বলে রাজা হায় হায়,
কেন হেন ঈশ্বর করিলে॥
আমার কর্ম্মের পাশ, রাজ্য ত্যজি বনবাস,
নারী সঙ্গে আইনু কাননে।
ধন রত্ন যত আনি, সকল হরিল শনি,
অবশেষে ছিনু দুই প্রাণে॥
তাহাতে করিল আন, দুইজন দুই স্থান,
শনি দুঃখ দিল বহু মোরে।
বিষাদে তাপিত মন, এই চিন্তা অনুক্ষণ,
ভয়ে রক্ষা কে করিবে তারে॥
এত চিন্তি নরপতি, শোকেতে কাতর অতি
চলিল নদীর তটে তটে।
জিজ্ঞাসিল জনে জনে, স্থাবর জঙ্গমগণে,
মনুষ্য যতেক দেখে ঘাটে॥
বিবিধ কানন মাঝ, খুঁজিলেন মহারাজ,
চিন্তার না পাইল উদ্দেশ।
বহু দেশ নানাস্থানে, নদ নদী উপবনে,
ভ্রমিলেন পেয়ে বহু ক্লেশ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা অনাহারে, মহাকষ্টে নৃপবরে,
শেষমাত্র ছিল প্রাণ তাঁর।
শুন ধর্ম্ম মহাশয়, সকলি দৈবেতে হয়,
সর্ব্ব কর্ম্ম ইচ্ছা বিধাতার॥

চিন্তানন্দনাম বনে, রাজা গেল সেই স্থানে,
তথা ছিল সুরভি আশ্রম।
অপূর্ব্ব বিচিত্র শোভা, সুরাসুর মনোলোভা
তথা যেতে সভয় শমন॥
নানাজাতি পশু পক্ষ, একস্থানে লক্ষ লক্ষ,
ভক্ষ্য ভোজ্য রহে এক স্থল।
বিচিত্র তড়াগ বাপী, পুষ্করিণী, কতরূপী,
তাহে শোভে কনক কমল॥
অপূর্ব্ব কাননশোভা, নানাপুষ্পমনোলোভা,
ষড়ঋতু শোভিত তথায়।
কেহ কারে নাহি ডরে, সুখে সব ঘরকরে,
নিঃশঙ্কে রহিল তথা রায়॥
রাজাপুণ্যবানঅতি, জানিয়া গোমাতা সতী,
তথায় হইল উপনীত।
কাশীরাম দাস গায়, বিফলে জনম যায়,
ভজ হরি ভবে নাহি ভীত॥

সুরভি আশ্রমে রাজা

সুরভী জিজ্ঞাসা করে তুমি কোন্‌জন।
রাজা বলে শুন মাতা মম নিবেদন॥
অবনীতে মহীপতি ছিলাম যে আমি।
শ্রীবৎস আমার নাম প্রাগ্‌দেশস্বামী॥
আনন্দেতে করিতাম প্রজার পালন।
কতদিনে শুন মাতা দৈবের ঘটন॥
একদিন শনি সঙ্গে জলধিতনয়া।
মম স্থানে আসে দোঁহে বিরোধ করিয়া॥
বিচার করিনু আমি ধর্ম্ম শাস্ত্র ধরি।
বিপরীত বুঝি শনি হৈল মোর অরি॥
রাজ্যধন সকল শনি করিল নাশ।
তার পরে চিন্তাসহ আসি বনবাস॥
বনবাসে মহাক্লেশে বঞ্চি দুইজনে।
চিন্তারে হারানু শেষে বিপিন নির্জ্জনে॥
সুরভি এতেক শুনি কহে রাজা প্রতি।
ভয় নাই থাক রাজা আমার বসতি॥

যতদিন গ্রহ মন্দ আছয়ে তোমার।
ততদিন মোর হেথা থাক গুণাধার॥
এখানে শনির ভয় নাহিক রাজন।
হেথা থাকি কর রাজা কালের হরণ॥
পুনঃ বসুমতী-পতি হবে নরবর।
চিন্তা সতী পাবে কত দিবস অন্তর॥
এ বন ছাড়িয়া যদি যাও নররায়।
অবশ্য পড়িবে তুমি শনির মায়ায়॥
রাজা বলিলেন মাতা যে আজ্ঞা তোমার।
রহিলাম যত দিন দুঃখ নহে পার॥
এরূপে শ্রীবৎস রাজা রহিল নির্ভয়।
শুনহ অপূর্ব্ব কথা ধর্ম্মের তনয়॥
মনোরথ নন্দিনীর যত দুগ্ধ খায়।
দুধারের দুগ্ধেতে ধরণী ভিজে যায়॥
সেই দুগ্ধে মৃত্তিকা ভিজায়ে কাদা করি।
দুইহাতে মহারাজ দুই পাট ধরি॥
চিন্তাবতী শ্রীবৎস নৃপতি নাম স্মরি।
সে তাল বেতাল সিদ্ধ মনেতে বিচারি॥
যুগ্মপাট যুক্ত করি গঠয়ে রাজন।
এইরূপে কত পাট করয়ে রচন॥
ঈশ্বরের ধ্যান করি কালের হরণ।
সহস্র সহস্র পাট করিল গঠন॥
স্থানে স্থানে স্তূপাকার শত শত করি।
এমতে বঞ্চেন রাজা দিবস শর্ব্বরী॥
কত দিনান্তরে শুন ধর্ম্ম মহাশয়।
পুনর্ব্বার পড়িলেন শনির মায়ায়॥
সেই মহাজন যায় বাহিয়া তরণী।
কূলে থাকি দেখিলেন শ্রীবৎস আপনি॥
মহাজন প্রতি রাজা বলিল ডাকিয়া।
শুন শুন সদাগর কূলেতে আসিয়া॥
নৃপতির উচ্চরব শুনি মহাজন।
শীঘ্র করি কূলে তরি লইল তখন॥
রাজা কহিলেন পরে বিনয় বচন।
শুন মহাজন তুমি মোর বিবরণ॥
বড় বংশে জন্মিলাম পূর্ব্ব ভাগ্যবলে।
এবার হইনু নষ্ট নিজ কর্ম্মফলে॥

কারে কি বলিব আমি কি কহিতে পারি।
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা খণ্ডাইতে নারি॥
তুমি যদি দয়া করি এই কর্ম্ম কর।
তবেত তরিব আমি বিপদ সাগর॥
কতগুলি স্বর্ণপাট করিয়াছি আমি।
তুলি যদি লয়ে যাও নৌকাপরে তুমি॥
যে দেশে বাণিজ্যে তুমি করিছ পয়ান।
সেই দেশে তব সঙ্গে করিব প্রস্থান॥
স্বর্ণপাট বেচি যদি পাই কিছু ধন।
তবেত বিপদে তরি এই নিবেদন॥
রাজার বিনয় বাক্য শুনি মহাজন।
কিঙ্করেরে আজ্ঞা করে লয়ে এস ধন॥
রাজাকে কহিল সাধু শুন মহাশয়।
আইস আমার সঙ্গে নাহি কিছু ভয়॥
হৃষ্ট হয়ে নরপতি উঠে নৌকাপরে।
স্বর্ণপাট বয়ে আনে যতেক নফরে॥
তুষ্ট হয়ে সদাগর বাহিল তরণী।
কি কব শনির মায়া শুন নৃপমণি॥
কপট পাষণ্ড বড় সেই সদাগর
এই দুষ্ট চিন্তা সতী করিল অন্তর॥
মিলাইল যদি ধন দৈবেতে আমাকে।
ঘুচাইব মনোব্যথা বধিয়া ইহাকে॥
এতেক ভাবিয়া মনে দুষ্ট দুরাচারে।
রাজাকে ধরিয়া ফেলে অপার সাগরে॥
যখন ধরিয়া দুষ্ট করিল বন্ধন।
ত্রাহি ত্রাহি ডাকে রাজা করিছে স্মরণ॥
কোথা তাল বেতাল বান্ধব মুইজন।
এ মহাবিপদে কর আমারে তারণ॥
কোথা গেলে চিন্তাদেবী আমারে ছাড়িয়া।
আমার দুর্গতি প্রিয়ে দেখ না আসিয়া॥
সেই নৌকা মধ্যে ছিল চিন্তা পতিব্রতা।
কান্দিয়া উঠিল রাণী শুনি প্রভু কথা॥
যখন ধরিয়া নৃপে ফেলিল সাগরে।
আইল বেতাল তাল নিদ্রারূপ ধরে॥
তাল রক্ষা কৈল চক্ষু অন্যে হৈল ভেলা।
ভাসিয়া নৃপতি যান যেন রাশি তুলা॥

সেইক্ষণে চিন্তাদেবী বালিশ যোগান।
বালিশে আলস্থ রাখি ভাসি নৃপ যান ॥
শুনহ আশ্চর্য্য কথা ধর্ম্মের তনয়।
বহুকাল জলে ভাসি সৌতিপুরে যায় ॥
সৌতিপুরে মালাকার জায়ার ভবনে।
আসিয়া লাগিল শুষ্ক পুষ্পের উদ্যানে ॥
বহুকাল শুষ্ক ছিল যত পুষ্পবন।
রাজ আগমনে পুষ্প ফুটিল তখন ॥
রাজ দরশনে পুনঃ জীব সঞ্চারিল।
পূর্ব্বমত সব পুষ্প বিকসিত হৈল ॥
পুষ্পগন্ধে অলিকুল ধায় মধু আশে।
কোকিল কোকিলা গান করিছে হরষে ॥
পূর্ব্বমত বনশোভা হইল বিস্তর।
কর্ম্মান্তর হইতে মালিনী এল ঘর ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া বড় ভাবিছে মালিনী।
ইহার কারণ কিবা কিছুই না জানি ॥
বন দেখি হৃষ্টমতি মালীর মহিষী।
কুসুমকাননে শীঘ্র প্রবেশিল আসি ॥
একে একে নিরখিয়া চতুর্দ্দিকে চায়।
হেনকালে শ্রীবৎসকে দেখিল তথায় ॥
কন্দর্প আকার এক পুরুষ সুন্দর।
মালিনী দেখিয়া কহে করি যোড়কর ॥
কোথা হৈতে আসিয়াছ কোন্ মহাজন।
সত্য করি কহ বাছা মোর নিবেদন ॥
মালিনীর বিনয় শুনিয়া নৃপমণি।
কহিতে লাগিল রাজা আপন কাহিনী ॥
বাণিজ্যে আইনু আমি করিতে ব্যাপার।
ডিঙ্গা ডুবি হয়ে দুঃখ হইল আমার ॥
ভাগ্য হেতু প্রাণ পাই ভেঁই আসি কূল।
আমার ভাবনা মিথ্যা ভবিতব্য মূল ॥
শুনিয়া মালিনী কহে শুন মহাশয়।
থাকহ আমার ঘরে নাহি কিছু ভয় ॥
শুভগ্রহ হৈল তব দুঃখ অবসান।
নহে কেন নৌকা ডুবে পাইলে পরাণ ॥
আর কেহ নাই বঞ্চি একাকিনী আমি।
মোর গৃহে ভাগিনেয় ভাবে থাক তুমি ॥

এমতে রহিল তথা শ্রীবৎস নৃপতি।
শুনহ অপূর্ব্ব কথা ধর্ম্ম নরপতি ॥
বনপর্ব্বে শ্রীবৎসের পুণ্য উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

রাজকন্যা ভদ্রাবতীর বিবরণ।

মালিনীর কথা শুনি, আনন্দিত নৃপমণি,
তুষ্ট হয়ে গেল সেই বাসে।
আয়োজন আনি দিল, নৃপতি রন্ধন কৈল,
বঞ্চে রায় কৌতুক বিশেষে ॥
এইরূপে নৃপবর, রহিল মালিনী ঘর,
আছে রায় কেহ নাহি জানে।
শুন ধর্ম্ম মহাশয়, শুভকাল যবে হয়,
শুভ তার হয় দিনে দিনে ॥
অপূর্ব্ব বিধির কর্ম্ম, কেবা তার বুঝে মর্ম্ম,
সৃজন পালন তাঁর হাত।
একবার হয় অংশ, আরবার করে ধ্বংস,
কর্ম্মযোগে করে যাতায়াত ॥
পুনঃ জন্মে পুনঃ মরে,এইরূপে ফিরে ফিরে,
তথাচ না বুঝে মূঢ়জন।
লোভ করে অপহরে, কুকর্ম্ম যতেক করে,
স্থির কর্ম্ম নহে একক্ষণ ॥
আশ্চর্য্য শুনহ রাজা,সেই দেশেমহাতেজা
বাহুদেব নামে নৃপবর।
ভদ্রা নামে তাঁর কন্যা, রূপে গুণে মহীধন্যা
সৌজন্যেতে দ্রৌপদী দোসর ॥
জন্মাবধি কর্ম্ম তাঁর, শুন বলি গুণাধার,
হরগৌরী করে আরাধন।
কঠোর করিল যত, বিস্তারিয়া কব কত,
আরাধয়ে করি প্রাণপণ ॥
স্তবে তুষ্টা হৈমবতী, বলিলেন ভদ্রা প্রতি,
বর মাগ চিত্তে যাহা লয়।
শুনিয়া রাজার সুতা, হইল আনন্দ যুতা,
প্রণমিয়া করযোড়ে কয় ॥

শুন মাতা ব্রহ্মময়ি,গতি নাহি তোমা বই,
তরাইতে হবে এ দাসীরে।
বর যদি দিবে তুমি, শ্রীবৎস নৃপতি স্বামী,
এই বর দেহ মা আমারে ॥
তুষ্ট হয়ে হরপ্রিয়া, কহিলেন আশ্বাসিয়া,
তব ভাগ্যে হবে নৃপবর।
তত্ত্ব কথা কহি শুন, আসিয়াছে সেইজন,
রম্ভাবতী মালিনীর ঘর ॥
তাঁরে বরমাল্য দিয়া, সুখে ঘর কর নিয়া,
বর দিলাম বাঞ্ছামত তব।
বর পেয়ে নৃপসুতা, হইয়া আনন্দযুতা,
দেবী পূজে করিয়া উৎসব ॥
শ্রীবৎস চিন্তার কথা, অরণ্যপর্ব্বেতে গাঁথা
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপূত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

শ্রীবৎস রাজার সহিত ভদ্রার বিবাহ।

শুন ধর্ম্ম মহারাজ করহ শ্রবণ।
মালিনী ভবনে বঞ্চে শ্রীবৎস রাজন ॥
মালা গাঁথি করে রাজা কালের হরণ।
ফুল ফল জলে রাজা পূজে নারায়ণ ॥
কায়মনোবাক্যে রাজা নাহি ধর্ম্ম ত্যজে
আপনা গোপন করি রহে ধর্ম্মরাজে ॥
শুন ধর্ম্ম মহীপাল অপূর্ব্ব কথন।
ভদ্রাবতী কন্যা লয়ে শুন বিবরণ ॥
ভোজনে বসেছে বাহুদেব মহীপাল।
নিকটে আইল ভদ্রা হাতে স্বর্ণথাল ॥
রাণীজ্ঞানে করিলেন রাজা পরিহাস।
কাঁন্দিয়া কহিল ভদ্রা জননীর পাশ ॥
শুনি রাণী ক্রোধ চিত্তে করেন গমন।
ভৎসিয়া নৃপতি প্রতি কহিলা বচন ॥
ওহে মহারাজ তুমি রাজমদে মজি।
সকলি করিলে নষ্ট ধর্ম্মপথ ত্যজি ॥
পরকালবন্ধু ধর্ম্ম তাহে করি হেলা।
বিষয়ে হইলে মত্ত রাজভোগে ভোলা ॥
জান না যে মহারাজ আছয়ে শমন।
কি বোল বলিবা কালে না ভাব এখন ॥
এমন কুকর্ম্ম রাজা কেহ না আচরে।
আপনার তনয়ারে উপহাস করে ॥
সুপাত্র আনিয়া যদি কন্যা কর দান।
চিরদিন স্বর্গভোগ বৈকুণ্ঠেতে স্থান ॥
ইহা না করিয়া তারে কর উপহাস
ধিক্ ধিক্ রাজা তব জীবনে কি আশ ॥
এমত শুনিয়া রাজা রাণীর বচন।
লজ্জিত হইয়া রাজা কহিছে তখন ॥
ওহে মহাদেবি শুন আমার বচন।
মিথ্যাভাষে তুমি মোরে করহ লাঞ্ছন ॥
এত বড় যোগ্য কন্যা আছে মম ঘরে।
একদিন মহাদেবী না কহ আমারে ॥
আমি ধর্ম্ম হেলা নাহি করি যে কখন।
জানেন আমার মন সেই নারায়ণ ॥
আজি আমি করিব কন্যার স্বয়ম্বর।
এত বলি বাহিরে চলিল নৃপবর ॥
ডাকাইয়া পাত্র মন্ত্রী আনিল সকল।
সবারে কহিল আমন্ত্রহ ভূমণ্ডল ॥
ইচ্ছাবরী হইবেক আমার নন্দিনী।
আনন্দিত হৈল সবে এই কথা শুনি ॥
আজ্ঞা পেয়ে নিমন্ত্রণ করিল সবার।
যতদূর পাইলেক মনুষ্য সঞ্চার ॥
নিমন্ত্রণ পাইয়া যতেক রাজগণ।
বাহুদেব রাজ্যে সবে করিলা গমন ॥
চতুরঙ্গ দলেতে আইল নৃপগণ।
উপযুক্ত বাসা দিল করি নিরূপণ ॥
সুস্থির হইল সবে পেয়ে রম্যস্থান।
ভক্ষ্য ভোজ্য যত দিল নাহি পরিমাণ ॥
কেবা খায় কেবা লয় কেবা দেয় আনি।
খাও খাও লও লও এই মাত্র শুনি ॥
সবাকারে বিধিমতে পূজিল রাজন।
[illegible] ॥

নানা কথা আলাপনে বৈসে সর্ব্বজন।
অধিবাস হেতু রাজা করিল গমন॥
অগ্নি পূজি গেলা রাজা সভায় তখন।
হেথা মালিনীর মুখে শ্রীবৎস রাজন॥
শুনিয়া দেখিব বলে বাঞ্ছা কৈল মনে।
রাজকন্যা ইচ্ছাবরী হইবে কেমনে॥
সমভাব হয়ে বসে যত রাজগণ।
কদম্ব তরুর মূলে শ্রীবৎস রাজন॥
মনোযোগ কর রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কে করে খণ্ডন॥
হাতে চন্দনের পাত্র মালার সহিত।
সভামধ্যে ভদ্রাবতী হৈল উপনীত॥
ভদ্রার রূপের কথা বর্ণন না যায়।
তিলোত্তমা ইন্দ্রাণী তাহার তুল্য নয়॥
লক্ষ্মী অংশে জন্মি ভদ্রা আইল অবনী।
রাজার ঋণেতে মুক্তি বাঞ্ছি নারায়ণী॥
সভামধ্যে আসি ভদ্রা কৈল নিবেদন।
এ সভাতে দেব দ্বিজ আছে যত জন॥
জানিবেন সকলে আমার নমস্কার।
আজ্ঞা কর আমি পাই পতি আপনার॥
এতবলি চতুর্দ্দিকে করে নিরীক্ষণ।
হেনকালে শূন্যবাণী হইল তখন॥
কদম্ব তরুর তলে তোমার ঈশ্বর।
যার লাগি কৈলা তপ দ্বাদশ বৎসর॥
শুনি স্মিতমুখী ভদ্রা করিলা গমন।
যথায় বসিয়াছিল শ্রীবৎস রাজন॥
নিকটেতে গিয়া ভদ্রা প্রদক্ষিণ করি।
দিলেন চন্দন মাল্য চরণ উপরি॥
দণ্ডবৎ করি ভদ্রা রহে দাণ্ডাইয়া।
যতেক সভার লোক উঠিল হাসিয়া॥
ছি ছি করি দুষ্ট রাজা নিন্দিল অপার।
শিষ্ট জন কহে কর্ম্ম এই বিধাতার॥
কাহার ইচ্ছায় কিবা পারে করিবারে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারে॥
এইরূপে কথার আলাপে সর্ব্বজন।
যার যেই দেশে যাত্রা কৈল রাজগণ॥

বাহুদেব রাজা চিত্তে অনুতাপ করি।
শীঘ্রগতি উঠিয়া চলিল অন্তঃপুরী॥
কান্দিয়া কহিল রাজা মহাদেবী স্থান।
ভদ্রার কপালে হেন কৈল ভগবান॥
এত রাজগণ ছিল না বরিল কায়।
অন্ত্যজ দেখিয়া চিত্ত মজাইল তায়॥
পুরুষে পুরুষে মোর রহিল অখ্যাতি।
হেন ইচ্ছা হয় মোর গলে দিই কাতি॥
রাণী কহে মহারাজ করহ শ্রবণ।
তব চিন্তা মম চিন্তা সব অকারণ॥
হইবে যখন যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা।
তুমি আমি যত চিন্তি এ সকল মিছা॥
হেলায় সৃজন যাঁর হেলায় সংহার।
বুঝিবে তাঁহার মায়া হেন শক্তি কার॥
ভদ্রা তনয়ারে বুদ্ধি দিয়াছেন তিনি।
চিন্তা করি কি করিব এবে তুমি আমি॥
রাণীর প্রবোধবাক্য শুনিয়া রাজন।
মন্ত্রীরে করিল আজ্ঞা শুন সর্ব্বজন॥
বাহিরে আবাস করি দেহত ভদ্রার।
ভক্ষ্য ভোজ্য দেহ শীঘ্র যে চাহি তাহার॥
পুরীর ভিতর আর নাহি প্রয়োজন।
হয়েছে সভার মধ্যে মস্তক মুণ্ডন॥
ভদ্রা কন্যা মুখ আমি না দেখিব আর।
বিধাতা করিল মোরে অন্তঃপুরী সার॥
এতদিন ভগবতী করি আরাধন।
কুজাতি কুরূপ বরে বরিল এখন॥
এ সব ভাবিয়া নাহি রুচে অন্নজল।
ইচ্ছা করি আজি মরি প্রবেশি অনল॥
লোক মাঝে এ মুখ দেখাব কোন্ লাজে।
এ ছার জীবন মোর থাকে কোন্ কাজে॥
রাণী বলে মহারাজ হৈলে হতজ্ঞান।
কারণ করণ কর্ত্তা সেই ভগবান॥
তুমি আমি কর্ম্মপাশে আছি যে বন্ধনে।
মায়ার কারণ এত চিন্তা করি মনে॥
মায়া মোহ ত্যজ রাজা ধর্ম্ম কর সার।
যাহা হৈতে সংসার-সমুদ্র হবে পার॥

শ্রীবৎস বলেন রাজা করহ শ্রবণ।
সাধু নহে এই বেটা দুষ্ট মহাজন॥
এইমতে বুঝাইয়া মহিষী রাজনে।
বাহির উদ্যানে গেল ভদ্রা সন্নিধানে॥
দেখিল আছয়ে ভদ্রা স্বামী বিদ্যমানে।
ইষ্টলাভে মুগ্ধা নাহি চাহে কার পানে॥
দেখিয়া রাণীর হৈল অতিশয় দুঃখ।
কোলে নিয়া নিজ বস্ত্রে মুছাইল মুখ॥
জামাতা কন্যাকে নিয়া বাহির আবাসে।
রাখিয়া মধুর ভাষে দোঁহাকারে তোষে॥
এই গৃহে থাক ভদ্রা না ভাবিহ দুঃখ।
কত দিন গত হৈলে পাবে বড় সুখ॥
গৌরী আরাধনা ফল মিথ্যা না হইবে।
কতদিন ব্যাজে ভদ্রা রাজরাণী হবে॥
এইরূপে কন্যারে তুষিয়া রাজরাণী।
ভিতর মহলে গেল যথা নৃপমণি॥
রাজা বলে ভদ্রা মোর গেল কোথাকারে
রাণী বলে রাখিয়াছি বাহির মন্দিরে॥
ভক্ষ্য ভোজ্য নিয়োজিত করি দিল লোকে
নিত্য নিত্য পুরী হৈতে নিয়া দিবে তাকে
এইমত দুইজন রহিল বাহিরে।
দেখ যুধিষ্ঠির রাজা দৈবে কি না করে॥
বনপর্ব্বে অপূর্ব্ব শ্রীবৎস উপাখ্যান।
কাশী কহি শুনিলে জন্ময়ে দিব্যজ্ঞান॥

বৎস রাজার সহিত ভিন্না দেবীর মিলন।

শ্রীবৎসের যত দুঃখ কহে যদুরায়।
পঞ্চভাই জিজ্ঞাসেন কাতর হৃদয়॥
দ্রৌপদী কহিল দেব কহ পুনর্ব্বার।
চিন্তার কি হৈল গতি কেমন প্রকার॥
কিরূপে ভদ্রারে লয়ে বঞ্চিল রাজন।
কহ সব শুনিতে ব্যাকুল বড় মন॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সবে শুন সেই কথা।
রাজগৃহে মানহীন বঞ্চে রাজা তথা॥
কষ্টেতে বঞ্চেন রাজা দিবস রজনী।
সান্ত্বনা করেন ভদ্রা কহি প্রিয় বাণী॥
বহুকাল গেল দুঃখ আছে অল্পকাল।
অচিরে পাইবে রাজ্য শুন মহীপাল॥
জ্ঞানবান্ লোক কভু কাতর না হয়।
স্থির হয়ে ধর্ম্ম করে ঈশ্বরে ধেয়ায়॥
ইহা বুঝি মহারাজ শান্তচিত্ত হও।
নিরবধি বদনেতে রাম নাম লও॥
না জানহ মহারাজ আছয়ে শমন।
ইহা জানি নরপতি তত্ত্বে দেহ মন॥
ভদ্রার বিনয় বাক্য শুনিয়া রাজন।
অহর্নিশি করে রাজা ঈশ্বরে স্মরণ॥
হেনমতে দ্বাদশ বৎসর হৈল শেষ।
শনির ভোগান্তে গত শুভেতে প্রবেশ॥
হেনকালে একদিন শ্রীবৎস রাজন।
ভদ্রা প্রতি কহে রায় মধুর বচন॥
তব বাপে কহি কিছু কর্ম্ম দেহ মোরে।
ক্ষীরোদ নদীর তটে দান সাধিবারে॥
শুনিয়া ইঙ্গিতে ভদ্রা মায়েরে কহিলা।
রাণীর ইঙ্গিতে রাজা সেইক্ষণে দিলা॥
পাইয়া নৃপের আজ্ঞা শ্রীবৎস নৃপতি।
নদীকূলে বৈসে রাজা হইয়া জগাতি॥
শত শত মহাজন নৌকা বাহি যায়।
তল্লাসি লইয়া তারে পুনঃ ছাড়ি দেয়॥
দেখ যুধিষ্ঠির রায় দৈবের ঘটন।
কত দিনে সেই সাধু আইসে ঐ স্থান॥
দেখিয়া তরণী তার শ্রীবৎস চিনিল।
আটক করিয়া তরী ঘাটেতে রাখিল॥
নিজ জনে আজ্ঞা দিল শ্রীবৎস রাজন।
নৌকা হ'তে কূলেতে উঠাও যত ধন॥
আজ্ঞামাত্র স্বর্ণপাট যতেক আছিল।
ডিঙ্গা হৈতে নামাইয়া কূলে উঠাইল॥
দেখি সদাগর গিয়া ভূপে জানাইল।
তোমার জামাতা মম সর্ব্বস্ব লুটিল॥
শুনি রাজা ক্রোধচিত্তে জামাতারে বলে।
কি কারণে সাধুর স্বর্ণের পাট নিলে॥

পরগৃহে বঞ্চে পর অন্নেতে পালিত।
ধিক্ তার জীবনে মরণ সমুচিত॥
এই স্বর্ণপাট যদি করে দুইখান।
তবেত উহার স্বর্ণ সকলি প্রমাণ॥
শুনি সদাগরে ডাকি কহিল নৃপতি।
স্বর্ণপাট দুই খণ্ড কর শীঘ্রগতি॥
একখানি পাট যদি দুইখানি হয়।
তবেত তোমার স্বর্ণ হইবে নিশ্চয়॥
এ কথা শুনিয়া সাধু কুঠার আনিয়া।
খুলিতে করিল যত্ন স্বর্ণ পাট নিয়া॥
খুলিতে নারিলা সাধু মহা লজ্জা পায়
তবেত শ্রীবৎস রাজা কহিছে সভায়॥
খুলিতে নারিল সাধু পাইলে প্রমাণ।
আমি খুলি স্বর্ণপাট করি দুইখান॥
স্বর্ণপাট হাতে করি শ্রীবৎস রাজন।
তাল বেতালেরে তবে করিল স্মরণ॥
স্মরণ করিবামাত্র দুইখান হয়।
দেখিয়া সভার লোক মানিল বিস্ময়॥
তবে কহিলেন রাজা যোড় করি কর।
কহ বাপু তুমি কেবা হও মায়াধর॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিম্বা নাগ নর।
মায়া করি ভদ্রা নিতে এলে গুণাকর॥
বুঝি মোর ভদ্রার ভাগ্যের নাহি সীমা।
সত্য করি কহ বাপু না ভাণ্ডিহ আমা॥
শ্বশুরের বাক্য শুনি শ্রীবৎস নৃপতি।
কহিতে লাগিল তবে মধুর ভারতী॥
শুন শুন মহারাজ মম নিবেদন।
নীচে কি উত্তম বিধি করান মিলন॥
সমানে সমানে ধাতা করয়ে সংযোগ।
সুখ দুঃখ হয় রাজা শরীরের ভোগ॥
মৃত্যু সম বনে দুঃখ দ্বাদশ বৎসর।
শনির পীড়ায় আসি তোমার নগর॥
ধাতার নির্ব্বন্ধে করি ভদ্রারে গ্রহণ।
ভয় নাহি মহারাজ নহি নীচ জন॥
শুন নরপতি তুমি মোর বিবরণ।
প্রাগ্‌দেশপতি আমি শ্রীবৎস রাজন॥
চিরদিন ধর্ম্ম ন্যায়ে রাজ্য পালি আমি।
দৈবের বিপাক রাজা জ্ঞাত হও তুমি॥
একদিন শনি সহ জলধিকুমারী।
দোঁহে দ্বন্দ্ব করি আসে মোর বরাবরি॥
লক্ষ্মী কহিলেন আমি পূজিতা সংসারে।
শনি বলে আমি শ্রেষ্ঠ যত চরাচরে॥
এইমত দ্বন্দ্ব করি আসি দুইজন।
আমারে কহিল কহ শ্রেষ্ঠ কোন্ জন॥
শুনিয়া হৃদয়ে মম হৈল বড় ভয়।
কাহারে কহিব শ্রেষ্ঠ কি হবে উপায়॥
উভয়ে বলিনু কল্য আসিবে প্রভাতে।
ইহার প্রমাণ কালি বুঝিব মনেতে॥
বিদায় হইয়া দোঁহে করিল গমন।
আমার ভাবনা হৈল কি করি এখন॥
কেবা ছোট কেবা বড় কহিতে না পারি।
অনেক ভাবিয়া চিত্তে অনুমান করি।
স্বর্ণ রৌপ্য সিংহাসন রাখি দুইখান।
দুই ভিতে সিংহাসন মধ্যে মম স্থান॥
রহিলাম সভা করি বসিয়া তথায়।
দুইজন আইলেন প্রভাত সময়॥
দোঁহে দেখি সসম্ভ্রমে বসাই ঝটিতি।
কাতর অন্তরে আমি কার বহু স্তুতি॥
তুষ্ট হয়ে দুইজন বৈসেন সম্ভ্রমে।
লক্ষ্মীমাতা দক্ষিণে বসিল শনি বামে॥
আমাকে জিজ্ঞাসে দোঁহে সহাস্য-বদন।
শুনিয়া উত্তর আমি করিনু তখন॥
আপনা আপনি দোঁহে দেখি বুঝ ক্রমে।
দক্ষিণেতে শ্রেষ্ঠ বলি সাধারণ বামে॥
এত শুনি ক্রোধী হয়ে শনি মহাশয়।
অল্প দোষে গুরুদণ্ড করিল আমায়॥
রাজ্যনাশ বনবাস স্ত্রী-বিচ্ছেদ হৈল।
মরণ অধিক দুঃখ মোরে নিয়োজিল॥
শ্রীবৎস মুখেতে শুনি এতেক ভারতী।
ব্যস্ত হৈয়া বাহুরাজ উঠে শীঘ্রগতি॥
যোড়হাত করি রাজা করয়ে স্তবন।
ক্ষমহ আমার দোষ অজ্ঞাত কারণ॥

সার্থক সেবিল গৌরী আমার নন্দিনী।
এত দিনে আপনারে ধন্য করি মানি ॥
এতদিন আছিলাম হইয়া অস্থির।
অমৃতাভিষিক্ত আজি হইল শরীর ॥
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য কতেক আছিল।
সেই ফলে ভদ্রা কন্যা তোমারে পাইল ॥
কাতর হইয়া রাজা পড়িল ধরণী।
শ্রীবৎস কহিছে তবে শুন মম বাণী ॥
লঘুজনে এতাদৃশ না হয় উচিত।
শীঘ্র করি মহারাজ চিন্ত মম হিত ॥
নৌকাপরে চিন্তা মম আছয়ে বন্ধন।
শীঘ্র করি তারে রাজা করহ মোচন ॥
শুনি বাহু নরপতি উঠে শীঘ্রগতি।
পাত্রমিত্রগণ সবে চলিল সংহতি ॥
নদীতীরে গিয়া দেখে নৌকার উপরে।
চিন্তাদেবী আছে তথা কাতর অন্তরে ॥
কহিতে লাগিল রাজা চিন্তাদেবী প্রতি।
দুঃখকাল গেল মাতা উঠ শীঘ্রগতি ॥
তোমার বিচ্ছেদে দুঃখী শ্রীবৎস রাজন।
উঠ মাতা দোঁহে গিয়া করগো মিলন ॥
জরাযুক্ত চিন্তা অঙ্গ দেখিয়া রাজন।
জিজ্ঞাসেন চিন্তা প্রতি তার বিবরণ ॥
তবে চিন্তা কহিতে লাগিল মৃদুভাষে।
জরাযুক্ত অঙ্গ কথা শুন ইতিহাসে ॥
এই সদাগর যায় বাণিজ্য করিতে।
আটক হইল তরী দৈবের দোষেতে ॥
কাঠুরে রমণীগণ যতেক আছিল।
ক্রমে ক্রমে সদাগর সবে আনাইল ॥
সকলে ছুঁইল তরী না হৈল উদ্ধার।
পশ্চাতে আমারে গিয়া ডাকে বার বার ॥
বিস্তর বিনয় করি আমারে কহিল।
কাতর দেখিয়া মোর দয়া উপজিল ॥
দয়া করি উদ্ধারি দিলাম যদি তরী।
দুষ্ট দুরাচার চিত্তে দুষ্টবুদ্ধি করি ॥
আমাকে তুলিয়া নিল নৌকার উপর।
ভয় পেয়ে মম অঙ্গ কাঁপে থর থর ॥
অতি ভয়ে সূর্য্যদেবে করিলাম স্তুতি।
স্তবে তুষ্ট হইলেন সূর্য্য মম প্রতি ॥
আমি কহিলাম দেব মম রূপ লহ
জরাযুক্ত অঙ্গ এবে মোরে দান দেহ ॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে বর দিল সেইক্ষণ।
জরা অঙ্গ দিয়া মোরে কহিল তখন ॥
স্মরণ করিবামাত্র নিজরূপ পাবে।
চিন্তা না করিহ চিন্তা মহারাণী হবে ॥
দৈবগ্রহ ঘুচিলে পাইবা নৃপবর।
কিছুদিন শুদ্ধচিত্তে ভাবহ ঈশ্বর ॥
শুন মহারাজ মম জরার ভারতী।
দুঃখ শুনি কাঁন্দে তবে বাহু নরপতি ॥
তুমি সতী পতিব্রতা পতি অনুগতা।
ত্রিভুবনে তব গুণ স্মরিবেক মাতা ॥
সূর্য্যের চিন্তায় চিন্তা স্বরূপ পাইল।
যেমন পূর্ব্বের রূপ তেমনি হইল ॥
রাজা বলে চতুর্দ্দোল আন শীঘ্রগতি।
চিন্তা বলে চল যাই প্রভুর বসতি ॥
চিন্তা বলে পদব্রজে চলিলেন সতী।
যথায় উদ্বেগ চিত্ত শ্রীবৎস নৃপতি ॥
নিকটেতে গিয়া চিন্তা প্রদক্ষিণ করে।
প্রণিপাত করি কহে স্বামী বরাবরে ॥
দেখি তবে আস্তেব্যস্তে উঠিয়া রাজনে।
বাম পার্শ্বে বসাইল নিজ সিংহাসনে ॥
প্রেমাবেশে অবশ হইল দুইজন।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন বদন চুম্বন ॥
বিনোদ শয্যায় রাজা করিল শয়ন।
চিন্তা ভদ্রা পদসেবা করে দুইজন ॥
নানা হাসে নানা রসে শ্রীবৎস রাজন।
আনন্দেতে করিলেন নিশা সমাপন ॥
প্রভাত সময়ে বার দিয়া বাহুরাজা।
শ্রীবৎস চিন্তারে তবে কৈল বহু পূজা ॥
আনন্দেতে সভাতলে বসে সর্ব্বজন।
নানাশাস্ত্র প্রসঙ্গ করেন জনে জন ॥

শ্রীবৎস রাজার শনিত্যাগ ও রাজার প্রতি শনির বরদান।

প্রভাতে বাহুক রাজা, লইয়া সকল প্রজা,
বসিয়াছে সানন্দ বিধানে।
হেনই সময়ে শনি, কহিছে আকাশবাণী,
শুন সভাপাল সর্ব্বজনে॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ, সকলি আমার ভক্ষ্য,
সকলে আমায় শ্রেষ্ঠ জানে।
বিদ্যাধরী বিদ্যাধর, রাক্ষস কিন্নর নর,
সবে মানে শ্রীবৎস না মানে॥
মনুষ্য হইয়া মোরে, অত্যন্ত অবজ্ঞা করে,
কত সব দুর্নয় তাহার।
সুরাসুরে যারে ডরে, মনুষ্য অবজ্ঞা করে,
বুঝ সবে করিয়া বিচার॥
কহিতে কহিতে শনি, আইল মরুত ভুমি,
যথা সভামধ্যে সর্ব্বজন।
আরক্ত পিঙ্গল বর্ণ, রূপে যেন তপ্ত স্বর্ণ,
পরিধান সুরক্ত বসন॥
তেজোময় দেখি আভা, উজ্জ্বল হইল সভা
অতি ভয় পায় সর্ব্বজন।
আস্তেব্যস্তে সর্ব্বজনে, দাণ্ডাইল বিদ্যমানে
করযোড়ে করয়ে স্তবন॥
তুমি সকলের সার, তোমাবিনা নাহি আর,
ত্রিভুবনে করিব পূজন।
সর্ব্ব ঘটে ভুঞ্জ তুমি, তুমি সকলের স্বামী,
নবগ্রহরূপী জনার্দ্দন॥
এরূপে শ্রীবৎস ভূপ, স্তব করে বহুরূপ,
স্তবে তুষ্ট হয়ে শনি কয়।
শুন ওহে মহারাজা, করহ আমার পূজা,
আর তব নাহি কিছু ভয়॥
দেশে যাও নরবর, একছত্রে রাজ্যেশ্বর,
রবে দশ সহস্র বৎসর।
পুত্র পাবে শত জন, কন্যারত্ন মহাধন,
অন্তে বাস বৈকুণ্ঠ নগর॥
মম সহ করি বাদ, হৈল তব এ প্রমাদ,
পৃথিবীতে রহিল ঘোষণ।
যে তোমার নাম লবে, তার মনোব্যথাযাবে
শুন ওহে শ্রীবৎস রাজন॥
শ্রীবৎসকে দিয়া বর, অন্তর্দ্ধান শনৈশ্চর,
গেল শনি বৈকুণ্ঠ ভুবনে।
ভবার্ণবে ভয়রাশি, বন্দনা করিল কাশী,
বনপর্ব্বে শ্রীবৎস রাজনে॥

শ্রীবৎস রাজার ভার্য্যার সহিত স্বরাজ্যে গমন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন গদাধর।
বরাদাতা হয়ে শনি গেল অতঃপর॥
বাহুরাজা কি করিল শ্রীবৎস নৃপতি।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ লক্ষ্মীপতি॥
যাদব কহেন রাজা কর অবধান।
বর দিয়া গেল যদি শনি নিজস্থান॥
আনন্দিত বাহু রাজা পুত্রের সহিত।
করাইল সভাতে বিবিধ নৃত্যগীত॥
নানাবাদ্য মহোৎসব প্রতি ঘরে ঘরে।
হাস্য পরিহাসে কেহ পাশা ক্রীড়া করে॥
এইরূপে আনন্দে রহিল সর্ব্বজন।
কতদিন বঞ্চে তথা শ্রীবৎস রাজন॥
একদিন প্রভাতে করিয়া স্নান দান।
যান রাজা আনন্দে শ্বশুর সন্নিধান॥
করযোড় করি করে শ্রীবৎস রাজন।
অবধান কর রায় মোর নিবেদন॥
আজ্ঞা কর নিজদেশে করিব গমন।
বহুদিন দেখি নাই জ্ঞাতি বন্ধুগণ॥
বাহুরাজা বলে বাপু কি কথা কহিলে।
পূর্ব্ব পুণ্যফলে বিধি তোমারে মিলালে॥
এই রাজ্যে রাজা তাত হইবে আপনি।
কি কারণে হেন কথা কহ নৃপমণি॥
রাজা কহে যত কহ স্নেহের কারণ।
অদ্য আমি নিজ রাজ্যে করিব গমন॥

নিশ্চয় বুঝিয়া মন বাহু নৃপবর।
সারথিরে আজ্ঞা তবে করিল সত্বর॥
আজ্ঞামাত্র সারথি চলিল শীঘ্রগতি।
রথ সাজি সেইক্ষণে আনিল সারথি॥
রাজা বলে সৈন্যগণ সাজ সর্ব্বজন।
শ্রীবৎস কহিল রায় নাহি প্রয়োজন॥
দক্ষিণ সমুদ্র পার আমার বসতি।
সৈন্য সেনা কেমনে যাইবে ঘোড়া হাতী
রাজা বলে কেমনে যাইবে তুমি তথা।
শ্রীবৎস বলিল রাজা উপায় দেবতা॥
তাল বেতালেরে রাজা করিল স্মরণ।
স্মরণ মাত্রেতে তারা আসে দুইজন॥
হাসিয়া কহিল দোঁহে কি আজ্ঞা করহ।
শ্রীবৎস কহিল মোরে নিজ রাজ্যে লহ॥
শ্বশুরে প্রণাম করি উঠে রথোপরে।
চিন্তা ভদ্রা বলি নৃপ ডাকিল সত্বরে॥
জনক জননী পদে বিদায় মাগিল।
চিন্তা ভদ্রা দোঁহে আসি রথে আরোহিল॥
চূড়ায় বসিল তাল বেতাল সারথি।
বায়ুবেগে যায় রথ সুললিত গতি॥
নিমেষে উত্তরে দশ সহস্র যোজন।
রাজা বলে কহ তাল এই স্থান কোন॥
তাল কহে ঐ দেখ সুরভি আশ্রম।
কহিতে কহিতে পায় কাঠুরে ভবন॥
তাল কহে মহারাজ কর অবধান।
পোড়া মৎস্য জলে তব গেল এই স্থান॥
ভাঙ্গা নায় শনি আসি কাঁথা হরে নিল।
নিমেষেতে সেই স্থান পশ্চাৎ হইল॥
ক্রমেতে পাইল আসি আপন ভবন।
তাল কহে নিজরাজ্যে আইলা রাজন॥
রথ হৈতে রাজা রাণী নামি তিনজন।
পদব্রজে ধীরে ধীরে করিল গমন॥
শুনিল নগরলোক আইল রাজন।
মৃত শরীরেতে যেন পাইল জীবন॥
বামপার্শ্বে দুই রাণী সিংহাসনে রাজা।
পাত্র মিত্র সবে আসি করিলেক পূজা॥

পূর্ব্বের সুহৃদ বন্ধু যতেক আছিল।
ক্রমেতে আসিয়া সবে একত্র হইল॥
বান্ধব সানন্দ নিরানন্দ রিপুগণ।
পূর্ব্বমত রাজা রাজ্য করেন শাসন॥
চিন্তা ভদ্রা দুই রাণী পরম সুশীলা।
ক্রমে ক্রমে শত পুত্র দোঁহে প্রসবিলা॥
দুই রাণী গর্ভে জন্ম দুই কন্যাধন।
অমৃতেতে অভিষিক্ত হইল রাজন॥
বহুকাল রাজ্য করে শ্রীবৎস রাজন।
ধর্ম্ম কর্ম্ম করে যত না যায় বর্ণন॥
দীর্ঘকাল রাজ্য করে পরম কৌতুকে।
অন্তকালে রাণী সহ যায় পরলোকে॥
অতএব যুধিষ্ঠির করি নিবেদন।
দৈবাধীন কর্ম্মে শোক করা অকারণ॥
শ্রীবৎস চরিত্র আর শনির মাহাত্ম্য।
যেবা শুনে যেবা পড়ে সে হয় পবিত্র॥
কদাচ শনির বাধা তাহার না হয়।
শাস্ত্রের বচন এই নাহিক সংশয়
এতবলি জগন্নাথ মাগেন মেলানি।
সবারে সন্তোষ করিলেন চক্রপাণি॥
সুভদ্রা সৌভদ্র দোঁহে সঙ্গেতে করিয়া।
দ্বারকা গেলেন হরি রথ চালাইয়া॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন লয়ে ভাগিনেয় পঞ্চজন।
সসৈন্যে পাঞ্চাল দেশে করিল গমন॥
আর যেই দুই ভার্য্যা পাণ্ডবের ছিল।
নিজ নিজ ভ্রাতৃগণ সহ দেশে গেল॥
দ্বারকানগরে চলিলেন যদুপতি।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন ভ্রাতৃগণ প্রতি॥
দ্বাদশ বৎসর আমি নিবসিব বনে।
যোগ্যস্থান দেখ যথা বঞ্চি হৃষ্টমনে॥
বহু মৃগ পক্ষী থাকে ফল পুষ্পরাশি।
সকল সুস্থল যথা বৈসে সিদ্ধ ঋষি॥
অর্জ্জুন বলেন সব তোমাতে গোচর।
মুনিগণ হৈতে তুমি জ্ঞাত চরাচর॥
দ্বৈত নামে মহাবন অতি মনোরম।
সাধু সিদ্ধ ঋষি আদি মুনির আশ্রম॥

তথায় চলহ সবে যদি লয় মন।
এতশুনি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের নন্দন॥
নিজ নিজ যানারোহে চলেন পাণ্ডব।
সঙ্গেতে চলিল যত দ্বিজ মুনি সব॥
দ্বৈত কাননের গুণ না হয় বর্ণনা।
গন্ধর্ব্ব চারণ বৈসে মুনি অগণনা॥
তমাল কদম্ব তাল শিরীষ পিয়াল।
অর্জ্জুন খর্জ্জুর জম্বু আম্র সুরসাল॥
পারিজাত বকুল চম্পক কুরুবক।
নানাজাতি পশু পক্ষিগণ মরুবক॥
ময়ূর কোকিল আদি পক্ষী সদা ভ্রমে।
ষড়ঋতুযুক্ত বন লোক মনোরমে॥
দেখিয়া উল্লাসযুক্ত পাণ্ডবের মন।
আশ্রম করিল তথা সর্ব্ব মুনিগণ॥
সেই বনে যত ছিল তাপস ব্রাহ্মণ।
যুধিষ্ঠিরে আসিয়া করিল সম্ভাষণ॥
হেনকালে আসে মার্কণ্ডেয় মুনিবর।
জলদগ্নি সম তেজ দিব্য জটাধর॥
প্রণমিয়া যুধিষ্ঠির দিলেন আসন।
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া হাসিল তপোধন॥
দেখিয়া বিস্ময় চিত্তে কহেন ভূপতি।
কি হেতু হাসিলে কহ মুনি মহামতি॥
সব ঋষিগণ দুঃখী দেখিয়া আমারে।
তোমার কি হেতু হাস্য না বুঝি অন্তরে॥
মন্দ হাস্য করি মুনি বলেন তখন।
যে হেতু হইল হাস্য শুনহ রাজন॥
তুমি যেন মহারাজ ভার্য্যার সংহতি।
সর্ব্বভোগ ত্যজি বনে করিলা বসতি॥
এইরূপে পূর্ব্বে দশরথের নন্দন।
জানকী সহিত আর অনুজ লক্ষ্মণ॥
পিতৃসত্য পালিতে করিলা বনবাস।
অবহেলে দশস্কন্ধে করিল বিনাশ॥
অপ্রমেয় বল রাম অপ্রমেয় গুণ।
সত্য বিচলিত নাহি হন কদাচন॥
তিনপুর জিনিবারে ইঙ্গিতেতে পারে।
সত্যের কারণে শিরে জটাভার ধরে॥
তাদৃশ দেখি যে রাজা তুমি সত্যবাদী।
মহাবল ধর্ম্মবন্ত সর্ব্বগুণনিধি॥
তথাপি বনেতে দুঃখ সত্যের কারণ।
বিধির নিযুক্ত নাহি খণ্ডে মহাজন॥
বলে শক্ত হৈলে সত্য কভু না ত্যজিবে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কভু না লঙ্ঘিবে॥
ধন্য মহারাজ তুমি পাণ্ডুর নন্দন।
তোমার গুণেতে পূর্ণ হৈল ত্রিভুবন॥
এত বলি মহারাজে আশীষ করিয়া।
আপন আশ্রম প্রতি গেলেন চলিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর পরস্পর কথা।

দ্বৈতবন মধ্যে পঞ্চপাণ্ডুর নন্দন।
ফল মূলাহার জটা বাকল ভূষণ॥
একদিন কৃষ্ণা বসি যুধিষ্ঠির পাশে।
কহিতে লাগিল দুঃখ সকরুণ ভাষে॥
এ হেন নির্দ্দয় দুরাচার দুর্য্যোধন।
কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বন॥
কিছুমাত্র তব দোষ নাহি তার স্থানে।
এ হেন দারুণ কর্ম্ম করিল কেমনে॥
কঠিন হৃদয় তার লৌহেতে গঠিল।
তিল মাত্র তার মনে দয়া না জন্মিল॥
তোমার এ গতি কেন হৈল নরপতি।
সহনে না যায় মম সন্তাপিত মতি॥
রতনে ভূষিত শয্যা নিদ্রা না আইসে।
এখন শয়ন রাজা তীক্ষ্ণধার কুশে॥
কস্তুরী চন্দনে সুলেপিত কলেবর।
এখন হইল তনু ধূলায় ধূসর॥
মহারাজগণ যার বসিত চৌপাশে।
তপস্বী সহিত থাক তপস্বীর বেশে॥
লক্ষ লক্ষ দ্বিজ যার স্বর্ণপাত্রে ভুঞ্জে।
এবে ফলমূল ভক্ষ্য অরণ্যের মাঝে॥

এই সব ভ্রাতৃগণ ইন্দ্রের সমান।
ইহা সবা প্রতি নাহি কর অবধান॥
মলিন বদন ক্লিষ্ট দুঃখেতে দুর্ব্বল।
হেঁটমুখে সদা থাকে ভীম মহাবল॥
ইহা দেখি রাজা তব নাহি জন্মে দুঃখ।
সহনে না যায় মম ফাটিতেছে বুক॥
ভীম সম পরাক্রমে নাহি ত্রিভুবনে।
ক্ষণমাত্রে সংহারিতে পারে কুরুগণে॥
সকল ত্যজিল রাজা তোমার কারণ।
কিমতে এ সব দুঃখ দেখহ রাজন॥
এই যে অর্জ্জুন কার্ত্তবীর্য্যের সমান।
যাহার প্রতাপে সুরাসুর কম্পমান॥
দুঃখ চিন্তা করে সদা মলিন বদনে।
ইহা দেখি রাজা তাপ নাহি তব মনে॥
সুকুমার মাদ্রীসুত দুঃখী অধোমুখ।
ইহা দেখি রাজা তব নাহি জন্মে দুঃখ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন-স্বসা আমি দ্রুপদনন্দিনী।
তুমি হেন মহারাজ হই আমি রাণী॥
মম দুঃখ দেখি রাজা তাপ না জন্ময়।
ক্রোধ নাহি তব মনে জানিনু নিশ্চয়॥
ক্ষত্র হয়ে ক্রোধ নাহি নাহি হেন জন।
তোমাতে নাহিক রাজা ক্ষত্রিয় লক্ষণ॥
সময়েতে যেই বীর তেজ নাহি করে।
হীনজন বলে রাজা তাহারে প্রহারে॥
এই অর্থে পূর্ব্বে রাজা আছয়ে সম্বাদ।
বলি দৈত্যপতি প্রতি বলিছে প্রহ্লাদ॥
করযোড়ে বলি জিজ্ঞাসিল পিতামহে।
ক্ষমা তেজ উভয়ের ভাল কারে কহে॥
সর্ব্বধর্ম্ম অভিজ্ঞ প্রহ্লাদ মহামতি।
কহিতে লাগিল শাস্ত্রমত পৌত্র প্রতি॥
সদা ক্ষমী না হইবে সদা তেজোবন্ত।
সদা ক্ষমা করে তার দুঃখে নাহি অন্ত॥
কার্য্যে অবহেলা করে নাহি কিছু ভয়।
যথাস্থানে যাহা করে ক্রমে হয় লয়॥
বলে অন্যে হরি লয় তার ভার্য্যাগণ।
অতি ক্ষমাশীল দেখি করয়ে হেলন॥
অতি ক্ষমাশীল দেখি ভার্য্যা নাহি মানে।
সে কারণে সদা ক্ষমা ত্যজে বুধগণে॥
দোষ মত দণ্ড দিবে শাস্ত্র অনুসারে।
মহাক্লেশ পায় যেই সদা ক্ষমা করে॥
ক্ষমার কারণ তবে শুন নরপতি।
একবার করে ক্ষমা দুঃখী জন প্রতি॥
নির্ব্বুদ্ধি অজ্ঞানে ক্ষমা করি একবার।
দুইবার দোষ কৈলে দণ্ড দিবে তার॥
দুইবার ক্ষমা কেহ না করে রাজন।
কত দোষ তোমার না কৈল দুর্য্যোধন॥
সে কারণে ক্ষমা রাজা না কর তাহারে।
তেজকালে কর তেজ ক্ষমা ফেল দূরে॥
দ্রৌপদীর বাক্য শুনি ধর্ম্ম নরপতি।
করেন উত্তর তার ধর্ম্ম শাস্ত্র নীতি॥
ক্রোধ সম পাপ দেবি নাহিক সংসারে।
প্রত্যক্ষ শুনহ ক্রোধ যত পাপ ধরে॥
গুরু লঘু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধকালে।
অবক্তব্য কথা লোকে ক্রোধ হৈলে বলে॥
আছুক অন্যের কার্য্য আত্মা হয় বৈরী।
বিষ খায় ডুবে মরে অস্ত্র অঙ্গে মারি॥
এ কারণে বুধগণ সদা ক্রোধ ত্যজে।
অক্রোধী যে লোক তারে সর্ব্বলোকে পূজে॥
ক্রোধে পাপ ক্রোধে তাপ ক্রোধে কুলক্ষয়।
ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয় ক্রোধে অপচয়॥
তপ জপ সন্ন্যাস ক্রোধীর অকারণ।
রজোগুণে ক্রোধী বিধি করিল সৃজন॥
হেন ক্রোধ যেইজন জিনিবারে পারে।
ইহলোক পরলোক অবহেলে তরে॥
ক্ষমা সম ধর্ম্ম দেবি অন্য ধর্ম্ম নয়।
পূর্ব্বেতে কশ্যপ মুনি করিল নির্ণয়॥
অষ্টাঙ্গ বেদাঙ্গ যজ্ঞ মহাদান ধ্যান।
ক্ষমাময় জনের সর্ব্বদা দীপ্যমান॥
পৃথিবীকে ধরিয়াছে ক্ষমাবন্ত জনে।
আমা সম জন ক্ষমা ত্যজিবে কেমনে॥
সে কারণে দ্রৌপদী ত্যজহ ক্রোধ মন।
শত অশ্বমেধ ফল অক্রোধী যে জন॥

দুর্য্যোধন না ক্ষমিল আমি না ক্ষমিব।
এইক্ষণে কুরুবংশ সকল মজাব॥
কুরুবংশ দেখ দেবি মম পুণ্যভার।
মম ক্রোধ হৈলে বংশ হইবে সংহার॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদি বুঝাইবে সবে।
সবাকার দুর্য্যোধন নহিবেক যবে॥
আপনার দোষে তারা হইবে সংসার।
পূর্ব্বে করিয়াছি আমি এমন বিচার॥
কৃষ্ণা বলে সেই বিধাতারে নমস্কার।
যেইজন হেনরূপ করিল সংহার॥
সেইজন যাহা করে সেই মত হয়।
মনুষ্যের শক্তিতে কিছুই সাধ্য নয়॥
যজ্ঞ দান তপ ব্রত বহু আচরিলে।
দ্বিজসেবা দেবপূজা কতই করিলে॥
ধিক্ ধিক্ বিধি তার কৈল হেন গতি।
ধর্ম্ম হেতু পঞ্চ ভাই পাইলা দুর্গতি॥
ধর্ম্ম হেতু সব ত্যজি আইলে বনেতে।
চারি ভাই আমাকেও পারহ ত্যজিতে॥
তথাপিহ ধর্ম্ম নাহি ত্যজিলে রাজন।
কায়ার সহিত যেন ছায়ার গমন॥
তোমার যতেক ধর্ম্ম বিখ্যাত সংসার।
সর্ব্বক্ষিতীশ্বর হয়ে নাহি অহঙ্কার॥
রাজসূয় অশ্বমেধ সুবর্ণ গো সব।
আর সব বহু যজ্ঞ দান মহোৎসব॥
সে সব করিতে বুদ্ধি হইল তোমায়।
সর্ব্বস্ব হারিলে তুমি কপট পাশায়॥
যে বনের মধ্যে রাজা চোর নাহি থাকে।
তথায় নিযুক্ত বিধি করিল তোমাকে॥
এখন সে ধর্ম্ম তুমি করিবে কেমনে।
রাজ্যহীন ধনহীন বসতি কাননে॥
ধিক্ বিধাতারে যেই করে হেন কর্ম্ম।
দুষ্টাচার দুর্য্যোধন করিল আজন্ম॥
তাহারে নিযুক্ত কেন পৃথিবীর ভোগ।
তোমারে করিল বিধি এমন সংযোগ॥
যুধিষ্ঠির কহে কৃষ্ণা উত্তম কহিলে।
কেবল কহিলে দোষ ধর্ম্মেরে নিন্দিলে॥
আমি যত কর্ম্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাই।
যাহা করি সমর্পি যে ঈশ্বরের ঠাঁই॥
কর্ম্ম করি যেই জন ফলাকাঙ্ক্ষী হয়।
বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয়॥
ফললোভে ধর্ম্ম করে লুব্ধ বলি তারে।
লোভে পুনঃ পুনঃ পড়ে নরক ভিতরে॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম করি যে ফলাকাঙ্ক্ষা না করে।
ঈশ্বরে সমর্পিলে সে অবহেলে তরে॥
ধর্ম্মফল বাঞ্ছা করি ধর্ম্মগর্ব্ব করে।
ধর্ম্মেরে করিয়া নিন্দা অধর্ম্ম আচরে॥
এই সব জনেরে পশুর মধ্যে গণি।
বৃথা জন্ম যায় তার পায় পশুযোনি॥
ধর্ম্মশাস্ত্র বেদনিন্দা করে যেই জন।
তির্য্যগের মধ্যে তারে করয়ে গণন॥
পুনঃ পুনঃ তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম হয়।
নরক হইতে তার কভু পার নয়॥
প্রত্যক্ষে দেখহ কৃষ্ণা ধর্ম্ম যাহা কৈল।
সপ্ত বৎসরের আয়ু মার্কণ্ডের ছিল॥
ধর্ম্মবলে সপ্তকল্প জীয়ে মুনিরাজ।
আর যত দেখ মুনি ঋষির সমাজ॥
মুখে যাহা কহে তাহা হয় সেইক্ষণে।
ধর্ম্মবলে ভ্রমিবারে পারে ত্রিভুবনে॥
পূর্ব্বে সাধুগণ সব গেল যেই পথে।
মম চিত্ত বিচলিত না হয় তাহাতে॥
তুমি বল বনে ধর্ম্ম করিবে কেমনে।
যথা শক্তি তত আমি করিব কাননে॥
অন্য পাপ কৈলে প্রায়শ্চিত্ত আছে তার।
ধর্ম্মনিন্দা কৈলে প্রায়শ্চিত্ত নাহি আর॥
হর্ত্তা কর্ত্তা যেই জন সবার ঈশ্বর।
যাঁহার সৃজন এই যত চরাচর॥
আমি কোন্ কীট তারে অমান্য করিতে।
ভ্রম নাহি আমার ইহাতে কোন মতে॥
যুধিষ্ঠির কৃষ্ণা সহ কথার সময়।
আইলেন তথা সত্যবতীর তনয়॥
মহাভারতের কথা জ্ঞানের প্রকাশ।
শ্রবণে অধর্ম্ম হরে কহে কাশীদাস॥

অর্জ্জুনের শিবারাধনার্থ হিমালয় পর্ব্বতে গমন।

ব্যাসেরে করেন পূজা পাণ্ডুপুত্রগণে।
আশীর্ব্বাদ করি মুনি বসেন আসনে॥
যুধিষ্ঠিরে চাহি বলিলেন মুনিবর।
শত্রুগণে ভয় তব হয়েছে অন্তর॥
তোমার হৃদয় ভাব জানিলাম আমি।
সে কারণে হেথা আইলাম শীঘ্রগামী॥
শত্রুর যে ভয় তাহা ত্যজ নৃপবর।
আমি যাহা বলি তাহা করহ সত্বর॥
অশুভ সময় গেল হইল সুকাল।
এক বিদ্যা দিব আমি লহ মহীপাল॥
এই বিদ্যা হৈতে হবে শিব দরশন।
তোমারে সদয় হইবেন ত্রিলোচন॥
নরঋষি মূর্ত্তি তব ভাই ধনঞ্জয়।
এই মন্ত্রবলে ক্ষিতি করিবে বিজয়॥
এ বন ত্যজিয়া রাজা যাহ অন্যবন।
এক স্থানে বহু বধ হয় মৃগগণ॥
বনে এক ঠাঁই বসি কোন কর্ম্ম নাই।
তীর্থ দরশন করি ভ্রম ঠাঁই ঠাঁই॥
এত বলি একান্তে লইয়া মহামতি।
যুধিষ্ঠিরে দেন বিদ্যা নাম প্রতিস্মৃতি॥
মন্ত্র দিয়া মুনিরাজ গেলেন স্বস্থান।
মন্ত্র পেয়ে যুধিষ্ঠির হরিষ বিধান॥
ব্যাস অনুমতি পেয়ে কুন্তীর নন্দন।
দ্বৈতবন ত্যজিয়া চলেন সেইক্ষণ॥
উত্তর মুখেতে সরস্বতী নদী তীরে।
গিয়া উত্তরিলেন কাম্যক বনান্তরে॥
কাম্যক বনের মধ্যে করেন আশ্রয়।
বড়ই নির্গম বন নাহি কোন ভয়॥
মৃগয়া করিয়া নিত্য তোষেন ব্রাহ্মণ।
পিতৃশ্রাদ্ধ দেবার্চ্চন করে অনুক্ষণ॥
কতদিনে মুনিবাক্য করিয়া স্মরণ।
নিকটে ডাকিয়া পার্থে বলেন বচন॥
ভীষ্ম দ্রোণ ভূরিশ্রবা কৃপ কর্ণ দ্রৌণি।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ জানহ আপনি॥
সবাই হইল ভাই দুর্য্যোধন ভিতে।
ইত্যাদি করিয়া যত রাজা পৃথিবীতে॥
আমার কেবল ভাই তোমার ভরসা।
দুঃখে তুমি উদ্ধারিবে করিয়াছি আশা॥
সে সবারে জিনিতে হইল উপদেশ।
উগ্র তপ কর গিয়া সেবহ মহেশ॥
যেই বিদ্যা আমারে দিলেন পিতামহ।
ইহা জপি ত্বরিতে মিলহ শিব সহ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ দিবেন দর্শন।
তাঁ সবারে সেবিয়া পাইবে অস্ত্রগণ॥
পূর্ব্বে বৃত্রাসুর হেতু যত দেবগণ।
নিজ নিজ অস্ত্র ইন্দ্রে দিল সর্ব্বজন॥
সর্ব্ব অস্ত্র পাবে ইন্দ্রে তুষ্ট করাইলে।
সর্ব্বত্র হইবে জয় শিবেরে ভজিলে॥
হিমালয় গিরি আজি করহ গমন।
নিকটে তথায় দেখা পাবে ত্রিলোচন॥
এত বলি দিব্য বিদ্যা দিয়া সেইক্ষণ।
আশীষ করিয়া শিরে করেন চুম্বন॥
আজ্ঞা পেয়ে বাহির হৈলেন ধনঞ্জয়।
গাণ্ডীব নিলেন তূণ যুগল অক্ষয়॥
চারিদিকে দ্বিজগণ শুভ শব্দ কৈল।
যাইবার কালে সেই দ্রৌপদী বলিল॥
জন্মকালে যে বলিল যত দেবগণ।
সে সকল প্রাপ্তি হৌক সেবি ত্রিলোচন।
যত কটু ভাষায় বলিল দুর্য্যোধন।
সেই অগ্নিতাপে অঙ্গ হতেছে দহন॥
উপায় করিহ তার সমুচিত ফলে।
নির্ব্বিঘ্ন হইয়া পুনঃ আইস মঙ্গলে॥
এতেক বলিয়া দেবী করিল বিদায়।
অর্জ্জুন বিচ্ছেদে বড় মনস্তাপ পায়।
দেব দ্বিজ গুরুজনে বন্দিয়া তখনে।
বাহির হইলা পার্থ হরষিত মনে॥
চলিলেন ধনঞ্জয় উত্তর মুখেতে।
অল্পদিনে উত্তরেন সে হিম পর্ব্বতে॥

হিমাদ্রির পার গন্ধমাদন ভূধর
ইন্দ্রকীল গিরি হয় তাহার উত্তর ॥
বহু দুঃখে তথায় গেলেন ধনঞ্জয়।
শূন্যবাণী হৈল ইথে করহ আশ্রয় ॥
অগ্রে পথ নাহি আছে মনুষ্য যাইতে।
শুনি পার্থ মহাবীর রহিল তথাতে ॥
হেনকালে দেখে এক জটিল তপস্বী।
অর্জ্জুনেরে বলিলেন নিকটেতে আসি ॥
কে তুমি কবচ খড়্গ ধনু অস্ত্র ধরি।
কি হেতু আইলে তুমি পর্ব্বত উপরি ॥
ধনু অস্ত্র ফেলহ ফেলহ শর তূণ।
দিব্যগতি পেলে অস্ত্রে কোন্ প্রয়োজন ॥
বড় তেজোবন্ত তুমি আইলে সে কারণ।
শুনিয়া নিঃশব্দ হৈয়া রহেন অর্জ্জুন
উত্তর না পাইয়া বলেন জটাধর।
বর মাগ ধনঞ্জয় আমি পুরন্দর ॥
করযোড়ে অর্জ্জুন মাগেন বরদান।
কৃপা যদি কর তবে দেহ ধনুর্ব্বাণ ॥
ইন্দ্র বলে হেথা আসি কি কাজ অস্ত্রেতে
দেবত্ব লইয়া ভোগ করহ স্বর্গেতে ॥
পার্থ বলিলেন যদি ইন্দ্রপদ পাই।
তথাপি ত্যজিতে আমি নারি চারি ভাই ॥
দুর্গম অরণ্যে রাখি আসি ভ্রাতৃগণে।
অস্ত্র বাঞ্ছা করি আমি শত্রুর নিধনে ॥
সে সবারে ত্যজি আমি রহিব কেমনে।
সতত করিবে চিন্তা আমার কারণে ॥
অস্ত্র দেহ পুরন্দর কৃপা করি মনে।
ইন্দ্র বলে আগে সিদ্ধ কর ত্রিলোচনে ॥
তাঁর অনুগ্রহে সব সিদ্ধ হবে কাজ।
এতবলি অন্তর্হিত হৈল দেবরাজ ॥

কিরাতরূপে হরপার্ব্বতীর আগমন।

হিমালয় গিরিবরে ইন্দ্রের নন্দন।
করেন তপস্যা আরাধিতে ত্রিলোচন ॥
গলিত বৃক্ষের পত্র ভক্ষ্য পক্ষান্তরে
কতদিন মাসেকেতে খান একবারে ॥
কতদিন দুই চারি মাস একদিনে।
কতদিন অর্জ্জুন থাকেন বায়ুপানে ॥
এক পদাঙ্গুলিতে রহেন দাণ্ডাইয়া।
উর্দ্ধে দুই বাহু করি নিরালম্ব হৈয়া ॥
তাঁর তপে তাপিত হইল গিরিবাসী।
গন্ধর্ব্ব চারণ সিদ্ধ যত মহাঋষি ॥
হরের চরণে নিবেদিল গিয়া সব।
হিমালয়ে কেমনে থাকিব বল ভব ॥
পর্ব্বত তাপিত দেব অর্জ্জুনের তপে।
আজ্ঞা কর আমরা রহিব কোন্‌রূপে ॥
গিরীশ বলেন সবে যাহ নিজাশ্রয়ে
আমি বর দিয়া শান্ত করি ধনঞ্জয়ে ॥
এত বলি মেলানি দিলেন সর্ব্বজনে।
মায়ায় কিরাতরূপ ধরেন তখনে ॥
কিরাত-গৃহিণীরূপা নগেন্দ্রনন্দিনী।
সেরূপ হইল সব তাঁহার সঙ্গিনী ॥
শ্রীমন্ত পিনাক ধনু পৃষ্ঠে শরাসন।
অর্জ্জুনের সম্মুখে গেলেন ত্রিলোচন ॥
হেনকালে এক মহাবরাহ আইল
গর্জ্জিয়া অর্জ্জুন পানে ত্বরিত ধাইল ॥
বরাহ দেখিয়া পার্থ গাণ্ডীব লইয়া
সন্ধান পূরেন ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া ॥
বলিলেন ডাকিয়া কিরাত ভগবান।
বরাহে তপস্বী তুমি না মারহ বাণ ॥
দূর হৈতে ডাকিয়া আনিলাম বরাহ।
তুমি কেন বরাহেরে মারিবারে চাহ ॥
না শুনিয়া পার্থ তাহা করি অনাদর।
বরাহের উপরে মারিলা তীক্ষ্ণশর ॥
কিরাত যে দিব্য অস্ত্র মারিল শূকরে।
দুই অস্ত্রে যেন বজ্র পর্ব্বত বিদরে ॥
গিরিশৃঙ্গ মূর্ত্তি যেন দেখি ভয়ঙ্কর।
মায়া ত্যজি হইল দারুণ কলেবর ॥
পার্থ বলে কে তুমি যুবতীবৃন্দ সঙ্গ।
আমারে তিলেক তোর নাহিক ভ্রূভঙ্গ ॥

বরাহেরে অস্ত্র আমি মারি আগুয়ান।
তুমি কি কারণে তারে প্রহারিলে বাণ ॥
এই দোষে আজি তব লইব পরাণ।
হাসিয়া উত্তর করিলেন ভগবান ॥
কোথা হৈতে কে তুমি আইলে তপাচারী
এ ভূমিতে মৃগয়ার আমি অধিকারী ॥
মারিলাম আমি বাণ পড়িল শূকর।
তুমি অস্ত্র কেন মার শূকর উপর ॥
অনুচিত কৈলে আরো চাহ মারিবারে
যতশক্তি আছে তব দেখাও আমারে ॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় অস্ত্র করেন প্রহার
ডাকিয়া কিরাত বলে আছি আমি মার ॥
পুনঃ পুনঃ ধনঞ্জয় প্রহারয়ে শর।
জলদ বরিষে যেন পর্ব্বত উপর ॥
বায়ব্য অনল অস্ত্র ছিল পার্থ স্থানে।
সর্ব্ব অস্ত্র প্রহার করেন ত্রিলোচনে ॥
আশ্চর্য্য ভাবেন মনে এই সে অর্জ্জুন
ইহার বৃত্তান্ত কিছু না জানি কারণ ॥
কিবা যম পুরন্দর কিম্বা ভূতনাথ
অন্যে কে সহিতে পারে এই অস্ত্রাঘাত ॥
যেই হৌক আজি আমি করিব সংহার।
ক্রোধেতে নিলেন বীর বাণ তীক্ষ্ণধার ॥
শিবের মস্তকে বাজি হৈল দুইখণ্ড।
পাষাণে বাজিয়া যেন পড়ে ইক্ষুদণ্ড ॥
অস্ত্র ব্যর্থ গেল হাতে অস্ত্র নাহি আর।
গাণ্ডীব ধনুক লয়ে করেন প্রহার ॥
হাসিয়া নিলেন ধনু কাড়ি ত্রিলোচন।
ক্রোধে পার্থ শিলাবৃষ্টি করে বরিষণ ॥
পর্ব্বত উপরে যেন শিলা চূর্ণ হয়।
ক্রোধে প্রহারেন মুষ্টি বীর ধনঞ্জয় ॥
করিলেন ক্রোধে মুষ্টি প্রহার ধূর্জ্জটি।
মুষ্ট্যাঘাতে শব্দ যেন হৈল চটচটি ॥
ভুজে ভুজে ঊরুতে ও চরণে চরণে।
মল্লযুদ্ধ ক্ষণেক হইল দুইজনে ॥
দুই অঙ্গ ঘর্ষণেতে অগ্নি বাহিরায়
অতিক্রোধে ধূর্জ্জটি প্রহারিলেন তায় ॥
মৃতবৎ হয়ে পার্থ পড়েন ভূতলে।
ক্ষণেকে চেতন পেয়ে থাক থাক বলে ॥
যাবৎ না পূজি মম ইষ্ট ত্রিলোচন
এতবলি শিবলিঙ্গ করিয়া রচন ॥
পূজিয়া মৃত্তিকা লিঙ্গ দেন পুষ্পমালা।
সেই মালা বিভূষিত কিরাতের গলা ॥
দেখিয়া অর্জ্জুন হইলেন সবিস্ময়।
নিশ্চয় জানিলেন যে এই মৃত্যুঞ্জয় ॥
বিনয়ে কহেন পার্থ করি প্রণিপাত।
করিলাম দুষ্কৃতি যে ক্ষম ভূতনাথ ॥
শিব বলে যে কর্ম্ম করিলে ধনঞ্জয়।
দেবাসুর মানুষে কাহার শক্তি নয় ॥
আমার সহিত তুমি করিলে সমর।
তুমি আমি সমশক্তি নাহিক অন্তর ॥
দিব্য চক্ষু দিব লহ দৃষ্ট হবে সব।
এত বলি দিব্য চক্ষু দেন দেবদেব ॥
দিব্য চক্ষু পাইয়া দেখেন ধনঞ্জয়।
উমার সহিত উমাকান্ত দয়াময় ॥
অর্জ্জুন করেন স্তুতি যুড়ি দুই কর।
জয় প্রভু জয় শিব জয় মহেশ্বর
ত্রিনেত্র ত্রিগুণময় ত্রিলোকের নাথ
ত্রিবিক্রমপ্রিয় হর ত্রিপুর-নিপাত ॥
নমো বিষ্ণুরূপ তুমি বিধাতার ধাতা।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গদাতা ॥
অজ্ঞাতে করিনু প্রভু অবিহিত কাজ।
চরণে শরণ লৈনু ক্ষম দেবরাজ ॥
হাসিয়া অর্জ্জুনে দেব দিলা আলিঙ্গন।
ক্ষমিলেন অজ্ঞাতের প্রহার পীড়ন ॥
শিব বলে আপনারে যে নাহি জান তুমি।
পূর্ব্ব কথা কহি শুন যাহা জানি আমি ॥
নারায়ণ সহ তুমি নরঋষিরূপে।
সংসার ধরিলে অতিশয় উগ্রতপে ॥
এই যে গাণ্ডীব ধনু আছয়ে তোমার।
তোমা বিনা ধরিবারে শক্তি আছে কার ॥
কাড়িয়া লয়েছি আমি যোগ মায়া বলে।
মায়ায় হরিনু আমি এ তূণ যুগলে ॥

পুনরপি সেই অস্ত্রে পূর্ণ হৌক তূণ
নিজ ধনু তূণ তুমি ধরহ অর্জ্জুন ॥
প্রীত হইলাম আমি মাগি লহ বর।
শুনিয়া বলেন পার্থ যুড়ি দুই কর ॥
যদি কৃপা আমারে করিলা গঙ্গাব্রত।
আজ্ঞা কর পাই আমি অস্ত্র পাশুপত ॥
শঙ্কর বলেন তাহা লহ ধনঞ্জয়।
অন্যজন নহে শক্ত পাশুপত লয় ॥
যে অস্ত্র যুড়িলে লক্ষ লক্ষ অস্ত্র হয়।
শক্তিশেল কোটি কোটি গদার বিষয় ॥
প্রীতিতে তোমার বশ হইলাম আমি।
ধরিবার যোগ্য হও অস্ত্র লহ তুমি ॥
এত বলি মন্ত্র সহ দেন ত্রিলোচন।
মূর্ত্তিমন্ত হয়ে অস্ত্র আইল তখন ॥
অস্ত্র দিয়া মহেশ বলেন পুনর্ব্বার।
এই অস্ত্র কারে পাছে করহ সংহার ॥
এই অস্ত্রে রক্ষা নাহি পায় ত্রিভুবন।
সুযোগ্য পাইলে অস্ত্র করিবে ক্ষেপণ ॥
অর্জ্জুন বলেন দেব করি নিবেদন।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেতে করিবে আগমন ॥
শিব কন সখা তব বৈকুণ্ঠের পতি।
হরি হর এক আত্মা জান মহামতি ॥
কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ হইবে যখন।
তাহাতে সাহায্য আমি করিব তখন ॥
এত বলি হর হইলেন অন্তর্দ্ধান।
অস্ত্র পেয়ে ধনঞ্জয় আনন্দ বিধান ॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধুনর ॥

অর্জ্জুনের সুরালয়ে গমন।

হেনকালে তথা আসি যত দেবগণ
অর্জ্জুন উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥
দক্ষিণেতে থাকিয়া বলেন প্রেতপতি
যম বাক্য ধনঞ্জয় কর অবগতি ॥
বর দিতে তোমারে আইনু দেবগণ।
লইয়াছ জন্ম তুমি শত্রু-নিবারণ ॥
দেব দৈত্য অসুর যতেক পৃথিবীতে।
সবে পরাজিত হবে তোমার অস্ত্রেতে ॥
তব শত্রু আছে যেই কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
তব হস্তে হত হবে সেই বীরবর ॥
হের লহ এই অস্ত্র অব্যর্থ সংসারে।
আমার প্রধান অস্ত্র দণ্ড নাম ধরে ॥
এত বলি মন্ত্র সহ দিল মহামতি।
পশ্চিমে থাকিয়া ডাকি বলে জলপতি ॥
আমার বরুণ পাশ অব্যর্থ সংসারে।
এই যে দেখহ যম নিবারিতে নারে ॥
প্রীতিতে তোমারে দিনু ধরহ অর্জ্জুন।
ইহা হতে কর সদা বিপক্ষ দলন ॥
উত্তরে থাকিয়া ডাকি কুবের বলিল।
তোমারে অর্জ্জুন দুইজনে অস্ত্র দিল ॥
অন্তর্দ্ধান-অস্ত্র এই লহ বীরবর।
এই অস্ত্রে ত্রিপুরে বধিল মহেশ্বর ॥
মৃত্যুপতি জলপতি দিল যক্ষপতি।
ডাকি বলে সুরপতি অর্জ্জুনের প্রতি ॥
কুন্তী গর্ভজাত তুমি আমার নন্দন।
অসুর বধিতে আমি দিব অস্ত্রগণ ॥
এখনি পাঠাব রথ তোমারে লইতে।
স্বর্গেতে আসিবা তুমি মাতলি সহিতে ॥
হেথা এলে পূর্ণ হবে তব প্রয়োজন।
এত বলি চলি গেল সর্ব্ব দেবগণ ॥
কতক্ষণে রথ লয়ে আইল মাতলি।
ঘোর মেঘমধ্যে যেন স্থগিত বিজলী ॥
ডাকিয়া মাতলি বলে অর্জ্জুনের প্রতি।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় রথে চড় শীঘ্রগতি ॥
তোমা দরশনে বাঞ্ছা করে দেবরাজ।
আর যত আছে তথা দেবের সমাজ ॥
আনন্দে করেন পার্থ রথ আরোহণ।
মাতলি চালায় রথ পবন-গমন ॥
পথেতে দেখিল পার্থ দেব ঋষিগণ।
বিমানেতে আরোহণ যত পুণ্যজন ॥

গন্ধর্ব্ব অপ্সর যত আনন্দে বিহরে।
কতক পড়িছে তারা দেখে বীরবরে॥
বিস্ময় মানিয়া জিজ্ঞাসিলেন অর্জ্জুন।
কহ শুনি মাতলি এ সব কোন্‌জন॥
মাতলি বলিল এই পুণ্যবান্‌গণ।
পৃথিবীতে সুকর্ম্ম করিল যেইজন॥
রাজসূয় অশ্বমেধ আদি যত কৈল।
সম্মুখ সংগ্রাম করি শরীর ছাড়িল॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বহু দান দিল।
দেবপূজা উগ্রতপ তীর্থস্নান কৈল॥
সেই সব জন এই বিমানে বিহরে।
বিনা পুণ্যে নাহি শক্তি আসিতে স্বর্গেরে॥
তারা বলি ত্রৈলোক্যেতে ঘোষয়ে মানুষে।
পুণ্যক্ষয় হয়ে গেল হের দেখ খসে॥
আনন্দে অর্জ্জুন সব করেন দর্শন।
কোটি কোটি বিমানে বিহরে পুণ্যজন॥
শত শত বারাঙ্গনা সেবয়ে তাঁহারে।
সুগন্ধি সহিত বায়ু সদা মনোহরে॥
সিদ্ধ সাধ্য সেবে দেব মরুত অনল।
সপ্তবসু রুদ্রগণ আদিত্য সকল॥
দিলীপ নহুষ আদি যত মহামতি।
দেবঋষি রাজঋষি বহু সিদ্ধ যতি॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল সর্ব্বজন।
কহত মাতলি এই কাহার নন্দন॥
পরিচয় দিয়া তবে মাতলি চলিল।
বায়ুবেগে ইন্দ্রালয়ে উপনীত হৈল॥
ইন্দ্রের বিচিত্র সভা বর্ণন না যায়।
শত চন্দ্র শত সূর্য্য যেমন উদয়॥
রথ হৈতে নামিয়া চলেন নরবর।
দুইহাত ধরি তারে তুলে পুরন্দর॥
আলিঙ্গন চুম্ব দিল মস্তক উপর।
আসনেতে বসাইল সভার ভিতর॥
ইন্দ্র বিনা বসিবারে নারে কোনজন।
দেবঋষি মান্য যেই ইন্দ্রের আসন॥
এমত আসনে ইন্দ্র বসাইল কোলে।
স্নেহবুদ্ধে সহস্রেক নয়নে নেহালে॥
আসনে বসিয়া পার্থ পাইলেন শোভা।
মঘবার কোলে যেন দ্বিতীয় মঘবা॥
উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরীগণ যে তবে।
পার্থ-প্রীতি হেতু নৃত্যগীত কৈল সবে॥
নয়নকোণে পার্থ চাহে উর্ব্বশী পানে।
ইহা দেখি ইন্দ্র নিবারিল নৃত্যগানে॥
পুণ্যকথা ভারতের আনন্দ লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম ক্ষয় পরলোকে তরি॥

অর্জ্জুনের অস্ত্র শিক্ষা ও উর্ব্বশীর শাপ।

চিত্রসেনে ডাকি তবে কহে পুরন্দর।
পার্থেরে রহিতে স্থল দেহ মনোহর॥
উর্ব্বশীরে পাঠাইবে অর্জ্জুনের স্থানে।
স্ত্রী-ক্রীড়া আদি যত করাহ অর্জ্জুনে॥
আজ্ঞা পেয়ে চিত্রসেন পার্থে লয়ে গেল।
দিব্য মনোহর স্থল রহিবারে দিল॥
বিচিত্র উত্তম শয্যা রত্নের আসন।
পরিচর্য্যা হেতু নিয়োজিল বহুজন॥
তবে চিত্রসেন গেল উর্ব্বশীর স্থান।
অর্জ্জুনের গুণ কহে করিয়া বাখান॥
রূপে গুণে বুদ্ধি বলে কর্ম্মে জপে তপে।
অর্জ্জুনের তুল্য নাহি বিশ্বে কোনরূপে॥
তার তৃপ্তি হেতু আজ্ঞা কৈল পুরন্দর।
আজি নিশি উর্ব্বশী তাহার সেবা কর॥
উর্ব্বশী বলেন আমি ভালমতে জানি।
কামেতে কাতর অঙ্গ তাঁর কথা শুনি॥
আপনার গৃহে তুমি যাহ মহাশয়।
এই আমি চলিলাম যথা ধনঞ্জয়॥
এত বলি স্নান করি পরে দিব্যবাস।
পারিজাত মাল্যেতে বান্ধিল কেশপাশ॥
চন্দন কস্তুরী অঙ্গে করিল লেপন।
রত্ন অলঙ্কার অঙ্গে করিল ভূষণ॥
সহজ রূপেতে মুনিজন-মন মোহে।
মন সঙ্গে হরে প্রাণ যার পানে চাহে॥

সুবেশা সুকেশা প্রায় কাল অর্দ্ধনিশি।
অর্জ্জুনের আলয়েতে চলিল উর্ব্বশী ॥
দ্বারপাল জানাইল অর্জ্জুন গোচরে।
উর্ব্বশী অপ্সরী আসি রহিয়াছে দ্বারে ॥
ভীত হইলেন শুনি কুন্তীর নন্দন।
নিশাকালে উর্ব্বশী আইল কি কারণ ॥
উঠিয়া গেলেন তবে ইন্দ্রের কুমার।
উর্ব্বশীরে বিনয়ে করেন নমস্কার ॥
বিস্ময় মানিয়া মনে উর্ব্বশী ভাবিল।
কামনা পূরিল নাহি হৃদয় জ্বলিল ॥
চিত্রসেন যে বলিল ইন্দ্র-অনুমতি।
একে একে কহিল সকল পার্থ প্রতি ॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় আমি আইনু হেথায়।
আজি নিশা ক্রীড়া কর লইয়া আমায় ॥
যখন করিল নৃত্য বিদ্যাধরীগণ।
সবে এড়ি আমারে করিলে নিরীক্ষণ ॥
জানিয়া আমারে পাঠাইল পুরন্দর।
আজ্ঞা কৈল সাধিবারে কার্য্য প্রীতিকর ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন বীর কর্ণে হাত দিয়া।
হেঁটমাথে ম্লানমুখে কহে শিহরিয়া ॥
শুনিবার যোগ্য নহে তোমার এ বাণী।
কেন হেন দুষ্ট কথা কহ ঠাকুরাণী ॥
বারাঙ্গনা হও তুমি না হও প্রমাণ।
উর্ব্বশী আমার পক্ষে জননী সমান ॥
কহিলে যে তুমি মোরে চাহিলে সভায়
যে হেতু চাহিনু আমি কহিব তোমায়
পূর্ব্বে মুনিগণ মুখে ইহা শ্রুত ছিল।
তোমার উদরে পুরুবংশ বৃদ্ধি হৈল ॥
পুরু আদি করি তার যতেক পুরুষে।
ক্ষয় হল তুমি আছ নবীন বয়সে ॥
এই হেতু বড়ই বিস্ময় মানি মনে।
পুনঃ পুনঃ চাহিলাম তাহারি কারণে ॥
পূর্ব্ব পিতামহী তুমি মম গুরুজন।
হেন অসম্ভব কথা কহ কি কারণ ॥
উর্ব্বশী বলিল আমি নহি যে কাহার।
স্ব-ইচ্ছায় যথা তথা করি যে বিহার ॥
অকারণে গুরু বলি পাতিলে সম্বন্ধ।
রমহ আমার সঙ্গে দূর কর দ্বন্দ্ব ॥
যত সব মহারাজ হৈল পুরুবংশে।
তপ পুণ্যফলে সবে স্বর্গেতে আইসে ॥
ক্রীড়ারস করে সবে সহিত আমার।
এ সব বচন কেহ না করে বিচার ॥
তুমি কেন হেন কথা কহ ধনঞ্জয়।
করহ আমার প্রীতি খণ্ডাহ বিস্ময় ॥
অর্জ্জুন কহেন তুমি মম ঠাকুরাণী।
গুরুবৎ পরমগুরু কুলের জননী ॥
যথা কুন্তী যথা মাদ্রী যথা শচীন্দ্রাণী।
ইহা সবা হৈতে তোমা গরিষ্ঠেতে গণি ॥
নিজ গৃহে যাও মাতা করি যে প্রণাম।
পুত্রবৎ জ্ঞান কর মোরে অবিশ্রাম ॥
শুনিয়া উর্ব্বশী মনে উপজিল তাপ।
ক্রোধমুখে অর্জ্জুনের প্রতি দিল শাপ ॥
তব পিতৃ আজ্ঞায় আসিয়া তব গৃহে।
নিষ্ফলা ফিরিয়া যাই প্রাণে নাহি সহে ॥
না করিলে কামপূর্ণ পুরুষের কাজ।
এই দোষে নপুংসক হবে স্ত্রীর মাঝ ॥
নর্ত্তক রূপেতে রবে মোর এই শাপ।
এত বলি নিজালয়ে গেল করি তাপ ॥
শাপ শুনি ধনঞ্জয় চিন্তিত অন্তর।
শোকে দুঃখে রজনী বঞ্চিলা উজ্জাগর ॥
প্রাতঃকালে চিত্রসেন লইয়া সংহতি।
করযোড়ে প্রণাম করেন সুরপতি ॥
নিশার বৃত্তান্ত যত কহেন অর্জ্জুন।
শুনিয়া বিস্ময়ে কহে সহস্রলোচন ॥
ধন্য কুন্তী তোমা পুত্র গর্ভেতে ধরিল।
তোমা হৈতে কুরুবংশ পবিত্র হইল ॥
শাপ হেতু চিত্তে দুঃখ না ভাব অর্জ্জুন।
শাপ নহে তোমার এ হৈল মহাগুণ ॥
অবশ্য অজ্ঞাত এক বৎসর রহিবে।
সেইকালে নপুংসক নর্ত্তক হইবে ॥
হইলে বৎসর পূর্ণ শাপ হবে ক্ষয়।
শুনিয়া অর্জ্জুন অতি সানন্দ হৃদয় ॥

ইন্দ্রের নগরে পার্থ ইন্দ্রের সমান।
নানা অস্ত্র শিক্ষা করিলেন ইন্দ্রস্থান॥
একদিন তথায় লোমশ মহাশয়।
ইন্দ্র দরশন হেতু আসে সুরালয়॥
তাঁরে ইন্দ্র কহে শুন এক নিবেদন।
কাম্যক বনেতে তুমি করহ গমন॥
আমার সন্দেশ যুধিষ্ঠিরে যে কহিবে।
অর্জ্জুনের কারণ উদ্বিগ্ন না হইবে॥
অস্ত্রশিক্ষা হেতু হেথা থাকি কতদিনে।
পুনঃ অর্জ্জুন যাইবে মনুষ্যভবনে॥
পৃথিবীতে তীর্থে যত আছে স্থানে স্থান।
বলিবে যত্নে তথা করিতে স্নান দান॥
আপনি থাকিবা সঙ্গে রক্ষার কারণ।
স্বীকার করিল মুনি ইন্দ্রের বচন॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে ইহা বিনা সুখ নাহি আর॥

সঞ্জয় মুখে পাণ্ডবের বিক্রম শুনিয়া ধৃত-রাষ্ট্রের খেদ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় মুনিরে তখন।
ধৃতরাষ্ট্র শুনিল কি সব বিবরণ॥
মুনি বলে মহারাজ কর অবধান।
অর্জ্জুনের চরিত্র শুনিল বহুস্থান॥
লোকেতে অদ্ভুত রাজা অর্জ্জুন কাহিনী।
ব্যাসমুখে শুনিলেন অন্ধ নৃপমণি॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া রাজা সঞ্জয়ে ডাকিল।
ব্যাসের কথানুসারে জিজ্ঞাসা করিল॥
শুনিলাম আশ্চর্য্য যে অর্জ্জুন-কথন।
শুনেছ কি সঞ্জয় সে সব বিবরণ॥
সঞ্জয় বলিল রাজা আমি সব জানি।
অর্জ্জুনের কথা রাজা অদ্ভুত কাহিনী॥
হেমন্ত পর্ব্বতে শিব সহ যুদ্ধ কৈল।
পাশুপত অস্ত্র শিবে তুষ্ট করি নিল॥
কুবের বরুণ যম যাচি দিল বর।
নিজ রথ দিয়া স্বর্গে নিল পুরন্দর॥
ইন্দ্র অর্দ্ধাসনেতে বসিল সুরমাঝে।
আদর করিয়া ইন্দ্র বসাইল কাছে॥
দিব্য অস্ত্র মন্ত্র যত বাসব শিখায়।
কতদিনে দৈত্য মারি আসিবে হেথায়॥
এত শুনি চমকিত অন্ধ নৃপমণি।
আশ্চর্য্য মানিল রাজা পার্থ কথা শুনি॥
দুষ্ট দুর্য্যোধন কাল হইল আমার।
শোকসিন্ধু মাঝেতে পড়িনু পাকে তার॥
অর্জ্জুনের অগ্রে জয়ী হবে কোন্ জন।
দ্রৌণি কর্ণ কৃপাচার্য্য বৃদ্ধ গুরু দ্রোণ॥
দৃঢ়মুষ্টি দিব্যমন্ত্রে নির্দ্দয় অর্জ্জুন।
বিশেষ দেবের বর পূর্ণ শতগুণ॥
দ্রৌপদীর কষ্টানলে অনুক্ষণ দহে।
অবশ্য হইবে দগ্ধ নিবারণ নহে॥
সঞ্জয় বলিল রাজা কি বলিলে তুমি।
শুন কহি যেই বার্ত্তা পাইলাম আমি॥
যুধিষ্ঠির বনে গেল শুনি নারায়ণ।
সেইক্ষণে যদুবলে করিল গমন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন ধৃষ্টকেতু কেকয় নৃপতি।
শ্রুতমাত্রে বনমাঝে গেল শীঘ্রগতি॥
যুধিষ্ঠির ভূষণ দেখিয়া জটাচীর।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন ক্রোধে কম্পিত শরীর॥
যেই জন হেন গতি করিল তোমার।
রাজ্য ধন নিল আর অঙ্গ অলঙ্কার॥
যে সকল দ্রব্য তার সহিত জীবন।
আমি দিব যবে আজ্ঞা করহ রাজন॥
দ্রৌপদীর কেশ ধরি শুনিনু শ্রবণে।
সভামধ্যে উপহাস করে দুষ্টগণে॥
যে যে উপহাস কৈল কৃষ্ণা কষ্ট দেখি।
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে তাহার খুলিব দুই আঁখি॥
কৃষ্ণ ভীমার্জ্জুন ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি যত।
একে একে কহিল সবাই এই মত॥
যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম রাজা কহনে না যায়।
কত দিন রক্ষা পেলে তাহার কৃপায়॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন সকলি প্রমাণ।
ত্রয়োদশ বৎসর হইলে সমাধান॥

কুরুসভা মধ্যে আমি করিনু নির্ণয়।
আমার কি শক্তি তাহা খণ্ডন না যায় ॥
এত শুনি নির্ণয় করিয়া সর্ব্বজন।
প্রতিজ্ঞা করিল কুরু করিতে নিধন ॥
নিয়ম করিয়া পূর্ণ রাজ্যে গেল সবে।
কেমনে নৃপতি শান্ত করিবে পাণ্ডবে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে সত্য কহিলে সঞ্জয়।
কদাচিত পাণ্ডুপুত্র শান্ত আর নয় ॥
যখন ধরিল দুষ্ট দ্রৌপদীর কেশে।
তখন জানিনু বংশ মজিল বিশেষে ॥
বিধি মম কৈল অন্ধ যুগল নয়ন।
সে কারণে আমারে না মানে দুর্য্যোধন ॥
দুর্য্যোধন দুঃশাসন দোঁহে দুরাচার।
আর দুই দুষ্ট দেয় আজ্ঞা অবিচার ॥
আর আমি দৈবগতি পুত্রবশ হৈনু।
সাধুজন বচন শুনিয়া না শুনিনু ॥
পশ্চাতে এ সব কথা করিব স্মরণ।
এইরূপে অনুশোচে অম্বিকানন্দন ॥
মহাভারতের কথা হইল প্রকাশ।
পাঁচালী প্রবন্ধে গায় কাশীরাম দাস ॥

অর্জ্জুনের নিমিত্ত পাণ্ডবদিগের আক্ষেপ।

হেথায় কাম্যক বনে ধর্ম্মের নন্দন।
মৃগয়া করিয়া নিত্য তোষেণ ব্রাহ্মণ ॥
পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠির যাম্যে বৃকোদর।
উত্তর পশ্চিমে দুই মাদ্রীর কোঙর ॥
মৃগয়া করিয়া আনি দেন কৃষ্ণা স্থানে।
দ্রৌপদী জননী প্রায় ভুঞ্জায় ব্রাহ্মণে ॥
সহস্র সহস্র দ্বিজ সবে ভুঞ্জি যায়।
স্বামিগণে ভুঞ্জাইয়া পাছে কৃষ্ণা খায় ॥
হেনমতে সেই বনে অর্জ্জুন বিহনে।
পঞ্চবর্ষ কৃষ্ণাসহ ভাই চারিজনে ॥
একদিন একান্তে বসিয়া সর্ব্বজনে।
শোকেতে আকুল হৈল স্মরিয়া অর্জ্জুনে ॥
চারিভাই কৃষ্ণা সহ কান্দেন সঘনে।
জলধারা বহে সদা যুগল নয়নে ॥
রোদন সম্বরি ভীম রাজা প্রতি কয়।
পার্থের বিচ্ছেদ তাপ না সহে হৃদয় ॥
পার্থের যতেক গুণ প্রশংসে সংসারে।
বহুমত গুণ ভাই ধনঞ্জয় ধরে ॥
তোমার আজ্ঞাতে সেই পার্থ বীরবর।
না জানি যে কোন্ বনে গেল সে সত্বর ॥
শোকে দুঃখে গেল সে অগম্য স্বর্গস্থল।
বহুদিন তাহার না জানি হে কুশল ॥
বনমধ্যে তাহার বিপদ যদি হয়।
শ্রুতমাত্র প্রাণ আমি ছাড়িব নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণ প্রাণ ছাড়িবেন আর যদুগণ।
পাঞ্চাল দেশেতে যত পাঞ্চালনন্দন ॥
সবে প্রাণ দিবে রাজা অর্জ্জুন বিহনে।
পার্থ বিনা শরীর ধরিব কি কারণে ॥
ইন্দ্র আদি নাহি গণি যে ভ্রাতার তেজে।
ভৃত্যপ্রায় খাটাইল যত মহারাজে ॥
তব পাশা ক্রীড়া হেতু শুন মহারাজ।
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হৈনু বনমাঝ ॥
এখনো সদয় হয়ে ক্ষমিছ কৌরবে।
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে অবশ্য মরিবে ॥
তবে কেন দুষ্টেরে এখনো ক্ষমা করি।
বনে কত দুঃখ পাই তাহারে না মারি ॥
যদি কদাচিত পাপ জ্ঞাতিবধে হয়।
যজ্ঞ দান করিয়া খণ্ডিব মহাশয় ॥
নতুবা এ বনবাস করিব তখন।
অগ্রে সব শত্রুগণে করিব নিধন ॥
কপটে কপটী মারি পাপ নাহি তায়।
আজ্ঞা কর দূত গিয়া আনে যদুরায় ॥
জগন্নাথে সাথে করি মারি কুরুকুল।
যথা কৃষ্ণ তথা জয় কিসে অপ্রতুল ॥
এত শুনি ভীমসেনে করিল চুম্বন।
শান্ত করি কহে রাজা মধুর বচন ॥
যা কহিলে বৃকোদর সকল প্রমাণ।
কিসের আপদ যার সখা ভগবান ॥

কিন্তু হেন বেদবাণী মুনিগণে কয়।
যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্ম তথায় বিজয়॥
অধর্ম্মী লোকের কৃষ্ণ সহায় না হয়।
ভাই বন্ধু সুখ দারা কেহ কিছু নয়॥
হেন ধর্ম্ম না আচরি অধর্ম্ম করিলে।
নহিবে গোবিন্দ সখা আমি জানি ভালে॥
অবশ্য মারিবে তুমি কৌরব দুরন্তে।
এক্ষণে নহেক ত্রয়োদশ বৎসরান্তে॥
যে নিয়ম করিলাম খণ্ডাইতে নারি।
নিয়ম করিয়া পূর্ণ মার সর্ব্ব অরি॥
হেনমতে ভ্রাতৃসহ কথোপকথন।
হেনকালে আসে বৃহদশ্ব তপোধন॥
যথোচিত পূজিলেন পাণ্ডুর নন্দন।
বসিবারে দেন আনি কুশের আসন॥
শ্রান্ত হয়ে মুনিরাজ বসিল তখন।
যুধিষ্ঠির কহেন আপন বিবরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

নল রাজার উপাখ্যান।

যুধিষ্ঠির বলেন মুনি কর অবধান।
আমার দুঃখের কথা নাহি পরিমাণ॥
কপটে সকল মম নিল রাজ্যধন।
জটাচীর পরাইয়া পাঠাইল বন॥
যত ক্লেশ দুঃখে আমি বঞ্চি যে হেথায়।
রাজপুত্র হয়ে এত দুঃখ নাহি পায়॥
রাজার বচন শুনি হাসে মুনিবর।
কতক্ষণে বৃহদশ্ব করিল উত্তর॥
কি দুঃখ তোমার হেথা অরণ্য ভিতর।
ইন্দ্র চন্দ্র সম তোমা সঙ্গে সহোদর॥
ব্রহ্মার সদৃশ দ্বিজ সঙ্গে শত শত।
দাস দাসী আর যত তব অনুগত॥
এই হেতু দুঃখ রাজা না দেখি তোমার।
তোমা হৈতে নল দুঃখ পাইল অপার॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি মুনিরাজ নল বিবরণ॥
রাজপুত্র হয়ে আমা সমান দুঃখিত।
অবশ্য শুনিতে হয় তাঁহার চরিত॥
কহ শুনি মুনিরাজ তাঁহার কথন।
কোন্ দেশে ঘর তাঁর কাহার নন্দন॥
বৃহদশ্ব বলে শুন ধর্ম্মের নন্দন।
তোমা হৈতে বড় দুঃখী নিষধ রাজন॥
নল নামে নরপতি বীরসেন সুত।
ইন্দ্রের সদৃশ রাজা মহাগুণযুত॥
রূপেতে কন্দর্প তুল্য অতি জিতেন্দ্রিয়।
যশস্বী তেজস্বী ধীর অক্ষে বড় প্রিয়॥
নিষধ রাজ্যেতে নল মহাগুণবান।
বিদর্ভেতে ভীম রাজা তাঁহার সমান॥
বংশ কারণ রাজা বড় চিন্তিত মন।
কতদিনে আসে তথা মহর্ষি দমন॥
পুত্র হেতু ভার্য্যাসহ তাঁহারে পূজিল।
হৃষ্ট হয়ে মুনি তাঁরে এই বর দিল॥
রূপেতে সংসারে নারী করিবে দমন।
দময়ন্তী কন্যা পাবে বড় সুলক্ষণ॥
দমনের বরে কন্যা হৈল দময়ন্তী।
যক্ষ রক্ষ দেব নরে না দেখি সে কান্তি॥
সমান বয়স্কা সঙ্গে শত সখীগণ।
দময়ন্তী নিকটে থাকয়ে অনুক্ষণ॥
দময়ন্তী সাক্ষাতে যতেক সখীগণ।
নিরবধি বাখানে নলের রূপ গুণ॥
নলের চরিত্র শুনি ভীমের নন্দিনী।
কাম-দাবানলে দগ্ধা যেমন হরিণী॥
দময়ন্তী-গুণ নল শুনি লোকমুখে।
সদাই অস্থির অঙ্গ শর বাজে বুকে॥
দময়ন্তী চিন্তাতে নলের মগ্ন মন।
কতদিনে দেখ তার দৈবের ঘটন॥
অন্তঃপুর উদ্যানে বিহরে দুঃখমতি।
জলতটে হংস এক দেখে নরপতি॥
নিকটে পাইয়া হংস ধরিল তখন।
রাজা প্রতি বলে হংস বিনয় বচন॥
ছাড়হ আমারে রাজা না কর নিধন।
করিব তোমার হিত চিন্ত যে কারণ॥

তব অনুরূপ-রূপা ভীমের নন্দিনী।
তার সহ মিলন করাব নৃপমণি ॥
এতেক শুনিয়া রাজা হংসেরে ছাড়িল।
অন্তরীক্ষে গতি পক্ষী বিদর্ভেতে গেল ॥
অন্তঃপুর মধ্যে যথা সরোবর ছিল।
সেইখানে গিয়া হংস খেলিতে লাগিল ॥
সেইকালে দময়ন্তী সহচরী সনে।
পুষ্প তুলিবার ছলে আইল সেখানে ॥
সরোবর মধ্যে হংস দেখি রূপবতী।
ধরিবার মানসে চলিল শীঘ্রগতি ॥
চতুর্দ্দিকে ঘেরি হংস ধরিল স্ত্রীগণে।
বিদর্ভীরে কহে হংস মনুষ্য বচনে ॥
নিষধ-রাজ্যেতে রাজা নল মহামতি।
অশ্বিনীকুমার রূপে নিন্দে রতিপতি ॥
নরলোকে তার সম নাহি রূপে গুণে।
করাইব মিলন তোমার তার সনে ॥
সার্থক হইবে রূপ শুনহ বচন।
নল নৃপতিরে যদি করহ বরণ ॥
শুনিয়া ভৈমীর মন অনঙ্গে পীড়িল।
বিধাতা আমার হেতু নলেরে সৃজিল ॥
নল নৃপতিরে আমি করিব বরণ।
এতবলি হংসকে পাঠান সেইক্ষণ ॥
কহিল সকল কথা নলের গোচর।
শুনিয়া উদ্বিগ্ন সে হইল নরবর ॥
যে হইতে হংস-ভাষা বৈদর্ভী শুনিল।
নলের ভাবনা করি সকল ত্যজিল ॥
বিষণ্ন বদন ভৈমী সঘনে নিশ্বাস।
ত্যজিলা আহার নিদ্রা সদাই হুতাশ ॥
দময়ন্তী দুঃখ দেখি সব সখীগণ।
ভীম নরপতিরে করিল নিবেদন ॥
শুনিয়া নৃপতি বড় হইল চিন্তিত।
কোন্ হেতু দময়ন্তী হইল দুঃখিত ॥
মহাদেবী বলে কি চিন্তহ নরবর।
যুবতী হইল কন্যা কর স্বয়ম্বর ॥
শুনিয়া বিদর্ভপতি উদ্‌যোগী হৈল।
রাজ্যে রাজ্যে দূত গিয়া নিমন্ত্রণ কৈল ॥
দেশে দেশে বার্ত্তা পেয়ে যত রাজগণ।
বিদর্ভনগরে সবে করিল গমন ॥
হয় হস্তী পদাতিকে পূরিল মেদিনী।
বার্ত্তা পেয়ে আইল যতেক নৃপমণি ॥
বিদর্ভে আইল যত রাজ্যের ঈশ্বর।
যথাযোগ্য স্থানে সব বসে নৃপবর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দময়ন্তীর স্বয়ম্বর।

দময়ন্তী-স্বয়ম্বর শুনিয়া সময়।
পুরাতন ঋষি আসে অমর আলয় ॥
যথোচিত বিধানে পূজিল সুরেশ্বর।
জিজ্ঞাসিল কোথায় আছিলে মুনিবর ॥
ঋষি বলে গিয়াছিনু পৃথিবীমণ্ডলে।
দেখিনু আশ্চর্য্য তথা শুন আখণ্ডলে ॥
বিদর্ভ রাজার কন্যা দময়ন্তী নামা।
দেব যক্ষ নাগ নরে দিতে নারে সীমা ॥
তার রূপেতে শোভিত হল ভূমণ্ডল।
চন্দ্র মগ্ন হৈল দেখি বদনকমল ॥
ভীম রাজা করিল কন্যার স্বয়ম্বর।
নিমন্ত্রিয়া আনিল যতেক নৃপবর ॥
দময়ন্তী রূপ গুণ শুনিয়া শ্রবণে।
দেখিতে গেল যে কত বিনা নিমন্ত্রণে ॥
নারদের বচন শুনিয়া দেবগণ।
দময়ন্তী রূপে মগ্ন হৈল সর্ব্বজন ॥
দময়ন্তী প্রাপ্তি বাঞ্ছা করি দেবগণ।
স্বয়ম্বর-স্থানে সবে করিল গমন ॥
পৃথিবীতে বৈসে যত রাজরাজেশ্বর।
অহর্নিশি আসিতেছে বিদর্ভনগর ॥
সসৈন্যে চলিল নল পেয়ে নিমন্ত্রণ।
পথে নল সহ ভেট হৈল দেবগণ ॥
দেখিয়া নলের রূপ বিস্ময় অন্তর।
দময়ন্তী বাঞ্ছা ত্যাগ করিল অমর ॥
ইহা দেখি অন্যে না বরিবে কদাচন।
এত বলি নল প্রতি বলে দেবগণ ॥

সাধু সর্ব্বগুণাশ্রয় তুমি মহারাজ।
সহায় হইয়া তুমি কর এক কাজ॥
কৃতাঞ্জলি করি বলে নিষধনন্দন।
কে তোমরা আমা হতে কিবা প্রয়োজন॥
ইন্দ্র বলে আমি ইন্দ্র ইনি বৈশ্বানর।
শমন বরুণ এই জলের ঈশ্বর॥
সবে আসিয়াছি দময়ন্তী লভিবারে।
সবাকার দূত হয়ে যাহ তথাকারে॥
কি বলে বিদর্ভী জানি আইস সত্বরে।
নলেরে এতেক বাক্য কহিল অমরে॥
রাজা বলিলেন তবে যাইতেছি আমি।
কেমনে ভেটিব কন্যা অগম্য সে ভূমি॥
রক্ষকেরা পুররক্ষা করিছে যতনে।
এ বেশে পুরুষ আমি যাইব কেমনে॥
দেবগণ বলে আমা সবার প্রভাবে।
না হবে বারণ তুমি অলক্ষিতে যাবে॥
দেবগণ বাক্য নল করিয়া স্বীকার।
চলিয়া গেলেন দময়ন্তীর আগার॥
সখীগণ মধ্যে দময়ন্তীকে দেখিল।
দেখিয়া তাহার রূপ অজ্ঞান হইল॥
পূর্ব্বে হংসমুখে রাজা যতেক শুনিল।
সত্য সত্য বলি রাজা সকল মানিল॥
নল দেখি দময়ন্তী হৈল চমকিত।
কেবা এ পুরুষবর হেথা উপনীত॥
ইন্দ্র কিম্বা কামদেব অশ্বিনীকুমার।
ধন্য ধাতা হেনরূপ সৃজিল ইহার॥
বসিতে আসন দিতে হৃদয়ে বিচারে।
সাহস করিয়া কিছু কহিতে না পারে॥
কতক্ষণে মন্দ হাসি কহে মৃদুভাষে।
কে তুমি পোড়াহ মোরে কন্দর্প হুতাশে॥
কেমনে আইলে হেথা কেহ না দেখিল।
লক্ষ লক্ষ রক্ষকেতে যে পুরী রাখিল॥
পবনাদি দেবে মম পিতা দণ্ড করে।
এত দুর্গ পার হয়ে এলে কি করে॥
রাজা বলে আমি নল জান বরাননে।
হেথা আইলাম দেবতার দূতপণে॥
ইন্দ্রাগ্নি বরুণ যম পাঠান আমারে।
সবাকার ইচ্ছা বড় তোমা লভিবারে॥
এ চারিজনের মধ্যে যারে হয় মন।
আজ্ঞা কর তাঁরে গিয়া করি নিবেদন॥
এই হেতু তব পুরে করি আগমন।
দেবের প্রভাবে না দেখিল কোনজন॥
কন্যা বলে দেবগণ বন্দিত সবার।
সে কারণে তা সবারে করি নমস্কার॥
নিষ্ফল হেথায় আসিছেন দেবগণ।
পূর্ব্বে নল ভূপতিরে করেছি বরণ॥
হংসমুখে পূর্ব্বে আমি বরেছি তোমায়।
কেমনে আমারে ত্যাগ কর নররায়॥
কায়মনোবাক্যে রাজা তুমি মম পতি।
তোমা ভিন্ন বিষ অগ্নি জলে মম গতি॥
নল বলে যেই দেবে পূজে সর্ব্বজন।
তপস্যা করিয়া বাঞ্ছে যাঁর দরশন॥
মুহূর্ত্তেকে ভূমণ্ডল বিনাশিতে পারে।
হেনজন বাঞ্ছে তোমা ত্যজ কেন তাঁরে॥
ইন্দ্র দেবরাজ দৈত্য দানব মর্দ্দন।
ত্রৈলোক্যের উপরে যাঁহার প্রভুপণ॥
শচীর সমান হবে যাঁহারে বরিলে।
হেন দেব ত্যজি কেন মনুষ্য ইচ্ছিলে॥
দিক্‌পাল বৈশ্বানর সবাকার গতি।
যাঁর ক্রোধে মুহূর্ত্তেকে ভস্ম হয় ক্ষিতি॥
বরুণ জলেশ্বর যে নর অন্তকারী।
কেমনে বরিবে অন্যে তাঁরে পরিহরি॥
কন্যা বলে অন্যে মোর নাহি প্রয়োজন।
তুমি ভর্ত্তা তুমি কর্ত্তা করিনু বরণ॥
শুভকার্য্যে বিলম্ব না কর মহামতি।
গলে মাল্য দিতে রাজা দেহ অনুমতি॥
নল বলে ইহা সম নাহিক অধর্ম্ম।
দূত হয়ে কেমনে করিব হেনকর্ম্ম॥
এত শুনি বৈদর্ভীর বিষণ্ন বদন।
দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ করয়ে রোদন॥
পুনঃ বলে দময়ন্তী চিন্তিয়া উপায়।
বরিব তোমারে দোষ না হবে তাহায়॥

দেবগণ সহ তুমি এস স্বয়ম্বরে।
তাঁ সবার মধ্যে আমি বরিব তোমারে ॥
এত শুনি নল রাজা করিল গমন।
দেবগণ কাছে গিয়া করে নিবেদন ॥
কেহ না দেখিল মোরে তব অনুগ্রহে
দেখিলাম সে কন্যারে অন্তঃপুর গৃহে ॥
কহিলাম সবাকার যে সব সন্দেশ।
প্রবন্ধেতে রূপ গুণ বিভব বিশেষ ॥
কারে না চাহিয়া কন্যা আমারে ইচ্ছিল।
আসিবার কালে পুনঃ এমত বলিল ॥
দেবগণ সঙ্গে এস স্বয়ম্বর স্থানে।
তোমায় বরিব তাঁ সবার বিদ্যমানে ॥
বৈদর্ভীর চিত্ত বুঝি সর্ব্ব দেবগণ।
নলের সমান বেশ ধরেন তখন ॥
এইরূপে দেবগণ নলের সংহতি।
স্বয়ম্বর স্থানে চলে অতি শীঘ্রগতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দময়ন্তীর বিবাহ।

স্বয়ম্বরে আইল যতেক দেবগণ।
যথাযোগ্য স্থানেতে বসিল সর্ব্বজন ॥
কুলে শীলে রূপে গুণে একই প্রকার।
বিবিধ রতন অঙ্গে শোভে সবাকার ॥
তবে বিদর্ভের রাজা শুভক্ষণ দিনে।
দময়ন্তী আনাইল সভা বিদ্যমানে ॥
দেখিয়া মোহিত হৈল সব রাজগণ।
দৃষ্টিমাত্র হরিলেক সবাকার মন ॥
যত যত মহারাজ আছিল সভায়।
চিত্রের পুত্তলী প্রায় একদৃষ্টে চায় ॥
নল বিনা বৈদর্ভীর অন্যে নাহি মন।
কোথায় আছয়ে নল করে নিরীক্ষণ ॥
এক স্থানে দেখে ভৈমী সভার ভিতর
নলের আকার পঞ্চ পুরুষ সুন্দর ॥
বর্ণেতে নলের সম নাহি কিছু ভেদ।
দেখি দময়ন্তী চিত্তে করে বড় খেদ ॥
পঞ্চ নল দেখিতেছি বরিব কাহারে।
হৃদয়ে করিল চিন্তা বঞ্চিল আমারে ॥
দেবলিঙ্গে নরলিঙ্গে প্রভেদ আছয়।
দেবমায়াবলে কিছু সেই ব্যক্ত নয় ॥
উপায় না দেখি ভৈমী বিচারিল মনে।
করযোড়ে স্তুতিবাদ করে দেবগণে ॥
তোমরা যে অন্তর্য্যামী জানহ সকল।
পূর্ব্বে হংসমুখে আমি বরিয়াছি নল ॥
প্রসন্ন হইয়া দেহ বর মোর প্রতি
তোমা সবা মধ্যে যেন চিনি নিজ পতি ॥
বৈদর্ভীর মনোভাব জানি দেবগণ।
আপন আপন চিহ্ন করান দর্শন ॥
অনিমেস নয়ন স্বেদম্বুহীন কায়া।
অম্লান কুসুম অঙ্গে নাহি অঙ্গছায়া ॥
বৈদর্ভী জানিল তবে এ চারি অমর।
নল নরপতি দেখে ভূমির উপর ॥
হৃষ্টমনে শীঘ্র গতি মালা দিল গলে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব সবে সাধু সাধু বলে ॥
তবে নল নরপতি প্রসন্ন হইয়া।
দময়ন্তী প্রতি বলে আশ্বাস করিয়া ॥
যাবৎ শরীরে মম থাকিবেক প্রাণ।
তাবৎ ধরিব তোমা প্রাণের সমান ॥
নলেরে বৈদর্ভী এবে করিল বরণ।
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল যত দেবগণ ॥
তুষ্ট হয়ে ইষ্ট বর দিল চারিজন।
অলক্ষিত বিদ্যা দিল সহস্রলোচন ॥
অমৃত দিলেন তবে জলের ঈশ্বর।
যথায় চাইবে জল পাবে নরবর ॥
অগ্নি বলে যাহা ইচ্ছা করিবে রন্ধন।
বিনা অগ্নি রন্ধন হইবে ততক্ষণ ॥
প্রাণিবধ বিদ্যা দিল সূর্য্যের নন্দন।
অস্ত্র তূণ ধনু দিয়া করিল গমন ॥
নিবর্ত্তিয়া স্বয়ম্বর সবে গেল ঘর।
দময়ন্তী লয়ে গেল নল নরবর ॥
দময়ন্তী বিনা রাজা অন্যে নাহি মতি।
কুতূহলে ক্রীড়া করে যেন কাম রতি ॥

বহু যজ্ঞ সমাধিল কৈল বহু দান ।
পুণ্যবলে নাহি কেহ নলের সমান ॥
মহাভারতের কথা পরম পবিত্র ।
আরণ্যকে অনুপম নলের চরিত্র ॥

নলের শরীরে কলির প্রবেশ।

স্বয়ম্বর নিবর্ত্তিয়া যান দেবগণ ।
পথেতে দ্বাপর কলি ভেটে দুইজন ॥
জিজ্ঞাসিল দুই জনে যাহ কোথাকারে ।
কলি কহে যাই বৈদর্ভীর স্বয়ম্বরে ॥
সে কন্যার রূপ গুণ শুনিয়া শ্রবণে ।
প্রাপ্তি ইচ্ছা করি তথা যাই দুইজনে ॥
হাসি ইন্দ্র বলে সাঙ্গ হল স্বয়ম্বর ।
নলেরে বরিলা ভৈমী সভার ভিতর ॥
এত শুনি ক্রোধে কলি বলে আরবার ।
দেব স্বামী ত্যজিয়া বরিল নর ছার ॥
এই হেতু দণ্ড আমি করিব তাহারে ।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি তোমার গোচরে
দেবগণ বলে তার দোষ নাহি তিলে ।
আমা সবাকার বাক্যে বরিলেক নলে ॥
নলের চরিত্র কিছু কহনে না যায় ।
সংসারের যত গুণ বঞ্চে নলাশ্রয় ॥
সত্যব্রতী দৃঢ়প্রীতি তপঃশৌচ দানী ।
আমা সবাকার মাঝে নলেরে বাখানি ॥
হেন নলে দুঃখদাতা হবে যেই জন ।
বিপুল দুঃখেতে মজিবেক সেই জন ॥
এত বলি দেবগণ করিল গমন ।
কলি আর দ্বাপর চিন্তয়ে মনে মন ॥
নলের যত গুণ বলিল সুরপতি ।
হেন জনে দিবে দণ্ড কাহার শকতি ॥
কলি বলে তুমি মম হইবে সহায় ।
যেমতে দণ্ডিব মনে করিব উপায় ॥
রাজ্যভ্রষ্ট করাব বিচ্ছেদ দুইজনে ।
পাশায় করিয়া মত্ত নিষধ রাজনে ॥
অক্ষপাটি হবে তুমি সহায় আমার ।
কলি বাক্যে দ্বাপর করিল অঙ্গীকার ॥
এতেক বিচারি দোঁহে করিল গমন ।
নলের সহিত কলি থাকে অনুক্ষণ ॥
নৃপতির পাপছিদ্র খুঁজে নিরন্তর ।
হেনমতে গেল দিন দ্বাদশ বৎসর ॥
একদিন নরপতি সন্ধ্যার কারণে ।
অল্প শৌচ কৈল পদে ভ্রম হৈল মনে ॥
ছিদ্র পেয়ে প্রবেশিল কলি তাঁর দেহে ।
নিজ বুদ্ধি হীন হৈল রাজা রাজগৃহে ॥
পুষ্কর নামেতে ছিল রাজার সোদর ।
তাহার সদনে কলি চলিল সত্বর ॥
কলি বলে অবধান করহ পুষ্কর ।
বৈভব বাঞ্ছহ যদি মম বাক্য ধর ॥
নলের সহিত পাশা খেল গিয়া তুমি ।
সহায় হইয়া তোরে জিনাইব আমি ॥
কলির আশ্বাস পেয়ে পুষ্কর চলিল ।
খেলিব দেবন বলি নলে বার্ত্তা দিল ॥
এতেক শুনিয়া নল পুষ্করের দম্ভ ।
অহঙ্কারে ক্ষণেক না করিল বিলম্ব ॥
পণ করি খেলিতে লাগিল দুইজন।
হিরণ্য বিবিধ রত্ন রজত কাঞ্চন ॥
পুষ্করের বশ অক্ষ দ্বাপর প্রভাবে ।
নাহি হয় অন্যথা সে যাহা মাগে যবে ॥
পুনঃ ক্রোধে পণ করিলেন রাজা নল ।
মতিচ্ছন্ন হইল না বুঝে মায়াবল ॥
সুহৃদ বান্ধব মন্ত্রী যত পুরজন ।
কার শক্তি না হল করিতে নিবারণ ॥
তবে যত বন্ধুগণ একত্র হইয়া ।
দময়ন্তী স্থানে সবে জানাইল গিয়া ॥
মহাদুঃখ উৎপাত আনেন নরপতি ।
কর গিয়া আপনি নিবৃত্ত তুমি সতী ॥
এত শুনি দময়ন্তী বিষণ্ণবদন ।
অতি শীঘ্র নৃপস্থানে করিল গমন ॥
রাজারে বলিল ভৈমী বিনয় বচন ।
মন্ত্রিসহ দ্বারে আছে অমাত্যের গণ ॥

আজ্ঞা কর সবে আসি করুক দর্শন।
ত্যজহ দেবন পাশা রাজ্যে দেহ মন॥
কলিতে আচ্ছন্ন রাজা নাহি শুনে বাণী।
মাথা তুলি ভৈমীরে না চাহিলা আপনি॥
পুনঃ পুনঃ বলে ভৈমী বারিতে নারিল।
জ্ঞানহত হৈল রাজা নিশ্চয় জানিল॥
নিজ নিজ গৃহে তবে গেল পুরজন।
অন্তঃপুরে গেল ভৈমী করিয়া রোদন॥
হেনমতে নল রাজা খেলে বহু দিন।
ক্রমে ক্রমে সকল বৈভব হৈল হীন॥
অক্ষ বিনা নলের নাহিক অন্য মন।
সকল ত্যজিয়া রাজা খেলে অনুক্ষণ॥
দেখিয়া বৈদর্ভী মনে আতঙ্ক পাইল।
বৃহৎসেনা নামে ধাত্রী প্রতি যে বলিল॥
শীঘ্র আন বাষ্ণেয় সারথিরে ডাকিয়া
আজ্ঞামাত্র গেল ধাত্রী আরতি বুঝিয়া॥
সেইক্ষণে আইল সারথি বিচক্ষণ।
সারথি দেখিয়া ভৈমী বলয়ে বচন॥
সর্ব্বনাশ হেতু পথ করিল রাজন।
এ মহাবিপদে তুমি করহ তারণ॥
ইন্দ্রসেন পুত্র আর কন্যা ইন্দ্রসেনা।
মম জ্ঞাতিগৃহে রাখি আইস দুজনা॥
বিলম্ব না কর রথ আন শীঘ্রগতি।
আজ্ঞামাত্র রথ সাজি আনিল সারথি॥
রথে চড়াইল দুই কুমার কুমারী।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল কুণ্ডিন নগরী॥
রথ অশ্ব সহিত থুইল রাজপুরে।
পুনঃ গেল বাষ্ণেয় সে নিষধ নগরে॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
কাশীরাম বিরচিল নলের আখ্যান॥

নলের বনে গমন ও দময়ন্তী ত্যাগ।

পুষ্করের সহ পাশা খেলি রাজা নল।
ক্রমে ক্রমে রাজ্যধন হারিল সকল॥
বসনভূষণ আর রত্ন অলঙ্কার।
সকল হারিল রাজা কিছু নাহি আর॥
হাসিয়া পুষ্কর তবে বলিল বচন।
খেলিব কি আছে আর শীঘ্র কর পণ॥
অবশেষে তব কিছু নাহি দেখি আর।
রাণী দময়ন্তী পণ কর এইবার॥
এতেক শুনিয়া ক্রোধে লোহিত লোচন।
নাহিক কহিতে শক্তি বিষণ্ণবদন॥
তবে রাজা বস্ত্র রত্ন যা ছিল শরীরে।
বাহির করিয়া সব দিলেন পুষ্করে॥
এক বস্ত্র পরিধানে বাহির হইল।
অন্তঃপুরে থাকি তবে বৈদর্ভী শুনিল॥
অঙ্গের ভূষণ যত ফেলিল খুলিয়া।
চলিল নৃপতি সহ একবস্ত্রা হৈয়া॥
আজ্ঞা দিল পুষ্কর আপন অনুচরে।
এই কথা জ্ঞাত কর নগরে নগরে॥
নল রাজা যাইবেক সন্নিকটে যার।
নলেরে রাখিলে তার সবংশে সংহার॥
আজ্ঞামাত্র রাজ্যে রাজ্যে জানাইল চর।
রাজাজ্ঞা শুনিয়া লোকের হইল ডর॥
তিন দিন ছিল নল নগর ভিতর।
রাজার ভয়েতে কেহ না যায় নগর॥
কে করে জিজ্ঞাসা তারে না যায় নিকটে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নল গেল নদীতটে॥
তিন রাত্রি দিনান্তরে করি জলপান।
তার পর বনমধ্যে করিল প্রয়াণ॥
পাছু পাছু দময়ন্তী করিল গমন।
অরণ্যের মধ্যে প্রবেশিল দুইজন॥
বহুদিন ক্ষুধা তৃষ্ণা শরীর পীড়িত।
বনমধ্যে স্বর্ণপক্ষী দেখে আচম্বিত॥
পক্ষী দেখি আনন্দিত ভাবিল রাজন।
মাংস ভক্ষি পক্ষ বেচি পাব বহু ধন॥
ধরিবার উপায় চিন্তিল মনে মন।
পক্ষীর উপর ফেলে পিন্ধন বসন॥
বস্ত্র লয়ে উড়িল মায়াবী বিহঙ্গম।
আকাশে উড়িয়া বলে ওরে মতিভ্রম॥

সর্ব্বনাশ কৈনু অক্ষে ভ্রষ্ট করি জ্ঞান।
আমি কলি দ্বাপর বলিয়া এবে জান॥
আমা সবা এড়ি ভৈমী বরিল তোমারে।
তাহার উচিত ফল দিলাম উহারে॥
এত শুনি নরপতি ভৈমী প্রতি বলে।
যতেক কহিল পক্ষী শ্রবণে শুনিলে॥
অক্ষে যেই হারাইল সেই বস্ত্র নিল।
বিস্ময়ে আমার প্রিয়ে জ্ঞান হত হৈল॥
এখন যে বলি শুন তাহার কারণে।
এই যে দেখহ পথ যাইতে দক্ষিণে॥
অবন্তীনগরে লোক যায় এই পথে।
এই যে দেখহ পথ কোশলা যাইতে॥
এই পথে যাও প্রিয়ে বিদর্ভনগরে।
শুনিয়া হইল ভৈমী কম্পিত অন্তরে॥
রোদন করিয়া ভৈমী কহে রাজা প্রতি।
তব বাক্য শুনি মম স্থির নহে মতি॥
রাজ্যনাশ বনবাস বিবস্ত্র হইলে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা মহাদুঃখ সাগরে ডুবিলে॥
সব পাসরিবে আমি থাকিলে সংহতি।
আমারে ত্যজিতে কেন চাহ নরপতি॥
ভার্য্যার বিহনে রাজা নাহি সুখলেশ।
আমারে ত্যজিলে বনে পাবে বড় ক্লেশ॥
নল বলিলেন সত্য যতেক কহিলে।
ভার্য্যা সম মিত্র আর নাহি ক্ষিতিতলে॥
ত্যজিবারে পারি আমি আপন জীবন।
তোমা ত্যাগ না করিব আমি কদাচন॥
ভৈমী বলে মোরে ত্যাগ যদি না করিবে।
বিদর্ভের পথ কেন দেখাইয়া দিবে॥
এই হেতু শঙ্কা মম হতেছে রাজন।
তোমা ছাড়ি গেলে মম নিশ্চয় মরণ॥
এক বাক্য বলি রাজা যদি লয় মনে।
বিদর্ভনগরে চল যাই দুইজনে॥
তোমারে দেখিয়া পিতা হবে হরষিত।
দেবতুল্য তোমারে পূজিবে নিত্য নিত্য॥
নল বলে নহে দেবী যাবার সময়।
এ বেশে কুটুম্ব গৃহে উচিত না হয়॥
আপনি জানহ তুমি স্বয়ম্বর কালে।
তব পিতৃগৃহে গেনু চতুরঙ্গ দলে॥
এখন এ বেশে গেলে হাসিবেক লোক।
বৈরীর হইবে হর্ষ সুহৃদের শোক॥
পরম বন্ধুর ঘরে যায় যদি দীন।
শক্রসম হইলেও হয় মানহীন॥
অনাহারে থাকি তপ করিব কাননে।
দুঃখী হয়ে বন্ধুগৃহে না যাব কখনে॥
তবে পুনঃ পুনঃ ভৈমী অনেক কহিল।
বাক্য না শুনিল রাজা নিশ্চয় জানিল॥
যেই বস্ত্র ছিল ভৈমী করিয়া পিন্ধন।
সেই বস্ত্র সারিয়া পরিল দুইজন॥
ছাড়িয়া যাবেন স্বামী ভয় করি মনে।
এক বস্ত্র উভয়ে পরিলা সে কারণে॥
বেগেতে চলিতে নারে যায় ধীরে ধীরে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ভ্রমে দুর্ব্বল শরীরে॥
দিব্য এক স্থান রাজা দেখিল কাননে।
পরিশ্রান্ত হইয়া শুইল দুইজনে॥
আঁকাড়ি করিয়া ভৈমী ধরিয়া রাজারে।
পাছে স্বামী যান ছাড়ি সভয় অন্তরে॥
একে সুকুমারী বহুদিন নিরাহারা।
শোবামাত্র দময়ন্তী হৈল জ্ঞানহারা॥
দুঃখে সন্তাপিত নল নিদ্রা নাহি যায়।
মনে বিচারিল যে বৈদর্ভী নিদ্রা যায়॥
এ ঘোর অরণ্যে ভৈমী সঙ্গে যদি থাকে।
মম দুঃখ দেখি নিত্য মজিবেক শোকে॥
আমারে না দেখি কোন পথিক সংহতি।
ক্রমে ক্রমে যাইবেক পিতার বসতি॥
এ দুঃখ সমুদ্র হতে হইবে মোচন।
আমিহ একক হৈলে যাব যথা মন॥
তপস্বিনী পতিব্রতা ভকতি আমাতে।
একে কে করিবে বল নাহি ত্রিজগতে॥
কলিতে আচ্ছন্ন রাজা হত নিজ জ্ঞান।
দময়ন্তী ত্যজিব করিল অনুমান॥
এক বস্ত্র আচ্ছাদন দোঁহাকার কায়।
মনে চিন্তে কি করিব ইহার উপায়॥

পাছে জাগে দময়ন্তী চিন্তিত রাজন।
ভাবিত হইল বড় কি করি এখন ॥
কেমনে ত্যজিব আমি এক বস্ত্র পরা।
শরীরে আছিল কলি দুষ্ট খরতরা ॥
জানিয়া রাজার মন ধরে খড়্গরূপ।
সম্মুখে হেরিয়া খড়্গ হরষতি ভূপ ॥
অস্ত্র লয়ে অর্দ্ধ বস্ত্র ছেদন করিল।
মায়াতে মোহিত রাজা আকুল হইল ॥
ধীরে ধীরে তথা হৈতে গমন করিল।
কতদূর হৈতে তবে বাহুড়ি আইল ॥
দেখিল বৈদর্ভী নিদ্রা যায় অচেতন।
ব্যাকুল হইয়া রাজা করয়ে ক্রন্দন ॥
সিংহ ব্যাঘ্র লক্ষ লক্ষ এ ঘোর কাননে।
কি গতি হইবে প্রিয়ার আমা বিহনে ॥
হে সূর্য্য পবন চন্দ্র বনের দেবতা।
তোমা সবা রক্ষা কর আমার বনিতা ॥
এত বলি নরপতি করিল গমন।
পুনঃ কতদুর হৈতে ফিরিল রাজন ॥
কলিতে আচ্ছন্ন রাজা দুইদিকে মন।
ভার্য্যাস্নেহ ছাড়িতে না পারে কদাচন ॥
দময়ন্তী দুঃখে দুঃখী কহিছে অন্তরে।
অনাথ করিয়ে প্রিয়ে যাই যে তোমারে।
পুনরপি বিধি যদি করায় ঘটন।
দেখিব তোমারে নহে এই দরশন ॥
এত চিন্তি নরপতি আকুল হৃদয়।
পাছে দময়ন্তী জাগে পুনঃ হৈল ভয় ॥
অতিবেগে চলিয়া যাইল সেইক্ষণ।
প্রবেশ করিল গিয়া নির্জ্জন কানন ॥

—

দময়ন্তীর সুবাহুনগরে সৈরিন্ধ্রীবেশে

কতক্ষণে দময়ন্তী নিদ্রা অবশেষে।
সজাগ হইয়া দেখে স্বামী নাহি পাশে ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া ভৈমী ভূমিতলে পড়ি।
ধূলায় ধূসর হৈয়া যায় গড়াগড়ি ॥
উঠিয়া সঘনে চতুর্দ্দিকে ধায় রড়ে।
নাথ নাথ বলি উচ্চৈঃস্বরে ডাক ছাড়ে ॥
অনাথা ডাকয়ে কেন না দেহ উত্তর।
কোন্‌দিকে গেলে প্রভু নিষধ-ঈশ্বর ॥
কোন দোষে দোষী আমি নহি তব পায়
তবে কেন আমারে ত্যজিলে মহাশয় ॥
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা কহে সর্ব্বলোকে।
তবে কেন নিদ্রিত ছাড়িয়া গেলে মোকে
লোকপাল মধ্যে পূর্ব্বে সত্য কৈলে প্রভু
শরীর থাকিতে তোমা না ছাড়িব কভু ॥
সত্যবাদী হয়ে সত্য ছাড় কি কারণ।
লুকাইয়া আছ কোথা দেহ দরশন ॥
দুঃখ-সিন্ধুমধ্যে প্রভু কেন দেহ দুঃখ।
অতি শীঘ্র এস নাথ দেখি তব মুখ ॥
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কিবা গেলে জলপানে।
ক্ষুধায় ফলের হেতু গিয়াছ কি বনে ॥
এত বলি বনে বনে ভৈমী পর্য্যটিয়া।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে ক্ষণে যায় ধাইয়া ॥
ব্যাঘ্র সিংহ মহিষ শূকর যত ছিল।
লক্ষ লক্ষ চতুর্দ্দিকে তাহারা বেড়িল ॥
স্বামী অন্বেষিয়া ভৈমী বনে বনে ভ্রমে।
অকস্মাৎ সম্মুখে হেরিল ভুজঙ্গমে ॥
বিকট দশন তার বিকট গর্জ্জন।
ভৈমীরে দেখিয়া অতি বিস্তারে বদন ॥
বিপরীত মূর্ত্তি অহি দেখিয়া নিকটে।
হা নাথ বলিয়া ডাকে পড়িয়া সঙ্কটে ॥
আর না দেখিব প্রভু তোমার বদন।
নিশ্চয় হইনু কালসর্পের ভক্ষণ ॥
উচ্চৈঃস্বরে কাঁন্দে দেবী করি আর্ত্তনাদ।
দূরেতে থাকিয়া তাহা শুনে এক ব্যাধ ॥
শীঘ্রগতি আসি ব্যাধ দেখি অজাগর।
দুই খান করিল মারিয়া তীক্ষ্ণশর ॥
সর্প মারি মৃগজীবী কহে বৈদর্ভীরে।
কে তুমি একাকী ভ্রম এ কানন ঘোরে ॥
সকল বৃত্তান্ত তারে বৈদর্ভী কহিল।
বৈদর্ভীর রূপে ব্যাধ আকুল হইল ॥

কামাতুর হৈয়া যায় ভৈমী ধরিবারে।
ব্যাধের কার্য্য দেখি ভৈমী কহে অন্তরে॥
সত্যশীল নল রাজা যদি মোর পতি।
নল বিনা অন্যে যদি নাহি থাকে মতি॥
এ পাপিষ্ঠ পরশিতে না পারে আমায়।
এখনি হউক ভস্মরাশি দুরাশয়॥
এতেক বলিতে ব্যাধ ভস্ম হৈয়া গেল।
স্বামীর উদ্দেশে সতী বৈদর্ভী চলিল॥
মহাঘোর বনে গিয়া করিল প্রবেশ।
নানাজাতি পশু তথা দেখয়ে বিশেষ॥
সিংহ কোল ব্যাঘ্র দ্বিজ খড়্গ কৃষ্ণসার।
মৃগ মৃগী দেখে আর মহিষ মার্জ্জার॥
যারে দৃষ্টি করে ভৈমী জিজ্ঞাসে তাহারে।
দেখিয়াছ মম প্রভু গেল কোথাকারে॥
সিংহগ্রীব প্রভু মম বিশাললোচন।
দীর্ঘতর যুগ্ম ভুজ অর্দ্ধাঙ্গ বসন॥
ওহে সিংহ মহাতেজা বনের ঈশ্বর।
বনের বৃত্তান্ত যত তোমার গোচর॥
সত্য কহ প্রাণনাথ গেল কোন্ দিগে।
অনাথা তোমার স্থানে এই ভিক্ষা মাগে॥
অনন্তরে এক মহা সরিৎ দেখিল।
প্রণাম করিয়া তারে ভৈমী জিজ্ঞাসিল॥
তরঙ্গিণী কহিয়া স্বামীর সমাচার।
শীতল করহ তুমি হৃদয় আমার॥
ক্ষুধায় বিশেষ শ্রমে আকুল শরীর।
জলপানে আসিয়াছিলেন তব তীর॥
তথা হৈতে গেল ভৈমী না পেয়ে উত্তর।
অতি উচ্চতর এক দেখে গিরিবর॥
তাহারে জিজ্ঞাসে ভৈমী করিয়া ক্রন্দন।
অতি উচ্চতর শৃঙ্গ পরশে গগন॥
বহুদূর তব দৃষ্টি যায় শৈলবর।
কহ মোরে কোথায় আছেন প্রাণেশ্বর॥
বীরসেন-সুত প্রভু নিষধ-ঈশ্বর।
দেখিলা কি প্রাণনাথে কহ গিরিবর॥
তথা হৈতে চলিলেন উত্তর মুখেতে।
মুনির আশ্রমে যান তৃতীয় দিনেতে॥
মুনি দেখি ভৈমী তাঁরে ভূমিষ্ঠ হইয়া।
প্রণতি করিয়া রহে অগ্রে দাঁড়াইয়া॥
ভৈমীরে জিজ্ঞাসে মুনি মধুর বচনে।
কে তুমি কি হেতু কর ভ্রমণ কাননে॥
দময়ন্তী বলে আমি পতিবিরহিণী।
এ বনে হারাইলাম মম পতিমণি॥
এত শুনি মুনিরাজ আশ্বাস করিল।
না কর রোদন তব দুঃখ শেষ হৈল॥
পাইবে স্বামীরে পুনঃ পাবে রাজ্যভার।
পুত্র কন্যা সহ সুখে বঞ্চিবে অপার॥
এত বলি ঋষিবর অন্তর্দ্ধান হৈল।
বিস্ময় মানিয়া তবে বৈদর্ভী চলিল॥
যাইতে যাইতে দেখে এক নদীকূলে।
বহু দ্রব্য সঙ্গে লয়ে বহু লোক চলে॥
ভৈমীরে দেখিয়া লোক বিস্ময় মানিল।
বিপরীত দেখি কেহ ভয়ে পলাইল॥
জিজ্ঞাসে তবে দয়ার্দ্র হয়ে কোন জন।
কে তুমি একাকী ভ্রম নির্জ্জন কানন॥
বৈদর্ভী বলিল নহি পিশাচী রাক্ষসী।
স্বামী অন্বেষিয়া ভ্রমি আমিত মানুষী॥
অরণ্যের মধ্যে স্বামী ছাড়ি গেল মোরে।
সত্য কহ তোমরা কি দেখিয়াছ তাঁরে॥
এতেক শুনিয়া বলে বণিকের গণ।
তোমা ভিন্ন এ বনে না দেখি কোন জন॥
চেদিরাজ্যে যাই মোরা বাণিজ্য কারণ।
আইস মোদের সঙ্গে যদি লয় মন॥
আশ্বাস পাইয়া ভৈমী চলিল সংহতি।
সেই পথে অন্বেষিয়া যায় নিজপতি॥
হেনমতে কত পথে এক রম্যস্থলে।
একগুটি সরোবর শোভিত কমলে॥
শ্রমযুক্ত উত্তরিল বাণিজ্য কারণ।
সেই নিশি তথায় বঞ্চিল সর্ব্বজন॥
নিশাকালে হস্তিগণ জলপানে এল।
নিদ্রিত আছিল পথে চরণে চাপিল॥
দশনে চিরিল কারে শুণ্ডে জড়াইল।
বণিকগণের মধ্যে মহাগোল হৈল॥

প্রাণভয়ে কোনদিকে যায় কোন জন।
দময়ন্তী করিলেন বৃক্ষে আরোহণ ॥
রজনী প্রভাত হৈলে যে যেখানে ছিল।
চারিদিক হৈতে আসি একত্র মিলিল ॥
ভয় পেয়ে তথা হৈতে যায় শীঘ্রগতি।
কতদিনে চেদিরাজ্যে উত্তরিল সতী ॥
বিবর্ণবদনা কৃশা অঙ্গে অর্দ্ধবাস।
ধূলিতে ধূসর কায় ঘন বহে শ্বাস ॥
বন হৈতে নগরেতে করিল প্রবেশ।
চতুর্দ্দিকে ধায় লোক দেখি তার বেশ ॥
যুবা বৃদ্ধ নগরেতে যত নারীগণ।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া চলিল সর্ব্বজন ॥
কেহ বা কর্দ্দম দেয় কেহ দেয় ধূলা।
বৈদর্ভীরে বেড়িয়া হইল লোকমেলা ॥
সুবাহু রাজার মাতা প্রাসাদে আছিল।
দময়ন্তী দেখিয়া ধাত্রীরে আজ্ঞা দিল ॥
হের দেখ নারী এক নগরে আইসে।
মলিনা বিবর্ণারূপা বেষ্টিতা মানুষে ॥
শীঘ্র গিয়া তাহারে আনহ মোর স্থানে।
আজ্ঞামাত্র ভৈমীকে আনিল সেইক্ষণে ॥
ভৈমীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল রাজমাতা।
কহ নিজ পরিচয় কাহার বনিতা ॥
দময়ন্তী বলে শুন কহি রাজমাই।
জাতিতে মানুষী আমি সৌরিন্ধ্রী বলাই ॥
দ্যূতে হারি স্বামী মোর পশিল কাননে।
অপ্রমিত গুণ তাঁর না যায় কথনে ॥
সঙ্গেতে ছিলাম আমি ছাড়িলেন মোরে।
তাঁরে অন্বেষিয়া আমি আইনু নগরে ॥
এত বলি দময়ন্তী করয়ে রোদন।
আশ্বাসিয়া রাজমাতা বলয়ে বচন ॥
না কান্দহ কন্যা তুমি চিত্ত কর স্থির।
তব দুঃখ দেখি মম বিদরে শরীর ॥
পাইবে স্বামীর দেখা থাক মোর বাসে।
লোক পাঠাইব তব পতির উদ্দেশে ॥
ভৈমী বলে এত যদি করুণা আমারে।
তবে যে থাকিতে পারি তোমার মন্দিরে ॥
পুরুষ সহিত দেখা না হবে কখন।
পুরুষের স্থানে না পাঠাবে কদাচন ॥
না ছুঁইব উচ্ছিষ্ট না পদে দিব হাত।
পূর্ব্বাপর ব্রত মম কহি রাজমাত ॥
বৃদ্ধ দ্বিজ পাঠাইবে স্বামী অন্বেষণে।
এতেক কহিলে রহি তোমার সদনে ॥
সেইরূপ হইবে বলিয়া রাজমাতা।
ডাকিয়া সুনন্দা নামে আপন দুহিতা ॥
রাজমাতা বলে তবে তনয়ার প্রতি।
সখ্য কর তুমি এই সুন্দরী সংহতি ॥
কাশীরাম বিরচিল করি গীত ছন্দ।
সজ্জন রসিকজন পিয়ে মকরন্দ ॥

নাগ দংশনে নলের বিকৃতাকার।

হেথা ভৈমী ছাড়ি, পরি অর্দ্ধ সাড়ী,
চলিল নৃপতি নল।
বায়ুবেগে যায়, পাছু নাহি চায়,
অঙ্গে বহে শ্রমজল ॥
হেনকালে শুনি, দাবানলধ্বনি,
রাখ রাখ নলরাজ।
কহে পুণ্যশ্লোকে, রক্ষা কর মোকে,
পুড়ি আমি অগ্নিমাঝ ॥
শুনি দয়াময়, ডাকেন নির্ভয়,
স্মরণ কে করে মোরে।
শুনি ফণিপতি, কহে নল প্রতি,
নিবেদি দুঃখ তোমারে ॥
আমি নাগরাজ, অনন্ত অনুজ,
কর্কট নামে ভুজঙ্গ।
নারদের শাপে, সদা পুড়ি তাপে,
অচল হইল অঙ্গ ॥
শেষ হৈল দুঃখ, দেখি তব মুখ,
শাপান্ত করিল মুনি।
বিলম্ব না কর, সত্বর উদ্ধার,
দহে দারুণ আগুনি ॥

পর্ব্বত আকার, শরীর আমার,
দেখি পাছে কর ভয়।
তুমি পরশিতে, সম্বরিব হাতে,
না হইবে শ্রম তায়॥
শুনি নরপতি, দয়াময় অতি,
আনিল অনল হৈতে।
পাইয়া অভয়, নাগরাজ কয়,
সখ্য হৈল তব সাথে॥
তব শ্রমকাজ, শুন মহারাজ,
কোলে করি মোরে লহ।
বিপুল শবদে, গণি পদে পদে,
কতদূর লয়ে যাহ॥
তার বাক্য শুনি, পদে পদে গণি,
দশ চরণ চলিলা।
দশ ডাক শুনি, দংশিলেক ফণী,
ছাড়িয়া অন্তর হৈলা॥
নল বলে ভাল, সখা ধর্ম্ম রৈল,
সখারে দংশন কর।
নাহি দোষ তব, জাতির স্বভাব,
উপকারী জনে মার॥
বলে নাগপতি, না ভাব দুর্গতি,
করিয়াছি উপকার।
কুৎসিত মূরতি, হৈল নরপতি,
অঙ্গ দেখ আপনার॥
দুঃখের সময়, কভু ভাল নয়,
ভূপতি লক্ষণ রূপ।
কেহ না লক্ষিবে, যথায় যাইবে,
যেহেতু হৈলা বিরূপ॥
যবে ইচ্ছে মনে, আমার স্মরণে,
আপন রূপ পাইবে।
রাজা ঋতুপর্ণ, পালে চতুর্ব্বর্ণ,
তাহার সারথি হৈবে॥
বৈদর্ভী রূপসী, তোমার প্রেয়সী,
আরো তনয় তনয়া।
কুশলে ভেটিবে, পুনঃ রাজা হবে,
নিষধ রাজ্যেতে গিয়া॥
এতেক কহিয়া, বস্ত্র এক দিয়া,
অন্তর্দ্ধান হয়ে গেল।
নাগের বচন, শুনিয়া রাজন,
অযোধ্যাপুরী চলিল॥
ভারত কমল, শ্রবণ মঙ্গল,
সাধুজন করে আশ।
কৃষ্ণদাসানুজ, কৃষ্ণপদাম্বুজ,
বন্দি কহে কাশীদাস॥

অযোধ্যানগরে বাহুক নামে নলরাজার স্থিতি।

তবে নল নরপতি দশম দিবসে।
অযোধ্যায় প্রবেশিল বহু পথক্লেশে॥
রাজার দুয়ারে গিয়া বলে নরপতি।
মম তুল্য কেহ নাহি অশ্ব শিক্ষাকৃতী॥
বাহুক আমার নাম শুন মহামতি।
নিষধ রাজার আমি ছিলাম সারথি॥
আর এক মহাবিদ্যা জানি হে রাজন।
বিনা অনলেতে পারি করিতে রন্ধন॥
এত শুনি কহে রাজা করিয়া আশ্বাস।
যথোচিত চাহ দিব রহ মম পাশ॥
যত অশ্বপালোপরে হবে তুমি পতি।
যা বাঞ্ছিবে তাহা দিব থাকিবে সংহতি॥
এত শুনি নল রাজা রহিল তথায়।
দিবস রজনী রাজা নিদ্রা নাহি যায়॥
অন্ন জল নাহি রুচে পত্নীরে ভাবিয়া।
সদা ভাবে কোথা গেল দময়ন্তী-প্রিয়া॥
না জানি সে কি করিল আমার বিহনে।
নিরাহারে নিরাসনে আছে কোন্ স্থানে॥
কতেক কাঁন্দিল প্রিয়া মোরে না দেখিয়া।
কি কুকর্ম্ম করিলাম নিষ্ঠুর হইয়া॥
ভয়ঙ্কর সিংহ ব্যাঘ্র নির্জ্জন কাননে।
একাকিনী বনে নারী বঞ্চিবে কেমনে॥
পতিব্রতা অনুরক্তা আমাতে সতত।
কেন স্ত্রী ছাড়িয়া আমি হৈনু জ্ঞানহত॥

বনপর্ব্বে নলাখ্যান যেই জন শুনে।
অশেষ দুঃখেতে পার হয় সেইজনে॥
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয়।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়॥

দময়ন্তীর পিত্রালয়ে গমন ও নলের উদ্দেশ।

ভার্য্যাসহ গেল নল অরণ্য ভিতর।
দূতমুখে বার্ত্তা পান ভীম নরবর॥
শুনিয়া শোকার্ত্ত বড় ভীম নরপতি।
সহস্র সহস্র দ্বিজ আনি দ্রুতগতি॥
দ্বিজগণ প্রতি রাজা বলেন বচন।
নল-দময়ন্তীর করহ অন্বেষণ॥
অন্বেষণ করিয়া কহিবে বার্ত্তা আসি।
সহস্র সহস্র গাভী দিব রত্ন ভূষি॥
গ্রাম দেশ ভূমি দিব নানা রত্ন ধন।
দুইজন মধ্যে যে দেখিবে একজন॥
এত বলি দ্বিজগণে মেলানি করিল।
সেইক্ষণে দ্বিজগণ চতুর্দ্দিকে গেল॥
সুদেব নামেতে দ্বিজ ভ্রমি নানা দেশ।
সুবাহু রাজার গৃহে করিল প্রবেশ॥
বহুদিন থাকি তথা হইল উদ্দেশ।
রাজগৃহে আছে রাণী সৈরিন্ধ্রীর বেশ॥
দৈবাৎ ভৈমীরে তথা কৈল দরশন।
সুনন্দা সহিত সতী করেন গমন॥
চন্দ্রাননী বিশালাক্ষী দীন মুক্তকেশা।
চারু পীনপয়োধরা সুনাসা সুকেশা॥
পদ্ম যেন বিদলিত হস্তিদন্তাঘাতে।
চন্দ্র যেন বিদলিত সৈংহিকেয় দাঁতে॥
ক্ষিতিমধ্যে নাহিক ইহার রূপসীমা।
এই সে সৈরিন্ধ্রী হবে বিদর্ভচন্দ্রিমা॥
স্বামীর বিচ্ছেদে কৃশা বিবর্ণবদনী।
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে বলে দ্বিজমণি॥
মম দিকে বরাননে কর অবধান।
সুদেব ব্রাহ্মণ আমি ভ্রাতৃসখা জান॥
তোমারে চাহিয়া ভ্রমি দেশ দেশান্তর।
চারিদিকে গিয়াছে ব্রাহ্মণ বহুতর॥
কন্যা পুত্র দুই তব আছে শুভতরে।
তব শোকে পিতামাতা প্রাণমাত্র ধরে॥
এত শুনি দময়ন্তী করয়ে রোদন।
শুনিয়া আইল অন্তঃপুরনারীগণ॥
ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি সৈরিন্ধ্রী কাঁদিল।
বার্ত্তা পেয়ে রাজমাতা বিপ্রে জিজ্ঞাসিল॥
কাহার তনয়া এই কাহার গৃহিণী।
কি কারণে স্থানভ্রষ্টা হৈল প্রভাবিনী॥
যদি তুমি জানহ বলহ দ্বিজবর।
শুনিয়া সুদেব তাঁরে করিল উত্তর॥
বিদর্ভ ঈশ্বর ভীম তাঁহার দুহিতা।
পুণ্যশ্লোক নলরাজা তাঁহার বনিতা॥
নিজ ভর্ত্তা রাজ্য দেশ পাশায় হারিল।
অরণ্যে পশিল গিয়া কেহ না দেখিল॥
এই হেতু সহস্র সহস্র দ্বিজগণ।
দেশ দেশান্তরে গিয়া করে পর্য্যটন॥
মম ভাগ্যে তব গৃহে পাই দেখিবারে।
ভ্রূ মধ্যেতে তিল দেখি চিনিনু ইহাঁরে॥
বিশেষতঃ ক্ষিতিমধ্যে নাহিক উপমা।
মুনিগণ বলে দোঁহে কান্ত কান্তা সমা॥
এত শুনি রাজমাতা আপনা পাসরে।
দময়ন্তী কোলে করি অশ্রুজল ঝরে॥
এতকাল অজ্ঞাত আছহ মম ঘরে।
কি কারণে পরিচয় না দিলে আমারে॥
তোমার জননী গো আমার সহোদরা।
সুদাম রাজার কন্যা ভগিনী আমরা॥
বীরবাহু মম পতি ভীম তব পিতা।
সে কারণে তুমি মম ভগিনী দুহিতা॥
শুনি দময়ন্তী তাঁরে প্রণাম করিল।
বিনয় পূর্ব্বক তাঁরে কহিতে লাগিল॥
পিতৃ মাতৃ বিহীন যুগল শিশু আছে।
জনক জননী মম দুঃখ পাইতেছে॥
আজ্ঞা কর আমারে গো করিতে গমন।
শুনি রাজমাতা আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ॥

দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করিয়া সুবেশ।
দিব্য রথ দিয়া পাঠাইল নিজদেশ ॥
সুদেব ব্রাহ্মণ সঙ্গে চলিল তখন।
নানাদেশ ভ্রমি গেল পিতার ভবন ॥
শুনিল ভীমের পত্নী আইল তনয়া।
ঊর্দ্ধমুখে ধায় রাণী মুক্তকেশা হৈয়া ॥
পিতা মাতা পুত্র কন্যা কৈল সম্ভাষণ।
একে একে মিলিল যতেক বন্ধুজন ॥
ভোজন করিয়া ভৈমী করিলা শয়ন।
একান্তে কহেন মায়ে করিয়া ক্রন্দন ॥
জীয়ন্ত আছি যে আমি না করিহ মনে
কেবল আছয়ে তনু নল দরশনে ॥
নিশ্চয় নলের যদি না পাই উদ্দেশ।
অনলের মধ্যে আমি করিব প্রবেশ ॥
এত শুনি মহাদেবী রাজস্থানে গিয়া।
কন্যার যতেক কথা কহিল কাঁন্দিয়া ॥
শুন শুন নরপতি মোর নিবেদন।
চতুর্দ্দিকে পুনর্ব্বার যাক দ্বিজগণ ॥
নলের বিচ্ছেদে কন্যা প্রাণ না রাখিবে
কন্যার বিচ্ছেদে মম প্রাণ কিসে রবে ॥
এত শুনি নরপতি আনি দ্বিজগণে।
চতুর্দ্দিকে পাঠাইল নল অন্বেষণে ॥
সব দ্বিজগণে তবে বৈদর্ভী ডাকিল।
সবাকারে এইরূপ বচন বলিল ॥
একাকী নির্জ্জনে চিরি লয়ে অর্দ্ধ সাড়ী।
কোন্ দোষে ছাড়ি গেলা অনুরক্তা নারী ॥
যেই দেশে যেই গ্রামে করিবে প্রয়াণ।
এই কথা জিজ্ঞাসিহ সবে সেই স্থান ॥
ইহার উত্তর যদি দেয় কোন জন।
দ্রুত আসি আমারে কহিবে সেইক্ষণ ॥
ইহার সংবাদ মোরে যেই আনি দিবে।
নিশ্চয় জানহ সেই ভৈমীকে কিনিবে ॥
বৈদর্ভী-বচন শুনি তবে দ্বিজগণে।
শীঘ্রগতি চলিলেন নল অন্বেষণে ॥

ঋতুপর্ণ রাজার বিদর্ভ নগরে গমন ও নলের কলিত্যাগ।

তবে বহুদিনেতে পর্ণাদ নাম ধর।
দময়ন্তী নিকটে কহিল দ্বিজবর ॥
ভ্রমিলাম বহু রাজ্য কত লব নাম।
ঋতুপর্ণ নামে রাজা অযোধ্যায় ধাম ॥
যেমন বলিলা তুমি শুনাইনু তায়।
না করিল প্রত্যুত্তর ঋতুপর্ণ রায় ॥
সভায় বসিয়া যারা করিল শ্রবণ।
শুনিয়া না কৈল কিছু রাজমন্ত্রিগণ ॥
বাহুক নামেতে এক রাজার সারথি।
বিনা অগ্নি পাক করে বিকৃতি আকৃতি ॥
শুনিয়া সে মুহুর্মুহু করিল করুণ।
কুশল তোমার জিজ্ঞাসিল পুনঃ পুনঃ ॥
পশ্চাৎ আমারে সেই করিল উত্তর।
কুলস্ত্রীর ধর্ম্ম এই শুন দ্বিজবর ॥
সতী সাধ্বী পতিব্রতা নারী বলি তারে।
কদাচ পতির দোষ প্রকাশ না করে ॥
মূর্খ কিম্বা ধনহীন হয় যদি পতি।
অধর্ম্ম অসৎকর্ম্ম করে নিতি নিতি ॥
সতী নারী পতি দোষ কখন না ধরে।
সে দোষ ঢাকিয়া পুনঃ গুণ ব্যক্ত করে ॥
শুনি তার বাক্য আইলাম শীঘ্রগতি।
করহ উপায় যেই মনে লয় সতী ॥
এত শুনি দময়ন্তী অশ্রুপূর্ণমুখী।
কহিল সকল কথা জননীরে ডাকি ॥
শুন গো জননী মম যদি হিত চাও।
সুদেবে একবার অযোধ্যায় পাঠাও ॥
পর্ণাদেরে কহে দিয়া বহু রত্ন গ্রাম।
নিজগৃহে গিয়া দ্বিজ করহ বিশ্রাম ॥
যে করিলে তুমি তাহা কেহ নাহি করে।
নল এলে বাঞ্ছা যাহা দিব তা তোমারে ॥
প্রণাম করিয়া দ্বিজে বিদায় করিল।
সুদেব ব্রাহ্মণে ডাকি বৈদর্ভী বলিল ॥

যাও বিপ্র অযোধ্যানগরে একবার।
অসময়ে আমার করহ উপকার ॥
এই পত্র দেহ গিয়া ঋতুপর্ণ প্রতি।
বিশেষিয়া রাজারে করাহ অবগতি ॥
দময়ন্তী ইচ্ছিল দ্বিতীয় স্বয়ম্বর।
যতেক নৃপতি গেল বিদর্ভ নগর ॥
বহুদিন হৈল স্বয়ম্বরের আরম্ভ।
যাহ যাহ দ্রুত যাহ না কর বিলম্ব ॥
যদি রাজা বলে তার স্বামী নল ছিল।
ইহা তবে কহিবে না জানি কোথা গেল ॥
জীয়ে বা না জীয়ে নল না পাইল বার্ত্তা।
সে কারণে বৈদর্ভী ইচ্ছিল অন্য ভর্ত্তা ॥
আজি রাত্রি প্রভাতে হইবে স্বয়ম্বর।
পারিলে তথায় শীঘ্র যাহ নৃপবর ॥
নল সম নাহি লোক চালাইতে রথ।
নিমেষেতে যায় শত যোজনের পথ ॥
নিশ্চয় জানিব তথা যদি নল স্থিত।
তবে শীঘ্র বার্ত্তা পেলে আসিবে ত্বরিত ॥
এত শুনি চলিল সুদেব দ্বিজবর।
কতদিনে উপনীত অযোধ্যানগর ॥
কহিয়া ভৈমীর কথা পত্রখানি দিল।
পত্র পেয়ে ঋতুপর্ণ বাহুকে ডাকিল ॥
অশ্বতত্ত্ব জান তুমি সর্ব্বলোকে জানে।
বিদর্ভ যাইতে পারিবে কি রাত্রিদিনে ॥
আজি নিশা প্রভাতে উদয়ে তিমিরান্তে
ভীমপুত্রী ভৈমী বরিবেক অন্য কান্তে ॥
এত শুনি নল রাজা হইল বিস্মিত।
দময়ন্তী করে হেন কর্ম্ম কদাচিত ॥
মুহূর্ত্তেক নিজ চিত্তে করিয়া ভাবনা।
নিশ্চয় জানিল এই মিথ্যা প্রবঞ্চনা ॥
কোন স্ত্রী এমন নাহি করে কোন দেশে
তনয় তনয়া দুই আছয়ে বিশেষে ॥
সতী সাধ্বী দময়ন্তী ভক্ত যে আমার।
আমার কারণ হেন করিছে উপায় ॥
অসৎকর্ম্ম দ্যূতে আমি পশিলাম বনে।
তেঁই আমি মন্দভাবা শুনিমু শ্রবণে ॥
মিথ্যা কথা ঋতুপর্ণ সত্য করি জানে।
সত্য কিম্বা মিথ্যা গিয়া জানিব সেখানে ॥
এত চিন্তি নরপতি করিল উত্তর।
নিশাকালে লব রথ বিদর্ভ নগর ॥
এত শুনি কহে রাজা হইয়া উল্লাস।
প্রসাদ যে চাহ তুমি লহ মম পাশ ॥
নল বলে কার্য্যসিদ্ধ করিয়া তোমার।
তবে রাজা মাগিব প্রসাদ আপনার ॥
এত বলি অশ্বশালে প্রবেশ করিল।
একে একে সকল তুরঙ্গ নিরখিল ॥
দেখিতে শরীর কৃশ সিন্ধুদেশী ঘোড়া
বাছিয়া বাহির কৈল নল পাঁচ ঘোড়া ॥
ঘোড়া দেখি ঋতুপর্ণ আরক্ত লোচন।
বাহুকের প্রতি বলে কঠিন বচন ॥
সহস্র সহস্র মম আছে অশ্বগণ।
পার্ব্বতীয় ঘোড়া সব পবনগমন ॥
তাহা ছাড়ি হীনশক্তি দুর্ব্বল আনিলে।
কেমনে বহিবে রথ কিমতে বুঝিলে ॥
বাহুক বলিল যদি যাইবে রাজন।
আমার বচনে কর রথ আরোহণ ॥
ইহা ভিন্ন অন্য ঘোড়া না পারে যাইতে।
এত বলি চারি ঘোড়া যুড়িলেক রথে ॥
চতুরঙ্গে সাজে তবে যত সৈন্যগণ।
ঋতুপর্ণ রাজা কৈল রথে আরোহণ ॥
চালাইয়া দিল রথ বাহুক সারথি।
শূন্যেতে উঠিল ঘোড়া বায়ুসম গতি ॥
কোথায় রহিল রথ কোথা সৈন্যগণ।
বিস্ময় মানিয়া রাজা ভাবে মনে মন ॥
এই কি মাতলি যে সারথি পুরুহূত।
অশ্বিনীকুমার কিম্বা আপনি মরুত ॥
হেন শক্তি কার নহে পৃথিবীমণ্ডলে।
মানুষের মধ্যে শক্তি ধরে রাজা নলে ॥
নল রাজা বিনা আর নহিবেক আন।
বীর্য্যে ধৈর্য্যে ভাষাগুণে নলের সমান ॥
কেবল দেখিতে পাই কুৎসিত আকার।
ছদ্মবেশে হইয়াছে সারথি আমার ॥

এত মনে ঋতুপর্ণ করিয়া বিচার।
বন সর গিরি আদি সব হল পার॥
হেনকালে নৃপতির পড়িল উত্তরী।
বাহুকে বলিল রথ রাখ অশ্ব ধরি॥
উত্তরী লইতে রাজা পাছু পানে চায়।
বাহুকে বলিল হেথা উত্তরী কোথায়॥
পঞ্চ যোজনের পথ উত্তরী রহিল॥
শুনি ঋতুপর্ণ রাজা বিস্ময় মানিল॥
রাজা বলে বাহুক শুনহ মম বাণী।
আমি এক দ্রব্যসংখ্যা বিদ্যা ভাল জানি॥
গুণিতে সর্ব্বজ্ঞ নাহি আমার সমান।
এই বৃক্ষে পত্র ফল বুঝ পরিমাণ॥
পঞ্চ কোটি পত্র আছে দুই কোটি ফল।
এত শুনি বলিল নৈষধরাজ নল॥
হেন বিদ্যা নাহি যাহা আমি নাহি জানি
পরীক্ষিব তব বিদ্যা ফল পত্র গণি॥
রাজা বলে চল শীঘ্র বিলম্ব না সয়।
নিকট হইল স্বয়ম্বরের সময়॥
স্বয়ম্বর হইতে আসিব নিবর্ত্তিয়া।
তবে মম বিদ্যা তুমি বুঝিবে গণিয়া॥
বাহুক বলিল যে কুণ্ডিন অল্প পথ।
না পোহাবে রজনী লইব আমি রথ॥
মুহূর্ত্তেক রথ অশ্ব ধর নরবর।
ফল পত্র গণি আমি আসিব সত্বর॥
এতেক বলিয়া গেল অশ্বত্থের তল।
গণিয়া বুঝিল সে হইল পত্র ফল॥
বিস্ময় মানিয়া বলে নল নরপতি।
এই বিদ্যা আমারে বিতর মহামতি॥
এমত শুনিয়া রাজা বাহুক-বচন।
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে বলিল রাজন॥
অশ্ববিদ্যা-মন্ত্র যদি শিখাও আমারে।
আমিও গণন-বিদ্যা শিখাব তোমারে॥
স্বীকার করিল নল করাইব শিক্ষা।
তবে ঋতুপর্ণ কাছে কৈল মন্ত্রদীক্ষা॥
মহামন্ত্র দীক্ষা যদি করিলেন নল।
শরীরে আছিল কলি হইল বিকল॥
একে কর্কটের বিষ জর জর দহে।
অধিক রাজার মন্ত্রে কলি স্থির নহে॥
সেইক্ষণে অঙ্গ হৈতে হইল বাহির।
মুখেতে গরল বহে কম্পিত শরীর॥
কলি দেখি নরপতি ক্রোধে কম্পকায়।
হাতে খড়্গ করি রাজা কাটিবারে যায়॥
কৃতাঞ্জলি করি কলি বলে সবিনয়।
মোরে না করহ নাশ শুন মহাশয়॥
দময়ন্তী শাপে মম সদা পুড়ে অঙ্গ।
বিশেষ দংশিল মোরে কর্কট ভুজঙ্গ॥
আমারে না মার তব হইবেক কাজ।
এক কীর্ত্তি দিব বহু পৃথিবীর মাঝ॥
যেইজন তব কীর্ত্তি করিবে ঘোষণ।
তাহারে আমার বাধা নাহি কদাচন॥
কর্কটক ঋতুপর্ণ দময়ন্তী নল।
নাম নিলে নাহি আমি যাব সেই স্থল॥
এত শুনি কলিরে ছাড়িল নরবর।
রথে চড়ি গেল দোঁহে বিদর্ভনগর॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শ্রবণে খণ্ডয়ে তাপ ভবাসিন্ধু তরি॥

ঋতুপর্ণ রাজার সহিত নলের বিদর্ভদেশে গমন।

রথ চালাইয়া দিল বিদর্ভ ঈশ্বর।
নিমেষেকে পাইল যে বিদর্ভনগর॥
আকাশে আইসে রথ মেঘের গর্জ্জনে।
মেঘ অনুমানে নৃত্য করে শিখিগণে॥
রথশব্দ শুনি ভৈমী প্রাসাদে চড়িয়া।
গবাক্ষ দ্বারেতে রথ চাহে নিরখিয়া॥
রথ হৈতে নামে তবে ইক্ষ্বাকুনন্দন।
যথা ভীম নরপতি করিল গমন॥
না দেখিয়া স্বয়ম্বর বিস্ময় হইয়া।
কহে হায় কি করিনু হেথায় আসিয়া॥
ঋতুপর্ণ রাজা দেখি ভীম নরপতি।
বসিতে আসন তাঁরে দিল মহামতি॥

ভীমরাজা বলে শুন অযোধ্যার নাথ
হেথা আগমন কেন হৈল অকস্মাৎ ॥
শুনিয়া ভূপতি মনে মানিল বিস্ময়।
মিথ্যা স্বয়ম্বর হেন জানিল নিশ্চয় ॥
ভাবিয়া নৃপতি তবে বলিল বচন।
আসিলাম করিবারে তোমা সম্ভাষণ ॥
ভীম রাজা বলিলেন কি ভাগ্য আমার।
সে কারণে তোমার হেথায় আগুসার ॥
শ্রমযুক্ত আছ আজি থাক মম বাস।
এত বলি দিল এক অপূর্ব্ব আবাস ॥
আবাস ভিতরে উত্তরিল নরপতি।
অশ্বশালে উত্তরিল বাহুক সারথি ॥
অশ্বগণে পরিচর্য্যা করিয়া বান্ধিল।
প্রাসাদ উপরে থাকি বৈদর্ভী দেখিল ॥
ঋতুপর্ণ রাজা আর সারথি তাঁহার।
নল রাজা না দেখি যে কেমন বিচার ॥
এত ভাবি পাঠাইল কেশিনী দূতীরে।
যাও শীঘ্র কেশিনী জিজ্ঞাস সারথিরে ॥
দেখিয়া তাহার মুখ হৃষ্ট মম মন।
শীঘ্র আসি কহ ইহা বুঝিয়া কারণ ॥
এত শুনি কেশিনী চলিল শীঘ্রগতি।
মধুর বচনে কহে সারথির প্রতি ॥
রাজকন্যা দময়ন্তী পাঠাইল হেথা।
কে তুমি আইলে হেথা জিজ্ঞাসিতে কথা ॥
বাহুক বলিল মম অযোধ্যায় স্থিতি।
ঋতুপর্ণ ভূপতির হই যে সারথি ॥
হেথা হৈতে গিয়াছিল এক দ্বিজবর।
শুনিলেন ভৈমীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর ॥
রজনী প্রভাতে করিবেক অন্য স্বামী।
এই হেতু ঋতুপর্ণ আসে শীঘ্রগামী ॥
এত শুনি কেশিনী বাহুক প্রতি কয়।
তুমি যদি সারথি ভূপতি কোথা রয় ॥
অর্দ্ধবাসা একাকিনী রাখি ঘোর বনে।
অনুরক্তা নারী ছাড়ি গেলেন কেমনে ॥
সেই বস্ত্র পরিধিয় আছয়ে অদ্যাপি।
নাহি রুচে অন্নজল পুণ্যশ্লোকে জপি ॥

এত শুনি ব্যথিত হইল রাজা নল।
বারিধারা নয়নেতে বহে অশ্রুজল ॥
রাজা বলে যেই হয় কুলবতী নারী।
স্বামীর বিশ্বাস কথা রাখে গুপ্ত করি ॥
আপন মরণ বাঞ্ছে স্বামীর কারণ।
তথাপি স্বামীর নিন্দা না করে কখন ॥
বিবস্ত্র হইয়া যেই পশিল কানন।
অল্পভাগ্য নহে তার পাইল জীবন ॥
হেনজনে ক্রোধ করিবার যোগ্য নয়।
রাজ্যভ্রষ্ট জ্ঞানভ্রষ্ট প্রাণমাত্র রয় ॥
এত বলি শোকাকুল কাঁন্দে নরপতি।
কেশিনী সকল জানাইল ভৈমী প্রতি ॥
ভৈমী বলে নল এই নহে অন্যজন।
পুনরপি যাও তুমি বুঝহ লক্ষণ ॥
কি আচার কি বিচার কোন্ কর্ম্ম করে।
বুঝিয়া আমারে আসি কহিবে সত্বরে ॥
আজ্ঞা পেয়ে দাসী তবে করিল গমন।
দেখিয়া সকল কর্ম্ম আইল তখন ॥
কেশিনী বলিল শুন রাজার নন্দিনী।
বাহুকের যত কর্ম্ম দেবমধ্যে গণি ॥
রন্ধন সামগ্রী যত ঋতুপর্ণ নৃপে।
মাংস আদি পাঠাইয়া দিল তব বাপে ॥
সে সব সামগ্রী দিল বাহুকের স্থান।
দেখিয়া তাহার কর্ম্ম হয়েছি অজ্ঞান ॥
শূন্যকুম্ভে কিঞ্চিৎ করিল দৃষ্টিপাত।
পূর্ণ কুম্ভ তখনি হইল অকস্মাৎ ॥
সেই জলে সব দ্রব্যজাত প্রক্ষালিল।
বিনা অগ্নিতে তবে তৃণকাষ্ঠ জ্বালিল ॥
ক্ষণমাত্রে সর্ব্ব দ্রব্য করিল রন্ধন।
ভৈমী বলে আর কেন বুঝেছি কারণ ॥
কেশিনী এখনি তুমি যাও আরবার।
ব্যঞ্জন আনহ কিছু রন্ধন তাহার ॥
কেশিনী মাগিল গিয়া বাহুকে ব্যঞ্জন।
দময়ন্তী স্থানে গিয়া দিল সেইক্ষণ ॥
খাইয়া ব্যঞ্জন ভৈমী হরষিত মন।
নিশ্চয় জানিল এই নলের রন্ধন ॥

তবে কন্যা পুত্রে দিল কেশিনী সংহতি।
কি বলে বুঝিয়া তুমি এস শীঘ্রগতি ॥
কেশিনীর সঙ্গে দেখি নন্দন নন্দিনী।
শীঘ্রগতি উঠি কোলে করে নৃপমণি ॥
দোঁহা মুখ দেখি রাজা কাঁন্দে উচ্চৈঃস্বরে
পুনঃ পুনঃ চুম্ব দিয়া আলিঙ্গন করে ॥
কতক্ষণে কেশিনীরে বলিল রাজন।
দুই শিশু দেখি মম স্থির নহে মন ॥
এইমত কন্যা পুত্র আছে যে আমার।
বহুদিন দেখা নাহি সঙ্গে দোঁহাকার ॥
সেই অনুতাপ চিত্তে হইল রোদন।
অপত্য বিচ্ছেদ তাপ নহে সম্বরণ ॥
এতেক শুনিয়া তবে কেশিনী চলিল।
যতেক প্রস্তাব গিয়া ভৈমীরে কহিল ॥
শুনিয়া বৈদর্ভী ব্যগ্র হইল দর্শনে।
দ্রুত গিয়া জানাইল জননীর স্থানে ॥
আজ্ঞা যদি কর যাই নলে দেখিবারে।
শুনিয়া বৃত্তান্ত,রাণী আজ্ঞা দিল তারে ॥
তনয় তনয়া সঙ্গে করিয়া কামিনী।
পতি দরশনে যান মরালগামিনী ॥

নলের সহিত দময়ন্তীর মিলন।

অশ্বশালে গিয়া ভৈমী,নিকটে দেখিল স্বামী
জটিল মলিন জীর্ণ বাস।
দুঃখানলে অঙ্গ দহে, চক্ষে অশ্রুজল বহে,
সকরুণে কহে মৃদুভাষ ॥
যে দেহে বাহুকনাম,এবে দেখি কোন্ ঠাম
ধার্ম্মিক পুরুষ একজনে।
ক্ষুধাতৃষ্ণা পরিশ্রমে,স্ত্রীকোলে আছিলঘুমে,
একা ছাড়ি পলাইল বনে ॥
বিনা নল পুণ্যশ্লোক, পৃথিবীর অন্য লোক,
কে করিল কহ নাম ধরি।
সদাকাল অনুব্রতা,বিশেষ পুত্রের মাতা,
কোন দোষে নহে দোষকারী ॥
যমাগ্নি বরুণ ইন্দ্র, ত্যজিয়া অমরবৃন্দ,
করিল বরণ যেইজনে।
সদা বাঞ্ছা অনুবর্ত্তী, কি হেতু এমন বৃত্তি,
ত্যাগ করে নির্জ্জন কাননে ॥
সভায় করিল সত্য,রাখিব তোমায় নিত্য,
করিয়া প্রাণের পরাৎপর।
নল হেন সত্যবাদী, এমন করিল যদি,
আর কি করিবে অন্য নর ॥
দময়ন্তী বাক্য শুনি, লাজে কহে নৃপমণি,
পাইলে কে ছাড়ে হেন রামা।
রাজ্যভ্রষ্ট লক্ষ্মীভ্রষ্ট, করিলেক যেই দুষ্ট,
বিচ্ছেদ করায় তোমা আমা ॥
তোমারে ছাড়িয়া বনে,হের দেখ বরাননে,
অস্থি চর্ম্ম প্রাণমাত্র জাগে।
ইহা নাভাবিয়াচিতে,দেখিয়া আমারে জীতে,
না বুঝিয়া মম অনুযোগে ॥
কলিছাড়িগেলআমা, তেঁইদেখিলামতোমা
ক্রোধ সম্বরহ শশিমুখী।
যেই নারী পতিব্রতা, না ধরে স্বামীর কথা
স্বামীদোষ নয়নে না দেখি ॥
আর শুনিলাম বার্ত্তা,করিবে কি অন্যভর্ত্তা,
কহিল তোমার দ্বিজবর।
রাজ্যেরাজ্যেদূতগেল,সর্ব্বলোকে বার্ত্তাদিল
ভৈমীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর
কোশলে শুনিয়া কথা,তেঁই আইলামহেথা
কারে বর দেখিব নয়নে।
এমন কুৎসিত কর্ম্ম, রাজকুলে লয়ে জন্ম,
কহ করিয়াছে কোন্ জনে ॥
শুনিয়া স্বামীর বাণী, করিয়া যুগলপাণি,
নিতম্বিনী কহে সবিনয়।
তব হেতু মহারাজ, ত্যজিলাম কুললাজ,
ত্যজিলাম গুরুজন-ভয় ॥
পূর্ব্বে তব অন্বেষণে, পাঠাইনু দ্বিজগণে,
পর্ণাদ কহিল সমাচার।
তেঁই এ উপায় করি,পাঠাই অযোধ্যাপুরী,
কোন স্থানে নাহি যাই আর ॥

কর্ত্তব্য বচন মনে, তোমা বিনে অন্যজনে,
নাহি চাহি নয়নের কোণে।
যদি কর পাপজ্ঞান,তোমার সাক্ষাতেপ্রাণ,
বাহির হউক এইক্ষণে ॥
চন্দ্রসূর্য্য বায়ু সাক্ষী, এখনি বলিবে ডাকি,
যদি আমি হই পতিব্রতা।
ভৈমী বলে উচ্চৈঃস্বরে,পুষ্পবৃষ্টি দেব করে,
ডাকি বলেন পবন দেবতা ॥
ত্যজ রাজা মনস্তাপ, বৈদর্ভীর নাহি পাপ,
স্বধর্ম্মেতে হয়েছে রক্ষিতা।
যাবৎ গিয়াছ তুমি, রক্ষা করিয়াছি আমি,
তোমা হেতু কেবল চিন্তিতা ॥
অকস্মাৎ এই বাণী, শুনিল দুন্দুভি ধ্বনি,
গগনে হইল আচম্বিত।
দেখি মনে হৈল শান্তি,খণ্ডিল নলের ভ্রান্তি
ভৈমীর বুঝিয়া ধর্ম্মমত ॥
ধরিয়া যুগল করে, বসাইল উরু'পরে,
আশ্বাস করিল মৃদু ভাষে।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপূত,
বিরচিল কাশীরাম দাসে ॥

ঋতুপর্ণ রাজার স্বদেশে গমন ও নলের পুনর্ব্বার রাজ্যপ্রাপ্তি।

পরে কর্কটক দত্ত বসন পরিয়া।
নিজ পূর্ব্বরূপ লভিল নাগে স্মরিয়া ॥
দেখা চারি বৎসরে হইল দোঁহাকার।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন পুনঃ শিষ্টাচার ॥
দোঁহে দোঁহাকার দুঃখ কহিল শুনিল।
প্রভাতে উভয়ে ভীম নৃপেরে ভেটিল ॥
জামাতা দেখিয়া রাজা আনন্দ অপার।
আলিঙ্গিয়া বলিলেন সকলি তোমার ॥
ঋতুপর্ণ শুনিল এ সব সমাচার।
জানিল যে নলরাজা বাহুক আমার ॥
দময়ন্তী প্রত্যাশা ছাড়িয়া নরবর।
দ্রুতগতি গেল যথা নিষধ-ঈশ্বর
ঋতুপর্ণ বলে ভাগ্য আছিল আমার।
তেঁই সে হইল মিলন দোঁহাকার ॥
অজ্ঞাতের দোষ যত ক্ষমিবে আমারে।
শুনিয়া নিষধ-রাজ বলিল তাঁহারে ॥
কখনও দোষী তুমি নহ মম স্থানে।
কখন আমার ক্রোধ নাহি হয় মনে ॥
ত্রাসিত কলির ত্রাসে বড় দুঃখ পেয়ে।
ছিলাম আশ্রয়ে তব আনন্দিত হয়ে ॥
তোমার আশ্রয়ে থাকি বিপদ সময়।
সুখেতে ছিলাম যেন আপন আলয় ॥
বিপদ সময়ে রাজা যারে যেই রাখে।
ধর্ম্মেতে বাড়য়ে সেই ধর্ম্ম রাখে তাকে ॥
অতএব শুন রায় করি নিবেদন।
এমত বিপদে স্থান দেয় কোন্ জন ॥
হইলে পরম সখা আর কি বলিব।
গাইব তোমার গুণ যতকাল জীব ॥
যাও সখা নিজ রাজ্যে করহ গমন।
এত বলি উভয়ে করিল আলিঙ্গন ॥
সারথি করিয়া আর কোশলের রায়
আপনার রাজ্যে গেল লইয়া বিদায় ॥
তবে নল নরপতি শ্বশুরে কহিয়া।
নিষধরাজ্যেতে গেল কত সৈন্য লৈয়া ॥
নিজ রাজ্যে আইলেন নল নরপতি।
পুষ্করের নিকটে গেলেন শীঘ্রগতি ॥
পুষ্করে বলিল তোরে নিজ রাজ্য দিয়া।
অরণ্যে গেলাম আমি দেবনে হারিয়া ॥
পুনঃ তব সহিত খেলিব একবার।
আপনার আত্মা পণ করিব এবার ॥
জিনিলে তোমার আত্মা হইবে আমার।
হারিলে আমার আত্মা হইবে তোমার ॥
দ্যূতক্রীড়া করিব আনহ পাশাসারি।
নহিলে উঠহ শীঘ্র ধনুঃশর ধরি ॥
নলের বচন শুনিয়া পুষ্কর হাসিয়া।
বলে বড় ভাগ্য মানি তোমারে দেখিয়া ॥
দময়ন্তী সহ তুমি প্রবেশিলে বনে।
এই তাপ অনুক্ষণ জাগে মম মনে ॥

দময়ন্তী দেবনে না কৈলে রাজা পণ।
আমার বাঞ্ছিত বিধি করিল ঘটন ॥
এত বলি পুষ্কর আনিল পাশাসারি।
দুইজনে বসে তবে আত্মা পণ করি ॥
জিনিল নৃপতি নল হারিল পুষ্কর।
পুষ্কর ভাবিল মনে জীবন দুষ্কর ॥
হারিয়া নলের হাতে উড়িল জীবন।
পুষ্কর কম্পিত তনু সজল নয়ন ॥
ধার্ম্মিক অধর্ম্মভীরু দয়ার সাগর।
অনুজে চাহিয়া তবে বলে নৃপবর ॥
না ডরিহ পুষ্কর নাহিক তব দোষ
যতেক করিলে তাতে নাহি করি রোষ ॥
কলিতে করিল সব দৈব নিবন্ধন।
পূর্ব্বমত নির্ভয়ে থাকহ হৃষ্টমন ॥
এত শুনি করপুটে বলিছে পুষ্কর।
তব কীর্ত্তি ঘুষিবেক দেব দৈত্য নর ॥
বহুদোষে দোষী আমি ক্ষমিলে আমারে
তোমার সদৃশ ক্ষমী নাহি চরাচরে ॥
এত বলি প্রণমিয়া পড়িল ধরণী।
আশ্বাস করিল তারে নল নৃপমণি ॥
পাত্রমিত্রগণ আর নগরের প্রজা।
সর্ব্বলোক আনন্দিত নল হৈল রাজা ॥
দ্বিজগণে পাঠাইয়া বৈদর্ভী আনিল।
দীর্ঘকাল মহাসুখে রাজত্ব করিল ॥
কতদিনে নরপতি চিন্তি মনে মন।
ইন্দ্রসেনে রাজ্যভার করিল অর্পণ ॥
নিজপুত্রে করি রাজা নল নরপতি।
স্বর্গলোকে গেল দময়ন্তীর সংহতি ॥
বৃহদশ্ব বলে রাজা শুনিলা সকল।
তোমার অধিক দুঃখ পেয়েছিল নল ॥
সম্পদ কাহার কভু নাহি রহে চির।
ক্ষণমাত্র রহে যেন জোয়ারের নীর ॥
পরমার্থ চিন্তা রাজা কর অনুক্ষণ।
সুখ দুঃখ হয় সব কর্ম্ম নিবন্ধন ॥
নলের চরিত্র আর কলির শাসন।
একমন হয়ে যদি শুনে কোন জন ॥
খণ্ডয়ে বিপদ ভয় স্ববাঞ্ছিত পায়
বংশবৃদ্ধি হয় তার সুখে কাল যায় ॥
কদাচ কলির বাধা নাহি হয় তারে।
যতেক সঙ্কট ভয় তাহা হৈতে তরে ॥
তবে দুঃখ নৃপতি খণ্ডিবে অল্পদিনে।
এত বলি অক্ষবিদ্যা দিলেন রাজনে ॥
সবা সম্ভাষিয়া মুনি করিল গমন।
প্রণাম করেন তাঁরে ধর্ম্মের নন্দন ॥
কাম্যবনে ধর্ম্মপুত্র চারি সহোদর।
অর্জ্জুন বিচ্ছেদে সদা কাতর অন্তর ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান
পৃথিবীতে সুখ নাহি ইহার সমান ॥
হরির ভাবনা বিনা অন্য নাহি মন।
সদাকাল হয় তাঁর গোলোকে গমন ॥

নারদের স্থানে যুধিষ্ঠিরের তীর্থ স্নানের ফল শ্রবণ।

কাম্যবনে অর্জ্জুন বিহনে ভ্রাতৃগণ।
অনুশোচে পক্ষী যেন পক্ষের কারণ ॥
হেনকালে নারদ করেন আগমন।
আশীর্ব্বাদ করি বৈসে মহা তপোধন ॥
নারদেরে যুধিষ্ঠির করেন বিনয়।
কহ মুনিবর মম খণ্ডুক বিস্ময় ॥
তীর্থস্নান করি ক্ষিতি প্রদক্ষিণ করে।
কোন্ ফল লভে নর তাহা কহ মোরে ॥
নারদ কহেন পূর্ব্বে ভীষ্ম সত্যব্রত।
পৌলস্ত্যের স্থানে জিজ্ঞাসিল এইমত ॥
পৌলস্ত্য কহিল যাহা তব পিতামহে।
সে সকল কহি শুন অন্যমত নহে ॥
যার হস্ত পদ মন সদা পরিষ্কৃত।
বিদ্যা কীর্ত্তি তপস্যাতে যেই হয় রত ॥
প্রতিগ্রহ নাহি করে সর্ব্বদা সানন্দ।
অহঙ্কার নাহি যার নহে ক্রোধে অন্ধ ॥
অল্পাহারী জিতেন্দ্রিয় সত্য ব্রতাচার।
আত্মতুল্য সর্ব্বপ্রাণী দৃষ্টিতে যাহার ॥

ঈদৃশ হইলে সেই তীর্থফল পায়।
পদে পদে যজ্ঞফল ত্যজি তীর্থে যায়॥
দরিদ্রের শক্য নাহি হয় যজ্ঞকর্ম্ম।
যজ্ঞের বিশেষ তীর্থস্থানে পায় ধর্ম্ম॥
দৃঢ়ভক্তি করি রাত্রে তীর্থে যদি থাকে।
সর্ব্বযজ্ঞফল পায় যায় ইন্দ্রলোকে॥
পুষ্কর নামেতে তীর্থে যদি করে স্নান।
সর্ব্বপাপে মুক্ত সেই দেবতা সমান॥
একগুণ দানে কোটিগুণ ফল লভে।
অমর কিন্নর দৈত্য সেই তীর্থে সেবে॥
দশকোটি তীর্থ আছে পৃথিবী ভিতর।
নৈমিষকানন পর চম্পানদীবর॥
তদন্তরে দ্বারাবতী যায় যেই জন।
দশকোটি যজ্ঞফল পায় সেইক্ষণ॥
তদন্তরে যায় সিন্ধু সাগরসঙ্গম।
তাহে স্নানে কোনকালে নাহি দণ্ডে যম
শঙ্কুকর্ণেশ্বর দেবে করি দরশন।
দশ অশ্বমেধ ফল পায় সেইক্ষণ॥
কামাখ্যা নামেতে তীর্থে যদি করে স্নান।
সিদ্ধিপদ পায় আর জন্মে দিব্যজ্ঞান॥
তদন্তরে কুরুক্ষেত্রে যায় যেই জন।
যাহার নামেতে সর্ব্বপাপ বিমোচন॥
স্নানে ব্রহ্মলোকে যায় নাহিক সংশয়।
সরস্বতী স্নানেতে নিষ্পাপ অঙ্গ হয়॥
গোকর্ণে করিয়া স্নান দেখে নারায়ণ।
সদাকাল নিবসয়ে বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
বাচা নামে তীর্থ যথা জন্মিল বরাহ।
স্নান কৈলে মুক্ত হয় পাপশূন্য দেহ॥
রামহ্রদ নামে মহাতীর্থ গুণধর।
যাহাতে করিলে স্নান হয় পুণ্যবর॥
পূর্ব্বেতে পরশুরাম মারি ক্ষত্রগণ।
ক্ষত্রিয় রক্তেতে সেই করিল তর্পণ॥
তুষ্ট হয়ে পিতৃগণ নাচে নিরন্তর।
পুণ্যতীর্থ হউক বলিল ভৃগুবর॥
ইথে যে করিবে পিতৃলোকের তর্পণ।
ব্রহ্মলোকে বসিবে তাহার পিতৃগণ॥
কপিল নামেতে তীর্থ তাহার অন্তর॥
সরযুর স্নানে সূর্য্যলোক যায় নর॥
স্বর্গদ্বার আদি করি যত তীর্থ সার।
সপ্তঋষ্যাশ্রম মহাসরযু কেদার॥
গোদাবরী বৈতরিণী নর্ম্মদা কাবেরী।
জাহ্নবী যমুনা জয়া সর্ব্বদাতা বারি॥
সর্ব্বযজ্ঞফল লভে তীর্থগণ স্নানে।
সর্ব্বপাপ ধৌত হয় বৈসে দেবাসনে॥
এত বলি চলিল নারদ তপোধন।
তীর্থযাত্রা ইচ্ছিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শ্রবণে খণ্ডয়ে পাপ ভবসিন্ধু তরি॥

ক্ষেত্রতীর্থের মাহাত্ম্য।

বামে সিন্ধুতনয়া নিকটে সুদর্শন।
জলদ অঙ্গেতে শোভে তড়িত বসন॥
বাম নয়ন শোভে জগমন ফাঁদ।
নির্ম্মল গগনে যেন শোভে পূর্ণ চাঁদ॥
সে মুখ দেখিবামাত্র আঁখির নিমিষে।
সেইক্ষণে মুক্ত হয় জন্ম কর্ম্মপাশে॥
জন্মে জন্মে তপব্রতে ক্লেশ করে কায়।
ক্ষিতি প্রদক্ষিণ করে সর্ব্ব তীর্থে যায়॥
যাহাতে না পায় যজ্ঞ দানে সেবি দেবে।
নিমেষেক শ্রীমুখ দেখিয়া তাহা লভে॥
ব্রহ্মা শিব শচীপতি আদি দেবগণ।
নিত্য নিত্য আসে মুখ দর্শন কারণ॥
তাহা যে দেখয়ে লোক পশ্চাতে থাকিয়া
বেত্রের প্রহারে লোক জর্জ্জর হইয়া॥
যাঁর অংশে অবতার হয় পৃথিবীতে।
যুগে যুগে দুষ্ট নাশে শিষ্টেরে পালিতে॥
অজ ভব অগোচর যাঁহার মহিমা।
দেবগণ পুরাণে না পান যাঁর সীমা॥
ব্রহ্মাণ্ড ডুবায় ব্রহ্মা প্রলয়ের কালে।
সপ্তকল্পজীবী মুনি ভাসি সিন্ধুজলে॥
বিশ্রাম পাইল মুনি প্রভুর নিকটে।
সেই হতে রহিল আপনি বৃক্ষবটে॥

কে বর্ণিতে পারে মার্কণ্ডেয় হ্রদগুণ।
যার জলে স্নানে ভূমে জন্ম নাহি পুনঃ ॥
দক্ষিণেতে শ্বেতগঙ্গা মাধব সমীপে।
যাহে স্নানে স্বর্গে নর বৈসে দেবরূপে ॥
রোহিণীকুণ্ডের গুণ কি বর্ণিতে পারি।
তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পিয়ে যার বারি ॥
গরুড় অরুণ কাক বৈকুণ্ঠেতে গেল।
সেই হৈতে জন্মক্ষেত্রে পথ ত্যাগ কৈল ॥
কোটি কোটি তীর্থ লৈয়া যথা মহানদী।
নানাশব্দ বাদ্যে প্রভু সেবে নিরবধি ॥
যার স্পর্শে সকল গায়ের পাপ খণ্ডে।
যার নাম শুনিলে এড়ায় যমদণ্ডে ॥
সর্ব্বপাপ যায় ফল হয় দরশনে।
সদাকাল বৈসে স্বর্গে সহ দেবগণে ॥
সমুদ্রে করিয়া স্নান যদি পূজা দেখে।
চতুর্ভুজ হয়ে বৈসে ইন্দ্রের সম্মুখে ॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে যদি করে স্নান।
পুনর্জন্ম নহে তার দেবতা সমান ॥
অশ্বমেধ দান যত করিল ভূপতি।
কোটি কোটি ধেনুখুরে ক্ষুণ্ণা বসুমতী ॥
গোমুত্রে ফেণায় ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোজন্ম।
যাহে স্নানে খণ্ডে কোটি জন্মের অধর্ম্ম ॥
এই পঞ্চ তীর্থ নীলাচল মধ্যে বৈসে।
পাপলেশ নাহি থাকে তাহার পরশে ॥
ভাগ্যবন্ত লোক যেই সদা করে স্নান।
কাশীদাস তাঁর পদে করয়ে প্রণাম ॥

ইন্দ্রাদেশে লোমশ মুনির কাম্যবনে আগমন।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিত বংশধর।
কাম্যবনে নিবসয়ে চারি সহোদর ॥
হেনকালে আইল লোমশ মুনিবর।
দীপ্তিমান তেজ যেন দীপ্ত বৈশ্বানর ॥
মুনি দেখি যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাতৃগণ।
দিলেন প্রণাম করি বসিতে আসন ॥
জিজ্ঞাসেন কি হেতু আইলা মুনিবর।
আশীষ করিয়া মুনি করিল উত্তর ॥
ইচ্ছা অনুসারে আমি করি পর্য্যটন।
একদিন সুরপুরে করিনু গমন ॥
দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলাম মনে।
ইন্দ্রসহ ধনঞ্জয় বসে একাসনে ॥
আমারে কহিল তবে সহস্রলোচন।
যুধিষ্ঠির স্থানে তুমি করহ গমন ॥
কহিবা সংবাদ এই তাঁহার গোচরে।
কুশলে নিবসে পার্থ অমরনগরে ॥
দেবকার্য্য সাধি অস্ত্র পারগ হইলে।
আসিবেন ধনঞ্জয় কতদিন গেলে ॥
ভ্রাতৃগণ সহ তুমি তীর্থে কর স্নান।
তপ আচরণ কর দ্বিজে দেহ দান ॥
কিন্তু আমি কর্ণেরে যে ভালমতে জানি।
অর্জ্জুনের ষোল অংশে তারে নাহি গণি ॥
তার ভয় অন্তরে যে আছে ধর্ম্মরায়।
তাহা ত্যজ ধর্ম্ম তার করিবে উপায় ॥
তব ভ্রাতা পার্থ যে কহিল সমাচার।
নিবেদন করি শুন কুন্তীর কুমার ॥
হিমালয়ে হৈমবতী করিয়া সেবন।
সুরাসুরে অগোচর পাইয়াছে ধন ॥
সমুদ্র মন্থনে যেই অস্ত্র উপজিল।
মন্ত্রসহ পাশুপত পশুপতি দিল ॥
যে অস্ত্র থাকিলে হস্তে ত্রৈলোক্য অজিত।
হেন অস্ত্র দিল যম হয়ে হরষিত ॥
কুবের বরুণ যম দিল অস্ত্রগণ।
সম্প্রতি আছয়ে সুখে ইন্দ্রের ভবন ॥
নৃত্য গীত বিশ্বাবসু-তনয়া শিখায়।
তার হেতু তাপ না ভাবিহ সর্ব্বদায় ॥
আমারে বলিল পুনঃ বিনয় বচন।
আপনি থাকিয়া তীর্থে করাবে ভ্রমণ।
তীর্থে নিবসয়ে দৈত্য দানব দুর্জ্জন।
তুমি রক্ষা করিবে আমার ভ্রাতৃগণ ॥
ইন্দ্রের বচনে তব অনুজ সম্মতি।
তীর্থস্থানে নরপতি চল শীঘ্রগতি ॥

দুইবার দেখিয়াছি তীর্থ আছে যথা।
তব সহ যাইব তৃতীয়বার তথা॥
বিষম সঙ্কট স্থানে আছে তীর্থগণ।
সব্যসাচী বিনা যেতে নারে অন্যজন॥
তুমিহ যাইতে পার রাজধর্ম্মবলে।
পরাক্রম বিশেষ অনুজগণ মিলে॥
হইবে বিপুল ধর্ম্ম অধর্ম্মের ক্ষয়।
নিজ রাজ্য পাইবে হইবে শত্রুজয়॥
লোমশের বচন শুনিয়া যুধিষ্ঠির।
আনন্দেতে পুলকিত হইল শরীর॥
চারি ভাই কৃষ্ণা সহ করিয়া স্বীকার।
মুনিগণ চরণে করেন নমস্কার॥
অভেদ্য কবচ সবে অঙ্গেতে পরিল।
দ্রৌপদী সহিত রাজা রথে আরোহিল॥
লোমশ ধৌম্যাদি আর ভ্রাতৃগণ।
চতুর্দ্দশ রথে আরোহিল সর্ব্বজন॥
মার্গশীর্ষ মাস গেল পূর্ব্বমুখে গতি।
তীর্থযাত্রা করিলেন পাণ্ডব সুকৃতী॥

যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রা ও অগস্ত্যের উপাখ্যান।

চলিলেন ধর্ম্মরাজ সহ মুনিগণে।
কতদিনে উপনীত নৈমিষ-কাননে॥
গোমতীতে স্নান করি করি বহুদান।
তথা হৈতে পরতীর্থে করেন পয়ান॥
যে স্থানে প্রয়াগ তীর্থ যমুনাসঙ্গমে।
কতদিনে উপনীত অগস্ত্য আশ্রমে॥
লোমশ কহিল তবে পূর্ব্ব বিবরণ।
দৈত্য মারি আশ্রম করিল তপোধন॥
স্বচ্ছন্দে সকল পৃথ্বী করিল ভ্রমণ।
একদিন শুন রাজা তার বিবরণ॥
একদিন এক গর্ত্তে দেখে মুনিরাজ।
পিতৃগণ অধোমুখে আছে তার মাঝ॥
দেখিয়া হইল শঙ্কা জিজ্ঞাসে সবারে।
কি হেতু পড়িলে সবে গর্ত্তের ভিতরে॥
সবে বলে না করিলে বংশের উৎপত্তি
তেঁই আমা সবার হইল হেন গতি॥
যদি শ্রেয় চাহ তুমি আমা সবাকার।
বংশ জন্মাইয়া তুমি করহ উদ্ধার॥
পিতৃগণ বচন শুনিয়া মুনিরাজ।
বংশ হেতু চিন্তিত হইল হৃদিমাঝ॥
বিদর্ভরাজার কন্যা অতি অনুপমা।
রূপে গুণে মনোহরা লোপামুদ্রা নামা॥
যৌবন সময় তার দেখিয়া রাজন।
কারে দিব লোপামুদ্রা চিন্তে মনে মন॥
হেনকালে আইল অগস্ত্য তপোধন।
যথোচিত পূজা করি জিজ্ঞাসে রাজন॥
কি হেতু আইলে আজ্ঞা কর মুনিবর।
শুনি মুনিরাজ তবে করিল উত্তর॥
পিতৃগণ আদেশেতে জন্মাব সন্ততি।
তব কন্যা লোপামুদ্রা দেহ নরপতি॥
এত শুনি নরপতি হৈল অচেতন।
প্রত্যুত্তর দিতে মুখে না সরে বচন॥
উঠিয়া গেলেন রাজা মহাদেবী স্থানে।
রাণীকে কহেন রাজা করুণ বচনে॥
মাগে লোপামুদ্রারে অগস্ত্য মহাঋষি।
নাহি দিলে কোপে করিবেন ভস্মরাশি॥
এত বিচারিয়া সবে সন্তাপিত শোকে।
শুনি লোপামুদ্রা কহে জননী জনকে॥
মম হেতু তাপ কেন ভাবহ হৃদয়ে।
আমারে অগস্ত্যে দিয়া খণ্ডাহ এ ভয়ে॥
বুঝিয়া কন্যার চিত্ত নৃপতি সত্বর।
বিধিমতে মুনি-করে দেন নৃপবর॥
লোপামুদ্রা প্রতি তবে কহে তপোধন।
মম ভার্য্যা হলে কর মম আচরণ॥
দিব্য বস্ত্র ত্যজ রত্ন ভূষণ সকল।
শিরেতে ধরহ জটা পিন্ধহ বাকল॥
মুনিবাক্যে সেইক্ষণে সকল ত্যজিল।
জটাচীর লোপমুদ্রা ভূষণ করিল॥
তবেত অগস্ত্য মুনি ভার্য্যারে লইয়া।
গঙ্গাতীরে মহামুনি রহিলেন গিয়া॥

নিরন্তর করে কন্যা মুনির সেবন।
তপ শৌচ আচমন মুনি আচরণ ॥
হেনমতে তথা থাকি বহুদিন গেল।
একদিন মুনিরাজ ভার্য্যারে কহিল ॥
পুত্র হেতু তোমায় করিয়াছি গ্রহণ।
বংশ না হইল তোমা কিসের কারণ ॥
এত শুনি লোপামুদ্রা যুড়ি দুই কর।
সবিনয়ে কহিলেন মুনির গোচর ॥
কামদেব কৈল ধাতা সৃষ্টির কারণ।
বিনা কামে নাহি হয় বংশের সৃজন ॥
জটাচীর ফলাহার ধূলাতে ধূসর।
ইথে কাম কিমতে জন্মিবে মুনিবর ॥
আপনি না জান মুনি এই বংশকাজ।
বংশ হেতু ইচ্ছা যদি কর মুনিরাজ ॥
পূর্ব্বে যথা ছিল মম বস্ত্র অলঙ্কার।
দিব্য গৃহ দাসীগণ ভক্ষ্য উপহার ॥
সে সকল বস্ত্র যদি পাই পুনর্ব্বার।
তবেত জন্মিবে পুত্র উদরে আমার ॥
এত শুনি অগস্ত্যের চিন্তা হল মনে।
উপায় চিন্তিল পুনঃ কন্যার বচনে ॥
শ্রুতর্ব্বা নামেতে রাজা ইক্ষ্বাকু নন্দন।
ভার্য্যা সহ তথাকারে গেল তপোধন ॥
দেখিয়া শ্রুতর্ব্বা রাজা পূজি বহুতর।
জিজ্ঞাসিল কি হেতু আইলে মুনিবর ॥
মুনি বলে বৃত্তি হেতু আসিলাম আমি।
বৃত্তি অর্থ কিছু রাজা দেহ মোরে তুমি ॥
যে কিছু মাগিল মুনি সব দিল রাজা।
পাত্র মিত্র সহিত করিল বহু পূজা ॥
দিব্য গৃহ আসন ভূষণ দাসীগণ।
বাঞ্ছামত পাইয়া রহিল তপোধন ॥
তবে যত প্রজাগণ রাজার সংহতি।
অগস্ত্যেরে কহে তারা করিয়া মিনতি ॥
ইল্বল নামেতে দৈত্য মায়ার সাগর।
বাতাপি নামেতে আছে তার সহোদর ॥
মায়াবলে ধরে দুষ্ট গাড়ল মূরতি।
কাটিয়া ব্যঞ্জন করি ভুঞ্জায় অতিথি ॥
কতক্ষণে ইল্বল বাতাপি বলি ডাকে।
পেট চিরি বাহিরায় ভুঞ্জিয়া যে থাকে ॥
এইমতে মারিল অনেক দ্বিজগণ।
অদ্যাবধি হিংসা করে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন ॥
ইল্বল দৈত্যের ভয়ে তাপিত নগর।
শুনিয়া অগস্ত্য মুনি চিন্তিত অন্তর ॥
আশ্বাসিয়া সবাকারে করিল নির্ভয়।
একাকী চলিল মুনি ইল্বল আলয় ॥
মুনি দেখি ইল্বল পূজিল বহুতর।
জিজ্ঞাসিল সবিনয়ে করিয়া আদর ॥
কি হেতু আইলা আজ্ঞা কর তপোধন।
শুনিয়া উত্তর কৈল কুম্ভকনন্দন ॥
বহু পরিশ্রমে আইলাম তব পুর।
বহুদিন উপবাস ভুঞ্জাও প্রচুর ॥
সম্পূর্ণ করিয়া মোরে করাহ ভোজন।
হাসিয়া ইল্বল কহে বৈস তপোধন ॥
কাটিয়া মায়াবী মেষ করিলা রন্ধন।
অগস্ত্য মুনিরে দিল করিতে ভোজন ॥
মুনি বলে এই মাংসে কি হবে আমার।
সকল আনিয়া দেহ যত আছে আর ॥
শির কাটি চারি পদ আনি দেহ মেষ।
তাবৎ খাইব আমি না রাখিব শেষ ॥
মুনিবাক্য শুনিয়া ইল্বল আনি দিল।
অস্থি সহ মুনিবর সকল খাইল ॥
কতক্ষণে ইল্বল ডাকিল সহোদরে।
বাহিরাও বাতাপি বলিল বারে বারে ॥
হাসিয়া বলেন মুনি কেন ডাক পাপী।
অগস্ত্যের ঠাঁই কোথা পাইবে বাতাপি ॥
বাতাপি পাইবে আর না করিহ আশ।
এতদিনে তাহার হইল প্রাণনাশ ॥
এত শুনি ইল্বল যুড়িয়া দুই কর।
স্তুতি করি কহে তবে মুনির গোচর ॥
কি করিব প্রিয় তব কহ মুনিবর।
মুনি বলে প্রাণিহিংসা করিলে বিস্তর ॥
যত রত্ন ধন তুমি পাইয়াছ তায়।
সকল আমায় দিয়া রাখ আপনায় ॥

সেইক্ষণে ইল্বল আনিয়া সব দিল।
দ্রব্য লয়ে মুনিরাজ আশ্রমে চলিল ॥
বসন ভূষণ দিব্য রত্ন অলঙ্কার।
দেখি লোপামুদ্রা হৈল সানন্দ অপার ॥
সন্তুষ্ট হইয়া কন্যা ভাবে মনে মন।
বংশ হেতু মুনিবরে করে নিবেদন ॥
মুনি বলে পুত্রবাঞ্ছা কতেক তোমার।
লোপামুদ্রা বলে হৌক একটি কুমার ॥
তবে প্রীত হয়ে কাম বাড়িল দোঁহার।
মুনির ঔরসে তাঁর জন্মিল কুমার ॥
তাঁহা হৈতে তাঁর পুত্র হইল পণ্ডিত।
শুনিলা অপূর্ব্ব কথা অগস্ত্য চরিত ॥
অগস্ত্য মুনির কথা অদ্ভুত মানুষে।
হেলায় সমুদ্র পান করিল গণ্ডূষে ॥
গ্রহ পথ রুদ্ধ করিলেক বিন্ধ্যাচল।
অন্ধকারে ব্যাপিলেক পৃথিবীমণ্ডল ॥
অগস্ত্য প্রভাবে লোকে সে ভয় ঘুচল।
অন্ধকার দূর হল সূর্য্যপথ পাইল ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ মুনিরাজ সে অগস্ত্য বিবরণ ॥

অগস্ত্য যাত্রার বিবরণ এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের দর্পচূর্ণ।

লোমশ বলেন শুন ধর্ম্মের কুমার।
যেমতে খণ্ডিল রাজা ঘোর অন্ধকার ॥
গিরিমধ্যে নগেন্দ্র সুমেরু গিরিবর।
প্রদক্ষিণ করি তারে ভ্রমে দিনকর ॥
তাহা দেখি বিন্ধ্যগিরি সক্রোধ হইয়া।
দিনমণি প্রতি তবে বলিল ডাকিয়া ॥
যেমত আবর্ত্ত কর সুমেরুশিখরে।
সেইমত প্রদক্ষিণ করহ আমারে ॥
সূর্য্য বলে রথে বসি আবর্ত্তন করি।
সৃষ্টি সৃজিলেন যেই সৃষ্টি অধিকারী ॥
তাঁর নিয়োজিত পথে করিব ভ্রমণ।
শক্তি নাহি অন্য পথে করিতে গমন ॥
এত শুনি বিন্ধ্য বলে সক্রোধ বচনে।
দেখি মেরু প্রদক্ষিণ করিবা কেমনে ॥
বিষম বাড়িল বিন্ধ্য করিয়া আক্রোশ।
না হয় রবির গতি না হয় দিবস ॥
ক্রোধ করি কামরূপী বাড়াইল অঙ্গ।
ব্যাপিল আকাশপথ না চলে বিহঙ্গ ॥
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ হৈল অন্ধকার।
প্রলয় হইল হেন মানিল সংসার ॥
দেবগণ মিলি সবে করে নিবেদন।
না শুনিল বিন্ধ্যগিরি কাহার বচন ॥
তবে যত দেবগণ একত্র হইয়া।
অগস্ত্য মুনির আগে নিবেদিল গিয়া ॥
চন্দ্র-সূর্য্য-পথ রুদ্ধ বিন্ধ্যগিরি করে।
তোমা বিনা নাহি দেখি তাহাকে নিবারে ॥
রক্ষা কর মুনিরাজ সৃষ্টি হৈল নাশ।
শুনিয়া অগস্ত্য মুনি করিল আশ্বাস ॥
বিন্ধ্যগিরি সমীপে চলিল তপোধন।
মুনি দেখি প্রণাম করিল সর্ব্বজন ॥
অগস্ত্যেরে দেখি বিন্ধ্যগিরি প্রণমিল।
ঈষৎ হাসিয়া মুনি আশীর্ব্বাদ দিল ॥
যাবৎ না আসি আমি দক্ষিণ হইতে।
তাবৎ পর্ব্বত তুমি থাক এইমতে ॥
এত বলি মুনিরাজ করিল গমন।
পুনঃ যে উত্তরে নাহি গেল কদাচন ॥
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘিয়া পর্ব্বত নাহি উঠে।
সৃষ্টি রক্ষা করিলেন অগস্ত্য কপটে ॥
পুনঃ জিজ্ঞাসেন তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
কিরূপে শুষিল মুনি সাগর গভীর ॥
লোমশ বলেন পূর্ব্বে দৈত্য বৃত্রাসুর।
পরাক্রমে জিনিয়া বেড়ায় তিনপুর ॥
কালকেয় আদি যত দ্বিতীয় দানব।
বৃত্রাসুর সহিত থাকয়ে দুষ্ট সব ॥
দৈত্যভয়ে দেবগণ রহিতে নারিল।
ইন্দ্রে অগ্রে করিয়া ব্রহ্মারে নিবেদিল ॥
ব্রহ্মা কন যে হেতু আইলা দেবগণ।
পূর্ব্বে চিন্তিয়াছি আমি তাহার কারণ ॥

লৌহ দারু মেরু যম আছে অস্ত্রসার
কোনমতে নহে বৃত্রাসুরের সংহার ॥
দধীচি মুনির স্থানে করহ গমন।
সবে মিলি বর মাগ শুন দেবগণ ॥
প্রসন্ন হইয়া যে মাগিব এই দান।
নিজ অস্থি দিয়া লোকে কর পরিত্রাণ ॥
শরীর ত্যজিবে মুনি লোকের কারণ।
তাঁর অস্থি লয়ে কর বজ্রের সৃজন ॥
বজ্র-অস্ত্র ইন্দ্র তারে করিবে প্রহার।
বজ্রাঘাতে বৃত্রাসুর হইবে সংহার ॥
এত শুনি দেবগণ করিল গমন।
সরস্বতী নদীতীরে আইল তথন ॥
মহাতেজোময় মূর্ত্তি দেখে দধীচির।
চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি জিনি জ্বলন্ত শরীর ॥
মুনিরে বেড়িয়া ইন্দ্র আদি দেবগণ।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল অগণন ॥
দেবতাসমূহ সর্ব্ব দিক্‌পালগণে।
দেখিয়া দধীচি মুনি ভাবে মনে মনে ॥
জানিয়া সকল তত্ত্ব কহে মুনিবর।
কি হেতু আইলে আজি সকল অমর ॥
সবাকার হেতু আমি ত্যজিব শরীর।
অস্থি মাংস বিষ্ঠা তনু সহজে অচির ॥
হয় হৌক ইহাতে লোকের উপকার।
উপকার হীন ব্যর্থ রহে তনু ছার ॥
পূর্ব্বভাগ্যে লোককার্য্যে লাগিল শরীর।
এত বলি তনুত্যাগ হৈল দধীচির ॥
হেন উপকার কোথা নাহি করে কেহ।
পরোপকারের জন্য ত্যজে নিজ দেহ ॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন কহ অতঃপর।
অস্থি নিয়া কি কর্ম্ম করিল পুরন্দর ॥

বৃত্রাসুরের সহিত দেবগণের যুদ্ধ।

লোমশ বলেন রাজা কর অবধান।
বৃত্রাসুরে যেমতে মারেন মরুত্বান ॥
অস্থি লয়ে দেবগণ করিল গমন।
দেবশিল্পি স্থানে দিলা করিতে রচন ॥
সে উগ্র প্রকারে বজ্র করিয়া নির্ম্মাণ।
শীঘ্রগতি আনি দিল ইন্দ্র বিদ্যমান ॥
বজ্র নিয়া জাগিয়া রহিল পুরন্দর।
হেনকালে আসে বৃত্রাসুর দৈত্যেশ্বর ॥
প্রলয় দানব দৈত্য সংহতি করিয়া।
সুমেরু শিখর যেন পর্ব্বত বেড়িয়া ॥
মার মার শব্দেতে করিয়া কলরব।
প্রলয় সময়ে যেন উথলে অর্ণব ॥
পর্ব্বত আয়ুধ কেহ ধরে দৈত্যগণ।
নানা অস্ত্র চতুর্ভিতে করে বরিষণ ॥
গজেন্দ্রে চড়িয়া ইন্দ্র বজ্র লৈয়া হাতে।
দেবগণ সহ যান বৃত্রকে মারিতে ॥
ইন্দ্রে দেখি ঘোরনাদে গর্জ্জে দৈত্যেশ্বর।
ভয়ঙ্কর নাদে বিকম্পিত চরাচর ॥
আকাশ পাতাল যুড়ি মুখ মেলি ধায়।
দেখিয়া অমরপতি ভয়েতে পলায় ॥
দেবগণ সহ ইন্দ্র যান রড়ারড়ি।
পাছু পাছু দৈত্যগণ ধায় তাড়াতাড়ি ॥
কোথায় পাইব রক্ষা করি অনুমান।
বিষ্ণুর সদনে গিয়া রাখিলেন প্রাণ ॥
ভয়ার্ত্ত দেখিয়া আশ্বাসিয়া নারায়ণ।
উপায় চিন্তেন দৈত্য নিধন কারণ ॥
দিলেন আপন তেজ হরি পুরন্দরে।
বিষ্ণুতেজ পেয়ে পুনঃ চলিল সমরে ॥
অন্য দেবগণে তেজ দিলা ঋষিগণ।
পুনঃ দেবাসুরেতে হইল মহারণ ॥
হইল অনেক যুদ্ধ লিখন না যায়।
বৃত্রাসুরে প্রহারিল বজ্র দেবরায় ॥
বজ্রাঘাতে অসুরের মুণ্ড হৈল চূর্ণ।
আর যত ছিল সবে পলাইল তূর্ণ ॥
যতেক দানব দৈত্য কালকেয়গণ।
সমুদ্র ভিতরে প্রবেশিল সর্ব্বজন ॥

অগস্ত্যমুনির সমুদ্র পান এবং দেবগণের যুদ্ধে অসুরদিগের নিধন।

লোমশ বলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
সমুদ্রে আশ্রয় নিল কালকেয়গণ ॥
সমস্ত দিবস থাকে জলের ভিতর।
রাত্রিতে উঠিয়া খায় যত মুনিবর ॥
বশিষ্ঠ আশ্রমে খাইল সপ্তশত ঋষি।
তিনশত খাইল চ্যবনাশ্রমে বসি ॥
ভরদ্বাজ আশ্রমে অনেক মুনি ছিল।
রজনীর মধ্যে গিয়া সকলি খাইল ॥
মুনিগণ তবে সাতিশয় ভীত হৈয়া।
নারায়ণ স্থানে সব জানাইল গিয়া ॥
সৃষ্টিকর্ত্তা হর্ত্তা তুমি তুমি শ্রীনিবাস।
তুমি উদ্ধারিবে সবে করিয়াছি আশ ॥
বৃত্রাসুর মৈল কিন্তু কালকেয়গণ।
লক্ষিতে না পারি তারা আইসে কখন ॥
বহু দ্বিজে নাশিল না দেখি পরিত্রাণ।
তোমা বিনা সৃষ্টি রাখে নাহি হেন জন ॥
এত শুনি কুপিয়া বলেন পীতাম্বর।
ইহার উপায় আর নাহি পুরন্দর ॥
বরুণ আশ্রিত হয়ে আছে দুষ্টগণ।
সিন্ধু শুকাইতে সবে করহ যতন ॥
পাইয়া বিষ্ণুর আজ্ঞা তবে দেবগণ।
ব্রহ্মার সহিত গেল অগস্ত্য সদন ॥
দেবগণ তাঁরে স্তুতি করে যোড়করে।
সঙ্কটেতে তুমি রক্ষা কর বারে বারে ॥
নহুষের ভয়ে পূর্ব্বে করিলা নিস্তার।
বিন্ধ্যভয়ে ক্ষিতির খণ্ডিলা অন্ধকার ॥
রাক্ষস বধিয়া বিনাশিলা লোকভয়।
এবার করহ রক্ষা হইয়া সদয় ॥
এত শুনি চলিল অগস্ত্য মুনিবর।
সঙ্গেতে চলিল সর্ব্ব অমর কিন্নর ॥
অগস্ত্য সমুদ্র পিবে অদ্ভুত কথন।
দেখিতে চলিল যত ত্রৈলোক্যের জন ॥
সমুদ্র নিকটে গিয়া বলে তপোধন।
তোমায় শুষিব আমি লোকের কারণ ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নাগ দেখিবে কৌতুকে।
নিমিষে সমুদ্র পান করিব চুমুকে ॥
তবে ত অগস্ত্য এক গণ্ডূষে তখন।
ক্ষণমাত্রে সিন্ধুজল করিল শোষণ ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত অপ্সর অপ্সরী।
বিস্ময়ে দেখয়ে তারা মুনির মাধুরী ॥
করিলা কুসুমবৃষ্টি মুনির উপরে।
সাধু সাধু বলি শব্দ হৈল দিগন্তরে ॥
জলহীন সিন্ধু দেখি যত দেবগণ।
যে যাহার অস্ত্র লয়ে ধাইল তখন ॥
যতেক অসুরগণে বেড়িয়া মারিল।
কত দৈত্য ক্ষিতি বিদারিয়া প্রবেশিল ॥
হত দৈত্য দেখিয়া নিবৃত্ত দেবগণ।
পুনরপি অগস্ত্যেরে করিল স্তবন ॥
তোমার প্রসাদে রক্ষা পাইল সংসার।
লোকের কণ্টক দূর হইল এবার ॥
সমুদ্রের জল যে শুষিলা মুনিবর।
পুনরপি সেই জলে পূর রত্নাকর ॥
মুনি বলে তোমরা উপায় কর সবে।
জলপান করিলাম আর কোথা পাবে ॥
এত শুনি দেবগণ বিষণ্ণবদন।
শীঘ্রগতি গেল সবে ব্রহ্মার সদন ॥
দৈত্যনাশ হেতু সিন্ধু শুষিল বারুণি।
কিরূপে পূরিবে সিন্ধু কহ পদ্মযোনি ॥
ব্রহ্মা বলে নিজালয়ে যাহ সর্ব্বজন।
উপায় নাহিক সিন্ধু পূরিতে এখন ॥
শুষ্কসিন্ধু রহিবেক দীর্ঘকাল যাবে।
জ্ঞাতি হেতু ভগীরথ গঙ্গাকে আনিবে ॥
ভগীরথ হতে পূর্ণ হবে জলনিধি।
শুষ্ক রহিবেক সিন্ধু তাবৎ অবধি ॥
ব্রহ্মার বচনে সবে গেল নিজালয়।
এই শুন পূর্ব্ব কথা ধর্ম্মের তনয় ॥

সগর বংশোপাখ্যান ও কপিলের শাপে সগর সন্তানগণ ভস্ম।

এত শুনি জিজ্ঞাসিল ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি মুনি সিন্ধুপূরণ কথন॥
লোমশ বলেন শুন ধার্ম্মিক রাজন।
সগর নামেতে রাজা বাহুর নন্দন॥
তালজঙ্ঘ হৈহয়াদি রাজা বশ করি।
পৃথিবী পালন করে দুষ্টজনে মারি॥
পুত্র বাঞ্ছা করি রাজা হইল চিন্তিত।
তপস্যা কারতে গেল ভার্য্যার সহিত॥
শৈব্যা আর বৈদর্ভী যুগল ভার্য্যা তাঁর।
কৈলাস পর্ব্বতে তপ করে বহুবার॥
তাঁর তপে আবির্ভূত হয়ে মহেশ্বর।
বলিলেন সগরেরে মাগ লহ বর॥
বংশ হেতু এই বর মাগিল রাজন।
দেহ ষাটি সহস্র তনয় ত্রিলোচন॥
হর বলিলেন বর মাগিলে রাজন।
হইবে তোমার ষাটিসহস্র নন্দন॥
সময়ে সকলে এককালে হবে ক্ষয়।
বংশরক্ষা করিবেক একই তনয়॥
শৈব্যার উদরে যেই এক পুত্র হবে।
তাহাতে ইক্ষ্বাকুবংশ উন্নতি পাইবে॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হইলেন হর।
সগর চলিয়া গেল আপনার ঘর॥
দুইভার্য্যা সহবাস করে মতিমান।
কতদিনে দোঁহার হইল গর্ভাধান॥
সময়ে প্রসব হৈল রাণী দুইজন।
শৈব্যা প্রসবিল এক সুন্দর নন্দন॥
বৈদর্ভীর গর্ভে এক অলাবু জন্মিল।
দেখিয়া নৃপতি ফেলাইতে আজ্ঞা দিল॥
হেনকালে ঘোররবে হৈল শূন্যবাণী।
কি কারণে বংশ ত্যাগ কর নৃপমণি॥
যত বীচি আছে এই লাউর ভিতর।
ঘৃতপূর্ণ হাঁড়িতে রাখহ নরবর॥
ইহাতে পাইবে ষাটি সহস্র নন্দন।
এত শুনি নরপতি রাখে সেইক্ষণ॥
ঘৃতহাঁড়ি প্রতি এক ধাত্রী নিয়োজিল।
ষাইট সহস্র পুত্র তাহাতে জন্মিল॥
তেজোবীর্য্যে রূপে সবে সগর সমান।
মদগর্ব্বে সবারে করে অল্পজ্ঞান॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ নাগ নরগণ।
সবারে করে পীড়ন সগরনন্দন॥
দেবগণ জানাইল ব্রহ্মার গোচরে।
সৃষ্টিনাশ কৈল প্রভু সগর-কুমারে॥
ব্রহ্মা বলিলেন না চিন্তহ দেবগণে।
কর্ম্মদোষে সকলে মরিবে অল্পদিনে॥
এত শুনি চলি গেল যতেক অমর।
কতদিনে যজ্ঞদীক্ষা লইল সগর॥
অশ্বমেধ আরম্ভিল বাহুর নন্দন।
ঘোড়া রক্ষিবারে নিয়োজিল পুত্রগণ॥
সসৈন্যে তাহার ষাটি সহস্র নন্দন।
ঘোড়া রাখিবারে গেল পর্ব্বত কানন॥
জলহীন সিন্ধুমধ্যে করয়ে ভ্রমণ।
ঘোড়ার রক্ষণে থাকে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
ইন্দ্র বলে আর কেন রাজ্য পাছে যায়।
শত যজ্ঞ সাঙ্গ হৈলে কি হবে উপায়॥
স্বপদ রাখিতে ইন্দ্র করিল চাতুরী।
আপনি আসিয়া তবে অশ্ব করে চুরি॥
চুরি করি নিয়া ঘোড়া রাখে পাতালেতে
যেখানে কপিল মুনি ছিলেন যোগেতে॥
সেখানে রাখিয়া ঘোড়া ইন্দ্র পলাইল।
প্রাতঃকালে সেনাগণ জাগিয়া উঠিল॥
সিন্ধুমধ্যে ঘোড়া নাহি দেখি আচম্বিত।
ঘোড়া অন্বেষণ করে সবে চতুর্ভিত॥
কোথা না দেখিয়া অশ্ব চিন্তিত হইয়া।
সগরের স্থানে সবে জানাইল গিয়া॥
শুনি রাজা দৈববশে করিল উত্তর।
ঘোড়া না আনিয়া কেন আইলিরে ঘর॥
খুঁজিয়া না পাও যদি পৃথিবী ভিতর।
তবে সিন্ধু মধ্যে ঘোড়া হইল অন্তর॥

যত্ন করি সেই স্থল খুঁজ গিয়া সবে।
ঘোড়া না আনিয়া গৃহে ফিরি না আসিবে
পিতৃ আজ্ঞা পাইয়া চলিল সর্ব্বজন।
কোদালি ধরিয়া পৃথ্বী করিল খনন ॥
এইমত বারিনিধি খনিতে খনিতে।
অশ্ব অন্বেষণে গেল পৃথ্বী পূর্ব্বভিতে ॥
তথায় খনিয়া পৃথ্বী বিদার করিল।
পাতাল পুরেতে গিয়া সবে প্রবেশিল ॥
তথায় গিয়া দেখিল কপিল মহামুনি।
দীপ্তিমান তেজ যেন জ্বলন্ত আগুনি ॥
তাঁহার আশ্রমেতে দেখিয়া হয়বর।
হৃষ্ট হয়ে ঘোড়া গিয়া ধরিল সত্বর ॥
অহঙ্কারে মুনিরে করিল অনাদর।
দেখিয়া কপিল মুনি কুপিত অন্তর॥
বাহিরায় দুই চক্ষু হইতে অনল।
ভস্মরাশি করিলেক কুমার সকল ॥
নারদের মুখে বার্ত্তা পাইল সগর।
শোকাকুল হয় রাজা বিরস অন্তর ॥
স্তব্ধ হয়ে শোকাকুল চিন্তে নরপতি।
শিববাক্য স্মরি শেষে স্থির করে মতি ॥
অংশুমান পৌত্র অসমঞ্জের নন্দন।
তাঁহারে ডাকিয়া রাজা বলিল বচন ॥
কপিলের ক্রোধে ভস্ম হৈল পুত্রগণ।
যজ্ঞ নষ্ট হইবেক অশ্বের বিহন ॥
পূর্ব্বে ত্যাগ করিয়াছি তোমার পিতায়।
তোমা বিনা নাহি দেখি যজ্ঞের উপায় ॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর।
কি হেতু আত্মজ পুত্রে ত্যজিল সগর ॥
মুনি বলে অসমঞ্জ শৈব্যাগর্ভে হয়।
যৌবন সময়ে বড় কুকর্ম্ম করয় ॥
দুগ্ধমুখ শিশুগণ ধরে হস্তে গলে।
উপরে তুলিয়া ভূমে আছাড়িয়া ফেলে ॥
একত্র হইয়া তবে যত প্রজাগণ।
সগর রাজার প্রতি কৈল নিবেদন ॥
তাতরূপে আমা সবে করহ পালন।
দুষ্ট দৈত্য পরচক্রে করহ তারণ ॥
অসমঞ্জ ভয় হতে কর রাজা পার।
প্রজা দুঃখ শুনি দুঃখ হইল রাজার ॥
ক্রুদ্ধ হয়ে আজ্ঞা দিল যত প্রজাগণে।
গ্রাম হতে বাহির করহ এইক্ষণে ॥
এইরূপে নিজপুত্রে ত্যজিল সগর।
পৌত্রে যে কহিল রাজা শুন নরবর ॥
তোমা বিনা কুলাঙ্কুর কেহ নাহি আর।
যজ্ঞ-বিঘ্ন নরক হইতে কর পার ॥
পিতামহ-বচন শুনিয়া অংশুমান।
যথায় কপিল মুনি গেল সেই স্থান ॥
প্রণাম করিয়া বহু করিল স্তবন।
তুষ্ট হয়ে বলিলেন কি চাহ রাজন ॥
এত শুনি অংশুমান কহে যোড়করে।
কৃপা যদি কর প্রভু দেহ অশ্ববরে ॥
দ্বিতীয়ে মাগিল পিতৃগণের সদগতি।
বাঞ্ছা পূর্ণ হবে বলি কহে মহামতি ॥
মম ক্রোধে দগ্ধ যত সগর-কুমার।
তব পৌত্র করিবেক সবার উদ্ধার ॥
শিবে তুষ্ট করিয়া আনিবে সুরধুনী।
যজ্ঞ সাঙ্গ কর অশ্ব লইয়া এখনি ॥
মুনিরে প্রণাম করি লয়ে অশ্ববর।
অংশুমান দিল পিতামহের গোচর ॥
আলিঙ্গন দিয়া বহু করিল সম্মান।
অশ্বমেধ যজ্ঞ রাজা কৈল সমাধান ॥
পৌত্রে রাজ্য দিয়া শেষে গেল তপোধন।
অংশুমান শাসিলেক সকল ভুবন ॥
হইল দিলীপ নামে তাঁহার নন্দন।
দেখি আনন্দিত বড় হইল রাজন ॥
বহুদিন রাজ্য করি অংশুমান ধীর।
পুত্রে রাজ্যভার দিয়া হইল বাহির ॥
দিলীপ পাইল নিজ পিতৃসিংহাসন।
শুনিল কপিল-ক্রোধে দগ্ধ পিতৃগণ ॥
গঙ্গা হেতু তপস্যা করিল বহুকাল।
তথাপি আনিতে গঙ্গা নারিল ভূপাল ॥
তাঁহার নন্দন মহারথ ভগীরথ।
যাঁর যশকর্পূরে পূরিল ত্রিজগৎ ॥

কপিলের কোপানলে দগ্ধ পিতৃগণ।
লোকমুখে শুনিয়া চিন্তিত সে রাজন ॥
মন্ত্রীরে করিয়া রাজা রাজ্য সমর্পণ।
গঙ্গার উদ্দেশে গেল দিলীপনন্দন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

গঙ্গাবতরণ ও সগর সন্তানগণের উদ্ধার।

হিমালয়ে গিয়া মহাতপ আরম্ভিল।
কঠোর তপেতে সব তপস্বী তাপিল ॥
দেবমানে তপ কৈল সহস্র বৎসর।
তপে তুষ্ট-গঙ্গা আইলেন দিতে বর ॥
গঙ্গা বলিলেন রাজা কেন তপ কর।
প্রীত হইলাম আমি মাগি লহ বর ॥
জাহ্নবীর বাক্য শুনি হয়ে হৃষ্টমন।
করযোড়ে কহিলেন দিলীপ-নন্দন ॥
কপিলের কোপানলে দগ্ধ পিতৃগণ।
তা সবার মুক্তি হেতু করি আরাধন ॥
যাবৎ তোমার জলে না হয় সেচন।
তাবৎ সদগতি না পাবে পিতৃগণ ॥
তোমার চরণে এই করি নিবেদন।
উদ্ধার করহ মাতা মম পিতৃগণ ॥
যদি কৃপা কৈলে মোরে মাগি তব পায়।
আপনি তথায় গিয়া উদ্ধার সবায় ॥
গঙ্গা বলে তব প্রীতে যাইব তথায়।
মম বেগ সহে হেন করহ উপায় ॥
গগন হইতে চ্যুত হইব যখন।
মম বেগ সহে হেন নাহি অন্যজন ॥
বিনা নীলকণ্ঠ কারো শক্তি নাহি লোকে
তপস্যায় বশ করি আনহ ত্র্যম্বকে ॥
এত শুনি ভগীরথ করিল গমন।
কৈলাস-শিখরে শিবে করিলা স্তবন ॥
তপস্যাতে তুষ্ট হইলেন দিগম্বর।
গঙ্গা ধরিবারে ভগীরথ মাগে বর ॥
নিজ ইষ্ট মানি তুষ্ট হয়ে মহেশ্বর।
প্রীতিতে বলেন চল যাব নৃপবর ॥
হিমালয় পর্ব্বতে কহেন উমাপতি।
আনহ কোথায় আছে তব হৈমবতী ॥
ভববাক্যে ভগীরথ গঙ্গা চিন্তা করে।
ব্রহ্মলোকে গঙ্গা তাহা জানিল অন্তরে ॥
আকাশ হৈতে গঙ্গা দেখি শূলপাণি।
পড়িলেন হরশিরে করি ঘোর ধ্বনি ॥
শিবশির হৈতে গঙ্গা হৈলেন ত্রিধারা।
একধারা আসিয়া পড়িল বসুন্ধরা ॥
স্বর্গেতে যে ধারা তার মন্দাকিনী খ্যাতি।
মর্ত্ত্যে অলকানন্দা পাতালে ভোগবতী ॥
ভগীরথ প্রতি বলিলেন ভাগীরথী।
তোমার কারণে আমি আইলাম ক্ষিতি ॥
পিতৃগণ তোমার আছয়ে কোন্ দিগে।
কোন্ পথে যাইব চলহ মম আগে ॥
আজ্ঞামত্র আগে যান দিলীপ-নন্দন।
কলকল শব্দে গঙ্গা চলিল তখন ॥
হিমালয় পর্ব্বতে হইলা উপনীত।
পথ না পাইয়া গঙ্গা হইলা ভাবিত ॥
অতঃপর ঐরাবতে কর রাজা ধ্যান।
নতুবা কেমনে বল হইবে পয়ান ॥
গঙ্গাবাক্যে ঐরাবতে করিলেন স্তুতি।
স্তবে তুষ্ট হইয়া আইল গজপতি ॥
রাজা বলে মহাশয় নিস্তার এ দায়
গিরি বিদারিয়া পথ দেহ গঙ্গা মায় ॥
শুনি করী দুষ্টমতি বলিল রাজারে।
পথ করি দিতে পারি যদি ভজে মোরে ॥
কর্ণে হাত দিয়া রাজা আইল সত্বর।
ছলেতে জানায় রাজা করীর উত্তর ॥
যাও বাছা ভগীরথ কহিবে করীরে।
বেগে দাণ্ডাইলে আমি ভজিব তাহারে ॥
মাতঙ্গ নিকটে গিয়া বলে ভগীরথ।
শুনি করী শীঘ্রগতি করি দিল পথ ॥
গিরি খণ্ড ধরি দন্তে টানিয়া ফেলিল।
মহাবেগে মহামায়া গমন করিল ॥

সম্মুখে পড়িয়া হস্তী ভাসিয়া চলিল।
আছাড়ে বিছাড়ে তার প্রাণমাত্র ছিল॥
স্তব করে গজবর ত্রাহি ত্রাহি ডাকে।
বলে মাগো পশু আমি কি চিনি তোমাকে॥
ভগীরথ দয়া করি রাখিলা জীবন
প্রাণ লয়ে ঐরাবত পলায় তখন॥
বেগেতে চলিল গঙ্গা আনন্দিত মনে।
উপনীত হৈল জহ্নু মুনির সদনে॥
দেখিয়া গঙ্গারে মুনি করিলেন পান।
গঙ্গা না দেখিয়া রাজা হৈল হতজ্ঞান॥
মুনিবরে স্তব করে কাতর অন্তরে।
তুষ্ট হয়ে মুনিবর গঙ্গা দিল পরে॥
তাহা দেখি হরষিত দিলীপ-নন্দন।
বেগেতে আইল গঙ্গা কপিল সদন॥
যথায় আছিল ভস্ম সগর সন্তান।
পরশে পরম জল বৈকুণ্ঠে প্রস্থান॥
চতুর্ভুজ হয়ে স্বর্ণরথে আরোহিল।
ঊর্দ্ধবাহু করি সবে আশীর্ব্বাদ কৈল॥
পিতৃগণ মুক্তি হেতু আনন্দ অপার।
প্রণাম করিয়া নাচে দিলীপ-কুমার॥
ভগীরথ হৈতে সমুদ্রেতে হৈল জল।
যাহা জিজ্ঞাসিলে রাজা কহিনু সকল॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম বিরচিল সগর আখ্যান॥

পরশুরামের দর্পচূর্ণ।

লোমশ কহেন এই মহাতীর্থ স্থান।
পরশনে হয় তার বৈকুণ্ঠে প্রস্থান॥
পূর্ণ গঙ্গা এই স্থানে বিন্দুসর নাম।
যেইস্থানে বীর্য্য হইলেন রাম॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন কহ তপোধন।
হতবীর্য্য হইলেন রাম কি কারণ॥
লোমশ বলিল পূর্ব্বে নাম দাশরথি।
বিষ্ণু অংশে চারি ভাই রঘুকুলপতি॥
লক্ষ্মী অংশে জন্মিলেক জনক নন্দিনী।
তাঁহার বিবাহে পণ কৈল নৃপমণি॥
ধূর্জ্জটির ধনুর্ভঙ্গ যে জন করিবে।
তাহায় আমার কন্যা জানকী বরিবে॥
দেশে দেশে বার্ত্তা দিল জনক রাজন।
বিশ্বামিত্র স্থানে রাম করেন শ্রবণ॥
যজ্ঞ রক্ষা করিলেন রাক্ষসে মারিয়া।
সীতা লভিলেক রাম ধনুক ভাঙ্গিয়া॥
সীতা লয়ে যান পরে অযোধ্যানগর।
পথেতে ভেটিল কুলান্তক ভৃগুবর॥
দুর্জ্জয় ধনুক বামে দক্ষিণে কুঠার।
পৃষ্ঠে শর তূণ তাঁর শিরে জটাভার॥
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ প্রকাণ্ড শরীর।
কর্কশ বচনে কহে চাহি রঘুবীর॥
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গি তোর এত অহঙ্কার।
সীতারে লইয়া যাস অগ্রেতে আমার॥
না জানিস ভৃগুরাম ক্ষত্রিয় কোঙর।
ক্ষণেক তিষ্ঠহ বুঝি পরাক্রম তোর॥
এত বলি দুর্জ্জয় ধনুক দিলা ফেলি।
দিলেন ধনুকে গুণ রাম মহাবলী॥
রাম বলিলেন জামদগ্নির নন্দন।
ধনুকেতে গুণ দিনু কি করি এখন॥
ইহা শুনি ভৃগুপতি দিল দিব্য শর।
শরসহ বিষ্ণুতেজ নিল রঘুবর॥
আকর্ণ পূরিয়া ধনু কহে দাশরথি।
কোথায় মারিব অস্ত্র কহ ভৃগুপতি॥
ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু মম বধ্য নহ।
অব্যর্থ আমার অস্ত্র কোথা মারি কহ॥
স্তুতি করি কহিলেন ভৃগুর কুমার।
অস্ত্র মারি স্বর্গপথ রুদ্ধহ আমার॥
একবাণে স্বর্গ রোধ করেন তাঁহার।
পরশুরামের গেল যত অহঙ্কার॥

ভীমের পদ্মান্বেষণে গমন ও হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল ওহে মুনিবর।
চারি ভাই কি করিল কহ অতঃপর।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুবর।
কৃষ্ণা সহ কাম্যবনে চারি সহোদর ॥
যত দ্বিজবর ধৌম্য লোমশ সংহতি।
ছয় রাত্রি তথায় রহিল ধর্ম্মপতি ॥
একদিন দেখ তথা দৈবের ঘটন।
বহিল উত্তর দিকে মন্দ সমীরণ ॥
সুগন্ধ সুন্দর বায়ু অতি সুশীতল।
পদ্মগন্ধে পূরিল সকল বনস্থল ॥
আমোদে করিল মুগ্ধ সবাকার মন।
পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিল সর্ব্বজন ॥
উত্তর মুখেতে সবে করে অনুমান।
যোগের সাধনে যেন যোগীর ধেয়ান ॥
কেহ কহে স্বর্গ হতে আসিতেছে গন্ধ।
কেহ কহে পৃথিবীতে কে করে আনন্দ ॥
কোনমতে কেহ না জানিল নিরূপণ।
লোমশেরে জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
জানহ বৃত্তান্ত যদি কহ মুনিবর।
কোথা হৈতে আসিতেছে গন্ধ মনোহর ॥
কোন্ মত পুষ্প সে কোথায় উপবন।
চেষ্টায় পাইব কিম্বা অসাধ্য সাধন ॥
মুনি বলে আছে গন্ধমাদন পর্ব্বতে।
সরোবর আছে তাহে পুষ্প শতে শতে ॥
কুবেরের পুষ্প সেই অতি মনোহর।
রক্ষক আছয়ে লক্ষ লক্ষ অনুচর ॥
সুবর্ণের পুষ্প সেই গন্ধের অবধি।
চেষ্টায় হইবে প্রাপ্ত বাঞ্ছা করি যদি ॥
এতেক বৃত্তান্ত যদি বলিলেন মুনি।
ব্যগ্র হৈয়া ভীমেরে কহিলা যাজ্ঞসেনী ॥
আমা প্রতি শ্রদ্ধা যদি তোমার আছয়।
অষ্টোত্তর শত পুষ্প দেহ মহাশয় ॥
ঈশ্বরে পূজিব আমি করেছি বাসনা।
তোমার কৃপায় যদি পূরে সে কামনা ॥
তোমার অসাধ্য নাহি এ তিন ভুবনে।
মনোযোগ করহ আমার নিবেদনে ॥
দ্রৌপদীকে ব্যাকুলা দেখিয়া বৃকোদর।
অনুমতি লইলেন ধর্ম্মের গোচর ॥
বন্দনা করিয়া যত ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
ধর্ম্মেরে প্রণাম করে করি কৃতাঞ্জলি।
যুধিষ্ঠির কহেন সে দেবের আলয়।
কাহার সহিত যেন বিরোধ না হয় ॥
যাহ শীঘ্র ত্বরা করি এস ভ্রাতৃবর।
শুনিয়া উত্তরে যান বীর বৃকোদর ॥
চলিতে উত্তর পথে পবননন্দন।
কতদূরে দেখে বীর কদলীর বন ॥
দেখি আনন্দিত হল ভীম মহাবল।
ত্বরান্বিত হয়ে বীর আইল সে স্থল ॥
তবে বীর ভাঙ্গে যত কদলীর বন।
সেইবনে আছিল দুরন্ত হনূমান ॥
ভাঙ্গিল কদলী বন করি অনুমান।
ক্রোধভরে শীঘ্রগতি করিল পয়ান ॥
কদলী কাননে বীর যাইতে সত্বরে।
আসিতেছে বৃকোদর দেখে কতদূরে ॥
দেখিয়া জানিল এই মম ভ্রাতৃবর।
নতুবা এমন দর্প করে কোন্ নর ॥
জানি ছদ্ম করিলা পবন অঙ্গজনু।
হইলা সত্বর জীর্ণ অতি ক্ষীণতনু ॥
ব্যাধিতে পীড়িত অঙ্গ অস্থি-চর্ম্মসার।
পড়িল পথেতে গিয়া ভীম আগুসার ॥
দুদিকে কণ্টক বন পথ নাহি আর।
মধ্যপথে রহিলেন পবন-কুমার ॥
হেনকালে উপনীত ভীম মহাবল।
দেখিলেন পথে বানর দুর্ব্বল ॥
ভীম বলিলেন পথ ছাড়হ বানর।
আবশ্যক কার্য্য আছে যাইব সত্বর ॥
শুনিয়া ভীমের তবে এতেক বচন।
মায়া করি অতি কষ্টে মেলিল নয়ন ॥
ধীরে ধীরে কহিলেন বিনয় আচরি।
জিজ্ঞাসা করয়ে অতি করিয়া চাতুরী ॥
কে তুমি কোথায় যাবে কহ মহাবল।
জরাযুক্ত অঙ্গ মম ব্যথায় বিকল ॥
নড়িতে নাহিক শক্তি অবশ শরীর।
লঙ্ঘিয়া গমন কর সুখে মহাবীর ॥

এতেক শুনিয়া ভীম চিন্তে মনে মন।
সকল শরীর আত্মারূপী নারায়ণ ॥
ইহারে লঙ্ঘিয়া আমি যাইব কেমনে।
এতেক বিচারি তবে কহে হনুমানে ॥
ধার্ম্মিক বানর তুমি বৃদ্ধ পুরাতন।
অনীতি করিতে যুক্তি দেহ কি কারণ ॥
দেখিয়া শুনিয়া কেন করিব দুর্নীতি।
লঙ্ঘিয়া যাইতে বল নাহি ধর্ম্মে মতি ॥
হনুমান বলে আমি জাতিতে বানর।
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান কোথা পশুর গোচর ॥
তবে ভীম অবজ্ঞা করিয়া বাম হাতে।
ধরিয়া তুলিতে যায় নারিলা তুলিতে ॥
বিস্ময় মানিয়া তবে বীর বৃকোদর।
শক্ত করি করি ধরিলেন দিয়া দুই কর ॥
আপনার যত শক্তি কৈল প্রাণপণ।
মহাশ্রমে নাড়িবারে নারে কদাচন ॥
বহিল অঙ্গেতে ঘাম হইল ফাঁফর।
বিনয় পূর্ব্বক কহে যুড়ি দুই কর ॥
কে তুমি দেবতা যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
রাক্ষস মনুষ্য কিবা হবে নাগেশ্বর ॥
জানিলাম মম দর্প নাশিতে বিশেষে।
ছলিতে আইলে বৃদ্ধ বানরের বেশে ॥
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষম মহাশয়।
অবধানে শুন এবে মম পরিচয় ॥
চন্দ্রবংশে জন্ম রাজা পাণ্ডু মহামতি।
তাঁর ক্ষেত্রে জন্ম মম পবন-সন্ততি ॥
ভীমসেন মম নাম জান মহাশয়।
মম জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের তনয় ॥
রাজ্যধন নিয়া শত্রু পাঠাইল বনে।
তপস্বীর বেশে ভ্রমি ভাই পঞ্চজনে ॥
কহিলাম নিজ কথা তোমার অগ্রেতে।
সম্প্রতি যাইব গন্ধমাদন পর্ব্বতে ॥
আনিব সুবর্ণ-পদ্ম ঈশ্বরের হেতু।
পাঠাইয়া দিল মোরে ভাই ধর্ম্মসেতু ॥
যে কিছু বৃত্তান্ত কহিলাম মহাশয়।
কৃপা করি দেহ মোরে নিজ পরিচয় ॥

এতেক কহিল যদি ভীম মহামতি।
প্রসন্ন হইয়া তবে কহিল মারুতি ॥
জিজ্ঞাসিলে শুনহ আমার বিবরণ।
কেশরীর ক্ষেত্রে জন্ম পবন-নন্দন ॥
রামকার্য্য হেতু মোরে সৃজিল বিধাতা।
হনুমান নাম মম রাখিলেন পিতা ॥
রাবণ রামের সীতা হরিল যখন।
প্রাণপণে সাধিলাম রাম প্রয়োজন ॥
সীতা উদ্ধারিয়া রাম গেল নিজ ঘর।
তুষ্টা হয়ে সীতাদেবী মোরে দিল বর ॥
এই হেতু চারিযুগ হইনু অমর।
আর মোরে দিল এই বন কদলীর ॥
এতেক শুনিয়া তবে ভীম মহাবল।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পড়ি ভূমিতল ॥
ভীম বলে অপরাধ ক্ষমহ গোঁসাই।
এক নিবেদন করি তোমার ঠাঁই ॥
নিজমূর্ত্তি মহাশয় করিয়া প্রকাশ।
পূরাও আমার যে মনের অভিলাষ ॥
শুনিয়া হাসিল তবে হনুমান বীর।
দেখিতে দেখিতে হৈল পূর্ব্বের শরীর ॥
মনের আবেশে বাড়ে বীর হনুমন্ত।
কি দিব উপমা যেন পর্ব্বত জ্বলন্ত ॥
চক্ষু বুজি ভীমসেন ডাকে পরিত্রাহি।
অস্পন্দ হইল অঙ্গ আর নাহি চাহি ॥
মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়িল ভূমিতলে।
তথাপিহ মহাবীর বাড়ে কুতূহলে ॥
ঊর্দ্ধে লক্ষ যোজন হইল পদ নখ।
ব্রহ্মাণ্ড উপরে গিয়া ঠেকিল মস্তক ॥
বিশেষ দেখিয়া দুঃখী বীর বৃকোদর।
পূর্ব্বমত দেহ পুনঃ ধরে মায়াধর ।
আশ্বাসিয়া ভীমেরে করিলা সচেতন।
মৃতদেহে সঞ্চারিল যেমন জীবন ॥
বৃকোদর কহে দাণ্ডাইয়া যোড়করে।
বিস্তর বিনয় করি বানর ঈশ্বরে ॥
তোমার চরণে মম এই নিবেদন।
আমার পরম শত্রু আছে দুর্য্যোধন ॥

বনবাস উপশমে যদি যুদ্ধ হয়।
সেইকালে সাহায্য করিবে মহাশয়॥
হাসিয়া বলিল তবে পবন-নন্দন।
প্রাণপণে সাধিব পাণ্ডব প্রয়োজন॥
যাহ গন্ধমাদনেতে পুষ্প আছে যথা।
কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব নাহি করিহ সর্ব্বথা॥
এতেক কহিয়া বীর মধুর বচন।
বিদায় করিল ভীমে দিয়া আলিঙ্গন॥
পরম কৌতুকে তবে বৃকোদর বীর।
চলিল উত্তর মুখে নির্ভয় শরীর॥

যক্ষগণ সহ ভীমের যুদ্ধ।

অতঃপর ভীম, পরাক্রমে ভীম,
চলিল উত্তর পথে।
দুই ভিতে যত, আছয়ে পর্ব্বত,
নানাবর্ণ বৃক্ষ তাতে॥
পরম কৌতুকে, আপনার সুখে,
স্বচ্ছন্দ গমনে যায়।
মহাবলবান, কি করে সন্ধান,
কে বুঝিবে অভিপ্রায়॥
কত দিনান্তর, গন্ধ গিরিবর,
বন উপবন শোভা।
উচ্চ সব শাখা, বিস্তারে অলেখা,
নব জলধর আভা॥
সপ্তশৃঙ্গ তথি, শোভা করে অতি,
তাহে নানা তরুগণ।
পবন নন্দন, আনন্দিত মন,
সুখে কৈল আরোহণ॥
প্রতি শৃঙ্গ পক্ষ, মৃগ লক্ষ লক্ষ,
পশুগণ অগণিত।
নানা পুষ্পবনে, মধুকরগণে,
মধুপানে আনন্দিত॥
তাহার উত্তর, রম্য সরোবর,
সুবর্ণ পঙ্কজ বন।
দক্ষিণ পবন, বহে অনুক্ষণ,
আমোদে মোহিত মন॥
গন্ধ অনুসারে, চলিল উত্তরে,
পুষ্পহেতু মহাবুদ্ধি।
দেখি সরোবর, বীর বৃকোদর,
জানিল কার্য্যের সিদ্ধি॥
সুবাসিত জলে, কনক কমলে,
মধুপান করে ভৃঙ্গ।
তথা লাখে লাখ, হংস চক্রবাক,
বিহার রমণী সঙ্গ॥
কারণ্ডববৃন্দ, পরম আনন্দ,
সদাই সানন্দ হয়ে।
মজি মনোভবে, কেলি করে সবে,
নিজ পরিবার লয়ে॥
তথা লক্ষ লক্ষ, যক্ষরাজ পক্ষ,
আছয়ে রক্ষক লক্ষ।
মানিয়া বিস্ময়, ভীমসেন কয়,
কখন এ নহে লক্ষ্য॥
নির্ভয় শরীর, বৃকোদর বীর,
দেখিয়া নির্ম্মল জল।
স্নান করি হৃষ্ট, পূজা কৈল ইষ্ট,
কৌতুকে তুলে কমল॥
দেখি পরস্পর, কহে অনুচর,
কুবের কিঙ্কর যত
দেবের উদ্যানে, ভয় নাহি মনে,
দেখি যে অজ্ঞান মত॥
কেহ বলে উঠ, না করিও হঠ,
কনক কমল ফুল।
অল্পতর প্রাণ, মানুষ অজ্ঞান,
কি জানে ইহার মূল॥
কেহ সাধুজন, মধুর বচন,
কহে ভীমসেন প্রতি।
কহ মহামতি, কাহার সন্ততি,
কি হেতু হেথা আগতি॥
এই সরোবর, যক্ষের ঈশ্বর,
ঈশ্বর ইহার হয়।
দেখি সাধু হেন, ভাল মন্দ জ্ঞান,
তারে নাহি কর ভয়॥

ভীম বলে মোর, নাম বৃকোদর,
পাণ্ডুর নন্দন আমি।
ভয় নাহি মনে, এ তিন ভুবনে,
স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র ভ্রমি॥
ক্ষিতিপালশ্রেষ্ঠ, মম ভাই জ্যেষ্ঠ,
যুধিষ্ঠির মহারাজা।
পুষ্প আনিবারে, পাঠান আমারে,
করিবেন দেব পূজা॥
পুষ্প লৈয়া আমি, যাব শীঘ্রগামী,
করিতে ঈশ্বর সেবা।
অন্য কর্ম্ম নয়, কি কারণে ভয়,
এমত দুর্ব্বল কেবা॥
অনুচর কয়, যাও মহাশয়,
যক্ষরাজে গিয়া বল।
নহিলে বলহ, করিবে কলহ,
তবে কি হইবে ভাল॥
হাসি বৃকোদর, কহে ওহে চর,
কি হেতু যাইব তথা।
আসিয়া পাণ্ডব, পুষ্প নিল সব,
কহ গিয়া এই কথা॥
ভীম মহাবল, তোলয়ে কমল,
না মানিল যদি মানা।
কুবেরের কিঙ্কর, হাতে ধনুঃশর,
রুষিল সকল সেনা॥
ভীমের উপর, সবে এড়ে শর,
বৃষ্টিবত পড়ে গায়।
ক্রোধে বৃকোদর, উঠিয়া সত্বর,
মারিল বৃক্ষের ঘায়॥
মারিল যতেক, কহিব কতেক,
যে কিছু আছিল শেষ।
কান্দি উচ্চৈঃস্বরে, কহিল কুবেরে,
নিশ্চয় মজিল দেশ॥
নর একজন, বিকৃতি লক্ষণ,
মারিয়া রক্ষকুল।
করিলেক হত, সরোবরে যত,
আছিল কমল ফুল॥
কহে নাম মোর, বীর বৃকোদর,
পাণ্ডু নৃপতির সুত।
শুন মহাশয়, কহিনু নিশ্চয়,
যক্ষকুল হৈল হত॥
কহে যক্ষরাজ, দ্বন্দ্বে নাহি কাজ,
তনয় অধিক হয়।
আমার উত্তর, কহিয়া সত্বর,
পুষ্প দেহ যত চায়॥
আসি চরগণে, মধুর বচনে,
সান্ত্বাইল ভীমসেনে।
হেথা ধর্ম্মসুত, ত্রিবিধ উৎপাত,
দেখয়ে শর্ব্বরী দিনে॥
উচাটন মতি, মুনিগণ প্রতি,
করিলেন নিবেদন।
কহ মুনিবর, ভাই বৃকোদর,
না আইল কি কারণ॥
মুনিগণ কয়, না করিহ ভয়,
ভীমে কে হিংসিতে পারে।
কহে যুধিষ্ঠির, প্রাণ নহে স্থির,
যাবৎ না দেখি তারে॥
ভারতের কথা, অতি সুখদাতা,
কহিলেন মুনি ব্যাস।
পাঁচালীর ছন্দে, মনের আনন্দে,
বিরচিল তাঁর দাস॥

ভীমান্বেষণে যুধিষ্ঠিরাদির যাত্রা।

যুধিষ্ঠির বলে মুনি কর অবধান।
ভীমের বিলম্বে মম ব্যাকুলিত প্রাণ॥
মিছা কার্য্যে পুষ্প হেতু ভীমসেন গেল।
অস্ত্রশিক্ষা হেতু পার্থ স্বর্গেতে রহিল॥
ব্যস্ত প্রাণ না দেখিয়া দোঁহাকার মুখ।
বিধি দেয় দুঃখের উপর আরো দুঃখ॥
এত বলি ঘটোৎকচে করেন স্মরণ।
স্মরণ করিবামাত্র ভীমের নন্দন॥

আসিয়া সবার পদে করিল প্রণতি ।
আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল নরপতি ॥
ভাগ্যে আজি দেখিলাম বদন তোমার ।
মন দিয়া শুন বাপু কহি সমাচার ॥
পুষ্প হেতু গেল ভীম জনক তোমার ।
চারি দিন পাই নাই তার সমাচার ॥
এই হেতু চিন্তা সদা হতেছে আমার ।
ঘটোৎকচ এ সঙ্কটে করহ উদ্ধার ॥
প্রাণের অধিক মম বৃকোদর ভাই ।
শীঘ্রগতি চল তথা যাইব সবাই ॥
আমারে লইবে আর ভাই দুইজন ।
সকল বর্ণের গুরু লইবে ব্রাহ্মণ ॥
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা জননী তোমার ।
সে কারণে লইতে আমার অঙ্গীকার ॥
ঘটোৎকচ বলে দেব তোমার আজ্ঞায় ।
পৃথিবী বহিতে পারি কত বড় দায় ॥
মম পৃষ্ঠে আরোহণ কর সর্ব্বজনে ।
তোমার প্রসাদে তথা যাইব এক্ষণে ॥
এত শুনি তুষ্ট হয়ে ধর্ম্মের নন্দন ।
প্রশংসা করিয়া বহু দেন আলিঙ্গন ॥
আরোহণ কৈল অগ্রে ব্রাহ্মণমণ্ডলী ।
কৃষ্ণাসহ তিন ভাই বৈসে কুতূহলী ॥
চলিল ভীমের পুত্র ভীমপরাক্রম ।
অনায়াসে গমনে তিলেক নাহি শ্রম ॥
এইমত অল্পদিনে রাজা যুধিষ্ঠির ।
উপনীত যথা আছে বৃকোদর বীর ॥
দেখিলা অনেক সৈন্য কুবের কিঙ্কর ।
যুদ্ধেতে লইল প্রাণ বীর বৃকোদর ॥
ক্রীড়ায় কৌতুকী মন ভীম মহামতি ।
হেনকালে দেখিলা আগত ধর্ম্মপতি ॥
লোমশ ধৌম্যের কৈল চরণ বন্দন ।
মাদ্রীপুত্র দুইজনে কৈলা আলিঙ্গন ॥
মধুর সম্ভাষে তুষ্টা কৈল যাজ্ঞসেনী ।
ভীমে সম্বোধিয়া কহে ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
শুন ভাই তব যোগ্য নহে এই কর্ম্ম ।
দেব দ্বিজ হিংসা নহে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ॥
হেন কর্ম্ম কভু নাহি করিবে সর্ব্বথা ।
কিছু না কহিয়া ভীম রহে হেঁটমাথা ॥
বিদায় নিল যে তবে ঘটোৎকচ বীর ।
দিন কত তথায় রহেন যুধিষ্ঠির ॥
সদা আনন্দ মনে বঞ্চেন সর্ব্বজন ।
একদিন শুন তথা দৈবের ঘটন ॥
মৃগয়া করিতে ভীম গেল দূর বনে ।
ধৌম্য পুরোহিত গেল সরোবরে স্নানে ॥
লোমশ পুষ্পের হেতু প্রবেশিলা বন ।
নিঃসহায় আশ্রমে থাকেন চারিজন ॥
হেনকালে জটাসুর বকের বান্ধব ।
বন্ধুর পরম শত্রু জানিয়া পাণ্ডব ॥
হিংসা হেতু আশ্রয় করিল সেই বন ।
ছিদ্র চাহি সাবধানে থাকে অনুক্ষণ ॥
না পারে লঙ্ঘিতে দুষ্ট ভীমে করি ভয় ।
বিশেষ রক্ষক মন্ত্র ব্রাহ্মণ পড়য় ॥
দৈবযোগে সেই দিন দেখি শূন্যালয় ।
শীঘ্রগতি আইল রাক্ষস দুরাশয় ॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি অতি গভীর গর্জ্জনে ।
কহিতে লাগিল দুষ্ট ধর্ম্মের নন্দনে ॥
আরে পাপমতি দুষ্ট পাপিষ্ঠ পাণ্ডব ।
হিড়িম্বক আদি মম বন্ধু ছিল সব ॥
সবারে মারিল দুষ্ট ভীম তোর ভাই ।
সেই অনুতাপে আমি নিদ্রা নাহি যাই ॥
স্ববাঞ্ছিত ফল আজি বিধি মিলাইল ।
সে কারণে চারিজন একান্তে মিলিল ॥
নিশ্চয় নিধন আজি করিব সবাকে ।
ভীমার্জ্জুন মরিবেক তোমাদের শোকে ॥
নিপাত হইল শত্রু কাল হৈল পূর্ণ ।
এতেক কহিয়া দুষ্ট ধরিলেক তূর্ণ ॥
পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া শীঘ্রগতি ।
ভীমে ভয় করিয়া পলায় দুষ্টমতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

জটাসুর বধ ও পাণ্ডবদিগের বদরিকাশ্রমে যাত্রা।

যুধিষ্ঠির বলিলেন রাক্ষস অধম।
বুঝিলাম স্মরণ করিল তোরে যম॥
অহিংসক জনে হিংসা করে যেইজন।
অল্পকালে দণ্ড তারে করয়ে শমন॥
না বুঝিয়া কি কারণে করিস কুকর্ম্ম।
পাপেতে পড়িলি দুষ্ট মজাইলি ধর্ম্ম॥
ফলিবেক এখনি তোমার দুষ্টাচার।
হইবি ভীমের হাতে সবংশে সংহার॥
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা এত সব দেখি।
পরিত্রাহি ডাকে দেবী মুদি দুই আঁখি॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু কৃপার নিদান।
কর হে কমলাকান্ত কষ্টে পরিত্রাণ॥
তোমারে পাণ্ডববন্ধু সর্ব্বলোকে কয়।
সেই কথা পালন করিতে যোগ্য হয়॥
কোথা গেলে ভীমসেন করহ উদ্ধার.
তোমা বিনা এ দুস্তরে কে তারিতে আর॥
কোথায় রহিলে গিয়া বীর ধনঞ্জয়
রক্ষা কর পাণ্ডুবংশ মজিল নিশ্চয়॥
ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণা কাঁন্দে উভরায়।
দূরে থাকি ভীমসেন শুনিবারে পায়॥
বুঝিল অমনি বীর কাঁন্দে যাজ্ঞসেনী।
ব্যগ্র হয়ে বীরবর ধাইল অমনি॥
দেখিল পলায় দুষ্ট হরি চারি জনে।
ডাকিয়া কহিল ভীম আশ্বাস বচনে॥
তিলার্দ্ধ মনেতে ভয় না কর রাক্ষসে।
এখনি মারিব দুষ্টে চক্ষের নিমিষে॥
এত বলি উপাড়িয়া দীর্ঘ তরুবর।
ডাকি বলে রহ রে পাপিষ্ঠ নিশাচর॥
পাইয়া ভীমের শব্দ বেগে ধায় জটা।
গগনমণ্ডলে যেন নবঘন ছটা॥
অসুরের কর্ম্ম দেখি বেগে বীর ধায়।
ঘুরায়ে বৃক্ষের বাড়ি মারিল মাথায়॥
বৃক্ষাঘাতে ব্যথিত হইয়া ক্রোধমনে।
ভীমেরে ধরিল দুষ্ট ছাড়ি চারিজনে॥
ক্রোধে কম্পমান তনু বৃক্ষ লয়ে হাতে।
প্রহার করিল দুষ্ট মারুতির মাথে॥
বৃক্ষাঘাতে বৃকোদর অধিক কুপিল।
হাতে ধরি জটাসুরে ভূমেতে ফেলিল॥
বক্ষোপরে তবে বসি পদে চাপি কর।
বামহাতে গলা চাপি ধরিল সত্বর॥
তুলিয়া দক্ষিণ কর মুষ্ট্যাঘাত মারি।
ভাঙ্গিয়া ফেলিল তার দন্ত দুই সারি॥
পদাঘাত করিয়া মস্তক কৈল চুর।
ত্যজিল পরাণ পাপ দুরন্ত অসুর॥
দেখিয়া আনন্দচিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
শিরোঘ্রাণ করি ভীমে দেন আলিঙ্গন॥
কৌতুকে লোমশ ধৌম্য করে আশীর্ব্বাদ।
মরিল অসুর দুষ্ট ঘুচিল বিষাদ॥
তবে পরদিন সবে যুক্তি করি মনে।
গেল ব্যাসাশ্রম বদরিকা পুণ্যস্থানে॥
আনন্দে রহেন তথা চারি সহোদর.
অর্জ্জুন বিচ্ছেদে সবে কাতর অন্তর॥
বদরিকা পুণ্যাশ্রম থাকি কিছুদিন।
গন্ধমাদনেতে সবে করিল গমন॥
রম্যস্থান দেখি তথা ধর্ম্ম নরপতি।
পরম কৌতুক মনে করেন বসতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ইন্দ্রালয়ে অর্জ্জুনের সপ্তস্বর্গ দর্শনার্থ যাত্রা।

হেথায় ইন্দ্রের পুরে বীর ধনঞ্জয়।
ইন্দ্রের আদরে পান সর্ব্বত্র বিজয়॥
নানাবিদ্যা পাইলেন নাহি পরিমাণ।
রূপে গুণে পরাক্রমে ইন্দ্রের সমান॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর।
আছিল ছত্রিশ কোটি যত পরাৎপর॥

শিখাইল অস্ত্র সহ সবে নিজ মায়া।
ইন্দ্রের নন্দন জানি সবে করে দয়া ॥
নৃত্যগীতে বিশারদ ক্ষমী নম্র ধীর।
শান্তি শক্তি সদা সর্ব্বগুণেতে গভীর ॥
হেনমতে মহাসুখে আছে কুন্তীসুত।
দেখিয়া আনন্দযুত দেব পুরোহিত ॥
তবে ইন্দ্র জানিল অর্জ্জুন পরাক্রম।
সুরাসুর নাগ নরে কেহ নহে সম ॥
নিবাতকবচ দৈত্য কালকেয় আদি।
অসাধ্য সাধন যত অমর-বিবাদী ॥
বিনা পার্থ নাশিতে না পারে অন্যজন।
আনিলাম অর্জ্জুনেরে এই সে কারণ ॥
প্রাণের অধিক প্রিয় পুত্র ধনঞ্জয়।
হেন সঙ্কটেতে পাঠাইতে যোগ্য নয় ॥
নহিলে না হয় কিন্তু বৈরী নিপাতন।
সাক্ষাতে কহিতে লজ্জা করে বিবেচন ॥
এমত উদ্বেগচিত্ত অমরের পতি।
ডাকিয়া আনিল শীঘ্র মাতলি সারথি ॥
একে একে কহিলা যতেক সমাচার।
পার্থ বিনা নাহি ইথে করিতে উদ্ধার ॥
না কহিয়া অর্জ্জুনে এ সব বিবরণ।
ছলে পাঠাইব স্বর্গে করিতে ভ্রমণ ॥
সহিত যাইবে তুমি জানাবে সকল।
প্রথমে যাইবে যত দেবতার স্থল ॥
সপ্তস্বর্গে নিবাস করয়ে যত জন।
দেবতা গুহ্যক সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ ॥
ক্রমে ক্রমে দেখাইবে সবার আলয়।
দেখিয়া প্রফুল্ল হবে বীর ধনঞ্জয় ॥
আমার পরম শত্রু কহিবে অসুর।
গতায়াতে পথভ্রমে যাইবে সে পুর ॥
জানিয়া বিরোধ পার্থ অবশ্য করিবে।
অর্জ্জুনের বাণে দুষ্ট সংহার হইবে ॥
এমত হইলে তবে ঘুচিবে অনর্থ।
এইরূপে সাধ কার্য্য না জানিবে পার্থ ॥
শুনিয়া মাতলি বলে যে আজ্ঞা তোমার।
এরূপ হইলে তবে অসুর সংহার ॥

মাতলিরে বিদায় করিল সুরমণি।
কোনমতে গেল দিন প্রভাত রজনী ॥
উঠিয়া আনন্দমতি সহস্রলোচন।
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপন ॥
বসিয়া সভার মাঝে সহস্রলোচন।
মাতলি আসিয়া অগ্রে করে নিবেদন ॥
হেনকালে উপনীত পার্থ ধনুর্দ্ধর।
পার্থ প্রতি কহে তবে শচীর ঈশ্বর ॥
শুন পুত্র স্বকার্য্য সাধিলা নিজগুণে।
অনেক বিলম্ব যে হইল সেকারণে ॥
না দেখি তোমার মুখ ধর্ম্মের তনয়।
চিন্তাযুক্ত থাকিবেন মম মনে লয় ॥
অতএব বিলম্বেতে নাহি কিছু কাজ।
শীঘ্রগতি ভেটিতে উচিত ধর্ম্মরাজ ॥
রথ আরোহণ করি মাতলি সংহতি।
স্বর্গের বিভব দেখি এস শীঘ্রগতি ॥
আজ্ঞা পেয়ে আনে রথ মাতলি সত্বর।
ইন্দ্রেরে প্রণাম করে পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
সুসজ্জ হইয়া ধনুর্ব্বাণ লৈয়া হাতে।
গোবিন্দ বলিয়া বীর চড়িলেন রথে ॥
মাতলি চালায় রথ অতি বিচক্ষণ।
পবন অধিক বেগে রথের গমন ॥
ক্রমে ক্রমে দেখে যত অমর আলয়।
নন্দন কাননে যান বীর ধনঞ্জয় ॥
দেখিয়া বনের শোভা পরম কৌতুকে।
দিন কত তথায় বঞ্চিলা বহুসুখে ॥
তথা হৈতে গেল পার্থ গন্ধর্ব্বের পুরী।
দেখিলা নিবসে যত কৌতুকে বিহারী ॥
নৃত্যগীতে আনন্দিত সবাকার মন।
সমান বয়স বেশ বসে যত জন ॥
হেনকালে কিন্নর অপ্সর আদি যত।
ভ্রমণ করেন পার্থ চালাইয়া রথ ॥
যথাক্রমে সপ্তস্বর্গ দেখিয়া সকল।
আনন্দে বিহ্বল চিত্ত পার্থ মহাবল ॥
তবেত মাতলি গেল যমের ভবন।
নানা কার্য্য দেখিলেন কুন্তীর নন্দন ॥

দেখেন ধর্ম্মের সভা কর্ম্মের বিচার।
পুণ্যবন্ত সুখে আছে দুঃখে পাপাচার ॥
পুণ্যবন্ত লোক যত দিব্য সিংহাসনে।
করিছে বিবিধ ভোগ আনন্দ বিধানে ॥
পাপীর কষ্টের কথা কহনে না যায়।
প্রহার করিয়া তারে নরকে ডুবায় ॥
মহাপাপী যত জন পড়িয়া নরকে।
কৃমির কামড়ে পাপী পরিত্রাহি ডাকে ॥
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন পাণ্ডুর নন্দন।
মাতলি জানিয়া তবে করিল গমন ॥
সপ্তস্বর্গে ছিল যত কৌতুক অশেষ।
অর্জ্জুনে দেখায়ে যায় দৈত্যগণদেশ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

নিবাতকবচ দৈত্য বধ।

ইন্দ্রবাক্য মনে করি মাতলি সারথি।
দৈত্যের দেশেতে তবে যায় দ্রুতগতি ॥
যাইতে দৈত্যের পুরী দেখি বামভাগে।
শীঘ্রগতি রথ তবে চালাইল বেগে ॥
কালকেয় নিবাতকবচ সেই দেশে।
মাতলি চালায় রথ চক্ষুর নিমিষে ॥
জিনিয়া অমরাবতী পুরীর নির্ম্মাণ।
বিস্ময় মানিয়া পার্থ করে অনুমান ॥
দেবের বসতি নহে মম অগোচর।
ভুবন তিনের সার কাহার নগর ॥
মাতলিরে জিজ্ঞাসেন বীর ধনঞ্জয়।
কহ সত্য জান যদি কাহার আলয় ॥
সর্ব্বলোক সুখী আছে নানা পরিচ্ছদ।
ইন্দ্রের অধিক দেখি প্রজার সম্পদ ॥
মাতলি কহেন পার্থ কর অবধান।
নিবাতকবচ নামে দৈত্যের প্রধান ॥
দেবের অবধ্য হয় তপস্যার বলে।
নাহিক সমান স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে ॥
ইন্দ্র সম তেজযুক্ত দৈত্য সেনাগণ।
ইন্দ্রের বিপক্ষ বড় এই দৈত্যগণ ॥
মহাবলবন্ত যত নিবাতের দেশে।
ইন্দ্রত্ব লইতে পারে চক্ষুর নিমেষে ॥
এই দুষ্ট ইন্দ্রের পরম শত্রু হয়।
নিদ্রা নাহি শচীনাথে এই দৈত্যভয় ॥
তোমার এ বধ্য বটে জানিয়া বিশেষে।
আনিলাম অর্জ্জুন তোমারে এই দেশে ॥
মাতলি কহিল যদি এতেক ভারতী।
কহিতে আরম্ভ করে পার্থ মহামতি ॥
পিতার পরম শত্রু এই দুরাচার।
কি হেতু বিলম্ব আর করিতে সংহার ॥
নিশ্চয় মারিব আজি যত পিতৃবৈরী।
না মারিলে আমি বৃথা পার্থ নাম ধরি ॥
এত বলি গাণ্ডীব ধনুতে দেন গুণ।
ধনু টঙ্কারিয়া শঙ্খ বাজয়ে সঘন ॥
মহাক্রোধে সিংহনাদ করে মহাবল।
শুনি কম্পবান হৈল ত্রৈলোক্যমণ্ডল ॥
শত বজ্রাঘাত জিনি বিপরীত শব্দ।
শুনিয়া দৈত্যের পতি হৈল মহাস্তব্ধ ॥
কালকেয় নিবাতকবচ বীর আদি।
ক্রোধভরে যায় যত অমর বিবাদী ॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দ সৈন্য কোলাহলে।
ভেটিল আসিয়া সবে পার্থ মহাবলে ॥
মাতলি সারথি রথে ইন্দ্রতুল্য রূপ।
দেখিয়া জানিল সবে অমরের ভূপ ॥
চতুর্দ্দিকে বেড়ি সবে করে অস্ত্রবৃষ্টি।
প্রলয়ের কালে যেন মজাইতে সৃষ্টি ॥
অগ্নি অস্ত্র এড়িলেন পার্থ মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে শরজাল পুড়িল সকল ॥
মেঘ অস্ত্র তবে পার্থ করে বরিষণ।
বায়ু অস্ত্রে দৈত্যবর করে নিবারণ ॥
এড়িল পর্ব্বত অস্ত্র দৈত্যের ঈশ্বর।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কাটে পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
তবে দৈত্য অর্জ্জুনে মারিল দশ বাণ।
বাজিল পার্থের বুকে বজ্রের সমান ॥
ব্যথায় ব্যথিত পার্থ হয়ে মূর্চ্ছাগত।
মুহূর্ত্তেকে উঠিলেন গর্জ্জি সিংহমত ॥

ধনুকে টঙ্কার দিয়া ক্রোধের আবেশে।
সহস্র তোমার এড়ে দৈত্যের উদ্দেশে॥
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ গগনমণ্ডলে।
প্রাণভয়ে দৈত্যগণ পলায় সকলে॥
সৈন্যভঙ্গ দেখি ক্রুদ্ধ দৈত্যের ঈশ্বর।
ঐষিক বাণেতে কাটে সহস্র তোমর॥
বাণ ব্যর্থ দেখি পার্থ দুঃখিত অন্তরে।
দিব্য অস্ত্র প্রহার করিল দৈত্যেশ্বরে॥
অস্ত্রাঘাতে মূর্চ্ছিত হইল দৈত্যপতি।
রথ চালাইয়া বেগে পলায় সারথি॥
দৈত্যপতি চেতন পাইল কতক্ষণে।
কালকেয়গণ আসি ভেটিল অর্জ্জুনে॥
মহাবল মহাশিক্ষা যত বীরবর।
প্রাণপণে করে যুদ্ধ পার্থ একেশ্বর॥
প্রহর পর্য্যন্ত যুঝি পার্থ মহাবল
রুধির সহিত অঙ্গে বহে ঘর্ম্মজল॥
দেখিয়া আনন্দমতি দৈত্যের ঈশ্বর।
উপায় না দেখি পার্থ হলেন ফাঁফর॥
ভাবিলেন পরম সঙ্কট আজি হৈল।
মাতলি এতেক দেখি কহিতে লাগিল॥
নিশ্চয় জানিনু পার্থ হৈলে জ্ঞান হত।
প্রাণপণে দেখাইলে নিজ শক্তি যত॥
তথাপি দুরন্ত দৈত্য নহিল সংহার।
বিনা ব্রহ্ম অস্ত্রে ইথে নাহি প্রতিকার॥
পাশুপত অস্ত্র আছে পশুপতি দান।
এড়িলে ভুবন যার পতঙ্গ সমান॥
সে হেন আছয়ে তব মহারত্ননিধি।
এমত সংযোগে তারে নিয়োজিল বিধি॥
এই যে আশ্চর্য্য বড় লাগে মম মনে।
এ সময়ে সেই অস্ত্র নাহি ছাড় কেনে॥
শুনি পাশুপত বীর নিলেন তৎক্ষণে।
মন্ত্র পড়ি যুড়িলেন ধনুকের গুণে॥
কোটি সূর্য্য জিনি অস্ত্র হৈল তেজোময়।
থাকুক অন্যের কার্য্য অর্জ্জুন সভয়॥
অস্ত্র অবতার কালে ত্রিবিধ উৎপাত।
নির্ঘাত উল্‌কা সদা বহে তপ্তবাত॥
প্রলয় জানিয়া সবে স্বর্গের নিবাসী।
রহিল অস্ত্রের মুখে দৃষ্টি অভিলাষী॥
অস্ত্রমুখে যেই হৈল হুতাশন-বৃষ্টি।
দহন করিল তাতে অসুরের সৃষ্টি॥
অস্ত্রজাত অনলের প্রচণ্ড বাতাসে।
জীবজন্তু না রহিল দানবের দেশে॥
হেনকালে শূন্যবাণী শুনি এই রব।
সম্বর সম্বর পার্থ মজিল যে সব॥
ভাল হৈল দুষ্ট দৈত্য হইল নিধন।
মনুষ্যেরে ত্যাগ ইহা না কর কখন॥
সংহার কারণ সৃষ্টি বিধির সৃজন।
বিনাশ করিতে ইহা ধরে ত্রিলোচন॥
যাবৎ না দহে ক্ষিতি অস্ত্রের আগুনে।
মন্ত্রবলে সম্বরিয়া রাখ নিজ তূণে॥
পুনঃ পুনঃ এইমত হৈল শূন্যবাণী।
আনন্দে বিহ্বল পার্থ ইষ্টসিদ্ধি জানি॥
মন্ত্রবলে অস্ত্র সম্বরেন বীরবর।
আশীর্ব্বাদ করি সবে গেল নিজঘর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অর্জ্জুনের অস্ত্র শিক্ষা করিয়া পুনঃ মর্ত্ত্যলোকে আগমন।

কার্য্যসিদ্ধি জানি তবে সারথি মাতলি।
বায়ুবেগে রথ চালাইল মহাবলী॥
নানা কাব্য কথায় হরিষ দুইজন।
মুহূর্ত্তেকে গেল তবে ইন্দ্রের ভুবন॥
অর্জ্জুনের আগমনে ইন্দ্রের আনন্দ।
সঙ্গেতে করিয়া যত দেবতার বৃন্দ॥
অগ্রসরি আপনি গেলেন কত পথ।
হেনকালে উত্তরিল অর্জ্জুনের রথ॥
নিকটে দেখিয়া পার্থ শচীর ঈশ্বরে।
রথ হৈতে ভূমিতলে নামিয়া সত্বরে॥
প্রণাম করিয়া পার্থ ইন্দ্রের চরণে।
সম্ভাষ করেন সুখে যত দেবগণে॥

দেব পুরন্দর আদি হরিষে বিহ্বল।
প্রেমাবেশে কহে অর্জ্জুনেরে দিয়া কোল ॥
ধন্য ধন্য পুত্র তুমি ধন্য তব শিক্ষা।
ধন্য তারে যেজন দিল তোমারে দীক্ষা ॥
তোমা হৈতে দূর হৈল আমার অরিষ্ট।
এতদিনে পরিপূর্ণ হইল অভীষ্ট ॥
এত বলি কুতূহলী দেব পুরন্দর।
দিলেন যুগল তূণ আর দিব্যশর ॥
মস্তকে কিরীট দিয়া কর্ণেতে কুণ্ডল।
দশ নাম নিরূপণ করে আখণ্ডল ॥
আছিল অর্জ্জুন নাম দ্বিতীয় ফাল্গুনি।
নক্ষত্রানুসারে নাম রাখিল জননী ॥
খাণ্ডব দহিলে যবে আমা সবে জিনি।
সেইকালে জিষ্ণু নাম দিয়াছি আপনি ॥
আমা হৈতে কিরীট পাইলে সুশোভন।
এই হেতু কিরীটি বলিবে সর্ব্বজন ॥
করিছে রথের শোভা শ্বেত চারি হয়।
লোকে শ্বেতবাহন বলিয়া তোমা কয় ॥
দিলেন বীভৎসু নাম গোবিন্দ আপনি।
যথা যাহ তথা এস তুমি যুদ্ধ জিনি ॥
এই হেতু নাম তব হইল বিজয়।
বর্ণভেদে যেন সবে কৃষ্ণ নাম কয় ॥
উভয় হস্তেতে তব সমান সন্ধান।
সব্যসাচী নাম তেঁই করি অনুমান ॥
ধনঞ্জয় নাম পেলে ধনপতি জিনি।
যোগের সাধন এই সর্ব্বলোকে জানি ॥
কাম্য করি দশ নাম নরে যদি জপে।
অশুভ বিনাশ হয় তরে সর্ব্বপাপে ॥
হেনমতে আনন্দে রহিল সর্ব্বজন।
প্রভাতে উঠিয়া তবে সহস্রলোচন ॥
মাতলিরে ডাকি আজ্ঞা দিল মহামতি।
সুসজ্জ করিয়া রথ আন শীঘ্রগতি ॥
আজ্ঞামাত্র আনিল সারথি বিচক্ষণ।
বিচিত্র সাজন রথ নর্ত্তক খঞ্জন ॥
অমর ঈশ্বর তবে অর্জ্জুনে ডাকিলা।
মধুর সম্ভাষ করি কহিতে লাগিলা ॥
শুন পুত্র বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
দ্রুতগতি ভেট গিয়া ধর্ম্মের নন্দন ॥
নানাজাতি ভূষণে করিয়া পুরস্কার।
কোলে করি চুম্বন করিলা বারে বার ॥
অর্জ্জুন পড়িল তবে ইন্দ্রের চরণে।
প্রণাম করিয়া দাণ্ডাইল বিদ্যমানে ॥
করযোড়ে পার্থ কহে সকরুণ ভাষে।
তোমার আজ্ঞায় যাই ধর্ম্মরাজ পাশে ॥
তোমার চরণে মম এই নিবেদন।
আপনি জানহ যত কৈল দুষ্টগণ ॥
তা সবারে দিব আমি সমুচিত ফল।
কৃপা করি আপনি থাকিবে অনুবল ॥
ইন্দ্র বলে যে কথা কহিলে ধনঞ্জয়।
যথা তুমি তথা আমি জানিহ নিশ্চয় ॥
মনের মানস পূর্ণ হইবে তোমার।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার ॥
বসুমতী-পতি যোগ্য হয় সে রাজন।
কালেতে উচিৎ ফল পাবে দুর্য্যোধন ॥
এতেক শুনিয়া পার্থ হরষিত মন।
অমরাবতীতে বাস করে যত জন ॥
বিদায় সবার কাছে করিয়া গ্রহণ।
রথে চড়ি গমন করেন হৃষ্টমন ॥
কৌতুক মনেতে যায় মাতলি ধনঞ্জয়।
কতদূরে দেখিল পর্ব্বত হিমালয় ॥
পরে যথা ধর্ম্ম গন্ধমাদন পর্ব্বত।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল অর্জ্জুনের রথ ॥
চিন্তায় ব্যাকুল চিত্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
অর্জ্জুনে দেখিয়া হৈল প্রফুল্ল শরীর ॥
ভূমে নামিলেন পার্থ ত্যজি ইন্দ্ররথ।
যুধিষ্ঠির চরণে হৈলেন দণ্ডবৎ ॥
অর্জ্জুনে করিয়া কোলে ধর্ম্মের নন্দন।
চিরদিন সমাগমে করে আলিঙ্গন ॥
ধর্ম্মের আনন্দ-জলে পার্থ করি স্নান।
ভীমের চরণে নতি করেন বিধান ॥
আলিঙ্গন করি দুই মাদ্রীর নন্দনে :
দ্রৌপদীরে তুষিলেন মধুর বচনে

শুনিয়া লোমশ মুনি ধৌম্য পুরোহিত।
শীঘ্রগতি তথায় হইল উপনীত
সম্ভ্রমে উঠিয়া পার্থ পড়েন চরণে।
প্রশংসিয়া আশীর্ব্বাদ কৈল দুইজনে॥
হেনমতে আনন্দে বসিল সর্ব্বজন।
অর্জ্জুন কহিল যত পূর্ব্ব বিবরণ॥
মধুর সম্ভাষে তবে ধর্ম্ম নরপতি।
সবিনয়ে কহিলেন মাতলির প্রতি॥
দেবেন্দ্রে কহিবে তুমি মম নিবেদন।
মম সম দুঃখ নাহি কারো ত্রিভুবন॥
সহায় সম্পদ মাত্র তাঁহার চরণ।
এত শুনি মাতলি গেল ইন্দ্রভবন॥
ইন্দ্র সমীপে গিয়া কহে ধর্ম্ম-বচন।
তবে ইন্দ্র আইলেন যুধিষ্ঠির স্থান॥
ইন্দ্রে দেখি মহানন্দে উঠি ধর্ম্মপতি।
চরণে ধরিয়া বহু করেন প্রণতি॥
নিজ দুঃখ তবে কহে রাজা যুধিষ্ঠির।
ধর্ম্মরাজে কহে তবে দেব পুরন্দর॥
ধর্ম্ম অবতার তুমি ধর্ম্ম আচরণ।
কভু না করিহ রাজা ধর্ম্মেতে হেলন॥
ভীমার্জ্জুন দেখ এই অনুজ তোমার।
অনায়াসে খণ্ডাইবে পৃথিবীর ভার॥
হেনমতে শান্ত করি রাজা যুধিষ্ঠিরে।
দেবরাজ ইন্দ্র গেল আপনার পুরে॥

যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণসহ কাম্যকবনে যাত্রা।

স্বর্গে গেল সুরপতি, হইয়া আনন্দমতি,
যুধিষ্ঠির পঞ্চ সহোদর।
আপনার ভাগ্য জানি, সফল করিয়া মানি,
আনন্দ বিধানে পরস্পর॥
তবে ধর্ম্ম নরপতি, লোমশ ধৌম্যের প্রতি,
কহিলেন করি যোড়কর।
আজ্ঞা কর মহাশয়, যে কর্ম্ম করিতে হয়,
তাহা কহ করি অতঃপর॥
বসতি কোথায় করি, কর আজ্ঞা শিরে ধরি
সেইস্থানে করিব গমন।
কহিল লোমশ তবে, কাম্যবনে চল সবে,
এই যুক্তি লয় মম মনে॥
ধৌম্য বলে কহ যত, সকলি মনের মত,
যুধিষ্ঠির মানেন সকল।
শুনিয়া ধর্ম্মের সেতু, গমন স্বচ্ছন্দ হেতু,
ঘটোৎকচে স্মরণ করিল॥
সত্যশীল ধর্ম্মমণি, হিড়িম্বানন্দন জানি,
শীঘ্রগতি হৈল উপনীত।
সবারে প্রণাম করে, দাণ্ডাইল যোড়করে,
দেখি রাজা আনন্দে পূরিত॥
তবে ঘটোৎকচ কয়, আজ্ঞা কর মহাশয়,
কি কারণে করিলে স্মরণ।
ধর্ম্ম কন শুন কথা, কম্যক কানন যথা,
নিয়া চল করিব গমন॥
শুনি ভীম অঙ্গজনু, বাড়াইলা নিজ তনু,
করিলেক বিস্তার যোজন।
তবে ধর্ম্ম নরপতি, সবান্ধবে শীঘ্রগতি,
করিলেন তাহে আরোহণ॥
ভীমের নন্দন ধীর, পরাক্রমে মহাবীর,
অনায়াসে করিল গমন।
নাহি মনে কিছু ভ্রম, তিলেক না হয় শ্রম,
উত্তরিল কাম্যক কানন॥
মৃগ পশু বিহঙ্গম, বনস্থলে পূর্ণতম,
বৃক্ষগণ শোভে ফল ফুলে।
কৌতুক বিধানে তবে, আশ্রম করেন সবে,
পুণ্যতীর্থ প্রভাসের কূলে॥
সবার আনন্দ মন, বনে গিয়া ভীমার্জ্জুন,
মৃগয়া করিয়া নিত্য আনি।
কেবল সূর্য্যের বরে, ভুঞ্জায় সবার তরে,
রন্ধন করিয়া যাজ্ঞসেনী॥
এমন আনন্দ মনে, বসতি করেন বনে,
কৃষ্ণা সহ পঞ্চ সহোদর।
একদিন নিশাশেষে, আসিয়া ধর্ম্মের পাশে,
কহিল লোমশ মুনিবর॥

শুন ধর্ম্ম নরপতি, যাইব অমরাবতী,
তুষ্ট হয়ে করহ বিদায়।
শুনি ভাই পঞ্চজনে, আসিয়া বিরস মনে,
পড়িল প্রণাম করি পায় ॥
লোচন সলিলে রাজা, বিধিমতে করি পূজা,
বহু স্তুতি করিলেন শেষে।
কহিয়া সবার স্থানে, পরম সন্তোষ মনে,
মহামুনি গেল স্বর্গবাসে ॥
ধর্ম্ম আগমন শুনি, আইল যতেক মুনি,
ক্রমে ক্রমে যত বন্ধুজন।
ধর্ম্মেতে ধর্ম্মের সভা, উপমা তাহার কিবা,
হস্তিনা হইল কাম্যবন ॥
বলরাম জগন্নাথ, যতেক যাদব সাথ,
গেলেন ধর্ম্মের অন্বেষণে।
যত পরিবার সঙ্গে, আনন্দ প্রসঙ্গ রঙ্গে,
উপনীত রম্য কাম্যবনে ॥
কৃষ্ণ আগমন শুনি, যুধিষ্ঠির নৃপমণি
অমৃতে সিঞ্চিল কলেবর
আনন্দ মন্দির পুর, অগ্রসরি কতদূর,
সবান্ধবে পঞ্চ সহোদর ॥
চিরদিন অদর্শনে, নমস্কার আলিঙ্গনে,
আশীর্ব্বাদ সুমঙ্গল ধ্বনি
বৈসেন কৌতুক মতি, রামকৃষ্ণ ধর্ম্মপতি,
সবান্ধবে আর যত মুনি ॥
বলরাম নারায়ণ, সম্বোধিয়া পঞ্চজন,
জিজ্ঞাসেন কুশল বারতা।
শুনিয়া কহেন ধর্ম্ম, হইল যতেক কর্ম্ম,
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব কথা ॥
শুনি রাম যদুপতি, আনন্দ প্রসন্ন মতি,
প্রশংসা করেন পার্থ বীরে।
তবে তার কতক্ষণে, চলিলেন সর্ব্বজনে,
স্নান হেতু প্রভাসের তীরে ॥
জলক্রীড়া করি সবে, আসিয়া আশ্রমে তবে
ভোজন করেন পরিতোষে।
যথা সুখে আচমন, করি শেষে সর্ব্বজন
বসিলেন হরিষ মানসে ॥

হেনকালে যদুবীর, সম্বোধিয়া যুধিষ্ঠির,
কহিলেন সুমধুর বাণী।
তোমার ভাগ্যের কথা, এমনি করিল ধাতা,
বনেতে হস্তিনা তুল্য মানি ॥
যতেক দেখহ কর্ম্ম, সকলের সার ধর্ম্ম,
ধর্ম্মবলে ধর্ম্মী বলবন্ত।
অধর্ম্মী যে জন হয়, চিরদিন নাহি রয়,
অল্পদিনে অধর্ম্মীর অন্ত ॥
সত্য জান মহাশয়, তোমার এ দুঃখ নয়,
বড় দুঃখে দুঃখী দুর্য্যোধন।
বিপুল বৈভব যত, নিশার স্বপন মত,
অল্প দিনে হইবে নিধন ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি, সত্য সত্য যত
কহিল ধর্ম্মের সন্নিধানে।
নিশ্চয় জানিবে তুমি, ভবিষ্য কহিনু আমি,
অল্পদিনে ক্ষয় দুর্য্যোধনে ॥
আশীর্ব্বাদ করি তবে, যথাস্থানে গেল সবে
বন্ধুগণ হইয়া বিদায়।
আশ্বাসিয়া সর্ব্বজনে, গেল সবে নিজস্থানে
দুঃখিত অন্তর ধর্ম্মরায় ॥
তবে রাম নারায়ণ, সম্বোধিয়া পঞ্চজন,
চাহিলেন বিদায় বিনয়ে
আজ্ঞা কর ধর্ম্মপতি, যাব তবে দ্বারাবতী,
কহ যদি প্রসন্ন হৃদয়ে ॥
ধর্ম্ম কন মৃদুভাষে, অবশ্য যাইবে দেশে,
রাখিবে আমার প্রতি মন।
কি আর কহিব আমি, সকল জানহ তুমি,
চক্ষু দুই রাম নারায়ণ ॥
হেন করি সম্বিধান, বিদায় হইয়া যান,
রেবতীশ সত্যভামাপতি।
রথে চড়ি সবান্ধবে, নানাকাব্য মহোৎসবে,
উপনীত যথা দ্বারাবতী ॥
সবে গেল নিজঘর, হেথা পঞ্চ সহোদর,
কাম্যবনে করিয়া আশ্রয়।
তপ যজ্ঞ নানা ব্রত, নানা ধর্ম্ম অবিরত,
করি নিত্য আনন্দ হৃদয় ॥

বনেতে বিচিত্র কথা,ব্যাসের চরিত্র গাঁথা,
বর্ণিবারে কাহার শকতি।
গীতি ছন্দে অভিলাষ, ভণে দ্বৈপায়ন দাস,
কৃষ্ণপদে মাগিল ভকতি॥

দুর্য্যোধনের সপরিবারে প্রভাসতীর্থে যাত্রা।

জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান।
শুনিতে বাসনা বড় ইহার বিধান॥
সর্ব্বজন গেল যদি হইয়া বিদায়।
কি কর্ম্ম করিল সবে রহিয়া কোথায়॥
মুনি বলে অবধান কর কুরুবর।
কৃষ্ণাসহ কাম্যবনে পঞ্চ সহোদর॥
প্রভাস তীর্থের তীরে বিচিত্র কানন।
ফলপুষ্প অপ্রমিত মৃগপশুগণ॥
মৃগয়া করেন নিত্য বীর ধনঞ্জয়।
রন্ধনে দ্রুপদসুতা আনন্দ হৃদয়॥
তীর্থ করি আইলেন ধর্ম্মের নন্দন।
শ্রুতমাত্র মিলিলেন পূর্ব্বের ব্রাহ্মণ॥
পূর্ব্বমত পঞ্চ ভাই কাননে নিবসে।
হেথা দুর্য্যোধন রাজা আনন্দেতে ভাসে॥
বিপুল বৈভব ভোগ করে ইন্দ্র প্রায়।
অর্থ রাজ্য সৈন্য যত কহনে না যায়॥
নিজরাজ্য ধর্ম্মরাজ্য একত্র মিলিত।
বিশেষ যে রাজ্য পূর্ব্বে অর্জ্জুন শাসিত॥
সে সকল রাজা হৈল তাহে বশীভূত।
কর দিয়া সবাই থাকয়ে শত শত॥
একদিন সভায় বসিয়া কুরুপতি।
শকুনি বলিছে তারে শুন পৃথ্বীপতি॥
উজ্জ্বল ভারতবংশ হৈল তোমা হৈতে।
তুমি মহারাজ হৈলে ভুবন মাঝেতে॥
হয় হস্তী রথ পত্তি চতুরঙ্গ দল।
কুবের জিনিয়া রত্ন ভাণ্ডার সকল॥
বিপুল বৈভব তব ইন্দ্রের সমান।
কিন্তু মনে করি আমি এক মন্দজ্ঞান॥
এ সকল অতুল ঐশ্বর্য্য যে হইল।
সবে মাত্র এ সম্পদ শত্রু না দেখিল॥
পূর্ব্বে ভাল মন্ত্রণা না করিলাম সব।
দেশ ছাড়ি বনে পাঠাইলাম পাণ্ডব॥
নগরের অন্তে যদি অর্পিতাম স্থল।
নিত্য নিত্য দেখাতাম বিভূতি সকল॥
দৃষ্টানলে দগ্ধ সদা হৈত পঞ্চজন।
অসহ্য বজ্রের সম বাজিত সঘন॥
কোথায় রহিল গিয়া নির্জ্জন কাননে।
তোমার ঐশ্বর্য্য এত জানিবে কেমনে॥
কর্ণ বলে যা কহিলা গান্ধারাধিকারী।
ইহা অনুশোচি আমি দিবস শর্ব্বরী॥
নারীর যৌবন যেন স্বামীর বিহনে।
বল তথা ব্যর্থ না দেখিলে শত্রুগণে॥
যতদিন ইহা সব না দেখে পাণ্ডব।
লাগয়ে আমার মনে বিফল এ সব॥
কিন্তু এক করিয়াছি বিচার নির্ণয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য উচিত যে হয়॥
প্রভাস তীর্থের তীরে তপস্বীর বেশে।
বাস করে শত্রুগণ তথা নানা ক্লেশে॥
চল সবে যাব তথা স্নান করিবারে।
হইবে অনন্ত পুণ্য স্নানে তীর্থনীরে॥
হয় হস্তী রথ পত্তি চতুরঙ্গ দল।
সবাকার পরিবার ভৃত্যাদি সকল॥
ইন্দ্রের অধিক তব বিপুল বৈভব।
দেখিয়া দ্বিগুণ দগ্ধ হইবে পাণ্ডব॥
ঘোষযাত্রা করি সর্ব্বলোকেতে কহিবে।
কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ দ্রৌণি কেহ না জানিবে
ইহার বিধান এই মম মনে আসে।
একযাত্রা দুই কার্য্য হইবে বিশেষে॥
কর্ণের এতেক বাণী শুনি সেইক্ষণ।
সাধু সাধু প্রশংসা করিল দুর্য্যোধন॥
দুঃশাসন জয়দ্রথ ত্রিগর্ত্ত প্রভৃতি।
সাধু সাধু বলি উঠে যতেক দুর্ম্মতি॥
কর্ণ বলে বিলম্ব না কর কুরুপতি।
সুসজ্জ সকল সৈন্য কর শীঘ্রগতি॥

আজ্ঞামাত্র দুর্য্যোধন হইল বাহির।
ডাকিল সকল সৈন্য সব যোদ্ধা বীর॥
যত বন্ধু বান্ধব সহিত পরিবার।
নারীগণ শুনি হৈল আনন্দ অপার॥
দ্রৌপদী সহিত দেখা দ্বিতীয় উৎসব।
তীর্থস্নান তৃতীয় চিন্তিয়া এই সব॥
বিশেষ সন্তুষ্ট নারী যাত্রা মহোৎসবে।
সর্ব্বকাল বন্দিরূপে থাকে বদ্ধভাবে॥
নরযান গোযান তুরঙ্গযান সাজে।
রথ রথী চড়িল পদাতি পদব্রজে॥
বাহিনী সাজিছে বহু বাজিছে বাজনা।
সমুদ্র সদৃশ সেনা কে করে গণনা॥
সাজাইয়া সর্ব্বসৈন্যে দুঃশাসন বেগে।
করযোড়ে দাঁড়াইল নৃপতির আগে॥
শুনিয়া কৌরবপতি উঠিল সম্ভ্রমে।
বাহিরে আসি দেখয়ে সব ক্রমে ক্রমে॥
তবে রাজা দুর্য্যোধন বিলম্ব না কৈল।
গমন সময় সব বিদুর জানিল॥
যথা রাজা সৈন্যমাঝে যায় শীঘ্রগতি।
কহিলা মধুরভাষে দুর্য্যোধন প্রতি
শুনি তাত যাবে নাকি প্রভাসের স্নানে।
পুণ্যকার্য্যে বাধা নাহি দিই সে কারণে॥
কুরুবংশ শ্রেষ্ঠ তুমি রাজচক্রবর্ত্তী
পূরিল ভুবন তিন তোমার সুকীর্ত্তি॥
এ সময়ে যত কর ধৈর্য্য আচরণ।
ভূষিত বিভব হবে দ্বিগুণ শোভন॥
সবাকার মন মুগ্ধ প্রভাস গমনে।
নিষেধ নাহিক করি আমি সে কারণে॥
বিচিত্র সুচিত্র সুন্দর যে বনস্থল।
দেবতা গন্ধর্ব্ব তথা নিবসে সকল॥
বহু সিদ্ধ ঋষিগণ উপনীত তথা।
কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব নাহি করিবে সর্ব্বথা॥
দুর্য্যোধন বলে তাত যে আজ্ঞা তোমার
যদি দ্বন্দ্ব করি তবে কি ক্ষতি আমার॥
মম সৈন্য দেখ তাত তোমার প্রসাদে।
ইন্দ্র যম আসে যদি জিনিব বিবাদে॥
তথাচ বিবাদে মম কোন্ প্রয়োজন।
যাও তুমি নিজ গৃহে করহ গমন॥
বিদুরে মেলানি করি কৌরবের পতি।
না করি বিলম্ব আর যান শীঘ্রগতি॥
বিনা ভীষ্ম দ্রোণ দ্রৌণি কৃপাচার্য্য বীর।
সর্ব্ব সৈন্য দুর্য্যোধন হইল বাহির॥
সৈন্য কোলাহল জিনি সাগর গর্জ্জন।
প্রমাদ গণিল সবে না জানি কারণ॥
নগর ছাড়িয়া বনে করিল প্রবেশ।
মহাকলরব শব্দে পূরিল বিশেষ॥
হেথায় কাম্যকবনে পাণ্ডুপুত্রগণ।
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপন॥
আশ্রমে বসিয়া আছে আনন্দ বিধানে।
হেনকালে আসে তথা রাজা দুর্য্যোধনে॥
সম্ভাষা করিতে এল সঞ্জয়নন্দন।
সম্ভ্রমে সবার করে চরণ বন্দন॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন কহ সমাচার।
কোন্ কর্ম্মে দুর্য্যোধন করে আগুসার॥
সঞ্জয়-নন্দন বলে কর অবধান।
করিবেন ঘোষযাত্রা প্রভাসেতে স্নান॥
রাজা বলে এ কর্ম্মে আমার অভিপ্রায়।
আর মোর আশীর্ব্বাদ কহিবে রাজায়॥
তথা হৈতে শুনিয়া সঞ্জয়সুত গেল।
ধর্ম্মের যতেক কথা রাজারে কহিল॥
তথা হইতে তবে চলিল সর্ব্বজনে।
পুণ্যতীর্থ প্রভাসেতে যায় কতক্ষণে॥
রহিল সকল সৈন্য যথাযোগ্য স্থান।
কৌতুক বিধানে সর্ব্বজনে করে স্নান॥

—

দুর্য্যোধনের সৈন্যের সহিত চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের যুদ্ধ।

এইমতে রহে সৈন্য যুড়ি বনস্থল।
গতায়াতে লণ্ডভণ্ড উদ্যান সকল॥
হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটনে।
গন্ধর্ব্ব উদ্যান এক ছিল সেই বনে॥

চিত্রসেন নাম তাঁর গন্ধর্ব্ব প্রধান।
যার নামে সুরাসুর সদা কম্পমান॥
তাঁহার কিঙ্কর ছিল বনের রক্ষক।
দেখিল উদ্যান ভাঙ্গে রাজার কটক॥
বহু সৈন্য দেখি একা না করে বিরোধ।
দুর্য্যোধন অগ্রে গিয়া কহিছে সক্রোধ॥
শুন রাজা মম বাক্যে কর অবগতি।
প্রভু মম চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের পতি॥
কুসুম উদ্যান তাঁর এই বনে ছিল।
প্রবেশি তোমার সৈন্য সকল ভাঙ্গিল॥
বনের রক্ষক আমি কিঙ্কর তাঁহার।
না করিলা ভাল কর্ম্ম কি কহিব আর॥
এই কথা মম মুখে পাইলে সম্বাদ।
আসিয়া ইঙ্গিতে রাজা করিবে প্রমাদ॥
এত শুনি মহাক্রোধে কহে বীর কর্ণ।
বিকচ কমল প্রায় চক্ষু রক্তবর্ণ॥
ওরে দুষ্ট করিস্ কাহার অহঙ্কার।
কোন্ ছার গন্ধর্ব্ব এতেক গর্ব্ব তার॥
যে কথা কহিলি তুই আসি মম কাছে।
এতক্ষণ জীয়ে রহে হেন কেবা আছে॥
সহজে অত্যল্প বুদ্ধি দ্বিতীয় নফর॥
যাহ শীঘ্র আন গিয়া আপন ঈশ্বর॥
বলাবল বুঝিব সাক্ষাৎ যুদ্ধকালে।
কর্ণের বিক্রম সেই জানে ভালে ভালে॥
এত বলি ঢেকা মারি বাহির করিল।
মহাদুঃখমনে রক্ষী কাঁন্দিয়া চলিল॥
বসি আছে চিত্রসেন আপন আবাসে।
হেনকালে অনুচর কহে মৃদুভাষে॥
রক্ষা হেতু তুমি মোরে রাখিলা উদ্যানে
দুর্য্যোধন রাজা আসি প্রভাসের স্থানে।
তার সৈন্য উদ্যান করিল লণ্ডভণ্ড।
রাজারে কহিনু গিয়া তার এই দণ্ড॥
কতেক কুৎসিত ভাষা কহিল তোমারে
দুর্য্যোধন সেনাপতি কর্ণ নাম ধরে॥
মনুষ্য হইয়া করে অহঙ্কার এত।
দোষ মত দণ্ড দিতে হয় যে উচিত॥

এত শুনি মহাক্রোধে উঠিল গন্ধর্ব্ব।
কোন্ ছাড় মনুষ্য করিব চূর্ণ গর্ব্ব॥
ক্রোধে রথারোহে চলে দ্রুতগতি।
ধনুক টঙ্কার শুনি কম্পমান ক্ষিতি॥
কুরুসৈন্য নিকটে আইল সেইক্ষণে।
কহিতে লাগিল অতি গভীর গর্জ্জনে॥
ওরে দুষ্ট ত্যজ আজি জীবনের সাধ।
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্বে বিবাদ॥
এতেক বলিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার।
মুহূর্ত্তেকে শরজালে কৈল অন্ধকার॥
শুনিয়া গন্ধর্ব্ব গর্ব্ব কর্ণে হৈল ক্রোধ।
টঙ্কারিয়া ধনুগুর্ণ যায় মহাযোধ॥
সূর্য্য অস্ত্র এড়িলেন সূর্য্যের নন্দন।
কাটিয়া সকল অস্ত্র কৈল নিবারণ॥
তবেত গন্ধর্ব্ব এড়ে তীক্ষ্ণ পঞ্চবাণ।
অর্দ্ধপথে কর্ণবাণে হৈল দশখান॥
গন্ধর্ব্ব দেখিল অস্ত্র কাটিলেন কর্ণ।
ক্রোধে কম্পমান তনু চক্ষু রক্তবর্ণ॥
সিংহমুখ দিব্য অস্ত্র যুড়িল ধনুকে।
অস্ত্রে অগ্নি বাহিরায় ঝলকে ঝলকে॥
মহাবীর কর্ণ তবে অপূর্ব্ব সন্ধানে।
কাটিল গন্ধর্ব্ব অস্ত্র অর্দ্ধচন্দ্র বাণে॥
সর্পবাণ গন্ধর্ব্ব যুড়িল সেইক্ষণ।
যুড়িল গরুড়বাণ সূর্য্যের নন্দন॥
ক্রোধান্বিত হয়ে তবে কর্ণ বীরবর।
চিত্রসেনে প্রহারিল শতেক তোমর॥
বাণাঘাতে ব্যগ্র হয়ে গন্ধর্ব্বের পতি।
ডাকিয়া বলিল তবে কর্ণ বীর প্রতি॥
ধন্য তোর বীরপণা ধন্য তোর শিক্ষা।
এখন বুঝহ তুমি আমার পরীক্ষা॥
এতেক বলিয়া প্রহারিল দশবাণ।
ব্যথায় ব্যথিত কর্ণ হইল অজ্ঞান॥
কতক্ষণে চেতন পাইল মহাবল।
বেড়িল গন্ধর্ব্বে আসি কৌরব সকল॥
দশদিক যুড়ি কৈল বাণ বরিষণ।
গন্ধর্ব্ব সবার অস্ত্র কৈল নিবারণ॥

প্রাণপণে সবে যুদ্ধ করিল বিস্তর।
সবে নিবারণ করে গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর॥
পরশুরামের শিষ্য কর্ণ মহাবীর।
অচল পর্ব্বত প্রায় যুদ্ধে রহে স্থির॥
রাখিয়া আপন সেনা আপন বিক্রমে।
প্রহরেক পর্য্যন্ত যুঝিল বহুশ্রমে॥
তবেত গন্ধর্ব্ব মনে করিল বিচার।
জানিল কৌরব-সেনা রণে অনিবার॥
মায়া বিনা এ সকল নারিব জিনিতে।
মায়ার পুত্তলি এই বিচারিল তাতে॥
রথ লুকাইল তবে না দেখি যে আর।
অন্তর্দ্ধান হইয়া করিল অন্ধকার॥
অন্তরীক্ষে পড়ে বাণ সর্ব্বজন দেখে।
কোথায় গন্ধর্ব্ব আছে কেহ নাহি দেখে
মুখে মাত্র মার মার শুনি সবাকার।
সৈন্যেতে অক্ষত জন না রহিল আর॥
পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে বহে নদী।
হয় হস্তী রথ রথী কে করে অবধি॥
কতক্ষণ রণ সহি ছিল কর্ণ বীর।
তাহার সহিত কিছু সৈন্য ছিল স্থির॥
শূন্য তূণ ছিন্ন গুণ অঙ্গে জলশ্রম।
বিষণ্ণবদন সবে হয় মনোভ্রম॥
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল কর্ণবীর।
পলায় কৌরবসেনা ভয়েতে অস্থির॥
বেগে ধায় পশ্চাৎ না চায় কোন জন।
স্ত্রীগণ রক্ষকমাত্র রাজা দুর্য্যোধন॥
কতক্ষণ সহে যুদ্ধ প্রাণ ব্যগ্রতায়।
হেনকালে চিত্রসেন আইল তথায়॥
দুর্য্যোধনে ডাকি বলে পরিহাস বাণী।
গগনে গরজে যেন ঘোর কাদম্বিনী॥
ওরে মন্দমতি দুষ্ট রাজা দুর্য্যোধন।
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্ব চালন॥
কোথা তোর সে বন্ধু সহায় সমুদিত।
একেলা ছাড়িল নারীগণের সহিত॥
এই অহঙ্কারে তুমি না দেখ নয়নে।
আজিকার রণে যাবি শমন সদনে॥

চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের যুদ্ধে জয় এবং নারীগণের সহিত দুর্য্যোধনের বন্ধন।

কর্ণ ভঙ্গ দিল রণে, আকুল গন্ধর্ব্ব বাণে,
পলায় সকল সেনাপতি।
পলায় ত্রিগর্ত্তনাথ, সৌবল শকুনি সাথ,
কর্ণ দুঃশাসন বিবিংশতি॥
যত যত মহাবীর, রণেতে নহিল স্থির,
প্রমাদ গণিয়া সর্ব্বজন।
কে করে তাহার লেখা, কেবল রাখিয়া একা
নারীবৃন্দ সহ দুর্য্যোধন॥
মহাত্রাস্ত হয়ে যায়, নারীপানে নাহি চায়,
রথ চালাইয়া দ্রুতগতি।
অশ্ব গজ ধায় রড়ে, পথেতে পদাতি পড়ে,
দেখিয়া হাসে গন্ধর্ব্বপতি॥
তবে দুর্য্যোধনে কয়, দুষ্টমতি পাপাশয়,
না জানিস্ গন্ধর্ব্ব কেমন।
ওরে মন্দমতিমান, ভালমন্দ নাহি জ্ঞান,
অহঙ্কারে করিস্ হেলন॥
না জানিস্ নিজবল, এখনি উচিত ফল,
মম হস্তে অবশ্য পাইবে।
লইব তোমার প্রাণ, ইহাতে নাহিক আন,
মনের বাসনা পূর্ণ হবে॥
এত বলি নিজ অস্ত্র, যুড়িলেক লঘুহস্ত,
গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর ক্রোধমনে।
অব্যর্থ জানয়ে সন্ধি, এবে সে করিল বন্দি,
ধরিলেক রাজা দুর্য্যোধনে॥
বন্দি হৈল কুরুশ্রেষ্ঠ, সপক্ষ দিলেক পৃষ্ঠ,
দোসর নাহিক আর সাথে।
স্ত্রীবৃন্দ সহিতরাজা, রথে তুলে মহাতেজা,
দ্রুতগতি যায় স্বর্গপথে॥
ঘোর আর্ত্তনাদ করি, কাঁন্দয়ে সকল নারী,
হায় হায় ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কপালে কঙ্কণাঘাত, ঘন ডাকে জগন্নাথে,
পার কর বিপদ সাগরে॥

মোরা সর্ব্বধর্ম্মহীন, পাপকর্ম্ম প্রতিদিন,
তব ভক্তিলেশ নাহি মনে।
সত্য মোরা হীনতপা, কেবল করহ কৃপা,
দীনবন্ধু নামের কারণে ॥
ইত্যাদি অনেক করি,স্তুতি করে কুলনারী,
কেহ নিন্দা করে নিজপতি।
দুষ্টবুদ্ধি স্বামিগণ, ধর্ম্মহিংসা অনুক্ষণ,
সে কারণে হৈল হেন গতি ॥
কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপতি, ধর্ম্মেতে যাঁহার মতি,
অনুগত ভাই চারিজন।
কেবল ধর্ম্মের সেতু,প্রাণ ত্যজে ধর্ম্মহেতু,
তাঁরে দুঃখ দিল দুর্য্যোধন ॥
সাধ্বী সতী পতিব্রতা,দেব দ্বিজ অনুগতা,
সতত ধর্ম্মেতে যাঁর মতি।
লক্ষ্মী অংশযাজ্ঞসেনী,সভামধ্যেতারেআনি
চুলে ধরি করিল দুর্গতি ॥
সে ধর্ম্ম ফলিল আজি, বিপদ সাগরে মজি,
সবাই হারানু জাতি কুল।
বার্ত্তা পেলে ধর্ম্মরাজ,জানিয়া কুলের লাজ,
কেবল রক্ষার মাত্র মূল ॥
তবে দুর্য্যোধন নারী,এই যুক্তি মনে করি,
অনুচরে কহে শীঘ্রগতি।
বিলম্ব না কর তাত, যথা পাণ্ডবের নাথ,
কহ গিয়া কুলের দুর্গতি ॥
কহিবা বিনয় করি, মো সবার নাম ধরি,
নিশ্চয় মজিল কুরুবংশ।
মো'সবার কর্ম্মফলে,এ কুৎসা কলঙ্ক কুলে,
চিত্রসেন হাতে জাতিধ্বংস ॥
অনুচর কহে বাণী, সত্য কহ ঠাকুরাণী,
পাসরিলে পূর্ব্ব কথা সব
যে কর্ম্ম করিয়া তারে,পাঠাইলা বনান্তরে,
তাঁহা বিনা কে আছে বান্ধব ॥
যে আজ্ঞা তোমার মাতা,এখনি যাইবতথা
কহিব সকল সমাচার।
ধর্ম্মরাজ মহাশয়, বীর বটে ধনঞ্জয়,
ভীম হস্তে নাহিক নিস্তার ॥

রাণী বলে ধর্ম্মরাজ, জানিয়া কুলের লাজ,
আমা সবার আপদ ভঞ্জনে।
না করিবে ভেদমতি,পরদুঃখে দুঃখী অতি,
উদ্ধারিবে পাঠায়ে অর্জ্জুনে ॥
স্বামী মম অপরাধী, ইহাতে অবজ্ঞা যদি,
করিয়া উদ্ধার না করিবে।
মিলিয়া সকল নারী, বিষ অগ্নি ভর করি,
কিম্বা জলে প্রবেশি মরিবে ॥
এত শুনি শীঘ্র দূত, গেল যথা ধর্ম্মসুত,
মাদ্রীর তনয় ভীমার্জ্জুন।
বেষ্টিত ব্রাহ্মণভাগে,করযোড় করি আগে,
কহিতে লাগিল সকরুণ ॥
অবধান মহারাজ, দৈবের দুর্গতি কাজ,
রাজা এল প্রভাসের স্নানে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম, খণ্ডন না যায় ধর্ম্ম,
বন্দী হৈল চিত্রসেন বাণে ॥
গন্ধর্ব্বের মায়াবলে, পোড়াইল অস্ত্রানলে,
প্রাণেতে কাতর যত সেনা।
কর্ণ শাল্ব দুঃশাসন, যত মহাযোদ্ধাগণ,
প্রাণ লয়ে যায় সর্ব্বজনা ॥
একা ছিল দুর্য্যোধন, রক্ষাহেতু নারীগণ,
প্রাণপণে যুঝিল রাজন।
যতেক নারীর সহ, করাইয়া রথারোহ,
লয়ে যায় করিয়া বন্ধন ॥
প্রতিকারে নহে শক্য, পৃষ্ঠভঙ্গ দিল পক্ষ,
শেষে যায় জাতি-কুল-প্রাণ।
আকুল হইয়া মনে, তব ভ্রাতৃবধূগণে,
পাঠাইয়া দিল তব স্থান ॥
আর কিবা কব আমি,আজন্ম আমার স্বামী
অপরাধী তোমার চরণে।
কুলের কলঙ্কোদয়, ভয়ার্ত্ত জনের ভয়,
দূর কর আপনার গুণে ॥
তোমার কুলের নারী, গন্ধর্ব্ব লইয়া হরি,
যাবৎ না যায় অতি দূর।
দেখিয়া উচিত কর্ম্ম, করহ কুলের ধর্ম্ম,
রক্ষা কর কুলের ঠাকুর ॥

শুনিয়া চরের কথা, মর্ম্মে পাইলেন ব্যথা,
ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির।
কুলের কলঙ্ক আর, ভয়ান্বিতা অবলার,
রক্ষা হেতু হলেন অস্থির॥
বিষম নিগ্রহ জানি, বিচারিয়া ধর্ম্মমণি,
অর্জ্জুনে কহেন সবিশেষ।
শীঘ্র আন দুর্য্যোধনে,কহি চিত্রসেন স্থানে,
যাবৎ না যায় নিজ দেশ॥
বিনয়পূর্ব্বক তথা, কহিবে মধুর কথা,
বহুবিধ আমার বিনয়।
যদি তাহে সাধ্য নহে,দ্বৈপায়ন দাস কহে,
দণ্ড দিবে উচিত যে হয়॥

ধর্ম্মাজ্ঞায় অর্জ্জুনের যুদ্ধ-যাত্রা ও নারীগণসহ দুর্য্যোধনের মুক্তি।

যুধিষ্ঠির বলিলেন যাও শীঘ্রগতি।
গন্ধর্ব্ব না যায় যেন আপন বসতি॥
ছাড়াইয়া আন গিয়া প্রধান কৌরবে।
প্রণয়পূর্ব্বক হৈলে দ্বন্দ্ব না করিবে॥
এত যদি কহিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
গর্জ্জিয়া উঠিল ভীম অর্জ্জুন সুমতি॥
ধন্য মহাশয় তুমি ধর্ম্ম অবতার।
এখনো ঈদৃশ বুদ্ধি অদৃষ্ট আমার॥
আমা সবাকারে দুষ্ট যতেক করিল।
কাল পেয়ে সেই বৃক্ষ এখন ফলিল॥
অহর্নিশি জাগে সেই মনের অনিষ্ট।
গন্ধর্ব্ব করিল তাহা ঘুচিল অরিষ্ট॥
যত গর্ব্ব করিল কৌরব দুরাশয়.
নিঃশত্রু হইল রাজ্য চল নিজালয়॥
এতেক কহেন যদি ভাই দুইজন
মনেতে চিন্তেন তবে ধর্ম্মের নন্দন॥
বিনা ক্রোধে কার্য্যসিদ্ধি না হয় নিশ্চয়
তবে ধর্ম্ম কহেন সম্বোধি ধনঞ্জয়॥
কহিলা যতেক পার্থ অন্যথা না করি।
সে মম পরম শত্রু আমি তার বৈরী॥
আত্মপক্ষে ঘরে দ্বন্দ করিব যখন।
তারা শত সোদর আমরা পঞ্চজন॥
সেই দ্বন্দ্ব হয় যদি পরপক্ষগত।
তখন আমরা ভাই পঞ্চোত্তর শত॥
আর এক কথা শুন বিচারিয়া মনে।
যদি না আনিবে তুমি রাজা দুর্য্যোধনে॥
দুষ্টবুদ্ধি অতিশয় রাজা চিত্রসেনে।
পশ্চাৎ হইবে তার অহঙ্কার মনে॥
লইবেক দুর্য্যোধনে সহ নারীবৃন্দ।
অমরমণ্ডলী যথা আছয়ে সুরেন্দ্র॥
সবাকার অগ্রে কহিবেক সমাচার।
জিনিনু কৌরব-সেনা রণে অনিবার॥
যুধিষ্ঠির পঞ্চজন তথায় আছিল।
যত মম পরাক্রম বসিয়া দেখিল॥
তাহার কুলের বধূ সহ দুর্য্যোধনে।
বান্ধিয়া আনিনু দেখিলেন সর্ব্বজনে॥
বারণ করিতে শক্তি নহিল কাহার।
কহিবে ইন্দ্রের আগে এই সমাচার॥
শুনিয়া হাসিবে যত অমর সমাজ।
অবজ্ঞা করিবে তোমা ইন্দ্র দেবরাজ॥
তুমি যে অবজ্ঞা কর ভাবিয়া বিপক্ষ।
দেবতা জানিবে তুমি বলেতে অশক্য॥
আনিতে বলিনু আমি ইহা মনে করি।
নহে দুর্য্যোধন মম কোন উপকারী॥
শুনিয়া উঠিল কোপে বীর ধনঞ্জয়।
এমত কহিবে দুষ্টবুদ্ধি পাপাশয়॥
এই দেখ মহাশয় তোমার প্রসাদে।
না জীবে গন্ধর্ব্ব আজি পড়িল প্রমাদে॥
এত বলি মহাক্রোধে উঠিয়া অর্জ্জুন।
গাণ্ডীব নিলেন হস্তে বান্ধি যুগ্ম তূণ॥
যুধিষ্ঠিরে প্রণমিয়া করি কৃতাঞ্জলি।
রথে চড়ি চলিলেন শ্রীগোবিন্দ বলি॥
পবন গমন জিনি চলে স্বর্গপথ
ক্ষণে উত্তরিল যথা চিত্রসেন রথ॥
পাছে যায় ধনঞ্জয় ফিরিয়া নেহালি
দ্রুতগতি রথ চালাইল মহাবলী

তবে পার্থ মনে মনে করেন বিচার।
ভয়যুক্ত পলায় গন্ধর্ব্ব কুলাঙ্গার॥
অতি বেগে ধায় রথ যাবে স্বর্গমাঝে।
বিদিত হইবে তবে দেবতা সমাজে॥
ইহা জানি শরজালে রোধিলেন পথ।
ফাঁফর গন্ধর্ব্বপতি না চলিল রথ॥
সেইক্ষণে উপনীত বীর ধনঞ্জয়।
দেখিয়া গন্ধর্ব্বপতি কহে সবিনয়॥
কহ পার্থ কোন্ হেতু আইলে হেথায়।
দুর্য্যোধন উপকারে আসিছ প্রায়॥
এই সে আশ্চর্য্য বড় হইতেছে মনে।
আজন্ম করিল হিংসা তোমা পঞ্চজনে॥
তাহার উচিত ফল পায় দৈববশে।
পথ ছাড় শীঘ্রগতি যাই নিজবাসে॥
পার্থ বলিলেন জ্ঞান নাহিক তোমায়।
কহিলেক যত কথা পাগলের প্রায়॥
আপনা আপনি লোক যত দ্বন্দ্ব করে।
আত্মপক্ষ কভু নহে প্রতিপক্ষ পরে॥
যুধিষ্ঠির তুল্য মম ভাই দুর্য্যোধন।
তাহারে লইয়া যাস্ করিয়া বন্ধন॥
এই কুলবধুগণে তুমি লয়ে যাবে।
লোকেতে হইবে কুৎসা কলঙ্ক রটিবে॥
কুলের কুৎসায় সুখী কুলাঙ্গার জন।
কিমতে সহিবে তাহা আমার এ মন॥
এই হেতু শীঘ্রগতি আইনু হেথায়।
ছাড় দুর্য্যোধনে নহে যাবে যমালয়॥
চিত্রসেন বলে তোর জানিলাম মতি।
বুঝিয়া করিল বিধি এতেক দুর্গতি॥
মরিতে বাসনা তব হইল নিশ্চয়।
দুই ভাই একত্রে যাইবে যমালয়॥
এত বলি দিল শীঘ্র ধনুকে টঙ্কার।
দশদিক শরজালে হল অন্ধকার॥
দেখি পার্থ হইলেন জ্বলন্ত অনল।
নিমিষেক মধ্যে কাটিলেন সে সকল॥
যে বাণেতে গন্ধর্ব্ব বান্ধিল দুর্য্যোধনে।
সেই বাণ অর্জ্জুন যুড়িল ধনুগুণে॥
বান্ধিয়া গন্ধর্ব্ব গলা ভুজের সহিত।
নিজরথে চড়াইয়া চলেন ত্বরিত॥
দুর্য্যোধন নারী সহ গন্ধর্ব্বের পতি।
মুহূর্ত্তেকে উপনীত ধর্ম্মের বসতি॥
সমর্পিয়া সকলে করেন নিবেদন।
যেরূপে গন্ধর্ব্বপতি করিলেন রণ॥
যুধিষ্ঠির খুলিলেন দোঁহার বন্ধন।
পার্থে অনুযোগ করিলেন অগণন॥
এই চিত্রসেন হয় গন্ধর্ব্বের পতি।
ইহাঁকে উচিত নহে এতেক দুর্গতি॥
চিত্রসেনে বলিলেন তুমি মতিমন্ত।
চালন করহ কেন ক্ষত্রিয় দুরন্ত॥
বালক অর্জ্জুন করিলেক অপরাধ।
চাহিয়া আমার মুখ করহ প্রসাদ॥
না কহিবা ইন্দ্রকে এ সব অপমান।
যাও দ্রুত নিজালয়ে করহ প্রয়াণ॥
শুনিয়া গন্ধর্ব্বপতি আনন্দিত মনে।
আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিল সেইক্ষণে॥
নারীবৃন্দ লয়ে তবে কৌরবের পতি।
সসৈন্যেতে নিজালয়ে গেল শীঘ্রগতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

হস্তিনায় সশিষ্য দুর্ব্বাসার আগমন।

জন্মেজয় বলে মুনি কহ বিবরণ।
অতঃপর কি করিল দুষ্ট দুর্য্যোধন॥
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান।
পিতামহগণ তবে গেল কোন্ স্থান॥
শুনিতে আনন্দ বড় জন্ময়ে অন্তরে।
মুনিবর বিশেষ করিয়া কহ মোরে॥
বৈশম্পায়ন বলেন শুন নরবর।
কাম্যক কাননে আছে পঞ্চ সহোদর॥
যজ্ঞ জপ ব্রত তপ ধর্ম্ম আচরণ।
পূর্ব্বমত শত শত ব্রাহ্মণ ভোজন॥

হেথায় আসিয়া তবে কৌরব প্রধান।
গন্ধর্ব্বপতির হাতে পেয়ে অপমান ॥
আহারে অরুচি হৈল অভিমান মনে।
একান্তে বসিয়া কহে যত দুষ্টগণে ॥
হে কর্ণ প্রাণের সখা মাতুল ঠাকুর।
কিমত প্রকারে মম দুঃখ হবে দূর ॥
করিলে সুযুক্তি সবে যতেক মন্ত্রণা।
বিশেষ হইল সেই আপন যন্ত্রণা ॥
চিত্রসেন করিল যতেক অপমান।
ততোধিক শত্রু হস্তে হয়ে পরিত্রাণ ॥
ইহা হৈতে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ গণি শতগুণে।
এতেক দুর্গতি হবে ইহা কেবা জানে ॥
আর দেখ পাণ্ডবের পুণ্যের প্রকাশ।
স্বর্গের অধিক সুখ অরণ্য নিবাস ॥
মনের মানসে সবে করে নানাভোগ।
দ্রুপদনন্দিনী একা করয়ে সংযোগ ॥
জানিনু নিশ্চয় তারা দৈবে বলবান।
মম সুখ নহে তার শতাংশে সমান ॥
সূর্য্যের সমান পঞ্চ শত্রু বলবন্ত।
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে করিবেক অন্ত ॥
অর্জ্জুনে জিনিবে হেন নাহি ত্রিভুবনে।
সুরাসুর নর আদি আছে যত জনে ॥
তুমি আমি মাতুল ত্রিগর্ত্ত দুঃশাসন।
বহুশ্রম করিলে না পারি কদাচন ॥
বনের নিবাস শেষ যে কিছু আছয়।
ইতিমধ্যে এমত উপায় যদি হয় ॥
প্রকারে পরম শত্রু যদি হয় নাশ।
আমার মনের হয় পূর্ণ অভিলাষ ॥
এতেক কহিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
কহিতে লাগিল তবে দুষ্ট মন্ত্রিগণ ॥
কি কারণে তুমি কর পাণ্ডবের ভয়।
নিজ পরাক্রম নাহি জান মহাশয় ॥
বুদ্ধিবলে করিব উপায় যত আছে।
তাহাতে নিস্তার পেয়ে যদি তারা বাঁচে ॥
অস্ত্রের অনলে দগ্ধ করিব পাণ্ডবে।
কেন ক্ষুদ্র কর্ম্মেতে চিন্তহ এত সবে ॥

দুষ্ট মন্ত্রিগণ যত কহিলেক ভাষা।
তার কত দিনান্তরে আইল দুর্ব্বাসা ॥
সঙ্গেতে সহস্র দশ শিষ্য মহাঋষি।
মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রায় উত্তরিল আসি ॥
দুর্য্যোধন শুনিয়া মুনির আগমন।
অগ্রসরি কতদূরে গেলা সর্ব্বজন ॥
যতেক অমাত্য আর সহোদর শত।
মুনির চরণে সবে হৈল দণ্ডবত ॥
শিষ্যগণে প্রণাম করিল সর্ব্বজনে।
বসাইল মুনিরাজে রত্ন-সিংহাসনে ॥
সুশীতল আনি জল রাজা দুর্য্যোধন।
আপনি করিল ধৌত মুনির চরণ ॥
করযোড় করি তবে রাজা দুর্য্যোধন।
কহিতে লাগিল কিছু বিনয় বচন ॥
নিবেদন আছে কিছু কিছু ভয় হয়।
আমার ভাগ্যের কথা কহনে না যায় ॥
আজি মোরে প্রসন্ন হইল দেবগণ।
সে কারণে দেখিলাম তোমার চরণ ॥
মুনি বলে শুনেছি তব ভাগ্যের কথা।
বহুদিন আসিতে বাসনা মম হেথা ॥
তোমার বৈভব যত শুনি লোকমুখে।
দেখিতে আইনু হেথা মনের কৌতুকে ॥
রাজা বলে উগ্র তপ কৈল পিতৃগণ।
জানিনু প্রসন্ন মোরে দেব দ্বিজগণ ॥
পাইলাম আজি পূর্ব্ব তপস্যার ফল।
নিশ্চয় জানিনু মোর জনম সফল ॥
জানিলাম আজি মোরে সুপ্রসন্ন বিধি।
নতুবা আমার গৃহে কেন তপোনিধি ॥
বহুবিধ স্তব কৈল কৌরব সমাজ।
বসিবারে আজ্ঞা করি কহে মুনিরাজ ॥
মুনি বলে ভাগ্যবন্ত তুমি ক্ষিতিতলে।
নহিবে এমন আর ক্ষত্রিয়ের কুলে ॥
মহাবংশ-জাত তুমি খ্যাত চরাচর।
তব পিতৃ পিতামহ যত পূর্ব্বাপর ॥
মহাকীর্ত্তিমন্ত যত সবে মহাতেজা।
সেইমত আপনি হইলা মহারাজা ॥

কিন্তু পূর্ব্ব পিতামহ করিল যে কর্ম্ম।
সেইমত প্রাণপণে পাল কুলধর্ম্ম ॥
তপ জপ ব্রত আর ব্রাহ্মণ ভোজন।
সুনীতে করিবে নিত্য প্রজার পালন ॥
দুষ্টবুদ্ধিজনে দোষমত শাস্তি দিবে।
মান্যজনে নিত্য নিত্য মান বাড়াইবে ॥
সতত না হয় শাস্তি সদা নহে রোষ।
কালের উচিত কর্ম্ম পরম পৌরুষ ॥
দুষ্ট বুদ্ধিদাতা যেই দুষ্ট দুরাচার।
সে সবার সহ নাহি করিবা ব্যাভার ॥
অবিরত শাসনে রাখিবা সব ক্ষিতি।
অনুরক্ত থাকে যেন সকল নৃপতি ॥
'পরপক্ষে কদাচিত নহিবে বিশ্বাস।
মন বুঝি রাখিবে যতেক দাসী দাস ॥
বিরূপ না হও কভু আত্মপক্ষ জনে।
পালিবা এ সব কথা পরম যতনে ॥
এত শুনি কহিলেন রাজা দুর্য্যোধন।
পালিব যতনে তব এ সব বচন ॥
হেনমতে কথোপকথনে মুনিরাজ।
করিল আনন্দমতি কৌরব সমাজ ॥
নানা বাক্য কথায় কৌতুক মনসুখে।
মুনিরে করিলা বশ যত সভ্যলোকে ॥
এতদিন একান্তে বসিয়া দুর্য্যোধন।
ডাকিল শকুনি কর্ণ ভাই দুঃশাসন ॥
কর্ণে সম্বোধিয়া কহে কৌরব প্রধান।
আমার বচন সখা কর অবধান ॥
এক কথা বিচার করিনু আমি মনে।
পঞ্চভাই নিবাস করয়ে কাম্যবনে ॥
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা লক্ষ্মীর সমান।
তাহার প্রসাদে সবে পায় পরিত্রাণ ॥
সূর্য্যের কৃপার ফলে কিঞ্চিৎ রন্ধনে।
পরম সন্তোষে তাহা ভুঞ্জে লক্ষ জনে ॥
যতলোক যায় তথা সবে অন্ন পায়।
যতক্ষণে যাজ্ঞসেনী কিছু নাহি খায় ॥
অক্ষয় থাকয়ে যত চতুর্ব্বিধ ভোগ।
অপূর্ব্ব দেখহ কিবা বিধির সংযোগ ॥
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা করিলে ভোজন।
কিঞ্চিৎ মাগিলে নাহি পায় কোনজন ॥
প্রতিদিন হেনমতে ভুঞ্জায় সবায়।
দশ দণ্ড নিশিযোগে নিজে কিছু খায় ॥
সেইকালে তথায় যাইবে মুনিরাজ।
সংহতি করিয়া যত শিষ্যের সমাজ ॥
দ্রৌপদীর ভোজনান্তে যাবে সেইখানে।
সেবায় নহিবে ক্ষম ভাই পঞ্চজনে ॥
দোষ দেখি মহামুনি দিবে ব্রহ্মশাপ।
মরিবে পাণ্ডববংশ ঘুচিবে সন্তাপ ॥
তোমা সবাকার মনে না জানি কি লয়।
মুনিরে কহিব বুঝি যদি যোগ্য হয় ॥
এতেক কহিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
সাধু সাধু প্রশংসা করিল সর্ব্বজন ॥
সবে বলে মহারাজ যে আজ্ঞা তোমার।
করিলা মন্ত্রণা এই সংসারের সার ॥
একদা দিনান্তে বসি হর্ষে মুনিরাজ।
নিকটে ডাকিয়া যত কৌরব সমাজ ॥
হিত উপদেশ আর মধুর উত্তর।
দুর্য্যোধনে সম্বোধিয়া কহে মুনিবর ॥
শুন রাজা ভুবনে ভরিল তব যশ।
তোমার সেবায় বড় হইলাম বশ ॥
ইষ্টবর মাগি লহ মম বিদ্যমান।
বিদায় করহ শীঘ্র যাই যথাস্থান ॥
মুনির বচন শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
গদগদভাষে কহে মধুর বচন ॥
ধন ধর্ম্ম দারা পুত্র বিভব বিপুল।
কেবল তোমার মাত্র আশীর্ব্বাদ মূল ॥
পরিপূর্ণ আছে সৈন্য রাজ্য অধিকার।
কেবল রহুক ভক্তি চরণে তোমার ॥
আর এক নিবেদন শুন মহাশয়।
কহিতে সঙ্কোচ করি কৃপা যদি হয় ॥
যেথায় কাম্যক বনে পাণ্ডুর তনয়।
সংহতি করিয়া যদি শিষ্য সমুদয় ॥
উত্তীর্ণ হইবে যবে দশ দণ্ড নিশি।
সে কালে অতিথি হবে ওহে মহাঋষি ॥

ভক্তিভাব বুঝিয়া জানিবে তার মন।
সবে বলে ধর্ম্মবন্ত পাণ্ডুর নন্দন॥
পূজা করে দেব দ্বিজে ভক্তি অতিশয়।
সেই কথা পরীক্ষা করিতে যোগ্য হয়॥
সকালে সকল দ্রব্য হয় উপস্থিত।
রন্ধন করেন কৃষ্ণা নিত্য নিয়মিত॥
ভোজন করিয়া যত নিযুক্ত ব্রাহ্মণ।
তাহার মধ্যেতে যদি হয় লক্ষজন॥
নানাদ্রব্য পরিপূর্ণ থাকে সে সময়।
অনায়াসে খায় যত লোক তথা যায়॥
অভক্তি ভক্তির ভাব না হয় বিদিত।
সে কারণে কালাতীতে যাইতে উচিত॥
দশ দণ্ড রজনী উত্তীর্ণ হবে যবে।
পাক সমাপন করি যাজ্ঞসেনী খাবে॥
শয়নের উদ্যোগ করিবে সর্ব্বজন।
সেইকালে যাইবে সহিত শিষ্যগণ॥
তবে যদি মধ্যাহ্ন কালের অনুসারে।
যে জন করয়ে ভক্তিভাব বলি তারে॥
সন্দেহ ভাঙ্গিতে ইথে তোমা ভিন্ন নাই।
অবশ্য যাইলে তথা দেখিবে গোঁসাই॥
এত শুনি কহে মুনি এই কোন্ কথা।
তব প্রীতি হেতু আমি যাইব সর্ব্বথা॥
জানিব সত্যের ভাব রাজা যুধিষ্ঠিরে।
দ্বিতীয় করিব স্নান পুষ্করের নীরে॥
তৃতীয়ে তোমার বাক্যে করিব এ কাজ।
শীঘ্রগতি বিদায় করহ মহারাজ॥
শুনিয়া আনন্দমতি রাজা দুর্য্যোধন।
সবান্ধবে প্রণাম করিল হৃষ্টমন॥
বিদায় হইয়া মুনি করিল গমন।
রহিল আনন্দমনে রাজা দুর্য্যোধন॥

কাম্যকবনে যুধিষ্ঠিরের নিকট দুর্ব্বাসা মুনির আগমন।

বিদায় হইয়া মুনি দুর্য্যোধন স্থানে।
বহু শিষ্য সহ যায় আনন্দিত মনে॥
যাইতে যাইতে মুনি বিচারিল মনে
কহিল ডাকিয়া কাছে যত শিষ্যগণে॥
চল সবে এই পথে প্রভাসের তীর।
কাম্যবনে যাব যথা রাজা যুধিষ্ঠির॥
প্রভাসের স্নান আর ধর্ম্মের সম্ভাষ।
দুর্য্যোধন রাজার মনের অভিলাষ॥
অনায়াসে তিনকর্ম্ম হবে এককালে।
এতেক কহিয়া মুনি পূর্ব্বদিকে চলে॥
জনপদ ছাড়ি সবে প্রবেশিল বন।
হেনকালে অস্তাচলে যান বিকর্ত্তন॥
বিচিত্র বনের শোভা দেখি হৃষ্টমন।
অতিক্রান্ত হইল অর্দ্ধনিশি যখন॥
যথায় ধর্ম্মের পুত্র রাজা যুধিষ্ঠির।
উত্তরিল মহামুনি প্রভাসের তীর॥
যুধিষ্ঠির শুনিয়া মুনির আগমন।
অগ্রসরি কতদূর যান পঞ্চজন॥
দুর্ব্বাসা দেখিয়া সবে আনন্দিত মন।
সেইমত চলিলা যতেক দ্বিজগণ॥
চিন্তাযুক্ত যুধিষ্ঠির করেন বিচার।
এত রাত্রে কি হেতু মুনির আগুসার॥
বিশেষ দুর্ব্বাসা মুনি আর কেহ নয়।
অল্পদোষে মহারোষে করিবে প্রলয়॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন চিন্তা করি মিছা।
অবশ্য হইবে যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা॥
দেখিতে দেখিতে তথা আসে মুনিরাজ
সংহতি সহস্র দশ শিষ্যের সমাজ॥
মুনিরে প্রণাম করে ভাই পঞ্চজনে।
সেইমত সম্ভাষেণ যত শিষ্যগণে॥
ধর্ম্ম বলিলেন মুনি করি নিবেদন।
শুনিবারে ইচ্ছা আগমনের কারণ॥
কোন্ দেশ হৈতে আজি হৈল আগ
কোন্ দেশ করিবেন মঙ্গল ভাজন॥
তীর্থ অনুসারে কিম্বা মম ভাগ্যোদয়
বিশেষ করিয়া কহ কৃপা যদি হয়॥
মুনি বলে শুন যদি জিজ্ঞাসিলে তুমি
সশিষ্যে হস্তিনাপুরে গিয়াছিনু আমি

অনেক করিল সেবা ভাই শতজনে।
তোমারে দেখিতে বড় ইচ্ছা হল মনে ॥
এই হেতু হেথায় করিনু আগমন।
যেমন পাণ্ডব কুরু আমার তেমন ॥
আর এক কথা শুন ধর্ম্মের নন্দন।
পথশ্রমে ক্ষুধার্ত্ত আছি যে সর্ব্বজন ॥
রন্ধন করিতে কহ যাহ দ্রুতগামী।
তাবৎ প্রভাসে গিয়া সন্ধ্যা করি আমি ॥
শুনিয়া মুনির কথা ধর্ম্মের তনয়।
মনেতে চিন্তেন আজি না জানি কি হয় ॥
অন্তরে জন্মিল ভয় পাছে করে ক্রোধ।
অনুমতি দিলেন মুনির উপরোধ ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন মম ভাগ্যোদয়।
সে কারণে আগমন আমার আলয় ॥
সন্ধ্যা হেতু গতি এবে কর মহাশয়।
করিব যে কিছু মম ভাগ্যোদয়ে হয় ॥
তবে মুনি চলিলেন সহ শিষ্যগণে।
প্রভাসের কূলে গেল সন্ধ্যার কারণে ॥
চিন্তাযুক্ত যুধিষ্ঠির আপন আশ্রমে।
দ্রৌপদীরে আসিয়া কহেন ক্রমে ক্রমে ॥
ধর্ম্মের যতেক কথা দ্রৌপদী শুনিল।
উপায় না দেখি কিছু প্রমাদ গণিল ॥
কৃষ্ণা বলে যে কথা কহিলে মহাশয়।
হেন বুঝি বিধি কৈল অকালে প্রলয় ॥
সশিষ্য অতিথি হল উগ্রতপা ঋষি।
আমার নাহিক শক্তি আজিকার নিশি ॥
রজনী প্রভাতে কালি সূর্য্যের প্রসাদে।
দশ লক্ষ হইলে ভুঞ্জাব অপ্রমাদে ॥
ধর্ম্ম কহিলেন কৃষ্ণা উত্তম কহিলে।
আজি মুনি ক্রোধানলে সবে দগ্ধ হৈলে ॥
কি কর্ম্ম করিবে কালি প্রভাতে কে জানে।
দুর্ব্বাসার ক্রোধ সহে কাহার পরাণে ॥
দ্রৌপদী কহিলা একি দৈবের সংযোগ।
আমার কর্ম্মের ফল কে করিবে ভোগ ॥
সুকর্ম্মের চিহ্ন যদি হৈত মহারাজ।
সে আসিত তবে মুনির সমাজ ॥

আমা সবা হৈতে কিছু নাহি প্রতিকার।
কেবল কারণ কৃষ্ণ করিতে উদ্ধার ॥
দ্রৌপদীর বচন শুনিয়া যুধিষ্ঠির।
চিন্তায় আকুল অতি শরীর অস্থির ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি তবে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
পার কর জগন্নাথ বিপদ সাগরে ॥
পার কর আমারে গোবিন্দ মহাশয়।
রাখহ পাণ্ডবকুল মজিল নিশ্চয় ॥
তোমা হেন আছে যার মহারত্ননিধি।
এমন সংযোগ তারে মিলাইল বিধি ॥
তোমারে পাণ্ডববন্ধু বলি লোকে কয়।
সেই কথা পালন করিতে যোগ্য হয় ॥
কৃষ্ণাসহ পঞ্চ ভাই আকুল হইয়া।
ডাকিতেছে কোথা কৃষ্ণ উদ্ধার আসিয়া ॥
হেথায় কৌতুকে কৃষ্ণ দ্বারকানগরে।
শয়ন করিয়াছেন রুক্মিণীর ঘরে ॥
ব্যগ্র হয়ে ভক্ত ডাকে বলি জগন্নাথ।
বাজিল অন্তরে যেন কণ্টকের ঘাত ॥
রহিতে নাহিক শক্তি ভক্ত দুঃখ জানি।
ব্যস্ত হৈয়া উঠিয়া বৈসেন চক্রপাণি ॥
চিন্তান্বিত অত্যন্ত করেন ছটফট।
রুক্মিণী কহেন দেখি করিয়া কপট ॥
চিত্তের চাঞ্চল্য আজি দেখি কি কারণ।
হেন বুঝি কোথায় যাইতে আছে মন ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন প্রাণপ্রিয়তমা।
অদ্যকার এই অপরাধ কর ক্ষমা ॥
ভক্তাধীন করি মোরে সৃজিল বিধাতা।
আমার কেবল ভক্ত সুখদুঃখদাতা ॥
মম ভক্তজন যথা তথা থাকে সুখে।
আমিও তথায় থাকি পরম কৌতুকে ॥
মম ভক্তজন দেখ যদি দুঃখ পায়।
সে দুঃখ আমার হেন জানিহ নিশ্চয় ॥
সে কারণে ভক্ত দুঃখ খণ্ডাই সকল।
নহিলে কি হেতু নাম ভকতবৎসল ॥
আমার একান্ত ভক্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
বিপদ সাগরে পড়ি হয়েছে অস্থির ॥

দুঃখ পেয়ে বলি ডাকে কোথা জগন্নাথ।
বাজিল অন্তরে সেই করাতের ঘাত ॥
যতক্ষণ নাহি দেখি ধর্ম্মের নন্দন।
ততক্ষণ মম দুঃখ না হবে খণ্ডন ॥
এই আমি চলিলাম যথা ধর্ম্মমণি।
এত শুনি কহেন রুক্মিণী ঠাকুরাণী ॥
এখন রাত্রে যাওয়া উচিত না হয়।
সে কারণে নিবেদন করি মহাশয় ॥
যাইবে অবশ্য কালি তপন উদয়।
যে ইচ্ছা তোমার কর তুমি ইচ্ছাময় ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সত্য কহিলা যে তুমি।
ক্ষণেক তথায় যদি নাহি যাই আমি ॥
সবংশে মজিবে রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
আমার গমন তবে কোন্ প্রয়োজন ॥
এত বলি করিলেন গরুড়ে স্মরণ।
আইল স্মরণমাত্রে বিনতানন্দন ॥
বসিল উড়িয়া বীর যথা জগন্নাথ।
সম্মুখে দাঁড়ায়ে বীর করি যোড়হাত ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

স্মরণে শ্রীকৃষ্ণের কাম্যবনে আগমন।

আসিয়া খগেন্দ্র কহে বন্দিয়া চরণ।
কি হেতু নিশাতে প্রভু করিলা স্মরণ ॥
কি হেতু হইল আজি চিত্ত উচাটন।
শীঘ্রগতি কহ হরি তার বিবরণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখা পাণ্ডুপুত্রগণ।
বসতি করেন যথা করিব গমন ॥
এত বলি খগোপরি করি আরোহণ।
নিমেষেকে উপনীত যথা কাম্যবন ॥
হেথায় ভাবিত চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
হেনকালে আইলেন হরি খগাসন ॥
যুধিষ্ঠির শুনিয়া গোবিন্দ আগমন।
পাইলেন প্রাণ যেন প্রাণহীন জন ॥
ব্যগ্র হৈয়া কতদূরে গিয়া পঞ্চজনে।
নিকটেতে পাইলেন দৈবকীনন্দনে ॥
চিরদিন সমাগমে দেন আলিঙ্গন।
আনন্দ-সলিলে পূর্ণ হইল লোচন ॥
পূর্ণ করি মানিলেন মন অভিলাষ।
অন্য অন্য সর্ব্বজনে করিল সম্ভাষ ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা কহ সমাচার।
যুধিষ্ঠির কহে কৃষ্ণ কি কহিব আর ॥
কহিতে বদনে মম নাহি স্ফুরে ভাষা।
এত রাত্রে শিষ্যসহ আইল দুর্ব্বাসা ॥
প্রভাসের কূলে গেল সন্ধ্যার কারণ।
উপায় করিতে শক্ত নহে কোন জন ॥
সবংশে মজিনু আমি বুঝি অভিপ্রায়।
কাতর হইয়া তেঁই ডাকিনু তোমায় ॥
রাখিবে রাখহ নহে যাহা মনে লয়।
বিলম্ব না সহে বড় সঙ্কট সময় ॥
যুধিষ্ঠির এত যদি কহে নারায়ণে।
গোবিন্দ কহেন চিন্তা না করিহ মনে ॥
শিষ্যগণ সহ মুনি আসুক হেথায়।
সবাকারে ভুঞ্জাইব সে আমার দায় ॥
এত বলি সন্তুষ্ট করিয়া ধর্ম্মমণি।
ত্বরিত গেলেন কৃষ্ণ যথা যাজ্ঞসেনী ॥
কৃষ্ণ দেখি কৃষ্ণার পূরিল অভিলাষ।
বসিতে আসন দিয়া কহে মৃদুভাষ ॥
ভকতবৎসল প্রভু তুমি অন্তর্যামী।
দীনবন্ধু নাম সত্য জানিলাম আমি ॥
কি জানি তোমার ভক্তি আমি হীনজ্ঞান।
দুঃখিত দেখিয়া প্রভু কর পরিত্রাণ ॥
সশিষ্য দুর্ব্বাসা মুনি অতিথি আপনি।
উচিত বিধান শীঘ্র কর চক্রপাণি ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন তাহা বিচারিব পাছু।
ক্ষুধায় শরীর পোড়ে খাই দেহ কিছু ॥
বিলম্ব না সহে কৃষ্ণা অন্ন দেহ আনি।
পশ্চাতে করিব যাহা কহ যাজ্ঞসেনী ॥
কৃষ্ণা বলে জানিয়া সকল সমাচার।
আপনি এমন কহ অদৃষ্ট আমার ॥

অন্ন দিতে আমি যদি হতেম ভাজন।
ঘোর অন্ধকারে না হইত আগমন॥
ছল করি কহ কথা জানিয়া সকল।
বুঝিতে না পারি হরি মম কর্ম্মফল॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন ক্ষুধানলে তনু দয়।
পাইলা উত্তম পরিহাসের সময়॥
কহিতে নাহিক শক্তি স্থির নহে মন।
উঠ উঠ বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন॥
এত শুনি কহিলেন দ্রুপদতনয়া।
বুঝিতে না পারি দেব কর কোন্ মায়া॥
যখন হইল গত দশদণ্ড নিশি।
ভুঞ্জিলেন তখন যতেক দেবঋষি॥
অবশেষে ছিল কিছু করিনু ভোজন।
শূন্যপাত্র আছে পাত্র দেখ নারায়ণ॥
দিন নহে দ্বিতীয় প্রহর হৈল নিশি।
কি কর্ম্ম করিব শূন্য অরণ্যনিবাসী॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন যাজ্ঞসেনী শুন বলি।
অবশ্য আছয়ে কিছু দেখ পাকস্থলী॥
রন্ধন ব্যঞ্জন অন্ন যে কিছু আছয়।
অল্পেতে হইব তৃপ্ত কিছু হৈলে হয়॥
কৃষ্ণের বচন শুনি কৃষ্ণা গুণবতী।
দেখাইতে পাকপাত্র আনে শীঘ্রগতি॥
আনিয়া কহিলা দেবী দেখ জগন্নাথ।
উদ্গার করিয়া দেন উদরেতে হাত॥
শাকের সহিত এক অন্নমাত্র ছিল।
ঈশ্বরে প্রদান হেতু অনন্ত হইল॥
ভোজন করিয়া তৃপ্ত দেব দামোদর।
জলপান করিলেন ভরিল উদর॥
কৌতুকে উঠিয়া তবে দেব জগন্নাথ।
দেখিয়া কৌতুকে কৃষ্ণ পাতিলেন হাত॥
দ্রৌপদীরে কহেন আমার ক্ষুধা গেল।
আজিকার ভোজনে পরম তৃপ্তি হৈল॥
ইহা বলি পুনঃ পুনঃ তুলেন উদ্গার।
ত্রিভুবনে সেইমত হৈল সবাকার॥
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে যেই নারায়ণ।
তাঁহার তৃপ্তিতে তৃপ্ত হইল ভুবন॥

হেথায় দুর্ব্বাসা ঋষি সহ শিষ্যগণ।
বুঝিতে না পারিলেন ইহার কারণ॥
মন্দানলে উদর পূরিল সবাকার।
সঘনে নিশ্বাস বহে উঠিছে উদ্গার॥
বিস্ময় মানিয়া তবে কহে মুনিরাজ।
নিকটে ডাকিয়া নিজ শিষ্যের সমাজ॥
মুনি বলিলেন শুন সব শিষ্যগণ।
বুঝিতে না পারি কিছু ইহার কারণ॥
অকস্মাৎ হৈল দেখ উদর আধ্মান।
পাইতেছি যত কষ্ট নাহি পরিত্রাণ॥
অনুমান করি কিছু না পারি বুঝিতে।
পথশ্রমে এমন কি পারিবে হইতে॥
শিষ্যগণ বলে যে কহিলে মহাশয়।
আমা সবাকার মনে হইল বিস্ময়॥
সন্ধ্যা হেতু যাই মুনি প্রভাসের জলে।
শরীর দহিতেছিল ক্ষুধার অনলে॥
অকস্মাৎ এইমত হইল সবাকার।
উদর পূরণে ঘন উঠে ধূমোদ্গার॥
অন্য অন্য বিচার করয়ে জনে জন।
কেহ না বলিল কিছু লজ্জার কারণ॥
মুনি বলে মহাশ্চর্য্যে ডুবে মম মন।
ব্রহ্মাণ্ড ভাবিয়া কিছু না পাই কারণ॥
যখন সন্ধ্যায় আসি প্রভাসের তীরে।
রন্ধন করিতে বলিলাম যুধিষ্ঠিরে॥
সংযোগ করিল তারা করি প্রাণপণ।
কোন্ লাজে তারে গিয়া দেখাব বদন॥
বুঝিয়া বিধান তবে করহ বিচার।
শিষ্যগণ বলিলেন কি হইবে আর॥
আজি তথা গিয়া লজ্জা পাব কি কারণ।
উঠিতে শকতি নাহি কে করে ভোজন॥
ঈশ্বর করিলে কালি উঠিয়া বিহানে।
অতিথি হইয়া সবে যাব তাঁর স্থানে॥
ইহার উপায় আর নাহি মহাশয়।
মুনি বলে এই কথা মম মনে লয়॥
রজনী বঞ্চিব আজি প্রভাসের কূলে।
যে কিছু কর্ত্তব্য কালি উঠিয়া সকালে

এত বলি শয়ন করিল সর্ব্বজন।
জানিলেক সব তত্ত্ব দৈবকীনন্দন॥
কৃষ্ণা সহ গেলেন যেখানে যুধিষ্ঠির।
ধর্ম্মরাজ সম্মুখে কহেন যদুবীর॥
মুনির কারণে মনে না করিবে ভয়।
আজি না আসিবে মুনি জানহ নিশ্চয়॥
স্নান দান করি কালি প্রভাসের কূলে।
ভোজন করিবে সবে আসিয়া সকালে॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক বচন।
ধর্ম্ম বলেন বিলম্ব তাই এতক্ষণ॥
তোমার অসাধ্য দেব আছে কোন্ কর্ম্ম।
পাণ্ডবকুলের আজি হৈল পুনর্জ্জন্ম॥
বিস্তর কহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
সহায় সম্পদ মম তুমি নারায়ণ॥
না জানি পূর্ব্বেতে কত করিনু কুকর্ম্ম।
সে কারণে দুঃখে শোকে গেল মম জন্ম॥
প্রথম বয়সে বিধি দিল নানা শোক।
অল্পকালে জনক গেলেন পরলোক॥
গোঁয়াইনু সেইকালে পরের আলয়।
দুঃখ না জানিনু অতি অজ্ঞান সময়॥
তদন্তরে দুষ্টবুদ্ধি দিলেক যন্ত্রণা।
জতুগৃহে প্রাণ পাই বিদুর মন্ত্রণা॥
বনের অশেষ দুঃখ ভ্রমণ সঙ্কটে।
আপনি রাখিলে ধৃতরাষ্ট্রের কপটে॥
এ সব সঙ্কট হৈতে তুমি মাত্র ত্রাতা।
এমন সংযোগ আনি করিল বিধাতা॥
রাজ্যনাশ বনবাস হীন সর্ব্বধর্ম্মে।
বিধির নিযুক্ত এই পূর্ব্বমত কর্ম্মে॥
সবে মাত্র পূর্ব্ববংশে ছিল উগ্রতপা।
কেবল তাহার ফলে তুমি কর কৃপা॥
এতেক কহেন যদি ধর্ম্মের নন্দন।
অনন্তরে কহিলেন দেব নারায়ণ॥
শুন ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
কহিলা যতেক কথা সব আমি জানি॥
পাইলা যতেক দুঃখ অন্যথা না হয়।
কিন্তু তুমি ধর্ম্ম না ত্যজিহ মহাশয়॥
তুমি যে কহিলে আমি হীন সর্ব্বধর্ম্মে।
পৃথিবী পবিত্র হৈল তোমার সুকর্ম্মে॥
দান ধর্ম্মে রাজনীতে এ তিন ভুবনে।
আছয়ে তোমার তুল্য নাহি লয় মনে॥
দুর্ব্বলের বল ধর্ম্ম আমি জানি ভালে।
এই দুঃখ তোমার খণ্ডিবে অল্পকালে॥
অধর্ম্মা জনের সুখ কভু সিদ্ধ নয়।
জোয়ারের জল প্রায় ক্ষণেকেতে লয়॥
মনেতে রাখিবে মম এই নিবেদন।
মহাকষ্টে মোরে না ছাড়িহ কদাচন॥
এত বলি বিদায় নিলেন নারায়ণ।
গরুড়ে চড়িয়া যায় দ্বারকা-ভুবন॥
কৃষ্ণেরে বিদায় করি ভাই পঞ্চজন।
হৃষ্টমনে শয়ন করিল সর্ব্বজন॥

সশিষ্যে দুর্ব্বাসার ভোজন।

প্রভাতে উঠিয়া তবে ধর্ম্মের নন্দন।
নিয়মিত কর্ম্ম করিলেন সমাপন॥
দুর্ব্বাসা অতিথি হেতু সচিন্তিত মন।
নানা কার্য্যে নানা স্থানে ধায় সর্ব্বজন॥
ফল পুষ্প হেতু কেহ প্রবেশিল বনে।
ভীমার্জ্জুন ধায় দোঁহে মৃগয়া কারণে।
স্নান করি আসিলেন দ্রুপদনন্দিনী।
আনন্দ বিধানে পূজে দেব দিনমণি॥
নানা দ্রব্য কৌতুকে আনিল সর্ব্বজন।
দ্রুপদনন্দিনী গেল করিতে রন্ধন॥
যথায় রন্ধন করে দ্রুপদনন্দিনী।
সত্বর তথায় আইলেন ধর্ম্মমণি॥
কহেন মধুর বাক্যে ধর্ম্মের নন্দন।
শীঘ্রগতি গুণবতী করহ রন্ধন॥
আজিকার দিন যদি যায় ভালমতে।
তবে জানি কিছুকাল বাঁচিব জগতে॥
স্নান করি এখনি আসিবে মুনিরাজ।
সংহতি করিয়া যত শিষ্যের সমাজ॥

স্বচ্ছন্দ বিধানে যদি পায় অন্ন পান।
তবে যে হইবে সবাকার পরিত্রাণ॥
এই হেতু চিন্তা বড় আছে মম মনে।
যা করিতে পার কৃষ্ণ আপনার গুণে॥
তোমা হৈতে সকল সঙ্কটে সবে তরি।
তুমি করিয়াছ বন হস্তিনানগরী॥
কৃষ্ণা বলে মহারাজ করি নিবেদন।
অল্প কার্য্যে এত চিন্তা কর কি কারণ।
ধর্ম্মপথ মত যদি আমি হই সতী।
একান্ত আমার যদি ধর্ম্মে থাকে মতি॥
সূর্য্যের বচন আর তোমার প্রসাদে।
দশ লক্ষ হলে ভুঞ্জাইব অপ্রমাদে॥
যাও শীঘ্র সশিষ্যে আনহ মুনিবরে।
শুনি রাজা যুধিষ্ঠির হরিষ অন্তরে॥
হেথায় দুর্ব্বাসা মুনি উঠিয়া সকালে।
করিল আহ্নিক জপ প্রভাসের জলে॥
সেইমত করিলেক শিষ্যের সমাজ।
হেনকালে সবারে কহিল মুনিরাজ॥
চল শীঘ্র যুধিষ্ঠির স্থানে সবে যাব।
ধর্ম্মের প্রতি শান্তি আচরণ করিব॥
এত বলি চলিল সশিষ্য মুনিরাজ।
শুনিয়া আনন্দমতি পাণ্ডব সমাজ॥
অগ্রসরি কতদূর সর্ব্বজন আসি।
সাদরে সশিষ্য চলিলেন মহাঋষি॥
অনেক করিয়া ভক্তি ভাই পঞ্চজনে।
বসাইল মৃগচর্ম্ম কুশের আসনে॥
সুশীতল জল আনি ধর্ম্মের নন্দন।
কৌতুকে করেন ধৌত মুনির চরণ॥
তবে ধর্ম্ম নরপতি কহে ধীরে ধীরে।
নিশ্চয় সুপ্রসন্ন বিধি আজি আমারে॥
সুপ্রভাত হৈল মোর আজিকার নিশি।
কৃপা করি আপনি আইলা মহাঋষি॥
পৃথিবীতে ভাগ্যহীন আমার সমান।
নহিল না হবে হেন করি অনুমান॥
তপস্যা করিল পূর্ব্বে পিতামহগণ।
যে কিছু আমার আর পূর্ব্ব উপার্জ্জন॥
কৃপা কর আমারে সে ফলে সর্ব্বজনে।
নহিলে অধম আমি তরি কোন্ গুণে॥
যুধিষ্ঠির মুখে শুনি এতেক বচন।
তুষ্ট হয়ে কহিতে লাগিল তপোধন॥
শুন ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
আপনারে না জানিয়া কহ হেন বাণী॥
তুমি ধর্ম্মবন্ত সত্যবাদী মতিমান।
পৃথিবীতে নাহি কেহ তোমার সমান॥
অসার সংসার এই সার মাত্র ধর্ম্ম।
তোমার হইল রাজা সহজ এ কর্ম্ম॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ ঐশ্বর্য্য মত্ততা।
তোমার নিকটবর্ত্তী নহিল সর্ব্বথা॥
সুখ দুঃখ শরীরের সহযোগ ধর্ম্ম।
সময়ে প্রবল হয় আপনার কর্ম্ম॥
তাহাতে সন্তাপ নাহি করে জ্ঞানবান।
সাধুর জীবন মৃত্যু একই সমান॥
সাধুর গণনে রাজা তুমি অগ্রগণ্য।
পৃথিবীর লোক যত করে ধন্য ধন্য॥
কহিলাম সত্য এই লয় মম মন।
বসুমতীপতি যোগ্য তুমি হে ভাজন॥
এ তিন ভুবনে তব পরিপূর্ণ যশ।
তোমার গুণেতে রাজা হইলাম বশ॥
কিন্তু এক কথা কহি শুন মহারাজ।
সম্প্রতি তোমার ঠাঁই পাইলাম লাজ॥
কহিয়া তোমারে হেথা করিতে রন্ধন।
সন্ধ্যা হেতু প্রভাসে গেলাম সর্ব্বজন॥
সায়ংসন্ধ্যা জপ আদি যে কিছু আছিল।
ক্রমে ক্রমে সর্ব্বজন সমাপ্ত করিল॥
পথশ্রমে উঠিবার শক্তি কার নাই।
আলস্যেতে শয়ন করিল সেই ঠাঁই॥
আসিতে পারে না কেহ এই সে কারণ।
তব স্থানে লজ্জা বড় হইল রাজন॥
ক্ষুধার্ত্ত আছয়ে সবে করিবে ভোজন।
স্নান করি গিয়া যদি হইল রন্ধন॥
ধর্ম্ম বলে কালি মম দুরদৃষ্ট ছিল।
সে কারণে সবাকার আলস্য হইল॥

হইল আমার যদি সুকর্ম্মের লেশ।
তবে মহামুনি আসি করিলে প্রবেশ॥
দেবের দুর্ল্লভ হয় তব আগমন।
অল্পভাগ্যে এ সব না হয় কদাচন॥
মম শক্তি অনুরূপ অন্ন জল স্থল।
তোমার প্রসাদে মুনি প্রস্তুত সকল॥
এত বলি আপনি উঠেন ধর্ম্মপতি।
নিকটে ডাকেন ভীমার্জ্জুন মহামতি॥
আজ্ঞা দেন ধর্ম্মসুত করিবারে স্থান।
শ্রুতমাত্র দুই ভাই হল সাবধান॥
নানা দিকে করি স্থান দিল অন্নজল।
নিযুক্ত করিল তাহে রক্ষক সকল॥
আনন্দ বিধানে তবে ভাই দুই জনে।
শীঘ্রগতি জানাইল ধর্ম্মের নন্দনে॥
ধর্ম্ম বলে অবধান কর মুনিরাজ।
অতঃপর বিলম্বেতে নাহি কিছু কাজ॥
এত শুনি কৌতুকে উঠেন মুনিবর।
আনন্দ বিধানে বৈসে সহ শিষ্যবর॥
বসিলেন মুনিগণ যথাযোগ্য স্থান।
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই হরিষ বিধান॥
অন্ন পরিবেশন করেন সবে আনি।
বাড়িয়া ব্যঞ্জন অন্ন দেন যাজ্ঞসেনী॥
সবে অতি শীঘ্রহস্ত ভাই পঞ্চজন।
যে যাহা চাহেন তাহা দেন সেইক্ষণ॥
অপরূপ দেখ তার দৈবের কারণ।
একবার এক দ্রব্য করয়ে রন্ধন॥
আপনার ইচ্ছায় যতেক করে ব্যয়।
সূর্য্য অনুগ্রহে পুনঃ পরিপূর্ণ হয়॥
স্থানে স্থানে বসিলেন ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
ভোজন করেন সবে বড় কুতূহলী॥
নাহি জানি খান কত দেন কত আনি
খাও খাও বলে সবে এইমাত্র শুনি॥
অবিলম্বে তাহা পায় যাহা অভিলাষী।
ভোজন করিল দশ সহস্র তপস্বী॥
অনন্তর উঠি সবে করে আচমন।
সাধু সাধু প্রশংসা করিল সর্ব্বজন॥

দুর্ব্বাসা বলেন রাজা তুমি ভাগ্যবান।
নহিল নহিবে আর তোমার সমান॥
এমন প্রকার যদি পাই বনবাস।
তবে আর কি কার্য্য স্বর্গেতে অভিলাষ॥
সহোদর তোমার সকল গুণবান।
দ্রুপদনন্দিনী হয় লক্ষ্মীর সমান॥
ভোজনে যেমন তৃপ্ত হইলাম আমি।
এইমত সর্ব্বদা হইবে তুষ্ট তুমি॥
কদাচিত চিন্তা কিছু না করিবে মনে।
খণ্ডিবে তোমার দুঃখ অতি অল্পদিনে॥
বিদায় করহ শীঘ্র যাই তপোবন।
শুনিয়া কহেন তবে ধর্ম্মের নন্দন॥
সফল এ জন্ম কর্ম্ম মানিনু আপনি।
যাহে এত কৃপা কর কৃপাসিন্ধু মুনি॥
মম এই নিবেদন তোমার অগ্রেতে।
কদাচিত বিচলিত নহি সত্যপথে॥
এতবলি পঞ্চ ভাই বন্দে মুনিরাজে।
সেইমত সম্ভাষণ করে শিষ্য মাঝে॥
সবে আশীর্ব্বাদ করি বেদবিধিমতে।
তুষ্ট হৈয়া সর্ব্বজন চলে পূর্ব্বপথে॥
আনন্দিত ভ্রাতৃসহ ধর্ম্মের কুমার।
দুর্য্যোধন পায় ক্রমে সব সমাচার॥
পরাণে কাতর দুষ্টবুদ্ধি দুরাশয়ে।
অসহ্য বজ্রের প্রায় বাজিল হৃদয়ে॥
আহারে অরুচি চিত্ত সতত চঞ্চল।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সদা শরীর দুর্ব্বল॥
এইরূপে দুর্য্যোধন চিন্তাকুল হয়ে।
একান্তে বসিল যত পাত্রমিত্র লয়ে॥
তবে দুর্য্যোধন পাণ্ডব-ধ্বংস কারণ।
ত্রিগর্ত্ত শকুনি সুতপুত্র দুঃশাসন॥
প্রভৃতি লয়ে লাগিল করিতে মন্ত্রণ।
হেনকালে কহে কর্ণ চাহি দুর্য্যোধন॥
কি হেতু নৃপতি তব বিষাদিত মন।
ত্রয়োদশ বৎসর পাণ্ডব গেল বন॥
অজ্ঞাত হইতে যদ্যপি পার হইবে।
বনবাস-মহাকষ্টে হীনবল হইবে॥

তখন পঞ্চজনে পাঠাব যমালয় ।
অতএব ক্ষুদ্রজনে নাহি কর ভয় ॥

দুর্য্যোধনের মন্ত্রণায় জয়দ্রথের দ্রৌপদী হরণে যাত্রা ।

তবে দুর্য্যোধন নৃপতি উদ্বিগ্নমনে ।
কহিতে লাগিল যত সভাসদ জনে ॥
কহিলা যতেক কথা মনে নাহি লয় ।
পরাক্রমে পাণ্ডবেরে কে করিবে জয় ॥
মন্ত্রণা করিয়া যদি সংহারিতে পারি ।
অনায়াসে উদ্বেগ সাগর হৈতে তরি ॥
সুযুক্তি ইহার এই লয় মম মন ।
আনিবা দ্রুপদসুতা করিয়া হরণ ॥
দ্রুপদনন্দিনী হয় পাণ্ডবের প্রাণ ।
অশেষ সঙ্কটে নিত্য করে পরিত্রাণ ॥
বুদ্ধিবল করি যদি তাহাকে হরিবে ।
নিশ্চয় দেখিবে তবে পাণ্ডব মরিবে ॥
সে কারণে কহি আমি এ সব সম্মত ।
গুপ্তবেশে তথায় যাউক জয়দ্রথ ॥
বুদ্ধিবলে বিশারদ তারে ভাল জানি ।
প্রকার করিয়া যেন হরে যাজ্ঞসেনী ॥
লুকাইয়া রাখিবে কৃষ্ণারে গুপ্তস্থানে ।
খুঁজিয়া পাণ্ডব যেন না পায় সন্ধানে ॥
কৃষ্ণার বিচ্ছেদে বড় পাইবেক শোক ।
এইরূপে পঞ্চভাই হইবে বিয়োগ ॥
নিষ্কণ্টক হবে রাজ্য ঘুচিবে জঞ্জাল ।
নির্ব্বিরোধে রাজ্যভোগ করি চিরকাল ॥
তোমা সবাকার যদ্যপি হয় সম্মতি ।
তবে সে কর্ত্তব্য এই লয় মম মতি ॥
এতেক কহিল যদি কৌরব প্রধান ।
প্রশংসা করিল তবে মন্ত্রী জ্ঞানবান ॥
ধন্য ধন্য মহাশয় মন্ত্রণা তোমার ।
করিলে যে মন্ত্রণা এ সংসারের সার ॥
অবশ্য কর্ত্তব্য এই সবাকার মত ।
গুপ্তবেশে তথায় যাউক জয়দ্রথ ॥
দুষ্টমতিগণ যদি এতেক কহিল ।
শুনিয়া নৃপতি তবে আনন্দিত হৈল ॥
তবে জয়দ্রথে আজ্ঞা দিল দুর্য্যোধন ।
তুমি শীঘ্র কাম্যবনে করহ গমন ॥
অলক্ষিতে যাবে তথা কেহ না দেখিবে ।
বুদ্ধিবলে যাজ্ঞসেনী হরিয়া আনিবে ॥
সন্নিকটে সতত থাকিবে সাবধানে ।
অতি সঙ্গোপনে যেন কেহ নাহি জানে ॥
স্নান দানে সবে যবে যাবে চারিভিত ।
সেইকালে তথায় হইবে উপনীত ॥
হরিবে দ্রুপদসুতা প্রকার বিশেষে ।
যত্ন করি লুকাইবে অতি দূরদেশে ॥
খুঁজিয়া পাণ্ডব যেন উদ্দেশ না পায় ।
তার শোকে পাণ্ডবেরা মরিবে নিশ্চয় ॥
সুসিদ্ধ হইবে তবে মনের অভীষ্ট ।
নিঃসঙ্কটে রাজ্যভোগ করিব যথেষ্ট ॥
তোমা বিনা অন্যজন ইথে নহে শক্য ।
সহায় সম্পদ তুমি তুমি সে সপক্ষ ॥
পুনঃ পুনঃ কহে রাজা মৃদু মৃদু ভাষ ।
শুনি জয়দ্রথ করে বচন প্রকাশ ॥
কি কারণে এতেক বলহ নরপতি ।
অবশ্য কর্ত্তব্য যে তোমার অনুমতি ॥
এই আমি চলিলাম কাম্যক-কানন ।
প্রাণপণে সাধিব তোমার প্রয়োজন ॥
এত শুনি তুষ্ট হৈল প্রধান কৌরব ।
সাজাইয়া দিল রথ করিয়া গৌরব ॥
সবায় সম্ভাষি বীর চড়ে গিয়া রথে ।
চালাইয়া দিল কাম্যকাননের পথে ॥
যাইতে যাইতে রথে করিলা বিচার ।
রাজার সাহসে আজি কৈনু অঙ্গীকার ॥
পড়িলে ভীমের হাতে না হবে নিস্তার ।
ঈশ্বর করেন যদি হবে প্রতীকার ॥
এইরূপে জয়দ্রথ চিন্তাকুল মনে ।
উপনীত হৈল গিয়া মহাঘোর বনে ॥
বিবিধ প্রকার শোভা দেখিয়া কাননে ।
কাম্যবন নিকটে আইল কতদিনে ॥

নন্দনকানন তুল্য দেখে কাম্যবন।
অনেক আশ্রম তথা দেখে মুনিগণ ॥
স্থানে স্থানে দেখিলেন দেবের আশ্রম
বিবিধ বিহঙ্গ রব করে নানাক্রম ॥
হইল কৌতুক মনে করিতে ভ্রমণ।
উত্তরিল কতক্ষণে যথা পঞ্চজন ॥
তাহার নিকটে লুকাইল জয়দ্রথ।
ছিদ্র চাহি থাকে বীর নিরখিয়া পথ ॥
শমন সমান জানি ভীম ধনঞ্জয়।
নিকটে যাইতে নারে পরাণের ভয় ॥
হেনমতে তথা রহে করিয়া গোপন।
একদিন শুন রাজা দৈবের ঘটন ॥

দ্রৌপদী হরণ ও ভীম হস্তে জয়দ্রথের অপমান।

শুন জন্মেজয় রাজা দৈবের ঘটনে।
জয়দ্রথ গোপনে রহিল কাম্যবনে ॥
উঠিয়া প্রভাতকালে ভাই দুইজন।
রাজার নিকটে রাখি মাদ্রীর নন্দন ॥
মৃগয়া করিতে যান ভীম ধনঞ্জয়।
স্নান হেতু যান ক্রমে বিপ্র সমুদয় ॥
পরে চলিলেন স্নানে ভাই তিনজন।
বসিয়া দ্রৌপদী একা করেন রন্ধন ॥
জয়দ্রথ দেখিলেন শূন্য সে মন্দির।
জানিয়া সময় তথা গেল মহাবীর ॥
কুঁড়ের দুয়ারে গিয়া রাখিলেক রথ।
শূন্যালয় দেখি আনন্দিত জয়দ্রথ ॥
রথ হৈতে ভূমেতে নামিল মহাবীর।
কুটুম্ব জানিয়া কৃষ্ণা হইল বাহির ॥
দেখিয়া জানিল এই অপূর্ব্ব অতিথি।
পূজা হেতু চিন্তা তার কৈল গুণবতী ॥
শূন্যালয় তথা আর নাহি কোন জন।
আপনি আনিয়া দিল দিব্য কুশাসন ॥
পদ প্রক্ষালন হেতু আনি দিল জল।
করিল কহ ঘরের কুশল ॥

কোথা হৈতে এলে তুমি যাবে কোন্ দেশে
এ বনে আইলে কোন্ প্রয়োজন বশে ॥
জয়দ্রথ বলিল নাহিক কোন কাজ।
ভেটিবারে আসিলাম ধর্ম্ম মহারাজ।
একামাত্র দেখি তুমি করিছ রন্ধন।
কহ দেখি কোথা গেল ধর্ম্মের নন্দন ॥
কোন্ কার্য্য হেতু গেল ভীম ধনঞ্জয়।
ব্রাহ্মণমণ্ডলী কোথা মাদ্রীর তনয় ॥
কৃষ্ণা বলে স্নানে গেল ব্রাহ্মণ সমাজ।
সহদেব নকুল সহিত ধর্ম্মরাজ ॥
ভীমার্জ্জুন বনে গেল মৃগয়া কারণ।
মুহূর্ত্তেকে এখনি আসিবে সর্ব্বজন ॥
দ্রৌপদীর মুখে শুনি এ সব বচন।
দুষ্ট জয়দ্রথের চঞ্চল হৈল মন ॥
চতুর্দ্দিকে চাহে কেহ নাহিক কোথায়।
চঞ্চল হইয়া বীর ঘন ঘন চায় ॥
নিকটে আছিল কৃষ্ণা তুলি নিল রথে।
শীঘ্রগতি চালাইল হস্তিনার পথে ॥
কৃষ্ণা বলে দুষ্ট কর্ম্ম কর কুলাঙ্গার।
বুঝিলাম কালপূর্ণ হইল তোমার ॥
বড় বংশে জন্মিয়া করহ নীচকর্ম্ম।
মুহূর্ত্তে এখনি তার ফলিবেক ধর্ম্ম ॥
যাবৎ পুরুষসিংহ ভীম নাহি দেখে।
প্রাণ লয়ে যাও শীঘ্র ছাড়িয়া আমাকে ॥
আরে অন্ধ ভালমন্দ জানহ সকল।
হেন কর্ম্ম কর যাতে ফলয়ে সুফল ॥
পরপক্ষ জন যদি আসি করে রণ।
সাহায্য করিয়া তাকে রাখে বন্ধুগণ ॥
তোর ক্রিয়া শুনি লোক কর্ণে দেয় কর।
হেন দুরাচার তুই অধম পামর ॥
হেনমতে অনেক কহিল যাজ্ঞসেনী।
চোর নাহি শুনে কভু ধর্ম্মের কাহিনী ॥
ভালমন্দ জয়দ্রথ কিছু নাহি কহে।
চালাইয়া দিল রথ তিলেক না রহে ॥
দ্রৌপদী কহিল তবে পড়িনু বিপাকে।
গোবিন্দ গোবিন্দ বলি পরিত্রাহি ডাকে ॥

কি জানি কৃষ্ণের পায় কৈনু অপরাধ।
এ কারণ হৈল মম এতেক প্রমাদ॥
কোথা গেলে মহারাজ ধর্ম্ম অধিকারী।
কোথা গেলে মাদ্রীপুত্র বিক্রম কেশরী॥
ভুবন বিজয়ী কোথা পার্থ মহামতি।
তোমার বনিতা জনে হৈল হেন গতি॥
পরিত্রাহি ডাকে কোথা ভীম মহাবল।
দুষ্টজনে আসি দেহ সমুচিত ফল॥
তোমরা যে পঞ্চ ভাই রহিলে কোথায়।
জয়দ্রথ মন্দমতি বলে নিয়া যায়॥
শূন্যালয়ে আছি দুষ্ট জানিয়া ধরিল।
সিংহের বনিতা নিতে শৃগালে ইচ্ছিল॥
সকল লোকের সাক্ষী দেব বিকর্ত্তন।
আজন্ম জানহ তুমি সবাকার মন॥
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
ইহার উচিত ফল পাউক দুর্ম্মতি॥
এইমত যাজ্ঞসেনী পাড়িছে দোহাই।
হেনকালে আশ্রমে আইল তিন ভাই॥
শূন্যালয় দেখিয়া মনেতে হৈল স্তব্ধ।
শুনিলেক দ্রৌপদীর ক্রন্দনের শব্দ॥
ব্যগ্র হইয়া তিন ভাই ধনু লয়ে হাতে।
শব্দ অনুসারে ধায় শীঘ্র সেই পথে॥
চিন্তাকুল ধায় সবে না দেখেন পথ।
দূর হৈতে দেখিল পলায় জয়দ্রথ॥
ভয় নাই বলিয়া ডাকয়ে তিনজন।
হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটন॥
মৃগয়া করিয়া আসে ভাই দুইজন।
সেইপথে জয়দ্রথ করিছে গমন॥
দূর হৈতে শুনিলেন ক্রন্দনের রোল।
উদ্ধার করহ ভীম ডাকে এই বোল॥
অর্জ্জুন কহেন ভীম শুনি বিপরীত।
হেথা যাজ্ঞসেনী কেন ডাকে আচম্বিত॥
কি হেতু আইল কৃষ্ণা নির্জ্জন কাননে।
না জানি হিংসিল আসি কোন্ দুষ্টজনে॥
কিম্বা কেবা বিরোধিল ধর্ম্মের তনয়।
আকুল আমার মন গণিয়া প্রলয়॥
ভীম বলে এ কথা না লয় মম মনে
কে যাইতে ইচ্ছা করে শমন সদনে॥
চল শীঘ্র ভাল নহে এ সব কারণ।
সমুচিত ফল দিব জানি নিরূপণ॥
এত বলি দুই বীর যান বায়ুপ্রায়।
শব্দ অনুসারে যান দ্রৌপদীর রায়॥
হেনকালে দেখিলেন দূরে এক রথ।
ধ্বজা দেখি জানিলেন যায় জয়দ্রথ॥
তবে পার্থ মায়ারথ করেন স্মরণ।
চিন্তামাত্রে রথবর আইল তখন॥
আরোহণ করিলেন দোঁহে হৃষ্টমতি।
চালাইয়া দেন রথ পবনের গতি॥
দেখিল নিকট হৈল অর্জ্জুনের রথ।
প্রাণভয়ে পলাইয়া যায় জয়দ্রথ॥
রথ হৈতে লম্ফ দিয়া পড়িল ভূতলে।
অধিক ধাইল বীর প্রাণের বিকলে॥
দেখিয়া ভীমের মনে হৈল মনস্তাপ।
রথ হৈতে ভূমিতলে পড়ে দিয়া লাফ॥
অধিক ধাইল দুষ্ট অতি চিন্তাকুলে।
চক্ষুর নিমিষে ভীম ধরিলেক চুলে॥
বৃকোদর তার চুল ধরিলেন টানি।
ক্রোধভরে গেল যথা পার্থ যাজ্ঞসেনী॥
কহিলা কৃষ্ণারে তবে আশ্বাস বচন।
স্থির হও যাজ্ঞসেনী ত্যজ দুঃখ মন॥
যেমত তোমারে দুঃখ দিল দুষ্টমতি।
তাহার উচিত ফল মুখে মার লাথি॥
তবে কৃষ্ণা অপনার মনের কৌতুকে।
তিনবার পদাঘাত করে তার মুখে॥
জয়দ্রথে কহিলেন ভীম মহাবল।
অবশ্য ভুঞ্জিতে হয় স্বকর্ম্মের ফল॥
এই মুখে কৃষ্ণা হরি দিয়াছিলি রড়।
এত বলি গণিয়া মারে দশটি চড়॥
হেনমতে বৃকোদর মারিল প্রচুর।
চুলি ধরি টানিয়া লইল কতদূর॥
অনেক নিন্দিয়া তারে গভীর গর্জ্জনে।
পুনরপি টানিয়া আনিল কতক্ষণে॥

পুনঃ পুনঃ প্রহার করয়ে বৃকোদর।
প্রাণমাত্র অবশেষ রহে কলেবর॥
মূর্চ্ছাগত হয়ে ভূমে পড়ে অচেতন।
হেনকালে উপনীত ধর্ম্মের নন্দন॥
দেখিয়া তাহার দুঃখ দুঃখিত হৃদয়।
রক্ষা হেতু বিচারিয়া ধর্ম্মের তনয়॥
কহিলেন শুন ভীম করিলে কি কর্ম্ম।
বিশেষ ভগিনীপতি মারিলে অধর্ম্ম॥
ভাল পাইলেক দুষ্ট সমুচিত ফল।
দোষমত ফল দণ্ড হইল সকল॥
কিন্তু বধ্য নহে রাখ ইহার জীবন।
ভগিনী করিয়া রাঁড়ি নাহি প্রয়োজন॥
সে কারণে কহি ভাই শুনহ বচন।
ছাড়হ লইয়া যাক নির্লজ্জ জীবন॥
রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি বৃকোদর।
জয়দ্রথে এড়ি বীর হইল অন্তর॥
কতক্ষণে সংজ্ঞা পেয়ে সেই মূঢ়মতি।
মনে মনে চিন্তা করে পেনু অব্যাহতি॥
নিঃশব্দে রহিল বীর হয়ে নম্রশির।
ভর্ৎসিয়া কহেন তারে রাজা যুধিষ্ঠির॥
কে দিল কুবুদ্ধি তোরে করিয়া কপটে।
কি হেতু মরিতে এলি এমন সঙ্কটে॥
ক্ষণেক না হৈত যদি মম আগমন।
এতক্ষণে যাইতিস্ শমন সদন॥
পলাইয়া যাহ লয়ে নির্লজ্জ জীবন।
কুবুদ্ধি দিলেক তোরে যেই দুষ্টজন॥
সেই সব জনে গিয়া কহিবি সকল।
কত দিনান্তরে হবে সে সবার ফল॥
আমাকে দিলেক যত দুঃখ আর কষ্ট।
এই মত সর্ব্বজন হইবেক নষ্ট॥
এত বলি আশ্রমে চলিল ছয় জনে।
দুষ্ট জয়দ্রথ তবে বিচারিল মনে॥

—

জয়দ্রথের শিবারাধনা।

পাণ্ডু হইলেন যদি ভাই পঞ্চজনে।
দুষ্ট জয়দ্রথ তবে বিচারিল মনে॥
পাঠাইয়া দিল মোরে কৌরব প্রধান।
তার কার্য্য করিতে বিধাতা হৈল আন॥
কোন্ লাজে তারে গিয়া দেখাইব মুখ।
উপায় চিন্তিব যাহে খণ্ডিবেক দুঃখ॥
এত কষ্ট দিল মোরে পাণ্ডব দুরন্ত।
তা সবা জিনিলে মম দুঃখ হবে অন্ত॥
ইন্দ্র তুল্য পরাক্রম পাণ্ডব সকল।
কেমনে হইব শক্য আমি হীনবল॥
তপস্যার বলেতে পাণ্ডব বলবান।
আমার তপস্যা বিনা গতি নাহি আন॥
কঠোর তপস্যা করি শুষ্ক কলেবর।
তপেতে করিব তুষ্ট দেব মহেশ্বর॥
প্রসন্ন হইবে যবে ত্রিদশের নাথ।
পাণ্ডবে জিনিতে বর মাগিব পশ্চাৎ॥
এত বলি হিমালয় পর্ব্বতেতে গেল।
শুচি হৈয়া মন আত্মা সংযত করিল॥
নিয়ম করিয়া নিত্য করে নানা ক্লেশ।
তপ আরম্ভিল করি হরের উদ্দেশ॥
তপস্যায় বৎসরেক করে মহাক্লেশ।
কঠোর তপেতে বশ হৈলেন মহেশ॥
জানিয়া একান্ত ভক্তি দেব মহেশ্বর।
মায়াদেহ ধরে হর বিপ্র কলেবর॥
যথা জয়দ্রথ আছে হিমালয় গিরি।
তাহার নিকটে চলিলেন ত্রিপুরারি॥
সমাধি করিয়া রাজা আছয়ে মননে।
নিমগ্ন করিয়া চিত্ত হরের চরণে॥
হেনকালে ডাকি তারে বলে মহেশ্বর।
তপস্যা ত্যজহ রাজা মাগ ইষ্টবর॥
এত শুনি জয়দ্রথ উঠিল কৌতুকে।
অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণমূর্ত্তি দেখিল সম্মুখে॥
বিস্মিত হইয়া কহে তুমি কোন্ জন।
মহেশ কহেন আমি দেব পঞ্চানন॥
রাজা বলে তুমি যদি দেব বিশ্বনাথ।
তোমার যে নিজমূর্ত্তি ভুবনে বিখ্যাত॥
কৃপা করি সেই মূর্ত্তি করহ প্রকাশ।
তবে যে আমার মনে হইবে বিশ্বাস॥

ভক্ত জানি নিজরূপ ধরিলেন হর।
রজত পর্ব্বত জিনি দীপ্ত কলেবর॥
কটিতটে ফণীন্দ্র আটনি বাঘছাল।
শিরে জটা বিভূতি ভূষণ অঙ্গভাল॥
বাম করে শোভে শৃঙ্গ দক্ষিণে ডমরু।
দেখিয়া এমত রূপ বাঞ্ছাকল্পতরু॥
আপনারে কৃতকৃত্য মানে মহাবল।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল ভূমিতল॥
অষ্টাঙ্গে লোটায় ধরি অভয় চরণ।
ভক্তিভাবে বহুবিধ করিল স্তবন॥
অনাথের নাথ তুমি কৃপার নিধান।
কৃপা করি নিজগুণে কর পরিত্রাণ॥
মহেশ কহেন রাজা মাগ ইষ্টবর।
শুনি জয়দ্রথ কহে যুড়ি দুই কর॥
আমারে অনাথ দেখি কৃপা কর যদি।
জিনিব পাণ্ডবে আজ্ঞা কর কৃপানিধি॥
এত শুনি শূলপাণি করেন উত্তর।
মনোনীত দেখি রাজা মাগ ইষ্টবর॥
জয়দ্রথ বলে অন্য বরে কার্য্য নাই।
জিনিব পাণ্ডবে আজ্ঞা করহ গোঁসাই॥
মহেশ বলেন তুমি নহ জ্ঞানযুত।
পুনঃ পুনঃ কি কারণে কহ অসঙ্গত॥
পাণ্ডব ভুবনজয়ী শুন মহামতি।
তাহারে জিনিতে পারে কাহার শকতি॥
মনুষ্য জানিয়া তুমি করহ অবজ্ঞা।
আমিত তোমার মত নহি হীনপ্রজ্ঞা॥
প্রয়োজন নাহি আর কহিয়া বিস্তর।
যাহা ইচ্ছা নরপতি মাগ ইষ্টবর॥
আপনার ইষ্ট যে সে শিবের অনিষ্ট।
স্পষ্ট বুঝি পুনঃ কহে জয়দ্রথ দুষ্ট॥
এখনি জানিনু তুমি পাণ্ডবের সখা।
কি হেতু আসিয়া দিলে অধমেরে দেখা॥
যাহ প্রভু নিজ স্থানে করহ গমন।
প্রাণত্যাগ করিব করিনু নিরূপণ॥
বলিলেন ধূর্জ্জটি জঞ্জাল কর মিছা।
করিবে যে কর তবে আপনার ইচ্ছা॥
পরাণ ত্যজহ কিম্বা যাহা লয় মতি।
এই বর দিতে নাহি আমার শকতি॥
জয়দ্রথ পুনঃ বলে করহ গমন।
এথায় রহিয়া তবে কোন্ প্রয়োজন॥
নৃপতির এতেক বচন শুনি হর।
কৈলাসশিখরে যান দুঃখিত অন্তর॥
পুনর্ব্বার জয়দ্রথ আরম্ভিল তপ।
পাণ্ডবের পরাভব অন্তরেতে জপ॥
ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে করি অনাহার।
হেনমতে বৎসরেক গেল পুনর্ব্বার॥
জানিয়া একান্ত তবে নৃপ ভাব ভক্তি।
হরের রহিতে আর না হইল শক্তি॥
যথায় ভূপতি বসি করে তপক্লেশ।
সন্নিকটে পুনরপি আসিয়া মহেশ॥
রাজারে কহেন তপ কর কি কারণ।
চতুর্ব্বর্গ চাহ যাহে লয় তব মন॥
রাজ্য অর্থ বিদ্যা কিম্বা সন্ততি বৈভব।
যাহা চাহ তাহা লহ কি আছে দুর্ল্লভ॥
জয়দ্রথ বলে যদি তুমি বর দিবে।
নিশ্চয় আমার মন জিনিব পাণ্ডবে॥
ইহা বিনা অন্য বরে মম কার্য্য নাই।
বুঝিয়া বিধান এই করহ গোঁসাই॥
শুনিয়া কহেন শিব শুনহ পামর।
পৃথিবীতে কত শত আছে ইষ্টবর॥
ইহা ছাড়ি ইচ্ছা কর পরের হিংসন॥
বিশেষ পাণ্ডব তাহে নহে অন্যজন॥
বিশেষ অর্জ্জুন নামে তাহে একজন।
তাহার মহিমা বল জানে কোন্‌জন॥
পরম পুরুষ যেই ব্রহ্ম সনাতন।
দুই দেহ ধরিলেন নিজে নারায়ণ॥
বিশেষ ধরিতে পৃথিবীর মহাভার।
নর নারায়ণ রূপে পূর্ণ অবতার॥
নররূপ ধরি পার্থ কুন্তীর নন্দন।
যদুকুলে গোবিন্দ আপনি নারায়ণ॥
মহামদে অন্ধমতি না জান কারণ।
এদিগে জিনিতে বর দিবে কোন্‌জন॥

হইবে গোবিন্দ যবে অর্জ্জুনের পক্ষ।
বরে কিসে গণি আমি না হইব শক্য॥
তবে যদি একান্ত হল তোমার মন।
বিনা পার্থ সমরে জিনিবে চারিজন॥
রাজা বলে ভাল আজ্ঞা কৈলে দেবরাজ।
বিনা পার্থ জিনি অন্যে মম কিবা কাজ॥
একান্ত যদ্যপি কৃপা আছয়ে আমায়।
আজ্ঞা কর জিনি যেন সহ ধনঞ্জয়॥
জীবন সফল তবে পূর্ণ হবে আশ।
এত শুনি কহিলেন পুনঃ কৃত্তিবাস॥
বড় বংশে জন্মি তোর হীন বুদ্ধি হয়।
কি কারণে কর রাজা অসৎ আশ্রয়॥
অর্জ্জুন অজেয় জান এ তিন ভুবনে।
সুরাসুর নাগ আদি আমা সবা জনে॥
আমার একান্ত ভক্ত পার্থ আদি বীর।
অভেদ অর্জ্জুন আমি একই শরীর॥
বিশেষ আমার মিত্র প্রধান যাদব।
তাহার প্রধান সখা তৃতীয় পাণ্ডব॥
আর ইন্দ্রদেব হৈতে লভিয়াছে জন্ম।
ত্রিভুবনে সুবিখ্যাত অর্জ্জুনের কর্ম্ম॥
জিনিতে নারিবে রাজা কভু হেন জনে।
উপায় করিব এক তোমার কারণে॥
অভিমন্যু পুত্র তার বড় বলবান।
কৃষ্ণের ভাগিনা প্রিয় প্রাণের সমান॥
জিনিবে সমরে তারে দিলাম এ বর।
বিমুখ করিবে আর চারি সহোদর॥
আত্মা হৈতে পুত্র হয় শাস্ত্রে হেন কয়।
অভিমন্যু বধিলে মরিবে ধনঞ্জয়॥
আর দেখ অবধ্য পাণ্ডব পঞ্চজন।
অস্ত্রাঘাতে কদাচিত নহিবে মরণ॥
কি কর্ম্ম করিবে তবে করিয়া বিমুখ।
চিরকাল পুত্রশোকে পাইবেক দুঃখ॥
এত শুনি সন্তুষ্ট হইয়া নরপতি।
চরণে ধরিয়া বহু করিল প্রণতি॥
কৈলাসশিখরে তবে যান মহেশ্বর।
জয়দ্রথ যায় তবে হস্তিনানগর॥

জয়দ্রথের হস্তিনায় আগমন

হেথায় কৌরবপতি চিন্তাকুল হৈয়া।
নিত্য অনুতাপ করে মন্ত্রিগণ লৈয়া॥
রাজা বলে কহ মোরে যত মন্ত্রিগণ।
জয়দ্রথ রাজার বিলম্ব কি কারণ॥
কেহ বলে জয়দ্রথ গেল বহুদিন।
কি কর্ম্মে হইবে শক্য বল বুদ্ধিহীন॥
কেহ বলে পাণ্ডব দেখিল জয়দ্রথে।
নিশ্চয় ত্যজিল প্রাণ ভীম বজ্রহাতে॥
এইমতে চিন্তাকুল আছে নরপতি।
হেনকালে জয়দ্রথ আইল দুর্ম্মতি॥
নিরখিয়া ভূপতির আনন্দ প্রচুর।
সভাশুদ্ধ নরপতি গেল কতদূর॥
বহুকাল পরে পেয়ে বন্ধু দরশন।
পরস্পর আনন্দে করিলা আলিঙ্গন॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা আনন্দিত মনে।
হাতে ধরি বসাইল নিজ সিংহাসনে॥
বসিয়া কৌতুকে দোঁহে কথোপকথন।
রাজা বলে এতেক বিলম্ব কি কারণ॥
নিবেদিল জয়দ্রথ দুঃখ আপনার।
পূর্ব্বাপর আদ্যোপান্ত যত সমাচার॥
শুনি জয়দ্রথ মুখে সব বিবরণ।
হরিষ বিষাদ মনে রহে দুর্য্যোধন॥
দুর্য্যোধন বলে আমি চিন্তা করি মিছা।
হইবে অবশ্য যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা॥
অকারণে চিন্তা করি নাহি প্রয়োজন।
বিধির নির্ব্বন্ধ হয় যখন যেমন॥
সভা ভাঙ্গি নিজস্থানে গেল সর্ব্বজন।
দুঃখমনে নিজ গৃহে রহে দুর্য্যোধন॥

যুধিষ্ঠিরের নিকটে মার্কণ্ডেয় মুনির আগমন।

জন্মেজয় বলে মুনি কহ অতঃপর।
কোন্ কর্ম্ম করিলেক পঞ্চ সহোদর॥

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
আশ্রমেতে আসিলেন ভাই পঞ্চজন॥
সমাপ্ত করিয়া কর্ম্ম নিত্য নিয়মিত।
ভোজনান্তে বসিলেন সকলে দুঃখিত॥
হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটন।
মার্কণ্ডেয় মুনি করিলেন আগমন॥
মুনিরে দেখি সম্ভ্রমে উঠি পঞ্চজনে।
প্রণিপাত করিলেন মুনির চরণে॥
আশীর্ব্বাদ করি বসে মার্কণ্ডেয় মুনি।
আর সবে প্রণমিল লোটায়ে ধরণী॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন করি নিবেদন।
কহ মুনি এ স্থানে কি জন্য আগমন॥
মুনি বলে ইচ্ছা হল তোমা দরশনে।
এই হেতু মম আগমন কাম্যবনে॥
ধর্ম্ম বলিলেন ভাগ্য ছিল যে আমার।
সেই হেতু নিজে প্রভু কৈলে আগুসার॥
এইরূপে নানাবিধ কথোপকথনে।
বসিলেন মহানন্দে সবে যোগ্যস্থানে॥
মহা অভিমান মনে রাজা যুধিষ্ঠির।
বিরস বদনে বসিলেন নম্রশির॥
দেখিয়া মুনির মনে জন্মিল বিস্ময়।
সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে কহ ধর্ম্মের তনয়॥
অভিপ্রায় বুঝি তব চিত্ত উচাটন।
মলিন বদন দেখি নিরানন্দ মন॥
বহু দুঃখ পাইয়াছ অল্প আছে শেষ।
অতঃপর অচিরে পাইবে রাজ্যদেশ॥
কত শত দুঃখ সহিয়াছ নিজ অঙ্গে।
তথাচ থাকিতে নানা কথার প্রসঙ্গে॥
পাপরূপ চিন্তা হয় বহু দোষ ধরে।
সুবুদ্ধি পণ্ডিত জনে মতি লোপ করে॥
বহু দুঃখে চিন্তা নাহি কর সে কারণে।
তাহা বুঝাইব কত তোমা হেন জনে॥
চিরদিনে আইনু তোমার দরশনে।
দুঃখিত দেখিয়া অতি দুঃখ হয় মনে॥
রাজা বলিলেন কিবা কহ মুনিবর।
আমা সম দুঃখী নাহি ত্রৈলোক্য ভিতর।
না হইল না হইবে আমার সমান।
উত্তম মধ্যমাধমে দেখহ প্রমাণ॥
বড় বংশে জন্মিলাম পূর্ব্ব ভাগ্য ফলে।
পিতৃহীনে বিধি দুঃখ দিল অল্পকালে॥
পরান্নে বঞ্চিনু কাল পরের আলয়।
না জানিনু দুঃখ অতি অজ্ঞান সময়॥
ছল করি যে কর্ম্ম করিল দুষ্টগণে।
পাইনু যতেক দুঃখ জানহ আপনে॥
সে দুঃখ ভুঞ্জিয়া যেই তুলিলাম মাথা।
এমন সংযোগ আনি করিল বিধাতা॥
ছলেতে লইল দুষ্ট রাজ্য অধিকার।
আমার নিযুক্ত হৈল বৃক্ষতলা সার॥
রাজপুত্র হতভাগ্য মোরা পঞ্চজনে।
চিরকাল দুঃখেতে বঞ্চিলাম কাননে॥
আমা সবাকার দুঃখ নাহি করি মনে।
ভ্রমিব কর্ম্মের ফলে বিধির ঘটনে॥
রাজপত্নী হয়ে কৃষ্ণা সমান দুঃখিতা।
মহারণ্যে ভ্রমে যেন সামান্যা বনিতা॥
নারী মধ্যে এমত নাহিক সুশিক্ষিতা।
দান ধর্ম্ম শিল্পকর্ম্ম করণে দীক্ষিতা॥
যেন রূপ তেন গুণ একই সমান।
কতবার মহাকষ্টে কৈল পরিত্রাণ॥
নিজ দুঃখে দুঃখী নাহি হই তপোধন।
দ্রৌপদীর দুঃখেতে কাতর অতি মন॥
বিশেষ অপূর্ব্ব শুন আজিকার কথা।
শূন্যালয় দেখিয়া আইল জয়দ্রথা॥
রন্ধনে আছিল কৃষ্ণা দেখি শূন্য ঘরে।
হরিয়া লইতেছিল হস্তিনানগরে॥
তেমনি ধাইনু পথে পঞ্চ সহোদর।
চক্ষুর নিমেষে তবে ধরি বৃকোদর॥
ধরিয়া তাহারে চুলে করিল লাঞ্ছনা।
পরাণ রাখিল মাত্র শুনি মম মানা॥
কেবল তোমার মুনি চরণ প্রসাদে।
নিমেষেকে উদ্ধার করিনু অপ্রমাদে॥
এইমাত্র আশ্রমে আইনু পঞ্চজনে।
সে কারণে বসে আছি নিরানন্দ মনে॥

বড়ই অসহ্য বজ্র নারীর হরণ।
ইহার হইতে শ্রেষ্ঠ শতাংশে মরণ॥
আজন্ম পাইনু দুঃখ নাহি পরিমাণ।
নাহিক না হবে দুঃখী আমার সমান॥
যুধিষ্ঠির রাজার এতেক বাক্য শুনি।
ঈষৎ হাসিয়া তবে কহে মহামুনি॥
কহিলা যতেক কথা ধর্ম্মের নন্দন।
দুঃখ হেন বলিয়া না লয় মম মন॥
কি দুঃখ তোমার রাজা অরণ্য ভিতর।
ইন্দ্র চন্দ্র তুল্য সঙ্গে চারি সহোদর॥
বিশেষ সংহতি যার যাজ্ঞসেনী নারী।
মহিমা কহিতে যার আমি নাহি পারি॥
এতেক ব্রাহ্মণ নিত্য করাও ভোজন।
তুমি যদি বনবাসী গৃহী কোন্ জন॥
দয়া সত্য ক্ষমা শান্তি নিত্য দান ধর্ম্ম।
পৃথিবী ভরিয়া রাজা তোমার সুকর্ম্ম॥
নিশ্চয় কহিনু এই লয় মম মন।
বসুমতী-পতি যোগ্য তুমি সে ভাজন॥
আর যে কহিলা তুমি দুষ্ট জয়দ্রথে।
দ্রৌপদী লইতেছিল হস্তিনার পথে॥
নারীকে এতেক কষ্ট কেহ নাহি পায়।
কিছু দুঃখ নাহি মনে আমার তাহায়॥
পর নয় জয়দ্রথ বন্ধু যারে বলি।
হস্তিনা আপন রাজ্য কুটুম্ব সকলি॥
সবে গিয়া উদ্ধারিলা হস্তিনা না যায়।
এ কোন্ কৃষ্ণার দুঃখ মম অভিপ্রায়॥
দ্রৌপদী হইতে শত গুণেতে দুঃখিতা।
লক্ষ্মীরূপা জনক-নন্দিনী নাম সীতা॥
অনাদি পুরুষ যাঁর প্রভু নারায়ণ।
হরিয়া লইল তাঁরে লঙ্কার রাবণ॥
দশমাস ছিল বন্দী অশোক কাননে।
নিত্য নিত্য প্রহার করিত চেড়ীগণে॥
তবে রাম মারিয়া রাক্ষস দুরাচার।
মহাক্লেশে করিলেন সীতার উদ্ধার॥
দ্রৌপদী হইতে সীতা দুঃখিতা বিখ্যাত।
যারে তারে জিজ্ঞাসহ কেনা আছে জ্ঞাত
চতুর্দ্দশ বৎসর বনেতে মহাক্লেশে।
জটা বস্ক পরিধান তপস্বীর বেশে॥
দশমাস মহাকষ্ট রামের বিচ্ছেদ।
কি দুঃখ কৃষ্ণার রাজা কেন কর খেদ॥
মার্কণ্ডেয় মুখে এত শুনিয়া বচন।
জিজ্ঞাসা করেন তবে ধর্ম্মের নন্দন॥
নিবেদন করি মুনি কর অবধান।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান॥
জন্মিলেন কি হেতু মর্ত্ত্যেতে নারায়ণ।
কিমতে তাঁহার সীতা হরিল রাবণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

জয় বিজয়ের অভিশাপ ও হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপুর জন্ম এবং হিরণ্যাক্ষ বধ।

ইহা কহিলেন যদি ধর্ম্মের নন্দন।
কৃপাবশে কহিতে লাগিল তপোধন॥
শুন যুধিষ্ঠির ধর্ম্মসুত নৃপমণি।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই অপূর্ব্ব কাহিনী॥
যবে সত্যযুগ আসি করিল প্রবেশ।
বৈকুণ্ঠে ছিলেন প্রভু দেব হৃষীকেশ॥
দ্বার রক্ষা হেতু ছিল উভয় কিঙ্কর।
জ্যেষ্ঠ জয় বিজয় কনিষ্ঠ সহোদর॥
ব্রাহ্মণের দ্বার রোধ নহে কদাচন।
একদিন দেখ রাজা দৈবের ঘটন॥
ব্রাহ্মণ যাইতেছিল কৃষ্ণ সম্ভাষণে।
বেত্র দিয়া দ্বারে তাঁরে রাখে দুইজনে॥
দোঁহাকার কর্ম্ম দেখি দ্বিজের সন্তাপ।
পৃথিবীতে জন্ম দোঁহে দিল এই শাপ॥
বজ্রতুল্য দ্বিজবাক্য শুনি দুইজন।
দুঃখিত চলিল যথা প্রভু নারায়ণ॥
কহিল শাপের কথা করিয়া বিশেষ।
কহিলেন শুনি তবে দেব হৃষীকেশ॥

আমা হৈতে শতগুণে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর।
হইল তাঁহার মুখে অলঙ্ঘ্য উত্তর ॥
কাহার শকতি তাহা করিতে হেলন।
ক্ষিতিমধ্যে অবশ্য জন্মিবে দুইজন ॥
শুনিয়া নিষ্ঠুর কথা ঈশ্বরের মুখে।
জিজ্ঞাসা করিল দোঁহে অতিশয় দুঃখে ॥
কিরূপে হইবে শান্তি জন্মিব কোথায়।
আজ্ঞা কর শীঘ্র পাই যাহাতে তোমায় ॥
গোবিন্দ বলেন জন্ম লহ মর্ত্ত্যলোকে।
কহি এক উপযুক্ত উপায় দোঁহাকে ॥
মোর মিত্রভাবে জন্ম ধর গিয়া যদি।
ভ্রমণ করিবে সপ্ত জনম অবধি ॥
শত্রুরূপে হিংসা যদি করহ আমার।
গর্ভের যন্ত্রণা মাত্র তিন জন্ম সার ॥
চিন্তা না করিহ কিছু আমার হিংসনে।
আমিহ জন্মিব গিয়া ভক্তের কারণে ॥
যদি দোঁহে জন্ম লবে শুন বারে বারে।
শাপান্ত করিব আমি তিন অবতারে ॥
এতেক প্রভুর মুখে শুনিয়া উত্তর।
মর্ত্ত্যেতে জন্মিল দোঁহে দুঃখিত অন্তর ॥
হেনকালে আশ্চর্য্য শুনহ আর কথা।
দক্ষের নন্দিনী দিতি কশ্যপ-বনিতা ॥
পুত্রকাম্য করি গেল স্বামীর গোচর।
সায়ংসন্ধ্যা করিবারে যায় মুনিবর ॥
দিতি বলে পশ্চাৎ করিও সন্ধ্যা তুমি।
আজ্ঞা কর পুত্রকাম্যে আইলাম আমি ॥
মুনি বলে হৈল এই রাক্ষসী সময়।
ইথে পুত্র জন্ম হৈলে কভু ভাল নয় ॥
দিতি বলে মুনিরাজ নহিলে না হয়।
মানস করহ পূর্ণ জন্মাহ তনয় ॥
হেনমতে এ কথা কহেন যদি দিতি।
পুত্রবর দিয়া মুনি কহে দুঃখমতি ॥
মুনি বলে না শুনিলে আমার বচন।
হইবে অবশ্য তব যুগল নন্দন ॥
মহাবল পরাক্রম আমার ঔরসে।
কিন্তু তারা দুষ্ট হবে সময়ের দোষে ॥
ধর্ম্মপথ বিরোধি জিনিবে ত্রিভুবন।
দেখিয়া দেবের দুঃখ প্রভু নারায়ণ ॥
অবতরি নিজ হস্তে বধিবে দোঁহাকে।
তুমিহ পরম দুঃখ পাবে পুত্রশোকে ॥
এতেক বলিল মুনি ভবিষ্য উত্তর।
নিজালয়ে গেল দিতি দুঃখিত অন্তর ॥
মুনির ঔরসে রাজা দিতির গর্ভেতে।
জয় বিজয়ের জন্ম হৈল হেনমতে ॥
যথাকালে প্রসব হইলা দাক্ষায়ণী।
প্রত্যক্ষ হইল যত মুনির কাহিনী ॥
জন্মকালে হৈল তবে বিবিধ উৎপাত।
ধরণী কাঁপিল শব্দে সঘনে নির্ঘাত ॥
প্রাতঃকাল হৈতে যেন বাড়ে দিনকর।
জন্মমাত্র হৈল মত্ত মহাবলধর ॥
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু দুইজন।
ধর্ম্মপথ বিরোধিতে করিলেক মন ॥
যজ্ঞ নষ্ট করিয়া হিংসিল দেবগণে।
ইন্দ্রপদ লইয়া বসিল সিংহাসনে ॥
একত্র হইয়া তবে যত দেবগণে।
নিজ দুঃখ জানাইল বিধাতার স্থানে ॥
অতি দুঃখ পান ব্রহ্মা দেব দুঃখ শুনি।
আশ্বাসিয়া কহিলেন তবে পদ্মযোনি ॥
ভয় না করিহ সবে যাহ যথাস্থানে।
পূর্ব্বেতে বিচার আমি করিয়াছি মনে ॥
অখিল দেবের গতি দেব নারায়ণ।
তাঁহা বিনা নিস্তারিতে আছে কোন্ জন
আমার বচনে ঘরে যাহ সর্ব্বজন।
শুনিয়া আনন্দে সবে করিল গমন ॥
অপূর্ব্ব শুনহ তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
যুদ্ধ হেতু দৈত্যপতি হইল অস্থির ॥
সুরাসুর সবে জিনি যত ত্রিভুবনে।
হেনজন নাহি যুদ্ধ করে তার সনে ॥
যুদ্ধ বিনা রহিতে না পারে দৈত্যপতি।
মল্লযুদ্ধ করে হীনবলের সংহতি ॥
হিরণ্যকশিপু ভ্রাতে রাখি সিংহাসনে।
আপনি চলিল রাজা যুদ্ধ অন্বেষণে ॥

মহাপরাক্রমে ধায় গদা লয়ে হাতে।
দৈবযোগে নারদ সহিত দেখা পথে ॥
মুনি দেখি জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয়।
কার সনে যুদ্ধ করি কহ মহাশয় ॥
নারদ বলেন তব সম যোদ্ধা হরি।
দৈত্য বলে তাহারে কোথায় চেষ্টা করি ॥
কহ মুনি কোথা তার পাব দরশন।
তোমার প্রসাদে তবে সুখে করি রণ ॥
নারদ বলেন তব বিক্রম বিশাল।
সেই ভয়ে লুকাইয়া আছেন পাতাল ॥
ধরিয়া বরাহমূর্ত্তি আছে দুঃখমনে।
শীঘ্র চল তথা যুদ্ধ কর তাঁর সনে ॥
শুনিয়া দৈত্যের পতি বিক্রমে বিশাল।
মুনিরাজে নমস্করি প্রবেশে পাতাল ॥
সেথায় দেখিল পরিপূর্ণ সব জল।
না পায় বিষ্ণুর দেখা চিন্তি মহাবল ॥
মহাক্রোধে জলেতে গদার বাড়ি মারে।
কহ হরি কোথা গেলে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
হেনকালে কৃপাসিন্ধু প্রভু নারায়ণ।
ভক্তের উদ্ধার হেতু দিল দরশন ॥
কতদূরে গর্জ্জিয়া করেন মহাশব্দ।
শুনিয়া দৈত্যের পতি হৈল মহাস্তব্ধ ॥
মহাক্রোধে ধায় বীর গদা লয়ে হাতে।
দৈবাৎ বরাহ সহ দেখা হল পথে ॥
হিরণ্যাক্ষ বলে কি এ তোমার গর্জ্জন।
শুনিয়া কম্পিত এ ত্রিভুবনের জন ॥
নহে বা এমন দর্প হেথা কেবা করে।
নিশ্চয় মরিবি আজি আমার প্রহারে ॥
বাক্যযুদ্ধ হল আগে পরে গালাগালি।
পশ্চাতে করিল যুদ্ধ দুই মহাবলী ॥
বিশেষ প্রকারে যুদ্ধ হৈল বহুতর।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহিতে বিস্তর ॥
তথায় লইয়া দুষ্ট দৈত্যের পরাণ।
কামরূপী বরাহ রহেন যথাস্থান ॥
অনেক বিলম্ব দেখি যত পুরজন।
ভাবিত হইল সবে না বুঝি কারণ ॥
কনিষ্ঠ আছিল তার অমরের রিপু।
সিংহাসনে মহারাজ হিরণ্যকশিপু ॥
ভ্রাতার বিলম্ব দেখি চিন্তাকুল মন।
হেনকালে উপনীত ব্রহ্মার নন্দন ॥
নারদে দেখিয়া দৈত্য আনন্দিত মনে।
হাতে ধরি বসাইল রত্নসিংহাসনে ॥
মুনিরাজে জিজ্ঞাসিল ভ্রাতার বারতা।
নারদ কহিল রাজা শুন তার কথা ॥
যুদ্ধ হেতু তব ভ্রাতা ভ্রমি বহুকাল।
যোদ্ধা না দেখিয়া পাছে প্রবেশে পাতাল
পূর্ব্বে ক্ষিতি উদ্ধার করিতে দেব হরি।
দেবকার্য্য সাধিলা বরাহ রূপ ধরি ॥
দৈবযোগে তাঁর সহ দেখা রসাতলে।
দারুণ হইল যুদ্ধ দুই মহাবলে ॥
তাঁর ঠাঁই হিরণ্যাক্ষ হইল নিধন।
এতদিন না জান এ সব বিবরণ ॥
শুনিয়া দৈত্যের পতি পায় বড় শোক।
কহিয়া নারদ চলিলেন ব্রহ্মলোক ॥
দৈত্যপতি বলে মম খণ্ডিল বিস্ময়।
বিষ্ণু যে আমার শত্রু জানিনু নিশ্চয় ॥
তাহা বিনা হিংসা না করিব অন্যজনে।
পাইব তাহার দেখা ধর্ম্মের হিংসনে ॥
এতেক বিচারি দৈত্য করি বড় ক্রোধ।
যথা ধর্ম্ম যথা যজ্ঞ করয়ে বিরোধ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে সবার হৈল ভয়।
নিস্তেজ হইল সবে গণিয়া প্রলয় ॥
কত দিনান্তেরে রাজা শুন বিবরণ।
প্রহ্লাদ নামেতে তার জন্মিল নন্দন।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

প্রহ্লাদ-চরিত্র

শুন রাজা যুধিষ্ঠির রাজা অপূর্ব্ব কথন।
প্রহ্লাদ নামেতে তার জন্মিল নন্দন ॥
দিনে দিনে হৈল শিশু মহাজ্ঞানবান।
বৈষ্ণবেতে নাহি কেহ তাহার সমান ॥

নারায়ণ পরায়ণ শান্ত শুদ্ধমতি।
তাহার পরশেতে পবিত্র বসুমতী ॥
পুত্রের চরিত্র দেখি দুঃশিত অন্তরে।
নিযুক্ত করিল গুরু পড়াইতে তারে ॥
আশ্চর্য্য শুনহ বলি তার বিবরণ।
পাঠশালে গুরু বসি থাকে যতক্ষণ ॥
কেবল রাখিয়া মাত্র পুস্তকেতে দৃষ্টি।
মনে মনে জপে নিজ নারায়ণ ইষ্টি ॥
কার্য্য হেতু গুরু যবে যায় যথা তথা।
তবে শিশুগণে ডাকি কহে এই কথা ॥
শুন ভাই এই পাঠে কোন্ প্রয়োজন।
না জানহ পরম শত্রু আছে শমন ॥
তরিয়া যাইতে আর নাহিক উপায়।
কৃষ্ণপদে রাখ চিত্ত কারো নাহি দায় ॥
এমত প্রকারে নিত্য কহে শিশুগণে।
আর দিন তারা সবে কহিল ব্রাহ্মণে ॥
শুনিয়া শিষ্যের কথা গুরু ধায় বেগে।
প্রহ্লাদ চরিত্র কহে নৃপতির আগে ॥
বিপ্র বলে শুন রাজা হইল প্রমাদ।
সকল করিল নষ্ট তোমার প্রহ্লাদ ॥
যতেক পড়াই আমি তাহে নাহি মন।
অনুক্ষণ জপে বিষ্ণু রাম নারায়ণ ॥
কৃষ্ণ বিনা তার আর নাহি মনোরথ।
সর্ব্ব বালকে লওয়াইল সেই পথ ॥
এতেক বৃত্তান্ত যদি ব্রাহ্মণ কহিল।
ক্রোধভরে নৃপতি পুত্রেরে ডাকাইল ॥
জিজ্ঞাসিল কহ বাপু বিচার কেমন।
আমার পরম শত্রু সেই নারায়ণ ॥
কেবা সেই বিষ্ণু তার চিন্তা কর বৃথা।
অধ্যাপক ব্রাহ্মণের নাহি শুন কথা ॥
শিশু বলে এই কথা পড়িলে কি হবে।
অনিত্য সংসার পিতা কেমনে তরিবে ॥
না জান পরম শত্রু আছে যে শমন।
ইথে কে করিবে রক্ষা বিনা নারায়ণ ॥
অখিল সংসার মাঝে যত চরাচর।
সেই নারায়ণ সর্ব্বভূতের ঈশ্বর ॥
এ তিন ভুবনে আছে যাঁহার নিয়ম।
তাঁহার আশ্রয় নিলে কি করিবে যম ॥
আমার পরম বিদ্যা সেই দেব হরি।
যাঁর নামে অশেষ বিপদ হৈতে তরি ॥
তাহা ছাড়ি অন্য পাঠ পড়ে যেইজন।
অমৃত ছাড়িয়া করে গরল ভক্ষণ ॥
শুনিয়া পুত্রের মুখে এতেক ভারতী।
মহাক্রোধে কহিতে লাগিল দৈত্যপতি ॥
মোর বংশে হৈল এই দুষ্ট দুরাশয়।
কাষ্ঠের ভিতরে যথা থাকে ধনঞ্জয় ॥
জন্মিলে পুড়িয়া কাষ্ঠে করে ছারখার।
তেমনি জন্মিল দুষ্ট কুপুত্র আমার ॥
আমার শত্রুর গুণ গায় অবিরত।
আত্মপক্ষ ত্যজি হয় পর অনুগত ॥
না রাখিহ এই শিশু মারহ তৎকাল।
বিলম্ব হইলে বহু বাড়িবে জঞ্জাল ॥
রাজার শ্রীমুখে শুনি যত দৈত্যগণ।
চতুর্দ্দিকে ধরি সবে করে প্রহরণ ॥
একে একে করিল সকলে অস্ত্রাঘাত।
কিছুতেই না হইল তাহার নিপাত ॥
বিস্ময় মানিয়া পুত্রে ডাকে দৈত্যপতি।
জিজ্ঞাসিল কেমনে পাইলে অব্যাহতি ॥
এখন করহ ত্যাগ শত্রুগণ কথা।
নিজ শাস্ত্র অধ্যয়ন করহ সর্ব্বথা ॥
প্রহ্লাদ কহিল মোরে রাখিলেন হরি।
হরি সখা থাকিতে কে হয় মম অরি ॥
কত শিব কত ব্রহ্মা কত দেবদেবী।
না পায় তাঁহার অন্ত বহুকাল সেবি ॥
আমার পরম ব্রহ্ম তাঁহার চরণ।
অন্য পাঠ পঠনেতে নাহি প্রয়োজন ॥
এত শুনি মহাক্রোধে দৈত্যের ঈশ্বর।
কহে শিশু মার আনি দন্তাল কুঞ্জর ॥
প্রহ্লাদে বেড়িল আসি যতেক বারণ।
আজ্ঞামাত্র ধরিল যতেক দৈত্যগণ ॥
অঙ্কুশ আঘাতে দন্ত দিল দন্তীগুলী।
অঙ্গে ঠেকি ভাঙ্গে যেন সুকোমল মূলা ॥

বিস্ময় মানিয়া রাজা জিজ্ঞাসে বৃত্তান্ত।
কহ পুত্র কিমতে ভাঙ্গিল গজদন্ত॥
শিশু বলে কুম্ভিদন্ত বজ্রের সমান।
কেমনে ভাঙ্গিব আমি নহি বলবান॥
একান্ত আছয়ে যার নারায়ণে মতি।
তাহার করিতে মন্দ কাহার শকতি॥
শুনিয়া দৈত্যের পতি অতি দুঃখ মনে।
ডাকিয়া আনিল যত অনুচরগণে॥
যেইরূপে পার শীঘ্র মার এই পাপ।
ইহার জীবনে বড় পাইব সন্তাপ॥
ইহা শুনি যত দৈত্য প্রহ্লাদে লইল।
বিষম অনল জ্বালি তাহাতে ফেলিল॥
কৃষ্ণ বলি অনলে পড়িবা মাত্র শিশু।
শীতল হইল বহ্নি না হইল কিছু॥
দেখিয়া যতেক দৈত্য দুঃখিত অন্তর।
নিকটে পর্ব্বত ছিল অতি উচ্চতর॥
সবে মেলি পর্ব্বতোপরে শিশুরে তুলি।
অবনীমণ্ডলে তারে ফেলাইল ঠেলি॥
পড়ে শিশু নারায়ণ চিন্তিয়া অন্তরে।
বালক শুইল যেন তুলার উপরে॥
দেখিয়া দৈত্যের পতি চিন্তাকুল মনে।
নিকটে ডাকিয়া তবে যত মন্ত্রিগণে॥
সংহার করিতে শিশু দিল তার হাতে।
কতেক প্রহার করে নারিল বধিতে॥
তবে রাজা নিকটে ডাকিয়া মল্লগণে।
ক্রীড়াযুদ্ধ আরম্ভিল বধিতে নন্দনে॥
প্রহ্লাদে মারিতে কৈল যজ্ঞ আরম্ভণ।
তাহাতে হইল দগ্ধ সকল ব্রাহ্মণ॥
তবেত দেখিয়া শিশু দ্বিজের মরণ।
পরিত্রাহি ডাকে রক্ষা কর নারায়ণ॥
এইত ব্রাহ্মণ হয় তোমার শরীর।
ইহার মৃত্যুতে আমি হইনু অস্থির॥
তবে যদি ব্রাহ্মণ না হইবে সজীব।
অগ্নিতে প্রবেশ করি আমিহ মরিব॥
এরূপে অনেক শিশু করিল স্তবন।
ভক্ত দুঃখ দেখি তবে দেব নারায়ণ॥

জীয়াইয়া দিলেন সে সকল ব্রাহ্মণে:
দেখিয়া প্রহ্লাদ হৈল কুতূহলী মনে॥
দৈত্যপতি শুনিয়া সকল সমাচার॥
না জানিয়া মূঢ়মতি বলে পুনর্ব্বার॥
যাহ সবে যত্নেতে আনহ কালসাপ।
দংশিয়া মারুক আজি কুলাঙ্গার পাপ॥
রাজার আজ্ঞায় যায় যত দৈত্যগণ।
ভুজঙ্গ আনিয়া দিল করিতে দংশন॥
পরম বৈষ্ণব তেজ শিশুর শরীরে।
তাহাতে সে সব তেজ কি করিতে পারে
পাষাণ বান্ধিয়া তবে প্রহ্লাদের গলে।
ক্রোধমনে ফেলাইল সমুদ্রের জলে॥
শিশুর সম্ভ্রম কিছু নহিল তাহায়।
নিমগ্ন করিয়া চিত্ত গোবিন্দের পায়॥
ডাকিয়া বলিল শিশু রাখহ সঙ্কটে।
তোমার কিঙ্কর মরে দুষ্টের কপটে॥
অবশ্য মরণ নাথ দুঃখ নাহি তায়।
সবে মাত্র ভজিতে না পেনু রাঙ্গা পায়॥
এরূপ অনেক মতে করিল স্তবন।
জানিয়া সেবক দুঃখ দেব নারায়ণ॥
পাষাণ ভাসিল জলে কৃষ্ণের কৃপায়।
বিষ্ণুভক্ত জনে কভু নাহিক সংশয়॥
তাহা অবলম্ব করি আপনার সুখে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপে শিশু পরম কৌতুকে॥
জানিয়া একান্ত ভক্ত দেব দামোদর।
ভক্তের অধীন প্রভু আসিয়া সত্বর॥
কোলে করি আলিঙ্গন করেন তাহায়।
পদ্মহস্ত বুলাইলেন প্রহ্লাদের গায়॥
কহিলেন প্রহ্লাদে মাগহ ইষ্টবর।
শুনিয়া কহিল শিশু যুড়ি দুই কর॥
যাহারে এতেক দয়া আছয়ে তোমার।
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ তার বর কোন্ ছার॥
তবে যদি বর দিবে অখিলের পতি।
কৃপা করি কর মম পিতার সদ্গতি॥
শুনিয়া শিশুর মুখে এতেক বচন।
তুষ্ট হৈয়া গোবিন্দ দিলেন আলিঙ্গন॥

প্রহ্লাদে কহেন তুমি শরীর আমার।
মম ভোগ সুখ দুঃখ সকলি তোমার॥
উদ্ধার করিব আমি তোমার জনকে।
নিজালয়ে গমন করহ তুমি সুখে॥
দুষ্ট দৈত্যগণে তুমি না করিহ ভয়।
যথা তুমি তথা আমি জানিবা নিশ্চয়॥
এত বলি বৈকুণ্ঠে গেলেন দৈত্যরিপু।
চর জানাইল যথা হিরণ্যকশিপু॥
শুন রাজা তোমার পুত্রের সমাচার।
ভাসিল পাষাণ জলে সহিত তাহার॥
নানাবিধ যন্ত্রণা দিলাম মোরা সবে।
না জানি পাইল প্রাণ কাহার প্রভাবে॥
শুনিয়া চরের মুখে এতেক বচন।
নিকটে ডাকিল দৈত্য আপন নন্দন॥
বিনাশকালেতে বুদ্ধি বিপরীত হয়।
চরগণে আদেশিয়া পুত্রকে আনায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

নৃসিংহ অবতার ও হিরণ্যকশিপু নিধন।

নিকটে আনিয়া রাজা আপন সন্ততি।
মধুর বচনে কহে প্রহ্লাদের প্রতি॥
কহ পুত্র বিস্ময় হইল মম মনে।
এতেক বিপদে তোরে রাখে কোন্ জনে॥
শিশু বলে সর্ব্বভূতে যেই নারায়ণ।
সঙ্কট হইতে ভক্তে তারে সেইজন॥
নয়ন থাকিতে পিতা না হইও অন্ধ।
তোমায় কহিনু ঘুচাইয়া মনোধন্ধ॥
একান্ত হইয়া ভজ সেই কৃষ্ণপদ।
নষ্ট না করিহ পিতা এ সুখ সম্পদ॥
এত শুনি দৈত্যপতি কহিল পুত্রেরে।
কোথা আছে তোর বিষ্ণু কোন্‌রূপ ধরে॥
শিশু বলে আছে প্রভু সবার অন্তর।
অনন্ত যাঁহার গুণ বেদে অগোচর॥
আব্রহ্ম পর্য্যন্ত কীট সকল সংসারে।
আত্মারূপে বিরাজিত সবার ভিতরে॥
দৈত্য বলে বিষ্ণু আছে সবার হৃদয়।
সংসার বাহির পুত্র এই স্তম্ভ নয়॥
ইতিমধ্যে বিষ্ণু যদি থাকিবে সর্ব্বথা।
তবে সত্য জানিব তোমার সর্ব্ব কথা॥
প্রহ্লাদ কহিল মম শুন নিবেদন।
যত জীব তত শিব রূপে নারায়ণ॥
স্তম্ভ মধ্যে অবশ্য আছেন মম প্রভু।
অন্যথা আমার বাক্য না জানিবা কভু॥
শুনিয়া পুত্রের মুখে এতেক ভারতী।
নির্ণয় জানিতে তবে দৈত্যকুলপতি॥
হাতে খড়্গ লয়ে উঠে করি মহাদম্ভ।
মধ্যস্থানে হানিলেক স্ফটিকের স্তম্ভ॥
হেনকালে শুন রাজা অপূর্ব্ব কাহিনী।
ভক্ত বাক্য পালিবারে দেব চক্রপাণি॥
সেবকের বাক্য আর রাখিতে সংসার।
স্তম্ভমধ্যে আসি হরি হন অবতার॥
পূর্ব্বেতে ব্রহ্মার স্তবে যিনি নারায়ণ।
মনুষ্য শরীর আর সিংহের বদন॥
স্তম্ভ কাটি নিরখিয়া দেখে দৈত্যপতি।
দেখিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনন্ত আকৃতি॥
সুন্দর সিংহের মুখে মনুষ্য শরীর।
মুহূর্ত্তেকে স্তম্ভ হৈতে হইল বাহির॥
ক্রমে ক্রমে বাড়ে যেন প্রভাতের ভানু।
নরসিংহ বিস্তার করয়ে নিজ তনু॥
দেখিয়া বিরাটমূর্ত্তি রূপে দৈত্যঘটা।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল গিয়া দিব্য সিংহজটা॥
গভীর গর্জ্জিয়া কহে অট্ট অট্ট হাস।
শব্দ শুনি ত্রৈলোক্যমণ্ডলে হল ত্রাস॥
এমত প্রকারে রাজা দেব নরহরি।
মহাক্রোধে হিরণ্যকশিপু দৈত্যে ধরি॥
ঊরুমধ্যে রাখি তারে বিদারিয়া বুক।
মারেন দুরন্ত দৈত্য দেবের কৌতুক॥
মহামূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ার্ত্ত দেবগণ।
নির্ভয় প্রহ্লাদ মাত্র করিল স্তবন॥

কৃপা কর কৃপাসিন্ধু অনাথের নাথ।
ত্রৈলোক্য কাঁপিল শব্দ শুনিয়া নির্ঘাত
বিশেষ বিরাট মূর্ত্তি দেখিয়া তোমার।
সুরাসুর মূর্চ্ছিত মনুষ্য কোন্ ছার॥
সম্বরহ নিজ মূর্ত্তি দেখি লাগে ভয়।
কি কারণে কর প্রভু অকালে প্রলয়॥
হেনমতে কহে শিশু হইয়া বিকল।
অন্তর্য্যামী নারায়ণ জানিল সকল॥
শান্তমূর্ত্তি হইয়া কহেন ভগবান।
নহিল না হবে ভক্ত তোমার সমান॥
মহাভক্ত তুমি হও শরীর আমার।
চিরকাল কর সুখে রাজ্য অধিকার॥
একান্ত আমার ভক্তি না ছাড়িবে মনে।
তাপ না করিহ কিছু পিতার মরণে॥
জন্মিবে তোমার বংশে যত মহাবল।
অবশ্য আমার ভক্ত হইবে সকল॥
হেনমতে সান্ত্বাইয়া প্রহ্লাদ কুমার।
অভিষেক করি তারে দেন রাজ্যভার॥
এইরূপে দুই ভাই শাপে মুক্ত হয়।
পুনশ্চ হইল দোঁহে রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

রাবণ ও কুম্ভকর্ণের জন্ম

মার্কণ্ডেয় বলেন শুনহ সমাচার।
পূর্ব্বে লঙ্কা রাক্ষসের ছিল অধিকার॥
মহামত্ত হৈয়া সবে হিংসিলেক দেবে।
ব্রহ্মার গোচরে গিয়া জানাইল সবে॥
শুনিয়া বিরিঞ্চি কহিলেন নারায়ণে।
বিষ্ণুচক্রে ছেদিলেন যত দৈত্যগণে॥
হতশেষ যত ছিল প্রবেশে পাতাল।
ছদ্মরূপে তথায় বঞ্চিল চিরকাল॥
বিশ্রবা নামেতে ছিল পুলস্ত্য-নন্দন।
হইল তাঁহার পুত্র নামে বৈশ্রবণ॥
পুত্র দেখি প্রজাপতি করিয়া সম্মান।
দিক্‌পাল করি দিলা লঙ্কাপুরে স্থান॥

পাতালে রাক্ষস ছিল দীর্ঘকাল যায়।
স্বস্থান লইতে পুনঃ করিল উপায়॥
সুমালি নামেতে ছিল নিশাচরপতি।
নিকষা নামেতে তার কন্যা গুণবতী॥
কহিল কন্যারে তবে ডাকিয়া সাক্ষাতে।
উপায় করহ তুমি স্বস্থান পাইতে॥
পূর্ব্বেতে আমার রাজ্য ছিল লঙ্কাপুরী।
পাতালে এখন আসি দেবে শঙ্কা করি॥
লঙ্কায় কুবের আছে বিশ্রবা-নন্দন।
প্রকারে লইব লঙ্কা শুনহ বচন॥
বিশ্রবার স্থানে তুমি যাহ শীঘ্রগতি।
প্রসন্ন করিয়া তারে জন্মাহ সন্ততি॥
ইহা হৈতে পুত্র হৈলে সাধি নিজ কার্য্য।
দৌহিত্রে সম্ভব হয় মাতামহরাজ্য॥
বিশেষ বৈমাত্র ভাই তাহার হইবে।
দুইমতে রাজ্য নিতে তারে সম্ভবিবে॥
পিতৃবাক্য শুনি তবে নিকষা রাক্ষসী।
আইল মুনির কাছে পুত্র অভিলাষী॥
কায়মনোবাক্যে সেবা করিল বিস্তর।
তুষ্ট হৈয়া কহে মুনি লহ ইষ্টবর॥
কন্যা বলে পুত্রকাম্যে আইলাম আমি।
বলিষ্ঠ নন্দন দুই আজ্ঞা কর তুমি॥
বিশ্রবা বলিল এই সময় কর্কশ।
হইবে যুগল পুত্র দুর্জ্জয় রাক্ষস॥
মুনির চরণে করি অনেক বিনয়।
হরিষ বিধানে কন্যা পুনরপি কয়॥
মনে দুঃখ জনমিল পুত্র কথা শুনি।
সর্ব্বগুণে এক পুত্র দেহ মহামুনি॥
সন্তুষ্ট হইয়া তারে কহে তপোধন।
সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ হবে তৃতীয় নন্দন॥
এতেক শুনিয়া কন্যা আনন্দে রহিল।
যথাকালে ক্রমে তিন পুত্র প্রসবিল॥
জ্যেষ্ঠ জয় নামে হৈল দুর্জ্জয় রাবণ।
কুম্ভকর্ণ বিজয় অনুজ বিভীষণ॥
জন্মমাত্র তিন ভাই মহাবল হৈল।
মাতৃবাক্য শুনি সবে তপ আরম্ভিল॥

মহাক্লেশে তপ কৈল সহস্র বৎসর।
তুষ্ট হৈয়া প্রজাপতি এল দিতে বর॥
রাবণ বলিল অন্য বরে কার্য্য নাই।
অমর হইব আজ্ঞা করহ গোঁসাই॥
ব্রহ্মা বলে জন্ম হলে অবশ্য মরণ।
বহু ভোগ করিবে জিনিয়া ত্রিভুবন॥
কুম্ভকর্ণ দুরন্ত জানিয়া পদ্মযোনি।
নিজ সৃষ্টি রাখিবারে চিন্তিলা আপনি॥
তার মুখে সরস্বতী দেবীরে বসাল।
ভ্রমবশে নিদ্রাবর রাক্ষস মাগিল॥
শুনিয়া দিলেন বিধি তাহে সেই বর।
রাবণ কহিল তবে হইয়া কাতর॥
এ তিন ভুবনে তুমি সবাকার পতি।
কি হেতু পৌত্রের কর এতেক দুর্গতি॥
ব্রহ্মা কহিলেন তবে শুন কহি সার।
যেরূপে করিতে হবে পরে ব্যবহার॥
ছয় মাসে একদিন মাত্র জাগরণ।
সেই দিন যুদ্ধেতে নারিবে ত্রিভুবন॥
যদ্যপি জাগাও পুনঃ থাকিতে নিদ্রায়।
সেই দিন নিশ্চয় মরিবে সর্ব্বথায়॥
হেনমতে সান্ত্বাইয়া ভাই দুইজনে।
তবে বর নিতে কহে শেষে বিভীষণে॥
বিভীষণ কহে অন্য বরে কার্য্য নাই।
বিষ্ণুভক্তি আজ্ঞা মোরে করহ গোঁসাই॥
কদাচিত নহে যেন অধর্ম্মেতে মতি।
তুষ্ট হয়ে স্বস্তি স্বস্তি বলে প্রজাপতি॥
আমি তোরে তুষ্ট হয়ে দিনু এই বর।
ধর্ম্ম কর চারি যুগ হইয়া অমর॥
এতেক কহিয়া ব্রহ্মা গেলেন স্বস্থানে।
পরম সন্তোষ পায় ভাই তিনজনে॥
কতদিনে দশানন লঙ্কা নিল কাড়ি।
রহিল পরম সুখে কুবেরে খেদাড়ি॥
তবে ব্রহ্মা দুই পক্ষে কৈল সমাধান।
কৈলাস পর্ব্বতে দিল কুবেরের স্থান॥
তিনপুর জিনি ক্রমে করে অধিকার।
হইল ছত্রিশ কোটি নিজ পরিবার॥
মেঘনাদ রাবণ-নন্দন মহাবল।
ইন্দ্রজিত নাম তার জিনি আখণ্ডল॥
ক্রমেতে জিনিল স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল।
লঙ্কায় আসিয়া খাটে দেবতা সকল॥
এরূপে রাবণ রাজা করিল উৎপাত।
তবে ইন্দ্র দেবগণে লয়ে নিজ সাথ॥
ব্রহ্মার অগ্রেতে গিয়া কৈল নিবেদন।
আদ্যোপান্ত রাক্ষসের যত বিবরণ॥
তবে ব্রহ্মা নিজ সঙ্গে লয়ে দেবগণে।
উত্তরিল যথা প্রভু অনন্ত শয়নে॥
অনেক কহিল বিধি দেবের বিধান।
জানিয়া কারণ সব দেব ভগবান॥
আশ্বাস করিয়া কহে মধুর বচনে।
ভয় না করিহ সুখে থাক সর্ব্বজনে॥
অবনীতে অবতার হইয়া আপনি।
নাশিব রাক্ষসগণে শুন পদ্মযোনি॥
এতেক শুনিয়া সবে প্রভুর উত্তর।
আনন্দ বিধানে গেল যে যাহার ঘর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

রাম প্রভৃতির জন্ম ও শ্রীরামের সহিত সীতার বিবাহ।

সূর্য্যবংশে মহারাজ দশরথ নামে।
পুত্র হেতু করে যজ্ঞ মহাপরিশ্রমে॥
পূর্ব্বেতে আছিল তাঁর অনেক সুকর্ম্ম।
তেঁই তাঁর বংশে হরি লইলেন জন্ম॥
ত্রিভুবনে অবতীর্ণ দেব দুঃখ অন্ত।
বিধিবাক্যে নিজ ভক্তে করিতে শাপান্ত॥
এতেক চিন্তিয়া মনে প্রভু ভগবান।
চারি অংশে নিজ জন্ম করেন বিধান॥
যথায় নৃপতি যজ্ঞ করে আনন্দেতে।
অকস্মাৎ চরু উঠে যজ্ঞকুণ্ড হৈতে॥
যজ্ঞপূর্ণ করে রাজা কার্য্যসিদ্ধি জানি।
চরু লয়ে গেল যথা আছে দুইরাণী॥

আনন্দে কহেন গিয়া দোঁহাকার আগে।
এই চরু খাও দোঁহে তুল্যরূপ ভাগে ॥
নৃপতির মুখে শুনি এইরূপ বাণী।
সেই চরু আনন্দে নিলেন দুই রাণী ॥
সুমিত্রা নামেতে তার তৃতীয় মহিষী।
আইলা দোঁহার কাছে পুত্র অভিলাষী ॥
অর্দ্ধ অর্দ্ধ করি যবে খান দুই জনে।
হেনকালে সুমিত্রাকে দেখি বিদ্যমানে ॥
পুনর্ব্বার করিল তা অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাগে।
স্নেহ করি দিল দোঁহে সুমিত্রার আগে ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী তবে সুমিত্রারে কয়।
অবশ্য হইবে তব যুগল তনয় ॥
দুই পুত্র হয় যেন দোঁহে অনুগত।
তিন জনে প্রসঙ্গ হইল এইমত ॥
অমনি খাইল চরু আনন্দিত মনে;
যথাকালে গর্ভবতী হৈল তিনজনে ॥
সিংহাসনে তুষ্টমনে আছে নৃপমণি।
একে একে প্রসব হইল তিন রাণী ॥
কৌশল্যার গর্ভে জন্ম নিলেন শ্রীরাম।
পূর্ণ অবতার মূর্ত্তি দূর্ব্বাদলশ্যাম ॥
দ্বিতীয় কৈকেয়ী গর্ভে জন্মিল ভরত।
এ তিন ভুবনে যার অতুল মহত্ব ॥
লক্ষ্মণ নামেতে জ্যেষ্ঠ সুমিত্রার সুত।
দ্বিতীয় শত্রুঘ্ন সর্ব্ব লক্ষণসংযুত ॥
হেনমতে জন্মিলেন বিষ্ণু অবতার।
উল্লাসিত ধরাধাম হর্ষ সবাকার ॥
দিনে দিনে বাড়ে যেন সিতপক্ষ চন্দ্র।
অস্ত্র শস্ত্রে বিশারদ দেখিতে আনন্দ ॥
মিথিলার অধিপতি জনক রাজর্ষি।
বহুদিন লাঙ্গলেতে যজ্ঞভূমি চষি ॥
তথায় জন্মিল লক্ষ্মী অযোনিসম্ভবা।
পাইল লাঙ্গলমুখে পরম দুর্ল্লভা ॥
জন্ম অনুরূপ নাম রাখিলেন সীতা।
কন্যার পালনে রাণী পরম সুস্থিতা ॥
এদিকে কারণ জানি যাবতীয় দেবে।
সঙ্গোপনে শিবধনু রাখিলেন সবে ॥
জনকেরে কহিল অমরগণ ডাকি।
লক্ষ্মীর সমান এই তোমার জানকী ॥
দুর্জ্জয় ধনুক ভাঙ্গিবেক যেই জন।
তাঁহারে জানকী দিবে কর এই পণ ॥
সেইরূপে রাজ-ঋষি প্রতিজ্ঞা করিল।
পত্র দিয়া পৃথিবীর নৃপতি আনিল ॥
ধনুক দেখিয়া সবে ভয়ে পলাইল।
দুই চারি পরাভবে কেহ না আইল ॥
যেরূপে বিবাহ করিলেন রঘুবীর।
শুনহ পূর্ব্বের কথা রাজা যুধিষ্ঠির ॥
রাবণের অনুচর রাক্ষস রাক্ষসী।
যজ্ঞ আরম্ভিলে মুনি নষ্ট করে আসি ॥
যজ্ঞ রক্ষা কারণে বিধান করি মনে।
বিশ্বামিত্র মুনি গেল দশরথ স্থানে ॥
মুনি দেখি পূজে রাজা আনন্দিত মন।
জিজ্ঞাসিল এ স্থানে কি হেতু আগমন ॥
মুনি বলে যজ্ঞ নষ্ট করে নিশাচরে।
শ্রীরামলক্ষ্মণে দেহ যজ্ঞ রাখিবারে ॥
শুনি রাজা বিচারিল পাছে দেন শাপ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ গেলে হইবে সন্তাপ ॥
দুইমতে বিপরীত বুঝিয়া রাজন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে করিলেন সমর্পণ ॥
দোঁহে সঙ্গে করি মুনি যান হরষেতে।
হেনকালে তাড়কা সহিত দেখা পথে ॥
দেখিয়া রাক্ষসী-মূর্ত্তি ভীত মহাঋষি।
নির্ভয় হইয়া রাম মারেন রাক্ষসী ॥
তবে দোঁহে লয়ে গেল যজ্ঞের সদন।
শ্রীরামেরে কহিল সকল বিবরণ ॥
শুন রাম সর্ব্বদা না থাকে এথা দুষ্ট।
আরম্ভ করিলে যজ্ঞ আসি করে নষ্ট ॥
যজ্ঞধূম দেখিলে করয়ে রক্তবৃষ্টি।
কোথায় থাকয়ে কার নাহি চলে দৃষ্টি ॥
শ্রীরাম কহেন সবে হইয়া নির্ভয়।
যজ্ঞ কর আসুক রাক্ষস দুরাশয় ॥
কেবল তোমার মাত্র চরণ প্রসাদে।
কোন্ ছার রাক্ষসেরে নাশিব অবাধে ॥

এতেক শুনিয়া মুনিগণ মহাসুখে ।
আরম্ভ করিল যজ্ঞ মনের কৌতুকে ॥
হেনকালে গগনে দেখিয়া ধূমচয় ।
আইল মারীচ দুষ্ট জানিয়া সময় ॥
মেঘেতে আচ্ছন্ন কৈল রাক্ষসের মায়া ।
যজ্ঞভূমে আসিয়া লাগিল তার ছায়া ॥
দেখিয়া সকল মুনি শ্রীরামেরে কয় ।
ঐ দেখ আইল রাম রাক্ষস দুর্জ্জয় ॥
কোদণ্ড পণ্ডিত রাম দেখিয়া নয়নে ।
যুড়েন ঐষিক বাণ ধনুকের গুণে ॥
মহাশব্দ করি বাণ অগ্নি হেন জ্বলে ।
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ গগনমণ্ডলে ॥
পলাইল নিশাচর মনে পেয়ে শঙ্কা ।
লুকাইয়া রহে ত্রাসে প্রবেশিয়া লঙ্কা ॥
নিরাপদে যজ্ঞ করে যত মুনিগণে ।
আশীর্ব্বাদ করিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥
যজ্ঞ সাঙ্গে বিশ্বামিত্র আনন্দিত মন ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে নিয়া করিল গমন ॥
শ্রীরামে কহিল পথে ধনুকের কথা ।
শুনিয়া বলেন রাম চল যাই তথা ॥
হেনমতে সঙ্গে করি দুই সহোদরে ।
উত্তরিল মহামুনি মিথিলানগরে ॥
দেখিয়া জনক কৈল বহু সমাদর ।
শ্যামমূর্ত্তি দেখি রামে দুঃখিত অন্তর ॥
গুপ্তে বিশ্বামিত্রে রাজা কহে কোনক্রমে ।
আমার বাসনা হয় কন্যা দেই রামে ॥
রূপ দেখি কন্যা দান করিলে বিশেষে ।
উভয়ত কলঙ্ক রটিবে সর্ব্বদেশে ॥
বলিবেক জনক বরের রূপ দেখি ।
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিয়া দান করিল জানকী ॥
সূর্য্যবংশে জন্ম দশরথের নন্দন ।
বিবাহ করিবে রাম না সাধিয়া পণ ॥
নিদারুণ পণে আমি না দেখি উপায় ।
কহ মুনি কি কর্ম্ম করিব হায় হায় ॥
সীতাদেবী শুনি বার্ত্তা আসে সঙ্গোপনে ।
দেখিয়া রামের রূপ চিন্তা করে মনে ॥

বিচার করিয়া দেবী মানিয়া বিস্ময় ।
কুলিশ সমান এই ধনুক দুর্জ্জয় ॥
মধুর কোমল মূর্ত্তি শ্রীরঘুনন্দন ।
হায় বিধি কৈল পিতা নিদারুণ পণ ॥
অন্য অন্য পরস্পরে কথোপকথন ।
এইমত হরিষ বিষাদে সর্ব্বজন ॥
বিশ্বামিত্র মুখে রাম হয়ে অবগত ।
ভাঙ্গিবারে ধনুক হইলেন উদ্যত ॥
দৃঢ় করি কাঁকালি বান্ধিয়া বস্ত্র সারি ।
ধনুক তুলেন রাম বাম হাতে ধরি ॥
হেনকালে যোড়করে ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
সমাদরে বন্দিল যতেক দেবগণ ॥
বাসুকিরে বলিল ক্ষণেক হও স্থির ।
যাবৎ ধনুকে গুণ না দেন রঘুবীর ॥
শুনহ সকল নাগ অষ্ট কুলাচলে ।
সাবধানে ধর ধরা যেন নাহি টলে ॥
লক্ষ্মণ কহিল রামে করি যোড়হাত ।
শীঘ্রগতি ধনুক ভাঙ্গহ রঘুনাথ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে করিয়া প্রণাম ।
দেবগণে বন্দিলেন আপনি শ্রীরাম ॥
মুনিগণে প্রণমিয়া দেব হৃষীকেশে ।
নোঙাইয়া ধনুগুণ দেন অনায়াসে ॥
পুনর্ব্বার টঙ্কারিয়া দিতে মাত্র টান ।
মধ্যখানে ভাঙ্গি ধনু হল দুই খান ॥
শত বজ্রাঘাত জিনি মহাশব্দ হৈল ।
থাকুক অন্যের কাজ বাসুকি টলিল ॥
সেই শব্দ শুনি তবে লঙ্কার রাজন ।
বলিল আমারে এই করিব নিধনে ॥
এইমতে ধনুক ভাঙ্গেন রঘুবীর ।
মিথিলানগর হৈল আনন্দ-মন্দির ॥
যুধিষ্ঠির বলে মুনি এ বড় বিস্ময় ।
পূর্ণ অবতার বিষ্ণু রাম মহাশয় ॥
আপনারে প্রণাম করেন কি কারণ ।
কৃপা করি কর মুনি সন্দেহ ভঞ্জন ॥
মুনি বলে শুন যুধিষ্ঠির নৃপমণি ।
সত্যযুগে হল এই অপূর্ব্ব কাহিনী ॥

হিরণ্যকশিপু দৈত্য বধি নারায়ণ।
নৃসিংহ বিরাটমূর্ত্তি হলেন যখন॥
তাহার চীৎকার শব্দ শুনিয়া নির্ঘাত।
ব্রাহ্মণী গর্ব্ভিনী তার হৈল গর্ভপাত॥
শাপ দিল মহামুনি পেয়ে দুঃখভার॥
যেই জন করিলেক এত অহঙ্কার॥
আপনারে না জানে সে অন্য অবতারে।
বল বুদ্ধি বিক্রম সে সকল পাসরে॥
ব্রাহ্মণের শাপ যে অন্যথা নহে কভু।
ব্রহ্মপদাঘাত বুকে ধরিলেন প্রভু॥
আপনারে বিস্মৃত হলেন সে কারণ।
ব্রহ্মার বিধানে পূর্ব্বে রাবণ নিধন॥
সে কারণে হৈল প্রভু মনুষ্য শরীর।
পুর্ব্বের বৃত্তান্ত এই রাজা যুধিষ্ঠির॥
দুর্জ্জয় ধনুক যদি ভাঙ্গিলেন রাম।
জনক রাজার হৈল পূর্ণ মনস্কাম॥
সীতা সম্প্রদান হেতু বিচারিল মনে।
শুনিয়া কহেন রাম জনকের স্থানে॥
অযোধ্যানগরে দূত পাঠাও রাজন।
পিতাকে জানাও অগ্রে আমার মনন॥
সহিত আসিবে আর ভাই দুই জন।
বিবাহ করিব তবে এই নিরূপণ॥
জনক পাঠান তবে যত দূতগণে।
কহিল সকল কথা নৃপতির স্থানে॥
শুনিয়া হইল রাজা আনন্দে পূরিত।
দুই পুত্র সহ রাজা আইল ত্বরিত॥
মিথিলানগরে আইলেন দশরথ।
অগ্রসরি জনক আইল কত পথ॥
সমাদরে লইয়া করিল বহু মান।
শুভক্ষণে রামে সীতা কৈল সম্প্রদান॥
সীতানুজা কন্যা ছিল পরমা রূপসী।
লক্ষ্মণে প্রদান কৈল সুখে রাজঋষি॥
জনেকর সহোদর কুশধ্বজ নাম।
দুই কন্যা ছিল তাঁর রূপে অনুপম॥
ভরত শত্রুঘ্ন দোঁহে করাইল বিভা।
বৈকুণ্ঠ জিনিয়া হৈল মিথিলার শোভা॥
দুই ভাই কৈল তবে চারি কন্যা দান।
কৌতুকে যৌতুক দিল নাহি পরিমাণ॥
দশরথ ভূপতিরে পূজিল বিশেষে।
আনন্দ বিধানে রাজা চলে নিজ দেশে॥
মুনিগণে প্রণাম করিল সর্ব্বজন।
আশীর্ব্বাদ করি সবে করিল গমন॥
শীঘ্রগতি যায় রাজা উঠি নিজরথে।
হেনকালে ভৃগুরাম আগুলিল পথে॥
দুর্জ্জয় শরীর তার দেখি লাগে ভয়।
গভীর গর্জ্জনে ক্রোধে রঘুবীরে কয়॥
আরে দুগ্ধপোষ্য তুই রণে করিস্ আশা।
মম নাম ধর তুমি এতেক ভরসা॥
ক্ষত্রকুলান্তক আমি সর্ব্বজন জানে।
সেই কথা পরীক্ষা করিব বিদ্যমানে॥
তোরে না করিলে বধ লুপ্ত হয় নাম।
পৃথিবীর মধ্যে যেন থাকে এক রাম॥
হরের ধনুক ভাঙ্গি হৈলি বলবান।
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গিয়াছ কি তার বাখান॥
দশরথ নৃপতি পাইয়া বড় ভয়।
করযোড়ে কৈল স্তুতি অনেক বিনয়॥
না জানিয়া কৈল কর্ম্ম হইয়া অজ্ঞান।
সেবক বলিয়া মোরে দেহ পুত্রদান॥
পিতৃ দুঃখ দেখি তবে রাম মহোদয়।
হাসিয়া কহেন পিতা না করিহ ভয়॥
তবে রাম ডাকিয়া কহিল ভৃগুরামে।
কি হেতু তোমার দুঃখ হৈল মম নামে।
যাও বিপ্র ত্যজ আজি পূর্ব্ব অহঙ্কার।
অবধ্য ব্রাহ্মণ বলে পাইলে নিস্তার॥
নহে বা এতেক দুঃখ সহে কার প্রাণে।
দহন করিব ক্ষিতি আমি একবাণে॥
কহিলে শিবের ধনু ছিল পুরাতন।
দেখিব তোমার ধনু দেহত কেমন॥
এত শুনি ভৃগুরাম ধনু লৈয়া হাতে।
ক্রোধভরে বাড়াইয়া দিল রঘুনাথে॥
বিষ্ণুতেজ ছিল ভৃগুরামের শরীরে।
ধনুক সহিত প্রবেশিল রঘুবীরে॥

তবে রাম গুণ দিয়া যুড়ি দিব্য শর।
হাসিয়া কহিল শুন ওহে দ্বিজবর ॥
অবধ্য ব্রাহ্মণ তুমি বৃথা নহে বাণ।
শীঘ্র কহ তোমার রুধিব কোন্ স্থান ॥
হতবুদ্ধি হয়ে তবে কহিল ভার্গব।
না জানিয়া করি দোষ ক্ষমা কর সব ॥
স্বর্গ অভিলাষ নাই তব দরশনে।
স্বর্গপথ রুদ্ধ করি রাখ এই বাণে ॥
তবে রাম স্বর্গপথ বাণে কৈল রোধ।
দেখিয়া সকলে করে চমৎকার বোধ ॥
বিনয় করিয়া ভৃগুরাম গেল বনে।
দশরথ রাজা গেল আপন ভবনে ॥
বিবাহ করিয়া যায় চারি সহোদর।
আনন্দ-মন্দির হৈল অযোধ্যানগর ॥
শাস্ত্রপাঠ নিমিত্ত ভরত মহাশয়।
শত্রুঘ্ন সহিত গেল মাতামহালয় ॥
এইরূপ নিয়মেতে কতকাল গেল।
রাজ্য দিতে রঘুনাথে রাজা বিচারিল ॥
পাত্র মিত্র ডাকিয়া কহিল সমাচার।
অধিবাস কর রামে দিব রাজ্যভার ॥
দাসীমুখে শুনিয়া কৈকেয়ী এই কথা।
অভিমানে রহিলেন ভরতের মাতা ॥
রজনীতে দশরথ গেল তার স্থানে।
দেখিল কৈকেয়ী আছে মহা অভিমানে
অনেক সাধিতে রাজা শেষে কহে বাণী
পাশরিলে মহারাজ পূর্ব্বের কাহিনী ॥
দুই বর দিতে মোরে কৈলে অঙ্গীকার।
সেই বর দিয়ে আজি সত্যে হও পার ॥
রাজা বলে প্রাণপ্রিয়ে এই কোন্ দায়।
অবিলম্বে বর লহ দিব সর্ব্বথায় ॥
কৈকেয়ী বলিল নাথ এই এক বর।
ভরতেরে করহ রাজ্যের দণ্ডধর ॥
দ্বিতীয় করহ পূর্ণ এই অভিলাষ।
চতুর্দ্দশ বর্ষ যাবে রাম বনবাস ॥
শুনিয়া এতেক রাজা কৈকেয়ীর বাণী।
মূর্চ্ছিত হইয়া শোকে পড়িল ধরণী ॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা উঠি কতক্ষণে।
কৈকেয়ীরে বর দিয়া রহে দুঃখমনে ॥
তবে রাম শুনিয়া এ সব সমাচার।
পালিতে পিতার সত্য করি অঙ্গীকার ॥
বিদায় হইতে যান নৃপতির স্থানে।
ধূলায় ধূসর রাজা অতি দুঃখ মনে ॥
তথা না পাইয়া কিছু পিতার উত্তর।
বিদায় হইতে যান মায়ের গোচর ॥
শ্রীরামের বনবাস শুনি এই বাণী।
শোকভরে হতজ্ঞান কাঁন্দে মহারাণী ॥
বিলাপ করিয়া পুত্রে কত কৈল মানা।
মধুর বচনে রাম করিল সান্ত্বনা ॥
পিতৃসত্য পালিবারে চলিলেন বন।
সংহতি চলিল সীতা অনুজ লক্ষ্মণ ॥

দশরথের মৃত্যু ও শ্রীরামের পঞ্চবটী বনে অবস্থিতি ।

দশরথ শুনি তবে রামের প্রস্থান।
হা রাম হা রাম বলি ত্যজিল পরাণ ॥
পূর্ব্বেতে আছিল অন্ধ মুনির এ শাপ।
পুত্রশোকে মরিবে পাইয়া মনস্তাপ ॥
হেনমতে ভূপতির হইল নিধন।
অযোধ্যার ঘরে ঘরে উঠিল রোদন ॥
বিচার করিয়া পাত্রমিত্রগণ যত।
দূত পাঠাইয়া দেশে আনিল ভরত ॥
ভরত শুনিল আসি সব সমাচার।
জননীরে নিন্দিয়া করিল তিরস্কার ॥
রাজার সৎকার করি পাত্র মিত্রগণে।
ভরতেরে বসিতে কহিল সিংহাসনে ॥
ভরত কহিল সবে হৈলে জ্ঞানহত।
সে কারণে বলিতেছ অজ্ঞানের মত ॥
পিতৃসত্য হেতু প্রভু চলিলেন বনে।
আমি রাজ্যে ভূপতি হইব সিংহাসনে ॥
এমত অনীতি কর্ম্ম করে কোন্ লোকে।
ঈশ্বর থাকিতে রাজা সম্ভবে সেবকে ॥

বিশেষ মায়ের কর্ম্ম শুনিতে দুষ্কর।
চল সবে যাই শীঘ্র রামের গোচর ॥
মাগিয়া মায়ের দোষ প্রভুর চরণে।
যত্নে ফিরাইব সবে কমললোচনে ॥
যেমন করিয়া বেশ রাম যান বন।
তেমন বাকল পরে ভাই দুইজন ॥
শিরে জটাভার ধরি তপস্বীর বেশ।
চিত্রকূট পর্ব্বতেতে পাইল উদ্দেশ ॥
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ক্ষিতি পড়িয়া চরণে।
করযোড়ে কহিলেন রাম বিদ্যমানে ॥
আজন্ম আমার মন জানহ গোঁসাই।
তোমার চরণ বিনা অন্য গতি নাই ॥
আমারে করহ ক্ষমা জননীর দোষ।
কৃপা করি কর দূর মনের আক্রোশ ॥
চল রাম ভূপতি হইবে সিংহাসনে।
শূন্য রাজ্য বিলম্ব না সহে সে কারণে ॥
তব বনযাত্রা বার্ত্তা শুনি লোকমুখে।
প্রাণ ত্যজিলেন রাজা সেই মনোদুঃখে ॥
তবে রাম শুনিয়া সকল সমাচার।
পিতৃশোকে কাঁন্দিলেন পেয়ে শোকভার ॥
উচ্চৈঃস্বরে কাঁন্দেন বলিয়া বাপ বাপ।
সেইমত সর্ব্বজন করিল সন্তাপ ॥
ভরতের চরিত্রে সন্তুষ্ট রঘুনাথ।
আলিঙ্গন করি অঙ্গে বুলালেন হাত ॥
কি দোষ আমার ভাই কেন হেন কহ।
প্রাণের সমান তুমি কভু দোষী নহ ॥
জননীর কিবা দোষ দৈবের ঘটন।
দেশে গেলে পিতৃসত্য হইবে লঙ্ঘন ॥
চতুর্দ্দশ বৎসর থাকিব আমি বনে।
তত দিন রাজা হৈয়া বৈস সিংহাসনে ॥
ভরত কহিল ইহা শোভা নাহি পায়।
কিমতে পঞ্চাস্য ভার জম্বুকে কুলায় ॥
তবে যদি পিতৃবাক্য করিবে পালন।
চতুর্দ্দশ বৎসর নিবাস কর বন ॥
পাদুকাযুগল তব দেহ রঘুপতি।
নতুবা রহিব আমি তোমার সংহতি ॥

ভরতের ব্যবহারে কমললোচন।
তুষ্ট হৈয়া পুনশ্চ করিল আলিঙ্গন ॥
পাদুকা দিলেন রাম বুঝি মনোরথ।
মাথায় করিয়া সুখে চলিল ভরত ॥
দেশে আসি পাদুকা রাখিয়া সিংহাসনে।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া বসিল সর্ব্বজনে ॥
সাবধানে দিবারাত্রি পালে রাজধর্ম্ম।
ইহা বিনা ভরতের নাহি অন্য কর্ম্ম ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ চিত্রকূট গিরিবরে।
করিলেন পিতৃশ্রাদ্ধ ত্রিদশবাসরে ॥
লক্ষ্মণ কহিল প্রভু চল হেথা হৈতে।
পুনর্ব্বার ভরত আসিবে তোমা লৈতে ॥
এইমত বিচার করিয়া তিনজনে।
কত ক্ষণে যান অগস্ত্যের তপোবনে ॥
কারণ জানিয়া মুনি পরম আদরে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে নিল আপনার ঘরে ॥
দিনেক বঞ্চিয়া তথা মাগেন বিদায়।
জিজ্ঞাসিল কহ মুনি বঞ্চিব কোথায় ॥
জানিয়া ভবিষ্য কথা কহে তপোধন।
আশ্রম করহ সুখে পঞ্চবটী বন ॥
শুনিয়া গেলেন রাম আনন্দিত মন
সহিত জানকী আর অনুজ লক্ষ্মণ ॥
মুহূর্ত্তেকে উপনীত পঞ্চবটী বনে।
আশ্রম করেন রাম যথাযোগ্য স্থানে ॥
বহুদিন রহিলেন পঞ্চবটী বনে।
একদিন শুন তথা দৈবের ঘটনে ॥
সূর্পণখা নামেতে রাবণ-সহোদরা।
স্বচ্ছন্দ গমনে ফিরে অত্যন্ত মুখরা।
চতুর্দ্দশ সহস্র সংহতি নিশাচর।
খর ও দূষণ সঙ্গে দুই সহোদর ॥
দূর হৈতে দেখি দোঁহে দিব্যরূপধারী।
কামে হতচিত্ত হৈয়া দুষ্ট নিশাচরী ॥
সীতার সমান রূপ ধরিয়া রাক্ষসী।
সবিনয়ে কহেন রামের কাছে আসি ॥
নিবেদন করি আমি দেবের দুহিতা।
ভজিব তোমারে আজ্ঞা করহ সর্ব্বথা ॥

শ্রীরাম কহেন তুমি ভজ অন্যজনে।
সঙ্গেতে আমার নারী দেখ বিদ্যমানে ॥
এত শুনি লক্ষ্মণেরে কহিল রাক্ষসী।
লক্ষ্মণ কহিল আমি আজন্ম তপস্বী ॥
তবে সূর্পণখা অতিশয় দুঃখ মনে।
কার্য্যসিদ্ধ না হইল সীতার কারণে ॥
ইহারে খাইলে দুঃখ খণ্ডিবে আমার।
এত বলি ধায় মুখ করিয়া বিস্তার ॥
দেখিয়া লক্ষ্মণ ক্রোধে যুড়িলেন বাণ।
দিব্য অস্ত্রে রাক্ষসীর কাটে নাক কাণ ॥
কঁান্দিয়া রাক্ষসী খর দূষণেরে কয়।
দোঁহে আসি যুদ্ধ করে ক্রোধে অতিশয় ॥
দেখিয়া উঠেন রাম অতি ক্রোধমনে।
মুহূর্ত্তেকে সংহারিল নিশাচরগণে ॥
তাহা দেখি সূর্পণখা ধায় অতি বেগে।
কঁান্দিয়া কহিল গিয়া রাবণের আগে ॥
শুন ভাই বলি দশরথের নন্দন।
ভার্য্যা সহ আসে বনে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস মারে বাণে।
নাক কাণ কাটে মম অস্ত্র খরশাণে ॥
যতেক কামিনী আছে এই মর্ত্ত্য ক্ষিতি।
সবার হইতে সেই সীতা রূপবতী ॥
দেখিয়া আনন্দ বড় হল মম মনে।
আনিতে করিনু ইচ্ছা তোমার কারণে ॥
তাহাতে এ গতি মোর শুন মহাশয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য উচিত যে হয় ॥
অনুক্ষণ রক্ষা করে দুই মহাবীর।
হরিয়া আনিতে সীতা মনে কর স্থির ॥
শুনিয়া রাবণ হৈল ক্রোধেতে অজ্ঞান।
বিশেষ শুনিয়া ভগিনীর অপমান ॥
সীতার রূপের কথা ভেদিল অন্তরে।
কাছে ডাকি কহিল মারীচ নিশাচরে ॥
যাহ শীঘ্রগতি তুমি পঞ্চবটী বনে।
মায়া করি দূরে লহ শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥
আপনি যাইব আমি তপস্বীর বেশ।
সীতারে হরিব যেন না পায় উদ্দেশ ॥
মারীচ কহিল রাজা মম শক্তি নয়।
আছে যে রামের বাণে ভাল পরিচয় ॥
বালক কালের শিক্ষা আমি জানি ভালে।
মুনি যজ্ঞ নষ্ট হেতু গেলাম যে কালে ॥
না দেখিয়া অস্ত্র রাম করিল সন্ধান।
প্রবেশিয়া লঙ্কাপুরী রক্ষা কৈনু প্রাণ ॥
এখন যৌবনকালে ধরে মহাবল।
এ কর্ম্ম করিতে তার ভাল পাব ফল ॥
এত শুনি দশানন ক্রোধচিত্ত হৈয়া।
মারীচে মারিতে যায় হাতে খড়্গ লৈয়া ॥
ভয়েতে মারীচ বলে যাব পঞ্চবটী
তুমি বা মারহ কিবা রাম ফেলে কাটি ॥
অসহ্য তোমার বাক্য রাক্ষস দুর্জ্জন।
তুমি মার কিবা রাম অবশ্য মরণ ॥
এত বলি চলিল মারীচ নিশাচর।
রাবণ চলিল রথে হরিষ অন্তর ॥
উত্তরিল মারীচ যথায় রঘুবীর।
কাঞ্চনের মৃগ অঙ্গ দেখিতে সুন্দর ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া সীতা হরিষ অন্তর।
আনিতে কহিল রামে যুড়ি দুই কর ॥
সীতারে রক্ষণে রাখি লক্ষ্মণ ঠাকুরে।
মায়ামৃগ খেদাড়িয়া রাম যান দূরে ॥
কতক্ষণে শ্রীরাম মারেন দিব্য শর।
ভাই রে লক্ষ্মণ বলি পড়ে নিশাচর ॥
ইহা শুনি বিস্ময় মানিয়া সীতা মনে।
শেষে পাঠাইয়া দিল তথায় লক্ষ্মণে ॥

রাবণের সীতাহরণ ও শ্রীরামের পম্পা বানরের সহিত মিলন।

হেনকালে আসি তথা রাবণ দুর্জ্জয়।
হরিয়া লইল সীতা দেখি শূন্যালয় ॥
শীঘ্র চালাইল রথ রামে করি শঙ্কা।
পলায় পরাণ লয়ে যথা পুরীলঙ্কা ॥
পরিত্রাহি ডাকে সীতা রাম রাম বলি।
চিহ্ন হেতু স্থানে স্থানে অলঙ্কার ফেলি

নামেতে পক্ষী দশরথ সখা।
বহু যুদ্ধ করিলে কাটিল তার পাখা
রহিল পথে পুরাতন
লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিল দশানন ॥
রাবণ বিনয় করি সীতারে বুঝায়।
কৃপা করি দেবি তুমি ভজ সর্ব্বথায় ॥
সীতা বলে মম প্রভু রাম বিনা নাই।
কতদিনে সবংশে মজিবে তাঁর ঠাঁই ॥
ইহা শুনি বন্দি হৈল অশোক কাননে।
রক্ষক রহিল চেড়ী শত শত জনে ॥
মৃগ মারি রঘুনাথ আশ্রমে আসিতে।
লক্ষ্মণ সহিত তবে দেখা হৈল পথে ॥
শ্রীরাম কহেন ভাই কি কর্ম্ম করিলে।
একাকী রাখিয়া সীতা কি হেতু আইলে ॥
লক্ষ্মণ বলেন দেবী তব শব্দ শুনি।
আমাকে নিন্দিয়া বহু পাঠান আপনি ॥
শীঘ্রগতি আশ্রমে আসিয়া দুই বীর।
শূন্যালয় দেখি দোঁহে হইল অস্থির ॥
অনেক বিলাপ করি দুই সহোদর।
অন্বেষণ করিবারে চলেন সত্বর ॥
ত্যজিয়া আহার জল আলস্য শয়ন।
অবিরত দুই ভাই করেন ভ্রমণ ॥
সীতার কঙ্কণ এক ছিল সেই পথে।
তুলিয়া নিলেন রাম কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে ॥
যত দূর চিহ্ন পান বসন ভূষণ।
সেই অনুসারে দোঁহে করেন গমন ॥
দেখিলেন রাম জটায়ুকে মৃতবৎ।
পর্ব্বত প্রমাণ পক্ষী যুদ্ধে প্রাণ হত ॥
তাঁহার নিকটে চলিলেন দুই জন।
জটায়ু তুলিল মুণ্ড জানিয়া কারণ ॥
জিজ্ঞাসিতে পক্ষীরাজে কহিলেন কথা।
লঙ্কাপুরে দশানন হরি নিল সীতা ॥
অরুণনন্দন আমি তব পিতৃসখা।
বধূর অবস্থা দেখি যুঝি আমি একা ॥
অনেক করিনু যুদ্ধ করি প্রাণপণ।
কপাখা হল শেষে বধূর কারণ ॥
তোমারে সংবাদ দিতে
এই নিবেদন ॥
এতেক ত্যজিল জীবন
পিতার
অগ্নিকার্য্য করি তার পম্পানদীতটে।
তথা হৈতে যান ঋষ্যমুখের নিকটে ॥
তথায় দেখেন পঞ্চ বানর প্রধান।
নল নীল সুষেণ সুগ্রীব হনূমান ॥
দোঁহারে প্রণাম করি জিজ্ঞাসে সম্ভ্রমে।
শ্রীরাম সকল কথা কহিলেন ক্রমে ॥
সুগ্রীব জানিল এই পুরুষ রতন।
প্রণাম করিয়া করে নিজ নিবেদন ॥
মম জ্যেষ্ঠ বালিরাজা রাজ্য-অধিকারী।
বলে রাজ্য নিল আমি যুদ্ধেতে না পারি ॥
মুনিশাপে হেথা আসে তার শক্তি নাই।
সে কারণে আছি প্রাণে শুনহ গোঁসাই ॥
শ্রীরাম বলেন কপিরাজ তুমি মিতা।
তব রাজ্য দিব আমি তুমি দিবে সীতা ॥
সুগ্রীব বলিল তবে যে আজ্ঞা তোমার।
সীতা উদ্ধারিতে প্রভু মোর হৈল ভার ॥
শ্রীরাম কহেন কালি প্রত্যূষ সময়।
বালিকে মারিয়া রাজা করিব তোমায় ॥
হেনমতে রঘুনাথ বালি রাজা মারি।
সুগ্রীবেরে করিলেন রাজ্য-অধিকারী ॥
চারিমাস তথায় থাকেন রঘুনাথ।
কপিরাজ সুগ্রীবে লইয়া তবে সাথ ॥
সমুদ্র সমীপে যান সৈন্য সমাবেশে।
হনূমানে পাঠাইল সীতার উদ্দেশে ॥
পবননন্দন বীর পোড়াইল লঙ্কা।
রাজপুত্র মারিয়া রাজারে দিল শঙ্কা ॥
সীতার উদ্দেশ করি আসে মহাবীর।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ হইলেন তাহে স্থির ॥
হেনকালে শুন রাজা দৈব বিবরণ।
রাবণের অনুজ ধার্ম্মিক বিভীষণ ॥
করযোড় করি নৃপে কহে বিধিমতে।
সীতা দিয়া শরণ লইতে রঘুনাথে ॥

ধন রাজ্য বংশ বৃদ্ধি কর নরপতি।
শুনিয়া রাবণ ক্রোধে মারিলেক লাথি ॥
যেইকালে বিভীষণে প্রহারে চরণে।
রাজলক্ষ্মী আশ্রয় করিল বিভীষণে ॥
অতি দুঃখে বাহির হইল বিভীষণ।
রামের চরণে গিয়া লইল শরণ ॥
শ্রীরাম বলেন তুমি শত্রু সহোদর।
কিরূপে বিশ্বাস তোমা করিব অন্তর ॥
বিভীষণ বলে প্রভু মনে ভাব যদি।
তোমার সেবক আমি জনম অবধি ॥
ইথে অন্যমত যদি কর কদাচন।
হইব কলির রাজা কলির ব্রাহ্মণ ॥
কলিতে জন্মিব আর জীব চিরকাল।
শুনিয়া রামের হৈল আনন্দ বিশাল ॥
লক্ষ্মণ কহেন হাসি করি যোড়কর।
উত্তম করিল দিব্য রাক্ষস ঈশ্বর ॥
চিরকাল তপস্যা করিয়া যাহা পায়।
পরদ্রোহ করিয়া এ সব যদি হয় ॥
ইহা ছাড়ি অন্যবাঞ্ছা করে কোন্ জন।
হাসিয়া কহেন রাম বালক লক্ষ্মণ ॥
কলিতে ব্রাহ্মণ রাজা দীর্ঘজীবী জন।
এই তিনে নিস্তার নাহিক কদাচন ॥
করিল কঠোর দিব্য রাক্ষসের পতি।
না বুঝিয়া হাসিলে লক্ষ্মণ শিশুমতি ॥
আজি হৈতে মিত্র মম হৈলে বিভীষণ।
তোমারে অর্পিব লঙ্কা মারিয়া রাবণ ॥
তিনজন বিচার করিল এইমত।
লঙ্কায় গমনে সবে হইল উদ্যত ॥
বানর সকলে সিন্ধু বান্ধে অবহেলে।
পাষাণ ভাসিল রাজা সাগরের জলে ॥
বান্ধে নল সাগর রামের উপরোধে।
কটক পার হৈয়া সকল কার্য্য সাধে ॥

শ্রীরামের লঙ্কায় প্রবেশ।

প্রধান প্রধান যোদ্ধাপতি দিল থানা।
সকল লঙ্কায় হৈল শ্রীরামের সেনা ॥
ভয়েতে রাবণ বন্ধ করিলেক দ্বার।
মন্ত্রী লয়ে পরামর্শ করে যুদ্ধ সার ॥
সবান্ধবে মহাশব্দে ধায় দশানন।
দেখি চমকিত হৈল শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
জিজ্ঞাসেন বিভীষণে মানিয়া বিস্ময়।
একে একে বিভীষণে দিল পরিচয় ॥
শুনি রাম কহেন রাক্ষস বিভীষণে।
নাহিক বুদ্ধির লেশ অজ্ঞান রাবণে ॥
শতেক ইন্দ্রের নাহি এত পরিচ্ছদ।
কি কারণে নষ্ট করে এতেক সম্পদ ॥
আন্য জন্য এইমত করিছে বিচার।
যুদ্ধ করি পরস্পরে হৈল মহামার ॥
সেনাপতি সেনাপতি হইল সংগ্রাম।
ইন্দ্রজিতে লক্ষ্মণ রাক্ষসপতি রাম ॥
রণেতে পণ্ডিত রাম যুদ্ধে পারিপাটি।
মাথার মুকুট দশ ফেলিলেন কাটি ॥
লজ্জা পেয়ে পলাইল রাজা দশানন।
উভয় সৈন্যেতে আর নাহি দরশন ॥
তবে রাম পাঠাইল বালির নন্দনে।
অনেক ভর্ৎসিল গিয়া রাজা দশাননে ॥
অঙ্গদের বচনে রাবণ দুঃখমতি।
পাঠাইল বহু বহু শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ॥
মুনি বলে সেই কথা কহিতে বিস্তর।
সংক্ষেপে কহিব শুন ধর্ম্ম নরবর ॥
বজ্রদন্ত মহাবাহু মহাকায় আদি।
প্রহস্ত করিল যুদ্ধ নাহিক অবধি ॥
পড়িল রাক্ষসসেনা নাহি পরিমিত।
ক্রোধভরে আসে তবে বীর ইন্দ্রজিত ॥
করিল রাক্ষসী মায়া বহু বহু রণে।
নাগপাশে বন্দী কৈল শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥
গরুড়ে স্মরিয়া রাম পবন আদেশে।
নাগপাশে মুক্ত হৈল প্রকার বিশেষে ॥
গর্জ্জিয়া বানরগণ করে সিংহনাদ।
শুনিয়া রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ ॥
বিস্ময় মানিয়া অতি চিন্তাকুল মনে।
মহাপাশ মহোদরে পাঠাইল রণে ॥

আর চারি সেনাপতি রাবণ-কুমার।
ক্রোধাবেগে আসিয়া করিল মহামার॥
শিলাবৃক্ষ লয়ে যুদ্ধ করিল বানর।
অস্ত্রশস্ত্রে বিশারদ যত নিশাচর॥
উভয় সৈন্যেতে হৈল যুদ্ধ অপ্রমিত।
ছয় সেনাপতি মরে সৈন্যের সহিত॥
শুনিয়া রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ।
পুনর্ব্বার আইল কুমার মেঘনাদ॥
অপূর্ব্ব রাক্ষসী মায়া ইন্দ্রজিত জানে
দেখিতে না পায় কেহ থাকে কোন্‌স্থানে॥
করিল সংগ্রাম ঘোর রাবণ-সন্ততি।
চারিদ্বারে মারিল প্রধান সেনাপতি॥
থাকুক অন্যের কাজ শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
জিনিয়া পরম সুখে কহিল রাবণে॥
কেবল জীবিত মাত্র ছিল তিন জন।
হনুমান সুষেণ রাক্ষস বিভীষণ॥
উপদেশ কহিলেন সুষেণ প্রধান।
গন্ধমাদন পর্ব্বত আনি হনুমান॥
ঔষধি চিনিয়া দিল সুষেণ বানর।
আপনি বাঁটিয়া দিল রাক্ষস ঈশ্বর॥
যেইমাত্র পাইলেক ঔষধের ঘ্রাণ।
যত ছিল মৃত সৈন্য সব পায় প্রাণ॥
মৃত সৈন্য পায় প্রাণ হনূর প্রসাদে।
কাঁপিল রাবণ বানরের সিংহনাদে॥
তবে বহু যুদ্ধ করি মরে অকম্পন।
ভয় পেয়ে কুম্ভকর্ণে জাগায় রাবণ॥
নিদ্রা হৈতে উঠি যায় রাম সম্ভাষণে।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল ভাই দুইজনে॥
বিভীষণে জিজ্ঞাসিল কহ সমাচার।
সত্তরি যোজন উচ্চ শরীর কাহার॥
তবে বৃথা কি হেতু করিনু হেথা রণ।
রাক্ষসের মায়া কিছু না বুঝি কারণ॥
বিভীষণ বলে ভয় ত্যজহ অন্তর।
কুম্ভকর্ণ নামেতে আমার সহোদর॥
পূর্ব্বে ব্রহ্মা বর দিয়া কৈল নিরূপণ
নিদ্রা ভাঙ্গি জাগাইলে অবশ্য মরণ॥
পাঁচমাসে জাগাইল ভয় পেয়ে মনে।
সন্দেহ নাহিক আজি মরিবেক রণে॥
এত যদি কহিল রাক্ষস বিভীষণ।
তুষ্ট হয়ে শ্রীরাম দিলেন আলিঙ্গন॥
কুম্ভকর্ণে রাবণ কহিল সমাচার।
ক্রোধে মহাবীর আসি দিল মহামার॥
গিলিল বানর একেবারে শতে শতে।
বাহির হইল কেহ নাক কাণ পথে॥
দেখিয়া বিকটমূর্ত্তি ধায় সৈন্যগণ।
অস্ত্র যুড়ি অগ্রে যান কমললোচন॥
রামে দেখি কুম্ভকর্ণ ধায় গিলিবারে।
সত্বরে মারেন রাম ব্রহ্ম-অস্ত্র তারে॥
সেই বাণে মরিল দুরন্ত নিশাচর।
পুষ্পবৃষ্টি করিলেক যতেক অমর॥
ভাবিত হইল রাজা সৈন্য নাহি আর।
কি প্রকারে এ বিপদে পাইব নিস্তার॥
ভাবিয়া পাঠায় শেষে মকরাক্ষ বীরে।
সে আসি অনেক যুদ্ধ করিল সমরে॥
বহু যুদ্ধ করি মৈল শ্রীরামের বাণে।
পরে কুম্ভ ও নিকুম্ভ প্রবেশিল রণে॥
বল বুদ্ধি বিক্রমেতে বাপের সমান।
প্রাণপণে যুঝিল সুগ্রীব হনুমান॥
দুই ভাই পড়িল লইয়া সর্ব্ব সেনা।
বিনা ইন্দ্রজিত বীরে নাহি সম্ভাবনা॥
তবে ইন্দ্রজিতে আজ্ঞা দিল দশানন।
সসৈন্যে মারহ তুমি শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
সংহতি লইয়া তবে সেনা অপ্রমিত।
যুদ্ধ হেতু আইল কুমার ইন্দ্রজিত॥
ক্রোধে আসি তবে সে করিল বহু রণ।
তেমতি করিল যুদ্ধ ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
সহিতে নারিল যুদ্ধ রাবণ-নন্দন।
ভঙ্গ দিয়া প্রবেশিল নিজ নিকেতন॥
প্রবেশ করিয়া সেই যজ্ঞ আরম্ভিল।
হেনকালে বিভীষণ লক্ষ্মণে কহিল॥
যজ্ঞ আরম্ভিল দেব রাবণ-কুমার।
যজ্ঞ সাঙ্গ হৈলে মৃত্যু নাহিক উহার॥

বিধিবাক্য আছে হেন আমি জানি ভালে।
তবে সে মারিতে পার যজ্ঞ নষ্ট কৈলে॥
শুনিয়া হইল সবে হরষিত মন।
যজ্ঞ নষ্ট কৈল গিয়া পবননন্দন॥
তবে ব্রহ্ম অস্ত্রে তারে মারিল লক্ষ্মণ।
পরাণ ত্যজিল তাহে রাবণ-নন্দন॥
বার্ত্তা পেয়ে শোকাকুল রাক্ষসের পতি।
রাবণ আইল রণে অতি ক্রোধমতি॥

—

রাবণ বধ।

পুত্রশোকে সমরে আইল দশানন।
দেখি অগ্রসর হৈল সুমিত্রানন্দন॥
লক্ষ্মণের সঙ্গেতে আইল বিভীষণ।
বিভীষণে দেখি করে রাবণ চিন্তন॥
এই পাপ হতে মোর সবংশে নিধন।
ইহারে বধিয়া শেষে বধিব লক্ষ্মণ॥
এতেক ভাবিয়া দুষ্ট অতি ক্রোধমনে।
লক্ষ্মণে ছাড়িয়া অস্ত্র মারে বিভীষণে॥
এড়িলেন শেলপাট ভীষণ দর্শন।
দিব্য অস্ত্র এড়ি তাহা কাটিল লক্ষ্মণ॥
মহাক্রোধে পুনঃ শেল মারে বিভীষণে।
পুনর্ব্বার লক্ষ্মণ কাটিল দিব্য বাণে॥
দুই শেল অস্ত্র যদি কাটিল লক্ষ্মণ।
যমদণ্ড শেল হাতে লইল রাবণ॥
ডাকিয়া কহেন তবে লক্ষ্মণের তরে।
বুঝিলাম বীরপণা রক্ষা কৈলে পরে॥
আপনা সম্বর শীঘ্র যায় শক্তিবর।
দেখিয়া লক্ষ্মণ বীর পড়িল ফাঁফর॥
প্রাণপণে বাণ মারে নারে নিবারিতে।
কালদণ্ড সম শক্তি আসে শূন্যপথে॥
নির্ভয়ে বাজিল গিয়া লক্ষ্মণের বুকে।
পড়িল লক্ষ্মণ বীর রক্ত উঠে মুখে॥
শোকাকুল রঘুনাথ হলেন অজ্ঞান।
পর্ব্বত আনিল তবে বীর হনূমান॥
পর্ব্বতে ঔষধি ছিল তার অনুভবে।
লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ আনন্দিত সবে॥

কালপূর্ণ হৈল রণে আইল রাবণ।
আপনি গেলেন রণে কমললোচন॥
রাবণে দেখিয়া রথে রঘুনাথে ক্ষিতি।
ইন্দ্র পাঠাইল রথ মাতলি সংহতি॥
সেই রথে রঘুনাথ চড়েন কৌতুকে।
মাতুলি লইল রথ রাবণ সম্মুখে॥
অপ্রমিত যুদ্ধ হৈল দুই মহাবলে।
উপমা নাহিক স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে॥
যার যত শিক্ষা ছিল দোঁহে কৈল রণ।
মহাক্রোধভরে তবে কমললোচন॥
রাবণের দশমুণ্ড কাটিলেন শরে।
পুনর্ব্বার উঠে মুণ্ড বিধাতার বরে॥
পুনঃ পুনঃ যত বার কাটেন রাবণে।
বিনাশ না হয় দুষ্ট পূর্ব্বের সাধনে॥
যোড়করে বিভীষণ করে নিবেদন।
অন্য অস্ত্রে না মরিবে দুর্জ্জয় রাবণ॥
মৃত্যুবাণ আছে ওর মন্দোদরী পাশ।
সে বাণ আনিলে হবে রাবণের নাশ॥
হনূমানে আদেশিল কমললোচন।
ছলেতে আনিল বাণ পবননন্দন॥
সেই বাণ লয়ে রাম যুড়িয়া ধনুকে।
ক্রোধভরে মারিলেন রাবণের বুকে॥
হেনমতে পড়িল রাবণ মহাবল।
পুষ্পবৃষ্টি কৈল তবে অমর সকল॥
সীতারে আনিল কাছে তবে বিভীষণ।
দেখিয়া কহেন তাঁরে কমললোচন॥
দশমাস তোমায় আনিল নিশাচরে।
নাহি জানি ছিলে তুমি কেমন প্রকারে॥
আমারে করিবে নিন্দা এই বড় ভয়।
পরীক্ষা করহ সীতা যদি মনে লয়॥
এমত শুনিয়া সীতা অতি দুঃখমনে।
অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইতে কহেন লক্ষ্মণে॥
লক্ষ্মণ করিলে কুণ্ড প্রবেশিল সীতা।
কৌতুক দেখিতে যত আইল দেবতা॥
রাম পড়িলেন সীতা বিচ্ছেদ অনলে।
হেনকালে উঠে অগ্নি সীতা লয়ে কোলে॥

ব্রহ্মা আদি সর্ব্বদেব একত্র মিলিল।
করিয়া অনেক স্তুতি রামেরে কহিল ॥
আপনা না জানি কর মনুষ্য আচার।
তুমি নারায়ণ সীতা লক্ষ্মী অবতার ॥
তোমা দেখিতে আইল যত পিতৃলোক
হের দেখ দশরথ তোমার জনক ॥
দেবগণ বলে রাম মাগ ইষ্টবর।
শুনিয়া কহেন রাম জীউক বানর ॥
পরে রামে সম্ভাষ করিয়া সর্ব্বজনে।
যতেক দেবতা গেল আপন ভবনে ॥
বিভীষণে দিল রাম রাজ্য অধিকার।
বানরগণেরে কৈল বহু পুরস্কার ॥
সসৈন্যে গেলেন রাম অযোধ্যানগর।
সিংহাসনে বসিলেন রাজরাজেশ্বর ॥
সেবক উদ্ধার হেতু প্রভুর এ কর্ম্ম।
হেনমতে দুইভাগে লয়ে দোঁহে জন্ম ॥
জন্মিল জয় বিজয় ভূমে পুনর্ব্বার।
শিশুপাল দন্তবক্র নাম দোঁহাকার ॥
পূর্ণব্রহ্ম যদুকুলে হয়ে অবতার।
তবে যজ্ঞে শিশুপালে করেন উদ্ধার ॥
তিন অবতারেতে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান।
ভক্তজনে করিলেন এই পরিত্রাণ ॥
রামের এতেক দুঃখ ধরিয়া শরীর।
কি দুঃখ তোমার বনে রাজা যুধিষ্ঠির ॥
সীতার দুঃখের কথা শুনিলে শ্রবণে।
দ্রৌপদীর দুঃখ তার নহে এক গুণে ॥
সবার দুঃখের কথা করিয়া শ্রবণ।
সীতাদুঃখে দ্রৌপদীর বিদরিল মন ॥
মুনি বলে শুন রাজা দুঃখ হৈল অন্ত।
অল্পদিনে নষ্ট হবে কৌরব দুরন্ত ॥
বিশেষ দ্রৌপদী এই সাবিত্রী সমান।
যে জন উভয় কুল কৈল পরিত্রাণ ॥
নানা সুখ ত্যজিলেন স্বামীর কারণে।
তথাপি না ত্যজিলেন স্বামী সত্যবানে ॥
ক্ষত্রকুলে তাঁর তুল্য নাহি কোন জন।
দ্রৌপদীরে দেখি যেন তাঁহার লক্ষণ ॥
সতী সাধ্বী পতিব্রতা লক্ষ্মী অবতার।
অঙ্কেতে দাসত্ব মুক্ত কৈল সবাকার ॥
এতেক ব্রাহ্মণ যার ভুঞ্জে অপ্রমাদে।
কদাচ না হবে দুঃখ ইহার প্রসাদে ॥
পশ্চাতে জানিবে রাজা নয়নে দেখিবে।
কহিলাম পূর্ব্বকথা যেমন ফলিবে ॥

সাবিত্রী উপাখ্যান।

ধিষ্ঠির বলেন শুনহ মহামুনি।
কহিলে রামের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
হইল শরীর মুক্ত সফল এ জন্ম !
সাবিত্রী কাহার নাম কিবা তাঁর কর্ম্ম ॥
কিবা ধর্ম্ম আচরিল কিবা উগ্রতপে।
কোন্ কোন্ কুল উদ্ধারিল কোন্‌রূপে ॥
শুনিবারে ইচ্ছা বড় হইল অন্তরে।
মুনিরাজ বিস্তারিয়া কহ গো আমারে ॥
মুনি বলিলেন শুন ধর্ম্ম নৃপমণি।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
মদ্রদেশে ছিল অশ্বপতি মহীপাল।
অপুত্রক শিব সেবা করে বহুকাল ॥
সন্তান বিহীন রাজা নিরানন্দমতি।
কতদিনে হৈল এক কন্যা রূপবতী ॥
রূপের সমান তার গুণের গণনা।
শুদ্ধমতি সকল শাস্ত্রেতে বিচক্ষণা ॥
কদাচ নাহিক অন্যমতি ধর্ম্ম বিনা।
নানাবিধ শিল্পকর্ম্মে অতি সে প্রবীণা ॥
সুপ্রিয়বাদিনী সতী সর্ব্বভূতে দয়া।
অশ্বপতি হৃষ্টমতি দেখিয়া তনয়া ॥
সাবিত্রী রাখিল নাম সবিত্রী তাহার।
সর্ব্বদা পবিত্রা কন্যা পবিত্র আচার ॥
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা বাপের মন্দিরে।
স্বচ্ছন্দ গমনে যায় যথা ইচ্ছা করে ॥
সমান বয়স প্রিয় সখীগণ সাথে।
ভ্রমণ করেন সুখে চড়ি দিব্য রথে ॥
বিশেষ বাপের রাজ্য কিছু নাহি ভয়।
উপনীত হৈল গিয়া মুনির আলয় ॥

নানাবিধ কৌতুক দেখয়ে রাজসুতা।
হেনকালে শুনহ রাজা অপূর্ব্ব কথা॥
দ্যুমৎসেন নামে রাজা অবন্তীর পতি।
শত্রু নিল রাজ্য বনে করিল বসতি॥
তাঁহার নন্দন ছিল নামে সত্যবান।
রূপেতে নাহিক কেহ তাহার সমান॥
মুনিপুত্রগণ সহ আছিল ক্রীড়ায়।
কত দূরে থাকিয়া সাবিত্রী দেখে তায়॥
কন্দর্প জিনিয়া রূপ কিশোর বয়েস।
দেখিয়া নরেন্দ্রসুতা জিজ্ঞাসে বিশেষ॥
কাহার নন্দন এই কহ মুনিগণ।
যার রূপে উজ্জ্বল করিল তপোবন॥
বনবাসী জন কহে কর অবধান
দ্যুমৎসেনের পুত্র নাম সত্যবান॥
এত শুনি সাবিত্রী হইল হৃষ্টমতি।
মনেতে বরিয়া তারে কৈল নিজপতি॥
গৃহেতে আসিয়া তবে নৃপতির সুতা।
জননীর কাছে গিয়া কহে সব কথা॥
কন্যাবাক্যে রাণী গিয়া কহে নৃপবরে।
শুনিয়া কহিল রাজা দুঃখিত অন্তরে॥
কোন্ বংশে জন্ম তার কিবা তার ধর্ম্ম।
না জানিয়া কেমনে করিব হেন কর্ম্ম॥
এইরূপে আছে রাজা নিরানন্দ মন।
একদিন আইলেন ব্রহ্মার নন্দন॥
নারদ মুনিরে দেখি সুখী সর্ব্বজনে।
হৃষ্টমতি নরপতি মুনি আগমনে॥
বসাইল দিব্য সিংহাসনের উপর।
বেদের বিহিত স্তুতি করিল বিস্তর॥
আনন্দে বসিল সবে কথোপকথনে।
হেনকালে সাবিত্রী আইল সেইস্থানে॥
কন্যা দেখি নৃপতিরে কহে তবে মুনি।
পরমা সুন্দরী এই কাহার নন্দিনী॥
অশ্বপতি বলে মুনি কি কহিব আর।
অপত্য আমার এই কন্যামাত্র সার॥
মুনি বলে সুলক্ষণা তোমার দুহিতা।
বিবাহ দিয়াছ কি আছে অবিবাহিতা॥

রাজা বলে শিশুমতি অত্যল্প বয়েস।
যোগ্যাযোগ্য ভালমন্দ না জানে বিশেষ॥
বরিয়াছে মনে মনে কারে তপোবনে।
নিরূপণ না জানি সন্দেহ আছে মনে॥
ভাল হৈল ভাগ্যবশে আইলা আপনি।
ঘুচিল মনের ধন্দ ওহে মহামুনি॥
নারদ কহিল তবে সাবিত্রীর প্রতি।
কোন্ বংশে জন্ম তার কাহার সন্ততি॥
সাবিত্রী কহিল দেব মুনির আশ্রমে।
দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান নামে॥
নারদ কহিল আমি জানি সর্ব্ব বার্ত্তা।
তাহা ছাড়ি সাবিত্রী করহ অন্য ভর্ত্তা॥
সাবিত্রী কহিল পূর্ব্বে বরিয়াছি মনে।
অন্যে বরি ভ্রষ্টা হব কিসের কারণে॥
মুনি বলে দোষ নাই শুন মম কথা।
সাবিত্রী কহিল মুনি না হবে অন্যথা॥
পুনঃ পুনঃ দোঁহাকার এই বাক্য শুনি।
ব্যস্ত হয়ে তারে জিজ্ঞাসিল নৃপমণি॥
তাহার বৃত্তান্ত শুনি কহ মুনিবর।
কি কারণে বরিতে কহিলে অন্যবর॥
কোন্ বংশে জন্ম তার কাহার নন্দন।
কহ শুনি মুনিবর ব্যস্ত মম মন॥
নৃপতির মুখে শুনি এতেক বচন।
কৃপা করি কহিতে লাগিল তপোধন॥
সূর্য্যবংশে শূরসেন রাজার সন্ততি।
দ্যুমৎসেন নামে রাজা অবন্তীর পতি॥
মহিমাসাগর মহারাজ গুণবান।
পৃথিবীতে নাহি শুনি তাঁহার সমান॥
খণ্ডন না যায় রাজা দৈবের নির্ব্বন্ধ।
কতদিনে নৃপতির চক্ষু হৈল অন্ধ॥
চক্ষুহীন শিশু পুত্র নাহি অন্যজন।
সময় পাইয়া রাজ্য নিল শত্রুগণ॥
ভার্য্যা পুত্র সঙ্গে করি করে বনবাস।
মহাক্লেশে আছে সর্ব্ব সুখেতে নিরাশ॥
বিচার করিয়া দেখ দৈবের সংযোগ।
শরীর ধরিলে হয় দুঃখ সুখ ভোগ॥

রাজা বলে কৃতার্থ করিলে তপোধন।
এই চিন্তা করি সদা নিরানন্দ মন॥
দুঃখ সুখ শরীরের সহযোগে জন্ম।
সময়ে প্রবল হয় আপনার কর্ম্ম॥
আপন ইচ্ছায় ভাল মন্দ কিছু নয়।
দৈবের সংযোগ সেই যখন যে হয়॥
বরযোগ্য বটে যদি সেই সত্যবান।
আজ্ঞা কর সাবিত্রীকে করি তারে দান॥
মুনি বলে তাহে মানা করিতেছি আমি।
পুনঃ পুনঃ মোরে কেন জিজ্ঞাসহ তুমি॥
কুলে শীলে রূপে গুণে তোমা হৈতে শ্রেষ্ঠ।
সকল সুন্দর বটে একমাত্র কষ্ট॥
আজি হৈতে যেই দিনে পূর্ণ বর্ষ হবে।
সেই দিন সত্যবান নিশ্চয় মরিবে॥
কহিনু ভবিষ্য বাণী যদি লয় মনে।
যোগ্য দেখি কন্যাদান কর অন্যজনে॥
শুনিয়া মুনির মুখে এতেক ভারতী।
কহিতে লাগিল অশ্বপতি মহীপতি॥
কদাচ কর্ত্তব্য মম নহে এই কর্ম্ম।
শিশুর ক্রীড়ায় নাহি কভু ধর্ম্মাধর্ম্ম॥
ধনে মানে কুলে শীলে হবে গুণবান।
বিচার করিয়া তারে দিব কন্যাদান॥
দোষ না থাকিবে আর হবে রাজ্যেশ্বর
এমত পাত্রেতে কন্যা দিব মুনিবর॥
কন্যা দানকর্ত্তা পিতা আছে পূর্ব্বাপর।
তাহে যদি মন নহে হবে স্বয়ম্বর॥
আনাইব পৃথিবীর যত নৃপচয়।
দেখিয়া বরিবে কন্যা যারে মনে লয়॥
কি হেতু বরিবে অল্প আয়ু সত্যবান।
বিশেষ বৈধব্য দুঃখ মরণ সমান॥
শুনিয়া দোঁহার মুখে এতেক ভারতী।
কৃতাঞ্জলি সাবিত্রী কহিছে গুণবতী॥
শুনহ জনক মম সত্য নিরূপণ।
কদাচিত নয়নে না হেরি অন্যজন॥
যখন মানসে তাঁরে বরিয়াছি আমি।
জীবন মরণে সেই সত্যবান স্বামী॥
বিধবা যন্ত্রণা যদি থাকে মম ভোগ।
খণ্ডন না যাবে পিতা দৈবের সংযোগ॥
অনিত্য সংসার এই অবশ্য মরণ।
না মরিয়া চিরজীবী আছে কোন্ জন॥
অসার সংসার মাঝে আছে এক ধর্ম্ম।
কিমতে তাহারে ছাড়ি করি অন্যকর্ম্ম॥
ধিক্ ধিক্ কিবা ছার সুখ অভিলাষ।
ধর্ম্ম ছাড়ি অধর্ম্মে যে করে সুখ আশ॥
কি করিবে সুখে পিতা কতকাল জীব।
কুকর্ম্মে আজন্ম কাল নরকে থাকিব॥
এত শুনি প্রশংসা করিয়া তপোধন
আশীর্ব্বাদ করি গেল নিজ নিকেতন॥
অশ্বপতি দুঃখ অতি পাইল অন্তরে।
কহিল অনেক কথা সাবিত্রীর তরে॥
বুঝাইল নরপতি বিবিধ বিধান।
সাবিত্রী কহিল মম পতি সত্যবান॥
ভারত পঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥

সাবিত্রীর সহিত সত্যবানের বিবাহ।

একান্ত বুঝিয়া রাজা তনয়ার মন।
বন হৈতে সত্যবানে আনিল তখন॥
বিধিমতে বিবাহ দিলেন নরপতি।
সত্যবান গেল তবে আপন বসতি॥
পুত্রের বিবাহবার্ত্তা মহোৎসব শুনি।
হরিষ বিষাদ মনে কহে রাজা রাণী॥
নিদারুণ বিধি কৈল এমত সংযোগ।
নিরাশ করিল মোরে দিয়া বহুভোগ॥
ইন্দ্রের বৈভব জিনি ত্যজি নিজ দেশ।
বনেতে নিবাস করি তপস্বীর বেশ॥
বধূ মম অশ্বপতি নৃপতির বালা।
হেনজন কিরূপে থাকিবে বৃক্ষতলা॥
এইমতে কহিল অনেক রাজা রাণী।
সাবিত্রী দেখিতে যত আইল ব্রাহ্মণী॥

অনেক প্রশংসা করি কহে সর্ব্বজন।
সমানে সমানে বিধি করিল মিলন ॥
তুমি রাণী ভাগ্যবতী রাজা মহাসাধু।
সে কারণে পাইলে সাবিত্রী হেন বধূ ॥
অনেক লক্ষণ দেখি ইহাঁর শরীরে।
এত বলি গেল সবে নিজ নিজ ঘরে ॥
পরম আনন্দ মনে রহে চারি জনে।
নিত্য নিত্য সত্যবান প্রবেশিয়া বনে ॥
নানাবিধ ফল মূল করণ্ডেতে ভরে।
প্রতিদিন আনি দেয় সাবিত্রী গোচরে ॥
সাবিত্রীর মহিমা শুনিতে চমৎকার।
যাঁর নামে ধন্য ধন্য জগৎ সংসার ॥
শ্বশুর শ্বাশুড়ী সেবে দেবের সমানে।
নানাসেবা করে নিত্য পতি সত্যবানে ॥
লক্ষ্মীর সমান হয় সতী পতিব্রতা।
নিত্য নিয়মিত পূজে ব্রাহ্মণ দেবতা ॥
অত্যন্ত তুষিল সর্ব্বভূতে দয়াবতী।
তাঁর গুণে তুল্য দিতে নাহি বসুমতী ॥
যত্নে আরচিল যত নানাবিধ কর্ম্ম।
নিত্য নিয়মিত যত বেদবিধি ধর্ম্ম।
ইষ্টেতে একান্ত মতি করে আচরণ।
যত শিল্পকর্ম্ম চিত্র বিচিত্র রচন ॥
দেখিয়া সানন্দ রাজা রাণী সত্যবান।
বৎসরেক সাবিত্রী থাকয়ে সেই স্থান ॥
নারদের বাক্য সতী স্মরে অনুক্ষণ।
লোকলাজে নানাকাজে নিবারিয়া মন ॥
নিমেষ মুহূর্ত্ত দণ্ড প্রাণ আদি করি।
দণ্ডে দণ্ডে গণি যায় দিবস শর্ব্বরী ॥
পঞ্চদশ দিনে পক্ষ দ্বিপক্ষেতে মাস।
হেনমতে যায় মাস বাড়য়ে নিরাশ ॥
এইমত অনুক্ষণ সাবিত্রীর মনে।
রাজা রাণী সত্যবান কিছুই না জানে ॥
এমত প্রকারে শুন ধর্ম্ম নরবর।
বৎসরের শেষমাত্র দ্বিতীয় বাসর ॥
চিন্তায় আকুল হৈল নৃপতির সুতা।
বিচারিল পূর্ণ হৈল নারদের কথা ॥
অবশ্য হইবে যাহা করিবে ঈশ্বর।
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর ॥
হেনমতে বিচার করিয়া সারোদ্ধার।
আরম্ভ করিল তবে সংসারের সার ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণপক্ষে পেয়ে চতুর্দ্দশী।
লক্ষ্মী নারায়ণে সতী পূজে অহর্নিশি ॥
শুদ্ধভাবে একমনে বসিল সুন্দরী।
অনায়াসে বঞ্চিলেক দিবস শর্ব্বরী ॥
প্রভাতে উঠিয়া সতী হয়ে সযতন।
বিধিমতে করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন ॥
দক্ষিণান্ত করি কার্য্য কৈল সমাপণ।
আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন দ্বিজগণ ॥
এইরূপে বঞ্চিলেন দ্বিতীয় প্রহর।
সেই দিনে পূর্ণ সত্যবানের বৎসর ॥
তাহাতে নৃপতিসুতা চিন্তাকুলমনা।
হেনকালে শুন রাজা দৈবের ঘটনা ॥
নিত্য নিত্য সত্যবান প্রবেশিয়া বন।
ফল মূল কাষ্ঠাদি করেন আহরণ ॥
দিবসের শেষ দেখি রাজার তনয়।
বিচারিল বনে যেতে হইল সময় ॥
করণ্ড কুঠার লইলেন নিজ করে।
বিদায় হইল গিয়া মায়ের গোচরে ॥
রাণী বলে শুন পুত্র দিবা অবশেষ।
এমত সময়ে বনে না কর প্রবেশ ॥
সত্যবান বলে মাতা না করিহ ভয়।
এখনি আসিব মাতা জানিহ নিশ্চয় ॥
এত বলি চলিলেন রাজার কুমার।
বার্ত্তা পেয়ে সাবিত্রী দেখিল অন্ধকার ॥
শোকাকুলা বিচার করিয়া মনে মন।
পূর্ণ হৈল যাহা কৈল ব্রহ্মার নন্দন ॥
কাল পূর্ণ হৈল আজি রাজার নন্দনে।
কর্ম্মসূত্রে টানিয়া লইল মৃত্যুস্থানে ॥
বিবাহ বা জন্ম মৃত্যু যথা যেইমতে।
সময়ে আপনি সবে যায় সেই পথে ॥
সে হেতু যেখানে তার আছে মৃত্যুস্থান।
ভূপতি নন্দন তথা করিছে প্রয়াণ ॥

সতী ভাবে কাল প্রাপ্ত যদি মম পতি।
আমার উচিৎ হয় যাইতে সংহতি ॥
কারে না কহিল কিছু নৃপতির সুতা।
শীঘ্রগতি গেল তবে পতি যায় যথা ॥
নৃপতি শুনিয়া বলে নিষেধ বচন।
সাবিত্রী নিষেধ নাহি মানিল তখন ॥
রাজরাণী বার্ত্তা পান বধূ যায় বন।
চিন্তাকুল মহারাণী আসি সেইক্ষণ ॥
সাবিত্রীকে কহিলেন মধুর বচন।
কহ বধূ চিন্তা কর কিসের কারণ ॥
ফল মূল লয়ে স্বামী আসিবে এখন।
কি কারণে মহাকষ্টে যাবে তুমি বন ॥
অন্য কেহ নাহি তথা দেখ ঘোর বন।
কি কারণে চিন্তা কর স্বামীর কারণ ॥
দুই দিন হৈল তাহে আছ উপবাসী।
ঘরে আসি ভোজন করহ সুখে বসি ॥
শাশুড়ীর মুখে শুনি এতেক বচন।
করযোড়ে কহিতে লাগিল সেইক্ষণ ॥
আসিয়া পশ্চাতে আমি করিব ভোজন।
আজ্ঞা দেহ তবে রাণী দেখে আসি বন ॥
বিশেষতঃ আছে হেন শাস্ত্রের প্রসঙ্গ।
ব্রতশেষে বঞ্চিবেক নিজপতি সঙ্গ ॥
দেখিয়া বনের শোভা দিবস বঞ্চিব।
আনন্দে স্বামীর সঙ্গে এখনি আসিব ॥
সাবিত্রীর অভিলাষ বুঝি রাজরাণী।
নিবৃত্ত হইল আর না কহিল বাণী ॥
সাবিত্রী চলিল তবে সহ সত্যবান।
অত্যন্ত কাননমাঝে করিল প্রয়াণ ॥
বিবিধ কৌতুক দেখি যায় দুইজন।
বহুবিধ ফলমূল কৈল আহরণ ॥
মুনিবাক্য মনে করি নৃপতির সুতা।
অত্যন্ত ব্যাকুলা হৈল আর চিন্তাযুতা ॥
না জানি কেমনে হবে পতির নিধন।
সত্যবান নাহি জানে এত বিবরণ ॥
ভ্রমণ করিয়া সুখে তুলে ফল মূল।
পাত্র পরিপূর্ণ হৈল আর নাহি স্থল ॥
রাখিয়া আঁকশি সাজি সাবিত্রীর কাছে।
কাষ্ঠ হেতু সত্যবান উঠে গিয়া গাছে ॥
কুঠারে কাটিল তবে বৃক্ষসহ ডাল।
উপস্থিত হল আসি ক্রমে মৃত্যুকাল ॥
অকস্মাৎ শিরঃপীড়া করিল অস্থির।
সহস্র নাগেতে যেন দংশিলেক শির ॥
সত্যবান বলে শুন রাজার তনয়া।
বুঝিতে না পারি কিবা হৈল দেবমায়া ॥
দশদিক অন্ধকার দেখি অকস্মাৎ।
সহস্র সহস্র শেল মারয়ে নির্ঘাত ॥
তনু হৈতে বাহির হইল বুঝি প্রাণ।
নিস্তার নাহিক আর হইনু অজ্ঞান ॥
সাবিত্রী কহিল আমি জানি পূর্ব্বকথা।
ধৈর্য্য ধর এখনি ঘুচিবে শিরোব্যথা ॥
এক কথা বলি আমি শুন দিয়া মন।
বৃক্ষ হতে শীঘ্র তুমি নামহ এখন ॥
শয়ন করিয়া সুখে থাকহ ঠাকুর।
হইবে সকল পীড়া মুহূর্ত্তেকে দূর ॥
নিজ অঙ্গ-বস্ত্র পাতি সতী পুণ্যবতী।
ঊরুতে রাখিয়া শির শোয়াইল পতি ॥

সত্যবানের মৃত্যু এবং যমের নিকটে সাবিত্রীর বর প্রাপ্তি।

চেতন রহিত হৈল রাজার তনয়।
ক্রমে ক্রমে আয়ুশেষ হইল তথায় ॥
দেখিয়া নৃপতিসুতা ভাবে মনে মন।
কাল পরিপূর্ণ হৈল রাজার নন্দন ॥
অবশ্য আসিবে হেথা কৃতান্ত-কিঙ্কর।
দেখিব কেমনে লয় আমার ঈশ্বর ॥
এত ভাবি সাবিত্রী রহিল ঘোর বনে।
হেথায় ডাকিল যম যত দূতগণে ॥
সত্যবানে আনিতে কহিল ধর্ম্মরাজ।
আজ্ঞাতে আইল শীঘ্র দূতের সমাজ ॥
যথায় কাননে পড়ি ভূপতিনন্দন।
তাহার নিকটে গেল যমদূতগণ ॥

পরশিতে না পারিল সাবিত্রীর তেজে।
নিরস্ত হইয়া দূত কহে ধর্ম্মরাজে॥
দূতমুখে ধর্ম্মরাজ পাইয়া বারতা।
আপনি আইল শীঘ্র সত্যবান যথা॥
দেখিয়া সাবিত্রী কহে তুমি কোন্ জন।
ধর্ম্মরাজ বলে আমি সবার শমন॥
রাজপুত্র সত্যবান এই তব স্বামী।
কালপূর্ণ হৈল আজি লৈয়া যাই আমি॥
শুনিয়া সাবিত্রী কহে যে আজ্ঞা তোমার।
বিধাতার নির্ব্বন্ধ লঙ্ঘিতে শক্তি কার॥
মায়াতে মোহিত সব কেবা কার পতি।
সবে সত্য ধর্ম্মমাত্র অখিলের গতি॥
এতেক কহিয়া সতী ছাড়ে সত্যবানে।
করযোড়ে রহিল যমের বিদ্যমানে॥
সত্যবান সমীপে আসিয়া সূর্য্যসুত।
শরীর হইতে বাহির করিল অদ্ভুত॥
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ তনু দেখিতে সুন্দর।
বন্ধন করিয়া নিয়া চলিল সত্বর॥
দেখিয়া পতির দশা হয়ে দুঃখমতি।
কিছু না কহিয়া চলে যমের সংহতি॥
দেখিয়া কৃতান্ত তবে জিজ্ঞাসিল তারে।
কে তুমি কি হেতু বল যাবে কোথাকারে
কালেতে হইল তব পতির মরণ।
তার জন্য বৃথা চিন্তা কর কি কারণ॥
জগতে নিয়ম আছে সবে এইমত।
কালপূর্ণ হৈলে সবে যায় মৃত্যুপথ॥
আমার বচনে ঘরে যাহ গুণবতী।
শীঘ্রগতি স্বামীর চিন্তহ ঊর্দ্ধগতি॥
ধর্ম্মরাজ মুখে শুনি এতেক উত্তর।
রাজার নন্দিনী কহে করি যোড় কর॥
যে কিছু কহিলে প্রভু সব জানি আমি।
কেবা কার ভাই বন্ধু কেবা কার স্বামী॥
সহজে সংসার মিথ্যা বিশেষ আমার।
মায়াপাশে কি হেতু যাইব পুনর্ব্বার॥
কালপূর্ণে মরে পতি দুঃখ নাহি ভাবি।
সকলে মরিবে কেহ নহে চিরজীবি॥
এইমত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যত জন।
জনম লভিলে হয় অবশ্য মরণ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুসারে সুখ দুঃখ ভোগ।
নিজ ইচ্ছা নহে করে বিধির সংযোগ॥
স্বকর্ম্মফল ভুঞ্জিবে এবে মোর পতি।
আমার কি সাধ্য করি তাঁর ঊর্দ্ধগতি॥
আপনি আপন বন্ধু যদি রাখে ধর্ম্ম।
আপনি আপন শত্রু করিলে কুকর্ম্ম॥
সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম সদা অনুগত।
পূর্ব্বাপর এই নীতি আছে শাস্ত্রমত॥
সে কারণে প্রাণপণে করিবেক ধর্ম্ম।
সতের সঙ্গতি হৈলে করে নানা কর্ম্ম॥
সংসারের সার সঙ্গ বলে মুনিগণে।
সঙ্গদোষে চোর হয় সাধু সঙ্গগুণে॥
সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী।
পরম সন্তুষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি॥
পৃথিবীতে সাধ্বী তুমি নৃপতির সুতা।
তোমার জননী ধন্যা ধন্য তব পিতা॥
শ্রবণে শুনিনু তব বাক্য সুধারস।
বর লহ সাবিত্রী হইনু তব বশ॥
সত্যবানে ছাড়ি তুমি মাগ অন্য বর।
যাহা ইচ্ছা মাগি লও আমার গোচর॥
সাবিত্রী কহিল যদি হৈলে কৃপাবান।
অপুত্রক আছে পিতা দেহ পুত্রদান॥
যম বলে তারে দিনু আমি পুত্রবর।
যাহ শীঘ্রগতি তুমি আপনার ঘর॥
সাবিত্রী কহিল শুন মম নিবেদন।
তব সঙ্গ ছাড়িতে নাহি চায় যে মন॥
সতের সংসর্গে যেন কাশীতে নিবাস।
আমারে করিতে চাহ ইহাতে নৈরাশ॥
পূর্ব্বে পিতৃপুণ্যবলে নিজ ভাগ্যবশে।
তোমা হেন গুণনিধি পাই অনায়াসে॥
ইহা হৈতে কর্ম্মবন্ধ না হইল ক্ষয়।
জানিনু আমারে বাম বিধাতা নিশ্চয়॥
এত শুনি তুষ্ট হ'য়ে বলে মৃত্যুপতি।
অমৃত অধিক শুনি তোমার ভারতী॥

পুনঃ পুনঃ মহানন্দ জন্মাতেছ মনে।
বর মাগ বিনা সত্যবানের জীবনে॥
সাবিত্রী কহিল যদি কৃপা হৈল মোরে।
শ্বশুর আছেন অন্ধ চক্ষু দেহ তাঁরে॥
শমন কহেন চক্ষু হইবে তাঁহার।
রজনী অধিক হয় যাহ নিজাগার॥
রাজার নন্দিনী কহে সব জান তুমি।
সংসার বাসনা কভু নাহি করি আমি॥
নাহি চাহি পুত্র বন্ধু নাহি চাহি পতি।
আজ্ঞা কর সদা ধর্ম্মে রহে যেন মতি॥
এত শুনি তুষ্ট হয়ে কহে দণ্ডপাণি।
পরম সুশীলা তুমি রাজার নন্দিনী॥
তব বাক্যে আনন্দ হইল মম মনে।
বর মাগ বিনা সত্যবানের জীবনে॥
সাবিত্রী কহিল আর না করিব লোভ।
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু পাছে হয় ক্ষোভ॥
সে কারণে বর নিতে ভয় বাসি মনে।
শুনিয়া কৌতুকে যম কহে সেইক্ষণে॥
সত্যবান জীবন ছাড়িয়া অন্যবর।
যাহা ইচ্ছা মাগ তুমি আমার গোচর॥
সাবিত্রী কহিল বর মাগি যে শমন।
রাজ্যহীন আছে রাজা দেহ রাজ্যধন॥
যম বলে পুনঃ রাজ্য পাবে নৃপবর।
বিলম্বে নাহিক কার্য্য যাহ নিজঘর॥
সাবিত্রী কহিল শুন মম নিবেদন।
অবশ্য হইবে যাহা বিধির সৃজন॥
মায়াতে মোহিত সবে সত্যপথ ত্যজে।
ঘর ঘোর বিপদ-সাগরে মাত্র মজে॥
আমার আমার কর বলে সর্ব্বজন।
মিথ্যা ঘর পরিবারে মজাইয়া মন॥
নারী পুত্র বান্ধব শ্বশুর পিতা মাতা।
অনর্থের হেতু সব মহাদুঃখদাতা॥
এ সব পালন হেতু ত্যজে নিজ ধর্ম্ম।
ভরণ পোষণ করে করিয়া কুকর্ম্ম॥
পশ্চাতে অধর্ম্মভাগী হয় সেই জনা।
নিজ অঙ্গে ভোগ করে বিবিধ যন্ত্রণা॥
নয়ন থাকিতে অন্ধপ্রায় যত লোক।
কর্ম্মসূত্রে বন্ধ যেন তসরের পোক॥
বিধির নির্ব্বন্ধ সেই বৃক্ষপত্র খায়।
যথাকালে আপনার কর্ম্মফল পায়॥
জানিয়া তথাপি তারা থাকে অনায়াসে।
পাছে বিপরীত বুদ্ধি হয় কোন দোষে॥
সুখেতে থাকিব হেন ভাবিয়া অন্তরে।
নিজসূত্রে বন্দী হয়ে অবশেষে মরে॥
সেইমত পৃথিবীতে হৈল যত লোক।
মায়ামোহে মজিয়া পশ্চাতে পায় শোক॥
অসার সংসার প্রভু সার ধর্ম্মপথ।
তাহা বিনা নাহি মম অন্য মনোরথ॥
ঘর ঘোর বন্ধনে যাইতে কদাচন।
নিশ্চয় জানিবে দেব নাহি মম মন॥
উৎপত্তিতে তপ্ত জীব চিন্তার হুতাশে।
শীতল হউক দেব তোমার পরশে॥
আজ্ঞা কর মুহূর্ত্তেক থাকিব সংহতি।
এত শুনি তুষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি॥
তোমার চরিত্র ধন্য লাগে চমৎকার।
অগোচর নহে মম অখিল সংসার॥
অল্পকালে ধর্ম্মেতে এতেক তব মতি।
তোমার তুলনাযোগ্য নাহি দেখি ক্ষিতি॥
পৃথিবীতে খ্যাতি হল তোমার সুযশ।
মধুর বচনে তব হইলাম বশ॥
সত্যবান জীবন ব্যতীত অন্য বর।
যাহা ইচ্ছা মাগি লহ আমার গোচর॥
কন্যা বলে এই সত্যবানের ঔরসে
হইবেক এক পুত্র পঞ্চম বরষে॥
হেনমতে দেহ মোরে শতেক নন্দন।
অঙ্গীকার নিজ বাক্য করহ পালন॥
কৃতান্ত কহিল ঘরে যাও গুণবতী।
মম বরে হবে তব শতেক সন্ততি॥
এত বলি শীঘ্রগতি চলিল শমন।
সাবিত্রী তাঁহার পাছে করিল গমন॥
যম বলে কি কারণে যাহ তুমি কোথা।
চারি বর দিলাম জঞ্জাল কর বৃথা॥

সাবিত্রী কহিল দেব উত্তম কহিলে।
শতপুত্র জন্মিবে আপনি বর দিলে॥
অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য কে পারে লঙ্ঘিতে।
আমার পুত্র হইবে সত্যবান হ'তে॥
ইহার বিধান আগে কর ধর্ম্মরায়।
তোমার সংহতি মম নাহি কোন দায়॥
সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী।
পরম লজ্জিত হ'য়ে কহে মৃত্যুপতি॥
এ তিন ভুবনে তুমি সতী পতিব্রতা।
পবিত্র হইবে লোক শুনি তব কথা॥
বিশেষ করিলে ব্রত চতুর্দ্দশী দিনে।
পাইলে এ চারি বর তাহার কারণে॥
দ্বিতীয় তোমার কর্ম্ম কহনে না যায়।
নতুবা শুনেছ কোথা ম'লে প্রাণ পায়॥
এই লহ তব পতি রাজা সত্যবান।
কৌতুকে গমন কর আপনার স্থান॥
যেই ব্রত করিলা বসিয়া অহর্নিশি।
লোক পরে করিবে সাবিত্রী চতুর্দ্দশী॥
ভক্তিভাবে এই কথা কহে যেই জন।
পাইবে পরম পদ না যায় খণ্ডন॥
তোমার মহিমা যেবা করিবে স্মরণ।
আমা হৈতে ভয় তার না হবে কখন॥
তোমার গুণেতে বশ হইলাম আমি।
যাহ শীঘ্র সহিতে লইয়া তব স্বামী॥
পৃথিবীতে ভোগ কর পরম কৌতুকে।
অন্তকালে দুইজনে যাবে বিষ্ণুলোকে॥
এত বলি মৃত্যুপতি ছাড়ি সত্যবানে।
আনন্দ বিধানে গেল আপনার স্থানে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

সত্যবানের পুনর্জ্জীবন।

নিজ পতি পেয়ে সতী হরষিত মতি।
স্বামীর নিকটে গেলা পুনঃ শীঘ্রগতি॥
মহানন্দে লয়ে সেই অঙ্গুষ্ঠ পুরুষে।
স্বামী অঙ্গে নিয়োজিল পরম হরিষে॥
চৈতন্য পাইয়া উঠে রাজার নন্দন।
নিদ্রা হতে হল যেন পুনঃ জাগরণ॥
হেনকালে শুন যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
অস্ত গেল দিবাকর আইল রজনী॥
দেখি সত্যবান অতি চিন্তাকুল মনে।
কহিতে লাগিল সাবিত্রীরে সম্বোধনে॥
কহ প্রিয়ে কি করিব অতি ঘোর নিশি।
কিমতে পাইব রক্ষা অরণ্যেতে বসি॥
চিনিতে না পারি পথ অন্ধকার ঘোর।
কেন প্রিয়ে না করিলে নিদ্রাভঙ্গ মোর॥
হায় বিধি কালনিদ্রা মোরে আনি দিলে।
কান্দিবেক জনক জননী শোকাকুলে॥
সাবিত্রী কহিল প্রভু শুন মোর কথা।
হইল যে কর্ম্ম তাহা চিন্তা কর বৃথা॥
নিদ্রাভঙ্গ করি যদি পাপ বড় হয়।
সেই জন্য জাগাইতে মনে হৈল ভয়॥
বিচার করিনু মনে আছে কিছু বেলা।
নিশ্চিন্ত রহিনু আমি মনে করি হেলা॥
মেঘেতে আচ্ছন্ন বেলা নারিনু বুঝিতে।
মম দোষ নাহি কিছু না ভাবিহ চিতে॥
অকারণে গৃহে যেতে কর মনোরথ।
রাত্রিকালে বনস্থলে না জানিবা পথ॥
চল প্রভু এই বৃক্ষে আরোহণ করি।
কোন মতে বঞ্চি প্রভু এ ঘোর শর্ব্বরী॥
প্রভাতে উঠিয়া কালি করিব গমন।
যে আজ্ঞা তোমার এই মম নিবেদন॥
সত্যবান বলে প্রিয়ে উত্তম কহিলে।
ইহা না করিয়া কোথা যাব রাত্রিকালে॥
এত বলি উঠে দোঁহে বৃক্ষের উপরে।
চিন্তায় আকুল রহে দুঃখিত অন্তরে॥
তথায় হইল চক্ষু অন্ধ নৃপতির।
পুত্রের বিলম্ব দেখি হইল অস্থির॥
শোকাকুলে অনেক কান্দয়ে রাজরাণী।
কোথায় রহিল পুত্র এ ঘোর রজনী॥
তিনদিন উপবাসী বধূ গেল সাথে।
না জানি কেমনে নষ্ট হইল বা পথে॥

এতকালে স্বামী যদি পেলে চক্ষুদান।
হারাইনু রত্ননিধি পুত্র সত্যবান॥
হায় বধূ সাবিত্রী কুমার সত্যবান।
তোমা দোঁহে না দেখিয়া ফাটে মম প্রাণ॥
ঘোরবনে বনজন্তু কত শত ছিল।
অভাগীর কর্ম্মদোষে বুঝি বা হিংসিল॥
নাম ধরি কান্দিয়া উঠিল দুইজনে।
কারণ জানিতে গেল যত মুনিস্থানে॥
একে একে কহিল যতেক মুনিগণ।
কি হেতু তোমরা এত করিছ ক্রন্দন॥
আশ্বাস করিয়া কয় না করিহ ভয়।
সুখের লক্ষণ রাজা জানিহ নিশ্চয়॥
আমা সবাকার বাক্য কভু নহে আন।
সর্ব্বসুখে আসিবে সাবিত্রী সত্যবান॥
সান্ত্বনা করিয়া দোঁহে পাঠাইল ঘর।
চিন্তাকুলে রহে দোঁহে দুঃখিত অন্তর॥
এতেক কষ্টেতে বঞ্চিলেন সেই নিশি।
হেনকালে সূর্য্যোদয় হয় পূর্ব্বদিশি॥
প্রভাত জানিয়া তবে রাজার নন্দন।
ফল মূল কাষ্ঠ লয়ে করিল গমন॥
হেথা রাজা রাণী করে পথ নিরীক্ষণ।
হেনকালে নিকটে আইল দুইজন॥
তিতিল দোঁহার অঙ্গ প্রেম অশ্রুজলে।
সেইমত আনন্দ হইল বনস্থলে॥
আশ্রমে আইল দোঁহে প্রফুল্ল বদনে।
সত্যবান সাবিত্রী আইল নিকেতনে॥
শুনিয়া আইল যত ছিল মুনিগণ।
বিস্ময় মানিয়া সবে জিজ্ঞাসে কারণ॥
সবাকারে সাবিত্রী কহিল বিবরণ।
আদ্য অন্ত যত সব বনের কথন॥
এত শুনি সর্ব্বজন সাবিত্রীর কথা।
জানিল মনুষ্য নহে অশ্বপতি-সুতা॥
বহুবিধ প্রশংসা করিল সর্ব্বজন।
আশীর্ব্বাদ করি সবে করিল গমন॥
সাবিত্রী চরিত্র কথা শুনি রাজরাণী।
আপনারে কৃতকৃত্য ভাগ্যবান মানি॥
স্নান দান করি রহে হরিষ অন্তরে।
শুন ধর্ম্মরাজ তার কত দিনান্তরে॥
অশ্বপতি ভূপতি হইল পুত্রবান।
শত্রু জিনি নিজ রাজ্য নিল সত্যবান॥
সাবিত্রীর শত পুত্র হৈল যথাকালে।
নিজরাজ্যে একত্র বঞ্চিল কুতূহলে॥
সাবিত্রীর তুল্য নাহি এ তিন ভুবনে।
দুই কুল উদ্ধার করিল নিজগুণে॥
মৃত জন প্রাণ পায় অন্ধ চক্ষুদান।
অপুত্রক ছিল রাজা হৈল পুত্রবান॥
জন্মাইল আপনার শতেক সন্ততি।
নিজরাজ্য উদ্ধার করিল গুণবতী॥
এই হেতু সর্ব্বজন ভুবন ভিতরে।
সাবিত্রী সমান বলি আশীর্ব্বাদ করে॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই ধর্ম্মের নন্দন।
দ্রৌপদীতে দেখি আমি তাহার লক্ষণ॥
এত বলি নিজ স্থানে গেল মুনিরাজ।
আনন্দ বিধানে রহে পাণ্ডব সমাজ॥
ভারত চরিত্র রচে মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস॥

অকাল আম্রের বিবরণ ও দ্রৌপদীর দর্পচূর্ণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন শুন কুরুবর।
কৃষ্ণা সহ কাম্যবনে পঞ্চ সহোদর॥
মার্কণ্ডেয় মুনি যদি করিল গমন।
হইল বিষাদে মগ্ন সবাকার মন॥
কাম্যবন ত্যাগ হেতু বিচারিয়া মনে।
দ্বারক হইতে আসিলেন নারায়ণে॥
দিন কত সেইস্থানে রহে যদুবীর।
একদিন গোবিন্দে কহিল যুধিষ্ঠির॥
এ বন ত্যজিয়া যাব অন্য দূরদেশ।
খুঁজিয়া কৌরব যথা না পায় উদ্দেশ॥
সে কারণে নিবেদন করি ভগবান।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যে হয় বিধান॥

কৃষ্ণ কহে চল সবে অজ্ঞাতেতে রব।
যেই দেশে নাহি যায় চণ্ডাল কৌরব॥
তবে রাজা দ্বিজগণে বিদায় করিল।
কাম্যবন হতে সবে বাহির হইল॥
তদন্তরে তাহার দ্বিতীয় দিনান্তরে।
নিকটে আইল সবে কাম্য সরোবরে॥
সরোবরে স্নান করি সকলে কৌতুকে।
তিন রাত্রি বঞ্চি তথা রহিলেন সুখে॥
পরদিন প্রভাতে উঠিল সর্ব্বজনে।
হেনকালে দ্রৌপদীর উপজিল মনে॥
এ তিন ভুবনে আমি সতী পতিব্রতা।
স্বামিগণ সহ বনে দুঃখেতে দুঃখিতা॥
পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করয়ে মুনিগণ।
নিশ্চয় জানিনু মম সফল জীবন॥
অখিল ভুবনপতি যার এত বশ।
ইহার অধিক মম কি আছে পৌরষ॥
এইমত অহঙ্কার করে যাজ্ঞসেনী।
জানিলেন অন্তর্য্যামী দেব চক্রপাণি॥
গর্ব্ব চূর্ণ নিমিত্ত ভাবেন নারায়ণ।
হেনকালে দেখিলেন এক তপোবন॥
নানাবৃক্ষে নানা ফল ধরে বিধিমতে।
কৌতুকে দেখেন সবে চাহি দুই ভিতে॥
অসময়ে আম্র এক তরুডালে দেখি।
অর্জ্জুনে কহিল কৃষ্ণা পরম কৌতুকী॥
আশ্চর্য্য দেখহ দেব এ বড় বিস্ময়।
এই আম্র পাড়ি দেহ কৃপা যদি হয়॥
এত শুনি ধনঞ্জয় যুড়ি দিব্যশর।
আম্র পাড়ি অর্পিলেন কৃষ্ণার গোচর॥
আম্র হাতে করি কৃষ্ণা আনন্দিত মন।
হেনকালে আইলেন দৈবকীনন্দন॥
দ্রৌপদীর অহঙ্কার চূর্ণ করিবারে।
কহিলেন বনমালী দুঃখিত অন্তরে॥
ভাল নহে কি কর্ম্ম করিলে তুমি পার্থ।
নিশ্চয় ঘটিল আজি দুরন্ত অনর্থ॥
তোমার কি দোষ দিব বিধির সংযোগ।
পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবশে হৈল এই ভোগ॥
হেন বুদ্ধি হয় যার হয় কাল পূর্ণ।
পণ্ডিত জনেরে হয় ভ্রমে মতিচ্ছন্ন॥
নিশ্চয় মজিলে হেন লয় মম মনে।
নহিলে কুবুদ্ধি কেন তোমা হেন জনে॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা রাজা যুধিষ্ঠির।
ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসিল কহ যদুবীর॥
যাহাতে পাইলে ভয় তোমা হেন জন।
অল্প কথা নহে এই দৈবকীনন্দন॥
অনর্থের হেতু এই অকালের ফল।
কাহার শাসনে দেব এই বনস্থল॥
কোন্ মহাজন সেই কত বল ধরে।
কিমতে রহিব আজি এই বনান্তরে॥
কিমতে পাইব রক্ষা কর পরিত্রাণ।
অব্যর্থ তোমার বাক্য বজ্রের সমান॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন মুনি নামে সন্দীপন।
তাঁহার কানন এই শুনহ রাজন॥
যাঁর নামে সুরাসুর হয় কম্পমান।
অলঙ্ঘ্য তাঁহার বাক্য বজ্রের সমান॥
ত্রিভুবনে আছয়ে যতেক সিদ্ধ ঋষি।
সন্দীপন তুল্য কেহ না হয় তপস্বী॥
বহুকাল আশ্রয় করয়ে এই বন।
কদাচিৎ কোনস্থানে না যায় কখন॥
তপস্যা করিতে যান প্রত্যুষ সময়।
সমস্ত দিবস সেই অনশনে রয়॥
আশ্চর্য্য দেখহ তার তপস্যার ফলে।
প্রতিদিন এক আম্র এই বৃক্ষে ফলে॥
সমস্ত দিবস গেলে সন্ধ্যাকালে পাকে।
আশ্রমে আসিয়া মুনি পরম কৌতুকে॥
বৃক্ষ হৈতে আম্র পাড়ি করয়ে ভক্ষণ।
এইমত বহুকাল আছে সন্দীপন॥
হেন আম্র দ্রৌপদীকে পাড়ি দিল পার্থ।
দোঁহার কর্ম্মের দোষে হইল অনর্থ॥
তপস্যা করিয়া মুনি আশ্রমেতে আসি।
আম্র না পাইয়া করিবেক ভস্মরাশি॥
চিন্তিয়া না দেখি কিছু ইহার উপায়।
কি কর্ম্ম করিলে পার্থ হায় হায় হায়॥

শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে রাজা যুধিষ্ঠির।
অশক্য জানিয়া বড় হইল অস্থির॥
করযোড়ে কহিলেন গোবিন্দের আগে।
পাণ্ডবের ভালমন্দ তোমাকে সে লাগে॥
পাণ্ডবেরে রক্ষা করে নাহি হেন-জন।
গুপ্ত কথা নহে ইহা দৈবকীনন্দন॥
রাখিবে রাখহ নহে যাহা লয় মনে।
তোমার আশ্রিত জনে মারে কোন্‌জনে॥
তোমা হৈতে যে কর্ম্ম না হইবে শমতা।
অন্য জন সে কর্ম্মেতে চিন্তা করে বৃথা॥
তোমার আশ্রিত যে আমরা পঞ্চজন।
কিমতে পাইব রক্ষা কহ নারায়ণ॥
শুনিয়া ধর্ম্মের কথা কহেন শ্রীপতি।
বৃক্ষেতে ফলিয়া আম্র ছিল হে যেমতি॥
সেই মত বৃক্ষে যদি লাগে পুনর্ব্বার;
তবে যে হইবে রাজা সবার নিস্তার॥
যুধিষ্ঠির বলে দেব এ তিন ভুবন।
ত্রিবিধ সমস্ত লোক পালে যেই জন॥
উৎপত্তি প্রলয় হয় যাঁহার আজ্ঞায়।
গাছে আম্র লাগাইতে তাঁর কোন দায়॥
গোবিন্দ বলেন এক আছে প্রতিকার।
বৃক্ষডালে আম্র লাগে সবার নিস্তার॥
করিলে করিতে পার নহে বড় কাজ।
কপট ত্যজিয়া যদি কহ ধর্ম্মরাজ॥
যুধিষ্ঠির বলে কৃষ্ণ যে আজ্ঞা তোমার।
মম সাধ্য হয় যদি কর প্রতিকার॥
প্রতিকারে মৃত্যু ইচ্ছা করে কোন্ জনে
আজ্ঞা কর পালন করিব প্রাণপণে॥
গোবিন্দ বলেন রাজা নহে বড় কাজ।
সবার নিস্তার হয় শুন মহারাজ॥
যাজ্ঞসেনী আর যে তোমরা পঞ্চজনে।
কোন্ কথা অনুক্ষণ জাগে কার মনে॥
সবার মনের কথা কহ মম আগে।
কপট ত্যজিয়া কহ তবে আম্র লাগে॥
এইমত সকলে করিল অঙ্গীকার।
প্রথমে কহেন কথা ধর্ম্মের কুমার॥
শুন চিন্তামণি চিন্তা করি নারায়ণ।
পূর্ব্বমত সম্পদ হইলে নারায়ণ॥
ব্রাহ্মণ ভোজন যজ্ঞ করি অহর্নিশি।
ইহা বিনা অন্য আমি নহি অভিলাষী॥
অনুক্ষণ মম মনে এই মনোরথ।
শুনিয়া অকাল আম্র উঠে কত পথ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া সবে হরিষ অন্তর।
তদন্তরে কহিতে লাগিল বৃকোদর॥
ভীম বলে কৃষ্ণচন্দ্র শুন মম বাণী.
এই চিন্তা করি আমি দিবস রজনী॥
গদাঘাতে শত ভাই কৌরব সংহারি।
দুষ্ট দুঃশাসনের বুক নখেতে চিরি॥
উদর পূরিব আমি তাহার শোণিতে।
দ্রৌপদীর কুন্তল বান্ধিব সেই হাতে॥
মহামদে মত্ত হৈয়া দুষ্টবুদ্ধি কুরু.
বস্ত্র তুলি কৃষ্ণারে দেখায় নিজ উরু॥
রণমধ্যে ভাঙ্গিয়া পাড়িব গদা মারি।
এই চিন্তা করি আমি দিবস শর্ব্বরী॥
এতেক কহিল যদি ভীম মহামতি।
কতদূরে আম্রের হইল ঊর্দ্ধগতি॥
অর্জ্জুন কহেন এই জাগে মম মনে।
অরণ্যে যখন আসি ভাই পঞ্চজনে॥
দুইহাতে চতুর্দ্দিকে ফেলাইল ধূলা।
তাদৃশ অস্ত্রেতে কাটি দুষ্ট ক্ষত্রগুলা॥
দিব্যবাণে কর্ণবীরে করিব নিধন।
ভীমসেন মারিবেক ভাই শত জন॥
এ সব ভাবিয়া করি কালের হরণ।
আমার মনের কথা শুন নারায়ণ॥
তবে আম্র কতদূরে উঠে ঊর্দ্ধপথে।
নকুল কহিল তবে কৃষ্ণের সাক্ষাতে॥
শুন কৃষ্ণ যে সব মনেতে চিন্তা করি।
দেশে গিয়া রাজা হলে ধর্ম্ম অধিকারী॥
পূর্ব্বমত রহিব হইয়া যুবরাজ,
ধর্ম্মরাজে ভেটাইব নৃপতি সমাজ॥
বিচারিয়া বলিব দেশের ভালমন্দ।
তবে আম্র কতদূরে উঠিল স্বচ্ছন্দ॥

সহদেব বলে অনুক্ষণ ভাবি মনে।
রাজ্যে গিয়া নৃপতি বসিলে সিংহাসনে॥
করিব রাজার অগ্রে চামর ব্যজন।
করিব সবার তত্ত্ব যত পুরজন॥
নিযুক্ত রহিব নিত্য ব্রাহ্মণ ভোজনে।
সব দুঃখ পাসরিব জননী পালনে॥
মনের মানস কহিলাম নিষ্কপটে।
এতেক কহিতে আম্র কতদূরে উঠে॥
অতঃপর কহিতে লাগিল যাজ্ঞসেনী।
ইহা চিন্তা করি আমি দিবস রজনী॥
আমারে দিয়াছে দুঃখ দুষ্টগণ যত।
ভীমার্জ্জুন হাতে হবে সর্ব্বজন হত॥
সবাকার নারীগণ কান্দিবেক দুঃখে।
দেখি পরিহাস করি মনের কৌতুকে॥
পূর্ব্বমত নিত্য করি যজ্ঞ মহোৎসব।
পালন করিব সুখে যতেক বান্ধব॥
এতেক কহিল যদি কৃষ্ণা গুণবতী।
পুনর্ব্বার আম্রের হইল অধোগতি॥
মহাভীত হইয়া কহেন যুধিষ্ঠির।
কি হেতু পড়িল আম্র কহ যদুবীর॥
গোবিন্দ বলেন রাজা কি কহিব কথা।
সকল করিল নষ্ট দ্রুপদদুহিতা॥
কহিল সকল যত কপট বচন।
সে কারণে পড়ে আম্র ধর্ম্মের নন্দন॥
ব্যগ্র হয়ে পঞ্চভাই কহে করপুটে।
উপায় করহ কৃষ্ণ যাহে আম্র উঠে॥
গোবিন্দ কহেন কৃষ্ণা কহ সত্যকথা।
নিশ্চয় বৃক্ষেতে আম্র লাগিবে সর্ব্বথা॥
কহিল কৃষ্ণার প্রতি ধর্ম্ম নরপতি।
কি কারণে সৃষ্টি নষ্ট কর গুণবতী॥
কপট ত্যজিয়া কহ গোবিন্দের আগে।
সবার জীবন রয় বৃক্ষে আম্র লাগে॥
এতেক কহিল যদি ধর্ম্মের তনয়।
কিছু না কহিয়া দেবী মৌনভাবে রয়॥
দেখিয়া কুপিল তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
দ্রৌপদীরে মারিতে যুড়িল দিব্যশর॥
অর্জ্জুন কহেন শীঘ্র কহ সত্যকথা।
নহে তীক্ষ্ণ বাণেতে কাটিব তোর মাথা॥
এতেক কহিল যদি পার্থ মহামতি।
লজ্জা ত্যজি কহিতে লাগিল গুণবতী॥
দ্রৌপদী কহিল দেব কি কহিব আর।
কায়মনোবাক্যে তুমি জান সবাকার॥
যজ্ঞকালে কর্ণবীর আইল যখন।
তারে দেখি মনে মনে চিন্তিনু তখন॥
এই জন হৈত যদি কুন্তীর নন্দন।
ইহার সহিত পতি হৈত ছয়জন॥
সেই কথা এখন হইল মম মনে।
এতেক কহিতে আম্র উঠে সেইক্ষণে॥
বৃক্ষেতে লাগিল যেন ছিল পূর্ব্বমত।
আশ্চর্য্য মানিয়া সবে হৈল আনন্দিত॥
নিস্তার পাইয়া মৌনে রন যুধিষ্ঠির।
গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহে বৃকোদর বীর॥
এই কি তোমার রীতি কৃষ্ণা দুষ্টমতি।
এক পতি সেবা করে সতী কুলবতী॥
বিশেষ তোমার এই পতি পঞ্চজন।
তথাপি বাঞ্ছিস্ মনে সূতের নন্দন॥
ইহাতে কহাস্ লোকে পতিব্রতা সতী।
প্রকাশ করিলি তোর কুৎসিত প্রকৃতি॥
সভামধ্যে বলাইস্ পরম পবিত্র।
এতদিনে ব্যক্ত হৈল নারীর চরিত্র॥
অবিশ্বাসী সর্ব্বনাশী তুই দুষ্টমতি।
কি জন্য হইল তোর এমন কুরীতি॥
শত্রুজনে যদ্যপি আছয়ে তোর মন।
আর তোরে বিশ্বাস করিবে কোন্‌জন॥
এত বলি মহাক্রোধে গদা লয়ে ভীম।
দ্রৌপদী মারিতে যান বিক্রমে অসীম॥
ঈষৎ হাসিয়া তবে দেব জগন্নাথ।
শীঘ্রগতি ভীমের ধরেন দুই হাত॥
সহাস্যে শ্রীমুখে তবে কহে ভীমসেনে।
দ্রৌপদীরে নিন্দা তুমি কর অকারণে॥
কদাচিৎ দ্রৌপদীর দুষ্ট নহে মন।
কহিব তোমারে আমি ইহার কারণ॥

সবাকার সকল বৃত্তান্ত জানি আমি ।
অকারণে কৃষ্ণারে নিন্দহ পার্থ তুমি ॥
নারীমধ্যে এমত নাহিক কোন জন ।
তবে যে কহিল কৃষ্ণা ত্রাসের কারণ ॥
ইহার কারণ আছে অতি গুপ্তকথা ।
এখন উচিত নহে কহিব সর্ব্বথা ॥
দেশে গিয়া নৃপতি বসিলে সিংহাসনে ।
বিশেষ করি তাহা কহিব সর্ব্বজনে ॥
কৃষ্ণার সমান সতী পতিব্রতা নারী ।
ক্ষিতিমধ্যে নাহি কেহ কহিবারে পারি ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক উত্তর ।
নিবৃত্ত হইল তবে বীর বৃকোদর ॥
আশ্চর্য্য মানিল যুধিষ্ঠির নৃপমণি ।
লজ্জায় মলিন মুখে রহে যাজ্ঞসেনী ॥
অলঙ্ঘ্য কৃষ্ণের মায়া কে বুঝিতে পারে ।
কেবল কৃষ্ণার গর্ব্ব চূর্ণ করিবারে ॥
করিলেন এত ছলা মিথ্যা প্রবঞ্চনা ।
কৌতুকে স্নানদান করিল সর্ব্বজনা ॥
ফল মূল আহার করিল কুতূহলে ।
পঞ্চভাই কৃষ্ণেরে কহিল সত্যবোলে ॥
অতঃপর জগন্নাথ কর অবধান ।
এ স্থান হইতে করি আমরা প্রস্থান ॥
কৃষ্ণ কন আসিয়াছি মুনির আশ্রমে ।
বিনা সম্ভাষিয়া তাঁরে যাইব কেমনে ॥
অন্য কেহ নহে রাজা তুমি উপস্থিত ।
আশ্রমে আসিয়া মুনি হবেন দুঃখিত ॥
বলিবেন যুধিষ্ঠির আশ্রমেতে আসি ।
অবজ্ঞা করিয়া গেল মোরে না সম্ভাষি ॥
সে কারণে দিনেক থাকিতে যুক্তি হয় ।
এ যুক্তি সবার মনে লয় কি না লয় ॥
ধর্ম্ম বলিলেন দেব যে আজ্ঞা তোমার ।
ত্রিভুবন ভিতরে লঙ্ঘিতে শক্তি কার ॥
এত বলি কৌতুকে রহেন সর্ব্বজন ।
হেথা মুনি জানিলেন কৃষ্ণ আগমন ॥
আপনার প্রশংসা করিল বহুতর ।
ধন্য আমি সফল হইল কলেবর ॥
তপস্যা করিয়া যাঁরে দৃষ্টি অভিলাষী ।
অযত্নে তাঁর দেখা পাইব ঘরে বসি ॥
এত বলি মনোসুখে তুলি ফলমূল ।
হরিষ অন্তরে চলে হইয়া আকুল ॥
আশ্রমে আসিয়া মুনি হৈল উপনীত ।
মধ্যাহ্ন সময়ে যেন আদিত্য উদিত ॥
পূরাইতে শ্রীহরি ভক্তের মনোরথ ।
অগ্রসর হৈয়া আইলেন কত পথ ॥
সেইমত সর্ব্বজন আইল সংহতি ।
মুনিবরে প্রণমিল সবে হৃষ্টমতি ॥
শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া কহে মুনি সন্দীপন ।
অনন্ত তোমার মায়া জানে কোন্ জন ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি শিব তুমি নারায়ণ ।
কি শক্তি আমার প্রভু করিতে স্তবন ॥
বহুমত স্তব করি মুনি সন্দীপন ।
আশ্রমে আসিয়া দিল বসিতে আসন ॥
সেইমত আসন দিলেন সর্ব্বজনে ।
বসিলেন সর্ব্বজন আনন্দিত মনে ॥
অতিথি বিধানে কৈল সবাকার পূজা ।
পরম আনন্দমতি যুধিষ্ঠির রাজা ॥
নানাকথা কৌতুকে রহিল মনোরথে ।
রজনী বঞ্চিয়া সবে উঠিল প্রভাতে ॥
পঞ্চভাই প্রণাম করিয়া মুনিবরে ।
বিদায় হইয়া যান হরিষ অন্তরে ॥
কহিলেন বহু কৃষ্ণ মুনি সন্দীপনে ।
সম্ভাষ করিল তবে ভাই পঞ্চজনে ॥
তথা হৈতে পূর্ব্বভিতে করিল গমন ।
দুইদিকে দেখে কত রমণীয় বন ॥
শূরসেন নামে বন যমুনার তটে ।
উপনীত হৈল সবে তাহার নিকটে ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন রাজা কর অবধান ।
বনমধ্যে নাহি আর হেন রম্যস্থান ॥
নাহিক ইহার চতুর্দ্দিকে রাজচয় ।
অজ্ঞাতে মনের সুখে বঞ্চ মহাশয় ॥
কলিঙ্গ তৈলিঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ গুজরাট ।
কাম্বোজ কর্ণাট মদ্র বিভঙ্গ বিরাট ॥

ইত্যাদি অনেক রাজ্য নিকটে আছয়।
কদাচিত নাহি ইথে কৌরবের ভয়॥
ইতিমধ্যে বাস করহ যে কোন দেশে।
একবর্ষ অজ্ঞাতেতে রহ গুপ্তবেশে॥
তদন্তরে রাজ্যে গিয়া হইবে নৃপতি।
আমারে বিদায় কর যাই দ্বারাবতী॥
এত বলি যান কৃষ্ণ দ্বারকানগর।
শুনিয়া পঞ্চ পাণ্ডব দুঃখিত অন্তর॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥

যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম জানিবার জন্য ধর্ম্মের ছলনা ও ভীমের জল আনিতে গমন।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ অতঃপর।
কি কি কর্ম্ম করিলেন পঞ্চ সহোদর॥
মুনি বলে রহস্য শুনহ নৃপবর।
তৃষ্ণায় পীড়িত হয়ে পঞ্চ সহোদর॥
বৃক্ষমূলে বসি রাজা কহিল ভীমেরে।
জল আছে কোথা ভীম আনহ সত্বরে॥
আজ্ঞামাত্র বৃকোদর করিল গমন।
সে বনে না পায় জল করে অন্বেষণ॥
কোথায় পাইব জল চিন্তে মহামতি।
পবনতনয় যায় পবনের গতি॥
কতদুরে দেখে এক কুসুম-কানন।
নানাজাতি ফল ফুলে অতি সুশোভন॥
অশোক কিংশুক জাতি টগর মল্লিকা।
চম্পক মাধবী কুরু ঝাটি শেফালিকা॥
ইন্দ্রমণি পলাশ কাঞ্চন নানা ফুল।
মধুলোভে উড়ে বসে মত্ত অলিকুল॥
খঞ্জন খঞ্জনী নাচে আপনার সুখে।
ময়ুর ময়ূরী নাচে পরম কৌতুকে॥
তথা হৈতে যায় বীর অতি মনোদুঃখে।
কোথায় পাইব জল যাব কোন্ মুখে॥
চিন্তাকুল বৃকোদর করিছে গমন।
হেনকালে শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন॥
জানিতে পুত্রের ধর্ম্ম আসি ধর্ম্মরায়।
দিব্য এক সরোবর স্বজেন তথায়॥
আপনি সে ধর্ম্ম বকপক্ষিরূপ ধরি।
রহিলেন তথায় ছদ্মবেশ যে করি॥
পাইয়া জলের তত্ত্ব বীর বৃকোদর।
ত্বরিতে আইল তথা হরিষ অন্তর॥
জল দেখি তুষ্ট হয়ে পবননন্দন।
পান করিবারে বীর নামিল তখন॥
মায়াপক্ষী বলে শুন ওহে মতিমান।
সমস্যা পূরণ করি কর জলপান॥
নতুবা তোমার মৃত্যু হবে জলপানে।
সমস্যা পূরণ কর আমার বচনে॥
মহাভারতের কথা সুধা হৈতে সুধা।
কাশীদাস কহে পানে খণ্ডে ভবক্ষুধা॥

প্রশ্ন শ্লোকঃ।

কাচ বার্ত্তাকিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থাকশ্চমোদতে
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলংপিব
কিবা বার্ত্তা কি আশ্চর্য্য পথ বলি কারে।
কোন্ জন সুখী হয় এই চরাচরে॥
পাণ্ডুপুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি।
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি॥

ভীমান্বেষণে অর্জ্জুনের গমন।

ভীম বলে আগে করি জল আস্বাদন।
তবে যে করিব তব সমস্যা পূরণ॥
তৃষ্ণায় আকুল বীর অহঙ্কার মনে।
জলস্পর্শ মাত্রেতে মরিল সেইক্ষণে॥
হেথায় ভাবিত রাজা আশ্রমে বসিয়া।
ধীরে ধীরে কহিলেন অর্জ্জুনে চাহিয়া॥
শুন ভাই ধনঞ্জয় না বুঝি কারণ।
কিবা হেতু ভীমের বিলম্ব এতক্ষণ॥
শীঘ্রগতি ভীমের করহ অন্বেষণ।
বুঝি ভীম কার সঙ্গে করিতেছে রণ॥

আজ্ঞামাত্র পার্থবীর উঠিয়া সত্বর।
নিলেন গাণ্ডীব হস্তে তূণ পূর্ণ শর॥
প্রণাম করিয়া বীর ধর্ম্মের চরণে।
চলিলেন ধনঞ্জয় ভীম অন্বেষণে॥
ঘোর বনে প্রবেশিয়া পার্থ ধনুর্দ্ধর।
চলিলেন নিজসুখে নির্ভয় অন্তর॥
বসন্ত সময় তাহে কোকিল কুহরে।
মকরন্দ লোভে অলি সদা কেলি করে॥
কুহু কুহু রবেতে কোকিল করে গান।
স্বচ্ছন্দ গমনে বীর সরোবরে যান॥
কতক্ষণে উত্তরিল মায়া সরোবরে।
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যান পান করিবারে॥
হেনকালে বকরূপী ধর্ম্ম ডাকি কয়।
প্রশ্ন বলি জলপান কর ধনঞ্জয়॥
প্রশ্ন না বলিয়া যদি কর বারিপান।
পরশ করিবামাত্র যাবে যমস্থান॥
ধর্ম্মবাক্য ধনঞ্জয় না শুনি শ্রবণে।
আপনার দম্ভে চলিলেন বারিপানে॥
নিপতিত বৃকোদর জলের উপর।
দেখি শোক করিলেন মনে বীরবর॥
এই জল হৈতে হৈল ভ্রাতার নিধন।
আমি কোন্ লাজে আর রাখিব জীবন॥
মায়াজল পরশ করিতে ইন্দ্রসুত।
শরীর হইতে তার গেল পঞ্চভূত॥
এখানে চিন্তিত অতি রাজা যুধিষ্ঠির।
দোঁহার বিলম্ব দেখি হলেন অস্থির॥
নকুলেরে কহিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
ভীমার্জ্জুন অন্বেষণে যাও শীঘ্রগতি॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
বিরচিল পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস॥

অন্বেষণে নকুলের যাত্রা।

নকুলের প্রতি, কহেন ভূপতি,
শুনহ আমার বাণী।
ভাই দুই জন, জলের কারণ,
গেল কোথা নাহি জানি॥
করি অন্বেষণ, গহন কানন,
জল আন শীঘ্রগতি।
পাপিষ্ঠ তৃষ্ণায়, প্রাণ ফেটে যায়,
শুন ভাই মহামতি॥
রাজ-আজ্ঞা শুনি, চলিল তখনি,
মাদ্রীর তনয় বীর।
মহা-সন্তোদয়, নির্ভয় হৃদয়,
মনে মনে ভাবে বীর॥
দেখিতে সুন্দর, অতি শোভাকর,
কুসুম উদ্যান যত।
অতি সুশোভন, সেইত কানন,
পশু পক্ষী আদি কত॥
দেখিয়া কানন, আনন্দিত মন,
চলিল সত্বরে ধীর।
কতক্ষণ পরে, মায়াসরোবরে,
আইল নকুল বীর॥
দেখি সরোবর, হরিষ অন্তর,
বিহরে কত বিহঙ্গ;
আরো লাখে লাখ, হংস চক্রবাক,
বিরাজে রমণী সঙ্গ॥
নকুল হেরিয়া, আকুল হইয়া,
চলে সরোবর তীর।
কহে এ সময়, ধর্ম্ম মহাশয়,
শুন হে নকুল বীর॥
প্রশ্ন চারি কও, তবে জল খাও,
নহে যাবে যমপুরে।
তৃষ্ণায় আকুল, হইয়া নকুল,
সে কথা অগ্রাহ্য করে॥
জলপান তরে, চলিল সত্বরে,
সেই মায়াসরোবরে।
বিধির ঘটন, কে করে খণ্ডন,
পরশন মাত্রে মরে॥
হেথা রাজা বসি, হইল হতাশী,
বিলম্ব দেখিয়া অতি।

দুঃখযুক্ত মন, চিত্ত উচাটন,
অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মতি ॥
অরণ্যের কথা, সুখ-মোক্ষদাতা,
রচিলেন মুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে, মনোহর ছন্দে,
বিরচিল কাশীদাস ॥

অর্জ্জুন ও নকুলের অন্বেষণে সহদেবের গমন।

যুধিষ্ঠির রাজা অতি ব্যাকুলিত মনে।
সহদেবে কহিলেন মলিন বদনে ॥
আমার বচনে ভাই কর অবধান।
তিন জনে না দেখিয়া বাহিরায় প্রাণ ॥
অস্থির আমার মন হয় কি কারণ।
কার সনে বনে যুদ্ধ করে তিন জন ॥
যাহ সহদেব জল আনহ সত্বরে।
অন্বেষণ কর আর তিন সহোদরে ॥
এত শুনি সহদেব চলিল সত্বর।
প্রবেশ করিল গিয়া কানন ভিতর ॥
দেখিয়া বনের শোভা হরষিত মন।
চতুর্দ্দিকে দেখে বহু কুসুমকানন ॥
নির্ভয় শরীর বীর করিল গমন।
কত শোভা দেখে তার কে করে গণন
জন্মেজয় রাজা বলে কহ মুনিবর।
বিস্মিত হইল কিছু আমার অন্তর ॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বুদ্ধির সাগর।
পৃথিবীতে নাহি তাঁর তুল্য কোন নর ॥
সসাগরা রাজ্য পালে যেই মহামতি।
বুদ্ধেতে নাহিক সম শুক্র বৃহস্পতি ॥
বুদ্ধির সাগর রাজা বুদ্ধি গেল কোথা।
বিশেষ করিয়া মুনি কহ এই কথা ॥
সহদেবে জিজ্ঞাসিল যত নৃপমণি।
সকল কহিল তারে ভবিষ্য কাহিনী ॥
সহদেব স্থানে সব পাইলে সংবাদ।
তবে না হইত মুনি এতেক প্রমাদ ॥
মুনি বলে অবধান কর মহামতি।
দৈব খণ্ডাইতে কারো নাহিক শকতি ॥
মায়া করি ধর্ম্ম তার বুদ্ধি নিল হরি।
এ জন্য বলিল রাজা আন গিয়া বারি ॥
হেথা সহদেব বীর বনের ভিতর।
মনের আনন্দে যান নির্ভয় অন্তর ॥
বনমধ্যে তিনজনে করে অন্বেষণ।
ভ্রমণ করিল বহু গহন কানন ॥
ভীমের দেখিল চিহ্ন অরণ্যেতে আছে।
পদাঘাতে গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ করি গেছে ॥
চিহ্ন দেখি সেই পথে যায় মহাবীর।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল সরোবর তীর ॥
সরোবর দৃষ্টিমাত্রে মাদ্রীর তনয়।
তৃষ্ণায় আকুল হৈল ধর্ম্মের মায়ায় ॥
জলপান করিবারে যায় সরোবরে।
বকরূপী ধর্ম্মরাজ কহেন তাহারে ॥
চারি প্রশ্ন বলি তবে কর জলপান।
অগ্রে যদি পান কর যাবে যমস্থান ॥
ধর্ম্মবাক্য সহদেব না শুনি শ্রবণে।
তৃষ্ণায় আকুল হয়ে যায় বারিপানে ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কেবা খণ্ডিবারে পারে।
পরশ করিবামাত্র সহদেব মরে ॥
সুন্দর কমল তুল্য ভাসিতে লাগিল।
হেথা যুধিষ্ঠির মনে চিন্তা উপজিল ॥
অনেক বিলম্ব দেখি ধর্ম্ম নরপতি।
চিন্তাযুক্ত কহিলেন দ্রৌপদীর প্রতি ॥
শুনহ আমার বাক্য দ্রৌপদী সুন্দরী।
শ্রীহরি স্মরণ করি আন গিয়া বারি ॥
পাইয়া পতির আজ্ঞা পতিব্রতা নারী।
জলপাত্র লয়ে যায় আনিবারে বারি ॥
মহাঘোর বনমধ্যে প্রবেশিয়া সতী।
ভয় পেয়ে শ্রীকৃষ্ণে ডাকেন গুণবতী ॥
বনমধ্যে যান কৃষ্ণা সশঙ্কিত মনে।
কতক্ষণে উত্তরিল সরোবর স্থানে ॥
পিপাসাকাতরা অতি শুষ্ক কলেবর।
জলপান করিবারে নামে সরোবর ॥

জলেতে নামিল যেই দ্রুপদ-কুমারী।
হইল তাঁহার মৃত্যু স্পর্শি মায়াবারি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি ॥
শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে তাহা সকল সংসার ॥
ভারত শ্রবণে সর্ব্ব পাপের বিনাশ।
কাশীরাম দাস কহে কহিলেন ব্যাস ॥

ভ্রাতৃগণের অন্বেষণে যুধিষ্ঠিরের গমন।

এখানে আশ্রমে বসি রাজা যুধিষ্ঠির।
সবার বিলম্ব দেখি হলেন অস্থির ॥
কোথা ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীর তনয়।
তোমা সবা না দেখিয়া প্রাণ বাহিরায় ॥
কোথা লক্ষ্মী-গুণবতী দ্রুপদনন্দিনী।
তোমার গুণেতে বশ ছিল যত মুনি ॥
আমার সঙ্গেতে প্রিয়ে বহু দুঃখ পেয়ে।
হস্তিনানগরে গেলে আমারে ছাড়িয়ে ॥
এইমত বিলাপ করিয়া নরপতি।
বনে বনে ভ্রমণ করেন দুঃখমতি ॥
অরণ্যের মধ্যে রাজা করি অন্বেষণ।
ভীমের পাইয়া চিহ্ন করেন গমন ॥
যেই পথে গিয়াছেন বীর বৃকোদর।
কত শত বৃক্ষ চূর্ণ কত গিরিবর ॥
সেই পথে গমন করেন যুধিষ্ঠির।
কতক্ষণে উপনীত সরোবর-তীর ॥
সরোবর তীরে দেখিলেন রম্যবন।
অপ্রমিত মৃগ পিশু মহিষ বারণ ॥
দেখিয়া এ সব শোভা নাহি তাহে চান।
উদ্বিগ্ন চিত্তেতে রাজা সরোবরে যান ॥
সরোবরে দৃষ্টি যেই করেন নৃপতি।
দেখেন ভাসিছে জলে ভীম মহামতি ॥
তার পাশে ধনঞ্জয় ভাসিতেছে জলে।
মাদ্রীপুত্র ভাসে দোঁহে পবন হিল্লোলে ॥
দ্রৌপদী সুন্দরী ভাসে জলের উপরে।
শরীর ভেদিল যেন সহস্র তোমরে ॥
দেখি রাজা মূর্চ্ছা হয়ে পড়েন ধরণী।
অচেতনে ছটফট করে নৃপমণি ॥
কতক্ষণে চেতন পাইয়া যুধিষ্ঠির।
দেখিয়া সবার মুখ হলেন অস্থির ॥
পুনর্ব্বার পড়িলেন ধরণী উপর।
চেতন পাইয়া পুনঃ উঠেন সত্বর ॥
পুনঃ পুনঃ কাঁপিয়া পড়য়ে ঘন ঘন।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি করেন রোদন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

রাজা যুধিষ্ঠিরের আক্ষেপ।

এইরূপে ভূপতি কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে।
কোথা কৃষ্ণ রমানাথ রাখহ আমারে ॥
এমন বিপদে কেন ফেলিলে আমায়।
কোন দোষে দোষী আমি নহি তব পায় ॥
পিতৃগণ মোরে বুঝি দিল অভিশাপ।
এই জন্য আজন্ম পাইনু মনস্তাপ ॥
অত্যন্ত বালককালে হৈল মহাশোক।
অজ্ঞানে পিতার হল গতি পরলোক ॥
অনন্তর অস্ত্রশিক্ষা করি যেইকালে।
বিহার কারণে যাই জাহ্নবীর জলে ॥
তাহে দুঃখ দিল দুর্য্যোধন দুরাচার।
প্রকারে করিতেছিল ভীমের সংহার ॥
উদ্ধার হইল ভীম পূর্ব্বকর্ম্মফলে।
নতুবা জীবন পায় কে কোথা মরিলে ॥
পরে মাতৃ সহিতে ছিলাম পঞ্চজন।
বিনাশে মন্ত্রণা করে যত শত্রুগণ ॥
জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দুরাচার।
প্রকারে করিতেছিল সবারে সংহার ॥
তাহে সুমন্ত্রণা দিল বিদুর সুমতি।
তাহার কৃপায় পাই তাহে অব্যাহতি ॥
ঘোর বনে প্রবেশিয়া ভ্রমি বহু দেশ।
পাইলাম যত দুঃখ নাহি তার শেষ ॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে আসি পাঞ্চাল নগরে।
স্বয়ম্বর বার্ত্তা শুনি যাই সভাপরে ॥
লক্ষ্য বিন্ধি ধনঞ্জয় জিনি রাজগণে।
দ্রৌপদী বরণ কৈল আমা পঞ্চজনে ॥
বিবাহ করিয়া পুনঃ আইলাম দেশে।
করেছি যতেক কর্ম্ম কৃষ্ণের আদেশে ॥
বিদায় করিয়া কৃষ্ণ গেল দ্বারকায়।
বিধির নিযুক্ত কর্ম্ম লঙ্ঘন না যায় ॥
কপট পাশায় দুষ্ট নিল রাজ্যধন।
তোমা সবে সঙ্গে নিয়া আসিলাম বন ॥
কাননে অনেক দুঃখ পেলে ভ্রাতৃগণ।
অনেক প্রমাদ হতে হইলে মোচন ॥
জটাসুর নিশাচর আইল কাম্যবনে।
তারে মারি উদ্ধার করিলে চারিজনে ॥
খেদ করি সরোবরে চাহে নৃপমণি।
দেখিয়া সবার মুখ পড়েন ধরণী ॥
কতক্ষণে মূর্চ্ছা ত্যাজ উঠেন নৃপতি।
ধনঞ্জয় ভাই বলি কান্দেন সুমতি ॥
কেবা আর কুরুযুদ্ধে করিবে উদ্ধার।
যুদ্ধ হেতু স্বর্গে অস্ত্র শিখিলে অপার ॥
যুদ্ধেতে হইয়া তুষ্ট দেব ত্রিলোচন।
পাশুপত অস্ত্র তোমা করেন অর্পণ ॥
মাতলিরে পাঠাইল দেব পুরন্দর।
আদর করিয়া নিল স্বর্গের উপর ॥
শিখিলে যতেক বিদ্যা নাহিক অবধি।
স্বর্গেতে আছিল বহু অমরবিবাদী ॥
ছলে পাঠাইল ইন্দ্র নগর ভ্রমণে।
করিলে দেবের কার্য্য মারি দৈত্যগণে ॥
দৈত্যবধে হৃষ্ট হয়ে যত দেবগণ।
নিজ নিজ মায়া সবে করিল অর্পণ ॥
দেবের অসাধ্য কার্য্য করিলে সাধন।
তুষ্ট হয়ে অস্ত্র দিল সহস্রলোচন ॥
কিরীট শোভিত শিরে হাতে ধনুঃ শর।
এ সব স্মরিয়া ভাই দহে কলেবর ॥
রহিল প্রচণ্ড শত্রু রাজা দুর্য্যোধন।
সহায় যাহার আছে সুতের নন্দন ॥
শেষ দুঃখ আছে মাত্র অজ্ঞাত বৎসর।
চল ভাই বঞ্চি গিয়া পঞ্চ সহোদর ॥
এত বলি নরপতি চাহি মায়াজলে।
মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়েন ধরাতলে ॥
মূর্চ্ছা ত্যজি পুনর্ব্বার উঠেন সত্বর।
চাহিয়া সবার মুখ রোদন তৎপর ॥
ধিক্ ধিক্ দুর্য্যোধন অতি কুলাঙ্গার।
কপটেতে এত দুঃখ দিল দুরাচার ॥
বনে করিলাম বাস ভাই পঞ্চজন।
অবশেষে সকলের হইলা নিধন ॥
দুর্য্যোধনে কি দূষিব মম কর্ম্মফলে।
জন্মাবধি বিধি দুঃখ লিখিল কপালে ॥
ভাবিয়া ভবিষ্য তত্ত্ব বুঝিয়া অসার।
নিতান্ত দেখেন রাজা নাহি প্রতিকার ॥
মনোদুঃখে নরপতি মরিবারে যান।
পাছে থাকি বকরূপী ধর্ম্মরাজ কন ॥
মৃত্যুপতি বলে রাজা তুমি জ্ঞানবান।
পৃথিবীতে নাহি দেখি তোমার সমান ॥
বুদ্ধিনাশ হৈল দেখি তোমা হেনজনে।
অগতি মরণ ইচ্ছা কর কি কারণে ॥
অপঘাতে প্রাণ নষ্ট করে যেইজন।
অধোগতি হয় তার বেদের বচন ॥
তোমার মহিমা শুনি দেব-ঋষি-মুখে।
উপমার যোগ্য তব নাহি তিনলোকে ॥
আত্মঘাতি জনে ত্রাণ নাহি কদাচন।
স্বর্গেতে তাহার স্থান নাহিক রাজন ॥
ধর্ম্মবাক্যে যুধিষ্ঠির কহে সবিনয়।
আমার দুঃখের কথা শুন মহাশয় ॥
অল্পকালে পিতৃহীন হৈল বড় শোক।
মন্ত্রণা করিয়া দুঃখ দিল দুষ্টলোক ॥
কপট পাশায় শেষে দিয়া রাজ্যধন।
বাকল পরায়ে সবে পাঠাইল বন ॥
বহু দুঃখে বঞ্চিলাম কানন ভিতর।
এক আত্মা এই মোরা পঞ্চ সহোদর ॥
দুঃখের উপরে বিধি এত দুঃখ দিল।
এবে সে জানিনু কৃষ্ণ মো সবে ত্যজিল

আমিতো শরীর ধরি পঞ্চজন প্রাণ।
সে প্রাণ হরিয়া যদি নিল ভগবান॥
নিতান্ত যদ্যপি কৃষ্ণ ছাড়েন আমারে।
আমিহ ত্যজিব প্রাণ মৃত্যু সরোবরে॥
আমার যতেক দুঃখ শুনিলে নিশ্চয়।
তুমি কেন নিবারণ কর মহাশয়॥
নিষেধ না কর মোরে করহ প্রয়াণ।
ভ্রাতৃগণ শোকে আমি ত্যজিব পরাণ॥
এত বলি নরপতি অধৈর্য্য হইয়া।
মরিবারে যান রাজা শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া॥
ধর্ম্মরাজ বলিলেন কর অবধান।
ধৈর্য্য ধর নরপতি ত্যজ দুঃখজ্ঞান॥
অসার সংসার মধ্যে সার মাত্র ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কেন তুমি করহ অধর্ম্ম॥
পিতা মাতা ভাই বন্ধু কেহ কার নয়।
ভবিষ্য বৃত্তান্ত এই শুন মহাশয়॥
কালপ্রাপ্ত হয়ে তবে ভাই চারিজন।
আসিয়া এ সরোবরে ত্যজিল জীবন॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন জানিনু কারণ।
এত দিনে বিধি মোরে করিল বঞ্চন॥
জীবন রাখিতে আর নাহি লয় মতি।
এত বলি মরিবারে যান শীঘ্রগতি॥
বকরূপী ধর্ম্মরাজ ডাকে পুনরায়।
না শুনিয়া যান রাজা মরণ আশায়॥
অত্যন্ত কাতর দেখি কহে মৃত্যুপতি।
শুন শুন যুধিষ্ঠির আমার ভারতী॥
অতিশয় তৃষ্ণা যদি হয়েছে তোমারে।
চারি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিব কহিবে আমারে॥
না শুনিয়া অহঙ্কারে এই চারিজন।
পানমাত্র এই জলে পাইল মরণ॥
রাজা বলে কিবা প্রশ্ন কহ মহাশয়।
কহিতে লাগিল ধর্ম্ম চাহিয়া রাজায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে ভবভয়ে তরি॥

ধর্ম্মের চারি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও রাজা যুধিষ্ঠিরের উত্তর।

কাচ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থা কশ্চ মোদতে। মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব।

অস্যার্থঃ।

কিবা বার্ত্তা কি আশ্চর্য্য পথ বলি কারে।
কোন্ জন সুখী হয় এই চরাচরে॥
পাণ্ডুপুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি।
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি॥

প্রথম প্রশ্নের উত্তর।

মাসর্ত্তুদর্ব্বী পরিবর্ত্তনেন সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন। অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে ভূতানি কাল পচতীতিবার্ত্তা॥১॥

অস্যার্থঃ।

ঘটন কারণ হৈল মাস ঋতু হাতা।
রাত্রি দিবা কাষ্ঠ তাহে পাবক সবিতা॥
মোহময় সংসার কটাহে কাল কর্ত্তা।
ভূতগণে করে পাক এই শুন বার্ত্তা॥১॥

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃস্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরং॥২

অস্যার্থঃ।

প্রতিদিন জীবজন্তু যায় যমঘরে।
শেষে থাকে যারা তারা ইহা মনে করে॥
আপনারা চিরজীবী নাহি হব ক্ষয়।
ইহা হতে কি আশ্চর্য্য আছে মহাশয়॥

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর।

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ।
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং॥
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥৩॥

অস্যার্থঃ ।

বেদ আর স্মৃতি-শাস্ত্র একমত নয় ।
স্বেচ্ছামত নানা মুনি নানা মত কয় ॥
কে জানে নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণ ।
সেই পথ গ্রাহ্য যাহে যায় মহাজন ॥

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর ।

দিবসাস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।
অঋণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে॥৪॥

অস্যার্থঃ ।

অপ্রবাসে অঋণে যাহার কাল যায় ।
যদ্যপি মধ্যাহ্নকালে শাক অন্ন খায় ॥
তথাপি সে জন সুখী সংসার ভিতর ।
বারিচর শুন চারি প্রশ্নের উত্তর ॥

'রের প্রতি ধর্ম্মের ছলনা ।

প্রশ্নের উত্তর শুনি ধর্ম্ম মহাশয় ।
আমি ধর্ম্ম বলি তবে দেন পরিচয় ॥
বর মাগ নরপতি হয়ে একমন ।
জীয়াইয়া লহ তব ভ্রাতা একজন ॥
যুধিষ্ঠির শুনিয়া করেন নিবেদন ।
কেবল সতত যেন ধর্ম্মে থাকে মন ॥
আর যদি অনুগ্রহ কর মহাশয় ।
প্রাণ দেহ সহদেবে বিমাতৃতনয় ॥
ধর্ম্ম বলিলেন রাজা তুমি জ্ঞানহীন ।
অত্যন্ত বালক তুমি না হও প্রবীণ ॥
বিশেষ বৈমাত্র ভ্রাতা অনেক অন্তর ।
জীয়াইয়া লহ তব ভাই বৃকোদর ॥
নতুবা অর্জ্জুনে রাজা বাঁচাইয়া লহ ।
পরপুত্রে কি কারণে জীয়াইতে চাহ ॥
লক্ষ্মী স্বরূপিণী যিনি কৃষ্ণা গুণবতী ।
অথবা ইহারে প্রাণ দেহ নরপতি ॥
আছয়ে প্রবল রিপু দুষ্ট দুর্য্যোধন ।
ভীমার্জ্জুন বিনা তারে কে করে নিধন ॥
কুরুযুদ্ধে শক্ত মাত্র পার্থ বৃকোদর ।
কি কার্য্য হইবে তব জীয়াইলে পর ॥
রাজা বলে পর নহে বিমাতৃ-নন্দন ।
সহদেব নকুল আমার প্রাণধন ॥
ভীমার্জ্জুন হৈতে স্নেহ করি অতিশয় ।
বর দেহ প্রাণ পায় বিমাতৃতনয় ॥
বিশেষে আমার এক শুন নিবেদন ।
আমা হৈতে পিণ্ড পাবে মম পিতৃগণ ॥
মম মাতামহগণ তাঁরা পিণ্ড পাবে ।
নকুলের মাতামহে কেবা পিণ্ড দিবে ॥
সহদেব প্রাণ পেলে ধর্ম্ম রক্ষা পায় ।
নতুবা পরম ধর্ম্ম একেবারে যায় ॥
পরম ধর্ম্মেতে প্রভু যদি করি হেলা ।
ভবসিন্ধু তরিবারে নাহি আর ভেলা ॥
হেন ধর্ম্ম লঙ্ঘিতে আমার মন নয় ।
নিতান্ত আমার এই কথা কৃপাময় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
কাশীরাম দাস কহে ভবভয়ে তরি ॥

ধর্ম্মের নিকট যুধিষ্ঠিরের বরলাভ ও কৃষ্ণা সহ চারি ভ্রাতার পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তি ।

শুনিয়া রাজার বাণী ধর্ম্ম মহাশয় ।
আমি তব পিতা বলি দেন পরিচয় ॥
তব ধর্ম্ম জানিবারে করিয়া মনন ।
এই সরোবর আমি করেছি সৃজন ॥
এত বলি ধর্ম্মরাজ পুত্র নিয়া কোলে ।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন বদনকমলে ॥
ধন্য কুন্তী তোমা পুত্রে গর্ভে ধরেছিল ।
তোমার ধর্ম্মেতে বিশ্ব পবিত্র হইল ॥
আমার বচন শুন পুত্র যুধিষ্ঠির ।
শেষ দুঃখ সম্বরহ মন কর স্থির ॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি হও মতিমন্ত ।
অচিরাৎ হইবে তোমার দুঃখ অন্ত ॥
দয়াশীল ধর্ম্মবান ক্ষমাবান ধীর ।
জানিলাম তুমি সর্ব্ব গুণেতে গভীর ॥

অল্পদিনে নষ্ট হবে কৌরব দুরন্ত।
কহিনু তোমায় আমি ভবিষ্য বৃত্তান্ত॥
ধর্ম্ম না ছাড়িহ তুমি ধর্ম্ম কর সার।
অনায়াসে দুঃখের সাগরে হবে পার॥
এত বলি আশ্বাসিয়া মধুর বচনে।
কৃষ্ণা সহ বাঁচাইল ভাই চারি জনে॥
প্রণাম করিয়া কহিছেন নৃপমণি।
সহায় সম্পদ তব চরণ দুখানি॥
আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্ম গেলেন স্বস্থানে।
প্রাণ পেয়ে পঞ্চজন ভাবিছেন মনে॥
কি জন্য এ স্থানেতে আমরা পঞ্চজন।
ভাবিয়া না পাই কিছু ইহার কারণ॥
হেনকালে দেখি তথা ধর্ম্মের নন্দন।
শীঘ্রগতি তথায় আসিয়া পঞ্চজন॥
জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠিরে কহ বিবরণ।
এ স্থানে আমরা আইলাম কি কারণ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুনহ কারণ।
মৃত্যু সরোবর এই ধর্ম্মের সৃজন॥
তৃষ্ণায় আকুল হয়ে ধর্ম্মমায়াবলে।
আসিয়া মরিলে সবে এই মৃত্যুজলে॥
আমিও আসিয়া মৃত্যু করিলাম পণ।
তবে ধর্ম্ম বকরূপে দিলা দরশন॥
ছলনা করিয়া আসে অনেক প্রকারে।
শেষে দয়া করি বর দিলেন আমারে॥
সেই বরে বাঁচাইয়া তোমা পঞ্চজনে।
আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্ম গেলেন স্বস্থানে॥
কহিলাম ভ্রাতৃগণ ইহার বিধান।
অতঃপর এই জলে সবে কর স্নান॥
এত বলি যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সঙ্গে।
স্নান করিলেন সেই জলে নানারঙ্গে॥
সেইদিন রহিলেন তথা ছয় জন।
পরদিনে জন্মেজয় শুন বিবরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ব্যাসমুনির আগমন এবং অজ্ঞাতবাসের পরামর্শ।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া ছয় জন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকেন ঘনে ঘন॥
হেনকালে আইলেন ব্যাস তপোধন।
প্রণমিয়া ভূপতি করেন নিবেদন॥
শুন প্রভু গত দিবসের এক ভাষা।
এই সরোবরে আমা সবার দুর্দ্দশা॥
পথশ্রমে পিপাসায় হইয়া কাতর।
নিকটেতে জল নাই দূরে সরোবর॥
জল অন্বেষণে ভীমে দিয়া অনুমতি।
তাহার বিলম্বে পার্থে দিলাম আরতি॥
দ্রৌপদী সহিত এই ভাই চারি জন।
এই জল পরশিয়া ত্যজিল জীবন॥
পশ্চাতে আসিয়া আমি দেখি সরোবরে।
শবরূপে ভাসে সবে জলের উপরে॥
দেখি মূর্চ্ছাগত হয়ে পড়িলাম ভূমে।
চৈতন্য পাইয়া পুনঃ উঠিলাম ক্রমে॥
আমিও মরিতে যাই সরোবর নীরে।
বকরূপী ধর্ম্ম ডাকি বলে ধীরে ধীরে॥
ওহে ধর্ম্ম হেন কর্ম্ম উচিত না হয়।
আত্মহত্যা কি হেতু করিবে মহাশয়॥
যদি বড় তৃষ্ণাযুক্ত হও মতিমান্।
চারি প্রশ্ন বলিয়া করহ বারিপান॥
প্রণাম করিয়া আমি কহিলাম তাঁরে।
কিবা প্রশ্ন আছে তব বলহ আমারে॥
প্রশ্ন চারি বলিলেন ধর্ম্ম মহাশয়।
যথার্থ উত্তর আমি করিলাম তাঁয়॥
প্রশ্নের উত্তর শুনি সন্তুষ্ট হইয়া।
কহিলেন এক ভাই লহ বাঁচাইয়া॥
ভাবিয়া চাহিনু দেহ সহদেব ভাই।
বিমাতার পিতৃবংশে জলপিণ্ড নাই॥
কপটেতে প্রতারণা অনেক করিয়া।
জীয়াইয়া দিলেন পশ্চাতে বর দিয়া॥

ইহা শুনি কহিলেন ব্যাস মহামুনি।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদবাক্য শুনি ॥
বিদায় হইয়া মুনি গেলেন স্বস্থানে।
সেই রাত্রি বঞ্চি তথা ভাই পঞ্চ জনে ॥
পরদিন প্রভাতে উঠিয়া সর্ব্বজনে।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন মাদ্রীর নন্দনে ॥
কহ সহদেব ভাই বিচারে প্রবীণ।
দ্বাদশ বৎসর গত শেষ কত দিন ॥
আজ্ঞামাত্র সহদেব সাবধান হয়ে।
গণিতে লাগিল শীঘ্র হাতে খড়ি লয়ে ॥
কহিল রাজার অগ্রে করিয়া নির্ণয়।
দ্বাদশ বৎসর শেষ আছে দিন ছয় ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ভাবে মনে মনে।
অজ্ঞাত বাসের হেতু কহে সর্ব্বজনে ॥
সবে জান পূর্ব্বে যাহা হইল নির্ণয়।
উপস্থিত হৈল আসি অজ্ঞাত সময় ॥
কোন্ দেশে কিবা বেশে বঞ্চি বৎসরেক।
নিকটে বেষ্টিত আছে নগর অনেক ॥
সবে মিলি সুযুক্তি করহ এইবার।
কিরূপে দুঃখ-সাগর হৈতে হব পার ॥
এত শুনি কহিতে লাগিল চারি জনে।
সুযুক্তি ইহার সবে করি মনে মনে ॥
দোষ গুণ বুঝি সব করিব নির্ণয়।
অকারণে চিন্তা কেন কর মহাশয় ॥
কি কারণে আমরা চিন্তিব সর্ব্বজন।
অবশ্য হইবে যাহা বিধির লিখন ॥
এই সব চিন্তা করি ধর্ম্ম অধিকারী।
নির্ণয় করিতে আর গেল দিন চারি ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
এরূপে দ্বাদশ বর্ষ যাপিল কানন ॥
নানা ক্লেশে ভ্রমণ করিল বহু বন।
সংক্ষেপে কহিনু আমি বনের ভ্রমণ ॥
অশ্বমেধ ফল পায় যে শুনে এ কথা।
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক অন্যথা ॥
সুবর্ণ ভৃঙ্গার আর ধেনু শত শত।
সুপণ্ডিতে দ্বিজে দান দেয় অবিরত ॥
নিত্য নিত্য শুনে মহাভারতের কথা।
নিশ্চয় জানিহ সত্য হয় ফলদাতা ॥
যেবা কহে যেবা শুনে করে অধ্যয়ন।
তুল্য ফল হয় তার সেই সাধুজন ॥
সুবৃষ্টি করুক মেঘ সর্ব্ব দেশে দেশে।
পরিপূর্ণ হৌক পৃথ্বী শস্য সমাবেশে ॥
অক্ষয় হউক লোক ব্রহ্ম কীটময়।
ধর্ম্মবরে চরিতার্থ হৌক ভক্তচয় ॥
ধন্য হৈল কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস।
তিন পর্ব্ব ভারত যে করিল প্রকাশ ॥
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস।
অবহেলে কৃষ্ণপদে মম অভিলাষ ॥
হরিধ্বনি কর সবে গোবিন্দের প্রীতে।
অন্তকালে স্বর্গপুরে যাবে আনন্দেতে ॥
সর্ব্বশাস্ত্রবীজ হরিনাম দ্বি-অক্ষর।
আদি অন্ত নাহি যার বেদ-অগোচর ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে মজিবে কৃষ্ণে দেহ।
কৃষ্ণ মুখের আজ্ঞা না হয় সন্দেহ ॥
পাঁচালী বলিয়া কেহ না করিবে হেলা।
অনায়াসে পাপ নাশে গোবিন্দের লীলা ॥
নীচ গৃহে থাকিলে ভারত নহে দুষ্ট।
শুনিলে অনায়াসে পাতক হয় নষ্ট ॥
সম্পূর্ণ হইল হরি বল সর্ব্বজন।
এতদূরে বনপর্ব্ব হৈল সমাপন ॥

বনপর্ব্ব সমাপ্ত।

সচিত্র অষ্টাদশপর্ব্ব

মহাভারত

বিরাটপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাত বাসের মন্ত্রণা।

জন্মেজয় বলে কহ মুনি তপোধন।
দুর্য্যোধন ভয়ে পূর্ব্বে পিতামহগণ ॥
বিরাটনগর মধ্যে রহিল অজ্ঞাতে।
বৎসরেক নির্ব্বাহ হইল কোন্ মতে ॥
কহেন বৈশম্পায়ন শুন মহারাজ।
দ্বাদশ বৎসর অন্তে অরণ্যের মাঝ ॥
পঞ্চভাই পাণ্ডবেরা পাঞ্চালী সহিত।
বহু দ্বিজগণ সঙ্গে ধৌম্য পুরোহিত ॥
বলেন সবার প্রতি ধর্ম্মের তনয়।
সবে জান পূর্ব্বে যাহা হইল নির্ণয় ॥
দ্বাদশ বৎসর অন্তে অজ্ঞাত বৎসর।
অজ্ঞাত রহিব কোথা পঞ্চ সহোদর ॥
বরষ মধ্যেতে যদি প্রকাশিত হব।
পুনশ্চ দ্বাদশ বর্ষ বনবাসে যাব ॥
বিচারিয়া কহ সবে ইহার বিধান।
বৎসরেক অজ্ঞাত থাকিব কোন্ স্থান ॥
সেইদিন হবে কালি অজ্ঞাত প্রভাত।
বিচারিয়া কহ যুক্তি আমার সাক্ষাৎ ॥
এত শুনি কহে ভীম রাজারে চাহিয়া।
তোমা আর পার্থ বীরে উপেক্ষা করিয়া ॥
মম অগ্রে কে যুঝিবে পৃথিবী মাঝ।
হেন জনে নয়নে না দেখি মহারাজ ॥
মৃত্যু সম বনে দুঃখ দ্বাদশ বৎসর।
বঞ্চিলাম তোমার নিয়মে নৃপবর ॥
পাণ্ডবের পতি তুমি পাণ্ডবের গতি।
তুমি যেই পথে যাবে সবে সেই পথি ॥
কহিলেন ধর্ম্মরাজ দ্বিজগণ প্রতি।
সবে জান আমাকে যা কৈল কুরুপতি ॥
বৎসরেক অজ্ঞাত থাকিব লুকাইয়া।
ততদিন যথাস্থানে সবে রহ গিয়া ॥
দ্বিজগণে মেলানি করিয়া নৃপমণি।
পড়িলেন মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ধরণী ॥
ভ্রাতৃগণ ধৌম্য আদি যত দ্বিজ আর।
রাজারে বুঝান সবে বিবিধ প্রকার ॥
বিপদকালেতে রাজা অধৈর্য্য না হবে।
ধীর হৈলে শত্রুগণে বিজয় করিবে ॥
এত বলি শান্ত করি তুষিল রাজায়।
আশীর্ব্বাদ করি তবে দ্বিজগণ যায় ॥
তবে ধর্ম্মরাজ সব ভ্রাতৃগণ লয়ে।
এক ক্রোশ দূরে যান সে বন ছাড়িয়ে ॥
রাজা বলে মৎস্যদেশে বিরাট নৃপতি।
অজ্ঞাতে বঞ্চিতে তথা হয় মম মতি ॥
এত শুনি বৃকোদর বলেন রাজায়।
কহ কোন্ বেশে রাজা বঞ্চিবে তথায় ॥
নিন্দিত নহিবে কর্ম্ম নহে কোন ক্লেশ।
বিচারিয়া নরপতি কহ উপদেশ ॥
রাজা বলে কহি আমি বঞ্চিব যেমতে।
ন্যায়কর্ত্তা হব আমি বিরাট সভাতে ॥
বলাইব কঙ্ক নাম নিপুণ পাশায়।
ধর্ম্মবন্ধু ছিনু বলি বঞ্চিব তথায় ॥

ভীমে চাহি কহিলেন ধর্ম্ম নরনাথ।
কহ ভাই কোন্ বেশে বঞ্চিবে অজ্ঞাত॥
এত শুনি কহে ভীম ধর্ম্মের সাক্ষাতে।
সূপকার হব আমি বল্লব নামেতে॥
যুধিষ্ঠির গৃহে পূর্ব্বে ছিনু সূপকার।
কৌতুকে রাখেন মোরে রাজা দয়াধার॥
এত বলি পরিচয় দিব বিরাটেরে
শুনিয়া সন্তুষ্ট চিত্ত রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
অর্জ্জুনে চাহিয়া তবে কহে নৃপবর।
কহ ভাই কিবা মতে বঞ্চিবে বৎসর॥
অর্জ্জুন বলেন দেব আছয়ে উপায়।
নপুংসক বেশে আমি আচ্ছাদিব কায়॥
রাজা জিজ্ঞাসিলে দিব এই পরিচয়।
কৃষ্ণার ছিলাম নর্ত্তক পাণ্ডবালয়॥
শিখাইতে পারি আমি অন্তঃপুরবালা।
এই বৃত্তি জানি আমি নাম বৃহন্নলা॥
নকুলে ডাকিয়া জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মরায়।
কহ ভাই লুকাইবে কিমত উপায়॥
নকুল বলিল দেব কর অবধান।
এই পরিচয় দিব বিরাটের স্থান॥
অশ্ববৈদ্য নাহি কেহ আমার সমান।
অশ্বের চিকিৎসা জানি গ্রন্থিক আখ্যান॥
সহদেবে তবে জিজ্ঞাসেন নৃপবর।
কিমতে বঞ্চিবে ভাই অজ্ঞাত বৎসর॥
সহদেব কহে তবে শুন নৃপবর।
বিরাট রাজার গাভী আছে বহুতর॥
গোধন রক্ষক হব জাতি যে গোয়াল।
মৎস্যদেশে বলাইব নাম তন্ত্রিপাল॥
দ্রৌপদীরে কহে তবে নৃপতি কাতর।
কিমতে বঞ্চিবে কৃষ্ণা অজ্ঞাত বৎসর॥
কৃষ্ণা বলে তাপ রাজা না করিহ মনে।
যেমতে বঞ্চিব আমি বিরাট ভবনে॥
বিরাট রাজার রাণী সুদেষ্ণা নামেতে।
তার স্থানে বৎসরেক বঞ্চিব অজ্ঞাতে॥
তারে কব সৈরিন্ধ্রীর কর্ম্ম আমি জানি।
শুনিয়া অবশ্য মোরে রাখিবেন রাণী॥

এত শুনি হৃষ্টচিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
অগ্নিহোত্র ধৌম্য হস্তে করেন অর্পণ॥
তবে ধৌম্য কহিলেন বহু উপদেশ।
অজ্ঞাত সময় হতে পাবে নানাক্লেশ॥
যদি অপমান করে তাহা সম্বরিবে।
যখন যেমন হয় বুঝিয়া করিবে॥
অন্তঃপুর নারী সহ না কহিবে কথা।
মিথ্যা বাক্য রাজারে না কহিবে সর্ব্বথা॥
সন্নিকটে না থাকিয়া অন্তরে থাকিবা।
লাভালাভ না বিচারি অনুজ্ঞা রাখিবা॥
ভ্রাতৃ বন্ধু পুত্রেতে রাজার নাহি প্রীত।
সেই সে আপন কর্ম্ম করে মনোনীত॥
আমি কি কহিব তুমি জানহ সকলে।
কাল কাটি পুনরপি আইস কুশলে॥
এত শুনি উঠিয়া পাণ্ডব পঞ্চজন।
প্রদক্ষিণ করি ধৌম্যে চলেন তখন॥
কাম্যবন ছাড়িয়া যমুনা হৈল পার।
বামে শাল্বদেশ যাম্যে পাঞ্চাল বিস্তার॥
শূরসেন রাজ্য মধ্যে করিয়া প্রবেশ।
পদব্রজে চলি যান বিরাটের দেশ॥
মৎস্যদেশ ছাড়ি গেল ধৌম্য তপোধন।
শ্রমযুক্তা হয়ে কৃষ্ণা বলয়ে বচন॥
চলিবার শক্তি তার নাহিক নৃপতি।
আজি নিশি এক ঠাঁই করহ বসতি॥
নিকট না দেখি দূরে বিরাটনগর।
কালি প্রাতে গুপ্তভাবে যাব নরবর॥
নৃপতি বলেন কালি হইব অজ্ঞাত।
অনর্থ ঘটিবে হইলে লোকে বিদিত॥
পার্থে ডাকি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের তনয়।
দ্রৌপদীরে স্কন্ধে করি লহ ধনঞ্জয়॥
আজ্ঞামাত্র ধনঞ্জয় করিলেন স্কন্ধে।
ঐরাবত স্কন্ধে যেন ইন্দ্রাণী আনন্দে॥
নগর বিরাট আছে অতি অল্পদূর।
হেনকালে বলিলেন ধর্ম্মের ঠাকুর॥
সশস্ত্র নগরে যদি করিবে প্রবেশ।
দৃষ্টিমাত্রে সর্ব্বলোক চিনিবে বিশেষ॥

অর্জ্জুন বলেন এই দেখ শমীদ্রুম।
ভয়ঙ্কর শাখা সব পরশিছে ব্যোম ॥
আরোহিতে না পারিবে অন্য কোনজন।
ইহাতে রাখি যে অস্ত্র যদি লয় মন ॥
অর্জ্জুনের বাক্যে রাজা করিয়া স্বীকার।
কহিলেন রাখ যেন না হয় প্রচার ॥
তবেত গাণ্ডীব ধনু খসাইয়া গুণ।
গদা শঙ্খ আদি যত অস্ত্রপূর্ণ তূণ ॥
বসন আচ্ছাদি সব একত্র করিয়া।
রাখিলেন উচ্চতর শাখাতে বান্ধিয়া ॥
নিকটে তাহার ছিল যত গোপগণ।
সবাকারে পুনঃ পুনঃ বলেন বচন ॥
পথেতে আসিতে বৃদ্ধা জননী মরিল।
অগ্নির অসংযোগে বৃক্ষে বান্ধি রাখা গেল
কুলক্রমাগত মম আছে এই পথ।
কিবা অগ্নি দহি কিবা করি এইমত ॥
তবে জয় বিজয় জয়ন্ত জয়ৎসেন।
জয়দ্বল পঞ্চ নাম গুপ্তে রাখিলেন ॥

পাণ্ডবদের বিরাট সভায় প্রবেশ।

কাঁখেতে দেবন মণি মাণিক্যের সাজ।
সভামাঝে প্রথমে গেলেন ধর্ম্মরাজ ॥
যুধিষ্ঠিররূপ দেখি মুগ্ধ মৎস্যপতি।
সভাজন প্রতি চাহি কহে শীঘ্রগতি ॥
এই যে পুরুষ আসে কন্দর্প আকার।
কেহ কভু ইহাকে কি দেখিয়াছ আর ॥
ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য সম প্রভা কলেবর।
ঐরাবত সম গতি পরম সুন্দর ॥
কাঞ্চন পর্ব্বত যেন ভূমে শোভা পায়।
আমার সভায় আসে বুঝি অভিপ্রায় ॥
ক্ষত্রিয় লক্ষণ সর্ব্ব ব্রাহ্মণের নয়।
রাজচক্রবর্ত্তী প্রায় সর্ব্বতেজোময় ॥
যে কাম্য করিয়া এই আসিতেছে হেথা।
ক্ষত্র হৌক দ্বিজ হৌক করিব সর্ব্বথা ॥

এত বিচারিতে উপনীত ধর্ম্মরাজ।
কল্যাণ করিয়া দাঁড়াইল সভামাঝ ॥
নমস্কার করি মৎস্যপতি মৃদুভাষে।
বিনয়পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজেরে জিজ্ঞাসে ॥
কে তুমি কোথায় বাস এলে কোথা হৈতে
কোন্ কুল গোত্র জন্ম কেমন বংশেতে ॥
এত শুনি বলিলেন ধর্ম্ম অধিকারী।
বৈয়াগ্য আমার গোত্র কঙ্ক নাম ধরি ॥
যুধিষ্ঠির রাজার ছিলাম আমি সখা।
কিছু ভেদ নাহি ছিল যেন আত্মা একা ॥
শত্রু নিল রাজ্য বনে গেল পঞ্চ ভাই।
তাঁর সম লোক আমি চাহিয়া বেড়াই ॥
পাশা খেলাইতে আমি বিশেষ নিপুণ।
হেথা আইলাম রাজা শুনি তব গুণ ॥
এত শুনি মৎস্যরাজ বলয়ে হরিষে।
সদাই আমার বাঞ্ছা এমত পুরুষে ॥
দৈবযোগে মম ভাগ্যে তোমারে পাইনু।
রাজ্যধন তোমারে সকল সমর্পিনু ॥
আমার সদৃশ হৈয়া থাকহ সভায়।
যত মন্ত্রী সবাই সেবিবে তব পায় ॥
এত শুনি বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
কোন দ্রব্য মম কভু নাহি প্রয়োজন ॥
হবিষ্য আহারী আমি শয়ন ভূমিতে।
কেহ যদি মাগে তবে লব তোমা হৈতে ॥
হেনমতে তথায় রহেন যুধিষ্ঠির।
কতক্ষণে উপনীত বৃকোদর বীর ॥
হাতেতে করিয়া চাটু মৃগপতি গতি।
হেমন্ত পর্ব্বত প্রায় কিবা যূথপতি ॥
সভাতে প্রবেশে যেন বাল-সূর্য্যোদয়।
দেখিয়া বিরাটের মনে হইল বিস্ময় ॥
রাজার সভাতে উপনীত বৃকোদর।
জয় হোক বলিয়া তুলিল দুই কর ॥
চতুর্ব্বর্ণ শ্রেষ্ঠ আমি হই যে ব্রাহ্মণ।
গুরু উপদেশে পারি করিতে রন্ধন ॥
মম সম রন্ধনে নাহিক সূপকার।
মল্লযুদ্ধাভ্যাস কিছু আছয়ে আমার ॥

এত শুনি মৎস্যপতি বলয়ে বচন।
সূপকার তোমারে না লাগে মম মন॥
কুবের ভাস্কর যেন শোভিয়াছে তুমি।
সর্ব্ব ক্ষিতি পালনের যোগ্য হও তুমি॥
সূপকার যোগ্য তুমি নহ কদাচন।
এত শুনি বৃকোদর বলিল বচন॥
যুধিষ্ঠির রাজার ছিলাম সূপকার।
আমাতে বড়ই প্রীতি আছিল রাজার॥
মল্লযুদ্ধে আমা সম নাহিক মানুষে।
আমারে পুষিল রাজা কৌতুক বিশেষে॥
বল্লব আমার নাম দিল ধর্ম্মরাজ।
তাঁহার অভাবে ভ্রমি পৃথিবীর মাঝ॥
বিরাট কহিল ইথে নাহিক সংশয়।
তোমার এ সব কথা নাহি চিত্তে লয়॥
সসাগরা পৃথিবী শাসিতে যোগ্য তুমি।
যে কামনা কর তুমি দিব তাহা আমি॥
আমার আলয়ে যত আছে সূপকার।
সবার উপরে তব হবে অধিকার॥
এত বলি রন্ধন গৃহেতে পাঠাইল।
এমতে রহিল ভীম কেহ না জানিল॥
তবে কতক্ষণে আইলেন ধনঞ্জয়।
স্ত্রীবেশ কুণ্ডল শঙ্খ করেতে শোভয়॥
দীর্ঘকেশ বেণী নামিয়াছে পৃষ্ঠোপরে।
ভূমিকম্প যেন মত্ত গজপদভরে॥
দূরে দেখি সবারে জিজ্ঞাসে মৎস্যপতি।
এই যে আইসে যুবা ছদ্ম নারীজাতি॥
পূর্ব্বে ইহারে কভু দেখিয়াছ কি আর।
মনুষ্য না হয় এই দেবের কুমার॥
ইহা দেখি অসম্ভব হয়েছে সবাকে।
কেবা এ বুঝহ শীঘ্র আসিছে হেথাকে॥
অর্জ্জুন বলেন আমি হই যে নর্ত্তক।
যেই হেতু বহুকাল আমি নপুংসক॥
নৃত্যগীতে মম সম নাহিক ভুবনে।
শিখাইতে পারি আমি দেব কন্যাগণে॥
বিরাট বলিল ইহা নাহি লয় মন।
এ কর্ম্মের যোগ্য তুমি নহ কদাচন॥

পার্থ বলিলেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন
তাঁর ভার্য্যা দ্রৌপদীর ছিলাম গায়ন॥
শত্রু রাজ্য নিল তাঁরা প্রবেশিল বন।
এই হেতু তব রাজ্যে আইনু রাজন॥
আমি নপুংসক রাজা নাম বৃহন্নলা।
নৃত্য গীত বাদ্য শিক্ষা দেই রাজবালা॥
রাজা বলিলেন তুমি রহ মম পুরে।
সর্ব্ব সমর্পণ আমি করিনু তোমারে॥
ধন জন পুত্র দারা রাখ এই পুর।
পুত্র তুল্য তুমি এই রাজ্যের ঠাকুর॥
উত্তরাদি কন্যা যত আছে মম পুরে।
নৃত্য গীতে বিশারদা করহ সবারে॥
এত বলি অন্তঃপুর মধ্যে পাঠাইল।
এমতে রহেন পার্থ কেহ না জানিল॥
কতক্ষণে নকুল করিল আগমন।
দূরে থাকি মুহুর্মুহু দেখিল রাজন॥
মেঘ হৈতে মুক্ত যেন হৈল শশধর।
সূতবেশ তুরঙ্গ প্রবোধবাড়ি কর॥
দুই ভিতে অশ্বগণ করে নিরীক্ষণ।
মদমত্ত গতি যেন প্রমত্ত বারণ॥
প্রণমিয়া দাণ্ডাইল রাজসভাতলে।
মধুর কোমল ভাষে নৃপতিরে বলে॥
অশ্ব চিকিৎসক আমি শুন গুণধাম।
জীবিকার্থে আইনু গ্রন্থিক মম নাম॥
রাজা বলে এলে তুমি কোন্ দেশ হৈতে।
দেবপুত্র প্রায় তোমা লয় মম চিতে॥
নকুল বলিল কুরু ধর্ম্মের নন্দন।
লক্ষ লক্ষ অশ্ব তাঁর না যায় গণন॥
সর্ব্ব অশ্ব পালিতে আমারে নিয়োজিল।
মম পালনে অশ্বগণ বৃদ্ধি পাইল॥
কড়িয়ালি দেই আমি যে অশ্বের মুখে।
কোনকালে তার দুষ্ট ভাব নাহি থাকে॥
রাজা বলে মম যত আছে অশ্বগণ।
সকলি রক্ষার্থ তোমা করিনু অর্পণ॥
নকুল করিল অশ্বগৃহেতে গমন।
কতক্ষণে সহদেব দিল দরশন॥

তরুণ অরুণ যথা উঠে পূর্ব্বভিতে।
অগ্নিশিখা আচম্বিতে ॥
গোপজাতি
গোপুচ্ছ ছান্দনদড়ি আছয়ে বিশেষ ॥
রাজা সহ বিস্মিত যতেক সভাজন।
প্রণাম করিয়া বলে মাদ্রীর নন্দন ॥
জীবিকার্থে আইলাম তোমার নগর।
গাভী রক্ষা হেতু মোরে রাখ নরবর ॥
আমার রক্ষণে গাভী ব্যাধি নাহি জানে
ব্যাঘ্রভয় চোরভয় নাহি কদাচনে ॥
বিরাট বলিল ইথে তুমি যোগ্য নহ।
কে তুমি কি নাম ধর সত্য করি কহ ॥
সহদেব বলে জান পাণ্ডুর নন্দন।
তাঁহার যতেক গাভী লোকে অগণন ॥
করিতাম সেই সব গোধন পালন।
মম গুণে প্রীত ছিল পাণ্ডুর নন্দন ॥
আর এক মহৎকর্ম্ম জানি নরনাথ।
ভবিষ্যৎ ভূত বর্ত্তমান মম জ্ঞাত ॥
পৃথিবীর মধ্যেতে যতেক কর্ম্ম হয়।
গৃহেতে বসিয়া তাহা জানি মহাশয় ॥
ধর্ম্মরাজ সভাতে ছিলাম চিরকাল।
যুধিষ্ঠির মোরে নাম দিল তন্ত্রিপাল ॥
রাজা বলিলেন সব সম্ভবে তোমারে।
যে কার্য্য তোমার থাকে লহ মম পুরে ॥
যত মম আছে গাভী আর রক্ষিগণ।
তোমারে দিলাম সব করহ পালন ॥
এতেক কহিয়া সহদেব মহামতি।
পঞ্চজনে বাঞ্ছা মত দিল নরপতি ॥
মৎস্যদেশে পাণ্ডবেরা রহিল গোপনে।
অস্তগিরি মধ্যে যেন সহস্র কিরণে ॥
অগ্নি যেন আছিল ভস্মের মধ্যে লুকি।
কেহ না জানিল সবে অনুক্ষণ দেখি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

বিরাটপুরে দ্রৌপদীর প্রবেশ ও রাণীর সহিত কথোপকথন।

তবে কতক্ষণে কৃষ্ণা প্রবেশে নগরে।
চতুর্দ্দিকে স্ত্রী-পুরুষ যায় দেখিবারে ॥
ক্লেশেতে মলিন মুখ দীর্ঘ মুক্তকেশা।
পিন্ধন মলিন জীর্ণ সৈরিন্ধ্রীর বেশা ॥
পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসেন যত নারীগণ।
কে তুমি একাকী ভ্রম কিসের কারণ ॥
সবারে প্রবোধি কৃষ্ণা বলে এই বাণী।
সৈরিন্ধ্রীর কর্ম্ম করি নারীজাতি আমি ॥
এমতে বেষ্টিত লোকে ভ্রমে দেবী কৃষ্ণা।
প্রাসাদে থাকিয়া তাহা দেখিল সুদেষ্ণা ॥
কেকেয় রাজার কন্যা বরাট মহিষা।
কৃষ্ণারে আনিতে শীঘ্র পাঠাইল দাসী ॥
আদর করিয়া তারে যতেক কামিনী।
অন্তঃপুরে লয়ে গেল যথা রাজরাণী ॥
শত শত রাজকন্যা সুদেষ্ণা বেষ্টিতা।
দ্রৌপদীরে হেরি সবে হইল লজ্জিতা ॥
কতক্ষণে জিজ্ঞাসিল বিরাটের রাণী।
দেবকন্যা হয়ে কেন ভ্রমহ অবনী ॥
মহাভারতের কথা সুধা হৈতে সুধা।
সাধুগণ করে পান নাশিবারে ক্ষুধা ॥

সুদেষ্ণা কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর রূপ বর্ণন।

কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী, হরপ্রিয়া হৈমবতী,
সাবিত্রী কি ব্রহ্মার গৃহিণী।
রোহিণী চন্দ্রের রামা, রতি সতী তিলোত্তমা
কিবা হবে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥
তোমার অঙ্গের আভা, ম্লান করিলেন সভা,
তারা যেন চন্দ্রের উদয়ে।
তোমার শরীর দেখি, নিমিষ না ধরে আঁখি
ঘন ঘন কম্পিত হৃদয়ে ॥

শশী নিন্দি মুখপদ্ম, কেন করিয়াছ ছদ্ম,
এ বেশ তোমার নাহি শোভে।
পেয়ে তব অঙ্গঘ্রাণ, ত্যজিয়া কুসুমোদ্যান,
অলিবৃন্দ ধায় মধুলোভে ॥
মৃগনেত্র জিনি অক্ষ, কামশর হতে তীক্ষ্ণ,
বাজিলে মরিবে কামরিপু।
কণ্ঠ তব কম্বু জিনি, ওষ্ঠ পক্কবিম্ব গণি,
পঞ্চশির লিপ্ত তব বপু ॥
রক্ত কর কোকনদ, রক্ত কোকনদ পদ,
রক্তযুক্ত অরুণ অধর।
শুকচঞ্চু জিনি নাসা, সুধার সদৃশ ভাষা,
ভুজযুগ জিনি বিষধর ॥
তোমার নিতম্ব কুচে, গগননিবাসী ইচ্ছে,
মৃগপতি জিনি মধ্যদেশ।
কিবা পূর্ণ কাদম্বিনী, কিবা চারু চকোরিণী,
মুক্ত দেখি কেন হেন কেশ ॥
হের দেখ বরাননে,তোমা দেখি তরুগণে,
লম্বিত হইল শাখা সহ
কে দেবী নামিলে তুমি,কিজন্য ভ্রমহ ভূমি,
না ভাণ্ডিহ সত্য মোরে কহ ॥
তব অঙ্গযোগ্যপতি, মানুষে না দেখি সতী,
বিনা দেব দিক্‌পালগণ।
তব অঙ্গ দরশনে, মোহ গেল নারীগণে,
পুরুষ না জীয়ে কদাচন ॥
সুদেষ্ণার বাক্য শুনি, মধুরকোমল বাণী,
সবিনয়ে বলয়ে পার্ব্বতী ॥
না দেবী গন্ধর্ব্বী আমি,মানুষী নিবসিভূমি,
ফলাহারী সৈরিন্ধ্রীর জাতি ॥
রাণী দয়া করি মোরে, রাখহ আপন ঘরে,
সেবা করি রহিব তোমার।
না ছোঁব উচ্ছিষ্ট ভাত, না দিব চরণে হাত,
এইমাত্র নিয়ম আমার ॥
প্রবালমুকুতাপাতি, ভালজানি নিত্যগাঁথি,
পুষ্পমালা জানি যে বিশেষ।
সিন্দূর কজ্জল আদি, রত্ন আভরণ বিধি,
বিচিত্র জানি যে কেশ বেশ ॥
গোবিন্দের প্রিয়তমা, মহাদেবী সত্যভামা,
বহুকাল সেবিলাম তাঁরে।
আমার নৈপুণ্য দেখি, পাণ্ডবের প্রিয়সখী,
কৃষ্ণা মাগি নিলেক আমারে ॥
কৃষ্ণা আমি একপ্রাণ,ইথে না জানিহ আন,
চিরকাল বঞ্চিলাম তথা।
রাজ্য নিল শত্রুগণে, পাণ্ডুপুত্র গেল বনে,
তেঁই আমি আইলাম হেথা ॥
বিরাটপর্ব্বের কথা, বিচিত্র ভারতগাঁথা,
সর্ব্বদুঃখ শ্রবণে বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপুত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

দ্রৌপদীর সহিত সুদেষ্ণার কথোপকথন।

রাণী বলে সৈরিন্ধ্রী তোমার রূপ দেখি
স্ত্রীজাতি হইয়া পালটিতে নারি আঁখি ॥
নৃপতি দেখিয়া লোভ করিবে তোমারে।
মম শক্তি নহিবে বারণ করিবারে ॥
তোমা দেখি আদর না করিবে আমারে।
আমি উদাসীনা হব তোমা রাখি ঘরে ॥
আপনার ঘরে কাঁটা রোপিব আপনে।
কর্কটীর গর্ভ যথা মৃত্যুর লক্ষণে ॥
এত শুনি কৃষ্ণা তবে বলে সুদেষ্ণারে।
অন্য দুষ্টা স্ত্রীর প্রায় না ভাব আমারে ॥
বিরাট হউক কিম্বা আর অন্যজন।
পাপচক্ষে দেখিলে না জীবে কদাচন ॥
পঞ্চ গন্ধর্ব্বের আমি করি যে সেবন।
অনুক্ষণ রাখে মোরে সেই পঞ্চজন ॥
থাকুক স্পর্শন যদি দেখে পাপচক্ষে।
দেবতা হলেও মৃত্যু জেনো তার পক্ষে ॥
দুঃখানলে দগ্ধ সদা মম স্বামিগণ।
না বাঁচিবে যে আমারে করিবে চালন ॥
দয়া করি আমারে রাখহ যদি সতী।
পশ্চাতে জানিবা তুমি আমার প্রকৃতি ॥

না লব উচ্ছিষ্ট আমি না ছোঁব চরণ।
পুরুষের ঠাঁই না পাঠাবে কদাচন ॥
সুদেষ্ণা বলিল যদি তোমার এ রীতি।
যথাসুখে মম পাশে রহ গুণবতী ॥
সুদেষ্ণার বাক্য শুনি কৃষ্ণা হৃষ্টমনে।
রহিলেন মনসুখে বিরাটভবনে ॥
সেবায় হইল বশ বিরাটের রাণী।
সুশীলে করিলা বশ যতেক রমণী ॥
বিরাটের সভাপতি ধর্ম্মের নন্দন।
ধর্ম্ম ন্যায়ে বশ করিলেক সভাজন ॥
সপুত্রেতে আনন্দিত মৎস্য অধিকারী।
অনুক্ষণ ধর্ম্ম সহ খেলে পাশাসারি ॥
পাশায় জিনিয়া ধর্ম্ম অনেক রতন।
নিভৃতে বাঁটিয়া লন যত ভ্রাতৃগণ ॥
ভীমের রন্ধনে তুষ্ট হইল রাজন।
বশ হৈল যত জন করিল ভোজন ॥
মল্লযুদ্ধে বড় তুষ্ট হইয়া রাজন।
অর্পণ করিল ভীমে কনক রতন ॥
অর্জ্জুনের দেখি নৃত্য গীত বাদ্যরস।
অন্তঃপুর নারীগণ সবে হৈল বশ ॥
বহুকাল অশ্বগণ দুষ্টমন ছিল।
নকুলের করস্পর্শে সব শান্ত হৈল ॥
গাভীগণ বাড়িয়া হইল ক্ষীরবতী।
সহদেব গুণে বশ হৈল মৎস্যপতি ॥
পাণ্ডবের গুণে বশ মৎস্যদেশ হৈল।
এইরূপে তথায় চারি মাস কাটিল।

শঙ্করযাত্রা ও ভীমের মল্লযুদ্ধ।

পূর্ব্বাপর কুলরীতি আছে মৎস্যদেশে।
শঙ্কর নামেতে যাত্রা আরাধে মহেশে ॥
করিল শঙ্করযাত্রা বিরাট রাজন।
নানাদেশ হইতে আইল বহুজন ॥
দ্বিজ আদি চারি জাতি স্ত্রী-পুরুষগণ।
নৃত্যগীতে মহোৎসব করে জনে জন ॥
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা শাস্ত্রের বিবাদ।
হস্তী হস্তী যুদ্ধ হয় ছাড়ে ঘোরনাদ ॥
কৌতুক দেখেন তথা বিরাট রাজন।
পর্ব্বত আকার লক্ষ লক্ষ মল্লগণ ॥
মল্লগণ মধ্যে এক মল্ল বলবান।
সর্ব্ব মল্লগণ করে যাহার বাখান ॥
সর্ব্বমল্লগণ মধ্যে ছাড়ে সিংহনাদ।
কে আছে আমার সঙ্গে করহ বিবাদ ॥
লাখে লাখে বড় বড় যত মল্ল ছিল।
অধোমুখ হয়ে কেহ উত্তর না দিল ॥
ডাকিয়া বলয়ে মল্ল নৃপতির প্রতি।
মোর সঙ্গে যুঝে হেন দেহ নরপতি ॥
চিন্তিয়া বিরাট তবে করিয়া স্মরণ।
সূপকার বল্লবেরে ডাকেন তখন ॥
বিরাট বলেন তুমি কহিয়াছ পূর্ব্বে।
এ মল্ল সহিত রণ কর তুমি এবে ॥
এ মল্ল সহিত যদি পার যুঝিবারে।
তোমারে তুষিব আমি রাজ ব্যবহারে ॥
ভীম বলে নরপতি জানহ আপনে।
যতেক কহিনু পূর্ব্বে উদর ভরণে ॥
সে সব স্মরিয়া যদি চাহ বধিবারে।
এ মল্ল সহিত তবে যুঝাহ আমারে ॥
মহাবলবান মল্ল পর্ব্বত আকার।
পেটার্থী ব্রাহ্মণ জাতি হই সূপকার ॥
এ মল্ল সহিত যদি করাও সংগ্রাম।
দ্বিজবধ ভয় না করহ পরিণাম ॥
শুনিয়া নিঃশব্দ হৈল মৎস্যের ঈশ্বর।
কতক্ষণে কঙ্ক তবে করয়ে উত্তর ॥
যার যে আশ্রয়ে থাকে পণ্ডিত সুজন।
যথাশক্তি তাঁর আজ্ঞা না করে হেলন ॥
পুনঃ পুনঃ মল্লগণ বলিছে রাজারে।
রাজার হয়েছে ইচ্ছা যুদ্ধ দেখিবারে ॥
কর প্রীতি রাজার দেখুক সর্ব্বজন।
একবার মল্লের সহিত কর রণ ॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি বীর বৃকোদর।
পুনরপি নৃপতিরে করিল উত্তর ॥

তোমার প্রসাদে আর কঙ্কের প্রসাদে।
না জীবেক মল্ল আজি পড়িল প্রমাদে॥
এত বলি রঙ্গসভা মধ্যে দাণ্ডাইল।
ডাক দিয়া বৃকোদর মল্লেরে কহিল॥
যদি মৃত্যু ইচ্ছা থাকে যুদ্ধ কর আসি।
প্রাণ ইচ্ছা থাকে যদি পলাও প্রবাসী॥
ভীমের বচন শুনি সে মল্ল কুপিল।
মহাপরাক্রম করি ভীমেরে ধরিল॥
পর্ব্বত নাড়িতে কোথা বায়ুর শকতি।
না পারিল চালিবারে ভীম মহামতি॥
ঈষৎ হাসিয়া ভীম ধরে দুই পায়।
অন্তরীক্ষে তুলি তবে ঘুরাইল তায়॥
ঘুরাতে ঘুরাতে ত্যজে মল্ল নিজ প্রাণ।
ফেলাইয়া দিল ভূমে যেন লতাখান॥
দেখিয়া অদ্ভুত সবে মানে চমৎকার।
বিরাট নৃপতি পান আনন্দ অপার॥
বার্ত্তা পেয়ে রাজ্যে যত ছিল মল্লগণ।
বৃকোদর সহিত করিল আসি রণ॥
অনেক মরিল শুনি কেহ না আসিল।
বল্লবের বিক্রমে বিরাট বশ হৈল॥
বড় বড় সিংহ ব্যাঘ্র মত্ত হস্তিগণ।
কৌতুকে ভীমের সনে করাইল রণ॥
নিমেষেতে অনায়াসে মারে বৃকোদর।
কৌতুকে দেখেন রাজা স্ত্রীবৃন্দ ভিতর॥
এইরূপে তথা একাদশ মাস গেল।
সানন্দ পাণ্ডব পঞ্চ অজ্ঞাত রহিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দ্রৌপদীর সহিত কীচকের সাক্ষাৎ ও মিলনবাঞ্ছা।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ মুনিবর।
অতঃপর কি করেন পঞ্চ সহোদর॥
মুনি বলে অবধান কর কুরুনাথ।
একাদশ মাস গত হইল অজ্ঞাত॥
সুদেষ্ণার সেবা কৃষ্ণা করে অনুক্ষণ।
হেনমতে দেখ তথা দৈবের ঘটন॥
কীচক নামেতে ছিল রাজ সেনাপতি।
একদিন দ্রৌপদীরে দেখিল দুর্ম্মতি॥
দৃষ্টিমাত্র কামবাণে হইল পীড়িত।
দ্রৌপদীর নিকটে হইল উপনীত॥
বলিতে লাগিল অতি মধুর বচনে।
হের অবধান কর পূর্ণচন্দ্রাননে॥
হেথায় আছহ কভু আমি নাহি জানি।
এ রূপ যৌবন কেন নষ্ট কর ধনি॥
তোমার অঙ্গের শোভা সুরমন লোভে।
এ সব ভূষণ কি তোমার অঙ্গে শোভে॥
দেখিয়া তোমারে মন মজিল আমার।
কামবাণে দহে প্রাণ করহ উদ্ধার॥
গৃহ দারা পুত্র মম যত ধন জন।
সব ত্যজি লইলাম তোমার শরণ॥
সহস্র সহস্র মম আছে নারীগণ।
দাসী হয়ে সেবিবেক তোমার চরণ॥
রত্ন অলঙ্কার যত লোক মনোহর।
যথা ইচ্ছা ভূষণ করহ কলেবর॥
রতন মন্দিরে শয্যা রত্ন সিংহাসন।
রত্ন আভরণ পর শুনহ বচন॥
সকলের উপরে হইবে ঠাকুরাণী।
যদি না রাখহ ধনী অধমের বাণী॥
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান।
এই দেখ হইয়াছে কণ্ঠাগত প্রাণ॥
কীচকের বাক্য শুনি কম্পে কলেবর।
ধর্ম্মেরে স্মরিয়া দেবী করিল উত্তর॥
সৈরিন্ধ্রী আমার জাতি বীভৎসরূপিণী।
আমারে এমত কভু না শোভে কাহিনী॥
এ সকল কহ নিজ কুলভার্য্যাগণে।
বংশবৃদ্ধি হবে যাতে থাকিবে কল্যাণে॥
পরদারে লোভ কৈলে না হয় মঙ্গল।
জীয়ন্তে অখ্যাতি ঘোষে পৃথিবীমণ্ডল॥
যতেক সুকৃতি তার সব নষ্ট হয়।
পরশ করিতে তাহা হয় আয়ুক্ষয়॥

সকল বিনাশ হয় পরদারা প্রীতে।
কভু ত্রাণ নাহি তার নরক হইতে॥
পরদারা আমি তাহা জানহ আপনে।
পাপদৃষ্টি মোর প্রতি কর কি কারণে॥
গন্ধর্ব্ব আমার পতি যদ্যপি দেখিবে।
কুটুম্ব সহিত তোরে নিমিষে মারিবে॥
কালরাত্রি প্রভাত হৈল আজি যে তোরে।
তেঁই হেন দুষ্ট ভাষা কহিলে আমারে॥
দ্রৌপদীর বাক্য শুনি কীচক দুঃখিত।
কামবাণাঘাতে হয়ে অত্যন্ত পীড়িত॥
কীচক ভগিনী হন বিরাটের রাণী।
তাঁর স্থানে কহে গিয়া সবিশেষ বাণী॥
অচেতন অঙ্গ প্রায় সঘনে নিশ্বাস।
কহিতে না পারে কহে অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাষ॥
ভগিনীরে যে বাক্য কহিতে না যুয়ায়।
কামে হতচিত্ত হয়ে লজ্জা নাহি পায়॥
যদি মোরে চাহ শীঘ্র কর পরিত্রাণ।
ভগিনী দেখহ মোর বাহিরায় প্রাণ॥
সৈরিন্ধ্রী আছয়ে যেই তোমার সদনে।
তাহারে আমায় দেহ তুমি এইক্ষণে॥
না দিলে সোদর হত্যা হইবে তোমার।
এখনি জানিবে প্রাণ যাইবে আমার॥
মধুর বোলেতে তোষে বিরাটের রাণী।
কেন হেন কহ ভাই অনুচিত বাণী॥
দাসী ছার লাগি কেন ত্যজিবে জীবন।
দিবার হইলে আমি দিতাম এখন॥
অভয় দিয়াছি আমি লয়েছে শরণ।
দুষ্টবুদ্ধি নহে সেই বুঝিয়াছি মন॥
চক্ষু মেলি নাহি চাহে পুরুষের পানে।
তব ভার্য্যা হতে তারে কহিব কেমনে॥
করিছে গন্ধর্ব্ব পঞ্চ তাহার রক্ষণ।
শান্ত হও ত্যজ ভাই সৈরিন্ধ্রীতে মন॥
কীচক বলিল শুন গন্ধর্ব্ব কি ছার।
কাহার শকতি হয় অগ্রেতে আমার॥
পঞ্চ গন্ধর্ব্বেতে রক্ষা করে বলি কয়।
সহস্র গন্ধর্ব্ব হৈলে নাহি করি ভয়॥
নষ্টা স্ত্রী-প্রকৃতি যাহা নাহি জান তুমি।
নষ্টা স্ত্রীলোকের ঠাঁই শুনিয়াছি আমি॥
ভ্রাতৃ কিম্বা পুত্র হৌক একান্তে পাইলে।
বিহার করিতে ইচ্ছে আমি জানি ভালে॥
মুখেতে সতাত্ব কহে অন্তরেতে আন।
সেইমত সৈরিন্ধ্রীরে কর অনুমান॥
যদি মোরে চাহ তবে বল শীঘ্রগতি।
দাসী ছারে কর ভয় সোদরে অপ্রীতি॥
রাণী কহে যত কহ কামের বশেতে।
মম বশ নহে কভু কহিব কিমতে॥
সৈরিন্ধ্রী হইতে নিজ মরণ ইচ্ছিলে।
তেঁই হেন দুষ্কর্ম্মে ভগ্নিকে নিয়োজিলে॥
নিশ্চয় নিকট মৃত্যু দেখি যে তোমার।
যাহ দ্রুতগতি তবে আপন আগার॥
ভক্ষ্য ভোজ্য সামগ্রী রাখিবে নিজ ঘরে।
সৈরিন্ধ্রী পাঠাব সুধা আনিবার তরে॥
শান্তি কথা সব তারে কহিবে প্রথম।
শান্তিতে ভাঙ্গিলে হয় সকল উত্তম॥
এত শুনি শীঘ্র গৃহে করিয়া গমন।
যা বলিল ভগ্নী তাহা করিল তখন॥
তবে কতক্ষণে বিরাটের পাটরাণী।
সৈরিন্ধ্রীরে ডাকি কহে সুমধুর বাণী॥
ক্রীড়ায় ছিলাম আমি তৃষ্ণায় পীড়িত।
ভ্রাতৃগৃহ হতে সুধা আনহ ত্বরিত॥
সুদেষ্ণার বাক্য শুনি যেন বজ্রাঘাত।
ভয়েতে কাঁপেন কৃষ্ণা যেন রম্ভাপাত॥
কৃষ্ণা বলে সূতপুত্র নির্লজ্জ দুর্ম্মতি।
তার ঠাঁই যেতে মোরে না বলহ সতী॥
প্রথমে তোমার স্থানে করেছি সময়।
রাখিলে আপন গৃহে করিয়া অভয়॥
আপন বচন দেবী করহ পালন।
সুধা আনিবারে তথা যাক অন্যজন॥
আর কোন কর্ম্মে আজ্ঞা কর রাজসুতা।
অকর্ত্তব্য হলে তাহা করিব সর্ব্বথা॥
শুনিয়া সুদেষ্ণা কহে ক্রোধে আরবার।
প্রেরিণী লোকের কেন এত অহঙ্কার॥

যথায় পাঠাব তথা করিবে গমন।
বিশেষ বিশ্বস্ত তুমি বলি সে কারণ॥
যাও শীঘ্রগতি সুধা আনহ ত্বরিতে।
এত বলি সুধাপাত্র তুলি দিল হাতে॥
এত শুনি দ্রৌপদীর চক্ষে বহে নীর।
করযোড়ে প্রণময়ে দেবতা মিহির॥
সূর্য্যপানে চাহি দেবী করেন স্তবন।
দুঃসহ সঙ্কটে দেব করহ তারণ॥
পাণ্ডুপুত্র বিনা মম অন্যে নাহি মতি।
কীচকের ঠাঁই মম কর অব্যাহতি॥
মুহূর্ত্তেকে সূর্য্যস্তব দ্রৌপদী করিল।
কৃষ্ণা রাখিবারে দেব রক্ষিগণ দিল॥
কৃষ্ণাতে সমর্থ যেন না হয় কীচক।
অলক্ষিতে যাহ সঙ্গে রাক্ষস রক্ষক॥
দুঃখেতে আবৃতা যায় দ্রুপদনন্দিনী।
ব্যাঘ্রস্থানে যেতে যথা ডরায় হরিণী॥
দূর হতে কীচক দেখিয়া দ্রৌপদীরে।
প্রাসাদ হইতে নীচে নামিল সত্বরে॥
সমুদ্র তরিতে যেন পাইল তরণী।
কৃষ্ণারে চাহিয়া বলে সুমধুর বাণী॥
আজি সুপ্রভাত মম হইল রজনী।
তেঁই মোরে কৃপা করি আইলে আপনি॥
কৃষ্ণা বলে তোমার ভগিনী পিপাসিত।
সুধা দেহ লয়ে আমি যাইব ত্বরিত॥
কীচক বলিল কেন বলহ এমন।
তোমার আজ্ঞায় সুধা লবে অন্যজন॥
আসি বৈস তুমি এই রত্ন-সিংহাসনে।
এত বলি ধরিতে চলিল সেইক্ষণে॥
কীচকের দুষ্টাচার দেখিয়া পার্ষতী।
ভূমিতে ফেলিয়া পাত্র ধায় শীঘ্রগতি॥
অন্তঃপুরে গেলে দুষ্ট করিবেক বল।
ভাবিয়া চলিল দেবী রাজ-সভাস্থল॥
পাছু পাছু ধেয়ে যায় কীচক দুর্ম্মতি।
ক্রোধে সভামধ্যে চুলে ধরি মারে লাথি॥
সূর্য্য অনুচর সেই অলক্ষিতে ছিল।
কীচকে ধরিয়া বলে ভূমেতে ফেলিল॥
মূল কাটা গেলে যেন বৃক্ষ পড়ে তলে।
অচেতন হয়ে দুষ্ট পড়িল ভূতলে॥
রাজা সহ পাত্র মিত্র বসিয়া সভায়।
সবে দেখে দ্রৌপদীরে প্রহারিল পায়॥
সভায় বসিয়াছিল বীর বৃকোদর।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কম্পিত অধর॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢালি।
দেখিল যে অপমান পাইল পাঞ্চালী॥
নয়ন যুগলে অগ্নিকণা বাহিরায়।
দুপাটি দশন চাপি উঠিল সভায়॥
সম্মুখে আছিল বৃক্ষ লইবারে যায়।
অনুমতি লইতে ধর্ম্মের পানে চায়॥
অঙ্গুলি নাড়িয়া ধর্ম্ম চক্ষেতে চাপিল।
অধোমুখ হয়ে ভীম সভাতে বসিল॥
স্বামিগণ বসিয়া দেখেন চারিপাশে।
ঊর্দ্ধশ্বাসে কৃষ্ণা কান্দি কহে অর্দ্ধভাষে॥
ধর্ম্মাসনে বসি আছ মৎস্যের ঈশ্বর।
বিনা অপরাধে মোরে মারিল পামর॥
দাসীরে মারিতে নারে রাজার সভায়।
তোমা বিদ্যমানে মোরে প্রহারিল পায়॥
দুষ্টলোকে রাজা দণ্ড নাহি করে যদি।
তবে অল্পকালে তারে দণ্ড দেন বিধি॥
ন্যায়মত রাজা যদি পালে প্রজাগণ।
বহুকাল বৈসে সেই ইন্দ্রের ভুবন॥
ন্যায় করিয়া যদি উপরোধ করে।
অধোমুখ হয়ে পড়ে নরক দুস্তরে॥
দান যজ্ঞ আদি কর্ম্ম সব ব্যর্থ যায়।
হেন নীতিশাস্ত্রে আছে বেদে হেন গায়॥
কীচক পড়িয়াছিল হয়ে অচেতন।
সচেতন কর আজ্ঞা করিল রাজন॥
তাত প্রতি কহে তবে বিরাটনন্দন।
রাজধর্ম্ম রাজা নাহি করিলে পালন॥
বিনা অপরাধে আসি মারিল সভায়।
রাজদণ্ড নাহি দিলে চোর সভা প্রায়॥
সবাই অধর্ম্মী বসিয়াছ যত জন।
ধর্ম্মভয় নাহি তেঁই না কহ বচন॥

এত শুনি উত্তর করিল মৎস্যভূপ।
পরোক্ষে দোঁহার দ্বন্দ্ব না জানি কিরূপ॥
না জানিয়া না শুনিয়া কহিব কেমনে।
কি হেতু তোমরা দ্বন্দ্ব কর দুইজনে॥
বিরাটের হেন বাক্য শুনি যাজ্ঞসেনী।
রোদন করিয়া কহে শিরে কর হানি॥
পদাঘাতে মৃতবৎ করে শত্রুগণে।
দেব দ্বিজগণ প্রিয় বড় প্রিয় রণে॥
সে সব জনের আমি মানস মহিষী।
সূতপুত্র মোরে পদে প্রহারিল আসি॥
যাঁর ধনুর্ঘোষে তিনলোকে কম্প হয়।
এক রথে যে করিল তিনলোক জয়॥
তাঁর ভার্য্যা হই আমি দেখিয়া অনাথ।
সূতপুত্র দুষ্ট মোরে করে পদাঘাত॥
বল বুদ্ধি তা সবার কোথা কারে গেল।
মোর এত অপমান চক্ষেতে দেখিল॥
বলিতে লাগিল তবে যত সভাজন।
ভাল কর্ম্ম না করিল সূতের নন্দন॥
সাক্ষাতে সৈরিন্ধ্রী দেবকন্যা স্বরূপিণী।
হেন অঙ্গে পদাঘাত অনুচিত বাণী॥
তবে ধর্ম্ম কহিলেন কঙ্ক নামধারী।
সৈরিন্ধ্রী না কর খেদ যাহ অন্তঃপুরী॥
ধর্ম্মশীল মৎস্যরাজ ডরে পরলোকে।
উপরোধ করি ক্ষমা করিল কীচকে॥
দেখিতেছে তোমার গন্ধর্ব্ব পতিগণ।
সময় বুঝিয়া ক্ষমা করিল এখন॥
কাল পেয়ে কীচকে দণ্ডিবে যথোচিত।
কীচক হইতে কিছু না হইও ভীত॥
দুঃখিনী সমান কেন কান্দহ সভায়।
আত্মপাপে দুঃখ পাও কি দোষ রাজায়॥
কৃষ্ণা কহে সভাসদ কহিলে প্রমাণ।
আত্মপাপে দুঃখ মম কে করিবে আন॥
এত বলি দুই চক্ষু কেশেতে মুছিল।
কেশ ঘরষণে কত শোণিত স্রবিল॥
ভর্ত্তৃ আজ্ঞা পাইয়া চলিল অন্তঃপুরী।
যথায় আছয়ে রাণী কেকয়-কুমারী॥
সুদেষ্ণার আগে দেবী কান্দিতে লাগিল।
শাঠ্যেতে সুদেষ্ণা তারে সম্ভ্রমে পুছিল॥
যে তোমার করিলেক এতেক দুর্গতি।
সমূলে বিনাশ হবে সেই দুষ্টমতি॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া কহে সৈরিন্ধ্রী-রূপিণী।
জানিয়া কপট কেন কহ রাজরাণী॥
সুধা আনিবারে ভ্রাতৃগৃহে পাঠাইলা।
কত বা কহিব তাহা যত দুঃখ দিলা॥
রাজা সহ পাত্র মিত্র দেখেছে সভায়।
কেশে ধরি কীচক মারিল মোরে পায়॥
যথোচিত তার শাস্তি পাবে দুষ্টমতি।
আজি কিম্বা কালি যাবে যমের বসতি॥
আজি হৈতে ত্যজ আশা ভ্রাতার জীবন।
করহ সামগ্রী তার শ্রাদ্ধের কারণ॥
এত বলি নিজস্থানে গেলেন পাঞ্চালী।
জলে প্রবেশিয়া সব ধুইল রক্ত ধূলী।
পরপুরুষের স্পর্শে যেই আচরণ।
বিধিমতে দ্রৌপদী করিল সেইক্ষণ॥
পুনঃ পুনঃ দ্রৌপদী কান্দয়ে দুঃখ স্মরি।
হেনমতে গেল তবে অর্দ্ধেক শর্ব্বরী॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি দেবী করে অনুমান।
এ দুঃখ সাগর হৈতে কে করিবে ত্রাণ॥
বিনা বৃকোদর না পারিবে অন্যজন।
চিন্তিয়া ভীমের ঠাঁই করিল গমন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

—

ভীমের সহিত দ্রৌপদীর কীচক বধের মন্ত্রণা।

বিরাট-রন্ধন-গৃহে ভীমের শয়ন।
নিদ্রা যায় বৃকোদর হয়ে অচেতন॥
সঙ্কেতে বলয়ে দেবী চাপি দুই পায়।
উঠ উঠ কত নিদ্রা যাও মৃতপ্রায়॥
চরণ চাপিতে ভীম জাগরিত হৈল।
দ্রৌপদী কাতরা দেখি সম্ভ্রমে উঠিল॥

কহ ভদ্রে এত রাত্রে কেন আগমন।
দুঃখিতের প্রায় দেখি মলিন বদন॥
যে কথা কহিতে আছে শীঘ্র কহ মোরে।
কেহ পাছে দেখে শুনে যাহ নিজ ঘরে॥
এত শুনি সকরুণে বলেন পার্ব্বতী।
কি দুঃখ শোচন যার যুধিষ্ঠির পতি॥
বিনা অপরাধে মোরে কীচক দুর্ম্মতি।
সবে বসি দেখিলে মারিল মোরে লাথি॥
এমত জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন।
এত লঘু হয়ে জীব কিসের কারণ॥
রাজকন্যা হয়ে মম সমান দুঃখিনী।
স্বামীর জীয়ন্তে কেহ না দেখি না শুনি॥
আজি যদি কীচকে তুমি না মারিবে।
নিশ্চয় আমার বধ তোমারে লাগিবে॥
কিম্বা বিষ খাই কিম্বা প্রবেশিব জলে।
প্রভাতে মরিব আমি কীচকে দেখিলে॥
নিত্য আসে দুরাচার আমার নিলয়।
মম ভার্য্যা হও বলি অনুক্ষণ কয়॥
সৈরিন্ধ্রী বলিয়া মোরে করে উপহাস।
ধিক্ মম ছার প্রাণে আর কিবা আশ॥
এত বলি কান্দে দেবী মুখে দিয়া কর।
অশ্রুজলে ভরিল ভীমের কলেবর॥
কৃষ্ণার ক্রন্দন দেখি কান্দে বৃকোদর।
করপদ কাঁপে ঘন কাঁপে ওষ্ঠাধর॥
ধিক্ মম বাহুবল ধিক্ ধনঞ্জয়।
তোমার এতেক কষ্ট শুনি প্রাণ রয়॥
আমারে কি বল কৃষ্ণা আমি কি করিব।
আত্মবশ হৈলে কেন এত দুঃখ পাব॥
যেখানে তোমায় দুষ্ট মারিলেক লাথি।
সেইখানে পাঠাতাম যমের বসতি॥
সব সভা মারিতাম নৃপতি সহিতে।
একজন না থাকিত অন্যেরে কহিতে॥
বিদিত হইলে পুনঃ যাইতাম বন।
এত অপমান অঙ্গে হয় কি সহন॥
কটাক্ষে চাহিয়া মোরে রাজা মানা কৈল
সে কারণে দুষ্টাচার কীচক বাঁচিল॥

যুধিষ্ঠির বাক্য আমি লঙ্ঘিতে না পারি।
নহিলে এ গতি কেন হইবে সুন্দরী॥
ক্রন্দন সম্বর দেবি দুঃখ হৈল শেষ।
অল্পদিন হেতু আর কেন ভাব ক্লেশ॥
তের বর্ষ পূর্ণ হৈল ত্রিংশৎ রজনী।
পুনরপি নিজদেশে হবে ঠাকুরাণী॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

—

ভীম কর্ত্তৃক কীচক বধ।

কৃষ্ণা বলে যা বলিলে সব আমি জানি।
আজি রক্ষা পেলে পিছে হব ঠাকুরাণী॥
তুমি যদি কীচকে না দিবে আজি দণ্ড।
লোকে কবে সৈরিন্ধ্রী যতেক কহে ভণ্ড॥
আমি কহিয়াছি সর্ব্বলোকের গোচর।
আমার আছয়ে পঞ্চ গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর॥
গন্ধর্ব্বের নাম শুনি করে উপহাস।
বলে লক্ষ গন্ধর্ব্ব করিব আমি নাশ॥
সকল শোভিল তারে যতেক কহিল।
এত অপরাধ করি দণ্ড না পাইল॥
প্রভাত হইলে পুনঃ দ্বারেতে আসিবে।
পরিহাস করি মোরে বচন কহিবে॥
সে বচন শুনিতে যাইতে বল ঘরে।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমার গোচরে॥
জয়দ্রথ বধ হৈতে করিলা উদ্ধার।
জটাসুর মারিয়া করিলে প্রতীকার॥
এখন কীচক ভয়ে কর পরিত্রাণ।
তোমা বিনা রাখে ইথে নাহি দেখি আন।
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা হেতু বিচারিছ চিতে।
আজ্ঞা করেছেন তিনি কীচকে দণ্ডিতে॥
তখনি বিদিত হৈত পূর্ণ সভামাঝ।
ধর্ম্মভয় করি ক্ষমা করে মহারাজ॥
এত শুনি চিন্তি ভীম বলিল বচন।
না কর ক্রন্দন দেবি স্থির কর মন॥
এত বলি ক্রোধে ভীম কহেন তখন।
কীচকে অবশ্য আমি করিব নিধন॥

কিন্তু এক সময় করিবা তার সনে।
উপায়ে মারিব যেন কেহ নাহি জানে।
আজিকার মত তুমি যাহ নিজালয়।
কালি প্রাতে তার সঙ্গে করিহ সময়॥
নৃত্যশালে যথা কন্যাগণ নৃত্য শিখে।
রজনীতে শূন্য তথা কেহ নাহি থাকে॥
তথায় নির্ব্বন্ধ কর শয্যা করিবারে।
সেই ঘরে পাপিষ্ঠে পাঠাব যমপুরে॥
ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনি সম্বরি ক্রন্দন।
নয়ন পুঁছিয়া কৃষ্ণা করিলা গমন॥
রজনী প্রভাত হৈল কীচক উঠিল।
যথা রাজগৃহে কৃষ্ণা দ্রুতগতি গেল॥
দ্রৌপদীর প্রতি তবে দম্ভ করি বলে।
ধাইয়া যে গেলে তুমি রাজসভাস্থলে॥
রাজ-বিদ্যমানে তোরে প্রহারিনু লাথি।
কি করিল আমারে বিরাট নরপতি॥
মম বাহুবলে রাজ্য ভুঞ্জে নরপতি।
কি করিতে পারে মম তাহার শকতি॥
ভজহ সৈরিন্ধ্রী মোরে ক্ষম দোষ মোর।
এই দেখ দন্তে তৃণ দাস হৈনু তোর॥
কৃষ্ণা বলে তব বশ হইলাম আমি।
কিন্তু মম আছয়ে গন্ধর্ব্ব পঞ্চ স্বামী॥
তাহা সবাকারে বড় ভয় হয় মনে।
এমন করহ যেন কেহ নাহি জানে॥
নৃত্যশালা রজনীতে থাকে শূন্যাগার।
তথা রাত্রে তব সঙ্গে করিব বিহার॥
এত শুনি কীচক হইল হৃষ্টমন।
শীঘ্রগতি নিজ গৃহে করিল গমন॥
নানা গন্ধচন্দনাদি অঙ্গেতে লেপিল।
দিব্য রত্ন অলঙ্কার অঙ্গেতে ভূষিল॥
সৈরিন্ধ্রীর চিন্তা করি বিরহ হুতাশে।
ক্ষণে ক্ষণে দিনকর নিরখে আকাশে॥
কতক্ষণে হবে অস্ত দেব দিবাকার।
পুনঃ বাহিরায় পুনঃ প্রবেশয়ে ঘর॥
হেথা কৃষ্ণা ভীমেরে কহিল সমাচার।
নৃত্যাগারে রাত্রিতে আসিবে দুরাচার॥
যথোচিত ফল আজি দিবে তার প্রতি।
প্রভাত না হয় যেন আজিকার রাতি॥
এমতে আসিয়া হৈল সন্ধ্যার সময়।
বৃকোদর অগ্রে চলি গেল নৃত্যালয়॥
অন্ধকার করি বৈসে পালঙ্কের মাঝ।
মৃগ মারিবারে যথা সাজে মৃগরাজ॥
আনন্দিতচিত্ত হয়ে কীচক চলিল।
একক হইয়া সঙ্গে কারে না লইল॥
যথায় পুরুষসিংহ আছে বৃকোদর।
কীচক বসিল গিয়া পালঙ্ক উপর॥
কামবাণাঘাতে দুষ্ট মোহিত হইয়া।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া কহিছে হাসিয়া॥
লোহা হতে অধিক কঠিন ভীমকায়।
কামানলে দগ্ধ বুঝে সৈরিন্ধ্রীর প্রায়॥
আমার মহিমা তুমি না জান সুন্দরি।
মম রূপগুণে বশ যত নর নারী॥
পূর্ব্বভাগ্যে সৈরিন্ধ্রী পাইলে তুমি মোরে
সবারে ত্যজিয়া আমি ভজিনু তোমারে॥
ভীম বলে বড় ভাগ্য আমার আছিল।
সে কারণে তোমা স্বামী বিধি মিলাইল॥
তোমার মহিমা আমি নাহি জানি পূর্ব্বে।
সে কারণে হেলা কৈনু গন্ধর্ব্বের গর্ব্বে॥
কিন্তু এক তাপ মম জাগিতেছে মনে।
রাজসভা মধ্যে মোরে মারিলে চরণে॥
কমল অধিক মম কোমল শরীর।
বেদনায় প্রাণ মম হতেছে বাহির॥
মনোদুঃখে কিরূপেতে পাবে রতিসুখ।
এত শুনি কহে তবে কীচক দুর্ম্মুখ॥
ক্ষমহ সে দোষ মম ত্যজ দুঃখ মন।
প্রসন্ন হইয়া মোরে করহ বরণ॥
পদাঘাতে দুঃখ যদি আছয়ে অন্তরে।
সেইমত পদাঘাত করহ আমারে॥
এত বলি কীচক মস্তক দিল পাতি।
অন্তরে হাসিয়া উঠে ভীম মহামতি॥
বজ্রাঘাত সম ঘাড়ে প্রহারিল লাথি।
তথাপিহ নাহি বুঝে কীচক দুর্ম্মতি॥

একে একে তিনবার করিল প্রহার।
তথাপিহ নাহি জানে কীচক গোঁয়ার॥
ভীম বলে আরে দুষ্ট গন্ধর্ব্বে বিবাদ।
ঘুচাইব সৌরিন্ধ্রীর রমণের সাধ॥
ভীমবাক্য শুনি কীচকের হৈল জ্ঞান।
লাফ দিয়া উঠি ধরে ব্যাঘ্রের সমান॥
মহাপরাক্রম হয় কীচক দুর্জ্জয়।
দশ ভীম হৈলে তার সম যুদ্ধে নয়॥
কৃষ্ণার ধরিয়া কেশ আয়ু হৈল ক্ষীণ।
বিশেষ চরণাঘাতে বল হৈল হীন॥
তথাপি বিক্রমে ভীম হতে নহে ঊন।
পদাঘাতে দৃঢ়মুষ্টি হানে পুনঃ পুনঃ॥
নিঃশব্দেতে দোঁহে যুদ্ধ ঘরের ভিতর।
এইমত যুদ্ধ হৈল তৃতীয় প্রহর॥
ক্রোধে অগ্নিবৎ জ্বলে বায়ুর নন্দন।
কীচকে ফেলিয়া বুকে করিল আসন॥
দ্রৌপদীর অপমান হৃদয়েতে জাগে।
সিংহ যেন চাপিয়া ধরিল মত্ত মৃগে॥
আরে দুরাচার দুষ্ট কীচক দুর্ম্মতি।
এই মুখে ইচ্ছিলি সৈরিন্ধ্রী সহ রতি॥
এত বলি বদনে প্রহারে বজ্রমুষ্টি।
ভাঙ্গিয়া ফেলিল তার দন্ত দুই পাটী॥
এই চক্ষে সৈরিন্ধ্রীরে করিলি দর্শন।
এত বলি বজ্রনখে উপাড়ে নয়ন॥
অণ্ডকোষ ধরিয়া মারিল তাহে লাথি।
সেই ঘাতে প্রাণ ছাড়ে কীচক দুর্ম্মতি॥
হস্ত পদ শির তার সব চূর্ণ কৈল।
কচ্ছপের প্রায় করি অঙ্গে লুকাইল॥
মাংসপিণ্ডবৎ করি কুষ্মাণ্ড আকার।
কৃষ্ণারে ডাকিয়া বলে পবনকুমার॥
অগ্নি জ্বালি দেখ এবে যাজ্ঞসেনী সতী।
তোমা হিংসি কীচকের এতেক দুর্ম্মতি॥
অপরাধ মত দণ্ড পাইল দুর্ম্মতি।
যে তোমার অপরাধী তার এই গতি॥
এত বলি বৃকোদর করিল গমন।
রন্ধনশালায় যথা শয়ন আসন॥
স্নান করি অঙ্গে দিল সুগন্ধি চন্দন
যুদ্ধশ্রান্ত হয়ে বীর করিল শয়ন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে ভবভয় তরি॥

কীচকের শবদাহে তাহার উনশত ভ্রাতার মৃত্যু।

কীচক-মরণে কৃষ্ণা আনন্দিত হৈয়া।
সভাপাল প্রতি তবে বলিল ডাকিয়া॥
মোরে যেন দুঃখ দিল কীচক দুর্ম্মতি।
ফল দিল উচিত গন্ধর্ব্ব মম পতি॥
অহঙ্কার করি দুষ্ট গন্ধর্ব্বে না মানে।
গন্ধর্ব্বে মারিবে কোথা মনুষ্য পরাণে॥
এত শুনি ধাইলেক যতেক রক্ষক।
মাংসপিণ্ড প্রায় তথা দেখিল কীচক॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া লোকে মানিল বিস্ময়।
কেহ বলে কীচক এ কেহ বলে নয়॥
কোথা গেল হস্ত পদ কোথা গেল শির।
কুষ্মাণ্ডের প্রায় দেখি কাহার শরীর॥
কেহ বলে গন্ধর্ব্ব মারয়ে এইমত।
বার্ত্তা পেয়ে ধাইল সোদর ঊনশত॥
কীচকে বেড়িয়া সবে করয়ে ক্রন্দন।
ভ্রাতৃ মিত্র বন্ধু যত স্ত্রী পুরুষগণ॥
এইমত বন্ধুগণ কান্দিয়া অপার।
অগ্নিতে সৎকার হেতু করিল বিচার॥
হেনকালে কৃষ্ণারে দেখিয়া সেইখানে।
দর্প করি দাণ্ডাইল সবা বিদ্যমানে॥
ক্রোধে সূতপুত্রগণ বলয়ে বচন।
এই দুষ্টা হৈতে হৈল কীচক নিধন॥
কেহ বলে না চাহিও এ দুষ্টার পানে।
কেহ বলে অসতীকে মারহ পরাণে॥
অগ্নিতে পোড়াহ এরে কীচক সংহতি।
পরলোকে কীচকের হইবেক প্রীতি॥
বান্ধিয়া ইহারে শীঘ্র মৃত সহ লহ।
একবার নৃপতিরে গিয়া জিজ্ঞাসহ॥

বিরাট নৃপতি শুনি কীচক নিধন।
ক্রোধে নরপতি আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ॥
হাহা বীর কীচক সৈন্যের সেনাপতি।
তোমার বিহনে মম হবে কোন্ গতি॥
সৈরিন্ধ্রী দুষ্টার হেতু কীচক নিধন।
ক্রোধে নরপতি আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ॥
তার মুখ আর না দেখিব কদাচন।
শীঘ্র করি লহ তারে করিয়া বন্ধন॥
পোড়াহ কীচক সহ জ্বালিয়া অনল।
তবে যে আমার অঙ্গ হইবে শীতল॥
আজ্ঞা পেয়ে কৃষ্ণারে বান্ধিল সেইক্ষণ।
শব সহ লইলেক করিয়া বন্ধন॥
তবেত দ্রৌপদী দেবী না দেখি উপায়।
আকুল হইয়া অতি কাঁন্দে উভরায়॥
জয় বিজয় জয়ন্ত আর জয়সেন।
জয়দ্বল নাম লৈয়া উচ্চেতে ডাকেন॥
দুন্দুভির শব্দ যাঁর ধনুক টঙ্কার।
তিনলোকে শক্তিমান নাহি শত্রু যাঁর॥
তাঁর বড় প্রিয়া আমি করিল বন্ধন।
শীঘ্রগতি আসি মোরে করহ মোচন॥
এইমত পুনঃ পুনঃ ডাকে যাজ্ঞসেনী।
রন্ধন গৃহেতে থাকি ভীমসেন শুনি॥
ক্রন্দনের শব্দ শুনি উঠিয়া বসিল।
দ্রৌপদীর রব বুঝি হৃদয় কাঁপিল॥
কেশ বেশ মুক্ত বীর বায়ুবেগে ধায়।
পথাপথ নাহি জ্ঞান শব্দ শুনি যায়॥
এক লাফে ডিঙ্গাইল গড়ের প্রাচীর।
আশ্বাসিয়া দ্রৌপদীরে কহে মহাবীর॥
না কান্দ সৈরিন্ধ্রী সতী আইল গন্ধর্ব্ব।
এখনি মারিবে দুষ্ট সূতপুত্র সর্ব্ব॥
এত বলি উপাড়িল দীর্ঘ তরুবর।
দণ্ড হস্তে যম যেন ইন্দ্র বজ্রকর॥
সবে বলে হের ভাই গন্ধর্ব্ব আইল।
পলাও পলাও বলি সবে রড় দিল॥
নগরের মুখ ধরি ধায় বায়ুবেগে।
পাছে ধায় বৃকোদর সিংহ যেন মৃগে॥
আরে আরে দুরাচার সূতপুত্রগণ।
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্বে চালন॥
এত বলি প্রহার করিল তরুবর।
এক ঘায়ে মারে ঊনশত সহোদর॥
অশ্রুপূর্ণমুখী কৃষ্ণা আছিল বন্ধনে।
মুক্ত করি বৃকোদর দিল সেইক্ষণে॥
ভীম বলে দুঃখ না ভাবিহ গুণবতী।
তোমারে হিংসিয়া দুষ্ট লভিল দুর্গতি॥
আজ্ঞা কর যাব আমি কেহ পাছে জানে।
করহ গমন তুমি আপনার স্থানে॥
এত বলি চলি গেল বীর বৃকোদর।
অন্তঃপুরে গেল কৃষ্ণা সুদেষ্ণার ঘর॥
রজনী প্রভাত হৈল আসে সর্ব্বজন।
রাজারে করিল জ্ঞাত যত মন্ত্রিগণ॥
কীচক দহিতে গেল যত ভ্রাতৃগণ।
গন্ধর্ব্বের হাতে সব হইল নিধন॥
সবা মারি সৈরিন্ধ্রীরে মুক্ত করি দিল।
সৈরিন্ধ্রী পুনশ্চ আসি পুরে প্রবেশিল॥
আর মৎস্যদেশের নাহিক প্রতিকার।
গন্ধর্ব্বের হাতে সবে হইবে সংহার॥
মনোরমা নারী হয় পরমাসুন্দরী।
তার পানে চাহিলে গন্ধর্ব্বে যাবে মারি॥
শীঘ্র কর নৃপতি ইহার প্রতিকার।
হেথা হৈতে দুষ্টা গেলে সবার নিস্তার॥
শুনিয়া বিরাট-রাজা ভয়ে ত্রস্ত হৈল।
কীচকেরে দহিবারে লোকে আজ্ঞা দিল॥
অন্তঃপুরে গিয়া রাজা রাণীরে বলিল।
সৈরিন্ধ্রী রাখিয়া গৃহে বিপত্তি হইল॥
এখন এখান হৈতে যায় যেইমতে।
মম নাম না লইবে কহিবা সম্প্রীতে॥
এতেক শুনি সুদেষ্ণা নৃপ-পাটরাণী।
সৈরিন্ধ্রীরে ডাকি সবিনয়ে বলে বাণী।
এতদিন ছিলে তুমি আমার সদন॥
এখন যথায় ইচ্ছা করহ গমন॥
সর্ব্বনাশ হৈল মোর তোমার কারণ।
তোমা রাখি হত্যা কৈনু সহোদরগণ॥

তোমা হৈতে বড় ভয় হইল সবার।
বিলম্ব না কর শীঘ্র কর আগুসার ॥
দ্রৌপদী বলিল দেবী কর অবধান।
তের দিন পরে আমি যাব নিজস্থান ॥
তোমারে গন্ধর্ব্বগণ বহু প্রীত হবে।
তের দিন উপরান্তে মোরে লয়ে যাবে ॥
মরিল আপন দোষে কীচক দুর্ম্মতি।
বিনা দোষে কারে না হিংসে মোর পতি ॥
এত বলি অভয় করিল সুদেষ্ণারে।
এইমতে কৃষ্ণা বঞ্চে বিরাটনগরে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

গো-হরণার্থে সুশর্ম্মা রাজার মৎস্যদেশে যাত্রা।

অজ্ঞাতে বঞ্চেন হেথা পাণ্ডুর নন্দন।
হস্তিনা পুরেতে তথা রাজা দুর্য্যোধন ॥
লক্ষ লক্ষ চরগণ পাঠান ত্বরিত।
পাণ্ডবের অন্বেষণে যায় চতুর্ভিত ॥
এক বর্ষ পাণ্ডবেরে খুঁজে সর্ব্বজন।
ভ্রমিয়া সকল দেশ আসে দূতগণ ॥
নমস্কার করি নৃপে করযোড়ে কয়।
বহু খুঁজিলাম রাজা পাণ্ডুর তনয় ॥
কোথায় না দেখিলাম পাণ্ডুর নন্দন।
জীয়ন্ত থাকিলে হৈত অবশ্য দর্শন ॥
এত বলি চরগণ নিবৃত্ত হইল।
দক্ষিণের দূত তবে কহিতে লাগিল ॥
অদ্ভুত কথন এক শুন মহারাজ।
একদিন ছিনু মোরা মৎস্যদেশ মাঝ ॥
বিরাট শ্যালক জান কেকয়-কুমার।
কীচক নামেতে সহোদর শত তার ॥
স্ত্রীর হেতু শত ভাই গন্ধর্ব্বে মারিল।
ত্রিগর্ত্তের রাজা যেই বলে লয়েছিল ॥
চরগণ বচনান্তে রাজা দুর্য্যোধন।
হইল যে অতিশয় বিষাদিত মন ॥
সভাতে সুশর্ম্মা রাজা বসিয়া আছিল।
সভা হৈতে উঠিয়া দুর্য্যোধনে কহিল ॥
কীচক মরিল এবে বড়ই মঙ্গল।
বলেতে আমার রাজ্য নিলেক সকল ॥
কীচক মরিল যবে হৈল বড় কার্য্য।
বিরাটে বান্ধিয়া এবে লব নিজরাজ্য ॥
ধন রত্ন পূর্ণ তার গাভী অপ্রমিত।
এ সময়ে তাতে তব হবে বড় হিত ॥
এত শুনি কহেন দুর্য্যোধন নৃপতি।
মৎস্যদেশে যাব সৈন্য সাজ শীঘ্রগতি ॥
সুশর্ম্মা নৃপতি যাক্ সবাকার আগে।
আপনার রাজ্য গিয়া নিক যাম্যদিগে ॥
পশ্চাৎ সসৈন্যে আমি করিব গমন।
শূন্যরাজ্যে গিয়া হরিব সব গোধন ॥
দুর্য্যোধন আজ্ঞা পেয়ে সুশর্ম্মা নৃপতি।
আপন বাহিনী সাজাইল শীঘ্রগতি ॥
আষাঢ়ের সিতপক্ষে পঞ্চমী দিবসে।
সুশর্ম্মা নৃপতি চলি গেল মৎস্যদেশে ॥
শঙ্খ ভেরী দুন্দুভি বিবিধ বাদ্য বাজে।
বাদ্যের শব্দেতে কম্প হৈল মৎস্যরাজে ॥
প্রবেশিয়া মৎস্যদেশে সুশর্ম্মা নৃপতি।
ধরহ গোধন আজ্ঞা দিল সৈন্য প্রতি ॥
হয় হস্তী গাভী আর নানা রত্ন ধন।
চতুর্দ্দিকে লুঠিতে লাগিল সর্ব্বজন ॥
গোধন রক্ষণে যত ছিল গোপগণ।
ধাইয়া রাজারে বার্ত্তা কহিল তখন ॥
সভাতে বসিয়াছিল বিরাট নৃপতি।
ঊর্দ্ধশ্বাসে কহে গোপ প্রণমিয়া ক্ষিতি ॥
সকল মজিল মৎস্যদেশে নরবর।
নকল হরিয়া নিল ত্রিগর্ত্ত-ঈশ্বর ॥
রক্ষা করিবারে রাজা যদি আছে মন।
বিলম্ব না কর শীঘ্র চলহ রাজন ॥
দূতমুখে হেন বার্ত্তা পাইয়া নৃপতি।
চতুরঙ্গ সৈন্য সজ্জা করে শীঘ্রগতি ॥
শতানীক মুদিরাক্ষ দুই সহোদর।
শ্বেত শঙ্খ দুই ভাই রাজার কোঙর ॥

পাত্র মিত্র আদি যোদ্ধা সাজিল সকল।
বিবিধ বাজনা বাজে সৈন্য কোলাহল।
শতানীকে আজ্ঞা দিল বিরাট নৃপতি।
দিব্য অস্ত্র ধনু দেহ চারিজন প্রতি॥
শ্রীকঙ্ক বল্লভ অশ্ববৈদ্য যে গোপাল।
মহাবীর্য্যবন্ত যুদ্ধ করিবে বিশাল॥
দিব্য ধনুর্গুণ দিল রথ তুরঙ্গম।
মুকুট কুণ্ডল দিল কবচ উত্তম॥
সাজিয়া পাণ্ডব রথে করে আরোহণ।
স্বর্গ হৈতে আসে যেন দিক্‌পালগণ॥
চলিল বিরাট রাজা মীনধ্বজ রথে।
চারি ভাই চলিলেন রাজার পশ্চাতে॥
রথ চালাইয়া দিল রাজার সারথি।
পশ্চাতে মাহুতগণ চালাইল হাতী॥
পদধূলি ঢাকিলেক দেব দিবাকর।
ঘোর অন্ধকার হৈল দিবস দুপুর॥
শূন্য হতে পক্ষিগণ ভূমেতে পড়িল।
হেনমতে উভয় সৈন্যেতে দেখা হৈল॥
হইল দারুণ যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর।
পূর্ব্বে যথা দেবাসুরে হইল সমর॥
পড়িল অনেক সৈন্য পৃথিবী আচ্ছাদি।
ধূলি অন্ধকার কৈল রক্তে বহে নদী॥
হেনমতে যুদ্ধ হৈল দ্বিতীয় প্রহর।
কেহ পরাজিত নহে কাণ্ড ঘোরতর॥
ক্রোধে শতানীক বীর সমরে প্রবেশে।
এক শত রথী মারে চক্ষুর নিমিষে॥
মদিরাক্ষ মারিলেন শত সেনাপতি।
শত শত মারিল বিরাট নরপতি॥
বিরাট নৃপতি দেখি সুশর্ম্মা ধাইল।
দুই মত্ত ব্যাঘ্র যেন একত্র মিলিল॥
ক্রোধেতে বিরাট রাজা মারে দশ শর।
চারি অশ্বে চারি দুই সারথি উপর॥
রথধ্বজে দুই দুই সুশর্ম্মা উপরে।
অস্ত্র কাটি সুশর্ম্মা ফেলিল কতদূরে॥
পঞ্চশত বাণ মারে বিরাট উপর,
কাটিয়া ফেলিল তাহা মৎস্যের ঈশ্বর॥

দেখিয়া ত্রিগর্ত্তপতি অতি শীঘ্রগতি,
লাফ দিয়া ভূমিতলে নামে মহামতি॥
হাতে গদা লইয়া ধাইল বায়ুবেগে।
সিংহ যেন ধরিবারে ধায় মত্ত মৃগে॥
চারি অশ্ব মারিল মারিয়া গদা বাড়ি।
সারথির কেশে ধরি ভূমিতলে পাড়ি॥
জীবগ্রহ ধরিল বিরাট নরপতি।
আপনার রথে লয়ে তোলে শীঘ্রগতি॥
রাজা বন্দী হৈল সৈন্য হৈল ভঙ্গিয়ান।
চতুর্দ্দিকে পলায় লইয়া নিজ প্রাণ॥
ইহা দেখি যুধিষ্ঠির কহেন অনুজে।
দাণ্ডাইয়া কি দেখহ ভীম মহাভুজে॥
বহু উপকারী এই বিরাট নৃপতি।
বৎসরেক অজ্ঞাতে গৃহে করিনু স্থিতি॥
যার যে কামনা মত পাইলে সে স্থানে।
তাহারে লইয়া যায় আমা বিদ্যমানে॥
দাণ্ডাইয়া দেখ তুমি নহে ক্ষত্রধর্ম্ম।
বিশেষ আমার এই অনুগত কর্ম্ম॥
শীঘ্র কর বিরাটের বন্ধন মোচন।
যাবৎ শত্রুর হাতে না হয় নিধন॥
এত শুনি বলে ভীম যোড় করি পাণি।
পালিব তোমার আজ্ঞা ওহে নৃপমণি॥
এখন আমার কর্ম্ম দেখ দাণ্ডাইয়া।
বিরাটে আনিয়া দিব সুশর্ম্মা মারিয়া॥
এই যে দেখহ শাল দীর্ঘ তরুবর।
আমার হাতের যোগ্য গদার আকার॥
এই বৃক্ষাঘাতে আমি বধিব সকল।
নিঃশেষ করিব আজি ত্রিগর্ত্তের বল॥
এত বলি বৃক্ষ উপাড়িতে ধায় বীর।
দেখিয়া কহেন পুনঃ রাজা যুধিষ্ঠির॥
হেন কর্ম্ম না করিহ ভাই বৃকোদর।
লোকে জ্ঞাত হবে উপাড়িলে বৃক্ষবর॥
অজ্ঞাত বৎসর শেষ যত দিন নয়।
ততদিন খ্যাত কর্ম্ম উচিত না হয়॥
মানুষিক ধনু অস্ত্র লয়ে কর রণ।
মনুষ্যের মত কর রথে আরোহণ॥

দুপাশে থাকুক তব দুই সহোদর।
দ্রুত আন ছাড়াইয়া মৎস্যের ঈশ্বর॥
আমিও তোমার পাছে সর্ব্বসৈন্য লৈয়া।
বিরাট রক্ষার হেতু যাইব চলিয়া॥
ভীম বলে নরপতি ইহা নাহি কহ।
মুহূর্ত্তেকে বিরাটেরে আনি দিব লহ॥
কোন্ হেতু আপনি করিবে এত শ্রম।
ত্রিগর্ত্ত সহিত করি সমর বিষম॥
কোন্ হেতু যাবে দুই মাদ্রীর নন্দন।
কি কারণে লইব অনেক সৈন্যগণ॥
বৃক্ষ নিতে নিষেধিলে বৃক্ষ না লইব।
রিক্তহস্তে গিয়া আমি বিরাটে আনিব॥
কত বড় কর্ম্ম যে ত্রিগর্ত্ত সহ রণ।
আমার সহিত পাঠাইবে সৈন্যগণ॥
এত বলি বৃকোদর ধায় দ্রুতগতি।
চলিতে চরণভরে কম্পে বসুমতী॥
রজনী সম্মুখ হৈল ঘোর অন্ধকার।
বায়ুবেগে ধায় ভীম বলে মার মার॥

—

ভীম কর্তৃক সুশর্ম্মার পরাজয় ও বিরাটের বন্ধন মুক্তি।

হেথায় ত্রিগর্ত্ত রাজা সংগ্রামে জিনিয়া।
কৃষ্ণা নামে নদীতীরে উত্তরিল গিয়া॥
যুদ্ধশ্রমে সর্ব্বসৈন্য ক্ষুধায় ব্যাকুল।
রন্ধন ভোজন করে নদীর দুকূল॥
বিরাটে করিয়া বন্দী সুশর্ম্মা হরিষে।
বসিয়া সভার মধ্যে কহে পরিহাসে॥
কোথায় শ্যালক তোর বিরাট নৃপতি।
যার ভুজবলে ভোগ করিলি এ ক্ষিতি॥
ভাগ্যবলে শ্যালকেরে পেয়েছিলে তুমি।
যার তেজে ছাড়াইয়া নিলে মম ভূমি॥
এক্ষণে তোমার কিবা আছয়ে উপায়।
নাহি দেখি কেহ আছে তোমার সহায়॥
নিশ্চয় তোমার মৃত্যু হৈল মম হাতে।
শৃগাল হইয়া বাদ সিংহের সহিতে॥
কেহ বলে ইহারে না রাখ একদণ্ড।
কেহ বলে খড়্গে কাটি কর খণ্ড খণ্ড॥
এমত বিচারে আছে তথা সর্ব্বজন।
হেনকালে উপনীত পবন-নন্দন॥
দুইভিতে বৃক্ষ ভাঙ্গে শুনি মড় মড়।
নাসায় নিশ্বাস বহে প্রলয়ের ঝড়॥
মার মার শব্দ করি আসি উপনীত।
দেখিয়া ত্রিগর্ত্ত সৈন্য হৈল মহাভীত॥
কেহ বলে রাক্ষস কি যক্ষ বিদ্যাধর।
হেমন্ত পর্ব্বত-শৃঙ্গ সম কলেবর॥
পলায় সকল সৈন্য গণিয়া প্রমাদ।
হস্তিগণ ধায় সবে করি ঘোর নাদ॥
দ্রুতগতি হস্তিপৃষ্ঠ চড়িয়া মাহুত।
বৃকোদরে বেড়িল কুঞ্জর যূথে যূথ॥
রথিগণ রথ সাজি আরূঢ় হইয়া।
লক্ষ লক্ষ চতুর্দ্দিকে বেড়িল আসিয়া॥
শেল শূল শক্তি জাঠি ভূষণ্ডী তোমর।
চতুর্দ্দিকে মারে সবে ভীমের উপর॥
মহাবল ভীমসেন ভীমপরাক্রম।
রণস্থল মধ্যে যেন যুগান্তের যম॥
ধরিয়া কুঞ্জর শুণ্ডে শুণ্ডে বুলাইয়া
মারিল কুঞ্জরবৃন্দ প্রহার করিয়া॥
রথধ্বজ ধরি বীর মারে রথোপরে।
সহস্র সহস্র রথ ভাঙ্গে একেবারে॥
অশ্বগণ ধরিয়া প্রহারে অশ্বগণে।
পদাতি পদাতি মারে ধরিয়া চরণে॥
পলায় সকল সৈন্য পাছু নাহি চায়।
সিংহের গর্জ্জনে যেন শৃগাল পলায়॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে দূত গিয়া কহে সুশর্ম্মারে।
বসিয়া কি কর রাজা পলাহ সত্বরে॥
আচম্বিতে সৈন্যমধ্যে আসে একজন।
রাক্ষস গন্ধর্ব্ব কিবা না জানি কারণ॥
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি না জান কি রঙ্গ।
প্রকাণ্ড শরীর যেন হিমাদ্রির শৃঙ্গ॥
মারিল অনেক সৈন্য যে পড়ে সম্মুখে।
সুশর্ম্মা সুশর্ম্মা বলি ঘন ঘন ডাকে॥

বুঝিয়া করহ কর্ম্ম যে হয় বিচার।
তার অগ্রে পড়িলে না দেখি রক্ষাকার ॥
যত সৈন্য পড়িল নাহিক তার অন্ত।
নাহি জানি হেথা আছে এমন দুরন্ত ॥
পলাহ নৃপতি শীঘ্র প্রাণ বড় ধন।
হের দেখ আসিতেছে ভীষণ দর্শন ॥
এত বলি ধায় দূত পাছু নাহি চায়।
হেনকালে উপনীত ভীম মহাশয় ॥
ভীমের শরীর দেখি অতি ভয়ঙ্কর।
ভয়েতে কম্পিত সুশর্ম্মার কলেবর ॥
পলাইল সর্ব্বসৈন্য রাজা মাত্র আছে।
ভয়েতে আচ্ছন্ন হৈল ভীমে দেখি কাছে ॥
দ্রুতগতি উঠিয়া সুশর্ম্মা রড় দিল।
কেশে ধরি বৃকোদর ভূমেতে পাড়িল ॥
দৃঢ় করি কেশ ধরি ভীম বামহাতে।
দক্ষিণ করেতে ধরি নিল মৎস্যনাথে ॥
দুই করে ধরি দুই নৃপতির কেশে।
বায়ুবেগে ধায় ভীম ভয়ঙ্কর বেশে ॥
মুহূর্ত্তেকে উপনীত যথা ধর্ম্মরায়।
চরণে ফেলিয়া ভীম অন্তরে দাঁড়ায় ॥
কেশ আকর্ষণে দোঁহে হয়ে অচেতন।
কতক্ষণে চেতন পাইল দুইজন ॥
মাথা তুলি মৎস্যরাজ দেখি সভাসদে।
কতক আশ্বস্তচিত্তে কহে সে বিপদে ॥
কহ ভট্ট কঙ্ক ভাগ্যে দেখিনু তোমায়।
আমা দোঁহে ফেলি গেল গন্ধর্ব্ব কোথায় ॥
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ গন্ধর্ব্বের হাতে।
চল যাব শীঘ্রগতি পশিব সৈন্যেতে ॥
পুনর্ব্বার আসি যদি গন্ধর্ব্বেতে ধরে।
এবার না জীব আমি দেখিলে তাহারে ॥
ধর্ম্ম বলিলেন ভয় না কর নৃপতি।
গন্ধর্ব্ব রাজার বড় স্নেহ তব প্রতি ॥
সে কারণে শত্রু তব আনিলেন ধরি।
শত্রু হৈতে তোমারে যে মুক্ত দিল করি ॥
গন্ধর্ব্বের ভয় না করিবা কদাচন।
কার্য্য করি নিজস্থানে করিল গমন ॥
সুশর্ম্মারে ডাকিয়া বলেন ধর্ম্মরায়।
হেথায় আসিতে বুদ্ধি কে দিল তোমায় ॥
কীচক মরিল বলি পাইলে ভরসা।
না জান গন্ধর্ব্ব হেথা করিয়াছে বাসা ॥
ভাগ্যেতে গন্ধর্ব্ব তোমায় না মারিল প্রাণে।
পূর্ব্ব পুণ্যফলে প্রাণ পেলে তার স্থানে ॥
আজ্ঞা কর মৎস্যরাজ সুশর্ম্মার প্রতি।
ক্ষমহ সকল দোষ ছাড় শীঘ্রগতি ॥
সৈন্যগণ পলাইল একামাত্র আছে।
করহ প্রসাদ রাজা যদি মনে ইচ্ছে ॥
বিরাট কহিল যে তোমার অনুমতি।
যাউক নিজ রাজ্যে সুশর্ম্মা নরপতি ॥
দিব্য এক রথ দিল করিয়া সাজন।
রথে চড়ি সুশর্ম্মা যে করিল গমন ॥
ধর্ম্মরাজ বলিলেন বিরাটের প্রতি।
নগরেতে দূত রাজা যাক শীঘ্রগতি ॥
তোমারে শুনিয়া বন্দী রাজ্যে হবে ভয়।
নারীগণ দুঃখী হবে ভাল কর্ম্ম নয় ॥
শীঘ্রগতি বার্ত্তা দূত দিউক অন্দরে।
বিজয় ঘোষণা হৌক রাজ্যের ভিতরে ॥
ধর্ম্মের বচনে আজ্ঞা দিল মৎস্যরাজ।
শীঘ্রগতি দূত পাঠাইল পুরীমাঝ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

উত্তর গো-গ্রহে কুরু-সৈন্যের গমন ও গো-হরণ।

সংগ্রামেতে হারিয়া ত্রিগর্ত্ত নরপতি।
ভগ্নসৈন্য নিরুৎসাহ অতি হীনমতি ॥
হেথায় উত্তরভাগে রাজা দুর্য্যোধন।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ গুরুর নন্দন ॥
দুর্ম্মুখ দুঃসহ দুঃশাসন মহাবল।
রথ রথী গজ বাজী চতুরঙ্গ দল ॥
বেড়িল আসিয়া যত মৎস্যের গোধন।
যুদ্ধ করি মারি লইবেক গোপগণ ॥

পলাইল গোপগণ গোধন ছাড়িয়া।
ষষ্টি লক্ষ গোধনেরে দিল চালাইয়া ॥
শীঘ্রগতি গোপগণ রথ আরোহণে।
জানাইতে গেল মৎস্যরাজার ভবনে ॥
উত্তর নামেতে পুত্র বিরাট রাজার।
প্রণাম করিয়া দূত কহে সমাচার ॥
অবধান মহাশয় বিরাট-নন্দন।
গোধন তোমার সব নিল কুরুগণ ॥
শীঘ্রগতি উঠি রথে কর আরোহণ।
কুরুগণ জিনি নিজ রাখহ গোধন ॥
নানা অস্ত্রবিদ্যা-শিক্ষা লোকে তুমি খ্যাত।
জানি দেশ রক্ষা হেতু রাখিলেন তাত ॥
তোমার সংগ্রামে স্থির হবে কোন্ জনা।
তৃণসম মুহূর্ত্তেকে নাশ কুরুসেনা ॥
উঠ শীঘ্র বসিলে না হবে কোন কার্য্য।
গোধন লইয়া তারা যাবে নিজরাজ্য ॥
দৈত্য জিনি ইন্দ্র যথা রাখে সুরপুর।
সেইমত রক্ষা কর মৎস্যের ঠাকুর ॥
স্ত্রীবৃন্দের মধ্যে গোপ এতেক কহিল।
শুনিয়া বিরাট-পুত্র উত্তর করিল ॥
কি কহিব গোপগণ কহনে না যায়।
রাজ্যরক্ষা হেতু তাত রাখিল আমায় ॥
একগুটি সঙ্গে নাই আমার সারথি।
সারথি থাকুক দূরে নাহিক পদাতি ॥
মম পরাক্রম মত পাইলে সারথি।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারি কুরুপতি ॥
স্ত্রীগণের মধ্যে যদি এতেক কহিল।
পার্থপ্রিয়া যাজ্ঞসেনী তথায় আছিল ॥
রাখিব বিরাটলক্ষ্মী বিচারিল মনে।
দ্রুতগতি উঠি গেল অর্জ্জুনের স্থানে ॥
নৃত্যশালে পার্থ সহ সব কন্যাগণ।
সঙ্কেতে দ্রৌপদী তাঁরে বলয়ে বচন ॥
বিরাটের রাজ্য ভাঙ্গি যতেক গোধন।
বলেতে লইয়া যায় কুরুসৈন্যগণ ॥
ইহার উপায় তুমি চিন্তহ আপনি।
রাখহ বিরাটগাভী কুরুগণ জিনি ॥
অর্জ্জুন বলেন দেবী কিমতে এ হয়।
যতক্ষণ অনুমত ধর্ম্মরাজ নয় ॥
কুরুসৈন্য মধ্যে গেলে হইবেক খ্যাত।
না জানি কি কহিবেন পাণ্ডুকুলনাথ ॥
দ্রৌপদী কহিল গাভী কুরুগণে নিলে।
অধর্ম্মী হইবে তুমি বসিয়া দেখিলে ॥
বিরাট নৃপতি হন বহু উপকারী।
উপকারী জনে আজি হৈলাম বৈরী ॥
সহায় বলিষ্ঠ তাঁর কীচক মরিল।
তোমা সবে দিয়া স্থান বিপাকে মজিল ॥
এত শুনি অর্জ্জুন করেন অঙ্গীকার।
রাখিব বিরাট-ধেনু বাক্যেতে তোমার ॥
প্রকার করিয়া গিয়া জানাও উত্তরে।
সারথি করিয়া আমা যুদ্ধে যেন বরে ॥
এত শুনি হৃষ্ট হয়ে গেল যাজ্ঞসেনী।
সব কহি পাঠাইল উত্তরা ভগিনী ॥
ভ্রাতৃস্থানে কহে গিয়া বিরাট-নন্দিনী।
শুন ভাই কহিল সৈরিন্ধ্রী সুবদনী ॥
সারথির হেতু তুমি হয়েছ চিন্তিত।
সে কারণে আমায় সে পাঠায় ত্বরিত ॥
নর্ত্তকী যে বৃহন্নলা আছয়ে আমার।
সৈরিন্ধ্রী কহিল সব পরাক্রম তার ॥
খাণ্ডবে দহিয়া পার্থ তুষিল অনলে।
বৃহন্নলা সারথি যে ছিল সেইকালে ॥
পাণ্ডব আলয়ে আমি ছিলাম যখন।
বৃহন্নলা পরাক্রম দেখেছি তখন ॥
বৃহন্নলা সহায়ে অর্জ্জুন মহাবীর।
একরথে শাসিল নৃপতি পৃথিবীর ॥
আজ্ঞা যদি হয় ভাই লয় তব মন।
বৃহন্নলা সারথি করিয়া কর রণ ॥
উত্তর বলিল তুমি আনহ তাহারে।
সারথি হইলে যোগ্য যাইব সমরে ॥
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ বচনে চলিল নৃপসুতা।
কাঞ্চনের মালা গলে বিচিত্র মুকুতা ॥
জিজ্ঞাসিল পার্থ কেন গতি শীঘ্রতর ॥
শুনিয়া বিরাট-পুত্রী করিল উত্তর॥

মোর পিতৃ-গোধন হরিছে কুরুগণে।
শুনিয়া রক্ষার্থ মম ভাই যাবে রণে ॥
সারথির হেতু চিন্তা হয়েছে তাঁহার।
সৈরিন্ধ্রী কহিল গুণ সকল তোমার ॥
অবশ্য তথায় তুমি করিবে গমন।
আনহ গোধন সব জিনি কুরুগণ ॥
না গেলে তোমার অগ্রে ত্যজিব জীবন।
শুনিয়া উঠিয়া পার্থ করিল গমন ॥
উত্তরা সহিত গেল যথায় উত্তর।
দূরে দেখি বৃহন্নলা জিজ্ঞাসে সত্বর ॥
পূর্ব্বে তুমি অর্জ্জুনের আছিলে সারথি।
তোমার সাহায্যে জিনিলেক সুরপতি ॥
সারথি যতেক খ্যাত আছে ত্রিভুবনে
ইন্দ্রের সারথি শ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকে জানে ॥
বিষ্ণুর দারুক আর সূর্য্যের অরুণ।
দশরথ নৃপতির সুমন্ত্র নিপুণ ॥
সকল সারথি হৈতে তোমা বাখানিল।
তোমা সম কেহ নহে সৈরিন্ধ্রী কহিল ॥
এহেতু তোমারে আমি আনিনু ডাকায়ে।
চল শীঘ্র গাভী আনি কৌরব জিনিয়ে ॥
অর্জ্জুন কহেন আমি এ সব না জানি।
নৃত্যগীত জানি আর তাল বাদ্যধ্বনি ॥
কভু আমি দেখি নাই সমর কেমন।
শুনিয়া বলিল তবে বিরাটনন্দন ॥
নর্ত্তন গায়নে তুমি সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
সৈরিন্ধ্রীর মুখে তব গুণ অবগত ॥
সৈরিন্ধ্রীর বাক্য মিথ্যা নহে কদাচন।
উঠ দ্রুত মম রথে কর আরোহণ ॥
অর্জ্জুন বলেন মানি তোমার বচন।
সারথি নহি যে তবু করিব গমন ॥
কেবল আমার এক আছয়ে নিয়ম।
যথা যাই শত্রু যদি হয় যম সম ॥
না জিনিয়া বাহুড়ি না আসে মম রথ।
সর্ব্বথা প্রতিজ্ঞা মম জানিবে এমত ॥
স্ত্রীগণের অগ্রে তুমি যা কিছু কহিলে
রথ না বাহুড়ে মম তাহা না করিলে ॥
যথায় কহিবে রথ তথাকারে লব।
রথসজ্জা দেহ রথ সাজন করিব ॥
এত শুনি উত্তরের আনন্দিত মন।
মম মনোমত যোগ্য তুমি বিচক্ষণ ॥
এত বলি গলা হৈতে দিল রত্নমালা।
বড় ভাগ্যে তোমারে পাইনু বৃহন্নলা ॥
রাজপুত্র প্রসাদ না নিলে অনুচিত।
প্রসাদ লইতে পার্থ হইল লজ্জিত ॥
রথের সাজন করিলেন ধনঞ্জয়।
দেখিয়া উত্তর মনে মানিল বিস্ময় ॥
বীরবেশ বীরসজ্জা করি রাজসুত।
রথে আরোহণ করে অস্ত্রগণযুত ॥
চতুর্দ্দিকে নারীগণ করেন মঙ্গল।
হেনকালে উত্তরাদি বালিকা সকল ॥
বৃহন্নলা প্রতি চাহি বলে ততক্ষণ।
পুত্তলি খেলাব মোরা যত কন্যাগণ ॥
এই বাক্য তুমি মম করহ স্মরণ।
যোদ্ধাগণ অঙ্গের যে বিচিত্র বসন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ আদি করি জিনি বীরগণ।
সবাকার অঙ্গ হতে আনিবে বসন ॥
কহেন ঈষৎ হাসি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
সংগ্রাম জিনিবে যবে তব সহোদর ॥
আনিব বসন রত্ন তোমার বাঞ্ছিত।
এত বলি রথমধ্যে বৈসেন ত্বরিত ॥
হেনকালে অন্তঃপুরে যত নারীগণ।
অর্জ্জুনে চাহিয়া বলে করুণ বচন ॥
খাণ্ডব দাহনে যেন জিনি পুরন্দরে।
সহায় হইয়া জয় দিলা পার্থবীরে ॥
সেইমত এখন জিনিয়া কুরুগণে।
উত্তর কুমারে লয়ে আইস কল্যাণে ॥

কুরুসৈন্যের সহিত যুদ্ধে উত্তরের গমন।

ভূমিঞ্জয় কহে তবে ধনঞ্জয় প্রতি
রথ চালাইয়া তুমি দেহ দ্রুতগতি ॥

যথায় কৌরব সৈন্য করহ গমন।
সাক্ষাতে দেখহ আজি তাদের মরণ॥
এত গর্ব্ব হইল হরিল মম গরু।
তার সমুচিত ফল পাবে আজি কুরু॥
পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া বীর কয়।
হাসি রথ চালালেন বীর ধনঞ্জয়॥
আকাশে উঠিল রথ চক্ষুর নিমিষে।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল কুরুসৈন্য পাশে॥
ব্যস্ত হয়ে উত্তর অর্জ্জুন প্রতি বলে।
কেমনে চালাহ রথ কোথায় আনিলে॥
তথায় লইবে রথ যথায় গোধন।
সমুদ্রের মধ্যেতে আনিলে কি কারণ॥
পর্ব্বত সমান উঠে লহরী হিল্লোল।
কর্ণেতে না শুনি কিছু পূরিল কল্লোল॥
নৌকাবৃন্দ দেখি মম ব্যাকুলিত চিত।
কলরব জলজন্তু করে অপ্রমিত॥
হাসিয়া অর্জ্জুন তবে বলিলেন তায়।
সমুদ্র প্রমাণ বটে জলনিধি নয়॥
ধবল আকার যত দেখহ কুমার;
জল নহে এই সব গোধন তোমার॥
নৌকাবৃন্দ নহে সব মাতঙ্গ মণ্ডল।
না হয় লহরী রথ-পতাকা সকল॥
সৈন্য কোলাহল শব্দ সিন্ধু-শব্দ প্রায়।
কৌরবের সৈন্য এই জানাই তোমায়॥
উত্তর বলিল মম মনে নাহি লয়।
না জানহ বৃহন্নলা সমুদ্র নিশ্চয়॥
সমুদ্র না হয় যদি হবে সৈন্যগণ।
এ সৈন্য সহিত তবে কে করিবে রণ॥
দেবের দুস্তর এই সৈন্য সিন্ধুবত।
মনুষ্য কি শক্তি ধরে তাহার সাক্ষাত॥
এত সৈন্য বলি মম নাহি ছিল জ্ঞান।
জনকত লোক বলি ছিল অনুমান॥
কুবুদ্ধি লাগিল মোরে হইনু অজ্ঞান।
তেঁই কুরুসৈন্য মধ্যে করিনু প্রয়াণ॥
যুদ্ধের থাকুক কাজ দেখি ছন্ন হৈনু।
ছাড়িল শরীর প্রাণ তোমারে কহিনু॥
ত্রিগর্ত্তের সহ রণে পিতা মোর গেল
এক গোটা পদাতিক পুরে না রাখিল॥
একা মোরে রাখি গেল রাজ্যের রক্ষণে।
মোর কিবা শক্তি কুরুরাজ সহ রণে॥
কহ বৃহন্নলা কিবা তব মনে আসে।
তবু রথ রাখিয়াছ কেমন সাহসে॥
শীঘ্র রথ বাহুড়ানু পাছে কুরু দেখে।
ধেনু হেতু মিথ্যা কেন মরিব বিপাকে॥
উত্তর বচনে হাসি কন ধনঞ্জয়।
শত্রু দেখি কি হেতু এতেক তব ভয়॥
না করিয়া যুদ্ধ তব দেখি হৈল ডর।
কোন্ মুখে বাহুড়িয়া যাবে পুনঃ ঘর॥
কহিলা যে রথ বাহুড়াও দ্রুতগতি।
চিত্তে না করিহ আমি এমন সারথি॥
না করিয়া কার্য্যসিদ্ধি বাহুড়াব কেনে।
পূর্ব্বে কহিয়াছি তাহা ভুলিলে এক্ষণে॥
কিসের কারণে আমি রথ বাহুড়িব।
সর্ব্বসৈন্য মধ্যেতে এখনি রথ লব॥
যুদ্ধ ভয় ত্যজহ ধরহ বীরপণ।
ধনু ধরি নিজবলে জিন কুরুগণ॥
কুরু জিনি গোধনেরে নাহি লয়ে গেলে।
মহালজ্জা হবে তব পৃথিবীমণ্ডলে॥
হাসিবেক সর্ব্বলোক যত ক্ষত্রগণ।
হাসিবেক স্ত্রীলোক অপরাপর জন॥
আমার সারথিগুণ সৈরিন্ধ্রী কহিল।
তব সঙ্গে আসি মম সব নষ্ট হৈল॥
তোমার এ কর্ম্ম যদি পূর্ব্বেতে জানিব।
তবে কেন তব সঙ্গে সংগ্রামে আসিব॥
হাসিবেক অন্তঃপুরে নারী পুনঃ পুনঃ।
কহিল সৈরিন্ধ্রী মিথ্যা বৃহন্নলা গুণ॥
যে জনার কর্ম্মে লোক করে উপহাস।
ধিক্ তার নিন্দিত জীবনে কিবা আশ॥
উপহাস হৈতে মৃত্যু বরং শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।
বিশেষ ক্ষত্রিয় শ্রেয় যুদ্ধে মৃত্যুধর্ম্ম॥
ইহা না করিয়া আমি বাহুড়িব কেনে।
ধৈর্য্য ধর যুদ্ধ কর ভয় ত্যজ মনে॥

বলিল কিবা বল বৃহন্নলা ।
মহাসিন্ধু পার হতে বান্ধ তৃণ-ভেলা ।
মৃত্যুসহ বিবাদেতে বাঁচে কোন্ জন ।
দেখি ফণিমুখে হস্ত দিব কি কারণ ॥
জীবন থাকিলে সব পাব পুনর্ব্বার ।
গাভারত্ন নিক মোর হাসুক সংসার
নারীগণ হাসুক হাসুক বীরগণ ।
ঘরে যাব যুদ্ধে মম নাহি প্রয়োজন ॥
দৈবে নপুংসক তুমি হীন সর্ব্বসুখে ।
তেঁই মৃত্যু শ্রেয় বলি কহ নিজ মুখে ॥
জীবন মরণ তব একই সমান ।
তব বোলে কি কারণে ত্যজিব পরাণ ॥
সমানের সহিত করিবে ক্ষত্র রণ ।
লজ্জা নাহি বলবানে দেখি পলায়ন ॥
মম বোলে যদি তুমি না ফিরাও রথ ।
পদব্রজে চলিয়া যাইব আমি পথ ॥
এত বলি ফেলাইয়া দিল শরচাপ ।
রথ হৈতে ভূমিতে পড়িল দিয়া লাফ ॥
দ্রুতগতি চলি যায় নিজ রাজ্যমুখে ।
রহ রহ বলিয়া ডাকিল পার্থ তাকে ॥
হেন অপকীর্ত্তি করি জীয়ে কোন্ ফল ।
এত বলি আপনি নামেন ভূমিতল ॥
উত্তর পলায় পাছে ধায় ধনঞ্জয় ।
দেখি কৌরবগণের মনোভ্রম হয় ॥
সবে বলে কি আশ্চর্য্য বুঝিতে না পারি ॥
একজন পাছে ধায় ছদ্মবেশী নারী ॥
এত শুনি কহে তবে দ্রোণ বিচক্ষণ ।
পাছু পাছু গোড়াইয়া যায় যেই জন ।
পুরুষসিংহ প্রায় দেখি যে সেইজনে
পার্থ বিনা অন্য নহে হেন লয় মনে ॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস ।
বিরচিল পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস ॥

কৌরবগণের পরস্পর তর্ক ।

এতেক বিচার করে কুরুসৈন্যগণ ।
নির্ণয় করিতে না পারিল কোন জন ।
পলায় উত্তর ধনঞ্জয় ধায় পাছে ।
শতপদ অন্তরে ধরিল গিয়া কাছে ॥
আর্ত্ত হয়ে উত্তর বলিছে গদগদ ।
না মারহ বৃহন্নলা ধরি তব পদ ॥
এবার লইয়া যদি যাহ মোরে ঘরে ।
নানারত্ন তোমা আমি দিব বহুতরে ॥
না মারহ বৃহন্নলা মোরে দেহ ছাড়ি ।
এত বলি কান্দয়ে ধরণীতলে পড়ি ॥
অচেতন হৈল বীর যেন হীন প্রাণ ।
হরিল মুখের বাক্য যেন হতজ্ঞান ॥
আশ্বাসিয়া পার্থ কহে করি সচেতন ।
না করিহ ভয় শুন আমার বচন ॥
যুদ্ধ করিবারে যদি ভয় হয় মনে ।
সারথি হইয়া রথে বৈস মম সনে ॥
রথী হয়ে দেখ আজি করিব সমর ।
যত যোদ্ধাগণে পাঠাইব যমঘর ॥
যত তব গোধন লইব ছাড়াইয়া ।
কেবল থাকহ তুমি সারথি হইয়া ॥
ক্ষত্র হয়ে কেন তব রণে মৃত্যুভয় ।
না করিহ রণভয় ত্যজহ সংশয় ॥
এত বলি ধরিয়া তোলেন রথোপরে ।
বোধ নাহি মানে বীর কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
রথ চালালেন তবে ধীমান অর্জ্জুন ।
শমীবৃক্ষ যথা আছে অস্ত্র ধনুর্গুণ ॥
উত্তরের রথে লয়ে করেন গমন ।
দেখিয়া হাসিয়া বলে কর্ণ দুর্য্যোধন ॥
হে গুরু হে কৃপাচার্য্য কোথা ধনঞ্জয় ।
স্বপ্নেতে তোমরা দেখ পাণ্ডুর তনয় ॥
গুরু বলি সঙ্কোচে না কহি কোন কথা ।
আমার শত্রুর গুণ গাও যথা তথা ॥
দুর্য্যোধন বাক্য গুরু না শুনিয়া কাণে ।
ভীষ্মে চাহি কহিতে লাগিল সেইক্ষণে ॥

বিপরীত অকুশল হের দেখ আজি।
নিরুৎসাহ সর্ব্বসৈন্য কান্দে গজ বাজী॥
বিনা মেঘে রক্তবৃষ্টি মহাকলরব।
বহু প্রাণীবধের লক্ষণ এই সব॥
যত সৈন্য সকলে থাকুক যুদ্ধসাজে।
সবে মেলি রক্ষা কর দুর্য্যোধন রাজে॥
গাভী হেতু সঙ্কটেতে পড়িলাম সবে।
বহুকাল জীব আজি রক্ষা পাই তবে॥
এত বলি ভীষ্মে চাহি বলেন বচন।
চিনিলে কি অঙ্গনায় গঙ্গার নন্দন॥
লঙ্কার ঈশ্বর বনরিপু যার ধ্বজ।
নগ নামে নাম যার নগারি অঙ্গজ॥
অঙ্গনার বেশধারী দুষ্টনাশকারী।
গোধনে লইবে আজি কুরুসৈন্যে মারি॥
সঙ্কেতে এতেক গুরু বলিল বচন।
উত্তর করেন তবে শান্তনু-নন্দন॥
কি কারণে সঙ্কেতে বলহ আর গুরু।
প্রকাশ করিয়া বল শুনুক যে কুরু॥
পূর্ব্বে সভাতে ধর্ম্ম যে করিল নির্ণয়।
গেল দিন সম্পূর্ণ হইল সে সময়॥
সে ভয় ত্যজিয়া বল শুনুক সকলে।
শুনি দুর্য্যোধনে চাহি গুরুদেব বলে॥
বলিলে কর্ণেতে রাজা বচন না শুন।
তথাপি নিলজ্জ হয়ে কহি পুনঃ পুনঃ॥
এই যে ক্লীবের বেশে গেল মহাশূর।
সর্ব্বসৈন্য অন্তকারী খ্যাত তিনপুর॥
ধনঞ্জয় নাম যার কুরুকুলবর।
প্রতিজ্ঞা তাহার যত তোমাতে গোচর॥
যথা যায় তথা জয় না করি বাহুড়ে।
সুরাসুর যাহার নামেতে স্থান ছাড়ে॥
মম শিষ্য বলি তুমি না করিহ মনে।
ইন্দ্র শিব আদি দেব দিল অস্ত্রগণে॥
বহুবিদ্যা পাইয়াছে অমরভুবনে।
বহুক্রোধে আসিতেছে লয় মম মনে॥
এত শুনি বলিতে লাগিল কর্ণবীর।
সদা তুমি প্রশংসা কর গাণ্ডীব বীর॥
দুর্য্যোধন তার ষোল অংশে যোগ্য নয়।
অনুক্ষণ গুণ কহ প্রাণে কত সয়॥
যদি এই পার্থ হবে পাণ্ডুর কুমার।
তবেত মানস পূর্ণ হইল আমার॥
দুর্য্যোধন বলে যদি ধনঞ্জয় এই।
কামনা হইল পূর্ণ আমি যাহা চাই॥
যার হেতু চর মোর ঘুরিল সংসার।
হেনজনে পাইলে কি চাহি তবে আর॥
ত্রয়োদশ বৎসর অজ্ঞাতবাস আদি।
পূর্ণ না হইতে পার্থ দেখা দিল যদি॥
কহ গুরু কেমনে না যাবে তবে বন।
সবে জান যুধিষ্ঠির করিল যে পণ॥
অর্জ্জুন না হয় যদি অন্যজন হবে।
এখনি মারিব তারে যেন ক্ষুদ্র জীবে॥
কর্ণের বচন শুনি দ্রোণ বলে বাণী।
যত বড় যে জন সবারে আমি জানি॥
অর্জ্জুন যেমত তাহা ত্রিলোকে বিখ্যাত
খাণ্ডব দাহনেতে জিনিলা সুরনাথ॥
অপ্রেময় পরাক্রম যদুবলে জিনি।
হরিয়া আনিল বলরামের ভগিনী॥
বাহুযুদ্ধে পরাজয় কৈল পশুপতি।
একরথে বিজয় করিল বসুমতী॥
নিবাত-কবচগণে করে নিপাতন।
দশ রাবণের তেজ এক এক জন॥
বহুকাল কালকেয় ইন্দ্রের বিবাদী।
সবে মারি নিষ্কণ্টক করে জম্ভভেদী॥
চিত্রসেনে জিনি দুর্য্যোধনে রক্ষা কৈল।
সহজে কহিতে তোর অঙ্গে না সহিল॥
এখনি সাক্ষাতে আজি দেখিবে নয়নে।
কোন্ জন যুঝিবেক ধনঞ্জয় সনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

উত্তরের সহিত অর্জ্জুনের শমীবৃক্ষ নিকটে গমন।

এতেক বিচার করে কুরুসৈন্যগণ।
শমীবৃক্ষতলে যায় ইন্দ্রের নন্দন॥
উত্তরে বলেন তুমি যুদ্ধ যোগ্য নহ।
এই দীর্ঘ শমীবৃক্ষ উপরে আরোহ॥
ধনুঃশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব আছয়ে বৃক্ষোপরে।
দিব্য যুগ্ম তূণ আছে পরিপূর্ণ শরে॥
বিচিত্র কবচ ছত্র শঙ্খ মনোহর।
বৃক্ষ হৈতে নামাইয়া আনহ সত্বর॥
পঞ্চ ধনু মধ্যে যেই ধনু মনোরম।
বল যার এক লক্ষ তালবৃক্ষ সম॥
শুনিয়া বিরাটপুত্র করিল উত্তর।
কিমতে চড়িব এই বৃক্ষের উপর॥
শুনিয়াছি এই বৃক্ষে শব বান্ধা আছে।
রাজপুত্র হয়ে কেমনে চড়ি এ গাছে॥
পার্থ বলে শব নহে বৃক্ষ উপরেতে।
পাপকর্ম্ম কেন তোমা কহিব করিতে॥
শব বলি রেখেছিল কপট বচন।
শব নহে আছে ইথে ধনু অস্ত্রগণ॥
এত শুনি উত্তর চড়িল সেইক্ষণ।
ছাড়াইল যত ছিল বস্ত্র আচ্ছাদন॥
অর্দ্ধচন্দ্র-প্রভা যেন ধনু অস্ত্র যত।
সর্পের মণির প্রায় জ্বলে শত শত॥
ব্যস্ত হয়ে উত্তর জিজ্ঞাসে ধনঞ্জয়।
ধনু অস্ত্র কোথা দেখি সব সর্পময়॥
দেখিয়া অদ্ভুত মোর কাঁপিছে হৃদয়।
ছোঁবার থাকুক কার্য্য দেখি লাগে ভয়॥
পার্থ বলে সর্প নহে ধনু অস্ত্রগণ।
শুনিয়া উত্তর পুনঃ বলিছে বচন॥
অদ্ভুত বিচিত্র দীর্ঘ তাল তরু সম।
মণিরত্নে বিভূষিত ধনু মনোরম॥
মৃগচিহ্ন স্থলে ধার দুরাকর্ষ দেখি।
কোন্ মহাবীর হেন ধনু গেল রাখি॥
বিচিত্র দ্বিতীয় ধনু রিপুকুলধ্বংস,
কাহার এ ধনু পৃষ্ঠে শোভে রাজহংস॥
তৃতীয় সুবর্ণ গোধা শোভে ধনুস্থলে।
কাহার বিচিত্র ধনু অগ্নি হেন জ্বলে॥
চতুর্থ অদ্ভুত ধনু দেখি যে কাহার।
চতুর্দ্দশ ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে শোভিত যাহার॥
কাহার এ ধনু পৃষ্ঠে হেম-শিখী-শোভা।
মণিরত্ন বিভূষিত শতচন্দ্র আভা॥
বিচিত্র শকুনিপত্র বিভূষিত শর।
পূর্ণ দেখি ছয় গোটা তূণ মনোহর॥
চর্ম্মমধ্যে পঞ্চ শঙ্খ কাহার সুন্দর।
এই শঙ্খ বাদ্য করে কোন্ ধনুর্দ্ধর॥
পার্থ বলে যেই ধনু নীলোৎপলনিভ।
ত্রৈলোক্য বিজয় নাম ধরয়ে গাণ্ডীব॥
পূর্ব্বে ব্রহ্মা উহা ধরে শতেক বৎসর।
পঞ্চাশী বৎসর ধরিলেক পুরন্দর॥
পঞ্চশত বর্ষ ধরে দেব নিশাকরে।
চৌষট্টি বরষ ছিল প্রজাপতি করে॥
শতেক বৎসর ধরিলেক জলপতি।
বরুণে মাগিয়া নিল অগ্নি মহামতি॥
খাণ্ডব দাহন হেতু দিল অগ্নি মোরে।
দেবের নির্ম্মিত ধনু দেবমূর্ত্তি ধরে॥
দ্বিতীয় ধনুক হেম বিদ্যুতে শোভয়।
ছয় হংসচিত্র ধর্ম্ম নৃপতি ধরয়॥
সত্তরি সহস্র বল ধনুক নির্ম্মাণ।
দ্রোণাচার্য্য গুরু পূর্ব্বে মোরে দিল দান
সহস্রেক গোধা যেই ধনু অনুপম।
বৃকোদর ধনু তার সুপার্শ্বক নাম॥
ব্যাঘ্র বিভূষিত ধনু নকুল বীরের।
পঁয়ষট্টি সহস্র বল শল্যের করের॥
শিখিচিহ্ন ধনু সহদেব বীর ধরে।
চতুঃষষ্টি বল পূর্ব্বে দিল চক্রধরে॥
এতেক বলেন যদি বীর ধনঞ্জয়।
তথ্য না জানিল মূঢ় বিরাটতনয়॥
পুনঃ জিজ্ঞাসিল সত্য কহ বৃহন্নলা।
ধনু অস্ত্র রাখিয়া তাঁহারা কোথা গেলা॥
হাসিয়া বলেন পার্থ আমি ধনঞ্জয়।
কঙ্ক সভাসদ সেই ধর্ম্মের তনয়॥

বল্লব নামেতে যেই তব সূপকার।
সেই বীর বৃকোদর অগ্রজ আমার॥
গ্রন্থিক নকুল সহদেব তন্ত্রিপাল।
সৈরিন্ধ্রীরূপিণী কৃষ্ণা শুন নৃপবাল॥
উত্তর বলিল মম মনে নাহি লয়।
কহ সত্য তুমি যদি পাণ্ডুর তনয়॥
দশনাম ধরেন অর্জ্জুন মহাশয়।
শুনিলে আমার মনে হইবে প্রত্যয়॥
অর্জ্জুন বলেন নাম শুনহ আমার।
যেই দশ নাম মম বিখ্যাত সংসার॥
অর্জ্জুন ফাল্গুনী সব্যসাচী ধনঞ্জয়।
কিরীটী বীভৎসু শ্বেতবাহন বিজয়॥
কৃষ্ণ জিষ্ণু বলি মোর দশ নাম জান।
স্থাপিত করিল যাহা অমর প্রধান॥
উত্তর কহিল কহ করিয়া নির্ণয়।
কি হেতু কি নাম পাইলেন ধনঞ্জয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অর্জ্জুনের দশনামের কারণ ও গান্ধারীসহ কুন্তীর শিবপূজা লইয়া বিরোধ।

অর্জ্জুন বলেন শুন বিরাট-নন্দন।
দশনাম-হেতু তোমা বলিব এখন॥
হস্তিনানগরে পূর্ব্বে ছিলাম যখন।
আমার জননী পূজা করে পঞ্চানন॥
স্বয়ম্ভু পাষাণলিঙ্গ নাম যোগেশ্বরে।
রাজপত্নী বিনা অন্যে পূজিতে না পারে॥
প্রভাতে উঠিয়া মাতা করি স্নানদান।
নানা উপহারে হরে পূজিবারে যান॥
যেইরূপে শিবলিঙ্গ পূজেন জননী।
সেইরূপে সদা পূজে সুবলনন্দিনী॥
দোঁহে শিব পূজে কেহ কাহারে না জানে
দৈবযোগে দোঁহার মিলন একদিনে॥
গান্ধারী বলেন কুন্তী তুমি কেন হেথা।
ফল পুষ্প দেখি বুঝি পূজিতে দেবতা॥
মাতা বলে সদা আমি করি যে পূজন।
তুমি বল হেথায় আইলে কি কারণ॥
গান্ধারী বলেন রাঁড়ী এত গর্ব্ব তোর।
কিমতে পূজিস্ লিঙ্গসংপূজিত মোর॥
রাজার গৃহিণী আমি রাজার জননী।
তুমি কোন্ ভরসায় পূজ শূলপাণি॥
মাতা বলে গান্ধারী গো কেন বল এত।
তুমি জ্যেষ্ঠা ভগিনী যে তেঁই বল কত॥
যেই দিন আমি আসিয়াছি কুরুকুলে।
সর্ব্বলোক জানে আমি পূজি ফল ফুলে॥
যত দিন আছিলাম বনের ভিতর।
সেই হেতু পূজিবারে পেলে যোগেশ্বর॥
গান্ধারী বলিল ছাড় পূর্ব্ব অহঙ্কার।
এখন তোমার শিবে কোন্ অধিকার॥
এইমত দ্বন্দ্ব হৈল দুই ভগিনীর।
লিঙ্গ হতে সদাশিব হইয়া বাহির॥
কহিলেন কেন দ্বন্দ্ব কর দুই জন।
দ্বন্দ্ব ত্যজি শুন দোঁহে আমার বচন॥
সবার ইষ্ট আমি সবাই পূজা করে।
কার শক্তি আছে মোরে অংশ করিবারে॥
অর্দ্ধ অঙ্গ হয় মম পর্ব্বত-কুমারী।
কোন জন অংশ মোরে করিতে না পারি
তোমা দোঁহে কুরুবধূ সমান ভকতি।
দোঁহার পূজায় হয় মম বড় প্রীতি॥
আপনার বলি বল আমি কার নই।
কিন্তু রাজরমণীর পূজ্য আমি হই॥
দোঁহে রাজপত্নী তোমা দোঁহে রাজমাতা।
উভয়ে আমার পূজা করহ সর্ব্বথা॥
একজন হয়ে যদি চাহ পূজিবারে।
তবে মম দৃঢ় বাক্য কহি দোঁহাকারে॥
কনকের দল হবে মাণিক্য কেশর।
সহস্র চম্পক সে সুগন্ধি মনোহর॥

তাহাতে প্রভাতে যেই প্রথমে পূজিবে।
নিশ্চয় জানিবা শিব তাহারি হইবে ॥
এমত বিধানে অগ্রে যে করিবে পূজা।
তার পুত্র জানিহ এ রাজ্যে হবে রাজা।
শুনিয়া শিবের বাক্য গান্ধারী উল্লাস।
মাতারে চাহিয়া বলে করি উপহাস ॥
নিশ্চয় তোমার এবে হৈল মহেশ্বর।
পুত্রস্থানে চম্পা মাগি আনহ সত্বর ॥
এত বলি নিজ গৃহে করিল গমন।
ডাকাইয়া আনিল শত পুত্রগণ ॥
কহিল কুন্তীর সহ দ্বন্দ্ব যেনমতে।
হেম চাঁপা দেহ শিবে পূজিব প্রভাতে ॥
সাক্ষাৎ হইয়া কহিলেন ত্রিপুরারি।
যে পূজিবে তার পুত্র রাজ্য অধিকারী ॥
শুনি দুর্য্যোধন আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ।
সহস্র সহস্র আনাইল কম্মিগণ ॥
আমার জননী শুনি হরের বচন।
দুঃখচিতে চলিলেন না চলে চরণ ॥
কি করিব কি কহিব চিত্তে ভাবি দুঃখ।
কারে কিছু নাহি কহি রহে অধোমুখ ॥
জননীরে দুঃখিত দেখিয়া তবে আমি।
কহিলাম কি হেতু মাতা দুঃখিত তুমি ॥
শুনিয়া কহেন মাতা করিয়া ক্রন্দন।
দোঁহাকার পাশে যথা শঙ্কর বচন ॥
হেম চাঁপা সহস্র চাহিল ত্রিলোচন।
গান্ধারীর আজ্ঞায় গড়িছে কম্মিগণ।
কি করিবে তোমা সবে কি হবে কহিলে
এই হেতু দহে তনু দুঃখের অনলে ॥
আমি কহিলাম মাতা এই কোন্ কথা।
যত পুষ্প চাহ আমি তত দিব মাতা ॥
মাতা বলে কেন তুমি করহ ভণ্ডন,
তুমি কোথা হৈতে দিবে কোথা পাবে ধন
আমি কহিলাম মাতা ত্যজ চিন্তা মন।
কোন্ বড় কর্ম্ম হেতু করিব ভণ্ডন ॥
রন্ধন করহ মাতা অন্ন জল খাও।
আনি দিব পুষ্প আমি তুমি যত চাও ॥

শুনিয়া হইয়া হৃষ্টা করিল রন্ধন।
সবাকারে অন্ন দিয়া করিল ভোজন ॥
প্রাতে ধনু লয়ে আমি গুণ চড়াইয়া।
সন্ধানি যুগল অস্ত্র উত্তর চাহিয়া ॥
দ্রোণাচার্য্য গুরুপদে নমস্কার করি।
মনোভেদী বায়ব্য যুগল অস্ত্র মারি ॥
কাটিয়া কুবেরপুরী পুষ্পের কারণ।
বায়ু অস্ত্রে উড়াইয়া করি বরিষণ ॥
সুগন্ধি কনক-পদ্ম চম্পক-মিশ্রিত।
শিবের উপরে বৃষ্টি হৈল অপ্রমিত ॥
জননীকে বলিলাম যাহ স্নান করি।
পুষ্প আনিলাম গিয়া পূজ ত্রিপুরারি ॥
কৌতুকে জননী গিয়া মহেশে পূজিল।
তুষ্ট হয়ে সদানন্দ মায়ে বর দিল ॥
তব পুত্রগণ হবে কুরুকুলে রাজা।
আজি হৈতে একা তুমি কর মম পূজা ॥
আমারে সন্তুষ্ট হয়ে বলেন বচন।
ধনপতি জিনি তুমি করিলে পূজন ॥
আজি হৈতে নাম তব হৈল ধনঞ্জয়।
ধনঞ্জয় নামের জানহ এ আশয় ॥
উত্তর কহিল কহ বীর চূড়ামণি।
কি করিল শুনি তব সুবলনন্দিনী ॥
অর্জ্জুন বলেন তবে উঠিয়া গান্ধারী।
সহস্র কনকপুষ্প হেমপাত্রে করি ॥
পুষ্প চন্দন আর অনেক উপহারে।
নারীগণ সহ যান পূজিতে শঙ্করে ॥
শিবের আলয় দেখি পুষ্পেতে পূর্ণিত।
যাইতে না পারে পথ কে করে গণিত ॥
দেখিয়া গান্ধারী দেবী বিষণ্ণ বদন।
কুন্তীরে দেখিয়া বলে কহ বিবরণ ॥
মাতা বলে এই পুষ্পে পুজিলাম আমি।
বর দিয়া স্বস্থানে গেলেন উমাস্বামী ॥
শুনিয়া গান্ধারী ক্রোধে পুষ্প জল ফেলে
গৃহে গিয়া পুত্রগণে মন্দকথা বলে ॥
বিজয় বলিয়া ডাকে সকলে আমারে।
বিজয় করি যে আমি যাই যথাকারে ॥

শ্বেতবর্ণ চারি অশ্ব মম রথ বহে।
তেঁই শ্বেতবাহন বলিয়া লোকে কহে ॥
সূর্য্য অগ্নি সম মম কিরীট যে মাথে।
তেঁই কিরীটী নাম দিলেন সুরনাথে ॥
বীভৎসু বলিয়া ডাকিলেন নারায়ণ।
কহিব বিরাটপুত্র তাহার কারণ ॥
একদিন কৃষ্ণ সহ নৈমিষকাননে।
বলিলেন মোরে কৃষ্ণ সহাস্যবদনে ॥
ধন্য ধনঞ্জয় তুমি বলে মহাবল।
তোমা সম বীর নাহি ধরণীর তল ॥
এ তিন ভুবনে নাহি দেখি একজনা।
তোমার সদৃশ রূপ গুণের তুলনা ॥
আমি কহিলাম বহু করিয়া প্রকার।
ধাতার স্বজিত এই সকল সংসার ॥
আমা হতে অধিক আছয়ে রূপে গুণে।
নাহি বলি শ্রীগোবিন্দ বল কি কারণে ॥
গোবিন্দ বলেন সখা দেখাহ আমারে।
আপন সদৃশ জন কে আছে সংসারে ॥
কৃষ্ণাজ্ঞায় তবে আমি ভ্রমি ত্রিভুবন।
আপন সদৃশ নাহি দেখি কোন জন ॥
আব্রহ্ম পর্য্যন্ত কীট সকল সংসারে।
আত্মারূপে আছে কৃষ্ণ সবার ভিতরে ॥
এত ভাবি বিষ্ঠা নিলাম বস্ত্রে বান্ধিয়া।
কৃষ্ণ অগ্রে নিবেদন করিলাম গিয়া ॥
আপন সদৃশ নাহি পাই একজন।
আমি যার তুল্য আনিয়াছি নারায়ণ ॥
হয় নয় সমতুল্য করিতে না পারি।
আনিয়াছি জগন্নাথ দেখাইতে ডরি ॥
অন্তর্য্যামী বাসুদেব সকল জানিয়া।
ফেলাহ ফেলাহ বলি বলেন ডাকিয়া ॥
কি কারণে ধনঞ্জয় এতেক ন্যূনতা।
যেই আমি সেই তুমি নহেক অন্যথা ॥
এত বলি কৃষ্ণ মোরে করি আলিঙ্গন।
দিলেন বীভৎসু নাম করি নিরূপণ ॥
নীলোৎপল কৃষ্ণকান্তি দেখি মম কায়।
কৃষ্ণ নাম অর্পিলেন জনক আমায় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অর্জ্জুনের ক্লীবত্বের বিবরণ।

পার্থ বলিলেন শুন বিরাট-কুমার।
যেই হেতু যেই নাম হইল আমার ॥
দুই হাতে ধনু আমি ধরি যে সমান।
সমান প্রয়োগ অস্ত্র সমান সন্ধান ॥
তেঁই সব্যসাচী নাম লোকে হৈল খ্যাত।
ধনুর্গুণ ঘর্ষণে সমান দুই হাত ॥
সসাগরা ক্ষিতিতে নিবসে যত জন।
রূপেতে আমার সম নাহি অন্য জন ॥
সমান দেখিয়া সবে মম রূপ গুণ।
এ কারণে মম নাম থুইল অর্জ্জুন ॥
ফল্গুনী নক্ষত্র মধ্যে জনম আমার।
ফাল্গুনী বলিয়া তেঁই ঘোষয়ে সংসার ॥
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে ইন্দ্র অধিপতি।
ইন্দ্র ভুজাশ্রিত যত ইতিমধ্যে স্থিতি ॥
সবারে জিনিয়া ইন্দ্র বিষ্ণু নাম ধরে।
এবে ইন্দ্র সহ জয় করিনু সবারে ॥
সে কারণে মিলিয়া যতেক দেবগণ।
জিষ্ণু নাম আমার করিল নিরূপণ ॥
নীলোৎপল কৃষ্ণবর্ণ দেখি মম কায়।
কৃষ্ণনাম বলি তাত রাখিল আমায় ॥
প্রতিজ্ঞা আমার শুন বিরাটনন্দন।
যুধিষ্ঠির রক্তপাত করিবে যে জন ॥
সবংশে মারিয়া তারে করিব নিপাত।
পূর্ব্বাপর সত্য মম সব লোকে জ্ঞাত ॥
এত শুনি উত্তর ক্ষণেক স্তব্ধ হৈয়া।
কহিতে লাগিল পুনঃ প্রণাম করিয়া ॥
হে বীর কমলচক্ষে চাহ একবার।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমহ আমার ॥
যে যে কর্ম্ম তুমি করিয়াছ মহামতি।
তোমা বিনা করে হেন কাহার শকতি ॥

বড় ভাগ্যে আমার পিতার কর্ম্মফলে।
শরণ লইনু আমি তব পদতলে॥
কৃষ্ণের আশ্রিত হও তোমা পঞ্চজন।
তেঁই আমি তব পদে লইনু শরণ॥
যদি অনুগ্রহ তুমি করিলে আমায়।
দাস হয়ে সদা আমি সেবিব তোমায়॥
অর্জ্জুন বলেন প্রীত হলেম তোমারে।
ধনু অস্ত্র লয়ে তুমি আইস সত্বরে॥
কুরুগণে জিনিয়া গোধন তব দিব।
মহা আর্ত্ত আজি কুরুসৈন্যেরে করিব॥
কুরুসৈন্য-সিন্ধু রাখে শক্রগণ ভুজে।
সকল দহিব আমি অস্ত্র অগ্নিতেজে॥
পাছে তুমি ভয় কর সংগ্রামের স্থলে।
আমার রক্ষণে তব ভয় নাহি তিলে॥
উত্তর বলিল মম আর ভয় কারে।
ধনঞ্জয় মহাবীর রাখিবে যাহারে॥
তব পরাক্রম আমি ভালমতে জানি।
নাহি ভয় মোর যদি আসে শূলপাণি॥
এ বড় অদ্ভুত কথা আছে মম মনে।
এরূপেতে কাল কাটে কিসের কারণে॥
নিরন্তর এই কথা হয় মম মনে।
এ হেন শরীরে পাও ক্লীবত্ব কেমনে॥
অর্জ্জুন বলেন শুন বিরাট-নন্দন।
অরণ্যেতে যখন ছিলাম পঞ্চজন॥
যুধিষ্ঠির আজ্ঞায় গেলাম হেমগিরি।
করিলাম শিবের সন্তোষ তপ করি॥
তুষ্ট হৈল পশুপতি দেব ত্রিলোচন।
তাঁর অনুগ্রহে তুষ্ট হৈল দেবগণ॥
কুবের বরুণ যম অস্ত্রগণ দিল।
মাতলি পাঠায়ে ইন্দ্র স্বর্গে মোরে নিল
মারিলাম দৈত্যগণ কালকেয় আদি।
নিবাতকবচ যত দেবগণ বাদী॥
মম প্রীতি হেতু পিতা দেব পুরন্দর।
নৃত্যগীত করাইল অপ্সরী অপ্সর॥
উর্ব্বশী নামেতে তাহে ছিল বিদ্যাধরী।
সে সবার শ্রেষ্ঠা হয় পরমাসুন্দরী॥
যত যত বিদ্যাধরী কৈল নৃত্যগীত।
চক্ষু মেলি নাহি চাহিলাম কদাচিত॥
দেখিলাম উর্ব্বশীর নর্ত্তন নিমিষে।
সে কারণে রাত্রিতে আইল মম পাশে॥
অনেক কহিয়া শেষে মাগিল রমণ।
প্রত্যাখ্যান করিলে সে কহিল তখন॥
সকল অপ্সরা ত্যজি মোরে নিরখিলে।
সে কারণে আইলাম এত নিশাকালে॥
না করিলে মম তোষ পুরুষের কাজ।
ক্লীবত্ব পাইয়া থাক স্ত্রীগণের মাঝ॥
শুনিয়া বিনয়ভাষে কহিলাম তায়।
কামভাবে আমি নাহি দেখিনু তোমায়॥
পূর্ব্ব পিতামহ যে পুরুষ পুরাতন।
জন্মাইল তোমার গর্ভেতে পুত্রগণ॥
অনেক পুরুষ পূর্ব্ব হৈতে হৈয়া গেল।
তোমার যুবত্বদশা ম্লান না হইল॥
এই হেতু পুনঃ পুনঃ দেখেছি তোমারে।
কুলের জননী কৃপা করিবে আমারে॥
কুন্তী মাদ্রী যথা মম যথা শচীন্দ্রাণী।
ততোধিক তোমা আমি গরিষ্ঠেতে গণি॥
আপনার বংশ বলি জানহ আমারে।
লজ্জা পেয়ে উর্ব্বশী কহিল আরবারে॥
যজ্ঞ ব্রতফলে তব যত পিতৃগণে।
ইন্দ্রের ভুবনে আসি থাকে হৃষ্টমনে॥
সবে মম সহ করে রতি ব্যবহার।
কেহ নাহি করে কভু এমত বিচার॥
কহিল আমার শাপ নহিবে লঙ্ঘন।
বৎসরেক ক্লীব হবে বিরাটভুবন॥
উত্তর বলিল মোরে হৈলা কৃপাবান।
তেঁই মোরে নিজকর্ম্ম করিলে বাখান॥
আজ্ঞা কর কোন্ কর্ম্ম করিব এখন।
শুনিয়া অর্জ্জুন বীর বলিল বচন॥
সারথি হইয়া তুমি থাক মম রথে।
কৌতুক দেখহ কুরুসৈন্যের মধ্যেতে॥
উত্তর বলিল আমি তোমার প্রসাদে।
সকল ভুবন আজি দেখি তৃণপদে॥

বিষ্ণুর দারুক কিম্বা ইন্দ্রের সারথি।
তাদৃশ সারথি কর্ম্মে আমার শকতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অর্জ্জুনের যুদ্ধে আগমন ও গোধন মোচন।

তবে পার্থ মায়ারথ করেন স্মরণ।
অগ্নিদত্ত কপিধ্বজ শ্বেত অশ্বগণ ॥
পার্থ চিন্তা করামাত্র আসে সেইক্ষণ।
কনক রচিত বিশ্বকর্ম্মার গঠন ॥
উত্তরের রথ হতে নামি ধনঞ্জয়।
প্রদক্ষিণ করি তাহে করেন আশ্রয় ॥
তবে পার্থ মহাবীর রথে আরোহিয়া।
চলিল উত্তরে রথে সারথি করিয়া ॥
চলিবার কালে তবে পাণ্ডব ফাল্গুনী।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া করে শঙ্খধ্বনি ॥
শত বজ্রাঘাত জিনি হৈল ঘোর শব্দ।
শুনি কৌরবগণ হইল মহাস্তব্ধ ॥
পুনঃ পুনঃ মহাশব্দ শুনিয়া অদ্ভুত।
কহিতে লাগিল তবে ভরদ্বাজসুত ॥
গাণ্ডীবধনুর মত শুনি যে টঙ্কার।
নিশ্চয় অর্জ্জুন বিনা কেহ নহে আর ॥
এত শুনি ভয়ার্ত্ত হৈয়া কৌরবগণ।
যোদ্ধাগণে বিচারিয়া রাখে স্থানে স্থান ॥
মধ্যস্থলে রাখি গাভী আর দুর্য্যোধনে।
চতুর্দ্দিকে সাবধানে রহে সৈন্যগণে ॥
হেনকালে উপনীত ইন্দ্রের নন্দন।
গর্জ্জয়ে বানরধ্বজ শ্বেত অশ্বগণ ॥
ক্রোশ এক অন্তরে করিয়া নিরীক্ষণ।
বৈরাটীর প্রতি তবে বলেন বচন ॥
চারিদিতে দেখিতেছি বহুরথিগণে।
দুর্য্যোধনে নাহি দেখি কিসের কারণ ॥
পশ্চাতে করিব যুদ্ধ রাজারে খুঁজিব।
চল আগে তোমার গোধন ছাড়াইব ॥
বামভিতে লহ রথ যথা গাভীগণ।
শুনি রথ চালাইল বিরাটনন্দন ॥
দূরে থাকি ভীষ্ম কৃপে করিল প্রণতি।
চারি বাণ মারিলেন আচার্য্যের প্রতি ॥
দুই শর পড়িল গুরুর পদতলে।
দুই অস্ত্র পরশিল দুই কর্ণমূলে ॥
সারথি কহিল দেব কর অবধান।
প্রহারী জনেরে কেন এতেক সম্মান ॥
হাসিয়া কহিল গুরু প্রহারী এ নয়।
অশ্বত্থামাধিক মম পুত্র ধনঞ্জয় ॥
এই যে যুগল অস্ত্র চরণে পড়িল।
চরণে ধরিয়া মোরে প্রণাম করিল ॥
দুই বাণ পরশিল দুই কর্ণ আর।
এক কর্ণে কহিল সকল সমাচার ॥
আর কর্ণে কহিলেক আইলাম আমি।
ত্রয়োদশ বৎসর সময় অনুক্রমি ॥
যথোচিত ভাগ দিতে কহ দুর্য্যোধনে।
যুদ্ধ নহে ভালে ভালে যাহ এইক্ষণে ॥
ইহার উত্তর আমি করিব বিধান।
এত বলি প্রহারিলা দ্রোণ দুই বাণ ॥
এক বাণ শিরে চুম্বি ধরণী পড়িল।
আর বাণ কর্ণমূলে প্রত্যুত্তর দিল ॥
উত্তর কহিল কহ পাণ্ডব প্রধান।
কে তোমারে প্রহারিল এই দুই বাণ ॥
ভাগ্যে কর্ণমূলে বাণ না কৈল ঘাতন।
মম চিত্তে মারিলেক বলহীন জন ॥
পার্থ বলে দ্রোণ গুরু জগতে বিদিত।
সদাকাল আছে তাঁর মম প্রতি প্রীত ॥
শিরেতে চুম্বন করি পড়িল যে বাণ।
বহুদিন সমাগমে করিল কল্যাণ ॥
আর বাণ কর্ণেতে কহিল প্রত্যুত্তর।
শঙ্কা নাই যথাসাধ্য করহ সমর ॥
এতেক বলিয়া পার্থ পায় মহাতাপ।
কোথায় আছয়ে দুষ্ট কুরুকুলপাপ ॥
আজি তোরে দিব আমি সমুচিত দণ্ড।
কেবল রাখিব প্রাণ করি লণ্ডভণ্ড ॥

এই যে সমূহ সেনা দেখহ উত্তর।
শীঘ্র রথ লহ মম তাহার ভিতর ॥
দুর্য্যোধন লুকাইয়া আছে রথামাঝ।
সেই সে আমার শত্রু অন্যে নাহি কাজ ॥
অস্ত্র মারি আকুল করিব সেনাগণ।
তবে দুর্য্যোধনের পাইব দরশন ॥
অহঙ্কারী মানী মূঢ় অতি দুরাচার।
আজি আমি গর্ব্ব চূর্ণ করিব তাহার ॥
এতেক বলিয়া বীর তাহে প্রবেশিয়া।
দুর্য্যোধনে নাহি পায় অনেক খুঁজিয়া ॥
সৈন্যমধ্যে না পাইয়া রাজা দুর্য্যোধনে।
সিংহ যেন দুঃখচিত্ত নিরামিষ্য বনে ॥
উত্তরে বলেন এই দেখ বামভাগে।
লুকাইয়া কুরুপতি আছে এই দিকে ॥
চালাহ সত্বরে রথ যথা দুর্য্যোধন।
আজ্ঞামাত্র চালাইল বিরাটনন্দন ॥
সৈন্যের নিকটে পার্থ হন উপনীত।
দ্বিতীয় প্রহরে যেন আদিত্য উদিত ॥
ইন্দ্রদত্ত কিরীট মস্তকে অতি শোভা।
ইন্দ্রদত্ত কুণ্ডল কর্ণেতে সূর্য্য আভা ॥
অগ্নিদত্ত গাণ্ডীব ধনুক বামহাতে।
অক্ষয় যুগল তূণ শোভে দুই ভিতে ॥
শঙ্খ সিংহনাদ করে কণ্ঠে মণিহার।
কাঁকালে বন্ধন খড়্গ ছুরি তীক্ষ্ণধার ॥
রথের নির্ঘোষ গর্জ্জে বীর হনুমান।
আইল ইন্দ্রের পুত্র ইন্দ্রের সমান ॥
দৃষ্টিমাত্রে সবে মূর্চ্ছা হইয়া পড়িল।
থাকুক যুদ্ধের কাজ দেখি পলাইল ॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া কন গঙ্গার তনয়।
ভাগ্যে আজি দেখিলাম বীর ধনঞ্জয় ॥
ধর্ম্মজ্ঞ বান্ধবপ্রিয় বলে মহাবল।
পাশাকাল দুঃখ স্মরি দিতে এল ফল ॥
অন্য হেতু নহে এই দুর্য্যোধনে খুঁজে।
সিংহ যেন মৃগ খুঁজি ফিরে বনমাঝে ॥
আমা হৈতে অন্তরে মিলিলে দুর্য্যোধন।
তখনি লইয়া যাবে করিয়া বন্ধন ॥

এত চিন্তি দুর্য্যোধনে রক্ষার কারণ।
শীঘ্রগতি ধাইয়া আইল রথিগণ ॥
দুর্য্যোধনে বেড়িয়া রহিল চারিপাশে।
দেখিয়া অর্জ্জুন বীর মনে মনে হাসে ॥
হাসিয়া বলেন শুন বিরাটনন্দন।
প্রাণভয়ে লুকাইয়া আছে দুর্য্যোধন ॥
চল অগ্রে তোমার গোধন ছাড়াইব।
পাছে কুরুকুলক্লীবে খুঁজিয়া মারিব ॥
রথ চালাইয়া দিল বিরাটনন্দন
যথায় বেড়িয়া সৈন্য আছয়ে গোধন ॥
এই স্থানে উত্তর ক্ষণেক রাখ রথ।
সৈন্য ভাঙ্গি গোধনের করি দিব পথ ॥
এত বলি করিলেন পার্থ শরজাল।
বিচিত্র বরণ অস্ত্র যেন কালব্যাল ॥
মুষলের ধারে যেন বর্ষে জলধর।
চক্ষুর নিমিষে আচ্ছাদিল দিনকর ॥
অস্ত্র অগ্নি জ্বলে যেন খদ্যোত আকার।
সৈন্যেতে অক্ষত জন না রহিল আর ॥
নাহি দেখি কোন দিক্ পলাইতে পথ।
অপ্রমিত কুরুসৈন্য ভয়েতে আবৃত ॥
চমৎকার হৈয়া ডাকি বলে সর্ব্বসৈন্য।
ধন্য মহাবীর তব গর্ভধারী ধন্য ॥
এতাদৃশ কর্ম্ম নাহি করে ত্রিভুবনে।
তোমা বিনা এ কর্ম্ম করিবে কোন্ জনে
শুনি তবে পার্থবীর পূরে দেবদত্ত।
যাহার শ্রবণে হয় রিপু হীনসত্ত্ব ॥
গাণ্ডীবে টঙ্কার দেন আকর্ণ পূরিয়া।
রথের শ্বেতাঙ্গ চারি উঠিল গর্জ্জিয়া ॥
ধ্বজে হনুমান করে ভয়ঙ্কর নাদ।
চারি শব্দে তিনলোক গণিল প্রমাদ ॥
শূন্যেতে বিমানস্থায়ী যত জন ছিল।
ঘোর শব্দে সবে মূর্চ্ছা হইয়া পড়িল ॥
অজ্ঞান হইয়া পড়ে যত [illegible]।
সৈন্যেতে বেড়িয়াছিল গোধন
মহাশব্দে ধেনুগণ হইয়া অস্থির।
ভাঙ্গি সৈন্যদল বেগে হইল বাহির ॥

উচ্চ পুচ্ছ করিয়া ধাইল গাভী সব।
দক্ষিণে বাহির হৈল করি হাম্বারব॥
গোপগণ প্রতি বলে বীর ধনঞ্জয়।
লয়ে যাহ গরু পূর্ব্বে আছিল যথায়॥
উত্তরে চাহিয়া তবে বলেন কিরীটী।
গাভী মুক্ত করি তব দিলাম বৈরাটী॥
চিত্তে পাছে কর জিনিলাম সব কুরু।
গৃহেতে লইয়া যাবে আপনার গরু॥
ভুবনবিজয়ী এই কৌরবের সেনা।
ইন্দ্র তুল্য পরাক্রম এক এক জনা॥
শরানলে দহিতে পারয়ে ভূমণ্ডল।
নাহি জিনি গোধন জীয়ন্তে এ সকল॥
দূরেতে আছয়ে তেঁই অস্ত্র নাহি মারে।
দ্রুত রথ লহ মম সৈন্যের ভিতরে॥
আজ্ঞা পেয়ে বেগে রথ চালায় উত্তর।
বহুসৈন্যে জিনি গেল সৈন্যের ভিতর॥
যথায় নৃপতি কুরুরাজ দুর্য্যোধন।
তথায় লইল রথ বিরাটনন্দন॥
দেখিয়া ধাইল সর্ব্ব কুরুসেনাপতি।
নৃপতির রক্ষা হেতু অতি শীঘ্রগতি॥
সহস্রেক শ্রেষ্ঠ রথী যুদ্ধে দিল মন।
ধাইয়া আইল বেগে সূর্য্যের নন্দন॥
সহস্রেক রথী লয়ে কুরুবংশপতি।
দুর্য্যোধন রক্ষা হেতু ভীষ্ম মহামতি॥
একভিতে নৃপতির ভাই ঊনশত।
আগুলিল পার্থে আসি সহস্রেক রথ॥
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা আদি মহারথী।
একভিতে রক্ষার্থে রহিল কুরুপতি॥
সহস্র সহস্র মত্তগজ আগে করি।
আপনি রহিল পাছে নানা অস্ত্র ধরি॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদ ধনুক টঙ্কার।
চতুর্দ্দিকে প্রপূরিল করি মার মার॥

উত্তরের নিকট অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কুরু সৈন্যের পরিচয় প্রদান।

উত্তর বলিল দেব কহিবে আমারে।
কোন্ কোন্ যোদ্ধা এই আইল সমরে॥
পার্থ বলিলেন দেখ বিরাটকুমার।
সুবর্ণের বেদি শোভে রথধ্বজে যাঁর॥
রক্তবর্ণ চারি অশ্ব বহে রথখান।
দ্রোণগুরু কুরুকুলে আচার্য্য প্রধান॥
যম সম শক্র হৈলে দৃষ্টে করে ভেদ।
অনুপম সমরে দ্বিতীয় ধনুর্ব্বেদ॥
ভরদ্বাজ মহামুনি ঘৃতাচী দেখিয়া।
গঙ্গাজলে বীর্য্য তাঁর পড়িল খসিয়া॥
দ্রোণী মধ্যে যতনে রাখিল তপোধন।
দ্রোণীতে জন্মিল তেঁই নাম হৈল দ্রোণ॥
পরশুরামের যত দিব্য বিদ্যা ছিল।
অস্ত্র ধনু সহ বিদ্যা ইহারে যে দিল॥
তাঁহার দক্ষিণে দেখ তাঁহার অঙ্গজ।
সিংহের লাঙ্গুলশোভে যাঁর রথধ্বজ॥
কৃপী-গর্ভে জন্ম হৈল কৃপের ভাগিনা।
মৃত্যুপতি ভয় করে অন্য কোন্ জনা॥
কাঞ্চনের দণ্ড ধরে কৃপ মহামতি।
শরদ্বান ঋষিপুত্র গৌতমের নাতি॥
শরবনে ভ্রাতা ভগ্নী দোঁহে জন্মেছিল।
আমার প্রপিতামহ শান্তনু পুষিল॥
কৃপ কৃপী নাম দিল শরদ্বান তাত।
আমার বংশেতে গুরু আচার্য্য বিখ্যাত॥
ওই যে দেখিছ উচ্চতর রথধ্বজ।
বিচিত্র কলসধ্বজ শোভে রত্নগজ॥
সেই রথে বৈকর্ত্তন কর্ণ যার নাম।
সুরাসুরে জ্ঞাত যার বল অনুপম॥
জামদগ্ন্য রামের এ শিষ্য প্রিয়তর।
আমার সহিত সদা বাঞ্ছয়ে সমর॥
আজি তার মানস করিব আমি পূর্ণ।
মম সহ যুদ্ধে আজি গর্ব্ব হবেচূর্ণ॥

চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত ধবল ছত্রগণ।
হের দেখ মহামানী রাজা দুর্য্যোধন ॥
বৈদুর্য্য মুকুতা মণি ধ্বজ মনোহর।
যেই রথধ্বজে চিত্র ধবল কুঞ্জর ॥
তাহার রক্ষার্থে তার নিকটে দেখহ।
ভারতবংশের শ্রেষ্ঠ মম পিতামহ ॥
পঞ্চগোটা কনকের তাল যাঁর ধ্বজে।
মহাযোদ্ধা শীঘ্রহস্ত সর্ব্বলোকে পূজে ॥
শান্তনুর পুত্র জন্মে গঙ্গার উদরে।
সত্যবতী কন্যা আনি দিলেন বাপেরে ॥
রাজ্য দারা ত্যাগ কৈল বাপের কারণ।
তুষ্ট হয়ে তারে বর দিল সেইক্ষণ ॥
ইচ্ছা মৃত্যু হৌক তব সংসার ভিতরে।
নাহিক মরণ নিজ ইচ্ছা হৈলে মরে ॥
ভীষ্ম বলি নাম তাঁর ঘোষে ভূমণ্ডলে।
ক্ষত্রকুলান্তক রামে জিনিলেক বলে ॥

অর্জ্জুন সহ কর্ণের যুদ্ধ।

হেনমতে যত রথ রথী মহাবীরে।
একে একে দেখালেন অর্জ্জুন উত্তরে ॥
পুনরপি উত্তরে কহেন মহামতি।
কর্ণের সম্মুখে রথ লহ শীঘ্রগতি ॥
আকাশ হইতে শীঘ্র তারা যেন ছুটে।
চালাইয়া দিল রথ কর্ণের নিকটে ॥
পার্থে দেখি কর্ণবীর পূরিল সন্ধান।
অর্জ্জুন উপরে প্রহারিল দশ বাণ ॥
ক্রোধে পার্থ দিব্য অস্ত্র করেন সন্ধান।
কাটিয়া কর্ণের ধ্বজ করে খান খান ॥
চারি অশ্ব কাটি তবে কাটি ধনুর্গুণ।
সারথির মাথা তবে কাটেন অর্জ্জুন ॥
লজ্জিত হইয়া কর্ণ সর্পবাণ এড়ে।
সহস্র সহস্র সর্প পার্থে গিয়া বেড়ে ॥
এড়েন গরুড় বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
ধরিয়া সকল ফণী করিল ভক্ষণ ॥
অগ্নিবাণ এড়িলেন বীর ধনঞ্জয়।
দশদিক মহাতেজ ধরে অগ্নিময় ॥
যেমত প্রলয়কালে সংহারিতে সৃষ্টি।
ঝাঁকে ঝাঁকে সৈন্যে হৈল হুতাশন বৃষ্টি ॥
পলায় সকল সৈন্য কেহ নাহি রয়।
মেঘবাণে নিবারিল সূর্য্যের তনয় ॥
হাসিয়া গন্ধর্ব্ব বাণ এড়েন বিজয়।
সকল সৈন্যের মধ্যে হৈল পার্থময় ॥
আত্ম আত্ম সৈন্যক্রমে হৈল মারামারি।
পড়িল অনেক সৈন্য আর্ত্তনাদ করি ॥
সারি সারি পড়ে হস্তী কত রথধ্বজ।
পড়িল দীর্ঘদন্ত লক্ষ লক্ষ গজ ॥
এইমত দুইবীরে করিল সংগ্রাম।
চক্ষু পালটিতে দোঁহে না করে বিশ্রাম ॥
ইন্দ্রদত্ত দিব্য অস্ত্রে পূরিয়া সন্ধান।
পার্থ তবে ছাড়িলেন অষ্টগোটা বাণ ॥
দুই দুই ভুজে বক্ষে যুগল ললাটে।
বর্ম্ম ভেদি চর্ম্ম ছেদি অঙ্গে অস্ত্র ফুটে ॥
ফুটিয়া কর্ণের অঙ্গে বহিল শোণিত।
রথেতে পড়িল কর্ণ হইয়া মূর্চ্ছিত ॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া পার্থ সম্বরেন বাণ।
রথ লয়ে সারথী যে হৈল পাছু আন ॥
কর্ণবীর ভঙ্গ যদি হইল সমরে।
অর্জ্জুন বলেন তবে বিরাট-কুমারে ॥
হের দেখ নীলবর্ণ যে ধ্বজ পতাকা।
কৃপাচার্য্য উনি হন মম পিতৃসখা ॥
শীঘ্র লহ রথ মম তাঁহার সম্মুখে।
আমার হস্তের বেগ দেখাব তাঁহাকে ॥

কৃপাচার্য্যের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।

অর্জ্জুনের বাক্য শুনি বিরাটনন্দন।
বায়ুবেগে নিল রথ কৃপের সদন ॥
কৃপের সম্মুখে রথ নিলেন বৈরাটী।
দেবদত্ত শঙ্খনাদ করিল কিরীটী ॥
গজ যেন রোষে শুনি গজের গর্জ্জন।
কুপিল গৌতম শুনি শঙ্খের নিঃস্বন ॥

আগু হয়ে আপনার শঙ্খ বাজাইল।
দুই শঙ্খ নিনাদেতে ত্রিলোক কাঁপিল ॥
ক্রোধে কৃপাচার্য্য যেন জ্বলিয়া উঠিল।
আকর্ণ পূরিয়া ধনুগুর্ণ টঙ্কারিল ॥
দশ বাণ প্রহারিল অর্জ্জুন উপর।
কাটিয়া ফেলিল তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
দশ বাণ কাটি বীর করে কুড়ি খান।
তবে দিব্য অস্ত্র পার্থ করিল সন্ধান ॥
জলদগ্নি সম অস্ত্র দেখি লাগে ভয়।
বাণাঘাতে আচার্য্যের কম্পিত হৃদয় ॥
বিচলিতাসন দেখি কৃপাচার্য্যে ব্যস্ত।
গৌরব করিয়া পার্থ না মারেন অস্ত্র ॥
ক্ষণেকে পাইয়া ধৈর্য্য নিল ধনুর্ব্বাণ।
অর্জ্জুন উপরে অস্ত্র করিল সন্ধান ॥
না মারিতে অস্ত্র পার্থ এড়িলেন বাণ।
করিলেক কৃপের ধনুক দুইখান ॥
আর অস্ত্রে কাটিলেন অঙ্গের কবচ।
অঙ্গ হৈতে খসে যেন সর্প-জীর্ণ-ত্বচ ॥
পুনঃ আর ধনু কৃপ লইলেন হাতে।
সেইক্ষণে দিল গুণ চক্ষু পালটিতে ॥
গুণ দিয়া বাণ বীর করিল সন্ধান।
সেই ধনু কাটিয়া করিল দুই খান ॥
পুনঃ কৃপ দিব্য ধনু লইলেন হাতে।
যে ধনু কাটেন পার্থ গুণ নাহি দিতে ॥
দেখিয়া গৌতম যেন অগ্নি হেন জ্বলে।
কাটা ধনু ফেলাইয়া দিল ভূমিতলে ॥
শক্তি এক তুলি নিল ভীষণ দর্শন।
নানারত্ন ভূষা যেন দীপ্ত হুতাশন ॥
ছাড়িলেন শক্তি আসে হয়ে শব্দবান।
অর্দ্ধপথে অর্জ্জুন করেন দুইখান ॥
দিব্য অস্ত্র সন্ধান করিয়া ধনঞ্জয়।
কাটিলেন কৃপের রথের চারি হয় ॥
ছয় বাণে কাটি তবে ফেলি শরতূণ।
সারথির মাথা কাটি ফেলেন অর্জ্জুন ॥
চাহিয়া দেখিল কৃপ কিছু নাহি পাশে।
হাতে গদা লয়ে তবে আসে ক্রোধবশে ॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর করেন সন্ধান।
হাতের গদাতে মারিলেন দশ বাণ ॥
খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলেন গদা কাটি।
সব অস্ত্র গেল শুধু রহে বজ্রমুষ্টি ॥
নিরস্ত্র বিবস্ত্র কৃপ সর্ব্বাঙ্গ বিকল।
পরিধান ধুতি আর উত্তরী কেবল ॥
করযোড়ে বলিলেন কুন্তীর নন্দন।
এ বেশে আচার্য্য কোথা করিছ গমন ॥
অম্বরে অমরবৃন্দ দেখিছে কৌতুক।
লাজে শরদ্বান-পুত্র হৈল অধোমুখ ॥
চতুর্দ্দিক হতে তবে আসি যোদ্ধাগণ।
রথে চড়াইয়া কৃপে করিল গমন ॥

দ্রোণাচার্য্যের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।

কৃপাচার্য্য ভঙ্গ যদি হইল সমরে।
কিরীটী বলেন তবে বিরাটকুমারে ॥
রক্তবর্ণ চারি ঘোড়া যোড়া যেই রথে।
দ্রুত রথ লহ মোর তাহার অগ্রেতে ॥
শুনিয়া বিরাটপুত্র বায়ুসম বেগে।
চালাইয়া দিল রথ দ্রোণাচার্য্য আগে ॥
নিকটে দেখিয়া দ্রোণ কিরীটীর রথ।
আগু বাড়ি আপনি আইলা কত পথ ॥
গুরু দেখি পার্থ অস্ত্র যুড়েন যুগল।
দুই অস্ত্র পড়িল যুগল পদতল ॥
আচার্য্য যুগল অস্ত্র এড়িল তখন।
দুই ভুজে ধরি পার্থে কৈল আলিঙ্গন ॥
কর যুড়ি আচার্য্যে বলেন ধনঞ্জয়।
যুদ্ধসজ্জা কি হেতু দেখি যে মহাশয় ॥
কাহার সহিত যুদ্ধ করিবা আপনে।
আমায় মারিবে অস্ত্র হেন লয় মনে ॥
অশ্বত্থামাধিক আমি তোমার পালিত।
কোন দোষে তব পায় নহি যে দূষিত
পাশাকালে কথা তুমি জানহ আপনে।
কপটে যতেক দুঃখ দিল দুষ্টগণে ॥

দ্বাদশ বৎসর বনে বঞ্চিলাম ক্লেশে।
বৎসরেক অজ্ঞাত বঞ্চিনু ক্লীববেশে ॥
এ কষ্টের হেতু যেই বৈরী দুষ্টগণ।
এতদিনে পাইলাম তার দরশন ॥
যথোচিত ফল আজি দিব আমি তারে।
দুঃখ নিবেদন এই করিনু তোমারে ॥
ইহাতে আপনি প্রভু না করিবা ক্রোধ।
তুমি ক্রোধ করিলে না করি উপরোধ ॥
আজ্ঞা কর একভিতে লহ নিজ রথ।
দুর্য্যোধনে ভেটিব ছাড়িয়া দেহ পথ ॥
হাসিয়া বলিল দ্রোণ এ কোন্ উচিত।
কৌরবের সৈন্যগণ আমার রক্ষিত ॥
মম অগ্রে কৌরবেরে করিবে ঘাতন।
দাণ্ডাইয়া কিমতে করিব দরশন ॥
পার্থ বলে পাছে দোষ না দিও আমায়।
তোমার শিক্ষিত বিদ্যা দেখাব তোমায় ॥
এত শুনি গুরু ক্রোধে হয়ে হুতাশন।
আকর্ণ পূরিয়া এড়ে দিব্য অস্ত্রগণ ॥
তিনশত অস্ত্র মারে অর্জ্জুন উপর।
কাটিয়া অর্জ্জুন বীর ফেলেন সত্বর ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি গুরু ক্রোধে গুরুতর।
অর্জ্জুনে মারিল পুনঃ সহস্র তোমর ॥
অন্ধকার করি যায় গগণমণ্ডলে।
শরদের কালে যেন হংসপংক্তি চলে ॥
দিব্য অস্ত্র ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান।
কাটিয়া গেলেন যত আচার্য্যের বাণ ॥
পুনঃ দিব্য অস্ত্র গুরু মন্ত্রে অভিষেকি।
সত্বর সত্বর বলে অর্জ্জুনেরে ডাকি ॥
আকাশে উঠিল অস্ত্র যেন দিবাকর।
মুখ হৈতে বৃষ্টি হয় মুষল মুদ্গর ॥
পরশু তোমর জাঠি নাহি লেখা জোখা।
চতুর্দ্দিকে পড়ে যেন জ্বলন্ত উলকা ॥
অস্ত্র এড়ি দ্রোণাচার্য্য ব্যথিত হৃদয়।
ডাকিয়া বলিল সম্বরহ ধনঞ্জয় ॥
দেখিয়া অর্জ্জুন বাণ এড়েন গন্ধর্ব্ব।
নিমেষেকে নিবারেন গুরু অস্ত্র সর্ব্ব ॥
দোঁহে দিব্য শিক্ষা বাণ না করে বিশ্রাম।
গুরু শিষ্যে এইমত হইল সংগ্রাম ॥
ক্রোধে গুরু পঞ্চবাণ মারে কপিধ্বজে।
বাণাঘাতে কপিধ্বজ অধিক গরজে ॥
পুনঃ দিব্য বাণ পূরে গুরুদেব দ্রোণ।
গগন ছাইয়া কৈল অস্ত্র বরিষণ ॥
না দেখি বানরধ্বজ সারথি অর্জ্জুন।
মেঘে যেন আচ্ছাদিল না দেখি অরুণ ॥
দ্রোণের বিক্রমে উল্লাসিত দুর্য্যোধন।
নিমিষেকে অস্ত্র তার কাটেন অর্জ্জুন ॥
তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র করিয়া সন্ধান।
আচার্য্যেরে মারিলেক সহস্রেক বাণ ॥
সহস্র সহস্র বাণ আচার্য্য মারিল।
দুই অস্ত্রে গগনেতে মহাশব্দ হৈল ॥
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ ছাইল আকাশ।
অন্ধকার হৈল সূর্য্য রুধিল বাতাস ॥
অস্ত্র অস্ত্র ঘর্ষণে হইল উল্কাবৃষ্টি।
অমর ভুজঙ্গ নর চাহে একদৃষ্টি ॥
আকাশে প্রশংসা করে যত দেবগণ।
সাধু দ্রোণাচার্য্য ভরদ্বাজের নন্দন ॥
যাহার শিক্ষিত বিদ্যা অদ্ভুত দর্শন।
যার শিষ্য ধনঞ্জয় জয়ী ত্রিভুবন ॥
তবে পার্থ ইন্দ্র-অস্ত্র যোড়েন গাণ্ডীবে।
সহস্র সহস্র বাণ যাহাতে প্রসবে ॥
মন্ত্রে অভিষেকি বাণ মারেন তখন
চক্ষুর নিমিষে সব ছাইল গগন ॥
যেন মহাদাবাগ্নিতে বেড়িল পর্ব্বত।
অস্ত্র অগ্নি আচ্ছাদিল নাহি দেখি পথ ॥
অগ্নিতে বেড়িল দ্রোণে নাহি দেখি আর।
যতেক কৌরববল করে হাহাকার ॥
সাধু ধনঞ্জয় বলি ডাকে দেবগণ।
সুগন্ধি কুসুম কত করে বরিষণ ॥
বাপের সঙ্কট দেখি অশ্বত্থামা বেগে।
জনকে করিয়া পাছে গেল পার্থ আগে ॥

অশ্বত্থামার যুদ্ধ।

যেই বেগে যায় আগে দ্রোণের তনয়।
ধ্বজ কাটি ফেলিলেন বীর ধনঞ্জয়॥
অশ্বত্থামা আগে পড়ে কাটা রথচুড়া।
না করিতে সংগ্রাম রথ হইল মুড়া॥
লজ্জিত হইয়া শেষে দ্রোণের নন্দন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন মূষলের ধারে।
সেইমত অস্ত্রবৃষ্টি করে পার্থোপরে॥
দিবানিশি নাহি জ্ঞান অস্ত্রে আচ্ছাদিল।
থাকুক অন্যের কার্য্য পবন রুধিল॥
অশ্বত্থামা অর্জ্জুনের যুদ্ধ অনুপম।
যেন ইন্দ্র বৃত্রাসুর রাবণ শ্রীরাম॥
পূর্ব্বে যেন সংগ্রাম হইল সুরাসুর।
দোঁহার ধনুক ঘোষে কম্পে তিনপুর॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্রবৃষ্টি নাহি লেখাজোখা
অস্ত্র বিনা রণমধ্যে অন্য নাহি দেখা॥
চট্ চট্ শব্দ উঠে কর্ণে লাগে তালি।
দোঁহা অস্ত্র দোঁহে কাটে দোঁহে মহাবলী
বিচিত্র চালায় রথ উত্তর সারথি।
চক্রবৎ ভ্রমে যেন বায়ু সম গতি॥
অর্জ্জুনের ছিদ্র দ্রৌণী ভাবিয়া অন্তরে।
গাণ্ডীব ধনুক চাহে কাটিবার তরে॥
অচ্ছেদ্য অভেদ্য ধনু দেবের নির্ম্মাণ।
কি করিতে পারে তাহা মানুষ পরাণ॥
মহাক্রোধে অশ্বত্থামা হইয়া ক্রোধিত।
সপ্তচত্বারিংশ শর মারিল ত্বরিত॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় করিলেন শরবৃষ্টি।
প্রলয়ের কালে যেন সংহারিতে সৃষ্টি॥
কভু দক্ষহস্তে বিন্ধে কভু বিন্ধে বামে।
এইমত শরবৃষ্টি করিলেন ক্রমে॥
অক্ষয় পার্থের তূণ পূর্ণ অস্ত্রময়।
যত বিন্ধে তত হয় নাহি তার ক্ষয়॥
সেইমত দ্রোণ-পুত্র অস্ত্রবৃষ্টি কৈল।
দোঁহাকার শরজালে পৃথিবী ঢাকিল॥
সহস্র সহস্র অস্ত্র মারে পুনঃ পুনঃ।
দ্রৌণীর হইল ক্রমে শরশূন্য তূণ॥

কর্ণের পুনঃ যুদ্ধ।

রণমধ্যে অশ্বত্থামা নিরস্ত্র হইল।
দেখিয়া সূর্য্যের পুত্র ক্রোধেতে ধাইল॥
বিজয় নামেতে ধনু ভৃগুপতি-দত্ত।
আকর্ণ পূরিয়া ধায় যেন গজ মত্ত॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর ছাড়িয়া দ্রৌণীরে।
সম্মুখে দেখিয়া কর্ণে কহিছেন তারে॥
ক্রোধে কন ধনঞ্জয় চক্ষু রক্তবর্ণ।
হে রাধেয় মূঢ়মতি সূতপুত্র কর্ণ॥
অনুক্ষণ কহিস্ করিয়া অহঙ্কার।
পৃথিবীতে বীর নাহি সমান আমার॥
সে কথার পরীক্ষা করিব এইক্ষণে।
সাক্ষাতে দেখুক আজি কুরুবীরগণে॥
সভামধ্যে বসি যত কৈলে অহঙ্কার।
ক্ষত্র হয়ে প্রাণে তাহা সহিবে কাহার॥
দ্রৌপদীর অপমান যতেক করিলি।
না জানিস্ সেই সব পাসরিল বলি॥
ধর্ম্মপাশে বন্দী যে ছিলাম সেইকালে।
সকল সহিনু কষ্ট যতেক করিলে॥
আজি তোরে দিব আমি সমুচিত ফল।
সাক্ষাতে দেখুক আজি কৌরব সকল॥
এত শুনি কহিতে লাগিল কর্ণবীর।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু নির্ভয় শরীর॥
যা কহিলে ধনঞ্জয় কর শীঘ্রগতি।
যত পরাক্রম তোর যতেক শকতি॥
পাশাকালে কৃষ্ণার যতেক অপমান।
মনে মনে আজি তাহা অন্তরেই জান॥
দ্রোণ-স্থানে ইন্দ্র-স্থানে যে অস্ত্র পাইলি।
যে পার করহ শীঘ্র এই তোরে বলি॥
ইন্দ্রাদি সঙ্গে করি যদি আসিস্ রণে।
বাহুড়িয়া যাবি হেন না করিহ মনে॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন ধনঞ্জয়।
লজ্জা যার থাকে সে কি হেন কথা কয়॥

এইক্ষণে পূর্ণ নাহি হইতে প্রহর।
বিদ্যমানে কাটিলাম তোর সহোদর॥
ভঙ্গ দিয়া পলাইলি লইয়া জীবন।
কোন্ মুখে কহ পুনঃ এ দর্প বচন॥
যাহা কহ শক্য নহ করিতে সে কাজ।
সভামধ্যে কহিতে না বাস তুমি লাজ॥
এত বলি অর্জ্জুন ধনুকে যুড়ি বাণ।
কর্ণোপরে মারিলেন বজ্রের সমান॥
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারিল কর্ণ মহাবল।
কূলেতে নিবৃত্ত যেন হয় সিন্ধুজল॥
তবে দিব্য পঞ্চবাণ মারিল অর্জ্জুন।
ফেলিলেন কর্ণের কাটিয়া ধনুগুণ॥
আর গুণ চড়াইল সংগ্রামে নিপুণ।
সে গুণ কাটিয়া তবে ফেলেন অর্জ্জুন॥
তবে কর্ণ এড়ে শক্তি সূর্য্য সম জ্বলে।
মহাশব্দ করি আসে গগনমণ্ডলে॥
অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া পার্থ করি খণ্ড খণ্ড।
দুই বাণে কাটিলেন সারথির মুণ্ড॥
কাটিলেন মত্ত হস্তিধ্বজ শোভাকার।
দেখিয়া কৌরব সৈন্য করে হাহাকার॥
কর্ণের সহায় ছিল যত রথিগণ।
অর্জ্জুনে বেড়িয়া করে বাণ বরিষণ॥
কাটিয়া সকল বাণ পার্থ মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে মারিলেক সহায় সকল॥
দিব্য বাণ এড়িলেন পার্থ মহাচণ্ড।
কর্ণের কবচ কাটি করে খণ্ড খণ্ড॥
বাণাঘাতে ব্যথিত হইয়া অঙ্গনাথ।
চিন্তিয়া দেখিল আর অস্ত্র নাহি সাথ॥
বিশেষ অর্জ্জুন বাণে শরীর পীড়িল।
রণ ত্যজি কর্ণবীর পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিল॥
কর্ণ যদি ভঙ্গ দিল সংগ্রাম ভিতর।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যত কুরুবর॥
পলায় দুর্ম্মুখ বিবিংশতি মহাবল।
চিত্রসেন বেগে ধায় শকুনি সৌবল॥
শকুনি পলায়ে যায় অর্জ্জুনের আগে।
দেখিয়া কিরীটী রথ চালাইল বেগে॥
শকুনিরে আগুলিয়া থামাইল রথ।
ফাঁফর সৌবল পলাইতে নাহি পথ॥
মুখেতে উড়িল ধুলা নাহি সরে কথা।
ধনঞ্জয়ে দেখিয়া করিল হেঁটমাথা॥
কিরীটী বলেন কোথা পলাহ মাতুল।
আমাদের যত কষ্ট তুমি তার মূল॥
তোমারে মারিলে হয় দুঃখ বিমোচন।
কপট পাশার হও তুমিই কারণ॥
তোমায় আমায় আজি খেলাইব পাশা।
নিঃশব্দ হইলে কেন নাহি কহ ভাষা॥
ধনুক করিব পাশা অস্ত্রগণ অক্ষ।
মস্তক করিব সারি যত তোর পক্ষ॥
তুমি সে কৌরবকুলে দুষ্টবুদ্ধিদাতা।
সব দ্বন্দ্ব ঘুচিবে কাটিলে তোর মাথা॥
চিন্তিয়া শকুনি কহে করিয়া উপায়।
যতেক কহিলে তাত তোরে না যুয়ায়॥
তোমার শকতি আমা না পার মারিতে।
আমার প্রতিজ্ঞা সহদেবের সহিতে॥
অবধ্য তোমার শত্রু জানহ আপনে।
অঙ্গে ঘাত করিতে নারিবে কদাচনে॥
আমার প্রতিজ্ঞা তুমি জান ভালমতে।
শরাঘাতে পারি ক্ষিতি দহন করিতে॥
আমার সাক্ষাতে যুদ্ধে রবে কোন্ জন।
প্রাণ লয়ে শীঘ্রগতি পলাহ অর্জ্জুন॥
এত বলি দিব্য অস্ত্র ধনঞ্জয়ে মারে।
নানা অস্ত্র বৃষ্টি করে কিরীটী উপরে॥
শুনিয়া ত কিরীটীর হইল স্মরণ।
প্রতিজ্ঞা করিল পূর্ব্বে মাদ্রীর নন্দন॥
চিন্তিয়া কিরীটী বাণ মারে বেড়াপাক।
রথ ফিরে শকুনির কুমারের চাক॥
ভ্রমাইয়া লয়ে গেল রজকের গৃহে।
খরপৃষ্ঠে চাপাইয়া বান্ধিলেক তাহে॥
অদ্ভুত দেখয়ে দূরে কুরুবীরগণ।
চক্রাকার ভ্রমি ঘুরে সুবলনন্দন॥
শকুনির বিপাক দেখিয়া লোকে হাসে।
আর যত কুরুসৈন্য পলায় তরাসে॥

ঊর্দ্ধ শ্বাস হীনবাস ধায় সব বীর।
ভীষ্মের চরণে গিয়া রাখয়ে শরীর॥

ভীষ্মের যুদ্ধ ও পলায়ন।

উত্তরে চাহিয়া বলিলেন ধনঞ্জয়।
হেথা হতে রথ লহ বিরাটতনয়॥
ভয়েতে আবৃত হয়ে সকলে পলায়।
ভয়ার্ত্ত জনারে মারিতে নাহি যুয়ায়॥
যথায় শান্তনুপুত্র ভীষ্ম পিতামহ।
শীঘ্র তাঁর অগ্রেতে আমার রথ লহ॥
তাঁহার রক্ষিত সব কৌরবের সেনা।
তাঁহারে জিনিলে যে জিনিব সর্ব্বজনা॥
উত্তর বলিল মোর শক্তি নাহি আর।
কিমতে রথের অশ্ব চালাব তোমার॥
হের দেখ অঙ্গ মোর হইল বিবর্ণ।
অনুক্ষণ শব্দেতে বধির হৈল কর্ণ॥
কুম্ভকারচক্র প্রায় ভ্রমে মোর মনে।
দিবানিশি নাহি জ্ঞান না দেখি নয়নে॥
পুনঃ পুনঃ তোমার গর্জ্জন হুহুঙ্কার।
বিপরীত শব্দ তব ধনুক টঙ্কার॥
শরীরের রক্ত মোর হৈল জলবৎ।
চক্রাকার ভ্রমি যেন নাহি দেখি পথ॥
কখন আদান কর কখন সন্ধান।
লক্ষিতে না পারি তুমি কারে ঝাড় বাণ॥
অনুক্ষণ দেখি ধনু মণ্ডল আকার।
শতহস্ত হয় চিত্তে লাগয়ে আমার॥
পূর্ব্বের সেরূপ তব নাহিক এখন।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি ভয় পায় মন॥
শীঘ্র কর মহারথী ইহার উপায়।
কহিনু নিশ্চয় মোর প্রাণ বাহিরায়॥
পার্থ বলে কি কহিছ বিরাটকুমার।
ক্ষত্রিয় লক্ষণ কিছু না দেখি তোমার॥
সমূহ শত্রুর মাঝে কহিলে এমত
কি উপায় আছে ইথে কে চালাবে রথ॥
স্থির হও ত্যজ ভয় ধর অশ্বদড়ি।
চাপিয়া বৈসহ ধর প্রবোধের বাড়ি॥
এখনি কেমনে চাহ ত্যজিবারে রণ।
ক্ষণেক থাকিয়া দেখ বিরাটনন্দন॥
আজি সব বিনাশিব কৌরবের সেনা।
দেখুক আমার তেজ আজি সর্ব্বজনা॥
ক্ষিতিমধ্যে দেখাইব রক্তের কর্দ্দম।
বহাইব নদী সবে দেখাইব যম॥
রুধির করিব নীর কুম্ভীর কুঞ্জর।
কচ্ছপ হইবে অশ্ব মীন হবে নর॥
হস্ত পদ হবে সব তৃণ কাষ্ঠবৎ।
হংসবৎ ভাসিয়া যাইবে সব রথ॥
কি যুদ্ধ দেখিয়া তোর শুষ্ক হৈল কায়।
রাজপুত্র তোর হেন কর্ম্ম কি যুয়ায়॥
কালানল প্রায় এই দেখ ভীষ্মবীর।
কুরুসৈন্য মীন যেন সাগর গম্ভীর॥
শীঘ্র রথ লহ মম তাঁহার সম্মুখে।
আমার হস্তের বেগ দেখাব তাঁহাকে॥
পূর্ব্বে আমি সুরপুরে এই ধনু ধরি।
নিষ্কণ্টক স্বর্গ করিলাম দৈত্য মারি॥
নিবাতকবচ পুলোমাদি কালকেয়।
সিন্ধুপুর হেমপুরবাসী অপ্রমেয়॥
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম সবে মহাবলা।
বাণে উড়াইনু যেন শিমুলের তুলা॥
সেইমত আজি আমি করিব সমর।
ক্ষত্র পরাক্রমে বৈস রথের উপর॥
এত বলি তার অঙ্গে হাত বুলাইয়া।
উত্তরে করেন শক্র আশ্বাস করিয়া॥
পুনরপি উত্তর বসিল সিংহবত।
ধরিয়া ঘোড়ার দড়ি চালাইল রথ॥
বায়ুবেগে নিল রথ ভীষ্মের গোচর।
পার্থে দেখি আগু হৈল ভীষ্ম বীরবর॥
পিতামহপদ ধৌত বিচারিয়া মনে।
বরুণ যুগল অস্ত্র মারেন চরণে॥
দেখি দুই অস্ত্র ভীষ্ম মারেন তখন।
কিরীটীর শিরে গিয়া করিল চুম্বন
ভীষ্মরথে রক্ষক আছিল চারিজন।
দুঃসহ দুর্ম্মুখ বিবিংশতি দুঃশাসন॥

আগু হয়ে পথে আসি আগুলিল পথ।
জ্বলন্ত আগুনে যেন পতঙ্গের মত ॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ মারে দুঃশাসন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
হাসিয়া মারেন পার্থ তারে পঞ্চশর।
বাণাঘাতে দুঃশাসন হইল ফাঁফর ॥
বেগে পলাইয়া যায় নাহি চায় পাছে।
আর তিন বার গিয়া বেড়িলেক পিছে ॥
দুই বাণে দুর্ম্মুখে করেন অচেতন।
দেখি ভঙ্গ দিয়া যায় আর দুইজন ॥
ভঙ্গ দিল চারি বীর দেখিয়া সংগ্রাম।
আগু হয়ে পার্থ ভীষ্মে করেন প্রণাম ॥
পার্থ বলিলেন দেব ভদ্র আপনার।
কি হেতু এ মৎস্যদেশে গমন তোমার ॥
বিরাটের গাভী নিতে আসিয়াছ প্রায়।
এমন কুকর্ম্ম নাহি তোমা শোভা পায় ॥
পরগাভী লইলে যতেক হয় পাপ।
আপনি জানহ তুমি অঙ্গে ভুঞ্জে তাপ ॥
তথাপিহ লোভ নাহি পার সম্বরিতে।
সসৈন্যেতে আসিয়াছ পরগাভী নিতে ॥
ভীষ্ম বলে নাহি আসি গাভীর কারণ।
তুমি আছ হেথায় কহিল দূতগণ ॥
বহুদিন নাহি দেখি ব্যাকুলিত চিত্ত।
দুর্য্যোধন সহ আইলাম এ নিমিত্ত ॥
ক্ষত্রিয় নিয়ম আছে বেদের বচন।
বাহুবলে শাসিবেক পররাজ্যধন ॥
আমার এ ধন রাজ্যে কোন্ প্রয়োজন।
যতেক করি যে তোমা সবার কারণ ॥
পার্থ বলে পিতামহ তোমার প্রসাদে।
বঞ্চিলাম ত্রয়োদশ বর্ষ অপ্রমাদে ॥
তোমার প্রসাদে আমা ভাই পঞ্চজনে।
বহু বহু কষ্টে রক্ষা পাইলাম বনে ॥
তুমি যে গুরুর গুরু হও মহাগুরু।
কুরুবংশকর্ত্তা তুমি যেন কল্পতরু ॥
এমত সময়ে তুমি হইলে সদয়।
তোমার প্রসাদে করি কুরুসৈন্য জয় ॥

পাশাকালে দুঃখ পাই জানহ আপনে।
তাহার উচিত ফল দিব দুষ্টগণে ॥
আজ্ঞা কর এক ভিতে নিতে তব রথ।
দুর্য্যোধনে ভেটিব ছাড়িয়া দেহ পথ ॥
ভীষ্ম বলে আমি রক্ষা করি দুর্য্যোধন।
মোরে না জিনিলে কোথা পাবে দরশন ॥
কিরীটী বলেন তবে বিলম্বে কি কাজ।
শীঘ্র কর উপায় রাখিতে কুরুরাজ ॥
এত শুনি কুপিত হইয়া কুরুবর।
অষ্ট বাণ প্রহারিল কিরীটী উপর ॥
অষ্টগোটা ভুজঙ্গ সদৃশ অষ্টশর।
মহাশব্দে চলি যায় কিরীটী উপর ॥
দিব্য ভল্ল দিয়া কাটিলেন ধনঞ্জয়।
পুনঃ দিব্য বাণ মারে গঙ্গার তনয় ॥
মহাশব্দে আইসে বাণ ভাস্কর সমান।
অর্দ্ধপথে ধনঞ্জয় করে খান খান ॥
দুইজনে যুদ্ধ হৈল অতি ভয়ঙ্কর।
নানাবর্ণে এড়িলেন চোখা চোখা শর ॥
দোঁহে দোঁহাকার বাণ করেন বারণ।
অনিমেষ দোঁহাকার নয়নে নয়ন ॥
পুনঃ পুনঃ দোঁহে বাণ মারে এইমত।
দোঁহাকার শরজালে ত্রৈলোক্য কম্পিত ॥
দোঁহাকার বাণে দোঁহে ব্যথিত হৃদয়।
দোঁহাকার অঙ্গে ঘন শ্রম জল বয় ॥
সাধু পার্থ সাধু ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
সাধু সাধু প্রশংসা করয়ে দেবগণ ॥
ইন্দ্র-অস্ত্র দিয়া তবে ইন্দ্রের নন্দন।
কাটিলেন ভীষ্মের হাতের শরাসন ॥
আর ধনু ধরি ভীষ্ম বরিষয়ে বাণ।
সেই ধনু কাটিলেন করিয়া সন্ধান ॥
দিব্য অস্ত্রে কাটিলেন কবচ তাঁহার।
তীক্ষ্ণ দশ বাণ দিয়া করেন প্রহার ॥
বাণাঘাতে অচেতন গঙ্গার তনয়।
দেখিয়া বিস্ময় মানি চাহে কুরুচয় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দুর্য্যোধনের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও কুরুসৈন্যের মোহ।

অচেতন দেখি রথ ফিরায় সারথি।
ভীষ্ম ভঙ্গ দেখি ক্রোধে যায় কুরুপতি॥
গজেন্দ্রে চড়িয়া যেন ইন্দ্র দেবরাজ।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি যায় ক্ষত্রিয় সমাজ॥
ঊনশত সহোদর বেষ্টিত চৌপাশে।
সবে অস্ত্র শস্ত্র পার্থ উপরে বরিষে॥
হাসিয়া কিরীটী বীর করিয়া সন্ধান।
দুর্য্যোধনে প্রহার করেন দশ বাণ॥
মহাক্রোধে কাটিয়া পাড়েন তার ধনু।
কবচ কাটেন দুই ছয় বাণে তনু॥
প্রহার করেন ভল্ল গজেন্দ্র মস্তকে।
বজ্রাঘাতে যেন গিরিশৃঙ্গশত মথে॥
পৃথিবীতে দন্ত দিয়া পড়িল বারণ।
লাফ দিয়া ভূমিতে পড়িল দুর্য্যোধন॥
দুর্য্যোধন ভঙ্গ দেখি যত সহোদর।
পাছু নাহি চায় সবে পলায় সত্বর॥
পাছু থাকি ডাকে ঘন পার্থ ইন্দ্রসুত।
কি কর্ম্ম করিস্ লোকে শুনিতে অদ্ভুত॥
সসৈন্যে পলাস্ সঙ্গে শত সহোদর।
বলাহ ধরণীমাঝে তুমি দণ্ডধর॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির আজ্ঞাকারী আমি।
মোরে দেখি পলাইলি হৈয়া ক্ষিতিস্বামী॥
সসৈন্যে পলায়ে যাস্ শৃগালের প্রায়।
এই মুখে রাজ্যভোগ ইচ্ছ হস্তিনায়॥
এতেক সহায় তোর গেল কোথাকারে।
মারিলে এখন আমি কে রাখিতে পারে॥
শত্রু নিজ বশ হৈলে কে ছাড়ে মারিতে।
যদি মারি কোথা পথ পাবি পলাইতে॥
ছাড়িলাম যাহ লয়ে নির্লজ্জ জীবন।
ব্যর্থ নাম ধর তুমি মানী দুর্য্যোধন॥
পলাইলি মম ভয়ে শৃগালের প্রায়।
এই মুখে গাভী নিতে আইলি হেথায়॥
পলায়িত জনে আমি না মারি কখন।
ভীমসেন হলে তোর লইত জীবন॥
কিরীটীর এতেক কর্কশ বাক্য শুনি।
ক্রোধে নেউটিল দুর্য্যোধন মহামানী॥
নেউটিল দুর্য্যোধন দেখি বীরগণ।
চতুর্দ্দিকে ধেয়ে পুনঃ আসে সর্ব্বজন॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা শাল্ব কর্ণ।
দুঃশাসন মহাবল দুঃসহ বিকর্ণ॥
সহস্র সহস্র রথী বেড়িল অর্জ্জুনে।
চতুর্দ্দিকে নানা অস্ত্র বর্ষে ক্ষণে ক্ষণে॥
জাঠী শূল মুষল মুদ্গর ভিন্দিপাল।
আকাশ ছাইয়া সবে করে শরজাল॥
হাসিয়া অর্জ্জুন এড়িলেন দিব্য বাণ।
সবাকার রথধ্বজ হৈল খান খান॥
সিন্ধুজল মধ্যে যেন পর্ব্বত মন্দর।
কুরুবল মথে পার্থ হয়ে একেশ্বর॥
কখন দক্ষিণ হস্তে কভু বাম করে।
ভৈরব মূরতি দেখি সংগ্রাম ভিতরে॥
পড়িল অনেক সৈন্য হয় রথ গজ।
পৃথিবী আচ্ছাদি পড়ে ছত্র রথধ্বজ॥
তথাপিহ কুরুগণ যুদ্ধ না ছাড়িল।
লক্ষপুর করি সবে অর্জ্জুনে বেড়িল॥
অর্জ্জুনের মনে এই চিন্তা উপজিল।
জীয়ন্তে কৌরবগণ যুদ্ধ না ছাড়িল॥
পরকার্য্যে জ্ঞাতিবধ করিনু বহুত।
কি জানি কি কহিবেন শুনি ধর্ম্মসুত॥
ছাড়ি গেলে কৌরব কহিবে পলাইল।
কি উপায় করি ইহা বিষম হইল॥
তবে ইন্দ্রদত্ত অস্ত্র হইল স্মরণ।
সম্মোহন নাম অস্ত্র মোহে রিপুগণ॥
মন্ত্রে অভিষেকি পার্থ মারে সেই বাণ।
মোহ গেল কুরুগণ নাহি কারো জ্ঞান॥
রথে রথী পড়িল অশ্বেতে আসোয়ার।
গজেতে মাহুত পড়ে নিদ্রিত আকার॥
সর্ব্বসৈন্য মোহপ্রাপ্ত দেখিয়া অর্জ্জুন।
উত্তরার বাক্য মনে হইল স্মরণ॥

উত্তরে বলেন তবে ইন্দ্রের নন্দন।
তব ভগ্নী মাগিয়াছে পুত্তলা বসন ॥
আনহ সবার বস্ত্র মস্তক হইতে।
যার যার চিত্র বস্ত্র লয় তব চিতে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ দোঁহার না দিবে অঙ্গে কর।
আর সবাকার বস্ত্র আনহ উত্তর ॥
সবে মুগ্ধ হইয়াছে নাহি তব ভয়।
যথাসুখে আন গিয়া যাহা মনে লয় ॥
পার্থের বচন শুনি উত্তর নামিল।
ভাল ভাল পাগ বীর বাছিয়া লইল ॥
দুর্য্যোধন কর্ণ দুঃশাসন আদি করি।
মুকুট করিয়া দূর কেশ মুক্ত করি ॥
রথিগণে বসাইল গজের উপরে।
রথের উপরে বসাইল আসোয়ারে ॥
এইমত উত্তর করিয়া বহুজন।
পুনরপি উঠে রথে লইয়া বসন ॥
পার্থের অদ্ভুত কর্ম্ম দেখি দেবগণ।
সুগন্ধি কুসুম বৃষ্টি করে সেইক্ষণ ॥
অপূর্ব্ব হইল শোভা ধরণীমণ্ডলে।
কানন বিচিত্র হেন বসন্তের কালে ॥
পড়িল অনেক সৈন্য লিখনে না যায়।
জীয়ন্তে আছিল যেই সেহ মৃতপ্রায় ॥
ভয়ঙ্কর হৈল ভূমি দেখি লাগে ভয়।
রক্তমাংসাহারী ধায় সানন্দ হৃদয় ॥
শৃগাল কুকুরগণ করে কোলাহল।
গৃধিনী শকুনি কাক ছাইল সকল ॥
নাচয়ে কবন্ধগণ ধনুঃশর হাতে।
ভূত প্রেত যোগিনী পিশাচগণ সাথে ॥

—

দুর্য্যোধনের মুকুট ছেদন ও কুরুসৈন্যের দুরাবস্থা।

সৈন্য হতে বাহির হইল পার্থবীর।
মেঘ হতে মুক্ত যেন হইল মিহির ॥
চতুর্দ্দিকে ভঙ্গীয়ান যত সৈন্যগণ।
ভয়েতে কম্পিত সবে শ্বাস ঘনে ঘন ॥
কেশ বাস মুক্ত সবে কম্পিত হৃদয়।
পার্থে দেখি কৃতাঞ্জলি কহে সবিনয় ॥
আজ্ঞা কর কি করিব কুন্তীর কুমার।
পিতৃ পিতামহ সবে সেবক তোমার ॥
সেবকজনেরে ক্রোধ না হয় বিচার।
রক্ষা কর লইলাম শরণ তোমার ॥
কিরীটী বলেন তোরা না করিস্ ভয়।
যাহ নিজ স্থানে সবে নিঃশঙ্ক হৃদয় ॥
যুদ্ধেতে নিবৃত্ত আমি বিনয়ী যে জন।
তাহার নাহিক ভয় আমার সদন ॥
তবে কতদূরে থাকি দেখেন অর্জ্জুন।
চৈতন্য পাইল কতক্ষণে কুরুগণ ॥
একজন মুখে আর জন নাহি চায়।
লজ্জায় যতেক বীর হৈল মৃতপ্রায় ॥
কার শিরে নাহি পাগ কার নাহি বাস।
লাজে মুখ তুলি কেহ নাহি কহে ভাষ ॥
দূরে থাকি কিরীটী মারেন দশ বাণ।
গুরু বৃদ্ধ পদব্রজে করিতে প্রণাম ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ তবে মারেন কিরীটী।
দুর্য্যোধন রাজার মুকুট পড়ে কাটি ॥
ভয়েতে ত্রাসিত রাজা চারিদিকে চায়।
সবাকার মধ্যে গিয়া আপনি লুকায় ॥
দ্রোণাচার্য্য কহেন না কর আর ভয়।
বড় ক্ষমাশীল হয় কুন্তীর তনয় ॥
বিশেষ নৃপতি ধর্ম্ম দয়া তোরে করে।
তাঁর আজ্ঞা বিনা পার্থ মারিতে না পারে ॥
সে হেতু ক্ষমিল তোমা করি অনুমান।
বৃকোদর থাকিলে সবার যেতো প্রাণ ॥
চল চল হেথা হৈতে বিলম্ব না সয়।
মনে লয় বৃকোদর আসিবে ত্বরায় ॥
হেনকালে বলিতেছে শকুনি সারথি।
রথেতে মাতুল তব নাহি নরপতি ॥
শুনি কহে দুর্য্যোধন বিষণ্ণ বদন।
রথেতে মাতুল নাহি দেখি কি কারণ ॥
কেহ বলে তাহে ক্রোধ অনেক আছিল।
বান্ধিয়া কিরীটী বুঝি সঙ্গে লৈয়া গেল ॥

কেহ বলে যুদ্ধে কিবা মরিল শকুনি।
কেহ বলে আগু পলাইল হেন জানি॥
রাজা বলে খুঁজহ মাতুল কোথা গেল
আজ্ঞামাত্র চারিদিকে সবাই ধাইল॥
অনেক ভ্রমিয়া বুলে সবে চতুর্ভিত।
রজকের ঘরে দেখে শকুনি ব্যথিত॥
গর্দ্দভের পৃষ্ঠে বান্ধিয়াছে হাত পায়।
ডাক দিয়া কহে মোর প্রাণ বাহিরায়॥
মুক্ত করি শকুনিরে নিল সেইক্ষণ।
নৃপতিকে কহে গিয়া সব বিবরণ॥
শকুনির দুরাবস্থা সবামধ্যে দেখি।
কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ ঠারে আঁখি
হেনকালে সুশর্ম্মা হইল উপনীত।
আপনা হইতে দেখে রাজাকে দুঃখিত॥
কহিতে লাগিল তবে করিয়া বিনয়।
চল শীঘ্র নৃপতি বিলম্ব করা নয়॥
বিরাটরাজারে আমি আনিনু বান্ধিয়া।
অনেক করিল যুদ্ধ গন্ধর্ব্ব আসিয়া॥
সর্ব্বসৈন্য পলাইল গন্ধর্ব্বের ত্রাসে।
একাকী পাইয়া মোরে ধরিলেক কেশে॥
বড় ধর্ম্মশীল রাজ-সভাসদ কঙ্ক।
দয়া করি আমারে সে করিল নিঃশঙ্ক॥
সে গন্ধর্ব্ব যদি রাজা এখানে আসিবে।
মুহূর্ত্তেকে সর্ব্বসৈন্য নিপাত করিবে॥
কোথা দুর্য্যোধন আছে কর্ণ দুঃশাসন।
এইমাত্র শুনি রাজা তাহার বচন॥
গজশুণ্ড ধরি তুলি অন্য গজে মারে।
তুরঙ্গে তুরঙ্গ রথ রথেতে প্রহারে॥
অতি বিপরীত কর্ম্ম দেখি লাগে ভয়।
আসিতে পারয়ে হেথা হেন মনে লয়॥
বিদুর বলিল যত কিছু অন্য নয়।
কীচক মারিয়া কৈল গন্ধর্ব্ব-আলয়॥
ভীষ্ম বলে সুশর্ম্মা যে কহে সত্য কথা।
তিল এক রহিতে না হয় যুক্তি হেথা॥
যে কর্ম্ম করিল আজি বীর ধনঞ্জয়।
দয়া করি না মারিল সদয়-হৃদয়॥

ভীমসেন সঙ্গে যদি থাকিত তাহার।
আজিকার মধ্যে হৈত সবার সংহার॥
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বড় কঠিন-হৃদয়
পলাইয়া গেলে গোড়াইয়া প্রাণ লয়॥
শরণ লইলে সেইক্ষণে প্রাণ হরে।
চল চল শীঘ্র হেথা আসিবারে না পারে॥
এত বলি যে যাহার চড়িয়া বাহনে।
হস্তিনানগরে গেল সবে দুঃখমনে॥
আকাশে অমরগণ অদ্ভুত দেখিয়া।
নিজ নিজ স্থানে গেল পার্থে বাখানিয়া॥

শমীবৃক্ষতলে অর্জ্জুনের পূর্ব্ববেশ ধারণ।

তবে শমীবৃক্ষতলে গেলেন অর্জ্জুন।
পূর্ব্ববৎ বান্ধিয়া রাখেন ধনুগুর্ণ॥
দুই করে শঙ্খ দিল শ্রবণে কুণ্ডল।
কিরীট রাখিয়া বেণী করেন কুন্তল॥
হনূমন্তধ্বজ গেল আকাশেতে চলি।
পার্থ হয়ে সারথি নিলেক কড়িয়ালি॥
উত্তরে চাহিয়া তবে বলে ধনঞ্জয়।
তব সভামধ্যে পঞ্চ পাণ্ডব আছয়॥
লোকে যেন নাহি জানে এ সব বচন।
পিতার অগ্রেতে এই কহিবে কথন॥
বাহুবলে জিনিলাম সব কুরুগণ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ সহ দুর্য্যোধন॥
পিতার সম্মান হবে লোকেতে পৌরুষ।
রাজ্যে যত লোক তব ঘুষিবেক যশ॥
উত্তর বলিল ইহা কিমতে হইবে।
কহিলে কি লোক ইহা প্রত্যয় করিবে॥
যে কর্ম্ম করিলা তুমি আজিকার রণে।
তোমা বিনা করে হেন নাহিক ভুবনে॥
প্রকার করিয়া আমি কহিব পিতারে।
প্রকাশ পর্য্যন্ত কেহ না জানে তোমারে।
তবে পার্থ কহিলেন যাব সন্ধ্যাকালে।
জয়-বার্ত্তা দেহ এক পাঠায়ে গোপালে॥

জয়বার্ত্তা কহে গিয়া পুরীর ভিতর।
তব হেতু আছে সবে চিন্তিত অন্তর॥
এত শুনি উত্তর করে দূত-প্রেরণ।
দ্রুতগতি দূত পুরে চলিল তখন॥
মহাভারতের কথা কে বর্ণিতে পারে।
যেন ভেলা বান্ধি চাহে সিন্ধু তরিবারে॥
শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
সাধুজন চরণেতে বিনয় আমার॥
সাধুলোক গুণকথা সর্ব্বলোকে কয়।
গুণ বিনা অপগুণ সাধু নাহি লয়॥
অতএব ভরসা আমার সাধুজনে।
মূর্খজন জানি ক্ষমা দিবে নিজগুণে॥
কাশীরাম দাস কহে সাধুজন পায়।
পাইব পরম পদ যাহার সহায়॥

বিরাট রাজার স্ব-গৃহে আগমন ও যুধিষ্ঠিরের সহিত পাশাক্রীড়া।

হেথায় বিরাট রাজা ত্রিগর্ত্তে জিনিয়া।
বাদ্য কোলাহলে দেশে উত্তরিল গিয়া॥
অন্তঃপুরে প্রবেশিল বিরাট নৃপতি।
অগ্রসরি নিল আসি যতেক যুবতী॥
একে একে প্রণমিল যত কন্যাগণ।
উত্তরে না দেখি রাজা কহিছে বচন॥
কি কারণে নাহি দেখি কুমার উত্তর।
রাণী বলে বার্ত্তা নাহি জান নরবর॥
তুমি গেলে ত্রিগর্ত্তের যুদ্ধেতে যখন।
উত্তরে কৌরব আসি বেড়িল গোধন॥
গোপালেরা আসিয়া কহিল সমাচার।
শুনি যুদ্ধে চলি গেল উত্তর কুমার॥
দ্বিতীয় না ছিল রথী সারথি না ছিল।
বৃহন্নলারে সারথি করি পুত্র গেল॥
এত শুনি নরপতি শিরে হানে হাত।
বিস্ময় মানিয়া ভাবে মুখে দিয়া হাত॥
কুরুসৈন্যমধ্যে যুদ্ধ করিবে একক।
তাহাতে সারথি বৃহন্নলা নপুংসক॥
এ হেতু আমার চিত্তে হইতেছে ত্রাস।
বৃহন্নলা কৈল যাত্রা লোকে উপহাস॥
যত যোদ্ধাগণ সব যাও দ্রুতগতি।
হয় হস্তী রথী মম যতেক সারথি॥
এতক্ষণ জীয়ে কি না জীয়ে নাহি জানি।
দ্রুত মঙ্গলবার্ত্তা পাঠাবে যেন শুনি॥
এতেক বচন রাজা বলে বার বার।
শুনিয়া উত্তর দিল ধর্ম্মের কুমার॥
চিন্তা না করিহ রাজা উত্তরের প্রতি।
মহাবুদ্ধি বৃহন্নলা আছয়ে সারথি॥
ইন্দ্র আদি সখা যদি করিবে কৌরব।
বৃহন্নলা সারথির নাহি পরাভব॥
এইরূপে রাজাকে প্রবোধে ধর্ম্মসুত।
হেনকালে উপনীত উত্তরের দূত॥
প্রণমিয়া রাজাকে বলয়ে যোড়করে।
উত্তর কুমার রাজা পাঠাইল মোরে॥
কুরুসৈন্য জিনিয়া গোধন ছাড়াইল।
রণে ভঙ্গ দিয়া কুরুগণ পলাইল॥
আসিছে সারথি সহ উত্তর কুমার।
মোরে পাঠাইয়া দিল জয় সমাচার॥
শুনিয়া আনন্দে বিহ্বল হৈল নৃপতি।
ধর্ম্মপুত্র তবে কহিলেন তাঁর প্রতি॥
বড় ভাগ্যে নৃপ শুভ বৃত্তান্ত শুনিলা।
তব পুত্র কুরুসৈন্য জিনিয়া আইলা॥
পূর্ব্বে কহিয়াছি বৃহন্নলা আছে যথা।
কৌরবে জিনিবে এ কোন্ বিচিত্র কথা॥
তবে রাজা আজ্ঞা দিল মন্ত্রিগণ প্রতি।
দূতগণে পুরস্কার কর শীঘ্রগতি॥
কুলের দীপক মম কুমার উত্তর।
কুরুসৈন্য যুদ্ধেতে জিনিল একেশ্বর॥
তার আসিবার পথ কর মনোহর।
উচ্চ নীচ কাটিয়া করহ সমসর॥
দিব্য দিব্য গন্ধ-বৃক্ষ রোপহ দুসারি।
মঙ্গল বাজনা কর নাচুক অপ্সরী॥
যতেক কুমার যাও সুসজ্জ হইয়া।
আগুবাড়ি উত্তর কুমারে আন গিয়া॥

উত্তরাদি কন্যা যত যাহ শীঘ্রতর।
বৃহন্নলা আন গিয়া করিয়া আদর ॥
এতেক রাজার আজ্ঞা পেয়ে মন্ত্রিগণ।
যারে যাহা বলে তাহা করিল তখন ॥
হৃষ্ট হয়ে বলে রাজা চাহি ধর্ম্মকারী।
খেলিব সৈরিন্ধ্রী শীঘ্র আন পাশাসারি ॥
ধর্ম্ম বলিলেন রাজা নহে এ সময়।
হৃষ্টকালে পাশাতে যে চিত্ত স্থির নয় ॥
বিশেষ দেবন ভাল নহে অনুক্ষণ।
সর্ব্বকার্য্য নষ্ট হয় পাশার কারণ ॥
লক্ষ্মীভ্রষ্ট রাজ্য নষ্ট শত্রু হয় বলী :
নানাবিধ কষ্ট লোক পায় পাশা খেলি ॥
শুনিয়াছ তুমি পাণ্ডবের বিবরণ।
এই পাশা হেতু তারা হারে রাজ্যধন ॥
বিরাট কহিল কঙ্ক কহ না বুঝিয়া।
কেবা শত্রু আছে মম বিরোধে আসিয়া ॥
রাজচক্রবর্ত্তী কুরুরাজা দুর্য্যোধন।
হেন জনে জিনিলেক আমার নন্দন ॥
এই শব্দ ভুবনমণ্ডলে প্রচারিল।
পৃথিবীর রাজা শুনি ভয়ে স্তব্ধ হৈল ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন উত্তম কহিলা।
কি ভয় কৌরবে যার যন্তা বৃহন্নলা ॥
এত শুনি ক্রোধভরে বিরাট নৃপতি।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কহে কঙ্ক প্রতি ॥
কুলের তিলক মম কুমার উত্তর।
সংগ্রামে জিনিল যেই একা কুরু নরবর ॥
একবার তার তুই না কহিস্ গুণ।
বৃহন্নলা ক্লীবে বাখানিস্ পুনঃ পুনঃ ॥
কোন্ ছার বৃহন্নলা বাখানিস্ আরে।
তার মত কত জনা আছে মম পুরে ॥
কেবল সহায় মাত্র হইল সংগ্রামে।
কোন্ গুণে প্রশংসা করিস্ নরাধমে ॥
শ্রবণে শুনিতে যোগ্য যেই কথা নহে।
পুনঃ পুনঃ কহিস্ শরীরে কত সহে ॥
কহিতে কহিতে রাজা হৈল ক্রোধমতি।
হাতেতে আছিল পাশা মারে শীঘ্রগতি ॥
অক্ষপাটি প্রহারিল কঙ্কের বদনে।
ফুটিয়া শোণিত বাহিরায় সেইক্ষণে ॥
অক্রোধী অজাতশত্রু ধর্ম্মের নন্দন।
দুই হাতে রুধির ধরেন সেইক্ষণ ॥
নিকটে আছিল কৃষ্ণা বুঝি অভিপ্রায়।
হেমপাত্র শীঘ্র লয়ে যোগায় রাজায় ॥
সেই পাত্র করি রাজা ধরিল শোণিতে।
না দিলেন তাহা যত্নে ভূমিতে পড়িতে ॥
হেনকালে দ্বারেতে উত্তর উপনীত।
দ্বারীরে বলিল নৃপে জানাহ ত্বরিত ॥
উত্তরের আজ্ঞা পেয়ে দ্বারী দ্রুতগতি।
করযোড়ে বার্ত্তা কহে মৎস্যরাজ প্রতি ॥
অবধান নৃপতি কুশল সমাচার।
বৃহন্নলা সহ এল উত্তর কুমার ॥
তব আজ্ঞা হেতু রাজা আছয়ে দুয়ারে।
আজ্ঞা হৈলে ভেটিবেন আসিয়া তোমারে ॥
বার্ত্তা পেয়ে বিরাট কহিল হরষিতে।
বৃহন্নলা সহ পুত্রে আনহ ত্বরিতে ॥
বিরাটের আজ্ঞা পেয়ে চলিল সারথি।
নিকটে ডাকিল তারে ধর্ম্ম নরপতি ॥
নিঃশব্দে কহেন রাজা সারথির কাণে।
দ্রুত গিয়া আন তুমি রাজার নন্দনে ॥
বৃহন্নলারে হেথা না আন কদাচন।
সাবধানে কহিবে না হও বিস্মরণ ॥
এত শুনি সারথি চলিল সেইক্ষণে।
কুমারে বলিল চল রাজ-সম্ভাষণে ॥
বৃহন্নলা এখন যাউক নিজস্থানে।
একেশ্বর চল তুমি রাজ-সম্ভাষণে ॥
বৃহন্নলা যাইবারে কঙ্কের বারণ।
শুনিয়া করেন পার্থ স্বস্থানে গমন ॥
উত্তরে লইয়া দ্বারী গেল সেইক্ষণ।
বাপে নমস্করি চাহে ধর্ম্মের বদন ॥
রক্তধারা বহে মুখে দেখিয়া কুমার।
সম্ভ্রমে বাপেরে কহে হয়ে চমৎকার ॥
কহ তাত কেন দেখি হেন বিপরীত।
ভূমেতে বসিয়া কঙ্ক কেন বিষাদিত ॥

মুখে রক্তধারা বহিতেছে কি কারণ।
কোন্ হেতু কহ তাত হইল এমন ॥
মৎস্যরাজ বলে পুত্র শুনহ কারণ।
তোমার প্রশংসা আমি করি যে যখন ॥
তোমার প্রশংসা কঙ্ক করি অবহেলা।
পুনঃ পুনঃ বাখানয়ে ক্লীব বৃহন্নলা ॥
এই হেতু চিত্তে ক্রোধ হৈল মম তাত।
অক্ষপাটি প্রহারিনু হৈল রক্তপাত ॥
উত্তর বলিল তাত কুকর্ম্ম করিলে।
সামান্য ব্রাহ্মণ বলি কঙ্কেরে জানিলে ॥
এক্ষণে ইহাঁরে যদি সাম্য না করিবে।
নিশ্চয় জানিবে তাত সর্ব্বনাশ হবে ॥
শীঘ্র উঠ তাত অগ্রে প্রবোধ কঙ্কেরে।
যেমত চিত্তেতে ক্রোধ না জন্মে তোমারে
পুত্রের বচনে রাজা উঠি শীঘ্রগতি।
কহিলেন সবিনয়ে ধর্ম্মরাজ প্রতি ॥
অনেক স্তবন রাজা করিল কঙ্কেরে।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমহ আমারে ॥
ধর্ম্ম বলিলেন ব্যস্ত না হও রাজন।
তোমাতে আমার ক্রোধ নাহি কদাচন ॥
আমার হইলে ক্রোধ পূর্ব্বেতে হইত।
এক্ষণে তোমাতে ক্রোধ নাহি কদাচিত ॥
পূর্ব্বেতে তোমারে ক্ষমা করেছি রাজন।
অক্ষপাটি যেইকালে করিলে ঘাতন ॥
আমার ললাটে যেই শোণিত বহিল।
যতনপূর্ব্বক রক্ত পাত্রে ধরা গেল ॥
সেই রক্ত যদ্যপি পড়িত ভূমিতলে।
তবে রাজ্যসহ নাহি থাকিতে কুশলে ॥
আমার শোণিতবিন্দু যেই স্থলে পড়ে।
সেই স্থানের রাজা প্রজা সকলে মরে ॥
উত্তর বলিল তাত কঙ্ক দয়াবান।
কঙ্কের দয়াতে হৈল সবার কল্যাণ ॥
যখন সারথি মোরে আনিবারে গেল।
বৃহন্নলা আসিবারে কঙ্ক নিষেধিল ॥
বৃহন্নলা আসি যদি শোণিত দেখিত।
এখনি জনক বড় অনর্থ হইত ॥

মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
যাহার প্রসাদে সংসারবারি তরি ॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে তরে যেন সকল সংসার ॥

বিরাটরাজার নিকট উত্তর কর্ত্তৃক যুদ্ধের কল্পিত বিবরণ কথন।

তবে মৎস্য নরপতি চাহিয়া কুমার।
জিজ্ঞাসিল কহ তাত যুদ্ধ সমাচার ॥
যে কর্ম্ম করিলে তুমি অদ্ভুত সংসারে।
দুর্জ্জয় সে কুরুসৈন্য জিনিলে সমরে ॥
তোমার সমান পুত্র নহিল নহিবে।
তোমার মহিমা যশ সংসারেতে রবে ॥
কহ তাত কেমনে জিনিলে কুরুগণে।
কর্ণ মহাবীর বলি বিখ্যাত ভুবনে ॥
দেব দৈত্য অগ্রে যার রণে নহে স্থির।
কিমতে জিনিলে হেন কুরু মহাবীর ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য আর দুর্য্যোধন।
এক এক মহাবীর দ্বিতীয় শমন ॥
এই যে আশ্চর্য্য মম হইতেছে মনে
কিমতে করিলে যুদ্ধ তাহাদের সনে ॥
উত্তর বলিল তাত কর অবধান।
যখন সমরে আমি করিনু পয়ান ॥
বহু সৈন্য দেখিয়া হইল মম ভয়।
হেনকালে আসে এক দেবের তনয় ॥
আপনি হইয়া রথী করিলেন রণ।
কুরুবল সমরে জিনিল সেইজন ॥
অদ্ভুত তাঁহার কর্ম্ম নাহি দেখি শুনি।
একমুখে কি কহিব তাঁহার কাহিনী ॥
লণ্ডভণ্ড করিলেক অপ্রমিত সেনা।
যতেক পড়িল তাত নাহিক গণনা ॥
দয়া করি তোমা আমা সঙ্কটেতে তারি।
কুরুসৈন্য হৈতে গাভী দিলেন উদ্ধারি ॥
নাহি জিনি আমি পিতা কুরুসেনাগণ।
নাহি মুক্ত করি আমি একটি গোধন ॥

শুনিয়া কহিল রাজা কহ পুত্র মোরে।
কি হেতু সে দেবপুত্র রাখিল তোমারে ॥
কোথায় নিবাস তাঁর গেল সে কোথায়।
পুনর্ব্বার দেখা কি পাইব আমি তায় ॥
উত্তর বলিল তিনি আছে এই দেশে।
আজি কিম্বা কালি কিম্বা তৃতীয় দিবসে ॥
হেথায় আসিবে সেই দেবের নন্দন।
শুনিয়া বিরাটরাজা আনন্দিত মন ॥
অন্তঃপুরে যান পার্থ যথা কন্যাগণ।
উত্তরাকে দিল যত আনিল বসন ॥
যার যে নিবাস স্থানে নিবসিল গিয়া।
সকলেতে রহে কৃষ্ণপদ ধেয়াইয়া ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

বিরাট-সিংহাসনে যুধিষ্ঠিরের রাজা হওন ও অজ্ঞাতবাস মোচন এবং বিরাটের সহিত পরিচয়।

রাত্রিতে পাণ্ডবেরা মিলিলে ছয়জন।
জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুনেরে ধর্ম্মের নন্দন ॥
শুনিলাম বহু সৈন্য যুদ্ধেতে মারিলে।
পরকার্য্যে কেন এত জ্ঞাতিবধ কৈলে ॥
অর্জ্জুন বলেন অবধান নরনাথ।
দুর্য্যোধন দোষে সৈন্য হইল নিপাত ॥
এতেক দুর্গতি পেয়ে শান্ত নাহি হয়।
নাহি দিবে রাজ্য রণ করিবে নিশ্চয় ॥
যুধিষ্ঠির কহিল কি প্রকারে জানিলে
না দিবে রাজ্য তোমা কোন্ জন কৈলে ॥
পার্থ বলে অস্ত্রমুখে জিজ্ঞাসিলে দ্রোণে।
না করিবে সন্ধি জানি দ্রোণের বচনে ॥
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিমর্ষ বদন।
এ কর্ম্ম করিলে ভাই কিসের কারণ ॥
না জানি অজ্ঞাত শেষ কতদিনে হয়।
ইতিমধ্যে কি প্রকারে দিলে পরিচয় ॥
কহ সহদেব শীঘ্র গণিয়া পঞ্জিকা।
দ্বাদশ বৎসর শেষ অজ্ঞাতের লেখা ॥
অজ্ঞাত বৎসর কিছু যদি থাকে শেষ।
তবে পুনঃ আমরা যাব যে অরণ্যদেশ ॥
সহদেব বলে অজ্ঞাত হয়েছে শেষ।
চতুর্দ্দশ বৎসরের বিংশতি প্রবেশ ॥
যুধিষ্ঠির আনন্দে কহেন সহদেবে।
শুভদিন উদয় হইবে ভাই কবে ॥
সহদেব কহিলেন করিয়া গণন।
আষাঢ় পূর্ণিমা তিথি দিন শুভক্ষণ ॥
নক্ষত্র উত্তরাষাঢ়া ইন্দ্রনামে যোগ।
বৃহস্পতি বাসরে মাসের অর্দ্ধভোগ ॥
সহদেববাক্যে ধর্ম্ম হইল সম্মত।
যথাস্থানে যান সবে নিশা অর্দ্ধগত ॥
তদন্তরে তাহার তৃতীয় দিনান্তরে।
পুণ্যতীর্থে স্নান করি পঞ্চ সহোদরে ॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করেন ভূষণ।
মুকুট কুণ্ডল হার অঙ্গদ কঙ্কণ ॥
বিরাটরাজার রাজসিংহাসনোপরি।
শুভলগ্ন বুঝিয়া বসেন ধর্ম্মচারী ॥
বামভাগে বসিল দ্রুপদ-রাজসুতা।
দক্ষিণেতে বৃকোদর ধরে দণ্ডছাতা ॥
করযোড়ে অগ্রেতে রহেন ধনঞ্জয়।
চামর ঢুলায় দুই মাদ্রীর তনয় ॥
সভাতে রাজার যত সভাপাল ছিল।
দেখি শীঘ্র গিয়া মৎস্যরাজেরে কহিল ॥
শুনিয়া বিরাটরাজা ধায় ক্রোধভরে।
সুপার্শ্বক মুদিরাক্ষ সঙ্গে সহোদরে ॥
শ্বেত শঙ্খ এল দুই রাজার নন্দন।
উত্তর কুমার শুনি ধায় সেইক্ষণ ॥
যত মন্ত্রী সেনাপতি পাত্রভৃত্যগণ।
বার্ত্তা শুনি ধাইয়া আইল সেইক্ষণ ॥
পাণ্ডবেরে দেখিয়া বিস্মিত সভাজন।
পঞ্চগোটা ইন্দ্র যেন হয়েছে শোভন ॥
জলদগ্নি সম তেজ পাণ্ডবে দেখিয়া।
মুহূর্ত্তেক রহে রাজা স্তম্ভিত হইয়া ॥

কতদূরে উত্তর পড়িল ভূমিতলে
কৃতাঞ্জলি প্রণমিয়া স্তুতিবাক্য বলে ॥
দেখিয়া বিরাটরাজা কুপিত অন্তর।
কঙ্কে চাহি কহিলেন কর্কশ উত্তর ॥
হে কঙ্ক কি হেতু তব এই ব্যবহার।
কি হেতু বসিলা তুমি আসনে আমার ॥
ধর্ম্মজ্ঞ সুবুদ্ধি বলি বসাই নিকটে.
কোন্ জ্ঞানে বসিলে আমার রাজপাটে ॥
প্রথমে বলিলে তুমি আমি ব্রহ্মচারী.
ভূমিতে শয়ন করি ফলমূলাহারী ॥
কোন দ্রব্যে আমার নাহিক অভিলাষ।
এখন আপন ধর্ম্ম করিলে প্রকাশ ॥
অনুগ্রহ করিয়া করিনু সভাসদ।
এবে ইচ্ছা হৈল লৈতে মম রাজপদ ॥
না বুঝিয়া বসিলে অবিদ্যমানে মোর।
বিদ্যমানে আমার সম্ভ্রম নাহি তোর ॥
আর দেখ আশ্চর্য্য সকল সভাজনে।
সৈরিন্ধ্রীরে বসাইল আমার আসনে ॥
মোরে নাহি ভয় করে নাহি লোকলাজ
পরস্ত্রী লইয়া বৈসে রাজসভা মাঝ ॥
কহ বৃহন্নলা কেন অন্তঃপুর ছাড়ি।
কঙ্কের সম্মুখে দাণ্ডাইলে কর যুড়ি ॥
হে বল্লব সূপকার তোমার কি কথা
কার বাক্যে কঙ্কোপরে ধর তুমি ছাতা ॥
অশ্বপাল গোপালের কিবা অভিপ্রায়।
এ দোঁহে কঙ্কেরে কেন চামর ঢুলায় ॥
হে সৈরিন্ধ্রী জানিলাম তোমার চরিত্র।
গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা তুমি পরম পবিত্র ॥
এখন কঙ্কের সহ হেন ব্যবহার।
নাহি লজ্জা ভয় কিছু অগ্রেতে আমার ॥
বাপের বচন শুনি পুত্র ভীতমন।
আঁখি চাপি বাপেরে করিল নিবারণ ॥
কুমারের ইঙ্গিত না বুঝিল রাজন।
উত্তরে চাহিয়া বলে সক্রোধ বচন ॥
কহ পুত্র তোমার এ কেমন চরিত।
পুত্র হয়ে কেন এমত অনীত ॥

কঙ্কের অগ্রেতে করিয়াছ যোড়হাত।
মুখে স্তুতিবাক্য ঘন ঘন প্রণিপাত ॥
সেই দিন হৈতে তব বুদ্ধি হৈল আন।
কুরু হৈতে যেদিন গোধন কৈলে ত্রাণ ॥
আমা হৈতে শতগুণে কঙ্কের ভকতি।
নহিলে এ কর্ম্ম করে কঙ্কেতে শকতি ॥
পুনঃ পুনঃ বিরাট কহেন কটূত্তর।
কোপেতে কম্পিতকায় বীর বৃকোদর ॥
নিষেধ করেন ধর্ম্ম ইঙ্গিতে ভীমেরে.
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর কহিলেন ধীরে ॥
যা বলিলে নরপতি মিথ্যা কিছু নয়।
তোমার আসন কি ইহাঁর যোগ্য হয় ॥
যে আসনে ত্রিভুবনে সবে নমস্করে।
ইন্দ্র যম বরুণ শরণ লয় ডরে ॥
অখিল ঈশ্বর যেই দেব জগন্নাথ।
ভূমি লুঠি যে চরণে করে প্রণিপাত ॥
যে আসনে সতত বৈসেন যেই জন।
কিমতে তাঁহার যোগ্য হয় এ আসন ॥
বৃষ্ণি ভোজ অন্ধক কৌরব আদি করি।
সপ্তবংশ সহ সদা থাটেন শ্রীহরি ॥
পৃথিবীতে যত বৈসে রাজরাজেশ্বর।
ভয়েতে শরণ লয় দিয়া রাজকর।
দানেতে দরিদ্র না রহিল পৃথিবীতে।
নির্ভয় অদুঃখী প্রজা যাঁর পালনেতে ॥
অষ্টাশী সহস্র দ্বিজ ভুঞ্জে অনুদিন।
যে দ্রব্য যাহার ইচ্ছা খায় ইচ্ছাধীন ॥
ভীমার্জ্জুন পৃষ্ঠভাগ রক্ষিত যাঁহার।
দুই ভিতে রামকৃষ্ণ মাদ্রীরকুমার ॥
পাশাতে যে রাজ্য দিয়া ভাই দুর্য্যোধনে।
ভ্রমিলেন দ্বাদশ বৎসর তীর্থবনে ॥
হেন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
তোমার আসনযোগ্য হয় কি ইহাঁর ॥
শুনিয়া বিরাট রাজা মানি চমৎকার।
অর্জ্জুনেরে কহিলেন বল আরবার ॥
ইনি যদি যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অধিকারী।
কোথায় ইহার আর সহোদর চারি ॥

কোথায় দ্রুপদকন্যা কৃষ্ণা গুণবতী।
সত্য কহ বৃহন্নলা এ সব ভারতী ॥
অর্জ্জুন বলেন হের দেখ নরপতি।
তব সূপকার যেই বল্লব খেয়াতি ॥
যাঁহার প্রহারে যক্ষ রাক্ষস কম্পিত।
ব্যাঘ্র সিংহ মল্ল আদি তোমার বিদিত ॥
মারিল কীচক যেই তোমার শ্যালক।
দেখ এই বৃকোদর জ্বলন্ত পাবক ॥
অশ্বপাল গোপালক যেই দুই জন।
সেই দুই ভাই এই মাদ্রীর নন্দন ॥
এই পদ্মপলাশাক্ষী সুচারু-হাসিনী।
পাঞ্চাল রাজার কন্যা নাম যাজ্ঞসেনী ॥
যার ক্রোধে শত ভাই কীচক মরিল।
সৈরিন্ধ্রীর বেশে তব গৃহেতে বঞ্চিল ॥
আমি ধনঞ্জয় ইহা জানহ রাজন।
শুনিয়া বিরাটরাজা বিচলিত মন ॥
উত্তর বলয়ে তবে করিয়া বিনয়।
তব ভাগ্য দেখ তাত কহনে না যায় ॥
পঞ্চ ভাই আর কৃষ্ণা আজ্ঞাবর্ত্তী তাত।
বৎসরেক তব গৃহে বঞ্চিল অজ্ঞাত ॥
মহাবল কীচকে হেলায় নিপাতিল।
সুশর্ম্মারে ধরি আনি তোমা মুক্ত কৈল ॥
পূর্ব্বে তব পিতৃগণ বহু পুণ্য কৈল।
তেঁই হেন নিধি তাত গৃহেতে আইল।
শীঘ্রগতি চরণে শরণ লহ তাত।
এত বলি উত্তর করিল প্রণিপাত ॥
শুনিয়া বিরাটরাজা সজল নয়ন।
সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চ হৈল গদগদ বচন ॥
ঊর্দ্ধ্ব বাহু করি তবে পড়ে কতদূরে।
পুনঃ পুনঃ উঠে পড়ে ধূলায় ধূসরে ॥
সবিনয়ে বলে রাজা করি যোড়পাণি।
বহু অপরাধী আমি ক্ষম নৃপমণি ॥
রাজ্য দারা ধন মম যত পুত্র আগে।
করিলাম সমর্পণ তব পদযুগে ॥
শুনিয়া সদয় হয়ে ধর্ম্মের নন্দন।
আজ্ঞা করিলেন পার্থে তুলহ রাজন ॥
অর্জ্জুন ধরিয়া তারে তোলে সেইক্ষণে।
সান্ত্বাইল নরপতি মধুর বচনে ॥
সর্ব্বকাল ধর্ম্মরাজ তোমারে সদয়।
তোমার পুরেতে আসি লইনু আশ্রয় ॥
বিরাট কহিল যদি করিলে প্রসাদ।
ক্ষমা কর আমাদের যত অপরাধ ॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন কেন হেন কহ।
বহু উপকারী তুমি অপরাধী নহ ॥
নিজগৃহ হতে সুখ তব গৃহে পাই।
তোমার সমান বন্ধু নাহি কোন ঠাঁই ॥
বিরাট বলিল যদি হৈলে কৃপাবান।
এক নিবেদন মম আছে তব স্থান ॥
উত্তরা নামেতে কন্যা আমার আছয়।
তাহাকে বিবাহ কর বীর ধনঞ্জয় ॥
শুনি যুধিষ্ঠির চাহিলেন ধনঞ্জয়।
অর্জ্জুন বলেন কন্যা মম যোগ্য নয় ॥
শুনিয়া বিরাটরাজা হইল ব্যথিত।
সবিনয়ে অর্জ্জুনেরে জিজ্ঞাসে ত্বরিত ॥
কহ মহাবীর কি আমার আছে বাদ।
দারা পুত্র দোষী কি কন্যার অপরাধ ॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা কহ না বুঝিয়া।
বৎসরেক পড়াইনু আচার্য্য হইয়া ॥
দীক্ষা শিক্ষা জন্মদাতা একই সমানে।
না করিল মোরে লজ্জা শিক্ষাদাতা জ্ঞানে
কিন্তু দুষ্ট লোকে আমি বড় ভয় করি।
বলিবেক পার্থ ছিল নারীবেশ ধরি ॥
বৎসরেক নারী সহ ছিল নারীবেশে।
শয়ন গমন কিছু না জানি বিশেষে ॥
এই হেতু মম বড় ভয় হয় মনে।
বিবাহ করিলে নিন্দা দুষ্টের বচনে ॥
তুমিও পবিত্র তব কন্যা গুণবতী।
তব কন্যাযোগ্য অভিমন্যু মহামতি ॥
অস্ত্রে শস্ত্রে সুপণ্ডিত বিক্রমে কেশরী।
তব কন্যা তার যোগ্য উত্তরা সুন্দরী ॥
অভিমন্যু যোগ্য পাত্র ইথে নাহি আন।
মম পুত্রে নৃপতি করহ কন্যাদান ॥

যুধিষ্ঠিরে বলিলেন বিরাটের তরে।
দ্বারকানগরে দূত পাঠাও সত্বরে ॥

উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ।

তবে ধর্ম্ম আজ্ঞায় চলিল দূতগণ।
রাজ্যে রাজ্যে যথা যথা বৈসে বন্ধুজন ॥
পাণ্ডবের কথা শুনি যত বন্ধুগণ।
শ্রুতমাত্রে মৎস্যদেশে করিল গমন ॥
দ্বারকা হইতে কৃষ্ণ সপ্তবংশ লৈয়া।
রামকৃষ্ণ দুই ভাই গরুড়ে চড়িয়া ॥
প্রদ্যুম্ন সাত্যকি শাম্ব গদা আদি করি।
সত্যভামা রুক্মিণী প্রভৃতি যত নারী ॥
সুভদ্রা সৌভদ্র আর যতেক সারথি।
সহ পরিবারে আইলেন লক্ষ্মীপতি ॥
আইল পাঞ্চাল হতে দ্রুপদ রাজন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ পঞ্চ কৃষ্ণার নন্দন ॥
উগ্রসেন বসুদেব উদ্ধব অক্রূর।
সর্ব্ব রাজা উত্তরিল বিরাটের পুর ॥
নানাধৃতি সুকৃতি কৌতুক নরপতি।
ঝিল্ল উপঝিল্ল তথা এল শীঘ্রগতি ॥
মাতাসহ অভিমন্যু অর্জ্জুন-নন্দন।
চিত্রসেন সারথি আইল সেইক্ষণ ॥
বৃষ্ণিভোজ উলুকাদি যত সেনাপতি।
পুরী সহ শ্রীগোবিন্দ আইলেন তথি ॥
গজ দশ সহস্র তুরঙ্গ তিন লক্ষ।
এক লক্ষ রথে চড়ি আসে সর্ব্বপক্ষ ॥
দশ লক্ষ চর আসে পদাতিকগণ।
স্বয়ং কৃষ্ণ আইলেন বিরাট ভবন ॥
গোবিন্দেরে দেখি পঞ্চ পাণ্ডব সানন্দ।
চকোর পাইল যেন পূর্ণিমার চন্দ্র ॥
আলিঙ্গন দিয়া রাজা কৃষ্ণে না ছাড়েন।
দুই ধারা নয়নেতে অশ্রু বরিষেন ॥
অশ্রুজলে গোবিন্দের ভাসে পীতবাস।
মুখেতে না স্ফুরে বাক্য গদগদ ভাষ ॥
সবারে করেন পূজা রাজা মহাশয়।
প্রত্যেকে সবারে দেন উত্তম আলয় ॥
উৎসব করিল তবে বিবাহ কারণ।
নট নটী নৃত্য করে বিবিধ বাজন ॥
নানা বস্ত্র ভূষণ কন্যারে পরাইল।
রোহিণী চন্দ্রমা যেন একত্র মিলিল ॥
সর্ব্বগুণে সুলক্ষণা উত্তরা যে নাম।
অভিমন্যু সঙ্গে মিলে যেন রতি কাম ॥
অর্জ্জুন তনয় অভিমন্যু মহামতি।
কৃষ্ণভাগিনেয় বসুদেবের যে নাতি ॥
ভক্তিভাবে মৎস্যরাজ করে কন্যাদান।
রথ গজ অশ্ব দিল প্রধান প্রধান ॥
এক লক্ষ দিল গজ রত্ন সিংহাসন।
প্রবাল মুকুতা রত্ন দিল নানা ধন ॥
হেনমতে সবান্ধবে কুতূহলমনে।
ধর্ম্ম নিবসয়ে সুখে বিরাটভবনে ॥
বিদায় করেন ধর্ম্ম যত রাজগণ।
যে যাহার দেশে সব করিল গমন ॥
শ্রীকৃষ্ণ রহেন তথা আর অভিমন্যু।
বিদায় করেন কৃষ্ণ আর যত সৈন্য ॥
যত যদুনারী সর্ব্ব গেল দ্বারকারে।
বলভদ্র আদি করি যতেক কুমারে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
পাণ্ডবের অভ্যুদয় শুনে যেই জন।
সর্ব্বদুঃখে তরে সেই ব্যাসের বচন ॥
কোটি ধেনু দান সম শ্রবণেতে ফল।
তরয়ে আপদ হৈতে শরীর নির্ম্মল ॥
হরিকথা শ্রবণেতে সর্ব্বপাপ যায়।
আদ্য অন্ত হৈতে যেবা হরিগুণ গায় ॥
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত।
বিরাটপর্ব্বের কথা হৈল সমাপিত ॥

বিরাটপর্ব্ব সমাপ্ত।

সচিত্র অষ্টাদশপর্ব্ব
মহাভারত

উদ্যোগপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

দুর্য্যোধনের প্রতি ভীষ্মাদির হিতোপদেশ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ তপোধন।
সত্য হতে মুক্ত যদি হৈল পঞ্চজন॥
আপন রাজ্যের অংশ লাভের কারণ।
কহ কিবা করিলেন পিতামহগণ॥
ধৃতরাষ্ট্রে আর দুর্য্যোধনে বুঝাবারে।
কোন্ দূত পাঠালেন হস্তিনানগরে॥
উত্তর গোগ্রহ যুদ্ধে কৌরব প্রধান।
অর্জ্জুনের স্থানে পেয়ে বহু অপমান॥
শিবিরে আসিয়া কিবা করিল বিচার।
কহ শুনি মুনিবর করিয়া বিস্তার॥
মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
যুদ্ধে পরাভূত হয়ে কৌরবতনয়॥
দণ্ডভঙ্গ হয়ে রাজা আইল শিবিরে।
মহামনস্তাপ হেতু দুঃখিত অন্তরে॥
অধোমুখ হয়ে রাজা বসিল সভাতে।
অন্তরেতে মহাদুঃখ লাগিল ভাবিতে॥
একা পার্থ করিলেন সবাকারে জয়।
ব্যাকুল কৌরবপতি পেয়ে লজ্জা ভয়॥
কর্ণ বলিলেন রাজা ত্যজ চিন্তা মনে।
উপায়ে মারিব পঞ্চ পাণ্ডুপুত্রগণে॥
বাসব উপায়ে বৃত্রাসুরেরে মারিল।
উপায় করিয়া শিব ত্রিপুরে বধিল॥
বিনা উপায়েতে সিদ্ধ না হয় রাজন।
উপায় সৃজিয়া মার পাণ্ডুপুত্রগণ॥
বিরাট নগরে দূত দেহ পাঠাইয়া।
পাণ্ডবে হেথায় আন কপট করিয়া॥
মুখ্য মুখ্য সেনাপতি যত বীরগণে।
সঙ্কেত করিয়া তুমি রাখ এইখানে॥
বিরাট দ্রুপদ আর ভাই পঞ্চজন।
ভোজন কারণে রাজা কর নিমন্ত্রণ॥
সূপকারগণে সবে সঙ্কেত করহ।
অন্নপান সনে বিষ সবাকারে দেহ॥
বিষপানে হীনবল হবে সর্ব্বজন।
যতেক প্রহরী বেড়ি করিবে নিধন॥
পূর্ব্বাপর আছে হেন শাস্ত্রের বিহিত।
বলে ছলে শত্রুকে মারিবে সুনিশ্চিত॥
ছল করি ফলমধ্যে রহি পুরন্দর।
নমুচি দানবে পাঠাইল যমঘর॥
সে কারণে এই যুক্তি কহিনু তোমারে
মারহ পাণ্ডুর পুত্র বুদ্ধি অনুসারে॥
নতুবা সৈন্যের সহ সাজ নরপতি।
বিরাটনগরে চল যাইব সম্প্রতি॥
বিরাটের পুরী সব চৌদিকে বেড়িয়া।
অগ্নি দিয়া পাণ্ডবেরে মার পোড়াইয়া॥
এইমত বিধান করহ নরবর।
বিলম্ব উচিত নহে করহ সত্বর॥
রাজা বলে যত কহ নাহি লয় মনে।
কার শক্তি মারিবে পাণ্ডব পঞ্চজনে॥
যতেক উপায় আমি করিলাম পূর্ব্বে।
কপট পাশাতে তার হরিলাম সর্ব্ব॥

পাঠাইনু বনবাসে দ্বাদশ বৎসর।
বৎসরেক অজ্ঞাতে বসতি তার পর॥
সভামাঝে পাণ্ডবেরা কৈল সেই পণ।
তাহাতে হইল মুক্ত দৈব নিবন্ধন॥
আমার উপায় যত হইল বিফল।
এখন সহায় তবে হৈল মহাবল॥
যে হৌক সে হৌক যুদ্ধ করিলাম পণ।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন॥
প্রতিজ্ঞা আমার এই না হইবে আন।
ইহার উপায় সখা করহ বিধান॥
যাবৎ না মরে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
রাজ্যে রাজ্যে দূতগণে করহ প্রেরণ॥
নিবসে যতেক রাজা মম অধিকারে।
যুদ্ধ হেতু বরিয়া আনহ সবাকারে॥
সবা হৈতে প্রধান সুমন্ত্র নরপতি।
কলিঙ্গ কামোদ ভোজ বাহ্লীক প্রভৃতি॥
সুশর্ম্মা নৃপতি আদি যত রাজাগণ।
যুদ্ধ হেতু সবাকারে করহ বরণ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী করহ সাজন।
হইবে অবশ্য যুদ্ধ না হবে খণ্ডন॥
অস্ত্র শস্ত্র বহুবিধ করহ সঞ্চয়।
মিত্রামিত্র বলাবল করহ নির্ণয়॥
রাজার বচন শুনি রাধার নন্দন।
সাধু সাধু বলি তারে প্রশংসে তখন॥
উত্তম বলিলে যুক্তি নিল মম মনে।
তুমি হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি বলে গুণে॥
ক্ষত্রধর্ম্ম-শাস্ত্র যত আছে পূর্ব্বাপর।
ক্ষত্রিয় হইয়া যুদ্ধে না করিবে ডর॥
সে কারণে ক্ষত্রধর্ম্ম করহ উদয়।
যুদ্ধ হেতু বরহ যতেক রাজচয়॥
হয় বা না হয় যুদ্ধ বিধির লিখন।
সৈন্য সমাবেশ কর না ছাড় বিক্রম॥
এত শুনি আজ্ঞা দিল ডাকি অনুচরে।
রাজগণে পত্র লিখি দিল সবাকারে॥
অনন্তরে কহিলেন গঙ্গার তনয়।
যে যুক্তি করিলে মম মনে নাহি লয়॥
ভাই ভাই বিচ্ছেদ হইতে না যুয়ায়।
হিত উপদেশ রাজা কহিব তোমায়॥
মান বৃদ্ধি নাই ইথে না হইবে যশ।
হারিলে জিনিলে তুল্য না হবে পৌরুষ॥
অতএব যুদ্ধে রাজা নাহি প্রয়োজন।
পাণ্ডব সহিত সবে করহ মিলন॥
পাণ্ডব তোমার কিছু অহিত না করে।
আপন ইচ্ছায় ভাগ যে দিবে তাহারে॥
তাহা পেয়ে সুখী হবে ভাই পঞ্চজন।
এখন এমত বুদ্ধি না কর রাজন॥
পাশায় জিনিয়া তার নিলে সর্ব্বধন।
তবু তারা তোমা প্রতি নহে ক্রোধমন॥
যে সত্য করিল তারা সবার সাক্ষাতে।
ধর্ম্ম অনুসারে মুক্ত হইল তাহাতে॥
পূর্ব্বে তা সবার যেই ছিল অধিকার।
তাহা ছাড়ি দিতে হয় উচিত তোমার॥
তাহাতে প্রবোধ যদি নহে কদাচন।
তবে যাহা মনে লয় করিহ তখন॥
পূর্ব্বে অঙ্গীকার তুমি করিলে আপনে।
সত্য হৈতে মুক্ত যদি হয় কদাচনে॥
পুনঃ আসি রাজ্য তব লইবে পাণ্ডব।
সেইকালে সাক্ষাতেতে ছিনু মোরা সব॥
এক্ষণে যাহাতে তুষ্ট কুন্তীপুত্র সব।
তাহা দিয়া রাজা তুমি প্রবোধ পাণ্ডব॥
ভীষ্মের এতেক বাক্য শুনি দুর্য্যোধন।
ক্ষণেক থাকিয়া তবে বলিল বচন॥
শত্রুকে ভজিব আমি মনে নাহি লয়।
যে হৌক সে হৌক যুদ্ধ করিব নিশ্চয়॥
ভীষ্ম বলিলেন তবে যাহা ইচ্ছা কর।
না শুনিলে উপদেশ যুদ্ধানলে মর॥
অনন্তরে দ্রোণ কৃপ বাহ্লীক রাজন।
ধৃষ্টকেতু ধৃতরাষ্ট্র গুরুর নন্দন॥
বিদুর প্রভৃতি আর যত মন্ত্রিগণ।
একে একে দুর্য্যোধনে কহিল বচন॥
ভীষ্ম যে কহিল তাহা কর মহারাজ।
ভাই ভাই বিরোধে না হয় ভদ্রকাজ॥

কুলক্ষয় হইবেক লোকে অপমান।
ইহাতে পৌরুষ কিছু না হয় বিধান॥
আপন পৈতৃক ভাগ যে হয় উচিত।
তাহা দাও পাণ্ডবেরে শাস্ত্রের বিহিত॥
যে সত্য করিল তারা সবার গোচর।
তাহাতে হইল মুক্ত পঞ্চ সহোদর॥
পূর্ব্বে যেই অধিকার ছিল তাঁদবার।
সেই ইন্দ্রপ্রস্থ তুমি দাও পুনর্ব্বার॥
যে করিলে অপমান না করিল মনে।
অন্য কেহ হৈলে নাহি সহিত কখনে॥
দেবাসুর নরমধ্যে বিখ্যাত পঞ্চজন।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারে ত্রিভুবন॥
উত্তর গোগ্রহে যুদ্ধ দেখিলে আপনে।
একেশ্বর ধনঞ্জয় সবাকারে জিনে॥
বিরাটের গাভীগণ মুক্ত করি দিল।
দয়ায় অর্জ্জুন বীর কারে না মারিল॥
তোমারে আক্রোশ যদি থাকিত তাহার।
তবে কেন সংগ্রামে করিল পরিহার॥
অনন্তরে অরণ্যেতে গন্ধর্ব্ব-প্রধান।
ধরিয়া তোমারে লয়ে করিল প্রয়াণ॥
মুখ্য মুখ্য ছিল তব যত সেনাপতি।
ছাড়াইতে না হইল কাহার শকতি॥
তোমারে আক্রোশ যদি পাণ্ডবের ছিল।
তবে কেন পার্থ তোমা মুক্ত করি দিল॥
যদি বল উত্তর গোগ্রহে ধনঞ্জয়।
পরকার্য্যে অপমান করিল আমায়॥
দ্রৌপদীর বাক্য পার্থ নারে খণ্ডিবারে।
সেই হেতু গাভী মুক্ত করিল প্রকারে॥
ভাই ভাই যুদ্ধে কিছু নাহি অপমান।
জয় পরাজয় মানি একই সমান॥
কহিলে পরম শত্রু মোর পঞ্চজন।
তাহারে ভজিলে হয় কুযশ ঘোষণ॥
তুমি শত্রুভাব কর তাহারা না করে।
জ্ঞাতিমধ্যে যেইজন অধিক বল ধরে॥
সে হয় প্রধান রাজা কহিনু নিশ্চয়।
পূর্ব্বের কাহিনী শুন কহি যে তোমায়॥
ত্রেতাযুগে ছিল রাজা লঙ্কার ঈশ্বর।
বাহুবলে জিনে সেই এই চরাচর॥
ক্ষত্রবংশ চূড়ামণি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তাঁহাদের সহ দ্বন্দ্বে হইল নিধন॥
মুখ্য মুখ্য ছিল তার যত সেনাগণ।
শক্তি না হইল কার করিতে মোচন॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম শাস্ত্রেতে বাখানে।
হিংসা সম পাপ নাহি বলে জ্ঞানী জনে॥
অগ্র হৈতে হিংসাবুদ্ধি যেই জন করে।
পঞ্চ মহাপাপ আসি বেড়য়ে তাহারে॥
জগতে অকীর্ত্তি ঘোষে লোকে নাহি মান।
কহিব পূর্ব্বের কথা কর অবধান॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ইন্দ্রের জন্ম ও তৎকর্ত্তৃক গুরুপত্নী হরণ ও গৌতমের অভিশাপ।

অদিতি দক্ষের কন্যা কশ্যপগৃহিণী।
পুত্রবাঞ্ছা করি দেবী ভজে শূলপাণি॥
প্রত্যক্ষ হইয়া বর যাচেন শঙ্কর।
মাগিল অদিতি বর করি যোড়কর॥
মম গর্ভে হবে যেই পুত্রের উৎপত্তি।
ত্রিভুবন মধ্যে যেন হয় মহামতি॥
নাগ নর সুর আদি প্রজাপতিগণ।
সবে পূজা করে যেন তাহার চরণ॥
স্বস্তি বলি তারে বর দেন শূলপাণি।
স্বামীরে কহিল তবে দক্ষের নন্দিনী॥
আমারে দিলেন বর দেব পঞ্চানন।
ত্রিভুবনে রাজা হবে তোমার নন্দন॥
কশ্যপ বলিল শিববাক্য মিথ্যা নয়।
মহাবলবন্ত হবে তোমার তনয়॥
ত্রিভুবন মধ্যে সেই হইবেক রাজা।
এ তিন ভুবনে লোক করিবেক পূজা॥
স্বামীর নিকটে কন্যা পাইল সম্মান।
কতদিনে অদিতি করিল ঋতুস্নান॥

স্বামী সঙ্গে রতিকেলি কুতূহলে করে।
বিষ্ণু অংশে পুত্র আসি জন্মিল উদরে ॥
পরম সুন্দর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল
ইন্দ্র বলি নাম তার মুনিবর দিল ॥
দ্বাদশ আদিত্য তবে জন্মিল বিশেষে।
যাহার উদয়ে দিন আপনি প্রকাশে ॥
কত দিনান্তরে তবে দক্ষের নন্দিনী।
ঋতুস্নান করিয়া স্বামীরে বলে বাণী ॥
রতি করিলেন মুনি দক্ষের কন্যায়।
গর্ভেতে পবন আসি জন্মিল তাহায় ॥
কহিলেন ভার্য্যারে কশ্যপ তপোধন।
ত্রিভুবন ব্যাপিবেক তব এ নন্দন ॥
ছোট বড় জীব জন্তু আছয়ে যতেক।
সর্ব্বভূতে হইবেক নন্দন প্রত্যেক ॥
ইহা সম বলবন্ত কেহ না হইবে।
সকল সংসার এই ব্যাপিত করিবে ॥
শুনি আনন্দিত হৈল দক্ষের নন্দিনী।
স্বর্গলোকে তার পর যান মহামুনি ॥
কতদিনে নারদ আইল সুরপুরে।
সঙ্কেতে ডাকিয়া মুনি বলিল ইন্দ্রেরে ॥
তোমার মায়ের গর্ভে হবে যেই জন।
জন্মমাত্র করিবেক জগত ব্যাপন ॥
মহাবলবন্ত হবে বিখ্যাত ত্রিলোকে।
এ তিন ভুবনে লোক পূজিবে ইহাকে ॥
ইহা বলি যথাস্থানে যান তপোধন।
বিস্ময় মানিয়া ইন্দ্র ভাবে মনে মন ॥
এইক্ষণে না করিলে সংহার ইহার।
জন্মিলে অনেক মন্দ করিবে আমার ॥
এতেক বিচার চিত্তে বাসব করিল।
সূক্ষ্মরূপে জননীর গর্ভে প্রবেশিল ॥
যেইকালে নিদ্রাগতা দক্ষের নন্দিনী।
সে গর্ভ কাটি ইন্দ্র করে সাতখানি ॥
পুনঃ এক খানি কাটিলেন সাত বার।
তাহাতে হইল ঊনপঞ্চাশ প্রকার ॥
চিত্তেতে সানন্দ ইন্দ্র হৈল অতিশয়।
কতদিনে প্রসবিল সকল তনয় ॥

ক্রমে ঊনপঞ্চাশ জন্মিল প্রভঞ্জন।
দেখিয়া হইল ইন্দ্র সবিস্ময় মন ॥
অহিংসকে হিংসিয়া পাইল বড় তাপ।
জন্মিল পবন দেব অতুল প্রতাপ ॥
তবে কতদিনে ইন্দ্র কশ্যপনন্দন।
গৌতমের স্থানে গিয়া করে অধ্যয়ন ॥
চারি বেদ ষট্‌শাস্ত্র পঠন করিল।
তথাপিহ কিছু তার জ্ঞান না জন্মিল ॥
পরমা সুন্দরী দেখি গুরুর রমণী
তারে হরিবারে ইচ্ছা করে সুরমণি ॥
একদিন যান মুনি স্নান করিবারে।
দেখে ইন্দ্র গুরুপত্নী একা আছে ঘরে ॥
কামেতে পীড়িত হয়ে অদিতিনন্দন।
মায়া করি গুরুরূপী হইল তখন ॥
গুরুরূপ ধরি ইন্দ্র গুরুপত্নী হরে।
ক্ষণকাল পরে আইল মুনীন্দ্র ঘরে ॥
গুরুপত্নী দেখি তাঁরে মানিয়া বিস্ময়।
মুনিপানে চাহি ধনী পায় বড় ভয় ॥
স্বামীরে কহিল পরে বিনয় বচন।
স্নান করিবারে গেলে করিয়া রমণ ॥
কিরূপে করিয়া স্নান এলে মুহূর্ত্তেকে।
ইহার বৃত্তান্ত প্রভু কহত আমাকে ॥
এত শুনি মুনিবর ভাবে মনে মন।
করিল অধর্ম্ম বুঝি কশ্যপনন্দন ॥
গুরুপত্নী হরে এত করে অহঙ্কার।
এত বলি মুনিবর কহে প্রতি তার ॥
নিষ্ফল করিলি যত শাস্ত্র অধ্যয়ন।
তোর সম অজ্ঞান না দেখি কোন জন ॥
কপট করিয়া গুরুপত্নীরে হরিলি।
পাইবি উচিত ফল যে কর্ম্ম করিলি ॥
হউক সহস্র যোনি তোর কলেবরে।
অলঙ্ঘ্য গৌতমবাক্য কে অন্যথা করে ॥
হইল সহস্র যোনি ইন্দ্রের শরীরে।
স্বদেহ দর্শনে ইন্দ্র বিষণ্ণ অন্তরে ॥
কোন্ লাজে দেবমাঝে দেখাব বদন।
তপস্যা করিয়া আত্মা করিব নিধন ॥

সকল শরীরে আচ্ছাদিলেক বসন।
চিন্তিত হইয়া যায় কশ্যপনন্দন ॥
ক্ষীরোদের কূলে গিয়া কশ্যপকুমার।
সহস্র বৎসর তপ করে অনাহার ॥
সুরপুর নষ্ট হেথা হয় ইন্দ্র বিনে।
দুরন্ত রাক্ষস যত অসুর ভুবনে ॥
দুরন্ত অসুর সব দেশেতে ব্যাপিল।
দান-যজ্ঞ-তপ-জপ সকলি নাশিল ॥
জানিয়া কশ্যপ মুনি সচিন্তিত মনে।
এ সকল তত্ত্ব পরে জানিলেন ধ্যানে ॥
ব্রহ্মারে করেন স্তুতি বিবিধ প্রকারে।
তোমার নির্ম্মিত সৃষ্টি অসুরে সংহারে ॥
কুকর্ম্ম করিল ইন্দ্র আমার নন্দন।
কামবশে গুরুপত্নী করিল হরণ ॥
গৌতম দারুণ শাপ দিলেন তাহারে।
হইল সহস্র ভগ তাহার শরীরে ॥
ক্রোধ করি দেবরাজ মজে অপমানে।
ক্ষীরোদের কূলে তপ করে একাসনে ॥
ইন্দ্র বিনা অসুরেতে জগত ব্যাপিল।
তব রচিত সৃষ্টি সব নষ্ট হইল ॥
অতএব বাসবেরে করহ উদ্ধার।
নিতান্ত করহ প্রভু শাপান্ত তাহার ॥
এইরূপ কশ্যপ কহিল বহুতর।
শুনিয়া সদয় হইলেন সৃষ্টিধর ॥
কশ্যপ সহিতে আসি কমল-আসন।
গৌতম সকাশে আসি উপনীত হন ॥
গৌতমে বিনয়ে মুনি কহে বহুতর।
শুনহ গৌতম মুনি আমার উত্তর ॥
আমারে দেখিয়া ক্রোধ কর সম্বরণ।
অজ্ঞানে গুরুর পত্নী করিল হরণ ॥
পাইল উচিত শাস্তি ক্ষমা দেহ মনে।
কৃপায় শাপান্ত কর অদিতিনন্দনে ॥
গৌতম বলিল মুনি কর অবধান।
কহিলাম যেই কথা নাহি হবে আন ॥
তোমার কারণে বর দিলাম তাহারে।
সহস্রেক চক্ষু যেন দেবরাজ ধরে ॥
শুনিয়া কশ্যপ মুনি আনন্দিত মন।
যথাস্থানে গেল করি দেব সম্ভাষণ ॥
সত্যলোকে গেলেন গৌতম তপোধন।
কশ্যপ আইল যথা আপন নন্দন ॥
অব্যর্থ মুনির বাক্য না হয় খণ্ডন।
ভগচিহ্ন অঙ্গে লুপ্ত হইল তখন ॥
সহস্রেক চক্ষু হৈল ইন্দ্রের শরীরে।
আপনারে হেরি ইন্দ্র হরিষ অন্তরে ॥
কশ্যপ বলিল পুত্র কর অবধান।
অনুচিত কর্ম্ম না করিহ সাবধান ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ নিতান্ত বর্জ্জহ।
কদাচিত কোন জনে হিংসা না করিহ ॥
এত বলি ইন্দ্রকে প্রেরিল যথাস্থান।
এই শুন কহিলাম পূর্ব্ব উপাখ্যান ॥
ভীষ্ম যাহা কহিলেন না কর অন্যথা।
সম্প্রীতে পাণ্ডবগণে আন রাজা হেথা ॥
সমুচিত রাজ্য দাও ছাড়িয়া তাহারে।
সমভাবে বাস কর শিষ্ট ব্যবহারে ॥
ভাই ভাই বিরোধে নাহিক প্রয়োজন।
কুলক্ষয় হবে আর কুযশ ঘোষণ ॥
এইমত দ্রোণ কৃপ বিদুর সহিত।
বিবিমতে দুর্য্যোধনে বুঝাইল নীত ॥
কারো বাক্য না শুনিল কুরুকুলপতি।
অনিষ্ট মানিয়া গেল যে যার বসতি ॥

কুরুসভায় ধৌম্যের গমন ও কুরুগণের প্রতি কথন।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
বিরাটনগরে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয় ॥
অজ্ঞাতে হইয়া মুক্ত আনন্দিত মন।
সুহৃদ বান্ধব সহ হইল মিলন ॥
অভিমন্যু-বিবাহ উৎসব দিনান্তরে।
রজনী বঞ্চিয়া সুখে মহাসমাদরে ॥
প্রাতঃকালে বসিলেন বিরাটসভায়।
প্রসঙ্গ করিলেন তবে দ্রুপদরায় ॥

যেই সত্য করেছিল পাণ্ডুর তনয়।
ধর্ম্ম অনুবলে তাহা হইল উদয়॥
আপন পৈতৃক ভাগ যে হয় উচিত।
লইতে উপায় তার করহ ত্বরিত॥
হেন চিত্তে লয় মম রাজা দুর্য্যোধন।
সম্প্রীতে না দিবে রাজ্য করিবেক রণ॥
তথাচ আছয়ে হেন শাস্ত্রের বিধান।
দূত পাঠাইয়া দেহ ধৃতরাষ্ট্র স্থান॥
প্রিয়ম্বদ দূত যেই নীতিশাস্ত্র জানে।
বিধিমতে বুঝাইবে অম্বিকানন্দনে॥
ভীষ্ম দ্রোণে বুঝাইবে রাজা দুর্য্যোধনে
তবে যদি নাহি রাজ্য দেয় কদাচনে॥
তবে যা বিধান হয় করিব উচিত।
আমা সবা মিলি শাস্তি দিব সমুচিত॥
এতেক কহিল যদি দ্রুপদরাজন।
তবে ধৌম্যে বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
হস্তিনানগরে তুমি যাহ শীঘ্রগতি।
প্রীতিবাক্যে বুঝাইবে কুরুগণ প্রতি॥
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রে কহিবে বচন।
তোমার প্রসাদে জীয়ে ভাই পঞ্চজন॥
কপটে যতেক দুঃখ দিলে সবাকারে।
সেই তাপ-হুতাশনে দহে কলেবরে॥
তাহার উচিত শাস্তি অবিলম্বে দিব।
সবংশেতে দুর্য্যোধনে অবশ্য মারিব॥
এরূপে ধৌম্যেরে কহি ভাই পঞ্চজন।
পাঠাইয়া দিল তারে হস্তিনাভুবন॥
তবে কৃষ্ণ প্রদ্যুম্নাদি যত যদুগণ।
যুধিষ্ঠিরে সম্বোধিয়া করে নিবেদন॥
আজ্ঞা কর দ্বারাবতী করি আগুসার।
আসিব সংবাদ পেলে হেথা পুনর্ব্বার॥
মহারণে হব আমি পার্থের সারথি।
সবংশে করিব ক্ষয় কুরুবংশপতি॥
এত বলি আলিঙ্গন করি সর্ব্বজনে।
সবান্ধবে যান কৃষ্ণ দ্বারকাভুবনে॥
হেথা হস্তিনায় গিয়া ধৌম্য মুনিবর।
কুরুসভায় উপনীত হৈল সত্বর॥
সভায় বসিয়া আছে কৌরবের পতি।
সুহৃদ অমাত্য বন্ধুগণের সংহতি॥
শত ভাই সহোদর রাধাপুত্র আর।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর গুরুর কুমার॥
হেনকালে কহে গিয়া ধৌম্য তপোধন।
অবধান কর রাজা অম্বিকানন্দন॥
পাণ্ডুপুত্র পঞ্চভাই পাঠাইল মোরে।
আপন বিভাগ রাজ্য লভিবার তরে॥
কহিলেন বিনয় করিয়া ধর্ম্মরায়।
সে সকল কথা রাজা কহিতে তোমায়॥
জ্যেষ্ঠতাতে কহিবেন মম নিবেদন।
তোমার প্রসাদে জীয়ে ভাই পঞ্চজন॥
পাণ্ডবের গতি তুমি পাণ্ডবের পতি।
তোমা বিনা পাণ্ডবের নাহি অব্যাহতি॥
তুমি যে করিবে আজ্ঞা না করিব আন।
তব আজ্ঞাবর্ত্তী পঞ্চ পাণ্ডুর সন্তান॥
যত দুঃখ সহিলাম তোমার কারণ।
তব বশ হইয়া হারাই রাজ্যধন॥
যে নির্ণয় হৈল পূর্ব্বে তোমার সাক্ষাতে
তাহাতে হইনু মুক্ত দুঃখ সঙ্কটেতে॥
মহাদুঃখ পাইলাম অরণ্যে বিশেষ।
জটাবল্ক পরিধান তপস্বীর বেশ॥
তৎপরে অজ্ঞাত বাস করি লুকাইয়া।
পরসেবা করি পর-আজ্ঞাবর্ত্তী হৈয়া॥
রাজপুত্র হইয়া ক্লীবের ব্যবহার।
হীনসেবা করিলাম হীন কুলাচার॥
পাইলাম এত দুঃখ নাহি করি মনে।
সব দুঃখ পাসরিনু তোমার কারণে॥
আপন পৈতৃক ভাগ উচিত যে হয়।
দিয়া প্রীত কর রাজা আমা সবাকায়॥
ভাই ভাই বিরোধে নাহিক প্রয়োজন।
এইমত কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
ভীম কহিলেন দর্প করিয়া অপার।
অন্ধেরে কহিবে অগ্রে মম নমস্কার॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর পৃষতকুমারে।
আমার বিনয় জানাইবে সবাকারে॥

কহিবে নিষ্ঠুর বাক্য রাজা দুর্য্যোধনে।
যত দুঃখ দিল তাহা সর্ব্বলোকে জানে॥
ক্ষমিলাম সে সকল চাহিয়া অন্ধেরে।
উচিত বিভাগ যেন দেয় পাণ্ডবেরে॥
না দিলে আমার হাতে হবে বংশক্ষয়।
এইরূপ কহিলেন ভীম মহাশয়॥
অর্জ্জুন কহিল রাজা করিয়া মিনতি।
কহিবে অন্ধের স্থানে আমার ভারতী॥
যত দুঃখ দিলে তাহা নাহি করি মনে।
তোমার কারণে ক্ষমিলাম দুর্য্যোধনে॥
যত অপমান কৈল দেখিলে সাক্ষাতে।
দ্রৌপদীর কেশে ধরি আনিল সভাতে॥
কপট পাশায় যথাসর্ব্বস্ব লইল।
দ্বাদশ বৎসর বনবাসে পাঠাইল॥
সহিলাম সে সকল তোমার কারণে।
আমার বিভাগ ছাড়ি দেহ এইক্ষণে॥
সম্প্রীতে না দিলে দুঃখ পাইবে অপার।
এইরূপ বলিলেন ইন্দ্রের কুমার॥
সহদেব নকুল কহিল বহুতর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদাদি যত নরবর॥
পাণ্ডবের সমুচিত বিভাগ যে হয়।
তাহা দিয়া শান্ত কর পাণ্ডুর তনয়॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র করিল উত্তর।
যে কহিলে অসদৃশ নহে মুনিবর॥
পাইল অনেক দুঃখ পাণ্ডুপুত্রগণে।
মম হেতু ক্ষমিলেক পাপী দুর্য্যোধনে॥
কর্ণ দুঃশাসন নিন্দা করিল অপার।
মম হেতু ক্ষমিলেক পাণ্ডুর কুমার॥
এখন যে কহি তাহা শুন সভাজন।
প্রিয়ম্বদ দূত যাক পাণ্ডবের স্থান॥
প্রিয়বাক্য কহি সবে আন হস্তিনায়।
সমুচিত ভাগ দিয়া তোষ তা সবায়॥
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ দেহ অধিকার।
যত রত্ন ছিল আর যতেক ভাণ্ডার॥
যেই সত্য করিলেক তাহে হৈল পার।
সমুচিত ভাগ দেহ উচিত তাহার॥

বলেতে অশক্ত নহে ভাই পঞ্চজন।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারে ত্রিভুবন॥
অতএব দ্বন্দ্বে কিছু নাহি প্রয়োজন।
অর্দ্ধরাজ্য দিয়া তোষ পাণ্ডুপুত্রগণ॥
ভীষ্ম বলিলেন ভাল নিল মম মনে।
উপযুক্ত যুক্তি বটে কর এইক্ষণে॥
বিরোধ হইলে রাজা হবে কোন্ কাজ।
সমুচিত ভাগ তার দেহ মহারাজ॥
না দিলে প্রলয় রাজা হবে কুলক্ষয়।
অতএব অবধানে শুন মহাশয়॥
প্রিয়ম্বদ দূত রাজা দাও পাঠাইয়া।
পাণ্ডবে হেথায় আন বিনয় করিয়া॥
তবে যে তোমার হিত হইবে রাজন।
আমরা যতেক কহি মঙ্গল কারণ॥
কৌরবের পতি তুমি কৌরবের গতি।
তোমা বিনা কুরুকুলে নাহি অব্যাহতি॥
তুমি যে কহিবে তাহা কে করিবে আন।
যেই চিত্তে লয় তাহা করহ বিধান॥
ভীষ্মের এতেক বাক্য শুনি সভ্যগণ।
সাধু সাধু বলি প্রশংসিল জনে জন॥
দ্রোণ কৃপ বিদুরাদি বাহ্লীক নৃপতি।
পাণ্ডবে আনিতে সবে দিল অনুমতি॥
পুনঃ পুনঃ নানামতে কহিল অন্ধেরে।
সম্প্রীতে আনহ রাজা পঞ্চ সহোদরে॥
সমুচিত ভাগ দেহ দেহ রাজধানী।
এই কর্ম্ম তব প্রিয় শুন নৃপমণি॥
এইরূপে কহিল সকল সভাজন।
মনে মনে ক্রোধে জ্বলে রাজা দুর্য্যোধন॥
পাণ্ডবের প্রসঙ্গে কর্ণেতে লাগে শাল।
ক্রোধে করে মাথা হেঁট কুরু মহীপাল॥
তবে দুর্য্যোধনে কহে অন্ধ নরপতি।
আমার বচন পুত্র কর অবগতি॥
সবার সম্মান রাখ শুন মম বাণী।
পাণ্ডবেরে সমুচিত দাও রাজধানী॥
ভাই ভাই সম্প্রীতে করহ রাজ্যসুখ।
কলহেতে কার্য্য নাই জন্মে মহাদুঃখ॥

লোকেতে কুযশ ঘোষে অপকীর্ত্তি হয়।
পূর্ব্বের কাহিনী শুন কহি যে তোমায়॥

বৃকরাজার উপাখ্যান।

সূর্য্যবংশে বৃক নামে ছিল নরপতি।
মহাধর্ম্মশীল রাজা জগতে সুখ্যাতি॥
সুমতি কুমতি যার যুগল বনিতা।
কৌশলনন্দিনী দোঁহে সতী পতিব্রতা॥
যুবাকাল গেল তার পুত্র না হইল।
পুত্রবাঞ্ছা করি দোঁহে স্বামীরে সেবিল॥
কত দিনান্তরে বিভাণ্ডক তপোধন।
অযোধ্যায় করিলেন শুভ আগমন॥
ভার্য্যাসহ নরপতি ছিল অন্তঃপুরে
তথা গিয়া উত্তরিল কে নিবারে তারে॥
জিতেন্দ্রিয় তেজোময় দেখি তপোধন।
ভার্য্যাসহ নরপতি করিল বন্দন॥
রাণীসহ কর যুড়ি মুনি অগ্রে রহে।
তুষ্ট হয়ে বিভাণ্ডক জিজ্ঞাসেন তাহে॥
মহাধর্ম্মশীল তুমি নৃপতি প্রধান।
তোমা সম সংসারে নাহিক ভাগ্যবান॥
তবে কেন চিন্তাযুক্ত দেখি হে তোমারে
ইহার বৃত্তান্ত রাজা কহত আমারে॥
রাজা বলিলেন মুনি কহিলে প্রমাণ।
যেহেতু চিন্তিত আমি শুনহ বিধান॥
যুবাকাল গেল মম পুত্র না হইল।
এই হেতু মনস্তাপ মনেতে রহিল।
সকল হইতে সেই জন অতি দীন।
সর্ব্বসুখবিহীন যে হয় পুত্রহীন॥
পুত্রহীনে ধন জন সব অকারণ।
এই হেতু চিন্তা মম শুন তপোধন॥
এত শুনি মনে মনে ভাবে মুনিবর।
রাজারে চাহিয়া পুনঃ করিল উত্তর॥
পুত্রেষ্টি করহ রাজা করিয়া যতন।
মহাবলবন্ত হবে তোমার নন্দন॥
সকল পৃথিবী পরাজিবে বাহুবলে।
হইবে তনয় তব যজ্ঞ-পুণ্যফলে॥
এত বলি অন্তর্হিত হন তপোধন।
করিল পুত্রেষ্টি রাজা করি আয়োজন॥
সুমতির গর্ভে হৈল যুগল নন্দন।
পরম সুন্দর রূপ নৃপতি লক্ষণ॥
কুমতির গর্ভে হৈল একই তনয়।
দিনকর সম পুত্র হৈল তেজোময়॥
দিনে দিনে বাড়ে সব রাজার নন্দন।
পুত্র দেখি নরপতি আনন্দিত মন॥
সুমতির গর্ভে যেই দুই পুত্র হৈল।
তালজঙ্ঘ ও হৈহয় দু-নাম রাখিল॥
রূপে গুণে অনুপম কুমতিনন্দন।
বাহু নাম রাখে তার বাছিয়া রাজন॥
কতদিনে বৃদ্ধকালে বৃক নরপতি।
তিনপুত্রে ডাকি কাছে আনি শীঘ্রগতি॥
তিনপুত্রে রাজ্যধন ভাগ করি দিল।
ভার্য্যাসহ নরপতি অরণ্যে চলিল॥
তপ জপ সাধি রাজা লভে দিব্যগতি।
রাজ্যেতে হইল রাজা বাহু নরপতি॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা বৃকের নন্দন।
নিরন্তর যজ্ঞে রত অন্যে নাহি মন॥
রাজার পালনে প্রজা দুঃখ নাহি জানে।
একচ্ছত্র নরপতি এ মর্ত্ত্য ভুবনে॥
অযোনিসম্ভবা কন্যা নামে সত্যবতী।
বিবাহ করিল শুনি আকাশ ভারতী॥
এক ভার্য্যা বিনা তার অন্যে নাহি মতি।
পুরুরবা রাজা যেন বুধের সন্ততি॥
কতদিনে ঋতুযোগে রাণী গর্ভবতী।
গণিয়া গণকগণ কহিল ভারতী॥
ইহার গর্ভেতে যেই হইবে নন্দন।
ত্রিভুবনে রাজা হবে সেই বিচক্ষণ॥
অস্ত্রে শস্ত্রে বিজ্ঞ হবে মহাধনুর্দ্ধর।
শত অশ্বমেধ করিবেন নরবর॥
শুনি আনন্দিত রাজা হইল অন্তরে।
বহু পুরস্কার দিল ব্রাহ্মণগণেরে॥
তবে কতদিনেতে নারদ তপোধন।
হৈহয় রাজার পুরে করিল গমন॥

নারদে দেখিয়া রাজা অভ্যর্থনা করি।
বসাইল দিব্য রত্নসিংহাসনোপরি॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা পূজন করিল।
মুনিবরে বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি কুলপুরোহিত।
বশিষ্ঠ মুখেতে তব শুনিয়াছি নীত॥
জ্ঞাতিমধ্যে যেই ধনে জনে বলবান।
ক্ষত্রিয়ের সেই শত্রু গণি যে প্রধান॥
ছলে বলে শত্রুকে না ক্ষমিবে কখন।
হেন নীতশাস্ত্রে আছে কহে মুনিগণ॥
কহ মুনি আমারে যে ইহার বিধান।
নারদ বলেন রাজা কহিলে প্রমাণ॥
ছলে বলে শত্রুকে না ক্ষমিবে কখন।
নিজ বশে হলে শত্রু করিবে নিধন॥
গর্ভে যদি জন্মে শত্রু দৈববাণী কয়।
তাহারে বধিবে প্রাণে শাস্ত্রের নির্ণয়॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি বিরিঞ্চির স্থান।
কহিব তোমাকে নৃপ কর অবধান॥
বাহুর ঔরসে যেই হইবে নন্দন।
বাহুবলে পরাজিবে সমস্ত ভুবন॥
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে নিশ্চয়।
তোমা আদি জ্ঞাতিগণে করিবেক ক্ষয়॥
উপায়েতে গর্ভ যদি পার নাশিবারে।
তবে তব শ্রেয় হয় জানাই তোমারে॥
এত বলি নারদ হইল অন্তর্দ্ধান।
শুনিয়া নৃপতি হৈল চিন্তাকুল প্রাণ॥
অনুক্ষণ চিন্তিয়া আকুল নরবর।
একদিন বসিলেন সভার ভিতর॥
পঞ্চপাত্র লয়ে যুক্তি করেন রাজন।
বাহুর ঔরসে যেই হইবে নন্দন॥
আমা আদি করিয়া যতেক জ্ঞাতিচয়।
বাহুবলে করিবেক সবাকারে ক্ষয়॥
ইহার উপায় কিছু কহ মন্ত্রিগণ।
কিরূপে রাণীর গর্ভ হইবে নিধন॥
মন্ত্রিগণ বলে যুক্তি শুন নৃপমণি।
নিমন্ত্রিয়া আন হেথা বাহুর রমণী॥

সাধ খাওয়াবার ছলে উপায় কারণে।
বিষপান করাইয়া মারহ পরাণে॥
ইহা ভিন্ন উপায় না দেখিতেছি আর।
এইমতে কর রাজা শিশুকে সংহার॥
রাজা বলে ভাল বলিলে হে মন্ত্রিগণ।
কর শীঘ্র ভোজ্য দ্রব্য আয়োজন॥
রন্ধন করিতে বল সূপকারগণে।
সঙ্কেতে কহিবে যেন কেহ নাহি শুনে॥
পরিবারগণ সহ বরিয়া রাজারে।
দূত দিয়া নিমন্ত্রিয়া আন হেথাকারে॥
রাজার আদেশ মত যত মন্ত্রিগণ।
বাহুরাজে আনিলেন করি নিমন্ত্রণ॥
বিষ দিয়া উপহারে ভোজনের কালে।
বাহু পত্নীরে খাওয়াইল ছলে বলে॥
তথাপিহ গর্ভপাত না হইল তার।
চলিলেন বাহুরাজ সহ পরিবার॥
এ সব বৃত্তান্ত রাণী কহিল রাজারে।
বিষ খাওয়াইল মোরে মারিবার তরে॥
অহিংসক মোরে হিংসা করে দুরাচার।
শুনিয়া নৃপতি মনে করিল ধিক্কার॥
অহিংসকে হিংসয়ে যে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।
তাহার সংসর্গে নাহি রহি কদাচন॥
পাপ সঙ্গে থাকিলে পাপেতে ধায় মন
পুণ্যাত্মার সঙ্গ হয় মোক্ষের কারণ॥
অপত্য নহিল হৈল বিধির ঘটন।
তাহে দুষ্ট জ্ঞাতিগণ করিল হিংসন॥
এইরূপে রাজা সদা করে অনুভব।
দ্বিতীয় বৎসর গর্ভ না হয় প্রসব॥
অনুদিন হৈহয় অনুজ তালজঙ্ঘ।
রিপুভাব করিলেন নৃপতির সঙ্গ॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহিত মৈত্র করি।
সংগ্রামে জিনিয়া তার রাজ্য নিল হরি॥
যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বাহু নরপতি।
প্রবেশিল বনমধ্যে বনিতা সংহতি॥
দেখিল আশ্রমে বন অতি সুশোভন।
ফলফুলে সুশোভিত যত বৃক্ষগণ॥

দিব্য সরোবর আছে বনের মাঝারে।
তাহে জলচরগণ সদা কেলি করে॥
পুণ্য সরোবর সেই বিন্দুসর নাম।
প্রফুল্ল উৎপল কত অতি অনুপম॥
ভার্য্যাসহ তথা রাজা করিল গমন।
সরোবর দেখি রাজা আনন্দিত মন॥
তথায় আশ্রম জন্য রচিল কুটীর।
চিন্তায় আকুল রাজা চিত্ত নহে স্থির॥
অনুক্ষণ চিন্তাকুল ধর্ম্ম নরবর।
বৃদ্ধকালে ব্যাধিযুক্ত হৈল কলেবর॥
নৃপতির কালপ্রাপ্তে হইল নিধন।
ব্যাকুলা হইয়া রাণী মুদিল নয়ন॥
অনেক রোদন করে বনে একেশ্বরী।
নিবৃত্ত হইয়া পরে মনে যুক্তি করি॥
চিতা করি কাষ্ঠ দিয়া জ্বালি বৈশ্বানর।
তদুপরে রাখিল নৃপতি কলেবর॥
চিতা আরোহিতে চিতা প্রদক্ষিণ করে।
হেনকালে ঔর্ব্ব মুনি এল তথাকারে॥
গর্ভবতী নারী চিতা আরোহণ করে।
দেখিয়া বিস্ময় মুনি মানিল অন্তরে॥
নিকটেতে গিয়া শাস্ত্র করে নিবারণ।
রাণীরে চাহিয়া তবে বলে তপোধন॥
চিতা আরোহণ নাহি করি কদাচিত।
অবধানে শুন মাতা শাস্ত্রের বিহিত॥
দিব্যচক্ষে আমি সব পাই যে দেখিতে।
রাজচক্রবর্ত্তী আছে তোমার গর্ভেতে॥
বাহুবলে জিনিবেক যত রিপুগণে।
একচ্ছত্র রাজা হবে এ মর্ত্ত্য ভুবনে॥
গর্ভবতী নারী যদি অনুমৃতা হয়।
পঞ্চ মহাপাপ আসি তাহারে বেড়য়॥
কদাচিত স্বামী সঙ্গে না হয় মিলন।
ঘোরতর নরকেতে সে করে গমন॥
যত পুণ্যকর্ম্ম তার সব নষ্ট হয়।
কদাচিত পুণ্যফল নাহিক সে পায়॥
রজঃস্বলা কিম্বা শিশু পুত্রেরে রাখিয়া।
পতি সঙ্গে যেই নারী মরয়ে পুড়িয়া॥
পঞ্চ মহাপাতক ভাগিনী সেই হয়।
ব্যর্থ তার ধর্ম্মকর্ম্ম সমস্ত বিষয়॥
অগ্নিহোত্রে নৃপতিরে করিয়া দাহন।
রাণীরে লইয়া গেল আপন সদন॥
প্রেতকর্ম্ম করিল সে ভর্ত্তার বিধানে।
আর শ্রাদ্ধ শান্তি দান ত্রয়োদশ দিনে॥
সেবাতে সন্তুষ্ট হইলেন তপোধন।
এইরূপে রহে রাণী মুনির সদন॥
অন্যথা না হয় কভু বিধির লিখন।
মহারাণী প্রসবিল অপূর্ব্ব নন্দন॥
গরল সহিত জন্ম হইল তাঁহার।
এ জন্য সগর নাম হইল প্রচার॥
দিনে দিনে বাড়ে শিশু সুন্দর লক্ষণ।
শুক্লপক্ষে চন্দ্রকলা বাড়য়ে যেমন॥
দরিদ্র পাইল যেন হারানিধি ধন।
সেই মত পাইল রাণী পুত্র রতন॥
মধু ক্ষীর দুগ্ধ চিনি করি আনয়ন।
যত্ন করি সেই শিশু করিল পালন॥
নানা অস্ত্র শাস্ত্র করাইল অধ্যয়ন।
অল্পদিনে হৈল সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ॥
নবীন বয়স শিশু মহাবলধর।
একদিন তীর্থস্থানে গেল মুনিবর॥
একান্তে মায়েরে শিশু জিজ্ঞাসিল বাণী।
কোন্ বংশে জন্ম মম কহ গো জননী॥
কাহার তনয় আমি কহিবে নিশ্চয়।
এই মুনিবর বুঝি মম পিতা হয়॥
এত শুনি কহে রাণী করিয়া রোদন।
বড় ভাগ্যবশে তোমা পাইনু নন্দন॥
মহারাজবংশে পুত্র জনম তোমার।
তুমি সূর্য্যবংশে রাজা বাহুর কুমার॥
তালজঙ্ঘ ও হৈহয় পাপী জ্ঞাতিগণ।
কপটে তোমার বাপে করিল নিধন॥
সেইকালে তোমা আমি ধরিনু উদরে।
বিষ খাওয়াইল মোরে মারিতে তোমারে॥
দৈববলে রক্ষা হৈল তোমার জীবন।
আমা সহ এই বনে আইল রাজন॥

হিংসকের হিংসা হেরি চিন্তি নরবর।
ব্যাধিযুক্ত হয়ে রাজা ত্যজে কলেবর ॥
অনুমৃতা হৈতে মম চিন্তা উপজিল।
ঔর্ব্ব মুনি আসি মোরে বারণ করিল ॥
মুনির আশ্রমে আমি আছি সে কারণ।
এতেক বলিয়া রাণী করয়ে রোদন ॥
শুনিয়া সগর ক্রোধে অরুণলোচন।
জননীর ক্রন্দন করিল নিবারণ ॥
প্রণমিয়া জননীরে লইল বিদায়।
নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে করি লয় ॥
মুনিরে প্রণাম করি বিদায় হইয়া।
সুহৃদ বান্ধবগণে সহায় করিয়া ॥
বর্ত্তমান ছিল যত পিতৃ-শত্রুগণ।
অস্ত্রেতে কাটিয়া সবে করিল নিধন ॥
একেশ্বর বিনাশিল যত রিপুগণ।
প্রাণভয়ে কেহ নিল বশিষ্ঠ শরণ ॥
কাতর দেখিয়া তারে দিল প্রাণদান।
কোনজন মুনিস্থানে রাখিল পরাণ ॥
তবে বশিষ্ঠ মুনি তাহারে নিবারিল।
অযোধ্যায় লয়ে সিংহাসনে বসাইল ॥
একচ্ছত্র রাজা হৈল ধরণীমণ্ডলে।
যত ক্ষত্রগণেরে শাসিল বাহুবলে ॥
ষাটি সহস্র পুত্র যে তাহার ঔরসে।
অদ্যাবধি যার কীর্ত্তি সংসারেতে ঘোষে ॥
মহাবলবন্ত হৈল মত্ত দুরাচার।
ব্রাহ্মণের শাপে তারা হইল সংহার ॥
অহিংসকে হিংসে যেই পায় এই গতি।
জগতে অকীর্ত্তি হয় অশেষ দুর্গতি ॥
সে কারণে শুন পুত্র না হও বিমন।
পাণ্ডবের সহ দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন ॥
সমুচিত ভাগ তার প্রাপ্য যাহা হয়।
তাহা দিয়া প্রীত কর পাণ্ডুর তনয় ॥
ভাই ভাই বিরোধে নাহিক প্রয়োজন।
অনুমতি কর আনাইতে পঞ্চজন ॥
দুর্য্যোধন বলিলেন এ নহে বিচার।
আমার পরম শত্রু পাণ্ডুর কুমার ॥
বিনা যুদ্ধে ছাড়িয়া না দিব রাজ্যধন।
ক্ষত্রধর্ম্ম শাস্ত্রমত আছে নিরূপণ ॥
ক্ষত্র হয়ে বৈরীকে না করিবে বিশ্বাস।
রিপুর মহিমা কেহ না করে প্রকাশ ॥
যে হৌক সে হৌক তাত ক্রোধ কর তুমি
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবে না দিব রাজ্য আমি ॥
এত বলি সভা হৈতে চলিল উঠিয়া।
কর্ণ দুঃশাসন আর দুষ্ট মন্ত্রী লৈয়া ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের হিতোপদেশ।

কহিল বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
সভা হৈতে উঠি যদি গেল দুর্য্যোধন ॥
কারো বাক্য না শুনিল কুরু-অধিকারী।
অধোমুখ হইয়া রহিল দণ্ড চারি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আদি যত সভাজন।
সভা হৈতে উঠিয়া চলিল সেইক্ষণ ॥
অদৃষ্ট মানিয়া সবে গেল নিজস্থানে।
বিদুর বলিল ধৃতরাষ্ট্র বিদ্যমানে ॥
কুলক্ষয় হেতু দুর্য্যোধনের বিধান।
উত্তর বচনে তাহা হইল প্রমাণ ॥
অর্দ্ধ রাজ্য ছাড়ি দাও পাণ্ডুর নন্দনে।
নতুবা তোমার রাজ্য রহিবে কেমনে ॥
আপনার রাজ্য যদি বাঞ্ছ নরেশ্বর।
পাণ্ডবের সহ কর সম্প্রীতি সত্বর ॥
পূর্ব্বের কাহিনী কিছু কহিব তোমারে।
কত কত রাজা হয়েছিল এ সংসারে ॥
আছিল উত্তানপাদ ধর্ম্ম অবতার।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে যাঁর অধিকার ॥
তপ যজ্ঞ করি রাজা পায় দিব্যগতি।
তাঁহার তনয় ধ্রুব জগতে সুকৃতী ॥
অনন্তর সূর্য্যবংশে রঘুরাজা ছিল।
যাঁর যশ ক্রমে সর্ব্ব ভুবন ভরিল ॥

অতুল সম্পদ ভোগ করিল জগতে
নামমাত্র হিংসা কভু না ছিল মনেতে ॥
এরূপ ছিলেন কত চন্দ্র সূর্য্যকুলে।
নানা দান নানা যজ্ঞ করিল বহুলে ॥
তব পুত্র দুর্য্যোধন হয়েছে যেমন।
পৃথিবীতে হেন নাহি জন্মে কোন জন ॥
কপটী হিংস্রক ক্রূর মহাদুষ্টমতি।
ইহার কারণে রাজা হইবে অখ্যাতি ॥
কুলক্ষয় হইবেক লোকে উপহাস।
কুযশ ঘোষণা কুলে কলঙ্ক প্রকাশ ॥
সে কারণে বলি নৃপ শুন সাবধানে।
দ্বন্দ্ব না করিহ রাজা পাণ্ডবের সনে ॥
ভীমের বিক্রম তুমি শুনিয়াছ কাণে।
যুদ্ধেতে করিল জয় যক্ষ-রক্ষগণে ॥
হিড়িম্ব জটাসুর বকাদি নিশাচরে।
বাহুবলে সংহার করিল বৃকোদরে ॥
ভীম ক্রুদ্ধ হইলে রক্ষা হইবে কার।
মুহূর্ত্তেকে সবাকারে করিবে সংহার ॥
অর্জ্জুনের প্রতাপ যে অতুল ভুবনে।
বাহুযুদ্ধে পরাভব করে পঞ্চাননে ॥
স্নেহ করি ইন্দ্র তারে স্বর্গে লয়ে গেল।
নানা বিদ্যা অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা করাইল ॥
কালকেয় নিবাতকবচ দৈত্যগণ।
দেবের অবধ্য রিপু প্রতাপে তপন ॥
সবারে মারিয়া সন্তোষিল দেবগণে।
কোন্ বীর যুঝিবেক কিরীটীর সনে ॥
উত্তর গোগ্রহে ভাই দেখিলে নয়নে।
একেশ্বর ধনঞ্জয় সবাকারে জিনে ॥
পরকার্য্য হেতু কারে না মারিল প্রাণে।
তথাপিও জ্ঞান না জন্মিল দুর্য্যোধনে ॥
আপনার মৃত্যু বুঝি বাঞ্ছিল আপনে।
পাণ্ডবের সনে যুদ্ধ ইচ্ছা করে মনে ॥
এখন যে হিত কহি শুন নরবর।
দূত পাঠাইয়া দেহ বিরাট নগর ॥
সম্প্রীতে হেথায় আন পাণ্ডুর কুমার।
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ দেহ অধিকার ॥
এ কর্ম্ম উচিত তব দেখি যে রাজন
দ্বন্দ্ব হলে হইবেক সবার নিধন ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে ভাই কহিলে প্রমাণ।
সম্প্রীতি করিয়া আন পাণ্ডুর সন্তান ॥
যে সত্য করিয়াছিল পাণ্ডুর কুমার।
ধর্ম্মবলে তাহাতে হইল তারা পার ॥
আপন বিভাগ রাজ্য পাইতে উচিত।
দুর্য্যোধনে তুমি গিয়া বুঝাহ সুনীত ॥
অন্ধ দেখি দুর্য্যোধন আমারে না মানে।
ধর্ম্মনীতি শাস্ত্র তুমি বুঝাহ আপনে ॥
বিদুর বলিল আমি কি বুঝাব নীত।
মম বাক্য শুনিলে সে ভাবে বিপরীত ॥
পাশাকালে কহিলাম যে সব বিধান।
না শুনিলে মম বাক্য করি অল্পজ্ঞান ॥
এখন কহিয়া মম কোন্ প্রয়োজন।
যেই ইচ্ছা করুক তাহার যেই মন ॥
এত বলি বিদুর বসিল অধোমুখে।
ধৌম্য পুরোহিত তবে কহিল রাজাকে ॥
মহামত্ত দুর্য্যোধন আমি ভাল জানি।
সম্প্রীতে পাণ্ডবে নাহি দিবে রাজধানী ॥
পূর্ব্বে যথা বলি বিরোচনের কুমার।
বাহুবলে পরাজিল সকল সংসার ॥
সম্পদে হইয়া মত্ত না মানিল কারে।
জ্ঞাতি বন্ধুজনে হিংসা কৈল অহঙ্কারে ॥
বলিরে বান্ধিয়া হরি পাতালে রাখিয়া।
ইন্দ্রকে ইন্দ্রত্ব পুনঃ দিলেন ডাকিয়া ॥
সেই হরি পাণ্ডবের সহায় আপনি।
যাঁহার প্রসাদে প্রাপ্ত হবে রাজধানী ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসিল অম্বিকানন্দন।
কহ শুনি মুনিবর ইহার কারণ ॥
কি কারণে বলি দ্বেষ কৈল সুরগণে।
ইন্দ্রসহ বিবাদ হইল কি কারণে ॥
ধৌম্য বলে সেই কথা কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে বলিব কিছু শুন সারোদ্ধার ॥
উদ্যোগ পর্ব্বের কথা অমৃত সমান।
পাণ্ডবের উপাখ্যান অদ্ভুত প্রমাণ ॥

শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে হরে ভবভয়।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়॥

বলি ও বামনোপাখ্যান।

তবে ধৌম্য কহে শুন অম্বিকানন্দন।
কহিব পূর্ব্বের কথা করহ শ্রবণ॥
আদি দৈত্য হিরণ্যকশিপু হিরণ্যক।
মহাবলবন্ত হৈল প্রতাপে পাবক॥
দিতির গর্ভেতে জাত কশ্যপ ঔরসে।
জগতের মধ্যে দুষ্ট হইল বিশেষে॥
তাহার নন্দন হৈল বিখ্যাত জগতে।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ প্রহ্লাদ নামেতে॥
তার পুত্র বিরোচন বিখ্যাত ভুবনে।
তারে বিড়ম্বিল আসি অদিতি-নন্দনে॥
ব্রাহ্মণ রূপেতে আসি মাগিলেন দান।
নিজ অঙ্গ বিরোচন করিল প্রদান॥
ব্রাহ্মণের হেতু ত্যজে আপনার প্রাণ।
তাহার নন্দন হৈল বলি মতিমান॥
প্রতাপে প্রচণ্ড বলি দেবের দুর্জ্জয়।
বাহুবলে স্বর্গ মর্ত্ত্য করিলেক জয়॥
জানিলেন শুক্র গুরুস্থানে উপদেশে।
ছল করি দেবরাজ বাপেরে বিনাশে॥
পিতৃবৈরী হর ইন্দ্র শুনিয়া শ্রবণে।
সেইক্ষণে ডাকি আজ্ঞা দিল দৈত্যগণে॥
চতুরঙ্গ সৈন্যসহ সাজিল ত্বরিত।
ইন্দ্রের নগরে গিয়া হৈল উপনীত॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দে পূরিল গগন।
দৈত্যসৈন্য ব্যাপিলেক ইন্দ্রের ভুবন॥
শুনি দেবরাজ ক্রোধে লয়ে সৈন্যচয়।
বলির সহিত যুদ্ধ করিল প্রলয়॥
বলিরে চাহিয়া ইন্দ্র বলে ক্রোধমনে।
মোর হস্তে আজি তোর হইবে নিধন॥
এত বলি ইন্দ্র অস্ত্র যুড়িল ধনুকে।
ক্ষণে অগ্নিবৃষ্টি হয় ধনুকের মুখে॥
শূন্যেতে আইসে অস্ত্র উল্কার সমান।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে বলি করে দুইখান॥
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি ইন্দ্র মনে পেয়ে লাজ।
শক্তি অস্ত্র হানে তার হৃদয়ের মাঝ॥
দুই বাণে বলি তাহা করে দুই খণ্ড।
বাহুবলে মায়াবলে বিন্ধিল প্রচণ্ড॥
সেই অস্ত্রাঘাতে ইন্দ্র হইল মূর্চ্ছিত।
মাতলি ফিরায়ে রথ পলায় ত্বরিত॥
কতক্ষণে দেবরাজ পাইয়া চেতন।
মাতলিরে নিন্দা করি বলিল বচন॥
সম্মুখ সংগ্রাম মধ্যে ফিরাইলে রথ।
পলাইয়া গেলে যেন নাহি দেখি পথ॥
মাতলি বলিল মোরে নিন্দ অকারণ।
অবধান কহি শুন শাস্ত্র নিরূপণ॥
রথী মূর্চ্ছা দেখি রথ ফিরায় সারথি।
যুদ্ধশাস্ত্রে যোদ্ধাগণ কহে হেন নীতি॥
ইন্দ্র বলে শীঘ্র তুমি বাহুড়াহ রথ।
আজি বলি দৈত্যকে দেখাব যম পথ॥
আজ্ঞামাত্র রথ পুনঃ চালায় মাতলি।
স্বহস্তে পরিঘ নিল ইন্দ্র মহাবলী॥
পরিঘ এড়িল ইন্দ্র উপরে বলির।
মুকুট কুণ্ডল সহ কাটিলেন শির॥
রথ হৈতে ভূমে পড়ে বলি মহাবীর।
রুধিরে আবৃত তার সমস্ত শরীর॥
হাহাকার শব্দ করে যত দৈত্যগণ।
পলাইল সকলে না রহে একজন॥
তবে দৈত্য একত্র হইয়া কতজনে।
স্কন্ধে করি বলিরে লইল সেইক্ষণে॥
ক্ষীরসিন্ধু স্থানে গেল সবে শুক্রস্থান।
মন্ত্রবলে শুক্র তারে দিল প্রাণদান॥
গুরুর প্রসাদে বলি পাইল জীবন।
বিধিমতে করে বলি গুরু আরাধন॥
গুরু আরাধিয়া বলি পায় দিব্যবর।
করিলেক শিক্ষা ব্রহ্মমন্ত্র ষড়ক্ষর॥
মহামন্ত্র পেয়ে তবে বিচারিল মনে।
অমর অজেয় আমি হব ত্রিভুবনে॥
এতেক ভাবিয়া বলি সত্বর চলিল।
হিমালয়-তটে গিয়া তপ আরম্ভিল॥

করিল কঠোর তপ লোকে ভয়ঙ্কর।
পবন ভক্ষিয়া রহে সহস্র বৎসর ॥
তপে তুষ্ট হইয়া বলিরে দিতে বর।
আইলেন চতুর্ম্মুখ মরাল উপর ॥
ডাকিয়া বলিরে কহিলেন প্রজাপতি।
তপ সিদ্ধ হৈল তব শুন মহামতি ॥
তোমার তপেতে তুষ্ট হইলাম আমি।
যেই বর মনে লয় মাগি লহ তুমি ॥
শুনিয়া কহিল বলি করিয়া প্রণতি।
বর যদি দেবে মোরে সৃষ্টি-অধিপতি ॥
অজেয় অমর হই ভুবনমণ্ডলে।
ত্রিভুবন রহে যেন মম করতলে ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে আছে যতজন।
কারো হাতে নহে যেন আমার মরণ ॥
বর দিয়া স্বস্থানে গেলেন প্রজাপতি।
তপ জপ করি বলি করিল আরতি ॥
শুভকাল উদয় হইল ক্রমে তার।
সসৈন্যে সাজিয়া বলি গেল নিজাগার ॥
ইন্দ্রের সহিত পুনঃ আরম্ভিল রণ।
দোঁহাকার রণকথা না হয় বর্ণন ॥
গুরু আরাধিয়া বলি মহাবল ধরে।
যুদ্ধে পরাভব করে অদিতিকুমারে ॥
পবন শমন রুদ্র বরুণ তপন।
ইত্যাদি তেত্রিশ কোটি যত দেবগণ ॥
যুদ্ধে পরাভব বলি করিল সবারে।
পলাইয়া দেবগণ গেল স্থানান্তরে ॥
দেবের সকল কর্ম্ম লইল অসুরে।
নররূপে দেবগণ ভ্রমে মর্ত্ত্যপুরে ॥
শুক্র গুরু আসি তবে উপদেশ দিল।
শত অশ্বমেধ বলি আরম্ভ করিল ॥
মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিল দৈত্যেশ্বর।
নররূপে ভূমে রহে অমর নিকর ॥
অদিতি পুত্রের দুঃখ হৃদয়ে চিন্তিল।
দেবের দেবত্ব জিনি বলি দৈত্য নিল ॥
পুনরায় কি প্রকারে নিজ রাজ্য পায়।
চিন্তিত অদিতি তবে না দেখি উপায় ॥

অদিতির তপস্যা ও বিষ্ণুর প্রতি স্তব।

হৃদে বিচারিল তবে দেবের জননী।
উপায় না দেখি আর বিনা চক্রপাণি ॥
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নারায়ণ।
বিশ্বস্রষ্টা পোষ্টা তিনি সংহার কারণ ॥
তাঁহা বিনা এ বিপদে কে করিবে ত্রাণ।
তিনি ভক্তজনে কৃপা করেন প্রদান ॥
বিনা তপে তুষ্ট নাহিবেন ভগবান।
ভাবিয়া ক্ষীরোদকূলে করিল প্রস্থান ॥
করিল কঠোর তপ দেবের জননী।
তিন দিনে খায় তবে তিন লোটা পানী ॥
অনন্তর মাস মধ্যে খায় একবার।
তারপর পরিত্যাগ করিল আহার ॥
ধ্যান অবলম্ব হেতু করে নিরূপণ।
ঊর্দ্ধ দৃষ্টে রহে মাত্র পবন অশন ॥
তপেতে তাপিত হৈল এ তিন ভুবন।
দেখিয়া চিন্তিত হইলেন পদ্মাসন ॥
দেবগণে ডাকি বলিলেন পিতামহ।
তপ পরীক্ষিতে শীঘ্র সকলেতে যাহ ॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় ইন্দ্র আদি দেবগণ।
মায়ের সাক্ষাতে গেল পরীক্ষা কারণ ॥
ইন্দ্র বলিলেন মাতা শুন নিবেদন।
আত্মাকে এতেক ক্লেশ দেহ কি কারণ ॥
আমাদের দুঃখ সব অদৃষ্টে লিখন।
শুভকাল হলে দুঃখ হবে বিমোচন ॥
অশুভ সময়ে কর্ম্ম ফল নাহি ধরে।
বেদের নিয়ম হেন শাস্ত্রের বিচারে ॥
সে কারণে শুন মাতা মম নিবেদন।
তপ ত্যাগ করি মাতা স্থির কর মন ॥
তোমার প্রসাদে মাতা শুভকাল হৈলে।
দুষ্ট দৈত্যগণেরে জিনিব অবহেলে ॥
এতেক বলিল যদি দেব সুরপতি।
ধ্যান ভঙ্গ কার মাতা চাহে ক্রোধমতি ॥
নয়ন শ্রবণ হৈতে অগ্নি বাহিরায়।
ভয় পেয়ে দেবগণ পলাইয়া যায় ॥

ব্রহ্মার সাক্ষাতে গিয়া করে নিবেদন।
শুনি ব্রহ্মা চলিলেন সহ দেবগণ ॥
ক্ষীরোদের কুলে গিয়া করিল স্তবন।
তুষ্ট হয়ে দর্শন দিলেন নারায়ণ ॥
নবজলধর জিনি অঙ্গের বরণ।
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন ॥
আজানুলম্বিত বনমালা বিভূষিত।
নূপুর কঙ্কণ হার মুক্তা বিরাজিত ॥
দিব্যমূর্ত্তি পুরোভাগে দেখি নারায়ণে।
প্রণিপাত স্তুতি করিলেন দেবগণে ॥
স্তুতিবশে প্রসন্ন হইয়া জগৎপতি।
দেবগণ প্রতি কহে মধুর ভারতী ॥
শীঘ্র হবে তোমাদের দুঃখ বিমোচন।
স্বস্থানে প্রস্থান কর যত দেবগণ ॥
এত বলি অন্তর্হিত হন নারায়ণ।
যথাস্থানে গেল ইন্দ্র আদি দেবগণ ॥
অদিতির তপেতে তাপিত ত্রিভুবন।
প্রত্যক্ষ হইয়া হরি দেন দরশন ॥
সাক্ষাতে দেখিয়া দেবী কমললোচনে।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল সেইক্ষণে ॥
করযোড়ে স্তুতি তবে করিল বিস্তর।
জয় জয় নারায়ণ জয় দামোদর ॥
শিষ্টের পালক নমো দুষ্ট বিনাশন।
নমো হয়গ্রীব মধুকৈটভমর্দ্দন ॥
নমো আদি অবতার মৎস্য কলেবর।
নমো কূর্ম্ম অবতার নমস্তে ভূধর ॥
নমস্তে বরাহরূপ মোহিনী আকৃতি।
অবতার শিরোমণি নমো জগৎপতি ॥
তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি বৈশ্বানর।
আকাশ পাতাল তুমি দেব গদাধর ॥
অন্তরীক্ষ নাভি তব পাতাল চরণ।
পৃথিবী তোমার কটি অস্থি গিরিগণ ॥
তোমার বিভূতি এই সকল সংসার।
আত্মারূপে সর্ব্বস্থানে করিছ বিহার ॥
পুরুষ প্রধান তুমি আদি সনাতন।
বিষম সঙ্কটে দেব করহ তারণ ॥

এইরূপে স্তুতি করে দেবের জননী।
প্রসন্ন হইয়া কহিলেন চক্রপাণি ॥
তোমার স্তবেতে তুষ্ট হইলাম আমি।
মনোনীত বর দিব মাগি লহ তুমি ॥
যদি বা অসাধ্য হয় ভুবন ভিতরে।
অঙ্গীকার করিলাম দিব তা তোমারে ॥
ভক্ত যাহা বাঞ্ছা করে মম সন্নিধান।
সেই বর করি তারে অবশ্য প্রদান ॥
ভকত-বৎসল আমি ভক্তের কারণে।
আত্মদান দিয়া তুষি সেই ভক্তজনে ॥
সতী সাধ্বী গুণবতী বড় ভাগ্যবতী।
করিলে কঠোর তপ আমাতে ভকতি ॥
সে কারণে বশ আমি হইনু তোমার।
বর বাঞ্ছা আছে যদি মাগ সারোদ্ধার ॥
এত শুনি কহিলেন অমর-জননী।
যদি বর দিবে তবে দেব চক্রপাণি ॥
নিষ্কণ্টক করি দেহ মম পুত্রগণে।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নিল অসুর দারুণে ॥
নররূপ ধরিয়া আমার পুত্রগণ।
সঙ্গোপনে মহীতলে করিছে ভ্রমণ ॥
গুরু আরাধিয়া বলি মহাবল ধরে।
আমার তনয়গণে জিনিল সমরে ॥
পুত্রদের ক্লেশ আমি দেখিতে না পারি।
এজন্য তপস্যা করি অভাগিনী নারী ॥
দেহ মম পুত্রগণে নিজ অধিকার।
অসুরের অহঙ্কার করহ সংহার ॥
দৈত্যারি পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীমধুসূদন।
এই বর আজ্ঞা মোরে কর নারায়ণ ॥
এত শুনি গোবিন্দ করিল অঙ্গীকার।
তোমার গর্ভেতে আমি হব অবতার ॥
ধরিয়া বামনরূপ ছলিব বলিরে।
তব পুত্রগণ যাবে নিজ অধিকারে ॥
রাখিব অদ্ভুত কীর্ত্তি যাইব ধরণী।
এত শুনি কহিলেন কশ্যপঘরণী ॥
উপহাস কর প্রভু হেন লয় মনে।
আমার গর্ভেতে তুমি জন্মিবে কেমনে ॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তব এক লোমকূপে।
তোমায় গর্ভেতে আমি ধরিব কিরূপে॥
যাঁর তত্ত্ব যোগিগণ না পায় উদ্দেশে।
সকল সংসার মুগ্ধ যাঁর মায়াবশে॥
তাঁহারে কিরূপে আমি করিব ধারণ।
হেন বুঝি উপহাস কর নারায়ণ॥
হাসিয়া কহেন হরি উপহাস কেনে।
ভিন্নভাব নাহি ভাবি আমি ভক্তজনে॥
ভক্তজন সবে পারে আমায় ধরিতে।
তুমি সতী সাধ্বী ভক্তি সাধিলে আমাতে॥
সে কারণে তব গর্ভে হব অবতার।
নিজালয়ে এবে তুমি কর আগুসার॥
এত বলি স্বস্থানে গেলেন নারায়ণ।
প্রণমিয়া দেবমাতা করিল গমন॥
স্বামীরে কহিল দেবী এ সব কাহিনী।
শুনি তুষ্ট হইল কশ্যপ মহামুনি॥
তবে কতদিন পরে দেব দামোদর।
করিলেন সুপবিত্র অদিতি-উদর॥
দেবরূপ ধরে তবে দেবের জননী।
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন মুনি॥
জন্মিবেন নারায়ণ জানিয়া নিশ্চয়।
নানা স্তুতি করিল কশ্যপ মহাশয়॥
নমো নমো নারায়ণ অখিলপালক।
নমো যজ্ঞেশ্বর হিরণ্যাক্ষ বিনাশক॥
নমস্তে নৃসিংহরূপ দৈত্য বিনাশন।
নমঃ সর্ব্বময় নমো জগতপালন॥
ব্রহ্মাণ্ডনায়ক নমো নমো জগৎপতি।
নমঃ কূর্ম্ম অবতার মোহিনী আকৃতি॥
নমো জগৎকর্ত্তা তুমি নমো নারায়ণ।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে তোমার ভ্রমণ॥
তুমি সৃজ তুমি পাল করহ সংহার।
তোমার বিভূতি দেব সকল সংসার॥
শিষ্টের পালন কর দুষ্টের সংহার।
সে কারণে মম ঘরে হৈলে অবতার॥
নমস্তে বামনরূপ আদি সনাতন।
এইরূপে স্তুতি করিলেন তপোধন॥

স্তুতিবশে প্রসন্ন হইয়া পীতবাস।
কশ্যপের পুত্ররূপে হইল প্রকাশ॥
অদিতির গর্ভে জন্ম লইলেন হরি।
সম্বরি বিরাটবেশ খর্ব্বমূর্ত্তি ধরি॥
জন্মমাত্র কহিলেন পিতারে কুমার।
ঝটিতি আমার কর ব্রাহ্মণ-সংস্কার॥
শুনিয়া কশ্যপ মুনি শুভক্ষণ করি।
আপন পুত্রের তবে দিলেন উত্তরী॥
কশ্যপেরে কহিলেন প্রভু নারায়ণ।
মহাযজ্ঞ করে বিরোচনের নন্দন॥
অসংখ্য অদ্ভুত ধন দ্বিজে করে দান।
সে কারণে তথা আমি করিব প্রয়াণ॥
মাগিয়া আনিব দান বলি দৈত্যেশ্বরে।
এত বলি চলিলেন বলির দুয়ারে॥
বলিরাজা যজ্ঞ করে বসি যজ্ঞস্থলে।
দ্বারে দেখি বামনেরে শুক্র গুরু বলে॥
অবধান কর বলি বলিব বিশেষে।
এই যে বামন আসে বালকের বেশে॥
অদিতির গর্ভে জন্ম বিষ্ণু অবতার।
তোমারে ছলিতে করিয়াছে আগুসার॥
যে কিছু মাগিবে দান না দিবে ইহারে।
এত শুনি বলি দৈত্য কহিলেক তাঁরে॥
না বুঝিয়া গুরু হেন কহ অকারণ।
স্বয়ং নারায়ণ যদি এই যে ব্রাহ্মণ॥
যাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ করি অনিবার।
তিনি যদি ইনি তবে সৌভাগ্য আমার॥
ব্রহ্মাদি দেবতা যাঁর পূজয়ে চরণ।
উদ্দেশে মাগয়ে বর যত দেবগণ॥
সেই প্রভু আসে যদি আমার আলয়।
তবে গুরু অতি গুরু মম ভাগ্যোদয়॥
মাগিবেন যাহা তিনি করিব প্রদান।
ইহাতে কি জন্য কর বিরোধ সন্ধান॥
ধর্ম্মকর্ম্মে বাধা দাও অতি অনুচিত।
এত শুনি শুক্র গুরু হইল দুঃখিত॥
শাপ দিল বলি দৈত্যে মহাক্রোধভরে।
মম বাক্য না শুন ঐশ্বর্য্য অহঙ্কারে॥

এই শাপে লক্ষ্মীভ্রষ্ট হবে এইক্ষণে।
এত বলি শুক্র গুরু গেল ক্রুদ্ধমনে ॥
হেনকালে উপনীত হৈল নারায়ণ।
বামন আকৃতি রূপ অরুণ নয়ন ॥
দেখি যোজ্ঞহোতাগণ মানিল বিস্ময়।
উঠি করযোড়ে বিরোচনের তনয় ॥
প্রণাম করিয়া দিল বসিতে আসন।
সভামধ্যে দ্বিজ-শিশু বৈসেন বামন ॥
অপরূপ রূপধারী কশ্যপকুমার।
দেখি লোমাঞ্চিত বলি সানন্দ অপার ॥
কৃতাঞ্জলি করি স্তুতি করে মতিমান।
আজি যে সফল মম যাগ যজ্ঞ দান ॥
আজি যে সফল জন্ম হইল আমার।
সে কারণে আসিলেন আমার আগার ॥
যাহা চাহ তাহা দিব না হবে অন্যথা।
ত্রিভুবন চাহ যদি অর্পিব সর্ব্বথা ॥
শুনিয়া কহেন হাসি কপট বামন।
বহু দানে আমার কি আছে প্রয়োজন।
ব্রাহ্মণবালক আমি তপস্যা তৎপর।
গ্রামে ভূমে আমার কি কাজ দৈত্যেশ্বর ॥
ধ্যানে তপে জপে মম যায় সর্ব্বক্ষণ।
মুনিকুলে জন্ম মম শুনহ রাজন ॥
অরণ্য-নিবাসী আমি ফলমূলাহারী।
সে কারণে কহি শুন দৈত্য অধিকারী ॥
যদি দিবে দান তুমি করিয়াছ মনে।
তিন পদ ভূমি দাও জুঁখিয়া চরণে ॥
তপ করিবারে চাহি বসিয়া তাহাতে।
ইহা ভিন্ন কিছু অন্য না চাহি তোমাতে ॥
ভূমি দান সম ফল নাহি ত্রিভুবনে।
ভূমিদানের মাহাত্ম্য শুন নৃপমণে ॥
সুঘোষ নামেতে এক আছিল ব্রাহ্মণ।
সৌভরী নগরবাসী দরিদ্র লক্ষণ ॥
ধনার্থে করিল বহু রাজ্য পর্য্যটন।
না মিলিল ধন তার অদৃষ্ট কারণ ॥
ছয় পত্নী পুত্র পৌত্র বহু পরিজন।
উপার্জ্জক সেই মাত্র একাকী ব্রাহ্মণ ॥

নিরন্তর ভিক্ষা মাগি আনয়ে ব্রাহ্মণ।
ভ্রমণ ব্যতীত নহে উদর ভরণ ॥
একদিন দ্বিজবর ভিক্ষায় না গেল।
আলস্য করিয়া নিজ গৃহেতে রহিল ॥
অন্ন হেতু কান্দে তার যত শিশুগণ।
শুনিয়া হৃদয়ে তাপ পাইল ব্রাহ্মণ ॥
আপনারে নিন্দা করি অনেক কহিল।
নিরর্থক জন্ম মম জগতে হইল ॥
ধনহীন মনুষ্যের জন্ম অকারণ।
মনুষ্যের মধ্যে কেহ না করে গণন ॥
ভার্য্যা পুত্র অরি হয় মিত্র না আদরে।
ধনহীন হৈলে কিছু করিবারে নারে ॥
এই মত চিন্তি চিন্তাকুল তপোধন।
নগর ত্যজিয়া গেল লয়ে পরিজন ॥
অবন্তীনগরে বিপ্র করিল বসতি।
বৃত্তি দিয়া ব্রাহ্মণে স্থাপিল নরপতি ॥
সেই পুণ্যফলে অবন্তীর নরপতি।
দুই কল্প ইন্দ্রসহ করিল বসতি ॥
সে কারণে অবধান কর দৈত্যেশ্বর।
ত্রিভুবনে নাহি ভূমিদানের উপর ॥
তিনপদ ভূমিমাত্র সবে মাগি আমি।
ইহা দিয়া আমারে সন্তোষ কর তুমি ॥
বলি বলে বামন হে বুঝি বল বাণী।
ত্রিপদে তোমার তৃপ্তি তাহা নাহি মানি ॥
এই দান দিতে মম চিত্তে না আইসে।
সংসারেতে অপযশ ঘুষিবে বিশেষে ॥
অপযশ হইতে মরণ শ্রেষ্ঠ গণি।
সে কারণে অবধান কর দ্বিজমণি ॥
নগর চত্বর গ্রাম যেই ইচ্ছা মনে।
সকল মাগিয়া দান লহ মম স্থানে ॥
এত শুনি হাসি পুনঃ বলেন বামন।
ইহাতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন ॥
অঙ্গীকার করি বলি কহে অনুচরে।
ভৃঙ্গার ভরিয়া জল আনহ সত্বরে ॥
হাতে জল করি বলি দান দিতে যায়
দেখি দৈত্যগুরু তবে চিন্তিল উপায় ॥

বজ্রকীটরূপে গুরু প্রবেশি ভৃঙ্গারে।
নল রুদ্ধ করে জল যেন না নিঃসরে ॥
ভৃঙ্গার ঢালিয়া জল নাহি পড়ে হাতে।
দেখি বলি দৈত্যেশ্বর পড়িল লজ্জাতে ॥
এ সকল তত্ত্ব জানিলেন নারায়ণ।
বলি প্রতি কহিলেন শুনহ রাজন ॥
ভৃঙ্গারের দ্বার মুক্ত কর কুশাঘাতে।
এত শুনি হাতে কুশ লইল ত্বরিতে ॥
বজ্রসম হৈল কুশ ঈশ্বর কৃপাতে।
নির্ঘাত বাজিল ভার্গবের চক্ষুপথে ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
এক চক্ষু অন্ধ তার হৈল সেইক্ষণ ॥
কাতর ভার্গব মুনি গেল নিজস্থান।
বলি দৈত্য বামনে দিলেন ভূমিদান ॥
দান পেয়ে হরি তবে নিজমূর্ত্তি ধরে।
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হৈল কলেবরে ॥
দেখিতে দেখিতে অঙ্গ বাড়ে ক্রমে ক্রমে।
মুহূর্ত্তেকে তনু গিয়া ঠেকিলেক ব্যোমে ॥
পৃথিবী সহিত হরি সকল নগর।
এক পায়ে ব্যাপিলেক দেব দামোদর ॥
সপ্ত স্বর্গ ব্যাপিলেক আর এক পায়।
আর পা রাখিতে স্থল নাহিক কোথায় ॥
ডাক দিয়া বলি রাজে বলে বনমালী।
চাহিলাম তব স্থানে তিন পদ স্থলী ॥
দুই পদ ভূমিমাত্র পাইলাম আমি।
আর পদ রাখি কোথা স্থল দেহ তুমি ॥
এত শুনি বলে বিরোচনের নন্দন।
অঙ্গীকার পূর্ণ মম কর নারায়ণ ॥
আমার মস্তকে পদ দেহ জগৎপতি।
নরক হইতে মম কর অব্যাহতি ॥
এত শুনি প্রশংসা করিয়া নারায়ণ।
বলির মস্তকোপরি দিলেন চরণ ॥
নানাবিধ মতে বলি পূজিল চরণ।
গরুড়েরে আজ্ঞা করিলেন নারায়ণ ॥
বলিকে পাতালে লয়ে বান্ধ নাগপাশে।
প্রভুর ইঙ্গিত পেয়ে গরুড় হরিষে ॥
বলিকে পাতালে লয়ে বান্ধে সেইক্ষণ।
সাধু সাধু ধন্যবাদ করে দেবগণ ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ আসিয়া হরিষে।
হরিকে করিল স্তুতি অশেষ বিশেষে ॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব দিয়া দেব ভগবান।
অন্তর্হিত হইয়া গেলেন নিজ স্থান ॥
যাহা জিজ্ঞাসিলে রাজা কহিনু তোমারে।
সেইরূপ দুর্য্যোধন অহঙ্কার করে ॥
অচিরে সমরেতে মরিবে কুরুকুল।
কুরুকুল প্রতি দেখি বিধি প্রতিকূল ॥
এত বলি উঠিয়া সে ধৌম্য তপোধন।
পাণ্ডব সভাতে উত্তরিল সেইক্ষণ ॥
ধৌম্যে দেখি আস্তে ব্যস্তে পঞ্চ সহোদর।
বসিতে দিলেন দিব্য সিংহাসনোপর ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজি জিজ্ঞাসেন বাণী।
একে একে সব কথা কহে ধৌম্য মুনি ॥
তোমার কারণে রাজা সবে বুঝাইল।
কারো বাক্য দুর্য্যোধন কর্ণে না শুনিল ॥
অহঙ্কার করিয়া বলিল কুবচন।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন ॥
এত শুনি পঞ্চভাই কহেন বচন।
কুলক্ষয় হেতু বিধি করিল সৃজন ॥
মহাক্ষয় হইবেক কুলের সংহার।
শুনিয়া চিন্তিত অতি ধর্ম্মের কুমার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক পাণ্ডবদের নিকটে সঞ্জয়কে প্রেরণ।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনিরাজ।
তবে কি করিল কহ অন্ধ মহারাজ ॥
মুনি বলে নরপতি শুন একমনে।
কারো বাক্য দুর্য্যোধন না শুনিল কাণে ॥
তাহাতে বিরক্ত হয়ে অন্ধ নরবর।
সঞ্জয়েরে ডাকাইয়া কহিল সত্বর ॥

দেখিলে সঞ্জয় দুর্য্যোধনের দুষ্টতা ।
না শুনিল না মানিল মহতের কথা ॥
সে কারণে যাহ তুমি বিরাটনগর ।
মম আশীর্ব্বাদ কহ পাণ্ডব-গোচর ॥
একে একে পঞ্চজনে কহিবে কল্যাণ ।
বিনয় প্রণয় করি হয়ে সাবধান ॥
দ্রৌপদীরে আশীর্ব্বাদ কহিবে আমার ।
দৈবগতি দেখ এই সকল সংসার ॥
দৈবে যাহা করে তাহা খণ্ডিতে কে পারে
পরম সুবুদ্ধি জ্ঞান দৈবে নষ্ট করে ॥
সে কারণে মন্দবুদ্ধি হৈল দুর্য্যোধনে ।
কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বনে ॥
রাজপুত্রী হয়ে তুমি রাজার মহিষী ।
পাইলে অনেক কষ্ট অরণ্যে নিবসি ॥
দৈবের ঘটনে এত হৈল বিসম্বাদ।
মোরে দেখি কৌরবের ক্ষম অপরাধ ॥
সতী সাধ্বী গুণবতী তুমি পতিব্রতা ।
লক্ষ্মীরূপা নারী তুমি ধর্ম্মকার্য্যে রতা ॥
এইরূপে দ্রৌপদীকে কহিবে বিনয় ।
কদাচ আমার প্রতি ক্রোধ নাহি হয় ॥
কহিবে পঞ্চজনে সময় অনুক্রমি ।
পাইলে অনেক কষ্ট বনে বনে ভ্রমি ॥
ত্রয়োদশ বৎসর অবধি তোমা বিনে ।
দহিছে আমার আত্মা চিন্তার আগুনে ॥
অন্ন নাহি রুচে মম নাহি রুচে নীর ।
তোমা সবা বিচ্ছেদেতে সর্ব্বদা অস্থির ॥
নয়নে না আসে নিদ্রা ভোজনে না সুখ ।
তোমা সবাকার দুঃখে বিদরিছে বুক ॥
গান্ধারী সুবলসুতা তোমা সবা বিনে ।
করে খেদ বহে নীর সর্ব্বদা নয়নে ॥
বিদুর বাহ্লীক আর সোমদত্ত বীর ।
তোমা সবা অভাবেতে সর্ব্বদা অস্থির ॥
চারিজাতি নগরে যতেক প্রজাগণ ।
তোমা সবা না দেখিয়া সজল নয়ন ॥
হস্তিনার লোক যত দুঃখী রাত্রি দিন ।
এইরূপে বিনয়েতে কহিবে বচন ॥
নানাবিধ অলঙ্কার দিব্য বস্ত্র নিয়া ।
শীঘ্রগতি যাও পাণ্ডুপুত্রে দেখ গিয়া ॥
ঘোটক সংযুক্ত রথে করি আরোহণ ।
শুভ লগ্ন তিথি আজি করহ গমন ॥
এত শুনি সঞ্জয় উঠিল সেইক্ষণ ।
যুড়ি খেচরের রথ পবন গমন ॥
বিরাট নগর মধ্যে পাণ্ডুর কুমার ।
সভামধ্যে অবস্থিত দেব অবতার ॥
হেনকালে সঞ্জয় হইল উপনীত ।
দেখিয়া বিরাট তারে জিজ্ঞাসিল হিত ॥
দিব্য রত্ন সিংহাসনে দিলেন বসিতে ।
পাণ্ডবে সম্ভাষি দূত বসিল সভাতে ॥
কহিল সঞ্জয় প্রতি ভাই পঞ্চজন ।
সবার কুশলবার্ত্তা কহ বিবরণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণ ভীষ্ম বাহ্লীক নৃপতি।
আমাদের মাতা কুন্তী গান্ধারী প্রভৃতি ॥
ত্রয়োদশ বর্ষকাল নাহি দরশন ।
কেবা মরে কেবা জীয়ে না জানি কারণ ॥
কোথা হৈতে এথানে তোমার আগমন ।
জ্যেষ্ঠতাত পাঠাইল এই লয় মন ॥
কি কহিয়া পাঠাইল অম্বিকানন্দন ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর যত সভাজন ॥
কি কহিল কর্ণবীর রাধার কুমার ।
দুর্য্যোধন কি বলে শকুনি দুরাচার ॥
উভয় কুলের হিত সবে কি চিন্তিল ।
সম্প্রীতি করিতে বুঝি তোমা পাঠাইল ॥
যেই সত্য করিলাম সবার অগ্রেতে ।
তাহাতে হইনু মুক্ত ধর্ম্মের কৃপাতে ॥
সর্ব্বধর্ম্ম-মূল হরি ব্রহ্ম সনাতন ।
তাঁহার কৃপায় হৈল সঙ্কটে তারণ ॥
এত দুঃখ পেয়ে তবু রাখিলাম ধর্ম্ম ।
সবে সুখে আছেন সবার মূল কর্ম্ম ॥
সমুচিত ভাগ যেই আছয়ে আমার ।
তাহা ছাড়ি দিতে করিয়াছে কি বিচার ॥
কহ শুনি সঞ্জয় সমস্ত বিবরণ ।
এত শুনি সঞ্জয় করিল নিবেদন ॥

ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর বাহ্লীক নৃপতি।
সম্প্রীতি করিতে সবে দিল অনুমতি ॥
কারো বাক্য না শুনিল কৌরব দুর্ম্মতি।
সান্ত্বনা করিল কত অন্ধ নরপতি ॥
ভীষ্মমুখে শুনি তোমা সবার উদয়।
আনন্দিত সকলের হইল হৃদয় ॥
চারি জাতি নগরে যতেক প্রজাগণ।
শুনিয়া সকল বার্ত্তা হৃষ্ট সর্ব্বজন ॥
সুহৃদ অমাত্য জ্ঞাতি যত বন্ধুজন।
সদা হাহাকার রবে করিত রোদন ॥
ডাকিত পাণ্ডব বলি সদা ঊর্দ্ধমুখে।
তোমাদিগে না দেখিয়া অন্ধ ছিল দুঃখে ॥
দ্বাদশ বৎসরাবধি যত প্রজাগণ।
সুখলেশ নাহি কারো জীয়ন্তে মরণ ॥
এবে সমাচার শুনি তোমা সবাকার।
দেখিতে উদ্বেগচিত্ত আনন্দ অপার ॥
তোমা পঞ্চ ভাই যবে গেলে বনবাসে।
বিনা মেঘে নগরেতে রুধির বরিষে ॥
দিবসে ডাকয়ে শিবা অতি কুলক্ষণ।
উল্কাপাত আছি শব্দ হয় ঘনে ঘন ॥
সেইক্ষণে ধূমকেতু প্রকাশে আকাশে।
অশ্ব হস্তী পশুগণ কান্দে চারিপাশে ॥
অলক্ষণ দেখিয়া বলিল জ্ঞানিগণ।
কুলক্ষয় হৈল রাজা তোমার কারণ ॥
অতি কুলক্ষণ রাজা দেখি শাস্ত্রমতে।
এখন উপায় কর যদি লয় চিতে ॥
দিনে দিনে অলক্ষণ দেখ নৃপমাণ।
পৃথিবী হরিল শস্য মেঘে অল্প পানি ॥
সে কারণে নরপতি মম বাক্য ধর।
আপন কুলের হিত যদি বাঞ্ছা কর ॥
ফিরাইয়া আন পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ দেহ অধিকার ॥
পুত্রবশ ধৃতরাষ্ট্র শুনি না শুনিল।
সেইকাল আসি উপস্থিত যে হইল ॥
অনন্তর উত্তর গোগ্রহে কুরুগণে।
পরাজয় করিলেন ধনঞ্জয় রণে ॥
দণ্ডভয় হইয়া আইল কুরুপতি।
ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র বুঝাইল নীতি ॥
অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া কহিল বচন।
কারো বাক্য না শুনিল রাজা দুর্য্যোধন ॥
পরে ধৌম্য পুরোহিত তোমার আদেশে
বুঝাইল বহুমতে শাস্ত্র উপদেশে ॥
অনাদর করি তাহা না শুনিল কাণে।
শুনিয়া থাকিবে তাহা ধৌম্যের বদনে ॥
কারো বাক্য দুর্য্যোধন যবে না শুনিল।
আমারে ডাকিয়া তবে বুড়াটী বলিল ॥
এই ধন রত্ন দিল বস্ত্র অলঙ্কার।
পুনঃ পুনঃ অনেক কহিল বারবার ॥
কহিব সে সব কথা শুনহ রাজন।
ত্রয়োদশ বর্ষ তব না ছিল মিলন ॥
পাইলে অনেক কষ্ট ভ্রমি বনে বন।
সে সকল মনে নাহি কর কদাচন ॥
কপটী কুমন্ত্রী কর্ণ আর দুঃশাসন।
শকুনি সৌবল আর রাজা দুর্য্যোধন ॥
তা সবার কপটে হইল সর্ব্বনাশ।
তোমরা অরণ্যে গেলে আমরা নিরাশ ॥
অন্ধ দেখি দুর্য্যোধন আমা নাহি মানে।
যত কথা বলি আমি নাহি শুনে কাণে ॥
আমার বচন সেই চিত্তে নাহি লিখে।
কর্ণ দুঃশাসন বচন মাত্র সে রাখে ॥
দুর্য্যোধন রাজ্য ছাড়ি নাহি দিতে চায়।
যেই চিত্তে আসে তাহা কর ধর্ম্মরায় ॥
এত শুনি পুনরপি কহে পঞ্চজন।
কহ শুনি কি বলিল রাজা দুর্য্যোধন ॥
কি বলিল কর্ণবীর রাধার নন্দন।
সত্য করি বল তাহা শুনি দিয়া মন ॥
সঞ্জয় কহিছে শুন পাণ্ডুর কুমার।
কহিল নিষ্ঠুর দুর্য্যোধন দুরাচার ॥
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি আমি দিব তারে।
কোন্ শক্তি তার মোরে বলাৎকার করে
মহা মহা বীরগণ আমার সহায়।
মুহূর্ত্তেকে পাণ্ডবেরা হবে পরাজয় ॥

সত্য সত্য নিশ্চয় আমার যুদ্ধ পণ।
এইরূপ কহিল নৃপতি দুর্য্যোধন ॥
রাধেয় করিয়া দম্ভ কহিল বিস্তর।
কার শক্তি মম সঙ্গে করিবে সমর ॥
একমাত্র ধনঞ্জয় সংগ্রামে প্রখর।
প্রথম যুদ্ধেতে তারে মারিব সত্বর ॥
তারে মারি চারিজনে রাখিব বান্ধিয়া।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য কর নির্ভয় হইয়া ॥
এইরূপে কহিলেক রাধেয় দুর্ম্মতি।
চিত্তে যাহা আসে তাহা কর নরপতি ॥
নিশ্চয় হইবে রণ নহে নিবারণ।
বুঝিয়া করহ কার্য্য ভাই পঞ্চজন ॥
পৃথিবীতে বৈসে যত রাজরাজেশ্বর।
যুদ্ধ হেতু বরিবারে পাঠাইল চর ॥
নানা অস্ত্র রথ আর সামগ্রী বিস্তর।
দুর্য্যোধন আজ্ঞায় করিছে অনুচর ॥
শুনিয়া সঞ্জয়বাক্য ধর্ম্মের নন্দন।
কহেন কম্পিত অঙ্গ অরুণ লোচন ॥
যাও পুনঃ সঞ্জয় আমার দূত হয়ে।
যাহা কহি কৌরবেরে কহিবে বুঝায়ে ॥
ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত তাঁর উপরোধ।
সে কারণে পূর্ব্ব হতে না করিনু ক্রোধ ॥
সেই হেতু এত দিন রহিল জীবন।
আপনার মৃত্যু বুঝি চাহিছে এখন ॥
মৃত্যু শ্রেয়ঃ সে বুঝিল বুঝি অনুমানে।
সে কারণে যুদ্ধ-ইচ্ছা করিয়াছে মনে ॥
অল্পকার্য্যে জ্ঞাতিবধে নাহি প্রয়োজন।
আপনার মান রক্ষা কর দুর্য্যোধন ॥
সমুচিত ভাগ যেই শাস্ত্র নিরূপণে।
তাহা দিয়া বশ কর আমা পঞ্চজনে ॥
নহিলে প্রলয় বড় হবে কুলক্ষয়।
এইরূপে কৌরবেরে কহিও নিশ্চয় ॥
তবে ভীম কহিলেন ক্রোধ করি মনে।
মম বার্ত্তা কহিবা কৌরব বিদ্যমানে ॥
হিমাদ্রি ত্যজয়ে ধৈর্য্য সূর্য্য না প্রকাশে।
অনল শীতল হয় সপ্তসিন্ধু শোষে ॥
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হবে খণ্ডন।
ঊরু ভাঙ্গি দুর্য্যোধনে করিব নিধন ॥
করিয়াছি অঙ্গীকার সভা বিদ্যমানে।
কহিলাম সঞ্জয় এখন তব স্থানে ॥
দুর্য্যোধন লয় যদি ধর্ম্মের শরণ।
যতেক প্রতিজ্ঞা মম সব অকারণ ॥
মম হাতে সব ভাই রক্ষা পাবে তবে।
এই কথা অনুসারে কহিবে কৌরবে ॥
অবশ্য আমার হাতে হইবে নিধন।
যত দুঃখ পাইলাম আছে যে স্মরণ ॥
এই সব দুঃখ অঙ্গে হতেছে দহন।
এই সব দুঃখেতে সদাই পুড়ে মন ॥
সভামধ্যে দ্রৌপদীর অপমান কৈল।
দেখিয়া অন্ধের মুখ সকলি সহিল ॥
সেই সব অগ্নিপ্রায় জ্বলিছে অন্তরে।
ধর্ম্ম-আজ্ঞা পাইলে যাইত যমঘরে ॥
রাজ্যভাগ ছাড়ি দিতে বলিহ আমার।
নিবৃত্ত হয়েছে অগ্নি কেন জ্বাল আর ॥
এইরূপে কহিবে নৃপতি দুর্য্যোধনে।
দুঃশাসন কর্ণ আদি যত কুরুগণে ॥
এত বলি নিবর্ত্তিল মারুততনয়।
বলেন সঞ্জয় প্রতি তবে ধনঞ্জয় ॥
কহিবে অন্ধেরে তুমি মম নমস্কার।
তোমা বিদ্যমানে দুঃখ হইল অপার ॥
কৌরবের পতি তুমি কৌরবের গতি।
তোমা বিনা কুরুকুলে নাহি অব্যাহতি ॥
আমার বিভাগ রাজ্য দেহ অবিকল।
অল্প হেতু জ্ঞাতিবধে নাহি কোন ফল ॥
তুমি যদি আজ্ঞা কর আমারে রাজন।
আপনার রাজ্য গিয়া লই সেইক্ষণ ॥
তবে যদি বিরোধ করিবে দুর্য্যোধন।
আমি দ্বন্দ্ব কদাচ না করিব রাজন ॥
অত্যাচার করিলেও প্রাণে না মারিব।
আজ্ঞা কর যদি তারে বান্ধিয়া রাখিব ॥
বলিকে বান্ধিয়া যথা ইন্দ্র রাজ্য করে।
তব হিত হেতু রাজা কহি যে তোমারে ॥

এইমত যদি নাহি কর কদাচিত।
বংশের সহিত তবে মজিবে নিশ্চিত ॥
এইরূপে মম কথা কহিবে অন্ধেরে।
না শুনিলে পুনরপি কহিবে তাঁহারে ॥
এরূপে কহিল যদি ইন্দ্রের নন্দন।
সবাকে সম্ভাষি তবে সূতের নন্দন ॥
মেলানী মাগিয়া ধর্ম্মে আরোহিয়া রথে।
গিয়া সব নিবেদিল অন্ধের সাক্ষাতে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

কুরুক্ষেত্রে দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধসজ্জা ও কুরুক্ষেত্রের উৎপত্তি কথন।

রাজা জন্মেজয় মুনিবরে জিজ্ঞাসিল।
পরে কহ মুনি আর কি প্রসঙ্গ হৈল ॥
পাণ্ডবের রণে আসে কত বীরগণ।
কত সৈন্য সহ সাজে নিজে দুর্য্যোধন ॥
মুনি বলে শুন নৃপ শ্রীজনমেজয়।
দুষ্টবুদ্ধি দুর্য্যোধন পাপিষ্ঠ দুর্জ্জয় ॥
চতুর্দ্দিকে ছিল যত যত রাজগণ।
যুদ্ধহেতু সবাকারে লিখিল লিখন ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা চেদিবংশপতি।
ভগদত্ত বৃহদ্বল কলিঙ্গ নৃপতি ॥
ক্ষেমবর্ত্তী সুশর্ম্মা নৃপতি অনুবৃন্দ।
সুমন্ত্র সারথি আর রাজা জলসন্ধ ॥
এইরূপে পঞ্চষষ্টি শত নরপতি।
রথ রথী গজ বাজী অসংখ্য পদাতি ॥
কৌরবের দলে আসে পেয়ে নিমন্ত্রণ।
সৈন্য কোলাহল শব্দে পূরিল গগন ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী একত্র মিলিল।
দেখি চিত্তে দুর্য্যোধন সানন্দ হইল ॥
অনুচরে আজ্ঞা দিল কৌরব তনয়।
কুরুক্ষেত্রে কর গিয়া বিচিত্র আলয় ॥

রাজার আদেশ পেয়ে অনুচরগণ।
সেইক্ষণে কুরুক্ষেত্রে করিল গমন ॥
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি খনক আনিল।
গড়খাই নির্ম্মাইতে সবাকে কহিল ॥
আজ্ঞা পেয়ে খনিবারে লাগে সেইক্ষণে।
যতেক রচিল গৃহ না যায় লিখনে ॥
নির্ম্মাইয়া গড়খাই যত অনুচরে।
নিবেদন কৈল আসি কৌরবকুমারে ॥
হেথা দুর্য্যোধন করিল সৈন্য-সাজন।
তবে ভ্রাতৃগণে কহে ধর্ম্মের নন্দন ॥
শুনিলে কি ভ্রাতৃগণ কৌরবকাহিনী।
সাজিল পাপিষ্ঠ একাদশ অক্ষৌহিণী ॥
আমাদের পক্ষে যত সুহৃদ সুজন।
যুদ্ধ হেতু সবাকারে লিখহ লিখন ॥
ভোজবংশে অন্ধবংশে যতেক রাজন।
সৌবল সুমিত্র আদি মদ্রের নন্দন ॥
যদুবংশে উগ্রসেন আদি রাজগণ।
যথাযোগ্য সবাকারে পাঠাও লিখন ॥
অনুচরগণে আজ্ঞা কর শীঘ্রতরে।
কুরুক্ষেত্রে গড়খাই কহ রচিবারে ॥
ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য আদি করহ সঞ্চার।
নানা অস্ত্র শস্ত্র আর বহু উপহার ॥
নৃপতির আজ্ঞামাত্রে ইন্দ্রের নন্দন।
ডাক দিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নে কহিল তখন ॥
আপনিহ যাহ তথা বিলম্ব না সয়।
কুরুক্ষেত্রে কর গিয়া বিচিত্র আলয় ॥
কুরুক্ষেত্রে মহাতীর্থ পুরাণে বাখানি।
যাহাতে পড়িলে যুদ্ধে পায় দেবযোনি ॥
পূর্ব্বপিতামহ মম কুরু নৃপমণি।
ব্যাসমুখে শুনিয়াছি তাঁহার কাহিনী ॥
একচ্ছত্র মহারাজ ছিল ভূমণ্ডলে।
কুরুক্ষেত্র কৈল রাজা নিজ পুণ্যবলে ॥
শুনি কহে ধৃষ্টদ্যুম্ন করিয়া বিনয়।
ইহার বৃত্তান্ত কহ শুনি ধনঞ্জয় ॥
অর্জ্জুন বলেন শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
মহাধর্ম্মশীল ছিল কুরু নৃপমণি ॥

বাহুবলে শাসিল সকল ভূমণ্ডল।
একচ্ছত্রে রাজা হৈল বলে মহাবল॥
নানা দান নানা যজ্ঞ করিল রাজন।
কুরুর মহিমা গুণ বিখ্যাত ভুবন॥
একদিন পিতৃগণ কহিল তাঁহারে।
মাংসশ্রাদ্ধে তৃপ্তি কর আমা সবাকারে॥
পিতৃগণ আজ্ঞাকারী কুরু নরপতি।
মৃগয়া কারণে বনে গেল শীঘ্রগতি॥
মারিল অনেক মৃগ অরণ্য ভিতর।
অগ্রে বাড়ী পাঠাইল মৃগ বহুতর॥
মৃগয়াতে শ্রান্ত বড় হইয়া রাজন।
জল অন্বেষণে রাজা ভ্রমি বনে বন॥
জল নাহি পায় রাজা তৃষ্ণায় পীড়িত।
দণ্ডক কাননে রাজা হৈল উপস্থিত॥
মুনির আশ্রম সেই অপূর্ব্ব-কানন।
মনুষ্য অগম্য স্থল অতি সুশোভন॥
দিব্য সরোবর আছে বনের ভিতরে।
দেব-কন্যাগণ তাহে নিত্য কেলি করে॥
সেই সরোবরে রাজা হন উপনীত।
সরোবর দেখি হৈল বড় আনন্দিত॥
বহুরূপা নামে কন্যা দেবের নর্ত্তনী।
রূপেতে কনকলতা খঞ্জননয়নী॥
মুখরুচি শত শশী করিয়াছে শোভা।
ওষ্ঠস্থল অতুল বন্ধুক পুষ্প আভা॥
শুকচঞ্চু জিনি নাসা জিনি তিলফুল।
কামের কার্ম্মুক ভুরু কিবা দিল তুল॥
দেখিয়া কন্যার রূপ মোহিত রাজন।
ক্ষুধা তৃষ্ণা পাসরিল কামে অচেতন॥
নিকটে যাইয়া রাজা কহিল কন্যারে।
নিজ পরিচয় তুমি কহিবে আমারে॥
তোমার রূপের সীমা না যায় বর্ণনে।
তোমা সম রূপ গুণ না দেখি নয়নে॥
কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী হবে হরপ্রিয়া।
সাবিত্রী রুক্মিণী কিম্বা হবে সর্ব্বজয়া॥
কিবা নাগকন্যা হবে তিলোত্তমা প্রায়।
নিজ পরিচয় কন্যা কহিবে আমায়॥

কন্যা বলে শুন মম পূর্ব্বের কাহিনী।
বহুরূপা নাম মম ইন্দ্রের নর্ত্তনী॥
পূর্ব্বজন্মে আমি রাজা ছিনু পক্ষিযোনি।
প্রভাসে বসতি ছিল নাম সারঙ্গিনী॥
প্রামাণিক নামে বট প্রভাসের তীরে।
অদ্যাপি সে বৃক্ষ আছে দৃষ্টির গোচরে॥
তথা অবস্থিতি আমি করি বহুকাল।
কতদিনে বৃদ্ধকাল হইল জঞ্জাল॥
জরাতে আকুল তনু ব্যাধিতে পীড়িল।
সেই বৃক্ষ উপরে আমার মৃত্যু হৈল॥
মরিয়া শুকায়েছিনু বৃক্ষের উপরে।
বহুকাল ছিলাম সে বাসার ভিতরে॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম না হয় খণ্ডন।
কতদিনে ঘোরতর বহিল পবন॥
বাসার সহিত মম শুষ্ক কলেবরে।
উড়াইয়া ফেলিলেক প্রভাসের নীরে॥
পরশ করিতে অঙ্গ প্রভাসের পানী।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হইলাম নৃপমণি॥
দিব্যমূর্ত্তি ধরিলাম রূপেতে পদ্মিনী।
সেই পুণ্যে হইলাম ইন্দ্রের নর্ত্তনী॥
ইন্দ্রের সাক্ষাতে নৃত্য করি বার বার।
একদিন পাপবুদ্ধি হইল আমার॥
সূর্য্যবংশে মহারাজ খট্টাঙ্গ আছিল।
যুদ্ধ হেতু ইন্দ্র তারে বরিয়া আনিল॥
অসুরগণ সহ করিল ঘোর রণ।
সবাকারে পরাজিল খট্টাঙ্গ রাজন॥
তুষ্ট হয়ে সভাতে লইল ইন্দ্র তারে।
যত্নে করাইল নৃত্য আমা সবাকারে॥
খট্টাঙ্গ নৃপতি রূপে পরম সুন্দর।
তাঁরে দেখি হৃদয়ে বিন্ধিল কামশর॥
পুনঃ পুনঃ চাহিলাম তাঁহার বদন।
দেখি ইন্দ্র ক্রোধে শাপ দিল সেইক্ষণ॥
দেবলোক পেয়ে কর মনুষ্য আচার।
কিছুকাল কর নরলোকে ব্যবহার॥
সে কারণে নরপতি হেথায় বসতি।
বিরহিণী আছি নাহি মিলে যোগ্যপতি॥

এত শুনি হাসিয়া বলিল নৃপমণি।
আমারে বরহ যদি আছ বিরহিনী॥
চন্দ্রবংশে জন্ম মম কুরু নাম ধরি।
সমস্ত সংসার মধ্যে আমি অধিকারী॥
তোমারে দেখিয়া মন মজিল আমার।
কামানলে দহে তনু করহ নিস্তার॥
শ্রেষ্ঠ পাটেশ্বরী আমি করিব তোমারে।
এত শুনি কন্যা পুনঃ কহিল রাজারে॥
নিশ্চয় নৃপতি আমি করিব বরণ।
এক সত্য মম অগ্রে করহ রাজন॥
আপন ইচ্ছায় আমি করিব যে কাজ।
আমায় নিষেধ না করিবে মহারাজ॥
কুবচন বল যদি ত্যজিব তোমারে।
কন্যার বচনে রাজা অঙ্গীকার করে॥
কন্যারে লইয়া রাজা গেল নিজ দেশে।
নিরবধি কেলি করে অশেষ বিশেষে॥
একদিন নরপতি কহিল কন্যারে।
শীঘ্রগতি জল দেহ আনিয়া আমারে॥
কন্যা বলে এবে মম আছে প্রয়োজন।
মুহূর্ত্তেক পরে জল দিতেছি রাজন॥
রাজা বলে পিপাসাতে দহে কলেবর।
আমারে আনিয়া জল দেহ শীঘ্রতর॥
নৃপতির বাক্য কন্যা না করে শ্রবণ।
ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা বলে বহু কুবচন॥
ক্রোধেতে করিল নিন্দা বিবিধ প্রকারে।
গণিকার জাতি তুই কি বলিব তোরে॥
এত শুনি কন্যা হাসি কহিল রাজারে।
পূর্ব্বসত্য পাসরিলে ছাড়িনু তোমারে॥
এইক্ষণে ত্যাগ করি যাব নিজ স্থান।
এতেক বলিয়া কন্যা হৈল অন্তর্দ্ধান॥
কন্যারে না দেখি রাজা আকুল জীবন।
কন্যার ভাবনা বিনা অন্যে নাহি মন॥
রাজপদে নাহি মতি সচিন্তিত মন।
বিবাহ না করে রাজা নবীন যৌবন॥
বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ সব বুঝায় রাজারে।
কি হেতু ভূপাল চিন্তা করিছ অন্তরে॥

বহুরূপা কন্যা সেই ইন্দ্রের নর্ত্তকী।
ইন্দ্রশাপে হয়েছিল তোমার রমণী॥
শাপে মুক্ত হইয়া সে গেল স্বর্গপুরে।
তার হেতু শোক কেন করহ অন্তরে॥
যদি তুমি সেই কন্যা চাহ নরবর।
ইন্দ্র দেবরাজ হয় সবার ঈশ্বর॥
বিনয় করিয়া কর ইন্দ্র আরাধন।
তবে সেই কন্যা প্রাপ্ত হইবে রাজন॥
হস্তিনার উত্তরেতে সরস্বতী তীরে।
উপবন আছে তথা তাহার উত্তরে॥
নিত্য আসি স্বরভী চরেন সেই বনে।
ইন্দ্র আরাধন কর সুরভী সেবনে॥
তবে পুনর্ব্বার তুমি পাইবে কন্যারে।
তত্ত্ব উপদেশ রাজা কহিনু তোমারে॥
এত শুনি আনন্দিত হইয়া অন্তরে।
বিধিমতে নরপতি ইন্দ্রে স্তুতি করে॥
করিল কঠোর তপ শাস্ত্রের বিহিত।
সুরভীর সেবা রাজা কৈল যথোচিত॥
তুষ্ট হয়ে সুরভী বলিল নৃপতিরে।
অভিমত বর রাজা মাগহ আমারে॥
এত শুনি করযোড়ে কহে নৃপমণি।
যদি বর দিবে তবে শুন গো জননী॥
বহুরূপা নামে কন্যা আছে স্বরপুরে।
সেই কন্যা প্রাপ্তি যেন হয়ত আমারে॥
স্বস্তি বলি বর তবে দিলেন সুরভী।
পাইবে সে কন্যা তুমি দেবরাজে সেবি॥
ইন্দ্রমন্ত্র পঞ্চাক্ষর দিই রাজা লহ।
ইন্দ্রমন্ত্র জপি তুমি ইন্দ্রে আরাধহ॥
ত্রিরাত্রি জপিলে ইন্দ্র দিবেন দরশন।
যে বাঞ্ছা করিবে রাজা পাইবে তখন॥
এত বলি দিল মন্ত্র প্রসন্ন হইয়া।
হৃষ্টচিত্ত হৈল রাজা সে মন্ত্র পাইয়া॥
ত্রিরাত্রি জপিল মন্ত্র বসি একাসন।
প্রসন্ন হলেন রাজা সহস্রলোচন॥
সাক্ষাতে দেখিয়া ইন্দ্রে কুরু নরপতি।
দণ্ডবৎ প্রণমিয়া করে বহু স্তুতি॥

তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র বলিলেন মাগ বর।
এত শুনি বলে রাজা যুড়ি দুই কর ॥
বহুরূপা নামে কন্যা তোমার নর্ত্তনী।
সেই কন্যা আজ্ঞা মোরে কর সুরমণি ॥
ইন্দ্র বলে যাহা ইচ্ছা দিলাম তোমারে।
আর বর মাগ যাহা বাঞ্ছিত অন্তরে ॥
রাজা বলে যদি আজ্ঞা কর পুরন্দর।
এইখানে হয় যেন পুণ্যক্ষেত্রবর ॥
ইথে যুদ্ধ করি যেই হইবে সংহার।
ভুঞ্জিবে অক্ষয় স্বর্গ সহিত তোমার ॥
কুরুক্ষেত্র নাম হবে পুণ্যক্ষেত্র সার।
এই বর আজ্ঞা কর দেব গুণাধার ॥
ইন্দ্র বলিলেন পূর্ণ তব মনস্কাম।
পুণ্যক্ষেত্র হইল এ কুরুক্ষেত্র নাম ॥
এত বলি ইন্দ্র আজ্ঞা দিল মাতলিরে।
বহুরূপা কন্যা তুমি আনি দেহ এরে ॥
ইন্দ্রাদেশে কন্যারে তথায় আনি দিল।
সেইক্ষণে নৃপ তারে বিবাহ করিল ॥
অনেক যৌতুক তারে দিল সুরপতি।
অন্তর্দ্ধান হয়ে ইন্দ্র গেলেন বসতি ॥
ইন্দ্রবরে পুণ্যক্ষেত্র তখনি হইল।
কুরুক্ষেত্র বলি নাম জগতে ব্যাপিল ॥
তবে কন্যা সহ লয়ে কুরুনরপতি।
হৃষ্টচিত্তে গেল পরে আপন বসতি ॥
মদগর্ব্বে সুরভীরে সম্ভাষ না কৈল।
সেই হেতু সুরভী রাজারে শাপ দিল
এই অহঙ্কারে পুত্র না হইবে তোর।
এত বলি প্রবেশিল পাতাল ভিতর ॥
এ সকল বৃত্তান্ত না শুনিল রাজন।
নিতম্বিনী লয়ে কেলি করে অনুক্ষণ ॥
পুত্র না হইল তাঁর যুবাকাল গেল।
ইহা ভাবি রাজা তবে সচিন্তিত হৈল
কুলপুরোহিত যে বশিষ্ঠ তপোধন।
ভার্য্যাসহ তাঁহাকে করিল নিবেদন ॥
দণ্ডবৎ প্রণমিয়া করে বহু স্তুতি।
হৃষ্ট হয়ে দোঁহে আশ্বাসিল মহামতি ॥

মনোনীত বর মাগি লহ দুইজনে।
যেই বর ইচ্ছা কর মাগ মম স্থানে ॥
এত শুনি রাণী সহ কহে নরপতি।
পুত্রবর আজ্ঞা মোরে কর মহামতি ॥
তব বর দানে যেন হই পুত্রবান।
ইহা বিনা অন্য নাহি মাগি তব স্থান ॥
এত শুনি ধ্যানস্থ হইয়া মুনিবর।
সুরভীর শাপে অপুত্রক নৃপবর ॥
জানিয়া কারণ তার কহিল রাজারে।
পুত্রবান অবশ্য হইবে মম বরে ॥
কিন্তু সুরভীর শাপ আছয়ে তোমার।
সে কারণে রাজা তব না হয় তনয় ॥
অভিমানে পাতালেতে গেলেন জননী।
মম গৃহে আছে রাজা তাঁহার নন্দিনী ॥
নিয়ম করিয়া সেবা করহ তাঁহার।
অচিরাতে পুত্র রাজা হইবে তোমার ॥
সম্বৎসর সেবা তার কর নৃপমণি।
ভজুক দাসীর মত তোমার রমণী ॥
তবে যে নৃপতি তুমি হবে পুত্রবান।
অমনি নন্দিনী ধেনু আসে বিদ্যমান ॥
নন্দিনীরে দেখি মুনি কহিল রাজারে।
কার্য্য সিদ্ধ হইবে তোমার মম বরে ॥
এই নন্দিনীরে তুমি সেবহ রাজন।
এক সম্বৎসর রাজা করিয়া নিয়ম ॥
মুনির বচনে রাজা সেবিল তাঁহারে।
নিয়ম করিয়া রাজা এক সম্বৎসরে ॥
রাজার সেবনে গাভী সন্তুষ্ট হইল।
মুনিবর সাধি তাঁরে শাপান্ত করিল ॥
শাপে মুক্ত হয়ে রাজা হৈল পুত্রবান।
দুই পুত্র জনমিল মহামতিমান ॥
প্রথম পুত্রের নাম স্বয়ম্বর রাখে।
তাহা হইতে কুরুবংশ বাড়িতে থাকে ॥
অবশেষে পুত্রে রাজ্য দিয়া নরবর।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় গেল অরণ্য ভিতর ॥
সাধিয়া পরম যোগ পায় দিব্যগতি।
কহিনু তোমারে এই পূর্ব্বের ভারতী ॥

শীঘ্রগতি যাহ তুমি না কর বিলম্ব।
কুরুক্ষেত্রে কর গিয়া গড়ের আরম্ভ ॥
হইবে দারুণ যুদ্ধ না হবে খণ্ডন।
কুলক্ষয় বাসনা করিল দুর্য্যোধন ॥
এত শুনি ধৃষ্টদ্যুম্ন হয়ে হৃষ্টমতি।
বহু অনুচরগণ লইল সংহতি ॥
দুই অক্ষৌহিণী বলে চলিল ত্বরিত।
কুরুক্ষেত্র মধ্যে গিয়া হৈল উপনীত ॥
খনকগণেরে আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ।
রচিল অদ্ভুত গড়খাই বিচক্ষণ ॥
স্থানে স্থানে বিরচিল দিব্য দিব্য ঘর।
রাজগণ রহিবারে আবাস বিস্তর ॥
অশ্বশালা বিরচিল আর গজাগার।
নানা অস্ত্র শস্ত্রে পূর্ণ করিল ভাণ্ডার ॥
নির্ম্মাইয়া গড়খাই আইল সত্বর।
নিবেদন করিলেন রাজার গোচর ॥
শুনি হৃষ্টমন হৈল ভাই পঞ্চজন।
যুদ্ধ হেতু রাজগণে লিখিল লিখন ॥
কারস্কর রাজা আর রাজা জয়সেন।
শিশুপাল পুত্র সহদেব সুলক্ষণ ॥
কাশীরাজ সুষেণ ও সুমিত্র নৃপতি।
অঙ্গরাজ কারস্কর সুশর্ম্মা প্রভৃতি ॥
বাহ্লীক নৃপতি আর যতেক রাজন।
দূতমুখে পাণ্ডবের শুনি নিমন্ত্রণ ॥
চতুরঙ্গ দলে সাজি কুরুক্ষেত্রে এল।
যুদ্ধের সামগ্রী দ্রব্য অনেক আনিল ॥
সাত অক্ষৌহিণী সেনা আসিয়া মিলিল।
নানা বাদ্য-কোলাহলে পৃথিবী পূরিল ॥
সাত অক্ষৌহিণীপতি হৈল পঞ্চজন।
একাদশ অক্ষৌহিণীপতি দুর্য্যোধন ॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হৈল সৈন্যগণে।
কোলাহলে মহাশব্দ না শুনি শ্রবণে ॥
কুরুক্ষেত্রে দুই দল সমানে রহিল।
নানা অস্ত্র শস্ত্র সবে সঞ্চয় করিল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

কৃষ্ণ সমীপে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক উলূককে দূতরূপে প্রেরণ।

মুনি বলিলেন শুন রাজা জন্মেজয়।
তবে দুর্য্যোধন রাজা চিন্তিল হৃদয় ॥
দ্বারকা গেলেন কৃষ্ণ পেয়ে সমাচার।
বরিবারে দূত পাঠাইল আগুসার ॥
গোবিন্দেরে লিখিল সকল বিবরণ।
কৌরব পাণ্ডবেতে হইবে মহারণ ॥
উভয় কুলের হও কুটুম্ব আপনি।
সে কারণে অগ্রে তোমা বরিলাম আমি ॥
মহারণে হবে তুমি আমার সারথি।
এত বলি দূত পাঠাইল শীঘ্রগতি ॥
তবে মন্ত্রিগণ লয়ে কৌরবের পতি।
নিভৃতে বসিয়া যুক্তি করিল ভূপতি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর পৃষতনন্দন।
দুঃশাসন কর্ণ আদি যত মন্ত্রিগণ ॥
রাজা বলে একমনে শুন সর্ব্বজন।
দুই কুল হিত হন দেব নারায়ণ ॥
হইবে ভারত যুদ্ধ না হবে খণ্ডন।
সম্বন্ধে সমান হন দেব জনার্দ্দন ॥
দূত প্রেরিলাম আমি বুঝিতে রহস্য।
দুই কুল হিত কৃষ্ণ করিবে অবশ্য ॥
করেন কি না করেন মম হিতাহিত।
বুঝিতে তাহার নিকটে পাঠানু দূত ॥
এত শুনি কহিলেন গঙ্গার নন্দন।
না বুঝিয়া দূত পাঠাইলে অকারণ ॥
ত্রিভুবনে জ্ঞাত কৃষ্ণ পাণ্ডবের হিত।
তোমার সপক্ষ না হবেন কদাচিত ॥
কর্ণ বলে মম মনে না লয় এ কথা।
পাণ্ডবের হিত কৃষ্ণ জানি যে সর্ব্বথা ॥
যদি বা সপক্ষ তব অনুরোধে হন।
কপট করিয়া নাশিবেক সর্ব্বজন ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলিল দূতের কর্ম্ম নয়।
আপনি বর গিয়া দৈবকীতনয় ॥

সসৈন্যে দ্বারকাপুরী যাও দুর্য্যোধন
সাক্ষাতে বরিলে সেই মানিবে বচন ॥
দুর্য্যোধন বলে অগ্রে শুনি দূতস্থানে।
কি বলয়ে আগে শুনি দেব নারায়ণে ॥
হন বা না হন কৃষ্ণ আমার সারথি।
দূতমুখে জানা যাবে সকল ভারতী।
বলাবল বুঝি কার্য্য করিব তখন।
নহে বা আপনি গিয়া করিব বরণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলিল কহিলে যুক্তিসার।
আপনি বরহ গিয়া দৈবকীকুমার ॥
যাবৎ না বরে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
সসৈন্যে দ্বারকা তুমি কর আগুসার ॥
এত শুনি বিদুর কহেন সেইক্ষণ।
বিপদ সময় জ্ঞান হারায় সুজন ॥
আরে দুর্য্যোধন তোর হেন লয় মন।
তোমার সারথি হইবেন নারায়ণ ॥
ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র আদি দেব যতজন।
উদ্দেশে যাঁর করেন চরণ সেবন ॥
বার বার অবতার হয়ে জগন্নাথ।
করিলেন কোটী কোটী অসুর নিপাত ॥
মৎস্য কলেবর ধরি দেব নারায়ণ।
দৈত্য মারি করিলেন বেদ উদ্ধারণ ॥
কূর্ম্ম অবতার হয়ে শ্রীমধুসূদন।
করিলেন পৃষ্ঠদেশে ধরণী ধারণ ॥
অনন্তরে ধরি কৃষ্ণ বরাহ আকৃতি।
হিরণ্যাক্ষে বধ করি উদ্ধারিল ক্ষিতি ॥
ধরিয়া নৃসিংহরূপ হইয়া প্রকাশ।
হিরণ্যকশিপুকে করিলেন বিনাশ ॥
ধরিয়া বামনরূপ দেব নারায়ণ।
পাতালে নিলেন বলি করিয়া ছলন ॥
ভৃগুবংশে রামরূপে হয়ে অবতার।
নিক্ষত্রা করেন ক্ষিতি তিন সপ্তবার ॥
রামরূপে বধিলেন লঙ্কার রাবণ।
হলধর-বেশধারী আছেন এখন ॥
পূর্ণব্রহ্ম অবতার কৃষ্ণ যদুমণি।
আগম পুরাণে যাঁর মহিমা বাখানি ॥
হেন কৃষ্ণ সূতবৃত্তি করিবে তোমার।
হেন বাক্য না বুঝিয়া বল বার বার ॥
কিন্তু ভক্তিবশ হন দেব হৃষীকেশ।
ভক্তের বাসনা পূর্ণ করেন অশেষ ॥
অভক্ত গোবিন্দে তুমি বিখ্যাত জগতে।
তোমার সারথি কৃষ্ণ হবেন কিমতে ॥
এইরূপে কহিল বিদুর মহামতি।
শুনি কিছু উত্তর না দিল নরপতি ॥
সভা হৈতে উঠি রাজা গেল অন্তঃপুরে।
চলিলেন কুরুগণ স্বীয় স্বীয় ঘরে ॥

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট উলূকের গমন।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ তপোধন।
অতঃপর কি করিল কুরুর নন্দন ॥
তবে দ্বারকায় দূত গেল কোন্ জন।
দূতমুখে শুনি কি কহিল নারায়ণ ॥
মুনি বলিলেন শুন নৃপ জন্মেজয়।
উলূকেরে পাঠাইল কুরু মহাশয় ॥
দুর্য্যোধন আজ্ঞায় উলূক অনুচর।
শীঘ্রগতি চলি গেলা দ্বারকানগর ॥
কৃষ্ণের সাক্ষাতে গিয়া হৈল উপনীত।
দণ্ডবৎ করি পত্র দিলেন ত্বরিত ॥
পড়িলেন পত্র কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া।
পাঠান্তরে কহিলেন দূতেরে চাহিয়া ॥
দুই কুল হিত আমি বিখ্যাত ভুবন ॥
উভয় কুলের হিত চিন্তি অনুক্ষণ ॥
দুর্য্যোধনে কহ গিয়া বচন আমার।
ভাই ভাই বিরোধিয়া কি কার্য্য তোমার ॥
তোমাতে অপ্রীত নহে পাণ্ডুর নন্দন।
গন্ধর্ব্বের হাতে তোমা রাখিল অর্জ্জুন ॥
সভামধ্যে পূর্ব্বে যেই করিল নির্ণয়।
তাহাতে হইল মুক্ত পাণ্ডুর তনয় ॥
আপনি কহিলে তুমি সভা বিদ্যমান।
সত্য হৈতে মুক্ত হৈলে পাণ্ডুর সন্তান ॥

পুনর্ব্বার আপনার পাবে রাজ্যধন।
তবে কেন কলহ করিতে কর মন ॥
সমুচিত পাণ্ডবের বিভাগ যে হয়।
তাহা দিয়া প্রীত কর পাণ্ডুর তনয় ॥
এইরূপে দুর্য্যোধনে কহিবে আপনে।
পশ্চাতে যাইব আমি সবা বিদ্যমানে ॥
সারথির হেতু যাহা কহিলে আমারে।
করিব সারথ্যপণ তাঁহার গোচরে ॥
কিন্তু অগ্রে আমায় কহিল ধনঞ্জয়।
অঙ্গীকার করিয়াছি শুন মহাশয় ॥
তথাপি তোমার বাক্য না পারি খণ্ডিতে
আপনি আসিবে হেথা আমাকে বরিতে ॥
আসিবে আমাকে পার্থ করিতে বরণ।
পঞ্চম দিবসে সে করিবে আগমন ॥
আমারে আসিয়া অগ্রে যে জন বরিবে।
তাহারি সারথ্য মম করিতে হইবে ॥
এইরূপে দুর্য্যোধনে কহিবে বচন।
এত বলি দূতে পাঠাইল নারায়ণ ॥
তবে যদুগণে লয়ে দেব জগৎপতি।
গুপ্তরূপে মন্ত্রণা করেন মহামতি ॥
কৌরব পাণ্ডবেতে হইবে মহারণ।
সে কারণে দুর্য্যোধন কৈল নিমন্ত্রণ ॥
পাণ্ডব আমারে পূর্ব্বে করিল বরণ।
দুই কুল হিত আমি জানে জগজ্জন ॥
কাহার সপক্ষ হব করিব কেমন।
ইহার সুযুক্তি যাহা কহ সর্ব্বজন ॥
এত শুনি কহিল যতেক যদুগণ।
কপটী কুবুদ্ধি খল রাজা দুর্য্যোধন ॥
তাহার সপক্ষ হৈতে উচিত না হয়।
বিশেষ তোমার প্রিয় পাণ্ডুর তনয় ॥
তোমারে বরিতে যদি আসে দুর্য্যোধন।
তাহার সহায়ে দেহ কিছু সৈন্যগণ ॥
কপট করিয়া তার কর উপকার।
আমাদের চিত্তে লয় এই সুবিচার ॥
যদুগণ-বিচার শুনিয়া নারায়ণ।
শিল্পকারগণে আজ্ঞা দিলেন তখন ॥
দিব্য সিংহাসন এক করহ নির্ম্মাণ।
ইন্দ্রের আসন জিনি তাহার বাখান ॥
সত্বর রচিয়া দেহ আমার অগ্রেতে।
আজ্ঞামাত্র শিল্পকার লাগিল গঠিতে ॥
দিবসত্রয় মধ্যে হইল সিংহাসন।
গোবিন্দের অগ্রে আনি দিল সেইক্ষণ ॥
পঞ্চম দিবস পরে দেব নারায়ণ।
বাহির মন্দিরেতে করিলেন শয়ন ॥
সঙ্কীর্ণ রহিল স্থান শিতানের পানে।
রত্ন সিংহাসন রাখিলেন সেই স্থানে ॥
পাছে রাখিলেন স্থান বুঝিয়া বিস্তার।
অচেতনে নিদ্রা যান দৈবকীকুমার ॥

উলূকের পুনরাগমন ও দুর্য্যোধনের দ্বারকায় গমন।

দূত গিয়া দুর্য্যোধনে কহিল বারতা।
আপনি বরিতে কৃষ্ণে যাহ তুমি তথা ॥
আপনি অর্জ্জুন আসি বরিবে কৃষ্ণেরে।
সে কারণে নারায়ণ কহিল আমারে ॥
প্রথমে আমারে আসি যে জন বরিবে।
তার পক্ষ আমাকে অবশ্য যেতে হবে ॥
সম্বন্ধে সমান মম কুরু পাণ্ডুগণ।
দুই কুল হিত আমি চিন্তি অনুক্ষণ ॥
আর যে কহিল তাহা শুন কুরুপতি।
পাণ্ডবের সহ তোমা করিতে পিরীতি ॥
এতেক দূতবাক্য শুনিয়া মহারাজ।
মুহূর্ত্তেকে তথা গেল না করিল ব্যাজ ॥
অল্পসৈন্য সঙ্গে নিল শীঘ্র যাইবার।
দ্বারকানগরে রাজা কৈল আগুসার ॥
দুর্য্যোধন উত্তরিল দ্বারকানগরে।
সৈন্য সব রাখি গেল পুরীর বাহিরে ॥
একেশ্বর পুরে প্রবেশিল কুরুনাথ।
যেই গৃহে নিদ্রাগত আছে জগন্নাথ ॥
তথা গিয়া উত্তরিল রাজা দুর্য্যোধন।
অচেতনে নিদ্রা যান দেব নারায়ণ ॥

দিব্য সিংহাসন দেখি কৃষ্ণের শিয়রে।
ভৃঙ্গারেতে জল আছে দেখিল শিয়রে ॥
বিস্ময় মানিয়া রাজা ভাবে মনে মন।
আমার মর্য্যাদা বেশ জানে নারায়ণ ॥
না আসিতে আমি হেথা দিব্য সিংহাসন
আপন শিয়রে কৃষ্ণ করেছে স্থাপন ॥
পাদ্য অর্ঘ্য রাখিয়াছে দিব্য জলাধার।
আমার সম্ভ্রম হেতু নানা উপচার ॥
নিশ্চয় হবেন কৃষ্ণ আমার সারথি।
এত বলি সিংহাসনে বসিল ভূপতি ॥
পরে ধনঞ্জয় আইলেন ভক্তি করি।
একাকী প্রবেশ করিলেন অন্তঃপুরী ॥
বসুদেব উগ্রসেন আদি যদুগণে।
একে একে প্রণাম করিল জনে জনে ॥
মাতুলগণেরে পার্থ করিয়া সম্ভাষ।
তথা হৈতে চলিলেন যথা শ্রীনিবাস ॥
অচেতনে নিদ্রাগত আছে নারায়ণ।
শিয়রে বসিয়া তাঁর রাজা দুর্য্যোধন ॥
সিংহাসনে বসিয়াছে বাসবের প্রায়।
দেখি চিত্তে চিন্তা করিলেন ধনঞ্জয় ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া পার্থ যুক্তি করি মনে।
বসিলেন গিয়া শেষে কৃষ্ণের আসনে ॥
কৃষ্ণের চরণপদ্ম চাপে ধীরে ধীরে।
দেখি দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইল অন্তরে ॥
মনেতে ভাবিয়া তবে কহে অর্জ্জুনেরে।
কুরুবংশে জন্মি হেন কদাচার করে ॥
বংশের অধম এই কুলের অঙ্গার।
কোন বা বরাক এই দৈবকীকুমার ॥
আমারে নাহিক ভয় নাহি লাজ মনে।
ব্যর্থ নাম পার্থ বলি ধরে অকারণে ॥
এইরূপে মনে মনে নিন্দিছে রাজন।
সব জানিলেন অন্তর্য্যামী নারায়ণ ॥
তথাপি উত্তর কিছু না দিলেন হরি।
নিদ্রায় অলস যেন সিংহাসনোপরি ॥
কতক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হইল তাঁহার।
সম্মুখে দেখে কুন্তীর কুমার ॥
আলিঙ্গন দিয়া জিজ্ঞাসিলেন কুশল।
একে একে ধনঞ্জয় কহিল সকল ॥
অবশেষে গোবিন্দে কহেন ধনঞ্জয়।
কৌরব পাণ্ডবে যুদ্ধ হইবে নিশ্চয় ॥
তেঁই যুধিষ্ঠির পাঠাইলেন আমারে।
সারথি করিয়া যুদ্ধে বরিতে তোমারে ॥
রথের সারথি তুমি হইবে আমার।
এত শুনি গোবিন্দ কহেন অঙ্গীকার ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন হইলেন হৃষ্টমন।
পরে দেখিলেন কৃষ্ণ রাজা দুর্য্যোধন ॥
মান্য করি সম্ভাষেন উঠি নারায়ণ।
কি আনন্দ আজি দেখি কৌরবনন্দন ॥
কিবা প্রয়োজনে হেথা কৈলে আগমন।
কি কার্য্য তোমার কহ করিব সাধন ॥
যদি বা দুষ্কর কর্ম্ম হয় অতিশয়।
আমা হৈতে হয় যদি করিব নিশ্চয় ॥
তব কার্য্যে প্রীত আমি তব আজ্ঞাকারী।
যে আজ্ঞা করিবে তাহা সাধিবারে পারি ॥
সমান কুটুম্ব মম কুরু পাণ্ডুগণ।
উভয় কুলের হিত বাঞ্ছি অনুক্ষণ ॥
উভয় কুলের হিত করি প্রাণপণ।
যে আজ্ঞা করিবে তাহা করিব সাধন ॥
এত শুনি বলিল নৃপতি দুর্য্যোধন।
আগে দূতমুখে তোমা করিনু বরণ ॥
অঙ্গীকার করিয়াছ তাহে নারায়ণ।
যে জন আমারে অগ্রে করিবে বরণ ॥
তাহার সপক্ষ আমি হইব নিশ্চয়।
সে কারণে আইলাম তোমার আলয় ॥
বহুক্ষণ হৈল আমি আসিয়াছি হেথা।
পশ্চাতে আইল হেথা পার্থ মহারথা ॥
তোমার সারথ্যগুণ বিখ্যাত ভুবনে।
ইন্দ্রের মাতলি সম শুনিনু শ্রবণে ॥
মহাযুদ্ধে হবে তুমি আমার সারথি।
এই হেতু আসিয়াছি হেথা যদুপতি ॥
ইথে মান অপমান নাহি যদুমণি।
অবধানে শুন কহি পূর্ব্বের কাহিনী ॥

রা

ত্রিপুর জিনিতে যবে যান শূলপাণি।
ব্রহ্মাকে করিলেন সারথি গুণ জানি ॥
ত্রিপুর বিজয়ী শিব সারথির গুণে।
বৃহস্পতি সারথি যে ইন্দ্র দৈত্যরণে ॥
দেবের পরম গুরু অঙ্গিরানন্দন।
স্বধর্ম্ম জানিয়া তবু করে সূতপণ ॥
বৃহস্পতিরে সারথি করি বজ্রপাণি।
বৃত্রাসুরে মারিলেন বিখ্যাত ধরণী ॥
গোবিন্দে বলেন তুমি কহিলে প্রমাণ
অগ্রে মোরে বরিল অর্জ্জুন মতিমান ॥
আগে তুমি বসিয়াছ জানিব কেমনে।
আগে আমি অর্জ্জুনেরে দেখেছি নয়নে ॥
সারথি করিয়া মোরে করিল বরণ।
উপায় ইহার কিবা করি দুর্য্যোধন ॥
ব্যতিক্রম করি যদি দুইকুল হিতে।
আমার কুযশ বহু ঘুষিবে জগতে ॥
দশদিন করি যদি পার্থের সারথ্য।
দশ দিন করি যদি তোমার সূতত্ব ॥
এমত নিয়ম হৈলে উপহাস লোকে।
সে কারণে দুর্য্যোধন কহি যে তোমাকে ॥
তুমি কুরুপতি রাজা জগতে বিদিত।
তোমার মর্য্যাদা গুণ ঘোষে অপ্রমিত ॥
কুরুবংশে যদুবংশে চেদি ভোজবংশে।
রবিবংশোদ্ভব যত রাজা অবতংসে ॥
তব কার্য্যে হিত সবে তোমার শাসিতে।
তোমার অপ্রিয় কেহ নহে পৃথিবীতে ॥
তোমারে করিবে মান্য যত রাজগণ।
অগ্রেতে করিল পার্থ আমাকে বরণ ॥
তীর্থযাত্রা হেতু যবে যান হলপাণি।
কুরু পাণ্ডবের দ্বন্দ্ব চরমুখে শুনি ॥
যুদ্ধ করিবারে করিলেন নিবারণ।
খণ্ডিতে না পারি আমি তাঁহার বচন ॥
আমা আদি করিয়া যতেক যদুগণ।
যুদ্ধ করিবারে মানা করিল তখন ॥
উভয় কুলের কোন পক্ষ না হইল।
রামের বচন কেহ খণ্ডিতে নারিল ॥
করিব কেবল আমি মাত্র সূতপণ।
সে কারণে কহি শুন রাজা দুর্য্যোধন ॥
নারায়ণী সেনা মম আছে কোটি সাত।
মম সম তেজবন্ত জগতে বিখ্যাত ॥
মহাবলবান সবে বিক্রমে অপার।
এক এক জন হয় সমান আমার ॥
প্রতাপেতে কার্ত্তবীর্য্য সম জনে জন।
মহারথী মধ্যে গণি বিপক্ষে শমন ॥
আমাকে ইচ্ছহ কিম্বা সেনা নারায়ণী।
নিশ্চয় আমাকে কহ বীর চূড়ামণি ॥
এত শুনি দুর্য্যোধন ভাবিল অন্তরে।
নারায়ণী সেনাগণ অতুল সংসারে ॥
নারায়ণী সেনা যদি পাই কোটি সাত।
করিব অতুল যুদ্ধ পাণ্ডবের সাথ ॥
একক কৃষ্ণরে নিলে হবে কোন্ কাজ।
এতেক ভাবিয়া চিত্তে কহে কুরুরাজ ॥
আমার সাহায্যে দেহ সেনা নারায়ণী।
এই মম সাহায্য করহ চক্রপাণি ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা যে আজ্ঞা তোমার
শুনিয়া হইল হৃষ্ট কৌরবকুমার ॥
নারায়ণী সেনা লয়ে গেল দুর্য্যোধন।
দেখিয়া অর্জ্জুন হৈল বিষণ্ণবদন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অর্জ্জুনের মনোদুঃখে শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধ বাক্য।

নারায়ণী সেনা কৃষ্ণ দিল দুর্য্যোধনে।
দেখিয়া হইল দুঃখ অর্জ্জুনের মনে ॥
পার্থের অন্তর বুঝি কহিল শ্রীপতি।
কি হেতু হইলে সখা তুমি দুঃখমতি ॥
নারায়ণী সেনা যত দিলাম উহারে।
সবে হত হইবেক তোমার প্রহারে ॥
পূর্ব্বের কাহিনী কহি শুন দিয়া মন।
একদিন আমারে কহিল পিতৃগণ ॥

বংশের তিলক তুমি পূর্ণব্রহ্মরূপে।
সকল সংসার এই তব লোমকূপে॥
তুমি বিষ্ণু মহারূপ নর অবতার।
আমা সবাকারে প্রভু করহ উদ্ধার॥
মগধ রাজ্যেতে জাত বরাহ আছয়।
তার মাংস আনি শ্রাদ্ধ কর মহাশয়॥
তবে তৃপ্ত হয় আমা সবাকার মন।
এইমত কহিল আমাকে পিতৃগণ॥
পিতৃগণ-বাক্যে করিলাম অঙ্গীকার।
পুনরপি আমারে কহিল আরবার॥
একাকী যাইবে তুমি বরাহ মারিতে।
একজন সঙ্গে নাহি লবে কদাচিতে॥
যদি সেই দুষ্ট মাংস হইবে নিশ্চয়।
আমা সবাকার তবে নহে পাপক্ষয়॥
পিতৃগণ-বাক্য শুনি অশ্বে আরোহিয়া।
একাকী মগধ রাজ্যে প্রবেশিনু গিয়া॥
জরাসন্ধ নৃপতির রক্ষী বনে ছিল।
অনুমানে চিহ্ন দেখি আমারে চিনিল॥
জরাসন্ধে আসিয়া কহিল সমাচার।
সসৈন্যে সাজিয়া আসে সেই দুরাচার॥
একেশ্বর বেড়িলেক করি শতপুর।
সৈন্য কোলাহল শব্দ গেল বহুদূর॥
উপায় না দেখিয়া ভাবিলাম তখন।
একেশ্বর বলে পরাজিব কতজন॥
দুরন্ত দুর্জ্জয় সেই মগধের সেনা।
যত মরে তত জীয়ে না হয় গণনা॥
অনেক ভাবিয়া আমি যুক্তি করি সার।
অঙ্গ বাড়াইনু যেন পর্ব্বত আকার॥
অঙ্গ হৈতে সেইক্ষণে হইল সৃজন।
দেখিতে দেখিতে নারায়ণী সেনাগণ॥
দশ সহস্র মহারথী অঙ্গেতে জন্মিল।
জরাসন্ধ সঙ্গে তারা যুদ্ধ আরম্ভিল॥
যুদ্ধে পরাভূত হৈল মগধ রাজন।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যত সৈন্যগণ॥
তবে সেই বরাহেরে চক্রেতে প্রহারি।
আইলাম নারায়ণী সেনা সঙ্গে করি॥
তুষ্ট হয়ে বলিলাম সেই সেনাগণে।
যেই বর ইচ্ছা কর মাগ মম স্থানে॥
এত শুনি বলে নারায়ণী সেনাগণ।
যদি বর দিবে তবে দেহ নারায়ণ॥
ইতরের হাতে মৃত্যু অভিলাষ নয়।
তোমার সমান রূপে গুণে যেই হয়॥
তার হাতে মৃত্যু যেন হয় সবাকার।
এই বর আজ্ঞা কর দৈবকীকুমার॥
তাহাদের বাক্যেতে দিলাম বর দান।
পরে চিত্তে করিলাম এই অনুমান॥
মম সম রূপে গুণে কে আছে সংসারে।
ধনঞ্জয় বিনা আর না দেখি কাহারে॥
অর্জ্জুনের হাতে হবে তোমাদের ক্ষয়।
হইবে ভারতযুদ্ধ না হয় সংশয়॥
সে কারণে নারায়ণী সেনা যতজন।
দুর্য্যোধন প্রতি করিলাম সমর্পণ॥
তব অস্ত্রে নিহত হইবে সৈন্যগণ।
এত বলি মায়া দেখাইল নারায়ণ॥
কাহার মস্তক নাহি কবন্ধের প্রায়।
দেখিয়া অর্জ্জুন চিত্তে মানেন বিস্ময়॥
তবে কৃষ্ণে অর্জ্জুন কহিল যোড়করে।
তোমার বিষম মায়া কে বুঝিতে পারে॥
মায়ার পুত্তলি তুমি কত মায়া জান।
আদি নিরঞ্জন তুমি পূর্ণ ভগবান॥
থাকিতে সহায় তুমি কিবা মম ভয়।
মারিব কৌরবগণে না ভাবি সংশয়॥
জানিলাম নারায়ণ যুদ্ধে হবে জয়।
যখন হইলে তুমি আমার সহায়॥
তোমার সাহায্যে ইন্দ্র জয়ী ত্রিভুবনে।
তব কৃপাবলে দণ্ড ধরয়ে শমনে॥
তোমার সাহায্যে সৃষ্টি করে প্রজাপতি।
তোমার সহায়ে শিব সংহার মূরতি॥
সেই প্রভু হৈলে তুমি আমার সারথি।
তিলমাত্র কুরুকুলে নাহি অব্যাহতি॥
হেন প্রভু হইলে যে আমার সহায়।
ত্রিভুবন মধ্যে মম আর কারে ভয়॥

অর্জ্জুনের বাক্যে হাসি বলে নারায়ণ।
না বুঝিয়া পার্থ আমা করিলে বরণ॥
কৌরবের সহায় অনেক যোদ্ধাপতি।
একেশ্বর কি করিতে আমার শকতি॥
এত শুনি হাসিয়া কহিল ধনঞ্জয়।
না বুঝিয়া হেন বাক্য কহ মহাশয়॥
এ তিন ভুবনে ব্যাপ্ত তোমার বিভূতি।
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি জগৎপতি॥
তুমি সৃষ্টি পাল তুমি করহ সংহার।
তোমার বিভূতি বুঝে সামর্থ্য কাহার॥
কোন্ ছার অল্পমতি কৌরবতনয়।
সহস্র কৌরবে মম আর নাহি ভয়॥
এক্ষণে যা কহি তাহা শুন দিয়া মন।
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা তথা যাইবে আপন॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বিলম্ব না করি।
সেইক্ষণে রথে চড়ি চলিলেন হরি॥
বিরাটনগরে যান অর্জ্জুন সহিত।
ধর্ম্মরাজ কৃষ্ণকে দেখিয়া মহাপ্রীত॥
যদ্যপি গোবিন্দ বন্ধ পাণ্ডবের মনে।
তথাপি বসিতে দেন রত্নসিংহাসনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

—

শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের যুক্তি ও নমুচি দানবের উপাখ্যান।

জিজ্ঞাসিল জন্মেজয় কহ মুনিবর।
সভামধ্যে কি যুক্তি হইল অতঃপর॥
পাণ্ডবের দূত হয়ে দেব জগৎপতি।
কিরূপে বুঝাইলেন কৌরবের প্রতি॥
কৃষ্ণের বচন না শুনিল দুর্য্যোধন।
কিরূপে ভারতযুদ্ধ হৈল আরম্ভণ॥
কহিবে সে সব কথা করিয়া বিস্তার।
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের কুমার॥
পাণ্ডবের সভায় আসিল নারায়ণ।
দেখি আনন্দিত বড় পাণ্ডুর নন্দন॥
গোবিন্দে দেখিয়া রাজা মহাহৃষ্ট মনে।
নিভৃতে করিল যুক্তি শ্রীকৃষ্ণের সনে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন নারায়ণ।
হইবে ভারত-যুদ্ধ না হবে খণ্ডন॥
দুর্য্যোধন দুর্ম্মতি সে করিবে প্রলয়।
যুদ্ধ হেতু হইবেক জ্ঞাতিগণ ক্ষয়॥
ক্ষত্রগণ অস্ত যাবে পৃথ্বী হতস্বামী।
সে কারণে মনে যুক্তি করিয়াছি আমি॥
জ্ঞাতিগণ বধ মম প্রাণে নাহি সহে।
কুলক্ষয় নয়নে দেখিতে যোগ্য নহে॥
দূতমুখে দুর্য্যোধনে কহি পুনঃ পুনঃ।
কদাচিত ছাড়িয়া না দিবে রাজ্যধন॥
পূর্ব্বে যে নিয়ম করিলাম পঞ্চজনে।
ধর্ম্ম হতে মুক্ত হইলাম এইক্ষণে॥
তপস্বী বেশেতে ভ্রমিলাম বনে বনে।
ইহাতেও দয়া না জন্মিল দুর্য্যোধনে॥
অজ্ঞাত বৎসর এক রহি পরদেশে।
রাজপুত্র হয়ে এত ক্লেশ ক্লীববেশে॥
এত দুঃখ দিয়া ক্ষান্ত না করিল মন।
সমুচিত রাজ্য নাহি দিবে দুর্য্যোধন॥
বহুকষ্টে পারি যদি করিতে সংহার।
তবে রাজ্যধন সে পাইব পুনর্ব্বার॥
হেন রাজ্যধনে মম নাহি প্রয়োজন।
কিবা কাজ হবে বল মারি জ্ঞাতিগণ॥
এই হেতু চিত্তে আমি সব ক্ষমা দিব।
তব আজ্ঞা হইলে পুনশ্চ বনে যাইব॥
তীর্থযাত্রা করিয়া ভ্রমিব বনে বন।
লউক সকল রাজ্য পাপী দুর্য্যোধন॥
পিতৃতুল্য পিতামহ আচার্য্য মাতুল।
আত্মীয় বান্ধব আর যত জ্ঞাতিকুল॥
এ সকল সংহারিব রাজ্যের নিমিত্তে।
হেন রাজ পদসুখ নাহি চাই চিত্তে॥
না বুঝিয়া প্রবৃত্ত হইব অহঙ্কারে।
কি জানি যদি না পারি কুরু জিনিবারে॥
সংসার যুড়িয়া লজ্জা হবে অতিশয়।
এই হেতু মম চিত্তে হইতেছে ভয়॥

যেবা ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীর নন্দন।
আজন্ম দুঃখেতে গেল কি করিবে রণ॥
বলহীন দেহ শুধু আছে আত্মামাত্র।
কৌরব সম্মুখে নাহি হয় যুদ্ধপাত্র॥
বিরাট দ্রুপদ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ড্যাদি।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র আর সত্যবাদী॥
এই সব বীর আছে আমার সহায়।
ইহারা কি করিবেক কৌরব দুর্জ্জয়॥
কৌরবের সহায় অনেক বীরগণ।
এক এক জন যেন দ্বিতীয় শমন॥
ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা কৃপ মহামতি।
সোমদত্ত ভূরিশ্রবা সুশর্ম্মা নৃপতি॥
মহারথী মহামতি সবে মহাবল।
শত ভাই দুর্য্যোধন আর বৃহদ্বল॥
যুদ্ধে কাজ নাহি মম পারিব না জানি।
বনবাসে যাব আজ্ঞা কর চক্রপাণি॥
এত শুনি হাসিয়া কহেন নারায়ণ।
না বুঝিয়া হেন বাক্য বলহ রাজন॥
ক্ষত্রধর্ম্ম নীতি তব নাহিক রাজন।
সন্ন্যাস ধর্ম্মের মত তব আচরণ॥
রাজধর্ম্মনীতি কিছু কহিব তোমারে।
পূর্ব্বেতে নিষ্পন্ন যাহা হইল বিচারে॥
রাজা হয়ে ক্ষমাবন্ত না হবে কখন।
অতি উগ্র না হইবে সদা শান্তমন॥
ক্ষত্রধর্ম্মে যেইজন হয় বলবান।
অহঙ্কারে জ্ঞাতিবন্ধু করে তৃণজ্ঞান॥
ক্ষত্রমধ্যে শত্রু আমি গণি যে তাহারে।
করিব তাহারে নষ্ট যে কোন প্রকারে॥
বলে ছলে যুদ্ধে তারে যেরূপে পারিবে।
অবশ্য তাহারে রাজা সংহার করিবে॥
ইহাতে অধর্ম্ম নাহি শুন নরবর।
যেই সব দুর্য্যোধন করিল পামর॥
তাহারে মারিতে নাহি পাপের উদয়।
জ্ঞাতিমধ্যে শত্রু সেই মহাদুরাশয়॥
পূর্ব্বের কাহিনী কহি শুন দিয়া মন।
নমুচি দানব সেই কশ্যপনন্দন॥
এক পিতা হতে হৈল দোঁহার জনম।
ইন্দ্রের সম্পদ হতে শত গুণ ধন॥
তপোবলে দেবরাজে করে পরাজয়।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব জিনি নিল দুরাশয়॥
পরাজয় মানি ইন্দ্র আদি দেবগণ।
সন্ন্যাসী হইয়া ভ্রমে সকল ভুবন॥
পুত্রগণ কষ্ট দেখি দেবের জননী।
ক্ষীরোদের কূলে আরাধিল পদ্মযোনি॥
প্রত্যক্ষ হইয়া ব্রহ্মা বর দিল তাঁরে।
অচিরাতে পাবে রাজ্য তোমার কুমারে॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হৈল পদ্মাসন।
পুত্রগণে দেবমাতা বলেন তখন॥
জননীর বাক্যে ইন্দ্র আদি দেবগণ।
ব্রহ্মারে কহিল গিয়া সব বিবরণ॥
বিষম সঙ্কটে দেব করহ মোচন।
নমুচির ভয় হতে করহ তারণ॥
পিতামহ সুপ্রসন্ন হয়ে দেবগণে।
সান্ত্বনা করেন সবে প্রবোধ বচনে॥
অসময়ে কার্য্যসিদ্ধি কভু নাহি হয়।
শাস্ত্রেতে বিচার হেন হইল নির্ণয়॥
জ্ঞাতিমধ্যে রিপু শ্রেষ্ঠ যেই মহাবলী।
তাহারে সংহার করি হৃদয়ে আকুলি॥
বলে ছলে নমুচিরে করিবে নিধন।
ইহাতে অধর্ম্ম নাহি হইবে কখন॥
ব্রহ্মার বচন শুনি দেব সুরপতি।
নমুচির সঙ্গে আসি করিল পীরিতি॥
হীন জন প্রায় হয়ে তাহারে সেবিল।
নমুচির সহ ইন্দ্র মিত্রতা করিল॥
এইরূপে কতদিন আছে সুরনাথ।
করিল অচল প্রীতি নমুচির সাথ॥
কতদিনে শুভকাল হইল উদয়।
মারিতে দৈত্যেরে ইন্দ্র করিল উপায়॥
ক্ষণমাত্র রহি ইন্দ্র নমুচি মারিল।
আপন ইন্দ্রত্ব পদ পুনরপি নিল॥
ক্ষত্রধর্ম্মে এইমত আছয়ে নিয়ম।
পূর্ব্বাপর আছে হেন সকল সম্ভ্রম॥

দুর্য্যোধন কুলাঙ্গার বড় দুরাচার।
তাহারে মারিতে পাপ নাহিক তোমার॥
কহিলাম হিতবাক্য তোমারে রাজন।
এত বলি প্রবোধ দিলেন নারায়ণ॥
ঘুচিল ধর্ম্মের ভয় আনন্দিত মন।
তবে ভীম ধনঞ্জয় আর মন্ত্রিগণ॥
একে একে রাজাকে কহিল বিবরণ।
উদ্যোগ করহ রাজা করিবারে রণ॥
কৃষ্ণের বচনে রাজা না কর সংশয়।
কৌরবে মারিয়া রাজ্য কর মহাশয়॥
বিনা দ্বন্দ্বে রাজ্য নাহি দিবে দুর্য্যোধন।
তাহারে মারিলে নহে পাপের কারণ॥
আমরা সহায় তব কারে কর ভয়।
আজ্ঞামাত্র সংহারিব কৌরবতনয়॥
সহায় সর্ব্বস্ব তব দেব জগৎপতি।
ইহার প্রসাদে জয় হবে নরপতি॥
রাজা বলে যে কহিলে কভু নহে আন।
সহায় সর্ব্বস্ব মম দেব ভগবান॥
ইঁহার প্রসাদে ভয় নাহি ত্রিজগতে।
তথাপিহ চাহে লোক ধর্ম্মেতে তরিতে॥
অন্য দূতকর্ম্ম নহে কহি সে কারণ।
কুরুসভামধ্যে তুমি যাও নারায়ণ॥
নীতিধর্ম্ম কহিয়া বুঝাবে দুর্য্যোধনে।
ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত গঙ্গার নন্দনে॥
প্রথমে কহিবে অর্দ্ধ রাজ্য ছাড়ি দিতে
ধনজন রত্ন যেই ছিল ইন্দ্রপ্রস্থে॥
পূর্ব্বাপর অধিকার ছিল মম যত।
তাহা দিয়া প্রীতি কর পাণ্ডব সহিত॥
নিয়ম যেছিল তাহে হইয়াছি পার।
তবে কেন রাজ্য ছাড়ি না দিবে আমার॥
নাহি দিলে তবে ধর্ম্মে কেমনে তরিবে।
ভাই ভাই যুদ্ধ হৈলে কিবা ফল হবে॥
জ্ঞাতিগণ মরিবেক আর বন্ধুগণ।
মহাযুদ্ধ হবে সর্ব্বকুল বিনাশন॥
সে কারণে এই কার্য্যে নাহি প্রয়োজন।
অর্দ্ধরাজ্য দিয়া তোষ পাণ্ডবের মন॥
পুনশ্চ কহিবে তারে করিয়া বিনয়।
বড় ক্ষমাশীল রাজা পাণ্ডুর তনয়॥
রাজ্য দেশ বৃত্তি যত অশ্ব ধন জন।
সকল ছাড়িয়া দিল তোমার কারণ॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবেরে পঞ্চগ্রাম দেহ।
সাগর অবধি রাজ্য সকল ভুঞ্জহ॥
ইন্দ্রপ্রস্থ কুশস্থল বারণানগর।
হস্তিনার উত্তরে সুকান্তি গ্রামবর॥
পাণ্ডব নগর গ্রাম তাহার দক্ষিণে।
এই পঞ্চ গ্রাম দিয়া তোষ পঞ্চজনে॥
এইরূপে বুঝাইবে রাজা দুর্য্যোধনে।
তোমার বচন যদি না শুনে শ্রবণে॥
আপনার দোষে দুষ্ট হইবে নিধন।
এতে পাপ কলঙ্ক না হবে নারায়ণ॥
অধর্ম্ম করিলে পাপ হইবে আমার।
লোকে ধর্ম্ম ভাল মন্দ নহিবে বিচার॥
তার পাপে হইবেক জ্ঞাতিগণ ক্ষয়।
শীঘ্রগতি যাও তুমি কৌরব আলয়॥
গোবিন্দ বলেন রাজা যে আজ্ঞা তোমার।
ইহাও উচিত বটে জানা একবার॥
যদ্যপি সম্প্রীতে রাজ্য দেয় দুর্য্যোধন।
দুই কুল রক্ষা হয় জীয়ে জ্ঞাতিগণ॥
ভীমার্জ্জুন বলে ইহা নাহি লয় মন।
সম্প্রীতে যে রাজ্য দিবে রাজা দুর্য্যোধন॥
তাহাতে বাধেয় মন্ত্রী বড় দুরাচার।
গান্ধারনন্দন দুঃশাসন দুষ্ট আর॥
এই তিন জনের বুদ্ধিতে দুর্য্যোধন।
আমাদের সঙ্গে নাহি করিবে মিলন॥
তথাপিহ যাও তুমি ধর্ম্মের আজ্ঞায়।
সাবধান হইয়া যাইবে হস্তিনায়॥
কুবুদ্ধি কুমন্ত্রী খল রাজা দুর্য্যোধন।
একাকী পাইয়া পাছে করে বিড়ম্বন॥
সে কারণে লহ সঙ্গে মহারথিগণ।
এক অক্ষৌহিণী সঙ্গে করুক গমন॥
গোবিন্দ বলেন মম ভয় আছে কারে।
শত দুর্য্যোধন মম কি করিতে পারে॥

তবে যদি প্রবর্দ্ধিত হয় অহঙ্কারে।
মুহূর্ত্তেকে বিষ্ণুচক্রে মারিব সবারে ॥
বাতি দিতে না রাখিব কুলে একজনে।
সবংশে সংহার করিব সে দুর্য্যোধনে ॥
এত বলি করিলেন গোবিন্দ প্রস্থান।
রথী দশ সহস্রেক লয়ে ধনুর্ব্বাণ ॥
সাত্যকি চলিল সঙ্গে আর চেকিতান।
দুইলক্ষ পদাতিক সঙ্গে বলবান ॥
বলেন শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ভাই পঞ্চজন।
বিষম সঙ্কটে ভ্রমিলাম কত বন ॥
তোমার প্রসাদে দুঃখ হইল মোচন।
সান্ত্বাইও মায়ে যেন দুঃখিত না হন ॥
শুনিয়া গোবিন্দ করিলেন অঙ্গীকার।
দ্রৌপদী কৃষ্ণেরে চাহি বলিল আবার ॥
শুনহ দুঃখের কথা কমললোচন।
অত্যন্ত নিষ্ঠুর শত্রু পাপী দুর্য্যোধন ॥
যত দুঃখ দিয়াছে সে জানহ বিশেষ।
সভামধ্যে ধরিয়া আনিল মম কেশ ॥
বিবস্ত্রা করিতে ইচ্ছা কৈল দুষ্টগণ।
করিলে যে তুমি প্রভু লজ্জা নিবারণ ॥
হেন জন মুখ প্রভু যাহ দেখিবারে।
তব বাক্য কদাচ না রাখিবে পামরে ॥
তার সঙ্গে প্রীতি করি কিবা হবে হিত।
সবংশে মারিতে তারে হয়ত উচিত ॥
তোমার আশ্রয়ে দেব কিবা বীর্য্যহত।
সবাই বুঝিবে দেব তোমার সম্মত ॥
পিতা মম যুঝিবেন দ্রুপদ সুধীর।
ভাই আরো যুঝিবেন ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর ॥
শিখণ্ডী করিবে যুদ্ধ মহাবলবান।
পঞ্চ ভাই করিবেন রণ সমাধান ॥
মম পঞ্চ পুত্র আছে সংগ্রামে সুধীর।
দ্বিতীয় বাসব যুদ্ধে অভিমন্যু বীর ॥
ভোজবংশে মৎস্যবংশে যত বীরগণ।
এক একজন যেন দ্বিতীয় শমন ॥
কৌরবেরে পরাজয় করিবে সমরে।
কোন্ প্রয়োজনে প্রভু যাহ তথাকারে
স্বপ্ন আজি দেখিয়াছি শুন মহাশয়।
রথে চড়ি রণ করে পাণ্ডুর তনয় ॥
রাক্ষস মুরতি ধরি বীর বৃকোদর।
দুঃশাসনে ধরি রণে চিরিল উদর ॥
রক্তপান করিলেন দেখিনু নয়নে।
ধবল কুঞ্জর চড়ি মাদ্রীর নন্দনে ॥
কৌরবের সহ যেন হৈল মহারণ।
ধবল পুষ্পের মালা পরি পঞ্চজন ॥
শ্বেত কৃষ্ণ লোহিতাদি বর্ণ ছত্র বাণ।
কৌরবের সেনা করে রক্তজলে স্নান ॥
স্রোতধারে মহাবেগে রক্তনদী বয়।
দেখিয়াছি এই স্বপ্ন শুন মহাশয় ॥
কৌরবের পরাজয় পাণ্ডবের জয়।
গোবিন্দ বলিল দেবি হইবে নিশ্চয় ॥
শত্রুমধ্যে যাইবারে উচিত না হয়।
তথাপি যাইব আমি ধর্ম্মের আজ্ঞায় ॥
বুঝাইব নীতিধর্ম্ম দুষ্ট দুর্য্যোধনে।
মৃত্যুকালে ঔষধি না খায় রোগীজনে ॥
কদাচিত মম বাক্য না শুনিবে কাণে।
সবংশে যাইবে দুষ্ট যমরাজ স্থানে ॥
অচিরাতে হবে তব দুঃখ বিমোচন।
হস্তিনায় রাজধানী হইবে এখন ॥
এত বলি সান্ত্বাইয়া দ্রুপদকন্যায়।
শুভযাত্রা করি হরি যান হস্তিনায় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনায় আগমন সংবাদে কুরুদের পরামর্শ।

মুনি বলে শুন কুরুবংশ চূড়ামণি।
বিদুর আসিয়া অন্ধে কহেন কাহিনী ॥
হস্তিনায় আসিলেন আপনি শ্রীপতি।
দুর্য্যোধনে বুঝাইতে ধর্ম্মশাস্ত্র নীতি ॥
সকল মঙ্গল রাজা হইবে তোমার।
সেই হেতু শ্রীগোবিন্দ করে আগুসার ॥

তোমার পূর্ব্বের ধর্ম্ম হইল উদয়।
সম্প্রীতি করিল কৃষ্ণ হেন মনে লয় ॥
সাবধানে মহারাজ পূজিবে কৃষ্ণেরে।
ত্যজিয়া কাপট্য শাঠ্য নির্ম্মল অন্তরে ॥
উভয় কুলের হিত চিন্তে নারায়ণ।
তোমার সভায় আসিবেন সে কারণ ॥
সুমেরু সমান রত্ন অসংখ্য কাঞ্চন।
অশ্রদ্ধায় যদি কৃষ্ণে করে নিবেদন ॥
তাহাতে না হন প্রীত দেব দামোদর।
শ্রদ্ধায় অত্যল্প দিলে মানেন বিস্তর ॥
নররূপে পূর্ণব্রহ্ম আদি নারায়ণ।
সাবধান হয়ে তারে পূজিবে রাজন ॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র সানন্দ হৃদয়।
পুলকে পূর্ণিত তনু হৈল অতিশয় ॥
বিদুরে চাহিয়া তবে বলিল বচন।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ মম হইল এখন ॥
কুলক্ষয় হবে বলি জানি জগন্নাথ।
সে কারণে আসিবেন আমার সাক্ষাৎ ॥
আমার ভাগ্যের সীমা বর্ণিতে না পারি।
প্রীতি করিবারে হেথা আসিছে শ্রীহরি ॥
শ্রীকৃষ্ণের মতি যে কুমতি-বিনাশিনী।
দুর্য্যোধনে শান্তি বুঝাইবেন আপনি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ আর দুর্য্যোধনে।
ডাক দিয়া আন শীঘ্র আমার সদনে ॥
তারা দেখি কিবা বলে করিয়া বিচার।
কিরূপে যুঝিতে যুক্তি দেয় সে আবার ॥
শুনিয়া বিদুর তবে গিয়া সেইক্ষণ।
ডাক দিয়া আনাইল যত সভাজন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ পৃষতনন্দন।
আজ্ঞামাত্রে আনাইল যত সভাজন ॥
সভাতে বসিল সবে সিংহ অবতার।
কহিতে লাগিল তবে অম্বিকাকুমার ॥
মম মনস্কাম পূর্ণ হৈল এতদিনে।
উভয় কুলের হিত চিন্তা করি মনে ॥
রাজা দুর্য্যোধনে ধর্ম্মনীতি বুঝাইতে।
শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন হস্তিনাপুরেতে ॥
কিরূপে পূজিব কৃষ্ণে বলহ আমারে।
ইহার বিধান তবে করিব বিস্তারে ॥
এত শুনি কহিলেন গঙ্গার তনয়।
তোমার পুণ্যের ফল হইল উদয় ॥
যাহে প্রীত হন কৃষ্ণ কহি শুন নীত।
বিচিত্র মন্দির কর শীঘ্র বিরচিত ॥
ইন্দ্রের নগর তুল্য নগর প্রধান।
নানা রত্ন মাণিক্যেতে করহ নির্ম্মাণ ॥
পথে পথে দেহ রাজা জলছত্র দান।
স্থানে স্থানে রত্নবেদী করহ নির্ম্মাণ ॥
অগুরু চন্দন ছড়া দেহত নগরে।
করুক মঙ্গল বাদ্য প্রতি ঘরে ঘরে ॥
গুবাক কদলী আনি রোপ সারি সারি।
স্থানে স্থানে নানা যজ্ঞ মহোৎসব করি ॥
নট নটীগণ আর নর্ত্তকী গায়ন।
গোবিন্দ গুণানুবাদ করুক কীর্ত্তন ॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করিয়া সুবেশ।
চারিজাতি লয়ে বসে এই চারি দেশ ॥
অগ্রসরি আন গিয়া দৈবকীনন্দনে।
পূজা কর গোবিন্দেরে এইত বিধানে ॥
তবে সুখ নরপতি হইবে তোমার।
মম চিত্তে লয় রাজা এইত বিচার ॥
এতেক বলিল যদি ভীষ্ম মহামতি।
দ্রোণ কৃপ আদি সবে দিল অনুমতি ॥
এইরূপে পূজা কৃষ্ণে হয়ত উচিত।
ধৃতরাষ্ট্র বলে মম এই লয় চিত ॥
দুর্য্যোধন বলে মম নাহি রুচে মন।
এইরূপে কৃষ্ণ-পূজা কোন্ প্রয়োজন ॥
ক্ষত্রধর্ম্মে পৃথিবীতে কে করে বাখান।
কোন্ রাজগণ কৃষ্ণে করিল সম্মান ॥
শিশুপাল রাজা ছিল বিখ্যাত ভুবনে।
কদাচিত মান্য নাহি করে নারায়ণে ॥
কপট করিয়া কৃষ্ণ সংহারিল তারে।
জরাসন্ধ রাজা নিন্দা করিল তাহারে ॥
গোবিন্দেরে সে বলিল গোয়ালানন্দন।
ক্ষত্রিয় অধম বলি করিত গণন ॥

ক্ষত্রসভামধ্যে কভু বসিতে না দিল।
তেঁই সে ভীমের হাতে তাহারে মারিল ॥
বড়ই কপট ক্রূর রুক্মিণীর পতি।
তারে মান্য কদাচ না কর নরপতি ॥
মান্য কৈলে উপহাস করিবে সংসার।
ক্ষত্র রাজগণ যত কৃষ্ণ মান্য কার ॥
উপহাস হতে মৃত্যু বরং শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।
মান্য না করিল কেহ দেখি তার ধর্ম্ম ॥
ইতর জনের প্রায় পূজি নারায়ণে।
যত বুঝাইবে তাহা না শুনিব কাণে ॥
মোর মনে লয় রাজা এইত যুকতি।
এত শুনি কহে তবে ভীষ্ম মহামতি ॥
ভাবে বুঝি দুর্য্যোধন হারাইলে জ্ঞান।
না জানহ নারায়ণ পুরুষ প্রধান ॥
অমান্য করিতে তাঁরে চাহ অহঙ্কারে।
নারায়ণ মুহূর্ত্তেকে মারিবে সবারে ॥
বাতি দিতে না রাখিবে কৌরব বংশেতে
এত বলি ভীষ্মবীর উঠে সভা হ'তে ॥
আপন মন্দিরে গেল হয়ে ক্রুদ্ধমন।
যার যে শিবিরে গেল যত সভাজন ॥
তবে দুর্য্যোধনে অন্ধ বলিল বচন।
যা বলিল ভীষ্ম তাহা না কর হেলন ॥
মান্য করি পূজ কৃষ্ণে করিয়া রহস্য।
দুইকুল হিত কৃষ্ণ করিবে অবশ্য ॥
তোমাকে ভেটিবে আসি দৈবকাকুমার।
তোমার ভাগ্যের সীমা কিবা আছে আর ॥
শ্রদ্ধান্বিত হয়ে বৎস পূজ নারায়ণ।
শ্রদ্ধায় সকল কার্য্য হইবে সাধন ॥
দুর্য্যোধন বলে তাত কহিলে যেমত।
তব আজ্ঞা হেতু আমি করিব সেমত ॥
শিল্পকারগণে ডাকি বলে দুর্য্যোধন।
দিব্য রত্ন সিংহাসন করহ রচন ॥
রত্নের মন্দির ঘর বিচিত্র আবাস।
বসিবে তাহাতে আসি দেব শ্রীনিবাস ॥
নগরে নগরে কর পুষ্পের মন্দির।
পথে পথে স্থানে স্থানে রচহ শিবির ॥
উৎসব করুক সদা সুখে সর্ব্বজনে
নট নটী নৃত্য যেন করে স্থানে স্থানে ॥
রাজ-আজ্ঞা পেয়ে যত অনুচরগণ।
যে কহিল ততোধিক করিল গঠন ॥
নগরে নগরে করে রত্ন বাস-ঘর।
স্থানে স্থানে যজ্ঞারম্ভ করিল বিস্তর ॥
নানা বৃক্ষগণ রোপিলেক সারি সারি।
বিচিত্র শোভন যেন ইন্দ্রের নগরী ॥
চারিজাতি নগরেতে যত প্রজাগণ।
সবাকারে চরগণ বলিল বচন ॥
আসিবেক কৃষ্ণ আজি নৃপ ভেটিবারে।
আগু হদে সবে গিয়া আনিবে তাঁহারে ॥
শুনিয়া আনন্দে মগ্ন নগরের জন।
সুসজ্জ হইল ভেটিবারে নারায়ণ ॥

হস্তিনা যাইতে পথে প্রজা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

সুসজ্জ হইয়া হরি, রথে আরোহণ করি,
হস্তিনায় করেন গমন।
নানাবিধ বাদ্য বাজে, কেহ অশ্বে কেহ গজে,
সঙ্গে চতুরঙ্গ সৈন্যগণ ॥
বিরাটনগর তরি, চলিলা সে কান্তীপুরী,
বামে করি মগধের দেশ।
কাঞ্চন নগর দিয়া, কাশীরাজ্য এড়াইয়া,
ব্রহ্মদেশে আসে হৃষীকেশ ॥
অবসান হৈল বেলা, বনমালী উত্তরিলা,
বিশ্রাম করেন কতক্ষণ।
জানি কৃষ্ণ আগমন, ব্রহ্মবাসী প্রজাগণ,
ভেটিতে আসিল সর্ব্বজন ॥
নানা ভক্ষ্য উপহার, দিয়া নানা অলঙ্কার,
শকটে পূরিয়া রত্ন ধন।
দণ্ডবৎ প্রণতি করি, ষড়ঙ্গে পূজিয়া হরি,
নানাবিধ করিল স্তবন ॥
নমো নমো জয় জয়, নমস্তে করুণাময়,
পূর্ণব্রহ্ম আদি গদাধর।

নমো হয়গ্রীব কায়, নমো বেদ উদ্ধারয়,
নমো নমো মীন কলেবর ॥
নমঃ কূর্ম্মরূপধারী, সমুদ্র মন্থনকারী,
জয় জয় নমস্তে শ্রীধর।
নমস্তে বামনরূপ, মহাহরি বলি ভূপ,
নমো নমো দেব দামোদর ॥
নমস্তে বরাহকায়, হিরণ্যাক্ষ বিনাশয়,
নমস্তে মোহিনী কলেবর।
দেবাসুর মোহ যায়, রুদ্র তত্ত্ব নাহি পায়,
নমো নমঃ অখিল ঈশ্বর ॥
নমো নমো নারায়ণ, মহাদৈত্য বিনাশন,
নমস্তে নৃসিংহ-রূপধারী।
নমো রাম ভৃগুকায়, ক্ষত্রবংশ বিনাশয়,
জয় জয় নমস্তে মুরারি ॥
নমো রবিবংশধারী, নমস্তে বামন হরি,
দুষ্ট শিশুপাল বিনাশন।
নমো রামকৃষ্ণতনু, বসুদেব অঙ্গজনু,
জয় প্রভু জয় নারায়ণ ॥
তুমি আদি তুমি অন্ত, তুমি সূক্ষ্ম স্থূলতন্ত্র,
আত্মারূপে সর্ব্বত্র বিহারী।
কীট পক্ষী মৎস্য আদি, জীবজন্তু নিরবধি,
কেহ ভিন্ন না হয় তোমারি ॥
তোমার চরণ সেবি, নারদাদি মহাকবি,
মৃত্যুঞ্জয় কৈল মৃত্যু জয়।
সেবিয়া তোমার পায়, ব্রহ্মা ব্রহ্মপদ পায়,
ব্রহ্মপদ দেহ মহাশয় ॥
নমো বুদ্ধ দেহধর, ভবিষ্যতি কলেবর,
নমঃ কল্কি ম্লেচ্ছ বিনাশয়।
নাহি তার কোন ভয়, সদা সে নির্ভয় হয়,
তব গুণকথা যেই গায় ॥
আমরা অত্যল্পমতি,কিজানি তোমার স্তুতি
না জানেন ব্রহ্মা হরি হর।
পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে,চিরকাল মনঃস্বাস্থ্যে,
নির্ভয়েতে করিল আশ্রয় ॥
দুর্য্যোধন কুরুমণি, পাশায় সর্ব্বস্ব জিনি,
সবারে পাঠায় বনবাসে।
দেখি দুষ্ট দুরাচার, মানি সবে পরিহার,
নিবাস করিল এই দেশে ॥
চিরকাল আছি আশে,পাণ্ডবআসিবেদেশে,
পুনরপি যাইব তথায়।
হাহা ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির, ভীম পার্থ নহে স্থির,
না দেখিয়া তোমা সবাকায় ॥
তোমা সবা বিনা কায়,দেখিবারে নাযুয়ায়,
পুত্রবৎ করিতে পালন
স্মরি পাণ্ডুপুত্রগণ, ব্রহ্মবাসী প্রজাগণ,
মহাশোকে হৈল অচেতন ॥
তুষ্ট হয়ে নারায়ণ, আশ্বাসিয়া প্রজাগণ,
কহিতে লাগিলেন তখন।
শোক না করিহ আর,যাহ সবে নিজাগার,
শীঘ্র হবে পাণ্ডব দর্শন ॥
হইয়া পাণ্ডবদূত, বুঝাইবে কুরুসুত,
যাই আমি হস্তিনাভুবনে।
পাণ্ডবেরে রাজ্য বাড়ী,যদি নাহিদেয়ছাড়ি,
দুর্য্যোধন আমার বচনে ॥
রুষিবে পাণ্ডবগণ, বলে লবে রাজ্যধন,
কুরুবংশ করিয়া বিনাশ।
এত বলি নারায়ণ, আশ্বাসিয়া প্রজাগণ,
সেইদিন তথা করে বাস ॥
বিচিত্র ভারতকথা, ব্যাস বিরচিত গাঁথা,
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

হস্তিনায় শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি।

মুনি বলে শুন কুরুবংশ চূড়ামণি।
ব্রহ্মদেশে রাত্রি বঞ্চি দেব চক্রপাণি ॥
প্রাতঃকৃত্য নিবর্ত্তিয়া আরোহেন রথে।
মেলানি মাগিয়া চলিলেন হস্তিনাতে ॥
বিচিত্র মন্দির পথে পথে নানা বাস।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল দেব শ্রীনিবাস ॥

কোনখানে মুনিগণে বেদ উচ্চারয়।
কোনখানে বাদ্যকর সুবাদ্য বাজায়॥
নগরের প্রজাগণ দিব্য বেশ ধরে।
চতুরঙ্গ দলে বসিয়াছে থরে থরে॥
দেখিয়া কহেন কৃষ্ণ ডাকি সাত্যকিরে।
পূর্ব্বমত হইবেক দেখি হস্তিনারে॥
দ্বিতীয় ইন্দ্রের পুর অতি সুশোভন।
বড়ই ধর্ম্মাত্মা দেখি হেথা প্রজাগণ॥
বুঝি এবে ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মে মতি দিল।
সে কারণে মহোৎসব গীত আরম্ভিল॥
সাত্যকি বলিল নহে ধর্ম্মের কারণ।
তোমার পরীক্ষা করিতেছে দুর্য্যোধন॥
লোকমুখে শুনি ভক্তাধীন জনার্দ্দন।
পাণ্ডবের বশ তেঁই ভক্তির কারণ॥
ভক্তিতে পাণ্ডব বশ করিয়াছে তাঁরে।
আমি ভক্তি করি দেখি এবে কিবা করে॥
এমত মন্ত্রণা করি যত কুরুগণ।
যজ্ঞ মহোৎসব করিয়াছে আরম্ভণ॥
এত শুনি হাসি হাসি কহে দামোদর।
আমার কপট-ভক্তি নহে প্রীতিকর॥
বিড়ম্বিলে মোরে সেই নিজে বিড়ম্বিবে।
এই দোষে যমঘরে অবিলম্বে যাবে॥
এত বলি জগন্নাথ করিয়া প্রস্থান।
নগর মধ্যেতে উত্তরিলেন শ্রীমান্॥
কৃষ্ণ আগমন শুনি কৌরবের পতি।
আগু বাড়াইয়া গিয়া আনে শীঘ্রগতি॥
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণে আনিল সভাতে।
যথাযোগ্য স্থানে সবে দিলেন বসিতে॥
ভক্তি করি দুর্য্যোধন রত্ন সিংহাসনে।
সভামধ্যে বসাইল দেব নারায়ণে॥
যত দ্রব্য আহরণ করে দুর্য্যোধন।
গোবিন্দের অগ্রে লয়ে দিল সেইক্ষণ॥
অশ্রদ্ধায় যত দ্রব্য করে সমর্পণ।
কোন দ্রব্য না নিলেন তার নারায়ণ॥
প্রসঙ্গ করিয়া কহিলেন জনার্দ্দন।
আজি কোন দ্রব্যে মম নাহি প্রয়োজন॥
আজি আমি রহি গিয়া বিদুরের বাসে।
কালি রাজা মম পূজা করিহ বিশেষে॥
এত বলি সভা হতে উঠি নারায়ণ।
সাত্যকির হাত ধরি করেন গমন॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা উঠি সভা হৈতে।
কর্ণ দুঃশাসন মাতুলেরে নিল সাথে॥
অন্দরে আমাত্য সহ বসি দুর্য্যোধন।
যুক্তি করে কি উপায় করিব এখন॥
পাণ্ডবের পক্ষ দেখি দেব নারায়ণ।
পাণ্ডবের গতি কৃষ্ণ পাণ্ডব-জীবন॥
কৃত্যা করি বান্ধি এবে রাখ শ্রীনিবাস।
দন্ত উপাড়িলে যেন ভুজঙ্গ নিরাশ॥
কৃষ্ণ বিনা মরিবেক পাণ্ডু-অঙ্গজমু।
জলহীন মৎস্য যেন নাহি ধরে তনু॥
দুঃশাসন বলে যুক্তি নিল মোর মন।
গোবিন্দেরে রাখ রাজা করিয়া বন্ধন॥
বলিকে বান্ধিয়া যথা ইন্দ্র রাজ্য করে।
এই কর্ম্মে তব হিত দেখি যে অন্তরে॥
শকুনি বলিল যুক্তি নিল মোর মন।
এই কর্ম্মে সব সুখ দেখি যে রাজন॥
পূর্ব্বাপর শাস্ত্রমত আছে হেন নীত।
বলে ছলে শত্রুকে না ক্ষমিতে উচিত॥
তোমার পরম শত্রু পাণ্ডুর নন্দন।
তার অনুগত হয় দেব নারায়ণ॥
তারে কৃত্যা করি দোষ নাহিক ইহাতে।
বন্ধন করিয়া কৃষ্ণে রাখহ ত্বরিতে॥
কর্ণ বলে ভাল বলে গান্ধারীনন্দন।
এই কর্ম্মে তব সুখ হইবে রাজন॥
কিন্তু বলভদ্র আদি যত যদুগণ।
পাছে আসি কৃত্যা করে জানি অকারণ।
পাণ্ডবের পক্ষ হবে যত যদুগণ।
গোবিন্দ বিচ্ছেদে সবে করিবেক রণ॥
যাহা হৌক তারা তব কি করিতে পারে
নিভৃতে বান্ধিয়া তুমি রাখ দামোদরে॥
এতেক বলিল যদি রাধার নন্দন।
কপট মন্ত্রণা করি আনন্দিত মন॥

যত দৃঢ়ঘাতিগণ দ্বারেতে আছিল।
নিভৃতে ডাকিয়া আনি সবারে কহিল॥
কল্য কৃষ্ণ আসিবেন মোর অন্তঃপুরে।
দ্বারকা যাবেন তিনি কহিয়া আমারে॥
মহাপাশে শীঘ্র তাঁরে করিয়া বন্ধন।
যতনে রাখিবে তাঁরে করিয়া গোপন॥
শুনি অঙ্গীকার কৈল ক্রূরমতিগণ।
হইল সানন্দ চিত্ত রাজা দুর্য্যোধন॥

বিদুরের গৃহে কুন্তীসহ কৃষ্ণের দর্শন।

কহেন জন্মেজয় শুন তপোধন।
অতঃপর কিবা করিলেন নারায়ণ॥
দুর্য্যোধন-সভা হতে উঠি হৃষীকেশ।
কিবা কর্ম্ম করিলেন কহ সবিশেষ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
কহিব পুরাতন কথা কর শ্রবণ॥
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণ চলিয়া সত্বরে।
দেখেন বিদুর নাহি আপনার ঘরে॥
বিদুর বিদুর বলি ডাকেন শ্রীহরি।
বাহির হলেন কুন্তী শব্দ অনুসরি॥
গোবিন্দে দেখিয়া কুন্তী আনন্দে পূরিল
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন হাতেতে পাইল॥
আলিঙ্গিয়া শিরে চুম্বি কান্দে অবিশ্রাম।
দুই পায়ে ধরি কৃষ্ণ করেন প্রণাম॥
পাদ্য অর্ঘ্য আনি কুন্তী দিল সেইক্ষণে।
বসাইল গোবিন্দেরে কুশের আসনে॥
গোবিন্দের আগে কুন্তী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে
মম সম ভাগ্যহীনা নাহিক সংসারে॥
আজন্ম দুঃখেতে মম দহিল শরীর।
এত কষ্টে পাপ-আত্মা না হয় বাহির॥
শিশুপুত্র রাখি স্বামী স্বর্গবাসে গেল।
পুত্রগণে এত কষ্ট চক্ষে না দেখিল॥
ভাগ্যবন্তী সঙ্গে গেল মদ্রের নন্দিনী।
আমি সঙ্গে না গেলাম অধম পাপিনী॥

দারুণ পাপিষ্ঠ খল রাজা দুর্য্যোধন।
বারে বারে যত দুঃখ দিলেক দুর্জ্জন॥
বিষ খাওয়াইল ভীমে মারিবার তরে।
ধর্ম্ম হতে রক্ষা পাইলেক বৃকোদরে॥
অনন্তর কপটতা করি পাপমতি।
অগ্নিগৃহ করি দিল করিবারে স্থিতি॥
তাহাতে পাইল রক্ষা বিদুর কৃপাতে।
দ্বাদশ বৎসর দুঃখে ভ্রমিনু বনেতে॥
বহু কষ্ট পেয়ে তবে গেনু পাঞ্চালেরে।
পাঁচটী কুমার গেল ভিক্ষা অনুসারে॥
আমার পুণ্যের ফল উদয় হইল।
সভামধ্যে লক্ষ্য বিন্ধি দ্রৌপদী পাইল॥
পুত্রগণ পক্ষ রাজা দ্রুপদ হইল।
দিনকত তথামাত্র সুখেতে বঞ্চিল॥
অনন্তরে দেশে এলে খল কুরুপতি।
রহিবারে ইন্দ্রপ্রস্থে দিলেক বসতি॥
আপন ইচ্ছায় ভাগ দিল যেবা কিছু।
তাহাতে সন্তুষ্ট হৈল মোর পঞ্চশিশু॥
ধর্ম্মবলে বাহুবলে সিঞ্চিল রতন।
পিতৃ-আজ্ঞা লয়ে যজ্ঞ করিল সাধন॥
দেখিয়া বৈভব মোর দুষ্ট দুর্য্যোধন।
শকুনির সহ যুক্তি করিয়া দারুণ॥
কপট পাশায় জিনি সর্ব্বস্ব লইল।
নিয়ম করিয়া বনবাসে পাঠাইল॥
যে নিয়ম করে পুত্র সবার অগ্রেতে।
তাহাতে হইল মুক্ত ধর্ম্মবল হতে॥
তপস্বীর বেশ ধরি মম পুত্রগণ।
দ্বাদশ বৎসর বনে করিল ভ্রমণ॥
এক সম্বৎসর অজ্ঞাতেতে কাটাইল।
এত কষ্ট দিয়া তবু দয়া বা জন্মিল॥
সম্প্রীতে ছাড়িয়া রাজ্য পাপিষ্ঠ না দিল।
যুদ্ধ করি মারিবেক এই সে কহিল॥
যুদ্ধ করিবারে চাহে মোর পুত্র সনে।
না জানি কপালে কিবা আছয়ে লিখনে॥
এতেক বলিতে শোক বাড়িল অপার।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে কুন্তী করি হাহাকার॥

শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কুন্তীর ক্রন্দন।

হাহা ভীম যুধিষ্ঠির, হাহা পুত্র পার্থবীর,
সহদেব নকুল তনয়।
রূপ গুণ শীলযুতা, হাহা বধূ পতিব্রতা,
তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ যায়॥
দুর্গম বিষম বনে, সঙ্গে নিজ স্বামিগণে,
ভয়ানকে বঞ্চিলে কেমনে।
দারুণ পাপিষ্ঠ পশু, ব্যাঘ্র সর্প যত কিছু,
যক্ষ রক্ষ ভয়ানক স্থানে॥
তপস্বীর বেশধারী, যত সব হিংসাকারী,
ভাগ্যে পুণ্যে না মারিল প্রাণে।
পূর্ব্ব পুণ্য ফল হতে,রক্ষা হৈল রিপুহাতে,
ধর্ম্মবলে বাঁচিলে জীবনে॥
প্রাণের দোসর তুমি, নির্ভয় করিলে ভূমি,
সংহারিয়া রাক্ষস দুর্জ্জন।
হা হা পুত্র বৃকোদর,মম গোত্রেগোত্রধর,
হা হা পার্থ আমার জীবন॥
করিলে খাণ্ডব দাহ, তুষ্ট কৈলে হব্যবাহ,
ইন্দ্রের ভাঙ্গিলে মহাভয়।
মহা উগ্র তপ করি,তুষ্ট কৈলে ত্রিপুরারি,
বাহুযুদ্ধে কৈলে পরাজয়॥
এইরূপে পুত্রগণ, মনে করি চতুর্গুণ,
কান্দে দেবী ভোজের নন্দিনী।
শোকাকুলা অতি দীনা,শরীর অত্যন্তক্ষীণা,
মূর্চ্ছা হ'য়ে পড়িল ধরণী॥
দেখি ব্যস্ত হয়ে হরি,তুলিলেন হাতে ধরি,
প্রবোধিয়া কহিলেন তারে।
শোক ত্যজ পিতৃষ্বসা, গেল তব দুঃখদশা,
পুত্রগণ দুঃখ গেল দূরে॥
প্রসন্ন হইল কাল, ধর্ম্ম হবে মহীপাল,
আজি কালি হস্তিনানগরে।
আমারে করিয়া দূত, পাঠাইল ধর্ম্মসুত,
জানাইতে কৌরবকুমারে॥
যদি নাহি শুনে বাণী, ক্রূরবুদ্ধি কুরুমণি,
যদি নাহি দেয় রাজ্য তাঁর।
তবে তব পুত্র জয়, ক্রূরবুদ্ধি কুরুচয়,
সবংশেতে হইবে সংহার॥
বলিলেন যুধিষ্ঠির, শীঘ্র যাহ যদুবীর,
জননীরে কহিবে এমতি।
হবে দুঃখ অবসান, ধর্ম্ম রাখিবেন মান,
অচিরেতে ঘুচিবে দুর্গতি॥
এত বলি জগৎপিতা, প্রবোধেন ভোজসুতা,
শুনি কুন্তী হৈল হৃষ্টমন।
উদ্যোগপর্ব্বের কথা, ব্যাস বিরচিত গাঁথা,
কাশীরাম দাস বিরচন॥

কৃষ্ণের প্রতি বিদুরের স্তব ও তাঁহার গৃহে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন।

কুন্তীকাছে বসিয়া আছেন নারায়ণ।
নানাকথা আলাপনে অতি হৃষ্টমন॥
সহসা বিদুর উপনীত নিজালয়।
স্কন্ধ হতে ভিক্ষাঝুলি ভূমিতে নামায়॥
গৃহে প্রবেশিতে দেখে দেবকীনন্দন।
কহে গদগদ হয়ে সজল লোচন॥
আমার ভাগ্যের কথা কহিতে না পারি।
কৃপা করি মম গৃহে আসিলে মুরারি॥
কোন্ দ্রব্য দিয়া আমি পূজিব তোমারে
আছুক অন্যের কাজ অন্ন নাহি ঘরে॥
বড় ভাগ্যহীন আমি অধম বঞ্চিত।
ক্ষমিবে আমারে প্রভু দেখিয়া দুঃখিত॥
এত বলি দণ্ডবৎ হয়ে করে স্তুতি।
নমো নমঃ পূর্ণব্রহ্ম জগতের পতি॥
তুমি আদ্য তুমি অন্ত তুমি মধ্যরূপ।
সকল সংসার প্রভু তোমার স্বরূপ॥
নমো নমঃ আদি ব্রহ্ম মৎস্যরূপধর।
নমো নমো হয়গ্রীব নমস্তে ভূধর॥
নমস্তে বরাহ হিরণ্যাক্ষবিদারক।
নমো ভৃগুপতিরূপ ক্ষত্রকুলান্তক॥
নমঃ কূর্ম্ম অবতার মন্দরধারণ
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন॥

নমস্তে নৃসিংহরূপ দৈত্যবিনাশক।
নমস্তে প্রহ্লাদ প্রতি কৃপা প্রকাশক॥
নমস্তে বামনরূপ বলিদ্বারে দ্বারী।
বাসুদেব নমো জয় নমস্তে মুরারি॥
ভবিষ্যতি অবতার নমো বৌদ্ধ কয়।
নমঃ কল্কি অবতার ম্লেচ্ছবিনাশয়॥
কি জানি তোমার স্তুতি আমি হীনজ্ঞান।
ব্রহ্মা শিব আদি যাঁরে সদা করে ধ্যান॥
তুমি সে প্রকৃতিপর দেব নিরঞ্জন।
আত্মারূপে সর্ব্বভূতে তোমার গমন॥
শিষ্টের পালন কর দুষ্টের সংহার।
এই হেতু জগৎপতি নাম যে তোমার॥
কে বলিতে পারে তব গুণ অগোচর।
তোমার মহিমা বেদ শাস্ত্রের উপর॥
এরূপে বিদুর করে নানাবিধ স্তুতি।
প্রসন্ন হইয়া তারে কহেন শ্রীপতি॥
পরম মহৎ তুমি সংসার ভিতরে।
তব তুল্য ধর্ম্মশীল নাহি চরাচরে॥
ভক্তবশ আমি থাকি ভক্তের অধীনে।
অধিক নাহিক প্রীতি ভক্তজন বিনে॥
মেরুতুল্য রত্ন যে অভক্ত জন দেয়।
তাহাতে আমার তুষ্টি কিঞ্চিৎ না হয়॥
অন্ন বস্ত্র দেয় যদি ভক্তি পুরস্কারে
তাহাতে যতেক তুষ্টি কে কহিতে পারে॥
শ্রীহরির স্নেহবাক্য বিদুর শুনিল।
প্রতি অঙ্গ পুলকিত কহিতে লাগিল॥
কি দিয়া করিব তুষ্ট আমি অভাজন।
আপনার গুণে কৃপা কর নারায়ণ॥
কৃপার অধীন তুমি দয়ার সাগর।
কৃপা করি পদছায়া দেহ গদাধর॥
বিদুরের স্তবে তুষ্ট হয়ে নারায়ণ।
কৌতুকে কহেন পুনঃ কপট বচন॥
বিদুর সে সব কথা হইবে পশ্চাতে।
সম্প্রতি কাতর আমি অত্যন্ত ক্ষুধাতে॥
স্তবেতে কাহার কবে পূরিল উদর।
খাদ্য বস্তু আন কিছু জুড়াক অন্তর॥
স্নান করি বসিয়াছি বিনা জলপানে।
যে কিছু আছয়ে শীঘ্র আন এইখানে॥
শুনিয়া বিদুর গৃহে করিল প্রবেশ।
তণ্ডুলের খুদমাত্র আছে অবশেষ॥
তাহা আনি দিল পদ্মাপতি পদ্মকরে।
পদ্মাসহ পদ্মাপতি বান্ধিল অন্তরে॥
সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ করেন ভক্ষণ।
বিদুর লজ্জিত হয়ে না মেলে নয়ন॥
পুনশ্চ বিদুর কহে দেব দামোদরে।
আজ্ঞা কর যাই আমি ভিক্ষা অনুসারে॥
নগরে যে পাই ভিক্ষা অতিরিক্ত নয়।
এত শুনি হাসি কন দৈবকীতনয়॥
ভিক্ষার কারণ বহু কৈলে পর্য্যটন।
পুনঃ যাবে ভিক্ষাতে না রুচে মম মন॥
যে কিছু পাইলে তাহা করহ রন্ধন।
সবে মেলি বাঁটিয়া তা করিব ভক্ষণ॥
শুনিয়া বিদুর আজ্ঞা করিল কুন্তীরে।
রন্ধন করিয়া কুন্তী দিলেন সত্বরে॥
সাত্যকি সহিতে কৃষ্ণ বিদুরের বাসে।
ভোজনান্তে আচমন করিলেন শেষে॥
তাম্বুল নাহিক আনি দিল হরিতকী।
ভক্ষণ করিয়া কৃষ্ণ পরম কৌতুকী॥
বিদুর সাত্যকি আর দেব নারায়ণ।
ইষ্ট আলাপনে দিন করেন যাপন॥
বিদুর বলেন দেব কর অবধান।
কি হেতু হস্তিনাপুরে তোমার প্রয়াণ॥
পাণ্ডবের দূত হয়ে এলে অভিপ্রায়ে।
ধর্ম্মনীতি বুঝাইতে গান্ধারীতনয়ে॥
তব বাক্য না রাখিবে কভু দুর্য্যোধন।
সম্প্রীতি ছাড়িয়া রাজ্য না দিবে দুর্জ্জন॥
গোবিন্দ বলেন যাহা কহিলে প্রমাণ।
না করিবে সম্প্রীতে সে পাণ্ডবে সম্মান॥
তথাপিহ লোকধর্ম্ম তরিবার তরে।
ধর্ম্ম-আত্মা যুধিষ্ঠির পাঠাইল মোরে॥
পঞ্চ ভাই জন্যে মাগি লব পঞ্চগ্রাম।
এই হেতু আসিলাম দুর্য্যোধন ধাম॥

বিদুর বলেন দেব এ কথা না কহ।
ভাল ভাল শীঘ্রগতি হেথা হৈতে যাহ॥
যে মন্ত্রণা করিয়াছে বলিবারে ভয়।
দুর্য্যোধন দুষ্ট আর রাধার তনয়॥
দুঃশাসন সহ দুষ্ট বসিয়া নিভৃতে।
যুক্তি করিয়াছে দুষ্ট বান্ধিয়া রাখিতে॥
এত শুনি গোবিন্দেরে কাঁপে হৃদি বক্ষ।
কুম্ভকার চক্র যেন ফিরে দুই অক্ষ॥
অরুণ লোচন ক্রোধে রক্তবিম্ব জিনি।
বলেন বিদুর প্রতি দেব চক্রপাণি॥
এত অহঙ্কার করে কুরু পাপকারী।
ইহার উচিত শাস্তি দিতে আমি পারি॥
মুহূর্ত্তেকে পারি সবা করিতে সংহার।
বাতি দিতে কুরুকুলে না রাখিব আর॥
গোবিন্দের বাক্যে বিদুরের ভয় মন।
করযোড় করি পুনঃ বলেন বচন॥
তোমারে বান্ধিতে পারে কাহার শকতি।
ত্রিভুবনে হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি জগৎপতি॥
ভকতে বান্ধিতে পারে মাত্র ভক্তিপাশে।
আপন বন্ধন তুমি লহ অনায়াসে॥
তোমারে বান্ধিতে পারে আছে কোন্‌জন
কিবা অল্পমতি ছার রাজা দুর্য্যোধন॥
কি করিতে পারে তোমা কাহার শকতি।
মম অপরাধ ক্ষম দেব জগৎপতি॥
বিদুরের বাক্যে ক্ষমিলেন নারায়ণ।
জল দিলে যথা নিবর্ত্তয়ে হুতাশন॥
পুনরপি হাসি হাসি বলে জনার্দ্দন।
খণ্ডিতে না পারি আমি তোমার বচন॥
ক্ষমিলাম কৌরবের দোষ সে সকল।
অচিরাতে পাবে দুষ্ট সমুচিত ফল॥
খণ্ডিতে না পারি আমি ধর্ম্মের উত্তর।
সে কারণে আসিলাম হস্তিনানগর॥
এত বলি ক্রোধহীন হন নারায়ণ।
বিদুর প্রবোধ পেয়ে আনন্দিত মন॥
নানাকথা আলাপেতে ছিল তিন জন।
কথা শেষে করিলেন সকলে শয়ন॥

কৌরবের সভায় কৃষ্ণের পুনরাগমন।

রজনী বঞ্চিয়া সুখে বিদুরের ঘরে।
প্রভাতে উঠিয়া দেব হরিষ অন্তরে॥
প্রাতঃক্রিয়া সমাপিয়া শুভযাত্রা করি।
বিদুরেরে সঙ্গে করি চলেন শ্রীহরি॥
সাত্যকি চলিল সঙ্গে আর চেকিতান।
চারিজন চলি যান কুরু বিদ্যমান॥
সভা করি বসি আছে কুরু নরপতি।
হেনকালে উপনীত দেব জগৎপতি॥
কৃষ্ণ-আগমন রাজা জানি সেইক্ষণ।
বহু মান্য করি দিল বসিতে আসন॥
হেনকালে উপনীত যত সভাজন।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ পৃষতনন্দন॥
শত ভাই সহ বসি রাজা দুর্য্যোধন।
যার যেই আসনেতে বৈসে সর্ব্বজন॥
আসিল যতেক মুনি জানিয়া কারণ।
নারদ পুলস্ত্য আর দেবল তপন॥
মার্কণ্ড অগস্ত্য বিভাণ্ডক তপোধন।
আসিল যতেক মুনি অন্ধের ভবন॥
যথাযোগ্য আসনেতে বসে মুনিগণ।
পরস্পর সম্ভাষণ করে সর্ব্বজন॥
ইন্দ্রের সমান সভা হইল শোভন।
প্রসঙ্গ তুলেন তবে দেব নারায়ণ॥
শুন ধৃতরাষ্ট্র আর যত কুরুগণ।
শুন দুর্য্যোধন রাজা হয়ে একমন॥
ধর্ম্ম-আত্মা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মেতে তৎপর।
ধর্ম্ম চিন্তি পাঠাইল তোমার গোচর॥
কুলক্ষয় জানি মনে সবে ক্ষমা দিল।
বিনয়ে আমাকে সেই হেথা পাঠাইল॥
যা বলিল ধর্ম্মরাজ শুন বলি তাই।
ভাই ভাই বিরোধেতে প্রয়োজন নাই॥
নিয়ম হইল পূর্ব্বে তোমার সাক্ষাতে।
নানা কষ্ট ভুগি মুক্ত হইলাম তাতে॥
আমার বিভাগ রাজ্য যে হয় উচিত।
তাহা ছাড়ি দিয়া মম সঙ্গে কর প্রীত॥

সভামধ্যে যত কিছু কৈলে অপমান।
সে সকল অপরাধে আছি ক্ষমাবান॥
সে সকল দুঃখ আমি নাহি করি মনে।
অদৃষ্ট যেমন মম ঘটিল তেমনে॥
এইরূপ কহিলেন ধর্ম্মের কুমার।
ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীপুত্র দুই আর॥
যাহা চিত্তে লয় তাহা কর নরবর।
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র করিল উত্তর॥
শুনিলে কি দুর্য্যোধন কৃষ্ণের বচন।
যাহা বলি পাঠাইল পাণ্ডুপুত্রগণ॥
পাণ্ডবেরা তব কিছু না করে অকার্য্য।
উচিত ছাড়িয়া দিতে তাহাদের রাজ্য॥
যে নিয়ম করেছিল হইল মোচন।
তবে তার সহ দ্বন্দ্ব কর কি কারণ॥
পূর্ব্ব অধিকার তার ছিল যতদুর।
যত রাজ্য ধন রত্ন ছিল গ্রাম পুর॥
তাহা দিয়া প্রীতি কর পাণ্ডবের সনে।
নাহি দিলে পরিণামে পাবে দুঃখ মনে॥
দুর্য্যোধন বলে তাত না বুঝিয়া কহ।
জীয়ন্তে কি প্রীতি হবে পাণ্ডবের সহ॥
নাহি দিব রাজ্য আমি যুদ্ধ করি পণ।
ইহার বিধান এই শুনহ রাজন॥
শক্তি থাকে পাণ্ডবের করিবেক রণ।
যুদ্ধে জিনি আমা সবে লবে রাজ্যধন॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র হইল বিরত।
কহিতে লাগিল তবে সভাসদ যত॥
ভীষ্মবীর বলে আর দ্রোণ মহাশয়।
কৃপ অশ্বত্থামা আর পৃষতনয়॥
কহিল নারদ মুনি ধর্ম্ম শাস্ত্রমত।
এ কর্ম্ম তোমার রাজা না হয় উচিত॥
সংসারে অজেয় পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়।
তাহা সহ যুদ্ধ তব উচিত না হয়॥
স্বধর্ম্মে থাকিলে হয় জয়ী ত্রিভুবনে।
অর্জ্জুনের গুণকর্ম্ম না হয় বর্ণনে॥
দেবের অবধ্য কালকেয়াদি মারিল।
গন্ধর্ব্বের ভয় হতে তোমারে রাখিল॥
নিবাতকবচগণে করিল নিধন।
খাণ্ডবদাহনে করে অগ্নির তর্পণ॥
মহাবল যদুগণে সমরে জিনিল।
সুভদ্রা জিনিয়া আনি বিবাহ করিল॥
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে বীর ধনঞ্জয়।
এক লক্ষ রাজগণে করে পরাজয়॥
বাহুযুদ্ধে পরাজয় করে পশুপতি।
একেশ্বর পরাজয় করিলেক ক্ষিতি॥
ভীমের বিক্রম সবে জান ভালমতে।
লক্ষ লক্ষ নিশাচরে মারে মুষ্ট্যাঘাতে॥
হিড়িম্ব জটাসুর বকাদি নিশাচর।
হেথায় সংহার করিলেক বৃকোদর॥
শত ভাই কীচকেরে মারিল নিমেষে।
ত্রিভুবন নাহি আঁটে ভীম যদি রোষে॥
হেনজন সহ তব বিরোধে কি কাজ।
অর্দ্ধরাজ্য পাণ্ডবেরে দেহ কুরুরাজ॥
না দিলে প্রমাদ বড় হইবে তোমার।
পাণ্ডবের হাতে হবে সবংশে সংহার॥
অপরাধ যে করিলে পাণ্ডব সদনে।
বিনয় করিয়া দোষ খণ্ডাহ এক্ষণে॥
যত ধন রাজ্য নিলে জিনিয়া পাশাতে।
তাহার দ্বিগুণ করি দেহত সাক্ষাতে॥
ইন্দ্রপ্রস্থে ধর্ম্মে আনি অভিষেক কর।
এই কর্ম্মে তব হিত দেখি কুরুবর॥
এতেক নারদ মুনি বলিল বচন।
বলিল পরশুরাম জানিয়া কারণ॥
ব্যাস বুঝাইল কত না শুনিল কাণে।
পৌলস্ত্য যে বুঝাইল বেদের বিধানে॥
অনন্তর বুঝাইল যত সভাজন।
কার কথা না শুনিল গান্ধারীনন্দন।
অদৃষ্ট মানিয়া তবে ধৃতরাষ্ট্র বলে।
কালেতে কুবুদ্ধি ফল দুর্য্যোধনে ফলে॥
সে কারণে কার বাক্য না শুনে শ্রবণে।
এত শুনি মৌনী হয়ে রহে সভাজনে॥
অদৃষ্ট মানিয়া তবে অম্বিকানন্দন
নিশ্বাস ছাড়িয়া হেঁট করিল বদন॥

পুনরপি হাস্যমুখে বলে নারায়ণ।
জানিলাম দুর্য্যোধন তোমার যে মন ॥
অবশেষে বলিলেন যদুবংশপতি।
কহি অবধানে শুন কুরুবংশপতি ॥
অর্দ্ধ রাজ্য ছাড়ি যদি না দিবে রাজন।
তোমার অধীন হৈল পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
পঞ্চ গ্রাম ছাড়ি দেহ পঞ্চ পাণ্ডবকে।
সকল পৃথিবী ভোগ কর তুমি সুখে ॥
ইন্দ্রপ্রস্থ ও বারণাবত কুশস্থল।
পাণ্ডবনগর সিদ্ধিগ্রাম মহাবল ॥
এই পঞ্চ গ্রাম ছাড়ি দেহ পাণ্ডবেরে।
দ্বন্দ্বে কার্য্য নাহি রাজা কহিনু তোমারে ॥
পঞ্চ গ্রাম দিয়া শান্ত কর পঞ্চজন।
পৌরুষ বিভব যদি চিন্তহ রাজন ॥
উভয় কুলের আমি সদা চিন্তি হিত।
মম বাক্যে পাণ্ডুপুত্রে করহ সম্প্রীত ॥
বনে বনে ভ্রমে পাণ্ডবেরা পঞ্চজন।
বলহীন কিছুমাত্র ধরয়ে জীবন ॥
যুদ্ধে অসমর্থ তারা নারিবে জিনিতে।
না হয় উচিত জ্ঞাতি হনন করিতে ॥
এতেক বলিল যদি দেব জগৎপতি।
মহাক্রোধ চিত্তে কহিতেছে কুরুপতি ॥
মহাক্রোধ নিবারিয়া উঠে সভা হৈতে।
গোবিন্দে চাহিয়া তবে লাগিল কহিতে ॥
তীক্ষ্ণ সূচী অগ্রদেশে ধরে যত ভূমি।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব আমি ॥
পশ্চিমে উদয় যদি হয়ত তপন।
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হবে খণ্ডন ॥
এত শুনি মৌনী হয়ে রহে লক্ষ্মীপতি।
বলেন ক্ষণেক পরে ধৃতরাষ্ট্র প্রতি ॥
দূত হয়ে আসিলাম দুইকুল হিতে।
শুনিয়া অদ্ভুত কথা বিদুর মুখেতে ॥
কোন্ দোষ করিলাম শুনহ রাজন।
আমারে বান্ধিতে চাহে তোমার নন্দন ॥
কে কারে বান্ধিতে পারে দেখ বিদ্যমানে।
ক্ষমা করি শুধু মাত্র চাহি তোমা পানে ॥
ক্ষুদ্র মৃগে মারে যথা কেশরী প্রচণ্ড।
নাগেরে গরুড় যথা করে খণ্ড খণ্ড ॥
সেইরূপ দেখি আমি যত কুরুগণে।
মুহূর্ত্তে মারিতে পারি যদি করি মনে ॥
তোমার অপেক্ষা হেতু ক্ষমিয়াছি আমি।
নহে কেন পাণ্ডবেরা ভ্রমে বনভূমি ॥
এত বলি উচ্চৈঃস্বরে হাসে নারায়ণ।
হাসিতে হাসিতে হৈল আরক্তলোচন ॥
অতিক্রোধ কলেবর দেখি লাগে ভয়।
দেবমায়া সৃজিলেন দেব দয়াময় ॥
নিজ অঙ্গে দেখালেন এ তিন ভুবন।
দিব্য চক্ষু সব জনে দেন নারায়ণ ॥
দিব্যচক্ষু পেয়ে সবে একদৃষ্টে চায়।
যতেক দেখিল তাহা কহনে না যায় ॥
দেবতা তেত্রিশ কোটী দেখে পৃষ্ঠদেশে
নাভিপদ্মে দেখে ব্রহ্মা আছে সবিশেষে।
নারদ বক্ষেতে শোভে দেব তপোধন।
নয়নে দেখয়ে একাদশ রুদ্রগণ ॥
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু অশ্বিনীকুমার।
অনন্ত বাসুকি আদি যত নাগ আর ॥
গোবিন্দের পুরোভাগে করে নানা স্তুতি
তবে আর নানাবিধ দেখয়ে বিভূতি ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে যত দেহিগণ।
গোবিন্দের অঙ্গে দেখে এ তিন ভুবন ॥
বিশ্বরূপ নিরখিয়া সবে মূর্চ্ছা গেল।
গোবিন্দের অগ্রে সবে কহিতে লাগিল।
জগতের কর্ত্তা তুমি জগতের পতি।
সৃজন পালন তুমি সংহার মূরতি ॥
অপার মহিমা তব বেদে অগোচর।
নিজরূপ সম্বরহ দেব গদাধর ॥
এইরূপে স্তুতি কৈল যত মুনিগণ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আদি যতেক সুজন ॥
স্তুতিবশে সুপ্রসন্ন হয়ে জগৎপতি।
বিশ্বরূপ মায়া ছাড়িলেন সে বিভূতি ॥
দুর্য্যোধনে পুনরপি বুঝাইল সবে।
কার বাক্য দুর্য্যোধন না শুনিল যবে ॥

সভা হতে উঠি তবে চলে সর্ব্বজন।
নিজ স্থানে গেল তবে যত মন্ত্রিগণ ॥
সাত্যকির হাত ধরি চলেন শ্রীহরি।
যত দ্রব্য দিয়াছিল কুরু-অধিকারী ॥
কিছু দ্রব্য না নিলেন হয়ে ক্রোধমন।
শীঘ্রগতি করিলেন রথে আরোহণ ॥
বিস্ময় মানিল ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
অনর্থ হইল বলে ভীষ্ম মহামতি ॥
মৌনভাবে রহিলেন অম্বিকানন্দন।
কুন্তীর নিকটে কৃষ্ণ করেন গমন ॥
সম্ভাষি সবারে পরে কুন্তীরে নমিয়া।
বহুকথা কহিলেন নিকটে বসিয়া ॥
যাবৎ বৃত্তান্ত সব কহিলেন তাঁকে।
চলিলেন চক্রপাণি সম্ভাষি সবাকে ॥
পথে কর্ণ সহ মিলিলেন জনার্দ্দন।
কর্ণের সহিত হৈল রহস্য কথন ॥
কন্যাকালে কুন্তীগর্ভে তোমার উৎপত্তি
তুমি কর্ণ মহাবীর কুন্তীর সন্ততি ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির তুমি সহোদর।
আপনা না চিন কর্ণ তুমি কি বর্ব্বর ॥
ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়াছ করিয়াছ দান।
ব্রাহ্মণ সভাতে করে তোমার বাখান ॥
তোমার কনিষ্ঠ পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভাই।
এ হেন সম্বন্ধ কর্ণ বড় ভাগ্যে পাই ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র অভিমন্যু আদি।
পূজিবে ভৃত্যের সম তোমা নিরবধি ॥
নকুল অর্জ্জুন সহদেব ভীম বীর।
তব পদ ধোয়াইবে রাজা যুধিষ্ঠির ॥
সুবর্ণ রজত কুম্ভে তব অভিষেকে।
রাজকন্যা সেবিবে যে দেখিবে প্রত্যেকে ॥
ছয় জনে দ্রৌপদী যে করিবে সেবন।
অগ্নিহোত্র করিবেক ধৌম্য তপোধন ॥
তোমায় সিঞ্চিবে আজি বিপ্রচারিবেদী
পাণ্ডবের পুরোহিত কুশলসংবাদী ॥
যুবরাজ হবে তব রাজা যুধিষ্ঠির।
ধবল চামর লয়ে বিচিত্র শরীর ॥
মস্তকে ধরিবে ছত্র বীর বৃকোদর।
রথের সারথি হবে পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
সুধীর শিখণ্ডী তব হবে আগুসার।
এ সব বচন কর্ণ ধরিবে আমার ॥
বৃষ্ণিবংশ লয়ে তব পিছে যাব আমি।
এ সব সম্পদ কর্ণ ভোগ কর তুমি ॥
বলিলেন এইমত নিজে দামোদর।
ভক্তি করি কর্ণ তবে দিলেন উত্তর ॥
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম কুন্তীর উদরে।
সূর্য্যের বচনে মাতা বিসর্জ্জিল মোরে ॥
সূত মোরে পেয়ে পালে আপনার ঘরে
আমারে পুষিল রাধা যত্ন পুরঃসরে ॥
স্তন দিয়া পুষিলেন জানে সর্ব্বজন।
সর্ব্বলোকে বলে মোরে রাধার নন্দন ॥
ধর্ম্মেতে পাণ্ডুর সুত কুন্তীগর্ভে জাত।
যুধিষ্ঠিরে না কহিবে এ সব বৃত্তান্ত ॥
অনুরোধ করিবেন ধর্ম্ম নৃপবর।
আমি পুনঃ সর্ব্বথা না যাব দামোদর ॥
আমি যদি পাই রাজ্য দিব দুর্য্যোধনে।
সত্যভঙ্গ তথাপি না করি লয় মনে ॥
দুর্য্যোধন কৈল মোরে বিস্তর পোষণ।
নানা রত্ন ধন দিল দিব্য নারীগণ ॥
তের বর্ষ ভুঞ্জিলাম রাজ্য আদি সুখ।
দুর্য্যোধন প্রসাদে নাহিক কোন দুঃখ ॥
করিব নিতান্ত রণ অর্জ্জুন সহিত।
প্রতিজ্ঞা করিনু সর্ব্ব কৌরব বিদিত ॥
যদ্যপি জানি যে আমি পাণ্ডবের জয়।
সবান্ধবে দুর্য্যোধন হইবেক ক্ষয় ॥
অর্জ্জুনের হাতে হবে আমার নিধন।
ভীষ্ম দ্রোণে মারিবেক দ্রুপদনন্দন ॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র এই শত সহোদর।
পাঠাবে শমনঘরে বীর বৃকোদর ॥
তথাপিহ না ত্যজিব রাজা দুর্য্যোধনে।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম জান প্রতিজ্ঞা পালনে ॥
আপনি জানহ কৃষ্ণ সকল রহস্য।
সকল কৌরব নাশ হইবে অবশ্য ॥

যেখানে তোমার নাম সেইখানে জয়।
ইথে অন্যমত নাহি শুন মহাশয়॥
যথা কৃষ্ণ তথা জয় জানি যে সর্ব্বথা।
আমার প্রতিজ্ঞা নষ্ট না হইবে তথা॥
কেবল নিমিত্তভাগী এই তিন জন।
দুঃশাসন দুর্য্যোধন সুবলনন্দন॥
কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধে রুধিরে কর্দ্দম।
মরিবে পাণ্ডবহাতে কৌরব অধম॥
পাণ্ডব হইবে জয় কুরু পরাজয়।
অবিলম্বে জনার্দ্দন হইবে নিশ্চয়॥
মঙ্গল না দেখি আমি কৌরবের কাজে।
উৎপাত অদ্ভুত দেখি গ্রহগণ মাঝে॥
গগনেতে উল্কাপাত নির্ঘাত সহিত।
পৃথিবী কম্পিতা হয় দেখি বিপরীত॥
ভয়ানক শব্দ করি কান্দে অশ্ব গজ।
অকস্মাৎ খসি পড়ে যত রথধ্বজ॥
গৃধ্র পক্ষী কাক বক মুষিক সঞ্চান।
কৌরবের পাছে পাছে দেখি বিদ্যমান॥
মাংস আর রক্তবৃষ্টি ঊর্দ্ধে বহে বাত।
কৌরবগণের মৃত্যু দেখি জগন্নাথ॥
দুঃস্বপ্ন দেখিনু আমি শুন নারায়ণ।
অমৃত পায়স্ ভুঞ্জে পাণ্ডুপুত্রগণ॥
পৃথিবী প্রসবে ধর্ম্ম দেখিয়া এমন।
পর্ব্বতে উঠিয়া ভীম করে মহারণ॥
ধবল কবচ গায় দেখি সুশোভন।
পুষ্পমালা গলে শোভে ধবল বসন॥
হাতেতে ধবল ছত্র নামি সরোবর।
স্বপ্ন আমি দেখিলাম শুন দামোদর॥
পাণ্ডব হইল জয়ী কুরু পরাজয়।
অচিরে হইবে কৃষ্ণ নাহিক সংশয়॥
এত বলি কর্ণবীর করিল গমন।
প্রেমভরে গোবিন্দেরে দিয়া আলিঙ্গন॥
কর্ণবীর গেল যদি আপন ভবন।
সৈন্যগণ সহ চলিলেন জনার্দ্দন॥
নানাবাদ্য কোলাহলে চলেন ত্বরিত।
বিরাটনগরে হইলেন উপনীত॥
হরিহরপুর গ্রাম সর্ব্বগুণধাম।
পুরুষোত্তম নন্দন মুখটি অভিরাম॥
কাশীদাস বিরচিল তাঁর আশীর্ব্বাদে।
সদা চিত্ত রহে যেন দ্বিজ-পাদপদ্মে॥

ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে সনৎ-সুজাত মুনির আগমন।

সভা হৈতে উঠি যবে চলে নারায়ণ।
বিদুর সহিত মাত্র রহিল রাজন॥
পাণ্ডবের ভয়ে অন্ধ চিন্তানলে জ্বলে।
আসিল সনৎসুজাত মুনি হেনকালে॥
অন্ধকে বিদুর জানাইল সেইক্ষণে।
আসিল সনৎসুজাত তব দরশনে॥
শুনি অন্ধ দণ্ডবৎ করিল প্রণতি।
পাদ্য অর্ঘ আনাইয়া দিল শীঘ্রগতি॥
তুষ্ট হয়ে আসনেতে বসে তপোধন।
কহিতে লাগিল তবে অম্বিকানন্দন॥
পাপাত্মা কুবুদ্ধি মোর দুর্য্যোধন সুত।
কলহ বাঞ্ছয়ে সদা পাণ্ডব সহিত॥
পাণ্ডুপুত্রগণ কভু অহিত না করে।
যতেক দারুণ কষ্ট দিল বারে বারে॥
সকল ক্ষমিল তারা আমার কারণ।
তথাপিহ তারে নাহি দেয় রাজ্যধন॥
পাণ্ডবের দূত হয়ে বুঝাইল হরি।
তাঁর বাক্য না শুনিল মহাপাপকারী॥
বুঝাইল মুনিগণ না শুনিল কাণে।
ভীষ্ম দ্রোণ আদি আমি যত পুরজনে॥
কার বাক্য না শুনিল দুষ্ট দুর্য্যোধন।
আপনি তাহারে কিছু বল তপোধন॥
তত্ত্বজ্ঞান কহি তারে করহ সুমতি।
পাণ্ডবেরে ছাড়ি যেন দেয় বসুমতী॥
শুনিয়া সনৎসুজাত কহেন তখন।
দিনমণি যদি উঠে পশ্চিম গগন॥
তথাপি পাণ্ডব সহ নাহি হবে প্রীতি।
পূর্ব্বের কাহিনী শুন কহি শাস্ত্রনীতি॥

প্রবল অসুরে যবে পৃথিবী ব্যাপিল।
দান যজ্ঞ গো ব্রাহ্মণ সকল হিংসিল॥
হিংসাতে পূরিল ক্ষিতি ধর্ম্ম হৈল ক্ষয়।
দেখিয়া পৃথিবী বড় মনে পেয়ে ভয়॥
ব্রহ্মার সাক্ষাতে গিয়া করিল গোহারী।
হিংসকের ভার আর সহিতে না পারি॥
মায়াতে জন্মিয়া জীব করে অহঙ্কার।
মোর রাজ্য মোর ধন মোর পরিবার॥
মরিলে সম্বন্ধ তার নাহি কার সনে।
আমারে হিংসয়ে লোক আপনা না জানে॥
কার বাধ্য নহি আমি কার আপ্ত নহি।
কীট পক্ষী নর বৃক্ষ সবাকারে বহি॥
আমাতে জন্মিয়া সুখে আমাতে বিহরে।
আমাতে জন্মিয়া জীব আমাতেই মরে॥
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি আমি সবাকার।
তবে অবিচারে হিংসা করে দুরাচার॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম মনে নাহি জানে।
আমার আমার বলি মরে অজ্ঞজনে॥
সৃষ্টির রক্ষণ নাহি করিলে আপনে।
প্রলয় অসুর ব্যাপ্ত হইল এখনে॥
সহিতে না পারি আর অসুরের ভর।
প্রবেশিয়া পাতালেতে যাই আজ্ঞা কর॥
পৃথিবীর স্তবে তুষ্ট হয়ে পদ্মাসন
হরির নিকটে গিয়া করেন স্তবন॥
মম আদি অন্তহীন নিত্য সনাতন।
তোমার আজ্ঞায় সৃষ্টি হইল সৃজন॥
হেন সৃষ্টি নাশ করে অসুর প্রবল।
সহিতে না পারে ক্ষিতি যায় রসাতল॥
উপায়ে উদ্ধার কর ব্রহ্ম সনাতন।
এইরূপে নানা স্তুতি কৈল পদ্মাসন॥
স্তুতিবশে সুপ্রসন্ন হয়ে জগন্নাথ।
দিব্যরূপ হইলেন ব্রহ্মার সাক্ষাৎ॥
সাক্ষাতে দেখিল হরি কমল-আসন।
দণ্ডবৎ করি পুনঃ করিল স্তবন॥
গোবিন্দ কহেন ভয় না করিহ আর।
তোমার বচনে আমি হব অবতার॥

চারি যুগে চারি অংশে অবতার করি।
যতেক অসুরগণ ফেলিব সংহারি॥
এত বলি নিজ স্থানে যান নারায়ণ।
শুনি ব্রহ্মা চলিলেন হয়ে হৃষ্টমন॥
সান্ত্বাইয়া পৃথিবীরে বলিল বচন।
অচিরাতে তব দুঃখ হইবে মোচন॥
প্রত্যক্ষ হইয়া প্রভু কহিল আমারে।
অবতার হয়ে সব মারিবে অসুরে॥
অচিরাতে তব ভার করিবে মোচন।
যুগে যুগে অবতার হয়ে নারায়ণ॥
শুনিয়া পৃথিবী হৈল আনন্দিতা মনে।
প্রণমি ব্রহ্মারে তবে গেল নিজস্থানে॥
অঙ্গীকার পালিবারে দেব দামোদর।
প্রথমে ধরেন প্রভু মৎস্য কলেবর॥
বেদ উদ্ধারিয়া হয়গ্রীব বিনাশন।
তৎপরে বরাহমূর্ত্তি ধরি নারায়ণ॥
ধরণী উদ্ধারি মারে হিরণ্যাক্ষ বীরে।
নৃসিংহাবতার হইলেন অতঃপরে॥
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে করেন নিধন।
অনন্তরে কূর্ম্মরূপ হন নারায়ণ॥
মন্দর ধরিয়া করি সমুদ্র-মন্থন।
নারীরূপে করিলেন অসুর মোহন॥
ধরিয়া বামনরূপ দেব তার পর।
বলির মত্ততা নাশিলেন দামোদর॥
নাগপাশে বান্ধি তারে রাখে রসাতলে।
নিজ অধিকার দেন যত দিক্‌পালে॥
সত্যযুগে হইলেন এই অবতার।
অসুরের অহঙ্কার হৈল ছারখার॥
ত্রেতাযুগে ক্ষত্রে সব পৃথিবী পূরিল।
ভৃগুবংশে তাঁর অংশে অবতার হৈল॥
পৃথিবীর ক্ষত্রগণে করিল সংহার।
রামরূপে পুনরপি হৈল অবতার॥
দারুণ রাক্ষস মারিলেন দশাননে।
কৃষ্ণ অবতার প্রভু হলেন এক্ষণে॥
বকাসুর কংস আর পূতনা রাক্ষসী।
জরাসন্ধ রাজা আর শিশুপাল কেশী॥

অবহেলে বধিবেন এ সব অসুরে
অবশেষে যত মারিবেন সবাকারে ॥
বিশ্বের কারণ সেই পালন সৃজন।
সেই সৃজে সেই পালে করে সম্বরণ ॥
তাঁর বশ দেখ এই এ তিন ভুবন।
ভেদবুদ্ধি করাবারে তিনিই কারণ ॥
তাঁহার বিষম মায়া কে বুঝিতে পারে।
অন্যের বাড়ান ক্রোধ অন্যেরে সংহারে ॥
অদৃষ্টে যাহার যেই আছয়ে লিখন।
বিধাতার শক্তি নাই করিতে খণ্ডন ॥
পৃথিবীর ক্ষত্র নাশ হইবে অবশ্য।
চিত্তে ক্ষমা দেহ রাজা শুনহ রহস্য ॥
যদুবংশে দেখ যত যত ক্ষত্রগণ।
অন্যে অন্যে ভেদ করি হইবে নিধন ॥
দ্বাপর যুগের রাজা হৈল অবশেষ।
ক্ষত্র ক্ষয় হতে হবে জানিহ বিশেষ ॥
ভবিষ্যৎ অবতার হবে কলিশেষে।
যদুকুল নির্ম্মূল হইবে অবশেষে ॥
এ সব জানিয়া সবে ধর্ম্মে দেহ মন।
পরলোক হেতু চিন্ত ঈশ্বর-চরণ ॥
নানা যজ্ঞ ধর্ম্ম কর্ম্ম কর অবিরত।
এ বিনা উপায় নাই কহিনু নিশ্চিত ॥
এতেক বলি সনৎসুজাত তপোধন।
আপন আশ্রম প্রতি করিল গমন ॥
চিত্তেতে প্রবোধ পেয়ে অন্ধ নরপতি।
ক্ষমা দিয়া মৌনভাবে রহে মহামতি ॥
বিদুর চলিয়া গেল আপন ভবন।
কহিলাম মহারাজ কথা পুরাতন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তর।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসারে ॥

পাণ্ডবসভায় শ্রীকৃষ্ণের আগমন ও সসৈন্যে পাণ্ডবদের কুরুক্ষেত্রে গমন।

মুনি বলে অবধানে শুনহ রাজন।
সভা করি বসিয়াছে ভাই পঞ্চজন ॥
হেনকালে উপনীত হন নারায়ণ।
কৃষ্ণে দেখি সসম্ভ্রমে উঠে পঞ্চজন ॥
বসিতে আসন দিয়া জিজ্ঞাসেন তাঁয়।
কি কার্য্য করিলে কৃষ্ণ কুরুর সভায় ॥
বিবরিয়া সব কথা কহ নারায়ণ।
এত শুনি হাসি মুখে কহে জনার্দ্দন ॥
বড় নরাধম আমি রাজা দুর্য্যোধন।
কাহার বচন নাহি শুনিল কখন ॥
তোমার বিভাগ দিতে সবে বুঝাইল।
কার বাক্য দুর্য্যোধন কর্ণে না শুনিল ॥
অবশেষে আমি বহু কহিলাম তায়।
তথাপি উচিত ভাগ নাহি দিতে চায় ॥
পঞ্চখানি গ্রাম কহিলাম ছাড়ি দিতে।
শুনি সভা হতে উঠি গেল সে ক্রোধেতে।
হাতেতে করিয়া বল কহিল সভায়।
সাবধানে শুন কৃষ্ণ কহি যে তোমায় ॥
তীক্ষ্ণ সূচী অগ্রে ভূমি আচ্ছাদয়ে যত।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব তত ॥
নিশ্চয় হইবে যুদ্ধ না যায় খণ্ডন।
ইহার বিধান তবে করহ রাজন ॥
এতেক শুনিয়া তবে পাণ্ডুর নন্দন।
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ কাঁপে ঘনে ঘন ॥
ক্ষণে ক্রোধ নিবারিয়া কহেন রাজন।
মৃত্যুপথ দুর্য্যোধন করিল সৃজন ॥
শুন বীর ধনঞ্জয় সহদেব বীর।
শুনহ নকুল আর সাত্যকি সুধীর ॥
পাঞ্চাল নৃপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাশয়।
জয়সেন আদি যত ভোজের তনয় ॥
যুদ্ধের সময় হৈল স্থির কর বুদ্ধি।
সাবধানে কর সবে মম কার্য্যসিদ্ধি ॥

শুনি অঙ্গীকার করিলেন বীরগণ
প্রাণপণে তব আজ্ঞা করিব পালন ॥
কণ্ঠেতে যাবৎ প্রাণ সবার আছয়।
তাবৎ করিব যুদ্ধ শুন মহাশয় ॥
বীরগণ-বাক্য তবে শুনি নরপতি।
সহদেবে ডাকি আজ্ঞা দিল মহামতি ॥
শুভযাত্রা দেখ ভাই যাব কুরুক্ষেত্র।
সৈন্যগণে সাজিবারে বলহ একত্র ॥
সহদেব বলে রাজা আজি শুভক্ষণ।
পঞ্চমী দিবস আজি নক্ষত্র উত্তম ॥
আজি যাত্রা করিবারে হয়ত উচিত।
আজ্ঞা কৈলে করি যত সৈন্য সমাহিত ॥
এত শুনি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের নন্দন।
সৈন্য সেনাপতি শীঘ্র করহ সাজন ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা চারি সহোদর।
সৈন্য সেনাপতিগণ সাজিল সত্বর ॥
পঞ্চ কোটী সহস্র শতেক মহারথী।
লক্ষ কোটি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সাজে সেনাপতি ॥
কোটি কোটি অশ্ব আর পত্তি অগণন।
সাত অক্ষৌহিণী সেনা করিল সাজন ॥
ঘটোৎকচ বীর আসে পেয়ে সমাচার।
দুকোটী রাক্ষস হয় যার পরিবার ॥
চতুরঙ্গ দলে বলে সাজে অগণন।
এইমত পাণ্ডুসৈন্য করিল সাজন ॥
শূন্যে দেবগণ করে জয় জয় ধ্বনি।
অতি শুভক্ষণে চলে পাণ্ডববাহিনী ॥
তিন দিনে আসে পথ শতেক যোজন।
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
গড় দেখি পঞ্চ ভাই হইলেন প্রীত।
যুদ্ধের সামগ্রী দেখিলেন অপ্রমিত ॥
আত্মবর্গ যত আসে রাজরাজেশ্বরে।
সাত্যকিরে বলে অভ্যর্থনা করিবারে ॥
সাত্যকি চলিল আজ্ঞামাত্র বিচক্ষণ।
সমাবেশ করি ক্রমে সব সৈন্যগণ ॥
যথাযোগ্য বসিতে সবারে দিল স্থিতি।
নানা দ্রব্য উপহার দিল মহামতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

কুরুসৈন্যের কুরুক্ষেত্রে যাত্রা।

মুনি বলে শুনহ রাজা শ্রীজন্মেজয়।
কুরুক্ষেত্রে আসিলেন পাণ্ডুর তনয় ॥
সাত অক্ষৌহিণী সেনা করিয়া সাজন।
রহেন উত্তরভাগে সিংহের গর্জ্জন ॥
চর আসি দুর্য্যোধনে করে নিবেদন।
কুরুক্ষেত্রে সাজি আসে পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
শুনিয়া নৃপতি আজ্ঞা দিল দুঃশাসনে।
শীঘ্রগতি ডাকি আন যত সভাজনে ॥
রণসজ্জা কর আসিয়াছে শত্রুগণ।
শুভযাত্রা দেখি সৈন্য করহ সাজন ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বীর দুঃশাসন।
দৈবজ্ঞ আনিয়া দিন করিল গণন ॥
রাজারে কহেন তবে বীর দুঃশাসন।
তৃতীয় প্রহরে যাত্রা দিন শুভক্ষণ ॥
সাজিবারে আজ্ঞা দিল যত সৈন্যগণে।
জয় শব্দ করে যত সৈন্য হৃষ্টমনে ॥
সমুদ্র সমান সৈন্য সাজে কুরুগণ।
গজ বাজী পত্তি সাজে রথ অগণন ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী করিল সাজন।
পঞ্চ শত ক্রোশ যুড়ি রহে সৈন্যগণ ॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা আনি সভাজনে।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ পৃষতনন্দনে ॥
শল্য মদ্রেশ্বর আর সুশর্ম্মা নৃপতি।
সবারে বিনয় করি কহে নরপতি ॥
ক্ষত্রমধ্যে পরাপর নাহি শাস্ত্রনীত।
যুদ্ধেতে উপেক্ষা করা না হয় উচিত ॥
প্রাণ উপেক্ষিয়া সবে করিবে সমর।
নিকটে সাজিয়া এল পাণ্ডুর কোঙর ॥
শুনি অঙ্গীকার কৈল যত বীরগণ।
হইল সানন্দচিত্ত রাজা দুর্য্যোধন ॥

তবে শত ভাই সঙ্গে গান্ধারীনন্দন।
যাত্রা করি সজ্জীভূত হৈল সেইক্ষণ ॥
বিদায় হইতে গেল বাপের সদন।
নমস্কার করি কহে ভাই শতজন ॥
প্রসন্ন হইয়া তাত করহ আদেশ।
শুভযাত্রা আজি যাব কুরুক্ষেত্র দেশ ॥
নিকটে আসিয়া সবে হৈল উপনীত।
যুদ্ধ করিবারে তবে হয়ত উচিত ॥
শুনিয়া হইল অন্ধ ক্রোধিত অন্তর।
মনে মনে অনুশোচ করিল বিস্তর ॥
আশীর্ব্বাদ দিল হেঁট করিয়া বদন।
মায়ের নিকটে তবে গেল দুর্য্যোধন ॥
শত ভাই কহে কথা করিয়া মিনতি।
প্রসন্ন হইয়া মাতা দেহত আরতি ॥
শুনিয়া সুবলসুতা সজললোচন।
আশ্বাসিয়া পুত্রগণে বলিল বচন ॥
ইতর তোমার রিপু নহে পাণ্ডুসুত।
একৈক পাণ্ডব জিনিবেক পুরুহূত ॥
দেবের অজেয় রিপু বিখ্যাত ভুবনে।
জীয়ন্তে পাণ্ডবে কেহ না পারিবে রণে ॥
সে কারণে তাহা সহ কলহ না রুচে।
মোর বাক্যে প্রীতি কর যদি মন ইচ্ছে ॥
শুনিয়া কহিল নাস্তি রাজা দুর্য্যোধন।
হেনবাক্য মাতা নাহি বলিও কথন ॥
কর্ণ মোর পক্ষ আর দ্রোণ মহাশয়।
পিতামহ ভীষ্মবীর সংগ্রামে দুর্জ্জয় ॥
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ মহাবীর।
শল্য মদ্রেশ্বর রাজা সংগ্রামে সুধীর ॥
লক্ষ লক্ষ বীরগণ আমার সহায়।
পাণ্ডুপুত্রে সমরেতে মারিব হেলায় ॥
পাণ্ডবের পরাজয় মোর হবে জয়।
নাহিক সংশয় ইথে কহিনু নিশ্চয় ॥
আশীর্ব্বাদ কর মাতা বিলম্ব না সয়।
ক্ষণ বহি যায় মাতা করহ বিদায় ॥
এত শুনি হৈল মাতা মলিন বদন।
জয়ী হও বলি মুখে বলিল বচন ॥

আরো এক কথা শুন পুত্র দুর্য্যোধন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন ॥
এই বাক্য মুখে বলে মাতা সুবদনী।
আকাশে নির্ঘাত বাণী হৈল ঘোর ধ্বনি ॥
বিনা মেঘে রক্তবৃষ্টি হয়ত গগনে।
চীৎকার শব্দ করি ডাকে মেঘগণে ॥
বামেতে শকুনিগণ উড়য়ে আকাশে।
মন্দতেজ হৈল রবি না করে প্রকাশে ॥
নগর নিকটে আসি ডাকে শিবাগণ।
এইরূপে যাত্রাকালে হৈল কুলক্ষণ ॥
অহঙ্কারে দুর্য্যোধন মনে না করিল।
মায়েরে বিদায় মাগি রথে আরোহিল ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃতবর্ম্মা কৃপ মহামতি।
কর্ণ আদি করি সাজে যত মহারথী ॥
জয় শব্দ করি চলে রাজা দুর্য্যোধন।
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল যত কুরুগণ ॥
শত ক্রোশ যুড়ি রহে কৌরবের সেনা।
রথ রথী গজ বাজী পত্তি অগণনা ॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা হয়ে হৃষ্টমন।
উলূকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ ॥
যাহত উলূক তুমি বিলম্ব না সহে।
দেখহ আমার সৈন্য কোথা কত রহে ॥
যে দেখিলে বিবরিয়া কহিবে পাণ্ডবে।
যুদ্ধ কর আসি সবে যুক্তি অনুভবে ॥
কহিবে ভীমেরে মোর নিষ্ঠুর বচন।
মোর সঙ্গে আসি শক্তিমত কর রণ ॥
দ্রৌপদীর অপমান আর দাসীপণ।
যত দুঃখ পেলে বনে করিয়া ভ্রমণ ॥
সে সব স্মরিয়া সাহসেতে কর ভর।
মোর সঙ্গে আসি তুমি করহ সমর ॥
আমারে জিনিয়া সুখে ভুঞ্জ বসুমতী।
নতুবা আমার হাতে হইবে সদ্গতি ॥
অর্জ্জুনে কহিবে দম্ভ করিয়া বিস্তর।
পূর্ব্বের যতেক দুঃখ স্মরহ অন্তর ॥
যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে করহ পালন।
আমারে জিনিয়া সুখে ভুঞ্জ ত্রিভুবন ॥

নতুবা কর্ণের হাতে দেখিবে শমন।
অবিলম্বে কর আসি যাহা লয় মন ॥
কৃষ্ণেরে কহিবে দম্ভ করিয়া অপার।
পাণ্ডবের পক্ষ হয়ে হও আগুসার ॥
যেই বিদ্যা দেখাইলে সভা বিদ্যমানে।
সে মায়া করিয়া এস অর্জ্জুনের সনে ॥
সহদেব নকুলেরে কহিবে বচন।
পূর্ব্ব দুঃখ ভাবি দুইজনে কর রণ ॥
কহিবে ধর্ম্মেরে মোর বচন বিশেষে।
ব্রহ্মচারী বলে তোমা জগতেতে ঘোষে
ধার্ম্মিকের শ্রেষ্ঠ তোমা বলে সর্ব্বজন।
তপস্বী বলিয়া তোমা করি যে গণন ॥
এখন সে সব কথা হইল প্রচার।
বিড়াল তপস্বী প্রায় তব ব্যবহার ॥
পূর্ব্বেতে তাহার শুনিয়াছি যে কারণ।
সেই অভিপ্রায়ে তব যজ্ঞ আচরণ ॥
মুখে মাত্র বল ধর্ম্ম অন্তরেতে আন।
বিড়াল সন্ন্যাসী প্রায় হারাইবে প্রাণ ॥
এত শুনি সবিস্ময় উলূক তখন।
নৃপতিরে জিজ্ঞাসিল বিনয় বচন ॥
বিড়াল তপস্বী হয়েছিল কি কারণে।
আপনার দোষে সেই মরিল কেমনে ॥
পশু হয়ে কৈল কেন তপ-আচরণ।
বিবরিয়া কহ শুনি ইহার কারণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

বিড়াল তপস্বীর উপাখ্যান।

রাজা বলে শুন শুন ওহে অনুচর।
সত্যযুগে ছিল এক তাপসপ্রবর ॥
সর্ব্বগুণ সমন্বিত ছিলত ব্রাহ্মণ।
সুঘোষ তাহার নাম শাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥
সুশীলা নামেতে তাঁর ভার্য্যা গুণবতী।
পুত্রবাঞ্ছা করি ধনী সেবে পশুপতি ॥
পুত্র না জন্মিল তাঁর যুবাকাল গেল।
বিপ্রের বৈরাগ্য বড় অন্তরে হইল ॥
ভার্য্যাসহ বনে গেল তপস্যা কারণ।
হিমালয় তটে উত্তরিল দুইজন ॥
দেখিয়া বিচিত্র বন প্রীতি পায় মনে।
রচিয়া কুটীর তথা রহে দুইজনে ॥
একদিন গেল ঋষি ফলের কারণ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখে দৈব নির্ব্বন্ধন ॥
অনাথ মার্জ্জার-শিশু পড়ি আছে বনে।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া শিশু চাহে তার পানে ॥
পলাইতে শক্তি নাহি শিশু-কলেবর।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়াছে বায়স পামর ॥
তার দুঃখ দেখি বিপ্র-হৃদে হৈল দয়া।
জিজ্ঞাসিল মার্জ্জারের নিকটেতে গিয়া ॥
একাকী হেথায় তুমি কিসের কারণ।
মাতা পিতা বন্ধু তোর নাহি কোনজন ॥
বিড়াল বলয়ে কেহ নাহিক সংসারে।
প্রসবিয়া মাতা মোর গেছে কোথাকারে ॥
জননী ছাড়িয়া গেল দৈব নির্ব্বন্ধনে।
একাকী অনাথ হয়ে রহিয়াছি বনে ॥
মুনি বলে আমি তোমা করিব পালন।
বঞ্চিবে পরম সুখে আমার সদন ॥
অপুত্রক আছি আমি পুত্র নাহি হয়।
পুত্রবৎ করি তোমা পালিব নিশ্চয় ॥
এত শুনি বিড়ালের হৃষ্ট হৈল মন।
বিপ্রের চরণ আসি করিল বন্দন ॥
বিড়াল লইয়া মুনি আসিল কুটীরে।
পালন করিতে তারে দিলেন ভার্য্যারে ॥
বিড়াল পাইয়া তুষ্ট হইল সুন্দরী।
পালন করিল তারে পুত্রবৎ করি ॥
মায়া মোহে বদ্ধ হয়ে সব পাসরিল।
বিড়ালে লইয়া দোঁহে নগরে আসিল ॥
পুনরপি গৃহধর্ম্ম করে দুইজনে।
বলবন্ত হৈল সেই অধিক পালনে ॥
স্বভাব পশুর জাতি ছাড়িবারে নারে।
বহু উপদ্রব করে গৃহস্থের ঘরে ॥
যজ্ঞ হবি নষ্ট করে পায়সান্ন খায়।
মারিতে আসিলে লোক পলাইয়া যায় ॥

ক্রোধে নগরের লোক দুঃখী মনে মন।
সবে ব্রাহ্মণেরে গালি দেয় অনুক্ষণ ॥
কোথায় তপস্যা তব কোথায় ব্রাহ্মণ্য।
পুত্রহীন হয়ে তুমি হলে মতিচ্ছন্ন ॥
বিড়ালেরে এত স্নেহ পুত্রবৎ কর।
সহজে পশুর জাতি মনে নাহি ডর ॥
এইরূপে বলে মন্দ নগরের জন।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ক্রোধে জ্বলিল তখন ॥
ধরিয়া সিচিকাবাড়ি প্রহারে বিড়ালে।
বান্ধিয়া রাখিল তারে হাতে পায়ে গলে ॥
দিন দুই তিন তারে রাখিল বন্ধনে।
বড়ই বৈরাগ্য হৈল বিড়ালের মনে ॥
কোনমতে পারি যদি ছাড়াতে বন্ধন।
তপস্যা করিয়া পাপ করিব মোচন ॥
গৃহবাসে কার্য্য নাই যাব বনবাস।
অনাহারে পাপ আত্মা করিব বিনাশ ॥
এরূপে বিড়াল মনে মনে যুক্তি করি।
দন্তেতে কাটিল তবে বন্ধনের দড়ি ॥
সেইক্ষণে গৃহ হৈতে হইল বাহির।
দণ্ডককাননে গিয়া হইলেক স্থির ॥
বিন্দু সরোবরে তথা করি স্নানদান।
একে একে সর্ব্বতীর্থে করিল প্রয়াণ ॥
ধরা-প্রদক্ষিণব্রত করি একে একে।
বিড়াল সন্ন্যাসী বলি খ্যাত হৈল লোকে ॥
সমুদ্রের মাঝে দ্বীপ অতিরম্য নামে।
বহু মূষাগণ তথা থাকে অনুক্রমে ॥
তথা উত্তরিল গিয়া বিড়াল সন্ন্যাসী।
দেখিয়া সকল মূষা মনে ভয় বাসি ॥
হাহাকার করি সবে পলায় তরাসে।
আশ্বাসিয়া বিড়াল তবে কহে সবিশেষে ॥
আমারে দেখিয়া ভয় কেন কর মনে।
পরম ধার্ম্মিক আমি সর্ব্বলোকে জানে ॥
তপস্যা করিয়া মোর চিরকাল গেল।
হিংসা হেন বস্তু মোর কখন নহিল ॥
পবন-আহারী আমি শুন মূষাগণ।
আমারে তিলেক ভয় না কর কখন ॥
আনন্দে কৌতুকে সবে ভ্রমহ নির্ভয়।
তপস্যা করিব আমি তোমার আশ্রয় ॥
এত শুনি মূষাগণ হৈল হৃষ্টমন।
যার যেই স্থানে ক্রমে আসে সর্ব্বজন ॥
মর্য্যাদা করিয়া বহু স্থাপিল বিড়ালে।
নির্ভয়েতে মূষাগণ ভ্রমে কুতূহলে ॥
কতদিন গেল তবে জন্মিল বিশ্বাস।
যার যেই শিশুগণ রাখি তার পাশ ॥
দূরবনে যায় সবে আহার কারণ।
নারিল ছাড়িতে লোভ বিড়ালের মন ॥
সহজে পশুর জাতি নাহি আত্মপর।
চারিদিকে চাহি তার ফুলে কলেবর ॥
উদর পূরিয়া খায় মূষা-শিশুগণে।
হাত মুখ পুছিয়াত বসিল ধেয়ানে ॥
খাইতে খাইতে লোভ অনেক হইল।
দিনে দিনে শিশুগণ অনেক খাইল ॥
এ সকল তত্ত্ব নাহি জানে কোন জন।
দিনে দিনে অল্প হয় মূষা-শিশুগণ ॥
এক মূষা বুদ্ধিমন্ত তাহাতে আছিল।
অল্প শিশুগণ দেখি হৃদয়ে ভাবিল ॥
এ বেটা তপস্বী ভণ্ড জানিনু লক্ষণে।
চুরি করি খায় যত মূষা-শিশুগণে ॥
দেখিয়া প্রবীণ মূষা করে হাহাকার।
সব মূষাগণে গিয়া দিল সমাচার ॥
শুনিয়া সকল মূষা হয়ে দুঃখিমন।
উপায় সৃজিল তার নিধন কারণ ॥
এত যুক্তি করি সবে হয়ে একমন।
দ্বীপের চৌদিকে সবে করয়ে খনন ॥
খনিল গভীর গর্ত্ত দীর্ঘেতে বিস্তর।
তাহাতে পড়িয়া মরে বিড়াল পামর ॥
সেইমত যুধিষ্ঠির কৈল আচরণ।
মুহূর্ত্তেকে মোর হাতে হারাবে জীবন
উলূক এতেক শুনি আনন্দিত মনে।
সাধু সাধু বলি প্রশংসিল দুর্য্যোধনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

উলূকের প্রতি পাণ্ডবের কথা।

উলূক রাজার আজ্ঞাবশে বহে বাট।
শীঘ্রগতি গেল যথা পাণ্ডবের ঠাট॥
যত কহি পাঠাইল কুরু নৃপমণি।
দণ্ডবৎ করি সব কহিল কাহিনী॥
শুনিয়া রুষিল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
উলূকে চাহিয়া বলে ক্রোধ করি মন॥
উলূক কহিবে শীঘ্র গিয়া দুর্য্যোধনে।
প্রবীণ পক্ষীর প্রায় তোর আচরণে॥
প্রবীণ নামেতে পক্ষী ছিল দুরাচার।
নিরন্তর জ্ঞাতিগণে কৈল অপকার॥
তার ভয়ে জ্ঞাতিগণ স্থানভ্রষ্ট হয়ে।
পৃথিবী ভ্রমিল সবে নানা দুঃখ পেয়ে॥
শুভদিন সমুদিত যবে জ্ঞাতিগণে।
একযুক্তি করি সবে মারিল দারুণে॥
সেইমত মোর হাতে মরিবে নিশ্চয়।
আজি কালি মধ্যে যাবে যমের আলয়॥
তোমার মরণ দুষ্ট হৈত সেইদিনে।
দ্রৌপদীর কেশে ধরিয়াছ যেই দিনে॥
শুনহ উলূক বলি কহে বৃকোদর।
গদার প্রহারে উরু ভাঙ্গিব তাহার॥
এই লৌহ-মহাগদা দেখ বিদ্যমান।
ইহাতে সকল ভাই হারাইবে প্রাণ॥
এত বলি গদা লয়ে বীর বৃকোদর।
চক্রিচক্র ফিরে যেন মস্তক উপর॥
গাণ্ডীব ধনুক তবে লইয়া অর্জ্জুন।
আকর্ণ পূরিয়া টঙ্কারেন ধনুগুণ॥
এককালে হৈল যেন শত বজ্রাঘাত।
প্রমাদ গণিল সবে দেখিয়া নির্ঘাত॥
মূর্চ্ছা হয়ে পড়িল উলূক অনুচর।
সচেতন করিলেন তারে দামোদর॥
চেতন পাইয়া চর চাহে তার পানে।
হাসিয়া তাহারে কৃষ্ণ কহেন তখনে॥
দেখিছ উলূক চর রক্ষা নাহি আর।
রুষিল অর্জ্জুন বীর কুন্তীর কুমার॥
সত্যকথা কুরুগণে মারিবে নিমেষে।
ত্রিভুবন নাহি আটে পার্থ যদি রোষে॥
ধনঞ্জয় কহিলেন উলূকে চাহিয়া।
মোর দম্ভ দুর্য্যোধনে শীঘ্র কহ গিয়া॥
সূতপুত্র সঙ্গে এস করিয়া সাজন।
মোর হাতে তোমা সহ লইবে শমন॥
ইন্দ্র যদি রক্ষা করে রক্ষা নাহি পাবে।
অবশ্য আমার হাতে যমঘরে যাবে॥
এইরূপে পার্থ গর্ব্ব করয়ে বিস্তর।
মাদ্রীর তনয় তবে কহিল সত্বর॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি যতেক বীরগণ।
একে একে উলূকেরে কহে সর্ব্বজন॥
উলূক পাইয়া আজ্ঞা রথে আরোহিয়া।
দুর্য্যোধনে সব কথা নিবেদিল গিয়া॥
যে কহিল পাণ্ডবেরা কহিতে সে ভয়।
কহিল নিষ্ঠুর কথা ভীম ধনঞ্জয়॥
রাজা বলে কিবা ভয় কহ সে কাহিনী।
কি কহিল ভীমসেন ধর্ম্ম নৃপমণি॥
কি কহিল ধনঞ্জয় মাদ্রীর নন্দন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাটাদি যত বীরগণ॥
উলূক বলিল রাজা না কহিলে নয়।
শুন যাহা বলিলেন ধর্ম্ম মহাশয়॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর চাহি আমি মুখ।
সে কারণে সহিলাম দিল যত দুঃখ॥
কৃষ্ণেরে পাঠাই অগ্রে করিবারে প্রীতি।
অহঙ্কারে না শুনিল গোবিন্দের নীতি॥
ইহার উচিত শাস্তি হাতে হাতে পাবে।
অচিরাতে সবংশেতে নিপাত হইবে॥
ক্রোধে ভীম দর্প করি বলিল বচন।
মোর সম বলিষ্ঠ না দেখি কোন জন॥
রাক্ষস দানব মোর অগ্রে নহে স্থির।
গদার বাড়িতে তার ভাঙ্গিব শরীর॥
মাদ্রীর নন্দন আদি যত বীরগণ।
একে একে প্রতিজ্ঞা যে করে জনে জন॥
যে হয় উচিত রাজা করহ বিহিত।
শুনে দুর্য্যোধন করে সৈন্য সমাহিত॥

আশ্বাসি কহিল সব যত যোদ্ধাগণে।
মোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর সর্ব্বজনে ॥
শুন কর্ণ মহাবীর রাধার নন্দন।
পরম বান্ধব তুমি মোর প্রাণধন ॥
পূর্ব্বে অঙ্গীকার কৈলে সবার গোচরে
পাণ্ডবে মারিয়া রাজ্য দিবে হে আমারে ॥
তাহার সময় এই হৈল উপনীত।
করহ বিধান সখে ইহার উচিত ॥
কর্ণ বলে রাজা মোর সত্য অঙ্গীকার।
প্রাণপণে কার্য্য সিদ্ধ করিব তোমার ॥
যাবৎ শরীরে প্রাণ আছয়ে আমার।
তাবৎ সাধিব কার্য্য শুন সারোদ্ধার ॥
এত শুনি দুর্য্যোধন হৈল হৃষ্টমন।
বহু পুরস্কার কর্ণে দিল সেইক্ষণ ॥

—

কর্ণের জন্ম বিবরণ।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ তপোধন।
কুন্তীগর্ভে জন্মে কর্ণ বিখ্যাত ভুবন ॥
কৌরবের পক্ষ কেন সূর্য্যের নন্দন।
দেখিয়া ধরিল কুন্তী কিরূপে জীবন ॥
মুনি বলে শুন কুরুবংশ-চূড়ামণি।
কৌরবের রণে গেল কর্ণবীর শুনি ॥
বিদুরের মুখে শুনি এ সব বচন।
চিত্তেতে চিন্তিত কুন্তী ভাবে মনে মন ॥
আমার নন্দন কর্ণ কেহ না জানিল।
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম কর্ণের হইল ॥
দৈবের এ সব কথা বিধির ঘটন।
রাধা যে পাইয়া পুত্র করিল পালন ॥
রাধার নন্দন বলি ঘোষে সর্ব্বজন।
কেহ জ্ঞাত নহে কর্ণ আমার নন্দন ॥
এ সময়ে লোকে যদি হয় সে প্রচার।
উপহাস করিবেক কৌরবকুমার ॥
ইহার কারণে আমি করিব গমন।
কর্ণেরে কহিব আমি এ সব বচন ॥
আমার বচন কর্ণ খণ্ডিতে নারিবে।
অবশ্য সহায় পাণ্ডুপুত্রদের হবে ॥

কিরূপে নিভৃতে দেখা হবে কর্ণ সনে।
এতেক ভাবিয়া কুন্তী যুক্তি কৈল মনে ॥
প্রাতঃস্নান নিত্য কর্ণ যমুনায় করে।
একেশ্বর যায় স্নানে নাহি লয় কারে ॥
তত্ত্ব জানি কুন্তী তথা করিল গমন।
যমুনায় নামি কর্ণ করয়ে তর্পণ ॥
নিত্যকর্ম্ম সমাপিয়া সূর্য্যে করে স্তব।
উঠিয়া আইলে কুন্তী মানিল উৎসব ॥
কর্ণের সাক্ষাতে কহে গদগদ বাণী।
অবধান শুন তত্ত্ব পূর্ব্বের কাহিনী ॥
আমার নন্দন তুমি সূর্য্যের ঔরসে।
যখন ছিলাম আমি জনকের বাসে ॥
অতিথি সেবায় তাত রাখিল আমারে।
অনেক করিনু সেবা দুর্ব্বাসা মুনিরে ॥
চতুর্ম্মাস সেবিলাম বিবিধ বিধানে।
আজ্ঞাবর্ত্তী হয়ে আমি রহি অনুক্ষণে ॥
আমার সেবায় মুনি সন্তুষ্ট হইয়া।
মন্ত্র দান করিলেন আমারে ডাকিয়া ॥
এ মন্ত্র দিতেছি দেবি তব বিদ্যমান।
মন্ত্র পড়ি যেই দেবে করিবে আহ্বান ॥
সেইক্ষণে আসিবেন তোমার সাক্ষাতে।
যে বর মাগিবে তাহা পাইবে নিশ্চিতে ॥
এত বলি মুনিবর গেল যথাস্থানে।
তবে আমি মন্ত্র পরীক্ষিতে একদিনে ॥
কলসে আনিতে যাই যমুনার বারি।
কৌতুকে জপিনু মন্ত্র সূর্য্যে ধ্যান করি ॥
তখনি আইল সূর্য্য মোর বিদ্যমানে।
সূর্য্যে দেখি ভীত আমি হইলাম মনে ॥
অনেক বিনয় করি কহিনু বচন।
না বুঝি তোমারে আমি করি আবাহন ॥
অজ্ঞান স্ত্রীজন দোষ ক্ষমিবে আমার।
শুনিয়া হাসিয়া সূর্য্য কহে আরবার ॥
কভু মিথ্যা নাহি হয় মুনির বচন।
কভু মিথ্যা নহে কন্যা মম আগমন ॥
আমারে ভজহ তুমি নাহিক সংশয়।
না ভজিলে মন্ত্র মিথ্যা হইবে নিশ্চয় ॥

বিবাহিতা নহ চিন্তা করিছ অন্তরে।
মম বরে মহারাজ বরিবে তোমারে ॥
এত শুনি বশ আমি হইনু তাঁহার।
বর দিয়া গেল সূর্য্য ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গার ॥
সূর্য্যের সঙ্গমে হৈল গর্ভের উৎপত্তি।
তখনি তোমারে প্রসবিলাম সুমতি ॥
প্রসব করিয়া তোমা সচিন্তিত মন।
কুমারীর কালে জন্ম হইল নন্দন ॥
লোকে খ্যাত হয় পাছে এ সব কাহিনী।
যমুনায় ভাসাইনু তাম্রকুণ্ড আনি ॥
পাইয়া তোমাকে রাধা করিল পালন
কদাচিত নহ তুমি রাধার নন্দন ॥
যে হইল সে হইল অজ্ঞাত কারণ।
ভাইগণ সঙ্গে তুমি করহ মিলন ॥
ছয় ভাই মিলি বৎস নাশ মোর দুঃখ
শত্রুগণে মারি ভুঞ্জ যত রাজ্যসুখ ॥
এত শুনি কর্ণ কহে করিয়া মিনতি।
এ সকল গুপ্তকথা জানি যে ভারতী ॥
জানিয়া করিলে ত্যাগ আমারে পূর্ব্বেতে।
রাজা যে পুষিল মোরে বিখ্যাত জগতে ॥
রাধার নন্দন বলি ঘোষে ত্রিভুবনে।
তব পুত্র এবে আমি বলিব কেমনে ॥
বলিলে কি লোকে ইহা করিবে প্রত্যয়
জগতে কুযশ লজ্জা হবে অতিশয় ॥
বলিবেক ক্ষত্রগণ করি উপহাস।
যুদ্ধকাল দেখি কর্ণ পাইল তরাস ॥
ভাই বলি পাণ্ডবের লইল শরণ।
ব্যর্থ কর্ণ নাম বলি ঘোষে অকারণ ॥
এ সব হইতে মৃত্যু ভাল শতগুণে।
এ কর্ম্ম করিতে নাহি পারিব কখনে ॥
তাহে দুর্যোধন মোরে শিশুকাল হতে।
নানা ভোগে পুরস্কারে পালিল বহুতে ॥
তের বর্ষ ভুঞ্জিলাম রাজ্য আদি সুখ।
দুর্য্যোধন প্রসাদেতে নাহি কোন দুঃখ ॥

বিশেষ তাহাতে আমি কৈনু অঙ্গীকার
অর্জ্জুনের সঙ্গে পণ সমর আমার ॥
মোর হাতে পরলোক যাবে ধনঞ্জয়।
কিম্বা অর্জ্জুনের হাতে মোর মৃত্যু হয় ॥
এইত প্রতিজ্ঞা কৈনু সভা বিদ্যমানে।
সত্যভ্রষ্ট হতে নাহি পারিব কখনে ॥
সে কারণে ক্ষমা কর জননি আমারে।
এত শুনি পুনঃ কুন্তী কহিল কর্ণেরে ॥
ভাইগণ সঙ্গে যদি না কর মিলন,
মোর বাক্য যদি নাহি করিবে পালন ॥
তবে এক সত্য কর মোর বিদ্যমানে।
আর চারি পুত্রে মোর না মারিবে প্রাণে ॥
এত শুনি কর্ণ কৈল সত্য অঙ্গীকার।
আর চারি ভায়েরে না করিব সংহার ॥
পঞ্চপুত্র রবে তব এই পৃথিবীতে।
অর্জ্জুন সহিত কিম্বা আমার সহিতে ॥
ব্যাসের বচন মাতা আছে পূর্ব্বাপর
পৃথিবীতে তব পঞ্চ রহিবে কোঙর ॥
সংসারের মধ্যে হবে রণে মহাতেজা।
একছত্র পৃথিবীতে হবে মহারাজা ॥
ব্যাসের বচন মিথ্যা নহে কদাচন,
জগতে রহিবে মাত্র তোমার নন্দন ॥
পাইবে তোমার পুত্রগণ রাজধানী।
নিশ্চয় আমার মৃত্যু হইবে জননী ॥
না ভাবিহ দুঃখ মাতা যাহ নিজ স্থানে।
এত বলি দণ্ডবৎ করিল চরণে ॥
বিদায় হইয়া কর্ণ গেল নিজপুরে।
যথাস্থানে গেল কুন্তী দুঃখিত অন্তরে ॥
বিদুরের প্রতি কুন্তী কহিল সকল।
শুনি বিদুরের হৃদে হৈল কুতূহল ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ ॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।
উদ্যোগপর্ব্বের কথা হৈল সমাধান ॥

উদ্যোগপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

সচিত্র অষ্টাদশপর্ব্ব
মহাভারত

ভীষ্মপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধসজ্জা।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ তপোধন।
উলূকের মুখে বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ ॥
কোন্ কর্ম্ম করিলেক দুর্য্যোধন বীর।
কিবা কর্ম্ম করিলেন রাজা যুধিষ্ঠির ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন মহাশয়।
দূতমুখে বার্ত্তা শুনি ধর্ম্মের তনয় ॥
কৃষ্ণেরে কহেন হৈল সমর সময়।
বিহিত ইহার যাহা কর মহাশয় ॥
শ্রীহরি বলেন রাজা করি নিবেদন।
যাত্রা কর মহাশয় দিন শুভক্ষণ ॥
তখনি দিলেন আজ্ঞা রাজা যুধিষ্ঠির।
চল্লিশ সহস্র রাজা সাজে মহাবীর ॥
পাঁচ কোটি রথী সাজে ত্রিশ কোটি হাতী
ষষ্ঠ কোটি আসোয়ার অসংখ্য পদাতি ॥
সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা পাণ্ডবের দলে।
সবে বিষ্ণুপরায়ণ মহাবল বলে
সিংহনাদ শঙ্খধ্বনি বিবিধ বাজন।
নানা অস্ত্রে বীরগণ করিল সাজন ॥
শ্রীহরি করিয়া অগ্রে পাণ্ডুর তনয়।
কুরুক্ষেত্রে চলিলেন করি জয় জয় ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে যত যোদ্ধাগণ।
পাঞ্চজন্য বাজান যে নিজে নারায়ণ।
দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইয়া ধনঞ্জয়।
যুদ্ধ করিবারে ধান সমরে দুর্জ্জয় ॥
গদা হস্তে বৃকোদর আনন্দিত মন।
সহদেব ও নকুল সাজিল তখন ॥
দ্রুপদ শিখণ্ডী আর বিরাট নৃপতি।
জরাসন্ধসুত সহদেব মহামতি ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন চেকিতান সাত্যকি দুর্জ্জয়।
শ্বেতশঙ্খ ও উত্তর বিরাট-তনয় ॥
শূরসেন নৃপ আর কাশী মহাবল।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সমরে কুশল ॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ বিক্রমে বিশাল।
ইত্যাদি সাজিল রণে যত মহীপাল ॥
জয় জয় শব্দে বাদ্য বাজে কোলাহল।
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল পাণ্ডবের দল ॥
পূর্ব্বমুখে দাঁড়াইল সব সেনাগণ।
যুধিষ্ঠির মহারাজ হরষিত মন ॥
দুঃশাসনে ডাকি তবে বলে দুর্য্যোধন।
যুদ্ধ করিবারে কর সৈন্যের সাজন ॥
সাজ সাজ বলে রাজা বিলম্ব না সহে।
মারিব পাণ্ডবগণে আনন্দেতে কহে ॥
দুঃশাসন বীর দিল কটকে ঘোষণা।
সাজ সাজ বলি ধ্বনি করে সর্ব্বজনা ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা বীর।
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত প্রফুল্ল শরীর ॥
বাহ্লীক শকুনি কৃতবর্ম্মা নরপতি।
ভগদত্ত শল্যরাজ মদ্র অধিপতি ॥
বিন্দ আর অনুবিন্দ কর্ণ মহাবল।
শত ভাই কলিঙ্গ বিখ্যাত ভূমণ্ডল ॥

শ্বেতছত্র পতাকা শোভিত সারি সারি।
শত ভাই সহ সাজে কুরু-অধিকারী॥
ছত্রধর চলে ষাটি সহস্র ভূপতি।
একৈক রাজার সঙ্গে সহস্রেক হাতী॥
একৈক হাতীর সহ ঘোড়া শত শত।
শতেক ধানুকী এক ঘোড়া অনুগত॥
একৈক ধানুকী সাথে দশ দশ ঢালী।
চরণ নূপুর শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥
গজ বাজী রথধ্বজ পতাকা প্রচুর।
কুরুসৈন্য সজ্জা দেখি কম্পে তিনপুর॥
মহা আনন্দিত মন যত কুরুগণ।
যুদ্ধ হেতু সর্ব্বজন করিল সাজন॥
আচম্বিতে বায়ু বহে মহাশব্দ শুনি।
গিরিতে চাপিয়া যেন আইসে মেদিনী॥
অকস্মাৎ মেঘ যেন বরিষে রুধির।
বিনা ঝড়ে খসি পড়ে দেউল প্রাচীর॥
গর্দ্দভ প্রসবে গাভী কুক্কুরে শৃগাল।
ময়ূরে প্রসবে কাক ইন্দুরে বিড়াল॥
নিরুৎসাহ অশ্বগণ কাঁপে ঘন ঘন।
অমঙ্গল কত হয় না যায় বর্ণন॥
ত্রিপদ দেখি যে পশু নাহি চারি পাদ।
দিবসেতে পেচকেরা করে ঘোর নাদ॥
দণ্ড হস্তে শিশু সব যুঝে পরস্পর।
মহাঘোর রণশব্দ গগন উপর॥
এক বৃক্ষে অন্য ফল অদ্ভুত কথন।
ক্ষণে ক্ষণে পৃথিবী কম্পয়ে ঘনে ঘন॥
বিদুর দেখিয়া ইহা বিস্ময় মানিল।
ধৃতরাষ্ট্র স্থানে গিয়া সব নিবেদিল॥
শুনিয়া আকুল হৈল অন্ধ নরপতি।
নিরুৎসাহ হয়ে রাজা বসিলেন ক্ষিতি॥
কুরুকুল ধ্বংস হেতু জানিয়া তখন।
আইলেন তথা সত্যবতীর নন্দন॥
দেখি সভাজন সবে পাদ্য অর্ঘ্য দিল।
চরণ বন্দিয়া অন্ধ স্তবন করিল॥
ধৃতরাষ্ট্র কহে শুন মুনি মহাশয়।
কারো বাক্য না শুনিল আমার তনয়॥
যুদ্ধ আয়োজন করে দুষ্ট মন্ত্রণায়।
অমঙ্গল দেখি ভয় জন্মিল তাহায়॥
ব্যাসদেব বলেন শুনহ মহাশয়।
কুরুকুল হবে ক্ষয় জানিহ নিশ্চয়॥
কর্ম্ম অনুসারে জীব ভ্রময়ে সংসারে।
দৈবে যাহা করে তাহা খণ্ডিতে কে পারে॥
পৃথিবীতে ক্ষত্র যত একত্র হইল।
এই যুদ্ধে সর্ব্বজন নিশ্চয় মজিল॥
পুত্র তব শত আর যত নৃপচয়।
পরস্পর যুদ্ধ করি সবে হবে ক্ষয়॥
যুদ্ধ দেখিবারে যদি বাঞ্ছা থাকে মনে।
দিব্য চক্ষু দিয়া যাই দেখহ নয়নে॥
প্রণমিয়া ধৃতরাষ্ট্র সকরুণে কহে।
পুত্রবধ জ্ঞাতিবধ কেহ নাহি সহে॥
তোমার প্রসাদে আমি শুনিব শ্রবণে।
এত বলি ধৃতরাষ্ট্র পড়িল চরণে॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে ব্যাস তপোধন।
রাজারে বলেন শুন আমার বচন॥
দিব্যচক্ষে সঞ্জয় দেখিবে ত্রিভুবন।
রাত্রিদিন তোমারে কহিবে বিবরণ॥
ইহাতে শুনিবে যত যুদ্ধ বিবরণ।
গৃহে বসি সব বার্ত্তা পাইবে রাজন॥
যত অলক্ষণ এই দেখ মহাশয়।
দিবসেতে হইতেছে নক্ষত্র-উদয়॥
উদয়াস্ত প্রায় সূর্য্য গগনে বেষ্টিত।
বিনা মেঘে বরিষয়ে সঘনে শোণিত॥
অগ্নিবর্ণ প্রায় দেখি সম্মুখে আকাশ।
দিবসেতে ধূমকেতু হয়েছে প্রকাশ॥
পর্ব্বত শিখর খসে সাগর উথলে।
মহাবৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িছে স্থলে স্থলে॥
এই সব অলক্ষণ শুনহ রাজন।
বংশনাশ হইবার এই সে কারণ॥
এ সকল বাক্য মুনি অন্ধেরে কহিয়া।
স্বস্থানে চলিলেন সঞ্জয়ে আজ্ঞা দিয়া॥
ব্যাকুল হইয়া অন্ধ ভাবে মনে মন।
সৈন্যের সাজন করে রাজা দুর্য্যোধন॥

দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা রথা।
দুঃশাসন কর্ণ আদি যত যোদ্ধাপতি ॥
পিতামহ স্থানে সবে করিল গমন।
সেনাপতিরূপে ভীষ্মে করিল বরণ ॥
ভীষ্মে সেনাপতি করি রাজা দুর্য্যোধন।
জিনিব পাণ্ডবগণে ভাব মনে মন ॥
তবে ভীষ্ম কহিলেন চাহি সর্ব্বজনে।
অন্যায় করিয়া যুদ্ধ না করি কখনে ॥
অস্ত্রহীনে কদাচিত না করি প্রহার।
শরণাগতেরে নাহি করিব সংহার ॥
এক সহ যুদ্ধ করি না মারিব অন্যে।
ত্রাসিত জনেরে নাহি মারি কদাচনে ॥
শঙ্খ ভেরী বহে অস্ত্র যোগায় যে জন।
তাহারে না মারি দূতে না করি নিধন ॥
রথী রথী যুদ্ধ হবে পদাতি পদাতি।
গজে গজে অশ্বে অশ্বে এই যুদ্ধ নীতি ॥
সমানে সমানে যুদ্ধ না মারিহ হীনে।
আমার নিয়ম এই শুন সর্ব্বজনে ॥
ধর্ম্ম নিরূপণ করি করে শঙ্খধ্বনি।
নানাবাদ্য বাজে কিছু কর্ণে নাহি শুনি ॥
বাদ্য কোলাহলে হবে হরষিত মন।
সৈন্য-কোলাহল শুনি কাঁপে দেহগণ ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী চলিল সমরে।
ভীষ্ম তাহে সেনাপতি দুর্জ্জয় সংসারে ॥
মার্গশীর্ষ মাসে কৃষ্ণা পঞ্চমী যে তিথি।
মঘা নামে নক্ষত্রে সাজিল নরপতি ॥
সাজিয়া সকল সৈন্য কৌরব প্রচণ্ড।
কুরুক্ষেত্রে রহে যুড়ি সব পূর্ব্বখণ্ড ॥
পাণ্ডবের সেনা সব বিষ্ণু পরায়ণ।
পূর্ব্বমুখে দাণ্ডাইল যুদ্ধের কারণ ॥
পশ্চিম মুখেতে রাজা কৌরব প্রধান।
মহাবল পরাক্রম জগতে বাখান ॥
সর্ব্বসৈন্য অগ্রে ভীষ্ম শান্তনুনন্দন।
দিব্যরথে আরোহণ হাতে শরাসন ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির বিস্ময় হইল।
ভীষ্মে সেনাপতি দেখি ভয় উপজিল ॥

লাগিল কহিতে কৃষ্ণে তবে ধর্ম্মরাজ।
ভীষ্ম সহ কে যুঝিবে সংসারের মাঝ ॥
যাঁর যুদ্ধে ভৃগুরাম পায় পরাজয়।
তাঁর সহ কে যুঝিবে কহ মহাশয় ॥
দ্রোণাচার্য্য মহাবীর বিখ্যাত জগতে।
কোন্ বীর যুঝিবেক তাঁহার সহিতে ॥
অর্জ্জুন কহেন রাজা কর অবধান।
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা যেই ভগবান ॥
হেন জন হইলেন আমার সারথি।
ত্রিভুবনে কারে ভয় কর মহামতি ॥
নিরর্থক চিন্তা রাজা কর কি কারণ।
সর্ব্বত্র বিজয়কর্ত্তা যেই নারায়ণ ॥
হেন জন সহায়েতে ভয় কি কারণ।
নিশ্চয় হইবে জয় স্থির কর মন ॥
তবে রাজা যুধিষ্ঠির হৃদয়ে ভাবিয়া।
পদব্রজে চলিলেন রথ বিবর্জ্জিয়া ॥
পদব্রজে যান রাজা কুরুসৈন্য মাঝ।
দেখিয়া বিস্ময় মানে নৃপতি সমাজ ॥
দেখি ভীমার্জ্জুনের হইল মহারোষ।
কৃষ্ণেরে কহেন দোঁহে হয়ে অসন্তোষ ॥
বিপক্ষগণের মধ্যে যান একেশ্বর।
কোন্ বুদ্ধি করিলেন ধর্ম্ম নৃপবর ॥
পূর্ব্বে এই বুদ্ধিদোষে হারি রাজ্যধন।
বনবাস দুঃখ ভোগিলাম সর্ব্বজন ॥
সেই বুদ্ধি আজি বুঝি উদয় হইল।
নতুবা ইহাতে কেন প্রবৃত্তি জন্মিল ॥
শ্রীহরি কহেন ইথে কিছু নাহি ডর।
সত্ত্বগুণী ধর্ম্মপুত্র না জানেন পর ॥
নিজ দল পর দল সকলি সমান।
সে কারণে একেশ্বর করেন প্রয়াণ ॥
মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন।
বন্দিলেন ভীষ্ম দ্রোণ কৃপের চরণ ॥
তুষ্ট হয়ে তিনজন আশীর্ব্বাদ করে।
রণজয়ী হও আর সংহার শত্রুরে ॥
তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক সত্বর।
তুষ্ট হয়ে তিন বীর দিল এই বর ॥

ধর্ম্মরাজ বলেন যে আজ্ঞা হৈল মোরে।
এ বাক্য অলঙ্ঘ্য সদা জানিবে সংসারে॥
নিজ পরাক্রম আমি কিছু নাহি জানি।
কিন্তু আশীর্ব্বাদে জয়ী হইব আপনি॥
এই মাত্র ভরসা হইল মম চিতে।
অবশ্য হৈবে জয় সন্দেহ নাহি ইথে॥
পূর্ব্বকথা নিবেদন চরণে তোমার।
করিল কপট পাশা বিখ্যাত সংসার॥
কপট করিয়া সব রাজ্য ধন নিল।
দ্বাদশ বৎসর বনবাস মোরে দিল॥
বৎসরেক অজ্ঞাতেতে বঞ্চি মহাশয়।
এত ক্লেশ পেয়ে পুনঃ হইনু উদয়॥
রাজ্যের বিভাগ নাহি দিল দুর্য্যোধন।
পঞ্চ গ্রাম না দিল করিল যুদ্ধ পণ॥
সেই অনুক্রমে যুদ্ধ আয়োজন করে।
অসম্ভব দেখি আমি ভাবিত অন্তরে॥
মহাবল পিতামহ বিদিত সংসারে।
দেবাসুর যাঁহার নামেতে সদা ডরে॥
গুরু দ্রোণাচার্য্য নামে কাঁপে তিনপুর।
সশস্ত্র থাকিলে যাঁরে ডরে দেবাসুর॥
কৌরব পাণ্ডব সম তোমা সবাকার।
পক্ষাপক্ষ দেখি ভয় জন্মিল আমার॥
কোন্ বীর যুঝিবেক তোমাদের সনে।
মম ভাগ্যে রাজ্য নাহি জানিলাম মনে॥
কিন্তু তোমা সবাকার আশীর্ব্বাদ মুল।
অবশ্য পাইব এই যুদ্ধার্ণবে কূল॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি হয়ে তুষ্টমন।
ধন্যবাদ করিয়া কহিল তিন জন॥
সাধু ধর্ম্মপুত্র তুমি ধর্ম্ম অবতার।
তোমার ধর্ম্মেতে ধন্য হইল সংসার॥
যেখানেতে ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ মহাশয়।
যথা কৃষ্ণ তথা জয় জানিহ নিশ্চয়॥
ধর্ম্মবলে রাজ্যভোগ শাস্ত্রে হেন কয়।
ধর্ম্মেতে থাকিলে তার সর্ব্বত্রেতে জয়॥
শত দ্রোণ শত ভীষ্ম আসে সুরপতি।
তথাপি ধর্ম্মেতে জয় শুন নরপতি॥

যাহার সহায় হরি ত্রিলোকের নাথ।
কাহার ক্ষমতা তারে করিতে নিপাত॥
তথা হৈতে নিবর্ত্তিয়া ধর্ম্মের কুমার।
নিজ দলে করেন আনন্দে আগুসার॥
ডাকিয়া বলেন রাজা শুনহ বচন।
এ সৈন্যের মধ্যে যেই ইচ্ছয়ে জীবন॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণে গিয়া লউক আশ্রয়।
কোন স্থানে কোনকালে নাহি তার ভয়॥
শুনিয়া যুযুৎসু নিজ সৈন্যগণ লয়ে।
ধর্ম্ম অগ্রে কহিলেন কৃতাঞ্জলি হয়ে॥
নিবেদন করি শুন ধর্ম্ম অধিকারী।
শরণ লইনু মোরে দেখাও মুরারি॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা যুযুৎসুকে লয়ে।
কহিলেন গোবিন্দেরে বিনয় করিয়ে॥
যথা আমা পঞ্চজনে স্নেহ কর হরি।
ততোধিক যুযুৎসুরে রাখ দয়া করি॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন রাজা স্থির কর মন।
সাবধান হও তুমি উপস্থিত রণ॥
যুযুৎসু চলিল যদি ধর্ম্মরাজ সাথ।
বার্ত্তা শুনি বিষাদিত হৈল কুরুনাথ॥
রথ হৈতে নামি শীঘ্র অশ্বে আরোহিল।
ভীষ্মের নিকটে গিয়া সব নিবেদিল॥
কি মন্ত্রণা করিয়া আইল ধর্ম্মরাজ।
যুযুৎসুকে নিয়া গেল নিজ সৈন্যমাঝ॥
লক্ষ সেনা লয়ে গেল উপস্থিত রণে।
ইহার বিচার কেন না কর আপনে॥
শুনি ভীষ্ম দুর্য্যোধনে কহে বিবরণ।
আমা বন্দিবারে আসে ধর্ম্মের নন্দন॥
ধর্ম্মডাক ধর্ম্মরাজ সৈন্যমধ্যে দিল।
প্রাণেতে কাতর হয়ে শরণ লইল॥
তাহার কারণ দুঃখ না কর রাজন।
সাবধান হও রাজা হও উপস্থিত রণ॥
মম পরাক্রম তুমি জান ভালমতে।
সুরাসুর আসে যদি সমর করিতে॥
আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কভু না করিব।
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা নাশি প্রতিজ্ঞা রাখিব॥

শুনিয়া হইল হৃষ্ট গান্ধারী তনয়।
পিতামহে জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয়॥
এই যে উভয় সৈন্য একত্র মিলিল।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী গণিত হইল॥
হেন কেহ ধনুর্দ্ধর আছে এ সংসারে।
এক রথে এই সৈন্য পারে জিনিবারে॥
ভীষ্ম বলে আমি যদি যুদ্ধে দিই মন।
একদিনে সর্ব্বসৈন্য করি নিপাতন॥
দ্রোণাচার্য্য যদ্যপি ধরেন ধনুর্ব্বাণ।
তিন দিনে দুই দল করে সমাধান॥
কর্ণ যদি প্রাণপণে করয়ে সমর।
পাঁচদিনে দুই সৈন্য লয় যমঘর॥
দ্রোণপুত্র যদ্যপি সংগ্রামে দেন মন।
তিন দণ্ডে দুই দলে মারে সর্ব্বজন॥
যদ্যপি করেন মন ইন্দ্রের কুমার।
না লাগে নিমেষে করে সকল সংহার॥
শুনি দুর্য্যোধন রাজা বিস্ময় মানিল।
পুনর্ব্বার পিতামহে কহিতে লাগিল॥
এমত অর্জ্জুন যদি জান মহাশয়।
কি প্রকারে হইবে তাহার পরাজয়॥

ভীষ্মের দশ দিন যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞা এবং অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যোগ কথন।

ভীষ্মবীর কহিলেন শুন কুরুবরে।
দশদিন ভার মম রহিল সমরে॥
নিজ সৈন্য রক্ষা করি অন্যে সংহারিব।
রথী দশ সহস্রেক প্রত্যহ মারিব॥
অর্জ্জুন সহিত যুদ্ধ শ্রীহরি সাক্ষাৎ।
রথী দশ সহস্রেক করিব নিপাত॥
শুনি দুর্য্যোধন হয়ে হরষিত মন।
নিজ রথে সৈন্য সাথে করে আরোহণ॥
দুই দলে যোদ্ধাগণ করে সিংহনাদ।
ঢাক ঢোল শঙ্খ বাজে জয় জয় বাদ॥
পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ ভয়ানক ধ্বনি।
দুই করে ধরি কৃষ্ণ বাজান আপনি॥
বাজাইল দেবদত্ত শঙ্খ ধনঞ্জয়।
পৌণ্ড্র শঙ্খ বাজাইল ভীম মহাশয়॥
ভূপতি বাজান শঙ্খ অনন্তবিজয়।
সহদেব মণিপুষ্প নিনাদ করয়॥
বাজান সুঘোষ শঙ্খ নকুল প্রচণ্ড।
শুনিয়া বিপক্ষ পক্ষ হয় লণ্ডভণ্ড॥
ধনুর্ব্বাণ ধরি বলে কৃষ্ণে ধনঞ্জয়।
নিবেদন শুনহ গোবিন্দ মহাশয়॥
দুই দল মধ্যে রথ রাখহ ক্ষণেক।
যতেক বিপক্ষগণে দেখিব প্রত্যেক॥
কার সহ রণ মম হইবে প্রথম।
কাহে কাহে যুদ্ধ হবে কেবা কার সম॥
দুই দল মধ্যে রথ রাখিলেন হরি।
একে একে ধনঞ্জয় দেখেন বিচারি॥
সর্ব্ব অগ্রে পিতামহ আচার্য্য মাতুল।
ভ্রাতৃপুত্র পৌত্র দেখিলেন সমতুল॥
বন্ধুগণে দেখি পার্থ বিষাদিত মন।
অবশ হইল অঙ্গ মলিন বদন॥
শরীর লোমাঞ্চযুক্ত কম্পে ঘনে ঘন।
হস্ত হতে খসিয়া পড়িল শরাসন॥
সকরুণে কৃষ্ণেরে কহেন ধনঞ্জয়।
নিজ পরিবার বধ উচিত না হয়॥
দেখিলাম যত বন্ধু অমাত্য সকল।
ইহা সবা মারি রণে নাহি কোন ফল॥
বিফল জীবন মম বাঁচি কোন্ সুখ।
গুরু বন্ধু মারিয়া দেখিব কার মুখ॥
রাজ্যে কার্য্য নাই মম জীবন অসার।
কাহার নিমিত্তে করি বংশের সংহার॥
রাজ্যে কার্য্য নাহি মম বনবাসে যাব।
জ্ঞাতিনাশ বন্ধুনাশ সহিতে নারিব॥
এত বলি অর্জ্জুন ত্যজিয়া ধনুঃশর।
বিমুখ হইয়া বসিলেন রথোপর॥
কৃষ্ণ তারে প্রবোধিয়া বলেন বচন।
কি কারণে ক্ষত্রধর্ম্ম কর বিসর্জ্জন॥

অহঙ্কার করিয়া আইলা যুদ্ধস্থান
সম্মুখ সমরে কেন ছাড় ধনুর্ব্বাণ ॥
জ্ঞাতিবধ পাপ যদি ভাব ধনঞ্জয়।
কৌরব কহিবে পার্থ হইল সভয় ॥
কে কারে মারিতে মারে কেবা কার অরি
সবারে সংহারি আমি আমি সব করি ॥
কর্ম্ম অনুসারে লোক করে গতায়াত।
যাহার যেমন কর্ম্ম পায় সেই পথ ॥
যেন বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য উপস্থান।
তেমন জানিহ তুমি সকল সমান ॥
জীর্ণ বস্ত্র ত্যজি যথা নব্য বস্ত্র পরে।
তথা এক তনু ছাড়ি অন্যেতে সঞ্চারে ॥
শরীর বিনাশ হয় নহে জীবনাশ।
শুন কহি ধনঞ্জয় করিয়া প্রকাশ ॥
যত সব বস্তু দেখ চতুর্দ্দশ লোকে।
সকল আমার মূর্ত্তি জানাই তোমাকে ॥
সকল বৃক্ষের মধ্যে আমি যে অশ্বত্থ।
নদী মধ্যে সুরধুনী কহিলাম তথ্য ॥
ঋষি মধ্যে নারদ যে আমি মহাশয়।
মুনি মধ্যে কপিল যে মোর মূর্ত্তি হয় ॥
গজ মধ্যে ঐরাবত অশ্বে উচ্চৈঃশ্রবা।
নরমধ্যে নরপতি আমারে জানিবা ॥
দেবমধ্যে দেবরাজ রুদ্রেতে কপালী।
গন্ধর্ব্বেতে চিত্ররথ দানবেতে বলি ॥
নাগেতে অনন্ত নাগ আমারে জানিবে।
গ্রহমধ্যে দিনকর আমারে মানিবে ॥
তেজোমধ্যে বৈশ্বানর আমার বিভূতি।
পাণ্ডবের মধ্যে আমি তুমি মহামতি ॥
বর্ণ মধ্যে দ্বিজ পর্ব্বতেতে হিমালয়।
ইত্যাদি অনন্ত আমি কুন্তীর তনয় ॥
পৃথিবীর মধ্যে লোক যতেক জন্ময়।
নিজ নিজ কর্ম্মফলে সবে হয় ক্ষয় ॥
কৃষ্ণার্জ্জুনে যোগ কথা অনেক হইল।
বাহুল্য কারণ সব নাহি লেখা গেল ॥
নানাবিধ যোগ কৃষ্ণ কহেন অর্জ্জুনে।
তথাপি প্রবোধ নাহি মানে তার মনে ॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুন ধনঞ্জয়।
মৃত সব সৈন্য এই জানিহ নিশ্চয় ॥
নিমিত্ত মাত্রেক হও সব্যসাচী তুমি।
সর্ব্ব সৈন্য দেখ বধ করিয়াছি আমি ॥
অর্জ্জুন বলেন প্রভু তবে সত্য জানি।
আমার নয়নে যদি দেখি চক্রপাণি ॥
শ্রীকৃষ্ণ দিলেন দিব্যচক্ষু অর্জ্জুনেরে।
অর্জ্জুন দেখেন বিশ্ব কৃষ্ণের শরীরে ॥
মেঘবর্ণ শীর্ষ তাঁর পরশে আকাশ।
রবি শশী দুই চক্ষু অতি সুপ্রকাশ ॥
মুখ তাঁর বৈশ্বানর তারাগণ দন্ত।
আশ্চর্য্য দেখেন পার্থ নাহি পায় অন্ত ॥
ইন্দ্র দেবরাজ বাহু ব্রাহ্মণ হৃদয়।
নাভি সিন্ধুসম তাঁর পৃষ্ঠ বংশময় ॥
দশদিক্ জঙ্ঘা তাঁর পাতাল চরণ।
শৈলগণ তাঁর অস্থি রোম তরুগণ ॥
মাংসরূপা ধরণী দেখেন ধনঞ্জয়।
দেখিয়া বিরাটরূপ মানেন বিস্ময় ॥
করিলেন নারায়ণ বদন বিস্তার।
তাহাতে দেখেন পার্থ অখিল সংসার ॥
সর্ব্বসৈন্য মৃত তাহে দেখি ধনঞ্জয়।
লজ্জা ভয়ে বিস্ময় হইল অতিশয় ॥
স্তব করিলেন শেষে বিনয় করিয়া।
আপন বৃত্তান্ত কৃষ্ণ কহ বিবরিয়া ॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁর না পাইল সীমা।
আমি মূঢ় নরজাতি কি জানি মহিমা ॥
কহেন গোবিন্দ তাঁরে করিয়া সান্ত্বন।
প্রকাশিত কর চক্ষু ত্রাস কি কারণ ॥
চক্ষু মেলি ধনঞ্জয় সথারূপ দেখি।
নিলেন ধনুক করে পরম কৌতুকী ॥
প্রবোধ পাইয়া পার্থ রণে দিল মন।
ধনুর্ব্বাণ লইয়া বসেন সেইক্ষণ ॥
তবে কৃষ্ণ কর্ণে দেখি বলেন সাদরে।
ভীষ্ম দেখি সেনাপতি তোমা না আদরে ॥
এমত অবজ্ঞা কি তোমার প্রাণে সহে।
উপেক্ষিল তোমারে এ [illegible]

পাণ্ডবের দলে এস বুঝি নিজ হিত।
অবশ্য পাণ্ডবে তোমা করিবে পূজিত॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বলে বৈকর্ত্তন।
দুর্য্যোধন কার্য্যে আমি করি প্রাণপণ॥
গোবিন্দ যাবৎ কণ্ঠে রহিবে জীবন।
দুর্য্যোধনে না ছাড়িব আমি কদাচন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

—

প্রথম দিনের যুদ্ধ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
সৈন্য কোলাহল যেন সমুদ্র প্রলয়॥
দুই দলে শঙ্খনাদ সিংহনাদ ধ্বনি।
আগু হইলেন যত বীর নৃপমণি॥
অর্জ্জুনেরে কহিলেন দেব নারায়ণ।
ভীষ্মের সহিত আজি তুমি কর রণ॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর শাণ্তনু-নন্দন।
অর্জ্জুন সম্মুখে আসে করিবারে রণ॥
পিতামহে প্রণাম করিল ধনঞ্জয়।
কল্যাণ করেন ভীষ্ম বলি হৌক জয়॥
রণসজ্জায় ভূষিত দেখি ভীষ্মবীরে।
বিজয় বিনয়ে তাঁরে জিজ্ঞাসেন ধীরে॥
কোন্ হেতু যুদ্ধসজ্জা দেখি মহাশয়।
তোমার সমান কুরু পাণ্ডুর তনয়॥
দুর্য্যোধন সাহায্য করিতে তব মন।
তুমি যুদ্ধ করিলে না করি নিবারণ॥
ভীষ্ম কহিলেন পার্থ কহিলে প্রমাণ।
ক্ষত্রধর্ম্ম আছে হেন না করিব আন॥
গোবিন্দেরে বলিলেন শান্তনুনন্দন।
সারথি হইলে প্রভু ভক্তের কারণ॥
সাধু পাণ্ডু সাধু কুন্তী পুত্র জন্মাইল।
ত্রিদশ ঈশ্বর যার সারথি হইল॥
এতেক বলিয়া ভীষ্ম নিল ধনুঃশর।
দুই বাণ মারিলেন অর্জ্জুন উপর॥
গাণ্ডীব লইয়া করে বীর ধনঞ্জয়।
গাঙ্গেয়ের বাণ কাটি করিলেন ক্ষয়॥

দুইজনে মহাযুদ্ধ হইল প্রলয়।
দোঁহে অস্ত্র নিবারেন সমরে দুর্জ্জয়॥
ভীমসেন সহ যুঝে রাজা দুর্য্যোধন।
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত মহাপরাক্রম॥
সাত্যকি সহিত কৃতবর্ম্মা করে রণ।
সোমদত্ত সহ যুঝে বিরাটনন্দন॥
দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নে যুদ্ধ অতি ঘোরতর।
কাশীরাজ সহ কৃপাচার্য্যের সমর॥
ভগদত্ত সহ যুঝে পাঞ্চাল রাজন।
বিরাটের সহ ভূরিশ্রবা করে রণ॥
শশিবিন্দ সহ যুঝে শিখণ্ডী দুর্জ্জয়।
অলম্বুষ সহ যুঝে ভীমের তনয়॥
অভিমন্যু কর্ণে বাধে অতি মহারণ।
দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর মহাপরাক্রম॥
সহদেব দুর্ম্মুখে হইল ঘোর রণ।
আকাশ যুড়িয়া করে বাণ বরিষণ॥
দুঃশাসন নকুলে হইল ঘোর রণ।
বরিষার মেঘ যেন বরিষে সঘন॥
মদ্ররাজ সহিত যুঝেন যুধিষ্ঠির।
দোঁহে বড় বীর্য্যবন্ত রণে অতি স্থির॥
শকুনি সহিত রণ করে চেকিতান।
শূরসেন কলিঙ্গেতে হইল সমান॥
শল্যরাজ একবাণ করেন সন্ধান।
ধর্ম্মের হাতের ধনু করে খান খান॥
ধর্ম্মরাজ অন্য ধনু লইলেন করে।
থাক থাক বলি ব্যাপ্ত করিলেন শরে॥
অস্ত্র দ্বারা নিবারিল মদ্র-অধিকারী।
দোঁহে সমশর কেহ জিনিতে না পারি॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ যুদ্ধ করে দ্রোণ বীর।
কাটিয়া ধনুক তাঁর ভেদিল শরীর॥
আর ধনু লয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন করে রণ।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ ঘোর দরশন॥
সোমদত্ত সহ যুদ্ধ ধৃষ্টকেতু করে।
অন্ধকারময় সব উভয়ের শরে॥
এককালে ধৃষ্টকেতু সব বাণ মারে।
কবচ বিন্ধিয়া তাঁর বিন্ধিল শরীরে॥

দুইবীরে মহাযুদ্ধ বাজিল তুমুল।
দেব দানবের যুদ্ধ নহে সমতুল ॥
ঘটোৎকচ অলম্বুষ রাক্ষসে ধাইল।
দৈত্যেরে মারিতে যেন দেবেন্দ্র আইল ॥
নব বাণ মারি তারে ঘটোৎকচ হাসে।
মহাবীর অলম্বুষ ধায় মহারোষে ॥
অস্ত্রাঘাতে দোঁহা অঙ্গে বহিল রুধির।
করয়ে রাক্ষসী মায়া নির্ভয় শরীর ॥
ইলাবন্ত সহ যুদ্ধ অশ্বত্থামা করে।
দুইজনে অস্ত্রবৃষ্টি করে নিরন্তরে ॥
সিন্ধুরাজ সহ যুঝে শকুনি দুর্ম্মতি।
শতাম্বুষ সহ যুঝে বিরাট-সন্ততি ॥
সুদক্ষিণ সহ যুঝে সহদেবসুত।
দুই বীরে শরবৃষ্টি করেন অদ্ভুত ॥
রথে রথে গজে গজে পদাতি পদাতি।
সমানে সমানে যুদ্ধ হয় ধর্ম্মনীতি ॥
আসোয়ারে আসোয়ারে ধানুকী ধানুকী
যুঝয়ে সকল সৈন্য মনেতে কৌতুকী ॥
পরিঘ পট্টিশ গদা ত্রিশূল তোমর।
মুদগর মুষল শেল বর্ষে নিরন্তর ॥
অস্ত্রবৃষ্টি দেখি কম্পমান দেবগণ।
পড়িল যতেক সৈন্য কে করে গণন ॥
তবে অভিমন্যু বীর অর্জ্জুন-নন্দন।
সৈন্যের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
কাটিয়া অনেক সৈন্য পাড়ে চারিভিতে।
চঞ্চল হইল সব কৌরব সৈন্যেতে ॥
দেখিয়া রুষিল ভীষ্ম কুরু-সেনাপতি।
কৃপ শল্য বিবিংশতি দুর্ম্মুখ সংহতি ॥
চোখ শর মারি কাটি পাড়ে বহু বীর।
বাণাঘাতে পাণ্ডবসৈন্যে কৈল অস্থির ॥
অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু মহাবীর।
ধনুক ধরিয়া হাতে নির্ভয় শরীর ॥
শল্যরাজ রথধ্বজ কাটে এক বাণে।
তিন বাণে কৃপের কাটিল শরাসনে ॥
নয় বাণ বিন্ধিলেক দোঁহার শরীরে।
একবাণে বিন্ধিলেন কৃতবর্ম্মা বীরে ॥
রথধ্বজ কাটে সব মারি তীক্ষ্ণ শর।
অশ্ব সহ সারথিরে দিল যমঘর ॥
কৃতবর্ম্মা কৃপ শল্য বরিষয়ে শর।
নিবারয়ে অভিমন্যু নির্ভয় শরীর ॥
ভীষ্মকে মারিতে যত্ন অভিমন্যু করে।
নিবারয়ে ভীষ্ম বীর হাতে ধনুঃশরে ॥
কাটিয়া ভীষ্মের ধ্বজা ভূমিতে পাড়িল।
সৈন্যমধ্যে দেবগণ তারে প্রশংসিল ॥
ক্রোধে ভীষ্ম দিব্য অস্ত্র সন্ধান পূরিল।
অভিমন্যু রথধ্বজ সারথি কাটিল ॥
দিব্য অস্ত্র নিল ভীষ্ম সমরে দুর্জ্জয়।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর করে অর্জ্জুনতনয় ॥
তবে মহারথী সব লয়ে অস্ত্রগণ।
অভিমন্যু রক্ষা হেতু ধায় সর্ব্বজন ॥
ভীষ্মোপরি করিলেন বাণ বরিষণ।
নিবারয়ে সব অস্ত্র গঙ্গার নন্দন ॥
সব অস্ত্র নিবারিয়া সবারে বিন্ধিল।
পাণ্ডবের সেনাগণে জর্জ্জর করিল ॥
ব্যাকুল পাণ্ডবসৈন্য রণে নহে স্থির।
দেখিয়াত রুষিলেন ধনঞ্জয় বীর ॥
যেন দুই অগ্নি আসি একত্র হইল।
ভীষ্ম অর্জ্জুনেতে মিশামিশি যুদ্ধ হৈল ॥
ক্রোধে অগ্নিবাণ নিল গঙ্গার নন্দন।
বরুণ অস্ত্রেতে পার্থ করেন বারণ ॥
হেনমতে দুইজনে মহাযুদ্ধ হৈল।
বাহুল্য হেতুক তাহা লেখা নাহি গেল ॥
অতি ক্রোধে মহাবীর গঙ্গার নন্দন।
পরশুরামের অস্ত্র করিল ক্ষেপণ ॥
তিনলোক কম্পমান দেখি অস্ত্রবর।
দশদিক্ অন্ধকার কাঁপে চরাচর ॥
দেখিয়া হইল ব্যস্ত প্রভু নারায়ণ।
অর্জ্জুনেরে বলিলেন কোমল বচন ॥
নিবারণ কর অস্ত্র হইল প্রলয়।
নহে সব সৈন্য আজি মরিল নিশ্চয় ॥
শুনি পার্থ ইন্দ্র অস্ত্র পূরিয়া সন্ধান।
অর্দ্ধপথে কাটি করিলেন খান খান ॥

আকাশেতে প্রশংসা করিল দেবগণ।
সাধু মহাবীর পার্থ ইন্দ্রের নন্দন॥
তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র করেন সন্ধান।
বাণে নিবারিল তাহা শান্তনুনন্দন॥
দুই জন সুশিক্ষিত মহাপরাক্রম।
কেহ কারে জিনিতে না পারে করি শ্রম
দোঁহাকার ছিদ্র দোঁহে খুঁজিয়া বেড়ায়।
না পায় সন্ধান দোঁহে সমরে দুর্জ্জয়॥
হেনকালে ভীম মহা বিক্রম করিল।
অনেক কৌরব সৈন্যে রণে বিনাশিল॥
তাহা দেখি দ্রোণাচার্য্য ক্রোধাবিষ্ট মন।
ভীমোপরি করিলেন বাণ বরিষণ॥
বাণে বাণ নিবারিল বীর বৃকোদর।
প্রলয় হইল যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর॥
ধনু ছাড়ি গদা ধরি করে সিংহধ্বনি।
চাহিয়া দেখেন তাহা অর্জ্জুন আপনি॥
এই অবসর পেয়ে গঙ্গার কুমার।
রথী দশ সহস্রেক করিল সংহার॥
রথী মারি দর্প করি জয় শঙ্খ দিল।
প্রথম দিনের যুদ্ধ সমাপ্ত হইল॥
কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার স্থান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ।

শিবিরে গেলেন যুধিষ্ঠির মহাশয়।
রণবেশ ছাড়ি সব বসিল সভায়॥
ভীষ্ম-পরাক্রম সবে বাখানে বিস্তর।
দশ সহস্র মহারথী দিল যমঘর॥
না হয় নিমেষ পূর্ণ অবসর পায়।
রাখিল প্রতিজ্ঞা নিজ গঙ্গার তনয়॥
ধর্ম্ম বলিলেন হরি করি নিবেদন।
বড়ই দুষ্কর পিতামহ সনে রণ॥
হেন বীর সহ আর কে করিবে রণ।
কিরূপে হইবে জয় কহ নারায়ণ॥
শ্রীহরি কহেন রাজা চিন্তা নাহি মনে।
কালি সেনাপতি কর বিরাটনন্দনে॥

অর্জ্জুন করিবে কুরুসৈন্যের সংহার।
শুনিয়া বিস্মিত অতি ধর্ম্মের কুমার॥
শ্রীহরি বলেন রাজা করি নিবেদন।
ইহাতে বিস্ময় নাহি করিও কখন॥
এতেক বলিয়া হরি বুঝাইল তাঁরে।
লাগিলেন কহিতে বিরাট নৃপতিরে॥
কালি সেনাপতি কর শঙ্খ মহাবীরে।
কৌরবের সেনাগণে মারিবে অচিরে॥
শুনিয়া বিরাট বড় সানন্দ হইল।
কৃতাঞ্জলি করি স্তব করিতে লাগিল॥
মম পূর্ব্বজন্ম ভাগ্য না যায় কথন।
হেন যুদ্ধে সেনাপতি আমার নন্দন॥
তবে রাজা শঙ্খে আনি অভিষেক করে।
আনন্দিত হইল পাণ্ডব নরেশ্বরে॥
করযোড়ে বলিলেন শঙ্খ ধনুর্দ্ধর।
এক নিবেদন করি শুন গদাধর॥
অনুগ্রহ করি মোরে কৈলে সেনাপতি।
ভীষ্ম সহ যুঝি হেন নাহিক সারথি॥
সারথি অভাবে যুদ্ধ না হয় শোভন।
ইহার উপায় আজ্ঞা কর নারায়ণ॥
তবে হরি সাত্যকিরে বলেন সত্বর।
আপনি সারথি হও শুন বীরবর॥
শুনিয়া সাত্যকি বীর করিল স্বীকার।
প্রভাতে সমরে সবে করে আগুসার॥
দুই দলে বাদ্য বাজে মহাকোলাহল।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র-কল্লোল॥
দুই দলে মিশামিশি হৈল মহারণ।
শঙ্খেরে দেখিয়া তবে শান্তনুনন্দন॥
সিংহনাদ করিয়া করিল শঙ্খধ্বনি।
ত্রিভুবন কম্পমান সেই শব্দ শুনি॥
অগ্র হয়ে শঙ্খবীর সিংহনাদ করে।
সন্ধান পূরিল বাণ ভীষ্মের উপরে॥
আকর্ণ টানিয়া ধনু এড়ে দশ বাণ।
অর্দ্ধপথে ভীষ্ম তাহা করে খান খান॥
যত অস্ত্র এড়ে শঙ্খ কাটে ভীষ্ম বীর।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শঙ্খের শরীর॥

বাণাঘাতে বিরাটনন্দন মূর্চ্ছা গেল।
সাত্যকি লইয়া রথ পশ্চাৎ করিল॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণেতে হইল ঘোর রণ।
চমকিত হইয়া নিরখে সর্ব্বজন॥
ধনঞ্জয় মহাবীর ইন্দ্রের কুমার।
সহস্র সহস্র সৈন্য করিল সংহার॥
রথ গজ পদাতি পড়িল শত শত।
প্রাণভয়ে যোদ্ধাগণ পলায় ত্বরিত॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা বহু সৈন্য নিয়া।
অর্জ্জুন সম্মুখে গেল সাহস করিয়া॥
বাণ বরিষণ করে অর্জ্জুন উপর।
বরিষাকালেতে যেন বর্ষে জলধর॥
এককালে সহস্র সহস্র বীরগণ।
মুষল মুদগর শেল বর্ষে জনে জন॥
দেখি পার্থ দিব্য অস্ত্র যুড়িয়া কার্ম্মুকে।
নিমিষে সবার অস্ত্র নিবারেন সুখে॥
কাটিয়া সবার অস্ত্র ইন্দ্রের নন্দন।
নিজ অস্ত্রে সবাকারে করেন ঘাতন॥
অস্ত্রাঘাতে দুর্য্যোধন ব্যথিত হইয়া।
পলাইল নীচবৎ সমর ত্যজিয়া॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় করিলেন মহামার।
সহস্র সহস্র রথী হইল সংহার॥
পলায় সকল সৈন্য রণে নহে স্থির।
সৈন্যভঙ্গ দেখিয়া রুষিল ভীষ্মবীর॥
অর্জ্জুন সম্মুখে আসি ধনু অস্ত্র ধরি।
কহিতে লাগিল বীর অহঙ্কার করি॥
অসাক্ষাতে মারিলে যে মম বহু সেনা।
সাক্ষাতে যুঝহ তবে দেখি বীরপণা॥
এত বলি দিব্য অস্ত্র পূরিল সন্ধান।
অর্দ্ধপথে পার্থ করিলেন খান খান॥
পুনঃ দিব্য অস্ত্র এড়ে গঙ্গার নন্দন।
যেন জলধর ঘন করে বরিষণ॥
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারেন অর্জ্জুন প্রচণ্ড।
বহু সৈন্য মারিয়া করেন খণ্ড খণ্ড॥
হেনমতে যুঝে দোঁহে নাহি দিশপাশ।
না লয় নিমেষ দোঁহে না ছাড়ে নিশ্বাস

ভীমসেন মহাবীর অতুল প্রতাপ।
কুরুসৈন্য মারিয়া করিল এক চাপ॥
ভীমের প্রতাপে আর কেহ নহে স্থির।
দেখিয়া রুষিল সূর্য্যপুত্র মহাবীর॥
অতুল প্রতাপী দোঁহে মহাপরাক্রম।
সংগ্রামে দুর্জ্জয় দোঁহে কেহ নহে কম॥
অভিমন্যু অশ্বত্থামা দোঁহে হয় রণ।
দোঁহে দোঁহাকারে অস্ত্র মারে অগণন॥
শল্যরাজে দেখিয়া উত্তর মহাবীর।
একেবারে মারে ষাটি সহস্র তোমর॥
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদিল যেন হিমালয়।
তাদৃশ প্রহারে অস্ত্র বিরাটতনয়॥
বাণে বাণ নিবারয়ে মদ্র-অধিপতি।
সব অস্ত্র কাটি তার কাটিল সারথি॥
রথধ্বজ কাটে আর চারি অশ্ববর।
মুষলের ঘাতে তারে দিল যমঘর॥
পড়িল উত্তর বীর বিরাটনন্দন।
হাহাকার করে তবে যত যোদ্ধাগণ॥
পুত্রের নিধন দেখি বিরাট নৃপতি।
শল্যরাজ সম্মুখে আইল শীঘ্রগতি॥
মুখামুখি দুইজনে সমর হইল।
দুই বৈশ্বানর যেন একত্রে মিলিল॥
দোঁহে দোঁহাকারে বিন্ধে করি প্রাণপণ।
উভয়ে সমান যোদ্ধা সমান বিক্রম॥
ঘটোৎকচ অলম্বুষে যুঝে নাহি ওর।
রাক্ষসী মায়ায় করে অন্ধকার ঘোর॥
কৃপ নকুলেতে যুদ্ধ অদ্ভুত কথন।
দোঁহে দোঁহা প্রতি করে বাণ বরিষণ॥
হেনমতে উভয় সৈন্যেতে যুদ্ধ হয়।
লক্ষ লক্ষ সেনাপতি যায় যমালয়॥
রুষিলেক শঙ্খবীর সবার সাক্ষাৎ।
কৌরবের বহু সেনা করিল নিপাত॥
হইল কৌরব সৈন্যে মহাকোলাহল।
দেখিয়া ধাইল তবে দ্রোণ মহাবল॥
শঙ্খবীর প্রতি গুরু বলেন বচন।
এত অহঙ্কার তোর বিরাটনন্দন॥

নিঃসহায় পেয়ে সৈন্য মারিলে অনেক।
সাক্ষাতে বুঝিব তব ক্ষমতা যতেক॥
এতেক বলিয়া গুরু পূরিল সন্ধান।
একেবারে প্রহারিল দশ গোটা বাণ॥
মহাবেগে আসে শর গগন উপর।
দেখিয়া ত্রাসিত হৈল যতেক অমর॥
বাণ দেখি শঙ্খবীর সন্ধান পূরিল।
দ্রোণের যতেক শর কাটিয়া ফেলিল॥
অস্ত্র ব্যর্থ গেল গুরু ক্রোধে হুতাশন।
শঙ্খের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
বাণে বাণ নিবারয়ে শঙ্খ ধনুর্দ্ধর।
দ্রোণ রথধ্বজ কাটে মারি পঞ্চশর॥
আকর্ণ পূরিয়া বীর করিল সন্ধান।
দ্রোণের ধনুক কাটি করে খান খান॥
চক্ষু পালটিতে গুরু আর ধনু নিল।
গুণ নাহি দিতে শঙ্খ কাটিয়া ফেলিল॥
রথের সারথি কাটে আর চারি হয়।
আর রথে চড়ে তবে দ্রোণ মহাশয়॥
শঙ্খের বিক্রম দেখি কৌরবে বিষাদ।
পাণ্ডবের সৈন্যগণ ছাড়ে সিংহনাদ॥
লজ্জা পেয়ে দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে হুতাশন
ধনুক ধরিয়া বলে তর্জ্জন বচন॥
শিশু হয়ে কেন তোর এত অহঙ্কার।
এই বাণে তোমারে দেখাব যমদ্বার॥
এক অস্ত্র বিনা যদি অন্য অস্ত্র মারি।
দ্রোণাচার্য্য নাম তবে ব্যর্থ আমি ধরি॥
মন্ত্রে অভিষেক করি ব্রহ্ম অস্ত্র নিল।
আকর্ণ পূরিয়া গুরু সন্ধান করিল॥
যোদ্ধাগণ দেখিয়া করিল হাহাকার।
সাত্যকি বলয়ে শুন বিরাটকুমার॥
এ অস্ত্র কাটিতে তব না হইবে শক্তি।
অর্জ্জুন নিকটে যাও এই হয় যুক্তি॥
সাত্যকির প্রতি বলে শঙ্খ ধনুর্দ্ধর।
ক্ষত্রধর্ম্ম ত্যজি কেন প্রাণেতে কাতর॥
সম্মুখ সংগ্রামে যদি হইবে নিধন।
সুরলোক প্রাপ্ত হবে না হয় খণ্ডন॥
মহাতেজে আসে বাণ অগ্নি জ্যোতির্ম্ময়।
দেখি সাত্যকি ভয় পেয়ে শঙ্খেরে কয়॥
রথ লয়ে চল যাই অর্জ্জুন সাক্ষাতে।
তবে যে পাইবে রক্ষা এ মহা উৎপাতে॥
মহাক্রোধে বলে শঙ্খ বিরাটতনয়।
কি কারণে পলাইতে কহ মহাশয়॥
সেনাপতি করিলেন প্রভু নারায়ণ।
অপযশ রাখিব কি করি পলায়ন॥
এতেক বলিয়া বীর ধনু হাতে নিল।
ব্রহ্ম-অস্ত্র কাটিবারে সন্ধান পূরিল॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র তেজে বাণ ভস্ম হয়ে গেল।
দেবগণ হাহাকার আকাশে করিল॥
বড় অবিচার রণে করিলেন দ্রোণ।
বালকের প্রতি ব্রহ্ম-অস্ত্র নিক্ষেপণ॥
যেমন প্রলয় কালে আদিত্য প্রকাশে।
তাদৃশ অস্ত্রের তেজ গর্জ্জিয়া আইসে॥
দেখিয়া সাত্যকি ভয়ে রথ ফিরাইল।
লাফ দিয়া শঙ্খবীর ভূমেতে পড়িল॥
বুক পাতি রহে বীর হস্তে ধনুঃশর।
ব্রহ্ম-অস্ত্র তেজে ভস্ম হৈল কলেবর॥
শঙ্খে বিনাশিয়া অস্ত্র ফিরিয়া আইল।
দেখি সব যোদ্ধাগণ আশ্চর্য্য মানিল॥
অর্জ্জুন ভীষ্মেতে যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
দোঁহে অতি শীঘ্রহস্ত মহাধনুর্দ্ধর॥
অর্জ্জুনের ছিদ্র ভীষ্ম খুঁজিয়া বেড়ায়।
তিল আধ অবসর কদাচ না পায়॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র-তেজ যবে প্রত্যক্ষ হইল।
ক্ষণেক পার্থের দৃষ্টি তাহাতে পড়িল॥
এই অবসরে বীর শান্তনুনন্দন।
দশ সহস্র রথীরে করিল নিধন॥
জয় শঙ্খ বাজাইল দিন অবসান।
দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ হৈল সমাধান॥
কৌরব পাণ্ডবদলে যত যোদ্ধা বীর।
সবে চলি গেল তবে আপন শিবির॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

তৃতীয় দিনের যুদ্ধ।

শিবিরেতে গিয়া যুধিষ্ঠির মহারাজ।
স্নান দান করিয়া বৈসেন সভামাঝ॥
সান্ত্বনা করেন বহু বিরাট রাজনে।
স্বর্গে গেল পুত্র তব শোক কি কারণে॥
শোক ত্যজ মহারাজ স্থির কর মন।
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু না হয় খণ্ডন॥
বিরাট বলিল মম পূর্ব্ব পুণ্য ছিল।
তেঁই মম পুত্র ক্ষত্রধর্ম্ম আচরিল॥
সম্মুখ সংগ্রামেতে তুষিয়া বীরগণে।
সুরলোকে গেল তার শোক অকারণে॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা করি যোড় হাত।
সবিনয়ে বলিলেন শ্রীহরি সাক্ষাৎ॥
দুই দিন যুদ্ধ হৈল পিতামহ সনে।
রথী দশ সহস্র মারিল ঘোর রণে॥
প্রাণপণে রাখিবারে নারে ধনঞ্জয়।
কি প্রকারে সমরেতে হইবেক জয়॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা না করিহ ভয়।
পূর্ব্বে অরণ্যের কথা স্মর মহাশয়॥
কাম্যবনে ছিলাম আমরা সবে যবে।
দুর্ব্বাসারে পাঠাইল পাপিষ্ঠ কৌরবে॥
তাঁর সঙ্গে শিষ্য ষাটি সহস্র আসিল।
নিশাযোগে আসি মুনি পারণ মাগিল॥
হইলাম ব্যস্ত সবে না দেখি উপায়।
ব্যাকুলা দ্রুপদসুতা স্মরে যদুরায়॥
গরুড়ে চড়িয়া কৃষ্ণ দ্বারকা হইতে।
কাম্যবনে আইলেন পাণ্ডবে রাখিতে॥
ক্ষুধায় ব্যাকুল হয়ে মাগেন ভোজন।
দ্রৌপদী বলিল কোথা পাব জনার্দ্দন॥
দশ দণ্ড রাত্রি পরে করিনু ভোজন।
তার পরে আইল দুর্ব্বাসা তপোধন॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি কিছু নাহি ঘরে।
কাতর হইয়া আমি ডাকিনু তোমারে॥
আমা সবা ভাগ্যে তুমি ক্ষুধায় আকুল।
নিশ্চয় মজিল আজি পাণ্ডবের কুল॥
শ্রীহরি বলেন তুমি দেখ পাকস্থলী।
ক্ষুধায় অন্তর মম যাইতেছি জ্বলি॥
তবে কৃষ্ণা পাকস্থলী মধ্যে নিরখিয়া।
কণামাত্র পেয়ে শাক আইল লইয়া॥
পদ্মহস্তে অর্পণ করিল যাজ্ঞসেনী।
খাইলেন মহানন্দে গোবিন্দ আপনি॥
তৃপ্তোস্মি বলিয়া ছাড়িলেন যে উদগার।
তাহাতে হইল তৃপ্ত সকল সংসার॥
সন্ধ্যা হেতু গিয়াছিল মহাতপোধন।
উদর পূরিয়া উঠে উদগার তখন॥
লজ্জা ভয় উপজিল পালাইল সবে।
এইরূপে সদা রক্ষা করেন পাণ্ডবে॥
সেই কৃষ্ণ এখন যে আমার সারথি।
অবশ্য হইবে জয় শুন নরপতি॥
অর্জ্জুন বচনে রাজা প্রবোধ পাইয়া।
বিভাবরী বঞ্চিলেন ভ্রাতৃগণে লৈয়া॥
পরদিন প্রভাতে মিলিল দুই দল।
নানা বাদ্য বাজে বসুমতী টলমল॥
করিল গরুড়-ব্যূহ রাজা কুরুবর।
অগ্রেতে রহিল ভীষ্ম সমরে তৎপর॥
দ্রোণাচার্য্য কৃতবর্ম্মা চঞ্চু নিরমিল।
দুঃশাসন শল্য দুই পক্ষতি হইল॥
অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য দুই বীরবর।
বক্ষোদেশ রক্ষা হেতু হাতে ধনুঃশর॥
ভূরিশ্রবা নির্ব্বাসিল বীর ভগদত্ত।
পুচ্ছদেশে রহিলেন বীর জয়দ্রথ॥
পৃষ্ঠে রাজা দুর্য্যোধন সোদর সহিত।
বিন্দ অনুবিন্দ বহু বীর সমন্বিত॥
বামপাশে দুঃশাসন সমরে দুর্জ্জয়।
মগধ কলিঙ্গ সৈন্য দক্ষিণেতে রয়॥
পক্ষদেশে রহে বৃহদ্বল ধনুর্দ্ধর।
গরুড় সদৃশ ব্যূহ কৈল কুরুবর॥
প্রতিব্যূহ করিলেন পার্থ মহামতি।
অর্দ্ধচন্দ্র নামে ব্যূহ তাদৃশ আকৃতি॥
দক্ষিণভিতে রহেন বীরবৃকোদর।
তার পাছে বিরাট দ্রুপদ ধনুর্দ্ধর॥

নীল নামে মহারাজ ধৃষ্টকেতু সনে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী রহে অনুক্রমে ॥
মধ্যে রাজা যুধিষ্ঠির সাত্যকি সহিত।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ বীর সমন্বিত ॥
সম্মুখেতে রহিলেন বীর ধনঞ্জয়।
গোবিন্দ সারথি যাঁর সমরে দুর্জ্জয় ॥
পরস্পর দুই দলে হৈল হানাহানি।
সৈন্য-কোলাহলে কর্ণে কিছুই না শুনি ॥
রথে রথে গজে গজে অশ্বে অশ্ববর।
পদাতি পদাতি রণ হাতে ধনুঃশর ॥
নানা অস্ত্র বৃষ্টি করে বিক্রমে বিশাল।
অর্দ্ধচন্দ্র নারাচ ভূষণ্ডী ভিন্দিপাল ॥
নানা বাণ বরিষয়ে সমরে দুর্জ্জয়।
শোণিতে কর্দ্দম ভূমি দেখি লাগে ভয় ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ শল্য শকুনি বিকর্ণ।
ক্রোধে সেনাপতিগণ যেমন সুপর্ণ ॥
ক্রুদ্ধ হয়ে প্রবেশিল সংগ্রামের স্থল।
তাহা দেখি আগু হৈল পাণ্ডবের দল ॥
ভীমসেন ঘটোৎকচ রাক্ষস দুর্জ্জয়।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি দ্রুপদ মহাশয় ॥
যত মহারথী করে বাণ বরিষণ।
ব্যূহ মধ্যে তবে প্রবেশ করে অর্জ্জুন ॥
গাণ্ডীব কার্ম্মুক হস্তে গোবিন্দ সারথি।
দেখিয়া বেড়িল তারে কুরু যোদ্ধাপতি ॥
সহস্র সহস্র বাণ চারিদিকে মারে।
যার যত পরাক্রম সেই অনুসারে ॥
শীঘ্রহস্তে ধনঞ্জয় নিবারয়ে বাণ।
আকাশে অমরগণ করেন বাখান ॥
সবাকার অস্ত্র কাটি পূরিয়া সন্ধান।
সবাকারে মারেন বীর শাণিত বাণ ॥
অদ্ভুত বিচিত্র শিক্ষা খ্যাত তিনলোকে।
কাহার না হয় শক্তি আসিতে সম্মুখে ॥
তবে মহাবীর পার্থ ইন্দ্রের নন্দন।
মারিলেন যত সৈন্য কে করে গণন ॥
অর্জ্জুন সম্মুখে আর কেহ নাহি রয়।
সম্মুখে যাহারে পান লন যমালয় ॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ সমরে প্রচণ্ড।
কৌরবের যোদ্ধাগণে করে লণ্ডভণ্ড ॥
রণেতে প্রবেশ করে সাত্যকি দুর্জ্জয়।
অনেক কৌরব সৈন্য করিলেক ক্ষয় ॥
তবেত সৌবল রাজা কুপিত হইল।
তর্জ্জন করিয়া সাত্যকিরে ডাক দিল ॥
মারিলে অনেক সৈন্য সমর ভিতর।
পড়িলে আমার হাতে যাবে যমঘর ॥
এতেক বলিয়া রাজা মারে পঞ্চবাণ।
সাত্যকির রথ কাটি করে খান খান ॥
বিরথ হইয়া বীর লজ্জা পায় রণে।
অভিমন্যু রথে গিয়া চড়ে সেইক্ষণে ॥
দ্রোণ ভীষ্ম দুই বীর অতি মহাবল।
যুধিষ্ঠির রাজার মারিল বহু দল ॥
মাদ্রীপুত্র সহ যুঝে সুশর্ম্মা নৃপতি।
প্রাণপণে দোঁহে যুঝে নাহিক বিরতি ॥
দিব্য রথে আরোহিয়া রাজা দুর্য্যোধন।
ভীমসেন বীর সহ আরম্ভিল রণ ॥
হাসে বীর বৃকোদর হস্তে করি শর।
আকর্ণ পূরিয়া মারে রাজার উপর ॥
দেখি দুর্য্যোধন বাণ কাটি পাড়ে রণে।
পঞ্চগোটা বাণ পুনঃ মারে ভীমসেনে ॥
অর্দ্ধপথে ভীষ্ম তাহা অক্লেশে কাটিল।
দুর্য্যোধনে বধিবারে দিব্য অস্ত্র নিল ॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ পূরিল সন্ধান।
রণে পড়ে দুর্য্যোধন হইয়া অজ্ঞান ॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
সৈন্যের বিনাশ করে ভীম মহারথী ॥
কৌরবের সেনাগণ পাইলেক ত্রাস।
নানাদিকে পলাইল ছাড়ি যুদ্ধ আশ ॥
কতক্ষণে দুর্য্যোধন পাইল চেতন।
সৈন্যগণে আশ্বাসিয়া বলে সেইক্ষণ ॥
যথায় করিছে রণ ভীষ্ম মহারথী।
তাঁর প্রতি বলিতে লাগিল কুরুপতি ॥
তুমি হেন মহাযোদ্ধা ত্রিভুবনে জানে।
দ্রোণ গুরু মহাবীর জগতে বাখানে ॥

তোমা দোঁহা বিদ্যমানে সৈন্য দিল ভঙ্গ।
পাণ্ডব পৌরুষ করে সবে দেখ রঙ্গ॥
পাণ্ডবের অনুরোধে পরিহর রণ।
অনুমানে বুঝি চাহ আমার মরণ॥
কটুবাক্য শুনি ক্রুদ্ধ হয়ে মহামতি।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কহে রাজা প্রতি॥
তোমারে দিলাম বহু হিত উপদেশ।
না শুনিলে কারো বাক্য মন্ত্রণা বিশেষ॥
ইন্দ্র সহ দেবগণ যদি আসে রণে।
তথাপি জিনিতে নারে পাণ্ডুপুত্রগণে॥
বৃদ্ধকালে যত শক্তি আমার সম্ভব।
প্রাণপণে করি যুদ্ধ নিবারি পাণ্ডব॥
রাজা হয়ে সৈন্যগণ রাখিতে নারিলে।
বৃদ্ধ জানি মোরে অনুযোগ কর ছলে॥
এতেক বলিয়া ভীষ্ম সিংহনাদ করে।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া অস্ত্র নিল করে॥
শঙ্খধ্বনি করি বীর সমরে পশিল।
কালান্তক যম যেন সাক্ষাৎ আইল॥
যুধিষ্ঠির-সৈন্য যত করে ঘোর রণ।
সহিতে না পারে কেহ ভীষ্মের বিক্রম॥
বড় বড় যোদ্ধাপতি সাহস করিল।
বাণবৃষ্টি করি সবে ভীষ্মে আবরিল॥
সবাকার অস্ত্র কাটি গঙ্গার নন্দন।
নিজ অস্ত্রে সবাকারে করিল ঘাতন॥
সহস্র সহস্র সেনা বড় বড় বীর।
ভীষ্মের বিক্রমে কেহ রণে নহে স্থির॥
বনে সিংহ দেখি যেন গজেন্দ্র পলায়।
পাণ্ডবের সৈন্য তেন রণ ছাড়ি ধায়॥
সৈন্যভঙ্গ দেখিয়া রুষিল ধনঞ্জয়।
ভীষ্মের সম্মুখে আইলেন সে দুর্জ্জয়॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া গঙ্গাপুত্র তার পর।
অস্ত্রবৃষ্টি করিলেন অর্জ্জুন উপর॥
অশ্ব রথ না দেখি সারথি ধনঞ্জয়।
দশদিক যুড়িয়া করিল অস্ত্রময়॥
দেখি সব পাণ্ডুদল পলায় তরাসে।
কৌরবের যোদ্ধাগণ আনন্দেতে ভাসে॥
দিব্য অস্ত্র দিয়া তবে পার্থ মহামতি।
পিতামহ-অস্ত্র কাটিলেন শীঘ্রগতি॥
অস্ত্র নিবারিয়া মারিলেন দশ বাণ।
ভীষ্মের কার্ম্মুক করিলেন খান খান॥
অন্য ধনু নিল ভীষ্ম সমরে দুর্জ্জয়।
সেই ধনু কাটিলেন পার্থ মহাশয়॥
ভীষ্ম তারে প্রশংসিল সাধু সাধু করি।
শরবৃষ্টি করে ভীষ্ম অন্য ধনু ধরি॥
প্রাণপণে যুঝেন অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
নিবারিতে না পারেন বড়ই দুষ্কর॥
চোখ চোখ শরে বিন্ধে পার্থের হৃদয়।
হীনবল হইলেন কুন্তীর তনয়॥
বাসুদেবে বিন্ধে বীর চোখ চোখ বাণ।
হইলেন কাতর তাহাতে ভগবান॥
হাসি ভীষ্ম মহাবীর করে উপহাস।
আপনি করহ যুদ্ধ দেব শ্রীনিবাস॥
হইলেন সমরেতে অর্জ্জুন কাতর।
তাহাকে আশ্বাস করিলেন গদাধর॥
কৃষ্ণের আশ্বাস বাক্যে পাইয়া সম্বিত।
ধনঞ্জয় হইলেন কোপেতে পূর্ণিত॥
বিন্ধেন সন্ধান পূরি ভীষ্মের শরীর।
দেখি ক্রোধ করিলেন ভীষ্ম মহাবীর॥
বাণে বাণ নিবারিয়া করে শরজাল।
অন্ধকারময় দেখে দশদিক্‌পাল॥
তবে পার্থ মহাবীর ইন্দ্রের কুমার।
ইন্দ্র-অস্ত্র এড়ি শর করেন সংহার॥
বাণ নিবারিয়া পুনঃ দিব্য অস্ত্র নিয়া।
রথধ্বজ কাটিলেন কবচ ভেদিয়া॥
সারথির মুণ্ড করিলেন খণ্ড খণ্ড।
দেখি ভীষ্মদেব হইলেন লণ্ড ভণ্ড॥
লজ্জিত হইয়া বীর নিল ধনুঃশর।
লক্ষ লক্ষ বাণ মারে অর্জ্জুন উপর॥
দেখি সব যোদ্ধাগণ করে হাহাকার।
কাটিলেন সব অস্ত্র ইন্দ্রের কুমার॥
হেনরূপে সমস্ত দিবস যুদ্ধ হৈল।
বেলা অবসানে পার্থে ধর্ম্ম উপজিল॥

মুছিবার অবকাশ না পান অর্জ্জুন।
টানেন আকর্ণ পূরি যবে ধনুর্গুণ॥
অস্ত্র সহ গুণ বীর টানিবার কালে।
মুছিয়া ফেলেন ঘর্ম্ম যাহা ছিল ভালে॥
সেই অবসরে ভীষ্ম গঙ্গার কুমার।
রথী দশ সহস্রেক দিল যমদ্বার॥
সিংহনাদ ছাড়ি জয়শঙ্খ বাজাইল।
শুনি সব যোদ্ধাগণ নিবৃত্ত হইল॥
তবে পার্থ জিজ্ঞাসেন চাহি নারায়ণ।
পিতামহ সহ মম যুদ্ধ অনুক্ষণ॥
নিশ্বাস ছাড়িতে কারো নাহি অবসর।
কেন শঙ্খ বাজাইল কহ দামোদর॥
শ্রীহরি বলেন তুমি শুনহ কারণ।
যুদ্ধকালে ঘর্ম্মজল মুছিলে যখন॥
সেই অবকাশে ভীষ্ম মারে রথিগণ।
জয়শঙ্খ বাজাইল তাহার কারণ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন-মনে বিস্ময় হইল।
নিজ দলবলে সবে শিবিরে চলিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

চতুর্থ দিনের যুদ্ধ।

শিবিরেতে গিয়া যুধিষ্ঠির নৃপবর।
বসিলেন সর্ব্বজন সভার ভিতর॥
নানা কথা আলাপনে রজনী বঞ্চিল।
প্রভাতেতে দুই দল সাজন করিল॥
কুরুক্ষেত্রে গিয়া সবে করে কোলাহল।
নানা বাদ্য বাজে যেন সমুদ্র কল্লোল॥
রথীকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে।
আসোয়ারে আসোয়ারে পদাতিক যুঝে॥
যে যাহার অস্ত্র লৈয়া করে মহারণ।
বরিষার কালে যেন বরিষয়ে ঘন॥
শঙ্খধ্বনি করি রথ চালান শ্রীহরি।
ভীষ্মের সম্মুখে যান অতি ত্বরা করি॥
দুই বীর দেখাদেখি সংগ্রাম হইল।
দোঁহে দোঁহাকার অস্ত্র সন্ধান পূরিল॥
দোঁহে দোঁহা অস্ত্র কাটে সমরে নিপুণ।
দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর কেহ নহে ঊন॥
অযুত রথী সহিতে সুশর্ম্মা নৃপতি।
পাণ্ডবের দলেতে প্রবেশে শীঘ্রগতি॥
শত শত রথিগণে করিল সংহার।
শত শত মারে হস্তী অশ্ব কত আর॥
সৈন্যের নিধন দেখি রোষে বৃকোদরে।
রণ ত্যজি ধায় বীর গদা লয়ে করে॥
দেখিয়া সুশর্ম্মা রাজা সন্ধান পূরিল।
একেবারে শত বাণ ভীমে প্রহারিল॥
দশ সহস্রেক রথী সবে ধনুর্দ্ধর।
দশ দশ অস্ত্র মারে ভীমের উপর॥
একেবারে লক্ষ শর লাগে ভীমসেন।
হাক্রোধ উপজিয়া ধায় সেইক্ষণে॥
ই শত রথী মারে এক গদা ঘায়।
আর দুই শত রথী মারিলেক পায়॥
রথ সহ ধরিয়া অনেক রথিগণ।
আকাশমার্গে ফেলিল পবননন্দন॥
রথে রথ প্রহারিয়া মারে বহুজনে।
গদাঘাতে সংহারিল বহু বীরগণে॥
আথালি পাথালি বীর মারে গদাবাড়ি।
রথী দশ সহস্রেক মারিল খেদাড়ি॥
তবেত সুশর্ম্মা বীর নানা অস্ত্র মারে।
গদা ফিরাইয়া বাণ সকলে সংহারে॥
ক্রুদ্ধ হয়ে ভীমসেন অতি বেগে ধায়।
রথ অশ্ব সারথিরে মারে এক ঘায়॥
লাফ দিয়া পলাইল সুশর্ম্মা নৃপতি॥
দেখিয়া ধাইল দুর্য্যোধন নরপতি॥
নানা অস্ত্র বরিষয়ে ভীমের উপর।
রথে চড়ি ধনু ধরে বীর বৃকোদর॥
সন্ধান পূরিয়া বীর এড়ে অস্ত্রগণ।
দুর্য্যোধন যত অস্ত্র কাটে সেইক্ষণ॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা সমরে তৎপর।
মারিলেন ভীমোপরি দশগোটা শর॥
অর্দ্ধপথে ভীম তাহা করে খান খান।
পুনঃ দুর্য্যোধনেরে মারিল দশ বাণ॥

বাণে নিবারিল তাহা কৌরব প্রচণ্ড।
ভীমের ধনুক কাটি করে খণ্ড খণ্ড॥
আর ধনু ধরে ভীম চক্ষুর নিমিষে।
বৃষ্টিধারাবৎ বাণ নির্ভয়ে বরিষে॥
ধনু অস্ত্র কাটিল রথের চারি হয়।
একবাণে সারথিকে দিল যমালয়॥
আর রথে চড়ি তবে কৌরব প্রধান।
ভীমের উপর পুনঃ পূরিল সন্ধান॥
বাণে বাণ নিবারয়ে পবননন্দন।
দুর্য্যোধন রাজার কাটেন শরাসন॥
ধনু কাটা গেল বার পায় বড় লাজ।
পুনঃ আর ধনু লয় কুরু-মহারাজ॥
পুনঃ পুনঃ দুর্য্যোধন যত ধনু লয়।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা পবনতনয়॥
রাজার সঙ্কট দেখি ভীষ্ম মহাবীর।
রণে অবকাশ নাই হইল অস্থির॥
রাজগণে ডাকি বলে ওহে মহাশয়।
শীঘ্র যাও বুঝি আজি হইল প্রলয়॥
ভীম দুর্য্যোধনে হইতেছে ঘোর রণ।
মহাবল পরাক্রম পবন-নন্দন॥
শুনিয়া ধাইল তবে যত যোদ্ধাগণ।
জয়দ্রথ ভূরিশ্রবা সুশর্ম্মা রাজন॥
কৃপ শল্য দুঃশাসন দুর্ম্মুখ প্রভৃতি।
বর্ম্মসেন চিত্রসেন আর বিবিংশতি॥
ভগদত্ত মহারাজ বিলম্ব না করে।
মহাগজে আরোহিয়া বেড়ে বৃকোদরে॥
চারিদিকে আসিয়া বেড়িল বীরগণে।
অন্ধকার করিলেক বাণ বরিষণে॥
দেখি ভীম মহাবীর শীঘ্রহস্ত হৈল।
সবার শরবৃষ্টি শরে নিবারিল॥
সব অস্ত্র ব্যর্থ করি এড়ে অস্ত্রগণ।
একে একে সর্ব্বজনে করয়ে ঘাতন॥
কাহার কাটিল রথ কার ধনুগু ণ।
কাহার ধনুক কাটে কারো কাটে তূণ॥
কাহার কাটিয়া পাড়ে দন্ত দুই পাটি।
বুকে বাণ বাজে কারো কামড়ায় মাটী॥

কৌরবের সেনাগণ রণে ভঙ্গ দিল।
দেখি ভগদত্ত বীর সমরে কুপিল॥
মহাগজরাজে চড়ি হাতে ধনুঃশর।
ভীমের উপরে ধায় অতি ক্রোধভর॥
ভগদত্তে দেখি ভীম পূরিল সন্ধান।
বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখ চোখ বাণ।
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারিল ভগদত্ত বীর।
চোখ চোখ বাণে বিন্ধে ভীমের শরীর॥
বাণাঘাতে ভীমসেন অজ্ঞান হইল।
ভগদত্ত সিংহনাদ তখন করিল॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পেয়ে উঠে মহাবীর।
ধনুঃশর নিল হাতে নির্ভয় শরীর॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ করিল সন্ধান।
ভগদত্ত রাজার কাটিল ধনুখান॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গেতে ভেদিল।
নানা অস্ত্র মহাগজরাজে প্রহারিল॥
অরুণ কিরণ যেন জলধর মাঝে।
তেমন রুধির পড়ে ধারে গজরাজে॥
ভগদত্ত এড়িয়া দিলেক গজরাজ।
দেখিয়া হইল ব্যস্ত পাণ্ডব সমাজ॥
বেগেতে আইল গজ মহী কাঁপে ভরে।
পাণ্ডবের সৈন্য ভাঙ্গে স্থির নহে ডরে॥
দেখি ভীষ্ম মারিলেন মর্ম্মভেদী শর।
ভ্রূভঙ্গ নাহিক ভয়ানক গজবর॥
নানা অস্ত্র ভীমসেন গজেরে প্রহারে।
মহাবেগে ধায় গজ ভীমে মারিবারে॥
গজের বিক্রম দেখি ভগদত্ত বীর।
সিংহনাদ ছাড়িলেন নির্ভয় শরীর॥
পিতার সঙ্কট দেখি হিড়িম্বানন্দন।
মহাক্রোধে অন্তরীক্ষে ধায় সেইক্ষণ॥
করিল রাক্ষসীয় মায়া অতি ভয়ঙ্কর।
ঐরাবতে চড়ি আসে সংগ্রাম ভিতর॥
অষ্ট গোটা হস্তী আর মহাভয়ঙ্কর।
তাহে আরোহণ করি অষ্ট নিশাচর॥
বজ্রহস্ত যথা শোভে দেব দেবরাজ।
লইয়া আইল সঙ্গে অমর সমাজ॥

মহাঘোর শব্দে সবে করিল গর্জ্জন।
দেখিয়া ত্রাসিত হৈল সব কুরুগণ॥
এককালে গজগণে লোটাইয়া দিল।
কৌরবের সৈন্য সবে ভয়ে পলাইল॥
মহাবল হস্তিগণ মদ গলে ধারে।
বড় বড় রথিগণে খেদাড়িয়া মারে॥
গজরাজে এড়ি দিল ঘটোৎকচ বীর।
ভঙ্গ দিল কুরুগণ রণে নহে স্থির॥
কুরুসৈন্য আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।
চতুরঙ্গ দল সবে চরণে মর্দ্দিল॥
ভগদত্ত গজবর বড়ই প্রখর।
ঘটোৎকচ গজ সহ করিল সমর॥
শুণ্ডে শুণ্ডে জড়াজড়ি দন্তে হানাহানি।
নির্ঘাত চীৎকার শব্দে কর্ণে নাহি শুনি॥
ঐরাবত সম পরাক্রম গজবর।
দরশনে ভগদত্ত কম্পিত অন্তর॥
ভগদত্ত গজ রণে কাতর হইল।
রণ ত্যজি গজরাজ ভয়ে পলাইল॥
অদ্ভুত রাক্ষসী মায়া না যায় কথন।
কুরুসৈন্য বিনাশিল ভীমের নন্দন॥
সৈন্যের বিনাশ দেখি অলম্বুষ ধায়।
দেখাদেখি দুই বীরে মহাযুদ্ধ হয়॥
দারুণ রাক্ষসীমায়া করয়ে প্রকাশ।
কভু থাকে রণভূমে কখন আকাশ॥
হেনমতে দোঁহে মায়া করিয়া সঞ্চার।
প্রাণপণে দুইজনে করে মহামার॥
বহুক্ষণ দুই দলে করে মহারণ।
কার শক্তি কেমনে কে করিবে বর্ণন॥
অর্জ্জুন ভীষ্মেতে যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
শূন্যমার্গে চমকিত যতেক অমর॥
সন্ধান করিয়া সাত বাণ কুন্তীসুত।
দুইবাণে রথধ্বজ কাটিল অদ্ভুত॥
আর দুই বাণে কাটিলেন ধনুর্গুণ।
আর তিন বাণ অঙ্গে করেন ঘাতন॥
শীঘ্রহস্তে ভীষ্মবর গুণ চড়াইল।
নানা বাণবৃষ্টি পার্থ উপরে করিল॥
কৃষ্ণের শরীরে বীর মারে দশবাণ।
হনুমান কুড়ি বাণ করিল সন্ধান॥
বাণে নিবারেণ তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ভীষ্মের শরীরে বাণ বিন্ধিল বিস্তর॥
পঞ্চবাণ মারিলেন কুন্তীর কুমার।
সহস্র চরণ রথ পাছে গেল তাঁর॥
এই অবসরে পার্থ মারিলেন সেনা।
মারিল সহস্র রথী গজ অগণনা॥
তবে ভীষ্ম রথ সারি হয়ে অগ্রসর।
পুণ্ডরীকাক্ষের প্রতি করিছে উত্তর॥
মহাপরাক্রম করে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
এবে নিজ রথ রক্ষা কর দামোদর॥
এতেক বলিয়া বীর দিব্য অস্ত্র নিল।
আকর্ণ পূরিয়া ভীষ্ম সন্ধান করিল॥
কপিধ্বজ রথ তাহে গোবিন্দ সারথি।
বাণেতে ত্রিপদ পাছু করে মহামতি॥
সাধু সাধু বলি প্রশংসেন নারায়ণ।
তাহা শুনি জিজ্ঞাসেন কুন্তীর নন্দন॥
মম বাণে সহস্র চরণ রথ গেল।
মম রথ পিতামহ ত্রিপদ টানিল॥
কি কারণে সাধুবাদ দিলে নারায়ণ।
কৃপা করি কৃপানাথ কহ বিবরণ॥
হাসি কৃষ্ণ কহিলেন শুনহ ফাল্গুনি।
ভীষ্মরথ সারথি আর চারি অশ্ব গণি॥
ইহাতে সহস্র পদ করিলে চালন।
কপিধ্বজ রথের শুনহ বিবরণ॥
সুমেরু সদৃশ ধ্বজে বৈসে হনূমান।
রথ বেড়ি আছে যত দেবতা প্রধান॥
পর্ব্বত সদৃশ ভারি রথ ভয়ঙ্কর।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি আমি তাহার উপর॥
ইহাতে ত্রিপদ পাছু চলিল স্যন্দন।
সাধু সাধু মহাবীর গঙ্গার নন্দন॥
বিস্ময় মানেন শুনি কুন্তীর নন্দন।
ভীষ্ম রথী দশ সহস্র মারে তখন॥
জয়শঙ্খ বাজাইয়া রথ ফিরাইল।
আনন্দেতে কুরুগণ শিবিরে চলিল॥

পাণ্ডব নিবর্ত্তি রণে সহ যদুবীর।
সৈন্য সহ আইলেন আপন শিবির॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রুপদ রাজার প্রবোধ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
কৃষ্ণ প্রতি কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
পিতামহ পরাক্রম অদ্ভুত কথন।
যুদ্ধেতে নাহিক জয় বুঝিনু কারণ॥
শুনিয়া দ্রুপদ রাজা বুঝান ধর্ম্মেরে।
পূর্ব্বকথা কেন রাজা না কর অন্তরে॥
শৈশবে একত্রে বাস করিতে যখন।
বিরোধ করিত প্রায় ভীম দুর্য্যোধন॥
এ কারণে ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রণা করিয়া।
সবারে বারণাবতে দিল পাঠাইয়া॥
দুষ্ট মন্ত্রী সহ যুক্তি করি দুর্য্যোধন।
তথা এক জতুগৃহ করিল রচন॥
তোমা সবে রহিবারে দিল সে ভবন।
বহু সৈন্যগণ সহ রাখে পুরোচন॥
দৈবযোগে ব্রাহ্মণ ভোজন সেই দিনে।
ব্যাধপত্নী এল এক অন্নের কারণে॥
তার সঙ্গে পঞ্চপুত্র দেখি তব মাতা।
জিজ্ঞাসিল কহ সত্য কিবা তব কথা॥
কিবা নাম ধরে তব পুত্র পঞ্চজন।
কি নাম তোমার হেথা গতি কি কারণ॥
ব্যাধপত্নী বলে দেবি নিবেদন করি।
পাণ্ডু ব্যাধপত্নী আমি কুন্তী নাম ধরি॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠির ভীম যে দ্বিতীয়॥
চতুর্থ নকুল নাম অর্জ্জুন তৃতীয়॥
পঞ্চমের নাম সহদেব যে কোমল।
আমার বৃত্তান্ত দেবি শুনহ সকল॥
মৃগয়া করেন নিত্য নিত্য মোর স্বামী।
উদরার্থে মাংস বিক্রী করিতাম আমি॥
স্বামী জাল নিয়া গেল মৃগয়া কারণ।
নাহি পায় মৃগ বহু করি অন্বেষণ॥
অত্যন্ত চিন্তিত ব্যাধ আসে দুঃখ মনে।
হেনকালে এক মৃগী দেখিল নয়নে॥
মৃগীর প্রসবকাল আসি উপস্থিত।
হেনকালে ব্যাধ তারে বেড়ি চারিভিত॥
এক দিকে অগ্নি দিল জাল আর দিকে।
আর দিকে শ্বান ছাড়ি দিল অতি বেগে॥
আপনি যে ধনু ধরি অস্ত্র নিল হাতে।
ব্যাকুলা হইয়া মৃগী চাহে চতুর্ভিতে॥
চারিদিকে নিরখিয়া পথ না পাইল।
কাতর হইয়া মৃগী ভাবিতে লাগিল॥
হে শ্রীকৃষ্ণ আর্ত্তত্রাতা যাদবনন্দন।
এ মহাসঙ্কটে মোরে করহ তারণ॥
তৃণ জল খাই কারো হিংসা নাহি জানি।
তবে কেন ব্যাধ মোরে বধয়ে অমনি॥
এইরূপে মৃগী প্রাণে কাতর হইয়া।
রক্ষা কর জগন্নাথ বলিল ডাকিয়া॥
শুনি নারায়ণ হয়ে সদয় হৃদয়।
মেঘে আজ্ঞা দিল মেঘ জল বরিষয়॥
অগ্নি নিবাইল জাল উড়িল বাতাসে।
অকস্মাৎ আসি ব্যাঘ্র শ্বানেরে বিনাশে॥
ব্যাধ-শিরে তখন হইল বজ্রাঘাত।
চারিদিকে মুক্ত তারে করেন শ্রীনাথ॥
ব্যাধের মরণে সবে অনাথ হইনু।
অন্ন হেতু দেবি তব সদনে আইনু॥
শুনিয়া সকল বাক্য ভোজের নন্দিনী।
দয়া উপজিয়া তারে দিল অন্ন পানী॥
উদর পূরিয়া অন্ন খায় ছয় জন।
সেই ঘরে রহে সবে করিয়া শয়ন॥
দুর্য্যোধন-আজ্ঞা তোমা সবা পোড়াবারে।
রাত্রিযোগে পুরোচন অগ্নি দিল দ্বারে॥
প্রলয় হইল অগ্নি আকাশ পরশে।
সহদেবে তুমি জিজ্ঞাসিলে রাজা রোষে॥
সকল জানেন বীর মাদ্রীর নন্দন।
বিদুর রক্ষিত পথ করে নিবেদন॥

স্তম্ভের নীচেতে পথ সুড়ঙ্গ ভিতর।
স্তম্ভ উপাড়িল তবে বীর বৃকোদর॥
সেই পথে ছয় জন হইল বাহির।
গদা ছাড়ি আইলেন ভীম মহাবীর॥
ফিরিয়া গেলেন যদি গদা আনিবারে।
সাক্ষাৎ হইল অগ্নি ভীমে দহিবারে॥
তবে ভীম অগ্নি প্রতি বলিল বচন।
আমার সমান দিব একশত জন॥
শুনি নিবর্ত্তিল অগ্নি ক্ষমা দিল মনে।
গদা লয়ে বাহির হইল ভীমসেনে॥
দ্বারকায় ছিলেন প্রভু অপূর্ব্ব শয্যায়।
নিজাঙ্গে নিলেন তাপ দয়াল হৃদয়॥
অঙ্গেতে উত্তাপ দেখি ভীষ্মক-দুহিতা।
কৃষ্ণে জিজ্ঞাসেন কহ ইহার বারতা॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন ইহা বলিবার নয়।
একথা প্রেয়সী নাহি জিজ্ঞাস আমায়॥
সেই মহা অগ্নিতাপ নিজ অঙ্গে নিয়া।
তোমা সবাকারে উদ্ধারিলেন আসিয়া॥
মহাসঙ্কটেতে মৃগী পাইল উদ্ধার।
এমত দয়ালু হরি সারথি তোমার॥
ইহাতে সন্দেহ কেন কর মহাশয়।
অবশ্য সমরে তব হইবেক জয়॥
এত বলি বুঝাইল দ্রুপদ ধর্ম্মেরে।
রজনী বঞ্চিল সবে আনন্দ অন্তরে॥

পঞ্চম দিনের যুদ্ধ।

আর দিন প্রভাতে মিলিল দুই দলে।
সমুদ্র সদৃশ ব্যূহ করে কুরুকুলে॥
রচেন শৃঙ্গট নাম ব্যূহ যুধিষ্ঠির।
দুই শৃঙ্গে রহিল সাত্যকি ভীমবীর॥
সহস্র সহস্র যোদ্ধা করি রণবেশ।
কৃষ্ণ সঙ্গে অর্জ্জুন রহেন মধ্যদেশ॥
তার পাশে যুধিষ্ঠির মাদ্রীপুত্র সনে।
অভিমন্যু বিরাট রহিল অনুক্রমে॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র রহে তার পাছে।
ঘটোৎকচ বীর রহে তাহাদের কাছে॥

প্রতিব্যূহ করি সবে উঠানি করিল।
বিবিধ বিধানে বাদ্য বাজিতে লাগিল॥
নানা অস্ত্র লয়ে আস্ফালয়ে সব যোধ।
পরস্পর দুই দলে লাগিল বিরোধ॥
অশ্ব গজ পড়ে কত পদাতি বিস্তর॥
দেখিয়া করিল ক্রোধ ভীষ্ম বীরবর॥
বাসব হইতে যুদ্ধে ভীষ্ম নহে ঊন।
হস্তেতে ধনুক ধরি টঙ্কারিয়া গুণ॥
যতেক পাণ্ডব দল সমরে প্রচণ্ড।
শরেতে কাটিয়া ভীষ্ম করে খণ্ড খণ্ড॥
কার কাটে অশ্ববর কার কাটে গজ।
কাহার সারথি কাটে কার কাটে ধ্বজ।
কাহার মুকুট কাটে কার কাটে দণ্ড।
কাহার ধনুক কাটে কার কাটে মুণ্ড॥
কার হস্ত পদ কাটে কার কাটে স্কন্ধ।
ঘোরতর সমরেতে নাচয়ে কবন্ধ॥
সৈন্যের বিনাশ দেখি ধায় বৃকোদর।
ভীষ্মেরে মারিতে যান সক্রোধ অন্তর॥
গদাহস্তে ভীমসেন ধাইলেন বেগে।
খেদাড়িয়া মারে বীর যারে পায় আগে॥
ভীমের সাক্ষাতে আর কেহ নাহি রয়।
ভীষ্মের সারথি মারি দিল যমালয়॥
ধনুক ধরিয়া হাতে ভীষ্ম মহামতি।
ভীমের উপরে বাণ এড়ে শীঘ্রগতি॥
গদা ফিরাইয়া ভীম নিবারিল শর।
এক ঘায়ে রথ অশ্ব দিল যমঘর॥
লম্ফ দিয়া ভীষ্ম বীর চড়ে অন্য রথে।
অস্ত্র বৃষ্টি করে মহাপণ্ডিত রণেতে॥
নারায়ণ দেখি রথ চালান ঝটিতি।
ভীষ্মের সম্মুখে রথ রাখেন শ্রীপতি॥
অন্তরীক্ষে অর্জ্জুন কাটেন সব বাণ।
দেখি ক্রুদ্ধ হৈল ভীষ্ম অগ্নির সমান॥
দেখাদেখি দুই জনে বাধে ঘোর রণ।
চমকিত হয়ে দেখে যত দেবগণ॥
ভীষ্ম মহাক্রোধে সৈন্য করিল সংহার।
যারে পায় তারে মারে না করে বিচার॥

হেন ইন্দ্র বজ্রহস্তে ভাঙ্গে গিরিবর
গদাঘাতে মারে বড় বড় গজবর ॥
সহস্র সহস্র গজ পদাতি বিস্তর।
পৃথিবী আচ্ছাদি পড়ে সৈন্য বহুতর ॥
হেনকালে রণে এল ইলাবন্ত নাম।
অর্জ্জুনের পুত্র সেই ইন্দ্রের সমান ॥
সুবর্ণ রচিত দিব্য বিমান সুন্দর।
তাহাতে চড়িয়া এল সংগ্রাম ভিতর ॥
যবে তীর্থযাত্রা হেতু যান পার্থ বীর।
ভ্রমিলেন বহু তীর্থ নির্ভয় শরীর ॥
অনূঢ়া নাগের কন্যা উলূপী আছিল।
সর্পরাজ পুণ্ডরীক হৃদয়ে ভাবিল ॥
অর্জ্জুনেরে তথায় লইল ছল করি।
প্রদান করিল তারে উলূপী সুন্দরী ॥
তার গর্ভজাত বীর ইলাবন্ত নাম।
মহাপরাক্রমশালী যুদ্ধে যেন রাম ॥
ঐরাবত পাঠাইয়া দেব পুরন্দর।
ইলাবন্তে আনিলেন আপন গোচর ॥
অর্জ্জুন গেলেন যবে ইন্দ্রের ভুবন।
পিতা পুত্রে তথায় হইল দরশন ॥
পিতা পুত্রে পরিচয় মাতলি করিল।
সেই বীর ইলাবন্ত উপনীত হৈল ॥
আসিয়া সমরে ইলাবন্ত করে রণ।
সুবলের পুত্রগণ আইল তখন ॥
পরিঘ তোমর শেল মূষল মুদ্গর।
ইলাবন্ত উপরে বরিষে নিরন্তর ॥
নিবারিয়া ইলাবন্ত বাণবৃষ্টি করে।
একে একে সবে পাঠাইল যমঘরে ॥
নানা অস্ত্র সৌবলের সৈন্যেরে প্রহারে।
জর্জ্জর সকল বীর ইলাবন্ত শরে ॥
অনেক মরিল তবে কুরু-সৈন্যগণ।
সসৈন্যে সাজিয়া আসে দেখি দুর্য্যোধন ॥
দুর্য্যোধন নিজ সৈন্যে করিল আদেশ।
ইলাবন্ত বীরে মার কহিনু বিশেষ ॥
অলম্বুষ রাক্ষসেরে আজ্ঞা দিল আর।
ইলাবন্ত বীরে শীঘ্র কর প্রতিকার ॥

সাবধানে হয়ে তারে করহ নিধন।
তোমা বিনা তারে মারে নাহি কোনজন ॥
অলম্বুষ ইলাবন্তে হৈল মহারণ।
অলক্ষিতে মায়াযুদ্ধ করে দুইজন ॥
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত সংগ্রামে নিপুণ।
দোঁহে অস্ত্র-বিশারদ কেহ নহে ঊন ॥
তবে অলম্বুষ করে মায়ার প্রকাশ।
বাণে অন্ধকার করে না চলে বাতাস ॥
দেখিয়া হাসিল ইলাবন্ত মহাবীর।
রাক্ষসের বাণ কাটি রণে হৈল স্থির ॥
চোখ চোখ বাণ পুনঃ পূরিয়া সন্ধান।
অলম্বুষ রাক্ষসের কাটে ধনুর্ব্বাণ ॥
আর ধনু লইল রাক্ষস বারবর।
ইলাবন্ত উপরেতে বরিষয়ে শর ॥
বাণে নিবারয়ে তাহা অর্জ্জুন-তনয়।
নিজ বাণে বিন্ধিলেন রাক্ষস-হৃদয় ॥
বাণাঘাতে অলম্বুষ অজ্ঞান হইল।
সারথি ফিরায়ে রথ ভয়ে পলাইল ॥
তবে সৈন্য সংহারয় ইলাবন্ত বীর।
কৌরবের সেনাগণ ভয়েতে অস্থির ॥
সৈন্যের দুর্গতি দেখি রাজা দুর্য্যোধন।
ইলাবন্ত সহ গেল করিবারে রণ ॥
যেই বেগে হৈল আগে রাজা দুর্য্যোধন।
ইলাবন্ত তাহার কাটিল শরাসন ॥
রথধ্বজ কাটিল রথের চারি হয়।
সারথির মাথা কাটি দিল যমালয় ॥
বিরথ হইয়া রাজা অতিশয় রোষে।
অন্য রথে আরোহিয়া নানাস্ত্র বরিষে ॥
বাণে বাণ নিবারয়ে ইলাবন্ত বীর।
বাণাতে জর্জ্জর করে রাজার শরীর ॥
রাজার সঙ্কট দেখি যত যোদ্ধাগণ।
নানা অস্ত্র লইয়া ধাইল সর্ব্বজন ॥
দেখিয়া ধাইল ইলাবন্ত ধনুর্দ্ধর।
কাটিয়া সবার বাণ বিন্ধয়ে সত্বর ॥
কাহার কাটিল ধনু কার কাটে গুণ।
কাহার সারথি কাটে কার কাটে তূণ ॥

নানা অস্ত্র বীরগণে করয়ে ঘাতন।
অস্ত্রাঘাতে কত বীর হৈল অচেতন ॥
বাণাঘাতে কত বীর গেল যমলোক।
দেখি দুর্য্যোধনে বড় উপজিল শোক ॥
কৌরবের সেনাগণ করে হাহাকার।
পাণ্ডবের সৈন্যমধ্যে আনন্দ অপার ॥
সিংহনাদ ছাড়ে ইলাবন্ত মহাবল।
কৌরব সৈন্যেতে রোদনের কোলাহল ॥
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা আদি বীরগণ।
ইলাবন্ত শরে সবে ব্যথিত জীবন ॥
কতক্ষণে অলম্বুষ চেতন পাইয়া।
দিব্যরথে চড়ি এল সন্ধান পূরিয়া ॥
মুখামুখি দুই জনে পুনঃ যুদ্ধ হয়।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে জর্জ্জর হৃদয় ॥
তবে অলম্বুষ করি মায়ার সৃজন।
শূন্যে লুকাইয়া করে বাণ বরিষণ ॥
দেখি ইলাবন্ত ক্রুদ্ধ হইল প্রচুর।
বাণাঘাতে রাক্ষসের মায়া কৈল দূর ॥
মায়া দূরে গেলে করে অস্ত্রের ঘাতন।
দোঁহে দোঁহাকারে বিন্ধে করি প্রাণপণ
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত সমান সাহস।
ধনু এড়ি খড়্গ নিল দারুণ রাক্ষস ॥
তাহা দেখি ইলাবন্ত খড়্গ লয়ে ধায়।
মহাবেগে মারে অলম্বুষের মাথায় ॥
খড়্গাঘাতে কম্পমান হইল রাক্ষস।
ইলাবন্ত মারে খড়্গ করিয়া সাহস ॥
দোঁহে দোঁহা পুনঃ পুনঃ করয়ে যতন।
অপূর্ব্ব রাক্ষসী মায়া করিল রচন ॥
রণভূমি ছাড়ি শূন্যে উঠে শীঘ্রতর।
ক্ষণে লম্ফ দিয়া আসে সমর ভিতর ॥
ইলাবন্ত মহাবীর দেখা নাহি পায়।
বিদ্যুতের মত বীর মেঘেতে লুকায় ॥
তাহা দেখি রাক্ষস আইল মহাকোপে।
ইলাবন্ত বীর তাকে ধরে এক লাফে ॥
সন্ধান করিয়া খড়্গ করিল প্রহার।
তাহাতেও না হইল রাক্ষস সংহার ॥

লাফ দিয়া উঠে বীর খড়্গ লয়েকরে।
খড়্গের প্রহার করে ইলাবন্ত শিরে ॥
দারুণ প্রহারে বীর হইল দুর্ব্বল।
দুষ্ট অলম্বুষ হাসে করি খল খল ॥
খড়্গ দিয়া রাক্ষস কাটিল তার শির।
ভূমিতলে পড়িলেক ইলাবন্ত বীর ॥
ইলাবন্ত পড়ে যদি উঠে কোলাহল।
ক্রুদ্ধ হয়ে আসে ঘটোৎকচ মহাবল ॥
সহদেব নকুল দ্রুপদ মহাশয়।
অভিমন্যু ভীমসেন সাত্যকি দুর্জ্জয় ॥
বাণ বরিষয়ে সবে অতি ক্রোধমনে।
ভঙ্গ দিল কুরুসৈন্য স্থির নহে রণে ॥
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা ভগদত্ত বীর।
পাণ্ডব সম্মুখে আর কেহ নহে স্থির ॥
মহাক্রুদ্ধ ভীমসেন কৃতান্ত সমান।
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণে দেখি বিদ্যমান ॥
গদা লয়ে মহাবেগে ধায় বৃকোদর।
দণ্ডহস্তে যম যেন প্রবেশে সমর ॥
তাহা দেখি দ্রোণগুরু সমরে দুর্জ্জয়।
ভীমের উপরে বাণ ঘন বরিষয় ॥
গদা ফিরাইয়া ভীম নিবারিল শর।
গদাঘাতে কুরুসৈন্যে দিল যমঘর ॥
ভীমের সমরে আর কেহ নহে স্থির।
ভঙ্গ দিল বড় বড় রথী মহাবীর ॥
পুত্রের নিধন শুনি মহাক্রুদ্ধমন।
অর্জ্জুন করেন ঘোর অস্ত্র বরিষণ ॥
সহস্র সহস্র বাণ করেন প্রহার।
অর্দ্ধপথে কাটে তাহা গঙ্গার কুমার ॥
অগ্নিবাণ ছাড়িলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর।
শূন্যপথ রুদ্ধ করি বর্ষে বৈশ্বানর ॥
রথ হস্তী অশ্ব পুড়ে হৈল ছারখার।
দেখি বরুণাস্ত্র এড়ে গঙ্গার কুমার ॥
মুষল ধারেতে জল হয় বরিষণ।
অগ্নি সব নিমিষে হইল নির্ব্বাপণ ॥
পাণ্ডবের সেনাগণ ভাসি বুলে জলে।
রথ গজ আসোয়ার পদাতি বহুলে ॥

অর্জ্জুন মারেন বাণ পবন সঞ্চার।
জল উড়াইয়া সব করেন সংহার॥
পবন বেগেতে সব ধ্বজ ভাঙ্গি পড়ে।
যেমন প্রলয়কালে সৃষ্টি উড়ে ঝড়ে॥
হাসি ভীষ্ম বলে শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর।
তোমার যতেক শক্তি করহ সমর॥
নিতান্ত প্রতিজ্ঞা আমি করিব পূরণ।
নহিবে তোমার শক্তি করিতে বারণ॥
এত বলি সর্পবাণ এড়ে বীরবর।
লক্ষ লক্ষ ফণী উঠে গগন উপর॥
নিমিষেতে ঝড় সব করিল আহার।
গর্জ্জন করিয়া ধায় পার্থে গিলিবার॥
শিখিবাণ এড়িলেন ইন্দ্রের কুমার।
ধরিয়া সকল ফণী করিল আহার॥
শত শত শিখী উড়ে গগন উপর।
দেখি অন্ধকার অস্ত্র এড়ে বীরবর॥
ঘোর অন্ধকার নাহি জ্ঞান আত্ম পর।
নিশা জানি শিখিগণ গেল দিগন্তর॥
মহা অন্ধকারে সৈন্য দেখিতে না পায়।
দেখিয়া ভাস্কর অস্ত্র এড়ে ধনঞ্জয়॥
সূর্য্যোদয় হইল ঘুচিল অন্ধকার।
উদিত দ্বিতীয় রবি অখিল সংসার॥
দেখি গঙ্গাপুত্র মহাকুপিত হইল।
ধনুক টঙ্কারি অষ্ট বাণ নিক্ষেপিল॥
এমন সে অষ্টবাণ তীক্ষ্ণবেগে গেল।
অর্জ্জুনের রথ অশ্ব জর্জ্জর হইল॥
সাত বাণ মারে আর ধ্বজের উপরে।
আশী বাণ মারিলেন প্রভু গদাধরে॥
আর কুড়ি বাণ বীর এড়ে শীঘ্র হাতে।
কপিধ্বজ রথচক্র পোঁতে মৃত্তিকাতে॥
তবে হরি অশ্বগণে করেন প্রহার।
বহুকষ্টে করিলেন রথের উদ্ধার॥
দেখিয়া অর্জ্জুন ক্রোধী হয়ে অতিশয়।
পঞ্চবাণে বিন্ধিলেন ভীষ্মের হৃদয়॥
চারি বাণে চারি অশ্ব করেন সংহার।
সারথির মাথা কাটি নিল যমদ্বার॥
এক বাণে ধ্বজ তাঁর কাটেন অর্জ্জুন।
করেন ভীষ্মের প্রতি বাণ বরিষণ॥
কৃষ্ণ প্রতি বলে ভীষ্ম অতি ক্রোধ করি।
নিজ অশ্ব রথ এবে রক্ষা কর হরি॥
এত বলি অস্ত্র বরিষয়ে বীরবর।
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদয়ে যেন গিরিবর॥
সব বাণ কাটি পার্থ করে খান খান।
ভীষ্মের উপরে পুনঃ করেন সন্ধান॥
এইরূপে দুইজনে বরিষয়ে বাণ।
মহাক্রুদ্ধ হইলেন গঙ্গার সন্তান॥
পর্ব্বত নামেতে অস্ত্র ভীষ্ম নিল করে।
লক্ষ লক্ষ গিরিবর যাহাতে সঞ্চারে॥
মন্ত্রে অভিষেকি এড়ে গঙ্গার নন্দন।
দেখি সব দেবগণ হৈল ভীতমন॥
লক্ষ লক্ষ পর্ব্বতেতে আবরে আকাশ।
শূন্যপথ রুদ্ধ হৈল না চলে বাতাস॥
সাগরমন্থনে যেন মহাকোলাহল।
মহাশব্দ করি আসে যত কুলাচল॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব ভয়ে পলাইল।
শূন্যপথে দেবগণ ত্রাসিত হইল॥
সর্ব্ব সৈন্য পলাইল সহ নৃপবর।
তিন মহারথী রহে সংগ্রাম ভিতর॥
বৃকোদর ধনঞ্জয় অভিমন্যু বীর।
এই তিন মহাবীর রণে রহে স্থির॥
দেখিয়া দেবগণ যত করে হাহাকার।
গাণ্ডীবে টঙ্কার দেন ইন্দ্রের কুমার॥
হুহুঙ্কার ছাড়ি বীর ছাড়ে বজ্রবাণ।
যতেক পর্ব্বত ভাঙ্গে বজ্রের সমান॥
রেণুর প্রমাণ করি সব উড়াইল।
দেখি সব দেবগণ সানন্দ হইল॥
যতেক দেবতা করে পুষ্প বরিষণ।
সমরে আসিল পরে সব যোদ্ধাগণ॥
সাধু সাধু বলি ভীষ্ম প্রশংসা করিল।
সন্ধান পূরিয়া পুনঃ দিব্যাস্ত্র মারিল॥
বাণে নিবারেন তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কেহ পরাজয় নহে বিক্রমে সোসর॥

চক্ষু পালটিতে দোঁহে না পান বিশ্রাম।
দেবাসুর চমকিত দেখিয়া সংগ্রাম ॥
দৈবে দেখিলেন পার্থ কৃষ্ণের শরীর।
সমরে প্রতিজ্ঞা নিজ রাখে কুরুবীর ॥
সংহারি অযুত রথী শঙ্খ বাজাইল।
দেখিয়া অর্জ্জুন মনে বিস্ময় জন্মিল ॥
সন্ধ্যা জানি সর্ব্বজনে নিবর্ত্তিল রণে।
দুই দলে চলি গেল নিজ নিকেতনে ॥

কর্ণ দুর্য্যোধন ও ভীষ্মের মন্ত্রণা।

দুর্য্যোধন মহাবীর, দেখিয়া না হয় স্থির,
বিস্তর পড়িল সৈন্যগণ।
মনে যুক্তি বিচারিয়া, শকুনিরে পাঠাইয়া,
আনাইল সূর্য্যের নন্দন ॥
বসিয়া বিরল স্থানে, যুক্তি করে তিনজনে,
রাধেয় শকুনি দুর্য্যোধন।
কহিলেন কুরুবর, শুন কর্ণ ধনুর্দ্ধর,
মম দুঃখ করি নিবেদন ॥
পাণ্ডব জিনিব রণে, হেন আশা করি মনে,
যুদ্ধ হেতু করিব উপায়।
তিনলোকে সবে জানি, দেবতা অসুর মুনি,
বাখানয়ে ভীষ্ম মহাশয় ॥
সেনাপতি করি তাঁরে, ভাসি সুখ-সরোবরে,
সমরে জিনিব বৈরিগণে।
মনে হেন করি সাধ, বিধি তাহে দেয়বাদ,
হীনবল হই দিনে দিনে ॥
দ্রোণ ভীষ্ম মহাসত্ত্ব, কৃপ শল্য সোমদত্ত,
আর যত মহারাজগণ।
পাণ্ডবেরে স্নেহ করি, ক্ষত্রধর্ম্ম পরিহরি,
সবে মেলি উপেক্ষিল রণ ॥
রণে পড়ে সেনাগণ, ব্যাকুল আমার মন,
আর কেহ না করে উদ্দেশ।
দেখিয়া এ সব রীত, মহাভয় উপস্থিত,
কি করিব কহ সবিশেষ ॥
তুমি উদাসীন রণে, মম দুঃখ বিমোচনে,
আর কেবা সংগ্রাম করিবে।
নিবেদিনু বরাবরে, ভাল যুক্তি দেহ মোরে,
কি উপায়ে পাণ্ডবে মারিবে ॥
বলে কর্ণ ধনুর্দ্ধর, শুন কুরু নরবর,
সুযুক্তি বিচার এই হয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য, তবে যে পাইবেরাজ্য,
করিবে পাণ্ডব পরাজয় ॥
গঙ্গাপুত্র কৃপ দ্রোণ, আর যত যোদ্ধাগণ,
না ছাড়েন পাণ্ডবের আশ।
এতেক পাণ্ডবভক্ত, ভীষ্ম তাহে নহেশক্ত,
সেনাপতি কর্ম্মেতে উদাস ॥
রণ দেখুক সে ধূর্ত্ত, আমি করি কার্য্যসিদ্ধ,
পাণ্ডবেরে করিয়া সংহার।
পুনরপি চলি যাহ, ভীষ্মের অগ্রেতে কহ,
এই যে মন্ত্রণা কর সার ॥
কর্ণের মন্ত্রণা শুনি, হিত বাক্য মনে গণি,
রাজা গেল ভীষ্মের শিবির।
নিবেদিল কুরুরাজ, সাধিতে আপন কাজ,
শুন পিতামহ ভীষ্ম বীর ॥
স্বীকার করিলে পূর্ব্বে, শত্রুগণ সংহারিবে,
এবে উপেক্ষিয়া কর রণ।
আমার ভাগ্যের বশে, চতুর্দ্দিকে শত্রুহাসে,
আজ্ঞা কর করি কি এখন ॥
সেনাপতি কর্ণেরে কর, মারুক পাণ্ডববর,
উপেক্ষা নাহিক তার স্থানে।
করে বড় অহঙ্কার, সবান্ধব পরিবার,
পাণ্ডবে নাশিবে ঘোর রণে ॥
দুর্য্যোধন ব্যক্যজালে, ভীষ্ম অগ্নি হেনজ্বলে
চক্ষু পালটিয়া বলে রোষে।
পূর্ব্বেতেবলিনুতোকে, শুনিয়াছেসর্ব্বলোকে
হিত না শুনিলে কর্ম্মদোষে ॥
আমাকে বলিছবৃদ্ধ, কর্ণের কি আছে সাধ্য,
বল কর্ণ কি করিতে পারে।
যখন গন্ধর্ব্ব বীরে, বান্ধিয়া লইল তোরে,
কর্ণবীর কি করিল তারে ॥

উত্তর গোগ্রহ-রণে,সাজি গেলে সৈন্যগণে,
গোধন বেড়িলে গিয়া সবে।
একেশ্বর ধনঞ্জয়, গোধন কাড়িয়া লয়,
কর্ণবীর কি করিল তবে॥
ধর্ম্মবন্ত পঞ্চজন, মহাবল পরাক্রম,
দেবগণ প্রশংসেন যারে।
এ তিন ভুবন মাঝে, কে তার সহিত যুঝে,
কহিতে অনেক জন পারে॥
ইন্দ্রকে জিনিয়া রণে, দহিয়া খাণ্ডববনে,
অগ্নিকে অর্পিল একেশ্বর।
নিবাতকবচ জিনে, কালিকেয় আদিগণে,
অর্জ্জুনে জিনিতে কেবা পারে॥
এতেক দুর্ব্বার রণে, তাহে সব রাজগণে,
সমুহ পাঞ্চালগণ সাথে।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, যার সৃষ্টি ত্রিভুবন,
সারথি হলেন তিনি রথে॥
পূর্ব্ব কথা কহি শুন, মহারাজা দুর্য্যোধন,
নন্দালয়ে ছিলেন শ্রীহরি।
যত শিশুগণ সঙ্গে, গোধন চরান রঙ্গে,
মহা আনন্দিত ব্রজপুরী॥
যত ব্রজবাসিগণ, করে যজ্ঞ আরম্ভণ,
সুরপতি পূজার কারণ।
তা দেখিয়া জনার্দ্দন, সেই সব আয়োজন,
পর্ব্বতে করেন নিবেদন॥
শুনি ক্রুদ্ধ সুরনাথ, সর্ব্ব দেবে নিয়া সাথ,
হস্তী সহ যত মেঘগণ।
অহোরাত্রে ঝড়বৃষ্টি, করিয়া মজায় সৃষ্টি,
ত্রাসিত হইল সর্ব্বজন॥
যত গোপ ব্রজবাসী, কাতর হইয়া আসি,
শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইল।
তাহা দেখি নারায়ণ, ধরিলেন গোবর্দ্ধন,
বাসবের কোপ উপজিল॥
দিবা নিশি নাহি জ্ঞান, ত্রিভুবন কম্পমান,
বজ্রাঘাত সতত
সাত দিন হেনমতে, করিলেন সুরনাথে,
না পারিয়া মনে ক্ষমা দিল॥
সুরপতি যান স্বর্গ. রক্ষা পায় গোপবর্গ,
গোকুলের ঘুচিল উৎপাত।
এবে সেই নারায়ণ, পাণ্ডবেরে অনুক্ষণ,
রক্ষা করে যেন পুত্রে তাত॥
কাহার যোগ্যতাতারে,বিনাশ করিতেপারে
যাহার সাক্ষাৎ নারায়ণ।
যদি না রাখেন হরি,নিমেষে মারিতেপারি,
সসৈন্য পাণ্ডব পঞ্চজন॥
কল্য ঘোর রণ হবে, হেন অস্ত্র সঞ্চারিবে,
যাহা কেহ নিবারিতে নারে।
ভীষ্মের বচন শুনি, হরষিত কুরুমণি,
চলিলেন আপন শিবিরে॥
ব্যাস বিরচিত গাঁথা, অপূর্ব্ব ভারতকথা,
শ্রুতমাত্রে কলুষ বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপুত,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ।

পরদিন প্রভাতে সাজিল দুই দল।
নানাবাদ্য বাজে সৈন্য করে কোলাহল॥
মহারথী রথিগণ ধনুঃশর হাতে।
সিংহনাদ করিয়া ধাইল চতুর্ভিতে॥
রথীকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে।
আসোয়ারে আসোয়ার পদাতিক যুঝে॥
গদা হাতে কোন বীর অতি বেগে ধায়।
গজ অশ্ব মারয়ে সম্মুখে যারে পায়॥
সহদেব মহাবীর মাদ্রীর নন্দন।
অসি চর্ম্ম ধরি বীর আরম্ভিল রণ॥
রণদর্প করি বীর প্রবেশে সমরে।
শত শত বীরগণে দিল যমঘরে॥
শত শত অশ্ব মারে পদাতি বহুল।
যতেক মারিল সৈন্য নাহি তার কূল॥
সৈন্যের বিনাশ দেখি শকুনি রুষিল।
একেবারে ত্রিশ বাণ সন্ধান পূরিল॥
সন্ধান পুরিয়া বীর শীঘ্র এড়ে বাণ।
খড়্গ কাটি সহদেব করে খান খান॥

বাণ ব্যর্থ দেখি রোষে শকুনি দুর্ম্মতি।
সন্ধান পূরিয়া বাণ মারে শীঘ্রগতি॥
পুনঃ পুনঃ যত বাণ মারিল শকুনি।
শীঘ্রহস্তে সহদেব খড়্গে ফেলে হানি॥
মহাকোপে ধায় বীর খড়্গ লয়ে হাতে।
অশ্ব সহ সারথিরে ফেলিল ভূমেতে॥
অশ্ব সহ সারথি সমরে গেল কাট।
পলায় শকুনি বীর নাহি তাহে বাট॥
শকুনি পলায়ে গেল ত্যজিয়া সমর।
রথে চড়ি সহদেব নিল ধনুঃশর॥
জয়দ্রথ নকুলে বাধিল ঘোর রণ।
নানা অস্ত্র করিলেন দোঁহে বরিষণ॥
দোঁহাকার বাণ দোঁহে নিবারয়ে শরে।
পরাজয় কাহারো না হইল সমরে॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন ভূরিশ্রবা রণ ঘোরতর।
সর্ব্বলোক দেখে তাহা থাকিয়া অন্তর॥
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বর্ষে জলধর।
ততোধিক দুইজনে বরিষয়ে শর॥
সহস্র সহস্র সেনা পড়িল সমরে।
দ্রোণাচার্য্য দেখি তাহা রুষিল অন্তরে॥
মহাকোপে দ্রোণাচার্য্য বরিষয়ে শর।
লক্ষ লক্ষ সেনাগণে দেন যমঘর॥
তাহা দেখি রুষিলেন অর্জ্জুননন্দন।
দ্রোণের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
বাণে নিবারয়ে তাহা দ্রোণ মহাশয়।
কুপিত হইল দেখি অর্জ্জুন-তনয়॥
একেবারে শত শর সন্ধান করিল।
দ্রোণাচার্য্য বাণাঘাতে তাহা নিবারিল॥
ক্রোধে অভিমন্যু বীর এড়ে দশ বাণ।
দ্রোণের হাতের ধনু করে খান খান॥
আর ধনু লয় গুরু চক্ষু পালটিতে।
সেই ধনু কাটে বীর গুণ নাহি দিতে॥
পুনঃ পুনঃ দ্রোণাচার্য্য যত ধনু লয়।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা অর্জ্জুন-তনয়॥
পুনঃ দিব্য অস্ত্র বীর সন্ধান করিল।
দ্রোণের কবচ ভেদি অঙ্গে প্রবেশিল॥
মূর্চ্ছিত হইয়া দ্রোণ পড়িলেন রথে।
সৈন্যেরে পাঠায় অভিমন্যু যমপথে॥
সহস্র সহস্র রথী গজ অগণন।
মারয়ে যতেক সৈন্য কে করে গণন॥
কতক্ষণে চৈতন্য পাইল দ্রোণ গুরু।
কোপে কম্পমান অঙ্গ কাঁপে বক্ষ উরু।
ধনুর্ব্বাণ লয়ে করে বাণ বরিষণ।
শরে শর নিবারিল পার্থের নন্দন॥
দোঁহে দোঁহা বাণ বিন্ধে করি প্রাণপণ।
দোঁহাকার বাণ দোঁহে করেন নিবারণ॥
পরস্পর যুদ্ধ করে যত যোদ্ধাগণ।
পড়িল যতেক সৈন্য কে করে গণন॥
মূষল মুদ্গর শেল ভূষণ্ডী তোমর।
চক্র শূল শক্তি জাঠী বর্ষে নিরন্তর॥
শ্রীহরি সারথি রথে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ভীষ্মের উপরে তীক্ষ্ণ মারিলেন শর॥
শরে শর নিবারিয়া গঙ্গার নন্দন।
অর্জ্জুনে চাহিয়া বীর বলেন বচন॥
পাঁচ দিন যুদ্ধ করি গেলে সবে ঘর।
আজি হইবেক যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর॥
ইহা জানি অর্জ্জুন সমরে দেহ মন।
বুঝিব কেমনে আজি রাখ সৈন্যগণ॥
এত বলি ভীষ্ম বাণ করিল সন্ধান।
অর্জ্জুন উপরে মারে চোখ চোখ বাণ॥
বাণে নিবারেন তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর।
আশ্চর্য্য মানিল দেখি দেব দৈত্য নর॥
তবে ভীষ্ম পঞ্চবাণ মারে অতি রোষে।
মূর্ত্তিমান হ'য়ে বাণ শূন্যপথে আসে॥
দেখি পার্থ দুই বাণ পূরিয়া সন্ধান।
অর্দ্ধপথে কাটি তাহা করে খান খান॥
দেখি মহাকোপান্বিত গঙ্গার নন্দন।
আকাশ ছাইয়া বাণ করে বরিষণ॥
শ্রীকৃষ্ণ সারথি আর পার্থ ধনুর্দ্ধর।
বাণে বাণে দোঁহাকারে করিল জর্জ্জর॥
মহাকোপে পার্থ এড়িলেন অস্ত্রগণ।
কাটিলেন সারথি ও রথী শরাসন॥

আট বাণে মারিল রথের চারি হয়ে।
আশী বাণ বিন্ধিলেন গঙ্গার তনয়ে॥
লক্ষ বাণ মারিলেন সৈন্যের উপরে।
হয় গজ রথারে পাঠাল যমঘরে॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর অন্য ধনু লৈয়া।
বাণবৃষ্টি করিলেন আকাশ ছাইয়া॥
শূন্যমার্গ রুদ্ধ হৈল না চলে বাতাস।
বাণে অন্ধকার হৈল রবির প্রকাশ॥
লক্ষ লক্ষ সেনা মারি করিল সংহার।
শত শত গজ মারে কত আসোয়ার॥
হেনমতে উভয়ে হইল যত রণ।
সকল না লেখা গেল বাহুল্য কারণ॥
মহাকোপে পার্থ পুনঃ করিয়া সন্ধান।
ভীষ্মের ধনু কাটি করিল খান খান॥
সারথির মাথা কাটিলেন অশ্ব চারি।
ধ্বজ রথ কাটিলেন বিক্রমে কেশরী॥
দেখি গঙ্গাপুত্র বড় লাজ পেয়ে মনে।
আর রথে চরি ধনু লইল তখনে॥
ভীষ্ম বলে শুন বাক্য কৃষ্ণ মহাশয়।
করিল অদ্ভুত রণ কুন্তীর তনয়॥
এবে মম পরাক্রম দেখ গদাধর।
সাবধানে বৈস কৃষ্ণ রথের উপর॥
অর্জ্জুনেরে রাখ আর রাখ সেনাগণ।
বড়ই দুষ্কর অস্ত্র নাশে ত্রিভুবন॥
এতেক বলিয়া ভীষ্ম নিল মহাশর।
নারায়ণ নাম তার খ্যাত চরাচর॥
সেই শরে অভিষেক গাঙ্গেয় করিল।
মন্ত্রপূত করিয়া ধনুকে বসাইল॥
বিষ্ণুতেজ ধরে অস্ত্র বিষ্ণু অবতার।
পাণ্ডবের অস্ত্রধারী করিতে সংহার॥
সসৈন্য পাণ্ডবগণে যত ধনুর্দ্ধর।
সবারে সংহার করি লহ যমঘর॥
এতেক বলিয়া বীর ধনুক টানিল।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ সন্ধান পূরিল॥
বাণ হৈতে বিষ্ণুতেজ হইল প্রকাশ।
যেন লক্ষ রবি আসি ছাইল আকাশ॥

দেখি সব দেবগণ ভাবিতে লাগিল।
সসৈন্যে পাণ্ডব বুঝি সংহার হইল॥
ভূমিকম্প হয় ঘন নড়ে চলাচল।
বাসুকি নাগের ফণা করে টলমল॥
দেখিয়া পাইয়া ভয় প্রভু নারায়ণ।
অর্জ্জুনে চাহিয়া তবে বলেন বচন॥
জগৎ নাশিতে শক্তি ধরে এই বাণ।
দেবাসুর গন্ধর্ব্বেতে নাহি ধরে টান॥
অস্ত্র ধনু ত্যাগ কর শুন বীরবর।
বিমুখ হইয়া বৈস রথের উপর॥
অর্জ্জুন বলেন দেব না হয় উচিত।
ক্ষত্রধর্ম্ম ত্যজি কেন প্রাণে এত ভীত॥
শ্রীহরি বলেন নহে কথার সময়।
আমার শপথ অস্ত্র ত্যজ ধনঞ্জয়॥
ধনু অস্ত্র ত্যজি বীর বসেন বিমুখে।
নারায়ণ ডাকি তবে বলে সর্ব্বলোকে॥
পাণ্ডব সৈন্যেতে যত জন অস্ত্রধর।
বিমুখ হইয়া সবে ত্যজ ধনুঃশর॥
উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরি বলেন ঘনে ঘন।
শুনিয়া করিল ত্যাগ অস্ত্র সর্ব্বজন॥
নৃপতি সহিত আর যত যোদ্ধাগণ।
বিমুখ হইল সবে বিনা ভীমসেন॥
তাহা দেখি গোবিন্দ বলেন বৃকোদরে।
পতঙ্গের প্রায় কেন পুড়ে মর শরে॥
এই ভিক্ষা দেহ মোরে শুন মহাবল।
শর ত্যজি পৃষ্ঠ দিয়া থাকহ কেবল॥
ভীম বলে হেন বাক্য না বল আমারে।
প্রাণ দিব তবু পৃষ্ঠ না দিব সমরে॥
ভারতের যুদ্ধে আমি করিলাম পণ।
সমরেতে পৃষ্ঠ নাহি দিব কদাচন॥
কি কারণে প্রাণভয়ে রণে ভঙ্গ দিব।
নিজ ধর্ম্ম ত্যজি কেন নরকে মজিব॥
এত বলি গদা ধরি রহে মহাবীর।
দেখিয়া মহা চিন্তা হইল শ্রীহরির॥
মহাতেজোময় অস্ত্র গগনে ধাইল।
পাণ্ডবের সৈন্যে অস্ত্রধারী না পাইল॥

ভীম হস্তে গদা দেখি কোপে আসে বাণ।
প্রজ্বলিত অগ্নি যেন পর্ব্বত সমান ॥
ঘোরনাদে গর্জ্জে শর ভীমে বিনাশিতে।
নারায়ণ দেখি বড় চিন্তিলেন চিতে ॥
রথ ত্যজি ধাইলেন গোবিন্দ সত্বরে।
ভীমসেনে আচ্ছাদিল নিজ কলেবরে ॥
মহাতেজোময় অস্ত্র সংসার ব্যাপিল।
কৃষ্ণের পরশে তেজ সব সম্বরিল ॥
আপনার তেজ হরি আপনি ধরিয়া।
ভীমে রক্ষা করিলেন অস্ত্র নিবারিয়া ॥
স্বর্গে দেবগণ সবে করে জয় জয়।
দেখিয়া পাণ্ডবগণ সানন্দ হৃদয় ॥
গঙ্গাপুত্র হইলেন আনন্দিত মন।
ধনু ছাড়ি করিলেন কৃষ্ণের স্তবন ॥
জয় জয় নারায়ণ ভুবনপালন।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি জগৎতারণ ॥
নমো নমো বাসুদেব মুকুন্দ মুরারি।
নমস্তে মাধব জয় দুষ্ট-দর্পহারী ॥
সাধু পাণ্ডু সাধু কুন্তী পুত্র জন্মাইল।
ত্রিজগদীশ্বর যার সারথি হইল ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করে বীরবর।
আপনার রথে তবে যান গদাধর ॥
গাণ্ডীব লইয়া হাতে ইন্দ্রের নন্দন।
করেন মুষলধারে অস্ত্র বরিষণ ॥
সহস্র সহস্র রথী গজ অগণন।
বাণে কাটি লইলেন যমের সদন ॥
ধনুক ধরিয়া ভীষ্ম করেন সন্ধান।
নিমিষেতে নিবারিল অর্জ্জুনের বাণ ॥
নিবারিয়া অস্ত্র পুনঃ এড়ে আর শর।
শরে নিবারিল তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
দোঁহে দোঁহাকার অস্ত্র করেন ছেদন।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করে নিবারণ ॥
হেনমতে বহু যুদ্ধ হয় দুইজনে।
নাহি লিখিলাম সব বাহুল্য কারণে ॥
ক্রোধে ভীষ্ম পঞ্চশর সন্ধান করিল।
কবচ ভেদিয়া অঙ্গে প্রবেশ করিল ॥
করে ধরি অস্ত্র পার্থ করিতে বাহির।
মারিল অযুত রথা ভীষ্ম মহাবীর ॥
জয়শঙ্খ দিয়া বীর রথ বাহুড়িল।
সন্ধ্যা জানি সর্ব্বজন রণে নিবর্ত্তিল ॥
কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার ঘর।
হেনমতে ছয় দিন হইল সমর ॥

—

সপ্তম দিনের যুদ্ধ।

পরদিন প্রভাতে সাজিল দুইদল।
নানা বাদ্য বাজে যেন সমুদ্র-কল্লোল ॥
রথীকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে।
আসোয়ারে আসোয়ার পদাতিক যুঝে ॥
মুষল মুদ্গর শেল পরশু তোমর।
ভূষণ্ডী পট্টীশ গদা বর্ষে নিরন্তর ॥
দুই দলে বাধে যুদ্ধ মহাকোলাহল।
যেমন প্রলয়কালে সমুদ্র-কল্লোল ॥
ভীষ্ম অর্জ্জুনেতে যুদ্ধ নাহিক তুলনা।
বাণবৃষ্টি নিরন্তর কে করে বর্ণনা ॥
মুষল ধারায় যেন বরিষয়ে ঘনে।
তাদৃশ আয়ুধ বৃষ্টি করে দুইজনে ॥
ভীমসেন মহাবীর প্রবেশি সমরে।
সহস্র সহস্র রথী দিল যমঘরে ॥
গদা হস্তে ভীমসেন যেই দিকে ধায়।
বড় বড় যোদ্ধাগণ আতঙ্কে পলায় ॥
দেখিয়া রুষিল বীর দ্রোণের নন্দন।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
অশ্বত্থামা দেখি বীর চড়ে নিজ রথে।
গদা এড়ি ধনুঃশর তুলি নিল হাতে ॥
সন্ধান করিয়া এড়ে চোখ চোখ বাণ।
দ্রৌণির যতেক অস্ত্র করে খান খান ॥
কাটিয়া সকল অস্ত্র বৃকোদর বীর।
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে তাহার শরীর ॥
দেখি অশ্বত্থামা কোপে এড়ে পঞ্চবাণ।
ভীমের যতেক অস্ত্র করে খান খান ॥
দোঁহে দোঁহা অস্ত্র কাটে দোঁহে মহাবল
সমরে রুষিল বীর হইয়া প্রবল ॥

ধনুকে টঙ্কার দিয়া এড়ে পঞ্চবাণ
দ্রৌণির ধনুক কাটি করে খান খান ॥
আর দুই বাণ এড়ে কি কহিব কথা।
রথ অশ্ব কাটে আর সারথির মাথা ॥
সারথি পড়িল রথ হইল অচল।
চোখ চোখ বাণ মারে ভীম মহাবল ॥
বাণাঘাতে অচেতন দ্রোণের কুমার।
দেখি সব কুরুগণ করে হাহাকার ॥
আর রথে করি অশ্বত্থামারে লইল।
মহাবল ভীম সৈন্য বিনাশ করিল ॥
কোটি কোটি রথী মারি দিল যমালয়।
ভীমের সম্মুখে আর কেহ নাহি রয় ॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা মহাদুঃখমতি।
রাজগণে আদেশ করিল শীঘ্রগতি ॥
শুনিয়া কলিঙ্গ শত সহোদর আগে।
ভীমেরে মারিতে যায় ধনু ধরি বেগে ॥
চতুর্দ্দিকে বেড়ি সবে বরিষয়ে শর।
বাণে বাণ নিবারয়ে বীর বৃকোদর ॥
চোখ চোখ বাণে বিন্ধে সবার শরীর।
রণে ভঙ্গ দিল সবে হইয়া অস্থির ॥
কোপে কলিঙ্গ-রাজ এড়েন শত বাণ।
অর্দ্ধ পথে ভীম তাহা করে খান খান ॥
পুনঃ সপ্ত বাণ বীর মারে বৃকোদরে।
খণ্ড খণ্ড করি তাহা পাড়ে ভীম শরে ॥
শর নিবারিয়া করে অস্ত্রের প্রহার।
সারথি সহিত অশ্ব করিল সংহার ॥
বিরথ হইয়া বীর ভাবে মনে মন।
আর রথে চড়ি করে অস্ত্র বরিষণ ॥
বাণ নিবারিয়া ভীম করে শরজাল।
ঢাকিল রবির তেজ তিমির বিশাল ॥
নিবারিতে না পারিল কলিঙ্গ-রাজন।
রথের উপরে পড়ে হয়ে অচেতন ॥
রাজার সঙ্কট দেখি সহোদরগণ।
ভীমোপরি করিলেন অস্ত্র বরিষণ ॥
তাহা দেখি বৃকোদর গদা হাতে লয়ে।
নিমেষেকে সবাকারে দিল যমালয়ে ॥

সৈন্যগণ বিনাশয়ে পবনকুমার।
লক্ষ লক্ষ সেনাগণে দিল যমদ্বার ॥
চেতন পাইয়া উঠে কলিঙ্গ-রাজন।
ভাই সব মরে দেখি মহাশোকমন ॥
ষাটি সহস্র হস্তী সে রাজার ভিড়নে।
সবারে আদেশি রাজা প্রবেশিল রণে ॥
ভীমেরে ডাকিয়া বলে শুন মহাবীর।
সমরেতে বিনাশিলে মম সহোদর ॥
মোর সহ স্থির হয়ে করহ সমর।
হস্তীর চাপনে তোমা দিব যমঘর ॥
শুনি ভীমসেন বীর প্রতিজ্ঞা করয়।
নিশ্চয় তোমারে আজি দিব যমালয় ॥
যে সব মাতঙ্গের করিস্ অহঙ্কার।
গদার বাতাসে সবে দিব যমদ্বার ॥
গদার বাতাস বিনা না করি আঘাত।
আমার প্রতিজ্ঞা এই শুনহ সাক্ষাৎ ॥
এত বলি গদা লয়ে যায় বীরবর।
কোপেতে ফিরায় গদা মাথার উপর ॥
দিলেন আপন তেজ ভীমে হৃষীকেশ।
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু গদাগ্রে প্রবেশ ॥
গদা ফিরাইয়া বীর ধায় মহারোষে।
উড়াইল হস্তিগণে দারুণ বাতাসে ॥
আকাশেতে ঘূর্ণবায়ু বহে নিরন্তর।
গদার বাতাসে তথা উড়িল কুঞ্জর ॥
ঘূর্ণিত বায়ুতে হস্তী ঘূর্ণমান হয়।
অদ্যাবধি ঘুরিতেছে পড়িতে না পায় ॥
এক যোজন মধ্যে যতেক সৈন্য ছিল।
গদার বাতাসে ভীম সবে উড়াইল ॥
পর্ব্বত কাননে কত পড়ে দেশান্তরে।
কতেক পড়িল গিয়া সাগর ভিতরে ॥
দেখি সব দেবগণে লাগে চমৎকার।
কৌরবের সৈন্যগণ করে হাহাকার ॥
তবে বৃকোদর বীর অতি বেগে ধায়।
একঘায়ে কলিঙ্গেরে দিল যমালয় ॥
রথ অশ্ব সহ সব গুঁড়া হয়ে গেল।
দেখিয়া কৌরবদলে আতঙ্ক হইল ॥

দেখি দ্রোণাচার্য্য বাণ পুরিল সন্ধান।
বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখ চোখ বাণ ॥
সহস্র সহস্র বাণ মারে একেবারে।
ভীমের শরীর বিদ্ধ করিল প্রহারে ॥
দেখি বীর বৃকোদর চড়ে গিয়া রথে।
গদা এড়ি ধনুঃশর লইলেক হাতে ॥
বাণবৃষ্টি করি বীর নিবারয়ে শর।
নিজ অস্ত্রে বিন্ধে পুনঃ দ্রোণ কলেবর ॥
দোঁহে দোঁহাপরে করে অস্ত্র বরিষণ।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করয়ে বারণ ॥
জয়দ্রথ নকুলেতে হয় ঘোর রণ
দোঁহে দোঁহাকারে বিন্ধে করি প্রাণপণ ॥
শকুনি সহিত যুঝে সহদেব বীর।
শরেতে জর্জ্জর হৈল উভয় শরীর ॥
ক্রুদ্ধ হৈল সহদেব মাদ্রীর নন্দন।
কাটিলেক শকুনি হস্তের শরাসন ॥
রথধ্বজ কাটি তার সারথি কাটিল।
দিব্য বাণ পঞ্চ গোটা অঙ্গে প্রহারিল ॥
আঘাতে শকুনি পড়ে হয়ে অচেতন।
অন্য রথে তুলি তারে নিল যোদ্ধাগণ ॥
অভিমন্যু দ্রোণপুত্রে বাধিল সমর।
দোঁহে মহাপরাক্রম মহাধনুর্দ্ধর ॥
মহাকোপে অভিমন্যু এড়ে ষাটি শর।
রথ অশ্ব সারথিরে দিল যমঘর ॥
অন্য রথে চড়ি দ্রোণপুত্র বিপ্রবর।
মারিলেন আর্জ্জুনিরে সহস্রেক শর ॥
অর্দ্ধপথে কাটে তাহা অভিমন্যু বীর ॥
সন্ধান পূরয়ে পুনঃ নির্ভয় শরীর ॥
হেনমতে দুই জনে বরিষয়ে শর।
সংগ্রামে নিপুণ দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর ॥
ভূরিশ্রবা দ্রুপদে সংগ্রাম অতিশয়।
সমান বিক্রম কারো নাহি পরাজয় ॥
শ্রীহরি চালান রথ পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ভীষ্মের উপরে বীর বরিষয়ে শর ॥
বাণে বাণ নিবারেন গঙ্গার নন্দন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
অস্ত্রে কাটি পার্থ তাহা করে নিবারণ।
পুনঃ দিব্য দশ বাণ করেন ক্ষেপণ ॥
অশ্ব সহ সারথিরে করেন সংহার।
শরাঘাতে ভীষ্মবীর ব্যথিত অপার ॥
তবে পার্থ লক্ষ শর এড়েন ত্বরিতে।
লক্ষ লক্ষ সেনা কাটি পাড়েন ভূমিতে ॥
পার্থের বিক্রম দেখি ভীষ্ম লয়ে ধনু।
আশীবাণ দিয়া বিন্ধে অর্জ্জুনের তনু ॥
অঙ্গেতে প্রবেশে শর রক্ত বহে ধারে।
আর ষাটি বাণ মারে কৃষ্ণের শরীরে ॥
সহস্রেক বাণ বীর মারিলেক ধ্বজে।
শরাঘাতে কপিধ্বজ অধিক গরজে ॥
পুনঃ দিব্য অস্ত্র এড়ে গঙ্গার নন্দন।
সেই বাণে কাটিলেন গাণ্ডীবের গুণ ॥
ধনুকেতে আর গুণ দিতে ধনঞ্জয়।
রথী দশ সহস্র মারিল মহাশয় ॥
শঙ্খধ্বনি করি বীর রথ বাহুড়িল।
সন্ধ্যা জানি সর্ব্বজন শিবিরে চলিল ॥
কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার ঘর।
কাশী কহে সপ্তদিন হইল সমর ॥

কৃষ্ণার্জ্জুন কর্ত্তৃক ছলে দুর্য্যোধনের মুকুট আনয়ন।

কৌরবের যোদ্ধাগণ চলিল শিবির।
ভীষ্মের নিকটে গেল দুর্য্যোধন বীর ॥
পিতামহ-পদে বীর প্রণাম করিয়া।
সবিনয়ে কহে রাজা কৃতাঞ্জলি হৈয়া ॥
তোমার সমান বীর নাহিক সংসারে।
দেবতা দানবগণ সবে তোমা ডরে ॥
নিঃক্ষত্রা পৃথিবীকারী রাম মহাশয়।
তোমার নিকটে হৈল তাঁর পরাজয় ॥
সাত দিন পাণ্ডব সহিত কর রণ।
নির্ব্বিঘ্নে গৃহেতে যায় ভাই পঞ্চজন ॥
যদ্যপি রণেতে কালি না মার পাণ্ডবে।
অপযশ তোমার যে ঘুষিবেক সবে ॥

রুষিয়া উঠিল শুনি ভীষ্ম মহাবীর।
তূণ হৈতে পঞ্চশর করিল বাহির॥
মহাকাল নাম তার জানে সর্ব্বজন।
সুরপতি বজ্র সম নহে নিবারণ॥
বাণ হস্তে করি কহে জাহ্নবী-নন্দন।
কোন চিন্তা নাহি তব শুন দুর্য্যোধন॥
কল্য রণে পাণ্ডবে নাশিব এই শরে।
দেব দামোদর যদি ছল নাহি করে॥
কৃষ্ণের কারণে বাঁচে ভাই পঞ্চজন।
নহিলে কি শক্তি তার মম সহে রণ॥
কালি পাণ্ডুপুত্রগণে মারিব এ শরে।
তবে যে যাইব আমি আপনার ঘরে॥
দুর্য্যোধন শুনি মহা আনন্দ পাইল।
দিব্য বস্ত্র-গৃহ তথা নির্ম্মাইয়া দিল॥
সেই গৃহে রহিলেন গঙ্গার নন্দন।
দুর্য্যোধন মনে ভাবে জিনিলাম রণ॥
যুধিষ্ঠির মহারাজ সহ ভ্রাতৃগণ।
যত যোদ্ধাগণ আর দেব নারায়ণ॥
সভা করি বসিলেন আপন আলয়।
সহদেবে জিজ্ঞাসেন দেবকীতনয়॥
কিমতে হইবে কালি যুদ্ধের করণি।
প্রকাশ করিয়া তাহা বল মন্ত্রিমণি॥
সহদেব বলে শুন সংসারের সার।
সকল জানহ তুমি কি বলিব আর॥
দুর্য্যোধন আদেশেতে পিতামহ বীর।
তূণ হৈতে পঞ্চশর করিল বাহির॥
পাণ্ডবে বধিব বলি প্রতিজ্ঞা করিল।
দ্বারেতে রহিল অন্তঃপুরে নাহি গেল॥
পাণ্ডবের হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি মহাশয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য উচিত যে হয়॥
শুনি যুধিষ্ঠির পাইলেন মহাভয়।
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা কভু লঙ্ঘন না হয়॥
সবান্ধবে কালি সবে হইব নিধন।
উপায় ইহার কি হইবে নারায়ণ॥
শ্রীহরি বলেন রাজা চিন্তা না করিহ।
ধনঞ্জয় বীরবরে মম সঙ্গে দেহ॥
ছল করি ভীষ্ম স্থানে আনি পঞ্চবাণ।
অরিষ্ট ঘুচিবে হবে সবার কল্যাণ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন হইয়া বিস্ময়।
ছল করি কিরূপে আনিবে মহাশয়॥
কৃষ্ণ কহিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
কাম্যকবনে যখন ছিলে পঞ্চজন॥
দূতমুখে দুর্য্যোধন শুনি সমাচার।
দুষ্ট মন্ত্রিগণ সহ করিল বিচার॥
ঐশ্বর্য্য দেখাতে তথা করে আগমন।
সর্ব্বসৈন্য সাজিলেক বিনা ভীষ্ম দ্রোণ॥
করিতে প্রভাসস্নান দিলেক ঘোষণা।
সবান্ধবে চলে আর যত পুরজনা॥
তোমারে অমান্য করি প্রভাসেতে গেল।
চিত্ররথ-পুষ্পোদ্যান তথায় ভাঙ্গিল॥
শুনি ক্রোধে আইল গন্ধর্ব্ব বীরবর।
দুর্য্যোধন সহ তার হইল সমর॥
কর্ণ আদি যত যোদ্ধা রণে ভঙ্গ দিল।
স্ত্রীগণ সহিত দুর্য্যোধনেরে বান্ধিল॥
প্রেমণীর মুখে বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
অর্জ্জুনেরে পাঠাইয়া করিলে মোচন॥
তুষ্ট হয়ে পার্থেরে বলিল দুর্য্যোধন।
মম স্থানে তাহা লহ যাহে যায় মন॥
পার্থ বলিলেন এবে নাহি মম কাজ।
সময় হইলে লব শুন কুরুরাজ॥
সেই সত্য হেতু আজি তথাকারে যাব।
ছল করি নিজ কার্য্য উদ্ধার করিব॥
এতেক বলিয়া হরি পার্থ দুইজন।
শীঘ্রগতি চলিলেন যথা দুর্য্যোধন॥
শ্রীহরি বলেন আমি থাকিব বাহিরে।
তুমি গিয়া মুকুট আনহ মাগি বীরে।
মুকুট মস্তকে দিয়া যাহ ভীষ্ম যথা।
শর মাগি আনহ ঘুচুক মনোব্যথা॥
শুনিয়া চলিল পার্থ অতি শীঘ্রতর।
দ্বারী জানাইল গিয়া নৃপতি গোচর॥
শুনি রাজা দুর্য্যোধন ত্বরিত ডাকিল।
অন্তঃপুরে দিব্যাসনে পার্থে বসাইল॥

জিজ্ঞাসিল কি হেতু তোমার আগমন।
যে বাঞ্ছা তোমার তাহা করিব পূরণ॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা পূর্ব্ব অঙ্গীকার।
মুকুট আমারে দিয়া সত্যে হও পার॥
শুনি দুর্য্যোধন নাহি বিলম্ব করিল।
মাথার মুকুট আনি ধনঞ্জয়ে দিল॥
মুকুট পাইয়া বীর হরষিত মন।
তথা হৈতে চলিলেন ভীষ্মের সদন॥
মুকুট শিরেতে করি উপনীত পার্থ।
দেখি ভীষ্ম সমাদর করিল যথার্থ॥
ভীষ্ম কহে কহ শুনি রাজা দুর্য্যোধন
এত রাত্রে কি জন্য হেথায় আগমন॥
পার্থ বলিলেন দেহ মহাকাল শর।
স্বহস্তে পাণ্ডবে বধি জিনিব সমর॥
হাসি গঙ্গাপুত্র শর দিল সেইক্ষণে।
নিলেন অর্জ্জুন তাহা হরষিত মনে॥
হেনকালে শ্রীহরি দিলেন দরশন।
দেখি ভীষ্ম জানিলেন সকল কারণ॥
কৃষ্ণ প্রতি বলিছেন শান্তনুকুমার।
কি হেতু প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিলে আমার
আমার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গি রাখিলে পাণ্ডবে।
তোমার প্রতিজ্ঞা কালি ভাঙ্গিব আহবে॥
সান্ত্বনা করিয়া ভীষ্মে দৈবকীনন্দন।
অস্ত্র লয়ে দুইজন করেন গমন॥
পাণ্ডবগণের তাহে আনন্দ হইল।
মৃত শরীরেতে যেন প্রাণ সঞ্চারিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অষ্টম দিনের যুদ্ধ।

দুর্য্যোধন রাজা শুনি হৈল দুঃখমন।
প্রভাতে করিল বীর সৈন্যের সাজন॥
হরিষেতে পাণ্ডবের সৈন্যগণ সাজে।
তুরীভেরী দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য বাজে॥
চতুরঙ্গ দলে সাজি সমরে আইল।
সৈন্যগণ-কোলাহলে আকাশ ব্যাপিল॥
রথীকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে
আসোয়ারে আসোয়ারে পদাতিক যুঝে॥
নানা অস্ত্র সৈন্যগণ করে বরিষণ।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বরিষয়ে ঘন॥
পার্থ ধনুর্দ্ধর রথে শ্রীহরি সারথি।
ভীষ্মের সম্মুখে রথ নিলেন ঝটিতি॥
দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইলেন অর্জ্জুন।
বাজিল ভীষ্মের শঙ্খ তা হতে দ্বিগুণ॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া ভীষ্ম বলেন বচন।
আজিকার রণে পার্থ বুঝিব বিক্রম॥
দুর্য্যোধনের মুকুট ছলে নিলে তুমি।
কৃষ্ণের ছলনা এত না বুঝিনু আমি॥
কৃষ্ণের মায়ায় বশ এ তিন সংসার।
ব্রহ্ম হর অগোচর কিবা অন্য আর॥
ছল করি মম স্থানে নিলে পঞ্চশর।
বুঝিব কিমতে আজি করিবে সমর॥
আজি মম প্রতিজ্ঞা শুনহ ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণে ধরাইব অস্ত্র জানিহ নিশ্চয়॥
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি যদি নাহি করি।
শান্তনুনন্দন বৃথা ভীষ্ম নাম ধরি॥
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা শুনি যত দেবগণ।
কৌতুক দেখিতে সবে আইল তখন॥
প্রথমে প্রতিজ্ঞা এই করিলেন হরি।
ভারত সমরে অস্ত্র নাহি করে ধরি॥
প্রতিজ্ঞা করিল এবে গঙ্গার নন্দন।
দেখিব কাহার পণ হইবে রক্ষণ॥
অনন্তর ভীষ্মবীর সন্ধান পূরিল।
গগন ছাইয়া বাণে অন্ধকার কৈল॥
সন্ধান পূরিয়া পার্থ এড়িলেন বাণ।
অর্দ্ধপথে কাটি ভীষ্ম করে খান খান॥
পুনঃ বাণ এড়িলেন ইন্দ্রের নন্দন।
শীঘ্রহস্তে ভীষ্ম তাহা কাটে সেইক্ষণ॥
দোঁহে দোঁহা'পরে অস্ত্র করয়ে প্রহার।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করেন সংহার॥
দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নেতে বাধিল ঘোর রণ।
চমৎকৃত হয়ে তাহা দেখে সর্ব্বজন॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ প্রতি মারে মহাশর।
দ্রোণাচার্য্য শত শত হানিলেক শর॥
মহাক্রোধে দ্রোণাচার্য্য পূরিল সন্ধান।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরে মারে দশ গোটা বাণ॥
হাহাকার করে লোক দেখি মহাবাণ।
শরে হানি ধৃষ্টদ্যুম্ন করে খান খান॥
বাণ ব্যর্থ দেখি গুরু পাইলেন লাজ।
শক্তি ফেলি মারে তার হৃদয়ের মাঝ॥
মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন পূরিল সন্ধান।
দ্রোণের সে মহাশক্তি করে দুই খান॥
মহাক্রোধে দ্রোণগুরু বরিষেন শর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন-ধনুক কাটিল বীরবর॥
ধনু কাটা গেল দেখি গদা নিল হাতে।
গদা ফেলি মারিলেন দ্রোণাচার্য্য মাথে॥
নিম্ন হয়ে এড়াইল দ্রোণ মহাবলী।
দুর্য্যোধন দেখিয়া হইল কুতূহলী॥
তবে দ্রোণ দশ বাণ পূরিল সন্ধান।
ধৃষ্টদ্যুম্ন রথধ্বজ করে দুইখান॥
বিরথ হইয়া বীর খড়্গ নিয়া ধায়।
সারথির মাথা কাটি কৃতান্তে পাঠায়॥
খড়্গের প্রহারে চারি অশ্ব সংহারিল।
চোখ চোখ শর দ্রোণাচার্য্যেরে মারিল॥
পঞ্চ শরে খড়্গ কাটি সংচূর্ণ করিল।
কবচ ভেদিয়া অস্ত্র অঙ্গে প্রবেশিল॥
বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যথিত অন্তর।
অভিমন্যু রথে গিয়া উঠিল সত্বর॥
ভীম দুর্য্যোধনে যুদ্ধ কি দিব তুলনা।
চমৎকৃত হইয়া দেখেন সর্ব্বজনা॥
গদাযুদ্ধ করে দোঁহে সংগ্রাম ভিতর।
দোঁহার প্রহারে দোঁহে হইল জর্জ্জর॥
মহাকোপ উপজিল বৃকোদর বীরে।
গদার প্রহার করে রাজার উপরে॥
গদাঘাতে দুর্য্যোধন হইল ব্যথিত।
আপনার রথে গিয়া উঠিল ত্বরিত॥
পুনর্ব্বার করিলেন অস্ত্র বরিষণ।
দেখি নিজ রথে চড়ে পবননন্দন॥

দুইজনে নানা অস্ত্র করেন প্রহার।
দোঁহে দোঁহাকার অস্ত্র করিল সংহার॥
মহাক্রোধে ভীমসেন পূরিল সন্ধান।
দুর্য্যোধন ধনু কাটি করে দুইখান॥
অন্য ধনু লয় দুর্য্যোধন বীরবর।
সে ধনুক কাটি পাড়ে বীর বৃকোদর॥
পুনঃ পুনঃ দুর্য্যোধন যত ধনু লন।
কাটিয়া পাড়েন তাহা পবননন্দন॥
রাজার সঙ্কট দেখি যত যোদ্ধাগণ।
ভীম প্রতি করিলেন বাণ বরিষণ॥
বাণে নিবারিয়া তাহা বীর বৃকোদর।
নিজ শরে সর্ব্ব বীরে করিল জর্জ্জর॥
কাহার কাটিল ধ্বজ কাহার সারথি।
কার মাথা কাটি পাড়ে ভীম মহামতি॥
ভীমের বিক্রমে আর কেহ নহে স্থির।
রণ ত্যজি পলাইল বড় বড় বীর॥
মহাক্রোধে ভীমসেন বরিষয়ে শর।
সহস্র সহস্র সেনা দিল যমঘর॥
সেনা ভঙ্গ দেখি কৃপাচার্য্য মহামতি।
ভীমের সম্মুখে বীর আইল ঝটিতি॥
দিব্য অস্ত্র এড়িলেন পূরিয়া সন্ধান।
ভীমের ধনুক কাটি করে দুইখান॥
কাটা ধনু ফেলি বীর অন্য ধনু লয়ে।
কৃপাচার্য্য উপরেতে বাণ বরিষয়ে॥
বাণে নিবারিয়া তাহা কৃপ দ্বিজবর।
ভীমের উপরে পুনঃ মারিলেন শর॥
দোঁহে রণে বিশারদ সমরে প্রচণ্ড।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করে খণ্ড খণ্ড॥
সাত্যকি সহিত ভূরিশ্রবা করে রণ।
অভিমন্যু সহ যুঝে সুশর্ম্মা রাজন॥
ঘটোৎকচ অলম্বুষ সমরে মাতিল।
দোঁহে মহাপরাক্রম রণে প্রকাশিল॥
অশ্বত্থামা সহ যুঝে দ্রুপদ রাজন।
গগন ছাইয়া করে অস্ত্র-বরিষণ॥
যুধিষ্ঠির সহ যুঝে শল্য মহামতি।
দুর্ম্মুখ সহিত যুঝে বিরাট নৃপতি॥

নকুল সহিত দুঃশাসন করে রণ।
কেহ কারে জিনিতে না পারয়ে কখন ॥
সহদেব সহ যুঝে শকুনি দুর্ম্মতি।
সহদেব কাটিলেন তাহার সারথি ॥
ধনুর্গুণ কাটি তার কবচ ভেদিল।
মর্ম্মব্যথা পাইয়া শকুনি পলাইল ॥
শকুনির পলায়নে হরষিত মন।
সৈন্যোপরি করিলেন বাণ বরিষণ ॥
অর্জ্জুন ভীষ্মেতে যুদ্ধ ঘোর দরশন।
শূন্যমার্গে থাকিয়া দেখেন দেবগণ ॥
দুই বীর অস্ত্রবৃষ্টি করে নিরন্তর।
নিবারণ করে দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর ॥
ক্রোধে ভীষ্ম শত শর পূরিল সন্ধান।
অর্দ্ধপথে পার্থ করিলেন খান খান ॥
বাণ ব্যর্থ করি পার্থ এড়িলেন শর।
ভীষ্মের সে ধনুর্গুণ কাটেন সত্বর ॥
অন্য গুণ ধনুকেতে দিল মহাশয়।
সহস্রেক বাণ একেবারে বরিষয় ॥
নিবারিতে না পারেন পার্থ ধনুর্দ্ধর।
অস্ত্রাঘাতে জর জর হৈল কলেবর ॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর শান্তনুনন্দন।
কৃষ্ণের শরীরে বাণ করেন ঘাতন ॥
তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর মহাকোপমন।
ভীষ্মের শরীরে বাণ করেন ঘাতন ॥
পুনর্ব্বার দিব্য অস্ত্র এড়েন ত্বরিতে।
ভীষ্মের হাতের ধনু কাটেন তাহাতে ॥
আর ধনু নিল শীঘ্র ভীষ্ম বীরবর।
সেই ধনু কাটিলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
ভীষ্ম তারে প্রশংসিল সাধু সাধু করি।
শর বৃষ্টি করে বীর আর ধনু ধরি ॥
বাসুদেব সারথি অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
দোঁহারে বিন্ধিয়া ভীষ্ম করেন জর্জ্জর ॥
আর লক্ষ শর মারে সৈন্যের উপর।
কোটি কোটি সেনা পড়ি যায় যমঘর ॥
মনেতে সম্ভ্রম পাইলেন যদুবীর।
ভীষ্মের শরেতে বিদ্ধ শ্যামল শরীর ॥

তবে পার্থ মহাবীর গাণ্ডীব ধরিয়া।
কাটেন ভীষ্মের বাণ সন্ধান পূরিয়া ॥
আর বাণ এড়িলেন অতিশয় রোষে।
পড়িল কৌরব সৈন্য শমনের গ্রাসে ॥
দেখিয়া হইল রুষ্ট গঙ্গার নন্দন।
আকাশে ছাইয়া করে অস্ত্র বরিষণ ॥
দিবানিশি নাহি জ্ঞান হইল আঁধার।
নিবারিতে না পারেন কুন্তীর কুমার ॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব হইল কাতর।
সমরে সামর্থহীন পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
অর্জ্জুন দুর্ব্বল আর সৈন্যের নিধন।
নিবৃত্ত না হয় ভীষ্ম মারে শরগণ ॥
মহাকোপ উপজিল দৈবকীনন্দনে।
আজি আমি বিনাশিব যত কুরুগণে ॥
প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে বাণ না ধরিব।
না ধরিলে আজি রণে পাণ্ডবে হারাব ॥
এতেক চিন্তেন লক্ষ্মীকান্ত মনে মন।
চোখ চোখ বাণ ভীষ্ম মারে ঘনে ঘন ॥
অস্থির হইয়া হরি কমললোচন।
লাফ দিয়া রথ হৈতে পড়েন তখন ॥
ক্রোধে রথচক্র ধরি সৈন্যের সাক্ষাৎ।
ভীষ্মকে মারিতে যান ত্রিলোকের নাথ ॥
চমৎকৃত হয়ে চাহি দেখে সর্ব্বজন।
ভীষ্মেরে মারিতে যান দেব নারায়ণ ॥
সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর।
নির্ভয়ে বসিয়া ভাবে রথের উপর ॥
আসিছে ভুবনপতি মারিতে আমাকে।
মারুক আমারে যেন দেখে সর্ব্বলোকে।
শীঘ্র আসি কৃষ্ণ কর আমারে সংহার।
তোমার প্রসাদে তরি এ ভব সংসার ॥
তোমার বাণেতে যদি সংগ্রামে মরিব।
দিব্য বিমানেতে চড়ি বৈকুণ্ঠে যাইব ॥
এতেক বলিয়া বীর ত্যজে ধনুঃশর।
কৃতাঞ্জলি স্তুতি করে মহাধনুর্দ্ধর ॥
ভক্তের অধীন তুমি বিরিঞ্চিমোহন।
নমস্তে সুদামবিপ্র দারিদ্র্যভঞ্জন ॥

ধ্রুবকে অচল পদ দিলে চক্রধারী
প্রহ্লাদে রক্ষিলে হিরণ্যকশিপু সংহারি ॥
ভক্তের অধীন তুমি জানে চরাচরে।
আমার প্রতিজ্ঞা আজি রাখিলে সমরে ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করে ভীষ্মবর।
আনন্দে পূর্ণিত মন রোমাঞ্চ শরীর ॥
দেখিয়া কৃষ্ণের ক্রোধ ইন্দ্রের নন্দন।
রথ হৈতে নামি ধাইলেন সেইক্ষণ ॥
দশপদ অন্তরে ধরেন দুই হাত।
সম্বর সম্বর ক্রোধ ত্রিভুবন-নাথ ॥
প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে তোমার অগ্রেতে
ভীষ্মের বিনাশ আমি করিব যুদ্ধেতে ॥
ভীষ্মে মারি কুরুবংশ করিব যে ক্ষয়।
তোমার প্রসাদে রণে হইবেক জয় ॥
অর্জ্জুনের বচন শুনিয়া দামোদর।
ক্ষান্ত হয়ে চড়িলেন রথের উপর ॥
অনন্তর ধনঞ্জয় ধরি শরাসন।
ইন্দ্রদত্ত দিব্য বাণ করেন ক্ষেপণ ॥
সহস্রেক রথী তাহে গেল যমদ্বার।
সহস্র সহস্র গজ হইল সংহার ॥
দেখি ভীষ্ম শক্তি এড়িলেন বজ্রসার।
ইন্দ্রবাণে কাটিলেন ইন্দ্রের কুমার ॥
এড়েন মাহেন্দ্র বাণ মহেন্দ্র সমান।
লক্ষ লক্ষ রথ করিলেন খান খান ॥
দেখি ভীষ্ম মহাকোপে এড়ে শরগণ।
পাণ্ডবের সৈন্যগণে করিল নিধন ॥
দশ সহস্র রথী মারি শঙ্খ বাজাইল।
সন্ধ্যা জানি যোদ্ধাগণ নিবৃত্ত হইল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

নবম দিনের যুদ্ধ।

শিবিরে গেলেন যুধিষ্ঠির মহামতি।
সভা করি বসিলেন বিষাদিত অতি ॥
পিতামহ-পরাক্রম অতুল ভুবনে।
কিরূপে হইবে জয় ভাবেন তা মনে ॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি বীরবর।
রাখিল প্রতিজ্ঞা নিজ সংগ্রাম ভিতর ॥
হেন বীর সহ যুঝিবেক কোন্ জন।
এত বলি চিন্তাকুল ধর্ম্মের নন্দন ॥
শুনিয়া দ্রুপদরাজা প্রবোধে ধর্ম্মেরে।
আমার বচন শুন না চিন্ত অন্তরে ॥
ভক্তের অধীন প্রভু জগতে বিদিত।
সর্ব্বদা ভক্তের হিত করেন বিহিত ॥
ভক্তের প্রতিজ্ঞা সদা করেন রক্ষণ।
স্তম্ভেতে নৃসিংহমূর্ত্তি করেন ধারণ ॥
প্রহ্লাদেরে বহু দুঃখ দিল দৈত্যেশ্বর।
সে কারণে তাঁহারে দিলেন যমঘর ॥
বলিরে ছলনা করি দিলেন পাতালে।
স্বর্গের কর্ত্তৃত্ব পুনঃ দিল স্বর্গপালে ॥
বিভীষণ রাজা হয় যাঁহার মহিমা।
অদ্ভুত প্রভুর লীলা নাহি তাঁর সীমা ॥
হেন প্রভু গদধার তোমার সারথি।
অকারণে শোক কেন কর মহীপতি ॥
অবশ্য হইবে জয় নাহিক সংশয়।
এত বলি প্রবোধিল ধর্ম্মের তনয় ॥
এত শুনি পাণ্ডবের প্রবোধ জন্মিল।
নানা কথা আলাপনে রজনী বঞ্চিল ॥
প্রভাতে উভয় সৈন্য করিয়া সাজন।
কুরুক্ষেত্রে গিয়া সবে দিল দরশন ॥
যে যাহার লৈয়া অস্ত্র যত যোদ্ধাগণ।
সিংহনাদ করি রণে ধায় সর্ব্বজন ॥
মহারথিগণ তবে করে অস্ত্রাঘাত।
লক্ষ লক্ষ সেনা মারি করিল নিপাত ॥
শ্রীহরি সারথি রথে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
অস্ত্রবৃষ্টি করিলেন যেন জলধর ॥
লক্ষ লক্ষ সেনা মারি দিল যমঘর।
বহিল শোণিত-নদী অতি ভয়ঙ্কর ॥
ভীষ্ম পার্থ দুই বীর তবে করেন রণ।
চমৎকৃত হয়ে দেখয়ে দেবতাগণ ॥
মহাকোপে ভীষ্ম বীর সন্ধান পূরিল।
সহস্র নৃপতি রণে সংহার করিল ॥

পাণ্ডবের সেনা বহু বিনাশিল রণে।
হয় হস্তী পদাতিক পড়ে অগণনে ॥
যত যোদ্ধাগণ সব করে ঘোর রণ।
গগন ছাইয়া করে বাণ বরিষণ ॥
মহারোষে বৃকোদর সমরে প্রবেশে।
গদার প্রহারে সৈন্য মারয়ে বিশেষে ॥
দেখিয়া ধাইল রণে রাজা দুর্য্যোধন।
ভীমোপরি করিলেন অস্ত্র বরিষণ ॥
দেখি বৃকোদর বীর অস্ত্র নিল হাতে।
নিমিষে মারিল সবে অস্ত্রের আঘাতে ॥
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে রাজার শরীর।
শরাঘাতে মর্ম্মব্যথা পায় কুরুবীর ॥
ধনুক ছাড়িয়া বীর গদা লয়ে ধায়।
মারিল ভীমের সারথিরে এক ঘায় ॥
মহাক্রোধ উপজিল বীর বৃকোদরে।
চোখ চোখ দশ অস্ত্র রাজারে প্রহারে ॥
দুই বাণে গদা কাটি করে খান খান।
অঙ্গের কবচ কাটিলেন তনুত্রাণ ॥
নিরস্ত্র বিবস্ত্র হয়ে রাজা দুর্য্যোধন।
আপনার সৈন্যে পাশ রাখিল জীবন ॥
দেখি যত যোদ্ধাগণ অতি বেগে ধায়।
ভীমের উপরে নানা অস্ত্র বরিষয় ॥
নিবারিল সব অস্ত্র পবননন্দন।
নিজ অস্ত্রে সবাকারে করিল ঘাতন ॥
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রোণ মহামতি।
ভীমের ধনুক বীর কাটে শীঘ্রগতি ॥
আর ধনু নিল ভীম চক্ষু পালটিতে।
সেই ধনু কাটে গুরু গুণ নাহি দিতে ॥
মহাক্রোধ করিলেন বৃকোদর বীর।
গদা লয়ে ধায় বীর নির্ভয় শরীর ॥
দেখি দ্রোণাচার্য্য বাণ পূরিল সন্ধান।
গদা কাটিবারে বীর এড়ে দশ বাণ ॥
গদা ফিরাইয়া বীর করিল বারণ।
দ্রোণাচার্য্য রথে গদা করিল ঘাতন ॥
রথ অশ্ব সারথি সব হইল চুর।
লাফ দিয়া ভূমে পড়ে দ্রোণ মহাশূর ॥
আর রথে চড়ি গুরু বরিষয়ে শর।
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদিল যেন গিরিবর ॥
ভীম বায়ুবেগে গদা মস্তকে ফিরায়।
দ্রোণের সারথি বীর মারে এক ঘায় ॥
চোখ চোখ বাণ গুরু পূরিয়া সন্ধান।
কাটিল ভীমের গদা করি খান খান ॥
গদা কাটা গেল ভীম কুপিত হইল।
আঁকাড়িয়া রথ ধরি তুলিয়া ফেলিল ॥
লাফ দিয়া দ্রোণাচার্য্য ভূমিতে পড়িল।
ভূমিতে পড়িয়া রথ চূর্ণ হয়ে গেল ॥
মহাক্রোধে ভীমসেন ধায় অতিবেগে।
মুকুটির ঘায় মারে যারে পায় আগে ॥
গদাঘাতে বহু রথ করিলেক চুর।
বড় বড় গজ ধরি ফেলে বহু দূর ॥
এইমত মারামারি করে বৃকোদর।
লক্ষ লক্ষ সেনা মারি দিল যমঘর ॥
পুনঃ আর রথে গুরু করি আরোহণ।
ভীমোপরি করিলেন বাণ বরিষণ ॥
দেখি ভীম নিজরথে চড়িয়া বসিল।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া নিজ অস্ত্র নিল ॥
মুহূর্ত্তেকে নিবারয়ে আচার্য্যের শর।
নিজ অস্ত্র প্রহারিল আচার্য্য উপর ॥
বাণে বাণ নিবারয়ে দোঁহে বীরবর।
দোঁহে বাণবৃষ্টি করে যেন জলধর ॥
অভিমন্যু মহাবীর অর্জ্জুননন্দন।
কৌরবের সৈন্যগণ করিল নিধন ॥
দেখিয়া রুষিল কৃপাচার্য্য মহামতি।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া ধায় শীঘ্রগতি ॥
গগন ছাইয়া করে বাণ বরিষণ।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা অর্জ্জুননন্দন ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি কৃপাচার্য্য মহাশয়।
পুনঃ দিব্য বাণ নিল সক্রোধ হৃদয় ॥
আকর্ণ পূরিয়া ধনু এড়ে পঞ্চবাণ।
অভিমন্যু বীরের কাটিল ধনুখান ॥
আর ধনু নিল বীর চক্ষুর নিমেষে।
বাণবৃষ্টি করে যেন মেঘেতে বরিষে ॥

কৃপের সারথি কাটে আর অশ্ব চারি।
ধ্বজ কাটি পাড়িলেক কৃপ বরাবরি ॥
আর দুই বাণে তার কবচ ভেদিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া কৃপ রথেতে পড়িল ॥
দেখি অশ্বত্থামা রণে অগ্রসর হৈল।
অভিমন্যু বীর তারে অস্ত্র প্রহারিল ॥
ধনুক কাটিয়া তার দ্বিখণ্ড করিল।
দ্রোণপুত্র মহাবীর লজ্জিত হইল ॥
ক্রোধে আর ধনু হাতে নিল মহাবীর।
অস্ত্রবৃষ্টি করে বহু রণে হয়ে স্থির ॥
যত বাণ এড়ে দ্রৌণি কাটে মহাবীর।
পিতৃসম পরাক্রম সমরে সুধীর ॥
নিজ শরে পুনঃ তারে করয়ে প্রহার।
শরে নিবারয়ে তাহা অর্জ্জুন-কুমার ॥
দোঁহার উপরে দোঁহে নানা বাণ মারে।
দোঁহাকার বাণ দোঁহে নিবারয়ে শরে ॥
এইমত যুঝিল যতেক যোদ্ধাগণ।
লক্ষ লক্ষ সেনা পড়ে কে করে গণন ॥
অর্জ্জুন ভীষ্মের যুদ্ধ কি দিব উপমা।
দেবাসুর নরে তাহা দিতে নারে সীমা ॥
পূর্ব্বে যথা সংগ্রাম করিল সুরাসুর।
দোঁহাকার শরাঘাতে কাঁপে তিনপুর ॥
ক্রোধে ভীষ্ম দিব্যবাণ করিল সন্ধান।
অর্দ্ধপথে অর্জ্জুন করেন খান খান ॥
তবে পার্থ দশ বাণ পূরিয়া সন্ধান।
ধনুগুণ ভীষ্মের করিল খান খান ॥
দুইবাণে কাটিয়া পাড়েন রথধ্বজ।
দুই বাণে ভেদিলেন অঙ্গের কবচ ॥
হাতের ধনুক কাটি ইন্দ্রের নন্দন।
সহস্রেক মহারথী করেন নিধন ॥
দেখি মহাকোপে ভীষ্ম অন্য ধনু লয়।
গগন ছাইয়া বীর বাণ বরিষয় ॥
দেখি ইন্দ্র-অস্ত্র নিয়া ইন্দ্রের নন্দন।
নিবারণ করিলেন সর্ব্ব অস্ত্রগণ ॥
কোপে ভীষ্ম দিব্য বাণ সন্ধান পূরিল।
দশ বাণ অর্জ্জুনের হৃদয়ে হানিল ॥
বাণাঘাতে ব্যথা পায় বাসব-তনয়।
ষাটি বাণে বিন্ধে বীর কৃষ্ণের হৃদয় ॥
আট বাণে চারি অশ্বে বিন্ধিল সত্বর।
রথী দশ সহস্রেরে দিল যমঘর ॥
জয়শঙ্খ বাজাইল হৈল সন্ধ্যাকাল।
রণ ত্যজি শিবিরে চলিল মহীপাল ॥
কৌরব পাণ্ডবদল গেল নিকেতন।
নবমদিনের যুদ্ধ হৈল সমাপন ॥

ভীষ্মের নিকট যুধিষ্ঠিরের খেদোক্তি।

রণসজ্জা ত্যাগ করি বৈসে যোদ্ধাগণ।
কৃষ্ণ প্রতি বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
নয় দিন হৈল আজি ঘোরতর রণ।
পিতামহ কৈল মম সৈন্যের নিধন ॥
দেখি কৃষ্ণ দয়াময় হৈল সর্ব্বনাশ।
কি করিব কি হইবে কহ শ্রীনিবাস ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির শুনি হেন বাণী।
সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন চক্রপাণি ॥
ভ্রাতা সব তব যত দুর্জ্জয় ভুবনে।
আপনি বিষাদ রাজা কর কি কারণে ॥
মহাধনুর্দ্ধর পার্থ দুর্জ্জয় সমরে।
প্রতিজ্ঞা করিল সেহ ভীষ্মে মারিবারে ॥
অবশ্য সমরে ভীষ্ম হবেন নিধন।
সাক্ষাতে দেখিবে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন করিয়া বিনয়।
যত কিছু বল কৃষ্ণ ওহে মহাশয় ॥
সকল সম্ভবে তুমি সহায় যাহার।
ত্রিভুবনে কোন্ কার্য্য অসাধ্য তাহার ॥
প্রতিজ্ঞা করিলে তুমি সবা বিদ্যমানে।
অস্ত্র না ধরিব আমি এই মহারণে ॥
ইহাতে না দেখি আমি সমরেতে জয়।
আর কে মারিতে পারে ভীষ্ম মহাশয় ॥
শ্রীহরি বলেন শুন রাজা যুধিষ্ঠির।
মহাসত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় কুরুবীর ॥

কভু মিথ্যা না কহেন ভীষ্ম মহামতি।
তাঁহার নিকটে রাজা চল শীঘ্রগতি ॥
ইচ্ছামৃত্যু সেই ভীষ্ম খ্যাত ত্রিভুবনে।
মৃত্যুর উপায় জিজ্ঞাসিব সে কারণে ॥
এই যুক্তি কহিলেন কৃষ্ণ মহামতি।
অঙ্গীকার করিলেন ধর্ম্ম নরপতি ॥
কৃষ্ণের সহিত তবে পঞ্চ মহাবীর।
সবে মেলি চলিলেন ভীষ্মের শিবির ॥
দ্বারী গিয়া কহে বার্ত্তা ভীষ্মে বরাবর।
শ্রীহরি সহিত দ্বারে ধর্ম্ম নৃপবর ॥
শুনি ভীষ্ম ব্যগ্র হয়ে চলিল সত্বর।
কৃষ্ণ দরশন করি হরিষ অন্তর ॥
ভীষ্মের চরণ বন্দে ভাই পঞ্চজন।
হাসি ভীষ্ম সবাকারে দিল আলিঙ্গন ॥
শিবির মধ্যে সবারে লয়ে মহামতি।
বসাইল দিব্যাসনে অতি শীঘ্রগতি ॥
যুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসেন ভীষ্ম বীরবর।
রজনীতে কি কারণে এলে নৃপবর ॥
যে কার্য্য তোমার আছে বলহ আমারে।
যদি বা দুষ্কর হয় করিব সত্বরে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন করিয়া প্রণতি।
মম দুঃখ অবধান কর মহামতি ॥
পঞ্চগ্রাম মাগিলাম সবার সাক্ষাৎ।
এক গ্রাম আমারে না দিল কুরুনাথ ॥
কার বাক্য না মানিয়া যুদ্ধ করে পণ।
তোমার সহিত নয় দিন হৈল রণ ॥
তোমারে দেখিয়া যোদ্ধা রণে নহে স্থির।
সাক্ষাৎ হইয়া যুঝে নাহি হেন বীর ॥
সৈন্য ক্ষয় হৈল মম তোমার কারণে।
তোমারে জিনিতে শক্ত নহে কোন জনে
আমা সবা প্রতি যদি তব স্নেহ হয়।
মৃত্যুর উপায় তবে কহ মহাশয় ॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মর্য্যাদাসাগর।
পাণ্ডবে কাতর দেখি দিলেন উত্তর ॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের কুমার।
ভুবনে বিদিত আছে বিক্রম আমার ॥
সশস্ত্র যদ্যপি থাকি সংগ্রাম ভিতরে।
কোন বীর শক্ত নহে জিনিতে আমারে ॥
যাবৎ থাকিব আমি সংগ্রাম ভিতর।
করিব কৌরব কার্য্য শুন নরবর ॥
তবেত তোমার রণে নাহি হবে জয়।
সে কারণে নিজ মৃত্যু কহিব নিশ্চয়।
আমারে মারিলে তুমি জানিহ নিশ্চয় ॥
কৌরবের পরাজয় তোমার বিজয় ॥
আমার প্রতিজ্ঞা যাহা শুনহ রাজন।
নীচজনে অস্ত্র নাহি ধরিব কখন ॥
পুরুষ নির্ব্বলী কিম্বা হয় হীনবস্ত্র।
কাতর জনেরে কভু নাহি ধরি অস্ত্র ॥
সময় ত্যজিয়া যেবা ভয়ে পলায়িত।
তাহারে না মারি অস্ত্র আমি কদাচিত ॥
স্ত্রীজাতি দেখিলে আমি অস্ত্র পরিহরি।
স্ত্রীর নামে যার নাম তারে নাহি মারি ॥
অমঙ্গল দেখিলে না করি আমি রণ।
কহিলাম তোমারে এ বিজয় কারণ ॥
শিখণ্ডী দ্রুপদপুত্র খ্যাত চরাচর
মহাবল পরাক্রম সমরে তৎপর ॥
পূর্ব্বে নারী ছিল সেই পুরুষ যে পাছে।
দৈবের বিপাক শুনিয়াছি হেন আছে ॥
অমঙ্গল ধ্বজা সেই হয় নারীজাতি।
তাহারে রাখিও রণে অর্জ্জুন সংহতি ॥
শিখণ্ডীকে আগে করি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
তীক্ষ্ণবাণে বিন্ধে যেন মম কলেবর ॥
অস্ত্র না ধরিব আমি শিখণ্ডীকে দেখি।
আমারে মারিবে পার্থ গৌরব উপেক্ষি ॥
আমারে মারিয়া জয় কর দুর্য্যোধনে।
উদ্যোগ করহ এইমত এইক্ষণে ॥
প্রণমিয়া যুধিষ্ঠির ভীষ্ম মহাবীরে।
বাসুদেব সঙ্গে যান আপন শিবিরে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দশম দিনের যুদ্ধে ভীষ্মের শরশয্যা।

প্রভাতে উভয় দল করিল সাজন।
সিংহনাদ ছাড়ি কেহ করয়ে গর্জ্জন॥
যুধিষ্ঠির দুই পার্শ্বে মাদ্রীর তনয়।
পৃষ্ঠে অভিমন্যু সঙ্গে শিখণ্ডী নির্ভয়॥
তার পাছে সাত্যকি সহিত চেকিতান।
বামভাগে ধৃষ্টদ্যুম্ন বিক্রমে প্রধান॥
দক্ষিণেতে ভীমসেন সমরে দুর্জ্জয়।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাট দ্রুপদ মহাশয়॥
মহা আনন্দেতে সাজে পাণ্ডবের পতি।
সর্ব্ব অগ্রে ধনঞ্জয় গোবিন্দ সারথি॥
কুরুসৈন্য সাজে সব সমরে দুর্জ্জয়।
সর্ব্ব অগ্রে ভীষ্মবীর অত্যন্ত নির্ভয়॥
তার পাছে পুত্র সহ দ্রোণ মহাবীর।
বামভাগে ভগদত্ত প্রকাণ্ড শরীর॥
দক্ষিণেতে কৃতবর্ম্মা কৃপ বীরবর।
তার পাছে সুদক্ষিণ কাম্বোজ-ঈশ্বর॥
জয়সেন মদ্রপতি আর বৃহদ্বল।
শত ভাই দুর্য্যোধন ভূপতিমণ্ডল॥
পরস্পর দুই দলে হৈল মহারণ।
সুরাসুর যুদ্ধ যেন ঘোর দরশন॥
তবে ভীষ্ম বলিলেন চাহিয়া সারথি।
অর্জ্জুন সম্মুখে রথ লহ মহামতি॥
শুনিয়া সারথি বলে শুন কুরুবর।
আজি অমঙ্গল বহু দেখি নিরন্তর॥
মহানাদে ডাকে কাক ভয়ঙ্কর বাণী।
মহাবায়ু বহে বিনা মেঘে বর্ষে পাণী॥
গৃধিনী উড়িছে সব ধ্বজের উপর।
ঘোরনাদে শিবাগণ ডাকে নিরন্তর॥
অমঙ্গল দেখি আজি ভয় হয় মনে।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহিবে আপনে॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
অজ্ঞান অবোধ তুঁই জিজ্ঞাস কারণ॥
অর্জ্জুনের সারথি আপনি নারায়ণ।
অমঙ্গল কি করিবে তাঁহা দরশন॥
অশেষ পাপের পাপী যাঁর নামে তরে॥
বিমানেতে চড়ি যায় বৈকুণ্ঠনগরে॥
নবঘনশ্যাম রূপ সাক্ষাতে দেখিব।
এই সব অমঙ্গলে কেন ডরাইব॥
এতেক বলিয়া বীর রথ চালাইল।
সিংহনাদে শঙ্খনাদে মেদিনী কাঁপিল॥
মহাক্রোধে ধনুঃশর লইলেক হাতে।
বিনয় করিয়া বীর কহে জগন্নাথে॥
সাবধানে আপনি ধরহ অশ্বডুরি।
অর্জ্জুনেরে রক্ষা আজি করহ মুরারি॥
এতেক বলিয়া বীর সন্ধান পূরিল।
সহস্রেক শর একেবারে প্রহারিল॥
শ্রীহরি উপরে বীর মারে দশ বাণ।
ছাড়িল বিংশতি শর লক্ষ্যে হনুমান॥
আর চারি গোটা বাণ ধনুকে যুড়িল।
চারি অশ্ব বিন্ধে তাহে জর্জ্জর করিল॥
আর একাদশ বাণ সৈন্যোপরে মারে।
হয় গজ রথ পত্তি অনেক সংহারে॥
পার্থ এড়িলেন অস্ত্র সন্ধান পূরিয়া।
ভীষ্মের যতেক শর ফেলিল কাটিয়া॥
অর্জ্জুন ভীষ্মের যুদ্ধ কে করে বর্ণন।
রুধিলেন শূন্যপথ এড়ি অস্ত্রগণ॥
জল স্থল ভারতের পূরিল আকাশ।
অস্ত্রেতে আচ্ছন্ন রবি না হয় প্রকাশ॥
ভীমসেন মারিল অনেক যোদ্ধাগণ।
বদনে রুধির ছাড়ি ত্যজিল জীবন॥
দেখিয়া ধাইল রণে দুঃশাসন বীর।
বিংশতি বাণেতে বিন্ধে ভীমের শরীর॥
দেখি মহাক্রোধে তবে পবননন্দন।
ধনু এড়ি গদা লয়ে ধাইল তখন॥
মহাবেগে মারে গদা রথের উপর।
রথ অশ্ব সারথিরে দিল যমঘর॥
মর্ম্মব্যথা পাইলেক দুঃশাসন বীর।
অজ্ঞান হইল অঙ্গে বহিল রুধির॥
আর বহু রথিগণে সংহারিয়া রণে।
নিজ রথে চড়ে বীর আনন্দিত মনে॥

দেখি দ্রোণাচার্য্য বাণ পূরিল সন্ধান।
ভীম অঙ্গে প্রহারিল একশত বাণ॥
ব্যথিত হইল রণে ভীম বীরবর।
অশ্ব সহ সারথিরে দিল যমঘর॥
তাহা দেখি আগু হৈল অর্জ্জুননন্দন।
দ্রোণের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
পার্থদত্ত পঞ্চবাণ এড়ে মহাবীর।
দ্রোণের কবচ কাটি ভেদিল শরীর॥
দুই বাণে চারি অশ্বে দিল যমঘর।
সারথির মাথা কাটি পাড়ে ভূমিপর॥
করিল বিরথ দ্রোণে অর্জ্জুননন্দন।
চমৎকৃত হয়ে চাহে যত কুরুগণ॥
তবে দ্রোণ অন্য রথে চড়ি সেইক্ষণ।
অভিমন্যু সহ গুরু আরম্ভিল রণ॥
মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ হৈল দুইজনে।
কার পরাজয় নাহি হয় সেই রণে॥
পাঞ্চাল বিরাট ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবল।
ঘটোৎকচ মহাবীর সমরে প্রবল॥
কৌরবের সেনাগণে করিল সংহার।
হইল কৌরবদলে মহা হাহাকার॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা হইল বিমন।
রাজগণে আশ্বাসিল করিবারে রণ॥
ভূরিশ্রবা কৃতবর্ম্মা শল্য জয়দ্রথ।
দুর্ম্মুখ দুঃসহ আর রাজা ভগদত্ত॥
সাহস করিয়া সবে সমরে প্রবেশে।
শত শত সেনা মারি দিল যমপাশে॥
ঘটোৎকচ মহাবীর সমরে প্রচণ্ড।
যত রাজগণে বিন্ধি করে খণ্ড খণ্ড॥
কাহার সারথি কাটে কার কাটে রথ।
ভঙ্গ দিল রাজগণে নাহি চাহে পথ॥
মহাপরাক্রম করে পাণ্ডবের দল।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা হইল বিকল॥
রাখিতে না পারে সৈন্য করিয়া শকতি।
ব্যগ্র হয়ে ভঙ্গ দিল রণে কুরুপতি॥
পলায় সকল সৈন্য রণে নহে স্থির।
তাহা দেখি ভীষ্মে নিবেদিল কুরুবীর॥

রাজারে আশ্বাসি ভীষ্ম কহে বহুতর।
স্থির হও দুর্য্যোধন না হও কাতর॥
যুদ্ধেতে নিয়ম নাহি জয় পরাজয়।
সম্মুখ সংগ্রাম ইথে না করিহ ভয়॥
এতেক বলিয়া ভীষ্ম মহাক্রোধমন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ॥
সহস্র বাণ বিন্ধিল বীর ধনঞ্জয়ে।
দশ বাণ বিন্ধে বীর কৃষ্ণের হৃদয়ে॥
সহস্রেক বাণ মারে ধ্বজের উপরে।
চারি বাণ প্রহারিল চারি অশ্ববরে॥
আর লক্ষ বাণ বীর সৈন্যেরে প্রহারে।
পাণ্ডবের সেনা সব সমরে সংহারে॥
তাহা দেখি রুষিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
আকাশ ছাইয়া বাণ করে বরিষণ॥
কোটি কোটি সেনা বীর হানিলেন বাণে
মারিলেন বীর লক্ষ লক্ষ হস্তিগণে॥
ইন্দ্রদত্ত পঞ্চশর করিয়া ক্ষেপণ।
ভীষ্ম-বক্ষদেশে করিলেন নিপাতন॥
ব্যথিত হইল গঙ্গাপুত্র বীরবর।
অশ্ব সহ সারথিরে দিল যমঘর॥
কালান্তক সম বীর পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কৌরবের সেনাগণে নাশিল সত্বর॥
অর্জ্জুন বিক্রম নাহি সহে কুরুগণ।
বড় বড় যোদ্ধা পলাইল ত্যজি রণ॥
অশ্বত্থামা দ্রোণ কৃপ যুঝে প্রাণপণে।
পাণ্ডবগণেরে নারে নিবারিতে রণে॥
যত অস্ত্র দিল ইন্দ্র আদি দেবগণ।
সেই সব অস্ত্র পার্থ করেন ক্ষেপণ॥
ভীষ্মের শরীরে বিন্ধি করেন জর্জ্জর।
কোটি কোটি সেনারে পাঠান যমঘর॥
ব্যাঘ্র দেখি যেমন পলায় মৃগগণ।
পার্থভয়ে কুরুসৈন্য পলায় তেমন॥
অশ্বত্থামা প্রতি বলে দ্রোণ মহাশয়।
যুদ্ধেতে আমার আজি চিত্ত স্থির নয়॥
পক্ষী সব ঘন ডাকে অতি অলক্ষণ।
ধনুক হইতে উখড়িয়া পড়ে গুণ॥

সন্ধান পূরিতে হস্ত হৈতে পড়ে শর।
প্রতাবন্ত নাহি দেখি দেব দিবাকর॥
দুর্য্যোধন-বাহিনীতে গৃধ্র কঙ্ক বুলে।
শিবাগণ ঘোর নাদ করে কুতূহলে॥
গগনমণ্ডল হৈতে উল্কা পড়ে খসি।
স্থানে স্থানে ভস্মবৃষ্টি হয় রাশি রাশি॥
সকল পৃথিবী কাঁপে দেখি ভয়ঙ্কর।
রাহুগ্রহ অকারণে গ্রাসে দিবাকর॥
ভীষ্মবধে অর্জ্জুনের যে প্রতিজ্ঞা ছিল।
তাহার সময় বুঝি বিধি নিয়োজিল॥
সে কারণে এতেক উৎপাত ঘনে ঘন।
এ সব দেখিয়া মম স্থির নহে মন॥
বুঝিলাম আজি যুদ্ধ হৈল বিপরীত।
ভীষ্মের সমরে যথাশক্তি কর হিত॥
হেনকালে কৃপ শল্য ভগদত্ত বীর।
কৃতবর্ম্মা জয়দ্রথ নির্ভয় শরীর॥
বিন্দ অনুবিন্দ চিত্রসেন অনুগত।
দুর্ম্মুখ দুঃসহ আর মহারথী যত॥
পাণ্ডবে বেড়িয়া সবে নানা বাণ মারে।
হয় হস্তী আসোয়ারে সঘনে সংহারে॥
দেখিয়া রুষিল তবে বীর বৃকোদর।
গগন ছাইয়া শীঘ্র বরিষয়ে শর॥
সবাকার অস্ত্র নিবারিয়া বৃকোদর।
প্রত্যেক শরীরে বিন্ধে চোখ চোখ শর॥
বাছিয়া বাছিয়া বীর এড়ে বাণ সব।
কৃপের ধনুক কাটি করে পরাভব॥
আর সব মহাবীর অজ্ঞান হইল।
একেশ্বর ভীমসেন সবে নিবারিল॥
ক্ষণেকে চেতন পেয়ে দশ বীরবর।
চারিদিকে বেড়ি মারে ভীমে একেশ্বর॥
তাহা দেখি ভীমসেনে ক্রোধ উপজিল।
ধনু এড়ি গদা লয়ে সমরে ধাইল॥
গদার বাড়িতে সব রথ করে চুর।
ভঙ্গ দিয়া দশ বীর পলাইল দূর॥
মহাক্রোধে বৃকোদর সৈন্যেরে প্রহারে।
যারে পায় তারে মারে কিছু না বিচারে॥

পাণ্ডব-বিক্রমে কেহ রণে নহে স্থির।
রণ ত্যজি পলাইল বড় বড় বীর॥
ভীষ্মের সহিত পার্থ প্রবর্ত্তিয়া রণ।
অতুল বিক্রমে সৈন্য করেন নিধন॥
যত বাণ এড়ে ভীষ্ম কাটি ধনঞ্জয়।
নিজ বাণে বিন্ধিলেন তাঁহার হৃদয়॥
অস্ত্রের ঘাতন আর সৈন্যভঙ্গ দেখি।
মহাক্রোধে অর্জ্জুনে বলিল ভীষ্ম ডাকি॥
মহাপরাক্রম আজি করিলে সমরে।
মম সহ যুদ্ধ করি মারিলে সৈন্যেরে॥
এখন আমার বীর্য্য দেখহ অর্জ্জুন।
আপনা রাখিতে পার তবে জানি গুণ॥
এত বলি এড়ে বীর সহস্রেক শর।
অর্দ্ধপথে ধনঞ্জয় কাটেন সত্বর॥
দোঁহার উপরে দোঁহে নানা অস্ত্র মারে।
দোঁহাকার বাণ দোঁহে সমরে সংহারে॥
কারো পরাজয় নহে সমান বিক্রম।
অর্জ্জুন ভীষ্মের ধনুক কাটেন বিষম॥
চক্ষু পালটিতে ভীষ্ম আর ধনু দিল।
গগন আবরি শর বর্ষণ করিল॥
মারিল সহস্র বাণ অর্জ্জুন উপর।
আশী বাণে বিন্ধিলেন কৃষ্ণ কলেবর॥
ষাটি শর মারে বীর ধ্বজের উপর।
চারি বাণে চারি অশ্বে করিল জর্জ্জর॥
আর লক্ষ শর মারে সেনার উপর।
কোটি যোদ্ধাগণে মারি দিল যমঘর॥
হেনরূপে বাণবৃষ্টি করে নিরন্তর।
নিশ্বাস লইতে মাত্র নাহি অবসর॥
প্রাণপণে অর্জ্জুন এড়েন অস্ত্রগণ।
বাণ কাটি সৈন্য বধে গঙ্গার নন্দন॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব শরে আবরিল।
দেখি সব যোদ্ধাগণ রণে ভঙ্গ দিল॥
কাহার কাটয়ে রথ কার ধনুর্গুণ।
কাহার সারথি কাটে কার কাটে তূণ॥
অস্থির পাণ্ডবসৈন্য রণে নাহি রয়।
রাখিতে নারেন সৈন্য ভীম ধনঞ্জয়॥

বাণে বাণে কপিধ্বজ রথ আবরিল।
কুঝটিতে গিরিবর যেন আচ্ছাদিল ॥
অশ্বেরে চালান ক্রোধ করি নারায়ণ।
বাণে পথ রোধে রুদ্ধ অশ্বের গমন ॥
তাহা দেখি অর্জ্জুনে বলেন নারায়ণ।
সাবধানে যুঝ নাহি চলে অশ্বগণ ॥
মহাক্রোধে যত বাণ মারেন অর্জ্জুন।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা গঙ্গার নন্দন ॥
দেখি সবিস্ময় হৈল অর্জ্জুনের মন।
ইন্দ্রদত্ত দিব্য বাণ করেন ক্ষেপণ ॥
গঙ্গার নন্দন তাহা কাটেন ত্বরিতে।
দেখিয়া বিস্ময় পার্থ মানিলেন চিতে ॥
কৌরবের যোদ্ধাগণ মুদিত হইল।
পাণ্ডবের সেনা সব বিষাদ করিল ॥
অর্জ্জুন অস্থির রণে শ্রীহরি সারথি।
মনে মনে বিচার করেন যদুপতি ॥
ত্রিভুবন মধ্যে হেন কেহ নাহি বীর।
ভীষ্মের সংগ্রামে কোন্ বীর হয় স্থির ॥
নাহিক মরণ নিজ ইচ্ছা হৈলে মরে।
হেনজনে কোন্ বীর জিনিবে সমরে ॥
নিজ মৃত্যু উপায় যে কহে মহাশয়।
এইকালে শিখণ্ডীকে আনাইতে হয় ॥
এত ভাবি শিখণ্ডীকে ডাকেন সত্বর।
হেনকালে বহে বায়ু গন্ধে মনোহর ॥
আকাশে অমরগণ আইল সকল।
গগনে দুন্দুভি বাজে মহাকোলাহল ॥
শুনি ভীষ্ম মহাবীর চিন্তে মনে মন।
হেনকালে ডাকিয়া বলেন দেবগণ ॥
ঋষিগণ মুনিগণ বৈসে পরলোকে।
সপ্তবসু সহ সবে আইল কৌতুকে ॥
নিবৃত্ত নিবৃত্ত ভীষ্ম পরিহর রণ।
আকাশেতে ডাকিয়া বলেন সর্ব্বজন ॥
ঋষিগণে মুনিগণে গগন ভরিল।
করিয়া কুসুমবৃষ্টি ভীষ্মে আবরিল ॥
এ সব বৃত্তান্ত আর কেহ না জানিল।
শান্তনুতনয় তাহা সকল শুনিল ॥

ভাই সব বলে আর বলে মুনিগণে।
দেবতার প্রিয়কর্ম্ম চিন্তিলেন মনে ॥
এতেক চিন্তিয়া বীর ক্রোধ সম্বরিল।
অর্জ্জুন সম্মুখে তবে শিখণ্ডী আইল ॥
অর্জ্জুনের প্রতি হরি বলেন বচন।
শিখণ্ডীকে আগে রাখি মার অস্ত্রগণ ॥
অর্জ্জুন বলেন শুন দেবকীতনয়।
এমন কপট যুদ্ধ উচিত না হয় ॥
শ্রীহরি বলেন পার্থ শুনহ উত্তর।
ভীষ্মে মারি পরাজয় কর কুরুবর।
এত বলি শিখণ্ডীকে বসাইল রথে।
দেখি অস্ত্র ত্যাগ কৈল কৌরবের নাথে ॥
অস্ত্র ত্যাগ করি ভীষ্ম হেঁটমুণ্ড হৈয়া।
কহিতে লাগিল বীর কৃষ্ণেরে চাহিয়া ॥
ওহে প্রভু নারায়ণ যাদব-ঈশ্বর।
আমারে মারিবে করি কপট সমর ॥
এতেক বলিয়া বীর নানা স্তুতি করে।
পুলকে সহস্র নাম বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥
শিখণ্ডী ভীষ্মেরে বলে করি অহঙ্কার।
ক্ষত্রিয় অন্তক তুমি বিদিত সংসার ॥
শুনিয়াছি পরশুরামের সহ রণ।
দেবের প্রতাপ তব কহে সর্ব্বজন ॥
তোমার প্রতাপ সব জগতে বিদিত।
সে কারণে তোমা সহ যুঝিব নিশ্চিত ॥
পাণ্ডব সাহায্য হেতু করি মহারণ।
যুদ্ধে মারিব তোমা দেখুক সর্ব্বজন ॥
সত্য বলিলাম মম নাহি নড়ে বোল।
আমার সমরে তোমা মৃত্যু দিল কোল ॥
শিখণ্ডীকে কহে ভীষ্ম মনেতে কৌতুকী।
যদি মৃত্যু হয় তবু তোমারে উপেক্ষি ॥
স্ত্রীজাতি শিখণ্ডী তোরে বিধাতা সৃজিল।
দৈবের বিপাকে তোরে পাণ্ডব পাইল ॥
শরীর কাটিয়া যদি পড়ে ভূমিতলে।
তোরে দেখি অস্ত্র না ধরিব কোনকালে ॥
শুনি ক্রোধে শিখণ্ডী লইল ধনুর্ব্বাণ।
ভীষ্মোপরি মারিলেক পূরিয়া সন্ধান ॥

শত শত বাণ যারে বাছিয়া বাছিয়া।
অর্জ্জুন শিখান তারে বহু বুঝাইয়া॥
শিখণ্ডী এড়েন বাণ হইয়া নির্ভয়।
সহস্রেক বাণ বিন্ধে ভীষ্মের হৃদয়॥
নাহিক সম্ভ্রম তার নাহিক বেদন।
মৃগীর প্রহারে যেন গজেন্দ্রের মন॥
হাসিয়া অর্জ্জুন হাতে লইলেন ধনু।
পঞ্চবিংশ বাণে তাঁর বিন্ধিলেক তনু॥
শত লক্ষ বাণ মারিলেন একেবারে।
ভীষ্মের কবচ ভেদি রক্ত পড়ে ধারে॥
অর্জ্জুনের বাণ সব অগ্নিসম ছুটে।
ভীষ্মের শরীরে যেন বজ্র সম ফুটে॥
গঙ্গার নন্দন বিচারিল মনে মন।
এই অস্ত্র শিখণ্ডীর না হয় কখন॥
শিখণ্ডী পশ্চাতে থাকি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
আমারে মারিছে বীর তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর॥
এত চিন্তি হরির চরণ ধ্যান করি।
উচ্চারণ করিলেন শ্রীহরি শ্রীহরি॥
বাণাঘাতে শরীর কাঁপয়ে ঘনে ঘন।
শিশির কালেতে যেন কাঁপয়ে গোধন॥
ধনঞ্জয় আপনার অস্ত্র বরিষণে।
রোমে রোমে বিন্ধিলেন গঙ্গার নন্দনে॥
সর্ব্বাঙ্গ ভেদিল অস্ত্রে স্থান নাহি আর।
সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া পড়ে শোণিতের ধার॥
তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র নিলেন তখন।
পিতামহ বক্ষঃস্থলে করেন ঘাতন॥
বাণাঘাতে মহাবীর হয়ে হীনবল।
রথের উপর হতে পড়েন ভূতল॥
শিয়র করিয়া পূর্ব্বে পড়িল সে বীর।
আকাশ হইতে যেন খসিল মিহির॥
ভূমে নাহি স্পর্শে অঙ্গ শরের উপর।
হেনমতে শরশয্যা নিল বীরবর॥
দেখিয়া কৌরবগণ করে হাহাকার।
সংগ্রাম ত্যজিয়া সবে এল দেখিবার॥
দুর্য্যোধন মহারাজ শোকাকুল হয়ে।
রথ ত্যজি মহাবীর আইল ধাইয়ে॥

দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা আদি বীরগণ।
রণ ত্যজি ধায় সবে শোকাকুলমন॥
বিলাপ করিয়া কান্দে রাজা দুর্য্যোধন।
উঠ পিতামহ পার্থ সহ কর রণ॥
স্বয়ম্বরে জিনি ভ্রাতৃগণে বিভা দিলে।
পরশুরামেরে তুমি রণে পরাজিলে॥
বাহুবলে ক্ষত্রগণে কৈলে পরাজয়।
তোমার নামেতে সুরাসুরে কম্প হয়॥
বড় সাধ আমার আছিল মনে মন।
পাণ্ডবে জিনিয়া সব পাব রাজ্যধন॥
তাহে বিপরীত হেন বিধাতা করিল
সুমেরু পর্ব্বত যেন শৃগালে লঙ্ঘিল॥
তোমার পৌরুষ যত ত্রিভুবনে ঘোষে॥
সমরে পড়িলে তুমি মম কর্ম্মদোষে॥
হেনমতে বিলাপ করয়ে কুরুরাজ।
শোকাকুলে কান্দে যত কৌরব সমাজ॥
রথ হৈতে নামি তবে ধর্ম্মের নন্দন।
ভীষ্মে দেখিবারে যান সহ জনার্দ্দন॥
ভীম ধনঞ্জয় আর মাদ্রীর তনয়।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি দ্রুপদ মহাশয়॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ মৎস্য-অধিপতি।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র রাজার সংহতি॥
শরশয্যায় যথা আছেন ভীষ্মবীর।
প্রণাম করিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির॥
ওহে পিতামহ তুমি বলে বীরবর।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মর্য্যাদা-সাগর॥
ভৃগুরাম অভিশাপ দিলেন তোমারে।
দুর্য্যোধন হেতু তাহা ফলিল সমরে॥
শিশুকালে পিতৃহীন হৈনু পঞ্চজনে।
পিতৃশোক না জানিনু তোমার কারণে॥
আজি পুনঃ বিধি তাহে হইলেন বাম।
এতদিনে আমরা অনাথ হইলাম॥
ধিক্ ক্ষত্রধর্ম্ম মায়া মোহ নাহি ধরে।
হেন পিতামহকে যে মারিলাম শরে॥
ওহে মহাশয় এই উপস্থিত কালে।
নয়ন ভরিয়া দৃষ্টি করহ গোপালে॥

হাসি ভীষ্ম মহাবীর নয়ন মেলিল।
সাধু সাধু বলি ধর্ম্মপুত্রে প্রশংসিল ॥
মধুর কোমল স্বরে অধিক গভীর।
কহিতে লাগিল বীর চাহি যুধিষ্ঠির ॥
এই যে দক্ষিণায়ণ আছে যত দিন।
ততদিন শরীর না হবে প্রভাহীন ॥
বল পরাক্রম যত সব পরিহরি।
শরীর ছাড়িয়া আমি প্রাণমাত্র ধরি ॥
রবির উত্তরায়ণ হইবে যখন।
জানিহ তখন আমি ত্যজিব জীবন ॥
রবির উত্তরায়ণ না হয় যাবৎ।
শরের শয্যাতে আমি রহিব তাবৎ ॥
এতেক বলিতে তথা হৈল দৈববাণী।
সাধু সাধু গঙ্গাপুত্র কুরুকুলমণি ॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম জান তুমি সর্ব্ব শাস্ত্র জ্ঞাত।
তোমার মহিমা গুণ জগতে বিখ্যাত ॥
দৈববাণী শুনি বীর হরিষ অন্তর।
চাহি দুর্য্যোধনে বীর বলেন উত্তর ॥
শয্যায়ে আছয়ে মম সকল শরীর।
মাথা লুটি পড়িয়াছে দেখ কুরুবীর।
কোন্ বীর আছে হেথা ক্ষাত্রিয় প্রধান
মাথা যেন না লুটায় দেহ উপাধান ॥
শুনি দুর্য্যোধন রাজা ধাইল আপনে।
দিব্য উপাধান আনি দিল সেইক্ষণে ॥
হাসিয়া বলে ভীষ্ম শয্যা মম শর।
হেন উপাধান কোন্ হেতু নৃপবর ॥
ক্ষত্র হয়ে আপনি না বুঝহ সময়।
এত বলি মাথা তুলি চাহে ধনঞ্জয় ॥
তবেত অর্জ্জুন বীর নিয়া ধনুঃশর।
তিন বাণ মারি মাথা করেন সোসর ॥
মস্তকে ভেদিয়া বাণ মৃত্তিকা ভেদিল।
হেনমতে ভীষ্ম শরশয্যাতে রহিল ॥
আনন্দিত হয়ে মনে ভীষ্ম মহাবীর।
দুর্য্যোধনে ডাকি কহে হইয়া সুস্থির ॥
শুন দুর্য্যোধন রাজা আমার বচন।
জল আনি দেহ মোরে তৃষ্ণা অনুক্ষণ ॥
শুনি দুর্য্যোধন রাজা অতি ব্যস্ত হৈয়া।
আনিল শীতল বারি ভৃঙ্গার পূরিয়া ॥
সুবর্ণ ভৃঙ্গার দেখি ভীষ্ম মহাবীর।
অর্জ্জুনেরে নিরখিল নির্ভয় শরীর ॥
তবেত অর্জ্জুন বীর গাণ্ডীব ধরিয়া।
মারেন পৃথ্বীতে বাণ আকর্ণ পূরিয়া ॥
পৃথিবী ভেদিয়া বাণ অধঃ প্রবেশিল।
ভোগবতী গঙ্গাজল তথায় উঠিল ॥
দুগ্ধধারা প্রায় পড়ে ভীষ্মের মুখেতে।
দেখি জল পান করে মহা আনন্দেতে ॥
জলপান করি ভীষ্ম হয়ে তৃপ্তমন।
দুর্য্যোধনে চাহি পুনঃ বলয়ে বচন ॥
ভাই ভাই বিরোধ না কর কদাচিত।
যুধিষ্ঠিরে ভাগ দিয়া করহ সম্প্রীত ॥
দ্বন্দ্ব হৈলে বংশনাশ জানিহ নিশ্চয়।
ধর্ম্ম অনুসারে হয় জয় পরাজয় ॥
পাণ্ডবের সহায় আপনি নারায়ণ।
তাঁহার সহিত যুদ্ধ কর কি কারণ ॥
দুর্য্যোধন বলে মম প্রতিজ্ঞা না নড়ে।
বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র না দিব পাণ্ডবেরে ॥
শুনি ভীষ্ম ক্ষমা দিল
দৈবে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে
বস্ত্রগৃহ রণভূমে নিম্মাইয়া দিল।
রক্ষা হেতু কত সৈন্যে তথায় রাখিল ॥
গঙ্গাপুত্র মহাবীর নীরব হইল।
কৌরব পাণ্ডব সবে শিবিরে চলিল ॥
মহাভারতের কথা অপূর্ব্ব কথন।
সর্ব্বযজ্ঞ ফল লভে শুনে যেইজন ॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় বৈকুণ্ঠে গমন।
কাশীদাস কহে ইহা ব্যাসের বচন ॥
পয়ার ত্রিপদী ছন্দে করিয়া রচন।
এত দূরে ভীষ্মপর্ব্ব হৈল সমাপন ॥

ভীষ্মপর্ব্ব সমাপ্ত।

সচিত্র অষ্টাদশপর্ব্ব

মহাভারত

দ্রোণপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

দ্রোণকে সৈনাপত্যে বরণ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
সমরে পড়িল যদি ভীষ্ম মহাশয়॥
দশ দিন যুদ্ধ করি মারি সেনাগণ।
আপন ইচ্ছায় তাঁর হইল পতন॥
ভীষ্ম যদি পড়িল আকুল দুর্য্যোধন।
হা হা ভীষ্ম শব্দ করি করয়ে রোদন॥
মহাশোকে রোদন করয়ে সেনাগণ।
কর্ণে চাহি কহিতে লাগিল দুর্য্যোধন॥
ভীষ্মের মরণে কর্ণ মনে পাই ত্রাস।
যুদ্ধ করি প্রাণ দিবে কহিলেক ব্যাস॥
তোমাকে জিজ্ঞাসি সখে কহ বিচার।
কারে সেনাপতি করি কে করিবে পার॥
তোমা বিনা যোদ্ধাপতি নাহিক আমার।
কেবল ভরসা আমি করি যে তোমার॥
উপরোধ করি ভীষ্ম না করিল রণ।
তুমি মোরে ধরি দেহ ধর্ম্মের নন্দন॥
যদি মোরে ধরি দেহ কুন্তীর কুমার।
সত্য কহি শুন বীর সকলি তোমার॥
এতেক শুনিয়া কহে কর্ণ মহাবীর।
সদর্পে কহেন কথা নির্ভয় শরীর॥
ওহে মহারাজ চিন্তা না করিহ তুমি।
একাকী পাণ্ডবগণে বিনাশিব আমি॥
এত শুনি দুর্য্যোধন হরষিত মন।
শীঘ্র উঠি কর্ণেরে দিলেন আলিঙ্গন।
হেনকালে কহে কৃপাচার্য্য মহামতি।
সার কথা কহি শুন কুরু মহীপতি॥
কর্ণ সেনাপতি নহে দ্রোণ বিদ্যমান।
পৃথিবীতে বীর নাহি দ্রোণের সমান॥
একা মহারথী দ্রোণ পৃথিবী ভিতরে।
অর্দ্ধরথী বলি কহে কর্ণ ধনুর্দ্ধরে॥
অতএব দ্রোণে তুমি কর সেনাপতি।
শুনি হৃষ্ট হয়ে কহে গান্ধারী-সন্ততি॥
আজি সেনাপতি করি দ্রোণ মহারথী।
এত বলি দুর্য্যোধন চলে শীঘ্রগতি॥
কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
শকুনি দুর্ম্মুখ সঙ্গে চলিল সত্বর॥
আনন্দেতে দুর্য্যোধন সবারে লইয়া।
দ্রোণের নিকটে তবে উত্তরিল গিয়া॥
প্রণমিয়া কহিলেন রাজা দুর্য্যোধন।
অবধান কর গুরু মম নিবেদন॥
মহারথী দেখি ভীষ্মে কৈনু সেনাপতি।
উপরোধে না যুঝিল ভীষ্ম মহারথী॥
ভরসা কেবল আমি তব ভুজাশ্রিত।
শরণ পালন কর হয়ে কৃপান্বিত॥
সেনাপতি বিনা যুদ্ধ নাহি হয় জানি।
কৃপা করি সেনাপতি হবেন আপনি॥
যুধিষ্ঠিরে ধরি দেহ এই নিবেদন।
তোমা ভিন্ন তাঁরে ধরে নাহি হেন জন॥
দুর্য্যোধনে কাতর দেখিয়া গুরু দ্রোণ।
আশ্বাসিয়া কহিলেন শুন দুর্য্যোধন॥

সেনাপতি হৈব আমি করিব সমর।
কিন্তু এক কথা কহি তোমার গোচর॥
আমি সেনাপতি যদি হইব সমরে।
তবে বাণ না ধরিবে কর্ণ ধনুর্দ্ধরে॥
আমার নিয়ম এই শুন নরবর।
কহিলাম সত্য এই তোমার গোচর॥
যুধিষ্ঠিরে তবে আমি ধরিব নিশ্চয়।
কিন্তু যদি নাহি থাকে বীর ধনঞ্জয়॥
এত শুনি বলে তবে রাজা দুর্য্যোধন।
তোমার নিকটে কর্ণ না করিবে রণ॥
দ্রোণ বলে শুন রাজা আমার বচন।
চক্রব্যূহ করিয়া করিব মহারণ॥
দুর্য্যোধন শুনিয়া হইল হৃষ্টমতি।
অভিষেক করি দ্রোণে করে সেনাপতি॥
জয় জয় শব্দ হৈল কটকে ঘোষণা।
মহাশব্দে নানাবিধ বাজয়ে বাজনা॥
মহানাদে গর্জ্জন করয়ে সেনাগণ।
দেখিয়া আনন্দিত হইল দুর্য্যোধন॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস অপূর্ব্ব আখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবদিগের মন্ত্রণা।

হেথায় ধর্ম্মের পুত্র সহ ভ্রাতৃগণ।
কৃষ্ণ সনে বসি সবে আনন্দিত মন॥
দ্রুপদ বিরাট আর সাত্যকি সংহতি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন চেকিতান যুযুৎসু প্রভৃতি॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ দ্রৌপদীকুমার।
সভায় বসিয়া সবে করয়ে বিচার॥
হেনকালে দূত গিয়া কহিল সত্বর।
দ্রোণ সেনাপতি হৈল শুন নরবর॥
তোমারে ধরিয়া দিতে কৌরব বলিল।
ধরিব বলিয়া দ্রোণ প্রতিজ্ঞা করিল॥
ইহার বিধান শীঘ্র কর নৃপবর।
নিবেদন করি এই তোমার গোচর॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির আতঙ্ক পাইয়া।
কৃষ্ণ অগ্রে সব কথা নিবেদিল গিয়া॥
প্রতিজ্ঞা করিল দ্রোণ ধরিতে আমারে।
কিমতে পাইব রক্ষা কহ কৃষ্ণ মোরে॥
ভুবনে দুর্জ্জয় দ্রোণ বীর মহারথী।
প্রতিজ্ঞা খণ্ডায় তাঁর কেবা হেন কৃতী॥
হৃদয় কম্পিত মম খণ্ডে নাহি ভয়।
কি করি উপায় কহ কৃষ্ণ মহাশয়॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুনহ বচন।
কি শক্তি তোমারে ধরি লইবেক দ্রোণ॥
শত দ্রোণ হয়ে যদি আইসে সমরে।
তবু কি তাহার শক্তি ধরিবারে পারে॥
ব্রহ্মা যদি আপনি আসিয়া করে রণ।
তবু তব পরাজয় না হবে কখন॥
ভীম বলে মহারাজ কি ভয় তোমার।
তোমাকে ধরিবে হেন শক্তি আছে কার॥
সহদেব নকুলাদি যত যোদ্ধাগণ।
তোমারে রাখিবে সবে করিয়া যতন॥
কৃষ্ণ বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
ভীমে সেনাপতি করি তুমি কর রণ॥
মহাযোদ্ধা ভীমসেন হবে সেনাপতি।
সমরে অজেয় শক্তি অকাতর মতি॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির আনন্দিত মনে।
ভীমেরে অভিষেক করেন সেইক্ষণে॥
ভীমে সেনাপতি করে ধর্ম্মের নন্দন।
হরষিত হৈল তবে যত যোদ্ধাগণ॥
আনন্দেতে যোদ্ধাগণ করে জয়ধ্বনি।
বাদ্য কোলাহল শব্দে কিছুই না জানি॥
বাজিল দুন্দুভি শঙ্খ অতি সুললিত।
বীণা বাঁশী বাজে আর সুমধুর গীত॥
ভীম বলে মহারাজ শুনহ বচন।
কালি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রে করিব নিধন॥
এত শুনি হরষিত ধর্ম্মের নন্দন।
মহানন্দে গর্জ্জন করয়ে সেনাগণ॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খ কৃষ্ণ বাজান আপনে।
পৃথিবীর যত বাদ্য কৈল আচ্ছাদনে॥

হৃষ্টচিত্তে সর্ব্বজন বঞ্চিল রজনী।
প্রভাতে উঠিয়া সৈন্যে বলেন ফাল্গুনি ॥
রাজারে রাখিবে সবে করিয়া যতন।
কোনমতে ধরিতে না পারে যেন দ্রোণ ॥
হেথায় প্রভাতকালে রাজা দুর্য্যোধন।
দ্রোণে অগ্রে করি রণে আইল তখন ॥
রথ ছাড়ি গেল সবে ভীষ্মের সদন।
ভীষ্মেরে প্রণাম করে রাজা দুর্য্যোধন ॥
শরশয্যা শয়নে আছেন মহাবীরে।
দুর্য্যোধন কহিতে লাগিল ধীরে ধীরে ॥
আজ্ঞা কর পিতামহ প্রসন্ন বদনে।
সমর করিতে যাই পাণ্ডুপুত্র সনে ॥
সেনাপতি সমরেতে করিলাম গুরু।
কি ভয় আশ্রয় যার হেন কল্পতরু ॥
শুনি দুর্য্যোধন-বাক্য কুরুবংশপতি।
দুর্য্যোধনে বুঝাইল মধুর ভারতী ॥
আমি যাহা কহি তাহা শুন দুর্য্যোধন।
কদাচিৎ না লঙ্ঘিবে আমার বচন ॥
সকল মঙ্গল হবে অপার পৌরুষ।
পৃথিবী মধ্যে তব হইবে মহাযশ ॥
তোমা সবাকার হিত চিন্তি অনুক্ষণ।
এই হেতু তোমারে যে বলি দুর্য্যোধন ॥
আমার বচন তুমি না করিও আন।
কি কারণে ক্ষয় কর কৌরবসন্তান ॥
সৈন্য অপচয় মাত্র হবে ধনশেষ।
প্রজার পরম পীড়া নষ্ট হবে দেশ ॥
যুধিষ্ঠির রাজা দেখ ধর্ম্ম অবতার।
তার সহ কর তুমি প্রীতি ব্যবহার ॥
রাজ্য ধন কিছু তারে দেহ গিয়া তুমি।
যুধিষ্ঠিরে সম্মত করিয়া দিব আমি ॥
আমার বচন কভু না কর অন্যথা।
বংশ রক্ষা হেতু তোমা কহি হেন কথা ॥
নিরর্থক জ্ঞাতিগণে করিবে সংহার।
আপনি না বুঝ কেন করিয়া বিচার ॥
কহ আমি যুধিষ্ঠিরে আনি এইক্ষণ।
মম বাক্য না লঙ্ঘিবে ধর্ম্মের নন্দন ॥
ভীম ধনঞ্জয় দেখ মহাধনুর্দ্ধর।
তার সহ কোন্ জন করিবে সমর ॥
পাণ্ডব সহায় হন নিজে নারায়ণ।
তাঁর সহ বিরোধেতে জীবে কোন্ জন ॥
অতএব তাঁর সহ না করিহ রণ।
বংশরক্ষা হেতু কহি শুন দুর্য্যোধন ॥
প্রত্যয় না হয় যদি আমার বচনে।
আপনি জিজ্ঞাসা কর দ্রোণাচার্য্য স্থানে ॥
দ্রোণাচার্য্য বলে তুমি যে আজ্ঞা করিলে।
এমত করিলে থাকে সকলে কুশলে ॥
দেবতুল্য জানি আমি তোমার বচন।
যতেক কহিলে তুমি সবার কারণ ॥
দুর্য্যোধনে অনুক্ষণ বুঝাই বিস্তর।
নাহি শুনে দুর্য্যোধন করি অনাদর ॥
এত শুনি দুর্য্যোধন বলিল বচন।
অনুক্ষণ নিন্দা মোরে কর সর্ব্বজন ॥
অনুক্ষণ দোষ মোর দেখ তোমা সবে।
সবে মাত্র দেখিয়াছ নির্দ্দোষ পাণ্ডবে ॥
অবিরত কটুকথা প্রাণে নাহি সহে।
গুরুজন গঞ্জনাতে সদা তনু দহে ॥
বলে পারি ছলে পারি প্রকার বিশেষে।
নাশিব আপন শত্রু ভয় মোর কিসে ॥
মৃত্যু হতে কষ্ট ভাবি পাণ্ডবের বশ।
মরি যদি সমরে রহিবে তবু যশ ॥
ক্ষোভ না করিয়া ক্ষিতি করিলাম ভোগ।
এখন যে হয় কর্ম্ম দৈবের সংযোগ ॥
পণ করিয়াছি রণ আপনি বিচারি।
কদাচিৎ অন্যথা করিতে নাহি পারি ॥
এত বলি দুর্য্যোধন হয়ে দুঃখমতি।
কর্ণ দুঃশাসনে লয়ে চলে শীঘ্রগতি ॥
দেখিয়া গঙ্গার পুত্র হইল দুঃখিত।
দ্রোণেরে ডাকিয়া তবে বলিল বিহিত ॥
কালপ্রাপ্ত হইলেক বুঝি দুর্য্যোধন।
অতএব নাহি শুনে কাহারো বচন ॥
নিশ্চয় জানিনু হৈল কুরুকুল অন্ত।
দিন দুই চারি পরে মজিবে সমস্ত ॥

এত বলি ভীষ্মবীর নিঃশব্দে রহিল।
সৈন্য লয়ে দুর্য্যোধন রণস্থলে গেল॥
চক্রব্যূহ করিলেন দ্রোণ মহাশয়।
ভেদিতে বিষম ব্যূহ দৈবে সাধ্য নয়॥
রথে আরোহণ করি আইলেন বীর।
ভুবন-বিজয়ী দ্রোণ নির্ভয় শরীর॥
যুধিষ্ঠির দেখেন আইল দুর্য্যোধন।
হইলেন বাহির সহিত নারায়ণ॥
করিয়া মকর-ব্যূহ বীর ধনঞ্জয়।
রণে আইলেন সহ কৃষ্ণ মহাশয়॥
দুই সৈন্য কোলাহলে হৈল গণ্ডগোল।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র-কল্লোল॥
মুহুর্মুহু যোদ্ধাগণ ছাড়ে হুহুঙ্কার।
বজ্রের সমান শুনি ধনুক টঙ্কার॥
পদাতি পদাতি অগ্রে হইল সংগ্রাম।
গজে গজে যুদ্ধ হয় না করে বিশ্রাম॥
রথী রথী যুদ্ধ হয় বীর জনে জনে।
সংগ্রাম হইল ঘোর না যায় কথনে॥
দ্রোণ ধনঞ্জয়ে যুদ্ধ হয় অবিরাম।
সাত্যকি সহিত কর্ণ করেন সংগ্রাম॥
ভীম দুর্য্যোধনে যুদ্ধ অপূর্ব্ব হইল।
দেখি যোদ্ধাগণ সবে আশ্চর্য্য মানিল॥
নকুল সহিত যুদ্ধ করে দুঃশাসন।
সহদেব সহ শকুনির হৈল রণ॥
কৃপাচার্য্য সহ যুঝে পাঞ্চাল রাজন
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ অশ্বত্থামা করে রণ॥
মদ্রপতি সহ যুঝে চেকিতান বীর।
বিরাটের সহ যুঝে ভূপাল কাশীর
এইরূপে জনে জনে বাধিল সমর।
মানিল প্রমাদ দেখি স্বর্গের অমর॥
মহাবাতাঘাতে দেখি বৃক্ষ যেন পড়ে।
পড়িল অনেক সৈন্য রণস্থল যুড়ে॥
রুধিরে সাঁতারে নদী বহে পঞ্চধারে।
হইল প্রবল যুদ্ধ শেষেতে দ্বাপরে॥
জন্মেজয় বলে মুনি কহ আরবার।
সংক্ষেপে কহিলে কহ যারি গৈরিস্থারে॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দ্রোণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
যেইমতে যুদ্ধ করে সব রাজগণ॥
দ্রোণগুরু দেখি তবে বীর ধনঞ্জয়।
করপুটে প্রণমেন করিয়া বিনয়॥
অর্জ্জুন বলেন গুরু কহ বিবরণ।
যুধিষ্ঠিরে ধরিতে বলেন দুর্য্যোধন॥
এমত প্রতিজ্ঞা কেন করিলে আপনে।
আমি জীতে ধরিতে না পারিবে রাজনে॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য সহাস্য বদন।
অর্জ্জুনের প্রতি চাহি বলিল বচন॥
যুধিষ্ঠিরে আমি আজি ধরিব সমরে।
দেখি তুমি রক্ষা কর কেমন প্রকারে॥
দুর্য্যোধন রাজা হেতু করি মহারণ।
প্রতিজ্ঞা পালন আমি করিব সাধন॥
এত শুনি অর্জ্জুন বলেন আরবার।
যুধিষ্ঠিরে ধরিবেক এত শক্তি কার॥
এত শুনি হন গুরু ক্রোধে হুতাশন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ॥
শিষ্যস্নেহ উপরোধ আজি নাহি মনে।
সম্বর সংশয় আজি করাইব রণে॥
এত বলি এড়ে বাণ অগ্নি অবতার।
হাসিয়া সম্বরে তাহা ইন্দ্রের কুমার॥
দশ বাণ এড়ে গুরু পুরিয়া সন্ধান।
অর্দ্ধপথে অর্জ্জুন করেন খান খান॥
বাণ ব্যর্থ দেখি গুরু ক্রুদ্ধ অতিশয়।
গগন ছাইল তবে করি অস্ত্রময়॥
তবে ধনঞ্জয় বীর পুরিয়া সন্ধান।
নিমেষেকে নিবারেন আচার্য্যের বাণ॥
অর্জ্জুন এড়েন বাণ যেন যমদণ্ড।
দ্রোণের ধনু কাটি করেন খণ্ড খণ্ড॥

আর ধনু লয়ে দ্রোণ পূরিল সন্ধান।
অর্জ্জুন উপরে মারে হুতাশন বাণ॥
হইল সংগ্রাম স্থলে সব অগ্নিময়।
পলায় সকল সৈন্য রণে নাহি রয়॥
এড়িয়া বরুণ বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
নিমেষেকে নিবারেন ঘোর হুতাশন॥
প্রলয় কালেতে যেন মজাইতে সৃষ্টি।
মূষল ধারায় বরিষয়ে ঘোর বৃষ্টি॥
জলেতে হইল পূর্ণ সংগ্রামের স্থল।
শোষকাস্ত্রে নিবারিল দ্রোণ মহাবল॥
বায়ু অস্ত্রে সেনাগণে করিল অস্থির।
আকাশাস্ত্রে নিবারেন পার্থ মহাবীর॥
তবে অতি ক্রোধাবিষ্ট বীর ধনঞ্জয়।
চারি বাণে কাটিলেন তাঁর চারি হয়॥
চারি বাণে ধ্বজ কাটি করিলেন খণ্ড।
দুই বাণে কাটিলেন সারথির মুণ্ড॥
আর দশ বাণ তাঁর তারা হেন ছুটে।
আচার্য্যের বুকে অর্জ্জুনের বাণ ফুটে॥
বাণাঘাতে দ্রোণাচার্য্য হইল বিকল।
হাহাকার শব্দ করে যত কুরুদল॥
আর রথ আনি তবে দ্রোণেরে লইল।
রথ লয়ে সারথি সত্বর পলাইল॥
দ্রোণ ভঙ্গ দেখি তবে পার্থ মহাবীর।
বাণবৃষ্টি করি সৈন্যে করয়ে অস্থির॥
ভীম দুর্য্যোধন দোঁহে হইল সমর।
সব যোদ্ধাগণ দেখে থাকিয়া অন্তর॥
গদাযুদ্ধ করে দোঁহে দোঁহে গদাধর।
হুহুঙ্কার শব্দ ছাড়ে মহাভয়ঙ্কর
বায়ুর সমান গদা ফিরায় মস্তকে।
মহাক্রোধে দুইজন প্রহারে দোঁহাকে॥
জর্জ্জর হইল দোঁহে পাইয়া প্রহার।
নিস্তেজ হইল ধৃতরাষ্ট্রের কুমার॥
যুদ্ধ ত্যজি দুর্য্যোধন পলাইয়া যায়।
বৃকোদর বীর তার পাছে পাছে ধায়॥
দেখি তবে আইল যতেক যোদ্ধাগণ।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ॥

গদা লয়ে বৃকোদর বায়ুবেগে ধায়।
রথ গজ চূর্ণ করে সম্মুখে যা পায়॥
তবে দুর্য্যোধন বীর হইয়া কাতর।
যুঝিবারে দিল দশ সহস্র কুঞ্জর॥
হস্তিগণে লয়ে যায় মাহুত প্রভৃতি।
ভীমের উপরে যে আইল শীঘ্রগতি॥
কুঞ্জর দেখিয়া বীর হরিষ অন্তর।
রথ এড়ি গদা লয়ে ধাইল সত্বর॥
ছাগলের পাল দেখি ব্যাঘ্র যেন ধায়।
শত শত হস্তী বীর মারে এক ঘায়॥
প্রহারে প্রহারে গদা আধা হয় খণ্ড।
তাহা ফেলাইয়া বীর ধরে করিশুণ্ড॥
অন্তরীক্ষে ভ্রমাইয়া ফেলায় কুঞ্জরে।
স্থির বায়ু মধ্যে রহে গগন উপরে॥
ফেলাইয়া ভগ্ন গদা শূন্য হৈল কর।
শূন্যকরে যুদ্ধ করে বীর বৃকোদর॥
হস্তীর উপরে হস্তী মারে ফেলাইয়া।
হস্তী হস্তী চাপনে পড়িল চূর্ণ হৈয়া॥
শূন্যহস্তে ভীম বীর যুঝে রণমাঝে।
হেন বীর নাহি কেহ ভীমসেনে যুঝে॥
মহাক্রোধে বৃকোদর হৈল ভয়ঙ্কর।
অবিলম্বে মারে দশ সহস্র কুঞ্জর॥
রণমধ্যে বৃকোদর নিরস্ত্র হইল।
দেখিয়া সূর্য্যের পুত্র অগ্রেতে ধাইল॥
নানা অস্ত্র প্রহারয়ে ভীমের উপর।
কর্ণেরে দেখিয়া ধায় বীর বৃকোদর॥
মুষ্ট্যাঘাতে মারিল রথের চারি হয়।
এক চড়ে সারথিরে দিল যমালয়॥
মহাক্রোধে লাথি মারে রথের উপরে।
চূর্ণ হয়ে রথ পড়ে সংগ্রাম ভিতরে॥
রথ চূর্ণ দেখি পলাইল কর্ণবীর।
ভীমের সম্মুখে আর কেহ নহে স্থির॥
শূন্যহস্তে বৃকোদর সংগ্রাম ভিতর।
রথ তুলি মারে আর রথের উপর॥
যেই দিকে বৃকোদর ক্রোধদৃষ্টে চায়।
হয় হস্তী রথ পত্তি সকল পলায়॥

ভারত যুদ্ধের কথা কে বর্ণিতে পারে
অদ্ভুত দেখিয়া দেবগণ কাঁপে ডরে ॥
হেনকালে অস্ত গেল দেব দিবাকর।
কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার ঘর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অর্জ্জুনের সহিত দুর্য্যোধনের ক্রমশ যুদ্ধ।

পরদিন প্রভাতেতে যত বীরগণ।
সসৈন্যে চলিল সবে করিবারে রণ ॥
যোদ্ধাগণ চলিল চড়িয়া দিব্যরথে ;
গজ বাজী পদাতিক চলে যূথে যূথে ॥
অশ্বে অশ্বে গজে গজে মহাযুদ্ধ করে।
অশ্বে আসোয়ার যুঝে নানা অস্ত্র ধরে ॥
হেনকালে ধনঞ্জয় কৃষ্ণে আগে করি।
রণস্থলে আইলেন হস্তে ধনু ধরি ॥
গগন ছাইয়া বীর এড়িলেন বাণ।
কোটী কোটী সেনাগণ ত্যজিলেক প্রাণ ॥
ক্রোধেতে অর্জ্জুন যেন দীপ্ত হুতাশন।
প্রাণ লয়ে পলাইয়া যায় সেনাগণ ॥
সৈন্যভঙ্গ দেখি তবে রাজা দুর্য্যোধন।
ক্রোধমনে রথে চড়ি করিল গমন ॥
অর্জ্জুন উপরে মারে পূরিয়া সন্ধান।
একেবারে প্রহারিল দশ গোটা বাণ ॥
অর্দ্ধপথে ধনঞ্জয় করি খান খান।
ছয় বাণ মারিলেন পূরিয়া সন্ধান ॥
দুই বাণে কাটিলেন ধ্বজ মনোহর।
চারি বাণে অশ্বগণ গেল যমঘর ॥
দুই বাণ এড়িলেন যেন যমদণ্ড।
সারথির মাথা কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড ॥
নিরখিয়া দুর্য্যোধন কুপিত অন্তর।
রথ এড়ি গদা লয়ে ধাইল সত্বর ॥
গদা ফেলি মারিলেন অর্জ্জুনের রথে।
দারুণ প্রহারে রথ লাগিল কাঁপিতে ॥
কোপেতে অর্জ্জুন যেন অনল সমান।
দুর্য্যোধনে প্রহার করিল শত বাণ ॥
বাণাঘাতে দুর্য্যোধন মহাকম্পমান।
বেগে পলাইয়া যায় লইয়া পরাণ ॥
বাণাঘাতে ব্যথিত হইল দুর্য্যোধন।
রথ লয়ে সারথি যোগায় সেইক্ষণ ॥
রথে চড়ি পলাইয়া যায় দুর্য্যোধন।
দেখি ক্রোধে আগুসরে দ্রোণের নন্দন ॥
ধনঞ্জয় অশ্বত্থামা হয় মহারণ।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যত যোদ্ধাগণ ॥
সন্ধান পূরিয়া অশ্বত্থামা মারে বাণ।
অর্দ্ধপথে পার্থ কারলেন খান খান ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর ক্রোধে হুতাশন।
দ্রৌণির উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
বৃষ্টিধারাবৎ বাণ করেন ক্ষেপণ।
নিমেষেকে নিবারিল দ্রোণের নন্দন ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি তবে বীর ধনঞ্জয়।
মহাকোপে পুনশ্চ করেন অস্ত্রময় ॥
বাণাঘাতে অশ্বত্থামা ব্যথিত হইল।
মূর্চ্ছিত হইয়া বীর রথেতে পড়িল ॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
পলাইয়া গেল অশ্বত্থামা যোদ্ধাপতি ॥
তবে দুঃশাসন বীর দেখি বৃকোদরে।
হস্তীর উপরে চড়ি আসিল সত্বরে ॥
দুঃশাসনে দেখি কোপে বলে ভীমবীর।
গদাঘাতে আজি তব লোটাব শরীর ॥
দ্রৌপদীর মানস করিব আজি পূর্ণ।
এত বলি গদা লয়ে ধায় অতি তূর্ণ ॥
হস্তীর উপরে গদা করিল ক্ষেপণ।
পৃথিবীতে দন্ত দিয়া পড়িল বারণ ॥
হস্তী যদি পড়িল পলায় দুঃশাসন।
সৈন্যের মধ্যেতে পশি রাখিল জীবন ॥
তবে বৃকোদর বীর ক্রোধে হুতাশন।
গদার প্রহারে মারে রথ রথিগণ ॥
তবে অশ্বত্থামা বীর ধায় শীঘ্রগতি।
যুদ্ধ করিবারে বাঞ্ছা ভীমের সংহতি ॥

অশ্বত্থামা দেখি বীর চড়ে নিজ রথে।
ভয়ঙ্কর ধনুক তুলিয়া নিল হাতে॥
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহার উপর।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে হইল জর্জ্জর॥
কোপে অশ্বত্থামা বীর পরিঘ লইয়া।
মারিলেন বৃকোদরে ক্রোধিত হইয়া॥
অচেতন হৈল বীর পরিঘের ঘায়।
রথের উপরে বীর পড়ি গেল ঠায়॥
কতক্ষণে চেতন পাইয়া বৃকোদর।
মহাকোপে উঠিলেন কম্পিত অধর॥
গদা ফেলি মারিলেন রথের উপর।
চূর্ণ হৈল রথখান দেখি লাগে ডর॥
সেইক্ষণে আর রথ যোগায় সারথি।
তাহাতে চড়িয়া অশ্বত্থামা মহামতি॥
ভীমের উপরে বীর এড়ে যত বাণ।
কাটি পাড়ে ভীম তাহা করি খান খান॥
অতি ক্রোধে বৃকোদর জ্বলন্ত অনল।
রথ এড়ি গদা লয়ে ধায় মহাবল॥
রথের উপরে মারে দোহাতিয়া বাড়ি।
চূর্ণ হৈল রথখান যায় গড়াগড়ি॥
লাফ দিয়া অশ্বত্থামা পলাইয়া যায়।
দেখি বৃকোদর বীর পাছে পাছে ধায়॥
হেনকালে কর্ণ বীর হৈল আগুয়ান।
ভীমের উপরে মারে চোখ চোখ বাণ॥
বাণাঘাতে বৃকোদর হইল বিবর্ণ।
কর্ণেরে এড়েন বাণ পূরিয়া আকর্ণ॥
যত বাণ এড়ে ভীম কর্ণ ফেলে কাটি।
রথ এড়ি ধায় বীর মহাক্রোধে ফাটি॥
গদা হাতে করি ক্রোধে ধায় মহাশূর।
গদা মারি অশ্ব রথ করিলেন চুর॥
লাফ দিয়া কর্ণবীর যায় পলাইয়া।
শীঘ্রগতি আর রথে চড়িলেন গিয়া॥
কর্ণ পলাইয়া গেল দেখি বৃকোদর।
আপনার রথে গিয়া চড়িল সত্বর॥
বাণবৃষ্টি করে বীর সৈন্যের ভিতর।
বাণেতে সকল সৈন্য করিল জর্জ্জর॥
হেথায় সংগ্রাম করি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কোটী কোটী সৈন্য কাটিলেন নিরন্তর॥
অর্জ্জুনের বাণে স্থির নহে সেনাগণ।
দেখিয়া ব্যাকুল হৈল রাজা দুর্য্যোধন॥
দ্রোণেরে ডাকিয়া তবে বলিল বচন।
দেখ গুরু সৈন্য সব হইল নিধন॥
সেনাপতি তোমা করিলাম করি আশ।
যুধিষ্ঠিরে ধরি দিবে করিলে আশ্বাস॥
আজিকার যুদ্ধে গুরু না দেখি নিস্তার।
ভীম ধনঞ্জয় করে সকল সংহার॥
সেনাপতি করিতাম যদ্যপি কর্ণেরে।
এত দিনে কর্ণ ধরি দিত যুধিষ্ঠিরে॥
মহারথী দেখি তোমা কৈনু সেনাপতি।
উপরোধে না যুঝহ বুঝি তব মতি॥
তোমার শিক্ষিত অস্ত্র অর্জ্জুন ধরিয়ে।
তব অগ্রে মারে সেনা দেখিছ দাণ্ডায়ে॥
এতেক শুনিয়া গুরু ক্রোধে হুতাশন।
ডাকিয়া বলিল তবে শুন দুর্য্যোধন॥
পূর্ব্বে ইহা তোমা আমি কহিনু আপনে।
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আমি কিবা কাজ রণে॥
সেনাপতি-যোগ্য আমি না হই কখন।
আমার এ সব কার্য্যে নাহি প্রয়োজন॥
এত বলি ডাকিলেন আপন নন্দনে।
ক্রোধ করি যায় দ্রোণ উপেক্ষিয়া রণে॥
তবে দুর্য্যোধন বীর শকুনি লইয়া।
আগু হয়ে গুরুপদে পড়িল আসিয়া॥
শকুনি বলিল গুরু কর অবধান।
প্রীতিভাবে দুর্য্যোধন করে অভিমান॥
তুমি যদি উপেক্ষিয়া চলিলে ভবনে।
আজ্ঞা কর দুর্য্যোধন রাজা যাক বনে॥
তোমা বিনা যুদ্ধ করে নাহি হেন জন।
তোমার আশ্বাসে সদা থাকে দুর্য্যোধন॥
এত শুনি গুরু হাসি হইল সদয়।
দুর্য্যোধন-দুঃখ দেখি ব্যথিত হৃদয়॥
দ্রোণ বলে কহিলাম পূর্ব্বেতে তোমারে।
পার্থ না থাকিলে ধরি দিব যুধিষ্ঠিরে॥

অর্জ্জুন সম্মুখে যুঝে নাহি হেন বীর।
যার বাণে যোদ্ধাগণ কেহ নহে স্থির ॥
এক যুক্তি ভাবিয়াছি শুন দুর্য্যোধন।
তবে যে ধরিতে পারি ধর্ম্মের নন্দন ॥
না থাকিলে ধনঞ্জয় সমর করিয়া।
তবে ধরি দিতে পারি রাজারে বান্ধিয়া ॥
এতেক কহিতে হৈল সন্ধ্যার সময়।
কৌরব পাণ্ডব গেল আপন আলয় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দ্রোণের প্রতি দুর্য্যোধনের খেদোক্তি ও নারায়ণী সেনার যুদ্ধারম্ভ।

শিবিরেতে গেল তবে রাজা দুর্য্যোধন।
অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বিরস বদন ॥
কহিলেন গুরু-অগ্রে করিয়া রোদন।
কিরূপে আমার গুরু হইবে তারণ ॥
কি প্রকারে জিনি উপায় বলহ তুমি।
কেবল ভরসা তব করিতেছি আমি ॥
দ্রোণ বলে শুন আমি কহি যে বচন।
তবে যুধিষ্ঠিরে ধরি শুন দুর্য্যোধন ॥
নারায়ণী সেনা দেখ যুদ্ধে বড় কৃতী।
তাহার সহায় আছে সুশর্ম্মা নৃপতি ॥
অর্জ্জুনের সহ তারা করুক সমর।
তবে যে ধরিতে পারি ধর্ম্মের কোঙর ॥
এত শুনি আনন্দিত হইল রাজন।
সেইক্ষণে ডাকি আনে সংশপ্তকগণ ॥
ত্রিগর্ত্ত রাজাকে আনি বলিল বচন।
আমার বচন শুন সুশর্ম্মা রাজন ॥
নারায়ণী সেনামধ্যে হও সেনাপতি।
অর্জ্জুনের সহ যুদ্ধ কর মহামতি ॥
সসৈন্যে উত্তরদিকে তুমি চলি যাহ।
অর্জ্জুনের সনে গিয়া সমর করহ ॥
সুশর্ম্মা বলেন শুন আমার বচন।
আজি অর্জ্জুনেরে আমি করিব নিধন ॥

নারায়ণী সেনা দেখ যমের সমান।
পৃথিবীর মাঝে যার অব্যর্থ সন্ধান ॥
এ সব লইয়া আমি করি গিয়া রণ।
জানিহ পার্থের তবে নিশ্চয় মরণ ॥
এতেক বলিয়া গর্জ্জে যত সৈন্যগণ।
শুনি দুর্য্যোধন হৈল উল্লাসিত মন ॥
নারায়ণী সেনামধ্যে শ্রেষ্ঠ সপ্তরথী।
তার মধ্যে সুশর্ম্মা হইল সেনাপতি ॥
আনন্দিত মনে সবে রজনী বাঞ্চল।
প্রভাতে উঠিয়া কুরুক্ষেত্রেতে চলিল ॥
অর্জ্জুনের রথে তবে সাজিলেন হরি।
আইলা পাণ্ডবগণ কৃষ্ণে অগ্রে করি ॥
অর্জ্জুনের প্রতি বলে সংশপ্তকগণ।
আজি ধনঞ্জয় তুমি মোরে দেহ রণ ॥
করিব তোমারে আজি অবশ্য সংহার।
এই করিলাম আজি সত্য অঙ্গীকার ॥
এতেক শুনিয়া হাসি ইন্দ্রের নন্দন।
সংশপ্তক সহ যান করিবারে রণ ॥
রণেতে প্রচণ্ড বড় সংশপ্তকগণ।
অদ্ভুত করয়ে রণ নাহি নিবারণ ॥
কর্ণ দুর্য্যোধন দেখি আনন্দিত মন।
হাসিয়া বলিল তবে মিহির নন্দন ॥
বুঝিতে না পারি কিছু বিধাতার ইচ্ছা।
করিলাম যে প্রতিজ্ঞা সে হইল মিছা ॥
অর্জ্জুনে বধিব আমি আছে অঙ্গীকার।
পড়িয়া সংশপ্ত হাতে হইবে সংহার ॥
হরষিত হয়ে বড় রাজা ত্বরা করি।
কহিতে লাগিল গিয়া গুরু বরাবরি ॥
তোমার ভারতী গুরু মস্তক-ভূষণ।
একান্ত আমার তুমি জানিনু এখন ॥
দেখিলাম সংশপ্তকগণের সমর।
সংগ্রামে কেবল তারা শমন দোসর ॥
অর্জ্জুন বাহুড়ে রণে না বুঝি এমন।
নিশ্চয় সংশপ্ত হাতে হইবে নিধন ॥
আমার সহায় শত ভাই কর্ণ রথী।
দ্রোণাচার্য্য অশ্বত্থামা মাতুল সুমতি ॥

বেড়িয়া বধিব ভীমে ভয় তার কিসে।
যুধিষ্ঠিরে গিয়া গুরু ধর অনায়াসে॥
দ্রোণ বলে কর আজি সকলে সংগ্রাম।
আজি ঘুচাইব রণে পাণ্ডবের নাম॥
অপূর্ব্ব করিব ব্যূহ অদ্ভুত মানুষে।
ব্যূহ করি সবাকারে মারিব নিঃশেষে॥
আজি যে ধরিব আমি ধর্ম্ম নৃপবরে।
আমার প্রতিজ্ঞা এই সবার গোচরে॥
চক্রব্যূহ করে তবে অদ্ভুত মানুষে।
মন্ত্রেতে পূর্ণিত করি অস্ত্র চারিপাশে॥
ব্যূহমুখে জয়দ্রথ রহে সাবধানে।
মহারথী মধ্যে যারে করিয়া গণনে॥
বহু রথ রথী হস্তী অশ্ব সেনাগণ।
চক্রব্যূহ দ্বারদেশে রহে সর্ব্বজন॥
তাহার পশ্চাতে রহে দ্রোণ মহাশয়।
দুই পার্শ্বে অশ্বত্থামা সূর্য্যের তনয়॥
স্থানে স্থানে রাখে দ্রোণ মহাবীরগণ।
ব্যূহমধ্যে ভ্রাতৃসহ রাজা দুর্য্যোধন॥
পশ্চাতে রহিল কৃপ শল্য ভগদত্ত।
সবে মহাপরাক্রমী রণে মহামত্ত॥
দেবের অজিত ব্যূহ সৈন্য সমাবেশ।
সাহস না হয় কারো করিতে প্রবেশ॥
দুই দলে মহাযুদ্ধ হয় গালাগালি।
সৈন্যে সৈন্যে সমর বাধিল রণস্থলী॥
চক্রব্যূহ করি দ্রোণ করে মহারণ।
নিমেষেকে নিপাতিল যত সৈন্যগণ॥
দ্রোণের বিক্রমে সেনাগণ নহে স্থির।
সম্মুখ হইয়া যুঝে নাহি হেন বীর॥
সংশপ্তকে রহিলেন পার্থ মহামতি।
কোথা সেনা বিনাশেন দ্রোণ যোদ্ধাপতি॥
একেশ্বর বৃকোদর করি প্রাণপণ।
নিবারণ করে আর যত যোদ্ধাগণ॥
যুধিষ্ঠিরে ধরিবারে যান দ্রোণ বীর।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু নির্ভয় শরীর॥
যুধিষ্ঠির উপরে করেন শরবৃষ্টি।
বাণে অন্ধকার হৈল নাহি চলে

মুহূর্ত্তেকে যুধিষ্ঠির করিয়া সমর।
সহিতে না পারি বড় হইল ফাঁফর॥
দশ বাণ এড়ে দ্রোণ রথের উপর।
দুই বাণে কাটি পাড়ে ধ্বজ মনোহর॥
চারি বাণে কাটি পাড়ে সারথির মুণ্ড।
চারি বাণে চারি অশ্বে করিলেন খণ্ড॥
অচল হইল রথ দেখি দ্রোণ বীর।
ধরিবারে যায় তবে রাজা যুধিষ্ঠির॥
রাজার সঙ্কট দেখি ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
আগুলিল দ্রোণে আসি নির্ভয় শরীর॥
দ্রোণের উপরে এড়িলেন অস্ত্রগণ।
গগন ছাইল বাণে না দেখি তপন॥
অস্ত্রাঘাতে যুধিষ্ঠির হইয়া কম্পিত।
নকুলের রথে গিয়া চড়েন ত্বরিত॥
দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নে হয় অতি ঘোর রণ।
দূরেতে থাকিয়া তাহা দেখিল রাজন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বাণ এড়ে তারা যেন ছুটে।
দ্রোণের ধনুক বীর চারি বাণে কাটে॥
আর দুই বাণ বীর এড়ে আচম্বিতে।
ধনুক কাটিয়া ফেলে দ্রোণের অগ্রেতে॥
আর ধনু লয়ে দ্রোণ গুণ দিয়া টানে।
সেই ধনু ধৃষ্টদ্যুম্ন কাটে এক বাণে॥
পুনরপি ধৃষ্টদ্যুম্ন এড়ে দশ বাণ।
দ্রোণের কবচ কাটি করে খান খান॥
আর দশ অস্ত্র বীর এড়িল ত্বরিত।
অস্ত্রাঘাতে দ্রোণাচার্য্য হইল মূর্চ্ছিত॥
দেখিয়া কৌরবগণ বিলাপ করিল।
পাণ্ডবের দলে তবে আনন্দ হইল॥
তবে কতক্ষণে দ্রোণ পাইল চেতন।
লাজে ভরদ্বাজ পুত্র মলিন বদন॥
ক্রোধে ধনু লয়ে এড়ে দিব্য অস্ত্রগণ।
নিবারয়ে বাণে বাণ পাঞ্চাল-নন্দন॥
তবে মহাকোপে দ্রোণ হৈল কম্পমান।
একেবারে প্রহারিল তীক্ষ্ণ দশ বাণ॥
বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন হইল মূর্চ্ছিত।
কবচ ভেদিয়া অঙ্গে বহিছে শোণিত॥

রথেতে পড়িল বীর হইয়া অজ্ঞান।
রথ লৈয়া সারথি হইল পাছুয়ান॥
মূর্চ্ছা ত্যজি উঠি বীর দেখে পলায়ন।
সারথিরে নিন্দা করি বলেন বচন॥
সম্মুখ সংগ্রামে মোর ফিরাইলে রথ।
দ্রোণ কি বলিষ্ঠ আমি নহি কি সেমত॥
এইক্ষণে দ্রোণে আমি বিনাশিব রণে।
শীঘ্র রথ লহ শুন দ্রোণ বিদ্যমানে॥
শুনিয়া সারথি রথ ফিরাইল বেগে।
অবিলম্বে নিল রথ দ্রোণাচার্য্য আগে॥
পুনঃ মুখামুখি দোঁহে হইল সমর।
দোঁহাকার বাণ গিয়া ঢাকিল অম্বর॥
মহাপরাক্রম দ্রোণ নানা অস্ত্র জানে।
ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু কাটেন দুই বাণে॥
ধনু যদি কাটা গেল অন্য ধনু লয়।
সেই ধনু কাটি পাড়ে দ্রোণ মহাশয়॥
যত ধনু লয় বীর কাটে পুনঃ পুনঃ।
ক্রোধে শেল হাতে নিল দ্রুপদ-নন্দন॥
হাঁকারিয়া শেলপাট এড়ে বাহুবলে।
যতদূর যায় শেল ততদূর জ্বলে॥
শেলপাট দেখি দ্রোণ এড়ে দিব্য বাণ।
পাঁচ বাণে শেলপাট করে খান খান॥
শেল যদি কাটা গেল দ্রুপদ-কুমার।
চিন্তিয়া ভাবেন মনে সকলি অসার॥
লাফ দিয়া ভূমে পড়ে লয়ে অসি ঢাল।
সম্মুখে পড়িয়া তবে বলে ভাল ভাল॥
ভাঙারি কাটিয়া বীর উঠে দ্রোণ রথে।
চারি অশ্ব কাটিলেন অতি শীঘ্রহস্তে॥
সারথি কাটিয়া দ্রোণে কাটিবারে যায়।
চমৎকার সর্ব্বলোকে একদৃষ্টে চায়॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ গুরু করিয়া সন্ধান।
অসি চর্ম্ম কাটি তার করে খান খান॥
আর দশ বাণ গুরু মারে বায়ুবেগে।
দশ বাণ ধৃষ্টদ্যুম্ন হৃদয়েতে লাগে॥
বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন হইল মূর্চ্ছিত।
ভূমেতে পড়িল বীর নাহিক সম্বিত॥

ধৃষ্টদ্যুম্নে বিমুখ দেখিয়া সর্ব্বজন।
দ্রোণপরি করিলেন বাণ বরিষণ॥
তবে মহাক্রোধে দ্রোণ এড়ে দিব্য বাণ।
হয় হস্তী পদাতিক করে খান খান॥
এতেক দেখিয়া তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
মহাভয়যুক্ত আর কম্পিত শরীর॥
চক্রব্যূহ করি দ্রোণ করে মহারণ।
পার্থ বিনা ব্যূহ ভাঙ্গে নাহি হেন জন॥
হেনকালে মনেতে পড়িল আচম্বিত।
অভিমন্যু মহাবীরে ডাকেন ত্বরিত॥
আইলেন অভিমন্যু রাজার আদেশে।
ভূমিষ্ঠ হইয়া বীর রাজারে সম্ভাষে॥
ধর্ম্ম বলিলেন পুত্র শুনহ বচন।
ব্যূহ ভেদিবারে তুমি জান প্রকরণ॥
অভিমন্যু বলে রাজা করি নিবেদন।
প্রবেশ জানি যে আমি না জানি নির্গম॥
যেইকালে ছিনু আমি জননী-জঠরে।
তাহার বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচরে॥
পিতা মম জিজ্ঞাসিল গোবিন্দের স্থান।
ব্যূহ ভেদিবারে মোরে কহ যে বিধান॥
এত শুনি নারায়ণ ভূমিতে আঁকিয়া।
প্রত্যক্ষ বৃত্তান্ত সব দিলেন কহিয়া॥
হেনকালে জননী জিজ্ঞাসে সেইক্ষণ।
প্রবেশ জানিনু কহ নির্গম কারণ॥
এত যদি মাতা জিজ্ঞাসিলেন পিতারে।
নির্গম কারণ নাহি কহিল মায়েরে॥
নির্গম না জানি আমি জানাই তোমারে।
তবে করি যাহা আজ্ঞা করিবে আমারে॥
শ্রীধর্ম্ম বলেন পুত্র শুনহ কারণ।
তোমার পশ্চাতে যাবে যত যোদ্ধাগণ॥
ব্যূহ ভেদি মার পুত্র দ্রোণ ধনুর্দ্ধর।
তোমার বিক্রম যত আমাতে গোচর॥
তোমার পশ্চাতে যাবে ভীম আদি করি।
সত্বর আইস পুত্র দ্রোণেরে সংহারি॥
এত বলি শিরে রাজা করেন চুম্বন।
প্রশংসিয়া ঘন ঘন দেন আলিঙ্গন॥

রাজাকে কহিল বীর না করিহ ভয়।
করিব সমরে আজি রিপুগণ জয়॥
আজি যুদ্ধে বিনাশিব দ্রোণ ধনুর্দ্ধরে।
দ্রোণে না মারিয়া আমি না আসিব ঘরে
এত বলি যুঝিতে চলিল বীরবর।
সুমন্ত্রকে বলে রথ সাজাহ সত্বর॥
এতেক শুনিয়া তবে সুমন্ত্র সত্বর।
তুলিল বহুল অস্ত্র রথের [illegible]॥
জাঠি শেল ঝকড়া যে যম [illegible] মুদ্গর
শক্তি ভিন্দিপাল [illegible] তোমর॥
মহাদর্প করি উঠে রথের [illegible]
ব্যূহ ভেদিবারে যায় পার্থ [illegible]র
ভীম আদি করি [illegible]ন।
তাহার পশ্চাতে [illegible]গণ॥
ব্যূহ প্রবেশি [illegible]য়।
নানা অস্ত্র সৈন্য [illegible]
ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ [illegible]র উপর
মার মার বলি ডাকে [illegible]॥
এক গোটা বাণ [illegible]নে।
দশগোটা বাণ হয় [illegible]॥
গমনে শতেক হয় সহস্র [illegible]
এইমত পুনঃ পুনঃ এড়ে [illegible]
পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে [illegible]নদী।
কুরুসৈন্য রক্তে স্নান [illegible]॥
ভীম আদি করিয়া যতেক [illegible]।
ব্যূহমুখে গিয়া সবে করে [illegible]রণ॥
জয়দ্রথ ব্যূহ রক্ষা করে প্রাণপণে।
না দেয় দুয়ার ছাড়ি অন্য বীরগণে॥
জয়দ্রথ যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর।
সর্ব্ব বীরে বিমুখ করিল একেশ্বর॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস অভিমন্যু-বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

অভিমন্যুর যুদ্ধারম্ভ।

ব্যূহ প্রবেশিল বলে অভিমন্যু বীর।
ভীম আদি যোদ্ধাগণ হইল অস্থির॥
নাহি দিল জয়দ্রথ প্রবেশিতে পথ।
চিন্তাকুল হৈল বড় পাড়িল বিপদ॥
ব্যূহ ভেদি গেল পুত্র নিজ বীরপণে।
তাহাতে কহিল শুনি নির্গম না জানে॥
জানিয়া সমূহ সৈন্য মাঝে গেল রণে।
সঙ্কটে পড়িলে রক্ষা পাইবে কেমনে॥
হেথা না দেখিয়া বীর সৈন্য নিজ পাশ।
জানিল নিশ্চয় বিধি করিল নিরাশ॥
উপায় কি আছে আর অপারের সিন্ধু।
পড়িয়াছি পার নাহি বিনা বিধি বন্ধু॥
এত বলি সাহস করিল মহাবীর।
বাণবৃষ্টি করি সৈন্যে করিল অস্থির॥
একা রণে অভিমন্যু করে মহামার।
দেখিয়া কৌরবগণ করে হাহাকার॥
চৌদিকে বেষ্টিত যত কুরুসৈন্যচয়।
পিঞ্জর মধ্যেতে যেন পোষা-পাখী রয়॥
না জানে বালক সেই নির্গমের সন্ধি।
মীন যেন পড়িল হইয়া জালে বন্দী॥
তথাপি অভয় ধনু লইলেন হাতে।
শাসিত করিয়া সৈন্য ভ্রমে এক-রথে॥
মাহুত মাতঙ্গ পড়ে তুরঙ্গ বহুক।
কোটি কোটি সৈন্য মারে সংগ্রামে অদ্ভুত
একমাত্র ধনুকের গুণে পঞ্চবাণ।
না পারে সম্মুখে কেহ করিতে সন্ধান॥
কুমারের প্রতাপ দেখিয়া কুরুগণ।
চিন্তাকুল দুর্য্যোধন বিষণ্ণবদন॥
হেনকালে উলূক দুঃশাসনের নন্দন।
অভিমন্যু সহ গেল করিবারে রণ॥
আইল সমর হেতু অভিমন্যু সঙ্গ।
ইচ্ছিল পড়িতে যেন পাবকে পতঙ্গ॥
দেখিয়া আর্জ্জুনি কোপে অনল সমান।
গালি দিয়া বলে তুই বড়ই অজ্ঞান॥
কে দিল কুবুদ্ধি তোরে হৈল ব্রহ্মশাপ
এই দণ্ডে দেখাইব আমার প্রতাপ॥
ত্যজ আশা কর বাসা শমনের ঘরে।
বিলম্ব না হবে এই পাঠাই তোমারে॥

এত বলি ইঙ্গিত করিয়া এড়ে বাণ।
তাহার বিক্রমে উলূকের উড়ে প্রাণ॥
একবাণে ধ্বজ কাটি করে খণ্ড খণ্ড।
আর দুই বাণে পাড়ে সারথির মুণ্ড॥
চারি বাণে কাটিল রথের চারি হয়।
দুই বাণে উলূকেরে দিল যমালয়॥
উলূক পড়িল যদি লাগে চমৎকার।
কৌরবের যোদ্ধাগণ করে হাহাকার॥
বহু বিলাপ করি কান্দেন দুঃশাসন।
এক যোদ্ধাপতি মম উলূক নন্দন॥
সর্ব্বশূন্য দেখি আমি তোমার বিহনে।
গৃহে না যাইব আমি যাইব কাননে॥
তবে বৃষকেতু বীর কর্ণের নন্দন।
আর্জ্জুনি সহিত গেল করিবারে রণ॥
করিয়া অনেক দর্প বৃষকেতু বীর।
এক রথে যায় তবে নির্ভয় শরীর॥
অভিমন্যু সহ তবে করে মহারণ।
দেখি কোপে জ্বলে বীর পার্থের নন্দন॥
কাটিল রথের ধ্বজ মারি দুই বাণ।
চারি বাণে চারি অশ্ব করে খান খান॥
আর দুই বাণ বীর এড়ে আচম্বিতে।
সারথির মাথা কাটি পাড়িল ভূমিতে॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ এড়ে অর্জ্জুন-কুমার।
এক ঘায়ে বৃষকেতু গেল যমাগার॥
পুত্রের মরণ দেখি কর্ণ মহাবীর।
ক্রোধেতে পূর্ণিত অঙ্গ হইল অস্থির॥
বহু বিলাপিয়া কর্ণ সূর্য্যের নন্দন।
মহাকোপে গেল তবে করিবারে রণ॥
বাছিয়া বাছিয়া কর্ণ এড়ে অস্ত্রগণ।
বাণ ব্যর্থ করে বীর অর্জ্জুন-নন্দন॥
তবে কোপে অভিমন্যু এড়ে দশ বাণ।
কর্ণের কবচ কাটি করে খান খান॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া কর্ণ রথেতে পড়িল॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
পলাইয়া গেল তবে কর্ণ যোদ্ধাপতি॥

তবেত লক্ষ্মণ দুর্য্যোধনের নন্দন।
অভিমন্যু সহ গেল করিবারে রণ॥
যেইক্ষণে আগু হৈল ভানুমতী-সুত।
অভিমন্যু বীর তারে বলে ক্রোধযুত॥
হিতবাক্য বলি শুন ভাইরে লক্ষ্মণ।
এমত কুমতি তোরে দিল কোন্‌জন॥
বাপের দুলাল তুই বড় প্রিয়তর।
না কর সমর ভাই মম বাক্য ধর॥
অনেক যতনে লোক রক্ষা করে দেহ।
আপনি মরিলে সঙ্গে না যাইবে কেহ॥
এ সুখ সম্পদ আশা ছাড় কি কারণ।
আমার বচন ধর না করিহ রণ॥
ইষ্ট বন্ধু জননী জনক খুড়া ভাই।
মরিলে সম্বন্ধে আর কার সঙ্গে নাই॥
ভালরূপে দেখ ভাই সবার বদন।
মম সঙ্গে রণে তোর অবশ্য নিধন॥
ক্ষমা চাহে আমারে যে হইয়া কাতর।
হইলে পরম শত্রু নাহি তার ডর॥
অভয় দিলাম ভাই বলিলাম তোরে।
সম্বরিয়া সমর চলিয়া যাহ ঘরে॥
তোমারে বধিলে সিদ্ধ হবে কোন্ কাজ।
বরঞ্চ হবেন রুষ্ট শুনি ধর্ম্মরাজ॥
পড়িলে আমার ঠাঁই আজি রক্ষা নাই।
সাক্ষাতে দেখিলে যত কর্ণের বড়াই॥
পলাইয়া গেল নারি সহিতে সমর।
বাথানে কৌরবগণ যারে নিরন্তর॥
আমি তোরে বলি আজি অখণ্ডিত কথা।
কাটিয়া ফেলিব কর্ণ শকুনির মাথা॥
বান্ধিয়া লইয়া যাব ধর্ম্মরাজ আগে।
এত বলি রক্তবর্ণ চক্ষু হৈল রাগে॥
লক্ষ্মণ বলিল আর না কর বড়াই।
বুঝিব কেমনে এড়াইবে মোর ঠাঁই॥
শুনিয়া কুপিল তবে অর্জ্জুননন্দন।
ধনুকের গুণে বাণ যোড়ে সেইক্ষণ॥
দুই বাণে রথধ্বজ কৈল খণ্ড খণ্ড।
আর দুই বাণে কাটে সারথির মুণ্ড॥

আর দুই বাণ এড়ে কি কহিব কথা।
সকুণ্ডল কাটি পাড়ে লক্ষ্মণের মাথা ॥
দেখি দুর্য্যোধন শোকে হৈল অচেতন।
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া করয়ে রোদন ॥
প্রাণের নন্দন মোর অতি প্রিয়তর।
তোমার বিহনে আর নাহি যাব ঘর ॥
ভ্রাতার মরণ দেখি পদ্মবীর বেগে।
হাতে ধনু ধরি গেল অভিমন্যু আগে ॥
যেই বেগে আগু হৈল পদ্মবীরবর।
দুই বাণে কাটে তারে অর্জ্জুন-কোঙর ॥
দুর্য্যোধন দেখি পুত্র হইল সংহার।
ভূমিতে পড়িয়া রাজা করে হাহাকার ॥
পুত্রশোকে দুর্য্যোধন হইল কাতর।
বংশনাশ কৈল মোর অর্জ্জুন-কোঙর ॥
দুই পুত্রশোকে রাজা শোকাকুল মন।
হাতে গদা ধরি ধায় করিবারে রণ ॥
আর্জ্জুনি বলিল আর কারে নাহি চাই।
পাণ্ডুবংশ শত্রু দুষ্ট তারি লাগি পাই ॥
তুমি দুঃখ দিলে পিতা আদি পঞ্চজনে।
কপট পাশায় জিনি পাঠাইলে বনে ॥
মোরা বনবাসী তব সব অধিকার।
এত অবিচার বিধি কত সবে আর ॥
পাছে নাহি পলাইও প্রাণে পেয়ে ভয়।
রহিয়া করহ যুদ্ধ কুরু মহাশয় ॥
না করিও অবজ্ঞা বলিয়া শিশু মোরে।
ফিরিয়া যাইবে সাধ না কর অন্তরে ॥
এত বলি বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান।
গদালক্ষ্যে মারিলেন তীক্ষ্ণ দশ বাণ ॥
দশ বাণে গদা কাটি সত্বর ফেলিল।
তীক্ষ্ণ দশ গোটা বাণ অঙ্গে প্রহারিল ॥
বাণাঘাতে দুর্য্যোধন ব্যথিত অন্তর।
বেগে পলাইয়া যায় ত্যজিয়া সমর ॥
অভিমন্যু বলে রাজা না চাহি তোমায়
পলাইয়া যাও কেন শৃগালের প্রায় ॥
ক্ষণেক থাকিয়া যুদ্ধ কর মহাশয়।
আজি তোমা পাঠাইব শমন আলয় ॥

এতেক বলিয়া গর্জ্জে অর্জ্জুনতনয়।
পলাইল দুর্য্যোধন ব্যথিত হৃদয় ॥
একা রথে ভ্রমে বীর অর্জ্জুন-কোঙর।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু নির্ভয় অন্তর ॥
গগন ছাইয়া বীর করে অস্ত্রবৃষ্টি।
বাণে অন্ধকার হয় নাহি চলে দৃষ্টি ॥
ঢাকিল রবির তেজ হৈল অন্ধকার।
চারিদিকে অস্ত্র পড়ে না দেখি নিস্তার ॥
কুঞ্জর সারথি অশ্ব ফেলে কাটি কার।
ধনুসহ বাম হস্ত কাটে আসোয়ার ॥
কাহার কাটিল মুণ্ড কুণ্ডল সহিত।
নাসাশ্রুতি কাটে কার দেখিতে কুৎসিত ॥
অস্ত্রাঘাতে কোন বীর করে ছটফটি।
কাটিয়া পাড়িল কার দন্ত দুই পাটি ॥
দেখিয়া কৌরবগণে করে হাহাকার।
অভিমন্যু একাকী করিল মহামার ॥
এক শত সহোদর রাজা দুর্য্যোধন।
তাহা সবাকার যত আছিল নন্দন ॥
একে একে অভিমন্যু করিল সংহার।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা করে হাহাকার ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
ধৃতরাষ্ট্রে সব কথা শুনায় সঞ্জয় ॥
শুনহ নৃপতি তুমি অনর্থের কথা।
হইল দৈবেতে বাম দারুণ বিধাতা ॥
অর্জ্জুন-তনয় ষোল বৎসরের শিশু।
সৈন্যমধ্যে সিংহ যেন পেয়ে বন্য পশু ॥
সামন্ত অর্দ্ধেক অন্ত করে একা আসি।
দ্রোণ কর্ণ রহে চাহি বড় ভয় বাসি ॥
অধোমুখে দুর্য্যোধন মানিয়া বিস্ময়।
চিন্তায় আকুল বড় চমকিয়া রয় ॥
ঊনশত ভাই তারা হারাইল বোধ।
সমরে অশক্ত বড় যেমন অবোধ ॥
শোণিতে বাহিয়া নদী স্রোতোধারে যায়।
প্রলয় কালেতে সৃষ্টি নাশ হৈল প্রায় ॥
ধৃতরাষ্ট্র কহে শুন সঞ্জয় সুমতি।
যতেক শুনি যে পড়ে মোর সেনাপতি ॥

একা অভিমন্যু করে মোর সেনাক্ষয়।
বড় বড় সেনাপতি পায় পরাজয়॥
ষোড়শ বৎসর শিশু পূর্ণ নাহি হয়।
কেহ না পারিল তারে করিতে বিজয়॥
অদ্ভুত শুনিয়া মোর কাঁপিছে হৃদয়।
ধন্য ধন্য মহাবীর অর্জ্জুন-তনয়॥
সঞ্জয় বলিল রাজা শুনহ কারণ।
অভিমন্যু সহ যুঝে নাহি হেন জন॥
পর্ব্বত কাটিয়া পাড়ে অভিমন্যু-বাণ।
মহাধনুর্দ্ধর বীর বাপের সমান॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে মোর হেন লয় মন।
সবারে মারিয়া যাবে অর্জ্জুন-নন্দন॥
দ্রোণপর্ব্বে পুণ্যকথা অভিমন্যু-বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে।

অভিমন্যু বধ।

মুনি বলে অপূর্ব্ব শুনহ জন্মেজয়।
করিল অদ্ভুত যুদ্ধ অর্জ্জুন-তনয়॥
তিন কোটি রথবৃন্দ পাড়িল সমরে।
ছয় বৃন্দ মদমত্ত পড়িল কুঞ্জরে॥
সপ্ত পদ্ম অশ্ব পড়ে রণে আসোয়ার।
পদাতিক সৈন্য পড়ে সংখ্যা নাহি তার॥
শোণিতে সাঁতার নদী বহে ভাসে সেনা।
তরঙ্গে আতঙ্ক হয় রাশি রাশি ফেণা॥
এতেক দেখিয়া তবে শকুনি-নন্দন।
রথেতে চড়িয়া গেল করিবারে রণ॥
দেখিয়া আর্জ্জুনি ক্রোধে অনল সমান।
ধনুক কাটিয়া তার করে খান খান॥
চারি বাণে কাটিল রথের অশ্ব চারি।
আর দুই বাণে তার সারথি সংহারি॥
সারথি পড়িল রথ হইল অচল।
বিস্ময় মানিয়া চাহে কৌরবের দল॥
পুনরপি অভিমন্যু এড়ে দুই বাণ।
কর্ণ নাসা কাটিয়া করয়ে খান খান॥
শ্রবণ নাসিকা গেল দেখিতে কুৎসিত।
কাটিয়া পাড়িল মুণ্ড কুণ্ডল সহিত॥
শকুনি দেখিল যুদ্ধে পড়িল নন্দন।
হাহাকার
আর্জ্জুনি
ভয়ে আর কোন বীর নহে আগুয়ান॥
সংগ্রাম করয়ে বীর অর্জ্জুন-কোঙর।
কোটি কোটি রথিকে পাঠান যমঘর॥
দেখিয়া ব্যাকুল বড় রাজা দুর্য্যোধন।
দ্রোণে চাহি বলিতে লাগিল সেইক্ষণ॥
কুমারেরে তুষ্ট তুমি বুঝিনু বিধানে।
সেই হেতু যুদ্ধ করে তব বিদ্যমানে॥
বালক হইয়া করে এত অপমান।
তোমা সব মহারথী আছ বিদ্যমান॥
বুঝিলাম জয় নাহি আমার সমরে।
একাকী মারিয়া আজি যাইবে সবারে॥
এতেক শুনিয়া দুর্য্যোধনের উত্তর।
ক্রোধমুখে বলিলেন দ্রোণ দ্বিজবর॥
তব কর্ম্ম [illegible] করি অনুক্ষণ।
তথাপিহ [illegible] কহ দুর্য্যোধন॥
অভিমন্যু [illegible] নাহি কোন জন।
তার ভয়ে [illegible] জীবন॥
বাপের সদৃশ [illegible] সমান।
বজ্রের সমান [illegible] সন্ধান॥
কর্ণ হেন যোদ্ধা যারে নারিল সমরে।
আর কে আছয়ে হেন জিনিবে তাহারে॥
রাজা বলে [illegible] কহহ আমারে।
তোমারে না বলিয়া আর বলিব কাহারে॥
না জানি জীবনে আমি হয়ে আছি মরা।
শোক দুঃখ অনুতাপে বিধি কৈল জরা।
সংশয়ে [illegible] সেই নহে সার।
তবে কি উপায় এতে হইবেক আর।
বিপক্ষের এক শিশু বধে নানা সেনা।
নিবারিতে উহারে নাহিক একজনা॥
এতকাল আশ্বাসে নিশ্বাস যাই যার।
আজি কেন হৈল হীন ভরসা তাহার॥
নামেতে বিখ্যাত যারা বড় বড় বীর।
বিষাদে হইল সব দেখি নতশির॥

করুণা বিষাদবাক্য নৃপতির শুনি।
কহিতে লাগিল দ্রোণ শুন কুরুমণি॥
ন্যায়যুদ্ধে অভিমন্যু জিনিতে যে পারে।
কহিলাম হেন জন নাহিক সংসারে॥
ভাগিনেয় শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনের সুত।
দেখিলে সাক্ষাতে যার সমর অদ্ভুত॥
ন্যায়যুদ্ধে তাহারে নারিবে কদাচন।
কহিনু নিশ্চয় মম স্বরূপ বচন॥
দুর্য্যোধন বলে শুন আমার বচন।
সপ্তরথী এককালে কর গিয়া রণ॥
এতেক শুনিয়া গুরু বিরসবদন।
এমত অন্যায় নাহি করে কোন জন॥
কৃপাচার্য্য বলে ইহা অদ্ভুত কথন।
কিমত প্রকারে হেন হয় দুর্য্যোধন॥
এমত অন্যায় যুদ্ধ ক[illegible] নাহি কার।
এত বলি [illegible]
দুর্য্যোধন ব[illegible]
সবারে মারি[illegible] কি অর্জ্জুনি যাইবে॥
প্রধানের ম[illegible] অন্যায়ে কি ভয়।
বধিতে রিপুকে [illegible] এক[illegible] হয়॥
ইহাকে কাটিলে [illegible] বড় হবে দোষ
বধিয়া বালকে কর সবাকার সন্তোষ॥
মম বাক্যে [illegible] কর এই মতি
এককালে অভিমন্যু বেড় সপ্তরথী॥
দুঃশাসন মাতুল শ[illegible] সঙ্গে আমা।
দ্রোণাচার্য্য [illegible] অশ্বত্থামা॥
আমিহ যাইব [illegible] সবার পশ্চাতে।
এইরূপ কার [illegible] করহ নিপাত॥
এত শুনি কৃ[illegible] নিশ্বাস ছাড়িল।
দুর্নীতি রাজা [illegible] নিযোজিল॥
আমা সবাকার হবে কি করে বিলাপে।
মরিবেক দুর্য্যোধন এই মহাপাপে॥
অমঙ্গল হৈল তার নাহিক অবধি।
শুকাইল সরোবর স্রোত এড়ে নদী॥
আহার এড়িল সব পক্ষী যে প্রমাদে।
আকুল হইয়া বড় গ্রামসিংহ কাঁদে॥
অনাচার কর্ম্ম বড় অরণ্যে হইল।
মুহুর্মুহু বসুমতী কাঁদিতে লাগিল॥
রাজলক্ষ্মী রাজারে ছাড়িল অনুতাপে।
অচিরে হইবে নষ্ট এই মহাপাপে॥
অঙ্গ হৈল বিবর্ণ বদন হৈল কালি।
সামর্থ্যবিহীন অঙ্গ কর্ণে লাগে তালি॥
দেবমায়া দেখে রাজা হইতে গগন।
উদয় হইল যেন দ্বাদশ তপন॥
আচম্বিতে মাথার মুকুট গেল খসি।
অন্ধকার দেখি সদা মনে ভয় বাসি॥
তথাপি বিষয় মদে না জানি মরণ।
আজ্ঞা দিল বধ ঝাট পার্থের নন্দন॥
সপ্তরথী রথে চড়ে ভাবিয়া বিষাদ।
ভদ্র নাহি নৃপতির হইল প্রমাদ॥
বেড়িল বালকে গিয়া সপ্ত মহারথী।
হানাহানি মহাযুদ্ধ হয় অবিরতি॥
একযোগে সপ্তরথী অস্ত্র বরিষল।
অমর ভুজঙ্গ নর চমকি রহিল॥
কৌরব-দলের এত অন্যায় দেখিয়া।
হইল পাবকতুল্য আর্জ্জুনি কুপিয়া॥
সন্ধানে সন্ধান পূরি শিশু এড়ে বাণ।
নিমেষে সকল অস্ত্র করে খান খান॥
কাটিয়া সবার অস্ত্র অর্জ্জুন-তনয়।
দশ দশ বাণে বিন্ধে সবার হৃদয়॥
বাণাঘাতে সপ্তরথী হতজ্ঞান হয়।
শিশুর শমন বাণ হেন মনে লয়॥
মূর্চ্ছা দেখি রথীরে সারথি লয়ে রথ।
পলাইল রথী লয়ে যোজনেক পথ॥
সপ্তরথী এইরূপে যুঝে সাতবার।
সবাকারে পরাজিল অর্জ্জুন কুমার॥
অবসাদ নাহি অস্ত্র এড়ে শিশু কত।
কোটি কোটি সেনা হয় সমরেতে হত॥
কতক্ষণে সপ্তরথী পাইল চেতন।
লজ্জায় সবার যেন হইল মরণ॥
কার মুখ কেহ নাহি চাহে অভিরোষে।
রথ এড়ি মহীতলে মাথা ধরি বসে॥

কি হৈল কি হবে এ কুমার নহে যম।
পলাইল অবসাদে বলে হয়ে কম॥
চিন্তায় আকুল হয়ে কূল নাহি দেখি।
মজিলাম অবোধ রাজার হাতে ঠেকি॥
বালকের ক্ষমা নাহি আর বাড়ে বল।
পতঙ্গের প্রায় দেখি কুরুসৈন্যদল॥
নলবন দলে যেন মদমত্ত হাতী।
নিমেষে নিপাতে লক্ষ লক্ষ সেনাপতি॥
দুর্নীতি দেখিয়া তবে দুর্য্যোধন ভূপ।
ছাড়িল জীবন-আশা শুকাইল মুখ॥
অধোমুখ বীরগণ বুক নাহি বান্ধে।
নৃপতির চরণযুগল ধরি কাঁন্দে॥
কেশরী সমান শিশু মৃগ যেন পেয়ে।
সংহারে সকল সৈন্য দেখ কিবা চেয়ে॥
আকুল হইয়া রাজা রথী সপ্তজনে।
কহিতে লাগিল অতি বিনয় বচনে॥
দেখ গুরু মহাশয় কর্ণ প্রাণসখা।
বিনাশিল সর্ব্বসৈন্য অভিমন্যু একা॥
শুন শুন সপ্তরথী আমার বচন।
পুনরপি পার্থসুতে বেড় সপ্তজন॥
সাহসে না হও হীন সতর্ক হইয়া।
মোরে রক্ষা কর এই বালকে বধিয়া॥
জয় করি সমর পূরাও যদি আশ।
কিনিয়া করিবে তবে মোরে নিজ দাস॥
রাজার বিনয় শুনি বল করে রথী।
পুনরপি যায় রণে সপ্ত সেনাপতি॥
রথে বৈসে বিক্রমে বাসব-তেজ ধরি।
সারথি চালায় রথ শিশু বরাবরি॥
বালকে বেড়িয়া বাণ বরিষয়ে তারা।
বৃষ্টি যেন বরিষয়ে মুষলের ধারা॥
প্রাণপণে করে রণ প্রাণে ছাড়ি আশা।
সাহসে বান্ধিয়া বুক করিল ভরসা॥
নিবারণ করি অস্ত্র অভিমন্যু বীর।
বাণে বিন্ধি খণ্ড খণ্ড করিল শরীর॥
ধারায় রুধির বহে অবিরত গায়।
তথাপি তিলেক শ্রম নাহি করে তায়॥
তবে কর্ণ মহাবীর মানিয়া বিস্ময়।
প্রমাদ দেখিয়া ডাকি ছয়জনে কয়॥
অর্জ্জুন হইতে শিশু মহাপরাক্রম।
অবসাদ নাহিক তিলেক নাহি শ্রম॥
সাবধান হইয়া সবাই কর রণ।
এককালে সন্ধান করহ সপ্তজন॥
কেহ কাট ধনুখান কেহ কাট গুণ।
কেহ কাট রথ কেহ কাট অস্ত্র তূণ॥
এ উপায় বিনা কিছু নাহি দেখি আর।
কাল অগ্নি সম শিশু দেখি চমৎকার॥
তবে সপ্তরথী পুনঃ বেড়িল কুমারে।
এককালে সন্ধান করিল সাতবারে॥
তবে কর্ণ মহাবীর কোপে কাঁপে তনু।
অনেক সন্ধানে কাটি ফেলাইল ধনু॥
আর ধনু নিল বীর চক্ষু পালটিতে।
সে ধনু কাটেন কর্ণ গুণ নাহি দিতে॥
যতবার ধনুক ধরিয়া হাতে লয়।
খণ্ড খণ্ড করি কাটে সূর্য্যের তনয়॥
পুনর্ব্বার আর ধনু লয়ে গুণ দিল।
দ্রোণের নন্দন তাহা কাটিয়া পাড়িল॥
কবচ কাটিয়া দ্রোণ আর কাটে ধনু।
দুঃশাসন কাটে রথ সারথির তনু॥
কৃপাচার্য্য বাণেতে কাটিল শরাসন।
দুর্য্যোধন কাটে অশ্ব মারি অস্ত্রগণ॥
অস্ত্র ধনু কাটা গেল রথের সারথি।
শূন্যহস্ত হৈল যেন মদমত্ত হাতী॥
খড়্গ লয়ে চর্ম্ম এড়ি রণ করে বীর।
তাহাতে কাটিল সৈন্য কেহ নহে স্থির॥
বড় বড় রথী মারে পর্ব্বতের চূড়া।
খান খান করে রথ হয়ে যায় গুঁড়া॥
শত শত হস্তী মারে পর্ব্বতের কায়।
পদাতি পাইক মারে ধরণী লুটায়॥
তবে কর্ণ আকর্ণ পূরিয়া এড়ে শর।
সেই শরে চর্ম্ম কাটি ফেলায় সত্বর॥
কাটা চর্ম্ম আচ্ছাদন নাহি তাহা উড়ে।
চতুর্দ্দিক হৈতে বাণ গায়ে আসি পড়ে॥

শুধু অসি লইয়া সমর করে বীর।
আশে পাশে সম্মুখে সৈন্যের কাটে শির॥
বড় বড় বীর মারে বড় বড় রথী
নিবারণে অশক্ত সকল সেনাপতি॥
হস্তী মারে কত শত লয়ে তরবারি।
অসংখ্য পদাতি পড়ি যায় গড়াগড়ি॥
শিশুর সমর দেখি অগ্নি হয়ে কোপে।
অশ্বত্থামা মহাবীর বাণ যোড়ে চাপে॥
তিন বাণে কাটিয়া ফেলিল খাণ্ডাখান।
অস্ত্রশূন্য হৈল কিছু না দেখি বিধান॥
চর্ম্ম কাটা গেল অস্ত্র অবশেষ খাণ্ডা।
তাহা যদি কাটা গেল কুরাইল ভাণ্ডা॥
কাহার বিরাম নাহি বলবান অরি
অসংখ্য রাজার সেনা গণিতে না পারি॥
পক্ষপাল পাতে জাল চারিদিকে ছাঁকা;
পলাইতে পথ নাহি কি করিবে একা॥
নৃপতি অধর্ম্মী বড় অন্যায় সমর।
করিয়া বালকে মারে পাপিষ্ঠ পামর॥
ভাবিয়া অসার শিশু ভয় হৈল মনে।
বিপক্ষের হাতে আর রক্ষা নাহি রণে॥
ভ্রূকুটিতে মারে সেনা কর পদ ঘায়।
চড় চাপড়েতে কেহ যমালয় যায়॥
অস্ত্র রথ দূর হীন একাকী কুমার।
চারিদিক হৈতে হয় অস্ত্র অবতার॥
অবসাদ পেয়ে বীর ছাড়িল নিশ্বাস।
আজি রক্ষা নাহি আর অবশ্য বিনাশ॥
অধর্ম্ম অন্যায় আচরিয়া কৈল রণ।
কেমনে ইহাতে রক্ষা পাইবে জীবন॥
পিতা রণ করে সেনা নারায়ণী যথা।
তিনি মাত্র না জানেন এতেক বারতা॥
কৃষ্ণ মম মাতুল অর্জ্জুন মম বাপ।
মৃত্যুকালে না দেখিনু এই মনস্তাপ॥
আমার বৃত্তান্ত তাত গোবিন্দ মাতুল।
শুনিলে অবশ্য হইতেন অনুকূল॥
এতেক চিন্তিয়া শিশু হইল নিরাশ।
উল্কার সমান যেন ছাড়িল নিশ্বাস॥
হাতে করি লইল রথের চক্রদণ্ড।
যমচক্র সম সেই বড়ই প্রচণ্ড॥
হেন চক্রদণ্ড বীর হাতে করি লৈয়া।
সর্ব্ব সৈন্যগণে বীর মারিলেন গিয়া॥
চূর্ণ করে তবে হস্তী হাজার হাজার।
তুরঙ্গ মারিল কত সংখ্যা নাহি তার॥
সহস্র সহস্র বীরে বধিল বালক।
নিবারিতে নাহি শক্তি জ্বলন্ত পাবক॥
তবে কর্ণ পাঁচ বাণ পূরিয়া সন্ধান।
চক্রদণ্ড কাটিয়া করিল খান খান॥
চক্রদণ্ড গেল যদি চক্র নিল হাতে।
দানবের যুদ্ধ যেন সহ জগন্নাথে॥
তাহাতে অনেক সৈন্য শোয়াইল ক্ষিতি।
লেখা জোখা নাহি মরে কত ঘোড়া হাতী
তবে কর্ণ মহাবীর ধরিয়া ধনুক,
তিন বাণ প্রহারিল যেন হুত্ভুক্॥
অভিমন্যু করে রণ রথচক্র হাতে।
কাটিলেন কর্ণ তাহা তিন বাণাঘাতে॥
শূন্যহস্ত ব্যস্ত শিশু তাহে রথহীন।
ভরসায় তবে যুঝে সংগ্রামে প্রবীণ॥
পদাঘাতে করাঘাতে প্রহারেন যারে।
সেইক্ষণে তাহারে পাঠান যমঘরে॥
মদমত্ত হস্তী যেন মহাভয়ঙ্কর।
মুষ্ট্যাঘাতে রথ রথী বিনাশে বিস্তর॥
চারিদিকে বীরগণ বরিষয়ে বাণ।
বাণে অঙ্গ হৈল যেন সজারু সমান॥
রক্তে তনু তোলবোল বিকল শরীর।
পড়িয়া ধরণী ধারা বহিছে রুধির॥
অস্ত্রাঘাতে অভিমন্যু হৈল অচেতন।
পুনঃ সপ্তরথী করে অস্ত্র বরিষণ॥
হেনকালে আসে দুঃশাসনের নন্দন।
গদা হাতে করি ধায় মহাক্রুদ্ধ মন॥
অরুণ জিনিয়া রক্ত ঘূর্ণিত নয়ন।
দৈবে যাহা করে তাহা কে করে খণ্ডন॥
আর্জ্জুনি উপরে করে গদার প্রহার।
দেখিয়া অমরগণ করে হাহাকার॥

এমত অন্যায় করে দুষ্ট দুর্য্যোধন।
এই পাপে হইবেক সবংশে নিধন॥
গদার প্রহারে বীর পায় বড় মোহ।
অভিমানে নয়ন যুগলে বহে লোহ॥
না দেখিল জনকে মাতুল কৃষ্ণরূপে।
মৃত্যুকালে সেই নাম মনে মনে জপে॥
সম্মুখ সংগ্রামে বীর ছাড়িল জীবন।
চন্দ্রলোকে গমন করিল সেইক্ষণ॥
রোদন করয়ে পাণ্ডবের সেনাগণ।
শোকাকুল হইলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
দুর্য্যোধন হইলেন আনন্দিত মন।
বাজাইল রণবাদ্য শত শত জন॥
যুধিষ্ঠির রাজা হইলেন অচেতন।
রোদন করয়ে ভীম আদি যোদ্ধাগণ॥
হেনকালে অস্তগত হৈল দিবাকর।
কৌরব পাণ্ডব গেল যে যাহার ঘর॥
দ্রোণপর্ব্বে সুধারস অভিমন্যু-বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

অভিমন্যুর জন্মকথা।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
শিবিরে গেলেন রাজা শোকাকুল মন॥
বিলাপ করেন ধর্ম্ম কুন্তীর নন্দন।
ভূমিতে বসিয়া সবে ত্যজিয়া আসন॥
হেনকালে আসি সত্যবতীর নন্দন।
দেখেন ধর্ম্মের পুত্র শোকাকুল মন॥
ব্যাসে দেখি সর্ব্বজন বসিল উঠিয়া।
ধর্ম্মে জিজ্ঞাসেন ব্যাস আশীর্ব্বাদ দিয়া॥
কি কারণে শোক কর ধর্ম্মের নন্দন।
ইহার বৃত্তান্ত বল আমারে এখন॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের তনয়।
কান্দিয়া বলেন শুন ব্যাস মহাশয়॥
মহালোভে দুষ্কৃতি আমি কুলাধম।
পৃথিবীতে পামর নাহিক আমা সম॥
রাজ্যলোভে কার্য্য বাধ ধর্ম্মপথে রোধ।
নহে কি উচিত জ্ঞাতি সহিত বিরোধ॥
রাজ্যলোভে করিলাম বড় অপকর্ম্ম।
বুঝিলাম আচার সে বিচারে অধর্ম্ম॥
পাঠাইনু বালকেরে বিপক্ষের মাঝে।
কহিতে ফাটয়ে বুক হেঁট হই লাজে॥
কহিল আমারে শিশু করিয়া সম্ভ্রম।
ব্যূহ প্রবেশিতে পারি না জানি নির্গম॥
কহিল এ কথা পুত্র মোরে বারে বারে।
তথাপিহ যত্ন করি পাঠাইনু তারে॥
সমরে অর্দ্ধেক সৈন্য বধিয়াছে সুত।
করিল প্রলয় যুদ্ধ দেখিতে অদ্ভুত॥
অন্যায় করিয়া কুরু শিশুবধ করে।
দ্রোণ আদি সপ্তরথী বেড়ি তারে মারে॥
অন্যায় সমরে বধে অভিমন্যু বীর।
নিবারিতে শোক আমি হয়েছি অস্থির॥
এত বলি কান্দিলেন রাজা যুধিষ্ঠির।
অভিমন্যু মহাশোকে হইয়া অস্থির॥
ব্যাস বলিলেন শোক কর কি রাজন।
খণ্ডাইতে নারে কেহ দৈব নির্ব্বন্ধন॥
মন স্থির করি শুন আমার বচন।
অর্জ্জুনির পূর্ব্বকথা করহ শ্রবণ॥
মুনিশাপে চন্দ্র জন্মে সুভদ্রা উদরে।
তাহার বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচরে॥
চন্দ্রলোকে গেল গর্গ মহাতপোধন।
সঙ্গেতে আছিল তাঁর বহু শিষ্যগণ॥
চন্দ্রের নিকটে সবে উত্তরিল গিয়া।
সেইস্থানে মুনিগণ রহে দাণ্ডাইয়া॥
রোহিণী সহিত চন্দ্র ক্রীড়ায় আছিল।
হেনকালে গর্গমুনি সেইস্থানে গেল॥
মদনে মোহিত চন্দ্র অন্যমন ছিল।
গর্গমুনি দেখি চন্দ্র পূজা না করিল॥
এতেক দেখিয়া মুনি কুপিত হইয়া।
চন্দ্র প্রতি সেইক্ষণে বলেন ডাকিয়া॥
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে না দেখ নয়নে।
কি কারণে অমান্য করিলে মুনিগণে॥
ব্রাহ্মণ হেলন কর মত্ত দুরাচার।
আজি আমি করিব ইহার প্রতিকার॥

মনুষ্যলোকেতে গিয়া জন্মহ সত্বর।
ক্রোধে এই শাপ দিল গর্গ মুনিবর॥
শুনিয়া মুনির শাপ রজনীর পতি।
অশেষ বিশেষে করে মুনিবরে স্তুতি॥
অজ্ঞানে ছিলাম আমি শুন মুনিবর।
যাইতে মনুষ্যলোকে বড় লাগে ডর॥
কৃপায় শাপান্ত মুনি আজ্ঞা কর মোরে।
কতদিনে মুক্ত হয়ে আসি হেথাকারে॥
তুষ্ট হয়ে বলে তবে গর্গ মুনিবর।
তোমার শাপান্ত এই শুন শশধর॥
অর্জ্জুনের পুত্র হবে সুভদ্রা-উদরে।
করিয়া বীরের কার্য্য পড়িবে সমরে॥
সম্মুখ সংগ্রামে পড়ি ত্যজিবে জীবন।
ষোড়শ বৎসর অন্তে পুনরাগমন॥
এই হেতু চন্দ্র জন্মে সুভদ্রা-উদরে।
অভিমন্যু-জন্মকথা জানাই তোমারে॥
পূর্ব্বে হইয়াছে এইরূপেতে নির্ণয়।
অতএব শোক না করিহ মহাশয়॥
পুনশ্চ বলেন রাজা শুন মুনিবর।
কেমনে কহিব ইহা পার্থের গোচর॥
কি বলিয়া প্রবোধিব ভাই ধনঞ্জয়।
শুনিয়া কি বলিবেন কৃষ্ণ মহাশয়॥
কি বলিয়া প্রবোধিব সুভদ্রার মন।
বিরাটকন্যার দশা হইবে কেমন॥
রাজ্য আশে হারাইনু হেন রত্ননিধি।
না পারি ধরিতে বুক বিড়ম্বিল বিধি॥
এতেক বলিয়া রাজা করেন রোদন।
ব্যাসের প্রবোধে তবু স্থির নহে মন॥
ব্যাস কন শোক নাহি কর নৃপবর।
অমর না হয় কেহ সংসার ভিতর॥
অকালে না মরে কেহ জানিহ রাজন।
কালপ্রাপ্ত হইলে না রহে কদাচন॥
পার্থের সহিত আছে নিজে নারায়ণ।
অর্জ্জুনের শোক করিবেন নিবারণ॥
এতেক শুনিয়া রাজা ত্যজেন রোদন।
নিরুৎসাহে বৈসে তবে যত যোদ্ধাগণ॥
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধিয়া ব্যাস তপোধন।
করিলেন আপনার স্থানেতে গমন॥
দ্রোণপর্ব্বে পুণ্যকথা রচিলেন ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥

অর্জ্জুনের অমঙ্গল দর্শন।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
সমরেতে অভিমন্যু হইল নিধন॥
সংশপ্তকে থাকি করে পার্থ মহারণ।
উৎপাত অনেক দেখি করেন চিন্তন॥
করুণ ডাকিয়া কাক ধ্বজে আসি পড়ে।
শক্তিহীন সমরে গাণ্ডীব-গুণ ছিঁড়ে॥
বামচক্ষু স্পন্দে ঘন ঘন বাম কর।
উড় উড় করে প্রাণ রণে হয় ডর॥
কৃষ্ণেরে চাহিয়া তবে বলিল তখন।
অবধানে শুন কৃষ্ণ আমার বচন॥
আজি কেন মম মন হয় উচাটন।
অবশ্য কারণ আছে দেব নারায়ণ॥
নাহি জানি কি করেন রাজা যুধিষ্ঠির।
হাহাকার করে শুন সর্ব্ব মহাবীর॥
হায় অভিমন্যু বলি কান্দে যোদ্ধাগণ।
সমরে হইল বুঝি তাহার নিধন॥
প্রাণ স্থির নহে মম জানাই তোমারে।
না জানি কি হৈল আজি সমর ভিতরে॥
কুরুসৈন্য কোলাহল জয়শব্দ শুনি।
বাজিছে বিবিধ বাদ্য জয় জয় ধ্বনি॥
রথ চালাইয়া দেহ অতি শীঘ্রতর।
রাজারে দেখিলে সুস্থ হইবে অন্তর॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে না চিন্ত অরিষ্ট।
যোদ্ধামধ্যে অভিমন্যু সবাকার শ্রেষ্ঠ॥
বালক বলিয়া শত্রু না বধিবে রণে।
দ্রোণ আদি করিয়া যতেক বীরগণে॥
তবে যদি অভিমন্যু বধে দুর্য্যোধন।
তার সম পাপী তবে নহে অন্যজন॥
অন্তর্যামী নারায়ণ জানেন সকলি।
পড়িয়াছে অভিমন্যু সমরের স্থলী

এতেক বলিয়া কৃষ্ণ প্রবোধি অর্জ্জুনে।
রথ চালাইয়া দেন পবন গমনে ॥
শিবির নিকটে উত্তরিয়া ধনঞ্জয়।
বিপরীত দেখিলেন অমঙ্গলময় ॥
অন্ধকার করি সবে বসেছে সভায়।
শোকাকুল সর্ব্বজনে দেখিয়া তথায় ॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ দেখি বিপরীত।
মোরে দেখি লোক কেন হয় অতি ভীত ॥
আজি যোদ্ধাগণ কেন শোকাকুল মন।
ভূমিতে বসেছে সবে ত্যজিয়া আসন ॥
এই সব দেখি মম স্থির নহে প্রাণ।
কিসের কারণে কৃষ্ণ বলহ বিধান ॥
এতেক বলিয়া গেল শিবির ভিতর।
দেখিলেন রোদন করিছে নৃপবর ॥
অধোমুখ করি বসি আছে যোদ্ধাগণ।
একে একে করিলেন পার্থ নিরীক্ষণ ॥
অভিমন্যু নাহি দেখি উচাটন মন।
জিজ্ঞাসেন ডাকিয়া ভীমেরে সেইক্ষণ ॥
কোথা গেল অভিমন্যু কহ বৃকোদর।
তাহারে না দেখি মম বিদরে অন্তর ॥
এতেক শুনিয়া ভীম উত্তর না দিল।
অধোমুখ হয়ে বীর নিঃশব্দে রহিল ॥
উত্তর না পেয়ে পার্থ শোকেতে আকুল।
লোচনের জলে ভিজে অঙ্গের দুকুল ॥
যারে চায় তারে দেখে অশ্রুপূর্ণ আঁখি।
অজ্ঞান অর্জ্জুন অভিমন্যুরে না দেখি ॥
নকুল আকুল আর সহদেব শোকে।
অশ্রুধারে ভাসে ধরা বসি অধোমুখে ॥
রোদন করিয়া ভীম কহিল তখন।
কেমনে কহিব অভিমন্যুর মরণ ॥
করিয়া অন্যায় যুদ্ধ রাজা দুর্য্যোধন।
সপ্তরথী বেড়ি পুত্রে করিল নিধন ॥
ব্যূহদ্বার রুদ্ধ কৈল সিন্ধুর নন্দন।
না পারিল প্রবেশিতে ব্যূহে কোনজন ॥
এতেক শুনিয়া ধনঞ্জয় মহাবীর।
হইলেন অভিমন্যু শোকেতে অস্থির ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অভিমন্যুশোকে অর্জ্জুনের বিলাপ।

পার্থ মহাবীর, হইয়া অস্থির,
তনয় নিধন শুনি।
হা হা পুত্রবর, মহা ধনুর্দ্ধর,
বীরগণ চূড়ামণি ॥
তোমা বিনে মোর, মন হৈল ঘোর,
কি করিব রাজ্যধনে।
আমারে ছাড়িয়া, গেলে পলাইয়া,
দাগা দিয়া মম প্রাণে ॥
পুত্র মহাবীর, কন্দর্প শরীর,
চন্দ্রমুখ পরকাশ।
কটাক্ষ লাবণ্য, সবে বলে ধন্য,
অমৃত সমান ভাষ ॥
কহ নারায়ণ, স্থির নহে মন,
করিব কোন্ উপায়।
বিনা অভিমন্যু, না রাখিব তনু,
দহিছে আমার কায় ॥
বলে ধনঞ্জয়, বিদরে হৃদয়,
বিনা পুত্র অভিমন্যু।
হেন পুত্র বিনে, রহিব কেমনে,
না রাখিব এই তনু ॥
অর্জ্জুনের বাণী, শুনি চক্রপাণি,
অনেক বিলাপ কৈল।
মধুর বচনে, কহিয়া অর্জ্জুনে,
কৃষ্ণ ধরি সান্ত্বাইল ॥
ভারত রচিত, ব্যাস বিরচিত,
শ্রবণে কলুষ নাশ।
ভারত সঙ্গীত, শ্রবণে ললিত,
বিরচিল কাশীদাস ॥

অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাসের সান্ত্বনা ও জয়দ্রথ-বধে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা।

অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ করি নিবেদন।
অভিমন্যু বিনা আর না রহে জীবন॥
অভিমন্যু সম নাহি দেখি ত্রিভুবনে।
কন্দর্প সমান রূপ পূর্ণ সর্ব্বগুণে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে শুনহ বচন।
স্বর্গে গেল যেই তার না কর শোচন॥
অনিত্য সংসার দেখ নিত্য কিছু নয়।
কহিনু স্বরূপ এই জানহ নিশ্চয়॥
যতেক দেখহ সব পুত্র পরিবার।
কেহ কারো নহে শুন কুন্তীর কুমার॥
এক কথা কহি তাহা শুন সাবধানে।
দেখিতেছ বৃক্ষোপরে থাকে পক্ষিগণে॥
নিশাকালে থাকে সব বৃক্ষের উপর।
প্রভাতে উঠিয়া যায় দিগদিগন্তর॥
তত্তুল্য সংসার এই দেখ ধনঞ্জয়।
কুহকের প্রায় যেন কিছু সত্য নয়॥
এমতে সান্ত্বনা পার্থে করে নারায়ণ।
হেনকালে তথা আসে ব্যাস তপোধন॥
বসিবারে আসন দিলেন সেইক্ষণ।
উঠিয়া প্রণাম করিলেন সর্ব্বজন॥
পার্থ বলিলেন মুনি কর অবধান।
অভিমন্যু পুত্র বিনা স্থির নহে প্রাণ॥
ব্যাস বলিলেন ইহা শুন সর্ব্বজন।
জীবন অসার সার কেবল মরণ॥
সৃজন করিল প্রভু এ তিন ভুবন।
পরিপূর্ণ হৈল পাপী না হয় পতন॥
পৃথিবী না সহে ভার টলমল করে।
এত দেখি নারায়ণ চিন্তিয়া অন্তরে॥
নিশ্বাস ছাড়েন প্রভু ছাড়ি হুহুঙ্কার।
নাসাপথে কন্যা এক হৈল অবতার॥
প্রভুর নিকটে কন্যা দাণ্ডাইয়া কয়।
কি কার্য্য করিব আজ্ঞা কর মহাশয়॥
প্রভু কহিলেন তুমি মৃত্যুরূপা হও।
চতুর্দ্দশ পুরে গিয়া ভ্রমিয়া বেড়াও॥
মৃত্যুরূপে প্রাণীরে সংহার কাল পেয়ে।
প্রভুর আদেশে কন্যা হরষিতা হয়ে॥
কালপ্রাপ্ত জীবগণে মৃত্যুরূপে হরে।
অনিত্য সংসার এই জানাই তোমারে॥
অভিমন্যু হেতু সব শোক কর কেনে।
কেবল প্রভুর নাম চিন্ত একমনে॥
এত বলি ব্যাসদেব করেন গমন।
সবে মেলি করে তাঁরে চরণ বন্দন॥
তার পর বাসুদেব কমললোচন।
যুধিষ্ঠির রাজা চাহি বলেন বচন॥
কহ শুনি অভিমন্যু যুদ্ধের কথন।
কিরূপে কৌরব সহ করিলেক রণ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন বিবরণ।
চক্রব্যূহ করি দ্রোণ করে মহারণ॥
ব্যূহ ভেদি যুদ্ধ করে নাহি হেন জন।
অভিমন্যু প্রতি কহিলাম সে কারণ॥
এতেক শুনিয়া পুত্র কহিল তখন।
ব্যূহ প্রবেশিতে জানি না জানি নির্গম॥
তথাপি পাঠাইনু না করিয়া বিচার।
ব্যূহে প্রবেশিল শিশু করি মহামার॥
তার পাছে যাই সবে হেন করি মনে।
ব্যূহদ্বার রুদ্ধ করে সিন্ধুর নন্দনে॥
জয়দ্রথে জিনিতে নারিল কোনজন।
সে কারণে মারিলেক অর্জ্জুন-নন্দন॥
কুরুবল বিনাশিল অভিমন্যু রথী।
তবে তারে বেড়িলেক সপ্ত সেনাপতি॥
এমত অন্যায় করে দুষ্ট দুর্য্যোধন।
সমরেতে বিনাশিল আমার নন্দন॥
এত শুনি নারায়ণ ক্রোধে হুতাশন।
এমত অন্যায় যুদ্ধ করে দুষ্টগণ॥
জয়দ্রথ হেতু মরে অভিমন্যু বীর।
শুনি ধনঞ্জয় ক্রোধে হইল অস্থির॥
মহাক্রোধে বলিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
আমি যাহা কহি তাহা শুন সর্ব্বজন

জয়দ্রথ হেতু মরে অভিমন্যু বীর।
একবাণে নিপাতিব তাহার শরীর॥
কালি যদি জয়দ্রথে নাহি মারি রণে।
পিতৃ-পিতামহ গতি না পায় কখনে॥
বিনা জয়দ্রথবধে সূর্য্য অস্ত হয়।
করিব শরীর ত্যাগ জানিহ নিশ্চয়॥
জয়দ্রথে না মারিয়া না আসিব ঘর।
আমার প্রতিজ্ঞা এই সভার ভিতর॥
এত শুনি যোদ্ধাগণ হরিষ অন্তর।
মহানাদে গর্জ্জিয়া উঠিল বৃকোদর॥
পাঞ্চজন্য আপনি বাজান নারায়ণ।
নিজ নিজ শঙ্খশব্দ কৈল সর্ব্বজন॥
মহাকোলাহল শব্দে হইল গর্জ্জন।
শুনিয়া হইল ত্রাস্ত কুরু-সৈন্যগণ॥
দূতমুখে শুনি তবে সিন্ধুর নন্দন।
শরীরে হইল কম্প নহে নিবারণ॥
শীঘ্রগতি গিয়া কহে যথা দুর্য্যোধন।
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ আমার কারণ॥
কালি রণে মোরে পার্থ করিবেক ক্ষয়।
প্রতিজ্ঞা করিল এই শুন মহাশয়॥
যদি পার্থ কালি মোরে বধিবারে নারে।
আপনি মরিবে সে পুড়িয়া বৈশ্বানরে॥
এইমত প্রতিজ্ঞা করিল পুনঃ পুনঃ।
কালি সত্য যুদ্ধে মোরে মারিবে অর্জ্জুন॥
ইহার উপায় কিছু না দেখি যে আমি।
নিজ দেশে যাই আমি আজ্ঞা কর তুমি॥
এত শুনি হরষিত হৈল দুর্য্যোধন।
জয়দ্রথে বলে শুন আমার বচন॥
কি শক্তি অর্জ্জুন তোমা করিবে সংহার।
তোমারে রাখিবে যোদ্ধা যতেক আমার।
এত বলি দুর্য্যোধন জয়দ্রথে লয়ে।
যথা দ্রোণ গুরুগৃহে উত্তরিল গিয়ে॥
প্রণাম করিয়া তবে বলে দুর্য্যোধন।
অবধান কর গুরু মম নিবেদন॥
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ কুন্তীর নন্দন।
কালি যুদ্ধে জয়দ্রথে করিবে নিধন॥
জয়দ্রথ-বধ বিনা সূর্য্য অস্ত হয়।
অগ্নিতে শরীর ত্যাগ করিবে নিশ্চয়॥
এত শুনি জয়দ্রথ মহাভয় পেয়ে।
আমাকে কহিল আমি যাইব পলায়ে॥
সাক্ষাতে দেখহ ভয়ে কাঁপিছে শরীর।
তুমি ভয় ভাঙ্গিলে সে হয়ত সুস্থির॥
এত শুনি দ্রোণ জয়দ্রথে আশ্বাসিল।
নাহিক তোমার ভয় বলিতে লাগিল॥
কর্ণ আদি করি যত মহাযোদ্ধাগণ।
তোমারে রাখিবে সবে করিয়া যতন॥
কালি আমি এক ব্যূহ করিব রচন।
যাহা লঙ্ঘিবারে নাহি পারে দেবগণ॥
ব্যূহ মধ্যে তোমাকে রাখিব লুকাইয়া।
দুর্য্যোধন আদি সবে থাকিবে বেড়িয়া॥
কর্ণ বলে জয়দ্রথ না করিহ ভয়।
অবশ্য মরিবে কালি বীর ধনঞ্জয়॥
হেন বুঝি অনুকূল হইলেক ধাতা।
সে কারণে অর্জ্জুন কহিল হেন কথা॥
এত শুনি জয়দ্রথ ত্যজিলেক ভয়।
অবশ্য হইবে কালি অর্জ্জুনের ক্ষয়॥
হরষিত দুর্য্যোধন জয়দ্রথে লৈয়া।
আপনার গৃহে গেল আনন্দিত হৈয়া॥
কৃপাচার্য্য বলে তবে দ্রোণাচার্য্য প্রতি।
এক কথা কহি আমি কর অবগতি॥
নিশ্চয় জানিল এই রাজা দুর্য্যোধন।
অবশ্য হইবে কালি পার্থের নিধন॥
ত্রিদশের নাথ কৃষ্ণ যাহার সহায়।
হেন জন নাহি পায় কদাচ অপায়॥
অবশ্য হইবে জয়দ্রথের নিধন।
কহিলাম জেন মম স্বরূপ বচন॥
এত শুনি দ্রোণ কন হরষিত মন।
যতেক কহিলে তুমি বেদের বচন॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস অপূর্ব্ব কথন।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যজন॥

জয়দ্রথ-বধের বৃত্তান্ত।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
জয়দ্রথ-বধ-কথা অপূর্ব্ব কথন॥
অর্দ্ধগত নিশা নিদ্রাগত বীরগণ।
অতি চিন্তান্বিত কৃষ্ণ অর্জ্জুন কারণ॥
অর্জ্জুনে কহেন কৃষ্ণ কমললোচন।
না বুঝিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে ক্রোধমন॥
জয়দ্রথ হেতু সবে করি প্রাণপণ।
করিবে দারুণ যুদ্ধ না যায় খণ্ডন॥
জয়দ্রথ বীরে তবে মারিবে কেমনে।
এই সে ভাবনা মম হয় অনুক্ষণে॥
অর্জ্জুন বলেন প্রভু কর অবগতি।
কারে ভয় তুমি যার থাকিবে সংহতি॥
উৎপত্তি প্রলয় যাঁর কটাক্ষেতে হয়।
হেন জন সহায়ে কিবা আছে ভয়॥
অর্জ্জুন-বিনয় শুনি দেব জগন্নাথ।
উঠিলেন ধরি তবে অর্জ্জুনের হাত॥
কপিধ্বজ রথে দোঁহে করি আরোহণ।
সঙ্গোপনে যান যথা হরের ভবন॥
পার্ব্বতীর সনে একাসনে ভূতনাথ।
দেখি কৃষ্ণার্জ্জুন করিলেন প্রণিপাত॥
যোড়হাতে শ্রীনাথ কহেন স্তুতিবাণী।
দেবদেব মহাদেব দেব শূলপাণি॥
সমুদ্র-মন্থনে ঘোর উঠিল গরল।
সে সর্ব্ব সংসার দহে হইয়া অনল॥
সৃষ্টিনাশ দেখি দেবগণ স্তুতি করে।
সদয় হইয়া দেবদেব দয়া করে॥
গণ্ডূষে করিয়া পান রাখিলে জগৎ।
ঘুষিত রহিল যশ জগতে মহৎ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি আদ্যমূল।
নিবেদন করি নাথ হও অনুকূল॥
গোবিন্দের স্তুতি শুনি দেব গঙ্গাধর।
ঈষৎ হাসিয়া করিলেন এ উত্তর॥
আমার বিধাতা তুমি বিশ্বের পালক।
যে না জানে সেই বলে নন্দের বালক॥
ভূভার নাশিতে ভবে অবতার হয়ে।
করিছ বিহার কত ধনঞ্জয়ে লয়ে॥
যে হয় তোমার আজ্ঞা করিব পালন।
করহ আদেশ এবে দেব নারায়ণ॥
গোবিন্দ বলেন দেব কর অবধান।
কৌরব পাণ্ডবে যুদ্ধ নহে সমাধান॥
অন্যায় সমর করি অভিমন্যু বীরে।
বেড়িয়া কৌরবগণে বধে বালকেরে॥
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ বিপক্ষ নাশিতে।
না পারিলে নিজ দেহ ত্যজিবে অগ্নিতে॥
এই হেতু নিবেদি যে শুন গঙ্গাধর।
জয়দ্রথে জিনি পার্থ জিনিবে সমর॥
হর বলিলেন হরি শুন অবধানে।
অর্জ্জুন বিজয়ী হবে জিনি শত্রুগণে॥
অর্জ্জুনের সহায় হইব আমি রণে।
রণে গিয়া নিধন করিব কুরুগণে॥
অনন্তর প্রণমিয়া দেবীর চরণে।
কৃষ্ণার্জ্জুন স্তুতি করে বিবিধ বিধানে॥
শঙ্করী বলেন শুন কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
মম বরে কর গিয়া সব শত্রু ক্ষয়॥
পাইয়া হরের বর কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
ধনলাভে দরিদ্র যেমন হৃষ্ট হয়॥
সেইমত মহানন্দে প্রফুল্ল অন্তরে।
প্রণাম করিল দোঁহে শঙ্করী শঙ্করে॥
বিদায় হইয়া গিয়া আপন শিবিরে।
করিলেন শয়ন সবার অগোচরে॥
প্রভাতে উঠিয়া সবে করি স্নানদান।
সুসজ্জ হইয়া যুদ্ধে করিল প্রয়াণ॥
তবে দ্রোণ মহাবীর সর্ব্বসৈন্য লয়ে।
করিল অদ্ভুত ব্যূহ রণস্থলে গিয়ে॥
বার ক্রোশ ব্যাপিয়া রাখিল সেনাগণ।
তার মধ্যে জয়দ্রথ রাজা দুর্য্যোধন॥
এরূপ করিয়া সবে রহিলেক রণে।
বেড়িল রহিল সবে সিন্ধুর নন্দনে॥
হেথা সর্ব্ব সৈন্য লয়ে রাজা যুধিষ্ঠির।
গোবিন্দেরে অগ্রে করি হলেন বাহির॥

তবে ধনঞ্জয় ডাকিলেন যোদ্ধাগণে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকিরে আর ভীমসেনে॥
যুধিষ্ঠিরে সবা প্রতি করি সমর্পণ।
কহেন তোমরা সবে কর গিয়া রণ॥
জয়দ্রথ-বধ হেতু আমি যাই রণে।
যথায় পাইব আজি সিন্ধুর নন্দনে॥
ভীম বলে তুমি যাহ জয়দ্রথ যথা।
যুধিষ্ঠির হেতু কিছু নাহি মনোব্যথা॥
শুনি কৃষ্ণ বলিলেন শুন ধনঞ্জয়।
এতেক প্রতিজ্ঞা তব উচিত না হয়॥
যদি জয়দ্রথ আজি নাহি হয় বধ।
তবে কি করিবে মোরে কহ তার পথ॥
অর্জ্জুন বলেন প্রভু তোমার প্রসাদে।
আজি জয়দ্রথেরে মারিব অপ্রমাদে॥
তোমা বিনা গতি মম নাহি নারায়ণ।
যত কিছু করি আমি তোমারি কারণ॥
বহু সঙ্কটেতে তুমি করিলে তারণ।
যত বল বুদ্ধি মম তুমি নারায়ণ॥
শুনিয়া কহেন কৃষ্ণ হরিষ অন্তর।
বড় বিচক্ষণ তুমি মহাধনুর্দ্ধর॥
অচিরে হইবে তব প্রতিজ্ঞা পূরণ।
আজি যে হইবে সর্ব্ব শত্রুর নিধন॥
তবে কৃষ্ণ দারুকেরে কহেন তখন।
মম রথখানি আন করিয়া সাজন॥
শার্ঙ্গ ধনুকাদি সব তুলহ তাহাতে।
জয়দ্রথ হেতু রণ করিব নিশ্চিতে॥
কদাচিত ধনঞ্জয় ন্যূন যদি হয়।
একাকী করিব আজি কৌরবের ক্ষয়॥
যেইক্ষণে আমার হইবে শঙ্খধ্বনি।
শব্দ শুনি রথ লয়ে যাইবে তখনি॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ কমললোচন।
বায়ুবেগে চালাইয়া দেন অশ্বগণ॥
ব্যূহমুখে দ্রোণাচার্য্য আছেন গোপনে।
তাঁহার পশ্চাতে যত কুরু-সেনাগণে॥
হেনকালে দ্রোণাচার্য্য ব্যূহের দ্বারেতে।
আগুলিল পার্থে আসি ধনুঃশর হাতে॥
দ্রোণে দেখি ধনঞ্জয় করি নমস্কার।
করযোড়ে কহিলেন কুন্তীর কুমার॥
কি হেতু যুদ্ধের সজ্জা দেখি মহাশয়।
অশ্বত্থামাধিক আমি তোমার তনয়॥
জয়দ্রথ-বধ হেতু প্রতিজ্ঞা আমার।
তোমারে জানাই তাই কারণ তাহার॥
দ্রোণ কহে এই কথা না হয় উচিত।
কুরুসৈন্যগণ দেখ আমার রক্ষিত॥
আমার অগ্রেতে তারে করিবে ঘাতন।
কেমনে দেখিব আমি শুনহ অর্জ্জুন॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ কহেন পার্থেরে।
উপরোধ কেন তুমি করহ দ্রোণেরে॥
সপ্তরথী বেড়ি মারে একাকী বালকে।
অতি শিশু অভিমন্যু রণে মারে তাকে॥
কোন্ উপরোধ গুরু করিল তোমারে।
তুমি কেন উপরোধ করহ উহারে॥
সন্ধান পূরিয়া মার তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ।
যেইমতে দ্রোণাচার্য্য আচরণ॥
এতেক শুনিয়া পার্থ অতি ক্রুদ্ধমন।
দ্রোণে চাহি লাগিলেন বলিতে তখন॥
তবে আর বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
শীঘ্র কর উপায় রাখিতে কুরুগণ॥
আজি যুদ্ধে কৌরবেরে করিব সংহার।
দেখিব কেমনে সবে করহ উদ্ধার॥
এতেক শুনিয়া গুরু অতি ক্রুদ্ধমন।
অর্জ্জুনোপরি করিল বাণ বরিষণ॥
দশ বাণ এড়ে বীর পূরিয়া সন্ধান।
কাটিয়া পাড়েন পার্থ আচার্য্যের বাণ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি দ্রোণ ক্রোধে কম্পমান।
গগন ছাইয়া বীর বরিষয়ে বাণ॥
শীঘ্রহস্তে ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান।
কাটিয়া পাড়েন যত আচার্য্যের বাণ॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন ধনঞ্জয় প্রতি।
আমি যাহা কহি তাহা কর অবগতি॥
জয়দ্রথ-বধ হেতু আছে বড় ভার।
দ্রোণ সহ যুদ্ধ কর না বুঝি বিচার॥

এত শুনি ধনঞ্জয় কহেন কৃষ্ণেরে ।
কিমতে যাইব দ্রোণ পথ রুদ্ধ করে ॥
কৃষ্ণ বলিলেন শুন আমার বচন ।
দ্রোণের দক্ষিণ দিকে আছে সেনাগণ ॥
সেই সেনাগণে বাণে কাটি পাড় তুমি ।
সেইখান দিয়া রথ চালাইব আমি ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় পূরেন সন্ধান ।
নিমেষে করেন বহু সৈন্য খান খান ॥
তবে শ্রীকৃষ্ণ সেই পথে রথ চালাইল ।
দ্রোণেরে পশ্চাৎ করি সৈন্যে প্রবেশিল ॥
দ্রোণ বলে ধনঞ্জয় এ কোন্ বিচার ।
পলাইয়া যাও তুমি অগ্রেতে আমার ॥
অর্জ্জুন বলেন গুরু করি নমস্কার ।
তোমারে জিনিবে হেন শক্তি আছে কার ॥
জয়দ্রথ বধ হেতু যাইব এখন ।
তোমার চরণে করি এই নিবেদন ॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য হাসিতে লাগিল ।
একভিতে রথ রাখি পথ ছাড়ি দিল ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর অতিশয় ক্রোধে ।
যারে পায় তারে মারে নাহি উপরোধে ॥
আকর্ণ পূরিয়া বীর বরিষয়ে বাণ ।
রথ অশ্ব পদাতিক করে খান খান ॥
পলায় সকল সৈন্য রণে নাহি রয় ।
মহাক্রোধে আগু হৈল দ্রোণের তনয় ॥
ধনঞ্জয় অশ্বত্থামা দোঁহে মহারণ ।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যত সেনাগণ ॥
মহাবীর অশ্বত্থামা দ্রোণের নন্দন ।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
তবে ক্রোধে মহাবীর ইন্দ্রের নন্দন ।
কাটিলেন দ্রৌণির হাতের শরাসন ॥
আর ধনু লয়ে বীরে দ্রোণের তনয় ।
বাণবৃষ্টি করে বীর নির্ভয়হৃদয় ॥
তবে ধনঞ্জয় ক্রোধে হইয়া অস্থির ।
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে দ্রৌণির শরীর ॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল ।
অচেতন হয়ে বীর রথেতে পড়িল ॥
রথেতে পড়িল বীর হয়ে অচেতন ।
হাহাকার করি ধায় যত যোদ্ধাগণ ॥
হেনকালে আগু হৈল মিহির-নন্দন ।
ধনুক ধরিয়া আসে করিবারে রণ ॥
মহাক্রোধে সূর্য্যসুত সর্পবাণ এড়ে ।
সহস্র সহস্র নাগ পার্থে গিয়া বেড়ে ॥
এড়েন গরুড় বাণ ইন্দ্রের নন্দন ।
ধরিয়া সকল সর্প করিল ভক্ষণ ॥
সর্পেরে গিলিয়া কর্ণে গিলিবারে আসে ।
অগ্নি বাণ কর্ণ তবে এড়িল তরাসে ॥
অগ্নিতে পক্ষীর পাখা পুড়িল সকল ।
হইল প্রলয় অগ্নি সেই রণস্থল ॥
এড়েন বরুণ বাণ ইন্দ্রের নন্দন ।
জলেতে নিবৃত্ত হৈল যত হুতাশন ॥
হইল প্রলয় নীর সেই রণস্থলে ।
হয় হস্তী পদাতিক ভাসি বুলে জলে ॥
শোষক নামেতে বাণ কর্ণ এড়ে রোষে ।
শুষিল সকল নীর চক্ষুর নিমিষে ॥
তবে পার্থ মহাবীর পূরিয়া সন্ধান ।
একেবারে মারিলেন দশ গোটা বাণ ॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল ।
মূর্চ্ছিত হইয়া কর্ণ রথেতে পড়িল ॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি ।
রণে ভঙ্গ দিয়া গেল কর্ণ যোদ্ধাপতি ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর মহাক্রোধ মনে ।
লক্ষ লক্ষ যোদ্ধাগণে বিনাশিল রণে ॥
হেনমতে ছয়ক্রোশ পথ চলি গেলা ।
গগনমণ্ডলে হৈল দ্বিপ্রহর বেলা ॥
হেনকালে কৃষ্ণ কন শুন ধনঞ্জয় ।
শ্রমযুক্ত হইল রথের চারি হয় ॥
শরে বিদ্ধ হইয়াছে চলিতে না পারে ।
কিমতে যাইব তবে সংগ্রাম ভিতরে ॥
দিবা হৈল বহু তৃণ জল নাহি পায় ।
হের দেখ ঘন ঘন মম মুখ চায় ॥
সমর করহ যদি নামি ভূমিতল ।
তবে আমি খাওয়াই অশ্বে তৃণ জল ॥

এত শুনি কৃষ্ণেরে কহেন গুড়াকেশ।
কেন অসম্ভব কথা কহ হৃষীকেশ॥
সংগ্রামের স্থল ইথে নাহি জলাশয়।
তৃণশূন্য এই স্থল ধূলা উড়ে যায়॥
গোবিন্দ বলেন ক্ষণ রহ হেথা তুমি।
যথা পাই আনি জল খাওয়াইব আমি॥
অর্জ্জুন বলেন বড় হইনু বিস্ময়।
যে কহিলে নারায়ণ শুনি ভয় হয়॥
ছল করি ছাড়িয়া যাইতে চাহ হরি।
সিন্ধুমাঝে ডুবাইয়া আমারে সংহারি॥
বুঝিলাম অপরাধ হইয়াছে পায়।
তুমি যদি ছাড় তবে নাহিক উপায়॥
তুমি বল তুমি বুঝি পাণ্ডবের প্রাণ।
যার অনুগ্রহে সঙ্কটেতে পাই ত্রাণ॥
হৃদয় নিদয় এবে বুঝি মোরে দেখি।
অনাথের নাথ হয়ে কেন কর দুঃখী॥
আমার প্রতিজ্ঞা যত সে হইল মিছা।
এ ছার জীবনে তবে আর কিবা ইচ্ছা॥
কেমনে সমর সিন্ধু তরিবারে পারি।
তরণী ফেলিয়া হরি চলিলে কাণ্ডারী॥
কমলনয়ন কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া।
করহ আক্ষেপ সখা কিসের লাগিয়া॥
পঞ্চভাই তোমরা পাণ্ডব যাজ্ঞসেনী।
রাখিয়াছ ভক্তিতে আমাকে সদা কিনি॥
পলাইতে পারি কি যে পলাইতে চাই।
হৃদয় নিগড়ে বন্দী এড়াতে না পাই॥
কে জানে কহি যে সত্য তোমা ছয় জনে
নাহি পারি এক দণ্ড পাসরিতে মনে॥
ভূমিতে নামিয়া যদি করহ সংগ্রাম।
তবেত অশ্বেরে আমি করাই বিশ্রাম॥
এত শুনি ধনঞ্জয় নামিয়া ভূমিতে।
সংগ্রাম করেন বীর ধনুঃশর হাতে॥
তবে কৃষ্ণ রথ হৈতে ভূমিতলে উলি।
ক্রমে ক্রমে ঘুচাইল অশ্ব কড়িয়ালি॥
তৃষিত হইল অশ্ব পার্থক্ষিপ্ত বাণে।
জানি নারায়ণ তবে বলেন অর্জ্জুনে॥

শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ দেখ অশ্বগণে।
তৃষ্ণার কারণ চাহে মম মুখ পানে॥
বিনা জলপানে অশ্ব না পারে চলিতে।
তাহার বিধান আমি করি যে ত্বরিতে॥
তবে ত করহ যুদ্ধ কুরুসৈন্য সনে।
হউক ক্ষণেক যুদ্ধ মল্ল মল্লগণে॥
এতেক কহিলে কৃষ্ণ কমললোচন।
এক সরোবর হৈল অপূর্ব্ব রচন॥
নানাজাতি পক্ষিগণ ক্রীড়া করে তাহে।
নানা পুষ্প ফুটে তার গন্ধে মন মোহে॥
পদ্মের সৌরভে গন্ধ চতুর্দ্দিকে যায়।
লাখে লাখে মত্ত অলি মধুলোভে ধায়॥
অমৃত সমান হৈল সরোবর-নীর।
অশ্ব লয়ে তাহাতে নামেন যদুবীর॥
জলেতে ধোয়ান কৃষ্ণ অশ্বের শোণিত।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে হইল বিস্মিত॥
অর্জ্জুনেরে ভূমে দেখি যত যোদ্ধাগণ।
সন্ধান পূরিয়া অস্ত্র করে বরিষণ॥
দেখিয়া অর্জ্জুন তবে পূরেন সন্ধান।
আকর্ণ পূরিয়া এড়িলেন দিব্য বাণ॥
শূন্যেতে দোঁহার বাণ একত্র হইল।
গ্রহের সদৃশ হয়ে শূন্যেতে রহিল॥
আনন্দে গোবিন্দ তবে লয়ে অশ্বগণে।
জলপান করালেন হরষিত মনে॥
জলপানে অশ্বগণ হৈল বলবান।
পূর্ব্বের সদৃশ হৈল করি জলপান॥
তবে কৃষ্ণ অশ্বগণে লইয়া সংহতি।
রথেতে উঠেন গিয়া অতি শীঘ্রগতি॥
অশ্বগণে রথে যুড়ি বলেন অর্জ্জুনে।
বলবান হৈল অশ্ব দেখ জলপানে॥
অতঃপর রথে আসি চড় মহামতি।
রথ চালাইয়া আমি দিব শীঘ্রগতি॥
এত শুনি ধনঞ্জয় ধনুঃশর হাতে।
এক লাফ দিয়া বীর উঠিলেন রথে॥
কৃতাঞ্জলি অর্জ্জুন কহেন সবিনয়।
এক নিবেদন করি শুন মহাশয়॥

তোমার চরিত্র আমি বুঝিতে না পারি।
আপন বৃত্তান্ত মোরে কহ কৃপা করি ॥
নিরবধি অপরাধ করি তব স্থান।
চিনিতে না পারি আমি বড়ই অজ্ঞান ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ না কর বিস্ময়।
মম পরিচয় তোমা দিব ধনঞ্জয় ॥
এত বলি দেন কৃষ্ণ চালাইয়া হয়।
ধনু ধরি সমর করেন ধনঞ্জয় ॥
দ্রোণপর্ব্বে সুধারস জয়দ্রথ-বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

ভূরিশ্রবা সহ সাত্যকির যুদ্ধ।

মুনি বলে শুন শুন রাজা জন্মেজয়।
করেন দারুণ যুদ্ধ বীর ধনঞ্জয় ॥
হেথায় ধর্ম্মের পুত্র না দেখি অর্জ্জুনে।
কৃষ্ণেরে না দেখি দুঃখ ভাবিলেন মনে ॥
বহুদূর গেল রথধ্বজ নাহি দেখি।
চিন্তাকুল হয়ে রাজা ডাকেন সাত্যকি ॥
ডাক শুনি সাত্যকি আইল সেইক্ষণ।
সাত্যকিরে বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
একেশ্বর গেল পার্থ কৌরব ভিতর।
না জানি কিরূপ তথা করয়ে সমর ॥
রথধ্বজ নাহি দেখি কিসের কারণ।
এ সকল ভাবি মোর স্থির নহে মন ॥
শীঘ্রগতি রথে চড়ি করহ গমন।
ডাকিলাম তোমারে যে এই সে কারণ ॥
এত শুনি ভীমে রাখি ধর্ম্মের রক্ষণে।
রথে চড়ি সাত্যকি চলিল সেইক্ষণে ॥
নিমেষেকে প্রবেশিয়া ব্যূহের ভিতর।
কুরুসৈন্যের উপরে মারে তীক্ষ্ণ শর ॥
সাত্যকির বাণে সব উচ্ছিন্ন হইল।
একেশ্বর সাত্যকি কুরুবল মথিল ॥
এত দেখি তবে ভূরিশ্রবা নরপতি
রথে চড়ি ধনু ধরি আসিল ঝটিতি ॥
মহাক্রোধে ভূরিশ্রবা এড়ে দশ বাণ।
বাণে কাটি সাত্যকি করিল খান খান ॥
হেনমতে বাণবৃষ্টি করিল বিস্তর।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে হইল জর্জ্জর ॥
তবে ভূরিশ্রবা সাত্যকির প্রতি বলে।
তুমি আমি এস যুদ্ধ করি ভূমিতলে ॥
এত বলি তবে ভূরিশ্রবা অসি লয়ে।
রথ হতে ভূমে পড়ে এক লাফ দিয়ে ॥
হেরিয়া সাত্যকি তবে ত্যজে ধনুঃশর।
অসি হস্তে লয়ে বীর নামিল সত্বর।
খড়্গ হস্তে দুই বীর করয়ে সমর।
খড়্গের প্রহারে দোঁহে হইল জর্জ্জর ॥
জড়াজড়ি করি দোঁহে পড়ে ভূমিতলে।
সাত্যকিরে ধরে ভূরিশ্রবা মহাবলে ॥
বুকের উপরে উঠে ধরিয়া চিকুরে।
দেখিয়া সাত্যকি বীর বায়ুবেগে ঘুরে ॥
হাতে খড়্গ করি তবে সোমদত্ত-সুত।
সাত্যকিরে কাটিবারে হইল উদ্যত ॥
কুমারের চাক যেন ঘুরয়ে সাত্যকি।
অদ্ভুত ঘটনা সবে দেখে দূরে থাকি ॥
এতেক দেখিয়া তবে কৃষ্ণ মহাশয়।
ডাকিয়া বলেন হের ওহে ধনঞ্জয় ॥
ভূরিশ্রবা ধরিয়াছে সাত্যকির চুলে।
সাত্যকি ঘুরিছে মহাবেগে ভূমিতলে ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় হইলেন ব্যস্ত।
বাণে কাটি পাড়িলেন ভূরিশ্রবা হস্ত ॥
এত শুনি রাজা জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল।
কহ মুনিবর এত অদ্ভুত হইল ॥
অশ্বত্থামা আদি করি যত যোদ্ধাগণে।
একাকী সাত্যকি বীর জিনে সর্ব্বজনে ॥
সাত্যকিরে ভূরিশ্রবা করে পরাজয়।
আশ্চর্য্য শুনিয়া মম হইল বিস্ময় ॥
দ্রোণপর্ব্বে সুধারস জয়দ্রথ-বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

ভূরিশ্রবা কর্ত্তৃক সাত্যকির পরাজয়-বৃত্তান্ত বর্ণন।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
যেইমতে হইল সাত্যকি পরাজয়॥
একদিন বসুদেব পিতৃ শ্রাদ্ধকালে।
নিমন্ত্রণ করি যত কুটুম্ব আনিলে॥
সোমদত্ত বাহ্লীক সে পাঞ্চাল রাজন।
শাল্ব শিশুপাল এল পেয়ে নিমন্ত্রণ॥
আইল অনেক রাজা না যায় গণন।
সবাকারে বসুদেব করে অভ্যর্থন॥
বিচিত্র আসনেতে বসিল সর্ব্বজন।
তার মধ্যে সোমদত্ত করিল গমন॥
সভার মধ্যেতে যদি সোমদত্ত গেল।
সোমদত্তে দেখি শিনি ক্রোধেতে জ্বলিল॥
বসুদেব খুড়া শিনি সাত্যকির বাপ।
সোমদত্তে দেখি শিনি পাইলেক তাপ॥
ডাকিয়া বলেন শিনি শুন সোমদত্ত।
সভামধ্যে বৈস তুমি এ কোন্ মহত্ত্ব॥
আমা সবা না মানিস্ কোন্ অহঙ্কারে।
পৃথিবীর মধ্যে কেবা না জানে তোমারে॥
মর্য্যাদা থাকিতে শীঘ্র যাহ পলাইয়া।
আপন সদৃশ যোগ্যস্থানে বৈস গিয়া॥
এত শুনি সোমদত্ত ক্রোধেতে জ্বলিল।
অগ্নির উপরে যেন ঘৃত ঢালি দিল॥
সোমদত্ত বলে শিনি না করিস্ গর্ব্ব।
তোমার মহত্ত্ব যত আমি জানি সর্ব্ব॥
এতেক উত্তর মোরে করিস্ বর্ব্বর।
কোন্ অর্থে ন্যূন আমি পৃথিবী ভিতর॥
তোমা হৈতে ন্যূন কেবা আছয়ে ধরণী।
মম অগোচর নহে সব আমি জানি॥
এতেক শুনিয়া শিনি মহাকোপ মন।
ক্রোধে ডাক দিয়া বলে শুন সর্ব্বজন॥
এত অহঙ্কার তোর ওরে কুলাঙ্গার।
পরে নিন্দ ছিদ্র নাহি দেখ আপনার॥
ইহার উচিত ফল দিব আজি তোরে।
এত বলি মহাক্রোধে উঠিল সত্বরে॥
শিনি দেখি সোমদত্ত উঠি সেইক্ষণ।
হুড়াহুড়ি মহাযুদ্ধ করে দুইজন॥
তবে শিনি মহাক্রোধে ধরে তার চুলে।
দেখিয়া উঠিল হাস যত সভাস্থলে॥
কেশে ধরি চড় মারে বজ্রের সমান।
এক চড়ে দন্তগুলা করে খান খান॥
তবে সবে উঠি দোঁহে বারণ করিল।
অভিমানে সোমদত্ত দেশে নাহি গেল॥
সভামধ্যে সোমদত্ত পেয়ে অপমান।
তপস্যা করিতে বনে করিল প্রয়াণ॥
দ্বাদশ বৎসর তপ করে অনাহারে।
একচিত্তে সোমদত্ত সেবিল শঙ্করে॥
তপস্যাতে বশ হইলেন মহেশ্বর।
বৃষেতে চড়িয়া আসে বনের ভিতর॥
হর বলিলেন বর মাগহ রাজন।
এত বলি তাহারে ডাকেন পঞ্চানন॥
ধ্যান ভাঙ্গি সোমদত্ত দেখিলেক হর।
বিভূতি ভূষণ জটাধারী গঙ্গাধর॥
আনন্দিত সোমদত্ত দেখিয়া শঙ্করে।
বিবিধ প্রকারে রাজা বহু স্তুতি করে॥
সোমদত্ত বলে যদি হৈলে কৃপাবান।
এক নিবেদন আমি করি তব স্থান॥
সভামধ্যে শিনি মোরে অমান্য করিল।
যতেক নৃপতিগণ বসিয়া দেখিল॥
অগ্নিবৎ অঙ্গ দহে সেই অপমানে।
এই নিবেদন আমি করি তব স্থানে॥
যদি মোরে বর দিবে দেব পশুপতি।
মহাধর্ম্মুর্দ্ধর মম হউক সন্ততি॥
তার পুত্রে মম পুত্র জিনিবে সমরে।
রাজগণ মধ্যে যেন অপমান করে॥
ইহা বিনা অন্য বর নাহি চাহি আমি।
এই বর মহাপ্রভু আজ্ঞা কর তুমি॥
শঙ্কর বলেন বর দিলাম তোমারে।
তব পুত্র জিনিবেক শিনির কুমারে॥
প্রাণে মারিবারে তারে নহিবে শকতি
এত বলি কৈলাসে গেলেন পশুপতি॥

শিব-স্থানে হেন বর পেয়ে নরবর।
আনন্দিত হয়ে গেল আপনার ঘর॥
ভূরিশ্রবা সাত্যকিরে জিনে শিব-বরে।
তার উপাখ্যান এই জানাই তোমারে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ভূরিশ্রবা বধ।

মুনি বলে আশ্চর্য্য শুনহ জন্মেজয়।
শিববরে সাত্যকি হইল পরাজয়॥
ভূরিশ্রবা-হস্ত যদি কাটেন অর্জ্জুন।
ভূমিতে পড়িয়া হইলেন অচেতন॥
পুনরপি উঠিয়া বসিল রণস্থলে।
নিন্দা করি ভূরিশ্রবা অর্জ্জুনেরে বলে॥
ধিক্ ধিক্ ধনঞ্জয় বীরপণা তোর।
অন্যায় করিয়া হস্ত কাটিলি যে মোর॥
সাত্যকি সহিত রণ আছিল আমার।
কাটিলি আমার হস্ত তুই কুলাঙ্গার॥
সম্মুখ সংগ্রামে পড়ি স্বর্গে যাই আমি।
এই পাপে ধনঞ্জয় হবে অধোগামী॥
এতেক শুনিয়া পার্থ হইল লজ্জিত।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ কেন হও ভীত॥
কৃষ্ণ ডাকি বলিলেন ভূরিশ্রবা প্রতি।
একা অভিমন্যুরে বেড়িলে সপ্তরথী॥
কোন্ ন্যায়যুদ্ধে অভিমন্যুরে মারিলে।
এবে বুঝি সে সকল কথা পাসরিলে॥
মৃত্যুকালে ধর্ম্মবুদ্ধি হইল তোমার।
অর্জ্জুনেরে নিন্দা কর তুমি কুলাঙ্গার॥
কটুবাক্য শুনি ভূরিশ্রবা নরপতি।
নিন্দা করি কহিতে লাগিল কৃষ্ণ প্রতি॥
ভূরিশ্রবা বলে কৃষ্ণ কহিলে প্রমাণ।
তোমা হৈতে এত সব হৈল অপমান॥
কি কারণে নিন্দা আমি করি অর্জ্জুনেরে।
তোমা সম দুষ্ট নাহি পৃথিবী ভিতরে॥
তোমার কুবুদ্ধে হৈল সকল সংহার।
নির্লজ্জ তোমারে আমি কি কহিব আর॥
এত বলি ভূরিশ্রবা হইল বিমন।
কি কর্ম্ম করিনু আমি নিন্দি নারায়ণ॥
অন্তকালে যে জন স্মরয়ে নারায়ণ।
চতুর্ভুজরূপে যায় বৈকুণ্ঠ-ভবন॥
এতেক ভাবিয়া ভূরিশ্রবা নরপতি।
বিবিধ প্রকারে করে গোবিন্দেরে স্তুতি॥
ডাকিয়া বলিল কৃষ্ণ তোমারে নিন্দিয়া।
কি গতি আমার হবে না পাই ভাবিয়া॥
অধম দেখিয়া মোরে হও কৃপাবান।
নরক হইতে মোরে কর পরিত্রাণ॥
সর্ব্বকাল তোমা বিনা নাহি জানি আমি।
মৃত্যুকালে তোমা নিন্দি হই অধোগামী॥
আপনার গুণে কর আমারে উদ্ধার।
নরক হইতে ত্রাণ করহ আমার॥
এত বলি ভূরিশ্রবা মৌনেতে রহিল।
হৃদয়-পঙ্কজে পদ ভাবিতে লাগিল॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন তুমি ত্যজ দুঃখমন।
স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাহ বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
বৈকুণ্ঠেতে অগ্রে তুমি করহ গমন।
তথা গিয়া তোমা সঙ্গে করিব মিলন॥
ভূরিশ্রবা শ্রীকৃষ্ণেতে এই কথা হয়।
কৃষ্ণধ্যান করি ভূরিশ্রবা মৌনে রয়॥
হেনকালে সাত্যকি উঠিয়া ভূমি হৈতে।
খড়্গ লয়ে ধায় ভূরিশ্রবারে কাটিতে॥
হাতে চুল জড়াইয়া খড়্গ লয়ে করে।
খণ্ড খণ্ড করি বীর কাটিল তাহারে॥
এতেক দেখিয়া কৌরবের সেনাগণ।
সাত্যকি উপরে করে বাণ বরিষণ॥
এক লাফে সাত্যকি উঠিল গিয়া রথে।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া অস্ত্র নিল হাতে॥
নিমেষেকে মারে লক্ষ লক্ষ সেনাগণ।
বাণবৃষ্টি করে বীর মহাকোপ মন॥
দ্রোণপর্ব্বে পুণ্যকথা জয়দ্রথ-বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

ভীম কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের নবতি সহোদর নিধন।

মুনি বলে শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন।
হেনমতে শিনিপুত্র করে মহারণ॥
হেথা রাজা যুধিষ্ঠির সচিন্তিত মন।
অনুক্ষণ করিছেন পার্থের ভাবন॥
তৃতীয় প্রহর বেলা হৈল আসি প্রায়।
নাহি জানি পার্থ করে কেমন উপায়॥
তত্ত্ব জানিবারে তবে পাঠাই সাত্যকি।
প্রহর পর্য্যন্ত হৈল তারে নাহি দেখি॥
এই সব ভাবি মম মন নহে স্থির।
এত বলি বৃকোদরে ডাকে যুধিষ্ঠির॥
ধর্ম্মাজ্ঞা শুনি আইল বীর বৃকোদর।
ভীমে দেখি কহিলেন ধর্ম্ম নৃপবর॥
অর্জ্জুনের তত্ত্ব ভাই নাহি পাওয়া গেল।
সাত্যকিরে পাঠাইনু সেহ নাহি এল॥
এ হেতু তোমারে ডাকি ভাই বৃকোদর।
অর্জ্জুনের তত্ত্ব জানি আইস সত্বর॥
এত শুনি ধৃষ্টদ্যুম্নে ডাকি বৃকোদর।
প্রত্যক্ষ কহিল যত রাজার উত্তর॥
অর্জ্জুনের তত্ত্বে আমি যাইব ত্বরিত।
রাজারে রাখিবে সবে হয়ে সাবহিত॥
এত বলি তদন্তর বীর বৃকোদর।
বিশোকে বলিল রথ সাজাহ সত্বর॥
বিশোক সাজাইল রথ ত্বরা করিয়া।
তবে ভীম চড়ে রথে কৃষ্ণেরে স্মরিয়া॥
সারথি চালায় বায়ুবেগে অশ্বগণ।
উত্তরিল ব্যূহমধ্যে পবন নন্দন॥
বৃকোদর বীরে দেখি রবির নন্দন।
আগুলিল ভীমে আসি অতি ক্রুদ্ধমন॥
কর্ণেরে দেখিয়া ভীম কম্পিত শরীর।
আকর্ণ পূরিয়া নানা অস্ত্র এড়ে বীর॥
চারি বাণে চারি অশ্বে কাটিল সত্বর।
চারি বাণে সারথিরে দিল যমঘর॥
সারথি পড়িল রথ হইল অচল।
লাফ দিয়া পলাইল কর্ণ মহাবল॥
কর্ণ পলাইল দেখি বীর বৃকোদর।
মহাক্রোধে বাণ এড়ে সৈন্যের উপর॥
পড়িল অনেক সৈন্য পৃথিবী আচ্ছাদি।
লক্ষ লক্ষ সেনা পড়ে রক্তে বহে নদী॥
দেখিয়া আকুল বড় রাজা দুর্য্যোধন।
সহোদরগণে ডাক দিল সেইক্ষণ॥
ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ আসি দশজন।
ভীমের উপরে কৈল অস্ত্র বরিষণ॥
তবে ক্রোধে বৃকোদর গদা লয়ে ধায়।
রথ অশ্ব সহ বীর চূর্ণ করি যায়॥
দশজনে মারে বীর গদার প্রহারে।
দেখি দুর্য্যোধন বীর হাহাকার করে॥
ভীমের দেখিয়া কোপ অনল সমান।
ভয়ে আর কোন বীর নহে আগুয়ান॥
এতেক দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্র পুত্রবর।
যুদ্ধ করিবারে আসে ত্রিশ সহোদর॥
ভয়ঙ্কর ত্রিশ হস্তী আরোহণ করি।
ভীমের অগ্রেতে গেল হাতে ধনু ধরি॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণে দেখি বৃকোদর।
হাতে গদা করি ধায় হরিষ অন্তর॥
করি-কুম্ভস্থলে মারে গদা বজ্রবাড়ি।
ত্রিশ ঘায় ত্রিশ হস্তী যায় গড়াগড়ি॥
হস্তী সব চূর্ণ করি ধায় বৃকোদর।
নিমেষেকে বিনাশিল ত্রিশ সহোদর॥
হেনমতে ভীমসেন করে মহারণ।
ব্যাকুল হইয়া কান্দে রাজা দুর্য্যোধন॥
ভীমের সংগ্রাম দেখি ভীত কুরুদল।
হাহাকার মহাশব্দে হৈল গণ্ডগোল॥
পুনরপি ভীম উঠে রথের উপর।
রথ চালাইয়া দিল বিশোক সত্বর॥
বিশোক চালায় রথ বায়ু সম গতি।
যুঝিতে যুঝিতে যায় ভীম মহামতি॥
কত দূর গিয়া ভীম সাত্যকি দেখিল।
আনন্দিত হয়ে তারে বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল॥
ভীম বলে কহ অর্জ্জুনের সমাচার।
কি কারণে রথধ্বজ নাহি দেখি তার॥

সাত্যকি কহিল ওই দেখ বৃকোদর।
দ্রোণ সহ ধনঞ্জয় করেন সমর॥
পুনরপি বলে ভীম কহ বিবরণ।
যুধিষ্ঠিরে ছাড়িয়া আইলে কি কারণ॥
ভীম বলে যুধিষ্ঠির পাঠান আমারে।
অর্জ্জুনের সমাচার জানিবার তরে॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন স্থানে তাঁরে করি সমর্পণ।
আসিয়াছি সমাচার জানিতে এখন॥
শুনিয়া সাত্যকি তবে আনন্দিত হৈল।
ভীমে দেখি কর্ণ বীর পুনশ্চ আইল॥
তবে বৃকোদর বীর ধরি ধনুখান।
কর্ণের উপরে মারে তীক্ষ্ণ দশ বাণ॥
বাণাঘাতে ব্যথিত হইল অঙ্গপতি।
পলাইল যুদ্ধ ছাড়ি কর্ণ শীঘ্রগতি॥
তবে ক্রোধে বৃকোদর অনল সমান।
আকর্ণ পূরিয়া বীর বরিষয়ে বাণ॥
লক্ষ লক্ষ সেনা পড়ে নাহি তার অন্ত।
গিরি সম হস্তী পড়ে ঈষা সম দন্ত॥
আট অক্ষৌহিণী সেনা পড়ে সেই দিনে
এতেক করিল ক্ষয় বীর তিনজনে॥
অর্জ্জুন সাত্যকি দোঁহে চারি অক্ষৌহিণী
চারি অক্ষৌহিণী ভীম জিনিল আপনি॥
ধৃতরাষ্ট্রপুত্র সব এতেক দেখিয়া।
আইল পঞ্চাশ জন রথেতে চড়িয়া॥
সৈন্যসজ্জা কোলাহল হয় হস্তী রথ।
চারিদিকে ঘেরি বেড়ে আবরিয়া পথ॥
দেখিয়া ধাইল তবে বীর বৃকোদর।
একে একে মারিল পঞ্চাশ সহোদর॥
নবতি সোদর পড়ে দেখি দুর্য্যোধন।
ভ্রাতৃগণ-শোকে রাজা করয়ে ক্রন্দন॥
সঞ্জয় বলিল শুন অন্ধ নরবর।
সহোদর নবতি মারিল বৃকোদর॥
কি বল কি বল বলে অন্ধ নরপতি।
মূর্চ্ছিত হইয়া তবে পড়ি গেল ক্ষিতি॥
শুনিয়া গান্ধারী দেবী হৈল অচেতন।
বংশনাশ করে মম পাণ্ডুর নন্দন॥

অন্তঃপুরে উঠিল ক্রন্দন-কোলাহল।
হাহাকার করে সবে না বান্ধে কুন্তল॥
শত শত বধূগণ করিয়া রোদন।
টানিয়া ফেলিল নিজ রত্ন আভরণ॥
চুল ছিঁড়ে বস্ত্র ছিঁড়ে শিরে মারে ঘাত।
আমা সবা ছাড়ি কোথা গেলে প্রাণনাথ॥
কোমল শরীর সবে পরমাসুন্দরী।
ভূমে গড়াগড়ি যায় হাহাকার করি॥
ক্রন্দন শুনিয়া তবে অন্ধ নরবর।
বিলাপ করয়ে কত হইয়া কাতর॥
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যায় ক্ষণেকে চেতন।
হা পুত্র হা পুত্র বলি করয়ে রোদন॥
সোনার আগার মম শূন্যময় হৈল।
ভীমের সমরে পুত্র সকলি মরিল॥
বড়ই নিষ্ঠুর ভীম নাহি দয়ালেশ।
ভীম হৈতে হইল আমার বংশ শেষ॥
সঞ্জয় বলিল শুন অন্ধ নরবর।
এখন কি হবে রাজা হইলে কাতর॥
এই হেতু পূর্ব্বে কত বলিনু তোমারে।
কার বাক্য না শুনিলে তুমি অহঙ্কারে॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর বিদুর সুমতি।
বিবিধ প্রকারে বুঝাইল তোমা প্রতি॥
বিদুর বলিল কেন কান্দ নরবর।
তব হিত হেতু পূর্ব্বে কহিনু বিস্তর॥
ধনলোভে রাজ্যলোভে কৈলে অপকর্ম্ম॥
আপনি করিলে রাজা আপন অধর্ম্ম॥
তাহার অসাধ্য রাজা ছিল কোন্ কর্ম্ম।
তথাপিহ যুধিষ্ঠির না কৈল অধর্ম্ম॥
মুহূর্ত্তেকে ভূমণ্ডল জিনিবারে পারে।
তথাপিহ যুধিষ্ঠির ক্ষমিল তোমারে॥
পঞ্চগ্রাম মাগিলেক ধর্ম্মের নন্দন।
একখানি নাহি দিল দুষ্ট দুর্য্যোধন॥
এখন সে সব কথা হইল বিদিত।
অধর্ম্ম করিলে ভাল নহে কদাচিত॥
বিদুরে চাহিয়া তবে কহিল রাজন।
পুনঃ পুনঃ কটুবাক্য কহ কি কারণ॥

পুত্রগণ-শোকে মম দগ্ধ হৈল মন।
কটুভাষা পুনঃ পুনঃ কহ অনুক্ষণ॥
এত বলি নিঃশব্দে রহিল নরপতি।
পুত্রগণ-শোকে রাজা কান্দে দুঃখমতি॥
জন্মেজয় বলে কহ শুনি তপোধন।
কিমতে হইল বধ আর দশ জন॥
পিতামহ চরিত্র অপূর্ব্ব উপাখ্যান।
অমৃত হইতে রস শুনি তব স্থান॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

—

দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন বিনা অষ্টভ্রাতার মৃত্যু ও জন্ম-ক্রথ বধ।

মুনি বলে অবধান কর নরপতি।
হেনমতে যুদ্ধ করে ভীম মহামতি॥
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণে বধিয়া সমরে।
সহস্রেক হস্তী মারে গদার প্রহারে॥
শোকেতে আকুল হইলেন দুর্য্যোধন।
ভ্রাতৃগণ মৃত্যু দেখি করয়ে রোদন॥
অবশিষ্ট ছিল আর দশ সহোদর।
সবা লয়ে দুর্য্যোধন চলিল সত্বর॥
দুর্য্যোধনে দেখি ভীম গদা লয়ে করে।
রথ এড়ি মারিবারে ধাইল সত্বরে॥
গদাযুদ্ধ করে দোঁহে অবনী উপর।
হুহুঙ্কার শব্দে দোঁহে গর্জ্জে নিরন্তর॥
মহাকোপে বৃকোদর গদা প্রহারিল।
কবচ কাটিয়া তার মর্ম্মেতে ভেদিল॥
মূর্চ্ছিত হইল বীর সংগ্রাম ভিতর।
দেখিয়া ধাইল তার নয় সহোদর॥
দুঃশাসন সহ আসে ভাই আটজন।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
দেখিয়া কুপিত হৈল পবননন্দন।
গদা হাতে করি ধায় পবনগমন॥
রথ সহ অষ্টজনে করিল নিধন।
দেখি ভয়ে পলাইয়া গেল দুঃশাসন॥
কেবল রহিল দুর্য্যোধন দুঃশাসন।
সমরে পড়িল আর সব ভ্রাতৃগণ॥
কান্দিতে কান্দিতে তবে রাজা দুর্য্যোধন।
রথে চড়ি পলাইল লইয়া জীবন॥
পুনরপি কর্ণবীর লয়ে ধনুর্ব্বাণ।
ভীমের সম্মুখে গেল পূরিয়া সন্ধান॥
ক্রমে ক্রমে কর্ণ ছয়বার পলাইল।
পুনরপি ধনু ধরি যুঝিতে আইল॥
গদা হাতে করি ধায় বীর বৃকোদর।
লক্ষ লক্ষ সেনা মারে অসংখ্য কুঞ্জর॥
তবে কর্ণ মহাবীর পূরিয়া সন্ধান।
দশ বাণে গদা কাটি করে খান খান॥
নিরস্ত্র হইল বীর সংগ্রাম ভিতর।
কাটা হস্তী তুলি ফেলে কর্ণের উপর॥
কাটিয়া ফেলেন হস্তী কর্ণ মহাবীর।
বাণে খণ্ড খণ্ড কৈল ভীমের শরীর॥
কাটা অশ্ব গজ ছিল সব ক্ষয় হৈল।
দুই হস্তে কাটা স্কন্ধ ফেলিতে লাগিল॥
কর্ণবীর এড়ে বাণ সংগ্রামে প্রচণ্ড।
যত সব কাটা স্কন্ধ করে খণ্ড খণ্ড॥
বাণে খণ্ড খণ্ড হৈল ভীমের শরীর।
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া তার পড়িছে রুধির॥
অশক্ত হইল বীর সংগ্রাম ভিতরে।
শীঘ্রগতি কর্ণবীর ধরিল ভীমেরে॥
গুণ সহ ধনু ধরি দিল তার গলে।
হাতেতে ধরিয়া তবে কর্ণ বীর বলে॥
এই বল ধরি তুই করিস্ সমর।
কি উপায় এখন করিবে বৃকোদর॥
গুরুজন সহ ভীম না করিহ রণ।
সমানের সহ সদা কর ক্ষত্রপণ॥
এতেক কহিতে কর্ণ রবির নন্দন।
কুন্তীর বচন মনে হইল স্মরণ॥
পাছে এই কথা সব দুর্য্যোধন শুনে।
শীঘ্রগতি ছাড়ি দিল পবননন্দনে॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
কর্ণ বীর করিলেক ভীমের সংশয়॥

আজি বৃকোদর বড় পায় অপমান ।
উপহাস করে কর্ণ দেখ বিদ্যমান ॥
দেখি ধনঞ্জয় হৈল বিষণ্ণ বদন ।
ভীম গিয়া নিজ রথে চড়িল তখন ॥
মহাক্রোধে ধনঞ্জয় পুরিয়া সন্ধান ।
হয় রথ পদাতিরে করে খান খান ॥
হেনমতে একাদশ ক্রোশ গেল রথ ।
আর এক ক্রোশ মধ্যে আছে জয়দ্রথ ॥
চারিদণ্ড বেলামাত্র আছয়ে গগনে ।
দেখিয়া হইল চিন্তা প্রভু নারায়ণে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ চল শীঘ্রগতি ।
চারি দণ্ড আছে মাত্র দিনকর স্থিতি ॥
এক ক্রোশ পথ যেতে হইবেক আর ।
হেথায় সংগ্রাম কর না বুঝি বিচার ॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ করি নিবেদন ।
সৈন্যমধ্যে নাহি দেখি সিন্ধুর নন্দন ॥
ইহার উপায় কৃষ্ণ কহ মম স্থানে ।
কিমতে করিব বধ সিন্ধুর নন্দনে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন চিন্তা নাহিক তোমার ।
আজি জয়দ্রথ হবে অবশ্য সংহার ॥
এত বলি শ্রীকৃষ্ণ চালান অশ্বগণ ।
সিংহনাদ করি যান ইন্দ্রের নন্দন ॥
নিকটেতে দেখি তবে অর্জ্জুনের রথ ।
মহাভয়ে লুকাইল রাজা জয়দ্রথ ॥
জয়দ্রথে না দেখিয়া কৃষ্ণ মহাশয় ।
অতিশয় হইলেন চিন্তিত হৃদয় ॥
জয়দ্রথ লুকাইল জানি নারায়ণ ।
ভাবেন কেমনে তার পাই দরশন ॥
ভাবিয়া ভুবনপতি কন অর্জ্জুনেরে ।
বিপত্তি হইল বড় লইয়া তোমারে ॥
পলায়িত জনেরে পাইতে বড় দায় ।
ভাবিয়া না দেখি কিছু ইহার উপায় ॥
না ভাবিয়া করিলে প্রতিজ্ঞা অগ্রে বড় ।
তোমা লয়ে পড়িনু সংশয় দেখি দড় ॥
দিবা আছে চারি দণ্ড অবহেলে যাবে ।
ইহার উপায় তবে কেমনে হইবে ॥

অর্জ্জুন অঞ্জলি করি কন কৃষ্ণ আগে ।
একান্ত তোমারে পাণ্ডবের ভার লাগে ॥
যে কর সে কর কৃষ্ণ তোমা বিনা নাই ।
পাণ্ডবের প্রভু বলি সংসারে বড়াই ॥
সেবক পালক তুমি সংসারের সার ।
সেবকে রক্ষিতে প্রভু তুমি অবতার ॥
তুমি বর্ত্তমানে হয় পাণ্ডবের ক্ষতি ।
জগতে তোমার নিন্দা হইবে সম্প্রতি ॥
পাণ্ডবের রথে কৃষ্ণ সারথি আছিল ।
তথাপি পাণ্ডবগণ সমরে হারিল ॥
এই নিন্দা অবনীতে রহিবে তোমার ।
অভিমন্যু-শোকে মন পুড়িছে আমার ॥
তাহাতে নিধন ভাল নিভায় অনল ।
রহিয়াছি তব ভাষা শুনিয়া শীতল ॥
অর্জ্জুনের এরূপ আক্ষেপ বাক্য শুনি ।
পরিতুষ্ট হইয়া কহেন চক্রপাণি ॥
কি ভয় আছয়ে ইথে উপায় সৃজিব ।
জয়দ্রথে আজি সত্য নিধন করিব ॥
এত বলি উপায় চিন্তিয়া নারায়ণ ।
সুদর্শনে করিলেন সূর্য্য আচ্ছাদন ॥
আচম্বিতে দেখি সবে হইল রজনী ।
কুরু-সেনাগণে হৈল জয় জয় ধ্বনি ॥
অর্জ্জুন দেখিয়া চিত্তে মানিয়া বিস্ময় ।
ত্রাস পেয়ে কৃষ্ণেরে বলেন সবিনয় ॥
পার্থ বলিলেন কহ কি করি বিধান ।
কিরূপে হইবে আজি মম পরিত্রাণ ॥
জয়দ্রথ বধ হেতু প্রতিজ্ঞা হইল ।
প্রতিজ্ঞা নহিল পূর্ণ রজনী আইল ॥
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কৈলে যত পাপ হয় ।
আপনি জানহ তাহা শুন মহাশয় ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে নাহি কিছু ভয় ।
প্রতিজ্ঞা পূরণ তব হইবে নিশ্চয় ॥
এতেক কহিতে তথা কুরুবীরগণে ।
অস্ত্র ধনু ত্যাগ করি আইল সেখানে ॥
এখনি মরিবে পার্থ হেন করি মনে ।
আনন্দিত দুর্য্যোধন মহা[illegible]

তবে জয়দ্রথ দেখি সন্ধ্যার সময়।
শীঘ্রগতি আসিয়া অর্জ্জুন প্রতি কয়॥
জয়দ্রথ বলে শুন বীর ধনঞ্জয়।
কি দেখ হইল আসি সন্ধ্যার সময়॥
আপন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করহ এখন।
তব যশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবন॥
অস্ত্র ধনু ত্যাগ করি যাহ ধনুর্দ্ধর।
শীঘ্রগতি প্রবেশহ অগ্নির ভিতর॥
মিছা কায়া মিছা মায়া জলবিম্ববত।
এ মহীমণ্ডল যাবে পড়িবে পর্ব্বত॥
যদি রিপু জিনি রাজ্য কর মহাশয়।
চিন্তিয়া দেখহ তাহা চিরকাল নয়॥
অধর্ম্ম করিয়া কর্ম্ম যে করে সাধন।
অতি শীঘ্র হয় তার সবংশে পতন॥
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা বলে সর্ব্বজন।
করিলে প্রতিজ্ঞা তাহা লঙ্ঘিবে কেমনে
অর্জ্জুন উত্তর দেন শুন জয়দ্রথ।
তুমি যে কহিলে কথা রাখি ধর্ম্মপথ॥
ধর্ম্মেতে বিচার করি ধার্ম্মিকের সনে।
অধর্ম্মে জিনিতে দোষ নাহি দুষ্টজনে॥
অন্যায় সমর করি শিশু কৈলে হত।
কহ দেখি সে কর্ম্ম কেমন ধর্ম্মমত॥
এখনি বধিয়া তোমা আমিহ মরিব।
পাইয়া পরম শত্রু ছাড়িয়া না দিব॥
শুনিয়া শুকায় মুখ জয়দ্রথ বীরে।
ভয় নাই আশ্বাসি কহেন পার্থ তারে॥
বিশ্বাস হারকা তব রাজ্য সম নহি।
কি করিব নিজ কর্ম্ম লব ধর্ম্ম বহি॥
শরীর ছাড়িব সত্য করিয়াছি পণ।
এত বলি আনি অগ্নি জ্বলিল তখন॥
কৃষ্ণ সাজায়েন কাষ্ঠ দিয়া গন্ধসারে।
সৌরভ সহিত গন্ধ উঠিল সত্বরে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
বীরকর্ম্ম করিয়া বধিলে ক্ষত্রচয়॥
এখন নিরস্ত্র হয়ে মরিবে কেমনে।
অস্ত্র সহ প্রবেশহ জ্বলন্ত দহনে॥

কৃষ্ণবাক্য অভিপ্রায় বুঝিয়া অর্জ্জুন।
নিলেন গাণ্ডীব ধনু করিয়া সগুণ॥
সাতবার প্রদক্ষিণ করি হুতাশন।
প্রসন্ন কৃষ্ণের মুখ চান ঘন ঘন॥
দুর্য্যোধন রাজার হৃদয়ে বড় সুখ।
মরিল প্রধান রিপু আর নাহি দুঃখ॥
হাস্যমুখে কহে আগে চাহিয়া অর্জ্জুনে।
বিলম্বে বাড়িবে মায়া পুড়িতে আগুনে॥
টান দিয়া কর হৈতে ফেল শরচাপ।
চক্ষু মুদি দেহ শীঘ্র হুতাশনে ঝাঁপ॥
অর্জ্জুন বলেন এই ঝাঁপ দিয়া পড়ি।
জয়দ্রথে লয়ে তুমি সুখে যাহ বাড়ী॥
জয়দ্রথে দেখি কৃষ্ণ আনন্দিত মন।
সেইক্ষণে ছাড়িলেন সূর্য্য আচ্ছাদন॥
দুই দণ্ড বেলা আছে গগনমণ্ডলে।
দেখিয়া হইল ত্রাস কৌরবের দলে॥
কৌরব জানিল তবে নিতান্ত কপট।
বিষম কৃষ্ণের মায়া বুঝিতে সঙ্কট॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে শুন সাবধানে।
জয়দ্রথে বধিতে বিলম্ব আর কেনে॥
কাটহ উহার মুণ্ড ভূমে না পড়িবে।
পশ্চাৎ সে সব কথা জানিতে পারিবে॥
উহার জনক তপ কাম্যবনে করে।
ফেলাইবে মুণ্ড তার হাতের উপরে॥
বাণে বাণে মুণ্ড লয়ে ফেল তার হাতে।
তবে যে হইবে রক্ষা জানহ ইহাতে॥
এত শুনি ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান।
জয়দ্রথ-ললাটে মারেন এক বাণ॥
শীঘ্রগতি মুণ্ড কাটি আর এক বাণে।
বাণে লয়ে গেল তার জনকের স্থানে॥
সন্ধ্যা করে সিন্ধুরাজ দুই হাত কোলে।
হেনকালে মুণ্ড তার হস্তে লয়ে ফেলে॥
ত্রাস পেয়ে মুণ্ড গোটা ভূমেতে ফেলিল
সেইক্ষণে তার মুণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল॥
হেনমতে সিন্ধুরাজ হইল নিধন।
জয়দ্রথ সহ গেল যমের সদন॥

অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ কহিবে বিধান।
কৃপা করি কহ জয়দ্রথ-উপাখ্যান॥
ভূমে মুণ্ড ফেলিলে মরিবে সেইক্ষণে।
হেন বর কেবা দিল সিন্ধুর নন্দনে॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
জয়দ্রথ হয় সিন্ধুরাজের তনয়॥
বহুকাল জয়দ্রথ সেবিল শঙ্করে।
অনাহারে তপ করে অরণ্য ভিতরে॥
নানা উপহার দিয়া সেবিল মহেশে।
তুষ্ট হয়ে বর তাহে যাচেন বিশেষে॥
বর মাগ জয়দ্রথ যেই মনোনীত।
এত শুনি জয়দ্রথ হৈল আনন্দিত॥
জয়দ্রথ বলে যদি মোরে দিবে বর।
এক নিবেদন করি তোমার গোচর॥
মম শির কাটি যেই ফেলিবে ধরণী।
তার মুণ্ড খণ্ড খণ্ড হইবে তখনি॥
শঙ্কর বলেন এই বর লহ তুমি।
সে মরিবে তব মুণ্ড যে ফেলিবে ভূমি॥
হরে প্রণমিয়া বীর আনন্দিত মন।
আপনার দেশে গেল সিন্ধুর নন্দন॥
সে কারণে ধনঞ্জয় তোমা কহিলাম।
তব রক্ষা হেতু এইরূপ করিলাম॥
ভূমে মুণ্ড ফেলি তার জনক ম'রল।
নিশ্চয় জানিহ ইহা যেরূপ হইল॥
এত শুনি ধনঞ্জয় লাগে চমৎকার।
কৃষ্ণের চরণে করিলেন নমস্কার॥
স্তুতি করিলেন পার্থ যোড় করি কর।
এক নিবেদন করি শুন গদাধর॥
তোমা বিনা গতি মম নাহি নারায়ণ।
এমত বিপদে মোরে করিলে তারণ॥
তোমার কারণে হয় প্রতিজ্ঞা পূরণ।
তোমার প্রসাদে আমি দেখি বন্ধুজন॥
তোমার কৃপায় জয় হইল সকল।
তোমার ভরসা আমি করিহে কেবল॥
শুন কৃষ্ণ তুমি মম হও বুদ্ধিবল।
তোমার কারণে আমি পাইব সকল॥
তোমার দয়ায় কৃষ্ণ করিব সমর।
তোমার কৃপায় তরি সঙ্কট-সাগর॥
কাণ্ডারী করুণাময় তরাইতে সিন্ধু।
অখিলের নাথ কৃষ্ণ অনাথের বন্ধু॥
দয়ার ঠাকুর দীননাথ দীনজনে।
সদা মন রহে যেন তোমার চরণে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে তুমি বিচক্ষণ।
চিনিলে আমাকে তুমি ইন্দ্রের নন্দন॥
তোমা হতে প্রিয় মম নাহিক সংসারে।
নিশ্চয় জানিহ কহিলাম যে তোমারে॥
তোমা পঞ্চজনে মম প্রীতি অতিশয়।
অতএব তব কার্য্য করি ধনঞ্জয়॥
কায়মনোবাক্যে যেই চিন্তয়ে আমারে।
অনুক্ষণ তারে রাখি বিপদ-সাগরে॥
অনুক্ষণ মম নাম লয় যেই জন।
তাহার নাহিক ভয় যমের সদন॥
তুমি প্রিয়বন্ধু মম ইন্দ্রের নন্দন।
অতএব তব কার্য্যে করি প্রাণপণ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় হয়ে পূর্ণকাম।
গোবিন্দের পদে বীর করেন প্রণাম॥
জয়দ্রথ-বধ-কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কুরুসৈন্যগণের সহিত ঘটোৎকচের মহাযুদ্ধ ও অলম্বুষ বধ।

মুনি বলে শুনহ জন্মেজয় রাজন।
জয়দ্রথ বীর যদি হইল নিধন॥
পার্থের প্রতি তবে কহেন নারায়ণ।
তোমা হেতু চিন্তান্বিত ধর্ম্মের নন্দন॥
অতএব শীঘ্রগতি চল তথাকারে।
না জানি আছেন যুধিষ্ঠির কি প্রকারে॥
এত শুনি ধনঞ্জয় চলেন সত্বর।
সাত্যকি সহিত আর বীর বৃকোদর॥
পবনগমনে রথ চালান সারথি।
বাহির হলেন ব্যূহ হতে তিন কৃতী॥

নিরখিয়া সবাকারে ধর্ম্মের নন্দন।
আলিঙ্গন করিলেন হরষিত মন ॥
ধর্ম্ম বলিলেন কৃষ্ণ কহ বিবরণ।
কিরূপে হইল জয়দ্রথের নিধন ॥
প্রত্যক্ষে কহেন সব কৃষ্ণ মহাশয়।
শুনি যুধিষ্ঠির রাজা সানন্দ হৃদয় ॥
মহা আনন্দিত হৈল সব যোদ্ধাগণ।
গর্জ্জিতে লাগিল মহাশব্দে সেনাগণ ॥
গর্জ্জন শুনি দুর্য্যোধন হৈল বিমন।
দুর্য্যোধন বলে শুন সব যোদ্ধাগণ ॥
রাত্রিদিন যুদ্ধ কর নাহি নিবারণ।
উল্‌কা জ্বালি আজি সবে করহ রণ ॥
এত বলি শত শত উল্‌কা জ্বালিল।
উল্‌কা জ্বালিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥
এতেক দেখিয়া পাণ্ডবের সেনাগণ।
উল্‌কা জ্বালিল লক্ষ লক্ষ সেইক্ষণ ॥
দুই দুই উল্‌কা ধরি রথের উপর।
হেনমতে যোদ্ধাগণ করয়ে সমর ॥
সংশপ্তকে চলিলেন পার্থ নারায়ণ।
মহাঘোর যুদ্ধ হৈল না যায় লিখন ॥
চক্রব্যূহ করে তথা দ্রোণ মহাবীর।
পাণ্ডবের সেনাগণে করিল অস্থির ॥
নিবারিতে না পারিল বীর বৃকোদর।
রাজারে ধরিতে যায় দ্রোণ ধনুর্দ্ধর ॥
হেনকালে শীঘ্রগতি ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
হাতে ধনু ধরি যায় নির্ভয় শরীর ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নে দেখি দ্রোণ এড়ে পঞ্চবাণ।
কবচ ভেদিয়া তার অঙ্গে ফুটে বাণ ॥
রথেতে পড়িল বীর হয়ে অচেতন।
সারথি পলায় রথ লয়ে সেইক্ষণ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন পলাইল দেখি দ্রোণবীর।
বাণে খণ্ড খণ্ড করে রাজার শরীর ॥
রাজার সংশয় দেখি সাত্যকি সত্বর।
শত শত বাণ এড়ে দ্রোণের উপর ॥
সাত্যকিরে দেখি দ্রোণ হৈল ক্রোধান্বিত
আকর্ণ পূরিয়া সন্ধান কৈল ত্বরিত ॥

একেবারে প্রহারিল দশ গোটা বাণ।
সাত্যকি পড়িল রথে হইয়া অজ্ঞান ॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
সাত্যকিরে লয়ে পলাইল শীঘ্রগতি ॥
তবে মহাক্রোধে দ্রোণ অস্ত্রবৃষ্টি করে।
লক্ষ লক্ষ সেনা পড়ে সংগ্রাম ভিতরে ॥
দ্রোণের বিক্রম দেখি ধর্ম্মের তনয়।
সৈন্যগণ পড়ে বহু দেখি হৈল ভয় ॥
চিন্তাকুল যুধিষ্ঠির কুন্তীর নন্দন।
কি করিব কি হইবে কে করিবে রণ ॥
রাজারে চিন্তিত দেখি হিড়িম্বানন্দন।
সত্বরে আসিল বীর দেখিতে ভীষণ ॥
যুধিষ্ঠির আগে কহে করি যোড়কর।
কিসের কারণে দুঃখ ভাব নরবর ॥
মোরে আজ্ঞা কর যদি শুন নরনাথ।
একেশ্বর কৌরবেরে করিব নিপাত
এত শুনি যুধিষ্ঠির কহে শুন বীর।
তোমার বিক্রমে দেবগণ নহে স্থির ॥
ব্যূহ ভেদি মার পুত্র কুরুসেনাগণ।
মহাধনুর্দ্ধর বীর ভীমের নন্দন ॥
ঘটোৎকচ বলে তুমি দেখ নরপতি।
অবশ্য মারিব আমি দ্রোণসেনাপতি ॥
এত বলি মহাবীর গদা লয়ে করে।
শীঘ্রগতি প্রবেশিল ব্যূহের ভিতরে ॥
মহাশব্দ করি বীর ব্যূহে প্রবেশিল।
দেখিয়া পাণ্ডবসৈন্য সানন্দ হইল ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি যে আর বৃকোদর।
সহদেব নকুল ও পাঞ্চাল-ঈশ্বর ॥
শতানিক মদিরাক্ষ মৎস্যনরবর।
জরাসন্ধসুত সহদেব ধনুর্দ্ধর ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির।
এক যোটে চলে যত লক্ষ লক্ষ বীর ॥
গদা লয়ে ঘটোৎকচ বায়ুবেগে ধায়।
রথ গজ পদাতিক চূর্ণ করি যায় ॥
সৃষ্টিনাশ করে যেন প্রচণ্ড তপন।
সেইমত ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন ॥

পর্ব্বত আকার কৈল দীর্ঘ কলেবর।
অভেদ্য শরীর কৈল বজ্রের সোসর॥
কৈল দশ যোজন সুদীর্ঘ কলেবর।
মেঘের আকার বর্ণ মহাভয়ঙ্কর॥
মুখখান যুড়ে পৃথ্বী গগনমণ্ডল।
আনন্দিত ঘটোৎকচ হাসে খল খল॥
মুখ দেখি কুরুসৈন্য হারায় চেতন।
বিনা যুদ্ধে শত শত ত্যজিল জীবন॥
ঘটোৎকচ-মুখ দেখি কুরুসেনাগণ।
সত্বরে পলায় সবে লইয়া জীবন॥
ঘটোৎকচ আগেতে না রহে কোন বীর।
সিংহনাদ করে বীর নির্ভয় শরীর॥
হেনকালে আসে দুঃশাসনের নন্দন।
দোষণ তাহার নাম রূপেতে মদন॥
রথে চড়ি ধনু ধরি আসে শীঘ্রগতি।
শরজালে আবরিল ঘটোৎকচ রথী॥
আনন্দিত ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন।
গদা লয়ে ধায় যেন কাল হুতাশন॥
গদার প্রহার কৈল তাহার উপর।
রথ অশ্ব সারথিরে দিল যমঘর॥
লাফ দিয়া যায় দুঃশাসনের নন্দন।
দেখি ধায় ঘটোৎকচ মহাক্রুদ্ধমন॥
অষ্টশিরা গদা গোটা নিয়া বীর হাতে।
হাসিতে হাসিতে মারে দোষণের মাথে॥
বজ্রাঘাতে যেন গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ হয়।
সেইমত পড়ে দুঃশাসনের তনয়॥
দোষণ পড়িল দেখি কান্দে দুঃশাসন।
হাহাকার করি কান্দে যত যোদ্ধাগণ॥
পুত্রশোকে দুঃশাসন মহাক্রুদ্ধ হয়ে।
হাতে ধনু ধরি আসে দিব্য অস্ত্র লয়ে॥
দুঃশাসনে দেখি অস্ত্র নিল ঘটোৎকচ।
দশ বাণে বিপক্ষের কাটিল কবচ॥
আর দশ বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান।
দুঃশাসন অঙ্গ কাটি করে খান খান॥
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে দুঃশাসন বীর।
রণ ত্যজি পলাইল হইয়া অস্থির॥
দুঃশাসন ভঙ্গ দেখি হাসে মহাবীর।
সিংহনাদ করি বুলে নির্ভয় শরীর॥
নানা মায়া করি বুলে ভীমের নন্দন।
রাক্ষসী মায়ায় বীর বড় বিচক্ষণ॥
কোনখানে অগ্নিরূপে দহে সেনাগণ।
দাবানলে দগ্ধ যেন করে মহাবন॥
সিংহরূপ ধরি কোথা হস্তী করে নাশ।
দেখিয়া কৌরবগণ গণিল তরাস॥
কৌরবের দলে হৈল রোদন অপার।
একা ঘটোৎকচ বীর কৈল মহামার॥
সৈন্যগণ পড়ে দেখি কান্দে দুর্য্যোধন।
হেনকালে আসে কর্ণ রবির নন্দন॥
ক্রোধে ধনু ধরি বীর চলে সেইক্ষণ।
ঘটোৎকচ সহ গেল করিবারে রণ॥
দেখি ঘটোৎকচ বীর ধাইল সত্বর।
গদা তুলি মারে বীর কর্ণের উপর॥
অশ্ব সহ সারথিরে করিলেক চুর।
লাফ দিয়া পলাইল কর্ণ মহাশূর॥
কর্ণ পলাইল দেখি ভীমের নন্দন।
মহাকোপে বহু সৈন্য করিল নিধন॥
ঘটোৎকচ-যুদ্ধ দেখি দ্রোণের নন্দন।
সিংহনাদ করি গেল করিবারে রণ॥
সন্ধান পূরিয়া অশ্বত্থামা এড়ে বাণ।
দেখি ঘটোৎকচ বীর ক্রোধে কম্পমান॥
এক লাফে নিজ রথে চড়ে বীরবর।
গদা এড়ি ধনুঃশর লইল সত্বর॥
হাতে তুলি নিল বীর দুর্দ্ধরিষ ধনু।
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে দ্রোণপুত্র-তনু॥
শীঘ্রহস্তে অশ্বত্থামা পূরিয়া সন্ধান।
নিমেষেকে নিবারিল ঘটোৎকচ-বাণ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি বীর সন্ধান পূরিল।
তীক্ষ্ণ ভল্ল দশ গোটা অঙ্গেতে মারিল॥
মোহ গেল ঘটোৎকচ রথের উপর।
সিংহনাদ করি বুলে দ্রোণের কোঙর॥
কতক্ষণে ঘটোৎকচ পাইল চেতন।
ক্রোধমূর্ত্তি দেখি যেন কাল হুতাশন॥

ধনু এড়ি গদা লয়ে ধাইল সত্বর।
দোহাতির বাড়ি মারে রথের উপর॥
গদার প্রহারে রথ খণ্ড খণ্ড হৈল।
লাফ দিয়া অশ্বত্থামা বেগে পলাইল॥
হেনকালে অলম্বুষ আইল রাক্ষস।
মহাপরাক্রম বীর অসীম সাহস॥
রাক্ষসের সেনা লয়ে ধাইল সত্বর।
পর্ব্বত আকার বীর মহাভয়ঙ্কর॥
রাক্ষস দেখিয়া ধায় ঘটোৎকচ বীর।
মহাগদা হাতে করি নির্ভয় শরীর॥
গদার প্রহার করে রাক্ষস উপর।
অনেক রাক্ষস মারে সংগ্রাম ভিতর॥
তবে ক্রোধে অলম্বুষ রাক্ষস-ঈশ্বর।
গদা লয়ে ধায় বীর সংগ্রাম ভিতর॥
মহাক্রোধে ঘটোৎকচ ভীমের কোঙর।
গদা প্রহারিল অলম্বুষের উপর॥
গদার প্রহারে বীর হইল জর্জ্জর।
ত্রাস পেয়ে উঠে গিয়া আকাশ উপর॥
অন্তরীক্ষে থাকি বীর করে ঘোর রণ।
দেখিয়া কুপিল বীর হিড়িম্বানন্দন॥
অন্তরীক্ষে ঘটোৎকচ উঠিল সত্বর।
মহাযুদ্ধ করে দোঁহে শূন্যের উপর॥
ত্রাস পেয়ে অলম্বুষ মেঘে লুকাইল।
দেখি ঘটোৎকচ বীর কুপিত হইল॥
মায়া করি লুকাইল হিড়িম্বানন্দন।
দেখি ভয়ে রাক্ষস পলায় সেইক্ষণ॥
তথা হৈতে অলম্বুষ নামে রণস্থল।
দেখিয়া ধাইল ঘটোৎকচ মহাবল॥
পুনরপি দুই জনে হইল সংগ্রাম।
নানা মায়া করে বীর অতি অনুপম॥
দিব্য রথে অলম্বুষ করি আরোহণ।
ভীমের নন্দনে করে বাণ বরিষণ॥
তবে ঘটোৎকচ বীর গদা লয়ে ধায়।
রথ অশ্ব চূর্ণ বীর করে এক ঘায়॥
লাফ দিয়া পলাইল রাক্ষস-ঈশ্বর।
পুনরপি গদা লয়ে ধাইল সত্বর॥
গদাযুদ্ধ করে দোঁহে ধরণী উপর।
গদার প্রহারে দোঁহে হইল জর্জ্জর॥
পুনরপি রাক্ষস হইল লুকি কায়।
কোথায় আছয়ে কেহ দেখিতে না পায়॥
কতক্ষণে রাক্ষস আইল আরবার।
সৈন্যের উপরে করে গদার প্রহার॥
দেখিয়া ধাইল বীর হিড়িম্বানন্দন।
পুনরপি দুইজনে করে মহারণ॥
দিব্য রথে চড়ি দোঁহে করয়ে সমর।
বাণেতে দোঁহার অঙ্গ হইল জর্জ্জর॥
তবে কোপে বাণ এড়ে ঘটোৎকচ বীর।
বাণে বিন্ধি অলম্বুষে করিল অস্থির॥
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল দ্রুতগতি।
পুনরপি লুকাইল রাক্ষসের পতি॥
মায়া করি গিরিরাজ হৈল নিশাচর।
শত শৃঙ্গ ধরে গিরি মহাভয়ঙ্কর॥
তার এক শৃঙ্গে রহে রাক্ষসের পতি।
রণস্থলে গিরি এক হৈল শীঘ্রগতি॥
মহাশব্দ করি পড়ে রাক্ষস উপর।
রথধ্বজ চূর্ণ করে সংগ্রাম ভিতর॥
দেখি ঘটোৎকচ বীর ধাইল সত্বর।
একলাফে চড়ে গিয়া পর্ব্বত উপর॥
পর্ব্বতের শৃঙ্গে দেখে বসেছে রাক্ষস।
গদা হাতে করি ধায় অসীম সাহস॥
এক গদাঘাতে সব মায়া কৈল চুর।
অলম্বুষ পলাইয়া গেল অতি দূর॥
পুনরপি রাক্ষস আইল আচম্বিত।
দেখি ধায় ঘটোৎকচ নহে কিছু ভীত॥
একলাফে চড়ে তার রথের উপর।
অলম্বুষ রাক্ষসেরে ধরিল সত্বর॥
চুলে ধরি রাক্ষসেরে ভূমিতে পাড়িল।
মুকুটির ঘায়ে তার মস্তক ভাঙ্গিল॥
রাক্ষস পড়িল দেখি ভীত কুরুদলে।
মহামার ঘটোৎকচ করে রণস্থলে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কর্ণ কর্ত্তৃক ঘটোৎকচ বধ।

পিতার মরণ দেখি অলম্বুষি বীর।
সিংহনাদ করি আসে নির্ভয় শরীর॥
হস্তীর উপরে বীর আরোহণ করি।
নানা মায়া করে বীর হাতে ধনু ধরি॥
দেখিয়া ধাইল ঘটোৎকচ মহাবলে।
গদার প্রহার করে করি-কুম্ভস্থলে॥
পৃথিবীতে দন্ত দিয়া পড়িল বারণ।
লাফ দিয়া পলাইল রাক্ষস দুর্জ্জন॥
পুনরপি অলম্বুষি চড়ি দিব্যরথে।
সংগ্রামের স্থলে আসে ধনুঃশর হাতে॥
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে ঘটোৎকচ বীরে।
সর্ব্ব অঙ্গ রক্তবর্ণ হইল রুধিরে॥
তবে ঘটোৎকচ বীর ক্রোধে ভয়ঙ্কর।
গদা ফেলি মারে তার রথের উপর॥
গদার প্রহারে রথ চূর্ণ হয়ে গেল।
লাফ দিয়া অলম্বুষি ভূমিতে পড়িল॥
ধনু অস্ত্র এড়ি তবে গদা নিল করে।
গদাযুদ্ধ করে দোঁহে সংগ্রাম ভিতরে॥
মহাকোপে ডাক ছাড়ে করে মার মার।
দোঁহে দোঁহাকারে করে গদার প্রহার॥
মণ্ডলী করিয়া দোঁহে ফিরে চারিভিত।
কোপে হুহুঙ্কার ছাড়ে অতি বিপরীত॥
তবে ঘটোৎকচ বীর মহামার কৈল।
অলম্বুষির সব্যহস্তে গদা মারিল॥
দারুণ প্রহারে হস্ত খণ্ড খণ্ড হৈল।
মর্ম্মব্যথা পেয়ে বীর ভূমিতে পড়িল॥
লাফ দিয়া ধরে ঘটোৎকচ মহাবল।
এক চড়ে ভাঙ্গিল তাহার বক্ষঃস্থল॥
মহাকায় রাক্ষস পড়িল ভূমিতলে।
দেখিয়া হইল ভয় কৌরবের দলে॥
অলম্বুষি পড়িল দেখিয়া বিদ্যমান।
ভয়ে কোন বীর আর নহে আগুয়ান॥
গদা হাতে লয়ে ধায় ঘটোৎকচ বীর।
গদার প্রহারে সৈন্য করিল অস্থির॥
মহাকোপে ঘটোৎকচ বায়ুবেগে ধায়।
রথ সৈন্য অশ্বগণে চূর্ণ করি যায়॥
লক্ষ লক্ষ পদাতিক হইল সংহার।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা করে হাহাকার॥
আজি ঘটোৎকচ বীর করিল সংহার।
মম সৈন্যে বীর নাহি সমান ইহার॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ সম দুই জনা।
অন্য বীর নাহি এই দোঁহার তুলনা॥
ভীমের সমান বীর মহাপরাক্রম।
গদা হাতে করি ধায় যেন কাল যম॥
হেনকালে পাণ্ড্যরাজা রথেতে আসিল।
দুর্য্যোধন প্রতি তবে ডাকিয়া বলিল॥
কি কারণে মহারাজ চিন্তা কর তুমি।
দেখ ঘটোৎকচ বীরে বিনাশিব আমি॥
এত বলি ধনু ধরি যায় নৃপবর।
দেখি দুর্য্যোধন বীর হরিষ অন্তর॥
পাণ্ড্যরাজে দেখি ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হৈল।
হাতে গদা করি বীর সত্বর ধাইল॥
সন্ধান পূরিয়া পাণ্ড্যরাজা এড়ে বাণ।
গদায় ঠেকিয়া বাণ হৈল খান খান॥
তবে পাণ্ড্যরাজা কোপে এড়ে পঞ্চবাণ।
পঞ্চবাণে গদা কাটি করে খান খান॥
গদা যদি কাটা গেল অস্ত্র নাহি আর।
চড় চাপড়েতে বীর করে মহামার॥
মহাকোপে ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন।
রথখান সাপটিয়া ধরে সেইক্ষণ॥
এক টানে ফেলে বীর দ্বাদশ যোজন।
হেনমতে পাণ্ড্যরাজা ত্যজিল জীবন॥
এতেক দেখিয়া সবে লাগে চমৎকার।
কৌরবের সেনাগণ গণিল অসার॥
দুর্য্যোধন বলে শুন সর্ব্ব যোদ্ধাগণ।
সবে মেলি ঘটোৎকচে করহ নিধন॥
সর্ব্বনাশ কৈল মম ভীমের নন্দন।
কোন্‌মতে জয় হবে আজিকার রণ॥
ইহার বিধান সবে কহত আমারে।
ঘটোৎকচে বধ করি কিমত প্রকারে॥

দুর্য্যোধনে কাতর দেখিয়া যোদ্ধাগণ।
রথে চড়ি যায় সবে করিবারে রণ॥
প্রাণ উপেক্ষিয়া সবে করয়ে সমর।
নানা অস্ত্র ফেলে ঘটোৎকচের উপর॥
দেখিয়া কুপিল বীর হিড়িম্বানন্দন।
কোপেতে লোহিত নেত্র সাক্ষাৎ শমন॥
শীঘ্রগতি ধনু ধরি করিল সন্ধান।
খণ্ড খণ্ড করি কাটে সবাকার বাণ॥
কাটিয়া সকল অস্ত্র ভীমের তনয়।
দশ দশ বাণে বিন্ধে সবার হৃদয়॥
বাণাঘাতে যোদ্ধাগণ হৈল অচেতন।
ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া যায় সর্ব্বজন॥
তবে ক্রোধে ঘটোৎকচ যমের সমান।
নিমেষেকে মারিলেক লক্ষ সেনাগণ॥
দেখিয়া বাকুল বড় হৈল দুর্য্যোধন।
রোদন করিয়া যায় যত যোদ্ধাগণ॥
হেনকালে অশ্বত্থামা দ্রোণের নন্দন।
কর্ণেরে কহিল শুন আমার বচন॥
একঘাতী অস্ত্র আছে তোমার সদনে।
বজ্রের সদৃশ অস্ত্র নহে নিবারণে॥
সেই অস্ত্র এড়ি মার ভীমের নন্দন।
অবশ্য সংহার হবে না যায় খণ্ডন॥
ইহা বিনা আর কিছু না দেখি উপায়।
সেই বাণে হবে ক্ষয় কহিনু তোমায়॥
কর্ণ বলে সেই বাণে বধিব অর্জ্জুনে।
যতনে রাখিনু আমি তাহার কারণে॥
কবচ বিতরি পাই সেই মহাবাণ।
তাহাতে অর্জ্জুন বীর না ধরিবে টান॥
এই অস্ত্রাঘাতে যদি ঘটোৎকচে বধি।
নিশ্চয় লিখিল মম মৃত্যু তবে বিধি॥
অর্জ্জুনের হাতে মম অবশ্য মরণ।
করিল বিধাতা এই তার সংঘটন॥
বধিতাম অর্জ্জুনে অবশ্য এই বাণে।
যত্ন করি রাখিয়াছি তাহার কারণে॥
অশ্বত্থামা বলে ভাল বলিলে বিধান।
আজি ঘটোৎকচেরে করহ সমাধান॥
ইহার হাতেতে রক্ষা যদি পাও রণে।
তবে অর্জ্জুনেরে তুমি বধিবে জীবনে॥
এত শুনি কর্ণ কহে আনন্দিত মন।
ভাল যুক্তি কহিলে হে গুরুর নন্দন॥
দুর্য্যোধন বলে শুন কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
এই অস্ত্র এড়িয়া রাক্ষসে বধ কর॥
হেন অস্ত্র আছে যদি তোমার সদনে।
তবে চিন্তা কর তুমি কিসের কারণে॥
অর্জ্জুনে বধিবে বলি রাখিয়াছ বাণ।
যে হয় পশ্চাতে তার করিব বিধান॥
আজি রক্ষা কর শীঘ্র রাক্ষসের হাতে।
কেমনে দেখহ সেনা সংহারে সাক্ষাতে॥
এইকালে শীঘ্র কর রাক্ষস সংহার।
কোটি কোটি সৈন্য দেখ মারিল আমার॥
এত শুনি কর্ণ বীর চলিল সত্বর।
হাতে ধনু করি উঠে রথের উপর॥
মহাদম্ভ করি যায় রবির নন্দন।
দেখি দুর্য্যোধন হৈল আনন্দিত মন॥
তবে কর্ণ মহাবীর সন্ধান পূরিয়া।
ঘটোৎকচ সন্নিধানে উত্তরিল গিয়া॥
কোপে ঘটোৎকচ বীর গদা লয়ে করে।
হুহুঙ্কার করি যায় সংগ্রাম ভিতরে॥
গদার প্রহারে মারে বড় বড় রথা।
নলবন দলে যেন মদমত্ত হাতী॥
বিপরীত বীরবর বিষম বক্রগতি।
দেখি মহাকোপে ধায় অঙ্গদেশ-পতি॥
লইয়া একাঘ্নী অস্ত্র রবির তনয়।
সন্ধান পূরিয়া মারে রাক্ষস হৃদয়॥
অনল সমান চলে একঘাতী অস্ত্র।
দেখি ঘটোৎকচ ভয়ে হৈল মহাত্রাস্ত॥
গিরি সম হৈয়া অস্ত্র আইসে ত্বরিতে।
পড়িছে অনলকণা সে অস্ত্র হইতে॥
বাণ দেখি রাক্ষসের উড়িল পরাণ।
নিতান্ত ইহার ঠাঁই না হবে এড়ান॥
নানা অস্ত্র এড়ে বীর বাণ কাটিবারে।
মুষল মুদ্গর মারে অস্ত্রের উপরে॥

সর্ব্ব অস্ত্র ব্যর্থ করি যায় বাণপতি।
বক্ষঃদেশে বিন্ধিলেক ঘটোৎকচ রথী ॥
বাণাঘাতে ব্যথিত হইয়া বীরবর।
ডাকিয়া বলিল শুন পিতা বৃকোদর ॥
হেন বুঝি অন্তকাল হইল আমার।
মৃত্যুকালে কি করিব তব উপকার ॥
এত শুনি বৃকোদর শোকেতে আকুল।
ডাকিয়া বলিল চাপি পড় কুরুবল ॥
বীরকর্ম্ম কৈলে পুত্র অতুল সংসারে।
সম্মুখ সংগ্রামে পড়ি যাহ স্বর্গপুরে ॥
এত শুনি ঘটোৎকচ হৈল ভয়ঙ্কর।
দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ কৈল কলেবর ॥
কুরুবল চাপিয়া পড়িল মহাশূর।
লক্ষ লক্ষ রথ অশ্ব করিলেক চুর ॥
শত শত হস্তী পড়ে দীর্ঘ দীর্ঘ দন্ত।
পদাতিক যত পড়ে নাহি তার অন্ত ॥
কুরুবল ক্ষয় করে ভীমের নন্দন।
দেখি শোকাকুল তাহে যত বন্ধুজন ॥
দুই দলে হইল ক্রন্দন কোলাহল।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র-কল্লোল ॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি ঘোর অন্ধকার।
সেইকালে ঘটোৎকচ হইল সংহার ॥
রোদন করয়ে যত পাণ্ডবের সেনা।
কুরুকুলে জয় জয় বাজিছে বাজনা ॥
দ্রোণপর্ব্বে সুধারস ঘটোৎকচ-বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

কর্ণের নিকট কপটে ইন্দ্রের কবচ গ্রহণোপাখ্যান।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
হেনমতে ঘটোৎকচ হইল নিধন ॥
পুত্র হত দেখি ভীম করয়ে রোদন।
গদা হাতে করি ধায় মহারুষ্টমন ॥
সৃষ্টিনাশ হেতু যেন দীপ্তমান চণ্ড।
সেইমত করে বীর সৈন্য লণ্ডভণ্ড ॥
শত শত হস্তী পড়ে গদার প্রহারে।
নিমেষেকে পদাতিকে দিল যমঘরে ॥
ভীমকে দেখিয়া কাল শমন সমান।
ভয়েতে পলায় সবে লইয়া পরাণ ॥
সমস্ত রজনী যুদ্ধ করি সৈন্যগণ।
গদাঘাতে খণ্ড খণ্ড হৈল সর্ব্বজন ॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অবসন্ন কলেবর।
রথিগণ সেনাগণ নিদ্রায় কাতর ॥
দুর্য্যোধন-ভয়ে কেহ না পারে যাইতে।
হাতে অস্ত্র করি রথী পড়ি যায় রথে ॥
এতেক দেখিয়া তবে বীর ধনঞ্জয়।
সৈন্যের দুর্গতি দেখি তাপিত হৃদয় ॥
ডাকিয়া বলেন পার্থ শুন সর্ব্বজন।
আজিকার মত যুদ্ধ কর নিবারণ ॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সবে হইল পীড়িত।
এত শুনি সর্ব্বজন হৈল আনন্দিত ॥
ধন্য ধন্য বলি পার্থে বলে সর্ব্বজন।
মহাধর্ম্মশীল তুমি ইন্দ্রের নন্দন ॥
দয়াশীল ধর্ম্মশীল তুমি মহাশয়।
অচিরে হইবে পার্থ তোমার বিজয় ॥
এত বলি আনন্দিত হৈল সেনাগণ।
নিদ্রাযুক্ত হয়ে সবে পড়ে সেইক্ষণ ॥
রণস্থলে পড়ে সবে হইয়া কাতর।
রথিগণ পড়ি গেল রথের উপর ॥
গজেতে মাহুত পড়ে অশ্বে আসোয়ার।
ভূমিতলে সৈন্য পড়ে শবের আকার ॥
নিদ্রাযুক্ত হয়ে সবে পড়ে রণস্থলে।
অপূর্ব্ব হইল শোভা ধরণীর তলে ॥
রাজগণ নিদ্রা যায় হয়ে অচেতন।
শবের উপরে সবে করয়ে শয়ন ॥
সৈন্যের শোণিতে সব হয়েছে কর্দ্দম।
হেনমতে রণস্থলে দেখি হয় ভ্রম ॥
শিবাগণ চতুর্দ্দিকে বিপরীত ডাকে।
প্রেত ভূত পিশাচ আইসে ঝাঁকে ঝাঁকে
এতেক দেখিয়া পার্থ কুন্তীর নন্দন।
দুর্য্যোধনে নিন্দা করি বলিছে বচন ॥

ধিক্ ধিক্ দুর্য্যোধন তোমার জীবনে।
এতেক দুর্গতি দুষ্ট কৈলে জ্ঞাতিগণে॥
এতেক বলিয়া তবে ইন্দ্রের নন্দন।
শিবিরেতে চলিলেন লয়ে নারায়ণ॥
ঘটোৎকচ-শোকে কান্দে বীর বৃকোদর।
বিলাপ করেন পার্থ বিষণ্ণ অন্তর॥
অভিমন্যু শোকে মম বিকল শরীর।
মহাশোক দিয়া গেল ঘটোৎকচ বীর॥
বলেন কৃষ্ণেরে চাহি বীর ধনঞ্জয়।
কি করিব আজ্ঞা মোরে কহ মহাশয়॥
দুই পুত্র শোকে মম পুড়িছে শরীর।
কি কর্ম্ম করিব আজ্ঞা কর যদুবীর॥
এমত শুনিয়া কহিলেন ভগবান।
বড় কর্ম্ম কৈল তব ভীমের সন্তান॥
তাহার কারণে মৃত্যু নহিল তোমার।
শুনহ কহি যে তার পূর্ব্ব সমাচার॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন অর্জ্জুন বৃত্তান্ত।
তোমার লাগিয়া সেই আসে শচীকান্ত॥
অক্ষয় কবচ ধরে কর্ণ মহাবীর।
শ্রবণে কুণ্ডল যুগ্ম সমান মিহির॥
কর্ণের সমান দাতা নাহি ত্রিভুবনে।
যে যাহা মাগয়ে তাহা দেয় সেইক্ষণে॥
তব হিত হেতু আসে সহস্রলোচন।
উত্তরিল ইন্দ্র যথা রবির নন্দন॥
দ্বিজরূপে যান ইন্দ্র কর্ণের নিকট।
দ্বিজ দেখি কর্ণ প্রণমিল করপুটে॥
প্রণাম করিয়া কহে রবির তনয়।
কোন্ দেশে ঘর তব কহ মহাশয়॥
কি কারণে হেথায় আগমন তোমার।
বিবরিয়া কহ মোরে সব সমাচার॥
আশীর্ব্বাদ করি কহে সহস্রলোচন।
এক দান দেহ মোরে সূর্য্যের নন্দন॥
এত শুনি কর্ণ বলে কহ দ্বিজবর।
কোন্ দ্রব্যে অভিলাষ মাগহ সত্বর॥
ইন্দ্র বলে সত্য আগে কর ধনুর্দ্ধর।
তবে ত মাগিব আমি তোমার গোচর॥

এতেক শুনিয়া কর্ণ ভাবে মনে মন।
নাহি জানি দ্বিজরূপে এল কোন্ জন॥
যে হ'ক সে হ'ক সত্য মম অঙ্গীকার।
যেই যাহা মাগে দিব প্রতিজ্ঞা আমার॥
এত বলি কহে কর্ণ শুন দ্বিজবর।
দিব ত সর্ব্বথা আমি কহিনু সত্বর॥
জানহ আমার এই সত্য অঙ্গীকার।
যদি প্রাণ চাহ দিব না করি বিচার॥
এত শুনি কহে ইন্দ্র কর্ণের গোচর।
কবচ কুণ্ডল দান করহ সত্বর॥
বিস্মিত হইয়া কর্ণ ভাবে মনে মন।
হেনকালে সূর্য্যবাক্য হইল স্মরণ॥
যোড়হাতে কর্ণ বলে করি নিবেদন।
জানিনু আপনি তুমি সহস্রলোচন॥
অর্জ্জুনের হেতু তুমি আসিয়াছ হেথা।
কুণ্ডল কবচ দিব কত বড় কথা॥
প্রাণ যদি চাহ তবু না করিব আন।
এত বলি কর্ণবীর করিল প্রণাম॥
পুনরপি কর্ণ বলে শুন মহাশয়।
অর্জ্জুনের হেতু তুমি কেন কর ভয়॥
অর্জ্জুনের সখা কৃষ্ণ কমললোচন।
তাহারে মারিবে হেন আছে কোন্ জন॥
আমারে মারিবে পার্থ না যায় খণ্ডন।
কুরুক্ষেত্রে যখন হইবে মহারণ॥
এতবলি কর্ণবীর হাতে খড়্গ লৈয়া।
অঙ্গ কাটি কবচ দিলেন ফেলাইয়া॥
কর্ণের সাহস দেখি দেব পুরন্দর।
তুষ্ট হয়ে বলিলেন মাগি লহ বর॥
কর্ণ বলে বর যদি দিবে মঘবান।
একঘাতী অস্ত্র দেব মোরে দেহ দান॥
কর্ণেরে একাঘ্নী অস্ত্র দিয়া পুরন্দর।
কবচ কুণ্ডল লয়ে গেল নিজ ঘর॥
বজ্র সম বাণ সেই নহে নিবারণ।
যাহারে প্রহারে তার অবশ্য মরণ॥
তোমারে মারিতে কর্ণ রাখিল যতনে।
বহুদিন গুপ্ত রাখে কেহ নাহি জানে॥

ঘটোৎকচ হস্তে দেখি সবার সংহার।
অতএব কর্ণ তারে করিল প্রহার॥
ঘটোৎকচ হেতু মৃত্যু নহিল তোমার।
নিশ্চয় জানিহ এই কুন্তীর কুমার॥
অতএব শোক না করিহ ধনঞ্জয়।
আপনার বীর্য্য জানি শত্রু কর ক্ষয়॥
কৃষ্ণের বচনে সবে হরষিত মন।
শিবিরেতে গিয়া সবে করিল শয়ন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

যুদ্ধে দ্রুপদ রাজার মৃত্যু।

মুনি বলে অনন্তর শুনহ রাজন।
প্রভাতে আইল সবে হয়ে একমন॥
সংশপ্তকে চলি যান কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
দুই সৈন্য কোলাহলে হইল প্রলয়॥
মহাকোপে যোদ্ধাগণ করয়ে সমর।
বাণবৃষ্টি করে যেন বর্ষে জলধর॥
ভীম দুর্য্যোধনে যুদ্ধ হয় ঘোরতর।
সাত্যকি সহিত কর্ণ করয়ে সমর॥
দ্রোণের সহিত যুঝে পাঞ্চাল-নন্দন।
বিরাট সহিত সোমদত্ত করে রণ॥
সহদেব সহ শকুনি করয়ে রণ।
নকুলের সহ যুদ্ধ করে দুঃশাসন॥
ভগদত্ত সহ যুঝে পাঞ্চাল রাজন।
যুধিষ্ঠির সহ মদ্রপতি করে রণ॥
শিখণ্ডী সহিত যুঝে দ্রোণের নন্দন।
সমানে সমানেতে বাধিল মহারণ॥
কৃপাচার্য্য সহ জরাসন্ধের তনয়।
কৃতবর্ম্মা চেকিতানে মহাযুদ্ধ হয়॥
কাশীরাজ সহ যুঝে শুমন্ত নৃপতি।
শতানীক করে যুদ্ধ কৌরব সংহতি॥
হেনমতে করে যুদ্ধ সব যোদ্ধাগণ।
মহাকোপে করে সবে অস্ত্র বরিষণ॥
ভীম সনে গদাযুদ্ধ করে দুর্য্যোধন।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে চমকিত মন॥
দোঁহে দোঁহাকারে গদা করয়ে প্রহার।
গদার প্রহার শুনি লাগে চমৎকার॥
মহাক্রোধে তবে ভীম পবন-কোঙর।
গদা প্রহারিল দুর্য্যোধনের উপর॥
গদাঘাতে দুর্য্যোধন হইয়া কাতর।
বেগে পলাইয়া গেল সৈন্যের ভিতর॥
দুর্য্যোধন ভঙ্গ দেখি পবননন্দন।
মহাকোপে বহু সৈন্য করিল নিধন॥
সাত্যকি সহিত কর্ণ করে মহারণ।
দোঁহাকারে দোঁহে বিন্ধে অতি বিচক্ষণ॥
প্রাণপণে কর্ণ বীর এড়ে নানা বাণ।
কাটি পাড়ে সাত্যকি সে করি খান খান॥
বাণ ব্যর্থ দেখি কর্ণ এড়ে পঞ্চ বাণ।
সাত্যকির অঙ্গে ফুটে বজ্রের সমান॥
অঙ্গেতে ফুটিয়া বাণ বহিছে রুধির।
অজ্ঞান হইয়া পড়ে রথে মহাবীর॥
অচেতন দেখি রথ ফিরায় সারথি।
সাত্যকিরে লৈয়া পলাইল শীঘ্রগতি॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ দ্রোণ করয়ে সমর।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যতেক অমর॥
মহাকোপে দ্রোণ এড়ে শত শত বাণ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর তাহা করে খান খান॥
বাণ ব্যর্থ দেখি দ্রোণ পূরিয়া সন্ধান।
ধৃষ্টদ্যুম্নে প্রহারিল তীক্ষ্ণ পঞ্চ বাণ॥
নিবারিতে না পারিল পাঞ্চাল-নন্দন।
বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন হৈল অচেতন॥
রথেতে পড়িল বীর নাহিক সম্বিত।
রথ লয়ে সারথি হইল একভিত॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন পলাইল দেখি দ্রোণ বীর।
বাণবৃষ্টি করে বীর নির্ভয় শরীর॥
শকুনি সহিত যুঝে সহদেব বীর।
কন্দর্প সমান রূপ কোমল শরীর॥
শকুনি যতেক এড়ে তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ।
নিবারয়ে সহদেব মাদ্রীর নন্দন॥
তবে কোপে সহদেব পূরিয়া সন্ধান।
শকুনিরে প্রহারিল তীক্ষ্ণ দশ বাণ॥

বাণাঘাতে মূর্চ্ছা গেল গান্ধার-নন্দন।
দেখিয়া ধাইল তবে সব যোদ্ধাগণ ॥
শকুনি অপর রথে করি আরোহণ।
পলাইয়া গেল শীঘ্র লইয়া জীবন ॥
নকুলেতে দুঃশাসনে হয় মহারণ।
কোপে দোঁহাকারে দোঁহে করে প্রহরণ ॥
সন্ধান পূরিয়া বীর মদ্রসুতাসুত।
দুঃশাসন অঙ্গে বাণ মারিল বহুত ॥
কবচ ভেদিয়া অঙ্গে করিল প্রবেশ।
শোণিত পড়য়ে অঙ্গে প্রাণমাত্র শেষ ॥
অজ্ঞান হইয়া বীর রথের উপর।
হাত হৈতে খসিয়া পড়িল ধনুঃশর ॥
তবে কতক্ষণে বীর পাইল চেতন।
ধনু ধরি দুঃশাসন এড়ে অস্ত্রগণ ॥
দুইজনে বাণ এড়ে দোঁহে ধনুর্দ্ধর
দোঁহাকার বাণে দোঁহে হইল জর্জ্জর ॥
তবে কোপে নকুল এড়িল দুই বাণ।
রথধ্বজ কাটিয়া করিল খান খান ॥
আর দুই বাণ বীর এড়ে কাচম্বকে।
সারথির মাথা কাটি পাড়িল ভূমেতে ॥
সারথি পড়িল রথ হইল অচল
দেখি দুঃশাসন ভয়ে হইল বিকল ॥
রথ ছাড়ি দুঃশাসন বেগে পলাইল।
দেখি যত যোদ্ধাগণ হাসিতে লাগিল ॥
ভগদত্ত সহ যুঝে পাঞ্চাল ঈশ্বর।
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহার উপর ॥
পর্ব্বত-আকার হস্তী করি আরোহণ।
দ্রুপদ সহিত যুঝে নরক-নন্দন ॥
প্রাণপণে দিব্য অস্ত্র এড়িল দ্রুপদ।
কাটি পাড়ে ভগদত্ত যেন তৃণবৎ ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি তবে পাঞ্চাল ঈশ্বর।
ভগদত্তে প্রহারিল তীক্ষ্ণ পঞ্চশর ॥
কবচ ভেদিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল।
ভগদত্ত অঙ্গ হতে শোণিত বহিল ॥
স্থির হয়ে ভগদত্ত পূরিল সন্ধান।
দ্রুপদের ধনু কাটি করে খান খান ॥

শীঘ্রগতি ভগদত্ত এড়ে দুই বাণ।
সারথি তুরঙ্গ কাটি পাড়ে ততক্ষণ ॥
অর্দ্ধচন্দ্র এড়ে ভগদত্ত নৃপবর।
দুইখান করি কাটে পাঞ্চাল-ঈশ্বর ॥
দ্রুপদ পড়িল দেখি রাজা যুধিষ্ঠির।
মহাশোকে হইলেন নিতান্ত অস্থির ॥
হাহাকার শব্দ করে যত সেনাগণ।
পিতৃশোকে ধৃষ্টদ্যুম্ন হৈল অচেতন ॥
আনন্দিত কুরুসৈন্য ছাড়ে সিংহনাদ।
পাণ্ডবের দলে বড় হইল বিষাদ ॥
শিখণ্ডী সহিত যুঝে অশ্বত্থামা বীর।
বাপের সদৃশ শিক্ষা সুন্দর শরীর ॥
অশ্বত্থামা এড়য়ে বাণ পূরিয়া সন্ধান।
বাণে কাটি শিখণ্ডী করয়ে খান খান ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি বীর কুপিত অন্তর।
তীক্ষ্ণ পঞ্চবাণ এড়ে শিখণ্ডী উপর ॥
বাণাঘাতে মূর্চ্ছিত হইল বীরবর।
রথ লয়ে সারথি পলায় শীঘ্রতর ॥
কৃপাচার্য্য সহ যুঝে সহদেব রাজা।
জরাসন্ধপুত্র সেই বলে মহাতেজা ॥
মহাকোপে কৃপাচার্য্য যত বাণ এড়ে।
তব অস্ত্র সহদেব বাণে কাটি পাড়ে ॥
বাণ ব্যর্থ করি বীর পূরিল সন্ধান।
কৃপাচার্য্য-হৃদয়ে মারিল পঞ্চ বাণ ॥
বাণাঘাতে অচেতন হৈল বীরবর।
সারথি পলায় রথ লয়ে শীঘ্রতর ॥
কৃতবর্ম্মা চেকিতানে মহাযুদ্ধ করে।
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহার উপরে ॥
তবে কৃতবর্ম্মা বীর পূরিয়া সন্ধান।
রথধ্বজ কাটি তার করে খান খান ॥
চারি বাণে চারি অশ্বে করিল ছেদন।
তবে চেকিতান ভয়ে কৈল পলায়ন ॥
কাশীরাজ সহ যুঝে যুযুৎসু নৃপতি।
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে প্রাণের শকতি ॥
যুযুৎসু নৃপতি যোড়ে চোখ চোখ বাণ
কাশীরাজ ধনু কাটি কৈল খান খান ॥

তবে কোপে কাশীরাজ কম্পমান হয়ে।
রথ এড়ি ধায় বীর খড়্গ চর্ম্ম লয়ে ॥
খড়্গের প্রহারে মারিলেক চারি হয়।
সারথির মাথা কাটি দিল যমালয় ॥
এতেক দেখি তবে যুযুৎসু বীরবর।
অন্য রথে চড়ি পলাইল দ্রুততর ॥
যুযুৎসু পলায় দেখি ধর্ম্মের নন্দন।
রথে চড়ি চলিলেন করিবারে রণ ॥
হেনকালে রথে চড়ি আসে শল্যরাজা।
সম্মুখ হইল মুখামুখি মহাতেজা ॥
কোপে যুধিষ্ঠির রাজা পূরিয়া সন্ধান।
দুই বাণে কাটিলেন তার ধনু খান ॥
দেখিয়া হইল শল্য কোপাবিষ্টমন।
হাতে গদা লয়ে তবে ধায় সেইক্ষণ ॥
ত্রাস্ত হয়ে যুধিষ্ঠির যুড়ি অস্ত্রগণ।
কবচ কাটি তার অঙ্গ করে ছেদন ॥
বাণাঘাতে শল্য রাজা ব্যথিত অন্তর।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে রথের উপর ॥
গদার প্রহারে রথ গেল চূর্ণ হয়ে।
ভূমিতে পড়েন যুধিষ্ঠির লাফ দিয়ে ॥
ভয়ে পলাইয়া যান পাণ্ডবের নাথ।
প্রাণপণে যান রাজা না চান পশ্চাৎ ॥
তবে শতানীক সহ পৌরব রাজন।
করয়ে অতুল যুদ্ধ বাণ বরিষণ ॥
ক্রোধে শতানীক বীর এড়ে দিব্য বাণ।
পৌরবের ধনু কাটি কৈল খান খান ॥
চারি বাণে চারি অশ্ব কাটিল তাহার।
দুই বাণে সারথিরে করিল সংহার ॥
দেখিয়া পৌরব বড় হইল ফাঁফর।
রথ এড়ি পলাইল হইয়া কাতর ॥
তবে বৃকোদর বীর গদা লয়ে করে।
মহাকোপে প্রবেশিল সৈন্যের ভিতরে ॥
শত শত রথ ভাঙ্গে গদার প্রহারে।
লক্ষ লক্ষ সৈন্যে বীর নিমেষে সংহারে ॥
দেখি ভগদত্ত বীর কুপিত অন্তরে।
হাতী উয়াইয়া দিল ভীমের উপরে ॥
যোজনেক পদ হস্তী মহাভয়ঙ্কর।
ঈষা সম দন্তগুলা দেখি লাগে ডর ॥
ভীমেরে ধরিতে যায় শুণ্ড প্রসারিয়া।
বেগে ধায় হস্তী গোটা তর্জ্জন করিয়া ॥
তবে কোপে বৃকোদর ধরে দুই পায়।
অচল সমান করী স্থাবরের প্রায় ॥
মহাকোপে ধরি বীর টানে বৃকোদর।
তুলিতে নারিল হস্তী যেন গিরিবর ॥
তবে কতক্ষণে বৃকোদর মহাবলে।
মুষ্টির প্রহার কৈল করিকুম্ভস্থলে ॥
দারুণ প্রহারে করী বিকল অন্তর।
পলাইয়া গেল শীঘ্র ছাড়ি বৃকোদর ॥
তবে বৃকোদর বীর চড়ি নিজ রথে।
করয়ে দারুণ যুদ্ধ ধনু লয়ে হাতে ॥
অতিক্রোধে ভগদত্ত করয়ে সংগ্রাম।
লিখনে না যায় তার যুদ্ধ অনুপম ॥
লক্ষ লক্ষ সেনা মারে চক্ষের নিমেষে।
ভগদত্ত যুদ্ধ দেখি দুর্য্যোধন হাসে
পাণ্ডবের সেনাগণ হইল অস্থির।
দেখি মহাভয় পান রাজা যুধিষ্ঠির ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

বৈষ্ণবাস্ত্রের উপাখ্যান ও ভগদত্ত বধ।

অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ কর অবধান।
হের দেখ ভগদত্ত অনল সমান ॥
সৈন্যগণ ক্ষয় মম করিল বিস্তর।
অতএব রথ তুমি চালাও সত্বর ॥
আজি আমি রণে তারে করিব নিধন।
নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা মম শুন নারায়ণ ॥
এত শুনি গোবিন্দ হইয়া আনন্দিত।
ভগদত্ত আগে রথ চালান ত্বরিত ॥
বায়ুবেগে চলে রথ পবনগমন।
ভগদত্ত সম্মুখে আইল সেইক্ষণ ॥

অর্জ্জুনে দেখিয়া ধায় ভগদত্ত বীর।
বাণবৃষ্টি করে যেন মেঘে ফেলে নীর॥
তর্জ্জন করিয়া বলে অর্জ্জুনের প্রতি।
আজি যুদ্ধ কর পার্থ আমার সংহতি॥
অবশ্য করিব আজি তোমারে সংহার।
নিতান্ত প্রতিজ্ঞা এই জানিবে আমার॥
এত শুনি কোপবন্ত পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ডাকিয়া বলেন গর্ব্ব ত্যজহ বর্ব্বর॥
কোন্ কর্ম্ম করি তোর এত অহঙ্কার।
আমার অগ্রেতে হেন প্রতিজ্ঞা তোমার॥
সাক্ষাতে দেখিবে এবে যত যোদ্ধাগণ।
অবশ্য পাঠাব তোরে যমের সদন॥
অর্জ্জুনের কটুবাক্য শুনি ভগদত্ত।
মহাকোপে চালাইয়া দিল গজমত্ত॥
বায়ুবেগে হস্তী পড়ে রথের উপর।
দেখিয়া চিন্তিত হইলেন দামোদর॥
তথা হৈতে রথ রাখিলেন একভিত।
রাজা যুধিষ্ঠির হইলেন আনন্দিত॥
পুনরপি দুইজনে হইল সমর।
তীক্ষ্ণ অস্ত্র এড়ে দোঁহে দোঁহার উপর॥
কোপে ভগদত্ত বীর পূরিল সন্ধান।
অর্জ্জুনেরে প্রহারিল চোখ চোখ বাণ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর পূরিয়া সন্ধান।
ভগদত্ত বাণ করিলেন খান খান॥
কাটেন সকল অস্ত্র পার্থ কুতূহলে।
নারাচ মারিল বীর করিকুম্ভস্থলে॥
দারুণ প্রহারে করী ভূমিতে পড়িল।
বজ্রাঘাতে যেন গিরিশৃঙ্গ বিদারিল॥
হস্তী যদি পড়ে তাহা দেখি ভগদত্ত।
সারথি হেনকালে যোগায় আর রথ॥
মহাবল যাটি হস্তী সেই রথ বহে।
বিস্ময় মানিয়া সব যোদ্ধাগণ চাহে॥
হেন রথে ভগদত্ত চড়ি সেইক্ষণ।
অতি কোপে করিলেন বাণ বরিষণ॥
যত বাণ এড়ে বীর পূরিয়া সন্ধান।
নিমেষে করেন পার্থ তাহা খান খান॥

বাণ ব্যর্থ দেখি ভগদত্ত বীরবর।
অর্জ্জুন উপরে মারে চৌষট্টি তোমর॥
অন্ধকার করি পড়ে অর্জ্জুন উপর।
নিবারিতে না পারেন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
বাণাঘাতে হইলেন অর্জ্জুন অস্থির।
খরতর স্রোতে বহে শরীরে রুধির॥
অচেতন হয়ে পড়ে রথের উপর।
ক্রোধ করি তখন কহেন দামোদর॥
কি হেতু অশক্ত তোমা দেখি আজি রণে।
অন্যমন কর তুমি কিসের কারণে॥
প্রতিজ্ঞা করিলে ভগদত্তে মারিবারে।
তবে কেন অচেতন হৈলে একেবারে॥
ভগদত্তে বধ কর এড়ি দিব্য বাণ।
আকর্ণ পূরিয়া তুমি করহ সন্ধান॥
আশা পেয়ে হাসে দেখ দুষ্ট দুর্য্যোধন।
দেখ কুরুকুল সব প্রসন্নবদন॥
কৃষ্ণের বচনে পার্থ লজ্জিত হইয়া।
দিব্য অস্ত্র যুড়িলেন ধনু টঙ্কারিয়া॥
গগন ছাইয়া বাণ এড়েন তখন।
মুষল ধারেতে যেন বর্ষে নবঘন॥
শীঘ্রগতি ভগদত্ত পূরিয়া সন্ধান।
নিমেষেকে নিবারিল অর্জ্জুনের বাণ॥
তবে কোপে ভগদত্ত কহে অর্জ্জুনেরে।
এই অস্ত্রে ধনঞ্জয় বিনাশিব তোরে॥
দেখিব কেমন অস্ত্র কর নিবারণ।
এত শুনি ভগদত্ত করয়ে তর্জ্জন॥
বৈষ্ণব নামেতে বাণ বসাইল চাপে।
অস্ত্র দেখি ইন্দ্র আদি দেবগণ কাঁপে॥
সন্ধান পূরিয়া বীর এড়িলেক বাণ।
চলিল বৈষ্ণব অস্ত্র অনল সমান॥
দেখিয়া বৈষ্ণব অস্ত্র দেব নারায়ণ।
চিন্তান্বিত হইলেন অর্জ্জুন কারণ॥
অর্জ্জুনে পশ্চাৎ করি দেব নারায়ণ।
আপনি দিলেন বুক পাতি সেইক্ষণ॥
কৃষ্ণের শরীরে আসি লিপ্ত হৈল বাণ।
দেখি যত যোদ্ধাগণ হৈল কম্পমান॥

এতেক দেখিয়া পার্থ লজ্জিতবদন।
কৃতাঞ্জলি করি কৃষ্ণ করে নিবেদন॥
অর্জ্জুন বলেন দেব কর অবধান।
কি কারণে হৃদয়ে তুমি ধরিলে বাণ॥
কোন্ কাজে ন্যূন মোরে দেখিলে কখন।
এবে অস্ত্র ধর তুমি কিসের কারণ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে কহিলে প্রমাণ।
তোমা হৈতে নিবারণ নহে এই বাণ॥
বৈষ্ণব অস্ত্রের তুমি না জান মহিমা।
মহাতেজোময় অস্ত্র নাহি তার সীমা॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ কহিবে আমারে।
হেনমত অস্ত্র কেবা দিলেক উহারে॥
নিবারণ নহে অস্ত্র কিসের কারণ।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ নারায়ণ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ কহি তব স্থান।
চারি মূর্ত্তি মম তুমি জানহ প্রমাণ॥
এক মূর্ত্তি তপস্যা করয়ে অনুক্ষণ।
আর মূর্ত্তি ত্রিভুবন করিছে পালন॥
আর মূর্ত্তি ধরি সৃষ্টি করি যে সৃজন।
অসুররূপে এক মূর্ত্তি সংহার কারণ॥
নরক পাইল অস্ত্র আমার সদনে।
তাহা হতে পায় পৃথ্বী সে দিল নন্দনে॥
পৃথিবীর পুত্র ভগদত্ত মহারাজা।
অস্ত্রে শস্ত্রে বিচক্ষণ বলে মহাতেজা॥
এই অস্ত্রবলে জিনিল যে ভূমণ্ডল।
ভগদত্ত সহ সখ্য কৈল আখণ্ডল॥
কদাচিত ব্যর্থ যদি চক্র মম হয়।
অব্যর্থ বৈষ্ণব অস্ত্র ব্যর্থ কভু নয়॥
তোমা হতে অস্ত্র জানি নাহি নিবারণ।
আপনি ধরি যে আমি তাহার কারণ॥
এতেক শুনিয়া পার্থ লজ্জিত অন্তর।
পুনরপি পার্থকে কহিল গদাধর॥
এড়িল বৈষ্ণব অস্ত্র ভগদত্ত বীর।
এইকালে শীঘ্র কাটি পাড় তার শির॥
তব ভাগ্যে রাজা বাণ করিল ক্ষেপণ।
বিনা ক্লেশে বধ তারে করহ এখন॥
আছিল বাণের তেজে বিষ্ণুর সমান।
সমরে হইত কার শক্তি আগুয়ান॥
এবে চিন্তা কিছু নাহি কর ধনঞ্জয়।
এক্ষণে হইবে জয় জানিহ নিশ্চয়॥
এত শুনি ধনঞ্জয় হরষিত মন।
সন্ধান পূরিয়া এড়িলেন অস্ত্রগণ॥
কোপে ধনঞ্জয় বীর এড়ে পঞ্চবাণ।
ভগদত্ত-ধনু কাটি করে খান খান॥
আর ধনু ধরি ভগদত্ত করে রণ।
সেই ধনু ধনঞ্জয় কাটেন তখন॥
পুনঃ পুনঃ ভগদত্ত যত ধনু লয়।
ক্রমে সব কাটিলেন বীর ধনঞ্জয়॥
কোপে ভগদত্ত বীর শক্তি নিল হাতে।
ফেলিয়া মারিল শক্তি অর্জ্জুনের মাথে॥
ধনু টঙ্কারিয়া পার্থ মারিলেন বাণ।
কাটিলেন তার শক্তি হেন শক্তিমান॥
অর্দ্ধচন্দ্র এড়ে বীর পূরিয়া সন্ধান।
ভগদত্তে মারিলেন কুলিশ সমান॥
দুইখান হয়ে পড়ে রথের উপর।
এক ঘায় ভগদত্ত গেল যমঘর॥
রণেতে পড়িল ভগদত্ত মহাবীর।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা হইল অস্থির॥
ভগদত্ত-রথ লয়ে সারথি সত্বর।
ভ্রমণ করিয়া বুলে সংগ্রাম ভিতর॥
শত শত সেনা পড়ে রথের চাপনে।
হেন বীর নাহি নিবারয়ে রথখানে॥
দেখি কোপে ধায় বীর পবননন্দন।
সাবধানে সাপটিয়া ধরে রথখান॥
বায়ুবেগে বৃকোদর ফেলে রথখান।
দেখিয়া কৌরবদল হৈল কম্পমান॥

দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু।

মুনি বলে মহাশয়, শুন রাজা জন্মেজয়,
হেনমতে পড়ে ভগদত্ত।
দেখি রাজা দুর্য্যোধন,শোকেতে আকুলমন,
আরোহণ কৈল গজমত্ত॥

অশ্বত্থামা নামে হস্তী, তার তুল্য অন্য নাস্তি,
এমনি উত্তম গজবর ।
বর্ণে জিনি জলধর, ঈষাদন্ত সম শর,
দেখিতে বড়ই ভয়ঙ্কর ॥
তাহে আরোহণ করি,এল কুরু-অধিকারী,
যথা আছে বীর বৃকোদর ।
হাতে গদা ঘোরতর, দুর্য্যোধন নৃপবর,
ভীমসনে করিতে সমর ॥
দেখি ধায় বৃকোদর, হাতে গদা ভয়ঙ্কর,
শমন সমান মহাবীর ।
মহাকোপে অঙ্গ কাঁপে,দশনে অধরচাপে,
বজ্রসম কঠিন শরীর ॥
গদা যেন কালদণ্ড, সৈন্যে করে লণ্ডভণ্ড,
একঘায় মারে শত শত ।
হস্তী অশ্ব পড়ে যত,লিখিতে না পারি তত,
শত শত চূর্ণ করে রথ ॥
আনন্দিত বৃকোদর, যুদ্ধ করে ঘোরতর,
বায়ুবেগে ধায় মহাবীর ।
কোপে ভয়ঙ্কর তনু, যেন প্রভাতের ভানু,
দেখি আনন্দিত যুধিষ্ঠির ॥
হেনকালে দুর্য্যোধন, করীবরে আরোহণ,
গদা লয়ে ধায় বীরবর ।
দেখি যত যোদ্ধাগণ, সবে সশঙ্কিত মন,
সংগ্রাম হইল ঘোরতর ॥
তবে কোপে বায়ুসুত, দেখি যেন যমদূত,
গদাতে ভাঙ্গিল করিমুণ্ড ।
বজ্রাঘাতে যেন গিরি, সেইমত পড়ে করী,
মস্তক হইল খণ্ড খণ্ড ॥
ভয়েতে কম্পিত মন, একলাফে দুর্য্যোধন,
হস্তী ত্যজি পড়িল ধরণী ।
গদা লয়ে দুই করে, প্রহারিল বৃকোদরে,
বজ্রাঘাত শব্দ যেন শুনি ॥
গদাঘাতে বৃকোদর,ক্রোধে কম্পে থরথর,
ধরিলেন গদা দৃঢ়মুষ্টি ।
তাম্রবর্ণ জিনি মূর্ত্তি, যুগান্তের সমবর্ত্তী,
সংহার করিতে যেন সৃষ্টি ॥
অতি কোপে বৃকোদর, মারে গদা খরতর,
দুর্য্যোধন রাজার উপর ।
গদাঘাতে দুর্য্যোধন, অঙ্গ কম্পে ঘনে ঘন,
পলাইল ত্যজিয়া সমর ॥
দুর্য্যোধন ভঙ্গ দেখি, ভীমসেন হয়ে সুখী,
সংহারিল বহু সৈন্যগণ ।
সৈন্য কেহ নহে স্থির,দেখিকোপেদ্রোণবীর
দ্রুতগতি এলেন তখন ॥
আকর্ণ পূরিয়া দ্রোণ, এড়ে নানা অস্ত্রগণ,
বিন্ধিলেক ভীমের হৃদয় ।
মূর্চ্ছিত হইল বীর, অঙ্গে বহিছে রুধির,
পলাইল পবন-তনয় ॥
পলাইল ভীমসেন, দেখি আনন্দিতদ্রোণ,
বাণবৃষ্টি করে মহাবীর,
শত শত সৈন্য পড়ে, কদলী যেমন ঝড়ে,
যোদ্ধাগণ হইল অস্থির ॥
তবে কোপে ধনঞ্জয়, দেখি সৈন্য অপচয়,
দ্রুত আসে দ্রোণের সম্মুখে ।
ক্রোধে করে বাণবৃষ্টি,যেন সংহারিতে সৃষ্টি,
দিব্য অস্ত্র ফেলে লাখে লাখে ॥
অর্জ্জুনেরে দশ বাণ, দ্রোণাচার্য্য বলবান,
মারিলেক সমর ভিতরে ।
খাইয়া দ্রোণের বাণ, পার্থবীর হতজ্ঞান;
পড়িলেক রথের উপরে ॥
অর্জ্জুনে বিমুখ করি, দ্রোণাচার্য্য গেল ফিরি
সেনাগণে করিতে বিনাশ ।
দারুণ দ্রোণের বাণে,স্থির নহে কোনজনে,
যুধিষ্ঠিরগণের হুতাশ ॥
যেই বীর রণেপশে,দ্রোণের সম্মুখে আসে,
তারে দ্রোণ করয়ে সংহার ।
যেন যুগান্তের যম, দেখি দ্রোণ কালসম,
পাণ্ডবের নাহিক নিস্তার ॥
দেখি কৃষ্ণ সেনা-নাশ, কহেন মধুর ভাষ,
শুন দ্রোণ আমার বচন ।
অশ্বত্থামা পুত্র তব, আজি হয়ে পরাভব,
ভীম-হস্তে হইল নিধন ॥

শুনি দ্রোণাচার্য্য বীর,হলেন তাহে অস্থির,
মনেতে হইল বড় ত্রাস।
অশ্বত্থামা জন্ম যবে, শূন্যবাণী হৈল তবে,
চিরজীবী কহিলেন ব্যাস॥
সুমেরু ভাঙ্গিয়া পড়ে, চন্দ্রসূর্য্য স্থানছাড়ে,
তবু মিথ্যা নাহি কহে মুনি।
অসম্ভব কথা হেন, কহিলেন নারায়ণ,
এ কথা বিস্ময় বড় মানি॥
এত ভাবি কহে দ্রোণ, শুন প্রভু নারায়ণ,
তব মায়া বুঝিতে না পারি।
পূর্ব্বে ব্যাস দিল বর, চারিযুগে সে অমর,
এবে কেন হেন কহ হরি॥
পুনঃ কন দামোদর, বিনাশিল বৃকোদর,
হয় নয় পুছ ভীম-স্থানে।
মিথ্যা নাহি কহি আমি,নিশ্চয় জানিহ তুমি
অশ্বত্থামা পড়িয়াছে রণে॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য,পুত্রশোকেহীনধৈর্য্য,
পুনরপি কহিল তখন।
তবে আমি সত্য মানি, যদি কহে নৃপমণি,
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন॥
তবে প্রভু নারায়ণ, কহিলেন সেইক্ষণ,
যুধিষ্ঠিরে ডাকি নিজপাশ।
অশ্বত্থামা হত বাণী, দ্রোণে কহ নৃপমণি,
দ্রোণ যেন জানে সত্য ভাষ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাণী, কহিল পাণ্ডবমণি,
কিরূপে কহিব মিথ্যা বাণী।
আমাতে বিশ্বাস করি,দ্রোণজিজ্ঞাসিবেহরি,
মম বাক্য সত্য হেন জানি॥
কিমতে কহিব মিথ্যা,যুক্তি নহে এইকথা,
যদি মম হয় সর্ব্বনাশ।
বিশ্বাসঘাতিতা করি, কিমতে কহিব হরি,
মহাপাপ নাশিলে বিশ্বাস॥
পুনরপি নারায়ণ, করিছেন বিজ্ঞাপন,
প্রকাশ করিয়া কহ দ্রোণে।
অশ্বত্থামা হতবাণী,আমি তাহা সত্য জানি,
ইতি গজ পড়ি গেল রণে॥

পুনঃ কন যুধিষ্ঠির, শুন শুন যদুবীর,
তথাপিহ অধর্ম্ম বিস্তর।
মিথ্যা যদি কহি আমি, হইব নরকগামী,
উদ্ধারের বলহ উত্তর॥
এত শুনি বৃকোদর,ক্রোধে কম্পে কলেবর,
কহিতে লাগিল সেইক্ষণ।
হইয়া পাণ্ডবস্বামী, সকল নাশিলে তুমি,
তব সত্য না জানি কেমন॥
অধর্ম্ম করিলে যদি, হয় লোক অধোগতি,
কি করিল রাজা দুর্য্যোধন।
অভিমন্যু গেলরণে,বেড়ি সপ্ত যোদ্ধাগণে,
একা শিশু করিল নিধন॥
সত্যবাদী সদা ধর্ম্ম, তুমি কি করিলে কর্ম্ম
নাশিলে সকল রাজ্যধন।
আমার বচন শুনি, কহ তুমি নৃপমণি,
এই কথা স্বরূপ বচন॥
মোরে যদি পুছে দ্রোণ,কহিআমিপুনঃপুনঃ
কহি তবে এক শতবার।
ইহা বলি বৃকোদর, কহিলেন দৃঢ়তর,
অশ্বত্থামা হত সারোদ্ধার॥
শুন দ্রোণ কহি সার,সমরেতে আজিকার,
মম হস্তে অশ্বত্থামা হত।
জানাই স্বরূপ আমি, নিশ্চয় জানিহ তুমি,
এই কথা নহে অন্যমত॥
এত শুনি কহে দ্রোণ, প্রত্যয় না হয় মন,
তোমার বচনে বৃকোদর।
হত যদি মম সুত, কহ ধর্ম্ম সুচরিত,
নিজমুখে ধর্ম্ম নৃপবর॥
শুনিয়াত নারায়ণ, কুপিত হইল মন,
কহিলেন রাজা যুধিষ্ঠিরে।
কহ তুমি নৃপমণি, এই কথা সত্যবাণী,
তবে বধ করিবে দ্রোণেরে॥
তাহা শুনি ধর্ম্মসুত, হইয়া বিষাদযুত,
কহিলেন দ্রোণের গোচর।
অশ্বত্থামা হৈল নাশ, ইতি গজ সত্যভাষ,
জানহ স্বরূপ এ উ

পুনরপি কহে দ্রোণ, সত্য কহ হে রাজন,
অশ্বত্থামা হইল বিনাশ।
কহেন ধর্ম্মের সুত, অশ্বত্থামা হৈল হত,
ইতি গজ সত্য এই ভাষ॥
দ্রোণ পুছে যতবার, কহিলেন ততবার,
যুধিষ্ঠির সে মত উত্তর।
লঘুস্বরে নৃপমণি, কহে ইতি গজবাণী,
পুনঃ পুনঃ দ্রোণের গোচর॥
যুধিষ্ঠির মুখে শুনি, সত্য হেন দ্রোণজানি,
পুত্রশোকে হইল আকুল।
ধনুধরি বামকরে, কান্দে দ্রোণ উচ্চৈঃস্বরে,
লোহে ভিজে অঙ্গের দুকূল॥
পুত্রের শোকেতে দ্রোণ, হইলেন অচেতন,
চেতন হারায় দ্বিজবর।
কণ্ঠতলে ধনু রাখি, কান্দেদ্রোণহয়েদুঃখী,
অশ্রু পড়ে গুণের উপর॥
হেনকালে রমাপতি, বলেন পার্থের প্রতি,
হের দেখ বীর ধনঞ্জয়।
কালসর্পদংশে দ্রোণে, শীঘ্র কাটিপাড় বাণে,
এইকালে কুন্তীর তনয়॥
তবে পার্থ বীরবর, অস্ত্র মারি দৃঢ়তর,
সর্প বলি কাটে ধনুর্গুণ।
কণ্ঠতলে বিন্ধি ধনু, অস্থির হইল তনু,
রথেতে পড়িয়া গেল দ্রোণ॥
হেনকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন, রথে পড়ে দেখি দ্রোণ,
খড়্গ লয়ে ধাইল সত্বর।
যেন ধায় মৃগপতি, তেন ধায় দ্রুতগতি,
উঠে গিয়া রথের উপর॥
কাটিল দ্রোণের শির, দেখি যত কুরুবীর,
হাহাকার করে সর্ব্বজন।
লইয়া দ্রোণের শির, ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবীর,
নিজ রথে আইল তখন॥
দ্রোণের নিধন দেখি, দুর্য্যোধন হ'য়েদুঃখী,
বিলাপ করয়ে বহুতর।
হাহাকার শব্দ করি, কান্দে কুরুঅধিকারী,
পড়িলেন ধরণী উপর॥
ব্যাস বিরচিত গাঁথা, অপূর্ব্ব ভারত কথা,
শ্রবণে কলুষ নাশন।
যজ্ঞ ব্রত হোম দান, নহে ইহার সমান,
মুক্ত হয় শুনে যেই জন॥
গোবিন্দের গুণ কর্ম্ম, শুনিলে বাড়য়ে ধর্ম্ম,
ইহা বিনা নাহি সুখ আর।
রক্তপদ কোকনদ, ভক্তজন সিদ্ধিপ্রদ,
অখিলের আপদ সংহার॥
নানারূপে অবতরি, দৈত্যগণে ক্ষয় করি,
পাতকীর পরিত্রাণ হেতু।
এ ঘোর সাগর মাঝে, উদ্ধারিতে দেবরাজে,
নিজ নামে বান্ধি দিলা সেতু॥
অভয় চরণে মম, ভক্তি রহে ত্রিবিক্রম,
এই মাত্র করি নিবেদন।
সংসার-সাগর ঘোরে, উদ্ধার করিবে মোরে,
কাশীরাম দাস বিরচন॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা।

মুনি বলে শুনহ জন্মেজয় রাজনে।
সন্ধ্যার সময় দ্রোণ পড়ি গেল রণে॥
দুর্য্যোধন রাজা কন্দে করি হাহাকার।
সৈন্যমধ্যে মহাশব্দ ক্রন্দন অপার॥
দুর্য্যোধন কান্দি বলে শুন যোদ্ধাগণ।
কোন্‌রূপে কোন্‌জন করিবে তারণ॥
এমন গুরুকে শত্রু সংহারিল রণে।
কে তারিবে কে মারিবে পাণ্ডুপুত্রগণে॥
পিতামহ বীর ছিল ভুবনে দুর্জ্জয়।
তাঁহাকে পাণ্ডবগণ দিল যমালয়॥
যাঁহার বিক্রমে ভৃগুরাম নহে স্থির।
হেন পিতামহে মারে ধনঞ্জয় বীর॥
অতি শোকাকুল হয়ে কান্দে দুর্য্যোধন।
হেনকালে তথা আসে সূর্য্যের নন্দন॥
কর্ণে দেখি দুর্য্যোধন বলে অভিমানে।
ভীষ্ম দ্রোণ সেনাপতি পড়ি গেল রণে॥

এখন কি বল সখে আছে কি উপায়।
কর্ণ বলে শুন রাজা বলি হে তোমায়॥
বড়ই দুর্ব্বল পুরাতন বৃদ্ধ ছিল।
বাণশিক্ষা ছিল তেঁই সমর করিল॥
দোঁহা হেতু শোক না করিহ দুর্য্যোধন।
আমিত বান্ধিয়া দিব পাণ্ডবেরগণ॥
ধর্ম্মকে ধরিয়া দিব সমর ভিতর।
রণস্থলে শোক না করিহ নৃপবর॥
হেনকালে তথা আইলেন অশ্বত্থামা।
কৃতবর্ম্মা সঙ্গে আর কৃপাচার্য্য মামা॥
পিতার বিনাশ শুনি হইল অস্থির।
শোকে অচেতন হৈল অশ্বত্থামা বীর॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন-হস্তে শুনি পিতার নিধন।
মহাকোপে কাঁপে বীর দ্রোণের নন্দন॥
দুর্য্যোধনে চাহি বলে দ্রোণের তনয়।
আমি যাহা কহি তাহা শুন মহাশয়॥
বিনা ধৃষ্টদ্যুম্ন-বধে ধনু যদি ধরি।
সর্ব্বধর্ম্ম নষ্ট হবে নরকেতে পড়ি॥
ধৃষ্টদ্যুম্নে না মারিয়া না আসিব ঘর।
করিনু প্রতিজ্ঞা এই তোমার গোচর॥
গোবধে ব্রাহ্মণ-বধে যত পাপ হয়।
সেই পাপ মোরে যদি না মারি নিশ্চয়॥
এত শুনি আনন্দিত কৌরব-কুমার।
যুদ্ধ নিবারিয়া গেল স্থানে আপনার॥
পাণ্ডবের দলে হৈল আনন্দ অপার।
সবে বলে কুরু আজি হইল সংহার॥
বাদ্যের নিনাদ হৈল না হয় লিখন।
মহানন্দে নৃত্য করে নট-নটীগণ॥
রত্নসিংহাসনেতে বৈসেন যুধিষ্ঠির।
ভ্রাতৃগণ সহিত সানন্দ যত বীর॥
বলেন বৈশম্পায়ন জন্মেজয় শুনে।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সর্ব্বজনে॥

শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণন।

গোবিন্দ চরণে মন, সমর্পিয়া অনুক্ষণ,
রচিলাম দ্রোণপর্ব্ব পুঁথি।
বিরচিল ব্যাস মুনি, অমৃত সমান জানি,
শ্রবণে নাশয়ে অধোগতি॥
গোবিন্দের লীলারস, যাহাতে সংসার বশ,
ত্রিভুবনে এই মাত্র সার।
ভজ সাধু অনুক্ষণ, নিবিষ্ট করিয়া মন,
নাহি ভয় রবে যমদ্বার॥
পূর্ণ হিমকর সম, মুখচন্দ্র নিরুপম,
পদ নখ যেন দশ বিধু।
রক্তোৎপল জিনি পদ, ভুবনে অতুল্যপদ,
প্রেমময় বৃষ্টি করে মধু॥
চতুর্ভুজ পীতাম্বর, বনমালা মনোহর,
কৌস্তুভ শোভিত বক্ষদেশ।
মুকুট কুণ্ডল শোভা, দীপ্ত দিনকর আভা,
বিচিত্র আসন নাগ শেষ॥
ক্ষীরোদ সাগর জলে,নিদ্রা যান মায়াছলে,
নাভিপদ্মে সৃষ্টি করে ধাতা।
ত্রিভুবন করি সৃষ্টি, করেন পীযূষবৃষ্টি,
ব্রহ্মারে করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা॥
মুখচন্দ্র যাঁর দীপ্ত; ত্রিভুবন কৈল তৃপ্ত,
চন্দ্ররূপে ভুবন প্রকাশ।
স্থিত যাঁর অন্তরীক্ষে, শূন্যভরে দুই পক্ষে,
নিজগুণে তম হয় নাশ॥
নানারূপ মূর্ত্তি ধরি, বিষ্ণুমায়া সৃষ্টি করি,
মোহিত করেন সর্ব্বজনে।
মায়াতে আচ্ছন্নহয়ে,নানারূপে ক্লেশপেয়ে,
যায় লোক যমের সদনে॥
গোবিন্দ-সেবক যেই,সর্ব্বত্র বিজয়ী সেই,
নাহি তার শমনের ভয়।
নিজ রথ আরোহণে, পাঠাইয়া ভক্তজনে,
লয়ে যান আপন আলয়॥
অনুক্ষণ ধ্যান করি, একমনে ভাবি হরি,
রচিলাম ভারত আখ্যান।
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস, শুনিলে কলুষ নাশ,
এতদূরে হৈল সমাপন॥

দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্ত।

সচিত্র অষ্টাদশপর্ব্ব

মহাভারত

কর্ণপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ

কর্ণকে সেনাপতি করিয়া কৌরবদের যুদ্ধে যাত্রা।

বীর যোদ্ধা ক্রমে সবে পড়িল সমরে।
দৈবের বিপাকে হেন বিদিত সংসারে॥
ভীষ্ম দ্রোণ হত হলে চিন্তে দুর্য্যোধন।
কারে সেনাপতি করি কে করিবে রণ॥
এতেক ভাবি আকুল হৈল দুর্য্যোধন।
মন্ত্রিগণে আনি তবে করয়ে মন্ত্রণ॥
শকুনি কহিল কর্ণ আছে মহামতি।
সেনাপতি পদে তারে বর শীঘ্রগতি॥
কর্ণ যুদ্ধ করুক বলিল বীরগণ।
কি ছার পাণ্ডব করে তার সহ রণ॥
কর্ণ যুদ্ধে জিনিবে চিন্তিয়া দুর্য্যোধন।
সৈন্যাপত্যে অভিষেক করে সেইক্ষণ॥
কর্ণে অভিষেক করি সানন্দ হৃদয়।
অবশ্য জিনিবে কর্ণ ভাবিল নিশ্চয়॥
দুর্য্যোধন বলে সখা কহি যে তোমারে।
ভীষ্ম দ্রোণ রণে মৈল উপেক্ষি সমরে॥
এখন করহ সখা মম হিত কার্য্য।
যুধিষ্ঠিরে জিনি মোরে দেহ সব রাজ্য॥
হেনমতে বহুরূপ করিল বিনয়।
দুর্য্যোধন-বাক্য শুনি সূর্য্যপুত্র কয়॥
আমার প্রতাপ তুমি জান ভালমতে।
অবশ্য জিনিব আমি পাণ্ডবের সাথে॥
কর্ণের এতেক বাক্য শুনি দুর্য্যোধন।
আনন্দে রজনী বঞ্চে লয়ে বীরগণ॥
পরদিন প্রভাতে কর্ণের আজ্ঞা ধরি।
অস্ত্র লয়ে বীর সব গেল অগ্রসরি॥
গজবাজী ধ্বজছত্র শত শত যায়।
সাজিল কৌরবগণ সমুদ্রের প্রায়॥
নানা অস্ত্রে সাজি কর্ণ চড়ে গিয়া রথে।
চলিল সংগ্রাম-ভূমে ধনুঃশর হাতে॥
কটক চলিল বহু রথী হৈল কর্ণ।
বাসুকি জিনিতে যেন চলিল সুপর্ণ॥
দ্রোণপুত্র চলিল সে মহাধনুর্দ্ধর।
অস্ত্রধারী অশ্বত্থামা সংগ্রামে প্রখর॥
অবশিষ্ট রাজার যতেক অনুচর।
চলিল সংগ্রাম-ভূমে মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর॥
মধ্যে রাজা দুর্য্যোধন সংগ্রামে প্রচণ্ড।
কৃতবর্ম্মা ও বাহ্লীক ধরে ছত্রদণ্ড॥
নারায়ণী সেনা আর কৃপ মহাশয়।
রহিল দক্ষিণদিকে সংগ্রামে নির্ভয়॥
ত্রিগর্ত্ত সৌবল আদি যত মহাবীর।
বামভাগে রহে সবে নির্ভয় শরীর॥
সাজিল কৌরবদল দেখি যুধিষ্ঠির।
অর্জ্জুনে কহেন তবে ধর্ম্মমতি ধীর॥
দেবাসুর নাহি সহে যাহার প্রতাপ।
হের সেই কর্ণ আসে রণে করি দাপ॥
কর্ণেরে জিনিয়া ভাই শীঘ্র যশ লও।
ত্রিভুবন মধ্যে যদি মহাবীর হও॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি ধনঞ্জয় বীর।
অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ করি সৈন্য করে স্থির॥

বাম-শৃঙ্গে ভীমসেন সমরে দুর্জ্জয়।
দক্ষিণ শৃঙ্গেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাশয়॥
মধ্যবর্ত্তী ধনঞ্জয় বীর ধনুর্দ্ধর।
পৃষ্ঠে যুধিষ্ঠির সহ দুই সহোদর॥
যুদ্ধসাজে রহিলেন দুই মহাবীর।
অর্জ্জুনের কাছে রহে নির্ভয় শরীর॥
ব্যূহমধ্যে বীর সব করে সিংহনাদ।
দুই দলে বাদ্য বাজে নাহি অবসাদ॥
কর্ণের বিক্রম দেখি কুরু করে গর্ব্ব।
দ্রোণের বীরত্ব যত করিলেক খর্ব্ব॥
দুই দলে যুদ্ধ হয় অতি ভয়ঙ্কর।
দুই দলে বরিষয়ে শত শত শর॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্র পড়ে ভরিয়া গগন।
পৃথিবী যুড়িয়া পড়ে যত যোদ্ধাগণ॥
ক্রোধ করি তবে ভীম ধরে ধনুঃশর।
লম্ফ দিয়া উঠিলেন মাতঙ্গ উপর॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি নকুল চেকিতান।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র বিক্রমে প্রধান॥
ভীমসেনে বেড়ে সবে সিংহনাদ করি।
রোষে বীর যায় যেন হস্তীকে কেশরী॥
বাহিনী মথিয়া আসে বীর বৃকোদর।
দেখিয়া রুষিল ক্ষেমমূর্ত্তি নৃপবর॥
কুলুত দেশের রাজা ক্ষেমমূর্ত্তি নাম।
বিক্রমে সিংহের প্রায় সমরে শ্রীরাম॥
মহাগজে আরোহিয়া আসে ক্রোধমনে।
প্রথমে তোমর বাণ মারে ভীমসেনে॥
শরেতে তোমর ভীম করে খণ্ড খণ্ড।
ছয় বাণে বিন্ধে বীর সমরে প্রচণ্ড॥
ক্রোধ করি ভীমসেন বরিষয়ে শর।
বাণ মারে ক্ষেমমূর্ত্তি হস্তীর উপর॥
শরাঘাতে ভঙ্গ দিল গজেন্দ্র বিশাল।
রাখিতে নারিল ক্ষেমমূর্ত্তি মহীপাল॥
কতক্ষণে ক্ষেমমূর্ত্তি সুযোগ পাইল।
ভীমেরে বিন্ধিতে বীর সমরে ধাইল॥
ক্ষুরপা বাণে ভীমের কাটে শরাসন।
আর ধনু নিল হাতে ভীম বিচক্ষণ॥
নারাচ মারিয়া কৈল হস্তীর নিধন।
লাফ দিয়া এড়াইল বীর বিচক্ষণ॥
গদাঘাতে ভীমসেন পেয়ে বড় লাজ।
ক্ষেমমূর্ত্তি রাজার মারিল গজরাজ॥
লাফ দিয়া ক্ষেমমূর্ত্তি হস্তী এড়াইল।
গদা মারি ভীম তারে ভূমেতে পাড়িল॥
সিংহের প্রতাপে যেন পড়িল মাতঙ্গ।
ক্ষেমমূর্ত্তি পড়ে দেখি সৈন্য দিল ভঙ্গ॥
তবে কর্ণ মহাবীর পাণ্ডবে ধাইল।
অতি ক্রোধে পাণ্ডব-সৈন্যেতে প্রবেশিল
বাছিয়া বাছিয়া বাণ বরিষয়ে কর্ণ।
সর্পের সভায় যেন পশিল সুপর্ণ॥
সেনা ভঙ্গ দিল আর পড়ে অশ্ব গজ।
ছয় বাণে কাটি পাড়ে যত রথধ্বজ॥
নিরন্তর কর্ণ বীর বরিষয়ে বাণ।
লক্ষ লক্ষ বীর পড়ে ভীম বিদ্যমান॥
অশ্বত্থামা বীর সনে যুঝে বৃকোদর।
শ্রুতকর্ম্মা সনে চিত্রসেন ধনুর্দ্ধর॥
বিন্দ অনুবিন্দ সহ সাত্যকির রণ।
প্রতিবিন্ধ্য সহ যুঝে চিত্র যশোধন॥
দুর্য্যোধন সহিত যুঝেন যুধিষ্ঠির।
নারায়ণী সেনার সহিত পার্থ বীর॥
কৃপ আর ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরে দুর্জ্জয়।
কৃতবর্ম্মা সহিত নকুল মহাশয়॥
মদ্রপতি সহ শ্রুতকীর্ত্তির বিক্রম।
দুঃশাসন সহ সহদেব যম সম॥
বিন্দ অনুবিন্দ সহ হইল সংগ্রাম।
মহাবীর সাত্যকি রণেতে অনুপম॥
দুই বীরে হানাহানি ছাড়ে হুহুঙ্কার।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ বলে মার মার॥
বিন্দ অনুবিন্দ বীর বাণ বরিষয়।
শত শত বাণ পড়ে নাহি করে ভয়॥
কাটিলেন সাত্যকির দিব্য শরাসন।
আর ধনু হাতে নিল বীর বিচক্ষণ॥
ক্ষুরপা বাণেতে তবে সাত্যকি প্রবীর।
তৃণবৎ করি কাটি পাড়ে তার শির॥

অনুবিন্দ পড়ে দেখি তার সহোদর।
মহাকোপে বিন্দ বীর বরিষয়ে শর॥
সাত্যকির শরীরে রুধির পড়ে ধারে।
দুইজনে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম ভিতরে॥
পরস্পর অশ্বরথ সারথি কাটিল।
দোঁহে মহাবীর্য্যবান কেহ না টলিল॥
বিবর্ণ হৈল দোঁহে করি মহারণ।
পরস্পর মহাযুদ্ধ করে দুইজন॥
দোঁহে দোঁহাকারে করে বাণ বরিষণ।
বাণাঘাতে দুই বীর হৈল অচেতন॥
শ্রুতকর্ম্মা চিত্রসেনে হৈল মহারণ।
দুই বীর যুদ্ধ করে দোঁহে বিচক্ষণ॥
ধ্বজ কাটা গেল তবে পরস্পর শরে।
দুই বীরে মিশামিশি সংগ্রাম ভিতরে॥
তবে শ্রুতকর্ম্মা বীর মহাধনুর্দ্ধর।
চিত্রসেন-মাথা কাটি পাড়ে ভূমি-পর॥
পড়িলেক চিত্রসেন কৌরবের ত্রাস।
প্রতিবিন্ধ্য মহাবীর পাইল প্রকাশ॥
পড়িলেক চিত্রসেন চিত্র তবে রোষে।
তাহার বিক্রম দেখি প্রতিবন্ধ্য হাসে॥
রথের কাটিল ধ্বজ বিন্ধিল সারথি।
রণেতে কাতর হৈল চিত্র মহারথী॥
তবে শক্তি ফেলি মারে চিত্ররাজ মাথে।
প্রতিবিন্ধ্য মহাবীর কাটে অর্দ্ধপথে॥
মহাগদা লয়ে বীর মারে আরবার।
রথের সারথি তবে করিল সংহার॥
পুনরপি রথে চড়ে মহাধনুর্দ্ধর।
বিংশতি তোমর মারি ভেদিল অন্তর॥
দুই বাহু প্রসারিয়া পড়ে মহাবীর।
প্রতিবিন্ধ্য মহাবীর সমরে সুধীর॥
শরে শর নিবারিয়া মারে কুরুবল।
ক্রোধেতে আইসে অশ্বত্থামা মহাবল॥
সেইক্ষণে ভীমসেন হাতে নিল ধনু।
শরবৃষ্টি করি বিন্ধে দ্রোণপুত্র-তনু॥
ভীষণ যুদ্ধ হইল দুই মহাবলে।
প্রলয়কালেতে যেন সমুদ্র উথলে॥

দিব্য অস্ত্র সন্ধান করয়ে দুই বীর।
নানা অস্ত্র বিন্ধে দোঁহে নির্ভয় শরীর॥
যুদ্ধ করি দুই বীর হৈল অচেতন।
কেহ কারে নাহি পারে সম দুইজন॥
বাসুদেব সারথি অর্জ্জুন হাতে ধনু।
নবজলধর যেন ধরিলেক তনু॥
বরিষাকালেতে যেন বরিষে নির্ঝর।
শরবৃষ্টি করেন অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর॥
নারায়ণী সেনারে মারেন পার্থ রোষে।
দিবাকর যেন খদ্যোৎগণে নাশে॥
গজবাজী পড়ে সব রথা সারি সারি।
পড়িল যতেক সৈন্য লিখিতে না পারি॥
ক্রুদ্ধ হয়ে আসে অশ্বত্থামা মহাবীর।
দিব্য অস্ত্র আরোপিয়া সৈন্য কৈল স্থির॥
তবে দুই মহাবীরে হৈল মহারণ।
শরে অন্ধকারাচ্ছন্ন নর-নারায়ণ॥
অতি ক্রোধে অর্জ্জুন বিন্ধেন বহু শর।
দ্রোণ-পুত্রের তনু করিলেক জর্জ্জর॥
মগধাধিপতি আসে দণ্ডধার নাম।
হস্তী অশ্ব রথ সৈন্য লয়ে অনুপম॥
মহাবীর দণ্ডধার কৈল মহারণ।
সেইক্ষণে অর্জ্জুন কাটিল হস্তিগণ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তারে করেন সংহার।
হস্তী হৈতে ভূমিতলে পড়ে দণ্ডধার॥
অনিবার মহাযুদ্ধ করয়ে অর্জ্জুন।
যুগান্ত প্রলয় যেন সংগ্রামে নিপুণ॥
পাণ্ডবের সেনা যত মহাবীরবর।
যুঝিতে লাগিল সবে নির্ভয় অন্তর॥
অশ্বত্থামা বীর করে সৈন্যের সংহার।
ক্রোধ করি আইলেন অর্জ্জুন দুর্ব্বার॥
দুই দলে মহাযুদ্ধ বাণ বরিষণ।
কর্ণসহ কুরুবল আইল তখন॥
কর্ণ অর্জ্জুনে তবে হইল মহারণ।
দোঁহে দোঁহাকারে করে বাণ বরিষণ॥
অর্জ্জুনের বাণ পড়ে যমের দোসর।
ভয়ে চক্ষু মুদি রহে যত কুরুবর॥

রথ রথী অশ্ব গজ পড়ে সারি সারি।
কুরুবল ভঙ্গ দিল সহিতে না পারি ॥
দিন অবশেষে হৈল রজনী প্রবেশে।
কুরু পাণ্ডব সবে গেল নিজ নিবাসে ॥

কর্ণ-দুর্য্যোধন-সংবাদ।

শিবিরেতে গেল দুর্য্যোধন মহারাজ।
অর্জ্জুনের সহ রণে পেয়ে বড় লাজ ॥
দুর্য্যোধন বলে শুন সূর্য্যের তনয়।
তোমা হৈতে হৈল মম কুরুবল ক্ষয় ॥
যদ্যপি কহিতে আগে জিনিতে নারিবে।
শরণ লৈতাম আমি পাণ্ডবের তবে ॥
এত শুনি বলে কর্ণ শুন মহাশয়।
আজি অর্জ্জুনের গর্ব্ব খণ্ডাব নিশ্চয় ॥
পার্থের সারথি নিজে সেই নারায়ণ।
আমা হইতে অধিক সে সেই কারণ ॥
মম সারথি যদি হয় শল্য ভূপতি।
তবে যে পার্থে জিনিতে পারি শীঘ্রগতি ॥
এত শুনি দুর্য্যোধন চলে দ্রুতগতি।
যথা বসিয়া আছেন মদ্র-অধিপতি ॥
শল্যে দেখি রাজা বলে করি নিবেদন।
শুন ওহে শল্য বীর মহাবিচক্ষণ ॥
কর্ণরথে যদ্যপি তুমি হও সারথি।
তবে কর্ণ অর্জ্জুনে জিনিবে শীঘ্রগতি ॥
দুর্য্যোধন নৃপতির শুনিয়া বচন।
সারথি হইতে শল্য করিল মনন ॥
চড়িল কর্ণের রথে মদ্র-অধিপতি।
যুদ্ধ করিবারে যায় কর্ণ মহামতি ॥
শল্যের অগ্রেতে কর্ণ আপনা বাখানে।
চিত্ররথ আসে যদি বিনাশিব বাণে ॥
সবারে মারিয়া আজি মারিব অর্জ্জুন।
দুই দলে দেখিবেক আজি মোর গুণ ॥
শুনিয়া কর্ণের বাণী বলে শল্যপতি।
বিষম বীরত্ব তব অহঙ্কার অতি ॥
ধনঞ্জয়ে কহ তুমি করিবে সংহার।
হেন ছার বাক্য কহ করি অহঙ্কার
একত্র হৈয়া যদি যুঝে সব কৌরবে।
অর্জ্জুনের ঠাঁই তবু পরাভব পাবে ॥
এত শুনি ক্রোধে কর্ণ যায় রণস্থল।
দুর্য্যোধন আদি সঙ্গে গেল কুরুবল ॥
অর্জ্জুনে কহিল তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
সংগ্রামে সাজিয়া আসে কর্ণ মহাবীর ॥
প্রতিব্যূহ করি শীঘ্র কর নিবারণ।
ব্যূহ যেন না লঙ্ঘয়ে রাধার নন্দন ॥
রাজার আদেশ পেয়ে বীর ধনঞ্জয়।
প্রতিব্যূহ করিলেন বিপক্ষ বিজয় ॥
অগ্নিদত্ত রথে বীর আরোহণ করি।
কৃষ্ণ সনে রণস্থলে গেল ত্বরা করি ॥
নারায়ণী সেনা আর সংশপ্তকগণ।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি অস্ত্র করে বরিষণ ॥
মহাবলবান্ সেই সংশপ্তকগণ।
একেশ্বর যুঝে বীর ইন্দ্রের নন্দন ॥

কর্ণের সহিত যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের পরাভব।

কর্ণের বচন শুনি শল্য বলে দাপে।
বিস্তর কহিলে তুমি অতুল প্রতাপে ॥
এই দেখ রণে আসে সর্ব্ব সৈন্যগণ।
কাহার সামর্থ্য করে পার্থে নিবারণ ॥
হের দেখ ভীমসেন পবনকুমার।
সহদেব বীর দেখ পর্ব্বত-আকার ॥
মহারাজ যুধিষ্ঠির দেখ বিদ্যমান।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি অগ্নির সমান ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র কি দিব তুলনা।
ইহাদের পুরোভাগে যাবে কোন্ জনা ॥
শিখণ্ডী সাত্যকি দেখ রাজা আগুয়ান।
চলহ সমরে আজি হয়ে সাবধান ॥
সিদ্ধ হৈল মনোরথ দেখ ধনঞ্জয়।
সংগ্রামে করহ আজি অর্জ্জুনের ক্ষয় ॥
এই কথা কহিতে মিশিল দুই দল।
মহাযুদ্ধ বাধিল হইল কোলাহল ॥

ক্রোধ করি কর্ণ বীর প্রবেশিল রণে।
বাছিয়া বাছিয়া মারে বড় বীরগণে ॥
সংগ্রামেতে প্রবেশিল কর্ণের কুমার।
দশ বাণে ভীম তারে করিল সংহার ॥
সাক্ষাতে দেখিয়া কর্ণ আপনা পাসরে।
পুত্রের কাটিল মাথা বীর বৃকোদরে ॥
কর্ণপুত্রে নাশিয়া কৃপের কাটে ধনু।
তিনবাণে বিন্ধিলেক দুঃশাসন-তনু ॥
ছয় বাণে শকুনিরে কৈল জরজর।
রথ কাটি উলূকেরে বিন্ধে তার পর ॥
থাক থাক সুষেণ কাটিব তব শির।
এত বলি বাণ মারে ভীম মহাবীর ॥
তিনবাণে বিন্ধিলেক ভীমবীর তাকে।
সুষেণ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র মারে ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
নকুল সহিত যুদ্ধ বাড়িল বহুল।
দুঃশাসন সাত্যকিতে সংগ্রাম তুমুল ॥
অতি ক্রোধে কর্ণবীর রণে প্রবেশিল।
ইন্দ্র দেবরাজ যেন সমরে আইল ॥
একে কর্ণ মহাবীর পেয়ে অপমান।
নিজ পুত্র পড়িল আপন বিদ্যমান ॥
যুধিষ্ঠির-বধে যুক্তি কৈল কর্ণবীর।
ক্রোধে পরিপূর্ণ কর্ণ কাঁপয়ে শরীর ॥
একবারে যুড়ি মারে শত শত বাণ।
বিন্ধি পাণ্ডবের সৈন্য কৈল খান খান ॥
এত দেখি ধর্ম্ম মারিলেন দশ বাণ।
তাঁর শরাসন কাটে কর্ণ ধনুষ্মান ॥
ক্রোধভরে যুধিষ্ঠির যেন হুতাশন।
টঙ্কারিয়া লইলেন অন্য শরাসন ॥
যমদণ্ড সম বাণ অতি ভয়ঙ্কর।
মহেশের শূল যেন জ্বলে বৈশ্বানর ॥
বজ্রের সমান সেই বাণে যুধিষ্ঠির।
কর্ণের দক্ষিণভাগে বিন্ধিলেক বীর ॥
বেদনা পাইল তাহে কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে রথের উপর ॥
হাহাকার কুরুদলে অমনি উঠিল।
পাণ্ডবের সৈন্যে জয়ধ্বনি প্রকাশিল ॥
মহা সিংহনাদ করে পাণ্ডবের দল।
চেতন পাইয়া উঠে কর্ণ মহাবল ॥
যুধিষ্ঠির-বধ কর্ণ চিন্তি মনে মন।
টঙ্কারিয়া হাতে নিল দিব্য শরাসন ॥
বিজয় নামেতে ধনু নিল আরবার।
দিব্য ধনু যেন চন্দ্র সূর্য্যের আকার ॥
সত্যসেন সুষেণ কর্ণের দুই সুত।
তিন বাণে ধর্ম্মে বিন্ধে বিক্রমে অদ্ভুত ॥
বিন্ধিল নৃপতি সত্যসেনের শরীরে।
তিন বাণে বিন্ধিলেক কর্ণ মহাবীরে ॥
সর্ব্ব অস্ত্র নিবারিল কর্ণ একেশ্বর।
সপ্ত বাণে বিন্ধে যুধিষ্ঠির-কলেবর ॥
রাজাকে রাখিতে আসে যত যোদ্ধাগণ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেন দ্রুপদনন্দন ॥
সহদেব শিখণ্ডী নকুল কাশীপতি।
শিশুপাল-তনয় আইল শীঘ্রগতি ॥
একেবারে শস্ত্র এড়ে কর্ণের উপর।
সর্ব্ব অস্ত্র নিবারিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব করে পরাজয়।
কালান্তক যম যেন কর্ণ মহাশয় ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির কাটিলেক ধনু।
সন্ধান পূরিয়া বীর বিন্ধিলেক তনু ॥
কবচ কাটিয়া পাড়ে ধরণী উপরে।
রুধির পড়িছে ধারে ধর্ম্ম-কলেবরে ॥
ক্রোধে শক্তি ফেলি মারে রাজা যুধিষ্ঠির
শক্তিঘাতে ভেদিলেন কর্ণের শরীর ॥
তবে ক্রোধে কর্ণবীর মারে তীক্ষ্ণ শর।
সেই শরে বিন্ধিলেক ধর্ম্ম-কলেবর ॥
হৃদয়ে বিন্ধিল আর বিন্ধিল কপাল।
ধ্বজছত্র কাটে বীর বিক্রমে বিশাল ॥
গজ অশ্ব কাটা গেল হইল প্রমাদ।
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে সৈন্য করে আর্ত্তনাদ ॥
অন্যরথে চড়িলেন ধর্ম্ম নৃপবর।
রথ চালাইয়া দেন কর্ণের গোচর ॥
জিনিলেন কর্ণবীর পাণ্ডবের নাথে।
উপহাস করে কর্ণ ধর্ম্মের সাক্ষাতে ॥

ক্ষত্রকুলে জন্মিয়াছ তুমি মহাজন।
বাণেতে কাতর হয়ে পরিহর রণ ॥
ক্ষত্রধর্ম্মে তোমারে সুদক্ষ নাহি গণি।
ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মেতে তোমারে যে বাখানি ॥
আর যুদ্ধ না করিহ কর্ণবীর সনে।
যদি প্রাণে রক্ষা চাও যাহ নিজস্থানে ॥
এত বলি কর্ণবীর এড়িল নৃপতি।
ক্ষমিল সকল বীরে কর্ণ সেনাপতি ॥
কোপেতে আইল ভীম মহাবলধর।
রাজারে করিল পাছু দুই সহোদর ॥
কর্ণভীম সমাগমে হৈল মহারণ।
বিমানে চড়িয়া দেখে যত দেবগণ ॥
দুইবীরে শরবৃষ্টি করিল প্রকাশ।
অন্ধকারময় শূন্য না চলে বাতাস ॥
আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ করিল সন্ধান।
ভীমের হাতের ধনু করে খান খান ॥
গদাঘাত কর্ণেরে করিল বৃকোদর।
মূর্চ্ছিত হইল কর্ণ রথের উপর ॥
রথ বাহুড়িল তবে সারথি সত্বর।
ক্ষণেকে চেতন পায় কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
বাহুযুদ্ধ করে দোঁহে নির্ভয় শরীর।
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত দোঁহে মহাবীর ॥
অশ্বত্থামা বীর তবে প্রতিজ্ঞা করিল।
রাজার গোচরে গিয়া এমত কহিল ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর বটে মম পিতৃবৈরী।
তোমারে তুষিব আজি তাহারে সংহারি ॥
বিনা ধৃষ্টদ্যুম্ন-বধে যদি যুদ্ধ করি।
আজিকার যুদ্ধে আমি হব পিতৃবৈরী ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া বীর আইলেক রণে।
হুহুঙ্কার করি যুঝে ধৃষ্টদ্যুম্ন সনে ॥
মহাবীর অশ্বত্থামা সংগ্রামে নিপুণ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন-বীরের কাটিল ধনুর্গুণ ॥
অশ্ব সহ সারথিরে করিল সংহার।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু দ্রোণের কুমার ॥
ক্রোধভরে আসে অশ্বত্থামা মহাবীর।
মনে ভাবে কাটিবেন ধৃষ্টদ্যুম্ন-শির ॥
ভীমসেন করিল তাহার পরিত্রাণ।
আকাশে অমরগণ করয়ে বাখান ॥
মহাবীর কর্ণ তবে বরিষয়ে শর।
বরিষার মেঘ যেন বরিষে নির্ঝর ॥
ভাঙ্গিল পাণ্ডবসৈন্য কর্ণবীর শরে।
রাখিতে নারেন সৈন্য ধর্ম্ম নৃপবরে ॥
পুনঃ যুধিষ্ঠিরে ধায় কর্ণ মহাবীর।
নারাচ বাণেতে বিন্ধে রাজার শরীর ॥
যুধিষ্ঠির হৃদয়ে বিন্ধিল সাত বাণ।
ধর্ম্মের শরীর বিন্ধি কৈল খান খান ॥
রাখিবারে রাজারে আইল যোদ্ধাগণ।
কর্ণবীর বাণেতে করিল নিবারণ ॥
সহদেব নকুল ধর্ম্মের পাশে থাকে।
দুই ভাই বিপক্ষে মারিল লাখে লাখে ॥
ত্রিভুবনে বীর নাহি কর্ণের সোসর।
কাটিল রাজার ধনু কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
একবাণে কাটিয়া পাড়িল শরাসনে।
শর ধনু কাটিয়া পাড়িল সেইক্ষণে ॥
অবিলম্বে অশ্ব রথ কাটে কর্ণ বীর।
অস্ত্রবৃষ্টি করিলেন ধর্ম্মের উপর ॥
দুই ভাই চড়িলেন সহদেব-রথে।
পুনরপি কর্ণবীর ধনু নিল হাতে ॥
পাণ্ডবের মাতুল মদ্রের অধিপতি।
কর্ণের সারথি সেই বীর মহামতি ॥
ভাগিনার দুঃখ দেখি কৃপায় আকুল।
বিস্তর বলিল পাণ্ডবের অনুকূল ॥
শুন কর্ণ মহাশয় আমার বচন।
আপন প্রতিজ্ঞা কেন বিস্মর এখন ॥
অর্জ্জুনের সঙ্গে রণ প্রতিজ্ঞা করিলে।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সঙ্গে আরম্ভিলে ॥
হীন অস্ত্র যুধিষ্ঠির কবচ রহিত।
তাঁহাকে বিন্ধিতে কর্ণ না হয় উচিত ॥
পার্থে এড়ি যুধিষ্ঠিরে মারিবারে আশ।
কৃষ্ণসনে অর্জ্জুন করিবে উপহাস ॥
শল্যের বচন শুনি ফিরে কর্ণবীর।
লজ্জা পেয়ে শিবিরে গেলেন যুধিষ্ঠির ॥

রথ হৈতে নামিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
সরক্ত শরীর রাজা সবিকল মতি॥
সহদেব নকুলেরে পাঠান সত্বর।
যথা যুদ্ধ করে মহাবীর বৃকোদর॥
যুধিষ্ঠিরে এড়ি কর্ণ অন্যকে ধাইল।
মৃগযূথ মধ্যে যেন গজেন্দ্র পশিল॥
যত অস্ত্র ভৃগুরাম দিল মহাবীরে।
মারিলেন কর্ণবীর নির্ভয় অন্তরে॥
পাণ্ডবের সৈন্যেতে পড়িল হাহাকার।
যুগান্তের যম যেন করিল সংহার॥
অর্জ্জুন অর্জ্জুন করি মহাশব্দ করে।
ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর গেল কোথাকারে॥
সংশপ্তকগণ সঙ্গে সংগ্রাম দুষ্কর।
আসিতে অর্জ্জুন নাহি পান অবসর॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন ধনঞ্জয় বীর।
সৈন্য সব সংহার করিল কর্ণবীর॥
যুগান্তের যম যেন কর্ণবীর ধায়।
হের দেখ সৈন্যগণ সংগ্রামে পলায়॥
কৌরবের সৈন্য সব করে সিংহনাদ।
পাণ্ডবের সৈন্য সব গণিল প্রমাদ।
প্রাণ উপেক্ষিয়া যুদ্ধ করে বৃকোদর।
যুধিষ্ঠিরে নাহি দেখি সংগ্রাম ভিতর॥
শুনিয়া কহেন ধনঞ্জয় গদাধরে।
সত্বর চালাহ রথ দেখি যুধিষ্ঠিরে॥
সংশপ্তকগণ মম আছে অবশিষ্ট।
শীঘ্রগতি চল প্রভু দেখি মোর জ্যেষ্ঠ॥
অর্জ্জুন বচনে কৃষ্ণ দেন অনুমতি।
যুধিষ্ঠির স্থানে তবে যান শীঘ্রগতি॥
শঙ্খনাদ করিয়া চলেন ধনঞ্জয়।
অর্জ্জুনে ধাইল অশ্বত্থামা মহাশয়॥
দিব্য অস্ত্র দুই বীর করিল সন্ধান।
দেবাসুর যুদ্ধ যেন নাহি অবসান॥
দ্রোণপুত্রে জিনিয়া অর্জ্জুন মহাবীর।
ভীমের পশ্চাতে আইলেন অতি ধীর॥
জিজ্ঞাসেন ভীমসেনে রাজার বৃত্তান্ত।
কর্ণযুদ্ধ-কথা ভীম কহিল আদ্যন্ত॥

কর্ণশরে ছিন্ন ভিন্ন হৈল কলেবর।
গেলেন বিষাদে রাজা শিবির ভিতর॥
দৈবে বাঁচিলেন ভাই ধর্ম্ম নরপতি।
এত বলি নিশ্বাস ছাড়িল মহামতি॥
শুনিয়া বিকল কৃষ্ণ অর্জ্জুন দুর্জ্জয়।
ভীমেরে বলেন তবে বীর ধনঞ্জয়॥
কৃপ কর্ণ দ্রোণপুত্র রাজা দুর্য্যোধন।
ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব এখন॥
আমি হেথা যুদ্ধ করি তুমি যাও তথা।
বৃত্তান্ত কহিয়া এস নৃপবর যথা॥
ভীমসেন বলিলেন আমি আছি রণে।
যুদ্ধ হইতেছে মম কুরুসৈন্য সনে॥
হেনকালে যদি আমি ত্যজি যাই রণ।
ভীম পলাইল বলিবেক কুরুগণ॥
যুদ্ধ ছাড়িবার এই নহেত সময়।
দেখিয়া আইস যুধিষ্ঠির মহাশয়॥
ভীমেরে রাখিয়া তবে সংগ্রাম ভিতরে।
কৃষ্ণ পার্থ আইলেন দেখিতে রাজারে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জ্জুনের কর্ণবধের প্রতিজ্ঞা।

শিবিরেতে শুইয়া আছেন যুধিষ্ঠির।
চরণ বন্দেন গিয়া ধনঞ্জয় বীর॥
উল্লাসেতে উঠি বসিলেন যুধিষ্ঠির।
মনে মনে ভাবে পড়িয়াছে কর্ণবীর॥
মহারাজ যুধিষ্ঠির চিন্তে মনে মনে।
কর্ণ মোরে মহাদুঃখ দিল মহারণে॥
আনন্দে আইল কৃষ্ণ পার্থ দুইজন।
বিনা কর্ণে মারি নহে হেথা আগমন॥
এত চিন্তি যুধিষ্ঠির নিবারিয়া দুঃখ।
হরিষে দেখেন কৃষ্ণ-অর্জ্জুনের মুখ॥
জিজ্ঞাসা করেন যুধিষ্ঠির বার বার।
কহ ভাই অর্জ্জুন যুদ্ধের সমাচার॥

দেবাসুরজয়ী বীর সূর্য্যের নন্দন।
সভামধ্যে যারে পূজে মান দুর্য্যোধন॥
সেই কর্ণে আজি বুঝি মারিলে সমরে।
আনন্দ না ধরে আজি আমার অন্তরে॥
মহাবীর কর্ণে তুমি কেমনে মারিলে।
মহাসিন্ধু হৈতে তুমি কেমনে তরিলে॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি অতি ভয়ঙ্কর।
সশঙ্কিত ধনঞ্জয় দিলেন উত্তর॥
আমারে আরতি ছিল সংশপ্তকগণ।
তার সনে এতক্ষণ হইয়াছিল রণ॥
তাহে অশ্বত্থামা সনে বাড়িল বিরোধ।
শরবৃষ্টি করি তারে করিলাম নিরোধ॥
কর্ণে মারিবারে যাই করিয়া সন্ধান।
ভীম-মুখে শুনিলাম তব অপমান॥
তোমার [illegible]।
অবশ্য করিব আজি কর্ণেরে সংহার॥
[illegible] শুনিয়া বচন।
[illegible] নন্দন॥
[illegible] পাণ্ডবের পতি।
[illegible] বলেন মহামতি॥
[illegible] বৃকোদর।
[illegible] কহিয়া সাহস॥
[illegible] মারিবে বলি করিয়াছ পণ।
[illegible] কি কারণ॥
[illegible] দৈববাণী।
[illegible] রাজধানী॥
[illegible] বচন মিথ্যা হৈল হেন দেখি।
[illegible] পুত্রে পুত্রবতী কুন্তী [illegible]॥
[illegible] না পড়িল গর্ভ হৈতে শতখানে।
[illegible] ধরিল কুন্তী তোরে গর্ভমাঝে॥
[illegible] তোরে ধনু দিল ইন্দ্র দিল শর।
[illegible]-সংহার অস্ত্র দিল মহেশ্বর॥
[illegible] রথ দিল তোরে গন্ধর্ব্বের পতি।
অশ্ব সব আছে তোর পবনের গতি॥
[illegible] হনুমান মহাবলবন্ত।
আপনি সারথি কৃষ্ণ প্রতাপে অনন্ত॥
হাতে তোর গাণ্ডীব অক্ষয় ধনুঃশর।
পলাইলে কর্ণ-ভয়ে প্রাণেতে কাতর॥
গাণ্ডীবের যোগ্য তুমি নহ ধনুর্দ্ধর।
কৃষ্ণেরে গাণ্ডীব দেহ শুনহ বর্ব্বর॥
অগ্রে কৃষ্ণে দিতে যদি গাণ্ডীব তোমার।
একদিনে কুরুগণ হইত সংহার॥
কৃষ্ণেরে গাণ্ডীব দেহ কৃষ্ণ হৌন রথী।
রথের উপরে তুমি হও ত সারথি॥
এতেক কুবাণী শুনি পার্থ [illegible]।
খড়্গ লয়ে উঠিলেন ভূপে কাটিবারে॥
[illegible] ধরিয়া কৃষ্ণ তারে করেন ভর্ৎসন।
জ্যেষ্ঠ ভাই কাটিবারে চাহ কি কারণ॥
অর্জ্জুন বলেন মম প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়।
[illegible] বাক্য বলে সেই [illegible]॥
গাণ্ডীব ছাড়িতে মোরে যে জন বলি[illegible]।
অবশ্য কাটিব তারে গুরু যদি হবে॥
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিলে হয় নরক অনন্ত।
[illegible] হৈলে হয় নরক [illegible]॥
দুই কর্ম্মে নরকেতে হইবে প্রয়াণ।
তুমি দেখ জ্ঞান বেদশাস্ত্রের বিধান॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুন ধনঞ্জয়।
[illegible] না বধ আছয়ে উপায়॥
[illegible] স্থির কর মন।
[illegible] পার্থ বিনয়-বচন॥
[illegible] না জানিয়া [illegible] অপমান।
[illegible] বিধান॥
[illegible] রহিল পরাণ।
[illegible] তব অপমান॥
[illegible] হত কর্ণযুদ্ধ [illegible]।
[illegible] আইলে তুমি সংগ্রাম [illegible]॥
[illegible] নাহি দেখ [illegible] মনে অনুতাপ।
দুর্নিবার রণে যার অতুল প্রতাপ॥
শত শত হস্তী মারে গদার প্রহারে।
যুগে যুগে অশ্ব [illegible] বৃকোদর মারে॥
করয়ে দুষ্কর কর্ম্ম ভাই বৃকোদর।
সে নাহি নিন্দয়ে মোরে বলিয়া বর্ব্বর॥

তুমি কর অপকর্ম্ম সভার ভিতর।
পাশাতে হারিলে যত ধন রত্ন ঘর ॥
তোমার কারণে মোরা চারি সহোদর।
নানা দুঃখ ভুঞ্জিলাম অরণ্য ভিতর ॥
তবে আপনারে কাটিতে চান অর্জ্জুন।
হাত হৈতে খড়্গ কাড়ি লৈল নারায়ণ ॥
অর্জ্জুন বলেন করিলাম কোন্ কর্ম্ম।
গুরুনিন্দা করিলাম যাহাতে অধর্ম্ম ॥
আপনাকে বধ করি প্রায়শ্চিত্ত বিধি।
আজ্ঞা কর নিষেধ না কর গুণনিধি ॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ।
আপনা প্রশংসা কর মরণ সমান ॥
আপনার প্রশংসা করিলে বার বার।
তবে ত প্রতিজ্ঞা হতে হইবে উদ্ধার ॥
আপনা প্রশংসা তবে করেন অর্জ্জুন।
আমার সমান কেবা কত ধরে গুণ ॥
মম সম ধনুর্দ্ধর নাহিক সংসারে।
বাহুবলে চারিদিক জিনেছি সমরে ॥
সংশপ্তকগণে আমি করেছি সংহার।
কর্ণবীর সঙ্গে যুদ্ধ করি বারবার ॥
এত বলি ধনঞ্জয় যুড়ি দুই কর।
অপরাধ ক্ষমা চান ধর্ম্মের গোচর ॥
লজ্জায় কহেন পার্থ পড়িয়া চরণে।
নিন্দা করিয়াছি আমি ধর্ম্মের কারণে ॥
অপরাধ ক্ষমা কর হরষিত মনে।
ক্ষমহ সকল দোষ প্রসন্ন বদনে ॥
বিস্তর বলেন তবে কৃষ্ণ মহামতি।
অর্জ্জুন উপরে তুষ্ট হলেন নৃপতি ॥
প্রতিজ্ঞা করেন তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
আজি কর্ণে সংহারিব সংগ্রাম ভিতর ॥
এই চাপ ধরি কর্ণে সংহারিব শরে।
কর্ণে না মারিয়া আমি না আসিব ঘরে ॥
ভক্তিভরে মন রাখি গোবিন্দ-চরণে।
রথে উঠিলেন পার্থ শ্রীকৃষ্ণের সনে ॥
শ্রীকৃষ্ণেরে বলিলেন বীর ধনঞ্জয়।
তোমার প্রসাদে আমি লভিব বিজয় ॥
আজি ধৃতরাষ্ট্র হবে পুত্রপৌত্রে হীন।
আজি বসুমতী হবে ধর্ম্মের অধীন ॥
আজি দুর্য্যোধন রাজা নিধন হইবে।
শকুনি সহায়ে পাশা কভু না খেলিবে ॥
আজি সুখে নিদ্রা যাইবেন যুধিষ্ঠির।
আজি যুদ্ধে পড়িবেক কর্ণ মহাবীর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ভীম কর্ত্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান।

হেনমতে চলিলেন সংগ্রাম ভিতর।
বাসুদেব সহিত অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর ॥
সহদেব নকুল সহিত বৃকোদর।
নিরখিয়া কুরুপর বরিষয়ে শর ॥
সারথি বিশোক নামে তারে ভীম পুছে।
আমার রথেতে দেখ কত অস্ত্র আছে ॥
সমরে মারিব আজি সব কুরুবর।
যাবৎ না আসে পার্থ মহাধনুর্দ্ধর ॥
ভীমের বচনে তবে বিশোক দেখিল।
ষাটি সহস্রেক বাণ গণিয়া বলিল ॥
দশ সহস্রেক বাণ বজ্রের সমান।
আর যত বাণ আছে কে করে গণন ॥
অবশিষ্ট কত বাণ রথোপরি রহে।
বিশোক সারথি তবে ভীম প্রতি কহে ॥
তবে ভীমসেন বীর প্রতিজ্ঞা করিল।
আজিকার রণে কৌরবেরা হত হৈল ॥
যতক্ষণ না আইসে কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
সুসজ্জ করহ রথ করিতে বিজয় ॥
হেনকালে উত্তরে হইল কোলাহল।
ছাইল অর্জ্জুন-বাণ গগনমণ্ডল ॥
চতুরঙ্গ সেনা পড়ে অর্জ্জুনের বাণে।
হাহাকার শব্দ করে যত কুরুগণে ॥
সৌবল বলিল শুন রাজা দুর্য্যোধন।
হের দেখ সৈন্যক্ষয় করিল অর্জ্জুন ॥

আমি আগুসরি করি ভীমেরে সংহার।
মজিল কৌরবসৈন্য নাহিক নিস্তার॥
মহাবল সৌবল ভীমের প্রতি ধায়।
মহাযুদ্ধ ঘোরতর হইল তথায়॥
মারিলেক শক্তি ভীম সৌবলের মাথে।
মুর্চ্ছিত হয়ে সৌবল পড়িল ভূমিতে॥
রথ ফিরাইয়া নিল রথের সারথি।
ভঙ্গ দিল কুরুবল যত সেনাপতি॥
তাহা দেখি ভঙ্গ দিল রাজা দুর্য্যোধন।
সৈন্যগণ লৈল গিয়া কর্ণের শরণ॥
যুঝিতে আইল কর্ণ দেখি সৈন্যভঙ্গ।
জ্বলন্ত অনল যেন দেখিতে তরঙ্গ॥
সাত্যকিরে বিন্ধিল বিংশতি মহাশরে।
শিখণ্ডীরে দশ বাণ পঞ্চ বৃকোদরে॥
ধৃষ্টদ্যুম্নে শত বাণ মারে বজ্রশরে।
সপ্তদশ বাণ মারে দ্রুপদ-কুমারে॥
সংশপ্তকে মারে সহদেব দশ শর।
সাত বাণ মারিল নকুল ধনুর্দ্ধর॥
[illegible]মেকে বিন্ধিল ভীম ত্রিশ মহাশর।
[illegible] শর নিবারিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
[illegible]সিয়া বিজয়-ধনু লইলেক হাতে।
[illegible]ঘাতে সর্ব্ব সৈন্য যায় চতুর্ভিতে॥
[illegible]কির ধ্বজ কাটি কাটে শরাসন।
[illegible]র বাণ হৃদয়ে বিন্ধিল সেইক্ষণ॥
[illegible] বাণে সারথিরে করিল নিধন।
[illegible]ন্য হইলেন সাত্যকি তখন॥
[illegible]শেষে বিমুখ কৈল সব ধনুর্দ্ধর।
[illegible] হয়ে সব সৈন্য পলায় সত্বর॥
[illegible]র থাকি দেখেন অর্জ্জুন মহাবীর।
[illegible]সুর যুদ্ধে যার নির্ভয় শরীর॥
[illegible]রে বলেন মহাবীর ধনঞ্জয়।
[illegible] দেখ কর্ণবীর যুঝয়ে নির্ভয়॥
[illegible]ঙ্গল পাণ্ডবদল সৈন্য দিল ভঙ্গ।
পলাইয়া যায় যেন আকুল কুরঙ্গ॥
শীঘ্র রথ চালাহ গোবিন্দ মহাবল।
সংগ্রামে মারিব আজি কৌরব সকল॥

হাসিয়া চালান রথ গোবিন্দ সারথি।
দূরে থাকি রথ দেখে কুরু নরপতি॥
কর্ণেরে বলিল তবে রাজা দুর্য্যোধন।
হের দেখ আসিতেছে নর-নারায়ণ॥
ক্রোধভরে আসিছে অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
উহা সম বীর নাহি সংগ্রাম ভিতর॥
সর্ব্বসৈন্যে আদেশিল কর্ণ মহামতি।
সবে মিলি মার আজি পার্থ মহারথী॥
অশ্বত্থামা দুঃশাসন বীর আদি করি।
অর্জ্জুনেরে বেড়িলেন কর্ণ আগুসরি॥
হইল দারুণ যুদ্ধ দেবাসুর তুল।
দুই দলে মহাযুদ্ধ বাধিল তুমুল॥
অর্জ্জুনের বাণে সবে বিমুখ হইল।
হাতে অস্ত্র কর্ণ বীর রণে প্রবেশিল॥
সাত্যকি বিন্ধিল বাণ কর্ণ বিদ্যমান।
কাটিয়া সকল সৈন্য করে খান খান॥
গদা লয়ে ভীমসেন করে মহারণ।
সহস্র সহস্র পড়ে অশ্ব গজগণ॥
তবে দুঃশাসন বীর বাছি মারে শর।
তিন বাণে বিন্ধিলেন ভীম-কলেবর॥
কাটিল হাতের ধনু রথের সারথি।
শরেতে জর্জ্জর হৈল ভীম মহামতি॥
মত্ত গজ সম বীর গদা লয়ে হাতে।
যম সম আইলেন সংগ্রাম করিতে॥
গদা ফেলি মারিলেক দুঃশাসন-শিরে।
দুঃশাসন পড়ে শত ধনুক অন্তরে॥
সারথি কবচ অশ্ব আর শরাসন।
গদার প্রহারে চূর্ণ কৈল সেইক্ষণ॥
রথ হৈতে পড়ে যদি বীর দুঃশাসন।
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা ভীম করিল স্মরণ॥
শীঘ্র গেল যথায় পড়িল দুঃশাসন।
রথ হৈতে লাফ দিয়া পড়ে সেইক্ষণ॥
দাণ্ডাইয়া দেখে যত কৌরব-কুমার।
বাহু আস্ফালিয়া ভীম বলে বার বার॥
আমি দুঃশাসনের রক্ত করিব পান।
কার শক্তি আজি [illegible]

এত বলি ভীমসেন বিক্রমে অপার।
খড়্গ লয়ে বিদারিল হৃদয় তাহার॥
ভরিয়া শোণিত পান করে বৃকোদর।
অমৃত পানেতে যেন ভরিল উদর॥
দুর্য্যোধন কর্ণ বীর দেখে বিদ্যমান।
ভীমসেন করে দুঃশাসন-রক্ত পান॥
রক্ত পিয়ে ভীমসেন সংগ্রাম ভিতরে।
রাক্ষস বলিয়া লোক পলাইল ডরে॥
দেখিয়া ধাইল বীর কর্ণ মহামতি।
ভীমের উপরে বাণ মারে শীঘ্রগতি॥
যুধামন্যু মহাবীর যুড়ি শর মারে।
চিত্রসেন মহাবীর পড়িল সমরে॥
দুঃখী হয়ে দুর্য্যোধন ভ্রাতার মরণে।
পাণ্ডব-সৈন্যেতে তবে আইল আপনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশী কহে কর্ণপর্ব্বে মরে দুঃশাসন॥

অর্জ্জুনের হস্তে কর্ণ-পুত্র বৃষসেনের মৃত্যু।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় যুদ্ধ-বিবরণ।
কহ শুনি মুনিবর, কহ তপোধন॥
কর্ণেরে বলিল দুর্য্যোধন মহাশয়।
সাজিয়া লইয়া আসে বীর ধনঞ্জয়॥
রক্তপান করি তবে বীর বৃকোদর।
দুঃশাসন-রক্তেতে লেপিল কলেবর॥
দুর্য্যোধন যথা আছে সৈন্যগণ সঙ্গে।
নৃত্য করে তথা ভীম যান মনোরঙ্গে॥
দশ বাণে মারিয়া কাটিল পঞ্চজন।
সেই শোকে ভয়েতে পলায় দুর্য্যোধন॥
দেখি কর্ণ আইলেক করিবারে রণ।
রণে দেখি পলায় পাণ্ডব-সৈন্যগণ॥
পার্থসৈন্য ভঙ্গ দিল নাহি চায় পাছে।
এইশোকে দুর্য্যোধন প্রাণমাত্র আছে॥
মহাবাহু কর্ণবীর খ্যাত ধনুর্দ্ধর।
দুঃখে বীর বৃষসেন হাতে নিল শর॥
কর্ণপুত্রে নকুলে হইল মহারণ।
নকুলের রথ কাটি ফেলে সেইক্ষণ॥
ভীম-রথে চড়িলেন নকুল দুর্জ্জয়।
মহাবলবন্ত বীর রণেতে নির্ভয়॥
মাদ্রীপুত্রদ্বয় আর ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নির্ভয় শরীর॥
ভীম খেদাড়িয়া চলে বীর বৃষসেনে।
কিরীটী সাত্যকি ভয় কর্ণের নন্দনে॥
অশ্বত্থামা কৃপ দুর্য্যোধন নরপতি।
বৃষসেনে রাখিতে আইল শীঘ্রগতি॥
দুই দলে মহাযুদ্ধ অস্ত্রের নির্ঘাত।
চতুরঙ্গ দলে হৈল অদ্ভুত নিপাত॥
তবে বৃষসেন বীর কর্ণের নন্দন।
তিন বাণে অর্জ্জুনে বিন্ধিল সেইক্ষণ॥
মারিল দ্বাদশ শর কৃষ্ণ-কলেবরে।
মহাবীর বৃকোদরে বিন্ধিলেন শরে॥
সাত বাণে নকুলের নাশে অহঙ্কার।
মহাবীর বৃষসেন সংহারে দুর্ব্বার॥
ক্রোধিয়া অর্জ্জুন বীর হাতে লয়ে শর।
তাহাতে বিন্ধেন বৃষসেন-কলেবর॥
বাণে ধনুর্গুণ কাটি ধনু [illegible]।
মাথা কাটি পাড়িলেন কর্ণ বিদ্যমানে॥
পুত্রশোকে কর্ণের লোচনে জল ঝরে।
শোকানলে দহি কর্ণ ধাইল সমরে॥
দুই বীরে দেখাদেখি হইল সমর।
রণেতে শোভিল যেন দুই দিবাকর॥
দুই রথে শোভমান উভয়ের ধ্বজ।
এক ধ্বজে কপি শোভে আর ধ্বজে গজ॥
কর্ণে বেড়ি কৌরবেরা করে সিংহনাদ।
পার্থে বেড়ি পাণ্ডবেরা করে জয়নাদ॥
নানা-অস্ত্র মারি সৈন্য করয়ে নিধন।
মহাবাতাঘাতে যেন পড়ে তরুগণ॥
শল্যে জিজ্ঞাসেন তবে কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
আমারে স্বরূপ কহ শল্য বীরবর॥
অর্জ্জুনের যুদ্ধে যদি আমি পড়ি রণে।
তবে তুমি কিবা কর্ম্ম করিবে আপনে॥

হাসিয়া বলিল শল্য আর্য্য একেশ্বরে।
কৃষ্ণ সহ সংহারিব পার্থ ধনুর্দ্ধরে॥
গোবিন্দেরে জিজ্ঞাসেন বীর ধনঞ্জয়।
যদ্যপি আমারে কর্ণ করে পরাজয়॥
কোন্ কর্ম্ম করিবে আপনি নারায়ণ।
কেমনে হইবে তবে কর্ণের নিধন॥
হাসিয়া বলেন তবে কৃষ্ণ মহাশয়।
শুন বীর ধনঞ্জয় কহি নিশ্চয়॥
শূন্য হৈতে ভ্রষ্ট যদি হয় দিনমণি।
খণ্ড খণ্ড হয় যদ্যপি এই ধরণী॥
অনল শীতল যদি হয় বিপরীত।
তোমা জিনিতে কর্ণ নারিবে কদাচিত॥
অর্জ্জুন বলেন তবে করি অহঙ্কার।
অবশ্য করিব আজি কর্ণেরে সংহার॥
শঙ্খ ভেরী আদি করি নানা বাদ্য বাজে।
দুই দলে মহাযুদ্ধ হয় রণমাঝে॥
অর্জ্জুনে বিন্ধিল দশ বাণে কর্ণ বীর।
হানেন অর্জ্জুন বীর অক্ষয়-শরীর॥
আকর্ণ পূরিয়া তবে বীর ধনঞ্জয়।
দশ বাণ মারিলেন কর্ণের হৃদয়॥
এইমতে বাণযুদ্ধ হইল বিস্তর।
অক্ষয়-শরীর দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর॥
নারাচ বরিষে কত অতি খরসান।
অর্দ্ধচন্দ্র ক্ষুরপাদি আর নানা বাণ॥
মেঘেতে পড়ে যেন শব্দ ঝাঁকে ঝাঁকে।
ভ্রুকুটি কটাক্ষে যেন বিজলি ঝলকে॥
যত পরশুরাম ব্রহ্ম-অস্ত্র দিল।
সেই অস্ত্র কর্ণবীর সন্ধান পূরিল॥
প্রলয়ের যম যেন উড়ি যায় শর।
নিবারিতে নারিলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
অতবেগে পড়ে বাণ অর্জ্জুন-উপরে।
হেনকালে কৃষ্ণ তাহা ধরে দুই করে॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র নিবারণ কৈল নারায়ণ।
কৃষ্ণার্জ্জুনে ডাকি তবে বলিল বচন॥
অবোধ ছাড় ভাই না করিহ হেলা।
কর্ণে বধ কর অস্ত্র যোড় এই বেলা॥

সাবধানে মার অস্ত্র না হও বিমন।
তব বিদ্যমানে পড়ে তব সৈন্যগণ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন অস্ত্র এড়ে ধনঞ্জয়।
মহাশস্ত্র কর্ণবীর নাহি করে ভয়॥
বাণে অন্ধকার করিলেক কর্ণবীর।
পাণ্ডবের সৈন্যগণ হইল অস্থির॥
নানা বাণে বিন্ধিল অর্জ্জুন-কলেবর।
সর্ব্ব বাণ কাটিলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
বাসুদেবে বিন্ধিল নারাচ বাণ মারি।
আর যত বাণ পড়ে লিখিতে না পারি॥
সর্ব্বলোক চিন্তিত চাহিয়া দুইজনে।
কৃষ্ণার্জ্জুনে আবরিল কর্ণ মহাবাণে॥
দশদিক কৈল অন্ধকার পার্থ ধনুর্দ্ধর।
অজস্র এড়েন বাণ কর্ণের উপর॥
কর্ণ শল্য কৃষ্ণকে বাণে আবরিল।
অন্ধকার করি সবে বাণ বরষিল॥
শল্যকে বিন্ধিল পার্থ তীক্ষ্ণ দশ শরে।
বিন্ধেন দ্বাদশ বাণ কর্ণের শরীরে॥
রুধির পড়িছে ধারে কর্ণের শরীরে।
পুনঃ সপ্ত বাণে বিন্ধে কর্ণ মহাবীরে॥
সহস্র সহস্র বাণ নিমেষে চলিল।
অন্ধকার করি অস্ত্র গগন ভরিল॥
অর্জ্জুনের বাণ যেন বিজলি তরঙ্গ।
নষ্ট হৈল কুরুবল রণে দিল ভঙ্গ॥
ভঙ্গ দিল কুরুবল কর্ণ একেশ্বর।
সারথি দুর্জ্জয় তাহে কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
জয়নাদ করে অস্ত্র ধরি করে বীর।
দেবাসুর যুদ্ধে যার নির্ভয় শরীর॥
কর্ণবীর অর্জ্জুনের বধ মনে করি।
অর্জ্জুনে মারিতে এড়ে অস্ত্র সারি সারি॥
শরজালে কর্ণ বীর পূরিল গগন।
কম্পমান হইল পাণ্ডব-সৈন্যগণ॥
হেনকালে এক সর্প রাক্ষস সমান।
পাতাল হইতে উঠি সে হৈল আগুয়ান॥
যুদ্ধ করে কর্ণবীর পার্থের সহিতে।
দাণ্ডাইয়া কহে সর্প কর্ণের সাক্ষাতে॥

মম মাতৃবধ কৈল কুন্তীর কুমার।
এই কালে করি আমি পার্থের সংহার॥
কোনরূপে করি আজি অর্জ্জুনে সংহার।
অতিক্রোধে সর্প তবে বলে বার বার॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কর্ণ-বধ।

দহিতে খাণ্ডব বন, মম মায়ে বিনাশন,
করিলেক পাণ্ডুর নন্দন।
আজি বৈরী উদ্ধারিব,অর্জ্জুনেরে সংহারিব,
কর্ণ সনে করিব মিলন॥
এতেক ভাবিয়া নাগ, মনেতে করিয়া রাগ,
আকাশে উঠিল সেইক্ষণ।
জননীর বৈরী শোধি,কিরূপে অর্জ্জুনে বধি,
এই যুক্তি ভাবে মনে মন॥
আপনি সুবুদ্ধি বীর, সঙ্কুচিয়া স্বশরীর,
রণমধ্যে করিল প্রবেশ।
মুখেতে অনল জ্বলে, উল্কা যেন ভূমিতলে,
যোগবলে হৈল বাণ-বেশ॥
হেনকালে দিব্য বাণ, কর্ণ পুরিল সন্ধান,
অর্জ্জুনের বধ মনে করি।
সুবিখ্যাত কর্ণবীর, ক্রোধভরে নহে স্থির,
রুদ্রবাণ নিজ করে ধরি॥
রুদ্রবাণ লয়ে হাতে, মহাবীর অঙ্গনাথে,
অধিষ্ঠান তাহে হৈল সর্প।
সন্ধান করিল বীর, বিনাশিতে পার্থবীর,
পরশুরামের যত দর্প॥
ভুবন কাঁপয়ে ডরে, উল্কাপাত মহী'পরে,
মহাশব্দ শুনিতে নির্ঘাত।
হাহাকার করেলোক,দিক্‌পাল করে শোক
আজি হৈল অর্জ্জুন-নিপাত॥
বুঝিয়া বিষম কাজ, নিষেধিল শল্যরাজ,
ভাগিনারে করিবারে ত্রাণ।
শুন কর্ণ বীরবর, পুনশ্চ সন্ধান কর,
শরাসন নহে পরিমাণ॥
ক্রোধমুখে কহে কর্ণ, নয়ন অরুণ বর্ণ,
না করিব সেই শরবৃষ্টি।
মারে আর দুই শর, বিন্ধি করে জরজর,
উপদেশ না করে অনিষ্টি॥
মারিব অর্জ্জুনতোকে,দেখিবে সকললোকে,
এত বলি কর্ণ এড়ে শর।
আকাশে আইসে বাণ,অগ্নিযেন দীপ্তিমান,
ব্যস্ত হইলেন দামোদর॥
পায়ে চাপি রথবর, বসায়েন ভূমিপ'র,
হাঁটু গাড়ি তুরঙ্গ পশিল।
প্রশংসয়ে দেবগণ, সুশিক্ষিত জনার্দ্দন,
এক হস্তে পৃথিবী ধরিল॥
পার্থ মহাবীরবর, নাশিতে মারেন শর,
মাথার কিরীট কাটা গেল।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল, নানারত্ন শোভা ছিল,
যে কিরীট ইন্দ্র দিয়াছিল॥
যেন অস্ত গিরিবর, একা রহে দিনকর,
গিরি হৈতে চূড়া পড়ে খসি।
সে হেম কিরীটপাড়ি, ভূমে যায় গড়াগড়ি,
প্রভা উঠে গগন পরশি॥
পুনঃ গেল সর্পবাণ, কর্ণবীর বিদ্যমান,
বিনয়ে কহিল বহুতর।
না পাই সন্ধান যোগ, বিফল হইল ভোগ,
এড়ে পুনঃ উল্কা সম শর॥
পুছে কর্ণ মহাশয়, সর্প দিল পরিচয়,
পুনঃ কহে কর্ণ মহাশয়।
পূর্ব্বের সংগ্রাম যত, সকলি হইল হত,
এবে কর অর্জ্জুনের ক্ষয়॥
জানিয়া কর্ণের দর্প, পুনঃ গেল কালসর্প,
অর্জ্জুনেরে করিতে সংহার।
মুখেতে অনল বৃষ্টি, ধাইলেন উর্দ্ধদৃষ্টি,
সর্ব্বলোক দেখে ভয়ঙ্কর॥
জানিয়া সর্পের তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ কহেন সত্য,
সন্ধান করহ ধনঞ্জয়।
সত্বরে আইসে সর্প, অগ্নিসম মহাদর্প,
শীঘ্র তারে কর পরাজয়॥

ছয় বাণ যুড়ি বীর, কাটিল সর্পের শির,
খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল।
সর্পে পরাজয় করি, কৃষ্ণ দুই হাতে ধরি,
ভূমি হৈতে রথ উদ্ধারিল॥
পুনঃ কর্ণ ধরি ধনু, বিন্ধিল অর্জ্জুন-তনু,
বাছিয়া বাছিয়া এড়ে বাণ।
বাণে নিবারিয়া বাণ, ধনঞ্জয় ধনুষ্মান,
নিজ বাণ করেন সন্ধান॥
কর্ণের শরীর ভেদি, রক্তে যেন বহে নদী,
সর্ব্ব গাত্রে বহিছে রুধির।
কর্ণ বীর অস্ত্র মারে, সর্ব্ব অস্ত্র নাশ করে,
পুনঃ অস্ত্র এড়ে মহাবীর॥
ভেদিল দ্বাদশ শরে, দামোদর-কলেবরে,
আর বাণ মারে শীঘ্রগতি।
সন্ধান পূরিয়া শরে, বিন্ধিলেন পার্থবীরে,
হাসে বীর কর্ণ যোদ্ধাপতি॥
ইন্দ্র যেন এড়ে শর, ক্রোধে পার্থ ধনুর্দ্ধর,
কর্ণের বিন্ধেন কলেবর।
রুদ্র-পরাক্রমে বীর, সঘনে ছাড়েন তীর,
রবিসুত হইল কাতর॥
ব্যথা পায় কর্ণ বীর, তিল অর্দ্ধ নহে স্থির,
মাথার মুকুট পড়ে খসি।
অর্জ্জুন কাটিয়া পাড়ে, মুকুট ভূমিতে পড়ে,
প্রভা উঠে গগন পরশি॥
পূরতর সুসন্ধানে, কবচ কাটেন বাণে,
নিবারিতে নারে কর্ণ বীর।
বাছিয়া মারেন শর, ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর,
পুনঃ পুনঃ মারিলেন তীর॥
হৈল যেন বজ্রাঘাত, কম্পে যেন দিননাথ,
কর্ণ বীর সহিতে না পারে॥
বাছিয়া মারেন শর, ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর,
সত্বরে বিন্ধিল কর্ণবীরে॥
অবশ হইল তনু, খসিল হস্তের ধনু,
মূর্চ্ছিত হইল কর্ণ বীর।
কর্ণকে মূর্চ্ছিত দেখি, শ্রীকৃষ্ণ কহেন ডাকি,
শুন ধনঞ্জয় মহাবীর॥

সাবধানে কর রণ, আজি কর নিপাতন,
শীঘ্র বিন্ধ কর্ণের শরীর।
প্রকাশিয়া নিজ শৌর্য্য, কর কর্ণ-বধ-কার্য্য,
যাহা কহিলেন যুধিষ্ঠির॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য, নাশিতে বিপক্ষ-পক্ষ,
পার্থ মারিলেন বহু বাণ।
মহা অস্ত্র যত ছিল, সে সকল পাসরিল,
গুরুশাপে হইয়া অজ্ঞান॥
মহাসত্ব কর্ণবীর, চৈতন্য পাইয়া ধীর,
বরিষয়ে শত শত বাণ।
তিন বাণে জনার্দ্দনে, বিন্ধিলেন সেইক্ষণে,
ধনঞ্জয়ে মারে সাত বাণ॥
তবে তেজোময় বাণ, পার্থ করেন সন্ধান,
বিন্ধিলেন কর্ণ ধনুর্দ্ধরে।
অর্জ্জুনের অস্ত্র যত, নিবারিল শত শত,
শর ব্যর্থ ভাবে পার্থবীরে॥
কাটা গেল ধনুগুণ, লজ্জিত হইয়া পুনঃ,
আর গুণ দিয়া যুড়ি শরে।
অর্জ্জুন মারেন শর, কাটে কর্ণ ধনুর্দ্ধর,
হাসি পুনঃ বাণ নিল করে॥
ধরিয়া বিজয় ধনু, বিন্ধি অর্জ্জুন-তনু,
শরে কর্ণ করে অন্ধকার।
পার্থের কাঁফর দেখি, শ্রীকৃষ্ণ কহেন ডাকি,
শীঘ্র কর কর্ণের সংহার॥
কৃষ্ণবাক্যে রুদ্রবাণ, পার্থ করে সুসন্ধান,
বজ্র যেন হাতে লৈল শক্র।
ব্যর্থ হয় ব্রহ্মশাপ, কর্ণ পায় অনুতাপ,
পৃথিবী গ্রাসিল রথচক্র॥
ক্রন্দন করয়ে বীর, নয়নেতে বহে নীর,
অর্জ্জুনে কহিল উচ্চৈঃস্বরে।
মুহূর্ত্তেক ক্ষমা কর, ওহে পার্থ ধনুর্দ্ধর,
রথচক্র উদ্ধারিব করে॥
যেই জন মুক্তকেশ, প্রহারে বিকল বেশ,
শরণ মাগয়ে যদি রণে।
কবচরহিত জনে, নাহি মারে অস্ত্রগণে,
তারে মারে কাপুরুষ জনে॥

তুমি লোকে নরোত্তম, তব কীর্ত্তি অনুপম,
ধর্ম্মজ্ঞানে তোমারে বাখানি।
রথের উপরে তুমি, অভাগ্যেতে আমি ভূমি,
মুহূর্ত্তেক ক্ষমা কর জানি॥
কৃষ্ণ হৈতে নাহি ভয়, তোমারে সংশয় হয়,
সে কারণে সাধি হে তোমাকে।
বিধি মোরে হৈল বক্র, পৃথিবী গ্রাসিল চক্র,
ক্ষমা কর উদ্ধার আমাকে॥
শুনিয়া কর্ণের বাণী, ক্রোধে কন চক্রপাণি,
বিপদকালেতে শুনি ধর্ম্ম।
একবস্ত্রা রজস্বলা, দ্রুপদনন্দিনী বালা,
সভা মধ্যে কৈলে কোন্ কর্ম্ম॥
শকুনি সৌবল সনে, নরাধম দুর্য্যোধনে,
কপটে রচিলে পাশা সারি।
ক্ষত্রধর্ম্ম ছাড়ি কার্য্য, কপটে লইলে রাজ্য,
কোন্ শাস্ত্রে পাইলে বিচারি॥
সন্দেশ মিশ্রি বিষে, ভীমে খাওয়াইলে শেষে,
বান্ধিয়া তাহার কলেবর।
ফেলাইয়া দিলে জলে, রক্ষা পায় ধর্ম্মবলে,
সেই কথা কহিতে বিস্তর॥
জৌগৃহ নির্ম্মাণ করি, তাহাতে পাণ্ডবে ভরি,
অগ্নি দিলে কি বিচার করি।
কোন্ শাস্ত্রে হেন ধর্ম্ম, বিচারিয়া কহ মর্ম্ম,
দৈবে তাহা আনিল উদ্ধারি॥
দ্বাদশ বৎসর বনে, বাঞ্ছিলে পঞ্চজনে,
বৎসরেক রহে অজ্ঞাতেতে।
সভাতে মাগিল যবে, রাজ্য নাহি দিলে তবে,
হেন ধর্ম্ম বুঝাও কিমতে॥
অভিমন্যু গেল রণে, বেড়ি মার সপ্তজনে,
দুগ্ধপোষ্য শিশু ত কুমার।
কোন্ ধর্ম্মে মার তারে, স্বরূপ কহিবে মোরে,
কোথা ছিল ধর্ম্মের বিচার॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা, অর্জ্জুনের বাড়ে ব্যথা,
পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথা মনে হয়।
বাড়িল পার্থের ক্রোধ, না মানেন উপরোধ,
ওষ্ঠ কম্পময়॥

তবে কর্ণ মহাক্রোধে, নিতান্ত মরিব বোধে,
দিব্য অস্ত্র এড়ে সেইক্ষণে।
অর্জ্জুন ব্রহ্মাস্ত্র মারি, কর্ণ বাণ ব্যর্থ করি,
দিব্যাস্ত্র যুড়িল শরাসনে॥
পার্থ ছাড়ে অগ্নিবাণ, যেন অগ্নি দীপ্তিমান,
কর্ণ পানে চান একদৃষ্টি।
বরুণ বাণেতে কর্ণ, জলে করি পরিপূর্ণ,
অনল নিবায় করি বৃষ্টি॥
অর্জ্জুনের বায়ু বাণ, মেঘে করে খানখান,
পুনঃ কর্ণ যোড়ে মহাশর।
হাহাকার দেবগণে, ভূমিকম্প ক্ষণে ক্ষণে,
বাণ এড়ে কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
হৃদয়ে বিন্ধিল শর, রক্ত পড়ে নিরন্তর,
আপনা বিস্মিত ধনঞ্জয়।
খসিল হাতের ধনু, স্তব্ধ হৈল সর্ব্ব তনু,
অতি ব্যগ্র কৃষ্ণ মহাশয়॥
পেয়ে তবে অবসর, কর্ণ মহাধনুর্দ্ধর,
রথ উদ্ধারিতে বীর চলে।
[illegible] মহাশ্রম হৈল অঙ্গনাশে,
পুনঃ রথ পশিল ভূতলে॥
[illegible], দেখি কৃষ্ণ মহাশয়,
অর্জ্জুনে কহেন কুতূহলে।
[illegible] ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর,
কাটি পাড় কর্ণ মহাবলে॥
[illegible] শুনি, অর্জ্জুন হৃদয়ে গুণি,
[illegible] ক্ষুরবাণে।
[illegible] চণ্ড, কাটিয়া পাড়িল দণ্ড,
লজ্জা পায় কর্ণ বলবান॥
বাঁকে বাঁকে শৌর্য্যবান, পার্থ ছাড়িলেন বাণ,
বজ্র যেন ছাড়ে পুরন্দর।
সর্ব্বতেজ ভয়ঙ্কর, দেখি দিব্য মহাশর,
বেগে যায় শব্দ ঘোরতর॥
নিক্ষেপিয়া মহাশর, ভাবিলেন ধনুর্দ্ধর,
পূর্ব্ব কথা আছয়ে স্মরণে।
যদি হই পার্থবীর, কাটি পাড়ি কর্ণ-শির,
নাশিব কর্ণেরে আজি রণে॥

ছেদিব কর্ণের শির, এত বলি পার্থবীর,
মহাশয় মারেন কর্ণেরে।
সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর, দেখি যেন রুদ্র-শর,
বেগে পড়ে কর্ণের শরীরে ॥
সন্ধ্যাকালে পড়ে কর্ণ, গগন লোহিতবর্ণ,
সর্ব্বলোকে চাহিয়া বিস্ময়।
উঠিয়া গগনোপরে, প্রবেশিল দিনকরে,
কর্ণের যতেক তেজশ্চয় ॥
কর্ণ হৈল অপচয়, পৃথিবী কম্পিত হয়,
রথ লয়ে গেল মদ্রপতি।
কুরুদলে হাহাকার, সব হৈল অন্ধকার,
কর্ণ বিনা কি হইবে গতি ॥
হাহা কর্ণ বীরবর, মোর প্রাণের দোসর,
হারাইনু ভুবন-দুর্জ্জয়ে।
এত বলি দুর্য্যোধন, শ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘন,
কুণ্ডল অঙ্গ হৈল ভয়ে ॥
শল্যমুখে রাজা শুনি, কর্ণের নিধন-বাণী,
দুর্য্যোধন করে অশ্রুপাত।
হাহা কর্ণ বীরবর, আমি হৈনু একেশ্বর,
সঘনে হৃদয়ে হানে ঘাত ॥
কোপে তবে দুর্য্যোধন, আদেশিল সৈন্যগণ,
কর গিয়া পাণ্ডব-সংহার।
যুদ্ধ করি সর্ব্বজন, কৃষ্ণার্জ্জুন দুইজন,
বিনাশিতে করহ বিচার ॥
রাজার আদেশ পেয়ে, সৈন্যগণ গেল ধেয়ে,
সাগর-কল্লোল শব্দ করে।
গদাহস্তে বৃকোদর, ক্রোধে অতি ভয়ঙ্কর,
ক্ষণমাত্রে বহু সৈন্য মারে ॥
আপনি নৃপতি সাজে, নিষেধিল শল্যরাজে,
আজি ক্ষমা কর নৃপবর।
পড়ে মহাবীর কর্ণ, সৈন্য হৈল ছিন্নভিন্ন,
নাহি হয় যুদ্ধ অবসর ॥
আক্রমিল কর্ণশোক, সান্ত্বাইল রাজলোক,
শিবিরে চলিল দুর্য্যোধন।

দেবঋষি গেল ঘর, হরষিত পাণ্ডুবর,
শিবিরে গেলেন সর্ব্বজন ॥
অর্জ্জুনেরে দিয়া কোল, গোবিন্দ বলেন বোল,
তোমারে সদয় পুরন্দর।
কাটিয়া কর্ণের শির, ত্রিভুবন মধ্যে বীর,
ধন্য তুমি ভুবন ভিতর ॥
শিবিরেতে গেল সব, কর্ণ হৈল পরাভব,
সবাই কহিল যুধিষ্ঠিরে।
কর্ণের মরণ শুনি, আনন্দিত নৃপমণি,
প্রশংসা করিল অর্জ্জুনেরে ॥
রথে চড়ি যুধিষ্ঠির, দেখিলেন কর্ণবীর,
পুত্রসনে পড়িয়াছে রণে।
চন্দ্র সনে যেন ভানু, তেজে যেন বৃহদ্ভানু,
বার বার দেখেন নয়নে ॥
কৃষ্ণেরে করেন স্তুতি, যুধিষ্ঠির নরপতি,
আজি মম পূর্ণ হৈল মন।
তুমি যার স-সারথি, ভাগ্যবান্ সেই রথী,
জিনিতে পারয়ে ত্রিভুবন ॥
আজি আমি রাজ্য পাব, আজি নরপতি হব,
আজি সে সফল পরিশ্রম।
কর্ণ বীর মহাবল, পড়িল অবনীতল,
সংগ্রামে সাক্ষাৎ ছিল যম ॥
হেনমতে নানারঙ্গে, রাজা যুধিষ্ঠির সঙ্গে,
সর্ব্বলোক শিবিরে আইল।
আনন্দিত পাণ্ডুদলে, নৃত্য গীত কুতূহলে,
যে যার শিবিরে প্রবেশিল ॥
ইহকালে শুভভোগ, পরকালে স্বর্গভোগ,
ভারতের পুণ্যকথা শুনি।
শ্রবণেতে পাপক্ষয়, সংগ্রামে বিজয় হয়,
কাশীরাম বিরচিল গণি ॥
অনুক্ষণ ধ্যান করি, একমনে ভাবি হরি,
রচিলাম ভারত-আখ্যান।
কর্ণপর্ব্ব সুধারস, শুনিলে কলুষ-নাশ,
এতদূরে হৈল সমাধান ॥

কর্ণপর্ব্ব সমাপ্ত।

সচিত্র অষ্টাদশপর্ব্ব
মহাভারত

শল্যপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

শল্যের সেনাপতিত্ব।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
সমরে পড়িল যদি কর্ণ মহোদয় ॥
হাহাকার করি কান্দে রাজা দুর্য্যোধন।
মহানাদে রোদন করয়ে সেনাগণ ॥
শল্যেরে সম্বোধি তবে কহে দুর্য্যোধন।
সেনাপতি হয়ে আজি তুমি কর রণ ॥
সেনাপতি-পদে তোমা করিনু বরণ।
তুমি মোরে ধরি দেহ কুন্তীর নন্দন ॥
পাণ্ডবে করিয়া ক্ষয় তুমি লহ জয়।
ইহা শুনি কহিলেন শল্য মহাশয় ॥
কোন্ কর্ম্ম হেতু চিন্তা কর মহাশয়।
আমি সব বিনাশিব জানিহ নিশ্চয় ॥
এতেক শুনিয়া তবে রাজা দুর্য্যোধন।
শল্যরাজে দিল বহু মান আর ধন ॥
বিজয়ী-দুন্দুভি বাজে মৃদঙ্গ কাহাল।
ঝাঁঝরি মহুরি বাজে কাংস্য করতাল ॥
বাদ্যের নিনাদে যেন কম্পে বসুমতী।
সর্ব্ব-সৈন্য-সমাবেশ কৈল নরপতি ॥
কর্ণের মরণে দুঃখ সব গেল দূর।
সাজিল কৌরবসেনা সমরে অস্থির ॥
এতেক জানিয়া কৃষ্ণ কহেন তখন।
সাজিল কৌরব-সেনা সমুদ্র যেমন ॥
দেখ রাজা যুধিষ্ঠির কুরুসৈন্য এল।
সৈন্য-সমাবেশ করি কুরুক্ষেত্রে গেল ॥
শল্য শীঘ্র সাজিল না করিহ বিলম্ব।
কুরুক্ষেত্রে গিয়া কর সমর আরম্ভ ॥
নিধন করহ শল্যে নাহি কালাকাল।
সাহায্য করুক আসি বিরাট-পাঞ্চাল ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি বিনাশিলে রণে।
কি করিতে পারে শল্য যুঝে তার সনে ॥
শক্রবেশ আত্মজ্ঞান না করিহ মনে।
বিনাশ করহ শল্যে আজিকার রণে ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির আনন্দিত মন।
অর্জ্জুনেরে ডাক দিয়া কহিল রাজন ॥
প্রভাতে উঠিয়া কালি কর যুদ্ধক্রম।
তবেত জানিব আমি তোমার বিক্রম ॥
হেনমতে যুধিষ্ঠির বলেন বচন।
শুনিয়া অর্জ্জুন বীর কহেন তখন ॥
কি কারণে চিন্তা তুমি কর মহাশয়।
কেবল ভরসা কৃষ্ণ সংগ্রামের জয় ॥
এইমতে সর্ব্বজন রজনী বঞ্চিয়া।
সৈন্য-সমাবেশ করে প্রভাতে উঠিয়া ॥
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা করিলেন যোদ্ধাগণে।
বাজায় বিবিধ বাদ্য না যায় লিখনে ॥
দুই দলে মিশামিশি হৈল মহারোল।
প্রলয়কালেতে যেন সমুদ্র-কল্লোল ॥
করিল বিচিত্র ব্যূহ শল্য মহারাজ।
ভুজঙ্গম-ব্যূহ কৈল পাণ্ডব সমাজ ॥

শল্যের সহিত পাণ্ডবদের যুদ্ধ।

ধৃতরাষ্ট্র বলে কহ সঞ্জয় বিশেষ।
উভয় দলেতে সৈন্য কিবা আছে শেষ॥
শল্য দুর্য্যোধন তবে কি কর্ম্ম করিল।
আপন বুদ্ধিতে পুত্র সব বিনাশিল॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি যে নাশিল রণে।
হেন জন সঙ্গে যুদ্ধ করে কি কারণে॥
সঞ্জয় বলেন রাজা ইথে দেহ মন।
আত্মশেষ সৈন্য লয়ে যুঝে দুর্য্যোধন॥
একাদশ সহস্র অযুত আছে রথ।
তিনকোটী মত্ত হস্তী সমান পর্ব্বত॥
দুই পদ্ম অশ্ব আছে রণে অনিবার।
পবনগমন জিনি গমন যাহার॥
তিন কোটি পদাতিক আছে যম সম।
সৈন্যের সহিত যুঝে করিয়া বিক্রম॥
পাণ্ডবের শেষ সেনা আছে মহামতি।
আছয়ে গণনে রাজা সহস্রেক হাতী॥
অশ্ব আছে এক লক্ষ লক্ষ পদাতিক।
ন্যূন নহে ইহা হৈতে বরঞ্চ অধিক॥
যুধিষ্ঠির যোদ্ধাপতি পাণ্ডব-বাহিনী।
দুইদলে মহাযুদ্ধ শুন নৃপমণি॥
যুধিষ্ঠির-পরাক্রমে সৈন্য ভঙ্গ দিল।
দেখি শল্য-নরপতি অগ্রসর হৈল॥
দিব্যরথে চড়িয়া আইল সেইক্ষণে।
শল্য বলে সেনাগণ যুঝ একমনে॥
নকুলের যুদ্ধ কর্ণপুত্র চিত্রসেনে।
কাটিল নকুল-ধনু চিত্রসেন বাণে॥
সারথি কাটিয়া রথ করিল বিরথী।
বাণে বিদ্ধ হয়ে চিন্তে নকুল সুমতি॥
তবে খড়্গ-চর্ম্ম হস্তে আর রথে চড়ি।
চিত্রসেনে কাটি বীর ফেলে ভূমে পাড়ি॥
নকুলের পরাক্রমে ধন্য ধন্য ধ্বনি।
সত্যসেন সুষেণ আইল বীরমণি॥
নকুল সহিত যুদ্ধ করে বীরবর।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম ভিতর॥
সত্যসেন শক্তি মারে সহিল নকুল।
নিজ শক্তি মারি তারে করিল আকুল॥
সত্যসেন পড়িল সুষেণ যুঝে বেগে।
নকুলের অশ্ব রথ কাটি পাড়ে আগে॥
বিরথী হইয়া তবে মাদ্রীর নন্দন।
শীঘ্রগতি আর রথে কৈল আরোহণ॥
সন্ধান পূরিয়া কাটি সুষেণের শির।
সিংহনাদ করি উঠে নকুল প্রবীর॥
শুন মহারাজ তব বাহিনী সকল।
দলিয়া চলিল সব পাণ্ডবের দল॥
দেখি শল্য আগু হৈল ধরিয়া ধনুক।
পরাক্রম দেখি কেহ না হয় সম্মুখ॥
যুধিষ্ঠির রাজা সহ হইল মিলন।
দোঁহে দোঁহা প্রতি করে বাণ-বরিষণ॥
যুঝিল নকুল ভীম রাজার পশ্চাতে।
যোদ্ধাগণ আগে যুঝে রথ রথী সাথে॥
কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা আদি মহাবীর।
শল্যের নিকটে যুঝে হইয়া সুস্থির॥
গদা হাতে ভীমসেন হন আগুসার।
মহাকোপে ধায় যেন অগ্নি-অবতার॥
নিবারিতে নারে শল্য ভীম-গদাঘাতে।
রথের সারথি ভীম মারে এক ঘাতে॥
লাফ দিয়া শল্য বীর চড়ে আর রথে।
অটল পর্ব্বত প্রায় আছে গদা হাতে॥
শল্য বলে ভীম তোর বড়ই সাহস।
অকস্মাৎ গদা হানি চাহ নিজ যশ॥
সহ দেখি মম অস্ত্র বুঝি পরাক্রম।
এতদিনে আজি তোরে লইবেক যম॥
এত বলি শক্তি ছাড়ি দিল শল্যরাজ।
পড়িল নির্ভয়ে আসি ভীম-বক্ষমাঝ॥
বুক হৈতে ভীম শক্তি নিলেক তুলিয়া।
শল্য প্রতি মারে বেগে হুহুঙ্কার দিয়া॥
আঘাতে মূর্চ্ছিত হয় মদ্র-অধিপতি।
অন্তর হইয়া রথ রাখিল সারথি॥
কোপে শল্যরাজ গদা নিল তার পর।
আইস মাতুল বলি ডাকে বৃকোদর॥

আত্মপক্ষ ত্যাগ কৈলে পরপক্ষে গিয়া ।
এই অপরাধে মৃত্যু হইল আসিয়া ॥
গদায় জানি যে তুমি বিক্রমে বিশাল ।
তোমার সহিত যুদ্ধ বাঞ্ছি চিরকাল ॥
এত বলি দুই বীরে হৈল বোলচাল ।
গদায় গদায় যুদ্ধ বিক্রমে বিশাল ॥
গদাযুদ্ধে বিশারদ দোঁহে মহাবীর ।
বদন-ভ্রুকুটি নাদে বাহিনী অস্থির ॥
গদাঘাতে কম্পমান দোঁহাকার অঙ্গ ।
বজ্রাঘাতে ইন্দ্র যেন ভাঙ্গে গিরিশৃঙ্গ ॥
প্রথমে বিহ্বল দোঁহে সম দোঁহে বল ।
স্বর্গেতে প্রশংসা করে অমর সকল ॥
গদা এড়ি ধনু নিল মদ্রপতি রাজা ।
মহাযুদ্ধ করে বীর ভীম মহাতেজা ॥
তবে বৃকোদর বীর রথে চড়ে গিয়া ।
দেখি কৃপাচার্য্য বীর আইল ধাইয়া ॥
হইল তুমুল যুদ্ধ নাহি পরিমাণ ।
দুর্য্যোধন শল্য আসে আর চেকিতান
মহাঘোর যুদ্ধ হৈল না যায় বর্ণন ।
অশ্ব-গজ-রক্ত [illegible] ॥
শল্য সহ যুঝে পুনঃ প্রধান পাণ্ডব ।
[illegible]
চন্দ্রসেন দ্রুমসেন হৈল [illegible] ।
যুধিষ্ঠির সহ যুঝে হয়ে সাবধান ॥
যুদ্ধ করি গেল তারা শমন-সদন ।
ধনু ধরি শল্য আসি পুনঃ করে রণ ॥
ভীমসেন সাত্যকি সহিত পঞ্চ সাথ ।
শল্যোপরে করিলেন ঘন বাণাঘাত ॥
নিজ অস্ত্রে কাটি পাড়ে শল্য মহাবীর
পুনঃ আসি উপস্থিত যথা যুধিষ্ঠির ॥
উভয়েতে মহাযুদ্ধ বলে অপ্রমিত ।
বৃষ্টিধারা পড়ে যেন দেখি চতুর্ভিত ॥
কাটেন শল্যের ধ্বজ ধর্ম্ম নরপতি ।
ধর্ম্মের ধনুক শল্য কাটে শীঘ্রগতি ॥
আর ধনু লইয়া যুঝেন যুধিষ্ঠির ।
নিবারিয়া করে যুদ্ধ শল্য মহাবীর ॥

ক্রোধে ধায় চতুর্ভিতে বাহিনী-বিনাশে ।
দেখি যুধিষ্ঠির রাজা ভাবেন বিশেষে ॥
আপন ভাগিনা বধ কৈলে মদ্রপতি ।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ যাহে না হইল কৃতী ॥
ভীম সংহারিল দুর্য্যোধন সহোদর ।
মদ্রপতি বিনাশিতে হইল দুষ্কর ॥
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা আছে শল্যের নিধনে ।
দুষ্কর দেখি যে শল্যে আজিকার রণে ॥
হারিলে কি গতি হবে পাব মহালাজ ।
এইমত ভাবিয়া কহেন ধর্ম্মরাজ ॥
চক্রব্যূহ করি দোঁহে মোরে বলে রাখ ।
সহদেব নকুল আমার বামে থাক ॥
দক্ষিণেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহিত সাত্যকি ।
ভীমসেন ধনঞ্জয় প্রধান ধানুকী ॥
বিনাশিব শল্য আজি মাতুল প্রবল ।
শুনি চতুর্দ্দিকে রহে হয়ে অনুবল ॥
হইল প্রলয় যুদ্ধ ধর্ম্মরাজ আগে ।
শল্যের সহায় দ্রৌণি রহিলেন আগে ॥
[illegible] ।
দক্ষিণে [illegible] প্রধানে ॥
[illegible] ।
এইরূপে মহাযুদ্ধ হইল [illegible] ॥
যুধিষ্ঠির-শল্য-যুদ্ধ সমান সন্ধান ।
সর্ব্বাঙ্গে রুধির পড়ে দোঁহার সমান ॥
যুধিষ্ঠিরে কম্পমান দেখি শল্য-রণে ।
চারিদিকে রণে সবে যুঝে সাবধানে ॥
গোবিন্দ সহায় পাছে বলেন ডাকিয়া ।
নাশহ মাতুলে উপরোধ কি লাগিয়া ॥
কৃষ্ণের বচনে যুধিষ্ঠির সাবধান ।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ করেন সন্ধান ॥
ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মমতি যুদ্ধে ধর্ম্ম রাখে ।
অন্যায় নাহিক দুই রথীর সম্মুখে ॥
অনুক্রমে মহাশর ছাড়ে মহীপতি ।
সেইমত কাটে শল্য ধর্ম্ম ক্রুদ্ধমতি ॥
কাটেন শল্যের অস্ত্র মারি সাত বাণ ।
রথধ্বজ সহ ছত্র হয় খান খান ॥

রথ লণ্ডভণ্ড দেখি ক্রোধে মদ্রপতি।
সুসজ্জ করিয়া রথ আনে শীঘ্রগতি ॥
শল্য বলে ভাগিনেয় যুদ্ধে মহাবীর।
যুদ্ধেতে এমন কেন দেখি যুধিষ্ঠির ॥
আত্মমত বলে দেখি বুদ্ধি যত যার।
এতক্ষণ যুঝ তুমি অগ্রেতে আমার ॥
ধর্ম্মরাজ বলে মামা করি উপরোধ।
সব জানি যুদ্ধশাস্ত্র শুন মহাবোধ ॥
বিধিমতে যুঝি আজি তোমার সংহতি।
তোমারে জিনিলে জয় হইবে সম্প্রতি ॥
ক্ষত্রকুলে ধর্ম্মযুদ্ধ বিজয়-ঘোষণা।
যম সম শত্রু আর না করি গণনা ॥
মম ভাগ্য হেতু তুমি হৈলে রিপুগত।
ক্ষত্রধর্ম্ম রাখিবারে সব হৈল হত ॥
এক্ষণে মাতুল তব হইবে বিনাশ।
শমন-ভবনে যাহ হইয়া নৈরাশ ॥
অপরাধ না লইবে অস্ত্রের ঘাতনে।
আশীর্ব্বাদ কর মামা জীবন-এক্ষণে ॥
শল্য বলে ধর্ম্মাচারে তুমি সে প্রধান।
তোমার বিজয় সত্য নাহিক এড়ান ॥
পূর্ব্বে তব পক্ষে যেতে ইচ্ছা মম ছিল।
পথে পেয়ে দুর্য্যোধন আমারে বরিল ॥
সে সব বৃত্তান্ত দূত কৈল তব আগে।
অতএব হইলাম দুর্যোধন দিকে ॥
ক্ষত্রধর্ম্ম রাখি যদি তাহে নাহি দোষ।
সম্বন্ধের উপরোধে দূর কর রোষ ॥
কহিতে কহিতে দোঁহে করে বাণবৃষ্টি।
প্রলয়ের মেঘ যেন মজাইতে সৃষ্টি ॥
দুইজনে মহাযুদ্ধ হয় ঘোরতর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধি শরে কৈল জর জর ॥
মহাবাণ বজ্র এড়িলেন ধর্ম্মসুত।
শল্যের ধনু কাটি কাটেন অশ্ব রথ ॥
আর ধনু ল'য়ে শল্য হৈল আগুসার।
হইল প্রলয় যুদ্ধ বাণে অন্ধকার ॥
ধনু কাটাকাটি পুনঃ হৈল পরস্পর।
পুনঃ ধনু নিল দোঁহে করিতে সমর ॥
সমান সন্ধান দোঁহে পরম সন্ধানী।
দোঁহে দোঁহা বিনাশিব এই মনে জানি ॥
অসিমুখ বাণ শল্য এড়িলেক কোপে।
বুকে বাজি ধর্ম্ম রহিলেন মৃতরূপে ॥
ক্ষণে মূর্চ্ছাভঙ্গ হয়ে উঠে ধর্ম্মকারী।
বাণগুটি ফেলেন কাড়িয়া করে ধরি ॥
ভীম ধনঞ্জয় আর সাত্যকি প্রভৃতি।
বিনাশে কৌরবসেনা করিয়া দুর্গতি ॥
যুধিষ্ঠিরে বেদনা দেখি ভীমবীর।
শল্যের সম্মুখে যুঝ হইয়া সুস্থির ॥
ভীমের কবচ কাটি পাড়ে শল্য বাণে।
শল্য-অশ্ব কাটে ভীম করিয়া সন্ধানে ॥
তাহা দেখি শল্য বীর মহাক্রুদ্ধমনে।
পঞ্চবাণ ভীমসেনে মারিল সন্ধানে ॥
শল্যবাণে ভীমসেন হইল জর্জ্জর।
নিবারিতে নাহি পারে পবন-কোঙর ॥
তাহা দেখি পুনঃ যুধিষ্ঠির মহারাজ।
সন্ধান পূরিয়া আসে সমরের মাঝ ॥
বাণেতে পীড়িত শল্য দেখি যদুপতি।
ধর্ম্মরাজে ডাকিয়া বলেন শীঘ্রগতি ॥
বিনাশ করহ শল্যে কেন কর ব্যাজ।
যুদ্ধকালে উপরোধ নহে ধর্ম্মরাজ ॥

শল্য বধ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন মাতুল পীড়িত।
প্রহারের কাল কৃষ্ণ নহে ত উচিত ॥
গোবিন্দ বলেন রিপু পাই যবে পাশ।
কালাকাল নাহি চাহি করি যে বিনাশ ॥
তাহার মরণে ভদ্র দেখি মহারাজ।
তাহে বিনাশিতে দোষ নাহি যুদ্ধমাঝ ॥
গোবিন্দ-বচনে শক্তি লয়ে যুধিষ্ঠির।
ডাকিয়া বলেন সাবধান মদ্রবীর ॥
শুনি শল্য ধনুকেতে বাণ যোড়ে বেগে।
ভীম আদি বাণ কাটে রহি চারিদিকে ॥
হুঙ্কারে ছাড়েন শক্তি ধর্ম্মের নন্দন।
লক্ষ্মণের শক্তি যেন এড়িল রাবণ ॥

গোবিন্দ রহেন তবে শক্তিশেল-মুখে।
গগনে আগুন উঠে ঝলকে ঝলকে ॥
তাহা দেখি শল্যবীর বাণেতে তৎপর।
শক্তি নিবারিতে বাণ এড়িল সত্বর ॥
শক্তিতে ঠেকিয়া বাণ খণ্ড খণ্ড হয়।
শল্য বলে মোর আজি জীবন-সংশয় ॥
পড়িলেক শক্তি আসি শল্যরাজ-বুকে।
শক্তিঘাতে শল্য পড়ে সংগ্রাম সম্মুখে ॥
জীবন ছাড়িল শল্য পাইয়া বেদনা।
সমরে পড়িল শল্য কটকে ঘোষণা ॥
শল্যরাজানুজ আসি শোকেতে মিলিল।
ধর্ম্মরাজ সহিত সংগ্রামে প্রবেশিল ॥
বাণবৃষ্টি করি ধর্ম্মরাজে আচ্ছাদিল।
চতুর্দ্দিকে শর বর্ষি অন্ধকার কৈল ॥
দোঁহাকার বাণ কাটে দোঁহে বলবান্।
বজ্রবাণ এড়ে দোঁহে পূরিয়া সন্ধান ॥
বাণ দেখি মনে মনে চিন্তিত হইয়া।
যুধিষ্ঠির বাণ এড়িলেন বিশেষিয়া ॥
নির্ভয়ে পড়িল গিয়া তাহার শরীরে।
শল্যের অনুজ বীর পড়ে ভূমি'পরে ॥
মদ্ররাজ ধর্ম্মরাজ-বাণেতে পড়িল।
সংগ্রামের স্থানে বহু কোলাহল হৈল ॥
সমরে পড়িল শল্য-হৈল কলরব।
কৌরব-বাহিনী ভঙ্গ সানন্দ পাণ্ডব ॥
পাণ্ডবদলেতে সবে করে সিংহনাদ।
শুনি কুরুবলে হৈল বড়ই বিষাদ ॥

শকুনি-বধের উপক্রমে নানা যুদ্ধ।

সমরে পড়িল যদি শল্য মহামতি।
সেনাভঙ্গ দেখি ধায় রণে কুরুপতি ॥
সেনাগণে আশ্বাসিয়া কহে দুর্য্যোধন।
আগু হয়ে যুঝ শত্রু করিয়া নিধন ॥
জয় পরাজয় মৃত্যু দৈবের ঘটন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন ॥

এত বলি কুরুপতি রথ-আরোহণে।
রণেতে ভেটিল আসি ভীমসেন সনে ॥
দুই মত্তহস্তী যেন করিছে গর্জ্জন।
দুই সিংহে মিলি যেন করে মহারণ ॥
ভীম ডাকি বলে এস কুরু-কুলাধম।
করিলে সকল নাশ করি পরাক্রম ॥
এবে বল-বুদ্ধি কর্ণ সেই গেল কোথা।
দুঃশাসন দুর্ম্মতি মরিল দুষ্ট ভ্রাতা ॥
দেখিয়া না দেখ চক্ষে তুমি অন্ধমতি।
কুলান্তক তোমা করি সৃজিয়াছে বিধি ॥
রণে ক্ষমা দিয়া ভজ ধর্ম্মের নন্দনে।
জীবনের আশা যদি কর মনে মনে ॥
নতুবা চলহ যথা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ।
দুই পথ কহিলাম যাহাতে প্রসন্ন ॥
দুর্য্যোধন বলে ভীম সহ পরিবারে।
শমন-সদনে আজি পাঠাব তোমারে ॥
বারে বারে অপমান কৈলে নানামতে।
এখন পূরিল কাল চল যমপথে ॥
দ্রৌপদীর অপমান পাসরিলে কেনে।
কিরাত সমান হয়ে ভ্রমিলে কাননে ॥
শুনি ভীম বলে তব জেনেছি বিক্রম।
গন্ধর্ব্বে বান্ধিয়া তোরে লইল যখন ॥
নিজ বল পরাক্রম কি জানাব তোমা।
ভজ ধর্ম্মরাজে তিনি করিবেন ক্ষমা ॥
এত শুনি দুর্য্যোধন ক্রোধে কটু কয়।
যুদ্ধ করি পাণ্ডবে করিব পরাজয় ॥
মহাযুদ্ধ ঘোরতর বাধে হেনকালে।
প্রলয়কালেতে যেন সমুদ্র উথলে ॥
বাণবৃষ্টি করি সৈন্যে করিল অস্থির।
তবে নারাচ বাণ এড়িল ভীমবীর ॥
ভীমের নারাচ বাজে দুর্য্যোধন-বুকে।
ব্যাকুল সারথি রথ ফিরায় বিমুখে ॥
গদা হাতে ভীমসেন ধায় শীঘ্রগতি।
ক্ষণমাত্রে সংহারিল যত সেনাপতি ॥
আথালি পাথালি বীর মারে গদাবাড়ি।
সহস্র সহস্র রথ ফেলে চূর্ণ করি ॥

সম্মুখ বিমুখ নাই মারে খেদাড়িয়ে।
পলায় সকল সৈন্য রণে ব্যস্ত হয়ে॥
দূরে থাকি ধায় সবে পাইয়া তরাস।
পাছু পাছু ধায় বীর করিয়া বিনাশ॥
একা ভীম সংহারিল সহস্র পদাতি।
তুরঙ্গ সহস্র পঞ্চ সহস্রেক হাতী॥
সম্বিত পাইয়া তবে রাজা দুর্য্যোধন।
আশ্বাসিয়া বলে ভয় নাহি যোদ্ধাগণ॥
অর্জ্জুন সহিত যুদ্ধে ধায় সৈন্যগণ।
কুঞ্জর সহিত আসে রাজা দুর্য্যোধন॥
উভয়েতে মহাযুদ্ধ বাণ বরিষণ।
আকাশে প্রশংসা করে যত দেবগণ॥
কৌরবের সেনাপতি শাল্ব নৃপবর।
হস্তীতে চড়িয়া এল সংগ্রাম ভিতর॥
হস্তীর বিনাশে বাণ পাঞ্চাল এড়িল।
বিষম প্রহারে হস্তী ভূমিতে পড়িল॥
কোপে বীর লাফ দিয়া ভূমিতে নামিল।
দেখিয়া সাত্যকি তবে তার আগু হৈল॥
কাটিল শাল্বের ধনু করি খণ্ড খণ্ড।
তাহা দেখি কৃতবর্ম্মা হইল প্রচণ্ড॥
দুইজনে বাণ মারি করে অন্ধকার।
মহাপ্রলয়েতে যেন সৃষ্টির সংহার॥
সাত্যকি এড়িল বাণ কৃতবর্ম্মা বীরে।
সেই বাণ বাজে তার বক্ষের উপরে॥
বাণে বাণে আচ্ছাদিল কৃতবর্ম্মা বীর।
রথ ফিরাইল তবে সারথি সুধীর॥
পুনঃ শাল্ব সাত্যকিতে বাধিল সমর।
দোঁহে দোঁহা বাণে বিন্ধি করে জর জর॥
সাত্যকির বাণে শাল্ব ত্যজিল জীবন।
তাহা দেখি কৃতবর্ম্মা আইল তখন॥
শাল্ব বীর পড়িল দেখিয়া মহাবীর।
কৃতবর্ম্মা আসি রণে হইল সুস্থির॥
পুনরপি কৃতবর্ম্মা সাত্যকিতে রণ।
দোঁহাকার সংগ্রামের কি দিব তুলন॥
উভয়ে হইল রণ নাহি পাঠান্তর।
রথে চড়ি আসে দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর॥

ধ্বজ ছত্র কাটা গেল দেখি বিপরীত
অশ্ব কাটা গেল রথ গমন রহিত॥
ভূমে নামে কৃতবর্ম্মা হইয়া বিরথী।
দেখি কৃপ নিজ রথে তোলে শীঘ্রগতি॥
পুনরপি দুর্য্যোধন যুঝে ক্রোধমনে।
শরাসনে করে রণ পাণ্ডবের সনে॥
চতুর্দ্দিকে ভঙ্গ দিল পাণ্ডব-বাহিনী।
ধর্ম্মরাজ সহ রণে মিলিল শকুনি॥
মুহূর্ত্তেকে হইল সমর ঘোরতর।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে হইল জর্জ্জর॥
ধর্ম্মের সারথি রথ কাটিল তখনি।
লাজ পেয়ে ধর্ম্মরাজ নামিল ধরণী॥
হেনকালে সহদেব ত্বরিতে আসিয়া।
আপনার রথে ধর্ম্মে লইল তুলিয়া॥
পুনঃ দিব্য রথ আনি যোগায় সারথি।
ধনু ধরি ধর্ম্মরাজ উঠিলেন তথি॥
সুসজ্জ হইয়া রাজা রহিল তথায়।
শকুনি বাঁধিতে আজ্ঞা দিলেন ত্বরায়॥
চতুর্দ্দিকে সেনাগণ রহ সাবধান।
শকুনি মারিয়া কর যশের বাখান॥
সহস্র সামন্ত পঞ্চ সহস্র তুরঙ্গ।
সপ্ত শত মত্তকরী চলে তার সঙ্গ॥
পদাতি সহস্র ত্রিশ চলিল প্রধান।
এ সবার সহদেব কর্ত্তা আগুয়ান॥
জানিয়া সমরে ধায় গান্ধার-নন্দন।
অনুবল পাছে পাছে দেয় দুর্য্যোধন॥
ষষ্টিশত অশ্ব রথ আছয়ে বিভাগ।
পদাতি পঞ্চাশ কোটি সহস্রেক নাগ॥
সকল যোদ্ধার মাঝে শকুনি প্রধান।
দুই দলে মিশামিশি বাধিল সংগ্রাম॥
প্রতিজ্ঞা আছয়ে পূর্ব্বে শকুনি-বিনাশে।
সেই হেতু সহদেব অধিক আবেশে॥
সহদেব শকুনিতে হৈল মিশামিশি।
বাণে অন্ধকার নাহি জানি দিবানিশি॥
রথে রথে গজে গজে তুরঙ্গে তুরঙ্গ।
বাধিল তুমুল যুদ্ধ দেখি যোদ্ধাভঙ্গ॥

কেশাকেশী মুখামুখী ভুজে যায় তাড়ি।
চরণে চরণ ছাঁদি যায় গড়াগড়ি॥
হেনমতে যোদ্ধাগণ করে মহারণ।
মার মার শব্দ করি করয়ে গর্জ্জন॥
বাণে অন্ধকার হৈল সংগ্রামের স্থলী
রথী রথী মহাযুদ্ধ সবে মহাবলী॥
বহিল শোণিত-নদী অতি ভয়ঙ্কর।
হস্তী ঘোড়া ভাসি বুলে সংগ্রাম ভিতর॥
বিষম সমরে বহু পড়িল বাহিনী।
সপ্ত শত অশ্ব শেষ রহিল শকুনি॥
রাজার আজ্ঞায় যুঝে পরম সাহসে।
পাণ্ডব-বাহিনী ভঙ্গ দিল চারিপাশে॥
সাহসে শকুনি যুঝে ধরিয়া ধনুক।
বাণাঘাতে পাণ্ডুসেনা নাহি বাঁধে বুক॥
হস্ত পদ বক্ষ কার করে খণ্ড খণ্ড।
কুণ্ডল সহিত কার কাটি পাড়ে মুণ্ড॥
সমরে শকুনি বহু সেনা বিনাশিল।
তাহা দেখি সহদেব সত্বরে ধাইল॥
বাহিনী-দুর্গতি দেখি কৃষ্ণ মহাশয়।
ডাকিয়া বলেন কেন সেনাভঙ্গ হয়॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি সমুদ্র তরিয়া।
শকুনির যুদ্ধে কেন মজিলে আসিয়া॥
শকুনিরে মার আজি অনর্থের মূল।
তার দোষে ক্ষত্রকুল হইল নির্ম্মূল॥
শুনিয়া অর্জ্জুন কোপে গাণ্ডীব ধরিয়া।
ক্ষুদ্র মৃগে ধায় যেন সিংহ খেদাড়িয়া॥

শকুনি-বধ।

গাণ্ডীব ধরিয়া পার্থ যুঝেন তখন।
ছিন্নভিন্ন করিলেন কুরুসেনাগণ॥
কেহ ডাকে মাতা পিতা কেহ চাহে জল।
সাহসে শকুনি যুঝে বাহিনী বিকল॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ যুঝে রাজা দুর্য্যোধন।
মহাঘোর যুদ্ধ হয় ঘোর দরশন॥
বাণে কাটি পাড়ে বাণ রাজা-দুর্য্যোধন।
সৈন্যোপরি করিলেন বাণ বরিষণ॥
সন্ধান পূরিয়া আসে ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া কাটে সারথির শির॥
পঞ্চ বাণে ধনু কাটে ধ্বজছত্র আর।
বাণে খণ্ড খণ্ড রথ করিল রাজার॥
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল দুর্য্যোধন।
লাফ দিয়া সৈন্যমধ্যে পড়িল তখন॥
অপমান পেয়ে ধায় রাজা দুর্য্যোধন।
শকুনির কাছে আসি দিল দরশন॥
তবে রাজা কৃতবর্ম্মা মহাবলবান্।
ভীমসেন সহ যুঝে হয়ে সাবধান॥
ক্ষণেক রহিয়া তবে ভীম মহাবীর।
বাণেতে বিন্ধিল যোদ্ধাগণের শরীর॥
বাণে বাণ কাটে কৃতবর্ম্মা ক্রোধমন।
মহাকোপে আসে বীর পবননন্দন॥
যুদ্ধ করে কৃতবর্ম্মা করিয়া বিক্রম।
সমরে প্রচণ্ড দোঁহে নাহি পরিশ্রম॥
দুইজনে মহাযুদ্ধ করে বার বার।
তাহা দেখি যোদ্ধাগণ হৈল চমৎকার॥
ভীমসেন করে রণ অনেক বিশেষ।
নির্ম্মূল হইল সেনা অল্প অবশেষ॥
একা ভীম সর্ব্বসৈন্য করিল বিনাশ।
দেখিয়া কৌরবসৈন্য পাইল তরাস॥
সঞ্জয় বলিল রাজা শুন নিবেদন।
অশ্ব-আরোহণে রণে আছে দুর্য্যোধন॥
যোদ্ধাগণ কতগুলি আছয়ে সংহতি।
দেখিয়া কহেন পার্থ গোবিন্দের প্রতি॥
হের দেখ নির্লজ্জ পামর দুর্য্যোধন।
তবু ক্ষমা নাহি রণে বিনাশ কারণ॥
গোবিন্দ বলেন শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর।
আগু হয়ে মারহ পাপিষ্ঠ কুরুবর॥
অর্জ্জুন দেখহ সৈন্য প্রায় ভঙ্গমান।
ক্ষণেক করহ রণ হয়ে সাবধান॥
সঞ্জয় বলিল রাজা কি কব বিশেষ।
সকল হইল নষ্ট কিছু মাত্র শেষ॥
অবশেষ আছে তব দুইশত রথ।
ত্রিসহস্র পদাতিক অশ্ব পঞ্চশত॥

কৌরববাহিনী রাজা এই মাত্র শেষ।
জানিয়া অর্জ্জুন প্রতি কন হৃষীকেশ ॥
মহাধনুর্দ্ধর পার্থ রণে অনিবার।
তোমা হতে শত্রু সব হইল সংহার ॥
আজি ভুজবলে যুধিষ্ঠির অধিকারী।
রহিল তোমার যশ ত্রিভুবন ভরি ॥
আজি যুধিষ্ঠিরোপরে রবে রাজ্যভার।
আজি হৈল ক্রূর কুরুবংশের সংহার ॥
অর্জ্জুন বলিল প্রভু তব প্রসাদেতে।
সমরে বিজয়ী আমি হলেম জগতে ॥
কহিতে কহিতে যুদ্ধস্থলে ধনঞ্জয়।
বাণে বাণে করিলেন অন্ধকারময় ॥
মহাপরাক্রম পার্থ যেন ধনুর্ব্বেদ।
পঞ্চবাণে সুশর্ম্মার করে শিরশ্ছেদ ॥
তাহার তনয় কোপে রণে প্রবেশিল।
পার্থের নারাচ বাণে সেহ কাটা গেল ॥
রুষে ক্রোধে বৃকোদর ছাড়ে সিংহনাদ।
যুঝয়ে সমরে বীর নাহিক বিষাদ ॥
লক্ষসেন বীর গেল সমরের মুখে।
তাহারে বধিল ভীম পরম কৌতুকে ॥
তাহার অনুজ ছিল সমরে দুর্জ্জয়।
তাহারে মারিল বীর পবনতনয় ॥
শকুনি সহিত যুঝে সহদেব বীর।
লোহাকার বাণে বেঁধে জর্জ্জর শরীর ॥
শকুনি নিকটে আসে সহদেব বীর।
বাণেতে জর্জ্জর কৈল শকুনি-শরীর ॥
সম্বিত হইয়া উঠে পাইয়া চেতনা।
সিংহনাদ করে বীর পড়য়ে ঝঞ্ঝনা ॥
সৈন্য ভীত ভঙ্গমান দেখি কুরুবলে।
দুর্য্যোধন আশ্বাসিয়া রাখিল সকলে ॥
দেব-অবতার বীর সহদেব রোষে।
অবিশ্রান্ত ক্ষান্ত নহে বিশিখ বরিষে ॥
শকুনির ধনু কাটি ফেলে অবহেলে।
তার ধনু লয়ে যুদ্ধ করে সেহ বলে ॥
শকুনির নন্দন উলূক নাম ধরে।
পিতার সাহায্য হেতু আইল সমরে ॥
ভীমের সহিত রণ করে অনিবার।
ক্ষুরবাণে ভীম তারে করিল সংহার ॥
পুত্রশোকে যুঝে বীর মরণ ভাবিয়া।
নির্ভয়েতে ধনুর্গুণ সন্ধান পূরিয়া ॥
বাণে আচ্ছাদন কৈল মাদ্রীর নন্দনে।
ঝরিত রুধির অঙ্গ ভয় নাহি মনে ॥
মাদ্রীপুত্র মহাবীর মহাকোপভরে।
বাণে শকুনির তনু খান খান করে ॥
কোপে শক্তি লয় তুলি গান্ধার-কুমার।
নিক্ষেপ করিল তারে করিতে সংহার ॥
দুইখান শক্তি কাটে সহদেব বীর।
শক্তি ব্যর্থ গেল দেখি শকুনি অস্থির ॥
ভিন্দিপাল শক্তি ভল্ল পরশু তোমর।
শেল শূল জাঠি জাঠা যতেক অপার ॥
সন্ধান পূরিয়া কত শকুনি মারিল।
মাদ্রীসুত সহদেব সকলি কাটিল ॥
কাটিল সারথি রথ করি খণ্ড খণ্ড।
ক্ষুরবাণে কাটি পাড়ে তুরঙ্গের মুণ্ড ॥
বিরথী হইয়া বীর রহে দাঁড়াইয়া।
পরাক্রম গেল সব আতঙ্ক পাইয়া ॥
রথ হৈতে লম্ফ দিয়া পড়ে ভূমিতলে।
বিমুখ সংগ্রামে বীর পিঠ দিয়া চলে ॥
চঞ্চল চরণগতি নাহি বুদ্ধি বল।
করতালি দিয়া পাছু খেদাড়ে সকল ॥
ধিক্ ধিক্ ক্ষত্র হয়ে পালাইস্ কেনে।
ইহার অধিক ভাল সংগ্রামে মরণে ॥
অবলার প্রায় যাস্ ছাড়ি বীরপণা।
মরণ এড়াবি হেন না কর ভাবনা ॥
অপমান-বাক্য শুনি পুনঃ নেউটিল।
মরণ ভাবিয়া রণে আসিয়া পশিল ॥
রণভূমে পড়েছিল যত অস্ত্র তাই।
প্রাণপণে করে যুদ্ধ লইয়া সবাই ॥
যত অস্ত্র ফেলি মারে কাটে মহাবীর।
অবসন্ন হয়ে পড়ে গান্ধার সুবীর ॥
আগু হয়ে মাদ্রীপুত্র চুলে ধরি আনে।
শকুনি দুঃখের মূল সর্ব্বলোকে জানে ॥

পশুর সদৃশ করি শকুনিরে আনে।
কম্পমান কলেবর আছে অচেতনে॥
সহদেব বলে তুমি দুষ্টের প্রধান।
এই হেতু তোমা প্রতি নাহি ক্ষমাবান্॥
পাশায় যতেক দুঃখ দিল দুষ্টমতি।
উপহাস করিলে যে রাজার সংহতি॥
ভুঞ্জাব তাহার সুখ আজিকার রণে।
যে হাতে ধরিলে পাশা কপট বিধানে॥
সেই হাত অগ্রে কাটি অন্য তার পরে।
আজি রণে শিখাইব নরাধম তোরে॥
শকুনি বলিল মোরে মার দিব্যবাণ।
বধ কর কিন্তু না করিহ অপমান॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডন না যায়।
কাটি পাড় মুণ্ড যদি ক্ষমা নাহি হয়॥
এত শুনি দর্প করি সহদেব বীর।
পূর্ব্বদুঃখ মনে করি হইল অস্থির॥
অঙ্গুলি পর্য্যন্ত কাটি পাড়ে বাহুমূল।
পূরিল প্রতিজ্ঞা আজি শুন হে মাতুল॥
কাতরে শকুনি বীর করে ছটফটি।
ক্রোধে সহদেব বীর ফেলে মুণ্ড কাটি॥
কর্ম্ম অনুরূপ ফল বলে সর্ব্বলোকে।
পূর্ব্বের বিধানে ফল পাইল প্রত্যেকে॥
সময় পাইলে কর্ম্ম অবশ্য যে ফলে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল সব ভুঞ্জে এতকালে॥
শকুনি পড়িল রণে হৈল সিংহনাদ।
কুরুসৈন্য ভঙ্গ দিল গণিয়া প্রমাদ॥
পলাইতে নারে সবে যে পড়ে সম্মুখে।
প্রাণের সহিত মারে যারে আগে দেখে॥
সেনাগণ ভঙ্গ দিল যেবা ছিল শেষ।
একা দুর্য্যোধন মাত্র আছে অবশেষ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সেনাগণ নাশি।
শোকে নৃপতির মুখে নাহি আর হাসি॥
হইল পৃথিবী শূন্য জানি মহামতি।
অশ্ব ছাড়ি ভূমিতলে করিলেন গতি॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে কহ সঞ্জয় বিশেষ।
পাণ্ডবের সেনা কত আছে অবশেষ॥
সঞ্জয় বলেন শুন কুরুবংশপতি।
আছে যে পাণ্ডবদলে দ্বিসহস্র রথী॥
তুরঙ্গ অযুত শত সহস্র মাতঙ্গ।
লক্ষ পদাতিক আছে পাণ্ডবের সঙ্গ॥
যত সৈন্য ছিল সব বিনষ্ট হইল।
কৌরবের শেষ যেই এখন রহিল॥
কৃপ অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা দুর্য্যোধন।
শুনহ নৃপতি শেষ এই চারিজন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দুর্য্যোধনের দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ।

সঞ্জয় বলেন রাজা কর অবগতি।
আপন সমর শেষ দেখি মহীপতি॥
কুরুবলে সিংহ যেন ছিল মহারাজ।
দাবানল দহে যেন শুষ্ক বনমাঝ॥
অগাধ শুষিল যেন মহোদধি-জল।
পাণ্ডবে শুষিল তেন কৌরবের বল॥
অমাত্য বান্ধব যত সব হৈল হত।
সমর-সমাজে অনুকূল ছিল যত॥
শোকে লাজে অভিমানে না দেখি উপায়।
শূন্য হৈল বসুমতী জানিয়া নিশ্চয়॥
জয়-পরাজয় কর্ম্ম বিধির ঘটন।
আপনার শক্য নহে কর্ম্ম-নিবন্ধন॥
এত ভাবি দুর্য্যোধন চলিল সত্বর।
হস্তে গদা ধায় যেন মত্ত করিবর॥
সর্ব্বশূন্য অবশেষে দেখিয়া বিমন।
দ্বিতীয় বান্ধব নাহি সঙ্গে একজন॥
চিন্তাযুক্ত দুর্য্যোধন করিল গমন।
কেহ না দেখিল কোথা গেল দুর্য্যোধন॥
দৈবাৎ সঞ্জয় রণে আসিয়া মিলিল।
দেখি ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকিরে আদেশিল॥
দেখহ কৌরবপক্ষে আইল সঞ্জয়।
রাখিয়া কি কার্য্য এরে শীঘ্র কর ক্ষয়॥

তাহা শুনি সাত্যকি লইল খড়্গ করে।
বিনাশিতে সঞ্জয়ে ধাইল ক্রোধভরে ॥
অকস্মাৎ আসি সত্যবতীর নন্দন।
সাত্যকির প্রতি করিলেন নিবারণ ॥
তথা হৈতে আসিতেছে সঞ্জয় নগরে।
দেখিলেক পথে অতি দীন কুরুবরে ॥
গদা হাতে দুর্য্যোধন অতি দীনবেশ।
নেত্রে নীর ঝরে মুখে নাহি বাক্যলেশ ॥
দেখিয়া সঞ্জয়ে জিজ্ঞাসিল কুরুরায়।
কে আছে জীবিত কহ আমার সহায় ॥
সঞ্জয় কহিল আছে এই মাত্র সার।
কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা দ্রোণের কুমার ॥
এতেক শুনিয়া রাজা ছাড়িল নিঃশ্বাস।
অচেতন হইলেন মুখে নাহি ভাষ ॥
গদগদ ভাষে রাজা কহে সকরুণে।
এমন করিবে বিধি নাহি ছিল মনে ॥
জন্মিলে মরণ আছে না হয় অন্যথা।
অপমান যত কিছু সেই কাটা মাথা ॥
সঞ্জয় সকলি জান কি কহিব আর।
বিধি বিড়ম্বিল মোরে মজিল সংসার ॥
সর্ব্বনাশ করিলেন দারুণ বিধাতা।
জনকের স্থানে সব কহিবে বারতা ॥
কিছু না রহিল সেনা আমার সমাজ।
ত্বরিত গমনে যাহ যথা অন্ধরাজ ॥
আমার দৈবের কথা কহিবে বিশেষ।
নিশ্চয় হইনু এবে সবংশে নিঃশেষ ॥
বৃদ্ধকালে শোকে অন্ধ হইলেন তাত।
এখন আমার ভাগ্যে যা থাকে পশ্চাৎ ॥
কালপ্রাপ্ত হৈলে লোকে না শুনে বচন।
কালেতে সংহার করে দৈবের কারণ ॥
সুখ দুঃখ কর্ম্মভোগ বিধাতার বশ।
অনিত্য সংসার কিন্তু নিত্য কীর্ত্তি যশ ॥
আমার বাসনা তাত ছাড়হ এখন।
পুত্র মিত্র জ্ঞাতি আর ইষ্ট বন্ধুগণ ॥
সকল মরিল আমি জীবিত কেবল।
বংশনাশ হৈল মম জীবন বিফল ॥

বিফল জীবনে আর নাহিক বাসনা।
দৈবের নির্ব্বন্ধ এই না করি ভাবনা ॥
যাহ তুমি সঞ্জয় কহিও সমাচার।
ইহ পরলোকে দেখা নাহি হবে আর ॥
এত বলি হ্রদজলে করিল গমন।
প্রবেশ করিল দুঃখে রাজা দুর্য্যোধন ॥
সঞ্জয় চলিল তবে হয়ে বিষাদিত।
হইল সাক্ষাৎ পথে তিনের সহিত ॥
কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা অশ্বত্থামা আর।
জিজ্ঞাসিল সঞ্জয়ে কি কহ সমাচার ॥
মহারাজ দুর্য্যোধন আছেন কোথায়।
কি করিব মন দহে না দেখি উপায় ॥
শুষ্ক বন দহে যেন জ্বলন্ত আগুনে।
কহত সঞ্জয় কোথা পাব দুর্য্যোধনে ॥
শুনিয়া সঞ্জয় কহে বচন বিশেষ।
দুর্য্যোধন রাজা হ্রদে করিল প্রবেশ ॥
এত শুনি তিন বীর করিল প্রয়াণ।
উপনীত হৈল আসি হ্রদ সন্নিধান ॥
উদ্দেশে চলিল তারা শুনিয়া বারতা।
ধর্ম্মরাজ না জানেন দুর্য্যোধন কোথা ॥
নানামতে ভাই সবে করে অনুমান।
কোথা গেল দুর্য্যোধন না জানি সন্ধান ॥
দূত পাঠাইয়া দিল কৌরবের পুর।
আসি জিজ্ঞাসিল যথা আছয়ে বিদুর ॥
ক্ষত্তা বলে নাহি জানি রণ হৈল শেষ।
কোথা গেল কুরুরাজ না জানি বিশেষ ॥
দূত বলে রণ শেষ হইলেক যবে।
গদা হাতে পূর্ব্বমুখে রাজা গেল তবে ॥
ইহার অধিক আমি না জানি বারতা।
বিস্মিত বিদুর শুনি এই সব কথা ॥
সমর জিনিয়া সবে চলিল শিবির।
দুর্য্যোধন হেতু চিন্তান্বিত যুধিষ্ঠির ॥
আপন শিবিরে যান ধর্ম্ম নরপতি।
ধৃতরাষ্ট্র প্রতি কহে সঞ্জয় সুমতি ॥
শুনিয়া সঞ্জয়-বাক্য অন্ধ নরপতি।
শোকেতে ব্যাকুল হয়েছন্ন হৈল মতি ॥

হাহা পুত্র কোথা গেল রাজা দুর্য্যোধন।
কেন প্রাণ আছে মম না জানি কারণ॥
জন্মে জন্মে কত পাপ করিয়াছি আমি।
সে কারণে হইলাম শোক-সিন্ধুগামী॥
দুর্য্যোধন বলি ডাকে কোথা দুঃশাসন।
কভু কর্ণ বলি ডাকে কভু ডাকে দ্রোণ॥
পুত্র পৌত্র বন্ধু আর অমাত্য সকল।
পড়িল সকল বীর রণে মহাবল॥
কতেক ডাকিব আর কত পড়ে মনে।
সমুদ্রের ঢেউ যেন বহে সমীরণে॥
একাদশ অক্ষৌহিণী-পতি দুর্য্যোধন।
তাহার এ গতি হৈল দৈবের কারণ॥
ধৃতরাষ্ট্র শোকে কান্দে পড়িয়া ধরণী।
এমন করিবে বিধি মনে নাহি জানি॥
বৃদ্ধ অন্ধ মাতা-পিতা না করিল মনে।
নিষ্ঠুর হইয়া গেল রাজা দুর্য্যোধনে॥
পুত্রহীন বৃদ্ধকালে জীবনে মরণ।
সহায় সম্পত্তি নাহি কি করি এখন॥
অনাথ করিয়া গেল যত আপনারে।
অমাত্য বান্ধব পুত্র গেল সুরপুরে॥
পক্ষহীন পক্ষী যেন রহিল পড়িয়া।
জলহীন মীন যেন মরয়ে ভাবিয়া॥
পুণ্যহীন দেহ যেন ফলহীন বৃক্ষ।
বিষহীন সর্প যেন ধনহীন লোক॥
হস্ত হৈতে রত্ন যেন গেল ছাড়াইয়া।
প্রাণহীন দেহ যেন রহিল পড়িয়া॥
রাজ্যভোগ তৃণ সম ছাড়ি গেলে তুমি।
কি গতি হইবে সদা এই চিন্তি আমি॥
কেন না লইলে মোরে সঙ্গেতে করিয়া।
বৃদ্ধ পিতা মাতা কেন গেলে বিসর্জ্জিয়া॥
বধূগণ অনাথিনী হারাইয়া কুল।
কেমনে ধরিবে প্রাণ হইয়া আকুল॥
সুরাসুরজয়ী যেই গঙ্গার নন্দন।
শিখণ্ডীর হাতে হৈল তাঁহার নিধন॥
ভগদত্ত বীর আদি যত যোদ্ধাগণ।
কর্ণ মহাবীর সেই সংগ্রামে নিপুণ॥
তাহারে মারিল পার্থ সংগ্রামে দুর্জ্জয়।
শত পুত্রে মারে মম পবন-তনয়॥
যার যত পরাক্রম করিল সকল।
ভাগ্যহীন হেতু তাহা হইল বিফল॥
কতেক কহিব দুঃখ কহনে না যায়।
ভাবিতে চিন্তিতে মম হৃদয় শুকায়॥
ভীমের বচন আর সহিতে না পারি।
শোকেতে কাতর হৈল গান্ধারকুমারী॥
শুনহ সঞ্জয় মম এই দৃঢ় আশ।
অনলে পড়িব নহে যাব বনবাস॥
সঞ্জয় বলেন রাজা শুনহ বচন।
জয় পরাজয় দেখ বিধির ঘটন॥

ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয় সংবাদ।

সঞ্জয় বলেন শুন অন্ধ নরপতি।
কালবশে দুর্য্যোধন পাইল দুর্গতি॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি সমরে দুর্জ্জয়।
একে একে বিনাশিল বীর ধনঞ্জয়॥
যাহার সহায় কৃষ্ণ কমললোচন।
তাহার সর্ব্বদা বশ এ তিন ভুবন॥
দুর্য্যোধন কত কৈল পাণ্ডব-কারণ।
জতুগৃহ করিলেক বধিতে জীবন॥
তথা হৈতে নিজ দেশে আসি পুনর্ব্বার।
রাজসূয় যজ্ঞ কৈল পৃথিবীর সার॥
সম্পদ দেখিয়া তার দুঃখী হৈল মন।
পাশা খেলাইল পুনঃ হিংসার কারণ॥
হারিয়া পাণ্ডব পুনঃ গেল বনবাস।
ধন ছিল রাজ্য ছিল সবেতে নিরাশ॥
কাম্যবনে বসতি করিল কতদিন।
দুঃখের নাহিক সীমা হয়ে ধনহীন॥
কতদিনে দুর্য্যোধন গেল সেই বনে।
ঘোষযাত্রা করি গেল প্রভাসের স্থানে॥
গন্ধর্ব্বের সনে তথা হইল সমর।
গন্ধর্ব্বে বান্ধিয়া নিল স্বর্গের উপর॥

যুধিষ্ঠির সন্নিধানে আর যত রাণী।
বিনয় বচনে তুষে সবে ধর্ম্মমণি॥
সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্ম কহিল পার্থেরে।
গন্ধর্ব্বে জিনিয়া আন দুর্য্যোধন বীরে॥
আজ্ঞামাত্র ধনঞ্জয় গিয়া সেইক্ষণে।
গন্ধর্ব্ব সহিত আনে রাজা দুর্য্যোধনে॥
যুধিষ্ঠির রাজা দেখি বলিল বিস্তর।
হেন কর্ম্ম কদাচিত না করিহ আর॥
দোঁহারে বিদায় করি দিল যুধিষ্ঠির।
অভিমানে গেল সবে আপন মন্দির॥
তবে কত দিনান্তরে রাজা দুর্য্যোধন।
জয়দ্রথে পাঠাইল দ্রৌপদী কারণ॥
শূন্যপথে জয়দ্রথ সদা ফিরে বনে।
রথ-আরোহণ করি সদা চিন্তে মনে॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
শূন্যবন দেখি দুষ্ট হরিল তখন॥
দ্রৌপদী হরিয়া লয়ে যায় দুষ্টমতি।
রথেতে ক্রন্দন করে কৃষ্ণা গুণবতী॥
হেনকালে তথা আইলেন ভীমসেন।
তথা হৈতে দ্রৌপদীর স্বর শুনিলেন॥
দ্রৌপদীরে লৈয়া যায় জয়দ্রথ বীর।
দেখি তবে দুই ভাই হইল অস্থির॥
কপিধ্বজ-রথে চড়ি ধরিল তাহারে।
অনেক ভর্ৎসনা কৈল বিবিধ প্রকারে॥
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন।
যথা ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ আছে নিরূপণ॥
এইরূপে কহিল সঞ্জয় মহামতি।
শুনিয়া নিঃশব্দ হৈল অন্ধ নরপতি॥
এইরূপে শোকাকুল অন্তঃপুরে যত।
বিদুর প্রভৃতি কান্দে হয়ে মৌনব্রত॥
তথা যুধিষ্ঠির রাজা করেন ভাবনা।
দুর্য্যোধন কোথা গেল কহ সর্ব্বজনা॥
তবে ধর্ম্ম নরপতি বিচারিল মনে।
যুযুৎসুরে কহে রাজা মধুর বচনে॥
হস্তিনানগরে তুমি হও আগুসার।
জ্যেষ্ঠতাতে বল গিয়া সব সমাচার॥
গান্ধারী বিদুর আর অম্বিকানন্দনে।
সমভাবে নমস্কার কর সর্ব্বজনে॥
শোকাকুল হয়ে সবে করেন ক্রন্দন।
আপনি সবারে যত্নে করিবে সান্ত্বন॥
কৃষ্ণ ভীমার্জ্জুন সবে দিল অনুমতি।
প্রণাম যুযুৎসু তবে চলে শীঘ্রগতি॥
শঙ্খনাদ করি যায় হস্তিনা ভবন।
অন্তঃপুরে আসি সবে দিল দরশন॥
গান্ধারী বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের চরণে।
প্রণমিয়া দাণ্ডাইল সবা বিদ্যমানে॥
সঞ্জয় বলিল শুন অন্ধ-নৃপবর।
যুযুৎসু আসিল এই তোমার কোঙর॥
শুনিমাত্র ধৃতরাষ্ট্র পুত্র কৈল কোলে।
স্নান করাইল তারে নয়নের জলে॥
গান্ধারী প্রভৃতি নারী কান্দিতে কান্দিতে
আসিল সত্বরে সবে যুযুৎসু দেখিতে॥
বিপরীত বেশ সবে মুক্ত কেশ বাস।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সবে ছাড়িয়া নিশ্বাস॥
বিদুর সঞ্জয় আদি যুযুৎসু তখন।
জনে জনে সবাকারে করিল সান্ত্বন॥
হেথা দুর্য্যোধন রাজা দ্বৈপায়ন হ্রদে।
কুলক্ষয় করি সেথা রহিল বিষাদে॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য মম ছিল।
একে একে ভীম সব সংহার করিল॥
মুনি বলে অবধান কর নরপতি।
পরিণামে লাভ বিনা হয় হেন গতি॥
যথা ধর্ম্ম তথা জয় জানিহ রাজন।
যথা ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ বেদের বচন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি॥
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত।
এতদূরে শল্যপর্ব্ব হইল সমাপ্ত॥

শল্যপর্ব্ব সমাপ্ত।

সচিত্র অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত

গদাপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

সসৈন্যে যুধিষ্ঠিরের হ্রদ নিকটে গমন।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকাইল দুর্য্যোধন॥
পাণ্ডবের সৈন্যগণ খুঁজিয়া বেড়ায়।
দুর্য্যোধন রাজারে দেখিতে নাহি পায়॥
আপন শিবিরে যান ধর্ম্ম নরবর।
দুর্য্যোধনে খুঁজিতে তবে পাঠান চর॥
এত শুনি জিজ্ঞাসিল রাজা জন্মেজয়।
কহিলে অপূর্ব্ব কথা মুনি মহাশয়॥
কুরুকুলপতি মহারাজ দুর্য্যোধন।
হ্রদমধ্যে কি প্রকারে রহিল তখন॥
কি উপায় করিলেন পিতামহগণ।
শুনিবারে বাঞ্ছা বড় বল তপোধন॥
মুনি বলে অবধান কর নরপতি।
যেইমতে হত দুর্য্যোধন দুষ্টমতি॥
যুদ্ধে অপমান পেয়ে হয়ে দুঃখী মন।
হ্রদমধ্যে প্রবেশিল যদি দুর্য্যোধন॥
ভ্রাতৃ বন্ধু সহ তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
দুর্য্যোধনে অন্বেষিতে যান মহাবীর॥
বন উপবন খুঁজিলেন নানাদেশ।
না পাইয়া দুর্য্যোধনে ভাবেন বিশেষ॥
মারিয়া বিপক্ষ করিলাম কোন্ কার্য্য।
পুনরপি দুর্য্যোধন লইবেক রাজ্য॥
পুনর্ব্বার আসি দুষ্ট করিবেক রণ।
পলাইয়া আছে কোথা রাজা দুর্য্যোধন॥
এত ভাবি বসিয়া আছেন ধর্ম্মরায়।
হেথা তিন বীর দুর্য্যোধন কাছে যায়॥
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ সুপণ্ডিত।
হ্রদের নিকটে গিয়া হৈল উপনীত॥
জলস্তম্ভে দুর্য্যোধন আছেন নির্জ্জনে।
হ্রদের উপরে থাকি ডাকে তিনজনে॥
উঠ উঠ রাজা যুদ্ধে না হও বিমুখ।
যুধিষ্ঠিরে জিনিয়া ভুঞ্জহ রাজ্যসুখ॥
পলাইয়া কেন তুমি পাও অধোগতি।
রণেতে কাতর নহে ক্ষত্রিয় এমতি॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব করিব সংহার।
রাখিতে নারিবে কৃষ্ণ সহায় তাহার॥
তা সবার বাক্য শুনি বলে দুর্য্যোধন।
বড় ভাগ্যে রক্ষা পেলে তোমা তিনজন।
যে বলিলে সে সম্ভবে তোমা সবাকায়।
যুদ্ধে জয়ী হব তোমা সবার কৃপায়॥
পড়িল আমার সৈন্য নাহি একজন।
পাণ্ডবের সৈন্য সব করে মহারণ॥
একেশ্বর যুদ্ধ করা নহে সমুচিত।
বলবন্ত সহিত সংগ্রামে নহে হিত॥
তবে অশ্বত্থামা বহু দর্পের আগার।
প্রতিজ্ঞা করিল করি মহা অহঙ্কার॥
মারিব একাকী আমি সব পরদল।
উঠ দুর্য্যোধন না হইও হীনবল॥
পাঞ্চালক সোমবংশ করিব সংহার।
আমার প্রতিজ্ঞা এই শুন সারোদ্ধার॥

পাঞ্চালে না মারি যদি কবচ এড়িব।
ধিক্ অকারণ ব্যর্থ শরীর ধরিব॥
এ নহে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম শুন মহারাজ।
প্রাণপণে যুদ্ধ করি সাধিব স্বকাজ॥
শুন মহারাজ তুমি নাহি কর ভয়।
চারি বীরে বিনাশিব বিপক্ষনিচয়॥
এই তিন থাকিতে তোমার কেন ডর।
পুনরপি চারি বীরে করিব সমর॥
হয় ধনঞ্জয়ে জিনি পুনঃ রাজ্য পাব।
নহে বা সমরে পড়ি সদ্য স্বর্গে যাব॥
হেন জানি দুর্য্যোধন রণে দেহ মন।
চারি মহাবীরেতে করিব মহারণ॥
হেন কথা শুনি বলে রাজা দুর্য্যোধন।
শুন মহাবীর সব আমার বচন॥
প্রাণেতে পীড়িত আমি শুন তিন বীর।
অস্ত্রাঘাতে ভগ্ন মম সকল শরীর॥
রণ জিনিবারে যদি করিয়াছ মন।
আজি নিশি বঞ্চিয়া কালি করিব রণ॥
এই কথা-আলাপে আছেন চারিজন।
পশু মারিবারে ব্যাধ গেল সেই বন॥
ভীমের তোষণ লাগি মৃগয়া করিয়া।
সেই হ্রদে জলপানে গেল মৃগ লৈয়া॥
সেই ব্যাধ শুনিল সকল সমাচার।
ব্যাধ বলে বড় কর্ম্ম হইল আমার॥
যাহারে খোঁজেন সদা রাজা যুধিষ্ঠির।
হ্রদে লুকাইয়া আছে সেই কুরুবীর॥
যুধিষ্ঠিরে কহিলে এ সব বিবরণ।
আনন্দিত হইবেন পাণ্ডুর নন্দন॥
এত ভাবি ব্যাধ সেই হরষিত মনে।
দ্রুত গিয়া নিবেদিল ভীমের চরণে॥
শুনি ভীমসেন হৈল হরষিত মন।
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে কহিল তখন॥
জলমধ্যে দুর্য্যোধন করিল আশ্রয়।
কুলের কলঙ্ক পাপ বড়ই দুর্জ্জয়॥
ভীমের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
ভ্রাতৃ বন্ধু সহ হৈল আনন্দে অস্থির॥

যথা আছে জলমধ্যে রাজা দুর্য্যোধন।
তথাকারে বীর সব করিল গমন॥
কৃষ্ণে আগু করি সবে তথা গেল চলি।
পাণ্ডুর নন্দন সব বলে মহাবলী॥
সৈন্য সহ চলিলেন রাজা যুধিষ্ঠির।
যথা জলমধ্যে আছে দুর্য্যোধন বীর॥
কটকের নিনাদ হইল বিপরীত।
শব্দ শুনি চারি বীর হৈল বড় ভীত॥
কৃপ কৃতবর্ম্মা বলে হইল অকাজ।
সৈন্য সহ আইলেন যুধিষ্ঠির রাজ॥
কি করিব মহারাজ বলহ উপায়।
কোন্ আজ্ঞা হয় দুর্য্যোধন কুরুরায়॥
দুর্য্যোধন বলে হও তোমরা অন্তর।
আমি মায়া করি থাকি জলের ভিতর॥
রাত্রি অবসানে সবে হব একস্থান।
যুধিষ্ঠিরে মারি পুনঃ লভিব সম্মান॥
রাজার বচনে চলি গেল তিন বীর।
নরপতি ডুবাইল সলিলে শরীর॥
তিনজন বনমধ্যে করিল নিবাস।
রাজারে স্মরিয়া ঘন ছাড়িল নিশ্বাস॥
নানামতে শোক-দুঃখ করে তিনবীর।
হেনকালে তথা আইলেন যুধিষ্ঠির॥
হ্রদতীরে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণে জিজ্ঞাসেন।
জলমধ্যে দুর্য্যোধন কেমনে আছেন॥
ধর্ম্মরাজ-বাক্য শুনি বলিল শ্রীহরি।
মায়াবন্ত দুর্য্যোধন আছে মায়া করি॥
মন্ত্রের প্রভাবে আছে সেই দুরাচার।
উপায়েতে রাজা দেখা পাইবে তাহার॥
মায়া করি ইন্দ্র সব দানবে দলিল।
বামন হইয়া হরি বলিরে ছলিল॥
উপায়েতে কার্য্যসিদ্ধি করে বিজ্ঞজনে।
চিন্তহ উপায় রাজা আমার বচনে॥
তোমা হৈতে অভিমানী বড় দুর্য্যোধন।
সহিতে না পারে কভু নিন্দিত বচন॥

যুধিষ্ঠির-দুর্য্যোধন-সংবাদ।

এত শুনি যুধিষ্ঠির বলেন রাজায়।
জলের ভিতরে কেন রয়েছ মায়ায়॥
ভ্রাতৃ বন্ধু বান্ধবেরে মারিয়া পামর।
আপনার প্রাণ লাগি হইলি কাতর॥
জলে বাস কর যদি ওরে কুলাধমা।
তথাচ মারিব তোরে না করিব ক্ষমা॥
তোরে না মারিলে ক্ষমা নাহিক আমার।
হেন জানি যুদ্ধ আসি কর দুরাচার॥
যুধিষ্ঠির যদি বলিলেন কুবচন।
সহিতে না পারি তাহা কহে দুর্য্যোধন॥
শুন যুধিষ্ঠির তুমি বেষ্টিত সৈন্যেতে।
একেশ্বর আমি আছি গদা লয়ে হাতে॥
একাকী করিব রণ শুন ধর্ম্মরায়।
অনিয়ম রণ করিবারে না যুয়ায়॥
গদাযুদ্ধ করিবারে কর নিরূপণ।
আমার সহিত ভীম করুক যে রণ॥
এত শুনি তারে পুনঃ বলে নৃপবর।
উঠ শীঘ্র ভীম সঙ্গে গদাযুদ্ধ কর॥
এত শুনি দুর্য্যোধন আনন্দিত হয়ে।
জল হৈতে উঠিল হাতে গদা লয়ে॥
দুর্য্যোধনে দেখি ভীম গদা লয়ে ধায়।
মস্তকোপরি গদা অবিরাম ঘুরায়॥
একেশ্বর দুর্য্যোধন তবে ক্রোধ করি।
ভীমসেন-অগ্রে দাণ্ডাইল গদা ধরি॥
গদাহস্তে দাণ্ডাইয়া আছে দুইজন।
হেনকালে শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন॥
মিলিল দেখিতে যুদ্ধ শূন্যে দেবগণ।
হেনকালে তথা আসে রেবতীরমণ॥
তীর্থযাত্রা করি রাম পৃথিবী ভ্রমিয়া।
দ্বৈপায়ন-হ্রদে রাম উপনীত গিয়া॥

বলদেবের তীর্থযাত্রা বিবরণ।

জন্মেজয় বলিলেন কহ মুনিবর।
তীর্থযাত্রা করিলেন কেন হলধর॥
কহেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন্।
তীর্থযাত্রা-কথা কহি ইথে দেহ মন॥
নৈমিষ কাননে শৌনকাদি মুনিগণ।
বসিয়া করেন মহাভারত-শ্রবণ॥
শ্রীসূত গোস্বামী গ্রন্থ করেন পঠন।
মুনি ষাটি সহস্রেক করেন শ্রবণ॥
ব্যাসাসনে বসিয়া কথক সূত মুনি।
কহেন ভারত-কথা বিজ্ঞ চূড়ামণি॥
এই কালে সেখানে গেলেন বলরাম
মুনিগণে সাদরেতে করেন প্রণাম॥
মুনিগণ দিল তাঁরে দিব্য কুশাসন।
পরস্পর হইল কুশল জিজ্ঞাসন॥
সূত মুনি বসিয়াছে আসন উপর।
রামে অভ্যর্থনা নাহি করে মুনিবর॥
মনে করে সর্ব্ব মুনি নিত্য মোরে সেবে।
সবাকে প্রণাম করে আসি বলদেবে॥
বিশেষ রয়েছি ব্যাস-আসন উপর।
মম সমাদরযোগ্য নাহি হলধর॥
এই বিবেচনা করি রহিল আসনে।
সমাদর না করিল রেবতীরমণে॥
বলরাম জানি তবে সূত-অহঙ্কার।
মনে মনে করিলেন এমত বিচার॥
কোন্ ছার সূত নাহি করে সম্বর্দ্ধনা।
মারিব উহারে দেখি রাখে কোন্ জনা॥
ডাকি রাম কহে ওরে সূত নীচজাতি।
এবে জানিলাম আমি তোমার প্রকৃতি॥
সমাদর আমারে না কর অহঙ্কারে।
মোরে আজ্ঞা কর আমি করি সেইমতে॥
এখনি মারিব তোরে সবার সাক্ষাতে।
নিজ কর্ম্মদোষেতে ঠেকিলে মম হাতে॥
সূত বলে শুন প্রভু বচন আমার।
অপরাধ করিনু কি অগ্রেতে তোমার॥
ব্যাসের আসনে আমি আছি যে বসিয়া।
কিমতে উঠিব আমি তোমারে দেখিয়া॥
ব্যাসাসনে থাকি যদি উঠি তাহে দোষ।
এই হেতু মোরে নাথ না কর আক্রোশ॥

সূত যদি এতেক কহিল হলধরে।
কম্পমান হয়ে রাম উঠে ক্রোধভরে॥
হলে আকর্ষিয়া সূতে আনিয়া নিকটে।
খড়্গ দিয়া মস্তক কাটেন এক চোটে॥
দেখি হাহাকার করে যত মুনিগণ।
কি হইল বলি সবে করয়ে রোদন॥
হায় হায় করিলেন তপস্বী-সমাজ।
সবে বলে রাম না করিলে ভাল কাজ॥
ব্রহ্মবধ-পাপ তব হৈল মহাশয়।
করিলে দারুণ কর্ম্ম পাপে নাহি ভয়॥
পরম পণ্ডিত সূত ধর্ম্মেতে তৎপর।
সকল পুরাণ পাঠে ব্যাসের সোসর॥
ব্রাহ্মণ্য দিলেন ব্যাস দেখি জ্ঞানবান্।
হেনজনে বধ কর অদ্ভুত বিধান॥
তোমারে না শোভে হেন কর্ম্ম দুরাচার
ব্রহ্মবধ কর রাম কি বলিব আর॥
সূতের কারণে মুনিগণ ভাবে দুঃখ।
লজ্জাতে মলিন রাম হন অধোমুখ॥
অন্তর্যামী ব্যাস পরাশরের নন্দন।
অকস্মাৎ আইলেন নৈমিষ-কানন॥
তাঁরে দেখি শৌনকাদি মুনির সমাজ।
পাদ্য অর্ঘ্যাদি দিয়া পূজিল মুনিরাজ॥
রাম আসি প্রণমেন মুনির চরণে।
আশীর্ব্বাদ করিলেন মুনি শান্তমনে॥
দেখিয়া রামের কর্ম্ম ব্যাস তপোধন।
লাগিলেন কহিবারে করুণ বচন॥
সূতে বধ করি রাম কি কার্য্য করিলে।
সূতের নিধনে রাম ব্রহ্মবধী হৈলে॥
অষ্টাদশ পুরাণ আমি রচিয়া সার।
দিলাম সে সকলের পাঠে অধিকার॥
চৌদ্দ শাস্ত্র চারি বেদ আর যত শাখা।
ব্রাহ্মণ্য সূতেরে দিয়া করিলাম দীক্ষা॥
আগম প্রভৃতি আর আছে তন্ত্র যত।
আমার বরেতে সূত ছিল অবগত॥
অকারণে বধ রাম করিলে তাহারে।
ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ হইল তোমারে॥
রাম কন না জানিয়া হৈল দুষ্টাচার।
এ পাপ হইতে মোরে করহ উদ্ধার॥
কেমনে হইব পার এ পাপ হইতে।
মোরে আজ্ঞা কর আমি করি সেইমতে॥
ব্যাস কহিলেন যত তীর্থ পৃথিবীতে।
অনুক্রমে পার যদি ভ্রমণ করিতে॥
যতি হ'য়ে ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ করিয়া।
চান্দ্রায়ণ করি তীর্থ আইস ভ্রমিয়া॥
কর যজ্ঞ হোম আর ব্রাহ্মণ-ভোজন।
নানা দান দিবে দ্বিজে অতিথি-সেবন॥
ইত্যাদি কহিয়া ব্যাস গেলেন স্বস্থান।
তীর্থযাত্রা হেতু রাম করেন বিধান॥
সূতের তনয় ছিল নাম তার সৌতি।
ডাকিয়া আনেন তারে রেবতীর পতি॥
কহিলেন কর পিতৃশ্রাদ্ধ ও তর্পণ।
শ্রাদ্ধ করি করাইল ব্রাহ্মণ-ভোজন॥
পুনঃ তারে বলদেব করি আমন্ত্রণ।
পুরাণ-পাঠের হেতু করেন বরণ॥
ব্যাসাসনে সৌতিরে বসান হলধর।
দেখি মুনিগণ হৈল সহর্ষ-অন্তর॥
বিদায় হইয়া তবে দেব হলপাণি।
চলিলেন তীর্থযাত্রা করিতে আপনি॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন্।
কহিব অপূর্ব্ব কথা অতি পুরাতন॥
কৌরব পাণ্ডবে পাশা খেলাইল যবে।
বলরাম তীর্থ হেতু চলিলেন তবে॥
জন্মেজয় বলিলেন কহ বিবরিয়া।
কোন্ কোন্ তীর্থে রাম গেলেন ভ্রমিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ॥

—

বশিষ্ঠ-তীর্থ-বিবরণ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
যেই যেই তীর্থে রাম করিলেন গতি॥
একমন হইয়া শুনহ নরবর।
ইহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় নর॥

গেলেন বশিষ্ঠ-তীর্থে সরস্বতী-তীরে।
স্নান করি দান করিলেন ধনার্থীরে ॥
ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইল বলরাম।
অতিথি সেবিয়া পূর্ণ করিলেন কাম ॥
রাজা বলে সেই তীর্থ হৈল কি কারণ।
বশিষ্ঠতীর্থের কথা কহ তপোধন ॥
মুনি বলে অবগতি কর মহারাজ।
যে হেতু বশিষ্ঠতীর্থ শুন তার কাজ ॥
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠেতে বিবাদ সতত।
পূর্ব্বে কহিয়াছি আমি হয়েছ বিদিত ॥
বড়ই তেজস্বী ক্রোধী মুনি বিশ্বামিত্র।
যুক্তিতে মারিল বশিষ্ঠের শত পুত্র ॥
সৌদাস রাজারে ব্রহ্মরাক্ষস করিয়া।
বশিষ্ঠের পুত্রে মুনি দেখাইল নিয়া ॥
শক্তিরে ধরিয়া রাজা করিল ভক্ষণ।
গর্ভমধ্যে আছিল যে শক্তির নন্দন ॥
পরাশর হইলেন বংশের রক্ষণ।
তাঁর পুত্র হইলেন ব্যাস তপোধন ॥
এই বিসম্বাদ দোঁহে রাত্রি দিবা আছে
বশিষ্ঠ করেন স্থিতি সরস্বতী কাছে ॥
পূর্ব্বকূলে বশিষ্ঠের আশ্রম সুন্দর।
তথা রহি তপস্যা করেন মুনিবর ॥
বশিষ্ঠের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সতত করিতে।
বিশ্বামিত্র রহিলেন পশ্চিম কূলেতে ॥
কিছুকাল উভয়ে থাকিত দুই পারে।
বশিষ্ঠের ইচ্ছা নাহি দ্বন্দ্ব করিবারে ॥
কলহে আসক্ত বড় বিশ্বামিত্র হয়।
নিরন্তর বশিষ্ঠের খুঁজে ছিদ্রচয় ॥
অগাধ সলিল বহে নাহি পারাপার।
দুজনে দেখিতে পান আশ্রম দোঁহার ॥
বশিষ্ঠের মনে নাহি কলহ বিবাদ।
বিশ্বামিত্র চাহে বশিষ্ঠের অপরাধ ॥
একদিন বিশ্বামিত্র আশ্রমে বসিয়া।
সরস্বতী নদীরে ডাকিল আশ্বাসিয়া ॥
বিশ্বামিত্র-ভয়ে ভীতা সদা সরস্বতী।
সাক্ষাৎ করিল গিয়া ধরিয়া আকৃতি ॥
বিশ্বামিত্র কহে শুন নদী সরস্বতী।
এক কথা কহি আমি কর অবগতি ॥
বশিষ্ঠে আমাতে দ্বন্দ্ব আছে পূর্ব্বাপর।
বিশেষ জানহ তুমি সব অতঃপর ॥
বশিষ্ঠ আছেন যোগে বসিয়া আসনে।
অন্তর্বাহ্য জ্ঞান তার নাহিক কখনে ॥
জলে একাকার করি ভাসাও মুনিরে।
অবিলম্বে বশিষ্ঠেরে আনহ এ পারে ॥
শুনি সরস্বতী ভয়ে করিল স্বীকার।
কি জানি শাপিতে পারে মুনি দুরাচার ॥
আপনার স্থানে যান নদী সরস্বতী।
নিশামধ্যে জলে পূর্ণা হইলেন অতি ॥
বশিষ্ঠের আশ্রম ভাঙ্গিয়া স্রোতজলে।
বশিষ্ঠে আনিল ভাসাইয়া পরকূলে ॥
বশিষ্ঠ আছেন ধ্যানে কিছু নাহি জ্ঞান।
উপনীত করালেন বিশ্বামিত্র-স্থান ॥
দেখি বিশ্বামিত্র বড় আনন্দিত হৈয়া।
সরস্বতী প্রতি কহে আশ্বাস করিয়া ॥
বশিষ্ঠেরে আপনি রাখহ এইখানে।
খড়্গ আনি গিয়া আমি ইহার নিধনে ॥
ভয়ে সরস্বতী বড় হইল ফাঁফর।
অঙ্গীকার করিলেন করি যোড়কর ॥
বিশ্বামিত্র খড়্গ আনিবারে গেল যদি।
ভয়েতে ভাবিতে লাগিলেন পুণ্যনদী ॥
বড়ই দুর্ব্বার বিশ্বামিত্র মুনিরাজ।
বশিষ্ঠে আনিয়া নাহি কৈনু ভাল কাজ ॥
আপন আশ্রমে মুনি আছিল বসিয়া।
এ পারে আনিনু আমি জলে ভাসাইয়া ॥
আমা হৈতে মুনিবর ত্যজিবেক প্রাণ।
ব্রহ্মবধী হব আমি জানিনু বিধান ॥
ব্রহ্মবধ পাপ নাহি খণ্ডে কদাচন।
আপন কর্ম্মের দোষে হারানু দুকূল ॥
বিশ্বামিত্র অভিশাপ যদি দেয় মোরে।
কৃপাবলে কোন্ দেব উদ্ধারিতে পারে ॥
ব্রহ্মহত্যা-পাপ ভয়ে কম্পিত অন্তর।
মুনিরে বাঁচাই আমি যা করে ঈশ্বর ॥

এত ভাবি বশিষ্ঠেরে পুনঃ ভাসাইয়া।
নিজাশ্রমে পুনর্ব্বার স্থাপিল লইয়া॥
মুনিরে রাখিয়া সরস্বতী লুকাইল।
খড়্গ লয়ে বিশ্বামিত্র সে স্থানে আইল॥
দেখিল বশিষ্ঠ গেল নিজ তপোবনে।
সরস্বতী নদী আর নাহি সেই স্থানে॥
মহাক্রুদ্ধ হ'য়ে বলে বিশ্বামিত্র মুনি।
আমারে হেলন তুই করিলি পাপিনী॥
ইহার উচিত ফল দিব এবে তোরে।
তোরে শাপ দিব তাহা কে খণ্ডাতে পারে॥
রজস্বলা হও তুমি দিলাম এ শাপ।
শোণিত হউক সদা তব সব আপ॥
আজ্ঞামাত্রে সরস্বতী রজস্বলা হৈল।
দেখি রাক্ষসগণ হৃষ্ট হয়ে ধাইল॥
প্রেত ভূত পিশাচ আনন্দ সবাকার।
অনায়াসে রক্তপান করে অনিবার॥
রাক্ষস আদির বড় হইল আনন্দ।
রাজঋষি দেবঋষিগণ নিরানন্দ॥
সরস্বতী স্নান নাহি করে মুনিগণ।
হাহাকার করিয়া কহেন সর্ব্বজন॥
ধর্ম্মপথ বিনাশিল বিশ্বামিত্র মুনি।
সংসারে হইল হেন কুযশ-কাহিনী॥
নারদ দেবর্ষি গিয়া ব্রহ্মারে কহিল।
সরস্বতী নদী বিশ্বামিত্র বিনাশিল॥
রজস্বলা হও বলি অভিশাপ দিল।
আদ্য অন্ত সর্ব্ব স্থানে রক্ত জল হৈল॥
স্নান তর্পণাদি নাহি হৈল সবাকার।
শোণিত হইল জল রাক্ষস-আহার॥
ইহার উপায় প্রভু করহ আপনি।
শুনি নারদের বাক্য কন পদ্মযোনি॥
শিবের সেবা করুক যত মুনিগণ।
উপায় না দেখি কিছু বিনা ত্রিলোচন॥
ত্রিলোচন তুষ্ট হৈলে সকল মঙ্গল।
রক্তজল দূর হয়ে হবে পূর্ব্বজল॥
এতেক শুনিয়া মুনি ব্রহ্মার বচন।
সরস্বতী-তীরে গেল যথা মুনিগণ॥
ব্রহ্মার বচন সবে কহিল সাদরে।
আজ্ঞা করিলেন ব্রহ্মা শিবে সেবিবারে॥
মহেশ সদয় হৈলে হইবেক জল।
আরাধনা কর সবে সেবক-বৎসল॥
ইহা কহি দেবঋষি করেন গমন।
ব্রাহ্মণেরা করিলেন শিব-আরাধন॥
নিরাহারে নীরাহারে হরের চরণ।
করিয়া মৃণ্ময় লিঙ্গ করয়ে পূজন॥
শর্করা তণ্ডুল ঘৃত মধু পুষ্প দিয়া।
শিব শিব বলি সবে বেড়ান নাচিয়া॥
হর মহেশ্বর শিব অনাথের গতি।
শূলপাণি শঙ্কর পিনাকী পশুপতি॥
নীলকণ্ঠ উমাকান্ত ত্রিপুরনাশন।
পার্ব্বতীর প্রাণনাথ মদন-দলন॥
প্রথম ঈশ্বর হর প্রেত ভূত সঙ্গ।
হরি হর এক তনু গৌরী অর্দ্ধ অঙ্গ॥
বৃষভ-বাহন ভূতনাথ ত্রিনয়ন।
সত্ত্বরজস্তমোগুণে তোমার ভূষণ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করে মুনিগণ।
প্রসন্ন হলেন তবে দেব পঞ্চানন॥
বলদবাহন হাতে ত্রিশূল ডমরু।
জিপত্র শিরেতে কিবা শোভিছে সুচারু।
রজত-পর্ব্বত জিনি শুভ্র কলেবর।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান ভস্ম অঙ্গোপর॥
এইরূপে আবির্ভূত হন কৃত্তিবাস।
দেখি মুনিগণে বড় হইল উল্লাস॥
মহেশ কহেন বর মাগ মুনিগণ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যেবা লয় মন॥
মুনিগণ বলে প্রভু যদি কর দয়া।
ইষ্টবর মাগি দেহ ছাড়ি নিজ মায়া॥
রক্তজলা হইয়াছে সরস্বতী নদী।
পূর্ব্বমত জল হোক আজ্ঞা কর যদি॥
তথাস্তু বলিয়া হর কহিলেন কথা।
অমনি হইল জল পূর্ব্বে ছিল যথা॥
আদ্য অন্ত হইল সলিল মনোহর।
কহিলেন তীর্থের মহিমা মহেশ্বর॥

বশিষ্ঠ তীর্থ হইল ইহার আখ্যান।
এই পুণ্যজলে যে করিবে স্নানদান॥
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করে যেই জন।
মিত্রদ্রোহ করে যেই স্থাপিত হরণ॥
গুরুদারা হরে যেই পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি।
কোনকালে নাহি তার পরলোকে গতি॥
ইত্যাদি পাতকী যদি ইথে করে স্নান।
সর্ব্বপাপ নষ্ট হয় ইথে নাহি আন॥
কোটি কোটি জন্ম-পাপ খণ্ডয়ে প্রসঙ্গে।
ইহা কহি স্বস্থানে গেলেন হর রঙ্গে॥
শুনিয়া নিরক্ত হৈল সরস্বতী-জল।
হাহাকার করি আসে রাক্ষস সকল॥
মুনিগণে আসিয়া কহিল ক্রোধবাণী।
আমাদের ভক্ষ্যে কেন করিয়াছ হানি॥
দুঃখ পাব মোরা সব আহার লাগিয়া।
তপোবনে তোমা সবে খাইব ধরিয়া॥
নতুবা মোদের ভক্ষ্য করি দেহ মুনি।
অকার্য্য হইবে পাছু বলি হিতবাণী॥
রাক্ষস সকল শুন কহে মুনিগণ।
আজি হৈতে ভক্ষ্য এই হৈল নিরূপণ॥
যজ্ঞশেষ দ্রব্য যত উদ্বৃত্ত হইবে।
সে সকল দ্রব্য সব তোমরা খাইবে॥
পর্য্যুষিত অন্ন যাহা হাঁড়ি মধ্যে রাখে।
সেই সব ভক্ষ্য হৈল খাও গিয়া সুখে॥
এত বলি মুনিগণ হৈল অন্তর্দ্ধান।
রাক্ষস সকল গেল নিজ নিজ স্থান॥
তথা উত্তরিয়া রাম করিলেন স্নান।
দ্বিজগণে ভুঞ্জাইয়া দিল বহু দান॥
নানারূপে দ্বিজগণে করে পরিতোষ।
শুনিয়াত জন্মেজয় পাইল সন্তোষ॥

সোমতীর্থ প্রস্তাবে কার্ত্তিকেয়ের জন্মকথা।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন একমনে।
সোমতীর্থে রাম চলিলেন পর্য্যটনে॥
তথা গিয়া স্নানদান করি বহুতর।
বসন কাঞ্চন গাভী দিলেন বিস্তর॥
জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ তপোধন।
সোমতীর্থ নাম হৈল কিসের কারণ॥
মুনি বলেন কহিব সেই ইতিহাস।
একমনে শুন রাজা করিয়া বিশ্বাস॥
পূর্ব্বকালে শিব-দুর্গা কৈলাস-শিখরে।
অত্যন্ত আকুলচিত্ত শয়নমন্দিরে॥
বহুকাল দুই জনে হয় রতিরঙ্গ।
বিপরীত প্রেম বাড়ে নাহি হয় ভঙ্গ॥
মহেশের বীর্য্য যে পড়িল হেনকালে।
অসহ্য দেখিয়া গৌরী ফেলে গঙ্গাজলে॥
সহিতে নারিল গঙ্গা শিব-বীর্য্যতাপ।
অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়ে হৈল কাঁপ॥
গঙ্গা ভাসাইয়া লয়ে শরমূলে ফেলে।
ষড়্মুখ কুমার তাহে জন্মে শুভকালে॥
রোহিণী প্রভৃতি যে চন্দ্রের ছয় নারী।
উত্তম কুমার দেখি নিল কোলে করি॥
সমান ধারাতে স্তন দিল ছয় মুখে।
কার্ত্তিক বলিয়া নাম রাখিলেন সুখে॥
কৃত্তিকা তাহারে অগ্রে কোলে করেছিল।
এ হেতু কার্ত্তিকেয় তাহার নাম হৈল॥
মহাবলবান্ শিশু শিবের কুমার।
দেবগণ আইলেন তাঁহে দেখিবার॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল যত দেবগণ।
হেনকালে শিবে কহে সহস্রলোচন॥
দেবসেনা কন্যা আছে পরমা সুন্দরী।
কার্ত্তিকে বিবাহ দিব কহ ত্রিপুরারি॥
দেবসেনাপতি নাম হইবে ইহার।
তারকাদি অসুরেরে করিবে সংহার॥
অনুমতি দেন হর হয়ে হৃষ্টমনা।
কার্ত্তিকের অধীন হইল দেবসেনা॥
দেবসেনাপতি করি করিল বরণ।
নানা অস্ত্র আনি তারে দিল দেবগণ॥
কার্ত্তিক হইল যদি দেব-সেনাপতি।
হইলেন আনন্দিত দেবগণ অতি॥

তারকের যুদ্ধে ইন্দ্র হারিয়া আপনি ।
কার্ত্তিক-শরণাগত হৈল বজ্রপাণি ॥
কার্ত্তিকে বিনয় করি কহে সহস্রাক্ষ ।
আপনি নিধন কর দৈত্য-তারকাখ্য ॥
ইন্দ্রবাক্যে কার্ত্তিকেয় করে অঙ্গীকার ।
সমরে তারকে আমি করিব সংহার ॥
এতেক কহিল যদি দেব ষড়ানন ।
তাঁর পরাক্রম সব জানি দেবগণ ॥
সবে মিলি অস্ত্র আনি দিল কার্ত্তিকেরে ।
সহস্রলোচন বজ্র দিল তাঁর করে ॥
শঙ্কর দিলেন শূল বিষ্ণুচক্র বাণ ।
যাহার প্রতাপে দৈত্য নাহি ধরে টান ॥
উৎক্রান্তিদা নামক শক্তি দিলেন যম ।
বরুণ দিলেন পাশ লোকে অনুপম ॥
সর্ব্ববলে যুক্ত হৈয়া যত দেবগণ ।
কার্ত্তিকের সঙ্গে রণে করেন গমন ॥
নানা বাদ্য বাজাইছে যত দেবগণ ।
শুনিয়া তারকাসুর কোপাবিষ্ট মন ॥
আপনার সেনাগণে সজ্জিত করিয়া ।
যুদ্ধ করিবার হেতু আইল ধাইয়া ॥
দুইদলে মহাযুদ্ধ হয় ঘোরতর ।
ভয়ে পলাইয়া গেল সকল অমর ॥
যুঝেন কার্ত্তিক একা মনে নাহি ভয় ।
চারিদিকে দৈত্যগণ নিঃশঙ্ক-হৃদয় ॥
আগে বাণ যুদ্ধ শেষে করে অস্ত্রপাত ।
সংগ্রামে তারকাসুর যুঝে দৈত্যনাথ ॥
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারয়ে যার যত শিক্ষা ।
গুরুস্থানে যত অস্ত্র পাইলেক দীক্ষা ॥
কার্ত্তিকের বাণে কার নাহিক নিস্তার ।
দৈত্যের সকল সৈন্য হইল সংহার ॥
মন্ত্রপূত করি শক্তি লইলেন হাতে ।
কার্ত্তিক মারেন তাহা তারকের মাথে ॥
শক্তির আঘাতে দৈত্য চূর্ণ হৈল ঠায় ।
শেষ সেনাপতি যত সকলে পলায় ॥
বাণ নামে সেনাপতি তারকের ছিল ।
ভয়ে পলাইয়া ক্রৌঞ্চ-পর্ব্বতে রহিল ॥
বাণ না মরিল দেবগণের হুতাশ ।
অঞ্জলি করিয়া কহে কার্ত্তিকের পাশ ॥
বাণ যদি না মরিল নহে ভাল কার্য্য ।
কোন্ দিন দেবে মারি লবে দেবরাজ্য ॥
এতেক কহিল যদি সব দেবগণ ।
বাণেরে মারিতে চলিলেন ষড়ানন ॥
বাণ ছিল ক্রৌঞ্চ-গিরি-গহ্বরে পশিয়া ।
শরে শক্তিধর গিরি ফেলেন ভেদিয়া ॥
বাণাঘাত-ভয়ে বাণ দৈত্য পলাইল ।
কার্ত্তিকের নাম ক্রৌঞ্চদারণ হইল ॥
ব্রহ্মার বচনে সেই স্থান তীর্থ হয় ।
স্নান দানে সেখানে অসংখ্য পাপ ক্ষয় ॥
মুনি বলে এই কার্ত্তিকের জন্মকথা ।
হলধর হইলেন উপনীত তথা ॥
স্নান যজ্ঞ করিলেন দান বহুতর ।
ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইলেন বিস্তর ॥
দধীচির তীর্থে তবে গেলেন লাঙ্গলী ।
স্নান-দান করিলেন হয়ে কুতূহলী ॥
শুনিয়া জন্মেজয় বলেন সেইক্ষণ ।
দধীচি-তীর্থের কথা কহ তপোধন ॥
ভারতের পুণ্যকথা সমান পীযূষ ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ ॥

দধীচি-তীর্থের বিবরণ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুরায় ।
দধীচি-তীর্থের কথা জানাই তোমায় ॥
ত্বষ্টা নামে মুনি এক বিরিঞ্চি-নন্দন ।
মহাতেজোময় ছিল তপে তপোধন ॥
অসুরের কন্যা এক বিবাহ করিল ।
ত্রিশিরা নামেতে পুত্র তাহাতে জন্মিল ॥
তিন মুণ্ড হৈল তার দেখিতে সুন্দর ।
এক মুখে বেদ পাঠ করে নিরন্তর ॥
আর মুখে রাম নাম করে অহর্নিশি ।
অন্য মুখে মদ্যপান করে মহাঋষি ॥
মুনিপুত্র যজ্ঞ করে যখন যেখানে ।
লুকাইয়া যজ্ঞভাগ লয় দৈত্যগণে ॥

মাতামহকুলে তার বড়ই আদর।
জানিল দেবতাগণ সব অবান্তর ॥
ইন্দ্রকে কহিল শুন দেবতার পতি।
দেখ ত্বষ্টামুনি-পুত্র করিছে অনীতি ॥
লুকাইয়া যজ্ঞভাগ দেয় মাতামহে।
এতেক বচন ইন্দ্রে দেবগণ কহে ॥
শুনিয়া কুপিল ইন্দ্র অগ্নির সমান।
দেবগণ-বাক্যে শান্ত নহে মরুত্বান্ ॥
খড়্গ দিয়া ত্রিশিরার কাটিলেন মাথা।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল সকল দেবতা ॥
ত্বষ্টামুনি পাইল সকল সমাচার।
শচীপতি প্রতি কোপ করিল অপার ॥
যজ্ঞ করে ত্বষ্টামুনি ইন্দ্রে কোপ করি।
সঘনে অমরগণ কাঁপে থরহরি ॥
যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে জন্মিল নন্দন।
বৃত্রাসুর নাম তার অতি অলক্ষণ ॥
পরম তেজস্বী হৈল বৃত্র মহাশয়।
ত্রিভুবনে কোন জনে নাহি করে ভয় ॥
বিষ্ণুপরায়ণ হৈল পরম বৈষ্ণব।
তার কর্ম্ম দেখি ভয়ে কাঁপয়ে বাসব ॥
মিলিল অনেক সেনা বৃত্রের সংহতি।
ইন্দ্রত্ব লইল খেদাড়িয়া সুরপতি ॥
সকল অমরগণে লণ্ডভণ্ড কৈল।
স্বর্গের দেবতাগণ ভয়ে লুকাইল ॥
পলাইয়া গেল সব ব্রহ্মার সদন।
ব্রহ্মারে কহেন গিয়া সব বিবরণ ॥
বৃত্রাসুর কাড়ি নিল সব অধিকার।
আপনি ইহার প্রভু কর প্রতিকার ॥
প্রজাপতি বলিলেন শুন দেবগণ।
দেবের অবধ্য ত্বষ্টামুনির নন্দন ॥
নারায়ণ-স্থানে সবে করহ গমন।
নিজ নিজ দুঃখ-কথা কর নিবেদন ॥
এত বলি দেবগণে লইয়া সংহতি।
নারায়ণ-সমীপে গেলেন প্রজাপতি ॥
গোলোক-ধামেতে যথা দেব নারায়ণ।
উপনীত হইলেন সহ দেবগণ ॥
প্রণাম করিল গিয়া অমরনিকর।
বসিতে আদেশ করিলেন বিশ্বম্ভর ॥
আদেশ পাইয়া সবে বৈসে সন্নিধানে।
কহেন চতুরানন বিনয়বচনে ॥
শুন প্রভু নারায়ণ আমার বচন।
তোমার চরণে করি কিছু নিবেদন ॥
গদাপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
কাশীরাম দাসের পয়ার বিরচণ ॥

দেবগণ কর্ত্তৃক বিষ্ণুর স্তব।

ব্রহ্মা আদি সুরগণ, একান্ত একাগ্রমন,
স্তুতি করে হরির চরণে।
শুন প্রভু নারায়ণ, যতেক দেবতাগণ,
নিবেদন করে একমনে ॥
শুনহ কৈটভ-শত্রু, বাড়িল পরম শত্রু,
বৃত্রাসুর নিল অধিকার।
বৈসে ইন্দ্র-সিংহাসনে, খেদাড়িল দেবগণে
অমরের নাহিক নিস্তার ॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নিল, ভয়ে ইন্দ্র পলাইল,
অমরের নিল রাজ্যখণ্ড।
দেবতা ছাড়িল ধর্ম্ম, লইল অগ্নির কর্ম্ম,
বরুণে করিল লণ্ডভণ্ড ॥
পবনের অধিকার, লইলেক দুরাচার,
চন্দ্রার্কের কি কব দুর্গতি।
বৃত্র করে পরাভব, ইদানী দেবতা সব,
মনুষ্য সমান ভ্রমে ক্ষিতি ॥
দারুণ দৈত্যের ভয়, প্রাণ নাহি স্থির হয়,
দেবতার নাহিক নিস্তার।
তুমি ত্রিলোকের পতি, সকল দেবের গতি,
চিন্তহ ইহার প্রতিকার ॥
দুর্ব্বল দেবতা সবে, তুমি না রাখিলে তবে,
কে করিবে বিপদে উদ্ধার।
কৃপা করি বিতরণ, শুন শ্রীমধুসূদন,
বধ তারে করিয়া প্রকার ॥
রজোগুণে দিয়া দৃষ্টি, আপনি করিলে সৃষ্টি,
সত্ত্বগুণে করহ পালন।

সৃজন পালন নাশ, তব কর্ম্ম সুপ্রকাশ,
তমোগুণে কর সংহরণ ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব, করিল দেবতা সব,
শুনিয়া দুঃখিত ভগবান।
সম্বোধিয়া দেবগণে, কহিল সরল মনে,
দেবগণ কর অবধান ॥
ভারত-মঙ্গল-কথা, শুনিলে খণ্ডয়ে ব্যথা,
সকলের কলুষ বিনাশ।
গদাপর্ব্ব সুধাধার, ব্যাসের বচন সার,
পাঁচালী রচিল কাশীদাস।

দধীচির অস্থিতে বজ্র নির্ম্মাণ।

গোবিন্দ কহেন শুন সকল দেবতা।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ দূর কর ব্যথা ॥
আমার অবধ্য বৃত্র শুন দেবগণ।
আমার পরম ভক্ত দৈত্যের রাজন ॥
দধীচি মুনির অস্থি আন সর্ব্বজন।
তাহাতে করহ বজ্র অস্ত্র সুগঠন ॥
সেই অস্ত্রে বৃত্রাসুর হইবে নিধন।
এই তার বধোপায় আছে নিরূপণ ॥
শুনি ইন্দ্র কহে তবে করি যোড় কর।
দধীচি ছাড়িবে কেন নিজ কলেবর ॥
অনেক পুণ্যেতে হয় মনুষ্যের কায়।
নিজ কায় কেমনে ছাড়িবে মুনিরায় ॥
তাহাতে ব্রাহ্মণ-অঙ্গ শ্রেষ্ঠতম গণি।
ব্রাহ্মণ-শরীর হৈলে মুক্ত হয় প্রাণী ॥
চৌরাশী সহস্র যোনি ভ্রমণ করিয়া।
পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ-অঙ্গ লভয়ে আসিয়া ॥
কর্ম্মক্রমে পারে যদি সাবধান হতে।
দুই জন্মে মুক্ত হয় কহে বেদমতে ॥
তপস্যাতে মহাতেজা দেবের সমান।
আমার লাগিয়া কেন ছাড়িবেন প্রাণ ॥
ইহার বিধান প্রভু বলহ আমারে।
কোন্ মতে নিধন করিব বৃত্রাসুরে ॥
গোবিন্দ কহেন শুন সকল দেবতা।
দধীচির পূর্ব্বেকার কহি এক কথা ॥
পরম দয়ালু মুনি উপকারে রত।
পর-উপকারে প্রাণ ত্যজে অতি দ্রুত ॥
স্বর্গ-বৈদ্য অশ্বিনীকুমার দুইজন।
উপাসনা হেতু গেল দধীচি সদন ॥
অনেক বিনয়ে স্তব কৈল মুনিবরে।
সহায় হইয়া মুনি জিজ্ঞাসে দোঁহারে ॥
কি হেতু আইলে দোঁহে আমার সদন।
কি কার্য্য সাধিব শীঘ্র কহ দুই জন ॥
অশ্বিনীকুমার বলে শুন মুনিবর।
তোমার হইব শিষ্য দুই সহোদর ॥
শুনিয়া কহেন মুনি করিব অবশ্য।
উপদেশ দিয়া দোঁহে করি লব শিষ্য ॥
অঙ্গীকার করি আমি নাহিক সন্দেহ।
আজি দিন ভাল নহে যাহ নিজ গৃহ ॥
এইবাক্য শুনি দোঁহে প্রণাম করিয়া।
আপন ভবনে গেল বিদায় হইয়া ॥
এ কথা শুনিয়া ইন্দ্র নারদের স্থানে।
তখনি গেলেন দধীচির সন্নিধানে ॥
ইন্দ্রেরে দেখিয়া মুনি করিয়া আদর।
পাদ্য অর্ঘ্য আসনেতে পূজিল বিস্তর ॥
সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র বসেন আসনে।
দধীচি জিজ্ঞাসে তাঁরে মধুর বচনে ॥
কিবা হেতু আগমন কৈলে সুরেশ্বর।
কি কার্য্য সাধিব আজ্ঞা করহ সত্বর ॥
পুরন্দর কহে শুন মুনি মহাশয়।
হেথায় আসিয়াছিল অশ্বিনীতনয় ॥
শুনিলাম আপনি করাবে উপাসনা।
এই হেতু আইলাম করিতে মানা ॥
যদ্যপি নিতান্ত তারে তুমি কর শিষ্য।
তোমার মস্তক আমি কাটিব অবশ্য ॥
মুনিবর আখণ্ডলে নিষেধ করিল।
না করিব সেই কর্ম্ম নিশ্চয় কহিল ॥
এত শুনি বিদায় হইল সুরপতি।
জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় মুনিবর প্রতি ॥

ইহার কারণ মুনি বলহ আমারে।
ইন্দ্র কেন নিষেধ করিল দধীচিরে॥
কোন্ শাস্ত্রে বড় ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারে।
বিশেষ করিয়া মুনি কহিবে আমারে॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
যে হেতু নিষেধ করে সহস্রলোচন॥
ইন্দ্র-উপাসিতা যেই বিদ্যা সারাৎসার।
মুনিরে মাগিল তাহা অশ্বিনীকুমার॥
যেই বিদ্যাবলে ইন্দ্র স্বর্গ-অধিপতি।
গ্রহণ করিবে মম বিদ্যা মূঢ়মতি॥
সে বিদ্যা গ্রহণে হবে সমান আমার।
মন্ত্রবলে নিতে পারে মম অধিকার॥
নিষেধ করিল ইন্দ্র ভাবিয়া এতেক।
শুন রাজা পূর্ব্বেকার বৃত্তান্ত যতেক॥
শুনি জন্মেজয় কহে হয়ে হৃষ্টমন।
হরি পুনঃ কি কহেন কহ তপোধন॥
বিদায় হইয়া যদি আখণ্ডল গেল।
দোঁহে মুনি সন্নিধানে প্রভাতে আইল॥
মুনিবরে প্রণমিয়া দুই সহোদর।
নিকটে বসিল দোঁহে হরিষ অন্তর॥
কথোপকথন বহু হৈল মুনি সনে।
ইন্দ্রের সংবাদ মুনি কহে দুই জনে॥
উপদেশ তোমা দোঁহে যদি দেই আমি।
মম শিরচ্ছেদন করিবে সুরস্বামী॥
তোমা-দোঁহে মন্ত্র দিয়া হারাইব প্রাণ।
বুঝি দুইজনে যাহা করহ বিধান॥
অশ্বিনীকুমার বলে শুন মহাশয়।
এই বাক্যে কদাচিত না করিহ ভয়॥
অনেক ঔষধি মোরা জানি মুনিবর।
ক্ষণে জীয়াইতে পারি মৃত কলেবর॥
স্বর্গ-বৈদ্য অশ্বিনীকুমার দুই ভাই।
যতেক ঔষধি কিছু অগোচর নাই॥
প্রতিজ্ঞা করিল ইন্দ্র কাটিবে তোমায়।
এক নিবেদন শুন ওহে মহাশয়॥
কাটিয়া তোমার মুণ্ড রাখি গুপ্তস্থানে।
গুপ্তমুণ্ড-কথা যেন ইন্দ্র নাহি শুনে॥
অশ্বমুণ্ড তব স্কন্ধে করিয়া যোজন।
সেই মুণ্ডে মন্ত্র মোরা লব দুই জন॥
মন্ত্র দিলে দেবরাজ কুপিত হইয়া।
তোমার অশ্বের মুণ্ড যাইবে কাটিয়া॥
তোমার স্বকীয় মুণ্ড মোরা দুইজন।
পুনরপি তব স্কন্ধে করিব যোজন॥
শুনিয়া দধীচি মুনি করিল স্বীকার।
মুনি-শির কাটিলেন অশ্বিনীকুমার॥
অশ্বমুণ্ড যোড়া দিল মুনিবর-স্কন্ধে।
পরাণ পাইল মুনি নাহি কোন সন্ধে॥
অশ্বমুণ্ড পরিগ্রহ করি মুনিবরে।
উপাসনা করাইল অশ্বিনীকুমারে॥
বিদায় হইয়া দোঁহে গেল নিকেতন।
নারদ জানিয়া গেল সব বিবরণ॥
সকল সংবাদ কহিলেন পুরন্দরে।
খড়্গ হাতে করি ইন্দ্র যায় ক্রোধভরে॥
যোগে যথা আছে বসি সে দধীচি মুনি।
তথা গিয়া উপনীত হৈল বজ্রপাণি॥
দেখিল ধেয়ানে মুনি আছেন বসিয়া।
মুনির অশ্বের মুণ্ড ফেলিল কাটিয়া॥
অশ্বমুণ্ড লয়ে ইন্দ্র করিল গমন।
দধীচি মুনির স্কন্ধ আছয়ে তেমন॥
অশ্বিনীকুমার-চর ছিল সেইখানে।
দ্রুতগতি বার্ত্তা গিয়া দিল দুইজনে॥
অশ্বিনীকুমার তথা গেল শীঘ্রতর।
মুনিমুণ্ড যুড়িলেক স্কন্ধের উপর॥
ঔষধ পরশে মুনি পাইল পরাণ।
অশ্বিনীকুমারে বহু করিল বাখান॥
শুন সবে দধীচির এই অবান্তর।
পরকার্য্যে দিল মুনি নিজ কলেবর॥
সকলে চলিয়া যাহ দধীচির স্থান।
দেবের কারণে মুনি ছাড়িবে পরাণ॥
এতেক কহেন যদি দেব নারায়ণ।
বিদায় হইল তবে যত দেবগণ॥
প্রণাম করিয়া তবে চলিল সত্বরে।
সঙ্গেতে করিয়া নিল অশ্বিনীকুমারে॥

উপনীত হৈল যথা মুনি মহাশয়।
প্রণাম করিল গিয়া দেবতানিচয় ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনি পূজিল সবারে।
বসিল সকল দেব আসন উপরে ॥
জিজ্ঞাসিল মুনি সবে গমন কারণ।
কহিতে লাগিল তবে সহস্রলোচন ॥
অবধান কর মুনি তপের গোঁসাই।
নিজ নিবেদন কথা কহিতে ডরাই ॥
বৃত্রাসুর হৈল এবে স্বর্গ-অধিকারী।
নারায়ণ-স্থানে সবে করিনু গোহারি ॥
কহিলেন কৃষ্ণ বৃত্র-বধের কারণ।
সকল দেবতা যাহ দধীচি সদন ॥
দেব-উপকার হেতু মুনির কুমার।
দয়া করি ছাড়িবেন প্রাণ আপনার ॥
তাঁর অস্থি লয়ে বজ্র রচ আখণ্ডল।
বজ্রাঘাতে মারহ দানব মহাবল ॥
শুন মুনি রক্ষা হয় নাহিক অন্যথা।
আপনার প্রাণ যদি ছাড়হ সর্ব্বথা ॥
মুনি বলে হেন বাক্য নাহি শুনি কাণে।
পরের লাগিয়া কেহ ছাড়ে নিজ প্রাণে ॥
অনেক পুণ্যেতে প্রাণী নরযোনী পায়।
কেমনে ছাড়িতে তাহা বল দেবরায় ॥
অতীব দুর্লভ এই মনুষ্য-জনম।
আর যত দেহ দেখ সকলি অধম ॥
মনুষ্য সমান জ্ঞানী নাহি কোন জন।
এ দেহ অনেক কর্ম্ম ভজন ভাজন ॥
হেন দেহ ছাড়িবারে কহ দেবরাজ।
আমি যদি মরি তবে সিদ্ধ হবে কাজ ॥
না হৈল তোমার কার্য্য মম কিবা দায়।
না বুঝি আদেশ কেন কর দেবরায় ॥
না ছাড়িব প্রাণ আমি শুনহ বিচার।
শুনিয়া সবার মনে লাগে চমৎকার ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ অধোমুখ হৈয়া।
ক্ষিতি বিলিখন করে মৌনেতে বসিয়া ॥
ত্রাসে কারো মুখে নাহি বচন নিঃসরে।
সদয়-হৃদয় মুনি জানিল অন্তরে ॥
কহিতে লাগিল মুনি করুণা বচন।
ভয় ত্যজি মম বাক্য শুন দেবগণ ॥
আমি মলে রক্ষা পায় দেবতা সমাজ।
এ ছার শরীরে মম তবে কিবা কাজ ॥
অবশ্য মরিব আমি দেবের কারণ।
মম অস্থি লয়ে ইন্দ্র সাধ প্রয়োজন ॥
আশ্বাস পাইয়া ইন্দ্র কহে যুড়ি কর।
কত কল্প অমর হইলে মুনিবর ॥
তোমার অস্থিতে হবে অস্ত্র বলবান্।
এ তোমার মৃত্যু নহে জীবন সমান ॥
এতেক শুনিয়া মুনি করিল স্বীকার।
যোগাসনে বসি প্রাণ ত্যজে আপনার ॥
ইন্দ্রাদি দেবতাগণ হৈল হরষিত।
পুষ্পবৃষ্টি মুনি'পরে করে অপ্রমিত ॥
নাচিতে লা গল দেবগণ ঊর্দ্ধবাহু।
কার্য্যসিদ্ধি হেরি সবে হর্ষ করে বহু ॥
মধুর সুনাদ বাঁশী বাজে শত শত।
উৎসব করয়ে আসি অপ্সরাদি যত ॥
মেনকা উর্ব্বশী রম্ভা আর তিলোত্তমা।
জানপদী সহজন্যা রূপে অনুপমা ॥
নানারঙ্গে নৃত্য করে যত বারাঙ্গনা।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর গায় হরষিত মনা ॥
মহামহোৎসব হৈল না পারি বর্ণিতে।
ডাক দিয়া দেবরাজ লাগিল কহিতে ॥
হরিষ বিধানে কহে দেব আখণ্ডল।
আজি হৈতে পুণ্যতীর্থ হইল এ স্থল ॥
দধীচির তীর্থ নাম করি নিরূপণ।
আমার ভারতী এই শুন দেবগণ ॥
অনন্ত জন্মের পাপ খণ্ডিবে ইহাতে।
স্নান দান করে যেই দধীচি তীর্থেতে ॥
তথাস্তু বলিয়া চলিলেন দেবগণ।
দধীচির অস্থি লয়ে সহস্রলোচন ॥
ডাকি বিশ্বকর্ম্মারে কহেন শীঘ্রগতি।
বজ্র নির্ম্মাইয়া মোরে দেহ মহামতি ॥
আজ্ঞা মাত্র বিশ্বকর্ম্মা বজ্র নিরমিল।
সর্ব্বাস্ত্রের তেজ তাহে আর্পি ইন্দ্রে দিল ॥

ব্রহ্মার নিকটে লয়ে গেলেন মঘবা।
প্রণাম করিল ইন্দ্র হয়ে নতগ্রীবা ॥
বজ্র দেখি হরষিত হয়ে পদ্মযোনি।
ব্রহ্মমন্ত্রে অভিষেক করেন তখনি ॥
জীবন্যাস দিয়ে ইন্দ্রে বলেন বচন।
এই অস্ত্র লয়ে কর দানব-মর্দ্দন ॥
বজ্র পেয়ে দেবরাজ মহা আনন্দিত।
ারে প্রণাম করি চলেন ত্বরিত ॥
বসৈন্য সমস্ত করিয়া সমাবেশ।
নিজরাজ্য প্রাপ্তি হেতু উদ্যোগী সুরেশ ॥
যুঝিতে চলিল বৃত্রাসুরের সংহতি।
ইন্দ্রের নিনাদ পাইলেক দৈত্যপতি ॥
নিজ সৈন্যসহ সাজি চলে দৈত্যবর।
দুই দলে মহাযুদ্ধ হয় ঘোরতর ॥
অনল বায়ব্য বাণ দোঁহে এড়ে রণে।
দুই বাণ নষ্ট হয় দোঁহাকার বাণে ॥
মুখ মেলি দৈত্য ইন্দ্রে গিলিবারে যায়।
দেখিয়া বৃত্রের বল বাসব পলায় ॥
ইন্দ্র পলাইল দূরে লয়ে সব দেবে।
বিষ্ণুর শরণ লইলেন গিয়া সবে ॥
যুদ্ধ-সমাচার কহে দেব নারায়ণে।
বিষ্ণু বলিলেন ইন্দ্র শুন সাবধানে ॥
বিষ্ণুতেজ নাহি কিছু তোমার শরীরে।
এই মম তেজ ধর দিলাম তোমারে ॥
বিষ্ণুতেজ পাইয়া হইল বলবান্।
পুনঃ যুদ্ধ করিবারে গেল মরুত্বান্ ॥
মহাযুদ্ধ সুরাসুরে হয় ঘোরতর।
পড়িল অনেক সৈন্য সংগ্রাম ভিতর ॥
যুদ্ধকালে বৃত্রাসুর ইন্দ্রে বলে বাণী।
আমারে করহ বধ বাসব আপনি ॥
ধর্ম্মপরায়ণ বৃত্র পরম বৈষ্ণব।
নানারূপে বৃত্রাসুর শক্রে করে স্তব ॥
সুরপতি বলে বৃত্র তুমি বলবান্।
তোমারে ক্ষমিয়া আমি সম্বরিনু বাণ ॥
বৃত্র বলে কার্য্যসিদ্ধ নহিল আমার।
ইন্দ্র মোরে ক্ষমা কৈল করি পরিহার ॥
শুন মূর্খ রণে পড়ি যাব স্বর্গলোক।
এ কর্ম্ম না করি আমি বৃথা করি শোক ॥
এত বলি বৃত্রাসুর ইন্দ্রে দেয় গালি।
শুন রে পামর ইন্দ্র তোর প্রতি বলি ॥
হরিলি গুরুদারা করিলি মহাপাপ।
তোরে মারি গৌতমের খণ্ডাইব তাপ ॥
এতেক কুবাক্য বৃত্র বাসবেরে বলে।
শুনি সুরপতি ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে ॥
কুলিশ ধরিয়া ইন্দ্র মারিলেন তারে।
চূর্ণ হৈল বৃত্রাসুর বজ্রের প্রহারে ॥
অপর সকল দৈত্য পলাইল রণে।
ইন্দ্র পুনঃ রাজা হৈল অমরভুবনে ॥
যার যেই কার্য্য সেই লভিল সত্বর।
সকল অমর হৈল সুস্থির অন্তর ॥
শুনহ ভূপাল কুরুবংশ-চূড়ামণি।
কহিলাম দধীচির তীর্থের কাহিনী ॥
সেই তীর্থে বলরাম হৈয়া উপনীত।
স্নান দান যজ্ঞ করিলেন নিয়মিত ॥
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ ॥

শাণ্ডিল্যাশ্রমে নারদ-বলরামের সংবাদ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ মুনিবর।
পুনঃ কোন্ তীর্থে চলিলেন হলধর ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
হইয়া একাগ্রমনা করহ শ্রবণ ॥
পৃথিবীর যত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া।
শাণ্ডিল্য-আশ্রমে রাম উত্তরিল গিয়া ॥
শাণ্ডিল্য-আশ্রম সেই যমুনার তীরে।
তথায় দেখেন রাম নারদ মুনিরে ॥
তথা স্নান দান করি মনের হরিষে।
ব্রাহ্মণ-ভোজন আদি করান বিশেষে ॥
নারদ সহিত তথা হইল দর্শন।
বলদেবে মুনিবর কহেন বচন ॥

তীর্থযাত্রা হেতু তুমি গেলে দেশান্তর ।
কৌরব-পাণ্ডবে যুদ্ধ হৈল ঘোরতর ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী দুর্য্যোধন সেনা ।
মরিল নৃপতি বহু কে করে গণনা ॥
সপ্ত অক্ষৌহিণীপতি রাজা যুধিষ্ঠির ।
তাহার সহায় হৈল মহা মহা বীর ॥
আপনি হইল কৃষ্ণ অর্জ্জুন-সারথি ।
সেই যুদ্ধে নষ্ট হয় সকল নৃপতি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি পড়িল সমরে ।
আর তব ভাগিনেয় অভিমন্যু মরে ॥
দুর্য্যোধন একা আর কৃপ অশ্বত্থামা ।
অবশেষে এই মাত্র কহিলাম সীমা ॥
পাণ্ডবের পাঁচভাই কৃষ্ণা পঞ্চসুত ।
অবশেষ আর কিছু নাহিক প্রস্তুত ॥
হত সৈন্য দেখি পলাইল দুর্য্যোধন ।
দ্বৈপায়নহ্রদে গিয়া পশিল রাজন ॥
তথাপি কৃষ্ণের মনে দয়া না হইল ।
হ্রদ হৈতে রাজা দুর্য্যোধনে উঠাইল ॥
ভীম-দুর্য্যোধনে হবে গদার সমর ।
দেখিতে বাসনা যদি থাকে হলধর ॥
এইক্ষণে গমন করহ সেই স্থানে ।
বাঁচাইতে পার যদি রাজা দুর্য্যোধনে ॥
শুনিয়া নারদ-বাক্য দেব বলরাম ।
তথায় গেলেন দ্রুত না করি বিশ্রাম ॥
দ্বৈপায়ন-হ্রদে হইলেন উপনীত ।
দেখিয়া উঠিলেন গোবিন্দ ত্বরান্বিত ॥
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ।
সম্ভ্রমে করিল সবে চরণ বন্দন ॥
গোবিন্দেরে আলিঙ্গন দেন বলরাম ।
কৃষ্ণ-বলরাম-শোভা দেখি অনুপম ॥
প্রেম-অশ্রুজলে দোঁহে করিলেন স্নান ।
প্রীতিবাক্যে জিজ্ঞাসেন সবার কল্যাণ ॥
যুধিষ্ঠির পঞ্চজনে করি আশীর্ব্বাদ ।
শুভ জিজ্ঞাসেন রাম হরিষ-বিষাদ ॥
গোবিন্দে কহেন রাম শুন জগন্নাথ ।
পৃথিবীর রাজগণে করিলে নিপাত ॥
যতেক নৃপতিগণ হইল সংহার ।
ক্ষিতিভার বিনাশিতে তব অবতা
উত্তম করিলে ভাই এতে নাহি দোষ ।
এই কর্ম্মে সবাকার হইল সন্তোষ ॥
রামের বচন শুনি কৃষ্ণ মহাশয় ।
নিবেদিতে সব কথা করে অভিপ্রায় ॥
হেনকালে দুর্য্যোধন কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে ।
প্রণাম করিল রামে ব্যাকুল চিত্তেতে ॥
দুর্য্যোধনে কোলে নিয়ে বহে নেত্রজল ।
বলরাম জিজ্ঞাসেন তাহার কুশল ॥
কহিলেন সর্ব্বকথা কুরু-নৃপমণি ।
শুনিয়া ভৎর্সেন কৃষ্ণে দেব হলপাণি ॥
তুমি বিদ্যমানে হেন কভু না যুয়ায় ।
সামঞ্জস্য কেন নাহি করিলে দোঁহায় ॥
জগন্নাথ কহিল করিয়া যোড়হাত ।
নিবেদন করি শুন রেবতীর নাথ ॥
শিশুকালে পাণ্ডবে যে কৈল দুরাচার ।
সকল আছয়ে নাথ গোচর তোমার ॥
ত্রয়োদর্শ বর্ষ নাহি ছিলে তুমি দেশে ।
যতেক করিল দুষ্ট শুনহ বিশেষে ॥
কপটে খেলিয়া পাশা নিল রাজ্যধন ।
কপট পাশায় কৈল দ্রৌপদীরে পণ ॥
শকুনির বশেতে আছিল পাশাসারি ।
যুধিষ্ঠির রাজা হারিলেন নিজ নারী ॥
দুঃশাসন দ্রৌপদীরে আনে সভামাঝ ।
তাহারে আদেশ কৈল দুর্য্যোধন রাজ ॥
দ্রৌপদী হইল দাসী নাহিক বিচার ।
শীঘ্রগতি আন যত বস্ত্র অলঙ্কার ॥
সভামাঝে দ্রৌপদীর বস্ত্র কাড়ি লয় ।
কুলবধূ প্রতি হেন যুক্তি কভু নয় ॥
তবে অন্ধ বর দিয়া কৈল পরিত্রাণ ।
পুনঃ পাশা খেলিবারে করিল বিধান ॥
যে হারিবে দ্বাদশ বৎসর যাবে বন ।
অজ্ঞাত বৎসর এক কৈল নিরূপণ ॥
আজ্ঞাকারী পাশা যেই ছিল শকুনির ।
সেই পণে হারিলেন রাজা যুধিষ্ঠির ॥

দ্বাদশ বৎসর বনে ভ্রমিয়া পাণ্ডব।
কত দুঃখ পায় বনে কি বলিব সব॥
অজ্ঞাত বৎসর বঞ্চিলেন মৎস্যদেশে।
অজ্ঞাতে উদ্ধার হৈল উপায় বিশেষে॥
যুধিষ্ঠির চাহিলেন স্বীয় রাজ্যভার।
কদাচিত রাজ্য নাহি দিল দুরাচার॥
দূত হয়ে যাইলাম যথা দুর্য্যোধন।
আমারে রাখিতে চাহে করিয়া বন্ধন॥
কটুবাক্য আমারে কহিল দুর্য্যোধন।
বিনাযুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন॥
তবে সে হইল নাথ যুদ্ধ সমাবেশ।
যুদ্ধে রাজগণ সব হইল নিঃশেষ॥
মম অপরাধ এতে কি হৈল গোঁসাই।
দুর্য্যোধন তুল্য দুষ্ট পৃথিবীতে নাই॥
উহাকে করহ শান্ত রেবতী-রমণ।
তব প্রিয় শিষ্য হয় রাজা দুর্য্যোধন॥
যুধিষ্ঠির এক্ষণে চাহেন পঞ্চগ্রাম।
সামঞ্জস্য করিয়া আপনি দেহ রাম॥
তব আজ্ঞা যুধিষ্ঠির না করে লঙ্ঘন।
উহাকে কহিয়া দ্বন্দ্ব কর নিবারণ॥
সকল গিয়াছে একা আছে দুর্য্যোধন।
তবু পঞ্চ গ্রাম মাগে ধর্ম্মের নন্দন॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য রোহিণী-নন্দন।
দুর্য্যোধন প্রতি কিছু বলিল বচন॥
শুন ভাই দুর্য্যোধন মম হিতকথা।
যুদ্ধ পরিহার তুমি করহ সর্ব্বথা॥
সর্ব্ব সৃষ্টি নাশ হৈল আর নাহি কেহ।
যুদ্ধে কিছু কার্য্য নাহি চিত্তে ক্ষমা দেহ॥
হৃদ্যতা করাই তোমা পাণ্ডব সহিতে।
অর্দ্ধরাজ্য দেহ তুমি পাণ্ডব সম্প্রীতে॥
এতেক কহিল যদি দেব হলধর।
কতক্ষণে দুর্য্যোধন করিল উত্তর॥
মোরে আর হিতবাণী না বল গোঁসাই।
পাণ্ডবের সহ আর মম প্রীতি নাই॥
যত দুঃখ দিনু আমি পাণ্ডুপুত্রগণে।
ভয়স্নেহে প্রীতি আর হইবে কেমনে॥
সর্ব্বদুঃখ পাণ্ডব পারিবে পাসরিতে।
অভিমন্যু-শোক না ভুলিবে কদাচিতে॥
সপ্তরথী একত্র হইয়া আসি রণে।
মারিনু অন্যায় যুদ্ধে সুভদ্রা-নন্দনে॥
এবে মম রাজ্যচিন্তা কিছু নাহি মনে।
সৌহৃদ্য করিতে দেব বল অকারণে॥
পূর্ব্বে পণ করিয়াছি সভার ভিতরে।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব পাণ্ডবেরে॥
সূচিকাগ্রে যত খানি উঠিবেক ভূমি।
বিনা যুদ্ধে ততখানি নাহি দিব আমি॥
সমরে আমায় ভীম করিবে সংহার।
যুধিষ্ঠির পাইবেন তবে রাজ্যভার॥
সবার ঈশ্বর হয়ে ভুঞ্জিলাম ক্ষিতি।
যুদ্ধে মরি স্বর্গে গিয়া করিব বসতি॥
রাজত্ব আমারে আর নাহি শোভা পায়।
যুদ্ধে মম প্রাণ পণ করেছি নিশ্চয়॥
এত যদি দুর্য্যোধন কহিল ভারতী।
তাহারে কহিল তবে রেবতীর পতি॥
যাহা ইচ্ছা মনে হয় তাহা কর তুমি।
যুদ্ধ কর দোঁহে দ্বারাবতী যাই আমি॥
গোবিন্দ বলেন দেব ওহে হলপাণি।
পাণ্ডবের অপরাধ শুনিলে এখনি॥
এক্ষণে দ্বারকায় যাইতে যুক্তি নয়।
দোঁহাকার গদাযুদ্ধ দেখ মহাশয়॥
বলরাম কহিলেন শুন দামোদর।
দেখিতে হইল তবে গদার সমর॥
যুধিষ্ঠিরে চাহিয়া বলেন বলরাম।
এ ভূমিতে না করাহ দোঁহার সংগ্রাম॥
সমন্ত-পঞ্চক নাম কুরুক্ষেত্রে জানি।
মুনিগণ-মুখে শুনি সে সব কাহিনী॥
সে স্থানেতে হয় যার সমরে বিনাশ।
চিরকাল হয় তার স্বর্গেতে নিবাস॥
দৃষদ্বতীর নহে শুন সংগ্রামের স্থান।
এইমত ধর্ম্মেরে কহিল ভগবান॥
সাধুবাদ করি তবে সবে হলধরে।
তখনি গেলেন কুরুক্ষেত্র তীর্থবরে॥

সমর আরম্ভ হৈল ভীম দুর্য্যোধনে।
বসিল সকল লোক যথাযোগ্য স্থানে॥
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ॥

কুরুক্ষেত্রের বিবরণ।

জিজ্ঞাসেন মুনিবরে রাজা জন্মেজয়।
কুরুক্ষেত্র-মাহাত্ম্য বলহ মহাশয়॥
পুণ্যক্ষেত্র কেমনে হইল সেই স্থান।
আমায় বলহ মুনি করিয়া ব্যাখ্যান॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
তোমারে জানাই কুরুক্ষেত্র-বিবরণ॥
তব পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন কুরুরাজা।
পুত্রবৎ করিয়া পালিত সব প্রজা॥
প্রতাপে ছিলেন রাজা মহাধনুর্দ্ধর।
সসাগরা পৃথিবীর হইল ঈশ্বর॥
বিপক্ষ-দলন মহারাজ চক্রবর্ত্তী।
পৃথিবী পূরিল যাঁর যশ আর কীর্ত্তি॥
ধনুকে অভ্যাস ভৃগুরামের সমান।
পরম যোগীন্দ্র শুকদেব সম জ্ঞান॥
প্রভাতে উঠিয়া নিত্য করি স্নান পূজা।
বৃহৎ লাঙ্গল এক স্কন্ধে নিয়া রাজা॥
দুই নীল বৃষ রাজা যুড়িয়া লাঙ্গলে।
প্রহর পর্য্যন্ত চষে মহাকুতূহলে॥
প্রহর পর্য্যন্ত বৃষ যত দূর যায়।
সেইক্ষণে চাষে ক্ষমা দেয় কুরুরায়॥
তারপরে রাজকার্য্য করে নরবর।
দরিদ্র দুঃখীরে দান করে নিরন্তর॥
প্রতিদিন এইমত চষেণ ভূপতি।
সহস্র বৎসরকাল চষিলেন ক্ষিতি॥
একদিন চষে রাজা আপনার মনে।
ছদ্মবেশে সহস্রাক্ষ গেলেন সেস্থানে॥
রাজারে জিজ্ঞাসে ইন্দ্র চাতুরী করিয়া।
এই ক্ষেত্রে নৃপবর চষ কি লাগিয়া॥
রাজা হয়ে কর কেন কৃষকের কর্ম্ম।
ইহার কি মর্ম্ম রাজা আছে কিবা ধর্ম্ম॥

রাজা বলে স্বর্গ মধ্যে ইন্দ্রের শাসন।
ধর্ম্মাধর্ম্ম করে ভূমে যত রাজগণ॥
যজ্ঞ-অগ্রভাগ আগে পান সুরপতি।
তাঁর অংশে যত রাজা বসে বসুমতী॥
পুরন্দর তুষ্ট হৈলে সর্ব্ব ধর্ম্ম হয়।
চারিবেদে এই কথা বিদিত নিশ্চয়॥
স্বর্গেতে অধিক হৈল কশ্যপের সুত।
তাঁর অংশে রাজগণ ভূমি-পুরহূত॥
যত কর্ম্ম করিবেক ক্ষিতির রাজন।
তার ধর্ম্মাধর্ম্ম ভোগী সহস্রলোচন॥
আপনি করিব যজ্ঞ এই ক্ষেত্রমাঝে।
অগ্রে যজ্ঞভাগেতে তুষিব দেবরাজে॥
রাজার এতেক শুনি ধার্ম্মিক বচন।
তুষ্ট হয়ে কহিলেন সহস্রলোচন॥
আমি ইন্দ্র শুন রাজা বলি পরিচয়।
ইষ্ট বর মাগ নৃপ যেবা মনে লয়॥
লাঙ্গল ছাড়িয়া রাজা গলে বস্ত্র দিয়া।
ইন্দ্রের চরণযুগে পড়িলেন গিয়া॥
তুমি ছদ্মরূপধারী দেব সুরপতি।
চর্ম্মচক্ষে চিনিতে না পারি মূঢ়মতি॥
কত দোষ করিলাম তোমার চরণে।
অপরাধ ক্ষমা কর জ্ঞানহীন জনে॥
ইন্দ্র বলে রাজা তব নাহি কিছু পাপ।
কাকুবাদ করি কেন বাড়াহ সন্তাপ॥
বর মাগ রাজা তব যেবা লয় মন।
মনোনীত বর দিব শুনহ রাজন॥
রাজা বলে সুরপতি কর অবধান।
মোরে বর দিয়া প্রভু কর সমাধান॥
সহস্র বৎসর আমি চষিয়াছি ভূমে।
কুরুক্ষেত্র বলি নাম হোক মর্ত্তভূমে॥
এ ক্ষেত্রের ধূলি উড়ি লাগে যার গায়।
অসংখ্য জন্মের পাপ সে জন এড়ায়॥
অনিচ্ছায় বা ইচ্ছায় মরে যে এ স্থানে।
পায় যেন সে নির্ব্বাণ-মুক্তি সেইক্ষণে॥
এই বর দেহ মোরে দেব দৈত্যভেদী।
এই তীর্থ রহিবেক চন্দ্র-সূর্য্যাবধি॥

তথাস্তু বলিয়া ইন্দ্র হন অন্তর্দ্ধান।
কুরুরাজ নিজগৃহে করিল পয়ান॥
এই হেতু কুরুক্ষেত্র শুন নৃপমণি।
তোমারে জানানু কুরুক্ষেত্রের কাহিনী॥
জন্মেজয় বলেন শুনহ তপোধন।
তারপর কি করিল ভীম দুর্য্যোধন॥
মুনি বলে শুন তবে অপূর্ব্ব কথন।
দুইজনে যুদ্ধ হয় শুনহ রাজন॥
হেথায় সঞ্জয় কহে অন্ধ নৃপতিরে।
দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে পড়িল সমরে॥
শুনি হাহাকার করি করয়ে ক্রন্দন।
মহাশোকাকুল রাজা হয় অচেতন॥
সঞ্জয় বলেন রাজা কেন কান্দ আর।
সর্ব্বনাশ হৈল রাজা কপটে তোমার॥
কহ রাজা কি হইবে এখন কান্দিলে।
কিংজিতং কিংজিতং বলি তুমি জিজ্ঞাসিলে
পাণ্ডবেরে যত তুমি কৈলে ভিন্ন ভাব।
সে সব কর্ম্মেতে এবে হৈল এই লাভ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে শুন সূতের নন্দন।
কিমতে করিল যুদ্ধ ভীম-দুর্য্যোধন॥
সঞ্জয় বলেন রাজা শুন মন দিয়া।
ভীম-দুর্য্যোধন-যুদ্ধ কহি বিস্তারিয়া॥
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ॥
ব্যাসের বচন শিরে করিয়া বারণ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধুজন॥

দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ।

ভীম দুর্য্যোধন, করে মহারণ,
দেখে সবে কুতূহলে।
দেখিতে সমন, লইয়া অমর,
আইলেন আখণ্ডলে॥
চড়িয়া বাহন, করে আগমন,
তেত্রিশ কোটি অমর।
যার যেই বেশ, করিয়া বিশেষ,
বসিল যুড়ি অম্বর॥
অপ্সরী অপ্সর, কিন্নরী কিন্নর,
গন্ধর্ব্ব পিশাচ রক্ষ।
প্রেত ভূতগণ, না যায় গণন,
আইলেক লক্ষ লক্ষ॥
হংসে পদ্মাসন, বৃষে পঞ্চানন,
পার্ব্বতী কেশরী-যানে।
দেব জলেশ্বর, আইল সত্বর,
চড়িয়া নিজ বাহনে॥
হরিণে পবন, নরে বৈশ্রবণ,
মূষিকে বিঘ্নবিনাশন।
হইয়া কৌতুকী, চাপি মত্তশিখি,
আইলেন ষড়ানন॥
শমন মহিষে, পরম হরিষে,
আসিল দেখিতে রণ।
অষ্ট লোকপাল, সজ্জা করি ভাল,
করিলেন আগমন॥
দিবা-নিশা-পতি, রমণী সংহতি,
আসে রথ আরোহণে।
যত সিদ্ধগণ, না যায় গণন,
আইল যুদ্ধ সদনে॥
দেব ঋষি আদি, নাহিক অবধি,
নারদাদি মুনি আর।
ঊর্দ্ধরেতা যত, হয়ে উল্লাসিত,
করিলেন আগুসার॥
সবে স্থানে স্থানে, বসিলেন যানে,
দেখিতে সমর-রঙ্গ।
ভীম দুর্য্যোধন, দোঁহে করে রণ,
উঠিল রণতরঙ্গ॥
দুই মহাবলী, গদা স্কন্ধে তুলি,
ফিরায় মণ্ডলী করি।
সঘনে গর্জ্জন, করে দুইজন,
যেমন দুই কেশরী॥
ভীম বামাবর্ত্তে, ফিরে মহাদর্পে,
দক্ষিণে কৌরবপতি।
পর্ব্বত সমান, দুই বলবান,
ফিরিছে পবনগতি॥

বাক্যযুদ্ধ আগে, করে দোঁহে রাগে,
কেহ কার নহে ঊন ।
ভীম মহাযোদ্ধা, ফিরাইছে গদা,
দুর্য্যোধন পুনঃ পুনঃ ॥
সাঞ্চি সাঞ্চি ডাকে, গদা ঘন পাকে,
দুজনে অময়ে কোপে ।
দোঁহা-পদভরে, থর থর করে,
সঘনে অবনী কাঁপে ॥
দুই গদাঘাত, যেন বজ্রপাত,
ঠন্ ঠনি শব্দ শুনি ।
দুর্য্যোধন-অঙ্গে, ভীম মহারঙ্গে,
করে গদার ঘাতনি ॥
মহা গদাঘাত, খেয়ে কুরুনাথ,
পড়িল ধরণীতলে ।
পড়ি ক্ষণমাত্র, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র,
সেইক্ষণে উঠে বলে ॥
পুনঃ দুইবীরে, গদা লয়ে করে,
মণ্ডলী করিয়া ফিরে ।
গদার প্রহার, করে মহামার,
দুজনে মারে দোঁহারে ॥
রাজা দুর্য্যোধন, হয়ে ক্রুদ্ধমন,
গদা প্রহারিল ভীমে ।
বীর বৃকোদর, কাঁপি থর থর,
সঘনে পড়িল ভূমে ॥
হয়ে অচেতন, পবন-নন্দন,
ভূমিতে পড়িল ঠায় ।
দেখি নারায়ণে, বিনয় বচনে,
জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মরায় ॥
কহ দামোদর, কৌরব-ঈশ্বর,
ভীমে গদা প্রহারিল ।
ভীম মহাবল, হইয়া বিকল,
যুদ্ধে অচেতন হৈল ॥
মহাবলবন্ত, কৌরব দুরন্ত,
ভীম হৈতে বলবান্ ।
প্রলয় সংগ্রাম, করে অবিরাম,
কহ হেতু ভগবান্ ॥

কহে জনার্দ্দন, করহ শ্রবণ,
দুর্য্যোধন রণে কৃতী ।
জানাই তোমাতে, ভীমসেন হৈতে,
বলাধিক কুরুপতি ॥
শুনি যুধিষ্ঠির, হইয়া অস্থির,
জিজ্ঞাসেন হরিস্থানে ।
দুর্য্যোধন কৃতী, বলিলে শ্রীপতি,
বুঝি জয় নাহি রণে ॥
কহেন শ্রীকান্ত, রাজা হও শান্ত,
ভয় নাহি কর মনে ।
উপায় ইহার, আছে সারোদ্ধার,
করিব দেখ এক্ষণে ॥
গোবিন্দ-বচনে, সবিস্ময় মনে,
রহিলেন ধর্ম্মসুত ।
পবন-নন্দন, পাইয়া চেতন,
উঠিলেন অতি দ্রুত ॥
পুনঃ গদা তুলি, করিয়া মণ্ডলী,
ভ্রমে ভীম দুর্য্যোধন ।
নিজ ঊরুতলে, করাঘাতছলে,
মারিলেন নারায়ণ ॥
পবন-নন্দন, ছিল বিস্মরণ,
আপন প্রতিজ্ঞা-কথা ।
কৃষ্ণের সঙ্কেতে, পড়িল মনেতে,
হইলেন সব জ্ঞাতা ॥
বলরাম কাছে, যুদ্ধস্থলে আছে,
নাহিক অন্যায় রণ ।
নাভির নীচেতে, গদা প্রহারিতে,
শাস্ত্রে নাহি কদাচন ॥
এই ভয় মনে, পবন-নন্দনে,
অন্যায় করিতে নারে ।
হলধর ভয়, ভাবিল হৃদয়,
রাম যদি ক্রোধ করে ॥
সাত পাঁচ মনে, ভাবে ক্ষণে ক্ষণে,
যে করুন হলধর ।
প্রতিজ্ঞা পালন, করিব আপন,
প্রহারিব ঊরু'পর ॥

দোঁহে এইমতে, গদা লয়ে হাতে,
মণ্ডলী করিয়া ভ্রমে।
দুর্য্যোধন গদা, মারিতে সর্ব্বদা,
উদ্যম করিল ভীমে॥
উরুর উপর, বীর বৃকোদর,
মারিতে না করে মন।
মস্তক উপর, মারিতে সত্বর,
ভাবিলেন দুর্য্যোধন॥
এক লাফ দিয়া, শূন্যেতে উঠিয়া,
মারিব ভীমেরে গদা।
এই অনুমানি, কুরু-নৃপমণি,
লাফ দিয়া উঠে তথা॥
দৈবের কারণ, না যায় খণ্ডন,
দুর্য্যোধন লাফ দিতে।
ভীম-গদাঘাত, যেন বজ্রপাত,
বাজে তাঁহার উরুতে॥
লোক দেখে রঙ্গে, দুই উরুভঙ্গে,
ভূমে পড়ে দুর্য্যোধন।
দেখি দেবগণ, চমকিত মন,
ভীম করে আস্ফালন॥
ব্যাসের বচন, ভাবি অনুক্ষণ,
পাঁচালী কৈল রচন।
গদাপর্ব্ব-বাণী, অপূর্ব্ব কাহিনী,
কাশীদাসের কথন॥

দুর্য্যোধনের মস্তকে ভীমের পদাঘাত।

ইন্দ্র যথা গিরিভেদ করে বজ্রাঘাতে।
উরুভঙ্গে কুরুবীর পড়িল তেমতে॥
কুরুপতি-উরুযুগ দেখিয়া নয়নে।
কামের অধীন হয়ে ভজে নারীগণে॥
হেন উরুভঙ্গ হয়ে পড়ে কুরুপতি।
দুর দুর শব্দেতে কাঁপয়ে বসুমতী॥
অন্যায় সমরেতে পড়িল কুরুসুত।
উৎপাত হইল তবে দেখিতে অদ্ভুত॥
বিপরীত বাত বহে নির্ঘাত সদৃশ।
শিবাগণ কান্দে রক্তবৃষ্টি অসদৃশ॥
দুর্য্যোধনে চাহি ভীম বলিল বচন।
শুন ওহে কুরুপতি মূঢ় দুর্য্যোধন॥
যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর কৈলে অপমান।
তার ফল ভুঞ্জ এবে শুনরে অজ্ঞান॥
এত বলি তার মাথে মারিলেক লাথি।
উরুভঙ্গে মানভঙ্গে স্তব্ধ কুরুপতি॥
কৃপার সাগর যুধিষ্ঠির সাধুজন।
অশেষ বিলাপ করি ভীমসেনে কন॥
ওরে ভীম কি করিলি কর্ম্ম বিগর্হিত।
এত অপমান করা অতি অনুচিত॥
সমস্ত পৃথিবীপতি রাজা দুর্য্যোধন।
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র রাজার নন্দন॥
চরণে আঘাত কৈলি তারে কুলাধম।
কুরুনাথে মারিলি করিয়া অনিয়ম॥
ভাস্কর-মুকুটমণি দিনকর প্রায়।
দুর্য্যোধন-শিরোমণি ভূমিতে লোটায়॥
ওরে দুষ্ট ভীমসেন বড় দুরাচার।
কেমনে করিলি বাম চরণে প্রহার॥
কৃপাশীল যুধিষ্ঠির করয়ে ক্রন্দন।
দেখিয়া বিস্মিত হন যত সভাজন॥
আপনি মরিলে ভাই বান্ধবে মারিলে।
নিজ কর্ম্মদোষে ভাই রাজ্য হারাইলে॥
সসাগরা পৃথিবীর ছিলে অধিকারী।
ভূমিতলে পড়িয়াছ রণস্থলে হারি॥
ইন্দ্রের সমান তব প্রচণ্ড প্রতাপ।
সিংহাসন ছাড়ি ভূমে এই বড় তাপ॥
মহারাজগণ নাহি পান দরশন।
রাজ্যেশ্বর হয়ে এবে ভূমেতে শয়ন॥
সহস্রেক বিদ্যাধরী তব সেবা করে।
মোহন-পুরুষ তুমি সংসার ভিতরে॥
এবে লোটাহ তুমি পড়িয়া ভূমিতলে।
পৃথিবী শাসিলে ভাই নিজ বাহুবলে॥
মাগিলাম পঞ্চগ্রাম কৃষ্ণে পাঠাইয়া।
পাপিষ্ঠ শকুনি-বাক্যে না দিলে ছাড়িয়া॥

ভাই হয়ে তুমি চণ্ডাল সমান হলে।
এতেক করিয়া ভাই কি কাজ করিলে॥
রাজার ক্রন্দন শুনি সকল সমাজ।
পাঞ্চালক সোম আর যত মহারাজ॥
কান্দয়ে সকল লোক যুধিষ্ঠির সনে।
ভূমে গড়াগড়ি যান রাজা দুর্য্যোধনে॥
কান্দিলেন যুধিষ্ঠির শোকে মনোদুঃখে।
জানু'পরে শির দিয়া কান্দে অধোমুখে॥
ভ্রাতৃবধ-তাপে ধৈর্য্য ধরা নাহি যায়।
ভাই ভাই বলি রাজা কান্দে উভরায়॥
খাট পাট সিংহাসন সকল ত্যজিয়া।
ভূমেতে লোটাহ ভাই জ্ঞান হারাইয়া॥
কুবুদ্ধি লাগিল ভাই না শুনিলে বোল।
গুরুবাক্য না শুনিয়া যমে দিলে কোল॥
রাজার লক্ষণ ভাই আছিল তোমাতে।
তোমা হেন সত্যবাদী নাহি অবনীতে॥
সমর-সাগর ঘোর দেখি লাগে ভয়।
একাকী করিলে রণ তুমি মহাশয়॥
তব যশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবনে।
পুত্রশোক ধৃতরাষ্ট্র সহিবে কেমনে॥
কি বলিয়া প্রবোধিব গান্ধারী জননী।
কি বলিয়া আশ্বাসিব যতেক রমণী॥
এতেক বিলাপ করে ধর্ম্ম নরপতি।
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধেন আপনি শ্রীপতি॥
কি কারণে ক্রন্দন কর হে গুণনিধি।
এই দুর্য্যোধন রাজা মন্দ দুষ্টবুদ্ধি॥
সে কালে এ দুষ্ট না ধরিল কার বোল।
এখন সে মহাপাপে মৃত্যু দিল কোল॥
একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রুপদ-কুমারী।
সভামধ্যে আনে তারে উপহাস করি॥
জতুগৃহে পোড়াইল তোমা পঞ্চজনে।
ভীমে বিষ দিল দুষ্ট নিধন কারণে॥
মারিল কত যে বন্ধু মিত্র কুরুরায়।
ইহার চরিত্র-কথা বলা নাহি যায়॥
অনেক পাপেতে রিপু গেল রসাতল।
হেনছারে বল ধর্ম্ম ভাই মহাবল॥

কৃষ্ণের প্রতি দুর্য্যোধনের কোপ।

এতেক বলেন যদি দেব নারায়ণ।
শুনি দুর্য্যোধন হৈল অতি ক্রুদ্ধমন॥
বাহুযুগ পৃথিবীতে জাঁতি দিল ভর।
হাঁটু আরোপিয়া বসি বলে নৃপবর॥
কহিতে লাগিল চাহি কৃষ্ণের বদন।
বুঝিনু আপনি মন্ত্রী তুমি নারায়ণ॥
কহিলে অর্জ্জুনে তুমি উপদেশ-বাণী।
ভীমে জানাইল পার্থ চক্ষুকোণ হানি॥
তোমার আদেশ মতে পাপী পাণ্ডুসুত।
অন্যায় সমরে বীর মারিল বহুত॥
কর্ণ ভূরিশ্রবা সোমদত্ত গুরু দ্রোণ।
অন্যায় সমরেতে মারিলে নারায়ণ॥
তোমার চরিত্র আমি ভালমতে জানি।
পাণ্ডবের পক্ষ তুমি চিন্ত মম হানি॥
ধিক্ ধিক্ তোমার জীবন অকারণ।
যেন আমি হেন তব পাণ্ডুর নন্দন॥
তুমি সে মারিলে মম সকল সমাজ।
আমাকে মারিয়া তুমি সাধিলে কি কাজ॥
এত শুনি ক্রুদ্ধ হয়ে কহে দামোদর।
শুন দুষ্ট দুরাশয় গান্ধারী-কোঙর॥
আপনি মরিলে তুমি অধর্ম্মের ফলে।
দ্রৌপদী সতীরে চাহ করিবারে কোলে॥
মরিল তোমার পাপে যত রাজগণ।
ভূরিশ্রবা দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ মহাজন॥
করিলে অধর্ম্ম যত তাহা পড়ে মনে।
সপ্তরথী মিলি মার সুভদ্রানন্দনে॥
আপনি তোমার ঠাঁই গেলাম যখন।
যুধিষ্ঠির লাগি পঞ্চ গ্রামের কারণ॥
অঙ্গুলি প্রমাণ নাহি দিলে বসুমতী।
এখন বান্ধব হৈল ধর্ম্ম-নরপতি॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বলে দুর্য্যোধন।
না জানি মাধব তব বীরত্ব কেমন॥
বেদশাস্ত্র পুরাণে জানিনু ধর্ম্মাধর্ম্ম।
জগতে করিল কেবা মম সম কর্ম্ম॥

করিলাম নানা যজ্ঞ আর বহু দান।
সসাগরা ধরা শাসিলাম বিদ্যমান॥
ক্ষত্র হয়ে ক্ষত্রধর্ম্ম করিনু পালন।
এবে চলিলাম সঙ্গে লয়ে রাজগণ॥
বিধবা লইয়া রাজ্য কর যুধিষ্ঠির
স্বর্গেতে লইয়া যাই যত সব বীর॥
মম বাহু খ্যাত সর্ব্বলোকে করে পূজা।
এত বলি নিঃশব্দ হইল কুরুরাজা॥
শুনি কিছু না বলেন কেশব প্রভৃতি।
লজ্জিত হলেন বড় ধর্ম্ম-নরপতি॥
দুর্য্যোধন নৃপতির শুনিয়া উত্তর।
মহাকোপে বলিলেন দেব হলধর॥
অন্যায় সমরেতে করিয়া আকর্ষণ।
দুর্য্যোধন মহারাজে করিলে নিধন॥
এত বলি ক্রোধে কম্পে রাম মতিমান্।
লাঙ্গল ধরেন হাতে সুমেরু সমান॥
দারুণ প্রহারে মারে ভীম দুরাচার।
অনিয়ম যুদ্ধ করে অগ্রেতে আমার॥
এত বলি লাঙ্গল যুড়িল হলধর।
দেখিয়া পাইল ভয় যত চরাচর॥

— —

বলদেবের ক্রোধাপনয়ন।

সশঙ্ক হইয়া কহিলেন নারায়ণ।
কোপ দূর কর প্রভু করি নিবেদন॥
পাণ্ডব কিসের বন্ধু হয়েন আমার।
কি করিব দুর্য্যোধন দুষ্ট দুরাচার॥
একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদী সুন্দরী।
সভামধ্যে তাহারে আনিল কেশে ধরি॥
আনিয়া বসাবে বলি নিজ উরু'পর।
সেইদিন প্রতিজ্ঞা করিল বৃকোদর॥
হেন কর্ম্ম করে দুষ্ট গোচরে আমার।
সেই হেতু ভীম উরু ভাঙ্গিল উহার॥
পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইল উচিত।
আপনি এ সব কথা না আছ বিদিত॥
আর কিছু পূর্ব্বকথা শুন হলধর।
মৈত্রেয় নামেতে এক ছিল ঋষিবর॥
তার স্থানে অপরাধী ছিল দুর্য্যোধন।
মৈত্র ঋষি ছিল তাহে অতি ক্রুদ্ধমন॥
তেজস্বী মৈত্রেয় ঋষি দিল তারে শাপ।
ভীম তোর উরু ভাঙ্গি ঘুচাইবে তাপ॥
সত্য অঙ্গীকার ভীম কৈল সে কারণ।
কুরুপতি-উরু ভাঙ্গি করিল নিধন॥
ক্ষত্র হয়ে ক্ষত্রধর্ম্ম রাখে আপনার।
ইহাতে করিতে ক্রোধ না হয় তোমার॥
এতেক শুনিয়া ক্রোধ সম্বরেন রাম।
দুর্য্যোধনে প্রশংসা করেন অবিশ্রাম॥
নিন্দা করি ভীমেরে বলেন বারবার।
ধিক্ ধিক্ ভীমসেন জীবনে তোমার॥
আছিলেন দুর্য্যোধন রণ পরিহরি।
তুমি তারে মারিলে অন্যায় যুদ্ধ করি॥
হেন ছার সভাতে বসিতে না যুয়ায়।
এত বলি রথে চড়ি যান যদুরায়॥
নিন্দা করি ভীমেরে গেলেন হলধর।
একেশ্বর যান রাম দ্বারকানগর॥
দুর্য্যোধন-রণ দেখি লভিয়া সন্তুষ্টি।
হরিষে দেবতাগণ করে পুষ্পবৃষ্টি॥
নৃপগণে সঙ্গে লয়ে তবে ধর্ম্মরাজ।
বিষণ্ণবদনে যান শিবিরের মাঝ॥
যার যেই শিবিরে গেলেন সর্ব্বজন।
বেলা অবসান অস্ত হইল তপন॥
পাণ্ডব-বিজয়-কথা অমৃত সমান।
অবহেলে শুনিলে বাড়য়ে দিব্যজ্ঞান॥
যতেক আছয়ে তীর্থ পৃথিবীমণ্ডলে।
তার ফল লভে মহাভারত শুনিলে॥
ইহা জানি শুন সবে না করিহ হেলা।
কলি ঘোর সাগর তরিতে এই ভেলা॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত॥

গদাপর্ব্ব সমাপ্ত।

সচিত্র অষ্টাদশপর্ব্ব

মহাভারত

সৌপ্তিকপর্ব্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

পাণ্ডবনাশার্থে অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা।

শ্রীজন্মেজয় বলেন কহ মুনিবর।
কোন্ জন কি কর্ম্ম করিল অতঃপর ॥
মুনি বলে নরপতি শুন সাবধানে।
দুর্য্যোধন ভূমে পড়ি রহে রণস্থানে ॥
হেনকালে কৃতবর্ম্মা কৃপ অশ্বত্থামা।
নৃপতির কাছে রাত্রে আসে তিনজনা ॥
শোক দুঃখে দ্রোণপুত্র রাজার সাক্ষাতে।
মহা অহঙ্কার করি লাগিল বলিতে ॥
অবধানে শুন রাজা কৌরব-ঈশ্বর।
এক কথা কহি আমি তোমার গোচর ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আর শল্য আদি বীরে।
সেনাপতি করিয়া পূজিলে সমাদরে ॥
কোন্ কর্ম্ম তোমার করিল কোন্ জন।
সবে পাণ্ডবের পক্ষ জানিহ রাজন ॥
সে কারণে তোমার না কৈল কিছু হিত
মম ইচ্ছা হয় কিছু করিতে বিহিত ॥
তব অপমান আমি সহিতে না পারি।
সেনাপতি কর মোরে কুরু-অধিকারী ॥
আমার বীরত্ব তুমি জান ভালমতে।
কোন্ জন যুঝিবেক আমার অগ্রেতে ॥
একদিন যুক্তি না করিলে মম সনে।
আপন বৈভব তুমি নাশিলে আপনে ॥
জনম অবধি আমি তোমার পালিত।
সে কারণে করিবারে চাহি তব হিত ॥
এখনও সেনাপতি যদি কর মোরে।
পাণ্ডবে পাঠাব আমি শমনের ঘরে ॥
দ্রৌণির বচন শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
সাধু সাধু বলিয়া করেন নিবেদন ॥
যে সব কহিলে মোরে গুরুর নন্দন।
পাণ্ডবের প্রিয় সবে বুঝিনু এখন ॥
আর কেহ নাহি মম শুন মহাশয়।
আপনি যদ্যপি মম ঘুচাহ সংশয় ॥
তোমারে সেনাপতি করিব আজি আমি।
যদবধি আছি কিছু হিত কর তুমি ॥
রাজার বিনয় শুনি দ্রোণের নন্দন।
গর্ব্ব করি বলিল নাশিব সর্ব্বজন ॥
কৌরবের পতি শুনি এতেক বচন।
কৃপেরে চাহিয়া তবে বলিছে তখন ॥
শীঘ্রগতি জল আনি দেহ মহামতি।
আজি গুরুপুত্রেরে করিব সেনাপতি ॥
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
দুই বীর চলিলেক জলের কারণ ॥
কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা চলিল তখনি।
জল অন্বেষিতে ঘোর আঁধার রজনী।
স্থানে স্থানে ভ্রমে জল খুঁজিয়া না পায়।
একত্র হইয়া দোঁহে ভাবেন উপায় ॥
রাজার বচনে আসি জল অন্বেষণে।
কি করিব জল নাহি পাই দুইজনে ॥
কৃপাচার্য্য বলে শুন আমার বচন।
যুদ্ধকালে জল এনেছিল সৈন্যগণ ॥

সেই জল বিনা আর না দেখি উপায়।
এত বলি দুইজন চলিল তথায়॥

অশ্বত্থামার সেনাপতিত্বে অভিষেক।

হেম কলসেতে বারি লয়ে দুই জনে।
রাজার নিকটে যায় আনন্দিত মনে॥
বারি দেখি আনন্দিত কৌরবের পতি।
অভিষেক করিতে উঠেন শীঘ্রগতি॥
উরু ভাঙ্গি পড়িয়াছে উঠিতে না পারে।
স্পর্শ করি দিল বারি অশ্বত্থামা-করে॥
আপনি লইয়া জল ঢালিলেন শিরে।
এইরূপে সেনাপতি করিল দ্রৌণিরে॥
বিদায় হইয়া তবে বীর তিনজন।
পাণ্ডব-শিবিরে যায় সত্বর গমন॥
ঘোর অন্ধকার নিশি পথ নাহি চিনি।
ধীরে ধীরে চলি যায় শব্দ নাহি শুনি॥
হেনমতে কতদূর যায় তিনজন।
বৃক্ষতলে বসি করে কথোপকথন॥
হেনকালে তারা সেই বৃক্ষের উপরে।
দারুণ পেচক পক্ষী পায় দেখিবারে॥
বৃক্ষোপরে অবস্থিতি করে মৌনভাবে।
ভাবে কতক্ষণে সবে নিদ্রিত হইবে॥
দেখিতে দেখিতে যত বায়সাদিগণ।
ঘোর নিদ্রাবশে সবে হয় অচেতন॥
অমনি পেচক দুষ্ট হয়ে অগ্রসর।
মারিয়া ফেলিল যত বিহগনিকর॥
দেখিয়া উপায় পেয়ে বলে অশ্বত্থামা।
এক বুদ্ধি পাইলাম কৃপাচার্য্য মামা॥
কহিতে লাগিল বীর দ্রোণের কুমার।
পাঞ্চাল পাণ্ডবে আজি করিব সংহার॥
এইমত অশ্বত্থামা কহি দুই বীরে।
হরষিত হয়ে যায় পাণ্ডব-শিবিরে॥
রণজয় করিয়া হরিষ বড় মনে।
সুখে নিদ্রা যায় সব পাণ্ডুর নন্দনে॥
এইকালে তিনজনে উত্তরিল তথা।
বীরদর্প করি দ্রৌণি কহিলেন কথা॥
সবংশে পাণ্ডবে আজি মারিব সমূলে।
একজন না রাখিব পাণ্ডবের কুলে॥
কৃপ বলে হেন কর্ম্ম না হয় উচিত।
নিদ্রিত জনেরে নাহি মারি কদাচিত॥
ভয়ার্ত্ত শরণাগত নিদ্রিত যে জন।
কথন না হেন জনে করি প্রহরণ॥
নিষেধ না মানি ইহা যেই জন করে।
পঞ্চম-পাতকী মধ্যে গণি যে তাহারে॥
আমার বচন তুমি শুন সাবধানে।
হেন কর্ম্ম বাসনা না কর কদাচনে॥
আপন কুকর্ম্মে মজিলেক দুর্য্যোধন।
ধার্ম্মিক পাণ্ডবে হিংসা কৈল অনুক্ষণ॥
পাণ্ডবের সহায় সম্পদ নারায়ণ।
তাহার অহিত করি জীবে কোন্ জন॥
দুর্য্যোধন-হিত হেতু বিচারিয়া মনে।
যুঝিলে সামর্থ্য মত করি প্রাণপণে॥
তথন নারিলে যুদ্ধ করিবে এখন।
দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়িয়া তাত স্থির কর মন॥
পিতৃবৈরী যদি চাহ করিতে নিধন।
রণমধ্যে ধরি বাপু কর নিপাতন॥
সৎকর্ম্ম সাধন তাত করহ যতনে।
অসৎকর্ম্ম করিবারে ইচ্ছা কেন মনে॥
এখন যে কহি আমি শুন সাবধানে।
তিন জন চল যাই ধৃতরাষ্ট্র-স্থানে॥
সবাকার অধিকারী হয় অন্ধরাজ।
যেমত কহিবে অন্ধ করিব সে কাজ॥
সৌপ্তিকপর্ব্বের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে শুনিলে এ ভবে হয় পার॥

শিবিরদ্বারে অশ্বত্থামার শিবদর্শন।

কৃপের বচন শুনি দ্রোণের নন্দন।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কহিছে বচন॥

করিয়াছি প্রতিজ্ঞা রাজার বিদ্যমানে।
সকল করিব নষ্ট তোমার বচনে॥
ক্ষত্রধর্ম্মে আছে হেন কহে জ্ঞানী জন।
ক্ষত্র হয়ে করিবেক প্রতিজ্ঞা পালন॥
শত্রুরে করিব ক্ষয় অশেষ প্রকারে।
ছলে বলে কৌশলেতে নাশিবে তাহারে॥
ক্ষত্রধর্ম্ম লইয়াছি ব্রাহ্মণ হইয়া।
রাখিব ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রিপু সংহারিয়া॥
দুরাচার রিপু মম দ্রুপদনন্দন।
অন্যায়ে আমার তাতে করিল নিধন॥
সেই কোপে অদ্যাপি আমার তনু জ্বলে।
নিতান্ত বধিব তারে নিজ বাহুবলে॥
তাহে যেই জন তার হইবে সহায়।
তাহারে মারি পাঠাব আজি যমালয়॥
যেই দিন ধৃষ্টদ্যুম্ন মারিলেন তাতে।
অঙ্গীকার করিয়াছি সবার সাক্ষাতে॥
ব্রহ্মবধী পাতকী অধম দুরাচার।
তাহাকে মারিতে হেন উত্তর তোমার॥
পাঞ্চাল পাণ্ডবে আজি করিব নিধন।
পরিতুষ্ট হইবে ভূপতি দুর্য্যোধন॥
হর্ত্তা কর্ত্তা অন্নদাতা জনম অবধি।
প্রাণপণ করি তার হিতকার্য্য সাধি॥
গৃহমধ্যে যেই জন হয় অন্নদাতা।
তাহারে তুষিতে পাপ নাহিক সর্ব্বথা॥
এত বলি গর্জ্জে বীর দ্রোণের নন্দন।
নিঃশব্দে রহেন কৃপ না কহে বচন॥
মহাবেগে যান দ্রৌণি অতি ক্রুদ্ধমনে।
পাছু পাছু দুই জনে চলে তার সনে॥
শিবির নিকটে উত্তরিল তিন জন।
পশিতে বিরোধী হৈল নর একজন॥
বিভূতি ভূষণ তাঁর অঙ্গে মণিহার।
চতুর্ভুজ ত্রিলোচন শিরে জটাভার॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করেতে ডম্বুর।
দিব্যরূপ দ্বারে বসি আছে মহাশূর॥
এইরূপে দ্বাররক্ষা করেন শঙ্কর।
নিষেধ করেন তারে যাইতে ভিতর॥

দ্রৌণি বলে যাব আমি শিবির ভিতর।
দ্বার ছাড়ি দেহ যদি প্রাণে থাকে ডর॥
শুনিয়া কহেন শিব ছদ্মবেশধারী।
পুরী রক্ষা করি আমি হইয়া দুয়ারী॥
একেশ্বর আছি আমি দ্বারের রক্ষণে।
আমা না জিনিয়া পুরে যাইবে কেমনে॥
শুনিয়া কুপিল দ্রৌণি মারে নানা বাণ।
মুখ মেলি সে সব গিলেন ভগবান॥
যত বাণ এড়ে দ্রৌণি খান ত্রিলোচন।
দেখিয়া বিস্ময় মানে দ্রোণের নন্দন॥
শূন্য তূণ হৈল আর অস্ত্র নাহি তাতে।
বিস্ময় মানিয়া দ্রৌণি লাগিল ভাবিতে॥
সামান্য মনুষ্য নাহি হবে এই জন।
বাণ গিলে নর হয়ে না দেখি এমন॥
জিজ্ঞাসা করিল তবে দ্রোণের নন্দন।
এক নিবেদন মম শুন মহাজন॥
দারুণ আমার অস্ত্র আপনি গিলিলে।
এত বাণ খেয়ে কিছু ব্যথিত না হৈলে॥
শূন্য হৈল তূণ মম বাণ নাহি আর।
তোমার চরিত্র দেখি লাগে চমৎকার॥
কোন্ দেব আপনি বলুন মহাশয়।
অনুগ্রহ করি নাশ করহ সংশয়॥
এতেক বলিল যদি দ্রোণের নন্দন।
প্রবোধিয়া তাহারে কহেন ত্রিলোচন॥
নাহি জান দ্রোণ-পুত্র আমি কোন্ জন।
বিশ্বনাথ নাম মম জানে বিশ্বজন॥
এত শুনি কহে দ্রৌণি যোড় করি হাত।
কৃপা করি মোরে দ্বার ছাড় বিশ্বনাথ॥
ধূর্জ্জটি বলেন ইহা কেমনে পারিব।
পাণ্ডবের আজ্ঞা বিনা ছাড়িতে নারিব॥
চিন্তিত হইল দ্রৌণি শুনিয়া বচন।
ভাবে মনে উপায় কি করিব এখন॥
কি করিব কি হইবে ভাবি দ্রৌণি বীর।
শিবপূজা করিতে অন্তরে করে স্থির॥
এত বলি গড়ে লিঙ্গ মৃত্তিকা লইয়া।
বিশ্বনাথে অর্চ্চিলেন বিল্বপত্র দিয়া॥

গঙ্গাজল পুষ্প দিয়া করিল অর্চ্চন।
পূজা সারি স্তব করে দ্রোণের নন্দন ॥
কাশীরাম দাস কহে শুন সর্ব্বজন।
যেইরূপে স্তব করে দ্রোণের নন্দন ॥

—

অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক শিবের স্তব

শুন প্রভু দিগম্বর, বাঞ্ছা পূর্ণ কর হর,
আমি দীনহীন অভাজন।
ক্ষমা কর দোষ যত, আমি তব অনুগত,
নাহি জানি ভজন পূজন ॥
আকাশ পাতাল ভূমি, স্থাবর জঙ্গম তুমি,
দশদিক অষ্ট কুলাচল।
ক্ষিতিঅপতেজঃ ব্যোম,পবন ভাস্করসোম,
তব মূর্ত্তি বিশেষ সকল ॥
কি কব তোমার তত্ত্ব,তুমি রজঃ তুমি সত্ত্ব,
তমোগুণে করহ সংহার।
পড়িয়াছি এই দায়, উদ্ধার করহ তায়,
তোমা বিনা কেবা আছে আর ॥
ভজন-বিহীন জনে, হের প্রভু ত্রিনয়নে,
লজ্জা রক্ষা কর এইবার।
কাতর এ দীনে জানি, কৃপা কর শূলপাণি,
তোমা বিনা গতি কি আমার ॥
সুমতি কুমতি দাতা, তুমি সবাকার ধাতা,
পাষণ্ড কি জানিবে মহিমা।
ভক্তজনে জানে তত্ত্ব, ও চরণে সদা মত্ত,
গুণাতীত গুণের যে সীমা ॥
তব ভক্ত যেই জন, তার নহে দুঃখী মন,
সদা সুখে বঞ্চে চিরকাল।
অভক্ত তোমার যেই, সদা দুঃখেমরেসেই,
বদ্ধভাবে দুঃখে কাটে কাল ॥
জ্ঞানোদয় নাহি হয়, সদা অন্ধকারময়,
বৃথা সেই ভ্রমে অবিরত।
মা বুঝি ধর্ম্মের মর্ম্ম, যেমত আপন কর্ম্ম,
ফল পায় সেই সেইমত ॥
যদি জ্ঞান হয় তার, তবে ঘুচে অন্ধকার,
ভবপদে আশ্রয় করিলে।
দিনে দিনে বাড়েমান, পুনঃ হয় পুণ্যবান,
ভক্তিতে কেবল ইহা মিলে ॥
এমন নামের গুণ, নির্গুণের জন্মে গুণ,
গুণিগণে অধিক বাহুল্য।
অনায়াসে মুক্ত হয়, যেই জন নাম লয়,
পৃথিবীতে নাহি তার তুল্য ॥
এত বলি দ্রোণসুত, স্তব করি শুদ্ধচিত,
মহেশের ভুলাইল মন।
সদয় হইয়া হর, তাহারে যাচেন বর,
কি বাসনা বলহ এখন॥
দ্রৌণি বলে এই বর, দেহ দেব দিগম্বর,
বাঞ্ছা পূর্ণ যেন মম হয়।
করি গিয়া শত্রুনাশ, দ্বার ছাড় কৃত্তিবাস,
এই বর দেহ মহাশয় ॥

অশ্বত্থামার শিবিরে প্রবেশ ও ধৃষ্টদ্যুম্নাদি বধ।

গিরীশ বলিল ইহা করিতে না পারি।
পুরী রক্ষা করি আমি হইয়া যে দ্বারী ॥
অন্য বর মাগ তুমি যাহা লয় মন।
দ্রৌণি বলে অন্য বরে নাহি প্রয়োজন ॥
যদি কদাচিৎ এই বর নাহি দিবে।
ব্রহ্মহত্যা পরিগ্রহ কর দেব তবে ॥
এত বলি দিব্য অস্ত্রে জ্বালিয়া অনল।
পুড়িয়া মরিতে যায় দ্রৌণি মহাবল ॥
বহু স্তব করিতে সে না করিল ত্রুটি।
নিবারিয়া বর মাগ বলিল ধূর্জ্জটি ॥
দ্রৌণি বলে যদি বর দিবে ত্রিলোচন।
কৃপায় করহ মম প্রতিজ্ঞা পূরণ ॥
স্তবে বশ হয়ে হর দিল সেই বর।
পুনরপি বলে দ্রৌণি যুড়ি দুই কর ॥
আর এক অনুগ্রহ কর শূলপাণি।
কৃপা করি দেহ মোরে তব খড়্গখানি ॥
খড়্গ দিয়া অন্তর্দ্ধান হৈল পশুপতি।
কৃপেরে চাহিয়া বলে দ্রৌণি মহামতি ॥

দ্বার আগুলিয়া দোঁহে রহ এইখানে।
কাটিহ তাহার মাথা আসিবে যে জনে॥
খড়্গ হস্তে শিবিরে পশিল বীরবর।
নিদ্রাগত ধৃষ্টদ্যুম্ন খট্টার উপর॥
পিতৃবৈরী পেয়ে বীর মহাক্রুদ্ধমনে।
হাসিয়া ধরিল তবে পাঞ্চাল-নন্দনে॥
দ্রৌণিরে দেখিয়া বীর বিষণ্ণ-বদন।
গদগদ স্বরে বলে পাঞ্চাল-নন্দন॥
খড়্গে মুণ্ড কাটি মোরে না কর নিধন।
যুদ্ধ করি কর বীর স্বকার্য্য সাধন॥
দ্রৌণি বলে ব্রহ্মবধী দুষ্ট দুরাচার।
পশুবৎ করি তোরে করিব সংহার॥
এত শুনি ধৃষ্টদ্যুম্ন কহে আরবার।
বিনা যুদ্ধে না মারিহ দ্রোণের কুমার॥
যুদ্ধেতে হইলে মৃত্যু স্বর্গেতে গমন।
এই কার্য্য কর বীর দ্রোণের নন্দন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন যত বলে দ্রৌণি নাহি শুনে।
বজ্রমুষ্টি প্রহারিল অতি ক্রুদ্ধমনে॥
হস্ত পদ উদরেতে করিল প্রবেশ।
পশুবৎ করিয়া ভাঙ্গিল মধ্যদেশ॥
ভীম যেন কীচকেরে করিল সংহার।
সেইমত করিলেক কুষ্মাণ্ড-আকার॥
একেশ্বর দ্রোণপুত্র মারে সবাকারে।
নিশাযোগে ঘোর রণ শিবির ভিতরে॥
হাহাকার মহাশব্দ হয় আচম্বিতে।
প্রাণভয়ে পলাইতে চাহে দ্বারপথে॥
অসি হস্তে দুইজন রক্ষা করে দ্বার।
বাহির হইতে তারা করয়ে সংহার॥
বিপাকে পড়িয়া তারা না দেখি নিষ্কৃতি।
ঘোর রণ করে সবে দ্রৌণির সংহতি॥
দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রণেতে প্রচণ্ড।
কাটিল সকল সেনা করি খণ্ড খণ্ড॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ছিল একঘরে।
এক ঠাঁই শুয়েছিল পঞ্চসহোদরে॥
হাত বুলাইয়া দেখে দ্রোণের নন্দন।
ভাবিল পাণ্ডব এই ভাই পঞ্চজন॥

মুখে বস্ত্র বান্ধি কাটে সবাকার শির।
একে একে পঞ্চমুণ্ড কাটে দ্রৌণি বীর॥
পঞ্চমুণ্ড বসনে বান্ধিয়া দ্রোণসুত।
পাণ্ডব জানিয়া মনে বড় হর্ষযুত॥
জাগিয়া শিখণ্ডী ধনুর্ব্বাণ নিল হাতে।
করেন দারুণ যুদ্ধ দ্রৌণির সহিতে॥
প্রাণপণে শিখণ্ডী মারয়ে দ্রোণসুতে।
নাহি ফুটে অঙ্গে তার দৈববল হৈতে॥
বজ্রমুষ্ট্যাঘাত মারে শিখণ্ডীর মাথে।
ভাঙ্গিল মস্তকখান বজ্রমুষ্ট্যাঘাতে॥
এইমতে শিখণ্ডীকে করিল সংহার।
একজন অবশেষ না রহিল আর॥
পঞ্চমুণ্ড লয়ে দ্রৌণি চলে হরষেতে।
দোঁহাকার সঙ্গে আসি মিলিল দ্বারেতে॥
দ্রৌণি বলে হৈল মম প্রতিজ্ঞা পূরণ।
পাণ্ডব প্রভৃতি আর নাহি এক জন॥
পঞ্চ পাণ্ডবের মুণ্ড দেখহ সাক্ষাতে।
দুর্য্যোধনে দিব লয়ে চলহ ত্বরিতে॥
শুনিয়া হইল সবে আনন্দিত মন।
নির্ভয়-হৃদয়ে তবে করিল গমন॥
মহানন্দে মগ্ন হয়ে দ্রোণের নন্দন।
দুর্য্যোধনে খুঁজিয়া বেড়ায় বহুক্ষণ॥
রাজা দুর্য্যোধন বলি ডাকে রণস্থলে।
ঘোর অন্ধকার নিশা দৃষ্টি নাহি চলে॥
রাজা রাজা বলি ডাকে খোঁজে বহুতর।
শব্দ শুনি কুরুবর দিলেন উত্তর॥
রাজার নিকটে আসি বীর তিন জন।
দর্প করি কহে কথা দ্রোণের নন্দন॥
অবধানে কথা শুন রাজা দুর্য্যোধন।
মারিলাম তব শত্রু পাণ্ডুর নন্দন॥
পাঞ্চাল বিরাট আদি যত বীর ছিল।
সকলে আমার হাতে আজি মারা গেল॥
যে প্রতিজ্ঞা করিলাম সাক্ষাতে তোমার।
আজি আমি করিলাম পালন তাহার॥
পঞ্চ পাণ্ডবের মুণ্ড দেখহ সাক্ষাতে।
একজন না রাখিনু পাণ্ডব-সৈন্যেতে॥

এত শুনি হরষিত হৈল দুর্য্যোধন।
সাধু সাধু বলি রাজা বলিল বচন॥

হর্ষ-বিষাদে দুর্য্যোধনের মৃত্যু।

পড়িয়া আছিল রাজা ভূমির উপর।
বাহুযুগে ভর দিয়া উঠিল সত্বর॥
রিপুনাশ শুনি রাজা তুষ্ট হৈল চিতে।
পাণ্ডবের মুণ্ড রাজা চাহিল দেখিতে॥
ধন্য মহাবীর তুমি গুরুর নন্দন।
আমার পরম কার্য্য করিলে সাধন॥
পঞ্চমুণ্ড দেহ আনি দেখিব নয়নে।
ভীমের মস্তক আজি ভাঙ্গিব চরণে॥
শুনি পঞ্চমুণ্ড দ্রৌণি দিল সেইক্ষণ।
হাত বুলাইয়া দেখে রাজা দুর্য্যোধন॥
কৃষ্ণার দ্বিতীয় পুত্র ভীমের আকৃতি।
ভীম বোধে সেই মুণ্ড নিল কুরুপতি॥
দুই করে সেই মুণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিল।
তিলবৎ মুণ্ড গোটা গুঁড়া হয়ে গেল॥
দেখিয়া কৌরবপতি মানিল বিস্ময়।
পাণ্ডবের মুণ্ড নহে জানিল নিশ্চয়॥
একে একে পঞ্চমুণ্ড ভাঙ্গে দুর্য্যোধন।
জানিল পাণ্ডব নহে এই পঞ্চজন॥
পর্ব্বত সদৃশ মম গদা গুরুতর।
কত প্রহারিনু তার মস্তক উপর॥
পর্ব্বত ভাঙ্গিতে পারে করিয়া আঘাত।
দুরন্ত রাক্ষসগণে করিল নিপাত॥
হেন ভীমে কাটিতে কি দ্রৌণির শকতি।
এত বলি নিশ্বাস ছাড়িল কুরুপতি॥
বিষাদ ভাবিয়া কহে দ্রোণের নন্দনে।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এই পঞ্চজনে॥
শিশুগণে সংহারিয়া কি কার্য্য সাধিলে।
কুরুকুলে জলপিণ্ড দিতে না রাখিলে॥
পাণ্ডবে মারিতে পারে কাহার শকতি।
যাহার সহায় হরি কমলার পতি॥
নির্ব্বংশ করিলে তুমি ভাই পঞ্চজনে।
কুরুকুল বংশহীন হৈল এত দিনে॥
এত বলি অনুতাপ করে বহুতর।
হরিষ-বিষাদে রাজা ত্যজে কলেবর॥
দেখিয়া ব্যাকুল হৈল বীর তিন জন।
হাহাকার করি বহু করিল রোদন॥
দ্রৌণিরে চাহিয়া বলে কৃপ মহামতি।
কি কর্ম্ম সাধিলে তুমি বধি কুরুপতি॥
মতিচ্ছন্ন হয়ে তুমি দুষ্কর্ম্ম করিলে।
পাণ্ডবের পুত্র বন্ধু সবারে নাশিলে॥
গোবিন্দ সাত্যকি আর পাণ্ডুপুত্রগণ।
না জানি কোথায় আছে তারা সপ্তজন॥
এ সকল কথা তারা শুনিয়া শ্রবণে।
পৃথিবী খুঁজিয়া তোমা বধিবে পরাণে॥
তব দোষে দোঁহে আজি হারাইব প্রাণ।
কাহার শরণ লব কে করিবে ত্রাণ॥
এইরূপে খেদ করি করয়ে বিচার।
দম্ভ করি বলে তবে দ্রোণের কুমার॥
না বুঝি ভয়ার্ত্ত কেন হও অতিশয়।
পাণ্ডবের হেতু কিছু না করিহ ভয়॥
রণ করি পাণ্ডবে পাঠাব যমালয়।
মারিব পাণ্ডবে আমি কহিনু নিশ্চয়॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র আছে যেই আমার সদনে।
কার শক্তি হইবেক তাহার বারণে॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র সন্ধানিয়া মারিব পাণ্ডবে।
যদি রক্ষা করে তাহা দামোদর দেবে॥
এইরূপে তিনজন ভাবিতে লাগিল।
ইতিমধ্যে বিভাবরী প্রভাত হইল॥
প্রাণভয়ে তিনজন কথা নাহি রয়।
চলিল নগরমুখে সশঙ্ক-হৃদয়॥
ভারতে সৌপ্তিকপর্ব্ব অপূর্ব্ব কথন।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন॥

সৌপ্তিকপর্ব্ব সমাপ্ত।

সচিত্র অষ্টাদশপর্ব্ব

মহাভারত

ঐষী পা ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

পঞ্চপুত্রের মৃত্যু শ্রবণে যুধিষ্ঠিরাদির খেদ ।

জন্মেজয় বলিলেন কহ তপোধন ।
ধৃষ্টদ্যুম্নে বধি গেল দ্রোণের নন্দন ॥
শুনিয়া কি করিলেন ধর্ম্মের নন্দন ।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ তপোধন ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয় ।
সর্ব্ব সৈন্য বধি গেল রজনী সময় ॥
শোকাবেশে রজনী হইল সুপ্রভাত ।
ডাকে কাক কোকিলাদি উঠে দিননাথ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি সেই নিশাকালে ।
জীবন রাখিয়াছিল মড়ার মিশালে ॥
প্রলয় মানিয়া মনে পাইল তরাস ।
দেখিল নিভৃতে রহি সকল বিনাশ ॥
রবির প্রকাশে নিশা প্রসন্ন দেখিয়া ।
যুধিষ্ঠিরে বার্ত্তা দিতে চলিল ধাইয়া ॥
আছে বা না আছে ধর্ম্ম মনের ভাবনা ।
উরুতে চাপড় মুখে রোদন বিমনা ॥
কান্দিয়া কান্দিয়া গেল যথা ধর্ম্মরাজ
উপনীত হয়ে তবে কহে সভামাঝ ॥
অবধান কর রাজা ধর্ম্মের নন্দন ।
নিশাকালে বধি গেল সব সেনাগণ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি করি যত বীর ছিল ।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সহিত মারিল ॥
নিশাতে আসিয়া দুষ্ট দ্রোণের নন্দন ।
অকস্মাৎ ব্যূহ মধ্যে করিল গমন ॥
নিদ্রায় কাতর ছিল যত সেনাগণ ।
একে এক মারিলেক নাহি একজন ॥
মৃতসঙ্গে ছিনু আমি করিয়া প্রকার
বার্ত্তা দিতে আসিয়াছি অগ্রেতে তোমার
শুনিয়া করেন খেদ ধর্ম্মের নন্দন ।
সকল করিল নষ্ট দ্রৌণি দুষ্ট জন ।
কিরূপে এমন যুদ্ধ হৈল কহ শুনি ।
সূতপুত্র বলে অবধান নৃপমণি ॥
ইহার বৃত্তান্ত রাজা কি বলিব আর ।
কালি নিশাকালে সৈন্য করিল সংহার ॥
কোন্ দেবতারে রাত্রে সহায় পাইল ।
কোন্ দেবতায় সাধি এ বর লভিল ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী প্রভৃতি বীরবর ।
সংগ্রামের পরিশ্রমে শ্রান্ত কলেবর ॥
শিবিরে নিশায় সবে আছিল শয়নে ।
আসিয়া দ্রোণের পুত্র বধিল জীবনে ॥
যার যত সেনা ছিল সুহৃদ বান্ধব ।
একাকী বধিয়া গেল দেখি অসম্ভব ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সবার জীবন ।
নিদ্রায় কাটিল শির দ্রোণের নন্দন ॥
সংহতি বাহিনী যত ছিল সম্বোধিতে ।
সকল মারিল শেষ জ্ঞান নরপতে ॥
রমণী আছিল যত যাহার সংহতি ।
অঙ্গ-ভঙ্গ করিয়া রাখিল মারি লাথি ॥
অশ্বত্থামা দুষ্টমাত দয়া নাহি প্রাণে ।
কাতরে চরণে পড়ে তবু শিরে হানে ॥

তোমাকে কহিতে বিধি রাখিল আমায়।
যে ছিল মরিল সবে শুন ধর্ম্মরায়॥
শুনি রাজা ভূমিতে পড়েন অচেতনে।
যেমন পড়য়ে বৃক্ষ মূলের ছেদনে॥
সম্বিত পাইয়া রাজা করেন বিলাপ।
কি করিতে কি হইল কত ছিল পাপ॥
এখন কি করি আর লইয়া ভুবন।
সর্ব্ব শূন্য দেখি এবে সব অকারণ॥
মুনিগণ সহ ভাল ছিলাম কাননে।
পাপভোগ হয় মম রাজ্যের কারণে॥
জ্ঞাতি-বন্ধুগণ যত শ্বশুর মাতুল।
মায়া হেতু আসি সবে হয় অনুকূল॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি হেন সহায় আমার।
কোথায় শিখণ্ডী সখা না দেখিব আর॥
কুটুম্ব প্রধান মম হিতকারী জন।
বলিষ্ঠের শ্রেষ্ঠ ছিল দুষ্টের দমন॥
পুত্র-পৌত্র সঙ্গে করি পরম উল্লাস।
আসিয়া আমার কার্য্যে হইল বিনাশ॥
বুদ্ধিমন্ত মহারাজ অতুল পৌরুষ।
ক্ষিতিতে প্রধান ইন্দ্র গণি যে বিশেষ॥
সাধিয়া আপন কার্য্য স্বচ্ছন্দে শয়নে।
গুরুপুত্র আসি নাশে ধর্ম্ম নাহি মনে॥
নাম ধরি ধরি কত করেন বিলাপ।
স্বকার্য্য সাধনে মম হৈল মনস্তাপ॥
অভিমন্যু মরে রণে মহাযুদ্ধ করি।
সেই মহাশোক আমি পাসরিতে নারি॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নিদ্রায় আছিল।
মূঢ়মতি অশ্বত্থামা সবারে মারিল॥
আমার হিতের হেতু ছিল যত জন।
গৃহেতে না গেল সবে হইল নিধন॥
বীরশূন্য হইলাম কিছু নাহি সেনা।
বৃথা রাজ্যে কাজ নাহি সংসার-বাসনা॥
বাঞ্ছা করি পুনঃ গিয়া বনে বাস করি।
তপ আচরণ করি হৈয়া ব্রহ্মচারী॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ মদ্রপতি আদি।
এক এক বীর জিনে পৃথিবী অবধি॥
সবারে করিনু জয় কৃষ্ণ সহকারে।
কে জানে দুর্দ্দশা শেষে ঘটিবে আমারে॥
রাজার বিলাপ শুনি কান্দে সর্ব্বজন।
দ্রৌপদী কান্দিয়া বলে করুণ বচন॥
পিতৃ মাতৃ আদি করি যত বন্ধুগণ।
এককালে অকস্মাৎ হইল নিধন॥
শুনিয়া নিষ্ঠুর বাক্য হরিল চেতনা।
মস্তক উপরে যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দেবী পড়ে অশ্রুজল।
ভাই ভাই বলি কান্দে হইয়া বিকল॥
জয় হেন মানি চিত্তে আনন্দ বিশাল।
তাহে বিপরীত আজি ঘটাইল কাল॥
এমত করিবে বিধি জানিব কেমনে।
কৌরব সহিত দ্বন্দ্ব হইল যখনে॥
সকল করিয়া নাশ আপনি বিনাশ।
পাপরাজ্যে কার্য্য নাহি যাব বনবাস॥
উজ্জ্বল হইয়া দীপ্তি হইল নির্ব্বাণ।
আমার বৈভব লাভ তাহারি সমান॥
যেমন নক্ষত্র চন্দ্র আদি নিশাযোগে।
আকাশে প্রকাশ করে দেখি চতুর্দ্দিকে॥
সেইরূপ সৈন্য ছিল যামিনী শোভনে।
সকল বিনাশ হৈল নাহি দেখি দিনে॥
এককালে নানা শোক উপজিল আসি।
শোকসিন্ধু-মধ্যে আমি তৃণ হেন ভাসি॥
কষ্টভাগ্যে কষ্ট হয় নাহি হয় দূর।
স্বয়ম্বরে পাই দুঃখ জনকের পুর॥
লক্ষ রাজা স্বয়ম্বরে করিল গমন।
লক্ষ্য বিন্ধি প্রাপ্ত হৈল ইন্দ্রের নন্দন॥
তাহাতে অনেক কষ্ট পাইনু অপার।
কৃষ্ণের কৃপায় তাহে হইল নিস্তার॥
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হইলেন ধর্ম্মরাজ।
ভুবনবিখ্যাত হৈল রাজসূয় কাজ॥
ত্রিভুবনে নিমন্ত্রণ করিল সবারে।
কত শত রাজা আসি রহিল দুয়ারে॥
কুবের সম্পদ জিনি হইল বৈভব।
পৃথিবীকে একচ্ছত্রা করিল পাণ্ডব॥

জনে জনে বিষয়াদি দিল যুধিষ্ঠির।
সম্পদের সংখ্যা নাহি পূর্ণিত মন্দির॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা করিল মন্ত্রণা।
শকুনি পাপিষ্ঠে আনি দিলেক যন্ত্রণা॥
পাশা খেলি রাজ্যধন হরিয়া লইল।
সভামধ্যে আমার যে চুলেতে ধরিল॥
বস্ত্র হরণের কষ্ট দিল দুঃশাসন।
কতেক কহিব তাহা না যায় কথন॥
আকর্ষণ করি কেশ টানে পুনঃ পুনঃ।
কেহ কিছু নাহি বলে সকলি বিগুণ॥
দুর্য্যোধন পাপমতি দেখাইল উরু।
একারণে ভাঙ্গে ভীম মারি গদা গুরু॥
কর্ণ দুষ্ট আমারে বলিল কুবচন।
মরণ অধিক হৈল না যায় কথন॥
যে কষ্ট হইল তাহা নারি কহিবারে।
অমঙ্গল দেখি অন্ধ চিন্তিল অন্তরে॥
আমারে ডাকিয়া অন্ধ দিল বরদান।
ধন রাজ্য দিয়া পুনঃ করিল সম্মান॥
ধন পেয়ে নিজ রাজ্যে করিনু গমন।
পুনঃ পাশা খেলি দুষ্ট পাঠায় কানন॥
বনবাসে নানাকষ্ট হইল ভোগিতে।
কতদিনে দুর্য্যোধন বিচারিল চিতে॥
দুর্ব্বাসা মুনিরে পাঠাইল সেই বন।
শিষ্য ষাটি সহস্র লইয়া তপোধন॥
তবে কতদিনে জয়দ্রথে পাঠাইল।
আসিয়া আমার বাসে অতিথি হইল॥
শূন্যঘর দেখি দুষ্ট হরিল আমায়।
ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন আমারে সে দায়॥
অনন্তরে গিয়া আমি বিরাট-আলয়।
সৈরিন্ধ্রী হইয়া দুঃখ ভোগিলাম তায়॥
তবে কতদিনে দুষ্ট কীচক দুর্ম্মতি।
আমারে দিলেক দুঃখ অতি পাপমতি॥
প্রকারে মারিল ভীম রজনী সময়।
তাহে পাইলাম রক্ষা কৃষ্ণের কৃপায়॥
না জানি কি আছে আর বিধাতার মনে।
জটাসুর দিল দুঃখ কাম্যক কাননে॥
বলে লয়ে যায় দুষ্ট পৃষ্ঠেতে করিয়া।
তাহাকে মারিল ভীম গদা আস্ফালিয়া॥
তাহাতে পাইনু রক্ষা কৃষ্ণের কৃপায়।
কত দুঃখ কব আর কহনে না যায়॥
এই সব দুঃখ স্মরি জ্বলে বহ্নিজ্বালা।
কত আর নিভাইব হইয়া অবলা॥
এবে শত্রু বিনাশিয়া মনে হৈল আশ।
রজনীতে হায় একি হৈল সর্ব্বনাশ॥
এখনো জীবন ধরে এই পাপ তনু।
আমার উচিত হয় পশিতে কৃশানু॥
পিতৃ-ভ্রাতৃ-পুত্রশোকে জ্বলে কলেবর।
যেমন পরম জ্বালা জ্বলিছে অন্তর॥
দ্রৌপদী-ক্রন্দন শুনি ভীম ধনঞ্জয়।
অবসন্ন হয়ে দেখে সব শূন্যময়॥
বিহ্বল হইয়া পড়ে মাদ্রীর নন্দন।
দ্রৌপদী হইতে করে অধিক ক্রন্দন॥
শোকেতে আকুল হয়ে ধর্ম্মের নন্দন।
শিবিরে দেখিতে রাজা করেন গমন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

— —

অশ্বত্থামার মুণ্ডচ্ছেদনার্থ ভীমের যাত্রা ও যুধিষ্ঠির ক্রন্দ-সংবাদ।

শিবির দেখিয়া রাজা দুঃখী অসম্ভব।
অশ্রু বহে নেত্রে কান্দে যতেক পাণ্ডব॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি হত দেখি যুধিষ্ঠির।
বিলাপ করেন কত নেত্রে বহে নীর॥
সকল মরিল রাজ্যে কিবা প্রয়োজন।
বৃথা করিলাম এত অসাধ্য সাধন॥
ভীম বলে রাজা শোক কর অনুচিত।
আপনার কর্ম্মভোগ কে করে খণ্ডিত॥
আপনি থাকিলে সর্ব্ব পাবে মহাশয়।
অকারণ কর শোক ইতরের প্রায়॥
কর্ম্মবশে জন্ম মৃত্যু হয় পুনঃ পুনঃ।
কোথা ছিলে কোথা যাবে তাহা নাহি জান॥

কর্ম্মবশে আসি মিলে কেহ নহে কার।
জন্মিলেই মৃত্যু আছে নহে খণ্ডিবার॥
কালপূর্ণ হৈলে আর কে রাখিতে পারে।
কত শত মহারাজ পুনঃ পুনঃ মরে॥
অষ্টাদশ দিন যুদ্ধ করিয়া সকলে।
বিপক্ষে জিনিয়া মৃত্যু হৈল নিশাকালে॥
ইথে শোক অনুচিত ভাবিয়া কি কাজ।
শাস্ত্রবিজ্ঞ হয়ে কেন চিন্ত মহারাজ॥
অতঃপর দ্রৌপদী কহেন শোকাবেশে।
অশ্বত্থামা-মুণ্ড আনি দেহ মম পাশে॥
দ্রৌণির মস্তকে বদ্ধ আছে এক মণি।
মুণ্ড কাটি সেই মণি যদি দেহ আনি॥
তবে শোক নিবারণ হয়ত আমার।
নহে ভ্রাতৃ-পুত্র-শোকে না বাঁচিব আর॥
শুন ভীম মহাবীর তোমা সম নাই।
বিক্রমে বিশাল তোমা করিল গোঁসাই॥
এখন এ শোকসিন্ধু মধ্যে ডুবে মরি।
রক্ষা কর আমাকে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি॥
আমার বচন ধর বধ অশ্বত্থামা।
সকল নিষ্ফল হৈল তোমার মহিমা॥
এখন উচিত হয় এই সব কথা।
শীঘ্র মোরে আনি দেহ দ্রোণপুত্র-মাথা॥
ব্রাহ্মণ হইয়া রাক্ষসের কর্ম্ম করে।
নিদ্রাগত পেয়ে দুষ্ট সবারে সংহারে॥
তাহার বিনাশে নাহি ব্রহ্মবধ-ভয়।
অধর্ম্ম করিল সেই দুষ্ট দুরাশয়॥
কান্দিতে কান্দিতে এত দ্রৌপদী কহিল।
অনুমতি হেতু ভীম ধর্ম্মে জানাইল॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন এই সে উচিত।
কর্ম্ম অনুসারে শাস্তি শাস্ত্রে বিহিত॥
এত শুনি ভীমবীর রথে আরোহিয়া।
নকুলে সারথি করি চলিল ধাইয়া॥
ভীমের এতেক সজ্জা আরম্ভ দেখিয়া
গোবিন্দ বলেন ধর্ম্মরাজে সম্বোধিয়া॥
অশ্বত্থামা-বধে পাঠাইছ বৃকোদরে।
সুবুদ্ধি নহেত ইহা জানিনু বিচারে॥

অসাধ্য-সাধন সেই সিদ্ধি অসম্ভব।
সংসারে বিজয়ী সে কে করে পরাভব॥
পরাক্রম তাহার কি না আছ বিদিত।
না বুঝিয়া হেন কর্ম্ম কর বিপরীত॥
ত্রিলোকেতে সেই এক মহাধনুর্দ্ধর।
পরাক্রম করি জিনে সব চরাচর॥
কি করিবে ভীম তার করি মহারণ।
ভীম হৈতে না হইবে তাহার দমন॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কহি যবে ছিলা বনে।
অশ্বত্থামা নিরবধি ভ্রমিত কাননে॥
দৈবে একদিন গেল দ্বারকাভুবনে।
দেখিয়া যাদবগণে হরষিত মনে॥
বিক্রম করিয়া বলে আমার সাক্ষাতে
ব্রহ্মশির অস্ত্র আমি জানি ভালমতে॥
তাহা লৈয়া চক্র মোরে দেহ চক্রপাণি।
ত্রৈলোক্য জিনিতে পারি হেন অস্ত্র জানি
অব্যর্থ আমার অস্ত্র জানে ত্রিভুবন।
ইহা লৈয়া চক্র মোরে দেহ নারায়ণ॥
উপরোধ হেতু আর দেরী না করিয়া।
দ্রৌণিকে দিলাম চক্র তখনি আনিয়া॥
তুলিতে নহিল শক্ত রাখি চক্রবর।
কহিল না লব চক্র রাখ চক্রধর॥
ইহার অধিক মোর আছে ব্রহ্মশির।
বজ্রদণ্ডে জিনি আমি শুন যদুবীর॥
পৃথিবী সংহার দেব করে এই বাণে।
কাহারে না দিয়া অস্ত্র দিল মম স্থানে॥
করিলাম জিজ্ঞাসা যে দ্রোণের নন্দনে।
তবে চক্র চাহ কেন আমার সদনে॥
অশ্বত্থামা বলে তোমা জিনিবার মনে।
অস্ত্র হৈতে শ্রেষ্ঠ চক্র জানিনু এক্ষণে॥
কার্য্য নাহি তোমা সনে বিবাদে আমার।
এত বলি তথা হৈতে কৈল আগুসার॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কহিলাম মহাশয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যেবা মনে লয়॥
দ্রোণপুত্র দুরাত্মা সে ক্রোধন চঞ্চল।
ব্রহ্মশির অস্ত্র তার সদা করতল॥

আমার বচনে তুমি রাখ ভীমবীরে।
শুনিয়া চিন্তিত বড় রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
সকল মজিল রাজ্যে কি কার্য্য বিশেষ।
নিশ্চয় মরিব আমি শুন হৃষীকেশ॥
অগ্রে ভীম চলি গেল না শুনি বারণ।
এখন উচিত যাহা কর নারায়ণ॥
তোমা বিনা গতি আর নাহি ত্রিভুবনে।
বল বুদ্ধি পরাক্রম নাহি তোমা বিনে॥
গোবিন্দ বলেন চল ভীমের পশ্চাৎ।
বিলম্ব না কর আর শুন নরনাথ॥
অর্জ্জুন সহিত হরি করিল গমন।
তাহার পশ্চাতে যান ধর্ম্মের নন্দন॥
রথ রথী পদাতিক চলিল অপার।
নানা বাদ্য কোলাহলে কৈল আগুসার॥

অশ্বত্থামার ব্রহ্মশিরাস্ত্র পরিত্যাগ।

অশ্বত্থামা সর্ব্বসৈন্য করিয়া বিনাশ।
ভয়ে পলাইয়া রহে যথা মুনি ব্যাস॥
তথা উপনীত হৈল ভীম মহাবাহু।
অশ্বত্থামা দেখি যেন চন্দ্রে গিলে রাহু॥
বাদ্যশব্দে অশ্বত্থামা কম্পিত হইল।
ভীমের গর্জ্জন শুনি বিস্ময় মানিল॥
ভীমে দেখি অশ্বত্থামা করিল সাহস।
মরণ চিন্তিল মনে রাখিবারে যশ॥
অশ্বত্থামা অস্ত্র ধনু নাহি করে ধরে।
মুষ্টি করি লইল ঈষিকা সব্যকরে॥
মন্ত্র পড়ি ছাড়িলেক দিয়া হুহুঙ্কার।
নিষ্পাণ্ডবা ক্ষিতি করে প্রতিজ্ঞা তাহার॥
ক্রোধ করি অস্ত্র ছাড়ে করিয়া গর্জ্জন।
বাণের মুখেতে অগ্নি হয় বরিষণ॥
হেনকালে তথা পার্থ গোবিন্দ আসিয়া।
প্রলয়-অনল উঠে সম্মুখে দেখিয়া॥
পার্থেরে কহেন কৃষ্ণ কি দেখহ আর।
ক্ষণেক থাকিলে তোমা করিবে সংহার॥
সম্বরণ অস্ত্র জান দ্রোণ-উপদেশে।
সত্বর সন্ধান পূর অস্ত্রের বিনাশে॥
ক্ষণেক থাকিলে হবে অসাধ্য হে সখা।
প্রলয়-অনল উঠে নাহি যাবে রাখা॥

অর্জ্জুনের অস্ত্র পরিত্যাগ।

অর্জ্জুন শুনিয়া উঠিলেন ক্রোধভরে।
করতলে ধরি অস্ত্র সাহসী অন্তরে॥
আগু হৈয়া রথ হৈতে নামি ধনঞ্জয়।
দাণ্ডাইয়া রহিলেন কারে নাহি ভয়॥
যোড়হস্তে গুরুপদে করি নমস্কার।
ধনুকে টঙ্কার দেন লোকে চমৎকার॥
এড়িলেন এক বাণ উঠিল আকাশে।
গর্জ্জন করিয়া যায় দ্রোণপুত্র নাশে॥
উল্কাপাত নির্ঘাত সে বাণ হতে খসে।
হইল প্রলয় বড় পৃথিবী বিনাশে॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নিবৃষ্টি হয় ঘন ঘন।
প্রলয় দেখিয়া স্থান ছাড়ে দেবগণ॥
দ্বাদশ সূর্য্যের দীপ্তি প্রলয়ের কালে।
সেইমত দোঁহে শত শত অস্ত্র ফেলে॥
জল স্থল পুড়ি যায় যেমত ঝঞ্ঝনা।
মহা অস্ত্র দোঁহে নাহি সম্বরে আপনা॥

উত্তরাগর্ভে ব্রহ্মশিরাস্ত্রের প্রবেশ।

সর্ব্ব সৃষ্টি নাশ হয় দেখি লাগে ত্রাস।
হেনকালে আইল নারদ আর ব্যাস॥
দুই বাণমধ্যে রহিলেন দুই মুনি।
জগতের নিতান্ত বিনাশ অনুমানি॥
দোঁহারে বলেন ডাকি দুই তপোধন।
সৃষ্টিনাশ কর কেন কর সম্বরণ॥
উভয়ে বিবাদ কেন সৃষ্টি কর নাশ।
কিবা মনে করিয়াছ কহ এক ভাষ॥
শুনিয়া দোঁহার বাক্য অর্জ্জুন তখন।
করিলেন আপনার অস্ত্র সম্বরণ॥

দ্রৌণি ডাকি কহে শক্য নহে নিবারণ।
ক্রোধে অস্ত্র ছাড়িলাম কি করি এখন॥
উপরোধ রাখি যদি তোমা দোঁহাকার।
পাণ্ডবে মারিয়া অস্ত্র আসুক আমার॥
তবে যদি দয়া করি দোঁহা উপরোধে।
উত্তরার গর্ভপাত করিব বিবাদে॥
যেই পুত্র আছে উত্তরার গর্ভবাসে।
চলিল আমার অস্ত্র তাহার বিনাশে॥
অর্জ্জুন বলেন কাটি দ্রোণপুত্র-শির।
নহিলে নাহিক ক্ষমা জান ফাল্গুনির॥
ব্যাস বলিলেন শুন বীর অশ্বত্থামা।
শিরোমণি দিয়া পার্থে চাহ তুমি ক্ষমা॥
তব বাণে মরে যদি শিশু গর্ভবাসে।
তারে জীয়াইব আমি চক্ষুর নিমিষে॥
মণি দিলে শির ক্ষত হইবে তোমার।
বৎসর সহস্র তৈলে নহে প্রতিকার॥
শিরের পীড়ায় তুমি করিবে ভ্রমণ।
যেমন তোমার কর্ম্ম হইল তেমন॥
এত শুনি অশ্বত্থামা করিয়া ছেদন।
শিরোমণি ধনঞ্জয়ে করে সমর্পণ॥
হেথা দ্রৌণি-বাণ বেগে উঠিল আকাশে।
বায়ুবেগে উত্তরার গর্ভেতে প্রবেশে॥
গর্ভে প্রবেশিয়া গর্ভ করিল নিধন।
প্রবেশ করেন গর্ভে কৃষ্ণ সেইক্ষণ॥
গর্ভ বিনাশিয়া বাণ হইল বাহির।
পুনঃ গর্ভ সঞ্জীবিত করে যদুবীর॥
এইমতে শান্ত হৈল অস্ত্র বরিষণ।
জলেতে নিবৃত্ত যেন হয় হুতাশন॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে শুনিলে হইবে ভবপার॥

অশ্বত্থামার শিরোমণি পাইয়া দ্রৌপদীর সন্তোষ।

মস্তক-স্খলনে দুঃখ অশ্বত্থামা পায়।
দেখি মুনি ব্যাসদেব কহিলেন তায়॥
যাবৎ তোমার দেহে থাকিবে জীবন।
শিরোমণি তোমার না হবে কদাচন॥
পৃথিবীতে নর তৈল মাখিবার কালে।
তব নামে তিনবার অগ্রে দিবে ফেলে॥
সেই তৈল পড়িবেক পৃথিবী উপরে।
তোমার মস্তকে পড়িবেক মম বরে॥
তাহাতে নিবৃত্তি হবে তোমার জ্বলনি।
নিজ স্থানে যাহ ভয় না করিহ দ্রৌণি॥
তব নামে অগ্রে তৈল যে জন না দিবে।
ব্রহ্মবধ মহাপাপ তারে পরশিবে॥
এইরূপে অশ্বত্থামা দিয়া মণিবর।
বিমনা হইয়া গেল আপনার ঘর॥
ব্যাস নারদেরে লৈয়া পাণ্ডুপুত্রগণ।
কৃষ্ণসহ করিলেন শিবিরে গমন॥
পুনর্জ্জন্ম হৈল মনে করে ভীমবীর।
গোবিন্দের দয়াবশে সুস্থ যুধিষ্ঠির॥
জানিলেন কৃষ্ণ হৈতে তরিনু সঙ্কটে।
সতত রাখেন কৃষ্ণ বিঘ্ন যদি ঘটে॥
দ্রৌণির মস্তক মণি লইয়া সত্বর।
দ্রৌপদীর নিকটে গেলেন বৃকোদর॥
অগ্রে শিরোমণি রাখি কহেন বৃত্তান্ত।
ভাগ্যে রক্ষা পাইলাম এবার নিতান্ত॥
দ্রৌপদী বলেন মম গেল পরিতাপ।
দুঃখের কারণ মম ছিল পূর্ব্ব পাপ॥
মণি আনি দিয়া তুষ্ট করিলে আমারে।
আমা প্রতি মন আছে জানিনু তোমারে॥
এই মণি মহারাজ করুন ধারণ।
তবে ভীম আরো মম তুষ্ট হয় মন॥

কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির-সংবাদ।

দ্রৌপদীর অভীষ্ট জানিয়া ধর্ম্মরায়।
করিলেন স্ব-মস্তক ভূষিত তাহায়॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেন নারায়ণে।
অন্তর্যামী ভগবান জানহ আপনে॥
না হইল না হইবে এমন যন্ত্রণা।
তোমার রক্ষিত আমি জানে সর্ব্বজনা॥

কার বরে দ্রোণপুত্র রাত্রেতে আসিয়া ।
একাকী সকল সৈন্য গেল বিনাশিয়া ॥
পূর্ব্বে যদি জনার্দ্দন হইত এমন ।
সংহার করিত দ্রৌণি সব সৈন্যগণ ॥
কহ শুনি জগন্নাথ ইহার কারণ ।
কি কারণে অশ্বত্থামা করিল এমন ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন রাজা জানিলে কি হয় ।
কালে করে কালে হরে কাল সর্ব্বময় ॥
পরাক্রমে দ্রোণপুত্র পারে কি তোমায় ।
সাধিলে দুষ্কর কার্য্য শিবের কৃপায় ॥
ভক্তি হেতু মহাদেব অর্জ্জুনের বশ ।
সব রক্ষা করিলেন দিন অষ্টাদশ ॥
ক্ষয়কালে উপনীত দ্রোণের নন্দন ।
পাইল শিবির দ্বারে শিব দরশন ॥
ভক্তিভাবে স্তব করে দেব মহেশ্বরে ।
বর পাইলেক দ্রৌণি যা ছিল অন্তরে ॥
দয়ার সাগর হয় না ভাবি বিষাদ ।
দ্রৌণিরে আপন খড়্গ দিলেন প্রসাদ ॥
বর দিয়া শঙ্কর গেলেন নিজালয় ।
বধিল সকল সেনা দ্রোণের তনয় ॥
পরম কৃপালু হর দেবের দেবতা ।
সংহার কারণে রুদ্র প্রলয়-বিধাতা ॥
পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করেন মহেশ ।
পুনঃ বর দেন তুষ্ট হয়ে ব্যোমকেশ ॥
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু অগ্নি আদি দেবগণ ।
শিব সেবি সব কার্য্য করিল সাধন ॥
যাঁহার আজ্ঞায় জয় হয় ত্রিভুবনে ।
ভক্ষণ করিল বিষ সমুদ্র মন্থনে ॥
শিববরে দ্রৌণি সব করিল বিনাশ ।
নহিলে কাহার শক্তি হেন করে আশ ॥
সৃষ্টির সংহার কর্ত্তা সেই দেবরাজ ।
তাঁর আজ্ঞা বিনা কেহ নাহি করে কাজ ॥
জন্মাইয়া ত্রিজগৎ করেন পালন ।
কাল পরিপূর্ণ হৈলে আপনি নিধন ॥
আদ্যদেব মহাগুরু সর্ব্বদেবগুরু ।
ভক্তের অধীন সদা বাঞ্ছাকল্পতরু ॥
এতেক মহত্ত্ব তব শিব-প্রসাদাৎ ।
অর্জ্জুনে তোষেন দেব হইয়া কিরাত ॥
যত বীর মরিলেন ভারত-সমরে ।
কুরুক্ষেত্রে পড়িয়া চলিল স্বর্গপুরে ॥
তুমি আমি যথাকালে যাব অনায়াসে ।
পূর্ব্বাপর আছে হেন শাস্ত্রেতে বিশেষে ॥
এত শুনি ধর্ম্মরাজ বলেন বচন ।
বুঝিলে না বুঝে মন মায়ার কারণ ॥
তোমা বিনা নাহি গতি শুন পরমেশ ।
সর্ব্বশূন্য দেখি আমি না পাই উদ্দেশ ॥
দৈব্য হেতু সব হয় কে খণ্ডাতে পারে ।
কর্ম্মদোষে গতায়াত সদা প্রাণী করে ॥
তথাপি তোমারে কহি মনের মানসে ।
জয় পরাজয় হয় স্ব স্ব কর্ম্মবশে ॥
দেখহ গোবিন্দ মম অতি অমঙ্গল ।
গেল বন্ধু বান্ধবাদি তনয় সকলে ॥
বিলাপ করুণা যত কি করি এখন ।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি বিধির লিখন ॥
তোমার চরণে মতি রহে অনিবার ।
জীবন যৌবন ধন মিথ্যা পরিবার ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা ত্যজ শোক মন ।
রাজধর্ম্ম সদাচার কর অনুক্ষণ ॥
যুদ্ধে মৃত্যু ক্ষত্রকুলে প্রধান এ কাজ ।
প্রজার পালন কর পৃথিবীর মাঝ ॥
জয় পরাজয় হয় নাহিক এড়ান ।
পূর্ব্বাপর সংসারেতে আছে এ বিধান ॥
কৃষ্ণের বচনে রাজা স্থির করে মন ।
দ্রৌপদী সুস্থিরা হয়ে চিন্তে নারায়ণ ॥
গোবিন্দ-মায়াতে সবে সুস্থির হইল ।
অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম জপিতে লাগিল ॥
মহাভারতের কথা কাশী বিরচিল ।
এইত ঐষীকপর্ব্ব সমাপ্ত হইল ॥

ঐষীকপর্ব্ব সমাপ্ত ।

সচিত্র অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত

নারীপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

বৈশম্পায়নের প্রতি জন্মেজয়ের প্রশ্ন।

জন্মেজয় বলিলেন শুন মহাশয়।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ শুনি ঘুচিল সংশয়॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সমরে পড়িল।
তিন জন মাত্র তাহে রক্ষা যে পাইল॥
পরে কি হইল মুনি বলহ আমারে।
আদ্যোপান্ত যত কথা জিজ্ঞাসি তোমারে॥
কি করিল শুনি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোকে।
সান্ত্বনা করিল কহ কোন্ কোন্ লোকে॥
দুর্য্যোধন হেন পুত্র মরিল যাহার।
কেমনে শোকেতে প্রাণ রহিল তাহার॥
গান্ধারী কেমনে বাঁচিলেন পুত্রশোকে।
বিবরিয়া সেই সব বলহ আমাকে॥
মৃত-তনু কোন্ মতে হইল সৎকার।
কুরুক্ষেত্রে হৈল যত ক্ষত্রিয় সংহার॥
মুনি বলে শুন রাজা সে সব কথন।
যে কর্ম্ম করিল শোকে কৌরব-নন্দন॥
সঞ্জয় কহিল ধৃতরাষ্ট্র নরবরে।
সেই সব বিবরণ কহিব তোমারে॥

শতপুত্রনাশে ধৃতরাষ্ট্রের শোক ও তাঁহার সান্ত্বনা।

দুর্য্যোধন-মৃত্যুকথা, সঞ্জয় কহিল তথা,
ধৃতরাষ্ট্র শুনিল প্রভাতে।
যেন হৈল বজ্রাঘাত, আকাশের চন্দ্রপাত,
কর্ণ যেন রুদ্ধ হৈল বাতে॥
সকল পৃথিবীপতি, দুর্য্যোধন মহামতি,
বলে ইন্দ্র না হয় দোসর।
হেন পুত্র মরে যার, সে কেমনে প্রাণ ধরে,
শোকেতে হইল জর জর॥
পুত্রশোকে নরপতি, বিহ্বল পড়িল ক্ষিতি,
নয়নে বরষে জলধার।
বায়ুভগ্ন যেন তরু, শোক হৈল অতি গুরু,
পড়িয়া করয়ে হাহাকার॥
একশত পুত্র যার, মরিলেক পরিবার,
সঞ্জয় কহিল নৃপবরে।
হাহা পুত্র পুত্র করি, পড়ে কুরু অধিকারী,
বজ্রাঘাত পড়ে যেন শিরে॥
বিধি কৈল হেন দশা, মনে ছিল যত আশা,
দূর হৈল দৈবের ঘটন।
শত পুত্র বিনাশিল, এক জন না রহিল,
শ্রাদ্ধ-শান্তি করিতে তর্পণ॥
হাহা পুত্র দুর্য্যোধন, কোথা গেল দুঃশাসন,
শোকে মম না রহে শরীর।
আমারে সঞ্জয় কহ, কোথা তাত পিতামহ,
কোথা গেল দ্রোণ মহাবীর॥
কোথা কর্ণ মহাশূর, রিপুদর্প করি দূর,
কোথা গেল শকুনি দুর্ম্মতি।
কুমন্ত্রণা দিল মোরে, সে কারণে পুত্রমরে,
না শুনিল সুহৃদ ভারতী॥

আর্ত্তনাদ করি বীর, ভূমেতে লোটায় শির,
হাহা পুত্র দুর্য্যোধন করি।
পড়ি আছে রাজ্যপাট,মাণিক মন্দির খাট,
কি হইল কুরু-অধিকারী ॥
যুদ্ধকালে পুত্রশোক,পড়িল অমাত্যলোক,
মরিল সুহৃদ্ বন্ধুজন
করপুটে ভিক্ষা করি, হইব যে দেশান্তরী,
পৃথিবী করিব পর্য্যটন ॥
আমার ললাটতটে, এ লিখন ছিল বটে,
কুরুকুল হইবে সংহার।
সকল পৃথিবী শাসি, ভুঞ্জিয়া বিভবরাশি,
পরিচর্য্যা করিব কাহার।
হইলাম অতি দীন, যেন পক্ষী পক্ষহীন,
জরাতে হারাই রাজ্যসুখ।
নয়ন-বিহীন জন্তু, যেন তেজঃহীন ভানু,
কেমনে সহিব এত দুঃখ ॥
আমার সে হিতকাম, প্রবোধ দিলেন রাম,
তাহা আমি না ধরিনু মনে।
ভূপতি-সভাতে আসি, কহিল নারদ ঋষি,
তাঁর বাক্য না শুনিনু কাণে ॥
ভীষ্মদেব কুরুগুরু, মহামন্ত্রী কল্পতরু,
হিতকথা কহিল বিস্তর।
না শুনি তাঁহার বোল,বিপদে দিলামকোল,
হাতে হাতে ফল পাই তার ॥
দুর্য্যোধন-বধ-ধ্বনি, দুঃশাসন-মৃত্যুবাণী,
কর্ণবধ কর্ণে নাহি সয়।
হৈল দ্রোণ বিনাশন, দগ্ধ হয় মম মন,
মোর বাক্য শুনহ সঞ্জয় ॥
পূর্ব্বে করিয়াছি পাপ,সেকারণে পাইতাপ,
বিচারিয়া বল তুমি মোরে।
আপনার কর্ম্মভোগ, সুত বন্ধু বিপ্রয়োগ,
কর্ম্মবন্ধে ভোগ সবে করে ॥
শুনহ সঞ্জয় তুমি, ইহা নাহি জানি আমি,
কখন ভীষ্মের পরাজয়।
যে জনে অর্জ্জুন মারে,একথা কহিব কারে,
মনে বড় জন্মিল বিস্ময় ॥

যাঁর সনে ভৃগুরাম, করি রণ অবিশ্রাম,
প্রশংসা করিয়া গেল ঘরে।
তাঁহার হইল নাশ, শুনি মনে পাই ত্রাস,
সঞ্জয় কহিল আসি মোরে ॥
দ্রোণ মহাবলবান, পৃথিবী না ধরে টান,
তাঁহাকে মারিল ধনঞ্জয়
এ বড় আশ্চর্য্য কথা, কাটিল কর্ণের মাথা,
অর্জ্জুন করিল কুলক্ষয় ॥
আমা হেন দুঃখীজন,নাহি দেখি ত্রিভুবন,
আমার মরণ সমুচিত।
শীঘ্র মোরে লহ রণে, দেখাহ পাণ্ডবগণে,
আমি সবে মারিব নিশ্চিত ॥
যুড়িয়া ধনুকে বাণ, ভীমের বধিব প্রাণ,
পুত্রশোক সহিতে না পারি।
অর্জ্জুনের কাটি মাথা, ঘুচাইব মনোব্যথা,
ধর্ম্মে দিব হস্তিনানগরী।
রাজার বচন শুনি, সঞ্জয় মনেতে গণি,
যোড়হাতে করে নিবেদন
শুন শুন মহারাজ, সকলি বিধির কাজ,
বুঝিয়া না বুঝ কি কারণ ॥
তোমার সমান গুণী,পৃথিবীতে নাহি শুনি,
সংসারেতে তোমার ব্যাখ্যান।
বৃদ্ধ হৈতে বৃদ্ধোত্তম,নাহি কেহ তোমাসম,
শোকে কেন হও হতজ্ঞান ॥
নরপতি পুণ্যবান, সঞ্জয় তাহার নাম,
পুত্রশোকে ছিল সে পীড়িত
নারদের উপদেশ, পাইল সে সবিশেষ,
তাহে তাঁর হৈল সুস্থ চিত ॥
আপনি সে সব কথা,অবশ্য আছেন জ্ঞাতা,
তবে কেন শোকে দেহ মতি।
জীবন মরণ যোগ, সুখ দুঃখ ভোগাভোগ,
কর্ম্মফলে হয় সে সঙ্গতি ॥
সহজে দুর্ম্মতি জন, রাজা হয় দুর্য্যোধন,
সাধুজন-বচন না শুনে
দুঃশাসন মহাবীর, শকুনি পাপেতে ধীর,
বুদ্ধি দিল কৌরব-নন্দনে ॥

কর্ণ বলিলেন যত, তাহে মাত্র অভিমত,
কার বোল না শুনিল কাণে।
ভীষ্মদেব বুঝাইল, কর্ণে তাহা না শুনিল,
গান্ধারীর বাক্য নাহি শুনে ॥
গুরুজন বলে যত, উপহাস করে তত,
এ জনের কেমনে কল্যাণ।
দ্রোণ কৃপ বিধিমতে, বুঝাইল বিদুরেতে,
প্রবোধ দিলেন ভৃগুরাম ॥
পাণ্ডব মাগিল গ্রাম, আইলেন ঘনশ্যাম,
নীতি বুঝাইল নারায়ণ।
অসম্মত দুর্য্যোধন, কেবল মাগেন রণ,
কেহ নাহি ত্যজিবে জীবন ॥
না শুনে ব্যাসের বাণী, অহঙ্কার মনে গণি,
ধর্ম্মপথ পরিহরি দূরে।
আপনি মধ্যস্থ হৈলা, কত তারে বুঝাইলা
দৈবে যাবে শমনের পুরে ॥
পাশা খেলাইল যবে, শকুনি কহিল তবে,
সর্ব্বধন হারিল পাণ্ডব।
কিংজিতং কিংজিতং বলি, হইলে যে কুতূহলী,
কেন তাহা না ভাব কৌরব ॥
ক্ষিতির ক'রয়া ক্ষয়, শত্রুর বাড়ালে জয়,
পুত্রগণ মরিল অকালে।
তুমি কেন শোক কর, আমার বচন ধর,
কি কারণে লোটাও ভূতলে ॥
জানিয়া করিলে পাপ, শেষে পাও মনস্তাপ,
অনুশোচ না কর তাহাতে।
আপনার কর্ম্ম যত, ফল হয় অনুগত,
বিজ্ঞজন মুগ্ধ নহে তাতে ॥
জ্বলন্ত অনল কেন, বসনে বাঁধিয়া আন,
সে অগ্নিতে দহিবে শরীর।
এ সব আপন দোষে, কহি রাজা তবপাশে,
তাহে দোষ নাহিক বিধির ॥
পুত্র তব মহাবলী, সুহৃদ-বচন ঠেলি,
রাজ্যলোভ করিল দুর্জ্জয়।
পূর্ব্বাপর না ভাবিল, অগ্নিতে পতঙ্গ হৈল,
তাহাতে হইল বংশক্ষয় ॥

সঞ্জয়ের বাক্য শুনি, স্তব্ধ হয়ে নৃপমণি,
অতি দীর্ঘ ছাড়িল নিশ্বাস।
বিদুর পণ্ডিত-গুরু, উপদেশে কল্পতরু,
নৃপতিরে করিল আশ্বাস ॥
উঠ উঠ মহারাজ, সকলি বিধির কাজ,
সবার মরণ মাত্র গতি।
যে দিন নিয়তি যার, সেই দিন মৃত্যু তার,
তাহা নাহি ঘুচে মহামতি ॥
মহা মহা বীর মরে, নিত্য যায় যমঘরে,
মৃত্যুবশ সব চরাচর।
সকল সংহারে কাল, নাহি তার কালাকাল,
অনুশোচ না কর অন্তর ॥
পূর্ব্বকথা মনে কর, শুন ওহে নৃপবর,
শকুনি খেলিল যবে পাশা।
সেই অনর্থের মূল, বিনাশিল কুরুকুল,
হাস তুমি করিলে জিজ্ঞাসা ॥
পাসরিলে সেই বাণী, শুন অন্ধ নৃপমণি,
সে কথা নাহিক তব মনে।
এখন ভাবহ শোক, নির্ব্বিবেক সর্ব্বলোক,
এই দশা হইল একণে ॥
ক্ষত্রিয় নিধন করি, সম্মুখ-সমরে মরি,
সবে গেল বৈকুণ্ঠ-ভুবনে।
এখন ত্যজহ শোক, আমার বচন রাখ,
দুঃখ ভাব কিসের কারণে ॥
জীর্ণ বস্ত্র পরিহরে, যেন নব বস্ত্র পরে,
তেমতি শরীর পরিবর্ত্ত।
কেহ মরে গর্ভবাসে, কেহ মরে দশমাসে,
পৃথিবী পরশ করি মাত্র ॥
কেহ মরে বাল্যকালে, সকলি কর্ম্মের ফলে,
কেহ কারে মারিতে না পারে।
আমার বচন শুনি, শান্ত হও নৃপমণি,
শোক আর না কর অন্তরে ॥
বিদুরের বাক্য শুনি, স্তব্ধ হৈল নৃপমণি,
কিন্তু শোকে দহয়ে শরীর।
না শুনে বচন হিত, ধরিতে না পারে চিত্ত,
ধৈর্য্যকে ধরিতে নারে বীর ॥

তবে আসি ব্যাস মুনি, বিদুর সঞ্জয় গুণী,
আর যত সুহৃদ সকলে।
শীতল সলিল সেচি, তালের বিউনি বিঁচি,
চেতন করান মহীপালে॥
সম্বিত পাইয়া পুনঃ, শোক করে চতুর্গুণ,
ধিক্ ধিক্ মনুষ্য-জনমে।
পাই এত দুঃখ সব, পুত্রশোকে পরাভব,
ছার তনু নাহি যায় কেনে॥
শত পুত্র বিনাশিল, এক জন না রহিল,
শ্রাদ্ধ শান্তি করিতে তর্পণ।
অনিত্য এ সব দেহ, চিরজীবী নহে কেহ,
প্রাণ রাখি কিসের কারণ॥
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি, বিলাপ করয়ে অতি,
পুত্রশোক সহিতে না পারে।
ভাবয়ে বান্ধবশোক, ক্ষণে ভাবে পরলোক,
নির্ণয় করিতে কিছু নারে॥
আহা পুত্র দুর্য্যোধন, কোথা গেল দুঃশাসন,
দুর্ম্মুখ প্রভৃতি শত পুত্র।
ধরিতে না পারি হিয়া, লহ মোরে উদ্ধারিয়া,
শোকেতে দহিছে মোর গাত্র॥
ভারতের পুণ্যকথা, শুনিলে ঘুচয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ হয় নাশ।
গোবিন্দ চরণে মন, সমর্পিয়া অনুক্ষণ,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসের হিতোপদেশ।

বিষাদ করয়ে নরপতি পুত্রশোকে।
রাজারে বেড়িয়া কান্দে যত পুরলোকে॥
তবে ব্যাস কহিলেন শুন নৃপবর।
গত জীব হেতু তুমি শোক কেন কর॥
আর শোক না করিহ শুনহ রাজন।
মন দিয়া শুন দুর্য্যোধনের কথন॥
একদা গেলাম আমি ব্রহ্মার সভায়।
নারদাদি মুনিগণ আছিল তথায়॥
হেনকালে পৃথিবী করিল নিবেদন।
পরিত্রাণ আমারে করহ পদ্মাসন॥
হরি করিলেন যত দানব সংহার।
ক্ষত্রকুলে জন্ম তারা নিল পুনর্ব্বার॥
অনীতি করয়ে সবে না পারি সহিতে।
এই নিবেদন প্রভু কহিনু তোমাতে॥
পৃথিবীর বাক্য শুনি দেব প্রজাপতি।
আশ্বাস করিয়া তাঁরে কহিল ভারতী॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির পুত্র দুর্য্যোধন।
কুরুবংশে জন্মিবে সে বড়ই দুর্জ্জন॥
সে তোমার খণ্ডাইবে ভার গুরুতর।
শুন বসুমতী তুমি আমার উত্তর॥
শুনিয়া কাশ্যপী স্তুতি অনেক করিল।
যোড়হাত করি পুনঃ কহিতে লাগিল॥
কেমন প্রকারে মোর ঘুচিবেক ভার।
কহ পিতামহ তাহা করিয়া বিস্তার॥
ব্রহ্মা কন কুরু পাণ্ডু ভাই দুই জন।
চন্দ্রবংশে সমুৎপন্ন হবে বিচক্ষণ॥
পাণ্ডুর তনয় পঞ্চজন তুল্য দেব।
ধর্ম্ম ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির হইবে নন্দন।
দুর্য্যোধন দুঃশাসন আদি শত জন॥
রাজ্য হেতু বিবাদ হইবে দুইজনে।
পাণ্ডুর নন্দন আর ধার্ত্তরাষ্ট্র সনে॥
পাণ্ডব সহায় হবে বৈকুণ্ঠবিহারী।
কুরুক্ষেত্রে হইবেক ঘোর মারামারি॥
কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্র যত সংহার হইবে।
শুন বসুমতী তব ভার না থাকিবে॥
যাহ যাহ বসুমতী আপনার স্থান।
দুর্য্যোধন হেতু তব হবে পরিত্রাণ॥
এত বলি পৃথিবীকে করিল বিদায়।
এই সব বিবরণ শুনিনু তথায়॥
সেই দুর্য্যোধন হৈল তোমার তনয়।
কলি-প্রবেশের অগ্রে শুন মহাশয়॥
মহা-মহোপাল হৈল মহাক্রোধশালী।
গান্ধারী-উদরে জন্মে সাক্ষাৎ সে কলি॥

সবে হৈল দুর্য্যোধন শত সহোদর।
কর্ণ হৈল সখা তার শকুনি বর্ব্বর॥
ক্ষত্রিয় বিনাশ হেতু অনর্থ অঙ্কুর।
শুন মহারাজ সব শোক কর দূর॥
কৌরবে পাণ্ডবে হৈল ঘোরতর রণ।
কুরুক্ষেত্রে সর্ব্বজন হইল নিধন॥
এই পূর্ব্বকথা আমি জানাই তোমারে।
এত বলি ব্যাসদেব বুঝান তাঁহারে॥
সঞ্জয় কহিল তবে করি যোড়হাত।
এক নিবেদন করি শুন নরনাথ॥
নানা দেশ হইতে অনেক নরপতি।
নিমন্ত্রিয়া আনিলেন তোমার সন্ততি॥
সবান্ধবে কুরুক্ষেত্রে হইল নিধন।
তা'সবার প্রেতকর্ম্ম করহ রাজন॥
সঞ্জয়ের বাক্যে রাজা নিশ্বাস ছাড়িল।
মৃতবৎ হয়ে রাজা ভূমেতে পড়িল॥
বিদুর প্রবোধ তারে দেয় বারবার।
রথসজ্জা করে কুরুক্ষেত্রে যাইবার॥
ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন তবে বিদুরেরে।
স্ত্রীগণে আনহ শীঘ্র গিয়া অন্তঃপুরে॥
এত বলি ধৃতরাষ্ট্র রথেতে চাপিল।
স্ত্রীগণে আনিতে তবে বিদুর চলিল॥
বিদুর বলিল শুন গান্ধারনন্দিনি।
কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন নৃপমণি॥
শত ভাই দুর্য্যোধন ত্যজিল জীবন।
ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য আর কর্ণ মহাজন॥
একাদশ অক্ষৌহিণী ত্যজিল পরাণ।
প্রেতকর্ম্ম হেতু রাজা করিল প্রস্থান॥
রাজার আদেশে আমি তোমা সবা নিতে
কুরুক্ষেত্রে চল বধূগণে লয়ে সাথে॥
পুত্রশোক স্মরি দেবী হইল বিমনা।
অন্তঃপুরে কান্দি উঠে ছিল যত জনা॥
বিদুর বলেন ইহা উচিত না হয়।
কুরুক্ষেত্রে চল সবে রাজার আজ্ঞায়॥
বিদুরের বাক্য শুনি গান্ধারী তখন।
সঙ্গে করে রথে আরোহণ॥

ঘরে ঘরে মহাশব্দ উঠিল ক্রন্দন।
বাল বৃদ্ধ তরুণী কান্দয়ে সর্ব্বজন॥
দেবগণে নাহি দেখে যে সব সুন্দরী।
রণস্থলে যায় তারা একবস্ত্র পরি॥
সাধারণ জন সব দেখয়ে সবাকে।
এড়াইতে নারে কেহ দৈবের বিপাকে॥
সমান সমান দিন নাহি যায় কার।
দেখিয়া শুনিয়া লোক না করে বিচার॥
হ্রাস বৃদ্ধি কৌতুকাদি সৃজে নারায়ণ।
দেখিয়া না মানে তাহা অতি মূঢ়জন॥
একবস্ত্র পরিল নৃপতির পাটেশ্বরী।
পুত্রগণ-শোকে মুক্ত হইল কবরী॥
শত শত দাসীগণ যার সেবা করে।
সে জন পড়িয়া কান্দে ভূমির উপরে॥
গলাগলি করি কান্দে যতেক সতিনী।
আহা মরি কোথা গেল কুরু-নৃপমণি॥
কেহ দুগ্ধপোষ্য শিশু ফেলাইয়া দূরে।
হা নাথ হা নাথ বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
মুক্তকেশে কান্দে কেহ শ্বশুরের আগে।
যোড়হাত করি কেহ স্বামীদান মাগে॥
কেহ বলে রাজ্য দেহ পাণ্ডুর নন্দনে।
কেহ বলে কৃষ্ণ আসে তোমা বিদ্যমানে॥
কেহ বলে মিথ্যা কথা নাহিক সংগ্রাম।
কৌরবে পাণ্ডবে প্রীতি হৈল পরিণাম॥
মিথ্যা কথা কে কহিল রাজার গোচরে।
কুশলে আছয়ে কুরু সংগ্রাম ভিতরে॥
এত বলি নারীগণে করয়ে করুণা।
তা শুনি রাজার মনে লাগিল বেদনা॥
চারিভিতে বেড়িয়া কান্দয়ে যত নারী।
নগর বাহির হৈল কুরু-অধিকারী॥
গান্ধারী চড়িল রথে যত বধূ সঙ্গে।
শোকাকুলা সবে কারো বস্ত্র নাহি অঙ্গে॥
কেহ অসিচর্ম্ম করে বীরবেশ ধরি।
ধেয়ে যায় কুরুক্ষেত্রে পতি অনুসরি॥
মুক্তকেশে আত্রশাখা লয়ে কত জন।
কেহ পথে পড়ে কেহ শোকে অচেতন॥

অনেক চলিল নারী পতি-পুত্র-শোকে।
প্রবোধ করিতে কারে নারে কোন লোকে॥
হস্তিনা হইল শূন্য কেহ না রহিল।
রাজার সঙ্গে রাজবধূগণ চলিল॥
হেনমতে কুরুক্ষেত্রে যায় নরপতি।
সঙ্গেতে নাহিক রথ সৈন্য ঘোড়া হাতী॥
যুবতী সমূহ সঙ্গে চলিল রাজন।
শূন্য হৈতে কৌতুক দেখয়ে দেবগণ॥
শোকাকুল হয়ে পথে যায় নরপতি।
হেনকালে অশ্বত্থামা কৃপ মহামতি॥
কৃতবর্ম্মা সহ পথে হৈল দরশন।
নিরখিয়া রাজাকে আইল তিনজন॥
পরিচয় নৃপতিকে দিল আপনার।
ধৃতরাষ্ট্র বলে তবে কহ সমাচার॥
কৃতাঞ্জলি হয়ে বলে সেই তিন জন।
অবধানে শুন রাজা সব বিবরণ॥
মুখে না আইসে বাক্য কহিতে ডরাই।
কহিবার যোগ্য নহে মনে দুঃখ পাই॥
কহি শুন মহারাজ সব সমাচার।
কুরুক্ষেত্রে হৈল যত ক্ষত্রিয় সংহার॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সকলি মরিল।
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ এড়াইল॥
দৈবে না হইল তিন জনের মরণ।
শত ভাই সহিত পড়িল দুর্য্যোধন॥
করিল দুষ্কর কর্ম্ম ভীম দুরাচার।
একাকী মারিল তব শতেক কুমার॥
শুনহ গান্ধারী দেবী করি নিবেদন।
ভীম করিলেন কুরুবংশের নিধন॥
যত কর্ম্ম করিলেন দুর্য্যোধন ধীর।
যত কর্ম্ম করিলেক দুঃশাসন বীর॥
শত পুত্র তোমার করিল যত কর্ম্ম।
যেমত আছিল মাতা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম॥
পরাক্রম করিয়া পড়িল ঘোর রণে।
সুরপুরী গেল সবে চাপিয়া বিমানে॥
শোক পরিহর দেবি না কর বিলাপ।
দুর্য্যোধন প্রাণপণে করিল প্রতাপ॥
অন্যায় করিয়া ভীম ভাঙ্গিলেক উরু।
সেই ক্রোধে করিলাম মোরা কর্ম্ম গুরু॥
সবান্ধবে পাঞ্চালেরে করিনু সংহার।
বধিলাম দ্রৌপদীর পাঁচটি কুমার॥
পাণ্ডবের রণে অবশেষ সপ্তজন।
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন॥
শুনহ সকল কথা না করিহ ভয়।
অবিলম্বে কুরুক্ষেত্রে চল মহাশয়॥
আজ্ঞা দেহ মোরা নিজ নিজ স্থানে
কুরুক্ষেত্রে আছে পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভাই॥
এত বলি রাজার লইল অনুমতি।
প্রদক্ষিণ করিয়া চলিল শীঘ্রগতি॥
হস্তিনাপুরেতে গেল কৃপ মহাশয়।
কৃতবর্ম্মা চলি গেল আপন আলয়॥
ব্যাসের আশ্রমে গেল দ্রোণের নন্দন।
কুরুক্ষেত্রে গেল তথা অন্ধক রাজন॥
ধৃতরাষ্ট্র-আগমন শুনি পঞ্চ ভাই।
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত করেন সবাই॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন যদুনাথ।
কুরুক্ষেত্রে আইলেন দেখ জ্যেষ্ঠতাত॥
কিমতে তাঁহারে আমি মুখ দেখাইব।
জিজ্ঞাসিলে সমাচার কি কথা কহিব॥
গান্ধারীর ক্রোধে আজি নাহিক নিস্তার।
কি উপায় করি কৃষ্ণ বল এইবার॥
সতীর অব্যর্থ বাক্য শুন নারায়ণ।
আজি প্রাণ হারাইব ভাই পঞ্চজন॥
বৃথা যুদ্ধ করিলাম বৃথা পরাক্রম।
বৃথা গুরুহত্যা আর জ্ঞাতির নিধন॥
বৃথা বধিলাম পুত্র সুহৃদ বান্ধব।
বৃথা যুদ্ধ করিলাম শুন শ্রীমাধব॥
আজি গান্ধারীর ক্রোধে নাহিক নিস্তার।
অপাণ্ডব হইবেক সকল সংসার॥
শুন কৃষ্ণ তোমারে যে করি নিবেদন।
প্রাণ লয়ে পলায়ুক ভাই চারিজন॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল কুমার।
পলাইয়া প্রাণরক্ষা করুক এবার॥

আমি যাব ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী-গোচরে।
শাপ দিয়া ভস্মরাশি করুন আমারে ॥
আমার জীবনে আর নাহি প্রয়োজন।
লোকের সাক্ষাতে না দেখাব এ বদন ॥
যুধিষ্ঠির-বচন শুনিয়া চক্রপাণি।
বলিলেন তাঁরে সুধামধুর সুবাণী ॥
শুন রাজা ভয় তুমি কর কি কারণে।
রাখিতে মারিতে কেহ নাহি আমা বিনে ॥
সবাকার আত্মা আমি পুরুষ প্রধান।
আমা বিনা রাখিতে মারিতে নারে আন ॥
সবে মেলি চল যাব নৃপতির স্থানে।
দূর কর ভয় তুমি আমার বচনে ॥
গান্ধারী না দিবে শাপ আমি ইহা জানি।
হরষিত চিত্তে তুমি চল নৃপমণি ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
হাসিয়া বলেন তবে শুন যদুবীর ॥
তোমার আজ্ঞাতে তবে সবে চলি যাব।
শীঘ্রগতি চলহ বিলম্ব না করিব ॥
অনুমতি দিল কৃষ্ণ রাজার বচনে।
হরিষেতে চলে সবে রাজ-সম্ভাষণে ॥
পঞ্চ ভাই কৃষ্ণ সহ যান দ্রুতগতি।
রাজার চরণে সবে করিল প্রণতি ॥
আমি যুধিষ্ঠির বলি পরিচয় দিতে।
রথ হৈতে ধৃতরাষ্ট্র নামিল ভূমিতে ॥

ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক লৌহভীম চূর্ণ করণ।

সঞ্জয় রাজারে ধরি বসায় আসনে।
বসিলেন পঞ্চ ভাই রাজ-বিদ্যমানে ॥
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণ বসেন আপনি।
হেনকালে বলে ধৃতরাষ্ট্র নৃপমণি ॥
কোথা ভীম আইসহ দিব আলিঙ্গন।
তুমি মম ঘুচাইলে পিণ্ড প্রয়োজন ॥
উরু ভাঙ্গি মারিলে নৃপতি দুর্য্যোধনে।
একে একে সংহারিলে শতেক নন্দনে ॥
শুনিয়া আমার হৈল হরিষ-বিষাদ।
এস আলিঙ্গন দিয়া করিব প্রসাদ ॥
এতেক বলিয়া রাজা বাড়াইল হাত।
নৃপতির অভিপ্রায় জানি রমানাথ ॥
আছিল লোহার ভীম দিলেন গোচরে।
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির আনন্দ অন্তরে ॥
ধরিয়া লোহার ভীম চাপিল কোলেতে।
অযুত হস্তীর বল রাজার দেহেতে ॥
ভাঙ্গিল লোহার ভীম মহাশব্দ শুনি।
চূর্ণ হয়ে পৃথিবীতে পড়িল তখনি ॥
কপটে কান্দয়ে রাজা হৃদয়ে উল্লাস।
মনেতে জানিল ভীম হইল বিনাশ ॥
পুত্রশোকে নরপতি নাহি শুনে কাণে।
ভীম মরিলেক বলি হরষিত মনে ॥
নৃপতির দশা তবে দেখি নারায়ণ।
হাসিয়া বলেন সুধামধুর বচন ॥
শুন বৃদ্ধ নরপতি না কান্দিহ আর।
কুশলে আছেন ভীম পাণ্ডুর কুমার ॥
তোমার জন্মিবে ক্রোধ ইহা অনুমানি।
গঠিত লোহার ভীম দিনু নৃপমণি ॥
বিষাদ না কর তুমি শান্ত কর মন।
ভীমেরে মারিলে কোথা পাবে দুর্য্যোধন ॥
আর কেন অপযশ রাখিবে সংসারে।
শুদ্ধচিত্ত হও রাজা জানাই তোমারে ॥
আপনি কহিলে পূর্ব্বে শুনহ রাজন।
আপন তনয় সম পাণ্ডুর নন্দন ॥
তবে কেন হেন কর্ম্ম কর হে রাজন।
বুঝিনু খলের কভু নহে শুদ্ধমন ॥
কোন অংশে পাণ্ডবের নাহি অপরাধ।
আপনি করিলে তুমি নিজ কর্ম্ম বাদ ॥
ভীমে বিষ খাওয়াইল রাজা দুর্য্যোধন।
জতুগৃহে রাখিলেক পাণ্ডুর নন্দন ॥
তবে শকুনিরে আজ্ঞা দিল নরপতি।
পাশা খেলাইল যুধিষ্ঠিরের সংহতি ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া ধর্ম্ম সর্ব্বস্ব হারিল।
দুঃশাসন দ্রৌপদীর চুলেতে ধরিল ॥

আপনি অনীতি করিলেক দুর্য্যোধন
জয়দ্রথে দিয়া করে দ্রৌপদী-হরণ ॥
তথাপিহ পাণ্ডবের ক্রোধ না জন্মিল।
তবে দুর্য্যোধন দুর্ব্বাসারে পাঠাইল ॥
আপনি সকল জান ওহে মহাশয়।
কিছু দোষ নাহি করে পাণ্ডুর তনয় ॥
অন্যায় করিল যুদ্ধ তোমার নন্দন।
অভিমন্যু পুত্রে বেড়ি মারে সপ্তজন ॥
পশ্চাতে পাণ্ডব পরাক্রম প্রকাশিল।
প্রতিজ্ঞা কারণ সব কৌরবে মারিল ॥
বেদশাস্ত্র জান তুমি আগম পুরাণ।
সজ্ঞান নাহিক কেহ তোমার সমান ॥
আপনি জানহ পাণ্ডবের যত দোষ।
তবে কি লাগিয়া কর এ সব আক্রোশ ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর যতেক বুঝাইল।
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন কিছু না শুনিল ॥
অধিক সকল গুণে হয় পঞ্চ ভাই।
আপনি সকল জান কি হেতু বুঝাই ॥
জানিয়া না জান তুমি আছিলে উদার।
কি কারণে নাহি বুঝ উচিত বিচার ॥
কেবল পুত্রেরে চাহি কর অপকর্ম্ম।
ভীমেরে মারিয়া কেন বিনাশিবে ধর্ম্ম ॥
কি দোষ করিল ভীম বলহ রাজন।
না বুঝিয়া কেন কর হেন আচরণ ॥
কদাচিত পাণ্ডবেরে ক্রোধ না করিহ।
অধর্ম্ম হইবে মম বচন পালহ ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি অন্ধ নরপতি।
দুঃখিত অন্তরে কহে শুন মহামতি ॥
ভাগ্যে রক্ষা হৈল ভীম তোমার কারণে।
আর না করিব ক্রোধ পাণ্ডুর নন্দনে ॥
এত বলি অন্ধরাজ হাত বাড়াইল।
একে একে আলিঙ্গিয়া আশীর্ব্বাদ কৈল ॥
তবে কৃষ্ণ আদি সহ পাণ্ডুর নন্দন।
গান্ধারীর কাছে যায় ভয়ার্ত্তিক মন ॥
গান্ধারীর মন আছে শাপিব পাণ্ডবে।
হেনকালে বলিলেন ব্যাসদেব তবে ॥
শুন দেবী কেন পাসরিলে পূর্ব্বকথা।
সতীর বচন কভু না হয় অন্যথা ॥
যাত্রাকালে তোমা জিজ্ঞাসিল দুর্য্যোধন।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধেতে জিনিবে কোন্ জন ॥
পাণ্ডবের সঙ্গে যাই যুদ্ধ করিবারে।
জয় পরাজয় কার বলহ আমারে ॥
তবে তুমি সত্য কথা কহিলে তখন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় শুন দুর্য্যোধন ॥
তোমার বচন যদি অন্যথা হইবে।
তবে কেন চন্দ্র সূর্য্য আকাশে রহিবে ॥
সে সব বচন সত্য মম মনে লয়।
এই হেতু যুদ্ধ জিনে পাণ্ডুর তনয় ॥
ত্যজহ সকল ক্রোধ আমার বচনে।
পুত্রভাবে ভাব পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দনে ॥
এত যদি বাসুদেব কহিলেন বাণী।
যোড়হাতে বলে তবে অন্ধরাজরাণী ॥
যত কিছু মহাশয় বলিলে বচন।
বেদের সমান তাহা করিনু গ্রহণ ॥
কিন্তু হৃদয়ের তাপ সহিতে না পারি।
একশত পুত্র মোর গেল যমপুরী ॥
ত্যজিলাম সব ক্রোধ তোমার বচনে।
পুত্রসম স্নেহ হৈল পাণ্ডুর নন্দনে ॥

কুন্তীর পুত্রদর্শন।

এতেক বচন যদি গান্ধারী কহিল।
গুরুশাপ হতে সবে উদ্ধার পাইল ॥
আজ্ঞা দিল গান্ধারী কুন্তীরে দেখিবারে।
প্রণমিয়া পঞ্চ ভাই যান তথাকারে ॥
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি সঙ্গে করেন গমন।
আসিয়া বন্দেন সবে মায়ের চরণ ॥
আশীর্ব্বাদ দিয়া কুন্তী করিলেন কোলে।
পঞ্চ ভাই তিতিলেক নয়নের জলে ॥
চিরদিনে কুন্তীদেবী দেখি পুত্রমুখ।
বদনে চুম্বন দিয়া পাসরিল দুঃখ ॥
হেনকালে বাসুদেব দেন দরশন।
আশীর্ব্বাদ দিয়া রাণী মুছিল বদন ॥

সতত বহিছে দুই নয়নের জল
বস্ত্রেতে মুছিল তাহা ভকতবৎসল ॥
কুন্তীরে প্রবোধ দিয়া কহেন আপনি।
কি লাগি ক্রন্দন কর ওগো ঠাকুরাণী ॥
রাজা হবে যুধিষ্ঠির হস্তিনানগরে।
কৌরবনন্দন সব গেল যমঘরে ॥
আমি যত কহিলাম হইল প্রমাণ।
শুন শুন মহাদেবি যুদ্ধের বিধান ॥
দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ আদি যত কুরুসেনা।
অর্জ্জুনের শরে রণে পড়ে সর্ব্বজনা ॥
ভীম মারে গান্ধারীর শতেক নন্দন।
আর ভয় নাহি মাতা না কর ক্রন্দন ॥
প্রবোধ পাইয়া কুন্তী কিছু নাহি বলে।
দ্রৌপদী প্রণাম আসি করে হেনকালে ॥
উত্তরা প্রণাম করে কৃষ্ণের চরণে।
অভিমন্যু-শোকে সেই কান্দে রাত্রিদিনে
দ্রৌপদী বলিল দুঃখ শুন ঠাকুরাণি।
দ্রৌণি বধিলেক মম পুত্রের পরাণী ॥
শয়নে আছিল পুত্র শিবির ভিতরে।
নিশাকালে অশ্বত্থামা মারিল সবারে ॥
গুরুপুত্র বলি তাঁরে করিলাম ক্ষমা।
পুত্রশোকে জর জর করিলেক আমা ॥
পূর্ব্বকথা কহিলাম শুন মহাদেবি।
বহুদিন তব পদযুগল না সেবি ॥
যে পাপ হইল তাহে ক্ষম মহারাণী।
আমি তব পুত্রবধূ তুমি ঠাকুরাণী ॥
হেনমতে সম্ভাষণ করে সর্ব্বজনে।
গান্ধারী চলেন রণভূমে দুঃখীমনে ॥
বধূগণ সঙ্গে দেবী লাগিল কান্দিতে।
কৃষ্ণসহ পঞ্চভাই চলিল পশ্চাতে ॥
ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ করিল গমন।
সঞ্জয় রাজারে ধরি লইল তখন ॥
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন রাজার পশ্চাতে।
উপনীত হৈল গিয়া সমর-ভূমেতে ॥

গান্ধারী প্রভৃতি নারীগণের যুদ্ধস্থলে গমন ও স্ব স্ব পুত্রের মৃতদেহ দর্শনে খেদ।

মহাভয় উপজিল দেখি রণস্থল।
শকুনি গৃধিনী শিবা করে কোলাহল ॥
হাতে মুণ্ড করি নাচে যত ভূতগণ।
কুক্কুর করিছে মাংস শোণিত ভক্ষণ ॥
রক্তের কর্দ্দমে শীঘ্র চলিতে না পারে
শোকাকুলা নারীগণ যায় ধীরে ধীরে ॥
কেহ কেহ না পাইয়া পতি দরশন।
ভূমিতে পড়িয়া তারা করয়ে ক্রন্দন ॥
ভ্রময়ে সমরস্থলে যত কুরুনারী।
শিবা শ্বান পক্ষিগণে ভয় নাহি করি ॥
অনেক যতনে কেহ নিজ পতি পায়।
স্কন্ধে মুণ্ড যোড়া দিতে মহাব্যগ্র হয় ॥
দুই হস্তে ধরে কেহ পতির চরণ।
বিলাপয়ে মুখে মুখ করিয়া মিলন ॥
পাসরিলে পূর্ব্বকার প্রেমরস যত।
হাস্য-পরিহাস তাহা স্মরাইব কত ॥
সমর করিতে গেলে কেমন কুক্ষণে।
পুনঃ না হইল দেখা অভাগিনী সনে ॥
হেনমতে পতি লয়ে যতেক সুন্দরী।
বিলাপ করয় সবে নানামত করি ॥
তা দেখি গান্ধারী প্রাণ ধরিতে না পারে
পতিশোকে বধূগণ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
রণভূমি দেখি দেবী অতি ভয়ঙ্কর।
কপালে কঙ্কণ মারি কান্দিল বিস্তর ॥
হেন কেহ নাহি তথা প্রবোধ করিতে।
সবে শোকে অচেতনে পড়িয়া ভূমেতে ॥
কে কোথা পড়িয়া আছে নাহিক উদ্দেশ।
রণভূমি দেখি দেবে লাগে ভয়াবেশ ॥
মড়ার উপরে মড়া লেখা নাহি তার।
গান্ধারী দেখিয়া চিত্তে ভাবে চমৎকার ॥
দুর্য্যোধন-অন্বেষণে ভ্রময়ে গান্ধারী।
কতদূরে দেখে মৃত কুরু-অধিকারী ॥

ধূলায় পড়িয়া আছে রাজা দুর্য্যোধন
গান্ধারী দেখিল সঙ্গে লৈয়া বধূগণ ॥
পুত্র-দরশনে দেবী অজ্ঞান হইল।
গান্ধারী মরিল বলি সকলে ভাবিল ॥
পঞ্চ পাণ্ডবেতে তাঁরে তুলিয়া ধরিল।
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি আদি বহু প্রবোধিল ॥
সম্বিত পাইয়া তবে গান্ধার-তনয়া।
চাহিয়া কৃষ্ণেরে বলে শোকাকুল হৈয়া ॥
দেখ কৃষ্ণ পড়িয়াছে রাজা দুর্য্যোধন।
সঙ্গেতে নাহিক কেন কর্ণ দুঃশাসন ॥
শকুনিরে সঙ্গে কেন না দেখি রাজার।
কোথা ভীষ্ম মহাশয় শান্তনুকুমার ॥
কোথা দ্রোণাচার্য্য কোথা কৃপ মহাশয়।
একাকী পড়িয়া কেন আমার তনয় ॥
কোথা সে কুণ্ডল কোথা মণি-মুক্তাস্রজ।
কোথা গেল হস্তী ঘোড়া কোথা রথধ্বজ
একাদশ অক্ষৌহিণী যার সঙ্গে যায়।
হেন দুর্য্যোধন রাজা ধূলাতে লোটায় ॥
অগুরু চন্দন গন্ধ কুঙ্কুম কস্তুরী।
লেপন করিত সদা অঙ্গের উপরি ॥
শোণিতে সে তনু আজি হইল শোভন।
আহা মরি কোথা গেল রাজা দুর্য্যোধন ॥
ত্যজহ আলস্য কেন না দেহ উত্তর।
যুদ্ধ হেতু তোমারে ডাকিছে বৃকোদর ॥
উঠ পুত্র ত্যজ নিদ্রা অস্ত্র লহ হাতে।
গদাযুদ্ধ কর গিয়া ভীমের সহিতে ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন ডাকে তোমা যুদ্ধের কারণ।
প্রত্যুত্তর কেন নাহি দেহ দুর্য্যোধন ॥
এত বলি গান্ধারী হইল অচেতনা।
প্রিয়ভাষে কৃষ্ণচন্দ্র করেন সান্ত্বনা ॥
শোক না করিহ আর শুন কুরুরাণী।
সকল দৈবের ক্রিয়া জানহ ভামিনী ॥
দেব দ্বিজ গুরু নিন্দা এ সব কুকর্ম্ম।
বেদে বুঝাইল ইহা না করিলে ধর্ম্ম ॥
দুষ্কর্ম্ম দুঃসঙ্গ ত্যজি থাকিলে সুপথে।
ইহ সুখভোগী অন্তে যায় সে স্বর্গেতে ॥
না জানিয়া কুকর্ম্ম করয়ে যেই জন।
পরিণামে দুঃখ পায় বেদের বচন ॥
অহঙ্কারে অধর্ম্ম করয়ে নিরন্তর।
অবশেষে কর্ম্ম তার হয়ত দুষ্কর ॥
না শুনে সুজন-বাক্য মত্ত অহঙ্কারে।
অবশেষে সেই জন যায় ছারখারে ॥
কিন্তু এ সকল ঘটে নিজ কর্ম্মগুণে।
শোক দূর কর দেবি কান্দ অকারণে ॥
শুভাশুভ কর্ম্ম যত দৈবের ঘটন।
ভোগ বিনা ক্ষয় নহে শাস্ত্রের লিখন ॥
কালে আসি জন্মে প্রাণী কালেতেই মরে।
কালবশ এই সব জানাই তোমারে ॥
না কর বেদনা তুমি শুন নৃপজায়া।
বুঝিতে না পারে কেহ বিধাতার মায়া ॥
কাশীরাম দাসের সদাই এই মন।
নিরবধি রচে মহাভারত কথন ॥

——

মৃত পতিপুত্রাদি-দর্শনে গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীগণের বিলাপ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর আক্রোশ।

জন্মেজয় কহিলেন শুন মহামুনি।
গান্ধারী কি কর্ম্ম করিলেন কহ শুনি ॥
কেমনে ধরিল প্রাণ শত পুত্রশোকে।
ক্রোধ করি কোন্ কথা কহিল কৃষ্ণকে ॥
পূর্ণব্রহ্ম অবতার দেব নারায়ণ।
জানিয়া শাপিল দেবী কিসের কারণ ॥
এইত আশ্চর্য্য অতি মম মনে লয়।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ মহাশয় ॥
কহেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
একচিত্ত হয়ে শুন ভারত-কথন ॥
কৃষ্ণের প্রবোধ বাক্য মনেতে বুঝিয়া।
উঠিয়া বসিল দেবী চেতন পাইয়া ॥
কহে কিছু কৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা।
বিচিত্রবীর্য্যের বধূ রাজার বনিতা ॥

দেখ কৃষ্ণ এক শত পুত্র মহাবল।
ভীমের গদার ঘাতে মরিল সকল ॥
দেখ কৃষ্ণ বধূগণ উচ্চৈঃস্বরে কান্দে।
দেখিতে না পায় যারে কভু সূর্য্য চান্দে ॥
শিরীষ কুসুম জিনি সুকোমল তনু।
দেখিয়া যাহার রূপ রথ রাখে ভানু ॥
হেন বধূগণ দেখ এল কুরুক্ষেত্রে।
ছিন্নকেশ মত্তবেশ দেখ তুমি নেত্রে ॥
ওই দেখ নৃত্য করে পতিহীনা বধূ।
মুখ অতি সুশোভন অকলঙ্ক বিধু ॥
পতিহীনা কত নারী বীরবেশ ধরি।
অই দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র করি ॥
সহিতে না পারি শোক শান্ত নহে মন।
আমা ত্যজি কোথা গেল পুত্র দুর্য্যোধন ॥
ওহে কৃষ্ণ দেখ মম পুত্রের দুর্গতি।
যাহার মস্তকে ছিল সুবর্ণের ছাতি ॥
নানা আভরণে যার তনু-সুশোভন।
সে তনু ধূলায় লোটে দেখ নারায়ণ ॥
সহজে কাতর বড় মায়ের পরাণ।
সুপুত্র কুপুত্র তার একই সমান ॥
এককালে এত শোক সহিতে না পারি।
বুঝাইবে কিরূপে হে আমারে মুরারি ॥
পুত্র-শোক শেল সম বাজিছে হৃদয়ে।
দেখাবার হলে দেখাতাম মহাশয়ে ॥
সংসারের মধ্যে শোক আছয়ে যতেক।
পুত্রশোক তুল্য শোক নহে তার এক ॥
গর্ভধারী হয়ে যেই করেছে পালন।
সেই সে বুঝিতে পারে পুত্রের বেদন ॥
এ শোক সহিতে কেবা আছয়ে সংসারে।
বিবরিয়া বাসুদেব কহ দেখি মোরে ॥
সহিতে না পারি আমি হৃদয়ের তাপ।
ভাবিতে ভাবিতে উঠে মহা মনস্তাপ ॥
মহাবলবন্ত মোর শতেক নন্দন।
কি দিয়া বুঝাবে মোরে বল নারায়ণ ॥
মহারাজ দুর্য্যোধন লোটায় ভূতলে।
চরণ পূজিত যার নৃপতিমণ্ডলে ॥
ময়ূরপাখাতে যারে করিত ব্যজন।
কুক্কুর শৃগাল তারে করয়ে ভক্ষণ ॥
দেখিতে না পারি আমি এ সব যন্ত্রণা।
শকুনি দিলেক যুক্তি খাইয়া আপনা ॥
যাত্রাকালে পুত্র মোরে জিজ্ঞাসিল তায়।
যে কথা কহিনু আমি শুন মহাশয় ॥
যথা ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ জয় সেইখানে।
এই কথা আমি কহিলাম দুর্য্যোধনে ॥
না শুনিল মম বাক্য করি অনাদর।
রাখিল ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম করিয়া সমর ॥
কাতর না হৈল রণে আমার নন্দন।
সমর করিয়া সবে ত্যজিল জীবন ॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম মৃত্যু সম্মুখ সংগ্রামে।
তাহাতে না ভাবি দুঃখ খেদ কোনক্রমে ॥
কিন্তু হৃদয়ে রহিল বড় এক ব্যথা।
সংগ্রামে আইল দুর্য্যোধনের বনিতা ॥
এই দুঃখ নারায়ণ না পারি সহিতে।
অই দেখ বধূগণ আম্রশাখা হাতে ॥
অতএব ব্যথা বড় পাইয়াছি আমি।
আর এক নিবেদন শুন অন্তর্য্যামী ॥
দুর্য্যোধন না মানিল হিত উপদেশ।
তাহার উচিত ফল পাইল বিশেষ ॥
শকুনি আমার ভাই বড় দুরাচার।
তাহার বুদ্ধিতে হৈল নাহিক সংহার ॥
একশত পুত্র মৈল বংশের সন্ততি।
বৃদ্ধকালে রাজার হইবে কিবা গতি ॥
পাণ্ডুর নন্দন রাজ্য লবে আপনার।
পুত্র নাহি কেবা আর যোগাবে আহার ॥
জলাঞ্জলি দিতে কেহ নাহি পিতৃগণে।
এই হেতু ক্রন্দন যে করি রাত্র দিনে ॥
এত বলি গান্ধারী হইল অচেতনা।
করুণাসাগর কৃষ্ণ করেন সান্ত্বনা ॥
কৌরব-বনিতা কান্দে পতি-পুত্র-শোকে।
তা দেখি পাণ্ডবগণ রহে অধোমুখে ॥
মৃতপতি কোলে করি করয়ে বিলাপ।
যুধিষ্ঠির রাজার বাড়িল মনস্তাপ ॥

এমন সময়ে আসি দ্রৌপদী সুন্দরী।
পুত্রশোকে কান্দে শিরে করাঘাত করি॥
বিরাটনন্দিনী শোকে হৈল অচেতনা:
তাহা দেখি অর্জ্জুন পাইলেক বেদনা॥
উত্তরা ধরিয়া অভিমন্যুর চরণ।
লাজ ভয় ত্যাগ করি যুড়িল ক্রন্দন॥
উত্তরা বলিল মোরে বিধি প্রতিকূল।
হেন জন মরে যার গোবিন্দ মাতুল॥
ধনঞ্জয় যার পিতা হেন জন মরে।
এ বড় দারুণ শোক রহিল অন্তরে॥
মোহেতে আকুল বড় রাজা যুধিষ্ঠির।
বিলাপিয়া ভূমেতে পড়িল ভীমবীর॥
শোকেতে অর্জ্জুন বীর করেন রোদন।
বিলাপিয়া কান্দে দুই মাদ্রীর নন্দন॥
কুন্তী যাজ্ঞসেনী দোঁহে শোকে অচেতনা
মহাশোকসিন্ধু-মাঝে পড়ে সর্ব্বজনা॥
ফুকারিয়া কুন্তীদেবী না পারে কান্দিতে।
অন্তরে হইল দগ্ধ কর্ণের শোকেতে॥
বিলাপিয়া উত্তরা যে যায় গড়াগড়ি।
প্রাণনাথ কোথা ওহে গেলে মোরে ছাড়ি
গোবিন্দ তোমার মামা পিতা ধনঞ্জয়।
আহা মরি কোথা গেলে অর্জ্জুন-তনয়॥
অস্থির পাণ্ডবগণে দেখি নারায়ণ
সান্ত্বনা করেন কহি মধুর বচন॥
কুরুক্ষেত্রে উঠিল ক্রন্দন-কোলাহল।
অশ্রুতে প্লাবিত হৈল সংগ্রামের স্থল॥
না হয় শোকের অন্ত পুনঃ পুনঃ বাড়ে।
হা নাথ বলিয়া পতিহীনা ডাক ছাড়ে॥
পড়িয়া গান্ধারী আছে অচেতনা শোকে।
দুর্য্যোধন বিনা অন্য শব্দ নাহি মুখে॥
কি বলিব ওহে কৃষ্ণ মুকুন্দ-মুরারি।
আজি হৈতে শূন্য হৈল হস্তিনানগরী॥
না ধরিল আমার বচন দুর্য্যোধন।
তাহার কারণে শত পুত্রের নিধন॥
শান্তনুতনয় কত বুঝাইল নীত।
দ্রোণ কত বুঝাইল শাস্ত্রের বিহিত॥
বিদুর কহিল কত বিবিধ প্রকারে।
না শুনিল কদাচিত মহা অহঙ্কারে॥
না শুনিল কার কথা যুদ্ধ কৈল পণ।
সকল জীবের গতি তুমি নারায়ণ॥
শুনিয়াছি আমি সব সঞ্জয়ের মুখে।
আর কত অনুযোগ করিব তোমাকে॥
কহিতে কহিতে ক্রোধ হৈল অতিশয়।
পুনরপি শোক ত্যজি গোবিন্দেরে কয়॥
ওহে কৃষ্ণ জনার্দ্দন দৈবকী-কুমার।
তোমা হতে হৈল মম বংশের সংহার॥
অনর্থের মূল তুমি দেব নারায়ণ।
কর্ম্মভোগ বলি কর দোষ প্রক্ষালন॥
তোমাতে সংহার হয় মিলয় তোমাতে।
জীবের কারণ আর নাহি তোমা হৈতে॥
সকল তোমার মায়া তুমি যে প্রধান।
গুণ দোষ ধর্ম্মাধর্ম্ম তুমি ভগবান॥
থাকিয়া প্রাণীর ঘটে যা বলাও যারে।
প্রাণী করে সেই কর্ম্ম দোষ কেন তারে॥
অসাধুর মত কোথা ধর্ম্মের বাসনা।
সাধুব্যক্তি তব পদ করয়ে ভাবনা॥
সাধুমত প্রশংসা করয়ে চক্রপাণি।
সংসারে যতেক দেখি তার মূল তুমি॥
অতএব কহি নাথ কর অবধান।
করাইলে কৌরব পাণ্ডবেতে সংগ্রাম॥
ভেদ জন্মাইলে তুমি ওহে যদুপতি।
না পারি কহিতে দেব তোমার প্রকৃতি॥
কৌরব পাণ্ডব তব উভয় সমান.
তাহে ভেদ যুক্তি নহে শুন ভগবান॥
ধর্ম্ম-আত্মা যুধিষ্ঠির নাহি কিছু জানে।
সংগ্রামে প্রবৃত্ত ধর্ম্ম তোমার বচনে॥
হিংসার নাহিক লেশ ধর্ম্মের শরীরে।
ভেদ জন্মাইলে তুমি কহিয়া তাঁহারে॥
যদি বিসম্বাদ হৈল ভাই দুইজনে।
তোমার কর্ত্তব্য ছিল নাহি থাকা রণে॥
তারে বন্ধু বলি কৃষ্ণ করায় সমতা।
তুমি শিখাইয়া দিলে বিবাদের কথা॥

কহিতে তোমার কথা দুঃখ উঠে মনে।
সমান সম্বন্ধ তব কুরু পাণ্ডু সনে॥
বরণ করিতে তোমা গেল দুর্য্যোধন।
পালঙ্কে আছিলে তুমি করিয়া শয়ন॥
জাগিয়া আছিলে তুমি দেখি দুর্য্যোধনে।
কপটে মুদিয়া আঁখি নিদ্রা গেলে কেনে॥
পশ্চাতে অর্জ্জুন আসে সে কথা শুনিয়া।
উঠিয়া বসিলে মায়ানিদ্রা তেয়াগিয়া॥
নারায়ণী-সেনা দিলে আমার নন্দনে।
ছলেতে অর্জ্জুন-বাক্য শুনিলে প্রথমে॥
সারথি হইলে তুমি অর্জ্জুনের রথে।
সমান সম্বন্ধ আর রহিল কিমতে॥
তাহে এক যুক্তি ছিল শুন যদুপতি।
সৈন্য নাহি দিতে যদি না হতে সারথি॥
তবে সে হইত ব্যক্ত সমান সম্বন্ধ।
তোমার উচিত ইহা নহে কৃষ্ণচন্দ্র॥
তার পর এক কথা শুনহ অচ্যুত।
করিলে দারুণ কর্ম্ম শুনিতে অদ্ভুত॥
মধ্যস্থ হইয়া যবে গিয়াছিলে তুমি।
চাহিলে যে পঞ্চগ্রাম শ্রুত আছি আমি॥
না দিলেক মম পুত্র কি ভাবিয়া মনে।
আসিয়া কহিলে তুমি পাণ্ডুর নন্দনে॥
সদাচারী পাণ্ডুপুত্র রাজ্য নাহি মনে।
তাহে তুমি ভেদ করি কহিলে বচনে॥
আপনি করিলে ভেদ কৌরব পাণ্ডবে।
নহিলে প্রবৃত্ত হৈল রণে কেন তবে॥
সেকালে আপন ঘরে যেতে যদি তুমি।
সম স্নেহ বলি তবে জানিতাম আমি॥
যুদ্ধ যুক্তি দিলে তুমি পাণ্ডুর কুমারে।
প্রবঞ্চনা করি কৃষ্ণ ভাণ্ডিলে আমারে॥
সব জানিলাম তুমি অনর্থের মূল।
করিলে বিনাশ তুমি যত কুরুকুল॥
কহিতে তোমার কর্ম্ম বিদরিছে প্রাণ।
তবে কেন বল তুমি উভয় সমান॥
আমি সব শুনিয়াছি সঞ্জয়ের মুখে
না কহিলে স্বাস্থ্য নাহি জানাই তোমাকে
কি কহিতে পারি আমি তোমার সম্মুখ।
উচিত কহিলে পাছে মনে ভাব দুঃখ॥
দুঃখ সুখ কহিবেক সবাকার স্থান।
আর কিছু কহি তাহা শুন ভগবান॥
অনাদি পুরুষ তুমি দেব ভগবান।
বিশ্বেশ্বর হও তুমি পুরুষ প্রধান॥
সবাকার মূল তুমি দেব জগন্নাথ।
সহজে অবলা আমি কি কব সাক্ষাৎ॥
কর্ণের আছিল শক্তি অর্জ্জুন-নিধনে।
তাহা দিয়া বিনাশিলে ভীমের নন্দনে॥
যুধিষ্ঠির সহ যুক্তি করি যদুপতি।
যুদ্ধেতে প্রবৃত্ত করাইলে তুমি রাতি॥
ভীমসুত ঘটোৎকচ মায়াযুদ্ধ কৈল।
ক্রোধে কর্ণ সেই অস্ত্র ভৈমীরে মারিল॥
ওহে কৃষ্ণ এ সকল তোমার মন্ত্রণা।
কর্ম্ম সর্ব্বমূল বলি প্রবোধিলে আমা॥
তোমার যতেক কর্ম্ম না পারি কহিতে।
কুরু পাণ্ডু সম বলি বলহ সভাতে॥
চক্রব্যূহ দ্রোণাচার্য্য করিল রচন।
চক্রব্যূহ যুদ্ধ মাত্র জানয়ে অর্জ্জুন॥
আর কেহ নাহি জানে পাণ্ডব-সভাতে।
অভিমন্যু শুনেছিল থাকিয়া গর্ভেতে॥

জয়দ্রথ-বধোপাখ্যান ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর শাপ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় মুনির গোচরে।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহিবে আমারে॥
প্রবেশ জানয়ে বার না জানে নির্গম।
শুনিতে আশ্চর্য্য বড় কহ তপোধন॥
মুনি বলে সেই কথা কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন সারোদ্ধার॥
যেই কথা গান্ধারী কহিল কৃষ্ণ প্রতি।
সেই কথা কহি রাজা কর অবগতি॥
একদিন নিজ গৃহে সুভদ্রা সুন্দরী।
পার্থের অগ্রেতে কহে যোড়হাত করি॥

চক্রব্যূহ-কথা কহ কি তাহার ক্রম।
কিমতে প্রবেশ হয় কিমতে নির্গম॥
পার্থ কহিলেন দেবি শুন সাবধানে।
গর্ভেতে থাকিয়া তাহা অভিমন্যু শুনে॥
কহেন প্রবেশ-কথা সুভদ্রা-গোচরে।
হেনকালে নিদ্রা আসি ধরিল তাহারে॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডনে।
না শুনিল শেষ কথা নিদ্রা-আকর্ষণে॥
অর্জ্জুন-নন্দন বীর মহাপরাক্রম।
জননীর দোষে নাহি শুনিল নির্গম॥
চক্রব্যূহ দ্রোণাচার্য্য করিল রচনা।
শুনিয়া পাণ্ডবগণ হইল উন্মনা॥
নারায়ণী-সেনা সহ যুঝেন অর্জ্জুন।
মুহূর্ত্তেক বিশ্রাম নাহিক কদাচন॥
শুনি দুঃখী হইলেন ধর্ম্ম নৃপমণি।
এবার সঙ্কটে রক্ষা কর চক্রপাণি॥
অভিমন্যু বলে কথা করি যোড়হাত।
কোন্ হেতু চিন্তাকুল দেখি জ্যেষ্ঠতাত
যখন ছিলাম আমি মায়ের গর্ভেতে।
শুনেছি প্রবেশ-কথা পিতার মুখেতে॥
এত শুনি ধর্ম্ম হইলেন হৃষ্টমন।
আলিঙ্গন দিয়া দেন বদনে চুম্বন॥
ভীম বলে যদি পার প্রবেশ করিতে।
কদাচিত নাহি পার নির্গম হইতে॥
তবেত উপায় আমি করিব পশ্চাতে।
ভাঙ্গিব সকল ব্যূহ গদার আঘাতে॥
এত বলি সান্ত্বনা করিল ভীমবীর।
চলিল সুভদ্রাসুত প্রফুল্ল শরীর॥
ব্যূহেতে প্রবেশ করে অর্জ্জুন-কুমার।
এক রথে জয়দ্রথ আবরিল দ্বার॥
পাণ্ডবের সৈন্য না পারিল প্রবেশিতে।
অভিমন্যু সংগ্রাম করিল সাহসেতে॥
বিক্রমে বিশাল বীর মহাধনুর্দ্ধর।
সপ্তরথী বিন্ধি তারে করে জর জর॥
মহা আস্ফালন করি ছাড়ে সিংহনাদ।
শুনিয়া কৌরবগণ গণিল প্রমাদ॥

মহাবল ধরে বীর সুভদ্রা-কুমার।
দেখিয়া হইল ভয় অন্তরে সবার॥
কৃপাচার্য্য দ্রোণাচার্য্য গুরুর নন্দন।
জয়দ্রথ কর্ণবীর রাজা দুর্য্যোধন॥
ব্যূহমধ্যে ছয়জন ছিল দ্বারে দ্বারে।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর কৈল সুভদ্রা-কুমারে॥
কাহার কাটিল চক্র কাহার সারথি।
কাহার কাটিল অশ্ব কাহার পদাতি॥
হইল বিক্ষত ক্ষত সবার শরীর।
ভেদিয়া কবচ অঙ্গে বহিছে রুধির।
ধনঞ্জয় পিতা যার মাতুল মাধব।
একে একে সবাকারে কৈল পরাভব॥
আকাশে প্রশংসা করে যত দেবগণ।
ধন্য ধন্য মহাবীর কৈল সুভদ্রা-নন্দন॥
এইরূপে মহাবীর কৈল মহামার।
নির্গম হইতে বীর না পাইল দ্বার॥
জ্যেষ্ঠতাত জ্যেষ্ঠতাত বলি করে শব্দ।
শুনিয়া পবন-সুত হৈল মহাস্তব্ধ॥
পরাক্রম করি বীর গদা লয়ে যায়।
হেনকালে জয়দ্রথে দেখিবারে পায়॥
যমের সমান তারে দেখি বৃকোদর।
হাত হৈতে খসিয়া পড়িল গদাবর॥
দুর্ব্বল হইল বীর অঙ্গে হৈল জ্বর।
মুখেতে নাহিক বাক্য ভয়েতে কাতর॥
না পারে সহিতে বীর দৈবের ঘটন।
শিবের আছয়ে আজ্ঞা কে করে লঙ্ঘন॥
হেথায় সুভদ্রাসুত না পাইল পথ।
ফাঁফর হইয়া বীর ভয়েতে আবৃত॥
দ্রোণাচার্য্য ডাকি বলে কি দেখহ আর।
মহাযুদ্ধ করে বীর সুভদ্রা-কুমার॥
সহজে বালক বটে মহাতেজ ধরে।
প্রায় বুঝি সবারে পাঠাবে যমঘরে॥
কোমল শরীর বীর সতেজ সুন্দর।
সদা স্নেহ যাহারে করেন দামোদর॥
না করে কাহারে ভয় প্রকাণ্ড শরীর।
কোন্ জন ইহার অগ্রেতে হবে স্থির॥

শুনিয়া গুরুর বাক্য সবে জ্বলে কোপে।
অরুণ সমান বাণ বসাইল চাপে॥
এইমত সপ্তরথী করে শরজাল।
অভিমন্যু ভাগ্যে ঘটে বিষম জঞ্জাল॥
যেই দিকে যায় বীর সেই দিকে শর।
একাকী সমরে শিশু হইল ফাঁফর॥
কবচ ভেদিয়া পড়ে রুধিরের ধার।
রক্ষা কর জগন্নাথ বলে বার বার॥
অনাথের নাথ তুমি বিপদ-ভঞ্জন।
তোমা বিনা ত্রাণকর্ত্তা নাহি কোন জন॥
দেবের দেবতা তুমি অখিলের পতি।
কৃপা করি হৈলে তুমি পিতার সারথি॥
এই বড় মনে দুঃখ রহিল আমার।
পুনরপি না দেখিনু চরণ তোমার॥
এত বলি পুনরপি নিয়া শরাসন।
করিল দারুণ যুদ্ধ ঘোর দরশন॥
সপ্তরথী এককালে বরিষয়ে শর।
একাকী সমরে শিশু হইল ফাঁফর॥
ব্যাকুলিত কেশপাশ রথেতে পড়িল।
গোবিন্দ গোবিন্দ বলি শরীর ত্যজিল॥
সাধু সাধু প্রশংসা করয়ে দেবগণ।
ধন্য ধন্য মহাবীর সুভদ্রা-নন্দন॥
চক্রব্যূহে অভিমন্যু হইল সংহার।
শুনিয়া পাণ্ডবগণে করে হাহাকার॥
অর্জ্জুন সংবাদ পেয়ে দূতের মুখেতে।
পড়িলেন মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রথেতে॥
শোকেতে গোবিন্দ অতি নিরানন্দ মন।
কহেন চেতন পেয়ে কুন্তীর নন্দন॥
অভিমন্যু মহাবীর আমার নন্দন।
হেন মহাবীরে বধিলেক কোন্ জন॥
দূত বলে মহাশয় করি নিবেদন।
তব পুত্রে জয়দ্রথ করিল নিধন॥
অর্জ্জুন বলেন পাপী এ কর্ম্ম করিল।
অন্যায় করিয়া মম পুত্রেরে মারিল॥
আজি তারে বিনাশিব করিলাম পণ।
অবশ্য পাঠায়ে দিব যমের সদন॥
শুন কৃষ্ণ নিবেদন চরণে তোমার।
দিবসের মধ্যে তারে করিব সংহার॥
জয়দ্রথে বিনাশিব থাকিতে ভাস্কর।
না ধরিব রাত্রি হৈলে আর ধনুঃশর॥
তাহারে না বধি যদি অস্ত যায় ভানু।
অগ্নিতে পোড়াব তবে আপনার তনু॥
এইত প্রতিজ্ঞা করি আসিলেন রণে।
দ্রোণাচার্য্য জয়দ্রথে রাখিল গোপনে॥
বায়ুর শকতি নাহি দেখে জয়দ্রথে।
হেথা পার্থ করিল বীরত্ব নানামতে॥
তৃতীয় প্রহর বেলা করেন সংগ্রাম।
তথাপি না হয় জয়দ্রথের সন্ধান॥
চারি দণ্ড বেলা আছে যাবে শেষ দিন।
ভাবিয়া অর্জ্জুন বীর হইলেন ক্ষীণ॥
তুমি কৃষ্ণ মন্ত্রণা করিলে সেইকালে।
জয়দ্রথ-বধ হেতু চক্র আরোপিলে॥
তাহাতে সূর্য্যের তেজ হৈল আচ্ছাদন।
সন্ধ্যাকাল হৈল হেন মানে সর্ব্বজন॥
পার্থ দেখিলেন হৈল দিবা অবসান।
ভূমিতে নামিল বীর ত্যজিয়া বিমান॥
অগ্নিকুণ্ড করিলেন মরিবার তরে।
তাহা দেখি জয়দ্রথ আসে দেখিবারে॥
চক্র ঘুচাইলে দীপ্ত হইল ভাস্কর।
অর্জ্জুন আইল তবে হাতে ধনুঃশর॥
সন্ধান পূরিয়া তারে করিল সংহার।
কহ দেখি বাসুদেব এ দোষ কাহার॥
সঞ্জয়ের মুখে আমি শুনিয়াছি সব।
উপকার যত তুমি করেছ মাধব॥
বিবিধ বিধাতা তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভাণ্ডিতে নারিবে মোরে শুন দয়াময়॥
যত উপকার কৈলে আমার নন্দনে।
এক মুখে সেই কথা কহিব কেমনে॥
তবে কেন বল তুমি দুকুল সমান।
তোমার এ যুক্তি নহে শুন ভগবান॥
কেবল পাণ্ডব পক্ষ তুমি নারায়ণ।
এই হেতু যুদ্ধে জয়ী ভাই পঞ্চজন॥

আপনি করিলে তুমি কুরুকুল ক্ষয়।
ত্রিভুবনে নৈলে কেবা করে পরাজয়॥
ভীষ্ম দ্রোণ দুই জন মহাধনুর্দ্ধর।
শমন সভয়ে যারে মানে নিরন্তর॥
কি করিবে পাণ্ডুপুত্র অগ্রেতে তাহার।
আপনি করিলে নষ্ট দৈবকী-কুমার॥
এক শত পুত্র মম বলে মহাবলী।
কপটে সবাকে নাশ কৈলে বনমালী॥
বুঝেছি তোমার মন লোহাতে গঠিল।
তিল আধ তব হৃদে দয়া না জন্মিল॥
সম্প্রীতি করিয়া যেবা করায় মিলন।
তাহারে সুহৃদ বলি শুন নারায়ণ॥
তুমি দেব নারায়ণ সবার উপর।
তোমাতে আচ্ছন্ন এই যত চরাচর॥
তোমা হতে আসে প্রাণী তোমাতে মিলায়।
বিধাতা করেন সৃষ্টি তোমার কৃপায়॥
আপনি পালন সৃষ্টি কর সবাকার।
তোমার আজ্ঞায় শিব করেন সংহার॥
তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি প্রলয় কারণ।
তুমি ধাতা তুমি কর্ত্তা তুমি পঞ্চানন॥
সুমতি কুমতি তুমি সুযুক্তি মন্ত্রণা।
তোমা হৈতে বিভিন্ন নাহিক কোনজনা॥
যত জীব তত শিব ঘটেতে তোমার।
বসিয়া প্রাণীর ঘটে করহ বিহার॥
তুমি যা করিবে দেব সেই কর্ম্ম হয়।
তুমি বল কালে করে এ বড় বিস্ময়॥
সেই কাল নিজে তুমি হলে নারায়ণ।
কালেতে নিযুক্ত করি করাও নিধন॥
যত কিছু দেখি নাথ তোমার তরঙ্গ।
সংহার করিয়া সব বসি দেখ রঙ্গ॥
তুমি বল দুর্য্যোধন ধর্ম্ম নাহি জানে।
কর্ম্মেতে হইয়া বদ্ধ কারে নাহি মানে॥
আপনার দোষে সেই হইল নিধন।
মিছা অনুযোগ মোরে দেহ অকারণ॥
তুমি কর্ম্ম তুমি ক্রিয়া তুমি ধ্যানযোগ।
যেমত যাহারে তুমি করাইলে ভোগ॥
সেইমত দুর্য্যোধন কৈল আচরণ।
তবে কেন দোষ তারে দেহ নারায়ণ॥
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপুত্র কিছুই না জানে।
ভ্রাতৃভেদ শিখাইলে পরম যতনে॥
শুন দেব নারায়ণ কহিব নিশ্চিত।
এমত করিতে তব না হয় উচিত॥
তুমি বল আমি নাহি কালে সব করে।
ইহা বলি কৃষ্ণচন্দ্র ভাণ্ডিলে আমারে॥
তুমি যে সবার পর তব পর নাই।
ব্যাসের মুখেতে সব শুনেছি গোঁসাই॥
ভাল হৈল দূত হয়ে গিয়াছিলে তুমি।
দুই কুল হিত হয়ে মাগিবারে ভূমি॥
তাহাতে সম্মত না হইল দুর্য্যোধন।
তুমি কেন নিজ দেশে না কৈলে গমন॥
প্রকার করিয়া তুমি কহিলে ধর্ম্মেরে।
তাহাতে হইল ভেদ উভয় অন্তরে॥
সুহৃদ হইয়া যেবা হেন কর্ম্ম করে।
তোমাকে না দিয়া দোষ দিব আর কারে॥
যদি বিসম্বাদ হৈল ভাই দুইজনে।
তোমার উচিত নহে রহিবারে রণে॥
তবে বন্ধু বলিতাম করিতে সমতা।
তুমি শিখাইয়া দিলে বিবাদের কথা॥
এখন জানিনু তুমি অনর্থের মূল।
বিনাশিলে তুমি মম যত কুরুকুল॥
কহিতে তোমার কথা বিদরে পরাণ।
তবে কেন বল তুমি উভয়ে সমান॥
যাবৎ শরীরে মম রহিবেক প্রাণ।
তাবৎ জ্বলিবে দেহ অনল সমান॥
ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে যুদ্ধ করি যদি মরিত।
শুন কৃষ্ণ তাহে এত দুঃখ না হইত॥
তাহা হলে হৃদে নাহি রাখিতাম কথা।
তোমারে অনুযোগ না করিতাম হেথা॥
কুরুকুল বিনাশিলে বসুদেব-সুত।
কহিতে অনল উঠে কি কব অচ্যুত॥
পুত্রশোকে কলেবর জ্বলিছে আমার।
বল দেখি হেন শোক হয়েছে কাহার॥

শুন কৃষ্ণ আজি শাপ দিব হে তোমারে।
তবে পুত্রশোক মোর ঘুচিবে অন্তরে॥
অলঙ্ঘ্য আমার বাক্য না হবে লঙ্ঘন।
জ্ঞাতিগণ হৈতে কৃষ্ণ হইবে নিধন॥
পুত্রগণ-শোকে আমি যত পাই তাপ।
এরূপ যন্ত্রণা পাবে দিনু অভিশাপ॥
মম বধূগণ যেন করিছে ক্রন্দন।
এইমত কান্দিবেক তব বধূগণ॥
তুমি যেন ভেদ কৈলে কুরু-পাণ্ডবেতে।
যদুবংশ তেন হবে আমার শাপেতে॥
কৌরবের বংশ যেন হইল সংহার।
শুন কৃষ্ণ এইমত হইবে তোমার॥
গোবিন্দেরে শাপ দিল কুপিয়া গান্ধারী।
শুনি কম্পবান হৈল ধর্ম্ম-অধিকারী॥
অন্তর্য্যামী হরি জানিলেন এ কারণ।
সতীর অলঙ্ঘ্য বাক্য না হবে লঙ্ঘন॥
আমি জন্মিলাম ভূমিভার নিবারণে।
পৃথিবীর ভার যে ঘুচিল এতদিনে॥
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ বলেন বচন।
মম জ্ঞাতি মারিতে পারয়ে কোন্ জন॥
উঠহ গান্ধারী নাহি করহ ক্রন্দন।
শাপ দিলে তথাপি না কর সম্বরণ॥
দুর্য্যোধন-দোষে হৈল বংশের নিধন।
না জানিয়া আমারে শাপিলে অকারণ॥
আমি যদি দোষে থাকি ফলিবেক শাপ।
আপনার দোষে আমি পাব মনস্তাপ॥
এতেক বলিয়া মায়া করি নারায়ণ।
পুত্রশোক গান্ধারীর করেন মোচন॥

যুধিষ্ঠিরাদি কর্ত্তৃক মৃত জ্ঞাতিগণের শরীর সৎকার।

কৃষ্ণের বচনে ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
যুধিষ্ঠিরে ডাকিয়া বলিছে মহামতি॥
মন দিয়া শুন পুত্র আমার বচন।
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধেতে মরিল যতজন॥
রাজরাজেশ্বর রাজা কুমার রাজার
গণনা করিতে নারি কতেক হাজার॥
সুহৃদ বান্ধব কার নাহি সহোদর।
সবাকার প্রেতকর্ম্ম করহ সত্বর॥
অগ্নিকার্য্য সবাকার করহ এখন।
নিমন্ত্রিয়া যতেক আনিল দুর্য্যোধন॥
তব আমন্ত্রণে আসিলেক যত রাজ।
না করিলে প্রেতকার্য্য হইবেক লাজ॥
শ্রীধৌম্য সঞ্জয় আর বিদুর সুমতি।
ইন্দ্রসেন জয়সেন যুযুৎসু প্রভৃতি॥
ইহারা সকলে যাক তোমার সহিত।
করুক অন্ত্যেষ্টি কর্ম্ম যে যার উচিত॥
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে যত এসেছিল প্রাণী।
সবার সৎকার কর ধর্ম্ম নৃপমণি॥
ধৃতরাষ্ট্র-আজ্ঞা পেয়ে ধর্ম্মের নন্দন।
চিতাধূমে অন্ধকার করিল গগন॥
যুযুৎসু দিলেন অগ্নি রাজার আজ্ঞায়।
ভীমার্জ্জুন যুধিষ্ঠির আছেন সহায়॥
জ্ঞাতিগণে অগ্নি দিল ধর্ম্মের নন্দন।
চিতাধূমে অন্ধকার হইল গগন॥
অপর যতেক রাজা মৃত কুরুক্ষেত্রে।
যুযুৎসু দিলেন অগ্নি রাজ-আজ্ঞামাত্রে॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী হইল দাহন।
অনুমৃতা হৈল তাহে কত নারীগণ॥
উত্তরা পুড়িতে চাহে অভিমন্যু সনে।
তাহারে বুঝান কৃষ্ণ বিবিধ বিধানে॥
শুন বধূ না মরিহ অভিমন্যু সাতে।
উত্তম পুরুষ আছে তোমার গর্ভেতে॥
পরীক্ষিত নাম হবে মহা তেজীয়ান্।
মহা-ধর্ম্মশীল হবে পুরুষ প্রধান॥
এত বলি শান্ত তারে করিল শ্রীহরি।
কুন্তী আসি উত্তরারে নিল হাতে ধরি॥
বিষাদ পাইয়া ধর্ম্ম করেন রোদন।
প্রবোধ করেন তাঁরে শ্রীমধুসূদন॥
অপূর্ব্ব কৃষ্ণের লীলা কে বুঝিতে পারে।
এ তিন ভুবন আছে যাঁহার শরীরে॥

বিশ্বাস করয়ে লোক এ সব বচনে।
বিশ্বরূপ যশোমতী দেখে বিদ্যমানে॥
চারিভাই সঙ্গে লয়ে পাণ্ডুর কুমার।
গেলেন তর্পণ স্নান হেতু যত আর॥
গঙ্গায় চলিল সবে গোবিন্দ সংহতি।
পঞ্চ পাণ্ডবাদি ধৃতরাষ্ট্র নরপতি॥
গান্ধারী প্রভৃতি কুন্তী দ্রুপদনন্দিনী।
উত্তরা প্রভৃতি আর যতেক রমণী॥
স্নান আদি কৈল সবে জাহ্নবীর জলে।
ধৌম্য পুরোহিত মন্ত্র পড়ায় সকলে॥
দুর্য্যোধন আদি করি শত সহোদর।
সবার তর্পণ করিলেন নৃপবর॥
আর যত রাজগণ সংগ্রামে মরিল।
একে একে সবাকার তর্পণ করিল॥
ক্রমমত নিত্যকর্ম্ম ছিল পূর্ব্বাপর।
সেইমত করিল পাণ্ডুর সহোদর॥
স্ত্রী পুরুষ কৈল যত পারত্রিক কর্ম্ম।
যেমত বিধান ছিল শাস্ত্রমত ধর্ম্ম॥
হেনকালে কুন্তীদেবী গিয়া সেইখানে।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন মধুর বচনে॥
কর্ণ মহাবীর হয় আমার নন্দন।
সূতপুত্র বলি যারে বলিলে বচন॥
কন্যাকালে জন্ম হৈল আমার উদরে।
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম জানাই তোমারে॥
অসময়ে জাত বলি করি বিসর্জ্জন।
মঞ্জুষা করিয়া ভাসাইলাম তখন॥
তবে সূত পেয়ে তারে করিল পালন।
প্রসিদ্ধ হইল সেই রাধার নন্দন॥
বলবান দেখি দুর্য্যোধন নিল তারে।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই জানাই তোমারে॥
জ্যেষ্ঠ সহোদর তব কর্ণ অঙ্গপতি।
তাহার তর্পণ কর ধর্ম্ম মহামতি॥
মায়ের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
বরিষয়ে দুই ধারে নয়নের নীর॥
বিষাদ করিয়া ধর্ম্ম করেন রোদন।
প্রবোধ করেন তাঁরে শ্রীমধুসূদন॥

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন কুন্তীরে তখন।
পুনশ্চ কহিল কর্ণ-জন্ম-বিবরণ॥
দুর্ব্বাসার মন্ত্র পায় যেমত প্রকারে।
কহিল সকল কথা রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
এতেক শুনিয়া ধর্ম্ম মায়ের বচন।
মলিন বদনে পুনঃ করেন রোদন॥
এতদিনে হেন কথা কহিলে জননি।
কর্ণ মম সহোদর এতদিনে শুনি॥
ভ্রাতৃবধ করি আমি পাপিষ্ঠ চণ্ডাল।
কর্ণ মম সহোদর বিক্রমে বিশাল॥
হাহাকার করিয়া কান্দেন পঞ্চজন।
পুনশ্চ প্রবোধ দেন দৈবকীনন্দন॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা শোকেতে জর্জ্জর।
যোড়হাতে কহিলেন জননী-গোচর॥
শুন গো জননি আমি করি নিবেদন।
জানিলে না হ'ত কভু কর্ণের নিধন॥
গুপ্ত করি রাখিলে না কহিলে আমারে।
সে কারণে বধিলাম জ্যেষ্ঠ সহোদরে॥
এ সকল কথা যদি কহিতে জননি।
তবে কেন বিনাশিব কর্ণ মহাজ্ঞানী॥
তবে কেন বিনাশিব রাজা দুর্য্যোধনে।
দুঃশাসন দুর্ম্মুখাদি ভাই শত জনে॥
তবে কেন ভীষ্মবীর ঈদৃশ হইবে।
অভিমন্যু পুত্র কেন রণেতে পড়িবে॥
তবে কেন হইবেক দ্রোণের নিধন।
পূর্ব্বেতে এ সব যদি কহিতে বচন॥
দৈবে কর্ণ রাজা ছিল হস্তিনানগরে।
দুর্য্যোধন তার বাক্য অন্যথা না করে॥
কর্ণ-আজ্ঞাকারী ছিল যত কুরুগণ।
যুদ্ধ না হইত মাতা জানিলে এমন॥
হেন ভাই বধিলাম রাজ্যের লাগিয়া।
ধিক্ ধিক্ প্রাণ মম যাক বাহিরিয়া॥
জ্যেষ্ঠভাই পিতৃতুল্য সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।
এ কলঙ্ক রাখিলাম আপনার কুলে॥
এ বড় দারুণ শোক রহিল অন্তরে।
এতদিনে হেন কথা কহিলে আমারে॥

মা হইয়া পুত্র প্রতি এমত আচার।
শুনগো জননি তাপ বাড়িল আমার ॥
শাপ দিব আমি দুঃখ বড় পাই মনে।
গুপ্তকথা না রহিবে নারীর বদনে ॥
নারীর উদরে আর কথা না রহিবে।
অতি গুপ্ত কথা হৈলে প্রকাশ হইবে ॥
এত বলি যুধিষ্ঠির অতি শোকাকুল।
পুনঃ প্রবোধেন কৃষ্ণ হয়ে অনুকূল ॥
কৃষ্ণবাক্যে প্রীতি পেয়ে পাণ্ডুর নন্দন।
শাস্ত্রমত করিলেন কর্ণের তর্পণ ॥
ঘটোৎকচ রাক্ষসের করেন তর্পণ।
পুনঃ স্নান করি কূলে উঠেন তখন ॥
কূলে রহিলেন ধর্ম্ম হইয়া অসুখী।
ভীমার্জ্জুন সহদেব কেহ নহে সুখী ॥
গান্ধারী পুত্রের শোকে অনেক কান্দিল।
পতিহীনা নারীগণ যত সঙ্গে ছিল ॥
শান্ত করি যুধিষ্ঠির আনেন শিবিরে।
ধৃতরাষ্ট্র আদি সবে রহে অনাহারে ॥
শিবিরে রহিল সবে বিষাদিত মনে।
গান্ধারী পুত্রের শোকে কান্দে রাত্রিদিনে
অনাহারে তিন রাত্রি করিল বঞ্চন।
নিশিযোগে ফলাহার কৈল সর্ব্বজন ॥
গান্ধারী পুত্রের শোকে করেন রোদন।
আহা মরি কোথা গেল পুত্র দুর্য্যোধন ॥
আজি তিন দিন হৈল পুত্র নাহি দেখি।
কোথা দুর্য্যোধন কোথা দুর্ম্মুখ ধানুকী ॥
গান্ধারী কৃষ্ণেরে কন করিয়া রোদন।
আজি শূন্য হৈল মম সকল ভুবন ॥
কোথা গেল দুর্য্যোধন কহ যদুমণি।
অকারণে প্রাণ ধরি আমি অভাগিনী ॥
সকল সংসার শূন্য পুত্রের বিহনে।
শুন কৃষ্ণ যত দুঃখ উঠে মম মনে ॥
শতপুত্র যেন মম পূর্ণ শশধর।
কি হইল কোথা গেল কহ যদুবর ॥
সে হেন সুন্দর মুখ অনলে পুড়িল।
নানা আভরণ অঙ্গে কেবা কাড়ি নিল ॥
অগুরু চন্দনে লিপ্ত ছিল নিরন্তর।
কেমনে পোড়ালে বল হেন কলেবর ॥
শোক-দুঃখভরে আমি হৈলাম বিমন।
কোথা শত পুত্র মোর খঞ্জন-নয়ন ॥
স্মরণ করিতে মম বিদরে পরাণ।
হস্তিনা হইল শূন্য শুন ভগবান ॥
এ বড় অন্তরে দুঃখ রহিল আমার।
বৃদ্ধকালে কিবা গতি হইবে রাজার ॥
মরিলে পুত্রের হাতে না পাবে আগুন।
ইহা ভাবি আরো দুঃখ বাড়ে চতুর্গুণ ॥
কি বুঝিয়া বিধি এত দুঃখ দিল মোরে।
শুনহে করুণাময় নিবেদি তোমারে ॥
এত জ্বালা আগেতে না জানি গদাধর।
পুত্রশোকে আমার দহিছে কলেবর ॥
ওহে ভীমসেন শুন আমার বচন।
আর বিষ তোমারে না দিবে দুর্য্যোধন ॥
আর কেবা জতুগৃহ করিবে নির্ম্মাণ।
ঘুচাইল সব ভয় প্রভু ভগবান ॥
শকুনি আমার ভাই গেল কোথাকারে।
আর কে মন্ত্রণা দিবে আমার পুত্রেরে ॥
ওহে যুধিষ্ঠির তব হৈল শুভদশা।
আর কে তোমার সঙ্গে খেলাইবে পাশা ॥
গান্ধারের নাথ কোথা দুরাত্মা শকুনি।
তোমা সবাকার ভয় ঘুচিল এখনি ॥
এত বলি গান্ধারী পড়িল ভূমিতলে।
যুধিষ্ঠির ধরিয়া তুলিল সেইকালে ॥
সান্ত্বনা করেন কৃষ্ণ বিবিধ প্রকারে।
নানাবিধ শাস্ত্রবাক্যে বুঝাইল তাঁরে ॥
শুনগো গান্ধারি শুন পূর্ব্ব বিবরণ।
ভূমিষ্ঠ হইল যবে রাজা দুর্য্যোধন ॥
এ শোকে সে সব কথা নহেত বিধান।
বিদুর কহিল যত সকলি প্রমাণ ॥
দুর্য্যোধন লাগি শোক কেন আর বৃথা।
অনিত্য সংসার এই আমি আছি কোথা ॥
অদ্য বা শতান্তে হবে অবশ্য মরণ।
শুনগো গান্ধারি শোক কর অকারণ ॥

বিজয় পাণ্ডব-কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
শুন শুন সাধুগণ হয়ে একমন।
কাশীরাম দাস কহে ভারত-কথন॥

এত যদি কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
বুঝায়ে পুনশ্চ তারে কন নারায়ণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

হস্তিনায় রাজত্ব গ্রহণার্থ যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আগ্রহ।

বলেন শ্রীজন্মেজয় শুন মুনিবর।
গান্ধারীর শোক শুনিলাম বহুতর॥
যুধিষ্ঠির কিরূপেতে আসে হস্তিনায়।
সে সব বৃত্তান্ত এবে বলহ আমায়॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
প্রত্যেক কহিব তোমা সে সব ভারতী॥
পুনঃ পুনঃ বাড়ে শোক নহে নিবারণ।
তাহা দেখি মৃদু হাসি দেব নারায়ণ॥
বিচারিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির স্থানে।
হস্তিনানগরে তুমি চল এইক্ষণে॥
শূন্য আছে রাজ্যপাট যাইতে উচিত।
শোক সম্বরণ করি চলহ ত্বরিত॥
সিংহাসনে বসি কর প্রজার পালন।
অনুকূল তোমা প্রতি যত প্রজাগণ॥
হস্তিনার লোক দুঃখী তোমা অদর্শনে।
অযোধ্যার লোক যেন রাম গেলে বনে॥
বিলম্ব না কর আর শত্রু হৈল ক্ষয়।
সুখে রাজ্য কর গিয়া পাণ্ডুর তনয়॥
এত যদি কহিলেন দেব নারায়ণ।
খেদেতে কহেন তবে ধর্ম্মের নন্দন॥
শুন কৃষ্ণ আর আমি হস্তিনা না যাব।
মরণ পর্য্যন্ত কুরুক্ষেত্রেতে রহিব॥
রাজ্য ধনে আর মম নাহি প্রয়োজন।
সহিতে না পারি আমি নারীর ক্রন্দন॥
আমা সম পাপী নাহি শুন গদাধর।
রাজ্য লাগি বধিলাম জ্ঞাতি সহোদর॥
বড়ই নিন্দিত কর্ম্ম করিয়াছি আমি।
হস্তিনা যাইতে কৃষ্ণ না বলিহ তুমি॥

কৃষ্ণ, ব্যাস ও নারদের নানা উপদেশে যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনায় গমন।

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
যুধিষ্ঠিরে বহুবিধ কহে নারায়ণ॥
অঙ্গীকার তথাপি না করেন রাজন।
পুনশ্চ কহেন কৃষ্ণ মধুর বচন॥
শুন ওহে ধর্ম্মরাজ ধৈর্য্য ধর মনে।
হস্তিনানগরে চল আমার বচনে॥
পৃথিবী পালহ রাজা সিংহাসনে বসি।
ধর্ম্মের নন্দন তুমি হবে রাজ্যবাসী॥
যে দুঃখ পাইলে তুমি ভ্রমি বনে বনে।
সে সকল কথা কেন নাহি কর মনে॥
রজস্বলা দ্রৌপদীরে কেশেতে ধরিল।
সভামধ্যে দুর্য্যোধন টানিয়া আনিল॥
দ্রৌপদীরে উরু দেখাইল দুর্য্যোধন।
তাহা সব পাসরিলে ধর্ম্মের নন্দন॥
তথাপি এতেক ভয় বুঝিতে না পারি।
বিলম্ব না কর চল হস্তিনা নগরী॥
এত যদি কহিলেন দৈবকীনন্দন।
দিলেন পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ উত্তর বচন॥
যতেক কহিলে কথা কৃষ্ণ মহাশয়।
কিন্তু মম মনে তাহা কিছুই না লয়॥
দুর্য্যোধন পাইলেন নিজ কর্ম্মফল।
আমার উচিত নহে ভকতবৎসল॥
রাজ্যভোগ কভু আর নাহি মম মনে।
নিরবধি পড়ে মনে ভাই দুর্য্যোধনে॥
যুক্তি নহে সে সকল বচন শুনিতে।
ভীমার্জ্জুনে লয়ে তুমি যাহ হস্তিনাতে॥
গোবিন্দ বলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
পুনঃ পুনঃ মম বাক্য না কর লঙ্ঘন॥

তোমাকে না শোভে হেন দিতে অনুমতি
তুমি রাজা হৈলে আমি পাইব পীরিতি ॥
এমত কৃষ্ণের লীলা কেহ নাহি জানে।
অনুমতি দেন ধর্ম্ম কৃষ্ণের বচনে ॥
হস্তিনা যাইব চল দেব গদাধর।
শুনিয়া সানন্দ হৈল বীর বৃকোদর ॥
যুধিষ্ঠির রাজা হইবেন হস্তিনার।
শুনি আনন্দিত হৈল মাদ্রীর কুমার ॥
অর্জ্জুন প্রফুল্ল হন ধর্ম্মের বচনে।
ত্বরা করিলেন অতি হস্তিনা গমনে ॥
হেনকালে ধৃতরাষ্ট্র করেন ক্রন্দন।
কোথায় ছাড়িয়া যাই পুত্র দুর্য্যোধন ॥
দুঃশাসন দুর্ম্মুখ প্রভৃতি যত জন।
স্মরিয়া আমাকে লহ শুন বাছাধন ॥
দেশেতে দেখিব গিয়া আমি কার মুখ।
পাণ্ডব নিলেক রাজ্য ধন জন সুখ ॥
সকরুণে হেন কথা কহিল রাজন।
শুনি যুধিষ্ঠির হইলেন অচেতন ॥
পড়িল ভূমিতে ধর্ম্ম হইয়া মূর্চ্ছিত।
কৃষ্ণার্জ্জুন সহদেব দেখি হৈল ভীত ॥
তুলিয়া রাজাকে বসাইলেন শ্রীহরি।
বসিয়া কহেন রাজা কৃতাঞ্জলি করি ॥
কি আর প্রবোধ দেহ ওহে দেব হরি।
জ্যেষ্ঠতাত-শোক আর সহিতে না পারি ॥
কেমনে এ সব কথা শুনিব শ্রবণে।
শুন কৃষ্ণ কার্য্য নাহি মম রাজ্যধনে ॥
দ্রৌপদী মরিবে পঞ্চপুত্র-বিবর্জ্জিতা।
অভিমন্যু-শোকে কান্দে বিরাট-দুহিতা ॥
ভাই বন্ধু গেল আমি ক্ষত্রিয়নাশক।
লিখিতে না পারি যত আমার পাতক ॥
করি প্রাণত্যাগ প্রায়শ্চিত্ত যে ইহার।
আর কিছু নাহি বল দৈবকী-কুমার ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাটাদি দ্রুপদ রাজন।
রাজ্য হেতু নাশিলাম শুন নারায়ণ ॥
পৃথিবীতে আছিল যতেক নরপতি।
মম হেতু সবাকার হইল দুর্গতি ॥
কেন পাপ-আশা আমি বাড়াইনু মনে।
নাশ হৈল কুরুকুল আমার কারণে ॥
রাজ্যলুব্ধ হয়ে আমি হইনু দুরন্ত।
ভীষ্ম হেন পিতামহে করিলাম অন্ত ॥
অর্জ্জুনের বাণে পিতামহ ম্রিয়মাণ।
শিখণ্ডী সম্মুখে গিয়া কৈল অপমান ॥
রথ হৈতে যখন পড়িল ভীষ্মবীর।
আকাশ হইতে যেন খসিল মিহির ॥
পুষিয়া পালিয়া মোরে শিখাইল নীত।
হেন পিতামহে মারি না হয় উচিত ॥
কহিতে অধিক দুঃখ উঠে নারায়ণ।
রাজ্যে কার্য্য নাহি মম পুনঃ যাব বন ॥
তবে ব্যাসদেব প্রবোধেন নরবরে।
শুন ধর্ম্ম শোক কেন ভাবহ অন্তরে ॥
আমি যাহা কহি তাহা শুন মন করি।
গতভাবে শোক বৃথা মিছা মায়া ধরি ॥
যথায় সংযোগ তথা বিয়োগ অবশ্য।
সলিলের বিম্ব যেন সংসার-রহস্য ॥
জন্মিলে মরণ আছে জানে সব লোক।
জন্ম মৃত্যু দেহ ধরি না করিহ শোক ॥
এ সব ঈশ্বর-লীলা শুন নরপতি।
সেই সে পারে বুঝিতে কৃষ্ণে যার মতি ॥
চিরজীবী কেহ নহে শুন যুধিষ্ঠির।
কালেতে বিনাশ পায় ভৌতিক শরীর ॥
ইহাতে বিষাদ কেন শুনহ রাজন।
পুনঃ পুনঃ কহিছেন নিজে নারায়ণ ॥
এত বলি কহিলেন বহু ইতিহাস।
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধ দিলেন মুনি ব্যাস ॥
সংসার প্রসঙ্গে যেই কথা মুনিগণে।
সনকেরে জিজ্ঞাসা করিল তপোবনে ॥
শুনিল মুনিরা যাহা সনকের স্থানে।
সেকথা কহেন ব্যাস ধর্ম্মের নন্দনে ॥
অনিত্য শরীর এই শুনহ রাজন।
নানামত ব্যাধি হেতু প্রাণীর নিধন ॥
বিধাতা লিখিল যারে যেমন প্রকারে।
খণ্ডন না যায় তাহা জনমিলে মরে ॥

আপনার কর্ম্ম হেতু মরয়ে আপনি।
চিরজীবী কেহ নহে শুন নৃপমণি॥
প্রথম বয়সে কেহ কেহ মধ্যকালে।
শেষকালে মরে কেহ বার্দ্ধক্য হইলে॥
বড় ছোট নাহি জানি মরে সর্ব্বজন।
কর্ম্ম অনুসারে জান পাণ্ডুর নন্দন॥
অস্ত্রাঘাতে মরে কেহ জলেতে ডুবিয়া।
আত্মঘাতী হয় কেহ গরল খাইয়া॥
সর্পাঘাতে মরে কেহ মরে সন্নিপাতে।
শার্দ্দুল-ভক্ষণে কেহ মাতঙ্গ হইতে॥
যাহার যেমন কর্ম্ম তার সেই গতি।
হেতুমাত্র মৃত্যু হয় শুন নরপতি॥
মহাধনবান রাজা নানা ভোগ করে।
শুন যুধিষ্ঠির সেই কালবশে মরে॥
ভিক্ষা মাগি যেই জন খায় নিতি নিতি
কালবশে সেই মরে শুন নরপতি॥
নানা শাস্ত্র বিচারিয়া করয়ে বিচার।
ভোগ হৈলে অন্তে মৃত্যু হয় যে তাহার॥
অতিদুঃখী মরে চিরজীবী কেহ নয়।
শুন যুধিষ্ঠির এই সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
এ সব ঈশ্বর-আজ্ঞা কালে মরে প্রাণী।
তুমি জ্ঞানবান কত বুঝাইব আমি॥
নিত্য শত স্বর্ণ কেহ দ্বিজে দেয় দান।
কালে তার মৃত্যু হয় না হয় এড়ান॥
কোন কোন জন নিত্য নিত্য পাপ করে
শুন নরপতি সেহ কাল হলে মরে॥
কিন্তু ধর্ম্মপথে প্রাণী করিবে যতন।
কদাচিত পাপ-পথে নাহি দিবে মন॥
ধর্ম্মপথ আচরিতে বেদের বিধান।
এ সব ঈশ্বর-লীলা শুন মতিমান॥
আশার কৌতুক দেখ সকল সংসার।
কালেতে হরিবে সব ধর্ম্মের কুমার॥
শীত গ্রীষ্ম বরিষা যেমন পবিবর্ত্ত।
সেইমত দুঃখ সুখ কালের বিবর্ত্ত॥
শুন যুধিষ্ঠির কেহ কারে নাহি মারে
অগাধ সলিলে মৎস্য বন্দী হয় জালে॥
বনে চরে মৃগ কার না করে হিংসন।
দেখহ ঈশ্বর-লীলা তাহার মরণ॥
ঔষধে না করে ত্রাণ জানাই তোমারে।
কর্ম্মক্ষয় হৈলে প্রাণী অকস্মাৎ মরে॥
তনয় অকর্ম্মা থাকে বাক্য নাহি সরে।
ভোগ না সমাপ্তি হতে কেন সেই মরে॥
ইথে বল আর শোক কেন কর বৃথা।
মনে বিচারিয়া দেখ তব পিতা কোথা॥
কোথা সে মান্ধাতা পৃথু দিলীপ নগর।
যযাতি নহুষ কোথা শিবি নৃপবর॥
হরিশ্চন্দ্র রুক্মাঙ্গদ ধর্ম্মশীল দাতা।
কালেতে মরিল তারা বল আছে কোথা॥
দুইখানি কাষ্ঠ স্রোতে একত্র মিলয়
পুনশ্চ বিচ্ছেদ হয়ে কে কোথায় রয়॥
সেইমত জানিবে বান্ধব-সমাগম।
জ্ঞানবান লোক তাহে না করয়ে ভ্রম॥
নারীগণ গীতবাদ্য করে অনুক্ষণ।
লজ্জাহীন হয়ে শেষে করয়ে ক্রন্দন॥
পিতৃ মাতৃ আর দেখ যত পরিবার।
মনে বিচারিয়া দেখ কেহ নহে কার॥
কত জন্ম মরণ নির্ণয় নাহি জানি।
জননী রমণী হয় রমণী জননী॥
পুত্র হয়ে পিতা হয় পিতা হয় পুত্র।
অদ্ভুত ঈশ্বর-লীলা কর্ম্মমাত্র সূত্র॥
পথিক সহিত যেন পরিচয় পথে।
সেইমত দিন কত থাকে একসাথে॥
তাহাতে বিচ্ছেদ হয় নিজ কর্ম্মগুণে।
শোক ত্যজ যুধিষ্ঠির কিবা ভাব মনে॥
কালে আসে কালে যায় কেহ নাহি দেখে
কোথা হতে আসে প্রাণী কোথা গিয়াথাকে
ক্ষণেক সংযোগ হয় সদা বিভিন্নতা।
শুন যুধিষ্ঠির তুমি শোক কর বৃথা॥
কোথা আছিলাম পূর্ব্বে কোথা চলি যাব।
কে বুঝে ঈশ্বর-লীলা কাহাকে কহিব॥
কুম্ভকার-চাক যেন দিবানিশি ভ্রমে।
সেইমত জানিহ বান্ধব-সমাগমে॥

ভাস্করের গতায়াতে দিন হয় ক্ষয়।
সংসার-কর্ম্মেতে লোক চৈতন্য হারায়॥
জন্ম জরা মৃত্যু দেখিতেছে সদা হয়।
তথাপি লোকের মনে নাহি হয় ভয়॥
যখন জন্ময়ে লোক এ ভব-সংসারে।
তখনি আইসে প্রাণী যম-অধিকারে॥
রসিক জনেতে যেন সেবে মহারস।
জরাজীর্ণ সুখে থাকে নহে মৃত্যবশ॥
ধ্যানে নিরবধি থাকে তপস্যার মনে।
শুন যুধিষ্ঠির তারে হরে লয় যমে॥
আপনার শরীর রাখিতে নাহি পারি।
কি হেতু পরের লাগি শোক করে মরি॥
এত সব তত্ত্বকথা সনক কহিল।
অশ্রনামে ব্রাহ্মণের সন্দেহ ভাঙ্গিল॥
শোক ত্যজ শুন যুধিষ্ঠির নরপতি।
মহাসুখে ভুঞ্জ সসাগরা বসুমতী॥
ব্যাসের বচন শুনি ধর্ম্ম নৃপবর।
মৌনেতে রহেন কিছু না দেন উত্তর॥
কৃষ্ণেরে কহেন তবে বীর ধনঞ্জয়।
কত ক্লেশ পান রাজা কহিতে সংশয়॥
জ্ঞাতিবধ-পাপে মগ্ন রাজা যুধিষ্ঠির।
বিশেষে আকুল বড় ভীম মহাবীর॥
কেমনে পাইবে রাজ্য কহ ভগবান।
বৃথা করিলাম তবে এতেক সংগ্রাম॥
আপনি নিশ্চয় কহ রাজা যুধিষ্ঠিরে।
তবে রাজ্য পাই প্রভু জানাই তোমারে॥
দেশান্তরী হয়েছিনু রাজ্যের কারণে।
স্মরিয়া সে সব কথা দুঃখ উঠে মনে॥
বিরাটনগরে বঞ্চিলাম বৎসরেক।
হীনকর্ম্ম করিলাম কহিব কতেক॥
হেন রাজ্য ত্যজিতে চাহেন যুধিষ্ঠির।
আপনি বুঝাহ পুনঃ শুন যদুবীর॥
রাজ্য হেতু জ্ঞাতিগণ হইল বিনাশ।
যুধিষ্ঠিরে আপনি বুঝাহ শ্রীনিবাস॥
বিক্রম করেছি কত শুনহ শ্রীহরি।
বুঝাহ ধর্ম্মেরে তুমি মায়া দূর করি॥

সকল তোমার সাধ্য শুন নারায়ণ।
রাজ্য লাগি করিলাম যত পরাক্রম॥
রাজ্য করিবেন প্রভু বড় ইচ্ছা হয়।
আপনি বিশেষ তাহা জান মহাশয়॥
রাজ্য ধন নাহি চান ধর্ম্ম নৃপমণি।
আমাকে চাহিয়া নৃপে বুঝাহ আপনি॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি উঠেন গোবিন্দ।
নয়ন প্রসন্ন যেন বিকচারবিন্দ॥
ভক্তি করি কাছে গিয়া বসিয়া আপনি।
যুধিষ্ঠির-হাতে ধরি কহেন তখনি॥
শোক ত্যজ মহারাজ শান্ত কর মন।
কেন নাহি শুন রাজা ব্যাসের বচন॥
যে সব মরিল রণে জ্ঞাতি বন্ধুজন।
শোক কৈলে পাবে হেন না হয় রাজন॥
সেব্যমানে উদ্বেগ কলহ কণ্ডু বাড়ে।
শোকে মন দিলে রাজা লক্ষ্মী তাকে ছাড়ে॥
আপনি নারদ পুনঃ সঞ্জয়ে কহিল।
তবেত সঞ্জয় রাজা শোক পাসরিল॥
হিত কথা কহিলেন ব্যাস মুনিবর।
তাহাতে আপনি কেন না দেহ উত্তর॥
এতেক কহেন যদি কমললোচন।
কিছু না কহেন তবে ধর্ম্মের নন্দন॥
পুনঃ ব্যাস মুনি তাঁরে বুঝান বিস্তর।
মৌনভাবে রহে রাজা না দেয় উত্তর॥
কহিল নারদ মুনি নানা উপদেশ।
না করিহ শোক রাজা কহিনু বিশেষ॥
জ্ঞাতিবধ বলি ভয় নাহি কর চিতে।
শোক নিবারিয়া রাজা চল হস্তিনাতে॥
শ্রাদ্ধ শান্তি কর দুর্য্যোধন আদি করি।
দূর কর ভ্রাতৃশোক হও দণ্ডধারী॥
ধর্ম্মকথা নিরবধি করহ শ্রবণ।
তবে শোকহীন হবে শান্ত কর মন॥
গঙ্গা হৈতে জাত ভীষ্ম শান্তনু-তনয়।
তাঁর দরশনে পাপ হইবেক ক্ষয়॥
মহাবলবান ভীষ্ম শান্তনুনন্দন।
তাঁর দরশনে পাপ হবে বিমোচন॥

শ্রবণ করিতে বেদ অভ্যাস করিল।
ব্রহ্মার ত নয় হ'তে সুশিক্ষা পাইল॥
মার্কণ্ডেয় মুনি হৈতে ধর্ম্মের কথন।
পরশুরাম হৈতে পাইল অস্ত্রগণ॥
ত্রিভুবনে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার সম্পদ।
সাক্ষাৎ ব্রহ্মার যিনি ছিল সভাসদ॥
মহাধর্ম্মশীল ভীষ্ম মহাতেজোময়।
তিনি ঘুচাবেন সব মনের সংশয়॥
তাঁর দরশনে দূর হবে অমঙ্গল।
শুনিলে জ্ঞানের কথা হইবে নির্ম্মল॥
বুঝায়ে কহে নারদ আর দামোদর।
ব্যাসের বচন রাখ শুন নৃপবর॥
শোক ত্যজ মহারাজ শান্ত কর মন।
হস্তিনাতে কর গিয়া প্রজার পালন॥
অনাথ ব্রাহ্মণ সব চাহেন তোমাকে।
তোমার কারণে নিত্য কান্দে প্রজালোকে॥
অবশেষ যত আছে পৃথিবীর পতি।
উপাসনা হেতু আছে শুন নরপতি॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির করেন সম্মতি।
হস্তিনায় যাইতে দিলেন অনুমতি॥
ধৃতরাষ্ট্রে অগ্রে করি পাণ্ডুর নন্দন।
হস্তিনাপুরেতে শীঘ্র করেন গমন॥
দিব্যরথে চড়িলেন পাণ্ডবের পতি।
তাহাতে সারথি হৈল ভীম মহামতি॥
কৃষ্ণার্জ্জুন রথেতে চড়েন দুই জন।
মাদ্রীসুত দোঁহে করে রথে আরোহণ॥
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি চাপিল বিমানে।
সঞ্জয় যুযুৎসু আদি চলে সর্ব্বজনে॥
কুন্তী গান্ধারী আদি রমণীগণ যত।
হস্তিনা গমনে সবে চাপিলেন রথ॥
শোকেতে গান্ধারী দেবী নেউটিয়া চায়।
দুর্য্যোধন বলি দেবী কান্দে উভরায়॥
থাক কুরুক্ষেত্রে মম শতেক নন্দন।
আমি অভাগিনী যাই আপন ভবন॥
দারুণ বিধাতা এত করিল আমাকে।
কোথায় ত্যজিয়া আমি যাই সে সবাকে।
এত বলি মহাদেবী বিলাপ করিল।
সারথি সুজন রথ শীঘ্র চালাইল॥
সাত্যকি চাপিল রথে হরষিত চিতে।
কোলাহল করি সবে যায় হস্তিনাতে॥
ভীম করে সিংহনাদ পেয়ে মনে প্রীত।
তাহা শুনি গান্ধারীর হৃদয় দুঃখিত॥
শীঘ্রগতি দূত গেল হস্তিনানগরে।
ধর্ম্ম-আগমন জানাইল সবাকারে॥
দূতমুখে সুসম্বাদ পেয়ে পাত্রগণ।
সবে মেলি করে তবে নগর সাজন॥
চান্দোয়া চামর আনি টাঙ্গাইল পথে।
প্রবাল মুকুতাদাম শোভে চারিভিতে॥
বান্ধিল তোরণ সব বড় উচ্চ করি।
কদলী রোপণ করিলেক সারি সারি॥
পুষ্পমালা বনমালা নগরে নগরে।
সুবর্ণের ঘট শোভে দুয়ারে দুয়ারে॥
রাজমার্গ সুসংস্কার করিল যতনে।
সুবাসিত কৈল পথ অগুরু চন্দনে॥
হস্তিনা-নগরে যত আছয়ে ব্রাহ্মণ।
ধর্ম্ম-আগমন শুনি আনন্দিত মন॥
কুসুম চন্দন সবে হাতেতে করিল।
আগুসর দ্বিজগণ আশীর্ব্বাদ দিল॥
আনন্দেতে নানা বাদ্য সবে বাজাইল।
শুভক্ষণে ধর্ম্মরাজ পুরে প্রবেশিল॥
গান্ধারী বলেন তবে যত মুনিগণে।
যুধিষ্ঠিরে রাজা কর হস্তিনাভুবনে॥
এত যদি কহিলেন গান্ধার-নন্দিনী।
অধিবাসে মুনিগণ কৈল বেদধ্বনি॥
শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্য বাজে সপ্তস্বরা বীণা।
অতঃপর যুধিষ্ঠির পাইল হস্তিনা॥
হস্তিনানগরে প্রজা হৈল হরষিত।
এতদূরে নারীপর্ব্ব হৈল সমাপিত॥

স্ত্রীপর্ব্ব সমাপ্ত।

সচিত্র অষ্টাদশপর্ব্ব
মহাভারত।

শান্তিপর্ব্ব।

**নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥**

রাজার প্রতি ব্যাসের উপদেশ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ তপোধন।
অতঃপর কি করিল পিতামহগণ॥
কিরূপে রাজত্ব করিলেন পঞ্চজন।
কিবা ধর্ম্ম উপার্জ্জিল পালি প্রজাগণ॥
শরশয্যাগত ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
কি হেতু উত্তরায়ণে ত্যজেন জীবন॥
কিবা যোগধর্ম্ম কহিলেন যুধিষ্ঠিরে।
বিস্তার করিয়া মুনি বলহ আমারে॥
মুনি বলে অবধান করহ রাজন।
হস্তিনানগর মাঝে ধর্ম্মের নন্দন॥
মহা-ধর্ম্মশীল রাজা প্রতাপে তপন।
শীলতায় চন্দ্র যেন তেজে বৈশ্রবণ॥
সর্ব্বত্র সমান ভাব গুণে গুণধাম।
প্রজার পালনে যেন ছিলেন শ্রীরাম॥
নানা বাদ্য বাজে সদা শুনিতে কৌতুক।
হস্তিনানগরবাসী সবাকার সুখ॥
রাজার প্রসাদে রাজ্যে সর্ব্বলোকে সুখী।
মৌন হয়ে মহারাজ রহে অধোমুখী॥
নাহি রুচে অন্ন জল কান্দিয়া ব্যাকুল।
পাত্রমিত্র ভ্রাতৃ আদি ভাবিয়া আকুল॥
ভূপতির শোকেতে শোকার্ত্ত সর্ব্বজন।
একদিন ভীম পার্থ মাদ্রীর নন্দন॥
পাত্র মিত্র বন্ধু আর ধৌম্য তপোধন।
নানামতে রাজারে বুঝায় সর্ব্বজন॥
না শুনেন কার বাক্য রাজা যুধিষ্ঠির।
ভীষ্ম-পিতামহ-শোকে আপনি অস্থির॥
অনাহারে বিষণ্ণ দুর্ব্বল কলেবর।
জানিয়া রাজার কষ্ট ব্যাস মুনিবর॥
অতি শীঘ্র আইলেন রাজার সদন।
উচিত বিধানে পূজা করেন রাজন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দেন বসিবারে সিংহাসন।
সুবাসিত জলে করি পদ প্রক্ষালন॥
সুস্থ হয়ে আসনে বসিয়া তপোধন।
রাজারে বিমনা দেখি জিজ্ঞাসে তখন॥
কি হেতু চিন্তিত রাজা দেখি যে তোমারে
কোন্ সুখে হীন তুমি এই চরাচরে॥
ইন্দ্রের সমান তব চারি সহোদর।
সর্ব্বগুণান্বিত রণে মহাধনুর্দ্ধর॥
বাহুবলে শত্রুগণে করিয়া সংহার।
হস্তিনাতে অভিষেক করিল তোমার॥
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব জগৎপতি।
আজ্ঞাকারী তোমার বিখ্যাত বসুমতী॥
তেজে যশে বলে ধর্ম্মে প্রজা-পালনেতে।
তোমার সদৃশ রাজা নাহি পৃথিবীতে॥
এত শুনি প্রণমিয়া কহে নরপতি।
আমার দুঃখের কথা শুন মহামতি॥
জগতে না জন্মে পাপী সদৃশ আমার।
রাজ্যলোভে জ্ঞাতি বন্ধু করেছি সংহার॥
কল্পতরু পিতামহ ভীষ্ম কুরুনাথ।
রাজ্যভোগ হেতু তাঁরে করেছি নিপাত॥

দ্রোণ গুরু আদি যত সুহৃদ সুজন।
সংহার করিনু আমি রাজ্যের কারণ॥
এই হেতু অনাহারে আপনার কায়।
করিব নিপাত আমি আছি এ আশায়॥
মুনি বলে অবধান কর জন্মেজয়।
এত শুনি হাসি কহে ব্যাস মহাশয়॥
ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞাতা তুমি ধর্ম্মের নন্দন।
জ্ঞানবান হয়ে হেন কহ কি কারণ॥
অনন্ত প্রকার জ্ঞান বেদের বচন।
তাহা পাসরিলে কেন না বুঝি কারণ॥
জ্ঞান হৈতে লভে ধর্ম্ম জ্ঞানে পাপ খণ্ডে।
জ্ঞানের প্রতাপে সবে তরে যমদণ্ডে॥
কহিলে যে মহাপাপ কৈনু উপার্জ্জন।
জ্ঞাতিবধ মহাপাপ কহে সর্ব্বজন॥
তার হেতু কহি রাজা শুন সাবধানে।
ধার্ম্মিক জনের পাপ নাহিক কথনে॥
তুলারাশি সম পাপ শুনহ রাজন।
ধর্ম্মের প্রতাপে ভস্ম হয় সেইক্ষণ॥
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব দামোদর।
যাঁর নাম লইলে নিষ্পাপ হয় নর॥
যাঁর নাম কীর্ত্তন শ্রবণ দরশনে।
অশেষ পাপীর পাপ খণ্ডে সেইক্ষণে॥
সদাকাল সঙ্গে রাজা সেই নারায়ণ।
কোন্ যুদ্ধে পাপভয় চিন্তহ রাজন॥
কি হেতু আপন প্রাণ চাহ ছাড়িবারে।
আত্মহত্যা সম পাপ নাহিক সংসারে॥
ব্রহ্মবধ নারীবধ গোহত্যা করণ।
ইহাতে নিষ্কৃতি আছে বেদের বচন॥
আত্মহত্যা পাপে রাজা নাহিক নিষ্কৃতি।
আগম পুরাণ যত বেদের ভারতী॥
জানিয়া শুনিয়া কেন চিন্তহ রাজন।
যদি বা আছয়ে রাজা ভ্রান্ত তব মন॥
মন দিয়া শুন তবে আমার বচন।
ভীষ্মমুখে শুনিলে কথা ঘুচিবে ভ্রম॥
শীঘ্রগতি ভীষ্মস্থানে করহ গমন।
এত বলি স্বস্থানে গেলেন তপোধন॥

মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥

ভীষ্মের নিকট যুধিষ্ঠিরের গমন।

মুনি বলে অবধানে, শুন রাজা একমনে,
যোগমার্গ পুরাণ কথন।
ব্যাসের বচন শুনি, আনন্দিত নৃপমণি,
হস্তিনার যত পুরজন॥
ভ্রাতৃ মন্ত্রী অনুচর, সহ ধর্ম্ম নরবর,
দিব্যরথে করি আরোহণ।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র, কি মহৎ কিবা ক্ষুদ্র,
হস্তিনার যত প্রজাগণ॥
চলিল রাজার সঙ্গে, বাদ্য কোলাহল রঙ্গে,
দেখিবারে গঙ্গার নন্দনে।
ধৃতরাষ্ট্র বিদুরাদি, চলে গান্ধারী দ্রৌপদী,
কুন্তী আদি যত নারীগণে॥
আরোহিয়া চতুর্দ্দোলে,নানাবাদ্যকোলাহলে,
চলি গেল যথা গঙ্গাসুত।
রাহুত মাহুত রাণা,সঙ্গে লয়ে নানা সেনা
মত্তহস্তী সব যূথে যূথ॥
সাত্যকি প্রদ্যুম্ন আর, সঙ্গে লয়ে পরিবার,
বাদ্য-কোলাহলে যদুপতি।
গেলেন ভীষ্মের স্থান,দেখি ভীষ্ম মতিমান,
আদর করেন সবা প্রতি॥
যার যেই যোগ্যাসনে, বসিলেন ক্ষত্রগণে,
প্রণমিয়া ভীষ্মের চরণে।
একভিতে বিপ্রগণ,, পাতি দিব্য কুশাসন,
আনন্দে বসিল সেই স্থানে॥
যুধিষ্ঠির নরপতি, চিত্তে দুঃখী হয়ে অতি,
ভ্রাতৃগণ সহ শোকমনে।
লোটায় ধরণী'পরে, মুখে নাহি বাক্যসরে,
বসিলেন বিষণ্ণবদনে॥
যথাযোগ্য সম্ভাষণ, করে ভীষ্ম মহাজন,
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য সর্ব্বজনে।

দেখিয়া অমরগণ, প্রশংসিল সর্ব্বজন,
সাধুবাদে গঙ্গার নন্দনে ॥
ভারতের পুণ্যকথা, শ্রবণে বিনাশে ব্যথা,
পুণ্য বৃদ্ধি পাপের বিনাশ।
কমলাকান্তের স্নুত, হেতু স্নুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের যোগ কথন।

ভীষ্মেরে কহিল তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
তোমার বিয়োগে চিত্ত নহে মোর স্থির ॥
আমা সম পাপ আত্মা নাহিক সংসারে।
রাজ্য হেতু পিতামহ নাশিনু তোমারে ॥
পাপী আমি নরাধম অতি দুরাচার।
জ্ঞাতি বধ করি পাপ করিলাম সার ॥
রাজ্য হেতু জ্ঞাতি বন্ধু সবারে বধিয়া।
করিলাম বেদশাস্ত্র বহির্ভূত ক্রিয়া ॥
কল্পতরু পিতামহ তোমার বিনাশ।
করিলাম মনে করি ধন অভিলাষ ॥
দ্রোণাচার্য্য গুরু আদি সুহৃদ স্বজন।
জ্ঞাতি বন্ধু পরিবার বহু রাজগণ ॥
কর্ণ সোমদত্ত আদি বাহ্লীক নৃপতি।
দ্রুপদ সুশর্ম্মা আর বিরাট প্রভৃতি ॥
কর্ণ হেন ভাই মম দ্রোণ হেন গুরু।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ আদি পুত্র চারু ॥
আমার কারণে সবে পড়িল সমরে।
আমা সম পাপী নাহি এ ঘোর সংসারে ॥
রাজ্যপদ ছাড়ি আমি যাব দেশান্তর।
অনশনে রহি তেয়াগিব কলেবর ॥
রাজ্যপদে আর মম নাহি প্রয়োজন।
ভীমে রাজ্য দিয়া আমি প্রবেশিব বন ॥
তপস্যা করিয়া কায় করিব শোধন।
যোগবলে আত্মা আমি করিব নিধন ॥
এত বলি অধোমুখে কান্দেন রাজন।
প্রবোধ বচনে ভীষ্ম বলেন তখন ॥
শোক দূর কর রাজা স্থির কর মন।
ইতিহাস কহি এক করহ শ্রবণ ॥
সহস্রেক ফল শান্তিপর্ব্বের কথন।
শান্তিকথা কহি শান্ত হইবে রাজন ॥
জ্ঞাতিবধ-পাপ আদি সব হবে ক্ষয়।
মহাযোগ-ফল পাবে নাহিক সংশয় ॥
সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে সর্ব্বত্রে বিজয়।
হৃদয় সুস্থির হবে শুন মহাশয় ॥
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নিরঞ্জন।
সৃজন পালন তিনি করেন নিধন ॥
কে কারে মারিতে পারে কাহার কি শক্তি
কর্ম্মবন্ধে ভোগ যত করে কর্ম্মগতি ॥
কর্ম্মবন্ধে গতায়াত করে সংসারেতে।
পুনঃ মরে পুনঃ জন্মে পাপ পুণ্য হতে ॥
পাপেতে পাপীর পাপ বৃদ্ধি হয় নিতি।
যেন পাপ অর্জ্জে তেন ভুঞ্জয়ে দুর্গতি ॥
মিথ্যা বলি চুরি করি কলুষ অর্জ্জয়।
কালদণ্ডে যমরাজ তাহারে পীড়য় ॥
সহস্র শতেক আছে যমের যাতনা।
তাহাতে মরয়ে লোক না বুঝি আপনা ॥
অনিত্য শরীর রাজা অনিত্য ভাবনা।
নিত্য বস্তু না জানিয়া পাসরে আপনা ॥
ধনমদে মত্ত হয়ে বস্তু নাহি মানে।
নিকটে অন্তকপুর দুর্জ্জনে না জানে ॥
পাপ করি ধন অর্জ্জে চুরি হিংসাবাদ।
না জানে দুর্জ্জন জন আপন প্রমাদ ॥
সর্ব্বত্রে সমান মৃত্যু না জানে দুর্ম্মতি।
ধর্ম্মশাস্ত্র মানে যার আছে ধর্ম্মে মতি ॥
অন্তকালে পাপভোগ না হয় এড়ান।
যাহা করে তাহা ভুঞ্জে পাপিষ্ঠ অজ্ঞান ॥
অসার সংসার এই শুনহ রাজন।
অনিত্য শরীর নিত্য নহে ধন জন ॥
নিত্যবস্তু নারায়ণ এক সনাতন।
তাঁরে ভক্তি কৈলে হয় পাপ বিমোচন ॥
জন্মিলে মরণ যে অবশ্য পায় লোক।
মহাজন তাহাতে না করে কোন শোক ॥

অসার সংসার দেখ রাজা যুধিষ্ঠির।
শোক পরিহরি রাজা মন কর স্থির ॥
এত শুনি সবিস্ময় ধর্ম্মের তনয়।
করযোড়ে জিজ্ঞাসেন কহ মহাশয় ॥
মৃত্যু হেন বস্তু কেবা করিল সৃজন।
পূর্ব্বাপর আছে কিবা ব্যাপিত ভুবন ॥
মৃত্যু বলি কোন্ জন এ তিন ভুবনে।
ছোট বড় নিধন করয়ে সর্ব্বজনে ॥
কে সৃষ্টি করিল মৃত্যু হৈল কি কারণে।
মৃত্যুতে সংসার হরে বড় বড় জনে ॥
যম বলে কারে তার হয় কোন্ বেশ।
কিবা ব্যবসায় করে থাকে কোন্ দেশ ॥
ভীষ্ম বলিলেন বলি শুনহ রাজন।
মৃত্যুর বৃত্তান্ত কথা অদ্ভুত কথন ॥
যবে করিলেন ব্রহ্মা সৃষ্টির পত্তন।
মৃত্যু হেন বস্তু নাহি হইল সৃজন ॥
সংসার ব্যাপিল জীবে কেহ নাহি মরে।
পৃথ্বী যায় রসাতলে অতি গুরু ভারে ॥
শুনিয়া সকল তত্ত্ব চিন্তি প্রজাপতি।
স্বায়ম্ভুব নামে একে করিল উৎপত্তি ॥
স্বয়ম্ভুব-পুত্র হৈল রুচি মহাশয়।
ভরতাদি সপ্ত হৈল তাহার তনয় ॥
সপ্তপুত্রে সপ্তদ্বীপে দিল অধিকার।
জম্বুদ্বীপ মাগিলেন ভরতকুমার ॥
জ্যেষ্ঠপুত্রে জম্বুদ্বীপে দিল অধিকার।
নাহি দিল ভরতেরে করি সুবিচার ॥
প্লক্ষদ্বীপে অধিকার দিলেন ভরতে।
না লইল অধিকার ভরত কোপেতে ॥
সন্ন্যাসী হইয়া ক্রোধে হইল বাহির।
তপস্যা করিতে গেল পর্ব্বত মিহির ॥
মহাতপ আরম্ভিল রুচির নন্দন।
অনাহারে বাতাহারে মুদিত নয়ন ॥
এইরূপে রহে ষাটি সহস্র বৎসর।
তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা দিতে আইলেন বর ॥
না লইল বর সেই রহিল মৌনেতে।
পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মা কহিলেন বহুমতে ॥
দেখি মহাক্রুদ্ধ হইলেন সৃষ্টিধর।
নেত্রানলে জন্মিল অসুর ভয়ঙ্কর ॥
সেইত অসুর জম্বুদ্বীপেতে রহিল।
সহিতে না পারি ভার পৃথিবী কাঁপিল ॥
ব্রহ্মার সদনে পৃথ্বী বিনয় করিল।
পৃথ্বীরে সান্ত্বাইয়া তাঁর ভাবনা হৈল ॥
চিন্তিয়া গেলেন ব্রহ্মা যথা ভগবতী।
ললাট হইতে ঘর্ম্ম উপজিল অতি ॥
সেই ঘর্ম্ম মৃত্যু নামে লভিল জনম।
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বড়ই বিষম ॥
ব্রহ্মারে চাহিয়া মৃত্যু বলিল বচন।
আজি সর্ব্বজীবে আমি করিব নিধন ॥
এক জন না রাখিব পৃথিবীতে আর।
ছোট বড় সর্ব্বজীবে করিব সংহার ॥
এতেক বলিয়া মৃত্যু কাঁপে থর থর।
হাসিয়া মৃত্যুকে কহিলেন সৃষ্টিধর ॥
ক্রোধ সম্বরহ মৃত্যু শুনহ বচন।
জম্বুদ্বীপে শীঘ্রগতি করহ গমন ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি দণ্ড কর জীবগণে।
ব্যাধিরূপ হয়ে কর জীবের নিধনে ॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক হও আমার বরেতে।
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে কর অধিকার ॥
চতুঃষষ্টি ব্যাধি সৃজি দেন তার সনে।
প্রেতপুরে যমরাজা চলিল তখনে ॥
পুরী চতুর্দ্দিকে তার অপূর্ব্ব রচন।
সেই কথা কহি শুন ধর্ম্মের নন্দন ॥
দেবঋষি সন্ন্যাসীরা মরিলে রাজন।
উত্তর দ্বারেতে যায় যমের সদন ॥
পশ্চিম দুয়ার হয় অতি রম্যস্থল।
নানা দ্রব্য ভোগ্য আছে অমৃত সকল ॥
সম্মুখ-যুদ্ধেতে পড়ে যেই যোদ্ধাগণ।
পশ্চিম দুয়ারে যায় যমের সদন ॥
পূর্ব্বদ্বারখানি দেখি পরম সুন্দর।
দধি-দুগ্ধ ভক্ষ্য দ্রব্য রম্য সরোবর ॥
স্বামীর সহিত মরে যত নারীগণ।
স্বামী লয়ে পূর্ব্বদ্বারে করয়ে গমন ॥

দক্ষিণ দ্বারের কথা কহনে না যায়।
শুনিলে লোমাঞ্চ হয় সকলের কায় ॥
দক্ষিণ দুয়ারে বহে বৈতরণী নদী।
পাপীর শরীর দহে পরশয়ে যদি ॥
মস্তকে করয়ে দূত অস্ত্রের প্রহার।
সাঁতারিয়া পাপী সব হয় তাহে পার ॥
পার হ'তে আছে যত শুনহ কাহিনী।
কুম্ভিতে মাথার খুলি খায় হেন জানি ॥
ঠাই ঠাই একেশ্বর হৈতে হয় পার।
শৃগাল কুকুরে খায় ঘোর অন্ধকার ॥
চৌরাশী নরককুণ্ড তাহার দক্ষিণে।
তাহার সকল কথা শুন অবধানে ॥
বজ্রকীট পোকা আছে তাহার ভিতর।
গ্রাসে গ্রাসে পাপী বেড়ি খায় নিরন্তর ॥
স্বামীবাক্য নাহি মানে স্থাপিত-হরণ।
দেবতারে নিন্দে আর নিন্দয়ে ব্রাহ্মণ ॥
তাহারে ফেলায় ঘোর নরক ভিতরে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা চিত্রগুপ্ত করে ॥
মহাকুণ্ড নাম ধরে পূরিত শোণিত।
শতেক যোজন তাহা কণ্টকে পূরিত ॥
সে নরকে গো-বধ স্ত্রীবধকারী যায়।
সর্ব্বাঙ্গ পোড়য়ে তাহে নরক-পীড়ায় ॥
কুম্ভীপাক নরকের শুনহ কথন।
শুনি পরিমাণ সেই সপ্তক যোজন ॥
তাহে ভাজা হয় পাপী আপনার তৈলে।
ব্রহ্মবধ করে কিম্বা সুবর্ণ হরিলে ॥
মিথ্যা কথা কহে যেবা হরয়ে শাসন।
কুম্ভীপাক নরকেতে তাহার গমন ॥
যে মহারৌরব নাম নরক বিশেষে।
শুনহ তাহার কথা বলিব অশেষ ॥
তনয়া বিক্রয় যেবা করে মূঢ়জন।
সে মহারৌরবে হয় তাহার গমন ॥
আর যেবা মহাপাপ করে মহীতলে।
নরক ভুঞ্জয়ে যত ক্রমে বহুকালে ॥
সংক্ষেপে কহিনু যমপুরীর কথন।
কহিব ধর্ম্মের ফল শুনহ রাজন ॥

যার যেবা ধর্ম্মাধর্ম্ম করিয়া বিচার।
ছোট বড় সর্ব্বাকার কহিব বিস্তার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
অবহিত চিত্তে শুনে যেন সর্ব্বজন ॥

ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রস্তাবে হরি-নামের মাহাত্ম্য কথন।

জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির করিয়া বিনয়।
ধর্ম্মাধর্ম্ম-কথা কহ শুনি মহাশয় ॥
কিরূপে অধর্ম্ম ভোগ করে পাপিগণে।
ধর্ম্মিলোক ধর্ম্মভোগ করয়ে কেমনে ॥
শুনিয়া কহেন হাসি গঙ্গার তনয়।
কহিব সকল কথা শুনহ নিশ্চয় ॥
সঞ্জীবনীপুরী নাম নাম বিখ্যাত ভুবনে।
অদ্ভুত যমের পুরী না যায় বর্ণনে ॥
ষোলশত যোজন তাহার পরিমাণ।
যমের অদ্ভুত পুরী বিচিত্র নির্ম্মাণ ॥
ব্রাহ্মণেরে গাভী দান করে যেইজন।
বিষ্ণুতুল্য জানি বিপ্রে করয়ে সেবন ॥
সর্ব্ব দ্বার দিয়া যায় যমের সদন।
যমের বিচিত্র পুরী করে নিরীক্ষণ ॥
নবঘনশ্যাম-অঙ্গ মোহন মুরারি।
দেখিতে অপূর্ব্ব শোভা যেন চক্রধারী ॥
সম্ভাষা করিয়া যম চিত্রগুপ্তে বলে।
পাপ-পুণ্য বিচার করয়ে সেইকালে ॥
যোগধর্ম্ম সাধি যেবা ভজে নারায়ণ।
বিধিমত ভক্তিভাবে করয়ে পূজন ॥
পুষ্পক রথেতে সেই করি আরোহণ।
বিষ্ণুরূপ ধর্ম্মরাজে করে নিরীক্ষণ ॥
সেইক্ষণে ধর্ম্মরাজ বিবিধ প্রকারে।
বিষ্ণুতুল্য করি পূজা করয়ে তাহারে ॥
বৈকুণ্ঠ হইতে তবে দেব নারায়ণ।
দিব্যরথ পাঠাইয়া দেন সেইক্ষণ ॥

যমেরে প্রণমি রথে করি আরোহণ ।
দেবতুল্য হয়ে করে বৈকুণ্ঠে গমন ॥
জলদান অন্নদান করে যেইজন ।
আত্মতুল্য অতিথিরে করে আরাধন ॥
রথে চড়ি যায় সেই বৈকুণ্ঠ-ভুবন ।
কোনকালে তাহার না হইবে পতন ॥
তাম্বুল গুবাক দান করে যেই জন ।
দিব্যরথে যায় সেই যমের ভবন ॥
ঘৃত দান করে দ্বিজে করে অন্নব্রত ।
যমের নগরে যায় আরোহিয়া রথ ॥
ধান্য দান ব্রাহ্মণেরে দেয় যেই জন ।
বৃত্তি দান দিয়া যেই তোষয়ে ব্রাহ্মণ ॥
বিচিত্র বিমানে যায় যমের নগরে ।
নানা উপভোগ সেই ভুঞ্জয়ে সত্বরে ॥
ভূমিদান দিয়া যেই তোষয়ে ব্রাহ্মণ ।
পিতৃ-অঙ্গ দেব-অঙ্গ করে নিরীক্ষণ ॥
ব্রাহ্মণের সেবা যেই করে অনুব্রতে ।
ইন্দ্র আদি দেবে পূজা করে শুদ্ধচিত্তে ॥
পথে পথে ক্ষীর দান করিতে করিতে ।
দিব্যরথে চড়ি যায় যমের পুরীতে ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলাফল কহিতে বিস্তার ।
সংক্ষেপে কহি যে কিছু শুন সারোদ্ধার ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুঞ্জায় আপনি যমরাজে ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা তাঁহার সমাজে ॥
যে যেমন ধর্ম্ম করে সে তেমন পায় ।
সর্ব্বসুখে পূর্ণ হয়ে যমলোকে যায় ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের কর্ত্তা ধর্ম্মরাজ ।
অন্তকালে যায় জীব যমের সমাজ ॥
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব দামোদর ।
যাঁর নামে নাশে যত পাতক-নিকর ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন নাম স্মরণ বন্দন ।
সখ্যভাব দাস্যভাব আত্ম-নিবেদন ॥
বিবিধ বিষ্ণুর ভক্তি বেদের বচন ।
কি কারণে তাহে নর না করে সাধন ॥
শুনহ গোবিন্দ-তত্ত্ব কঠিন না হয় ।
কি কারণে তাহে লোক মানে পরাজয় ॥

পরদ্রব্য হরে করে হিংসা পরদার ।
চুরি হিংসা করি তোষে আত্ম-পরিবার ॥
বিপ্রে দান দেয় কিন্তু মনে অহঙ্কারে ।
অতিথির পূজা নাহি করে পুরস্কারে ॥
ব্রাহ্মণী হরণ করে কামে মত্ত হয়ে ।
প্রকারে প্রপঞ্চ করে মন্দ মিথ্যা কয়ে ॥
এইরূপে যত পাপ করয়ে অর্জ্জন ।
বিষ্ঠাকুণ্ডে পড়ি বিষ্ঠা করয়ে ভক্ষণ ॥
কান্দয়ে যতেক পাপী করি হাহাকার ।
মস্তক উপরে করে মুদ্গর প্রহার ॥
এইরূপে পাপভোগ করে পাপিগণ ।
ইতিহাস কথা এক শুনহ রাজন ॥
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব দামোদর ।
তাঁর রূপ তাঁর গুণ বেদ-অগোচর ॥
এতেক ভাবিয়া চিত্তে ব্রহ্মার নন্দন ।
শীঘ্রগতি চলিলেন যথা পদ্মাসন ॥
করযোড়ে স্তুতি পাঠ অনেক করেন ।
তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা নারদেরে জিজ্ঞাসেন ॥
কি হেতু এ সত্যলোকে তব আগমন ।
অসন্তুষ্ট চিত্ত তব দেখি কি কারণ ॥
সুরলোকে কিবা পরমাদ ঘটিয়াছে ।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কিবা অসুরে হরেছে ॥
অসুরের পীড়া কি হয়েছে দেবলোকে ।
কি হেতু তোমার চিত্ত মগ্ন দেখি দুঃখে ।
এত শুনি কহিল নারদ তপোধন ।
আমার চিত্তের দুঃখ না যায় কথন ॥
যত ভাবিলাম চিত্তে দিতে নাহি সীমা ।
জানিতে না পারি হরিনামের মহিমা ॥
বেদশাস্ত্র-বহির্ভূত মন-অগোচর ।
এই হেতু ভাবিয়া হয়েছি চিন্তান্তর ॥
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি সনাতন ।
তোমাতে উৎপত্তি হয় তোমাতে নিধন
সংসারের পতি তুমি সবার ঈশ্বর ।
সংসারের আদি অন্ত তোমাতে গোচর ।
সে কারণে আইলাম ত্বরিত হেথায় ।
নামের মহিমা তুমি বলহ আমায় ॥

তোমা বিনা অন্যজন কে কহিতে পারে।
কৃপা করি শীঘ্রগতি কহিবে আমারে ॥
এত শুনি হাসি ব্রহ্মা কহেন বচন।
জগতের এক আত্মা সেই নিরঞ্জন ॥
কে করিতে পারে তাঁর নাম নিরূপণ।
আমি নাহি জানি হরিনামের কথন ॥
পূর্ব্বাপর আছে হেন বেদের উত্তর।
নামের মহিমা কিছু জানেন শঙ্কর ॥
শিবের সদনে তুমি করহ গমন।
নামের মহিমা কহিবেন ত্রিলোচন ॥
এত শুনি আনন্দিত হয়ে তপোধন।
প্রণমিয়া চলিলেন হরের সদন ॥
দণ্ডবৎ করি হরে কৈল বহু স্তুতি।
জয় জয় বিরূপাক্ষ কাত্যায়নী-পতি ॥
সনাতন পূর্ণব্রহ্ম সিদ্ধ অবতার।
তোমার মহিমা প্রভু কি বলিব আর ॥
কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্যের দিতে নারি সীমা।
তুমি সে জানিতে পার নামের মহিমা ॥
সে কারণে আইলাম তোমার সদন।
আমাকে কহিবে তুমি নাম-নিরূপণ ॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন ত্রিলোচন।
কে কহিতে পারে হরিনামের কথন ॥
আকাশের তারা যেবা গণিবারে পারে।
শীঘ্রগতি গিয়া জিজ্ঞাসা করহ তাঁরে ॥
এত শুনি হর্ষচিত্তে করিয়া প্রণতি।
ত্বরিতে গেলেন যথা ত্রিদশের পতি ॥
দেবঋষি নারদ বিখ্যাত তপোধন।
বৈকুণ্ঠের দ্বারে কেহ না করে বারণ ॥
গেলেন সত্বর যথা লক্ষ্মী নারায়ণ।
করযোড়ে প্রণমিয়া করেন স্তবন ॥
জয় জয় জগন্নাথ ত্রিদশ-ঈশ্বর।
জগত-নিবাসী জয় জগতের পর ॥
অপার মহিমা তব দিতে নারি সীমা।
শিষ্টের পালন দুষ্ট-ভঞ্জন গরিমা ॥
সৃজক পালক পরে সংহার-মূরতি।
অখিল কারণ অজ অখিলের পতি ॥
নমো নমো দিব্য মৎস্য কূর্ম্ম অবতার।
সপ্তবিংশ জ্ঞানদাতা বেদের উদ্ধার ॥
নমো নমঃ অবতার নমঃ অসিমুখ।
হিরণ্যাক্ষ-বিদারক পৃথ্বী-উদ্ধারক ॥
নমস্তে মুকুন্দ নমো নমো মধুহারী।
নমস্তে বামনরূপ নমস্তে মুরারি ॥
নমো রঘুকুলনাথ রাবণ-অন্তক।
নমস্তে মাধব নমঃ সংসার-পালক ॥
এরূপে নারদ বহু করিলেন স্তুতি।
তুষ্ট হয়ে তাঁহারে কহেন লক্ষ্মীপতি ॥
ধন্য ধন্য মহামুনি ব্রহ্মার কুমার।
কোন্ হেতু হেথায় করিলে আগুসার ॥
ভক্তের অধীন আমি ভক্তের জীবন।
ভকতের ধন আমি ভকতের মন ॥
মনোহর রূপ আমি মন অগোচর।
কাহাতে নির্লিপ্ত আমি কাহে ভিন্নপর ॥
আত্মরূপে আমি প্রতিভাত সর্ব্বভূতে।
অন্যজন-চিত্তে মোরে না পারি রাখিতে ॥
ভক্তের অধীন থাকি ভকত সহিতে।
ভক্তিতে কেবল ভক্ত পারয়ে রাখিতে ॥
ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ আমি করি অনুক্ষণে।
কহ মুনি আসিয়াছ কোন্ প্রয়োজনে ॥
এত শুনি নারদ কহেন যোড়হাতে।
নিবেদন করি কিছু শুন জগন্নাথে ॥
বর দিয়া ভাণ্ড তুমি আনন কিঙ্কর।
সে কারণে গোবিন্দ মাগি যে পরিহার ॥
যদি বর দিবে এই দেহ নারায়ণ।
তব গুণ গেয়ে যেন ভ্রমি অনুক্ষণ ॥
এক নিবেদন দেব শুনহ আমার।
তোমার দুর্ল্লভ নাম জগত বিস্তার ॥
ইহার মহিমা দেব বলহ আমারে।
শুনিলে মনের ভ্রান্তি যাবে সব দূরে ॥
এত শুনি হাসিয়া কহেন নারায়ণ।
সঞ্জীবনী-পুরে তুমি করহ গমন ॥
যম মূর্ত্তি তথা আছে যম ধর্ম্মরাজ।
ত্বরিত গমনে যাহ তাঁহার সমাজ ॥

নামের মহিমা তিনি কহিবে আমায়।
তাহা শ্রুতমাত্রে ভ্রম খণ্ডিবে তোমার॥
এত শুনি আনন্দিত হয়ে তপোধন।
প্রণমিয়া চলিলেন কৃতান্ত-ভবন॥
যমের বিচিত্র সভা না হয় বর্ণন।
নিবাস করিছে তথা যত পুণ্যজন॥
চতুর্ভুজ দিব্যমূর্ত্তি শ্যাম কলেবর।
খঞ্জন গঞ্জন নেত্রে সুরঙ্গ অধর॥
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীবৎসলাঞ্ছন॥
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেন মুনিবর।
প্রণাম করিয়া স্তুতি করেন বিস্তর॥
স্তুতিবশে প্রসন্ন হইয়া মৃত্যুপতি।
জিজ্ঞাসেন কি কারণে হেথা মহামতি॥
নারদ বলেন শুন হেথা যে কারণ।
কহিবে আমারে কৃষ্ণনাম-নিরূপণ॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন মৃত্যুপতি।
পুরীর পশ্চিমে মম যাহ মহামতি॥
হরিনাম-মহিমা পাইবে সেইখানে।
তবে যে মনের ভ্রান্তি হইবে খণ্ডনে॥
এত শুনি হাসিয়া গেলেন তপোধন।
পুরীর পশ্চিমদিকে করিল গমন॥
দেখেন যমের পুরে পাপীর তাড়ন।
কৃমিহ্রদ সারি সারি অদ্ভুত গঠন॥
অসিপত্র মহাবন দেখে ভয়ঙ্কর।
উষ্ণ জল বৃষ্টি কোথা হয় নিরন্তর॥
কণ্টকের বন কোথা বিপুল বিস্তার।
তাহাতে পড়িয়া পাপী কান্দে অনিবার॥
কোনখানে দেখে সবে পাশেতে বন্ধন।
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আছে পাপিগণ
কোনখানে বিষ্ঠাকুণ্ডে ফেলি পাপিগণে।
মস্তকে মুদগরাঘাত করে দূতগণে॥
কোনখানে অস্ত্রবৃষ্টি হয় ঘনে ঘন।
অস্ত্রাঘাতে ব্যাকুল কান্দয়ে পাপিগণ॥
এইরূপে প্রহারে কান্দয়ে পাপিজন।
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেন তপোধন॥

গোবিন্দ মাধব হরে রাম দামোদর।
এত বলি কর্ণে হস্ত দিল মুনিবর॥
সেই শব্দ যত যত পাতকী শুনিল।
শ্রুতমাত্র সবাকার পাপ মুক্ত হৈল॥
প্রেতমূর্ত্তি ত্যজি সবে হৈল দিব্যকায়।
দিব্য বিমানেতে চড়ি স্বর্গধামে যায়॥
অশেষ বিশেষে স্তুতি করি মুনিবরে।
অসংখ্য অর্ব্বুদ পাপী চলিল সত্বরে॥
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেন তপোধন।
অপার মহিমা হরিনামের কথন॥
জয় জয় রামরূপ জয় জগদীশ।
অপার মহিমা জয় জয় অজ ঈশ॥
এইরূপে বহু স্তুতি করি তপোধন।
আনন্দেতে যথাস্থানে করেন গমন॥
ভীষ্ম বলিলেন পুনঃ শুনহ রাজন।
উত্তর দ্বারের কথা কহিব এখন॥
পঞ্চদশ যোজন সহস্র পরিসর।
উত্তরে যমের দ্বার পরম সুন্দর॥
স্থানে স্থানে উপবন অতি মনোহর।
নানাবিধ দ্রব্য সব শোভে থরে থর॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ ক্ষীর নানা উপহার।
সুগন্ধি শীতল জল সুবাসিত আর॥
পথে পথে স্থানে স্থানে দেব-দ্বিজগণ।
সম্মুখ-সমর করি মরে যত জন॥
যোগাসনে নিজ দেহ ত্যজে যেই জন।
উত্তর দুয়ারে যায় সেই সব জন॥
দিব্য ভোগবান হয় পরম আনন্দে।
যম ধর্ম্মরাজে গিয়া ভূমি লুঠি বন্দে॥
সেইক্ষণে যম আজ্ঞা দেন দূতগণে।
পত্নী সঙ্গে করি সদা থাকয়ে বিমানে॥
তিন কোটি বর্ষ রহি দেব-পরিমাণে।
অমৃতাদি নানা ভোগ করে দিনে দিনে॥
অনন্তর মহীতলে লভয়ে জনম।
সেই নারী পতি মাত্র কেবল সম্ভ্রম॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥

কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥

ভদ্রশীল ও ধনুর্ধ্বজের উপাখ্যান।

ভীষ্মদেব বলে শুন ওহে কুন্তীসুত।
যমের দক্ষিণ দ্বার বড়ই অদ্ভুত॥
পূর্ব্বে যাহা শুনিলাম দেবলের মুখে।
সবিহিত হয়ে শুন বলিব তোমাকে॥
ভদ্রশীল নামে ঋষি অযোধ্যায় স্থিতি।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ গুণে মহামতি॥
যজন যাজন বেদ করে অধ্যয়ন।
নানামতে উপার্জ্জন করে বহু ধন॥
ধনুর্ধ্বজ নামে এক শ্বপচ-কুমারে।
গোধন রক্ষণ হেতু রাখিল আগারে॥
পূর্ব্বেতে অবস্তি নামে ব্রাহ্মণ সে ছিল।
ভ্রাতৃশাপে চণ্ডালের কুলেতে জন্মিল॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
দ্বিজ হয়ে চণ্ডাল হইল কি কারণ॥
ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
ইক্ষ্বাকু বংশের গুরু শান্তি তপোধন॥
সুবস্তি অবস্তি তার দুইটি নন্দন।
স্বধর্ম্ম অধর্ম্ম তারা করে দুই জন॥
মহাধর্ম্মশীল হৈল সুবস্তি কুমার।
দুরাত্মা অবস্তি হৈল মহাপাপাচার॥
নিজ ধর্ম্ম ছাড়ি করে সদা কদাচার।
চুরি হিংসা পাপ করে হরে পরদার॥
বহুমতে সুবস্তি করিল নিবারণ।
না শুনিল ভ্রাতৃবাক্য পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন॥
ক্রুদ্ধ হয়ে সুবস্তি শাপিল সেইক্ষণ।
না শুনিলে মম বাক্য করিয়া হেলন॥
এই পাপে জন্মান্তরে চণ্ডাল হইবে।
অনন্তর যমদূত হইয়া জন্মিবে॥
ব্রাহ্মণ হইতে পুনঃ হইবে মোচন।
এত শুনি অবস্তি হইল ক্রুদ্ধমন॥
দণ্ডক কাননে প্রবেশিল সেইক্ষণ।
তপস্যা করিল তবে শান্তির নন্দন॥
অনাহারে তপ করি ত্যজে কলেবর।
সেইত অবস্তি হৈল শ্বপচ-কোঙর॥
ভদ্রশীল ব্রাহ্মণের হইল রাখাল।
যত্ন পূর্ব্বক রাখয়ে গোধনের পাল॥
তাহার পালনে গাভী ব্যাধি নাহি জানে।
ভদ্রশীল ব্রাহ্মণে তুষিল নিজগুণে॥
কতদিনে সর্পের দংশনেতে মরিল।
শুনি ভদ্রশীল বড় শোকার্ত্ত হইল॥
পুত্রশোকে পিতা যেন করয়ে রোদন।
সেইরূপে দ্বিজ বহু করিল শোচন॥
খণ্ডন না যায় কভু মুনির উত্তর।
সেই ধনুর্ধ্বজ হৈল যমের কিঙ্কর॥
একদিন ধনুর্ধ্বজ যমের আজ্ঞায়।
সুশীল নামেতে বৈশ্যে আনিবারে যায়॥
পথে ভদ্রশীল সহ হৈল দরশন।
দেখিয়া বিস্ময়চিত্ত হৈল তপোধন॥
জিজ্ঞাসিল কহ তুমি আছিলে কোথায়।
মরিয়া পুনঃ কিরূপে আইলে ধরায়॥
মরিলে না জীয়ে লোক ব্রহ্মার সৃজন।
মরিয়া কিরূপে পুনঃ পাইলে জীবন॥
সেই হস্ত সেই পদ সেই কলেবর।
আকৃতি প্রকৃতি সেই পরম সুন্দর॥
এত শুনি প্রণমিয়া বলেন বচন।
সেই ধনুর্ধ্বজ আমি শ্বপচ-নন্দন॥
নিজ কর্ম্মফলে হৈনু যমের কিঙ্কর।
আমারে পালিলে তুমি পূর্ব্বে বহুতর॥
কৃপা করি দিলে মোরে গোধন রক্ষণে।
পুনর্জ্জন্ম খণ্ডন না হৈল সে কারণে॥
এত শুনি বিস্ময় মানিল তপোধন।
জিজ্ঞাসিল কহ শুনি যমের কথন॥
কিরূপেতে জন্মে জীব মায়ের উদরে।
কিরূপেতে তনু ত্যাগ করে আরবারে॥
জন্মেতে যতেক ধর্ম্ম অধর্ম্ম আচার।
কিরূপেতে কর্ম্মভোগ করায় তাহার॥

দূত বলে সেই কথা কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন সারোদ্ধার॥
মায়ের উদরে জীব শৃঙ্গার-পরশে।
ঋতুর সংযোগে জন্মে জনক-ঔরসে॥
এক রাত্রি গতে হয় বুদ্বুদ প্রমাণ।
পক্ষান্তরে হয় জীব বদরী সমান॥
মাসেক অন্তরে হয় অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ।
হস্ত পদ নাহি মাংসপিণ্ডের সমান॥
দ্বিতীয় মাসেতে হয় মস্তক উৎপত্তি।
তৃতীয় মাসেতে হয় হস্তপদাকৃতি॥
চতুর্থ মাসেতে কেশ লোমের জনম।
পঞ্চম মাসেতে তনু বাড়ে ক্রমে ক্রম॥
ষষ্ঠমাসে ভ্রমে জীব মায়ের উদরে।
চতুর্দ্দিকে ঘোর অগ্নি দহে কলেবরে॥
সপ্তম মাসেতে জীব নানা ক্লেশে রয়।
ক্ষণেকে চৈতন্য পেয়ে উদরে ভ্রময়॥
মায়ের ভোজন-রসে বাড়ে দিনে দিনে।
অষ্টমাসে দিব্যজ্ঞান আপনারে জানে॥
জন্ম জন্মান্তরে যত করেছিল পাপ।
তাহার স্মরণে হয় জ্ঞানের প্রতাপ॥
স্মরিয়া সে সব পাপ করয়ে ক্রন্দন।
আপনারে নিন্দা করি বলয়ে বচন॥
অধম পাপিষ্ঠ আমি বড় দুরাচার।
কেন না ভজিনু কৃষ্ণ সংসারের সার॥
এইবার জন্মি প্রভু ভজিব তোমায়।
জ্ঞানদাতা জ্ঞান মম যেন না হারায়॥
এইরূপে দশমাস অবধি নির্ণয়।
জন্মমাত্রে মহামায়া জ্ঞান হরি লয়॥
জ্ঞানহত হবামাত্র করয়ে রোদন।
জননীর স্তনপানে বাড়ে অপঘন॥
যুগধর্ম্মে যথা আয়ু বিধির নির্ণয়।
তাহাতে অধর্ম্ম হৈলে আয়ু যায় ক্ষয়॥
অধর্ম্মের ফলে লোক মরে বাল্যকালে।
যৌবনে মরয়ে লোক অধর্ম্মের ফলে॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম-ফলে মরে অর্দ্ধেক বয়সে।
বৃদ্ধকালে মরে লোক অদৃষ্টের বশে॥
সর্ব্বকাল আছে মৃত্যু নাহিক এড়ান।
ছোট বড় সর্ব্ব জীব একই সমান॥
চুরি হিংসা মিথ্যা কহি পোষে সুতদার।
মৃত্যুকালে বেড়ি তারে কাঁদে পরিবার॥
জানিয়া তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম আচরণ।
বিচারিয়া ধর্ম্মরাজ করেন তাড়ন॥
যাহা করে তাহা ভোগে নাহিক এড়ান।
সংক্ষেপে কহিনু জীব কর্ম্মের বাখান॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন দ্বিজবর।
এক সত্য কর তুমি আমার গোচর॥
কেমন যমের পুরী দেখাবে আমারে।
এত শুনি ভাবি দূত কহিছে তাহারে॥
যমের বিষম পুরী বিপুল বিস্তার।
দেখিবারে ইচ্ছা যদি হৈল আপনার॥
যত পিতৃ-পিতামহ-ঋণে বদ্ধ আছ।
আপনি যতেক ঋণ লোকেরে দিয়াছ॥
ক্রমে ক্রমে সব ঋণ করহ শোধন।
তবে যে লইতে পারি যমের সদন॥
ঋণগ্রস্ত মানবের নাহি তথা গতি।
যদি বা তথায় যায় ভুঞ্জয়ে দুর্গতি॥
এত শুনি ভাবি দ্বিজ বলয়ে বচন।
আজি আমি সর্ব্বঋণ করিব শোধন॥
অঋণী হইব আমি তোমার বচনে।
পুনশ্চ তোমাকে পাব বল কোন্ স্থানে।
দূত বলে দ্বিজ তুমি হইলে অঋণী
খট্বাতে গৃহের মধ্যে শুইবে আপনি॥
দুয়ারেতে খিল দিয়া করিবে শয়ন।
দারা সুত সবারে করিবে নিবারণ॥
পুনঃ পুনঃ সবাকে কহিবে হিতবাণী।
তিন দিন বহির্ভূতে ঘুচাবে খিলনী॥
ইতিমধ্যে যদি কেহ ঘুচায় দুয়ার।
নিশ্চয় হইবে তবে আমার সংহার॥
এইরূপে সবাকারে কহিবে বচন।
সত্য কহি দেখাইব যমের সদন॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হৈল সেইক্ষণ।
আনন্দেতে দ্বিজ গৃহে করিল গমন॥

কুলার প্রমাণ বক্ষচর্ম্ম কাটি ক্ষুরে।
এইক্ষণে দ্বিজবর দিউক আমারে॥
নহে আপনার অঙ্গ করিয়া ছেদন।
কুলার প্রমাণ দেহ মোরে এইক্ষণ॥
নহে বা দ্বিজের ধার ধারে যেইজন।
তাহারে আনিতে পার আমার সদন॥
তবে এই ধার আমি লই তার স্থান।
ইহা ভিন্ন দ্বিজ আর নাহিক এড়ান॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজ হইল সত্বর।
দূতের সহিত তথা ভ্রমিল বিস্তর॥
আপনার ধারগ্রস্ত না দেখি কাহারে।
চিন্তেতে আকুল হয়ে চিন্তিল অন্তরে॥
নেত্র মুদি দিব্যজ্ঞানে করিলেন ধ্যান।
জনার্দ্দন বিনা ইথে নাহি পরিত্রাণ॥
বিধিমতে নানা স্তুতি করিল বিস্তর।
ত্রাণ কর জগন্নাথ ওহে দামোদর॥
নমস্তে বামনরূপ নমস্তে মুরারি।
নমো হয়গ্রীবরূপ নমো মধুহারী॥
নমঃ কূর্ম্ম-অবতার পৃথিবীধারণ।
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন॥
নমো রঘুকুলবর রাম-অবতার।
এক অংশে চারিরূপ দেব নিরাকার॥
ক্ষত্রকুলান্তক নমো নমো ভৃগুপতি।
নমো রামকৃষ্ণ নমো নমো জগৎপতি॥
সর্ব্বত্র ব্যাপিতরূপ সর্ব্বদেহে স্থিতি।
অভক্তের শাস্তিদাতা ভক্তকুলগতি॥
তুমি ব্রহ্মা তব মুখে ব্রাহ্মণ-উৎপত্তি।
বাহুযুগে ক্ষত্র উরে হৈল বৈশ্যজাতি॥
পদযুগে সমুৎপন্ন যত শূদ্রগণ।
তোমার সৃজন যত চরাচর জন॥
না জানিয়া পাপ করিলাম অকারণ।
এ মহাবিপদে প্রভু করহ তারণ॥
এইরূপে স্তুতি কৈল করি যোড়হাত।
বৈকুণ্ঠে অস্থির তথা বৈকুণ্ঠের নাথ॥
ভক্তের অধীন সদা দেব নারায়ণ।
প্রত্যক্ষ হইয়া দ্বিজে দিলেন দর্শন॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কিরীটভূষণ।
পীতবাস পরিধান শ্রীবৎসলাঞ্ছন॥
ত্রিভঙ্গ ললিতরূপ দেব সনাতন।
দেখি ভদ্রশীল হৈল সবিস্ময় মন॥
আনন্দেতে অশ্রুজলে ভাসে কলেবরে।
দণ্ডবৎ প্রণমি পড়িল পদোপরে॥
করে ধরি বিপ্রেরে তুলিয়া নারায়ণ।
আলিঙ্গন দিয়া হাসি বলিল বচন॥
ব্রাহ্মণে আমাতে কিছু নাহি ভেদলেশ।
সে কারণে নাম আমি ধরি হৃষীকেশ॥
ভক্তের অধীন আমি শুনহ বচন।
ভক্তের মানস পূর্ণ করি সর্ব্বক্ষণ॥
বর মাগ দ্বিজবর যেই প্রয়োজন।
এত শুনি প্রণমিয়া বলয়ে বচন॥
বরেতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন।
বর দিয়া ভাণ্ড তুমি ভকতের মন॥
যদি বর দিবে প্রভু দেহত আমায়।
জন্মে জন্মে ভক্তি যেন থাকয়ে তোমায়॥
কীট-পতঙ্গাদি যত যোনিতে জনম।
ইতিমধ্যে প্রভু যেন না হয় সম্ভ্রম॥
কর্ম্মদোষে যথা তথা জন্মি পুনর্ব্বার।
অচলা তোমাতে ভক্তি রহুক আমার॥
আর এক বর মোরে দেহ নারায়ণ।
এই ধমুধ্বজ দূতে করহ তারণ॥
কেশিনী-ডোমনী দেব বড়ই পাপিনী।
তার ঠাঁই রক্ষা মোরে কর চক্রপাণি॥
এত শুনি হাসি প্রভু করেন উত্তর।
ভক্তের অধীন দ্বিজ মম কলেবর॥
ভক্তে যাহা মাগে নারি অন্য করিবারে।
আপনার অঙ্গ কাটি দিবত তাহারে॥
তবে রক্ষা পাবে দ্বিজ তোমার পরাণী।
এত বলি দ্বিজরূপ ধরে চক্রপাণি॥
ভদ্রশীল যেইরূপ সেরূপ ধরিল।
ধমুধ্বজ দূতে চাহি তবে সে কহিল॥
যাহ শীঘ্র লয়ে দ্বিজে স্নাথ নিজস্থানে।
ডোমনীর শোধ আমি করিব এক্ষণে॥

এত শুনি ধনুর্দ্ধ্বজ চলিল সত্বরে।
শীঘ্রগতি গৃহে রাখি আসে দ্বিজবরে ॥
ধনুর্দ্ধ্বজ সহ তবে দেব নারায়ণ।
ডোমনীর স্থানে পুনঃ করিল গমন ॥
কেশিনীরে চাহি বলে দেব নারায়ণ।
ঋণগ্রস্ত আমার না পাই একজন ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কেবা খণ্ডাইতে পারে।
আপনার অঙ্গ কাটি অর্পিব তোমারে ॥
এত বলি বক্ষচর্ম্ম কাটিয়া সত্বরে।
কুলার প্রমাণ প্রভু দিলেন তাহারে ॥
নিজমূর্ত্তি ধরি প্রভু চলেন সত্বর।
দেখিয়া কেশিনী হৈল বিস্ময় অন্তর ॥
স্তুতি করে ডোমনী করিয়া যোড়কর।
কি হেতু করিলে হেন কর্ম্ম গদাধর ॥
ব্রাহ্মণ কারণে প্রভু নিজ চর্ম্ম দিলে।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহিবে সকলে ॥
কেশিনীর প্রতি প্রভু বলেন বচন।
ইহার বৃত্তান্ত কহি শুন দিয়া মন ॥
ব্রাহ্মণ অশ্বত্থবৃক্ষ করিয়া রোপণ।
বিধিমতে প্রতিষ্ঠা করিল সেইক্ষণ ॥
বৃক্ষেতে অশ্বত্থ আমি জান সারোদ্ধার।
সে কারণে সঙ্কটেতে করিনু উদ্ধার ॥
ইহা শুনি বহু স্তুতি ডোমনী করিল।
হেনকালে শূন্য হ'তে বিমান আইল ॥
দোঁহাকারে রথে তুলি নিল সেইক্ষণ।
ব্রাহ্মণ-প্রসাদে হৈল বৈকুণ্ঠে গমন ॥
তিন দিন বাদে তথা দ্বিজ ভদ্রশীল।
নিদ্রাভঙ্গ হয়ে দ্বারে ঘুচাইল খিল ॥
হাতেতে ভৃঙ্গার করি বহির্দ্দেশে যায়।
হেনকালে অশ্বত্থ-বৃক্ষেতে দৃষ্টি হয় ॥
কুলার প্রমাণ ছাল ছেদিত দেখিয়া।
নাকে হাত দিয়া রহে নিঃশব্দ হইয়া ॥
জানিল অশ্বত্থবৃক্ষ দেব নারায়ণ।
শীঘ্রগতি পঙ্কে তাহা করিল পূরণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥

পাপবিশেষে নরক বিশেষ।

র বলিলেন কর অবধান।
সংক্ষেপে যমের পুরী করিলে বাখান ॥
কি পাপ করিলে জীব পায় কিবা ফল।
বিস্তার করিয়া কহ শুনি সে সকল ॥
ভীষ্ম বলিলেন তাহা শুনহ রাজন।
ব্রাহ্মণেরে বৃত্তি দিয়া হরে যেই জন ॥
অন্তে তারে লয়ে যায় যমের কিঙ্কর।
ঊর্দ্ধবাহু করি বান্ধে স্তম্ভের উপর ॥
তলেতে তুষের ধূম দেয় ভয়ঙ্কর।
ধূমপান করে এক শতেক বৎসর
তার পরে জন্মে পুনঃ সেই নরাধম।
কীট-পতঙ্গাদি হয় চৌরাশী জনম ॥
অনন্তর নরজন্ম পায় দুরাচার।
পুনঃ পুনঃ তাহা ভোগ করয়ে অপার ॥
কোপদৃষ্টে ব্রাহ্মণেরে চাহে যেইজন।
তাহার পাপের কথা শুন দিয়া মন ॥
সহস্র সহস্র সূচি করিয়া দহন।
তাহার দুই চক্ষুতে বিন্ধে দূতগণ ॥
মহতের নিন্দা শুনি হাসে যেইজন।
তপ্ততৈল তার কর্ণে করয়ে সেচন ॥
মন্ত্র বেচি খায় যেবা ভোগে বদ্ধ হৈয়া।
তার পাপ কহি রাজা শুন মন দিয়া ॥
সহস্র সহস্র কল্প কোটি শত শত।
লিখিতে না পারি বিষ্ঠাভোগ করে যত ॥
দশ সহস্র পুরুষের সহ সম্বলিত।
কুম্ভীপাকে ভুঞ্জে পাপ জন্ম শত শত ॥
অনন্তরে পায় গিয়া স্থাবর-জনম।
কৃমিজন্ম হয় তার না ঘুচে সম্ভ্রম ॥
তবে যুগ সহস্র জন্ময়ে ম্লেচ্ছজাতি।
অনন্তরে পশু হৈয়া ভুঞ্জয়ে দুর্গতি ॥
অনন্তর বিপ্রজন্ম পায় অকিঞ্চন।
প্রতিগ্রহ হেতু হয় দরিদ্র লক্ষণ ॥
প্রতিগ্রহ-পাপে হয় নরকেতে গতি।
নামের বিক্রয়ে পাপ শুনহ নৃপতি ॥

শতবংশ সহ সেই নরকে পড়য় ।
তদন্তরে গিয়া পুনঃ রৌরবে ভ্রময় ॥
তদন্তরে সপ্ত জন্ম হয়ত গর্দ্দভ ।
তদন্তরে সপ্তজন্ম কুক্কুর-সম্ভব ॥
তদন্তরে শত-শত শূকর জনম ।
বিষ্ঠা মধ্যে কৃমি হয় না ঘুচে সম্ভ্রম ॥
তদন্তরে লক্ষ লক্ষ মূষা-জন্ম হয় ।
তদন্তরে সপ্তজন্ম চণ্ডালত্ব পায় ॥
তদন্তরে সপ্তজন্ম হয় হীনজাতি ।
এইরূপে ভ্রমে সেই শুনহ নৃপতি ॥
এইরূপে পুনঃ পুনঃ জন্ময়ে ভূতলে ।
অশেষ যাতনা ভোগ করে কালে কালে ॥
বল করি অনাথের ধন যেবা হরে ।
অন্তকালে পড়ে সেই নরক ভিতরে ॥
পরেতে সহস্র জন্ম হয় পক্ষিজাতি ।
অশেষ যাতনা ভোগ করে নিতি নিতি ॥
দেবতা উদ্দেশে দ্রব্য আনি যেই জন ।
কিছুমাত্র নিবেদিয়া করয়ে ভক্ষণ ॥
অসিপত্রবনে তার হয়ত গমন ।
অনন্তর হয় তার রাক্ষস-জনম ॥
বিপ্রে দান দিতে বিঘ্ন করে যেই জন ।
তার পাপভোগ কহি শুন দিয়া মন ॥
অন্তকালে যমদূত লয়ে সেই জনে ।
অধোমুখ করি ফেলে নরক দারুণে ॥
তদন্তরে কালানল মহাভয়ঙ্কর ।
হাতে পায়ে বান্ধি ফেলে তাহার ভিতর ॥
অনন্তর অগ্নি হৈতে তুলিয়া যতনে ।
তপ্তক্ষার তার অঙ্গে করয়ে সেচনে ॥
তদন্তরে ফেলে কৃমিহ্রদের ভিতর ।
মাথার উপরে মারে লোহার মুদ্গর ॥
পরনারী হরে যেবা বল ছল করি ।
তার পাপ কহি শুন ধর্ম্ম-অধিকারী ॥
লোহার পুরুষ এক করিয়া রচন ।
তপ্ত করি তার সঙ্গে করায় রমণ ॥
স্বামী ছাড়ি যেই নারী ভজে অন্য পতি
যতেক তাহার শাস্তি শুন মহীপতি

লোহময় দিব্যনারী করিয়া রচন ।
তপ্ত করি তার সঙ্গে করায় রমণ ॥
কটাক্ষমাত্রেতে তারে রতি করাইয়া ।
কুম্ভীপাকে ফেলে তারে বন্ধন করিয়া ॥
দেবতা প্রমাণে শত সহস্র বৎসর ।
তাবৎ থাকয়ে কুম্ভীপাকের ভিতর ॥
তদন্তরে মর্ত্তলোকে হয় পশুযোনি ।
পুনঃ পুনঃ পাপভোগ করয়ে পাপিনী ॥
পিতৃশ্রাদ্ধ-দিনে যে ব্রাহ্মণে কটু ভাষে ।
তাহার পাপের কথা শুনহ বিশেষে ॥
মৃত্যুকালে ধরি তারে যমের কিঙ্কর ।
বন্ধন করিয়া তোলে পর্ব্বত উপর ॥
অধোমুখে আছাড়িয়া ফেলে ভূমিতলে ।
হস্ত পদ চূর্ণ হয় কান্দে সর্ব্বকালে ॥
তদন্তরে ঘৃতে অঙ্গ করিয়া মর্দ্দন ।
অগ্নি দিয়া সর্ব্ব অঙ্গ করায় দাহন ॥
পরাণে না মারি তারে বহু কষ্ট দিয়া ।
অসিপত্রবনে তারে ফেলায় বান্ধিয়া ॥
তদন্তরে মর্ত্ত্যপুরে হয় পশুযোনি ।
শৃগাল কুক্কুর আদি নকুল শকুনি ॥
তদন্তরে জন্ম হয় চণ্ডালের কুলে ।
পুনঃ পুনঃ পাপভোগ করয়ে বহুলে ॥
পুষ্পোদ্যানে পুষ্প যেই করয়ে হরণ ।
তাহার পাপের কথা শুন দিয়া মন ॥
শ্যামল কণ্টক-বন অতি ভয়ঙ্কর ।
ঊর্দ্ধমুখ করি ফেলে তাহার উপর ॥
এইরূপে শত শত অশেষ যাতনা ।
যেন পাপ তেন ভোগ না হয় বর্ণনা ॥
স্বহস্তে ব্রাহ্মণ-বধ করে যেই জন ।
অসংখ্য যাতনা তারে ভুঞ্জায় শমন ॥
যাহার যেমন পাপ ভোগে সে তেমন ।
সংক্ষেপে জানাই পাপভোগের কথন ॥
অতঃপর শুন ধর্ম্মফলের লক্ষণ ।
যাহা হৈতে পাপভোগ হয়ত খণ্ডন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥

ব্রহ্মস্বফল কথন ।

বৃত্তিদান দিয়া যেই স্থাপয়ে ব্রাহ্মণে ।
তার পুণ্যফল কত কহিব বদনে ॥
বরঞ্চ ভূমির রেণু গণিবারে পারি ।
সমুদ্রের জল বরং কলসীতে ভরি ॥
তথাপি তাহার পুণ্য না হয় বর্ণন ।
ইতিহাস বলি এক শুন দিয়া মন ॥
সুঘোষ নামেতে এক বিপ্রের নন্দন ।
কুণ্ডিন নগরে বাস মহাতপোধন ॥
অষ্টভার্য্যা শতপুত্র কন্যা শতজন ।
সম্পদ বিহীন দ্বিজ অদৃষ্ট কারণ ॥
নানা দুঃখ ক্লেশ দ্বিজ করে অনিবার ।
তথাপি ভরণ নাহি হয় সুত-দার ॥
অন্ন বিনা শিশু পুত্র শিশু কন্যাগণ ।
দ্বারে দ্বারে ভ্রমে তারা করিয়া ক্রন্দন ॥
দুঃখীর সন্তান জানি যত পুরজন ।
ঘৃণা বাসি ক্রোধে সবে করয়ে তাড়ন ॥
যার স্থানে ভিক্ষা কিছু মাগে দ্বিজবর ।
নাহি দেয় দুঃখী জানি বলে কটূত্তর ॥
এইমতে দুঃখে কাল কাটে তপোধন ।
একদিন গৃহে বসি ভাবে মনে মন ॥
পৃথিবীতে বৃথা জন্মে ধনহীন জনে ।
সর্ব্বসুখে হীন নর সম্পদ বিহনে ॥
কুলীন পণ্ডিত কিম্বা জন্ম মহাকুলে ।
নৃপতি হউক কিম্বা মহাবল বলে ॥
ধনহীন পুরুষে না মানে কোন জন ।
ধন যদি থাকে হয় সর্ব্বত্রে পূজন ॥
যে জনের ধন নাহি বিফল জীবন ।
ফলহীন বৃক্ষ যেন ছাড়ে পক্ষিগণ ॥
জ্ঞাতি বন্ধু ভ্রাতৃ মিত্র আদি পরিবার ।
অন্যের থাকুক দায় ছাড়ে সুতদার ॥
জলহীন নদী যেন না হয় শোভন ।
পৃথিবীতে ধনহীন মনুষ্য তেমন ॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য কিম্বা জন্মে শূদ্রকুলে ।
চণ্ডালাদি জন্ম কিম্বা হউক ভূতলে ॥
ধনবান হলে হয় সর্ব্বত্র পূজিত ।
ধনেতে সর্ব্বত্র মান বিধি-নিয়োজিত ॥
পাপী কিম্বা চোর হৌক কিম্বা দুষ্টজন ।
ধন যদি থাকে হয় সর্ব্বত্রে মানন ॥
সুখ দুঃখ ফল দুই অদৃষ্ট কারণ ।
বিধির লিখন যাহা না হয় খণ্ডন ॥
কেহ কেহ বলে দুঃখ স্থান হৈতে পায় ।
স্বস্থান ছাড়িয়া যদি অন্যস্থানে যায় ॥
স্থানদোষে দুঃখ পায় স্থানে শোক হয় ।
অদৃষ্ট হইতে সেই শাস্ত্রমত নয় ॥
এইরূপে দ্বিজবর অনেক চিন্তিল ।
সে স্থান ছাড়িয়া শীঘ্র গমন করিল ॥
কোশল নগরে রাজা কৌশল নামেতে ।
পরিবার সহ দ্বিজ চলিল তথাতে ॥
বৃত্তিদান মাগিলেন নৃপতির স্থান ।
নৃপতি করেন যথাযোগ্য বৃত্তিদান ॥
আনন্দে রহিল দ্বিজ কোশল-নগরে ।
পরিবার সহ থাকি সুখভোগ করে ॥
বৃত্তি দিয়া ব্রাহ্মণে স্থাপিল নরবর ।
সেই পুণ্যে হৈল স্থিতি স্বর্গের উপর ॥
শতেক বংশের সহ আনন্দ কৌতুকে ।
দুই কোটি যুগ রাজা স্বর্গ ভুঞ্জে সুখে ॥
অনন্তর ব্রহ্মলোকে হইল গমন ।
এক লক্ষ যুগ তথা করিল বঞ্চন ॥
অনন্তর হৈল তার বৈকুণ্ঠেতে স্থিতি ।
দুই কোটি কল্প তথা করিল বসতি ॥
ব্রাহ্মণের মহিমা বেদের অগোচর ।
ব্রাহ্মণ হইতে তরে পতিত পামর ॥
বিষ্ণুর শরীর দ্বিজ বিষ্ণু-অবতার ।
যাহারে গোবিন্দ করিলেন পরিহার ॥
পদাঘাত খেয়ে স্তুতি করেন সে কালে ।
অদ্যাপিহ পদচিহ্ন আছে বক্ষঃস্থলে ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন ।
স্বয়ং বিষ্ণু সর্ব্বকর্ত্তা আদি সনাতন ॥
তাঁরে পদাঘাত কেন করিল ব্রাহ্মণ ।
কহ পিতামহ শুনি সব বিবরণ ॥

শুনিয়া কহেন হাসি গঙ্গার নন্দন।
অবধানে শুন রাজা হয়ে একমন॥
পূর্ব্বে ভৃগু মহামুনি ব্রহ্মার নন্দন।
ব্রহ্মসত্র কৈল ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ॥
পৌলস্ত্য পুলহ ক্রতু আদি তপোধন।
বশিষ্ঠ নারদ বিষ্ণু যত মুনিগণ॥
একত্র হইয়া সবে যজ্ঞ আরম্ভিল।
হেনকালে ভৃগুচিত্তে বিতর্ক উঠিল॥
দেখি সব মুনিগণে বিস্ময় জন্মিল।
কেবা সে ঈশ্বর বলি জানিতে নারিল॥
অতি শীঘ্র মহামুনি ব্রহ্মার নন্দন।
জানিবার তরে গেল হরের সদন॥
মহাদেবে কপটে না করিল প্রণতি।
দেখি মহাক্রোধ করিলেন পশুপতি॥
ক্রোধ সম্বরিয়া হর কহেন বচন।
কি হেতু আইলে হেথা ভৃগু তপোধন॥
শুনিয়া উত্তর কিছু না দিল তাঁহারে।
মহাক্রোধে শঙ্কর বলেন আরবারে॥
অহঙ্কার করি তুমি না মান আমারে।
অবহেলা কর কেন জিজ্ঞাসি তোমারে॥
অহঙ্কারে উত্তর না দাও দুরাচার।
এই হেতু তোরে আজি করিব সংহার॥
এত বলি ত্রিশূল তুলিয়া নিল হাতে।
ভৃগুরে মারিতে ক্রোধে যান ভূতনাথে॥
হাতে ধরি শিবেরে রাখেন ত্রিলোচনা।
তথা হৈতে গেলেন ভৃগু হৈয়া বিমনা॥
শীঘ্রগতি ব্রহ্মলোকে উত্তরিল গিয়া।
ব্রহ্মারে না বলে কিছু চিত্তে দুঃখী হৈয়া।
কপটে সম্ভাষ নাহি কৈল জনকেরে।
দেখি ক্রোধ করিলেন বিরিঞ্চি অন্তরে॥
পুত্র বলি করিলেন ক্রোধ সম্বরণ।
তথা হৈতে বৈকুণ্ঠে চলিল তপোধন॥
তথায় দেখেন হরি খট্টার উপরে।
শয়নে আছেন লক্ষ্মী পদসেবা করে॥
দেখি ভৃগু মুনিবর না ভাবি অন্তরে।
দ্রুত তাঁর বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করে॥
ক্রুদ্ধ হইলেন দেখি লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
নিদ্রাভঙ্গে উঠিলেন দেব চক্রপাণি॥
ভৃগুমুনি দেখি প্রভু উঠিয়া সত্বরে।
তাঁর পদসেবা করে নিজ পদ্মকরে॥
আমার কঠিন দেহ বজ্রের তুলনা।
চরণকমলে তব হইবে বেদনা॥
শুনি মহামুনি ভৃগু লজ্জিতবদন।
নানাবিধ প্রকারেতে করিল স্তবন॥
নমঃ প্রভু ভগবান অখিলের পতি।
নমস্তে ব্রহ্মণ্যদেব নমো জগৎপতি॥
তুমিহে জানহ প্রভু ব্রাহ্মণ-মর্য্যাদা।
সবার ঈশ্বর প্রভু ভক্ত-ভয়ত্রাতা॥
করিলাম এই দোষ হইয়া অজ্ঞান।
মম অপরাধ ক্ষমা কর ভগবান॥
যোড়হাত করিয়া কহেন দামোদর।
কদাচিৎ চিন্তান্তর নহ দ্বিজবর॥
পদাঘাত নহে মম হইল ভূষণ।
এত শুনি আনন্দিত হৈল তপোধন॥
নানামত স্তুতি করি প্রভু নারায়ণে।
পুনঃ মুনি গমন করিল যজ্ঞস্থানে॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
চন্দ্রচূড়-পদদ্বয় করিয়া ভাবনা।
কাশীরাম দেব করে পয়ার রচনা॥

— —

একাদশীর মাহাত্ম্য।

ভীষ্ম বলিলেন রাজা করহ শ্রবণ।
পৃথিবীতে জন্মি পুণ্য আচরে যে জন॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত সেই নিষ্পাপ শরীর।
অন্তে মোক্ষ গতি লভে শুন যুধিষ্ঠির॥
অষ্টমীর উপবাস করে যেই জন।
শুদ্ধচিত্তে শিবদুর্গা করে আরাধন॥
ভূমিদান রত্নদান করিয়া ব্রাহ্মণে।
অতিথি অথর্ব্বে পূজা করে অন্নদানে॥
দিব্য অন্ন উপহার করিয়া রন্ধন।
কুটুম্বেরে দিয়া পরে করয়ে পারণ॥

এইমতে মাসে মাসে অষ্টমীর ক্ষণে।
শুদ্ধচিত্তে এই ব্রত করে সাবধানে॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত হৈয়া শিবলোকে যায়।
কদাচিত যমের তাড়না নাহি পায়॥
নারায়ণ নামে ব্রত বিখ্যাত জগতে।
নারায়ণ-ব্রত যেই করে শুদ্ধচিতে॥
তাহার পুণ্যের কথা না যায় ব্যাখ্যান।
সংক্ষেপে কহিব কিছু কর অবধান॥
গৃহধর্ম্মে থাকি ইহা করিবে যে জন।
সর্ব্বভূতে দয়া করি করিবে পূজন॥
যেমন বৈভব তথা করিবেক ব্যয়।
ব্রাহ্মণেরে দিবে দান হৈয়া শুদ্ধাশয়॥
চন্দনাদি নানাবিধ বহু উপহার।
নিবেদিবে গোবিন্দেরে করি পরিহার॥
মূলমন্ত্র তিনবার করিবে চিন্তন।
উপহার বৈভব করিবে নিবেদন॥
অবশেষে প্রণমিয়া পড়িবে ধরণী।
ভক্তিভাবে কহিবে বিবিধ স্তুতিবাণী॥
লক্ষ্মী-নারায়ণ জয় জগত-জীবন।
নমস্তে গোবিন্দ জয় জয় নারায়ণ॥
এইরূপে ভক্তি করি লক্ষ্মী-নারায়ণে।
অবশেষে করি আবাহন বিসর্জ্জনে॥
ভূমিদান দিবে আর অন্নদান আদি।
অতিথি ব্রাহ্মণেরে পূজিবে নিরবধি॥
দ্বিজ গুরু আজ্ঞা তবে মস্তকে ধরিয়া।
পশ্চাতে ভুঞ্জিবে সুখে নিয়ম করিয়া॥
এইমত নারায়ণ-ব্রত যে আচরে।
কুটুম্বের সহ যায় বৈকুণ্ঠ-নগরে॥
একাদশী মহাব্রত বাখানে পুরাণে।
তার কথা কহি রাজা শুন একমনে॥
গালব নামেতে মুনি মহাতপোধন।
ভদ্রশীল নাম ধরে তাহার নন্দন॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজিয়া আরাধে নারায়ণ।
তাহার পুণ্যের কথা করিব বর্ণন॥
স্বয়ম্ভু-নন্দন যেন ধ্রুব মহামতি।
শিশুকাল হ'তে সেবে নারায়ণে ॥
সেইরূপে ভদ্রশীল গালব-নন্দন।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজিয়া আরাধে নারায়ণ॥
বেদপাঠ তপ জপ শাস্ত্র অধ্যয়ন।
সব ত্যজি করে হরিমন্দির মার্জ্জন॥
মাসে মাসে কৃষ্ণা শুক্লা দুই একাদশী।
শুদ্ধচিত্তে আরাধয়ে পরম তপস্বী॥
দেখিয়া পুত্রের কর্ম্ম সবিস্ময় মন।
জিজ্ঞাসিল কহ তাত ইহার কারণ॥
নানামত বিষ্ণুভক্তি আছে শাস্ত্রমতে।
তপ জপ পূজা ধর্ম্ম বিখ্যাত জগতে॥
ব্রাহ্মণের তপ জপ ধর্ম্ম আচরণ।
ইহার কি ফল কহ শুনি হে নন্দন॥
এত শুনি ভদ্রশীল বলয়ে বচন।
এই যে ব্রতের ফল না যায় কথন॥
আকাশের তারা যদি গণিবারে পারি।
তথাপি এ ব্রত-পুণ্য কহিতে না পারি॥
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন সারোদ্ধার।
সোমবংশে পূর্ব্বে জন্ম আছিল আমার॥
ধর্ম্মকীর্ত্তি নাম ছিল বিখ্যাত জগতে।
দুষ্টমার্গে রত বড় ছিলাম মর্ত্তেতে॥
একচ্ছত্র ভূপতি ছিলাম জম্বুদ্বীপে।
অধর্ম্মে ছিলাম রত ধর্ম্মের বিরূপে॥
প্রজাগণে পীড়িতাম আর শান্তজন।
এইরূপে বহু পাপ কৈনু আচরণ॥
একদিন দৈবযোগে সৈন্যের সহিতে।
মৃগয়া করিতে গেনু চড়িয়া রথেতে॥
বিপিনে যাইয়া এক ঘেরিনু হরিণে।
ডাক দিয়া কহিনু সকল সৈন্যগণে॥
যার দিক দিয়া এই হরিণী যাইবে।
কদাচিত তারে যদি মারিতে নারিবে॥
বংশের সহিত তারে করিব সংহার।
এই বাক্য সবারে কহিনু বার বার॥
শুনিয়া সজাগ হৈল সব সৈন্যগণ।
সশঙ্কিত হৈয়া মৃগ ভাবে মনে মন॥
যদ্যপি পলাই এই সৈন্যদিক দিয়া।
সবংশে তাহারে রা

এক প্রাণী-রক্ষা হেতু মরিবে অনেক।
শুভদিন আজি একাদশী অতিরেক॥
ইতিমধ্যে যদ্যপি আমার মৃত্যু হয়।
পশুত্ব খণ্ডিবে মোক্ষ লভিব নিশ্চয়॥
যে হৌক সে হৌক মম যাউক পরাণ।
নৃপতির দিক দিয়া করিব প্রয়াণ॥
যদি বা আমারে রাজা করিবে নিধন।
মোক্ষগতি হবে পাপ পশুত্ব মোচন॥
যদি কদাচিত প্রাণ রহিবে আমার।
নৃপতি পাইবে লজ্জা সৈন্যের নিস্তার॥
এতেক ভাবিয়া মৃগ সেইরূপ করে।
মম দিক দিয়া মৃগ চলিল সত্বরে॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ মারি শীঘ্রগতি।
না বাজিল মৃগে বাণ এমতি নিয়তি॥
লজ্জাভয়ে আর ক্রোধে চড়িয়া অশ্বেতে।
ঘোর বনে গেল মৃগ না পাই দেখিতে॥
দণ্ডক অরণ্যে বহু করিয়া ভ্রমণ।
নাহি পাইলাম মৃগ দৈব-নিবন্ধন॥
অশ্ব হত হৈল শ্রম হইল বহুল।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় চিত্ত হইল ব্যাকুল॥
ক্ষুধা-তৃষ্ণাযুত আমি হইয়া বিশেষ।
বৃক্ষতলে রহিলাম দিবা অবশেষ॥
রাত্রি শেষে হৈল মম দৈবে লোকান্তর।
দুই যমদূত আসে অতি ভয়ঙ্কর॥
মহাপাশ দিয়া মোরে করিল বন্ধন।
সত্বরে লইয়া গেল যমের সদন॥
দেখি ধর্ম্মরাজ বড় গর্জ্জিল দূতেরে।
অকারণে কেন হেথা আনিলি ইহারে॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত আছে এই নরবর।
একাদশী উপবাসে হৈল লোকান্তর॥
শুন কহি দূতগণ আমার বচন।
একাদশী-ব্রত আচরিবে যেইজন॥
দাস্যভাবে করে হরিমন্দির মার্জ্জন।
তারে হেথা তোরা না আনিবি কদাচন॥
গোবিন্দের নাম যেই করয়ে স্মরণ।
সর্ব্বভূতে সমভাবে ভজে নারায়ণ॥

কদাচ তাহারে তোরা হেথা না আনিবি।
সাবধান বিস্মরণ কভু না হইবি॥
দেবতুল্য পিতৃ মাতৃ যে করে সেবন।
অতিথি সেবয়ে আর তীর্থ পর্য্যটন॥
ভূমিদান গো-দানাদি করে দ্বিজগণে।
দুঃখী দরিদ্রেকে তৃপ্ত করে অন্ন ধনে॥
সভামধ্যে মুখে যার মিথ্যা নাহি খসে।
দৈবযজ্ঞ করে যেই ব্রাহ্মণ-উদ্দেশে॥
গোধন পালন করে সর্ব্বজীবে দয়া।
সন্ন্যাস গ্রহণ করে ত্যজি গৃহমায়া॥
যোগ সাধি মৃত্যুঞ্জয়ে ভজে যেই জন।
শুদ্ধভাবে যেই আরাধয়ে নারায়ণ॥
সাবহিত হয়ে করে পুরাণ শ্রবণ।
পুরাণ পড়য়ে যেই হয়ে শুদ্ধমন॥
ধর্ম্মকথা কহি লওয়ায় অধর্ম্মীরে।
কদাচিত তাহারে না আন হেথাকারে॥
ব্রাহ্মণেরে নিন্দা যেই করে অনুক্ষণ।
পিতৃ- মাতৃ নিন্দে যেই বেশ্যাপরায়ণ॥
বিষ্ণুভক্তি আশ্রয় করিয়া যেইজন।
পরনারী সঙ্গে সদা করয়ে রমণ॥
তাহারে আনিবি তোরা প্রকার করিয়া।
নাসিকা ছেদন করি পাশেতে বান্ধিয়া॥
পরনারী হরে যেবা হইয়া অজ্ঞান।
সভামধ্যে গুরুজনে করে অপমান॥
তাহারে আনিবি তোরা আমার সদন।
হাতে গলে মহাপাশে করিয়া বন্ধন॥
দেবতা-উদ্দেশে দ্রব্য আনি যেই জন।
দেবতারে নাহি দিয়া করয়ে ভক্ষণ॥
লৌহপাশে বান্ধি তারে আনিবি হেথায়
লোহার মুদ্গর তার মারিয়া মাথায়॥
ধর্ম্মবিঘ্নকর আর বিদ্বেষী যে জন।
উপহাস করে দ্বিজে হৈয়া দুষ্টমন॥
হেথাকারে বান্ধি তোরা আনিবি তাহারে
পরবৃত্তি হরে যেবা জন্মিয়া সংসারে॥
পরভার্য্যা হরে যেবা বলাৎকার করি।
অজ্ঞান হইয়া যেবা হরয়ে কুমারী॥

তাহারে আনিবি তোরা করিয়া বন্ধন ।
এইরূপে পাপ আচরিবে যেই জন ॥
এত শুনি বিস্ময় মানিল দূতগণ ।
করযোড়ে ধর্ম্মরাজে করয়ে স্তবন ॥
এ সকল কথা পিতা করিয়া শ্রবণ ।
অবশেষে পাপ মম হইল খণ্ডন ॥
বিধিমতে যম মোরে করিল পূজন ।
স্বর্গ হৈতে দিব্য রথ আইল তখন ॥
অজ্ঞানে হইল একাদশী আচরণ ।
সেই পুণ্যে হৈল মম স্বর্গে আরোহণ ॥
কোটি কোটি বর্ষ তাত স্বর্গে হৈল স্থিতি
তদন্তরে ব্রহ্মলোকে করিনু বসতি ॥
কোটি যুগ ব্রহ্মলোকে করিয়া বঞ্চন ।
তোমার ঔরসে আসি লভিনু জনম ॥
দিব্যজ্ঞানে পাপ মোর না হয় বাধক ।
সে কারণে একাদশী করিনু সাধক ॥
ইহার বৃত্তান্ত এই কহিলাম পিত ।
শুনিয়া গালব মুনি হইল বিস্মিত ॥
আনন্দিত হৈয়া পুত্রে করিল চুম্বন ।
সেই হৈতে হৈল মুনি হরিপরায়ণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী ।
একচিত্তে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন ।
সাবহিত হইয়া শুনয়ে যেই জন ॥
মনোভীষ্ট ফল লভে নাহিক সংশয় ।
ব্যাসের বচন ইথে কভু মিথ্যা নয় ॥

হরিমন্দিরমার্জ্জনের ফল ।

ভীষ্ম বলিলেন শুন রাজা ধর্ম্মরায় ।
আর কিছু ধর্ম্মকথা কহিব তোমায় ॥
গোবিন্দের করে যেই স্তুতি আচরণ ।
নানা উপহার দিয়া করয়ে পূজন ॥
সোমবার দ্বাদশী দিবস শুভক্ষণে ।
ক্ষীরজলে স্নান যে করায় নারায়ণে ॥
বংশের সহিত যায় বৈকুণ্ঠ-ভুবন ।
কদাচ না পায় সেই যমের তাড়ন ॥
ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমী রোহিণী লক্ষণে ।
ক্ষীরজলে স্নান যে করায় নারায়ণে ॥
উপবাস করি হরি করয়ে চিন্তন ।
ত্রিভঙ্গ ললিত দিব্যমূর্ত্তি নারায়ণ ॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই মহাশয় ।
বংশের সহিত হয় বৈকুণ্ঠে বিজয় ॥
গোবিন্দ-মন্দির যেই করয়ে মার্জ্জন ।
তাহার পুণ্যের কথা না যায় কথন ॥
অজ্ঞানে সজ্ঞানে করে নাহিক বিচার ।
সর্ব্বধর্ম্ম লভে সেই সর্ব্বপাপে পার ॥
পূর্ব্বে শুনিলাম আমি দেবলের মুখে ।
সেই হেতু মহারাজ কহিব তোমাকে ॥
সাবহিত হয়ে রাজা শুন একচিত্তে ।
যজ্ঞধ্বজ নামে ছিল ইক্ষ্বাকু-বংশেতে ॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা বিখ্যাত সংসারে ।
একচ্ছত্র জম্বুদ্বীপ যার অধিকারে ॥
রাজধর্ম্ম যত সব ত্যজিয়া রাজন ।
স্বহস্তে করেন হরিমন্দির মার্জ্জন ॥
বীতিহোত্র নামে তার কুলপুরোহিত ।
এ সব দেখিয়া যজ্ঞধ্বজের চরিত ॥
চিন্তিত হৃদয় হয়ে মহাতপোধন ।
একদিন নৃপতিরে জিজ্ঞাসে কারণ ॥
কহ শুনি রাজা তুমি সর্ব্বধর্ম্মান্বিত ।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি বিচারে পণ্ডিত ॥
কি কর্ম্ম অসাধ্য তব আছে পৃথিবীতে ।
যাহা ইচ্ছা করিবারে পারহ করিতে ॥
ভ্রাতৃপত্নী আদি কত আছে পরিজন ।
আপনি করহ কেন মন্দির মার্জ্জন ॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন নরপাত ।
পূর্ব্বের কাহিনী মোর শুন মহামতি ॥
পূর্ব্বজন্মে ছিনু আমি বৈশ্যের কুমার ।
যজ্ঞমালী নাম খ্যাত আছিল আমার ॥
মহাদুষ্ট ছিনু আমি মহাপাপাচার ।
পরদ্রব্য চুরি হিংসা করেছি অপার ॥
বৃষলী-আসক্ত আমি হয়ে একেবারে ।
গৃহের যতেক ধন দিলাম তাহারে ॥

মম কর্ম্ম দেখি পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাতৃগণ।
ক্রুদ্ধ হৈয়া সবে মোরে করিল তাড়ন ॥
সবাকার বাক্য আমি করি অবহেলা।
রাহু যেন নিঃশঙ্কে গ্রাসয়ে চন্দ্রকলা ॥
তেমতি আসক্ত সদা হয়ে বৃষলীতে।
সর্ব্বস্ব দিলাম আমি তাহার পিরীতে ॥
মহাক্রুদ্ধ হৈল তবে মম ভ্রাতৃগণ।
প্রহার করিয়া মোরে করিল বন্ধন ॥
নিবারিতে না পারিল অশেষ বিশেষে।
গৃহ হৈতে দূর করি দিল অবশেষে ॥
ক্রোধে গৃহ হৈতে আমি হইয়া বারিত।
মহাঘোর বনে গিয়া পশিনু ত্বরিত ॥
অনাহারে অবসন্ন হইল শরীর।
ঘোর বনে পাই এক বিষ্ণুর মন্দির ॥
বৃষ্টিজলে কর্দ্দম আছিল মন্দিরেতে।
পরিষ্কার করি আমি শুইনু তাহাতে ॥
দৈবযোগে এক সর্প তাহাতে আছিল।
নিদ্রার আবেশে মোর চরণে দংশিল ॥
সেইক্ষণে কালধর্ম্ম হইল আমার।
দুই যমদূত আসে বিকৃতি-আকার ॥
মহাপাশে শীঘ্র মোরে করিল বন্ধন।
হেনকালে বিষ্ণুদূত আসে দুইজন ॥
ক্রোধে যমদূতে চাহি অনেক গর্জ্জিল।
পাশ হৈতে মুক্ত মোরে ত্বরিত করিল ॥
দেখি সবিস্ময় হৈল যমদূতগণ।
করযোড়ে বিষ্ণুদূতে করে নিবেদন ॥
মোরা দোঁহে হই ধর্ম্মরাজ-অনুচর।
তাঁর আজ্ঞা ধরি মোরা মস্তক উপর ॥
সংসারের মধ্যে যত মরে জীবগণ।
পশু পক্ষী মনুষ্যাদি জন্তু অগণন ॥
সবারে লইয়া যাই যমের সদন।
পাপ পুণ্য বুঝি যম করেন তাড়ন ॥
এই যজ্ঞমালী পাপী বিখ্যাত জগতে।
ইহার পাপের কথা না পারি কহিতে ॥
কি কারণে পাশমুক্ত করিলে ইহারে।
কেবা দোঁহে পরিচয় দেহত আমারে ॥

এত শুনি হাসি দোঁহে করিল উত্তর।
মোরা দুই জন হই বিষ্ণুর কিঙ্কর ॥
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নারায়ণ।
তাঁর আজ্ঞা মাথে ধরি করি যে ভ্রমণ ॥
হরিনাম স্মরণ করয়ে যেই জন।
হরিপূজা করে হরিমন্দির মার্জ্জন ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন নাম করয়ে বন্দন।
দাস্যভাব সখ্যভাব আত্ম-নিবেদন ॥
তারে অধিকার তব নাহি কদাচন।
সর্ব্বপাপে মুক্ত আছে সেই মহাজন ॥
গোবিন্দ-মন্দির এই করিল মার্জ্জন।
ইথে অধিকার তব নাহি কদাচন ॥
এতেক বলিয়া দুই হরির কিঙ্কর।
লয়ে গেল শীঘ্র মোরে বৈকুণ্ঠ-নগর ॥
সহস্র শতেক যুগ তথা হৈল স্থিতি।
তদন্তরে ব্রহ্মলোকে করিনু বসতি ॥
শত কল্প ব্রহ্মলোকে করিনু বিহার।
তদন্তরে ইন্দ্রলোকে কৈনু আগুসার ॥
চতুর্দ্দশ মন্বন্তর কাল পরিমাণ।
যত ভোগ স্বর্গে কৈনু না হয় ব্যাখ্যান ॥
তদন্তরে এই মহা ইক্ষ্বাকু-বংশেতে।
সে পুণ্যে আসিয়া জন্মিলাম পৃথিবীতে ॥
অজ্ঞানে করিনু হরিমন্দির-মার্জ্জন।
তাহাতে এ গতি হৈল শুন তপোধন ॥
জ্ঞানে যেবা করে হরিমন্দির-মার্জ্জন।
শুদ্ধভাব হইয়া পূজয়ে নারায়ণ ॥
পৃথিবীর রেণু যদি পারি যে গণিতে।
তাহার পুণ্যের কথা না পারি কহিতে ॥
ভীষ্ম বলিলেন রাজা করহ শ্রবণ।
এত শুনি বীতিহোত্র হৈল তুষ্টমন ॥
করযোড়ে নৃপতিরে করিল বন্দন।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজি নিল গোবিন্দ-শরণ ॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
একচিত্তে একমনে শুনে যেই জন ॥
সর্ব্ব দুঃখে তরে সেই নাহিক সংশয়।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয় ॥

দান প্রশংসা।

ভীষ্ম বলিলেন শুন অপূর্ব্ব কথন।
অপার মহিমা রাজা গোবিন্দ-সেবন॥
লিঙ্গরূপী জনার্দ্দন শিলা অবতার।
শ্রদ্ধা করি পূজা যেই করয়ে তাঁহার॥
শুভলগ্ন শুভ তিথি শুভক্ষণ দিনে।
মধুপর্কে স্নান যে করায় নারায়ণে॥
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয় সেই মহাশয়।
শতবংশ সহ যায় বিষ্ণুর আলয়॥
নারিকেল-জলেতে স্নাপয়ে পশুপতি।
শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া বিবিধ করে স্তুতি॥
শতবংশ সহ সেই নিষ্পাপ হইয়া।
শিবের সদনে যায় বিমানে চড়িয়া॥
দেবতা-উদ্দেশে যেই পুষ্পোদ্যান করি।
ভক্তি করি পূজা করে হর কিম্বা হরি॥
অন্তকালে স্বর্গপুরে হয় তার গতি।
ইহলোকে পরলোকে না হয় দুর্গতি॥
তুলসী-আরাম যেই করিয়া রোপণ।
ত্রিসন্ধ্যা স্তবন করে ত্রিসন্ধ্যা বন্দন॥
তাতে তুষ্ট হন প্রভু দেব জগৎপতি।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয় সেই মহামতি॥
বৈভব বিস্তর আসি করয়ে সংসারে।
যার যে বৈভব হয় তেমন প্রকারে॥
অল্প বা বিস্তর পুণ্য গণি যে সমান।
তার কথা কহি রাজা শুন সাবধান॥
চতুষ্পাদ পুণ্য পূর্ণ কোথায় গণন।
ত্রিপাদেতে পুণ্য কোথা শুনহ রাজন॥
দ্বিপাদেতে পূর্ণ পুণ্য মধ্যমেতে গণে।
নিকৃষ্টে পাদেক পুণ্য বেদেতে বাখানে॥
ইতিমধ্যে করে পুণ্য যত শক্তি যার।
সমান গণি যে পুণ্য শ্রদ্ধা অনুসার॥
তড়াগ পুষ্করিণী দেয় ধনাঢ্য পুরুষে।
ব্রাহ্মণে করয়ে দান অশেষ বিশেষে॥
ধন রত্ন তণ্ডুলাদি বস্ত্র আভরণ।
অশ্রদ্ধায় করে যেই দ্রব্য নিবেদন॥
অঙ্গহীন হয় পুণ্য না হয় উহাতে।
নিশ্চয় ধর্ম্মের পুত্র কহিনু তোমাতে॥
দরিদ্রে কিঞ্চিৎ যদি দেয় শ্রদ্ধান্বিতে।
চতুষ্পাদ পুণ্য তার হয় যে নিশ্চিতে॥
যেমন বৈভব তেন বিপ্রে দেয় দান।
শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া পূজয়ে ভগবান॥
নাহিক সংশয় ইথে বেদের বাখান।
তড়াগ কূপেতে পুণ্য গণি যে সমান॥
ধনিন্ম পুরুষে দেয় পুষ্পের আরাম।
একভূমি যুড়ি দ্রোণী নানা অনুপাম॥
এক বীজ রোপে মাত্র যেই দুঃখীজন।
সমান ইহাতে পুণ্য করি যে গণন॥
কোটি কোটি ব্রাহ্মণে ভুঞ্জায় ধনিগণ।
দরিদ্র করায় এক ব্রাহ্মণ ভোজন॥
লক্ষ ধেনু বিপ্রে দান করে ধনিজন।
দরিদ্রের এক গাভী হয় তার সম॥
কোটি কোটি মনুষ্যে পালয়ে ধনিজন।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি আর শূদ্রগণ॥
দরিদ্র পুরুষ করে একেরে পালন।
সমান লভয়ে ফল বেদের বচন॥
ধনীতে পূজয়ে কৃষ্ণে দিয়া উপহার।
ঘৃত দুগ্ধ রত্ন বস্ত্র তণ্ডুল অপার॥
দরিদ্র পূজয়ে জল দিয়া নারায়ণ।
শ্রদ্ধা ভক্তি স্তুতিবশে হয়ে তার সম॥
ধনাঢ্য পুরুষ দেয় দিব্য দেবালয়।
ইষ্টক পাষাণ হেম মণি রৌপ্যময়॥
মুকুতার ঝারা স্তম্ভ প্রবাল পাথর।
নানাবিধ দিব্য রত্নে অতি মনোহর॥
শুভ তিথি শুভক্ষণ করি নিরূপণ।
শ্রদ্ধান্বিতে গোবিন্দেরে করে সমর্পণ॥
অন্নদান ভূমিদান ধেনুদান আদি।
লক্ষ লক্ষ বিপ্রে ভুঞ্জায় নাহি অবধি॥
মৃত্তিকার গৃহ এক করিয়া রচন।
তাহাতে স্থাপয়ে হরি ধনহীনজন॥
দুই এক ব্রাহ্মণে করয়ে অন্নদান।
সমান লভয়ে পুণ্য বেদেতে বাখান॥

সংক্ষেপে কহিনু দানধর্ম্মের কথন।
শোক দূর করি রাজা স্থির কর মন॥
অধর্ম্মেতে কেহ ধর্ম্ম লভে কর্ম্মফলে।
ধর্ম্ম হৈতে পাপ কেহ লভয়ে ভূতলে॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির সবিস্ময়মন।
জিজ্ঞাসেন কহ দেব ইহার কারণ॥
অধর্ম্মেতে কেবা ধর্ম্ম পাইল সংসারে।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় কহিবে আমারে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
আমার কি শক্তি ইহা বর্ণিবারে পারি॥
মস্তকে বন্দিয়া মাত্র বিপ্র-পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধরদাসাগ্রজ॥

প্রয়াগ-মাহাত্ম্যে ব্যাধ ও সুমতির উপাখ্যান।

ভীষ্ম বলিলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
পূর্ব্ব ইতিহাস কথা শুন দিয়া মন॥
ধনপতি নামে বৈশ্য অযোধ্যায় ধাম।
সর্ব্বধনে ধনী বৈশ্য গুণে অনুপাম॥
সুমতি নামেতে তার ভার্য্যা গুণবতী।
পরমা সুন্দরী সেই যেন কামরতি॥
সর্ব্বসুখে পূর্ণ বৈশ্য মহাধনবান।
পুত্রহীন হয়ে দুঃখী সদা মতিমান॥
নানামতে নানা যজ্ঞ করয়ে বিস্তর।
ভার্য্যাসহ ব্রত আচরিল বৈশ্যবর॥
অদৃষ্টের বশে তার না হৈল নন্দন।
এই হেতু সদা বৈশ্য রহে দুঃখিমন॥
একদিন নির্জ্জনে বসিয়া বৈশ্যবর।
আপনারে তিরস্কার করিল বিস্তর॥
পুত্রহীন বৃথা জন্ম সংসার ভিতরে।
পুত্র বিনা নাহি পার নরক দুস্তরে॥
এইরূপে বৈশ্য বহু করিল চিন্তন।
দূরদেশে গেল চলি বাণিজ্য কারণ॥
একদিন বৈশ্যপত্নী দাসীগণ সঙ্গে।
সরোবরে স্নান হেতু চলিলেন রঙ্গে॥
উপবন মধ্যে আছে রাম-সরোবর।
স্নানে পুণ্যফল তাহে লভয়ে বিস্তর॥
সেই সরোবরে গেল স্নান করিবারে।
হেনকালে এক ব্যাধ আসে তথাকারে॥
লুব্ধক তাহার নাম বিখ্যাত ভুবন।
দেখিয়া কন্যার রূপ হৈল অচেতন॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পেয়ে বলয়ে বচন।
শুন সুবদনি মম এক নিবেদন॥
তোমা সম রূপবতী নাহি ত্রিভুবনে
এ রূপ-যৌবন ব্যর্থ কর অকারণে॥
দূরদেশে গেল পতি বাণিজ্য কারণে।
রতিসুখে হীনা হয়ে বঞ্চহ কেমনে॥
তোমাতে মজিয়া মন কাঁপিল আমার।
স্মরশরে অঙ্গ মম হৈল ছারখার॥
দয়া করি রামা মোরে করাহ রমণ।
নহে এইক্ষণে আমি ত্যজিব জীবন॥
নরহত্যা মহাপাপ জানহ আপনি।
এত শুনি ক্রোধচিত্তে বলে নিতম্বিনী॥
অধর্ম্মী পাপিষ্ঠ তুই অতি হীনজাতি।
কোন্ লাজে হেন বোল বলিলি দুর্ম্মতি॥
স্পর্শ কৈলে তোরে হয় স্নান করিবারে।
লজ্জা নাহি তেঁই হেন বলহ আমারে॥
ভৃত্যের সমান মোর নহ দুরাচার।
এইমতে অনেক করিল তিরস্কার॥
শুনিয়া হইল ব্যাধ দুঃখিত অন্তর।
স্নান করি বৈশ্যপত্নী যায় নিজ ঘর॥
মনে মনে ব্যাধ তবে অনেক ভাবিয়া।
নিবেদিল দাসীগণে বিনয় করিয়া॥
কিরূপে এ কন্যা লাভ হইবে আমার।
বিচার করিয়া তোরা কহ সারোদ্ধার॥
এত শুনি উপহাস করে দাসীগণ।
কোন্ লাজে হেন কথা কহরে দুর্জ্জন॥
চণ্ডাল হইয়া চাহ ধরিতে ব্রাহ্মণী।
লজ্জা নাহি তেঁই বল হেন দুষ্ট বাণী॥
পুনরপি বলে ব্যাধ বিনয় করিয়া।
কহ সত্য কিরূপে পাইব এই জায়া॥

ইহ জন্মে পাব কিম্বা পাব জন্মান্তরে।
নির্ণয় করিয়া সত্য কহিবে আমারে॥
মালিনী নামেতে দাসী বলে হাসি হাসি।
প্রয়াগে করহ তপ হইয়া তপস্বী॥
ত্রিসন্ধ্যা করহ স্নান প্রয়াগের নীরে।
একাক্রমে তিন দিন রহ গঙ্গাতীরে॥
তথা বাস করি মনে স্মরি নারায়ণ।
তিন দিন তিন রাত্রি করিবে বঞ্চন॥
তবে যে এ কন্যা তুমি পাইবে নিশ্চয়।
এত বলি দাসীগণ গেল নিজালয়॥
শুনিয়া আনন্দে ব্যাধ চলিল ত্বরিত।
প্রয়াগের তীরে গিয়া হৈল উপনীত॥
একাসন করি তিন দিবস রজনী।
একচিত্তে স্মরণ করয়ে চক্রপাণি॥
ভকতবৎসল হরি বৈকুণ্ঠে থাকিয়া।
ব্যাধে ডাকি বলিলেন শূন্যরূপ হৈয়া॥
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ব্যাধ হইবে তোমার।
এইত প্রয়াগে স্নান কর পুনর্ব্বার॥
এতেক শুনিয়া ব্যাধ আনন্দিত মন।
প্রয়াগে করিয়া স্নান করিল তর্পণ॥
পাপতনু খণ্ডি তার হৈল দিব্যগতি।
রূপ গুণে হৈল সেই বৈশ্যের আকৃতি॥
শীঘ্রগতি অযোধ্যায় করিল গমন।
উপনীত হৈল গিয়া বৈশ্যের ভবন॥
নিজপতি প্রায় ব্যাধে বৈশ্যপত্নী দেখি।
নিরখিয়া প্রণমিলা আসি শশীমুখী॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বসাইল সিংহাসনে।
ঈষৎ হাসিয়া কহে মধুর বচনে॥
যতদিন প্রাণনাথ নাহি ছিলে ঘরে।
ততদিন অসন্তোষ আমার অন্তরে॥
ব্যাধ বলে বড় ভাগ্য তোমার আছিল।
দৈবেত সঙ্কটে মম প্রাণরক্ষা হৈল॥
বহুদূর গিয়াছিনু বাণিজ্য কারণ।
ধন জন সব বিধি করিল হরণ॥
রাক্ষসের হাতে আমি পড়িয়াছিলাম।
সকল মজিল দৈবে প্রাণ পাইলাম॥

শুনি কহে বৈশ্যপত্নী সজল-নয়ন।
ধন যাক্ প্রাণনাথ আইলে ভবন॥
কত ধন পাবে তুমি থাকিলে জীবন।
এইরূপ কহিতেছে প্রবোধ বচন॥
এইরূপে আছে দোঁহে কথোপকথনে।
হেনকালে আসে বৈশ্য আপন ভবনে॥
শত শত বলদে শকটে পূরি ধন।
নিজ গৃহে আসি উত্তরিল সেইক্ষণ॥
দেখিয়া বিস্ময়চিত্ত হইল সুমতি।
একরূপ দুই জন একই আকৃতি॥
তুল্য নাসা তুল্য ভাষা তুল্য দুই জন।
দুই জন দোঁহারে করিল নিরীক্ষণ॥
দেখিয়া বিস্ময়ে ভাবে বৈশ্যের নন্দন।
কার সঙ্গে ভার্য্যা মম কহিছে কথন॥
পতিব্রতা ভার্য্যা মম অন্যে নাহি জানে।
কোন্ দেব আসিয়াছে ছল আচরণে॥
এতেক ভাবিয়া বৈশ্য জিজ্ঞাসে পত্নীরে।
হলেম বিস্মিত প্রিয়ে তব ব্যবহারে॥
পতিব্রতা বলি তোরে জানে জগজ্জন।
পরপুরুষের সঙ্গে কর আলাপন॥
শুনিয়া বৈশ্যের পত্নী কহিতে লাগিল।
তব রূপে এইরূপ বিধি নিরমিল॥
আকৃতি প্রকৃতি রূপ তুল্য দোঁহাকার।
কেমনে জানিব চিত্তে কে স্বামী আমার॥
দেখিয়া সুমতি তবে ভাবে মনে মনে।
দুই স্বামী একরূপ দেখি কি কারণে॥
পাপ বস্তু বলি হেন মনে নাহি জানি।
বুঝি বঞ্চিলেন মোরে মায়া চক্রপাণি॥
এতেক ভাবিয়া দেবী বিস্ময় অন্তরে।
কৃতাঞ্জলি করি স্তুতি করে দামোদরে॥
জয় জয় জগৎপতি জয় নারায়ণ।
নমস্তে মাধব নমো নমো জনার্দ্দন॥
নমস্তে বরাহরূপ নমস্তে বামন।
বলির মত্ততা হেতু পৃথিবী ধারণ॥
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুর-মোহন।
নমো নারায়ণ মধুকৈটভ-মর্দ্দন॥

নমো ধন্বন্তরিরূপ দেবতার হিতে ।
জগৎ উদ্ধার নাম জগতের প্রীতে ॥
সত্ত্ব-রজঃ-তমোরূপ জয় জগৎপতি ।
নমো নরসিংহরূপ ভক্তজন গতি ॥
নমঃ ক্ষত্রকুলান্তক নমো ভৃগুপতি ।
নমো রামকৃষ্ণরূপ নমো যদুপতি ॥
অখিল-ধারণ রূপ অখিল-কারণ ।
অন্তরীক্ষ নাভি তব পাতাল চরণ ॥
আকাশ মস্তক তব তপন নয়ন
বিরাটরূপেতে ব্যাপিয়াছ ত্রিভুবন ॥
চরাচর দেবনাগ তোমার বিভূতি ।
কি বর্ণিতে পারি দেব আমি নারীজাতি ॥
অবলা স্ত্রীজাতি হেন বলে জ্ঞানী জন ।
তোমার মহিমা কিবা করিব বর্ণন ॥
তব মায়াবশে সমাচ্ছন্ন জগজ্জন ।
কৃপা করি দেব মোর ঘুচাও বন্ধন ॥
তব পাদপদ্ম বিনা না জানি মুরারি ।
যদি আমি হই সতী পতিব্রতা নারী ॥
দাসী বলি কৃপা যদি কর নারায়ণ ।
এ মহালজ্জাতে মোরে করহ তারণ ॥
ভীষ্ম বলিলেন শুন শ্রীধর্ম্ম রাজন ।
এইমতে বৈশ্যপত্নী করিল স্তবন ॥
বৈকুণ্ঠের পতি তবে বৈকুণ্ঠ হইতে ।
আইলেন বৈশ্যপত্নী নিকটে ত্বরিতে ॥
ত্রিভঙ্গ ললিতরূপ শ্যাম কলেবর ।
কনক কিরীট দিব্য মস্তক উপর ॥
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীবৎসলাঞ্ছন ॥
চারু চতুর্ভুজ রূপ মোহন মুরতি ।
ধন্য ধন্য মহাপ্রভু ধন্য জগৎপতি ॥
অঙ্গের দুকূল ভাসে আনন্দ-অশ্রুতে ।
দণ্ডবৎ হৈয়া কন্যা পড়িল ভূমেতে ॥
হাতে ধরি শীঘ্রগতি তুলিলেন তারে ।
দামোদর দিব্যজ্ঞান দিলেন দোঁহারে ॥
দিব্যজ্ঞানে দিব্যমূর্ত্তি হৈল তিন জন ।
বৈশ্যপত্নী বৈশ্য আর ব্যাধের নন্দন ॥

তিনজনে নানা স্তুতি করে নারায়ণে ।
করযোড়ে সুমতি কহিল সেইক্ষণে ॥
অবধান কর দেব মম নিবেদন ।
দুই স্বামী একরূপ দেখি কি কারণ ॥
মায়ার নিদান তুমি বিখ্যাত ভুবনে ।
মায়া করি ভাণ্ড তুমি নিজ ভক্তগণে ॥
কার শক্তি তব মায়া করিবে বর্ণন ।
কিবা মায়াচ্ছন্ন মোরে করিলে এখন ॥
দুই স্বামী একরূপ চিন্তা বড় মনে ।
আজ্ঞা কর মহাপ্রভু চিনিব কেমনে ॥
কৃপা কর পদে ধরি ওহে জগৎপতি ।
যেই স্বামী সে হউক এই যে মিনতি ॥
দ্বি-চারিণী বলিলেক মোরে সর্ব্বজন ।
এই কর প্রভু মোর হউক মরণ ॥
না করিবে যদি শুন আমার বচন ।
তোমার উপরে হত্যা দিব এইক্ষণ ॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন নারায়ণ ।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কন্যে না হয় খণ্ডন ॥
দুই স্বামী এই তব অদৃষ্টে লিখিত ।
আমার শক্তিতে ইহা না হয় খণ্ডিত ॥
এত শুনি বৈশ্যপত্নী করে নিবেদন ।
যদি মোরে আজ্ঞা প্রভু হইল এমন ॥
কৃপা যদি কৈলে প্রভু আমা তিনজনে ।
সশরীরে লহ প্রভু বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥
মর্ত্তেতে থাকিলে হবে লোকে উপহাস ।
হাসিয়া গোবিন্দ তারে করেন আশ্বাস ॥
ভকতবৎসল হরি ঠেকিলেন দায় ।
বৈকুণ্ঠ হইতে রথ আনেন ত্বরায় ॥
এক রথে আরোহিয়া চলে চারিজন ।
শূন্যে ভর করি রথ চলে সেইক্ষণ ॥
হেনকালে দুইজন হরির কিঙ্কর ।
চতুর্ভুজ রূপে দোঁহে শ্যাম কলেবর ॥
মোহন মুরতি রূপ রাজীবলোচন ।
চলি যায় বিমানেতে চড়ি দুই জন ॥
সেই রথে আর দুই স্ত্রীপুরুষ জন ।
চারিজন এক রথে হরষিত মন ॥

দেখিয়া সুমতি অতি কুতূহল মনে।
করযোড়ে নিবেদন করে জনার্দ্দনে॥
কহ দেব কেবা হয় এই দুই জন।
তোমার সদৃশ রূপ দেখি কি কারণ॥
আর দুইজন দোঁহাকার বামপাশে।
এক রথে চারিজন কৌতুক বিশেষে॥
কৃষ্ণ কন জিজ্ঞাসহ উহা সবাকারে।
আপনার পরিচয় কহিবে তোমারে॥
এত শুনি সুমতি জিজ্ঞাসে সেইক্ষণ।
কহ শুনি তোমরা কে হও দুইজন॥
বামপাশে কেবা আর দেখি দুইজন।
বিবরিয়া কহ শুনি ইহার কারণ॥
এত শুনি হাসি দোঁহে বলয়ে বচন।
হরির কিঙ্কর মোরা হই দুইজন॥
এই দুই জন কেবা জিজ্ঞাসিলে মোরে।
এ দোঁহার কথা শুন কহিব তোমারে॥
এইত পুরুষ নামে কলিক আছিল।
ক্ষত্রকুলে জন্মি বড় কুক্রিয়া করিল॥
এই যে রমণী বড় আছিল পাপিনী।
নামেতে কলিঙ্গা বেশ্যা বড় দ্বিচারিণী॥
কিন্তু অজ্ঞানেতে এক করিল সাধন।
শুকপক্ষী এক এই করিল পালন॥
শুকমুখে হরিনাম করিল শ্রবণ।
অসংখ্য পুরুষ সহ করিল রমণ॥
সুমালী গন্ধর্ব্ব ছিল অতি ভয়ঙ্কর।
তার সনে রমণ করিল বহুতর॥
একদিন বেশ হেতু পুষ্প তুলিবারে।
একাকিনী গেল এক কানন ভিতরে॥
মৃগয়া কারণেতে কলিক দুষ্টতর।
রথে চড়ি গিয়াছিল বনের ভিতর॥
বেশ্যার রূপেতে মগ্ন হইল দুর্ম্মতি।
হরিয়া রথেতে লৈয়া চলিল ঝটিতি॥
শীঘ্র রথ চালাইয়া দিল দুরাচার।
গন্ধর্ব্ব আসিয়া তথা মিলিল সত্বর॥
ক্রোধেতে কলিক বড় কৈল মহামার।
প্রাণপণে বাণ বিন্ধে দোঁহে দোঁহাকার॥
দোঁহে দোঁহা বাণ বিন্ধে কেহ নহে ঊন।
ক্রোধেতে গন্ধর্ব্ব-বল বাড়িল দ্বিগুণ॥
বায়ু অস্ত্র গন্ধর্ব্ব এড়িল ক্রোধভরে।
ফাঁফর কলিক নিবারিতে নাহি পারে॥
মহা বায়ুবেগে রথ উড়ায়ে সত্বরে।
প্রয়াগের জলে ফেলাইল দুরাচারে॥
প্রয়াগে ডুবিয়া মরে এই দুই জন।
জন্ম-জন্মান্তর পাপ হইল মোচন॥
বৈকুণ্ঠে লইয়া যাই এই সে কারণ।
এত শুনি হৈল কন্যা সবিস্ময় মন॥
দাসীগণ যে বলিল হইল নিশ্চয়।
জানিলাম পতি এই ব্যাধের তনয়॥
প্রয়াগে কামনা করি ডুবিয়া মরিল।
মম পতি সম রূপ সে জন্মে হইল॥
দুই পতি হৈল মম কর্ম্ম-নিবন্ধন।
প্রয়াগ-মহিমা কিছু না যায় কথন॥
এইরূপে মনে মনে করিল চিন্তন।
বৈকুণ্ঠের দ্বারী হয়ে রহে তিন জন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥

পরশুরামের তীর্থ পর্য্যটন।

ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
আর কিছু ইতিহাস শুন দিয়া মন॥
কৌণ্ডিন্য নামেতে মুনি বিখ্যাত ভুবন।
তীর্থযাত্রা করি তিনি করেন ভ্রমণ॥
ভাগীরথী বারাণসী প্রভাস পুষ্কর।
বিন্দুক্ষেত্র বিন্দুহ্রদ বিরজা দুষ্কর॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর সরযূ কেদার।
মান সরোবর আদি তীর্থ হরিদ্বার॥
একে একে সর্ব্ব তীর্থ করিয়া ভ্রমণ।
ব্রহ্মহ্রদ ক্ষেত্রে তবে করিল গমন॥
পূর্ব্বেতে পরশুরাম ভৃগুবংশপতি।
টাঙ্গিতে হ্রদের দ্বার কাটেন ঝটিতি॥

খণ্ডিত হইয়া জল হইল বাহির।
হরিদ্বার দিয়া বহে মহাস্রোত-নীর॥
দ্বার মুক্ত করি স্নান করি তপোধন।
মাতৃবধ-পাপে রাম হইল মোচন॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি পিতামহ সবিস্ময় মন॥
মহাধর্ম্মশীল রাম ভৃগুবংশমণি।
কি কারণে মাতৃবধ করিলেন শুনি॥
সর্ব্ব গুরু হৈতে শ্রেষ্ঠ গণ্য যে জননী।
হেন কর্ম্ম কি কারণে করিলেন মুনি॥
ভীষ্ম বলিলেন তাহা শুনহ রাজন।
ভুবনে বিখ্যাত জমদগ্নি তপোধন॥
রেণুকা নামেতে তাঁর ভার্য্যা গুণবতী।
পুত্রবাঞ্ছা করি স্বামী সেবা করে অতি॥
ক্রমে ক্রমে পঞ্চ তার জন্মিল নন্দন।
কনিষ্ঠ তাহার রাম প্রতাপে তপন॥
ধনুর্ব্বেদ শিখিলেন বশিষ্ঠের স্থানে।
রামের সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে॥
একদিন যমদগ্নি ছলিতে কুমারে।
গৃহিণীরে কহিলেন জল আনিবারে॥
শীঘ্রগতি জল আনি দেহত আমারে।
তর্পণ করিব আমি জানাই তোমারে॥
এত শুনি কলসী আনিয়া শীঘ্রতর।
জল আনিবারে যায় বিন্দু সরোবর॥
হেনকালে চলি যায় ঘৃতাচী অপ্সরী।
তাঁর রূপে মুগ্ধা হয় গাধির কুমারী॥
মুহূর্ত্তেক তার রূপ করে নিরীক্ষণ।
যতক্ষণ তাঁর প্রতি চলিল নয়ন॥
সে কারণ বিলম্ব হইল কতক্ষণ।
জল লয়ে দ্রুতগতি করিলা গমন॥
বিলম্ব দেখিয়া মুনি ক্রোধিত হইল।
জ্যেষ্ঠ পুত্রে চাহি দ্রুত ডাকিয়া কহিল॥
জননীর মাথা কাটি আনহ ত্বরিত।
এত শুনি জ্যেষ্ঠপুত্র হইল ভাবিত॥
মাতৃবধ-পাপ চিন্তি না শুনিল বাণী।
আর তিন পুত্রে ডাকি বলে মহামুনি॥
কেহ না শুনিল বাক্য ক্রোধে মুনিবর।
কনিষ্ঠ নন্দন রামে বলিল সত্বর॥
জননী সহিত কাটি চারি সহোদর।
আমার আজ্ঞায় তাত ফেলাহ সত্বর॥
এতেক শুনিয়া রাম বিলম্ব না করি।
মাতৃসহ কাটিলেন সহোদর চারি॥
দেখিয়া পুত্রের কর্ম্ম সবিস্ময় মন।
তুষ্ট হৈয়া জমদগ্নি বলেন বচন॥
চিরজীবী তাত তুমি হও মম বরে।
তোমা সম বীর কেহ নহিবে সংসারে॥
আর যেই বর ইচ্ছা মাগ মম স্থানে।
শুনিয়া কহেন রাম পিতার চরণে॥
যদ্যপি আমারে পিতা তুমি দিবে বর।
জীউক আমার মাতা চারি সহোদর॥
এত শুনি সৌম্যদৃষ্টে চাহে তপোধন।
ভার্য্যা সহ জীয়াইল চারিটি নন্দন॥
মাতৃবধ সঞ্চারিল রামের শরীরে।
না খসে হাতের টাঙ্গি পড়িল ফাঁফরে॥
কহ তাত কি হইবে ইহার উপায়।
হাত হৈতে টাঙ্গি কেন নাহি খসি যায়॥
এত শুনি ধ্যানযোগে দেখি তপোধন।
ক্ষণেক চিন্তিয়া বলে শুনহ নন্দন॥
মাতৃবধ-পাপ তাত দুষ্কর সংসারে।
দৈবযোগে সঞ্চারিল তোমার শরীরে॥
নিরাহারী ব্রতী হয়ে এক সম্বৎসর।
মান অহঙ্কার ত্যজি শিরে জটা ধর॥
সংসারের যত তীর্থ করহ ভ্রমণ।
তবেত তোমার পাপ হইবে মোচন॥
পৃথিবীর যত তীর্থ করিয়া ভ্রমণ।
তবেত যাইবে তাত কোশল-ভুবন॥
বিষ্ণুযশা নামে দ্বিজ জগতে বিদিত।
তাহার বাটীতে গিয়া হবে উপনীত॥
জিজ্ঞাসা করিবে তাঁরে ইহার প্রকার।
তবেত হস্তের টাঙ্গি খসিবে তোমার॥
এতেক শুনি রাম বিলম্ব না করিল।
তীর্থ পর্য্যটন হেতু সত্বরে চলিল॥

গয়া গঙ্গা বারাণসী করিয়া ভ্রমণ।
তদন্তরে প্রভাসেতে করিল গমন॥
তদন্তরে মানসরে করিল গমন।
বিন্দুক্ষেত্রে বিন্দুসর করিল ভ্রমণ॥
উত্তর পথেতে যত যত তীর্থ ছিল।
একে একে ভৃগুরাম সকলি ভ্রমিল॥
পশ্চিমে দ্বারকা আদি যত তীর্থগণ।
প্রদক্ষিণ করি সব করিল ভ্রমণ॥
দক্ষিণদিকেতে আসি হৈল উপনীত।
যত তীর্থ দক্ষিণেতে না হয় বর্ণিত॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর সরযু কেদার।
গোদাবরী বৈতরণী রেবানদী আর॥
একে একে সর্ব্ব তীর্থ করিল ভ্রমণ।
জনকের বাক্য তবে হইল স্মরণ॥
সত্বরে চলিয়া গেল কোশলনগরে।
উপনীত হৈল গিয়া বিষ্ণুযশা-ঘরে।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি রামে দেখি দ্বিজবর।
জিজ্ঞাসা করেন আসি রামের গোচর॥
হাতেতে আয়ুধ কেন ভয়ঙ্কর কায়।
অতি চিন্তাকুল কেন দেখি যে তোমায়॥
এত শুনি রাম সব করে নিবেদন।
শুনিয়া হইল দ্বিজ সবিস্ময় মন॥
হৃদয়ে ভাবিয়া তবে বলিল বচন।
খসিবে হস্তের টাঙ্গি শুন দিয়া মন॥
ব্রহ্মহ্রদে গিয়া স্নান করহ ত্বরিত।
তবেত হস্তের টাঙ্গি হইবে স্খলিত॥
সেইত হ্রদের কথা শুন দিয়া মন।
ব্রহ্মার সৃজিত সেই অদ্ভুত গঠন॥
চক্রাকারে ঘুরে জল ঘূর্ণমান বায়
সেই হ্রদে যেই স্নান করিবারে যায়॥
দৃষ্টিমাত্র জল তার উঠে উথলিয়া।
ডুবায়ে মারিতে বারি যায় খেদাড়িয়া॥
পুণ্য আত্মা হয় যদি পায় সে জীবন।
সে কারণে তথায় না যায় কোনজন॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত আছে ব্রহ্মার নিয়ম।
নারদের মুখে শুনি বাড়িল সম্ভ্রম॥

ব্রহ্মর্ষি সুতপা নামে ছিল তপোধন।
ব্রহ্মলোকে গিয়া ঋষি দিল দরশন॥
বসিয়াছে প্রজাপতি সভার ভিতর।
মেনকা অপ্সরী যায় শূন্যে করি ভর॥
পরমা সুন্দরী কন্যা মোহে ত্রিভুবন।
দেখি হেঁটমুখ কৈল প্রজাপতিগণ॥
সেইকালে সুতপা কামেতে মত্ত হৈয়া।
কন্যার বদন কুচ চাহে নেহারিয়া॥
দেখিয়া সক্রোধচিত্ত হৈয়া পদ্মাসন।
সুতপারে কহিলেন সক্রোধ বচন॥
মম লোকে আসি হেন কর অনাচার।
এই পাপে কুম্ভীরত্ব হইবে তোমার॥
এইক্ষণে মম হ্রদে হইবে পতন।
কতদিন পরে তব হইবে মোচন॥
ভৃগুপতি যাবে মাতৃবধ খণ্ডিবারে।
তাবৎ থাকিবে সেই হ্রদের ভিতরে॥
টাঙ্গির প্রহারে হ্রদদ্বার করি চির।
যখন স্নান করিবেন তথা যবে ভৃগুবীর॥
সেইক্ষণে গ্রাহরূপ তাজি শীঘ্রগতি।
তদন্তরে জীব অংশে হইবে উৎপত্তি।
যুগল নয়ন অন্ধ হবে কর্ম্মদোষে।
শৃঙ্গারেতে রত হবে পশুর সদৃশে॥
এতেক বলিতে শীঘ্র হইল পতন
গ্রাহরূপে সেই তীর্থে আছে তপোধন॥
শীঘ্রগতি তথা কারে করহ গমন।
তবে যে তোমার পাপ হইবে মোচন॥
এত শুনি ভৃগুরাম চলিল ত্বরিত।
ব্রহ্মহ্রদ-কূলেতে হইল উপনীত॥
দেখি ভৃগুবরে জল উথলি চলিল।
পর্ব্বত প্রমাণ নীর খেদিয়া আইল॥
শোষক মন্ত্রেতে নিবারিল ঘোর পানী।
হ্রদদ্বার মুক্ত কৈল টাঙ্গিঘাত হানি॥
হ্রদে স্নান করি তবে করিল তর্পণ।
খসিল হাতের টাঙ্গি আনন্দিত মন॥
সহসা কুম্ভীর সেই অতি ভয়ঙ্কর।
রামের চরণে আসি ধরিল সত্বর॥

য়ণে -
মি।

ধরিয়া কুম্ভীরে কূলে তুলে ভৃগুমণি।
শাপে মুক্ত হয়ে গ্রাহ ছাড়িল পরাণী॥
মৃতদেহ দেখি রাম সবিস্ময় মন।
নিজগৃহে গেল তীর্থ করিয়া ভ্রমণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥

গয়াক্ষেত্রের উপাখ্যান।

রাজা বলে কহ শুনি গঙ্গার নন্দন।
কি করিল পরেতে কৌণ্ডিন্য তপোধন॥
ভীষ্ম কহিলেন গয়া গেল মুনিবর।
মহাপুণ্যক্ষেত্র সেই যাথানে অমর॥
গয়াসুর নামে ছিল দুরন্ত অসুর।
তাহার সৃজিত ক্ষেত্র খ্যাত তিনপুর॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি পিতামহ ইহার কারণ॥
পশ্চাতে শুনিব কৌণ্ডিন্যের উপাখ্যান।
আগে কহ শুনি দেব ইহার ব্যাখ্যান॥
অসুর-সৃজিত ক্ষেত্র পূজ্য কি কারণ।
ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন॥
তমোগুণে জন্ম হৈল অসুর-কুমার।
ত্রিপুর নামেতে দৈত্য বিখ্যাত সংসার॥
দেব দ্বিজে হিংসা দুষ্ট করে নিরন্তর।
তার ভয়ে পলাইল যতেক অমর॥
শিবের নিকটে গিয়া করিলেক স্তুতি।
ওঙ্কারেতে ত্রিপুরে মারেন পশুপতি॥
মুহূর্ত্তেকে মারিয়া নাম হৈল ত্রিপুরারি।
যতক্ষণ ত্রিপুরের ভার্য্যা শুক-দৈত্যের কুমারী॥
সেতী গুণবতী কন্যা রূপে অনুপম।
ত্রিপুরের প্রিয় ভার্য্যা প্রভাবতী নাম॥
গর্ভবতী সেইকালে আছিল সুন্দরী।
নারদ কহিল আসি দৈত্য বরাবরি॥
এই তব ভার্য্যা-গর্ভে আছে যেই সুত।
তার কর্ম্ম ভবিষ্যতে হইবে অদ্ভুত॥
একচ্ছত্র ত্রিভুবনে হইবে রাজন।
মহাপুণ্য ক্ষেত্রবর করিবে সৃজন॥

শীঘ্রগতি রাখ লয়ে জনকের ঘরে।
তবে শিব সহ তুমি প্রবেশ সমরে॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হৈল তপোধন।
পিতৃগৃহে ভার্য্যারে রাখিল সেইক্ষণ॥
তারপর শিব সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভিল।
শিবের বাণেতে দৈত্য পরাণ ত্যজিল॥
পিতৃগৃহে কন্যা প্রসবিল যে নন্দন।
গয়াসুর নাম হৈল বিখ্যাত ভুবন॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ হৈল মহাবীর।
তাহার সমরে দেবগণ নহে স্থির॥
একদিন গয়াসুর কি মনে ভাবিয়া।
জননীরে জিজ্ঞাসিল বিরলে বসিয়া॥
শুনগো জননী মোর এক নিবেদন।
বিবরিয়া কহ মোরে ইহার কথন॥
যখন পড়িতে আমি যাই শুক্রস্থানে।
পিতৃহীন বাল মোরে বলে সর্ব্বজনে॥
কহত জননী শুনি পূর্ব্বের কথন।
কোন্ বংশে জন্ম মম কাহার নন্দন॥
পিতৃহীন সুতের অসুখী সদা মন।
জলহীন নদী যেন নহে সুশোভন॥
এত শুনি কহে মাতা রোদন করিয়া।
পিতৃহীন বাপু তুমি বড় অভাগিয়া॥
ধন্দ অসুরের বংশ ত্রিপুর নামেতে।
তোমার জনক সেই বিখ্যাত জগতে॥
আমার গর্ভেতে তুমি আছিলে যখন।
নারদ আসিয়া দৈত্যে কহিল তখন॥
শিবসহ তোমার হইবে মহারণ।
অতএব আইলাম তোমার সদন॥
এই গর্ভবতী যেই তোমার রমণী।
ইহাতে জন্মিবে এক মহা বীরমণি॥
জনকের ঘরে লয়ে রাখ এইক্ষণে।
তবে সে করিবে যুদ্ধ ধূর্জ্জটীর সনে॥
এত শুনি তব পিতা আনিয়া এথাতে।
রাখিয়া করিল যুদ্ধ শিবের সঙ্গেতে॥
কপট প্রবন্ধ করি সর্ব্ব দেবগণ।
শিব হাতে তব বাপে করিল নিধন॥

ভ্রাতৃ বন্ধু আদি যত ছিল দৈত্যগণ।
সকলেরে দেবগণ করিল নিধন ॥
ত্রিপুরের বংশে তুমি এক বংশধর।
এত বলি তার মাতা কান্দিল বিস্তর ॥
এত শুনি গয়াসুর সক্রোধ অন্তর।
মায়ে প্রবোধিয়া গেল শুক্রের গোচর ॥
করযোড়ে প্রণমিল শুক্রের চরণে।
নিজ পরিচয় দৈত্য দিল সেইক্ষণে ॥
শুনি শুক্র দৈত্যগুরু আশ্বাস করিল।
অস্ত্র শস্ত্র নানা বিদ্যা সব পড়াইল ॥
ত্রিভুবনে যত বিদ্যা কিছু নাহি শেষ।
গুরু প্রণমিয়া দৈত্য আসে নিজ দেশ ॥
আসিয়া মায়ের পায়ে দণ্ডবৎ কৈল।
জননী বিস্তর তারে আশীর্ব্বাদ দিল ॥
অবশেষে যত দৈত্য ত্রিভুবনে ছিল।
গয়াসুরে আসি সবে সত্বরে মিলিল ॥
তবে গয়াসুর বীর মহা কোপভরে।
বহু সৈন্য সাজি গেল সুমেরু শিখরে ॥
ইন্দ্র আদি দেব যত অদিতি-তনয়।
বাহুবলে সবারে করিল পরাজয় ॥
তদন্তরে শিবসহ কৈল মহারণ।
একে একে জিনিল সকল দেবগণ ॥
একচ্ছত্রে দৈত্য রাজা হৈল ত্রিভুবনে।
উদাসীন হয়ে ফিরে যত দেবগণে ॥
ইন্দ্রসহ যুক্তি করি যত দেবগণ।
ক্ষীরোদ-উত্তরদিকে করিল গমন ॥
জগৎ-ঈশ্বর বিষ্ণু আদি সনাতন।
করযোড় করি সবে করিল স্তবন ॥
জয় জয় জনার্দ্দন জয় জগৎপতি।
ত্রিভুবন চরাচর তোমার বিভূতি ॥
তুমি সৃজ তুমি পাল করহ সংহার।
এ মহাবিপদে দেব করহ নিস্তার ॥
তোমার স্থাপিত প্রভু যত দেবগণ।
আপনি স্থাপিয়া কর আপনি নিধন ॥
এইরূপে স্তুতিবাদ করে দেবগণ।
সেইক্ষণে প্রত্যক্ষ হলেন নারায়ণ ॥

চারু চতুর্ভুজ পীতবাস পরিধান
ডাকিয়া বলেন দেবগণে ভগবান ॥
দৈত্যের পীড়নে দুঃখী আছ দেবগণ।
নির্ভয় হইয়া যাহ আপন ভবন ॥
আজি আমি গয়াসুরে করিব সংহার।
রহিবে অদ্ভুত কীর্ত্তি জগৎ মাঝার ॥
এত শুনি আনন্দিত যত দেবগণ।
প্রণমিয়া গেল সবে যে যার ভবন ॥
সত্বরে গেলেন প্রভু যথা গয়াসুর।
সাজিল মহেশ যেন মারিতে ত্রিপুর ॥
নানাবিধ দিব্য অস্ত্র লইয়া প্রচুর।
সংগ্রাম চাহেন গিয়া যথা গয়াসুর ॥
শুনি গয়াসুর ক্রোধে হইল বাহির।
গোবিন্দেরে ডাকিয়া বলিল মহাবীর ॥
জগতের নাথ তুমি ঘোষে সুরাসুর।
দেবতার বিবাদেতে মজিল ত্রিপুর ॥
ত্রিপুরের পুত্র আমি বিখ্যাত জগতে।
সহজে বাপের বৈরী দেবতা বধিতে ॥
সমতায় মম সহ যুঝিবে আপনি।
মম কীর্ত্তি রহে যেন যাবৎ ধরণী ॥
এত বলি দিব্য অস্ত্র করিল বাছনি।
হাসিয়া নিলেন অস্ত্র দেব চক্রপাণি ॥
শেল শূল শক্তি জাঠি মুষল মুদ্গর।
পরশু ভুষণ্ডি গদা আদি অস্ত্রবর ॥
নিরন্তর ফেলে দোঁহে দোঁহার উপর।
এইরূপে হৈল যুদ্ধ শতেক বৎসর ॥
কেহ পরাজয় নহে সম দুই জনে।
ডাকিয়া ডাকিয়া দৈত্য বলে নারায়ণে ॥
তোমার সংগ্রামে তুষ্ট হইলাম আমি।
বর ইচ্ছা আছে যদি মাগি লহ তুমি ॥
হাসিয়া বলেন হরি শুন দৈত্যপতি।
মোরে বর দিতে যদি তুমি কৈলা মতি ॥
এই বর দেহ মোরে দৈত্যের ঈশ্বর।
কভু হিংসা না করিবে দেব আর নর ॥
পাষাণ শরীর হয়ে থাকহ শুইয়া।
অঙ্গীকার কৈল দৈত্য প্রাক্তন স্মরিয়া ॥

শুনি আনন্দিত হইলেন নারায়ণ।
মোরে বর দিলে তুমি দৈত্যের নন্দন॥
মোক্ষ বর মাগিয়া লহত মম স্থানে।
তব কীর্ত্তি থাকে যেন এ তিন ভুবনে॥
এত শুনি হৃদয়ে ভাবিয়া দৈত্যবর।
প্রণমিয়া গোবিন্দেরে করিল উত্তর॥
যদি কৃপা আমারে করিলে চক্রপাণি।
ভক্তজন-বাক্য প্রভু পালিবে আপনি॥
পূর্ব্বেতে নারদ যে দিলেন উপদেশ।
সেই বর আজ্ঞা মোরে কর হৃষীকেশ॥
এই ক্ষেত্রমধ্যে মম যাউক পরাণী।
শিলারূপ হয়ে থাকি যাবৎ ধরণী॥
আমার মস্তকে পদ দেহ নারায়ণ।
মম নামে ক্ষেত্র এই হউক সৃজন॥
গয়াক্ষেত্র নাম খ্যাত হউক ইহার।
সুখে ত্রিভুবন লোক করুক বিহার॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি জগতের জন।
আমার উপরে যেবা করিবে তর্পণ॥
পিতৃলোকে পিণ্ডদান করিবে যে জন।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়ে তার পিতৃগণ॥
চিরকাল বৈসে যেন অমর নগর।
এই বর আজ্ঞা মোরে করহ শ্রীধর॥
পিণ্ডদানে মুক্ত নাহি হবে যেই দিন।
সংসার নাশিব আমি উঠি সেই দিন॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া বর দিয়া নারায়ণ।
দৈত্যের মস্তকে পদ করেন স্থাপন॥
অসুর শরীর হত হৈল সেইক্ষণ।
আনন্দেতে নিজ স্থানে যান নারায়ণ॥
শিলারূপ হয়ে দৈত্য আছে চিরকাল।
অতঃপর যে কহি সে শুন মহীপাল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে অবহেলে ভবসিন্ধু তরি॥

— —

পঞ্চ প্রেতোপাখ্যান।

ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
গয়াক্ষেত্র ভ্রমিল কৌণ্ডিন্য তপোধন॥
আর যত ক্ষেত্র তীর্থ পৃথিবীতে ছিল।
একে একে মুনি তাহা সকল ভ্রমিল॥
কুরুক্ষেত্র-উত্তরে আইল তপোধন।
লক্ষ লক্ষ শব তথা হতেছে দাহন॥
শ্মশানের নিকটেতে আসি তপোধন।
দেখিলেন বসি আছে প্রেত পঞ্চজন॥
বিকৃতি আকার সবে বিকৃত বদন।
লম্ব ওষ্ঠ লম্ব কেশ লম্বিত দশন॥
স্থূল নাশা কূপবর সদৃশ নয়ন।
বিষ্ঠা মূত্র আদি সব অঙ্গেতে ভূষণ॥
দেখিয়া বিস্ময়চিত্ত হৈল তপোধন।
জিজ্ঞাসিল কে তোমরা হও পঞ্চজন॥
এতেক শুনিয়া তবে মুনির বচন।
কহিতে লাগিল তারা হয়ে হৃষ্টমন॥
প্রেতকুলে জন্ম মোরা অদৃষ্ট কারণ।
তার কথা কহি মুনি শুন দিয়া মন॥
নিজ কর্ম্মদোষে মোরা হইনু এরূপ।
তুমি কেবা মহাশয় কহিবে স্বরূপ॥
দ্বিজ বলে হই আমি ব্রাহ্মণ-নন্দন।
কৌণ্ডিন্য আমার নাম বিখ্যাত ভুবন॥
তীর্থযাত্রা করি আমি ভ্রমি যে সংসার।
গয়া গঙ্গা আদি তীর্থে ভ্রমিনু অপার॥
জগতের হিত চিন্তি জগৎ নিস্তার।
কহ সত্য পঞ্চজন কাহার কুমার॥
কোথায় নিবাস কিবা নাম সবাকার।
কি হেতু দেখি যে মূর্ত্তি বিকৃত আকার॥
এত শুনি পঞ্চপ্রেত বলয়ে বচন।
অরণ্যে নিবাস করি শুন তপোধন॥
সূচীমুখ নাম মম কর অবগতি।
শীঘ্রক ইহার নাম শুন মহামতি॥
পর্য্যুষিত খ্যাত নাম ধরে এই জন।
লেখক পাঠক নাম ধরে দুই জন॥
এই পঞ্চজন মোরা অরণ্যেতে বসি।
এত শুনি পুনরপি জিজ্ঞাসিল ঋষি॥
এমত কুৎসিত নাম হৈল কি কারণ।
কোথায় আছিলে কিবা করহ ভক্ষণ॥

সত্য করি কহ ভাষা না ভাণ্ডিহ মোরে।
এত শুনি একে একে কহিল তাঁহারে॥
সূচীমুখ বলে মুনি কর অবধান।
আমার পাপের কথা না হয় ব্যাখ্যান॥
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি বৈশ্যের নন্দন।
মহাধনবান ছিনু শাস্ত্রে বিচক্ষণ॥
ধর্ম্মকর্ম্মে রত ছিনু প্রফুল্ল শরীর।
অতি উগ্র ছিনু কিন্তু না ছিনু সুস্থির॥
একদা অতিথি এক আসে মম ঘরে।
সম্ভাষা তাহারে না করিনু অহঙ্কারে॥
দিব্য অন্ন উপহারে ভার্য্যা পুত্র লৈয়া।
করিনু ভক্ষণ অতিথিরে নাহি দিয়া॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সেই আকুল হইল।
মম অদৃষ্টের বশে উঠিয়া সে গেল॥
এই হেতু সূচীমুখ নাম যে আমার।
প্রেতযোনি হইলাম বিখ্যাত সংসার॥
তৎপরে শীঘ্রক করে আত্ম-নিবেদন।
আমার পাপের কথা শুন তপোধন॥
পূর্ব্বজন্মে ব্যাধকুলে জনম আমার।
হীন শূদ্রজাতি ছিনু বড় দুরাচার॥
পরদ্রব্য পরধন কৈনু অপহার।
চুরি হিংসা করিয়া পুষিনু সুত দার॥
এইরূপে কতদিন কৈনু নির্ব্বাহন।
অতিথি আইল দৈবে আমার সদন॥
ক্ষুধাতুর হয়ে অন্ন মাগিল আমারে।
ক্রোধে বহু তিরস্কার করিলাম তারে॥
পাপিষ্ঠ অধম তুমি বড় দুরাচার।
ভিক্ষা মাগি খাও তুমি এ কোন্ আচার॥
নিজ পরাক্রমে ধন করিয়া অর্জ্জন।
উদর পূরিতে নার জীয় অকারণ॥
এত বলি জ্যেষ্ঠপুত্রে কহিনু ক্রোধেতে।
ঢেকা মারি দেহ দুষ্টে মোর বাড়ী হৈতে
শুনিয়া অতিথি কহে হয়ে ক্রুদ্ধমন।
নাহি দিয়া দুষ্ট মোরে করহ তাড়ন॥
মোরে অপমান যেন কৈলি দুরাচার।
প্রেতযোনি জন্ম দুষ্ট হইবে তোমার॥
ক্ষুধার্ত্ত অতিথি জনে করিলি বঞ্চন।
বিষ্ঠা মূত্রে হইবেক তোমার মরণ॥
এত কহি দুঃখচিত্তে করিল গমন।
শীঘ্রক আমার নাম হৈল সে কারণ॥
তদন্তরে আর প্রেত কহিল বচন।
পূর্ব্বজন্মে ছিনু আমি দ্বিজের নন্দন॥
অযাজ্য যাজক ছিনু লুব্ধ অতিশয়।
ধর্ম্মাধর্ম্ম করিয়া অর্জ্জিনু ধনচয়॥
সুত দার পরিবার করিনু পোষণ।
ক্রূরমতি ছিনু আর অত্যন্ত কৃপণ॥
একদিন বসি শাস্ত্র করিতে লিখন।
হেনকালে আসে এক অতিথি ব্রাহ্মণ॥
ক্ষুধাতুর আসি অন্ন মাগিল আমারে।
ক্রোধে বহু তিরস্কার করিনু তাহারে॥
সেই পাপে লেখক হইল মম নাম।
শয়ন আসন মম অমঙ্গল ধাম॥
তদন্তরে অন্য প্রেত বলয়ে বচন।
কহিব আমার কথা শুন তপোধন॥
পূর্ব্বজন্মে ছিনু আমি বৈশ্যের নন্দন।
মম ঘরে অতিথি আইল একজন॥
ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অন্ন মাগিল আমারে।
কপট করিয়া আমি পুছিনু তাহারে॥
তিরস্কার করি অন্ন করি পর্য্যুষিত।
অল্প অন্ন দিনু নহে উদর পূরিত॥
সেই পাপে পর্য্যুষিত নাম যে থুইল।
অদৃষ্টের ফলে মম প্রেতত্ব হইল॥
অন্য প্রেত বলে মম শুনহ বচন।
অল্পদোষে হৈল মম দুর্গতি লক্ষণ॥
সঙ্গদোষে অল্পপাপে পাপ বাড়ে নিতি।
মোসবার বিবরণ শুন মহামতি॥
বিষ্ঠা মূত্র শ্লেষ্মোদক করি যে ভক্ষণ।
শ্মশানে মশানে নিত্য করি যে শয়ন॥
বিশেষ মোদের বাস শুন তপোধন।
সন্ধ্যা বীজমন্ত্রহীন যেইত ব্রাহ্মণ॥
তাহার শরীরে করি নিয়ত বিহার।
আর যাহা করি তাহা শুন সারোদ্ধার॥

সন্ধ্যা বহে যেই গৃহে তৈলের বিহনে।
বিহীন যাহার বাড়ী তুলসী-কাননে ॥
সেইত বাড়ীতে বসি মোরা অনুক্ষণ।
ঐশ্বর্য্য সম্পদ সেই গৃহের মার্জ্জন ॥
যে যুবতী নিজ পতি করি পরিহার।
অন্য পুরুষের সঙ্গে করে কদাচার ॥
বাসি বস্ত্র প্রক্ষালন আলস্যে না করে।
বাসি ঘরে শোয় আর থাকে অনাচারে ॥
তাহার শরীরে মোরা থাকি অনুক্ষণ।
পূর্ব্বজন্ম-কথা কহি শুন দিয়া মন ॥
শূদ্রের কুলেতে জন্ম আছিল আমার।
একদিন কৈনু আমি কর্ম্ম দুরাচার ॥
আলস্য করিয়া গৃহে করিনু শয়ন।
হেনকালে অতিথি আইল একজন ॥
ক্ষুধায় আকুল হৈয়া ডাকিল আমারে।
জাগিয়া উত্তর আমি না দিনু তাহারে ॥
উত্তর না পেয়ে শাপ দিল অতিশয়।
জন্মান্তরে প্রেততনু হইবি নিশ্চয় ॥
এত বলি অন্য স্থানে করিল গমন।
পাঠক আমার নাম হৈল সে কারণ ॥
এত শুনি মুনি হৈল সবিস্ময় মন।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল কহ প্রেতগণ ॥
কোন্ কর্ম্মে খণ্ডে হেন দুর্গতি লক্ষণ।
প্রেতগণ বলে শুন কহি তপোধন ॥
নরযোনি পৃথিবীতে জন্মিয়া যে জন।
নিজ জাতিমত কর্ম্ম করে আচরণ ॥
জাতি জ্ঞাতি বন্ধুগণে করি আবাহন।
মিষ্ট অন্ন পান দিয়া করায় ভোজন ॥
দরিদ্র ভিক্ষুকে যেই করে অন্নদান।
তাহার পুণ্যের কথা না হয় ব্যাখ্যান ॥
ব্রত উপবাস করে গোবিন্দ-উদ্দেশে।
অনন্ত গোবিন্দ ব্রত আচরে বিশেষে ॥
আলস্য শয়ন নিদ্রা করিয়া বর্জ্জন।
স্বহস্তে করেন হরিমন্দির-মার্জ্জন ॥
গোবিন্দের উদ্দেশে করয়ে পুষ্পোদ্যান।
গোবিন্দের নাম যেই স্মরে মতিমান ॥
গৃহধর্ম্মচর্য্যা যেই জন পরিহরি।
একেশ্বর ভ্রমে তীর্থ পর্য্যটন করি ॥
সর্ব্বভূতে সমভাব করে যেই জন।
শত্রুতে মিত্রেতে যার সম-আচরণ ॥
মৃত্তিকাদি দিয়া গৃহ করিয়া নির্ম্মাণ।
লিঙ্গরূপে যে জন স্থাপয়ে ভগবান ॥
সেই সব নর প্রেতযোনি নাহি পায়।
সংসারে জন্মিয়া করে দুষ্কর্ম্মনিচয় ॥
পিতৃ মাতৃ নিন্দে যেবা নিন্দয়ে ব্রাহ্মণ।
অতিথিরে যেই জন না করে তোষণ ॥
পিতৃযজ্ঞে দেবযজ্ঞে বিমুখ যে জন।
এই সব লোক মুনি হয় প্রেতগণ ॥
বল ছল করি যেই পরবৃত্তি হরে।
ব্রাহ্মণেরে প্রণাম না করে অহঙ্কারে ॥
ব্রত যজ্ঞে উপহাস করে যেই জন।
বলে ছলে পরধন যে করে হরণ ॥
দেবতা-উদ্দেশে দ্রব্য আনিয়া যে জন।
লোভার্ত্ত হইয়া করে আপনি ভক্ষণ ॥
হেলায় না করে যেই তীর্থ পর্য্যটন।
এ সব পাতকে হয় প্রেতত্ব কারণ ॥
গুরুনিন্দা করে যেই বেশ্যাপরায়ণ।
প্রেতযোনিগত হয় সেই সব জন ॥
ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
ধর্ম্মকর্ম্ম প্রসঙ্গেতে প্রেত পঞ্চজন ॥
পূর্ব্বার্জ্জিত পাপ যত ভস্ম হয়ে গেল।
প্রেতমূর্ত্তি ত্যজি পরে দিব্যমূর্ত্তি হৈল ॥
স্বর্গ হৈতে পঞ্চ রথ আইল তখন।
মুনিরে প্রণমি রথে কৈল আরোহণ ॥
ইন্দ্রের নগরে শীঘ্র করিল গমন।
দেখিয়া বিস্ময়চিত্ত হৈল তপোধন ॥
পৃথিবীতে যত তীর্থ করিল ভ্রমণ।
ত্রিভুবনে বিখ্যাত কৌণ্ডিন্য তপোধন ॥

শিবচতুর্দ্দশীর মাহাত্ম্য।

যুধিষ্ঠির বলে দেব কর অবধান।
ব্রতের মাহাত্ম্য কিছু করহ ব্যাখ্যান ॥

ভীষ্ম বলিলেন তাহা কহিতে কে পারে।
সংক্ষেপেতে কিছু রাজা কহিব তোমারে॥
ইক্ষ্বাকুবংশেতে রাজা চিত্রভানু নাম।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ রূপে অনুপম॥
জম্বুদ্বীপে একচ্ছত্রে হৈল নরপতি।
কুবের সদৃশ তার ঐশ্বর্য্য বিভূতি॥
শীলতায় চন্দ্র যেন তেজে দিনকর।
প্রজার পালনে যেন রাম রঘুবর॥
দ্বিজসেবা বিনে তাঁর অন্যে নাহি মতি।
যেই যাহা মাগে তাহা দেয় শীঘ্রগতি॥
শিবব্রতে রত সদা শিবপরায়ণ।
শিবচতুর্দ্দশী-ব্রত করে আচরণ॥
ভার্য্যার সহিত রাজা উপবাস করি।
দান ধ্যান করি বসিয়াছে অন্তঃপুরী॥
হেনকালে অষ্টাবক্র সহ শিষ্যগণ।
সত্বরে চলিয়া গেল রাজার সদন॥
দেখি শশব্যাস্তে উঠিলেন নরপতি।
দণ্ডবৎ প্রণাম করেন শীঘ্রগতি॥
বসিবারে আনি দিল দিব্য কুশাসন।
একে একে বসিল সকল মুনিগণ॥
সূপকারগণে আজ্ঞা দিল নরবর।
দিব্য উপহার দ্রব্য আনিল বিস্তর॥
যথাযোগ্য সবাকারে করায় ভোজন।
ভোজনান্তে দ্বিজগণ কৈল আচমন॥
তাম্বুল কর্পূর আদি করিল ভক্ষণ।
নৃপে চাহি অষ্টাবক্র বলিল বচন॥
ভ্রাতৃ মিত্র আদি সবে করিল ভোজন।
ভার্য্যাসহ উপবাস কর কি কারণ॥
দ্বিতীয় প্রহর বেলা সুদৃশ্য ভাস্কর।
কোন্ হেতু উপবাসে আছ নরবর॥
কিবা চিত্তে দুঃখ তব না জানি কারণ।
আত্মাকে দিতেছ দুঃখ কোন্ প্রয়োজন॥
এক আত্মা জগতের হন নারায়ণ।
আত্মা তুষ্ট হৈলে তুষ্ট ব্রহ্ম সনাতন॥
ব্রত উপবাস লোক করে অকারণ।
আত্মাকে দুঃখিত করা অধর্ম্ম-লক্ষণ॥
ষট্‌চক্র কথা রাজা শুন দিয়া মন।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে স্থিত নারায়ণ॥
চতুর্থ অদ্ভুত দল প্রথমে গণন।
দ্বিতীয়েতে অষ্টদল উপরে বর্ণন॥
তৃতীয়েতে শতদল তাহার উপরে।
সূক্ষ্মরূপে বৈসে জীব তাহার ভিতরে॥
মাঝেতে কেশর চতুর্দ্দিকে কর্ণিকার।
জীব-আত্মা স্থিত তথা পদ্মের আকার॥
তদন্তে অদ্ভুত চক্র চতুর্থ উপরে।
অষ্টোত্তর শতদল তাহার ভিতরে॥
পঞ্চ শতদল জীব মধ্যে কর্ণিকার।
কহিব তাহার কথা করিয়া বিস্তার॥
তদন্তরে শতচক্র দলের নির্ম্মাণ।
দেব-মুনিগণ করে যাহার ব্যাখ্যান॥
চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্মরূপে দলের গাঁথনি।
স্বহস্তে বিধাতা তাহা নির্ম্মাণ আপনি॥
চতুর্দ্দিকে কর্ণিকার মধ্যেতে কেশর।
সূক্ষ্মরূপে তাহে উপবিষ্ট দামোদর॥
তার তিন ভাগ মধ্যে বৈসে নারায়ণ।
সুসিদ্ধ অজ্ঞান ভক্তি লভে যেই জন॥
শরীরেতে আত্মারূপে বসে জনার্দ্দন।
তপোব্রতফলে তার কোন্ প্রয়োজন॥
রাজা বলে মুনিবর কহিলে প্রমাণ
মম পূর্ব্বজন্ম-কথা কর অবধান॥
চতুর্দ্দশী-মহাব্রত বিখ্যাত সংসারে।
তাহার পুণ্যের কথা কে কহিতে পারে॥
অজ্ঞানে সজ্ঞানে নর উপবাস করি।
সমাহিত হয়ে পূজা করে ত্রিপুরারি॥
বিল্বপত্র ধুস্তুর কুসুম রাশি রাশি।
রক্তচন্দনাদি নানা গন্ধে বস্ত্র ভূষি॥
পূজা ভক্তি করি স্তব করে পঞ্চাননে।
তাহার পুণ্যের কথা কি কব বদনে॥
পৃথিবীর রেণু যদি গণিবারে পারি।
তথাপি তাহার পুণ্য কহিতে না পারি॥
পূর্ব্বে ব্যাধকুলে জন্ম আছিল আমার।
সুস্বর আছিল নাম মহা-দুরাচার॥

পরদ্রব্য পরবৃত্তি করি অপহার।
অধর্ম্মেতে রত ছিনু বিখ্যাত সংসার॥
এইরূপে নির্ব্বাহিনু কতেক দিবস।
একদিন অরণ্যে গেলাম দৈববশ॥
কুজ্‌ঝটিতে অন্ধকার দেখিতে না পাই।
একেশ্বর ঘোর বনে ভ্রমিয়া বেড়াই॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে হৈল দিবা অবসান
আসিতে না পারি গৃহে হইনু অজ্ঞান॥
ঘোর অন্ধকার নিশি চতুর্দ্দশী দিনে।
ক্ষুধা-তৃষ্ণাযুত আমি ভ্রমি একা বনে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা হৈল ঘোর নিশি।
বিল্ববৃক্ষে আরোহিনু মনে ভয় বাসি॥
নিত্য নিত্য মৃগয়া করিয়া যাই ঘরে।
নগরে বেচিয়া আনি দেই পরিবারে॥
তবেত ভক্ষণ করে ভার্য্যা-পুত্রগণ।
উপবাসী রহি আজি দৈবের কারণ॥
মম মুখ চাহি আছে ভার্য্যা-পুত্রগণ।
ধনহীন নরজন্ম হয় অকারণ॥
ভ্রাতৃ বন্ধু অনেক আছয়ে জ্ঞাতিগণ।
সবে ধনবান আমি দরিদ্র দুর্জ্জন॥
উপবাসী গৃহে আছে ভার্য্যা পুত্রগণ।
কেহ না চাহিবে ধনহীনের কারণ॥
এইরূপ হৃদয়েতে করিয়া চিন্তন।
আকুল হইয়া বহু করিনু ক্রন্দন॥
অশ্রুজল পড়ি মম ভাসে কলেবর।
পক্বপত্র ছিল এক বৃক্ষের উপর॥
পত্র পড়ে মম অশ্রুজলের সহিত।
আচম্বিতে এক পত্র পড়িল ত্বরিত॥
তাহাতে সন্তুষ্ট হৈল দেব পঞ্চানন।
নিরাহারে সেই রাত্রি করিনু বঞ্চন॥
প্রাতঃকালে মৃগ মারি লইয়া ত্বরিত।
নিজগৃহে গিয়া আমি হৈনু উপনীত॥
আমার বিহনে সবে দুঃখিত আছিল।
মোরে দেখি সবে ক্ষুধা তৃষ্ণা পাসরিল॥
নগরেতে মৃগমাংস শীঘ্রগতি লৈয়া।
বেচিয়া ভক্ষণ দ্রব্য আনিনু কিনিয়া॥
শীঘ্রগতি ভার্য্যা গিয়া করিল রন্ধন।
হেনকালে অতিথি আইল একজন॥
সেই অতিথিরে আমি করাই ভোজন।
পারণের মহাফল পাই সে কারণ॥
এইরূপে কতদিন দুঃখে মোর গেল।
আয়ুশেষে মৃত্যু আসি উপনীত হৈল॥
মহাভয়ঙ্কর দুই যমের কিঙ্কর।
আসি মহাপাশে মোরে বান্ধিল সত্বর॥
যমের এ সব কর্ম্ম জানি পঞ্চানন।
দ্রুতগতি পাঠাইল দূত দুইজন॥
শিবের আকৃতি দোঁহে পরম সুন্দর।
অকপটে মোর পাশ খুলিল সত্বর॥
দেখিয়া বিস্মিত যমদূত দুই জন।
জিজ্ঞাসিল কে তোমরা কহ বিবরণ॥
এতেক শুনিয়া তারা করিল উত্তর।
শিবের নিকটে থাকি শিবের কিঙ্কর॥
শিবের আজ্ঞায় মোরা করিনু মোচন।
কহ শুনি কে তোমরা হও দুইজন॥
বিকৃতি আকার মূর্ত্তি লোহিত নয়ন।
কোথায় নিবাস কহ কাহার নন্দন॥
কি হেতু এ ব্যাধপুত্রে করিলে বন্ধন।
এত শুনি যমদূত বলয়ে বচন॥
মোরা দুইজন ধর্ম্মরাজ-অনুচর।
তাঁর আজ্ঞা বহি ফিরি যত চরাচর॥
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব চারণ নরগণ।
সংসারের মধ্যে মরে যত যত জন॥
তাহারে লইয়া যাই যমের সদন।
পাপ পুণ্য বুঝি দণ্ড করেন শমন॥
এই ব্যাধ মহাপাপী অধম দুর্জ্জন।
ইহার পাপের কথা না যায় কথন॥
যমপুরে গেলে পাপ হইবে খণ্ডন।
কি কারণে এই দুষ্টে করিলে মোচন॥
এত শুনি পুনঃ কহে শিবের কিঙ্কর।
তোমার ঈশ্বরে গিয়া কহরে বর্ব্বর॥
শিবের অনুজ্ঞা মোরা লঙ্ঘিতে না পারি
এই ব্যাধপুত্রে লয়ে যাব শিবপুরী॥

সর্ব্বপাপে এই ব্যাধ হইল মোচন।
শিবচতুর্দ্দশী-ব্রত কৈল আচরণ॥
তোর কিছু অধিকার নাহিক ইহাতে।
এত বলি মোরে নিল শিবের সভাতে॥
তিন লক্ষ বর্ষ মম তথা হৈল স্থিতি।
দেবতুল্য নানাভোগ ভুঞ্জি নিতি নিতি॥
অনন্তর ইন্দ্রলোকে হইল গমন
তিন কল্প তথা সুখে করিনু বঞ্চন॥
অনন্তর হৈল মোর ব্রহ্মলোকে স্থিতি।
চৌদ্দ মন্বন্তর তথা করিনু বসতি॥
অনন্তর বৈকুণ্ঠেতে করিনু প্রয়াণ।
লক্ষ্মীসহ বিরাজিত যথা ভগবান॥
তিন কোটি বর্ষ তথা সুখেতে বঞ্চিনু।
তার পর এই রাজবংশেতে জন্মিনু॥
অজ্ঞানেতে শিবচতুর্দ্দশী মহাব্রত।
আচরিনু হীনজাতি হয়ে ব্যাধসুত॥
সেই পুণ্যে হেন গতি হইল আমার।
ইক্ষ্বাকুবংশেতে জন্ম বৈভব অপার॥
শুদ্ধচিত্তে এই ব্রত করি আচরণ।
সে কারণে উপবাসী আছি তপোধন॥
এত শুনি সবিস্ময়ে মহাতপোধন।
পুনরপি নৃপতিরে জিজ্ঞাসে কারণ॥
অপমান পেয়ে দুই যমের কিঙ্কর।
ধর্ম্মরাজে গিয়া কিবা করিল উত্তর॥
রাজা বলে মুনিবর কর অবধান।
বিস্ময় মানিলা দূত পেয়ে অপমান॥
ক্রোধে থর থর অঙ্গ সঘনে কম্পিত।
যমের সাক্ষাতে গিয়া হৈল উপনীত॥
ভীতমন দূতগণে দেখিয়া শমন।
জিজ্ঞাসিল কহ দূত কেন দুঃখী মন॥
আমার কিঙ্কর তোরা নির্ভয় অন্তরে।
কার শক্তি তো-সবারে হিংসা করিবারে
দূতগণ বলে আর কি কহিব কথা।
তব দণ্ড ভয় আজি হইল সর্ব্বথা॥
আজি হৈতে জগতের হইল নিস্তার।
পাপ পুণ্য বিচারাদি ঘুচিল সবার॥
সুস্বর নামেতে ব্যাধ মহাদুরাচার।
আজি দৈবে পরলোক হইল তাহার॥
তাহারে আনিতে মোরা করিনু গমন।
পাশে বান্ধি লয়ে আসি করিয়া তাড়ন॥
হেনকালে আসি দুই শিবের কিঙ্কর।
পাশ হৈতে মুক্ত তারে করিল সত্বর॥
নানা কটুত্তর বলি আমা দুইজনে।
রথে তুলি তারে লয়ে গেল দূতগণে॥
এই হেতু চিত্তে দুঃখ হইল সবার।
আজি হৈতে তোমার ঘুচিল অধিকার॥
এত শুনি হাসি যম বলয়ে বচন।
হেন কর্ম্ম আর না করিহ কদাচন॥
শিবনামে রত যেই বিষ্ণুপরায়ণ।
বিষ্ণু শিব সমরূপে ভাবয়ে যে জন॥
ব্রত আচরিয়া যেবা পূজে পঞ্চানন।
চতুর্দ্দশী মহাব্রত করয়ে যে জন॥
ভূমিদান অন্নদান করয়ে যে জন।
বিষ্ণুবুদ্ধি করি যেবা পূজয়ে ব্রাহ্মণ॥
একাদশী চান্দ্রায়ণ পূর্ণিমাদি ব্রত।
সংসারের মধ্যে নর ইহাতে যে রত॥
তীর্থ পর্য্যটন করি পূজে দেবরাজে।
বারাণসীক্ষেত্রে গিয়া যেবা প্রাণ ত্যজে॥
তার' পরে অধিকার নাহিক আমার।
কদাচ না যাবি তোরা তারে আনিবার॥
এত শুনি হৈল দূত সবিস্ময় মন।
কহিনু তোমারে আমি কথা পুরাতন॥
এত শুনি অষ্টাবক্র হৈল হৃষ্টমন।
আশীষ করিয়া নৃপে গেল তপোধন॥
সেই হৈতে হৈল ঋষি শিবপরায়ণ।
শিবব্রতে রত হৈল অচ্যুত-নন্দন॥
বসন্ত প্রথমে ঋতু চতুর্দ্দশী দিনে।
এই উপবাস যেবা করে একমনে॥
সর্ব্বপুণ্য ফল লভে নাহিক সংশয়।
শিবচতুর্দ্দশী ব্রতে মহাফল হয়॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথনে।
কাশীদাস দেব কহে গোবিন্দ-চরণে॥

অনন্তব্রতের উপাখ্যান।

ভীষ্ম বলিলেন শুন রাজা যুধিষ্ঠির।
শোক দূর করি এবে চিত্ত কর স্থির॥
আর কিছু ইতিহাস শুন দিয়া মন।
অনন্ত নামেতে ব্রত অপূর্ব্ব কথন॥
নারদের মুখে পূর্ব্বে করিনু শ্রবণ।
সেই ইতিহাস কহি শুন দিয়া মন॥
চিত্রাঙ্গদ নামে রাজা কৌশলের পতি।
সোমবংশ-চূড়ামণি মহাধর্ম্মমতি॥
শীলতায় চন্দ্র যেন তেজে বৈশ্রবণ।
কীর্ত্তি ভগীরথ সম মহা বিচক্ষণ॥
মন্ত্রণাতে বৃহস্পতি গুণে গুণধাম।
প্রজার পালনে যেন আছিল শ্রীরাম॥
চিত্ররেখা নামে তার মুখ্যা পাটেশ্বরী।
মহাসাধ্বী পতিব্রতা সূতের কুমারী॥
অনন্ত নামেতে ব্রত গোবিন্দ-উদ্দেশে।
ভার্য্যাসহ নরবর আচরে বিশেষে॥
বিচিত্র মন্দির এক করিয়া রচন।
লিঙ্গরূপী তাহাতে স্থাপিয়া নারায়ণ॥
রাজধর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম ত্যজিয়া রাজন।
আপন হস্তেতে করে মন্দির-মার্জ্জন॥
অনন্তর স্নানদান করি নরবর।
নানা উপহারে পূজে দেব দামোদর॥
পূজা শেষে করাইল ব্রাহ্মণ-ভোজন।
অবশেষে লইয়া কুটুম্ব পরিজন॥
আনন্দিত হয়ে সবে করয়ে ভোজন।
এইরূপে নিত্য নিত্য পূজে নারায়ণ॥
বাদ্য বাজাইয়া এই জানায় নগরে।
অনন্ত নামেতে ব্রত বিখ্যাত সংসারে॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র চতুর্ব্বিধ জন।
এই ব্রত যেবা না করিবে আচরণ॥
সবংশে লইব তারে শমনের ঘরে।
নগরে বাজারে এইরূপ বাদ্য করে॥
রাজভয়ে সর্ব্বলোক প্রাণপণ করে।
নিয়ম করিয়া শুভ ব্রত যে আচরে॥
ব্রতপুণ্যফলে সবে নিষ্পাপ হইল।
যতদূর ভূপতির অধিকার ছিল॥
যত লোক ছিল ভূপতির অধিকারে।
ব্রতপুণ্যফলে যায় বৈকুণ্ঠ-নগরে॥
সত্যকালে যেন লোক পুণ্যবান ছিল।
রাজার প্রতাপে তেন দ্বাপরে হইল॥
জানিয়া দ্বাপর যুগ এ সব কারণ।
চিন্তাকুল হৈয়া মনে ভাবিল তখন॥
পূর্ব্বে প্রজাপতি হেন করিল বিচার।
সংসার উপরে দিল মোর অধিকার॥
কোটি লোক মধ্যে কেহ মম অধিকারে।
নিয়ম করিয়া ভজিবেক দামোদরে॥
সহস্রেক মধ্যে কেহ হবে মহাজন।
মহাব্রত আচরি ভজিবে নারায়ণ॥
যতেক সংসারে প্রজা হয় পাপাচারী।
অল্প আয়ু হবে যাবে যমের নগরী॥
এইরূপ নিয়ম করিয়া সৃষ্টিধর।
অধিকার দিল মম সংসার উপর॥
মহাধর্ম্মশীল দেখি এই নৃপমণি।
ব্রহ্মার নিয়ম ভঙ্গ করে হেন জানি॥
কোনমতে ব্রতভঙ্গ হইলে রাজার।
তবে সে নিয়ম রক্ষা হয়ত ব্রহ্মার॥
এইরূপে দ্বাপর ভাবিয়া মনে মন
বিশ্বকর্ম্মা শিল্পিবরে করিল স্মরণ॥
সেইক্ষণ বিশ্বকর্ম্মা আইল সে স্থান।
করযোড়ে দ্বাপরে করিল নিবেদন॥
কি হেতু আমারে দেব ডাকিলে আপনে।
কোন্ কর্ম্ম সাধি দিব কহ নিজগুণে॥
দ্বাপর বলিল মম কর এই কার্য্য।
অনুগ্রহ করি এক করহ সাহায্য॥
এক দিব্য কন্যা দেহ করিয়া রচনা।
পৃথিবীর মধ্যে যেন হয় সুলক্ষণা॥
তার রূপে গুণে যেন মোহে সর্ব্বজন।
এত শুনি বিশ্বকর্ম্মা করিল রচন॥
পৃথিবীর যত রূপে করিয়া মোহন।
মোহিনী নামেতে কন্যা করিল সৃজন॥

দ্বাপরেতে কন্যা দিয়া হৈল অন্তর্দ্ধান ।
দেখিয়া দ্বাপর হৈল অতি হর্ষবান ॥
দ্বাপরের অগ্রে কন্যা কর যুড়ি কয় ।
কি কর্ম্ম করিব আজ্ঞা কর মহাশয় ॥
শুনিয়া দ্বাপর হৈল আনন্দিত মন ।
কহে মর্ত্ত্যলোকে তুমি করহ গমন ॥
চিত্রাঙ্গদ নামে রাজা বিখ্যাত ভুবনে ।
আমার আজ্ঞায় তারে ভজিবে আপনে ॥
দিব্য পর্ব্বতেতে দ্রুত করহ গমন ।
এইত নিয়ম চিত্তে রাখিবে স্মরণ ॥
অনন্ত নামেতে ব্রত আচরে যে জন ;
প্রকারেতে ব্রত তার করিবে ভঞ্জন ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন ।
আজ্ঞামাত্রে মোহিনী চলিল সেইক্ষণ ॥
মৃগয়া কারণ রাজা গেল সেই গিরি ।
দেখিল অনূঢ়া কন্যা পর্ব্বত উপরি ॥
একদৃষ্টে রাজা করে কন্যা নিরীক্ষণ ।
ভুবন-মোহন রূপ না যায় বর্ণন ॥
মুখরুচি কত শশী করয়ে গঞ্জন ।
কামধনু জিনি ভুরু অলক অঞ্জন ॥
তিলফুল জিনি নাসা ভুজ করিকর ।
সুতপ্ত কাঞ্চন জিনি গৌর কলেবর ॥
কুচযুগ সম পূগ গঞ্জি রসায়ণ ।
কণ্ঠকম্বু জিনি শম্ভু অতি সুলক্ষণ ॥
রক্তবস্ত্র পরিধানা অরুণ উদিত ।
দেখি স্মরশরে রাজা হইল মোহিত ॥
ক্ষণেকে চৈতন্য তবে পাইয়া নৃপতি ।
নিকটেতে গিয়া জিজ্ঞাসিল কন্যা প্রতি ॥
কি নাম ধরহ তুমি কোথায় বসতি ।
সত্য করি কহ মোরে না ভাণ্ডহ সতি ॥
নিজ-পরিচয় মম শুন গুণবতী ।
সোমবংশে জন্ম চিত্রাঙ্গদ নরপতি ॥
তোমারে দেখিয়া মন মজিল আমার ।
মম ভার্য্যা হবে তুমি কর অঙ্গীকার ॥
কন্যা বলে হই আমি অযোনি উৎপত্তি ।
এইত পর্ব্বত মধ্যে আমার বসতি ॥
অনূঢ়া আছি যে আমি বিবাহ না হয় ।
মোহিনী আমার নাম বিধির নির্ণয় ॥
এক সত্য কর রাজা আমার গোচরে ।
তবে পরিণয় আমি করিব তোমারে ॥
ইচ্ছামত তোমারে কহিব যেই কথা ।
আমার সে কথা কভু না হবে অন্যথা ॥
যদি বা দুষ্কর হয় এ তিন ভুবন ।
মম বাক্য কভু নাহি করিবে খণ্ডন ॥
রাজা বলে সত্য সত্য করি অঙ্গীকার ।
কভু না খণ্ডিব কন্যা বচন তোমার ॥
এত শুনি কন্যা করিলেন অনুমতি ।
পুরোহিত বিপ্রেরে স্মরিল নরপতি ॥
কঙ্কায়ন নামে মুনি বিখ্যাত জগতে ।
পুরাতন পুরোহিত সোমক-বংশেতে ॥
রাজার স্মরণে দ্বিজ আইল তখন ।
প্রণমিয়া নৃপতি কহিল বিবরণ ॥
পুরোহিত উভয়ে বিবাহ করাইল ।
সেই রাত্রি নরপতি তথা নির্ব্বাহিল ॥
প্রাতঃকালে উঠি রাজা সসৈন্য সহিত ।
কন্যা লয়ে নিজ গৃহে আসিল ত্বরিত ॥
মোহিনীরে কৈল রাজা মুখ্যা পাটেশ্বরী
ইন্দ্রের রমণী যথা পুলোমা-কুমারী ॥
এইরূপে কতদিন রাজা বিহরয় ।
অনন্তব্রতের আসি হইল সময় ॥
চিত্ররেখা সহ রাজা ব্রত আচরিল ।
উপবাস করি ব্রত নিয়মে রহিল ॥
ভূমিদান গোদান করিল দ্বিজগণে ।
অন্নদানে তুষিল যতেক দুঃখীজনে ॥
দৈবের লিখন কভু না হয় খণ্ডন ।
যুগবাক্য মোহিনীর হইল স্মরণ ॥
নৃপতিরে চাহি কন্যা বলয়ে বচন ।
উপবাসে কি কারণে আছহ রাজন ॥
এমত দুষ্কর ব্রতে কোন্ প্রয়োজন ।
আমার বচনে রাজা করহ ভোজন ॥
আমার বচন রাজা কহ সবাকারে ।
হেন পাপব্রত যেন কেহ না আচরে ॥

কন্যার বচন রাজা শুনি বজ্রাঘাত।
ক্রোধানলে নয়নে হইল অশ্রুপাত॥
ক্ষণে ক্রোধ সম্বরিয়া বলয়ে বচন।
অবলা স্ত্রীজাতি তুমি না বুঝ কারণ॥
এইত অনন্তব্রত বিখ্যাত সংসারে।
হেন ব্রত বল মোরে ভঙ্গ করিবারে॥
অবলা স্ত্রীজাতি কিবা বলিব তোমারে।
এই ব্রত আচরিলে সর্ব্ব দুঃখে তরে॥
স্বর্গভোগ মহাফল অবহেলে পায়।
কখন যমের নগরে সে নাহি যায়॥
পূর্ব্বজন্ম-কথা মম করহ শ্রবণ।
যেই হেতু এই ব্রত করি আচরণ॥
সত্যযুগে ছিনু আমি শ্বপচের বংশে।
সুষেণ আছিল নাম শূদ্র অবতংসে॥
বেশ্যাতে ছিলাম মত্ত মদ্যপানে রত।
পশু পক্ষী মৃগ বধ কৈনু শত শত॥
মম দুষ্টাচার দেখি ভ্রাতৃ-বন্ধুগণ।
দূর করি দিল মোরে হয়ে কোপমন॥
ক্রোধচিত্তে ঘোর বনে করিনু প্রবেশ।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হয়ে আকুল বিশেষ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে পাই কেশব-মন্দির।
তাহাতে আশ্রম করি হইয়া অস্থির॥
অনন্ত ব্রতের সেই দিন শুভক্ষণ।
উপবাসী রহিলাম করিয়া শয়ন॥
দৈবে নিশাশেষে এক সর্প ভয়ঙ্কর।
চরণে আমার আসি দংশিল সত্বর॥
বিষের জ্বলনে মৃত্যু হইল আমার।
দুই যমদূত আসি বিকৃতি আকার॥
মহাপাশে শীঘ্র মোরে করিল বন্ধন।
হেনকালে আসি বিষ্ণুদূত দুইজন॥
যমদূতে অনেক করিল তিরস্কার।
শীঘ্রগতি মুক্তি তারা করিল আমার॥
রথে করি নিল মোরে বৈকুণ্ঠ-ভুবন।
অপমান পেয়ে গেল যমদূতগণ॥
দুই লক্ষ বর্ষ বিষ্ণুলোকে হৈল স্থিতি।
অনন্তর ব্রহ্মলোকে করিনু বসতি॥
কতদিন ব্রহ্মলোকে সুখেতে বঞ্চিনু।
তার পরে পুনরপি মর্ত্ত্যেতে আইনু॥
দুই মন্বন্তর তথা করিনু বিহার।
সেই পুণ্যে রাজবংশে জনম আমার॥
হেন ব্রত করিবারে নিষেধ করহ।
এমত কুৎসিত বাক্য কভু না বলিহ॥
কন্যা বলে রাজা তুমি করিলে স্বীকার।
না খণ্ডিবে কোন কালে বচন আমার॥
এবে তুমি মিথ্যাবাদী জানিনু রাজন।
মিথ্যা সম পাপ নাহি বেদের বচন॥
আপনার সত্য রাজা করহ পালন।
মম বাক্যে এই ব্রত করহ ভঞ্জন॥
এতেক শুনিয়া রাজা হৈল ভীতমন।
কন্যারে চাহিয়া রাজা বলিল বচন॥
যা বলিলে কন্যা সত্য কভু নহে আন।
ত্যজিবারে পারি আমি আপনার প্রাণ॥
তথাপি এ ব্রত আমি না পারি ত্যজিতে।
সে কারণে কহি আমি তোমার সাক্ষাতে॥
এইক্ষণে নিজ আত্মা করিব নিধন।
এত বলি জ্যেষ্ঠ পুত্রে আনি সেইক্ষণ॥
ছত্রদণ্ড দিয়া তারে বলিল বচন।
প্রাণত্যাগ করি আমি সত্যের কারণ॥
রাজ্যখণ্ড যত দেখ সকল তোমার।
দেব দ্বিজে ভক্তি পূজা করিবে সবার॥
এত বলি যোগাসনে বসিল রাজন।
দেহ ছাড়ি বৈকুণ্ঠেতে করিল গমন॥
রাজার মরণে সবে করয়ে ক্রন্দন।
অনেক কান্দিল পুরে পাত্র-মন্ত্রিগণ॥
রাজার শরীর লয়ে করিল দাহন।
নৃপতি-বিচ্ছেদে সবে নিরানন্দ মন॥
শ্রাদ্ধ শান্তি করিলেন শাস্ত্রের বিধানে।
ভূমিদান গোদান করিল দ্বিজগণে॥
ইহা দেখি কন্যা তবে স্বস্থানে চলিল।
বাদ্য বাজাইয়া তবে নগরে কহিল॥
স্ত্রীর সহ সত্য না করিবে কদাচন।
স্ত্রীর বাক্য কদাচ না করিবে গ্রহণ॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

চন্দ্র কর্ত্তৃক গুরুপত্নী হরণ ও বুধের জন্ম বৃত্তান্ত।

ভীষ্ম বলিলেন রাজা করহ শ্রবণ।
আর কিছু ব্রতকথা কহিব এখন॥
চান্দ্রায়ণ মহাব্রত বিখ্যাত সংসারে।
শ্রদ্ধা ভক্তি করি ব্রত যে জন আচরে॥
সর্ব্বকাম-ফল লভে নাহিক সংশয়।
পূর্ব্বে কহিয়াছি আমি এ সব নির্ণয়॥
ইতিহাস কহি এক শুন দিয়া মন।
চন্দ্রকেতু রাজা ছিল ইক্ষ্বাকুনন্দন॥
চন্দ্রের নন্দিনী সেই পতিব্রতা সতী।
চন্দ্রাবতী নামে কন্যা তাহার যুবতী॥
শাপ হেতু জন্ম নিল নীলধ্বজ-ঘরে।
চন্দ্রাবতী নাম হৈল বিখ্যাত সংসারে॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি পিতামহ ইহার কারণ॥
চন্দ্রের সে নন্দিনীকে শাপে কোন্ জন।
মর্ত্ত্যলোকে তাহার জনম কি কারণ॥
ভীষ্ম বলিলেন রাজা কর অবধান।
পড়িবারে যান চন্দ্র বৃহস্পতি-স্থান॥
সর্ব্বশাস্ত্রে সিদ্ধ দ্বিজ অঙ্গিরা-তনয়।
নানা শাস্ত্র চন্দ্রকে পড়ান অতিশয়॥
জীবের রমণী সেই তারকা নামেতে।
মোহিত হইল চন্দ্র তাহার রূপেতে॥
কামে বশ হয়ে গুরুপত্নী না মানিল।
প্রবন্ধ মায়ায় তারে হরিয়া লইল॥
তাহারে লইয়া গেল আপন ভবন।
চিরকাল তারা সহ করিল রমণ॥
সত্যলোকে গিয়াছিল গুরু বৃহস্পতি।
যজ্ঞসাঙ্গ করিয়া আইল মহামতি॥
পুরলোক-মুখে শুনি এ সব কথন।
গুরুপত্নী সুধাকর করিল হরণ॥
ক্রুদ্ধ হয়ে গেল গুরু চন্দ্রের সদন।
বলিল পাপিষ্ঠ তুই বড়ই দুর্জ্জন॥
বৃথা শাস্ত্র মম স্থানে করিলে পঠন।
গুরুপত্নী হরি পাপ করিলে অর্জ্জন॥
গুরুগর্ব্বে নাহি দেখ আপন অপায়।
আজি হৈতে কলঙ্ক হইবে তব গায়॥
আর মম বাক্য এক শুনরে অধম।
মম শাপে মর্ত্ত্যলোকে হইবে জনম॥
কুরুবংশে ধনঞ্জয় পাণ্ডুর কুমার।
তাহার ঔরসে জন্ম হইবে তোমার॥
কৃষ্ণের ভাগিনা হবে সুভদ্রা-গর্ভেতে।
অল্প দিনে শাপমুক্ত হইবে তাহাতে॥
এত শুনি চন্দ্র তবে হৈল ক্রুদ্ধমন।
বৃহস্পতি গুরুরে শাপিল সেইক্ষণ॥
নিজ বশ নয় আত্মা পরবশ হয়।
জানিয়া আমারে শাপ দিলে মহাশয়॥
তোমারে ত শাপ আমি দিব সে কারণ।
হীন পক্ষিযোনি মধ্যে লভিবে জনম॥
গৃধিনী নামেতে পক্ষী অবশ্য হইবে।
চিরদিন ভোগ ভুঞ্জি শাপে মুক্ত হবে॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্ম নরপতি।
কি রূপেতে পক্ষিযোনি পায় বৃহস্পতি॥
কতদিন গতে হৈল শাপ-বিমোচন।
কহ শুনি পিতামহ সব বিবরণ॥
গাঙ্গেয় বলেন ভূপ করহ শ্রবণ।
চন্দ্রের বচন কভু না যায় খণ্ডন॥
গৃধ্র-পতঙ্গেতে জন্ম হৈল বৃহস্পতি।
বৃন্দারক গিরিতটে করিল বসতি॥
পরম কৌতুকে রহে ভার্য্যার সংহতি।
কতদিনে পক্ষিনী হইল গর্ভবতী॥
চারিগুটি ডিম্ব কতদিনে প্রসবিল।
ডিম্ব ফুটি চারি শিশু তাহাতে জন্মিল॥
দুই গুটি পুত্র হৈল দুইগুটি সুতা।
স্বামীসহ পক্ষিনী হইল আনন্দিতা॥
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর শিশু দেখি চারিজন।
বাৎসল্য ভাবেতে দোঁহে করিল পালন॥

ক্ষণেক না ছাড়ে দোঁহে শিশুর সংহতি।
নানা উপহার ভোগে পালে নিতি নিতি॥
এইরূপে কতদিন আনন্দ-কৌতুকে।
ভার্য্যা-পুত্র-সহ পক্ষী বঞ্চে নানা সুখে॥
একদিন দৈববশে আহার কারণে।
একেশ্বর সে পক্ষী চলিল ঘোর বনে॥
ভার্য্যারে রাখিয়া ঘরে শিশুর রক্ষণে।
আহার কারণে গেল দণ্ডক কাননে॥
হেনকালে এক ব্যাধ আইল সে স্থান।
পক্ষীরে দেখিয়া অস্ত্র করিল সন্ধান॥
অল্পমাত্র অস্ত্রক্ষত হইল শরীরে।
উড়িয়া পড়িল পক্ষী রেবানদী তীরে॥
শূন্য এক দেবালয় আছিল সে স্থলে।
তাহার ভিতরে গেল ক্ষতে অঙ্গ জ্বলে॥
পশ্চাতে দেখিয়া ব্যাধ আইল সত্বর।
শীঘ্রগতি প্রবেশিল মন্দির ভিতর॥
বাণেতে পীড়িত পক্ষী উড়িবারে নারে।
ফিরি ফিরি ভ্রমে ব্যাধ ধরিতে না পারে॥
সাতবার প্রদক্ষিণ কৈল দেবালয়।
তবে মহাক্রুদ্ধ ব্যাধ হৈল অতিশয়॥
পুনরপি দিব্য অস্ত্র করিল প্রহার।
বাণাঘাতে তনুত্যাগ হইল তাহার॥
পক্ষী লয়ে গৃহে ব্যাধ গেল হৃষ্টচিত্তে।
বিষ্ণু-প্রদক্ষিণ-ফল লভিল তাহাতে॥
সেই পুণ্যে শাপে মুক্ত হৈল সেইক্ষণ।
দিব্যমূর্ত্তি ধরি গেল বৈকুণ্ঠ-ভুবন॥
যাহা জিজ্ঞাসিলে রাজা কাহনু তোমারে।
গুরু শিষ্য দোঁহে শাপ দিলেন দোঁহারে॥
গর্ভবতী ভার্য্যা তবে দেখি বৃহস্পতি।
ক্রুদ্ধচিত্তে তাহারে বলয়ে মহামতি॥
অবলা স্ত্রীজাতি তুমি কি বলিব আর।
মম বাক্যে এই গর্ভ করহ সংহার॥
তবে সে লইব তোমা আপন ভবনে।
শীঘ্রগতি গর্ভত্যাগ কর এইক্ষণে॥
ভয়েতে আকুল প্রসবিল সেইক্ষণ।
একগুটি সুতা হৈল একটি নন্দন॥
দেখি হরষিত জীব কহেন তখন।
মম পুত্র কন্যা কই বিধির সৃজন॥
চন্দ্র বলে মম পুত্র কন্যা এ হইল।
আমার ঔরসে জন্ম জানয়ে সকল॥
কথায় কথায় দ্বন্দ্ব করে দুইজন।
জানিয়া সকল তত্ত্ব দেব পদ্মাসন॥
শীঘ্রগতি সেই স্থলে করিয়া গমন।
দ্বন্দ্ব নিবারণ হেতু কহেন বচন॥
আমার বচনে দ্বন্দ্ব কর নিবারণ।
এই কন্যা পুত্রেরে জিজ্ঞাস বিবরণ॥
যাহার ঔরসে জন্ম কহিবে কাহিনী।
এত শুনি জিজ্ঞাসা করিল নিশামণি॥
কাহার ঔরসে জন্ম নিলে দুইজন।
মিথ্যা না কহিবে সত্য কহিবে বচন॥
নন্দিনী কহিল দেব কর অবধান।
যার ক্ষেত্রে তার পুত্র শাস্ত্রের বিধান॥
এত শুনি ক্রোধেতে বলিল শশধর।
মম শাপে নরলোকে হও লোকান্তর॥
নরলোকে গিয়া জন্ম লভহ পাপিনী।
নীলধ্বজ ঔরসেতে জন্মিবে নন্দিনী॥
সেইক্ষণে লোকান্তর হইল তাহার।
তবে চন্দ্র জিজ্ঞাসিল চাহিয়া কুমার॥
কহ সত্য জন্ম তব কাহার ঔরসে
মিথ্যা না কহিবে সত্য কহিবে বিশেষে॥
এত শুনি করযোড়ে বলয়ে বচন।
তোমার ঔরসে জন্ম তোমার নন্দন॥
এত শুনি পুত্রে চন্দ্র করিল চুম্বন।
কোলে করি নিজ গৃহে লইল নন্দন॥
বুধ বলি নাম তার ঘোষয়ে জগতে।
তারারে লইয়া গুরু গেল সুস্থচিত্তে॥
সত্যলোকে প্রজাপতি করিল গমন।
খণ্ডন না যায় কভু চন্দ্রের বচন॥
নীলধ্বজ-গৃহে কন্যা জন্ম আসি নিল।
চন্দ্রাবতী নাম তার নৃপতি রাখিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

চন্দ্রায়ণ ব্রতোপলক্ষে চন্দ্রকেতু রাজার উপাখ্যান।

ভীষ্মদেব বলিলেন শুন নরপতি।
কতদিনে যুবতী হইল চন্দ্রাবতী॥
ভুবনে বিখ্যাত নীলধ্বজ নরবর।
কন্যার যৌবন দেখি দিল স্বয়ম্বর॥
পৃথিবীর রাজগণে বরিয়া আনিল।
ইন্দ্রের সদৃশ সভা শোভিত হইল॥
একে একে কন্যা নিরখিল রাজগণে।
চন্দ্রকেতু ভূপে দেখি পীড়িল মদনে॥
গলে মাল্য দিয়া তারে করিল বরণ।
কন্যা লয়ে গেল রাজা আপন ভবন॥
গুণে মহাগুণী রাজা প্রতাপে তপন।
শীলতায় চন্দ্র যেন তেজে বৈশ্রবণ॥
এক ভার্য্যা বিনা রাজা অন্য নাহি জানে।
উর্ব্বশী সহিত যেন বুধের নন্দনে॥
চান্দ্রায়ণ মহাব্রত আচরে নৃপতি।
নিরাহারে এক মাস ভার্য্যার সংহতি॥
যেই দিনে হবে ব্রত সাঙ্গ সমাধান।
সেই দিনে চন্দ্রাবতী করে ঋতুস্নান॥
চন্দ্রাবতী-রূপে দীপ্ত করে ত্রিভুবন।
দেখিয়া নৃপতি-মন পীড়িল মদন॥
ব্রত ভঙ্গ করি রাজা করিল রমণ।
বহুমতে চন্দ্রাবতী করিল বারণ॥
কামে বশ হয়ে রাজা না শুনিল বাণী।
সেই পাপে পঞ্চত্ব পাইল নৃপমণি॥
স্বামীর মরণে কন্যা কাঁদিল অপার।
ধর্ম্মকেতু নাম তার হইল কুমার॥
পাত্র মিত্রগণ যত করিয়া যুকতি।
ছত্রদণ্ড দিয়া তারে করিল নৃপতি॥
ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
চন্দ্রকেতু রাজা যদি ত্যজিল জীবন॥
দুই যমদূত আসি করিল বন্ধন।
চন্দ্রকেতু নৃপে নিল যমের ভবন॥
কপট করিয়া যম জিজ্ঞাসিল তারে।
তোমা সম নাহি কেহ ধার্ম্মিক সংসারে॥
কিছুমাত্র অল্প পাপ আছয়ে তোমার।
ব্রত সাঙ্গ দিনে তুমি করিলে শৃঙ্গার॥
আগে পাপ ভোগ কিবা করিবে আপন।
কিম্বা কর্ম্মভোগ তুমি করিবে রাজন॥
এত শুনি কহে রাজা ভাবি নিজ চিতে।
অল্প পাপ থাকে যদি ভুঞ্জিব অগ্রেতে॥
ধর্ম্মরাজ বলে জন্ম গৃধ্রের যোনিতে।
হীনপক্ষী হয়ে থাক কৌণ্ডিন্য-পুরেতে॥
গৃধ্রপক্ষী হয়ে জন্ম লইল রাজন
চন্দ্রাবতী শুনিলেক এ সব কথন॥
পিতার বাড়ীতে কন্যা গেল দুঃখী মন।
জনকেরে কহিল এ সব বিবরণ॥
শুনি নীলধ্বজ রাজা হৈল সচিন্তিত।
যুক্তি কৈল রাজপুরোহিতের সহিত॥
যুক্তি করি চাহি তবে বলিল কন্যারে।
স্বয়ম্বর করি পুনঃ বর অন্য বরে॥
কন্যা বলে হেন বাক্য না বলিহ আর।
আপনার দেহ আমি করিব সংহার॥
কৌণ্ডিন্য-নগরে যদি না পাঠাও মোরে।
নারীহত্যা দিব তবে তোমার উপরে॥
শুনি রাজা ভৃত্যগণে দিলেন সংহতি।
কৌণ্ডিন্য-নগরে পুনঃ গেল চন্দ্রাবতী॥
শকুনির রূপ কন্যা দেখিয়া স্বামীরে।
বিলাপ করিয়া কান্দে অশেষ প্রকারে॥
ক্রন্দন নিবর্ত্তি তবে বলয়ে বচন।
কি কারণে ব্রতভঙ্গ করিলে রাজন॥
তার ফল ভুঞ্জ তুমি নাহিক এড়ান।
কেমনে তোমারে আমি পাব মতিমান॥
ধর্ম্মরাজ করিলেন তব হেন গতি।
আজি আমি শাপ দিব ধর্ম্মরাজ প্রতি॥
এতেক বলিয়া জল লইলেক হাতে।
শাপভয়ে ধর্ম্ম তথা আইল সাক্ষাতে॥
করযোড়ে কন্যা প্রতি বলয়ে বচন।
আমারে শাপিতে মাতা চাহ কি কারণ॥
তব স্বামী চন্দ্রকেতু মৈল অকারণ।
ব্রতসাঙ্গ দিনে তোমা করিল রমণ॥

সে কারণে হইল কলুষ অতিশয়।
যাহা করি তাহা ভুঞ্জি নাহিক সংশয়॥
আমার বচনে কোপ কর নিবারণ।
পাপে মুক্ত তব স্বামী হইবে এখন॥
গৃধ্র-মূর্ত্তি ত্যজি এবে নিজ মূর্ত্তি হবে।
নাহিক সংশয় আজি স্বামীকে পাইবে
এতেক বলিতে স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল।
গৃধ্ররূপ ত্যজি রাজা দিব্যমূর্ত্তি হৈল॥
দেবাকৃতি হইল সে কন্যা চন্দ্রাবতী।
দেবরথ পাঠাইয়া দিল সুরপতি॥
রথে চড়ি স্বর্গে দোঁহে করিল গমন।
কহিনু পুরাণ-কথা ধর্ম্মের নন্দন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অষ্টমীর ব্রত-মাহাত্ম্য
সুবাহু রাজার উপাখ্যান

ভীষ্ম বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
আর কিছু ব্রতকথা শুন দিয়া মন॥
অষ্টমী নামেতে ব্রত পার্ব্বতী সেবনে।
জন্ময়ে অক্ষয় পুণ্য বেদেতে বাখানে॥
আশ্বিনের শুক্লপক্ষ অষ্টমীর দিনে।
শিবদুর্গা আরাধনা করে যেই জনে॥
সর্ব্বদুঃখে তরে সেই নাহিক সংশয়।
ইতিহাস-কথা কহি শুন ধর্ম্মরায়॥
কহিলেন পূর্ব্বে যাহা ব্যাস মুনিবর।
শুনিয়া বিস্মিত মম হইল অন্তর॥
সেই কথা কহি রাজা কর অবগতি।
সুবাহু নামেতে এক ছিল নরপতি॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা ধর্ম্মেকর্ম্মে রত।
ব্রাহ্মণেরে নানা দান দেন অবিরত॥
বিচিত্র আরাম এক করিয়া রচন।
বিপ্রে পূজে দিয়া মাল্য অগুরু চন্দন॥
এই মত বহুদিন পূজিল ব্রাহ্মণে।
দৈববশে কতকালে পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে॥
কোটি কোটি ব্রাহ্মণে করিয়া নিমন্ত্রণ।
দিব্য ভোগে সবারে করাইল ভোজন॥
যথোচিত দক্ষিণা দিলেন দ্বিজগণে।
আশীর্ব্বাদ করি সবে গেল নিজ স্থানে॥
অন্তঃপুরে যায় রাজা ভোজন কারণ।
হেনকালে দেখ এক দৈবের ঘটন॥
সেইকালে এক দ্বিজ সুদেব নামেতে।
যাচ্ঞা করিল আসি রাজার সাক্ষাতে॥
যথোচিত দান মোরে দেহ নরবর।
কালবশে হৈল রাজা ক্রোধিত অন্তর॥
কালে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে
অন্ন বস্ত্র আদি দান দিল ব্রাহ্মণেরে॥
তাহা পেয়ে সত্বরে চলিল নিজ ঘরে।
ক্রোধচিত্তে নৃপতি চলিল অন্তঃপুরে॥
এই হেতু মহাপাপ ফলিল রাজনে।
কতদিনে নৃপতি দেখিল পুষ্পবনে॥
প্রতিদিন গন্ধর্ব্ব আসি পুষ্প হরয়।
ক্রোধচিত্ত নরপতি পুষ্প নাহি পায়॥
ভাবিয়া ভূপতি তবে রক্ষক রাখিল।
কোন্ জন তুলে পুষ্প লক্ষিতে নারিল॥
মনুষ্যের শক্তি নহে জানিল কারণে।
আপনি রহিল রাজা কুসুম-রক্ষণে॥
পুষ্প তুলিবারে আসে গন্ধর্ব্বের পতি।
পুষ্পবনে অন্নবৃষ্টি বরিষয়ে অতি॥
অন্নবৃষ্টি দেখি হৈল সচিন্তিত মন।
সেই রাত্রি রহে তথা জানিতে কারণ॥
প্রাতঃকালে নৃপতি দেখিল গন্ধর্ব্বেরে।
নিকটে আসিয়া রাজা জিজ্ঞাসিল তারে॥
কি নাম ধরহ তুমি কোথায় বসতি।
কোন্ হেতু আসি পুষ্প তুল নিতি নিতি॥
আমারে সম্ভ্রম কিছু নাহি তোর মনে।
আজি সে উচিত শাস্তি পাবে মম স্থানে॥
গন্ধর্ব্ব বলিল মম স্বর্গেতে বসতি।
পুষ্পধর নাম মম বিদ্যাধর জাতি॥
সুবেশ করিবে যত বিদ্যাধরীগণ।
এই হেতু পুষ্প আমি করি যে হরণ॥

আজি হৈতে মিত্র তুমি হইলে আমার।
কোন্ কার্য্য সাধি দিব কহত তোমার॥
কিন্তু এক সবিস্ময় হৈল মম মনে।
নিত্য নিত্য পুষ্প হরি আমি এ কাননে॥
এক অপরূপ বড় দেখি হে রাজন।
কালি হৈতে অন্ন কেন হয় বরিষণ॥
এখনহ অন্নবৃষ্টি হয় ঘনে ঘন।
রাত্রি বঞ্চিলাম আমি জানিতে কারণ॥
হেতু যদি জান রাজা কহিবে আমারে।
এত শুনি নরপতি কহিছে তাহারে॥
কোথা অন্নবৃষ্টি হয় না পাই দেখিতে।
মিথ্যা কথা বলি কেন ভাণ্ডাহ আমাতে॥
বিদ্যাধর বলে মিথ্যা হইবে কেমনে।
দিব্যচক্ষু দিয়া তুমি দেখহ নয়নে॥
এত শুনি দিব্যচক্ষে চায় নরনাথ।
অন্ন-বরিষণ দেখে করি দৃষ্টিপাত॥
পূর্ব্বের কারণ তার হইল স্মরণ।
গন্ধর্ব্বে চাহিয়া বলে শুন বিবরণ॥
এককালে দৈবে আমি পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে।
অন্ন বস্ত্র আদি দান দিলাম ব্রাহ্মণে॥
সেই হৈতে অন্নবৃষ্টি হয়ত কাননে।
যাহা দিই তাহা পাই এ নহে এড়ানে॥
তারপর বিদ্যাধর শুনহ এক্ষণে।
যে কালেতে অন্নদান দিলাম ব্রাহ্মণে॥
ক্রোধমনে ব্রাহ্মণেরে দিনু অন্নদান।
এ পাপে নরক হৈতে নাহিক এড়ান॥
এক নিবেদন করি শুনহ আমার।
এ পাপে যেমতে তরি করিবে প্রকার॥
এত শুনি বিদ্যাধর গেল সুরপুরে।
কহিল রাজার কথা ইন্দ্রের গোচরে॥
শুনিয়া হাসিয়া ইন্দ্র বলিল বচন।
যত পুণ্য করিল সে না হয় কথন॥
পুণ্যফলে স্বর্গেতে আসিবে মতিমান।
তার তরে আগে আমি করেছি উদ্যান॥
সুবর্ণ প্রাচীর দেখ সুবর্ণের ঘর।
সুবর্ণ পালঙ্ক শয্যা দেখ মনোহর॥
পুরীর সম্মুখে গিরি দেখ বিদ্যমান।
ভক্ষণ সামগ্রী দেখ অদ্ভুত বিধান॥
এত শুনি বিদ্যাধর হেতু জিজ্ঞাসিল।
রাজভোগ হেন দ্রব্য কি হেতু হইল॥
ইন্দ্র বলে কহি শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
মহাপাপ অর্জ্জিল সুবাহু নৃপমণি॥
পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে এক ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণে।
অন্নদান করিলেক অত্যন্ত যতনে॥
এক গুণ দিলে হেথা হয় সপ্তগুণ।
অন্নদান হেতু এই শুনহ নিপুণ॥
যাহা দেয় তাহা ভুঞ্জে নাহিক এড়ান।
তার ভক্ষ্য হেতু সব রাখি মতিমান॥
কিন্তু আর এক কথা শুন বিদ্যাধর।
যখন ব্রাহ্মণে দান দিল নরবর॥
ক্রোধ করি অন্নদান দিলেন ব্রাহ্মণে।
সে পাপ ভুঞ্জিতে হবে যমের সদনে॥
এত শুনি সবিস্ময় হৈল বিদ্যাধর।
করযোড়ে কহে পুনঃ ইন্দ্রের গোচর॥
সুবাহুর সঙ্গে মম মিত্রতা হইল।
বিনয় করিয়া রাজা আমারে কহিল॥
এই পাপভোগ তুমি খণ্ডাবে আমার।
তাহার অগ্রেতে আমি কৈনু অঙ্গীকার॥
হেন পাপভোগ সখা ভুঞ্জিবে আপনে।
সাক্ষাতে কেমনে আমি দেখিব নয়নে॥
ইহার প্রকার মোরে বল মহাশয়।
ইথে মুক্ত নরপতি কোন্ মতে হয়॥
ইন্দ্র বলিলেন তার আছয়ে উপায়।
শীঘ্রগতি গিয়া তুমি কহিবে রাজায়॥
অষ্টমীর উপবাস পার্ব্বতী সেবনে।
রাজার নগরে করি থাকে যেই জনে॥
তার অঙ্গ সেই দিন পরশ করিবে।
স্নান করি ব্রতী হয়ে তপ আরম্ভিবে॥
কাটিয়া অঙ্গের মাংস রাখিবে রুধিরে।
শিব দুর্গা আরাধিবে এক সম্বৎসরে॥
বৎসর হইলে পূর্ণ ব্রত সাঙ্গ করি।
বেদবিজ্ঞ দ্বিজগণে আনিবে আদরি॥

অন্নদান ভূমিদান দিবে দ্বিজগণে।
আজ্ঞা লয়ে পশ্চাতে সে করিবে ভোজনে
তবে তার এই পাপ হইবে খণ্ডন।
এত শুনি গন্ধর্ব্ব হইল হৃষ্টমন॥
কহিল এ সব গিয়া রাজার গোচরে।
শুনি নরপতি তবে ভ্রমিল নগরে॥
অষ্টমীর উপবাসী কারে না দেখিল।
অনেক ভ্রমিয়া রাজা চিন্তিত হইল॥
নগর বাহিরে এক বেশ্যার মন্দিরে।
স্ত্রী পুরুষে কোন্দল করিছে বহুতরে॥
নিরাহারে আছে তারা অষ্টমী দিবস।
তার অঙ্গ গিয়া রাজা করিল পরশ॥
ব্রতী হয়ে সম্বৎসর পার্ব্বতী পূজিল।
মহাপাপ ভোগ হৈতে ভূপতি তরিল॥
দান ধ্যান বহুতর করিল রাজন।
অন্তে তনু ত্যজি গেল বৈকুণ্ঠ-ভুবন॥
অষ্টমীর উপবাস পুণ্যব্রত গণি।
কহিনু পুরাণ-কথা শুন নৃপমণি॥
শোক দূর করি রাজা স্থির কর মন।
স্বধর্ম্মেতে রাজধর্ম্ম করহ পালন॥
অষ্টমীর ব্রতকথা শুনে যেই জন।
সর্ব্বদুঃখে তরে সেই ব্যাসের বচন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

একাদশী ব্রতোপলক্ষে মন্ত্ৰ-মাল্লীর উপাখ্যান।

কহেন গঙ্গার পুত্র কুন্তীর পুত্রেরে।
আর কিছু ব্রতকথা কহিব তোমারে॥
একাদশী ব্রতকথা সর্ব্বব্রত সার।
অবধান কর শুন ধর্ম্মের কুমার॥
পূর্ব্বে কহিয়াছি একাদশী অনুষ্ঠানে।
পারণাদি অতঃপর শুন একমনে॥
শুদ্ধচিত্তে এ ব্রত যে করে আচরণ।
সর্ব্বদুঃখে তরে সেই পাপ বিমোচন॥
প্রাতঃকালে স্নান করি একাদশী দিনে।
ধৌত বস্ত্র পরি তৈল গ্রহণ বর্জ্জনে॥
সেইরূপে জনার্দ্দন করিয়া স্থাপন।
ত্রিকোণ করিয়া করি আসন রচন॥
পূর্ব্বমুখ হয়ে ব্রতী বসিবে আসনে।
শুদ্ধচিত্তে আরাধিয়া দেব নারায়ণে॥
ন্যাসমন্ত্র পড়ি স্নান জপ নমস্কার।
মূলমন্ত্র জপি ধ্যান করি আরবার॥
তদন্তরে নানা পুষ্পে পূজিবে বিধানে।
হৃদয়-কমলোপরি রাখি নারায়ণে॥
তদন্তরে নৈবেদ্যাদি নানা উপহারে।
তাহা দিয়া পুনরপি পূজিবে আচারে॥
নৈবেদ্য তুলসী দিয়া করি নিবেদন।
পূজা অনুসারে তবে করি বিসর্জ্জন॥
অবশেষে বাঁটিয়া দিবেন ভক্তগণে।
শিরে কর ধরি করি পূজা সমাধানে॥
পরদিন প্রাতঃকালে স্নান দান করি।
নানাবিধ উপহারে পূজিবে শ্রীহরি॥
পূজা সমাধান করি দিয়া বিসর্জ্জন।
তদন্তরে দ্বিজগণে করাবে ভোজন॥
নিজ বন্ধু বান্ধব যতেক জ্ঞাতিগণ।
সবাকারে আনিবেক করি নিমন্ত্রণ॥
পারণা করিবে যত বন্ধুগণ লয়ে।
ব্রত সমাপিবে সবে সাবধান হয়ে॥
এইরূপে পূজা করি যে সেবে শ্রীহরি।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়ে যায় বিষ্ণুপুরী॥
পূর্ব্ব-ইতিহাস-কথা কহিনু তোমাতে।
একাদশী দিনে উপবাসী হৈল যাতে॥
গালব মুনির পিতা পুত্রের সংবাদ।
একাদশী করি তার ঘুচিল প্রমাদ॥
কহিনু তোমারে রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
পুরাণ-সম্মত কথা ব্যাসের বচন॥
মুনি বলে অবধান কর জন্মেজয়।
এতেক শুনিয়া কথা ধর্ম্মের তনয়॥
চিত্তগত ভ্রান্তি গেল শান্ত হৈল তনু।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন কুন্তী-অঙ্গজনু॥

কোন্ প্রকারেতে ভক্তি সাধি দামোদরে।
কিবা ভক্তি সাধিলে কি ফল পায় নরে ॥
বিষ্ণুর মন্দির যেবা করয়ে মার্জ্জন।
দাস্যভাব করিয়া যে ভজে নারায়ণ ॥
তাহার কি ফল হয় কহ মহাশয়।
নিতান্ত উদ্বেগ-চিত্তে খণ্ডাহ সংশয় ॥
ভীষ্ম কন ভাল জিজ্ঞাসিলে নৃপমণি।
অবধান কর কহি পূর্ব্বের কাহিনী ॥
দেবমালী নামে বিপ্র ছিল শান্তিপুরে।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ বিদিত সংসারে ॥
যজন যাজন কৃষি বাণিজ্য ব্যাপারে।
করিল সঞ্চয় ধন বিবিধ প্রকারে ॥
এইরূপে নানাসুখে বঞ্চে তপোধন।
অপত্যবিহীন দ্বিজ সদা দুঃখীমন ॥
একদিন ভার্য্যাসহ বসি তপোধন।
পুত্রাভাবে নানারূপ করয়ে শোচন ॥
পুত্রহীন বৃথা জন্ম বেদের বচন।
ইহকালে দুঃখ অন্তে নরকে গমন ॥
দুগ্ধহীন গাভী যেন পুত্রহীন তেন।
এইরূপে দ্বিজ বহু করিল শোচন ॥
চিন্তায় আকুল পুত্রহীন তপোধন।
নারদ জানিয়া দেখা দিলেন তখন ॥
নারদে দেখিয়া মুনি কৈল আবাহন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈল চরণ বন্দন ॥
দেবমালী দ্বিজেরে জিজ্ঞাসে তপোধন।
কহ মুনিবর কেন বিরস বদন ॥
করযোড় করি তবে করে নিবেদন।
র্ব্বতত্ত্ব জ্ঞাত তুমি মহাতপোধন ॥
াচরে হইয়াছে যেবা হইবেক।
ত ভাবী বর্ত্তমান জানহ প্রত্যেক ॥
রদ কহেন মন বুঝিয়া তাহার।
ন্দেহ না কর দ্বিজ হইবে কুমার ॥
চিরে হইবে তব যুগল নন্দন।
এত বলি স্বস্থানে গেলেন তপোধন ॥
দেবমালী মহাযজ্ঞ কৈল আরম্ভণ।
যজ্ঞভেদী উঠে তবে দুইটি নন্দন ॥
পরম সুন্দর শিশু অতি সুলক্ষণ।
দেখি আনন্দিত মন ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ ॥
যজ্ঞে জন্ম হেতু নাম যজ্ঞমালী হৈল।
সুমালী বলিয়া নাম কনিষ্ঠে রাখিল ॥
যজ্ঞমালী জ্যেষ্ঠপুত্র ধর্ম্মশীল হৈল।
সুমালী কনিষ্ঠ পুত্র পাপিষ্ঠ জন্মিল ॥
কতদিনে যোগ্য হৈল দুইটী নন্দন।
তদন্তরে দেবমালী দৃঢ় করি মন ॥
সংসার-বাসনা মনে ছাড়িতে ইচ্ছিল।
আপনার সঞ্চিত যতেক ধন ছিল ॥
সমান করিয়া ভাগ দিল দুই সুতে।
অরণ্যে প্রবেশ কৈল ভার্য্যার সহিতে ॥
জটাচীর পরিধান হইয়া তপস্বী।
নর্ম্মদার তীরে গিয়া উত্তরিল ঋষি ॥
জানন্তি নামেতে তথা রহে তপোধন।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ ত্রিকালজ্ঞ বিচক্ষণ ॥
বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হরিনামে রত।
চতুর্দ্দিকে শিষ্যগণ শোভে অগণিত ॥
তার কাছে গিয়া উত্তরিল তপোধন।
দেখিয়া জানন্তি মুনি কৈল অভ্যর্থন ॥
অতিথি বিধানে পূজা করিল মুনিরে।
তবে তারে জিজ্ঞাসিল মহা মুনিবরে ॥
কোথা হতে আগমন কোথায় নিবাস।
কোন্ প্রয়োজনেতে আইলে মম পাশ ॥
এত শুনি বলে মুনি করিয়া প্রণাম।
ভৃগুবংশে জন্ম মম দেবমালী নাম ॥
যোগ সাধিবারে আইলাম তব স্থান।
কৃপা করি মোরে দেব দেহ তত্ত্বজ্ঞান ॥
কিরূপে তরিব আমি এ ভব সংসার।
কাহা হতে সংসার-বন্ধনে হব পার ॥
কহ মুনিবর মোরে যদি কর দয়া।
তোমার প্রসাদে যেন তরি ভবমায়া ॥
এত শুনি কহিতে লাগিল তপোধন।
ত্রিদশের নাথ বিষ্ণু নিত্য সনাতন ॥
তাঁহারে আশ্রয় কৈলে সর্ব্বপাপ খণ্ডে।
সংসার হইতে তরে ঘোর যমদণ্ডে ॥

তাঁহার আশ্রয় বিনা গতি নাহি আর।
সেই ব্রহ্ম সনাতন জগতের সার॥
তাঁরে ভজ তাঁরে পূজ তাঁরে কর স্তুতি।
তাঁর সেবা কর তাঁরে করহ ভকতি॥
নাম গুণ শ্রবণাদি কর অনুক্ষণ।
সংসার তরিতে এই কহিনু লক্ষণ॥
এত শুনি আনন্দিত হৈল দেবমালী।
প্রদক্ষিণ করি বিপ্র তথা হৈতে চলি॥
ভার্য্যাসহ উত্তরিল যমুনার তীরে।
স্তুতি ভক্তি করিয়া পূজিল দামোদরে॥
একান্ত ভকতি করি কৃষ্ণে আরাধিল।
যোগে তনু ছাড়ি বিষ্ণুপুরে প্রবেশিল॥
চিতা করি তার ভার্য্যা জ্বালিল আগুনি
পতি সঙ্গে বিষ্ণুপুরে গেল সুবদনী॥
যজ্ঞমালী সুমালী যুগল পুত্র তার।
মহামতি যজ্ঞমালী ধর্ম্ম অবতার॥
পিতার যতেক ধন সঞ্চিত আছিল।
নানাবিধ দান দিয়া পুণ্য কর্ম্ম কৈল॥
তড়াগাদি জলাশয় দিল স্থানে স্থানে।
বিচিত্র মন্দির ঘর দিল নারায়ণে॥
নানাবিধ ধ্যানযোগে দেবে আরাধিল।
দাস্যভাব করি কৃষ্ণচরণ সেবিল॥
দেখিয়া সকল জীব সমান আপন।
নিজ হস্তে কৈল হরিমন্দির মার্জ্জন॥
এইরূপে যজ্ঞমালী পুণ্য উপাৰ্জ্জিল।
পুত্র পৌত্র বৃদ্ধি হয়ে আনন্দে রহিল।
সুমালী পাপিষ্ঠ বড় কৈল অনাচার।
পিতার সঞ্চিত ধন যত ছিল তার॥
অসৎপাত্রে মজাইল সতে নাহি দিল।
বৃষলার বশ হয়ে সব মজাইল॥
অবশেষে চুরি হিংসা পরিবাদ কৈল।
যত ধন ছিল এইরূপে মজাইল॥
তার দুষ্ট কর্ম্ম দেখি বিষণ্ণ বদন।
জ্যেষ্ঠভাই যজ্ঞমালী সহ জ্ঞাতিগণ॥
একদিন যজ্ঞমালী নিভৃতে বসিয়া।
বিধিমতে বুঝাইল অনেক কহিয়া॥

না শুনিল তার বাক্য ক্রুদ্ধ হৈল মনে।
চুলে ধরি সহোদরে মারিল সঘনে॥
হাহাকার শব্দ হৈল পুরীর ভিতরে।
যতেক নগরবাসী আইল সত্বরে॥
তার দুষ্ট কর্ম্ম দেখি সবে ক্রুদ্ধ হৈল।
মহাপাশে সুমালীরে বান্ধিয়া ফেলিল॥
তর্জ্জন গর্জ্জনে বহু করিল তাড়ন।
অনেক প্রহার কৈল নগরের জন॥
দয়াশীল যজ্ঞমালী দয়া উপজিল।
ভ্রাতৃস্নেহ হেতু তারে মুক্ত করি দিল॥
দুঃখিত হইয়া তারে ক্ষমা দিল চিত্তে।
কুলের বাহির তারে করিল দুর্ব্বৃত্তে॥
এইরূপে কতকাল করিল বঞ্চন।
হেনকালে দোঁহাকার হইল নিধন॥
ধর্ম্ম আত্মা যজ্ঞমালী ধর্ম্মপরায়ণ।
বিমান পাঠাইয়া দিলেন নারায়ণ॥
দুই দূত আইলেন দেখিতে সুন্দর।
বিমান লইয়া তারা আইল সত্বর॥
রথে তুলি যজ্ঞমালী নিল সেইক্ষণ।
গন্ধর্ব্বেতে গীত করে নর্ত্তকে নর্ত্তন॥
এইরূপে বৈকুণ্ঠেতে করিল গমন।
পথে সুমালীর সঙ্গে হৈল দরশন॥
ভয়ঙ্কর যমদূত বিকৃতি-আকার
পাশে বান্ধি লয়ে যায় করিয়া প্রহার॥
দেখি সবিস্ময় চিত্ত যজ্ঞমালী হয়ে।
দূতগণে নিবেদিল বিনয় করিয়ে॥
কহ দূত দোঁহে এরা কাহার কিঙ্কর।
কাহারে প্রহার করে কেবা এই নর॥
কোথাকারে লয়ে যায় কিসের কারণে।
বান্ধিয়া লইয়া যায় কোন্ প্রয়োজনে॥
যদি দূত জান তবে কহিবে আমারে।
এত শুনি বিষ্ণুদূত কহিল তাহারে॥
এই দুই জন হয় যমের কিঙ্কর।
এই দুষ্ট পাপী দেখ তব সহোদর॥
যতেক অর্জ্জিল পাপ না হয় এড়ান।
বান্ধিয়া লইয়া যায় যম-বিদ্যমান॥

এত শুনি যজ্ঞমালী মানিল বিস্ময়।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয়॥
যদি জান দূতগণ কহ বিবরণ।
কিরূপে ইহার হয় দুর্গতি মোচন॥
দূতগণ বলে এই পাপী দুরাচার।
আছয়ে উপায় এক মুক্তি করিবার॥
তোমার সদনে আছে যদি কর দান।
পূর্ব্বের কাহিনী কহি কর অবধান॥
কোশলনগরে পূর্ব্বে কামিলা নামেতে
বৈশ্যকুলে জন্ম এক ছিল দুষ্টচিত্তে॥
গো-ব্রাহ্মণ বিনাশিল সেই দুরাচার।
তাহার পাপের কথা নাহি কহিবার॥
চুরি হিংসা করে আর বেশ্যাপরায়ণ।
নানারূপ কুকর্ম্মে রত সেই দুর্জ্জন॥
তার দুষ্ট কর্ম্ম দেখি যত বন্ধুজন।
নগর বাহির করি দিল সেইক্ষণ॥
বন্ধুগণ-তাড়নাতে ভয় পেয়ে মনে।
ক্ষুধাতৃষ্ণাযুক্ত হয়ে প্রবেশিল বনে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে শ্রান্ত হইল শরীর।
দৈবেতে পাইল এক কেশবমন্দির॥
মন্দির-সমীপে এক সরোবর ছিল।
স্নানদান নিত্যকর্ম্ম তাহাতে করিল॥
শ্রম দূরে গেল শান্ত হৈল কলেবর।
আশ্রয় লইল সেই মন্দির ভিতর॥
বৃষ্টিজলে কর্দ্দম আছিল ভাঙ্গাঘরে।
পরিষ্কার সে সব করিল নিজ করে॥
শ্রমযুক্ত হয়ে তাহে শয়ন করিল।
আয়ুঃশেষে আসি কাল উপনীত হৈল॥
গৃহের ভিতরে মহাকালসর্প ছিল।
দংশিয়া বৈশ্যেরে সেই বনান্তরে গেল॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ খণ্ডে শকতি কাহার।
সর্পের দংশনে মৃত্যু হইল তাহার॥
দুই দূত সেখানে আইল সেইক্ষণ।
মহাপাশে বৈশ্যপুত্রে করিল বন্ধন॥
জানিয়া যমের দুষ্ট কর্ম্ম গদাধর।
আমা দোঁহে পাঠাইয়া দিলেন সত্বর॥
সেইক্ষণে করিলাম মোচন তাহার।
যমদূতে করিলাম বহু তিরস্কার॥
সেই পুণ্যে বিষ্ণুর সাহায্যে মুক্তি পায়।
পূর্ব্বের কাহিনী এই জানাই তোমায়॥
গোচর্ম্ম-প্রমাণ বিষ্ণুমন্দির মার্জ্জনে।
উদ্ধারহ নিজ ভ্রাতা দিয়া পুণ্য দানে॥
এত শুনি যজ্ঞমালী আনন্দিত মনে।
সুমালীরে পুণ্যদান দিল সেইক্ষণে॥
পুণ্যের প্রভাবে সব পাপ হৈল ক্ষয়।
যমদূত প্রতি তবে বিষ্ণুদূত কয়॥
ভ্রাতৃ-পুণ্যফলে এই পাইল নিস্তার।
ছাড়হ ইহারে তোরা আরে দুরাচার॥
ইহার উপরে তোর নাহিক শাসন।
এত বলি মুক্ত করি দিল সেইক্ষণ॥
যজ্ঞমালী দেখি তবে হৃষ্টচিত্ত হৈয়া।
উভয়ে বৈকুণ্ঠে গেল বিমানে চড়িয়া॥
সুমালীর কথা দূত যমে নিবেদিল।
শুনিয়া সকল দূতে যম প্রবোধিল॥
সেইক্ষণে যজ্ঞমালী নির্ব্বাণ পাইল।
বিষ্ণুর সাযুজ্য মুক্তি সুমালী লভিল॥
সেই পুণ্যফলে সেই গেল স্বর্গবাস।
ধর্ম্ম সনে গঙ্গাপুত্র কন ইতিহাস॥
ভক্তিযুত হয়ে যেই দাস্যভাব করি।
মন্দির মার্জ্জনা করি ভজয়ে শ্রীহরি॥
তাহার পুণ্যের কথা কে কহিতে পারে।
অবহেলে তরে সেই এ ভব সংসারে॥
কহিনু তোমারে এই ধর্ম্মের নন্দন।
পূর্ব্বের কাহিনী এই ব্যাসের বচন॥
একচিত্তে একমনে শুনে যেই জন।
তাহার পুণ্যের কথা না হয় কথন॥
এ ভব-সংসার সুখে তরে অবহেলে।
তাহার পাপের পীড়া নহে কোনকালে॥
নাহিক সংশয় ইথে ব্যাসের বচন।
কাশীদাস কহে ভাবি গোবিন্দ-চরণ॥

বিষ্ণু প্রদক্ষিণ প্রস্তাবে বৃহস্পতি ও ইন্দ্রের সংবাদ।

এতেক শুনিয়া কথা ধর্ম্ম নৃপবর।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন করি যোড়কর॥
প্রদক্ষিণ করে যেই দেব নারায়ণে।
প্রণিপাত আর স্তব করে দৃঢ়মনে॥
তাহার কি পুণ্যফল কহ মহাশয়।
চিত্তের সন্দেহ মম ঘুচাহ নিশ্চয়॥
ভীষ্ম বলিলেন ভাল জিজ্ঞাসা তোমার।
গোবিন্দেরে প্রণাম যে করে অনিবার॥
তাহার পুণ্যের কথা কে কহিতে পারে।
পূর্ব্বের কাহিনী রাজা কহিব তোমারে॥
ব্রহ্মার প্রপৌত্র জীব অঙ্গিরা-কুমার।
দেবের পরম গুরু বিখ্যাত সংসার॥
শক্রের নগরে তার আলয় নির্ম্মাণ।
কাঞ্চনে পূর্ণিত পুর নানা ভোগবান॥
তার মধ্যে দিব্য এক মন্দির সুন্দর।
শিলারূপে তাহে প্রকাশিত দামোদর॥
প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে যে গুরু বৃহস্পতি।
প্রদক্ষিণ করিয়া কৃষ্ণেরে করে স্তুতি॥
এইরূপে নিত্য নিত্য করয়ে স্তবন।
একদিন গেল ইন্দ্র গুরুর ভবন॥
প্রদক্ষিণ করে গুরু দেব জনার্দ্দনে।
দণ্ডবৎ প্রণিপাত করে হৃষ্টমনে॥
চক্রাবর্ত্তে সপ্তবার মন্দির ফিরিয়া।
প্রণাম করেন কৃষ্ণে প্রদক্ষিণ হৈয়া॥
হেনকালে আসি ইন্দ্র গুরুর সাক্ষাৎ।
বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে করি প্রণিপাত॥
নানাবিধ ভক্তি কৃষ্ণে করে মুনিগণ।
স্তুতি পূজা ধ্যান আদি অর্চ্চন বন্দন॥
এ সব ছাড়িয়া তুমি প্রদক্ষিণ করি।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পূজ হরি॥
ইহাতে কি ফল হয় কহিবে আমারে।
এত শুনি বৃহস্পতি কহিল তাহারে॥
সম্যক্ প্রকারে ফল কহিতে না জানি।
অবধানে কহি শুন পূর্ব্বের কাহিনী॥
একদিন গিয়া পিতামহ বিদ্যমানে।
দেখিলাম যোগে বসি আছেন মননে॥
ধ্যান অবশেষে তবে প্রদক্ষিণ হৈয়া।
প্রণিপাত করিলেন শিরে হাত দিয়া॥
দেখিয়া বিস্ময় মম হইল অন্তরে।
ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলাম ব্রহ্মারে॥
কৃপা করি ব্রহ্মা কহিলেন যে আমারে।
সেই কথা শুন ইন্দ্র কহি যে তোমারে॥
পূর্ব্বে সত্যযুগে দ্বিজ সুদেব নামেতে।
দুষ্টাচার পাপবুদ্ধি আছিল জগতে॥
বেশ্যাপরায়ণ লুব্ধ পাপী দুরাচার।
নিরন্তর পরদ্রব্য করে অপহার॥
তার কর্ম্ম দেখি সবে ধিক্কার জন্মিল।
নগর হইতে তারে বাহির করিল॥
মহাবনে প্রবেশিল সেইত ব্রাহ্মণ।
নর্ম্মদার তীরে আসি দিল দরশন॥
তথায় দেখিল তপ করে এক মুনি।
তারে বিড়ম্বনা কৈল তত্ত্ব নাহি জানি॥
গৃধ্র পতঙ্গের পাখা করেতে আছিল।
মুনির জটায় সেই পাখা নিয়োজিল॥
হাস্য-পরিহাস করি অনেক কহিল।
ময়ূরের পুচ্ছ তার শিরে আরোপিল॥
অতি সুশোভন দেখি জটার উপর।
এত দেখি হৈল মুনি সক্রোধ অন্তর॥
না জানি আমারে দুষ্ট কর বিড়ম্বন।
ইহার উচিত শাপ দিব এইক্ষণ॥
গৃধ্র পতঙ্গের পাখা মম শিরে দিলে।
হইয়া গৃধ্রিনীপক্ষী জন্মহ ভূতলে॥
এত শুনি তবে দ্বিজ বলিল বচন।
স্মৃতি ভঙ্গ মোর যেন না হয় কখন॥
এত শুনি দুঃখচিত্ত হৈল তপোধন।
সেইক্ষণে পঞ্চত্ব পাইল সে ব্রাহ্মণ॥
শরীর ত্যজিয়া দ্বিজ গৃধ্ররূপ হৈল।
আবাস করিয়া সেই বনেতে রহিল॥

এইরূপে কত দিন আছয়ে বনেতে।
একদিন ব্যাধ তারে দেখে আচম্বিতে॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ পক্ষীরে মারিল।
অত্যল্প বাজিল বাণ কিছু না হইল॥
উড়িয়া সঘনে পক্ষী যায় পলাইয়া।
পাছে পাছে ব্যাধপুত্র চলিল ধাইয়া॥
কতদূরে গিয়া পক্ষী নির্জ্জীব হইয়ে।
উড়িয়া পড়িল এক দেবালয়ে গিয়ে॥
ধেয়ে গিয়া ব্যাধ সেই পক্ষীরে ধরিল।
প্রদক্ষিণ করি শীঘ্র শরীর ত্যজিল॥
সাতবার প্রদক্ষিণ দেবালয় করি।
পঞ্চত্ব পাইল পক্ষী দিব্যমূর্ত্তি ধরি॥
বিষ্ণুপুরে প্রবেশিল বিমানে চড়িয়ে।
নিজ গৃহে গেল ব্যাধ মরা পক্ষী লয়ে॥
পাইল নির্ম্মলমূর্ত্তি দেব নারায়ণে।
প্রদক্ষিণ-মহিমা কে বর্ণিবারে জানে॥
ব্রহ্মার বচনে আমি মানিনু সংশয়।
সেই হতে প্রদক্ষিণ করি দেবালয়॥
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল বহু স্তোত।
জানাই তোমারে ইন্দ্র পূর্ব্বের ভারতী
ভীষ্ম কন অবধান করহ রাজন।
এত শুনি সবিস্ময় সহস্রলোচন॥
সেই হৈতে হৈল ইন্দ্র প্রদক্ষিণে রত।
কহিনু তোমারে রাজা পুরাণের মত॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
শুনিলে পবিত্র হয় জন্ম নাহি আর॥

সাধুসঙ্গ প্রসঙ্গোপলক্ষে উতঙ্কোপাখ্যান।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
এতেক শুনিয়া তবে ধর্ম্মের তনয়॥
মায়া মোহ তেয়াগিয়া হলেন সুস্থির।
পুনরপি ভীষ্মে জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির॥
কিরূপে এ ঘোর মায়া ত্যজে জ্ঞানিজন
কিরূপে জনম সেই করয়ে খণ্ডন॥
কিরূপেতে সাধুসঙ্গ করে জীবগণ।
সংসারের মায়াজাল করয়ে খণ্ডন॥
সাধুসঙ্গ করি কিবা ভক্তি পায় নর।
ইহার বৃত্তান্ত কহ ওহে কুরুবর॥
ভীষ্ম বলিলেন ভাল জিজ্ঞাস রাজন।
ঈশ্বরের মায়া খণ্ডে আছে কোন্ জন॥
সকলের আত্মা হন এক ভগবান।
কারো শত্রু মিত্র নহে কারো ভিন্ন জ্ঞান॥
মায়ার প্রভাবে সব অখিল মোহয়।
জ্ঞানিজন মায়াজাল জ্ঞানেতে ছেদয়॥
জ্ঞানরূপ ভগবান মায়ার নিধান।
কহিব তাঁহার কথা শুন মতিমান॥
ঈশ্বর মায়ায় বিমোহিত চরাচর।
মায়া অবলম্বি অবস্থিত দামোদর॥
মায়াতে হইয়া বন্দী রহে মূঢ়জন।
মম ঘর মম বাড়ী মম পরিজন॥
এ সব সম্পত্তি মম মম ভ্রাতৃগণ।
এ সব চিন্তিত হয় মায়ার কারণ॥
মায়ার প্রভাবে কাম বাড়ে অতিশয়।
চুরি হিংসা পরিবাদ ক্রোধ লজ্জা ভয়॥
কখন মরিব বলি চিত্তে নাহি করে।
মায়াজালে বদ্ধ হয়ে ভ্রময়ে সংসারে॥
ঈশ্বর-নির্ম্মিত সব না জানে অজ্ঞানে।
আমার আমার করি মরে অকারণে॥
পুত্র মিত্র ভার্য্যা কেহ সঙ্গে সাথী নয়।
মরিলে সম্বন্ধ নাহি কারো সাথে রয়॥
হরিনাম হরিগুণ শ্রবণ কীর্ত্তন।
মায়াতে হইয়া বদ্ধ না করে স্মরণ॥
এইরূপে ঈশ্বরের মায়ার বিধান।
তরিবে ইহাতে যেই হবে মতিমান॥
গৃহধর্ম্মে থাকিয়া করিবে সাধুসঙ্গ।
হরিনাম হরিগুণ কীর্ত্তন প্রসঙ্গ॥
সাধুমুখে কৃষ্ণনাম-অস্ত্র করে ধরি।
মায়াজালের বন্ধন কাট ত্বরা করি॥
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে করে সাধু দরশন।
ঈশ্বরের মায়া তরে সেই মহাজন॥

অজ্ঞানে বা জ্ঞানে করে অমৃত ভোজন।
তথাপি অমর হয় বেদের বচন॥
পূর্ব্ব ইতিহাস কথা কহিব ইহাতে।
সাবধান হয়ে রাজা শুন একচিতে॥
কলিক নামেতে ব্যাধ ছিল শান্তিপুরে।
বহু পাপ দুরাচার করিল সংসারে॥
চুরি হিংসা পরদ্রোহী বেশ্যাপরায়ণ।
পরধনে লোভ লুব্ধ করে অনুক্ষণ॥
গো-ব্রাহ্মণ মিত্র হিংসা করে প্রতিক্ষণ।
তাহার পাপের কথা না হয় কথন॥
অনুক্ষণ পরদ্রব্য অপহার করে।
একদিন গেল ব্যাধ সৌরভিনগরে॥
নগর ভিতর গিয়া পশিল সত্বর।
বিচিত্র কাননে দেখে দিব্য সরোবর॥
তথা গিয়া কলিক হইল উপনীত।
দেবালয় সেই স্থানে দেখে আচম্বিত॥
নানাধাতু বিরচিত বিচিত্র গঠন।
উপরেতে সুশোভন কলসকাঞ্চন॥
দেখিয়া হইল ব্যাধ আনন্দিত মন।
মন্দির নিকটে তবে করিল গমন॥
দেখিল ব্রাহ্মণ এক আছয়ে বসিয়া।
জিজ্ঞাসিল কহ দ্বিজ আছ কি লাগিয়া॥
উতঙ্ক নামেতে দ্বিজ সর্ব্বগুণান্বিত।
বেদশাস্ত্রে বিজ্ঞ সাধু সর্ব্বত্রে বিদিত॥
নানাবিধ অলঙ্কার স্বর্ণ পাত্রাসন।
লিঙ্গরূপী মূর্ত্তি তথা দেব জনার্দ্দন॥
পূজার সামগ্রী নানাবিধ স্বর্ণপাত্রে।
দেখি আনন্দিত ব্যাধ ভাবে নিজ চিত্তে॥
ভাবিলেক নিশিযোগে এই ব্রাহ্মণেরে।
মারিয়া লইয়া যাব দ্রব্য নিজঘরে॥
এতেক ভাবিয়া মনে নিশ্চয় করিল।
মন্দির-সমীপ বনে গোপনে রহিল॥
দিন অবসান নিশা হইল তথাতে।
হাতে খড়্গ নিল ব্যাধ মুনিরে মারিতে॥
বুকে জানু দিয়া তবে ধরে সেইক্ষণ।
খড়্গ ঊর্দ্ধ করি মারিবারে কৈল মন॥
খড়্গ হস্তে দেখি মুনি বলয়ে ব্যাধেরে।
কি হেতু আমারে তুমি চাহ মারিবারে॥
একাকী দেখি যে তোমা নিস্পৃহ লক্ষণ।
তবে কোন্ হেতু বুদ্ধি দেখি কুলক্ষণ॥
অহিংসা পরমধর্ম্ম বেদেতে বাখানে।
সাধু নাহি হিংসা করে অহিংসক জনে॥
কালেতে কুবুদ্ধি যদি ঘটে কদাচিত।
তথাপিহ হিত করে না করে অহিত॥
কালরূপী ভগবান এক সনাতন।
সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি তিনি করেন সৃজন॥
সেই হেতু তোমারে দেখি যে কুলক্ষণ।
বুঝি প্রায় কুবুদ্ধি দিলেন নারায়ণ॥
অখিল পতির মায়া অখিল মোহয়।
ঈশ্বরের মায়াজাল কেহ না বুঝয়॥
মায়াতে করিয়া বদ্ধ যত জীবগণে।
কালরূপী জনার্দ্দন ভ্রমেণ ভুবনে॥
পুত্র মিত্র কলত্র বান্ধব পরিজন।
ভৃত্য আদি জন ধন এ সব কারণ॥
ব্যস্ত হয়ে লোক করে নানা পর্য্যটন।
নানা দুঃখ পেয়ে করে বিত্ত উপার্জ্জন॥
নানা দুঃখ ভোগ পেয়ে পোষে পরিবারে।
মোর ঘর দ্বার বলি অকারণে মরে॥
মরিলে সম্বন্ধ নাহি না বুঝে পামর।
একা হ'য়ে জন্মে জীব যায় একেশ্বর॥
পুত্র মিত্র পরিবার না যায় সঙ্গেতে।
আপনা না ভাবে জীব ঈশ্বর-মায়াতে॥
সাধুসঙ্গ বিবর্জ্জিত লুব্ধক হইয়া।
না জানে ঈশ্বর-মায়া তত্ত্ব না বুঝিয়া॥
সেইত কৃষ্ণের মায়া কি বলিব আর।
ব্রহ্মা ইন্দ্র নাহি বুঝে প্রভাব যাঁহার॥
যাঁহার নামের গুণে হয় অবর্ণিত।
কেবা সে বুঝিবে তত্ত্ব জগতে বিস্তৃত॥
শঙ্কর যাঁহার মায়া-তত্ত্ব নাহি জানে।
মনুষ্য হইয়া কেবা জানিবে কেমনে॥
জ্ঞানরূপী ভগবান ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর।
জ্ঞানে মাত্র জানে জ্ঞানী জ্ঞানের উপর॥

চরণারবিন্দ তাঁর যে করয়ে সার ।
আপনাকে দিয়া প্রভু বশ হন তার ॥
যে জন পদারবিন্দ চিন্তে নিরন্তর ।
দুঃসহ সঙ্কটে তারে রাখেন শ্রীধর ॥
স্মরণে যাঁহার নাম যত পাপ হরে ।
পাপী হয়ে তত পাপ করিতে না পারে
বহু ক্লেশে করে লোক ধন উপার্জ্জন ।
ধন দিয়া পোষেন বান্ধব পরিজন ॥
ঈশ্বরের কর্ম্মে কিছু নাহি করে ব্যয় ।
অধর্ম্মের সঙ্গে অসৎ পাত্রেতে মজয় ॥
পরলোকে কি হইবে চিত্তে নাহি ধরে ।
ঈশ্বরের নাম গুণ স্মরণ না করে ॥
অন্তঃকালে হয় তার নরকে বসতি ।
আপনাকে না জানে দারুণ মোহমতি ॥
দেহমদে মাতিয়া করয়ে অহঙ্কার ।
সাধুজন নিন্দা করে দুষ্ট ব্যবহার ॥
গো-ব্রাহ্মণ হিংসা করে হিংসে সাধুজন ।
অধোগতি হয় তার নরকে গমন ॥
এইরূপে শাস্ত্র-কথা অনেক কহিল
শুনিয়া কলিক মনে বিস্ময় মানিল ॥
সাধু পরশন মাত্র পাপ দূরে গেল ।
করযোড় করি তবে উতঙ্কে কহিল ॥
অপরাধ কৈনু মুনি ক্ষম মহাশয় ।
তোমার পরশে মম পাপ হৈল ক্ষয় ॥
নমো নমঃ তোমার চরণে নমস্কার ।
যাঁহার প্রসাদে তরি এ ভবসংসার ॥
পূর্ব্বজন্মে যত পাপ কৈনু উপার্জ্জন ।
এই জন্মে যত পাপ না হয় গণন ॥
সব দূরে গেল মম তোমার পরশে ।
জন্মিল যে নিত্যানন্দ ভক্তি হৃষীকেশে ॥
তুমি হে পরম গুরু হইলে আমার ।
তোমার প্রসাদে হইলাম ভব পার ॥
নমো নমো নারায়ণ অনাদি নিদান ।
জয় জগন্নাথ রাম পতিতপাবন ॥
সাধু-সমাগম মাত্রে দুর্ব্বুদ্ধি খণ্ডিল ।
তোমার চরণে মেন ভক্তি উপজিল ॥

এইরূপে বহু স্তুতি কৈল নারায়ণে ।
হৃদয়ে ভাবিয়া যুক্তি করিলেন মনে ॥
এ দেহ রাখিয়া আর নাহি প্রয়োজন ।
পুনরপি পাপে যদি ধায় মম মন ॥
ত্রিগুণে জন্মিত দেহ ক্ষণেকে চঞ্চল ।
সে কারণে এ দেহ রাখিয়া নাহি ফল ॥
এতেক ভাবিয়া ব্যাধ নিন্দে আপনাকে ।
ওহে বিধি আমাকে রাখিলে কোন্‌পাকে
আমার সমান নাহি পাপী দুরাচার ।
কেমনে পৃথিবী ভার সহিছে আমার ॥
আমার যতেক পাপ আছে বল কার ।
এইক্ষণে আয়ুক্ষয় হউক আমার ॥
অন্তরে ভাবিতে অগ্নি উঠিল নয়নে ।
অতি শীঘ্র পঞ্চত্ব পাইল সেইখানে ॥
ব্যস্ত হয়ে উতঙ্ক উঠিল সেইক্ষণ ।
বিষ্ণুপাদোদক অঙ্গে করেন সেচন ॥
বিষ্ণুপাদোদক স্পর্শে সাধু-সমাগমে ।
সর্ব্বপাপ দেহ হতে গেল অনুক্রমে ॥
প্রদক্ষিণ করিয়া উতঙ্কে করে স্তুতি ।
দিব্য রথ পাঠাইয়া দেন জগৎপতি ॥
চতুর্ভুজ দিব্য মূর্ত্তি হৈল সেইক্ষণে ।
প্রভু অনুক্রমে গেল বৈকুণ্ঠ-ভুবনে ॥
দেখিয়া উতঙ্ক হৈল সবিস্ময় মতি ।
নানাবিধ প্রকারে শ্রীকৃষ্ণে কৈল স্তুতি ॥
তুষ্ট হয়ে নারায়ণ দেন দরশন ।
বর দিয়া যান কৃষ্ণ আপন ভুবন ॥
কহিনু তোমারে রাজা ধর্ম্মের কুমার ।
ঈশ্বরের মায়া বুঝে শক্তি আছে কার ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার ।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার ॥

ব্যাধের প্রতি উতঙ্ক মুনির উপদেশ ও শ্রীকৃষ্ণের স্তব ।

এতেক শুনিয়া কথা ধর্ম্ম নৃপমণি ।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল করি যোড়পাণি ॥

উতঙ্ক কিরূপে কৃষ্ণে করিল স্তবন।
কোন্ মূর্ত্তি ধরি কৃষ্ণ দেন দরশন॥
কি বর দিলেন কৃষ্ণ তুষ্ট হয়ে তায়।
কহিবে সকল কথা বিশেষি আমায়॥
ভীষ্ম কন অবধান করহ রাজন।
মহামুনি উতঙ্ক বিখ্যাত তপোধন॥
শিশুকাল হৈতে কৃষ্ণে উপাসনা করে।
বেদশাস্ত্রে নিষ্ঠাশালী সর্ব্বগুণ ধরে॥
পাইল পরম গতি শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া
করিল গোবিন্দে স্তুতি প্রণত হইয়া॥
জয় জয় নারায়ণ জগৎ-কারণ।
জয় জগন্নাথ প্রভু ব্রহ্ম-সনাতন॥
নমঃ কূর্ম্ম অবতার মন্দরধারক।
নমো ভৃগুপতি রাম ক্ষত্রকুলান্তক॥
নমো রাম অবতার রাবণ-নাশন।
বলিমদহর নমো নমস্তে বামন॥
নমো ধন্বন্তরি-কায় অমৃতধারক।
নমো যজ্ঞকায় হিরণ্যাক্ষ-বিদারক॥
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন।
নমস্তে নৃসিংহ মহাদৈত্য-বিনাশন॥
নমো রামকৃষ্ণরূপ গোকুল-বিহার।
নমো নমো নমো জয় বুদ্ধ অবতার॥
ভবিষ্যৎ অবতার নমঃ কল্কিরূপ।
নমো হরি অবতার নমো বিশ্বরূপ॥
নমঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ বিশ্বপরায়ণ।
নমো নমো জগৎপতি ব্রহ্ম-সনাতন॥
তুমি ইন্দ্র তুমি যম তুমি পশুপতি।
ত্রিজগৎ-নাথ তুমি ত্রিজগৎপতি॥
তুমি সূর্য্য বরুণ স্বরূপ কলেবর।
কুবের শমন তুমি জগৎ-ঈশ্বর॥
তোমার মায়ায় বদ্ধ সব চরাচর।
ত্রিগুণ ঈশ্বর তুমি প্রকৃতির পর॥
অনন্ত তোমার রূপ গুণ জাতিহীন।
গুণেতে বর্জ্জিত তুমি গুণেতে প্রবীণ॥
জ্ঞানের স্বরূপ তুমি তুমি মায়াধর।
নির্ম্মায়ী নির্ম্মোহ তুমি মায়ার ঈশ্বর॥
তোমা বিনা আর কিছু নাহিক সংসারে।
আত্মারূপে সর্ব্বভূতে করহ বিহারে॥
অন্তরীক্ষ নাভি তব পাতাল চরণ।
আকাশ মস্তক তব অরুণলোচন॥
দশদিক্ শ্রোত্র তব শশী বামেক্ষণ।
তোমার শরীরে ব্যাপ্ত চরাচরগণ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শার্ঙ্গ আদি ধারী।
নানা অলঙ্কারে তনু ভূষিত মুরারি॥
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন।
বনমালা বিভূষিত গরুড়বাহন॥
ত্রিভঙ্গ ললিত রূপ বেশ মনোহর।
নবদল বিকশিত শ্যাম কলেবর॥
দেখিয়া উতঙ্ক মুনি হইল ব্যাকুল।
আনন্দ-অশ্রুতে ভাসে অঙ্গের দুকূল॥
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল ভূমিতলে।
দেখিয়া উতঙ্কে কৃষ্ণ করিলেন কোলে॥
আলিঙ্গন দিয়া মিষ্ট কহেন বচন।
তব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হৌক তপোধন॥
একান্ত ভকতি করি আমারে যে ভজে।
অনুক্ষণ থাকি তার হৃদয়ের মাঝে॥
মনোমত যেই মাগে দেই আমি তারে।
সে কারণে শুন দ্বিজ কহি যে তোমারে॥
যেই বর ইচ্ছা তব মাগ মম স্থানে।
অদেয় হইলে তবু দিব এইক্ষণে॥
এত শুনি কহে দ্বিজ করি যোড়পাণি।
অবধানে নিবেদন শুন চক্রপাণি॥
নিষ্কাম ভকত আমি বরে নাহি কাজ।
যদি বর দিবে তবে দেহ দেবরাজ॥
কর্ম্মদোষে জন্ম মম যথা তথা হয়।
একান্ত ভকতি যেন তব পদে রয়॥
কীটজন্ম হয় কিম্বা মনুষ্য কিন্নরে।
গন্ধর্ব্ব চারণ আদি যত চরাচরে॥
পর্ব্বত স্থাবর আদি ভূত প্রেতগণ।
যথা তথা জন্ম হয় অদৃষ্ট কারণ॥
তোমাতে নিতান্ত ভক্তি যেন মম রয়।
এই বর আজ্ঞা মোরে কর কৃপাময়॥

অকারণে কর মোরে মায়াতে মোহিত।
নির্ম্মায়ী হই যে আমি মায়া বিবর্জ্জিত॥
তোমার মায়াতে বদ্ধ সব চরাচর।
কেবল বর্জ্জিত মায়া তোমার কিঙ্কর॥
ঈশ্বরের মায়া-তত্ত্ব কি বুঝিতে পারি।
মায়াবিবর্জ্জিত বর দেহ শ্রীমুরারি॥
এত বলি সাষ্টাঙ্গেতে করে প্রণিপাত।
দিলেন তাহারে ভক্তি জ্ঞান জগন্নাথ॥
পুনরপি উতঙ্কে বলেন শ্রীনিবাস।
সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে পূরিবেক আশ॥
নর-নারায়ণ স্থানে করহ গমন।
তপোযোগ সাধি কর মম আরাধন॥
নর-নারায়ণ স্থানে লহ উপদেশ।
একান্ত আমাতে ভক্তি করহ বিশেষ॥
অন্তেতে আমারে তুমি পাইবে নিশ্চয়।
এত বলি স্বস্থানে গেলেন কৃপাময়॥
অতঃপর চলে মুনি করিয়া প্রণাম।
নর-নারায়ণ যথা বদরিকাশ্রম॥
তত্ত্ব উপদেশ লয়ে ভজিল শ্রীহরি।
অন্তঃকালে তনু ত্যজি গেল বিষ্ণুপুরী॥
কহিলাম তোমারে যে পুরাণ কথন।
ঈশ্বর-নির্ণয়-তত্ত্ব জানে কোন্ জন॥
আকাশের তারা যদি পারি যে গণিতে।
ঈশ্বরের তত্ত্ব তবু না পারি কহিতে॥
করেন করান তিনি আপনি ঈশ্বর।
অশ্ব বৃত্তি অন্যে দিয়া হরে দামোদর॥
অন্য হাতে অন্য জনে সংহারেন হরি।
তাঁহার প্রপঞ্চ মায়া বুঝিতে না পারি॥
কহিতে না জানে তত্ত্ব এ তিন ভুবনে।
শোক ত্যাগ কর রাজা কৃষ্ণে স্মর মনে॥
পিতা মাতা পুত্র বন্ধু কেহ কার নয়।
মরিলে সম্বন্ধ নাহি শুন মহাশয়॥
একা হয়ে আসে জীব একা যায় চলে।
আমার আমার বলি মরয়ে বিফলে॥
সে কারণে কহি শুন ধর্ম্মের নন্দন।
চিত্তে কৃষ্ণ রাখি শোক কর নিবারণ॥

এত বলি গঙ্গাপুত্র নিঃশব্দ হইল।
ধ্যানযোগে কৃষ্ণে মনে ধরিয়া রহিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ভীষ্ম কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

সূত বলে অবধান কর মুনিবর।
এতেক শুনিয়া পরীক্ষিতের কোঙর॥
যোগমার্গ-কথা শুনি সানন্দ-হৃদয়।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয়॥
সে যোগমার্গের কথা ভীষ্মমুখে শুনি।
কোন্ কর্ম্ম করিলেন ধর্ম্ম নৃপমণি॥
কিরূপে করেন ভীষ্ম স্বর্গে আরোহণ।
শুনিবার ইচ্ছা হয় ইহার কথন॥
মুনি বলে অবধান কর নরপতি।
তদন্তরে গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম মহামতি॥
যোগমার্গ ইতিহাস পুরাণের সার।
কহিলেন ধর্ম্মেরে করিয়া সুবিস্তার॥
পুনশ্চ বলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
রাজা হয়ে রাজ্য কর হস্তিনাভুবন॥
মহাযজ্ঞ করি ভজ হরি দয়াময়।
জ্ঞাতিবধ-পাপ আদি সব হবে ক্ষয়॥
মাঘমাসে সীতাষ্টমী আজি শুভ দিনে।
শরীর ছাড়িব আমি ভজি নারায়ণে॥
শুন কৃষ্ণ তব হস্তে করি সমর্পণ।
পঞ্চ ভাই দ্রৌপদীরে করিবে পালন॥
ইন্দ্রের ভবনে আমি করিব প্রস্থান।
এত বলি নিঃশব্দ হইল মতিমান॥
নিগূঢ় করিয়া ধ্যানযোগ চিত্তে ধরি।
করেন কৃষ্ণের স্তব ভীষ্ম ভক্তি করি॥
নমো নমো নারায়ণ ব্রহ্ম সনাতন।
সংসারের হেতু রূপ দেব নারায়ণ॥
তুমি আদি তুমি মধ্য তুমি অন্তরূপ।
সকল জগৎ এই তব লোমকূপ॥
নমো নমঃ আদি অবতার মৎস্যকায়।
নমঃ নরসিংহ হিরণ্যাক্ষ বিদারয়॥

নমো কূর্ম্ম অবতার নমস্তে বামন।
নমো ভৃগুপতি ক্ষত্রকুল-বিনাশন॥
নমো রাম অবতার রাবণনাশক।
নমো রাম অবতার রেবতীনায়ক॥
নমঃ কৃষ্ণ অবতার গোকুল-বিহার।
নমো নমঃ সঙ্কর্ষণ দিব্য অবতার॥
নমঃ কল্কি অবতার ম্লেচ্ছ-বিনাশন।
নমো নমো জয় জয় আদি নারায়ণ॥
তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি দিবাকর।
আকাশ পাতাল তুমি দীর্ঘ কলেবর॥
আত্মারূপে চরাচর জীবে তব স্থিতি।
তব তত্ত্ব জানিবারে কাহার শকতি॥
এ ভব সংসারে পার কর নারায়ণ।
এত স্তুতি করি ভীষ্ম ধ্যানে দেন মন॥

—

ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ।

ধ্যানযোগে সাক্ষাতে দেখেন নারায়ণ।
নবজলধর তনু অরুণ-লোচন॥
পীতবাস পরিধান বনমালাধারী।
নানা অলঙ্কারে রূপ ভূষিত মুরারি॥
চারু চতুর্ভুজ রূপ মোহন মূরতি।
দেখি ভীষ্ম মনে মনে করিলেন স্তুতি॥
সাক্ষাতে পদারবিন্দ দেখিয়া নয়নে।
শরীর ত্যজেন ভীষ্ম দেখে দেবগণে॥
জয় জয় শব্দ হৈল ইন্দ্রের নগরে।
পুষ্পবৃষ্টি কৈল দেব ভীষ্মের উপরে॥
দিব্যরথ পাঠাইয়া দিল সুরপতি।
পবনের গতি রথ মাতলি সারথি॥
রথেতে তুলিয়া স্বর্গে করিল গমন।
বন্ধুগণ সহ গিয়া হইল মিলন॥
চিরদিনে বন্ধুগনে হইল দর্শন।
সম্ভ্রম খণ্ডিল পূর্ব্ব-জন্মের কথন॥
মুনি বলে অবধান কর জন্মেজয়।
স্বর্গেতে চলিল ভীষ্ম গঙ্গার তনয়॥
মাঘমাস শুক্লাষ্টমী তিথি শুভদিনে।
ত্যজিলেন ভীষ্ম তনু চিন্তি নারায়ণে॥

শরীর ছাড়েন ভীষ্ম দেখি যুধিষ্ঠির।
রোদন করেন ভূমে লোটায়ে শরীর॥
ভীমার্জ্জুন সহ কান্দে মাদ্রীর নন্দন।
অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্নাদি যত বন্ধুগণ॥
দ্বিজ ক্ষত্র আদি যত নগরের প্রজা।
রণ অবশেষে আর যত ছিল রাজা॥
ভীষ্মের মরণে সবে অনেক কান্দিল।
প্রলয়ের কালে যেন সিন্ধু উথলিল॥
যুধিষ্ঠির আদি যত পাণ্ডুর কুমার।
হাহা ভীষ্ম বলি কান্দে করি হাহাকার॥
কোথা গেলে পিতামহ ছাড়িয়া আমারে।
তোমার বিচ্ছেদে আত্মা ধরি কি প্রকারে॥
দুর্য্যোধন পাতক করিল অকারণ।
তাহার কারণে হৈল তোমার নিধন॥
আপনি মরিল দুষ্ট জ্ঞাতি বিনাশিল।
শোকসিন্ধু মধ্যেতে আমারে ডুবাইল॥
এত বলি কান্দে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
তথা আসিলেন ব্যাস জানি সমাচার॥
ব্যাসে দেখি সম্ভ্রমে উঠিয়া পঞ্চজন।
সকলে করেন তাঁর চরণ বন্দন॥
ধূলাতে ধূসর তনু নেত্রে ঝরে বারি।
সান্ত্বনা করেন ব্যাস সবারে নিবারি॥
নিষ্ফল তোমরা সব করহ ক্রন্দন।
কত না বুঝান ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন॥
যোগমার্গ ইতিহাস পুরাণের সার।
তবু ভ্রম না ঘুচিল তোমা সবাকার॥
ভ্রম দূর কর রাজা তত্ত্বে দেহ মন।
অকারণে কর শোক ভীষ্মের কারণ॥
পুণ্য-আত্মা ভীষ্মবীর বসু-অবতার।
শাপে ভ্রষ্ট হয়ে কুরুবংশে জন্ম তাঁর॥
শাপে মুক্ত হয়ে ভীষ্ম গেলেন স্বস্থানে।
তাঁর হেতু শোক রাজা কর অকারণে॥
দুর্য্যোধন আদি যত কৌরব আছিল।
ব্রহ্মার আজ্ঞায় কুরুবংশে জনমিল॥
ব্রহ্মার মানস পূর্ণ পৃথিবীর হিতে।
হত হৈল যত ক্ষত্র ভারত-যুদ্ধেতে॥

ব্রহ্মার কথায় কৃষ্ণ হয়ে অবতার।
পৃথিবীর ভার সব করেন সংহার ॥
কিছুমাত্র অবশেষ আছে বিষ্ণু অংশ।
অল্পদিনে কৃষ্ণ তাহা করিবেন ধ্বংস ॥
ততদিন রাজ্যভোগ কর নৃপমণি।
শোক ত্যাগ কর রাজা শুন মম বাণী ॥
যদি বা সংশয়চিত্ত আছয়ে তোমার।
উপদেশ কহি রাজা শুন সারোদ্ধার ॥
অগ্নিসংস্কার করহ গঙ্গার নন্দনে।
অদাহন পৃথিবী দেখহ যেই খানে ॥
আপোড়া পৃথিবী যদি তুমি কোথা পাহ
আমার বচন তুমি নিশ্চয় জানিহ ॥
কত কত রাজা জনমিল এ সংসারে।
কেহ নাহি সবে গেল শমনের দ্বারে ॥
চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে পৃথিবীতে
আপোড়া কোথাও নাহি কহিনু তোমাতে
এত বলি স্বস্থানে গেলেন ব্যাস মুনি।
বিস্ময় মানেন রাজা ব্যাসবাক্য শুনি ॥
অর্জ্জুনেরে করিলেন আদেশ রাজন।
শীঘ্র কপিধ্বজে তুমি কর আরোহণ ॥
পৃথিবী বুঝিতে চাহি ব্যাসের বচনে।
ভ্রমিয়া দেখহ সব এ চৌদ্দ ভুবনে ॥
অদাহন পৃথিবী আছয়ে যেইখানে।
তথা লয়ে দাহ কর গঙ্গার নন্দনে ॥
জানিয়া আইস ভাই অতি শীঘ্রতর।
এত শুনি ধনঞ্জয় চলেন সত্বর ॥
কপিধ্বজ রথে আরোহিয়া সেইক্ষণে।
অগ্রে উপনীত হৈল ইন্দ্রের ভুবনে ॥
কোনখানে স্বর্গেতে নাহিক অদাহন।
একে একে বিচরেন ইন্দ্রের নন্দন ॥
সপ্তস্বর্গে পুনরপি করেন ভ্রমণ।
পাতালে গেলেন তবে ইন্দ্রের নন্দন ॥
সপ্তপাতালেতে সব দেখেন বিচরি।
অদাহন পাতালেতে কোথাও না হেরি ॥
অনন্তর মর্ত্ত্যে আসিলেন ধনঞ্জয়।
সপ্তদ্বীপ বিচরিয়া করেন নির্ণয় ॥
অদাহন পৃথিবী না দেখি কোনখানে।
সবিস্ময় হয়ে আসি কহেন রাজনে ॥
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র মানেন বিস্ময়।
ব্যাসের বচনে পূর্ব্ব ভ্রম দূর হয় ॥
শোক ত্যাগ করি রাজা কার্য্যে দেন মন।
ভীমার্জ্জুনে আজ্ঞা তবে করেন রাজন ॥
নানা কাষ্ঠ চন্দনাদি আনহ সত্বরে।
এক লক্ষ ঘৃতকুম্ভ সম্ভার বিস্তরে ॥
কুরুক্ষেত্র মধ্যে শীঘ্র করহ সঞ্চয়।
চতুর্দ্দোলে করি আন গঙ্গার তনয় ॥
আজ্ঞামাত্রে ধনঞ্জয় মাদ্রীর কুমার।
অগনিসংস্কার দ্রব্য আনেন সত্বর ॥
শত শত ঘৃতকুম্ভ কাষ্ঠ রাশি রাশি।
আনিল ক্ষত্রিয়গণ পৃথিবী-নিবাসী ॥
চতুর্দ্দোলে তুলি নিল ভীষ্মের শরীর।
বিধিমতে অগ্নি দেন রাজা যুধিষ্ঠির ॥
ভীষ্মের শরীর দহি ভাই পঞ্চজন।
গঙ্গাতে নামিয়া তবে করেন তর্পণ ॥
শ্রাদ্ধ শান্তি করিলেন ক্ষত্রিয়-বিধানে।
নানা রত্ন অলঙ্কার দিলেন ব্রাহ্মণে ॥
অন্নদান ভূমিদান অনেক করিল।
লিখনে না যায় যত দরিদ্রে তুষিল ॥
অতুল দক্ষিণা দিয়া তুষিল ব্রাহ্মণে।
শোকচিত্তে রহে রাজা হাস্তনাভুবনে ॥
ভীষ্মের ভাবনা বিনা অন্য নাহি মনে।
অন্ন জল নাহি রুচে দুঃখিত রাজনে ॥
মুনি বলে জন্মেজয় কর অবধান।
এতদূরে শান্তিপর্ব্ব হৈল সমাধান ॥

শান্তিপর্ব্ব সমাপ্ত ।

সচিত্র অষ্টাদশপর্ব্ব

মহাভারত

অশ্বমেধপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

যুধিষ্ঠিরের উদ্বেগ ও ব্যাসের উপদেশ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ তপোধন।
কি কি কর্ম্ম করিলেন পিতামহগণ ॥
মুনি বলিলেন শুন শ্রীজনমেজয়।
রাজ্যে রাজা হইলেন ধর্ম্মের তনয় ॥
কিন্তু উপরোধে রাজ্য লয়ে যুধিষ্ঠির।
প্রজাগণে পালন করেন ধর্ম্মবীর ॥
রামের পালনে যেন অযোধ্যার প্রজা।
সেইমত প্রজার পালক মহাতেজা ॥
রাজ্যভোগ যুধিষ্ঠির না চাহেন মনে।
সদাই থাকেন ধর্ম্ম বিরস বদনে ॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল সুমতি।
লইয়া করেন যুক্তি ধর্ম্ম নরপতি ॥
শুন ভাইগণ সবে আমার বচন।
স্থির নহে চিত্ত মম কিসের কারণ ॥
রাজ্যধন দেখি মোর মনে নাহি প্রীতি।
সতত চঞ্চল চিত্ত সদা হয় ভীতি ॥
কি বুদ্ধি করিব আমি জিজ্ঞাসিব কায়।
সর্ব্বদা ব্যাকুল চিত্ত না দেখি উপায় ॥
না হেরিয়া নয়নে আমার কালচাঁদে।
চঞ্চল চকোর চিত্ত প্রাণ সদা কাঁদে ॥
দ্বারকানগরে তিনি গেলেন সম্প্রতি।
কে আর করিবে দয়া পাণ্ডবের প্রতি ॥
অতএব উঠে চিত্তে অনেক জঞ্জাল।
সর্ব্বশূন্য দেখি আমি না হেরি গোপাল ॥
অর্জ্জুন বলেন চিন্তা না কর রাজন।
আসিবেন কৃষ্ণ তুমি করিলে স্মরণ ॥
যুধিষ্ঠির স্থির হইলেন সেই বোলে।
ব্যাসদেব তথা আইলেন হেনকালে ॥
তাঁরে দেখি উঠিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁর বন্দেন চরণ ॥
আশীর্ব্বাদ কৈল মুনি রাজা যুধিষ্ঠিরে।
জানিয়া সকল তত্ত্ব জিজ্ঞাসেন তাঁরে ॥
কহ রাজা কি কারণে বিরস বদন।
তোমারে দেখিয়া কেন বিচলিত মন ॥
অকৌরবা পৃথিবী করিলে বাহুবলে।
তোমা সম রাজা নাহি এ মহীমণ্ডলে ॥
অনুজ অর্জ্জুন তব ভীম মহাবলী।
আর তাহে সহায় আপনি বনমালী ॥
তোমা বিষাদিত দেখি মোর দুঃখ মন।
কহ দেখি মনস্তাপ কিসের কারণ ॥
এত যদি কহিলেন ব্যাস তপোধন।
বিনয়ে কহেন তবে ধর্ম্মের নন্দন ॥
শুন মুনি না করিহ আমার প্রশংসা।
বড়ই নিন্দিত আমি মন্দ মম দশা ॥
লোভের কারণে ধর্ম্মপথ পরিহরি।
করিনু অন্যায় যত কহিতে না পারি ॥
পিতামহ ভীষ্মেরে করিলাম সংহার।
আমার সমান কেবা পাপী আছে আর ॥
শিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্য্য হয়েন ব্রাহ্মণ।
নাশ করিলাম তাঁরে শুন তপোধন ॥

সহোদর কর্ণবীরে অর্পিনু শমনে।
বধিলাম শত ভাই সহ দুর্য্যোধনে॥
আর যত সুহৃদ বান্ধবগণ ছিল।
রাজ্যলোভে আমা হৈতে যমদ্বারে গেল॥
অভিমন্যু দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রগণ।
রাজ্য হেতু নাশিলাম শুন তপোধন॥
এমন নিন্দিত কর্ম্ম কেহ নাহি করে।
না বুঝি আপনি কেন প্রশংস আমারে॥
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
শুনিলাম আমি যত তোমার কথন॥
জ্ঞাতি গুরু ভ্রাতৃ বন্ধু মারিয়াছ তুমি।
কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম শুন নৃপমণি॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর শূদ্রজাতি।
এ সব ব্রহ্মার দেহে হইল উৎপত্তি॥
যথাযোগ্য ধর্ম্মে নিয়োজিল চারিজনে।
সংগ্রাম ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম লিখিত পুরাণে॥
তুমি বল নিন্দা কর্ম্ম করিলাম আমি।
কিন্তু ইহা স্মরণেতে মুক্ত হয় প্রাণী॥
যুধিষ্ঠির পুনঃ কহে ওহে মতিমান।
শুন শুন ক্ষত্রধর্ম্ম কহিলে প্রমাণ॥
জ্ঞাতিবধ-পাপে মম কান্দিতেছে প্রাণ।
কি করিব কহ মুনি ইহার বিধান॥
কি কর্ম্ম করিলে পাপ যাইবেক দূরে।
অনুকূল হয়ে মুনি কহিবে আমারে॥
ব্যাস বলিলেন রাজা দুঃখ ভাব কেনে।
ক্ষত্রিয় প্রধান ধর্ম্ম বিদিত পুরাণে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন মহাশয়।
পুণ্যকর্ম্ম ব্যতিরেকে পাপ নাহি ক্ষয়॥
জ্ঞাতিবধে পাপভয় মম নিরন্তর।
কি উপায় করি বল ওহে মুনিবর॥
তবে ব্যাস কহিলেন শুনহ রাজন।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ কর ধর্ম্মের নন্দন॥
অশ্বমেধ-যজ্ঞে হয় পাপের বিনাশ।
মন দিয়া শুন রাজা কহি ইতিহাস॥
মহাবীর ছিল জমদগ্নির কুমার।
নিঃক্ষত্রা করিল ক্ষিতি তিন সপ্তবার॥
পিতার আজ্ঞায় তেঁহ বধিল জননী।
বনপর্ব্বে সেই কথা শুনিয়াছ তুমি॥
অশ্বমেধ-যজ্ঞে তাঁর পাপ গেল দূরে।
এ সব শাস্ত্রের কথা কহি যে তোমারে॥
ত্রেতাযুগে প্রভু হইলেন অবতার।
আপনি শ্রীরাম দশরথের কুমার॥
পালিতে পিতার সত্য চলিলেন বনে।
বনে ভ্রমিলেন সীতা লক্ষ্মণের সনে॥
আদ্যোপান্ত রামায়ণ শুনিয়াছ তুমি।
অশ্বমেধ করিলেন শ্রীরাম আপনি॥
আর অশ্বমেধ করিলেন পুরন্দর।
ব্রহ্মবধ-পাপে মুক্ত তাঁর কলেবর॥
তুমিও করহ রাজা অশ্বমেধ-ক্রতু।
জ্ঞাতিবধ-মহাপাপ এড়াবার হেতু॥
এত যদি কহিলেন ব্যাস তপোধন।
যোড়হস্তে বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
অশ্বমেধে পাপদূর কহিলা আপনি।
যজ্ঞ কৈল যতজন শুনিলাম আমি॥
তাঁ'সবার সম নহে আমার ক্ষমতা।
শুন মহামুনি ইহা না হয় সর্ব্বথা॥
নির্ধন নৃপতি আমি নাহি এত ধন।
কিমতে হইবে মুনি যজ্ঞ সমাপন॥
দুর্য্যোধন-বিবাদেতে অর্থ হৈল ক্ষয়।
কিমতে হইবে যজ্ঞ মুনি মহাশয়॥
অশ্বমেধ হবে হেন না দেখি উপায়।
বিবরিয়া মহামুনি কহিবা আমায়॥
ফলহীন বৃক্ষ যেন ত্যজে পক্ষিগণ।
অর্থহীন পুরুষেরে ছাড়ে সর্ব্বজন॥
ধনহীন পুরুষের ধর্ম্ম নাহি হয়।
ধন হৈতে ধর্ম্ম হয় মুনিগণ কয়॥
হেন ধন নাহি মম কিসে হবে যজ্ঞ।
কিমতে তরিব পাপে কহ মহাবিজ্ঞ॥
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন
কার্য্য কর্ম্মে বদ্ধ হৈলে ধনে প্রয়োজন॥
তবে ধনে ধর্ম্ম হয় ইথে নাহি আন।
শুন রাজা কহি আমি ধনের সন্ধান॥

মরুত্ত নামেতে এক ছিল নরবর।
তাঁর যজ্ঞকথা কহি তোমার গোচর॥
অশ্বমেধ করিল মরুত্ত নরপতি।
অদ্যাপি তাঁহার যশ ঘোষে বসুমতী॥
বিংশতি সহস্র দ্বিজে যজ্ঞেতে বরিল।
সুবর্ণ আসনে সব দ্বিজে বসাইল॥
স্বর্ণবাটি স্বর্ণথালা স্বর্ণময় ঝারি।
কাঞ্চনে নির্ম্মিত পাত্রে অন্ন জল পূরি॥
হেনমতে মরুত্ত ব্রাহ্মণ সেবা করে।
প্রত্যহ নূতন পাত্র দিল দ্বিজবরে॥
হেনমতে যজ্ঞ কৈল শতেক বৎসর।
মরুত্ত সমান ধনী নাহি নৃপবর॥
বহু ধন লইতে না পারি দ্বিজগণ।
হিমালয় পর্ব্বতে রাখিল সব ধন॥
তথা হৈতে সেই ধন আনহ সত্বর।
অশ্বমেধ হইবেক শুন নৃপবর॥
ব্যাসের বচন শুনি ধর্ম্মের নন্দন।
যোড়হস্ত করিয়া করেন নিবেদন॥
শুন মহাশয় আমি যজ্ঞ না করিব।
সে ধন ব্রহ্মস্ব আমি কেমনে আনিব॥
পাপ বিনাশিতে চাহি যজ্ঞ করিবারে।
আনিতে বিপ্রের ধন কহ কি প্রকারে॥
শুন মহামতি মম যজ্ঞে নাহি কাজ।
শুনিলে হাসিবে সব নৃপতি সমাজ॥
ব্রহ্মস্বেতে বংশনাশ নাহি পরিত্রাণ।
কিমতে সে দ্রব্য আমি করিব গ্রহণ॥
হাসিয়া বলেন ব্যাস শুনহ রাজন।
দোষ নাহি নৃপতি আনিতে সেই ধন॥
সে ধন ব্রাহ্মণগণ করিলেন ত্যাগ।
ইথে দোষ না পরশে শুন মহাভাগ॥
ভয় না করিহ তুমি ধর্ম্মের তনয়।
অগ্নি জল পৃথিবী এ ধন কার নয়॥
শত শত রাজা পূর্ব্বে পৃথিবীতে ছিল।
তদন্তরে কত শত আরো রাজা হৈল॥
বাহুবলে পৃথিবীর করিল পালন।
নানা যজ্ঞ করিলেক পেয়ে নানা ধন॥
সেই ধন জল অগ্নি হ্রাস নাহি হয়।
ইথে কেন ভয় কর ধর্ম্মের তনয়॥
পূর্ব্বেতে দেবতাসুর ছিল দুই ভাই।
এ ধন ধরণী যত অসুরেতে পাই॥
তবে দেব অসুরে মারিয়া বাহুবলে।
এই ধন নিতে আজ্ঞা কৈল কুতূহলে॥
এই ধনে যজ্ঞ দান করে বহুতর।
তবে সূর্য্যবংশে হৈল এক নরবর॥
সাবর্ণি নামেতে হৈল সূর্য্যের নন্দন।
পৃথিবী পাইল রাজা তপের কারণ॥
বশ করি বসুমতী পালিলেক প্রজা।
হেনমতে সূর্য্যবংশে হৈল কত রাজা॥
তা'সবার দান যজ্ঞ বিদিত সংসারে।
এ সব তপের তেজ জানাই তোমারে॥
হরিশ্চন্দ্র মহারাজ খ্যাত ত্রিভুবনে।
সকল পৃথিবী দান করিল ব্রাহ্মণে॥
ব্রহ্মস্ব হইল তবে সেই বসুমতী।
তবে কেন হৈল ইথে ক্ষত্র নরপতি॥
ব্রহ্মস্ব বলিয়া তাঁর ভয় নাহি ছিল।
ইহার কারণে কেবা রাজ্য না করিল॥
তবে বিরোচন-সুত বলি হৈল রাজা।
ব্রাহ্মণেরে সপ্তদ্বীপ দিয়া কৈল পূজা॥
আপনি পাতালে গেল না পাইয়া স্থান।
তুষ্ট দেখি তারে বিড়ম্বিল ভগবান॥
তবে যমদগ্নিসুত ভৃগুবংশপতি।
শুনেছ তাঁহার কথা ধর্ম্ম নরপতি॥
পৃথিবী জিনিয়া তিনি আনন্দিত মনে।
পৃথিবী দিলেন দান মরীচি-নন্দনে॥
কশ্যপ পাইল তবে সব বসুমতী।
আপন নন্দনে দিল করিয়া পীরিতি॥
ধন ধরা অগ্নি জল ইহা কারো নয়।
শুন যুধিষ্ঠির রাজা শাস্ত্রে হেন কয়॥
পৃথিবী পালিয়া তার হয় নানা ধন।
ভয় না করিহ তুমি ধর্ম্মের নন্দন॥
সে ধন আনিয়া রাজা যজ্ঞ কর সুখে।
ইথে দোষ নাহি আমি কহিনু তোমাকে॥

আনন্দ পাইল রাজা ব্যাসের বচনে।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন আনন্দিত মনে॥
হইল ধনের তত্ত্ব শুন মহামুনি।
যজ্ঞহেতু অশ্ববর কোথা পাব শুনি॥
মুনি কন অশ্ব আছে যুবনাশ্বপুরে।
আনিতে করহ যত্ন সেই অশ্ববরে॥
যজ্ঞহেতু অশ্ব পালিতেছে নরপতি।
শতকোটি সেনা আছে তাঁহার সংহতি॥
যতনে পালয়ে অশ্ব যজ্ঞ নাহি করে।
সেই ঘোড়া আন রাজা জানাই তোমারে॥
পরাজিয়া যুবনাশ্বে হয় আন তুমি।
তবে যজ্ঞ সিদ্ধ হবে কহিলাম আমি॥
যুধিষ্ঠির বলে মুনি শুন দিয়া মন।
হয় হেতু হবে সে রাজার সঙ্গে রণ॥
কে আর করিবে যুদ্ধ নৃপতির সাথে।
মহারাজ যুবনাশ্ব খ্যাত পৃথিবীতে॥
ব্যাস বলিলেন রাজা চিন্তা কর কেনে।
হয় আনিবারে আজ্ঞা কর ভীমসেনে॥
ভীম হৈতে হবে তোমা সিদ্ধ প্রয়োজন
ভীম আনিবেক ঘোড়া করিয়া যতন॥
আমি জানি ভীমের অসাধ্য নহে কর্ম্ম।
হয় হেতু চিন্তা না করিহ তুমি ধর্ম্ম॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কর অবধান।
বড় দুঃখী আছে ভীম করিয়া সংগ্রাম॥
জর্জ্জর ভীমের দেহ কৌরবের বাণে।
তুরঙ্গ আনিতে তারে কহিব কেমনে॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ দুই বালক।
বিশেষ বাপের শোকে দহিছে পাবক॥
কিমতে বলিব তারে তুরঙ্গ আনিতে।
শুন মুনিবর বড় ভয় পাই চিতে॥
এত যদি বলিলেন ধর্ম্ম নৃপবর।
তাহা শুনি আনন্দিত বীর বৃকোদর॥
ভীম বলে মহারাজ করহ শ্রবণ।
তুরঙ্গ আনিতে কহিলেন তপোধন॥
আনিব তুরঙ্গ আমি এ নহে আশ্চর্য্য।
পরাজিব যুবনাশ্বে কত বড় কার্য্য॥
ধন আনিবারে তুমি পাঠাও অর্জ্জুনে।
আমি আনি গিয়া অশ্ব জিনিয়া রাজনে॥
একেশ্বর যাব আমি ভদ্রাবতীপুরে।
আনিব যজ্ঞের অশ্ব জিনিয়া রাজারে॥
কহিলেন যুধিষ্ঠির ভীমের বচনে।
একাকী দুর্গমে তুমি যাইবে কেমনে॥
বৃষকেতু-মুখপানে চান যুধিষ্ঠির।
রাজার ইঙ্গিতে তার পুলক-শরীর॥
যোড়হাতে কহে বীর ধর্ম্মের গোচরে।
ভীম সঙ্গে যাব আমি আজ্ঞা দেহ মোরে॥
ধাত্তর বলিলেন শুন প্রিয়ত্তর।
আছিল তোমার পিতা এক ধনুর্দ্ধর॥
অর্জ্জুন বধিল তারে করিয়া বিক্রম।
তার বধে আমি পাইয়াছি মনোভ্রম॥
পরিচয় নাহি ছিল কর্ণের সংহতি।
সবাই বলিল তারে রাধার সন্ততি॥
সূতপুত্র বলি তারে বলে সর্ব্বজনে।
না জানিয়া সহোদরে বধিলাম রণে॥
বিনাশিল কর্ণবীরে অর্জ্জুন দুর্জ্জয়।
চাহিতে তোমার মুখ মনে পাই ভয়॥
বৃষকেতু বলে শুন পাণ্ডব-ঈশ্বর।
ক্ষত্রিয় প্রধান ধর্ম্ম করিতে সমর॥
তাহে মৃত্যু হলে হয় স্বর্গেতে বসতি।
বিষাদ নাহিক তাহে শুন নরপতি॥
বিপক্ষ হইল পিতা ত্যজি সহোদর।
কৌরব সহিত কৈল মন্ত্রণা বিস্তর॥
দ্রৌপদীরে উপহাসি হিংসিল তোমারে।
সেই পাপে মম পিতা গেল যমঘরে॥
তার অনুতাপ কর কিসের কারণে।
সে সকল কথা মম কিছু নাহি মনে॥
আজ্ঞা দেহ যাই আমি খুড়ার সংহতি।
আনিব যজ্ঞের ঘোড়া শুন নরপতি॥
বৃষকেতু-বাক্যে যুধিষ্ঠির হরষিত।
আজ্ঞা দেন ভীম সঙ্গে যাইতে ত্বরিত॥
বৃষকেতু-কথা শুনি ভীম হরষিত।
আলিঙ্গন দিল তারে মনে পেয়ে প্রীত॥

তবে ঘটোৎকচ-সুত মেঘবর্ণ নাম।
যুধিষ্ঠির-অগ্রে কহে করিয়া প্রণাম॥
যদি আজ্ঞা কর তুমি ধর্ম্ম নরপতি।
পিতামহ সঙ্গে যাব পুরী ভদ্রাবতী॥
আনিব তুরঙ্গে আমি শুনহ রাজন।
অন্তরীক্ষে গতি মম ধর্ম্মের নন্দন॥
বুঝিতে আমার মায়া অমর না পারে।
আনিব তুরঙ্গ আমি হস্তিনানগরে॥
বৃষকেতু পিতামহে করিবে সমর।
ঘোড়াকে আনিব আমি শুন নরবর॥
এত যদি মেঘবর্ণ বলিল বচন।
অনুমতি করিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
যাহ পুত্র আনহ ঘোড়াকে বাহুবলে।
মম আশীর্ব্বাদে ঘোড়া আনিবে কুশলে॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা চলে তিন জন।
প্রণমিয়া ধর্ম্মপদে করিল গমন॥
সাজিলেন তিন বীর তুরঙ্গ আনিতে।
ব্যাস কহিলেন তবে রাজার সাক্ষাতে॥
অর্জ্জুনে পাঠাও রাজা আনিবারে ধন।
তবে সে কহিব আমি যজ্ঞ-বিবরণ॥
মুনিবাক্যে অর্জ্জুনে কহেন নরপতি।
কিরীটী চাপিয়া রথে যান শীঘ্রগতি॥
হিমালয় পার্শ্বে যান পাণ্ডুর নন্দন।
রথেতে তুলিয়া আনিলেন সব ধন॥
ধন দেখি যুধিষ্ঠির সানন্দ বিস্তর।
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ মুনির গোচর॥
যজ্ঞ-বিবরণ তবে কহ মুনি মোরে।
স্থির নহে চিত্ত মম কহিনু তোমারে॥
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কৈলে স্থির হবে মন॥
যজ্ঞ-বিবরণ রাজা কহি যে তোমারে।
আদ্যোপান্ত অন্নজল দিবে সবাকারে॥
বিংশতি সহস্র দ্বিজে যজ্ঞেতে বরিবে।
নানা আভরণ দিয়া সবারে ভূষিবে॥
লক্ষ কুম্ভ ঘৃত নিত্য ঢালিবে আগুনে।
করিবে দেবতা পূজা কুসুম চন্দনে॥
পাঁচ কুম্ভ ঘৃত এক ব্রাহ্মণে ঢালিবে।
হেনমতে লক্ষ কুম্ভ প্রতিদিন দিবে॥
যথাযোগ্য আহারাদি দিবসে দিবসে।
যজ্ঞারম্ভণ করিবে মধু-চৈত্র মাসে॥
ঘোড়ার লক্ষণ শুন ধর্ম্ম নরপতি।
চন্দ্রমা জিনিয়া ঘোড়া দেহের মুরতি॥
পীত পুচ্ছ শ্যামবর্ণ অশ্ব মনোহর।
সর্ব্ব সুলক্ষণ হয় শুন নৃপবর॥
ভূষিত করিবে ঘোড়া দিয়া আভরণ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া ঘোড়া করিবে পূজন॥
জয়পত্র অশ্বভালে করিয়া বন্ধন।
আপনার নাম তাহে করিবে লিখন॥
তাহাতে লিখিবে পত্র যেই ঘোড়া ধরে।
নিজ বাহুবলে আমি জিনিব তাহারে॥
তুরঙ্গ ছাড়িবে মধু-পূর্ণিমা দিবসে।
পৃথিবী ভ্রমিবে ঘোড়া মনের হরিষে॥
আপনি থাকিবে যজ্ঞে হইয়া যে ব্রতী।
অসিপত্র-ব্রত আচরিবে মহামতি॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন করি নিবেদন।
অসিপত্র-ব্রত কথা কহ তপোধন॥
অসিপত্র-ব্রত-সেই কেমন প্রকারে।
কি নিয়মে থাকে তাহা বলহ আমারে॥
ব্যাস বলিলেন রাজা কর অবগতি।
অসিপত্র-ব্রত-কথা শুন নরপতি॥
যাবৎ না আসে ঘোড়া নিবৃত্ত হইয়া।
থাকিবে যে একাসনে দ্রৌপদী লইয়া॥
তার মাঝে খড়্গ এক থোবে নরপতি।
কদাচিৎ অন্যমত না করিবে তথি॥
মদন আবেশে যদি মজে তার মন।
সেই খড়্গে কাটিয়া ফেলিবে সেইক্ষণ॥
অশ্বমেধ-যজ্ঞ আচরিল সুরপতি।
অসিপত্র-ব্রত না করিল মহামতি॥
শতক্রতু নাম ইন্দ্র ঘোষে ত্রিজগতে।
অসিপত্র-ব্রত সেই নারিল করিতে॥
শুনিয়া কহেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
আচরিতে না পারিল সহস্রলোচন॥

হেন ব্রত আমি আচরিব কোন্ মতে।
শুন মহামুনি বড় ভয় পাই চিতে ॥
ব্যাস কয় তোমার সহায় নারায়ণ।
তোমার অসাধ্য ইহা নহেত রাজন ॥
এত বলি ব্যাস চলিলেন নিকেতনে।
কৃষ্ণেরে করেন স্তব রাজা দৃঢ়মনে ॥

যুধিষ্ঠিরের নিকট [illegible]ন্দ্র আগমন।

শ্রীকৃষ্ণেরে যুধিষ্ঠির স্মরণ করিতে।
করুণাসাগর তথা আসিল ত্বরিতে ॥
যুধিষ্ঠিরে প্রণমেন দেব নারায়ণ।
হরষিত হয়ে রাজা দেন আলিঙ্গন ॥
তবে রাজা যুধিষ্ঠির হয়ে যোড়হাত।
নিবেদন কৈল শুন দেব জগন্নাথ।
অভিষেক করি মোরে দিলে সিংহাসন।
তোমার আজ্ঞায় করি প্রজার পালন ॥
কিন্তু মম চিত্ত স্থির না হয় গোবিন্দ।
জ্ঞাতিবধ হেতু মম নাহিক আনন্দ ॥
বিষাদিত হয়ে আমি মনে মনে গণি।
হেনকালে আসিলেন ব্যাস মহামুনি ॥
যত দুঃখ নিবেদন করিলাম আমি।
কহিলেন অশ্বমেধ যজ্ঞ কর তুমি ॥
বলিলাম নিঃস্ব আমি করিব কেমনে।
ধনের সন্ধান মুনি কহিল যতনে ॥
অর্জ্জুন আনিবে ধন হিমালয় হ'তে।
উপদেশ করিলেন তুরঙ্গ আনিতে ॥
যুবনাশ্বপুরে আছে অশ্ব মনোহর।
ভীম আনিবেক ঘোড়া করিয়া সমর ॥
তবে যজ্ঞ-বিবরণ কহিলেন মুনি।
অসিপত্র-ব্রত শুনি ভয় মনে গণি ॥
পাণ্ডবে আছয়ে কৃপা শুন যদুরায়।
যজ্ঞসিদ্ধি হেতু আমি জিজ্ঞাসি তোমায় ॥
পারি কি না পারি আমি যজ্ঞ করিবারে।
বিচারিয়া কৃষ্ণচন্দ্র বলহ আমারে ॥
শুনিয়া বলেন হাসি দেব গদাধর।
অশ্বমেধ যজ্ঞ সিদ্ধ হইবে তোমার ॥
অন্যমত না হইবে বলিলাম আমি।
তুরঙ্গ আনিবে ভীম স্থির জেন তুমি ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির হরষিত হৈল।
বৃকোদর বীরে তবে কহিতে লাগিল ॥
যাহ ভীম অশ্ব তুমি আনহ ত্বরিতে।
বিলম্ব না কর ভাই ইহা রাখ চিতে ॥
এত শুনি ভীমবীর চলিল সত্বরে।
বৃষকেতু মেঘবর্ণ লইয়া দোঁহারে ॥

অশ্ব আনিতে ভীম, বৃষকেতু ও মেঘবর্ণের যাত্রা।

জন্মেজয় বলিলেন কহ মহামুনি।
অপূর্ব্ব প্রস্তাব আমি তোমা হৈতে শুনি
কেমনে আনিল অশ্ব বীর বৃকোদর।
বিবরিয়া সেই কথা কহ মুনিবর ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
ভীম আনিবারে গেল পাণ্ডবের হয় ॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ করিয়া সংহতি।
গোবর্দ্ধন গিরিবরে গেল শীঘ্রগতি ॥
পর্ব্বতে বসিল বীর হরষিত হৈয়া।
দেখিল রাজার পুরী দূরেতে থাকিয়া ॥
সুবর্ণরচিত পুরী মণি-মুক্তাময়।
পুরী দরশনে ভীম মানিল বিস্ময় ॥
ভীম বলে বৃষকেতু শুনহ বচন।
অতি মনোহর রাজপুরীর গঠন ॥
অমরনগর জিনি যুবনাশ্বপুরী।
প্রবেশিব কোন্ পথে মনে ভয় করি ॥
গড়ের প্রাচীর দুই যোজন বিস্তার।
ভয় লাগে দেখিয়া রাজার সিংহদ্বার ॥
রক্ষক সকল দেখ নানা অস্ত্র হাতে।
অগম্য রাজার পুরী যাইব কিমতে ॥
পুরীর ভিতরে আছে অশ্ব মনোহর।
কেমনে আনিব ঘোড়া বড়ই দুষ্কর ॥

ভীমের বচন শুনি কর্ণের নন্দন।
যোড়হাতে ভীমেরে করেন নিবেদন॥
রাজপুরী মনোহর অতি অনুপম।
অমরনগর জিনি পুরীর সুঠাম॥
প্রবেশিতে না পারিব যুবনাশ্বপুরে।
আসিবে যজ্ঞের ঘোড়া এই সরোবরে॥
আসিবে অনেক সৈন্য ঘোড়ার সংহতি।
ধরিয়া লইব ঘোড়া করিয়া শকতি॥
ভীম বলে বৃষকেতু কহিলে প্রমাণ।
নিতান্ত ধরিতে ঘোড়া করহ সন্ধান॥
তুরঙ্গ ধরিলে যুদ্ধ হইবে বিস্তর।
কি কর্ম্ম করিব বল কর্ণের কোঙর॥
বৃষকেতু বলে আমি করিব সমর।
আমা নিবারিতে পারে নাহি হেন নর॥
তবে মেঘবর্ণ বলে শুন পিতামহ।
ধরিয়া আনিব ঘোড়া যদি আজ্ঞা দেহ॥
মেঘবর্ণ-বাক্য শুনি ভীম হৈল প্রীত।
পর্ব্বতে রহিল সবে হয়ে হরষিত॥
শিখরে বসিয়া তিনে করে নিরীক্ষণ।
জল পান করিতে আইল অশ্বগণ॥
আগে পাছে গজ বাজী কত শোভা করে
সর্ব্ব সুলক্ষণ অশ্বে দেখিল মাঝারে॥
ঘোড়া দেখি ভীমবীর আনন্দিত মনে।
ঘটোৎকচ-সুতে আজ্ঞা দিল সেইক্ষণে॥
মেঘবর্ণ বলে তুমি দেখ না বসিয়া।
সৈন্যের মাঝারে ঘোড়া আনিব ধরিয়া॥
এত বলি মেঘবর্ণ হইল বিদায়।
চন্দ্রকে ধরিতে যেন রাহুগণ ধায়॥

যুবনাশ্ব রাজার অশ্বহরণ।

মেঘবর্ণ মহাবলী, হয়ে মহা কুতুহলী,
প্রণমিল ভীমের চরণে।
ভীম বড় কুতুহলে, তাহারে করিল কোলে,
আশীর্ব্বাদে হরষিত মনে॥
প্রণমিয়া কর্ণসুতে, মেঘবর্ণ আনন্দেতে,
অন্তরীক্ষে করিল গমন।
প্রকাশি রাক্ষসমায়া, দূর কৈল রবিছায়া,
অন্ধকারে না চলে নয়ন॥
আকাশে খেচর সব, করে মহা কলরব,
বরিষে মুষলধারে জল।
প্রচণ্ড মারুত বয়, ঘন শিলাবৃষ্টি হয়,
ঘূর্ণিত হইল ধরাতল॥
বাত হৈল অতি গুরু, ভাঙ্গিল অনেক তরু,
পত্র পুষ্প পড়িল ভূতলে।
তাহা দেখি নৃপসেনা, হইলেক অন্যমনা,
ঘোড়া নিতে না পারিল শালে॥
মারুতি রুধিল বাট, ত্রাসিত হইয়া ঠাট,
পরস্পর কহে নানা কথা।
কিবা হৈল দূরদৃষ্ট, অকস্মাৎ জলবৃষ্ট,
মায়া কৈল এ কোন্ দেবতা॥
মনে উপজিল ভয়, এ কর্ম্ম অন্যের নয়,
ঘোড়া নিতে আসে পুরন্দর।
শ্যামবর্ণ পীতপুচ্ছ, হেন অশ্ব কোথা আছে,
শিলাঘাতে শরীর জর্জ্জর॥
নৃপসেনা হেনমতে, বিষাদ করয়ে চিতে,
অন্ধকারে না দেখি নয়নে।
চান্দোয়াচামর কোথা, খণ্ডখণ্ড হৈল ছাতা
হস্তদণ্ড খসি পড়ে ভূমে॥
মেঘবর্ণ হেনকালে, ঘোটক লইয়া কোলে,
লয়ে গেল পর্ব্বত উপরে।
বৃষকেতু বৃকোদর, আনন্দিত বহুতর,
আলিঙ্গন করিল তাহারে॥
ভারতের পুণ্যকথা, শুনিলে ঘুচয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ বিনাশন।
সেবি কৃষ্ণ-পদাম্বুজ, কহে কৃষ্ণদাসানুজ,
কৃষ্ণপদে থাকে যেন মন॥

বৃষকেতু ও যুবনাশ্বের যুদ্ধ

রাক্ষসের মায়া যত সব দূর হৈল।
শিলাবৃষ্টি বরিষণ ঝড় কোথা গেল॥
দূর হৈল অন্ধকার সুপ্রকাশ ভানু।
পরস্পর নিরীক্ষয়ে নিজ নিজ তনু॥

কেহ বলে আরে ভাই অনর্থ হইল।
রাজার যজ্ঞের ঘোড়া কেবা লয়ে গেল॥
কেহ বলে অশ্বকে ধরিয়া একজন।
দেখিনু আকাশপথে করিল গমন॥
আকাশপথেতে কেহ করে নিরীক্ষণ।
কেহ বলে ঘোড়া নিল সহস্রলোচন॥
কোলাহল করি সৈন্য ধাইল পর্ব্বতে।
আগু হৈল মেঘবর্ণ শিলাখণ্ড হাতে॥
এড়িল পাথরখান দিয়া হুহুঙ্কার।
শিলাঘাতে হৈল বহু সৈন্যের সংহার॥
চারি শত সেনাপতি যমঘরে গেল।
ভয়ে নৃপসেনা তবে রণে ভঙ্গ দিল॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধেয়ে গেল পুরীর ভিতরে।
যোড়হাতে বার্ত্তা কহে নৃপতি-গোচরে॥
শুন রাজা ঘোড়া নিল সহস্রলোচন।
শিলাবৃষ্টি ঘোরতর হৈল বরিষণ॥
অন্ধকারে কেহ নাহি চিনে আত্ম পর।
ঘোড়া লয়ে পর্ব্বতে গেলেন পুরন্দর॥
তাঁর সহ যুদ্ধ করিলাম প্রাণপণে।
শরীর জর্জ্জর হৈল দেবতার বাণে॥
গজ বাজী পড়িল বিস্তর সেনাগণ।
পলাইনু প্রাণ লয়ে পরিহরি রণ॥
শুনিয়া কুপিল যুবনাশ্ব নৃপবর।
সৈন্যগণে লয়ে গেল করিতে সমর॥
আপনি নৃপতি এল যুদ্ধ করিবারে।
কর্ণের নন্দন যায় হাতে ধনুঃশরে॥
আকর্ণ পূরিয়া বীর টঙ্কারিল ধনু।
সিংহনাদে কম্পমান নৃপতির তনু॥
মার মার শব্দে সবে আরম্ভিল রণ।
নানা অস্ত্র বরিষয়ে না হয় গণন॥
রাজপুত্র সুবেগ সে বড় বীরবর।
কারপৃষ্ঠে আসে সেই করিতে সমর॥
বৃষকেতুরে মারে সে লক্ষ লক্ষ বাণ।
তথাপি সে নহে ভীত হেন বলবান॥
কাতর হইল বীর বাণের প্রহারে।
তাহা দেখি ভীম বীর আইল সত্বরে॥
দুই মহাবীর তবে করেন সন্ধান।
ঈষৎ হাসিয়া এড়ে শত শত বাণ॥
বৃষকেতুরে দেখি বলিছে নৃপবর।
কাহার তনয় তুমি মহাধনুর্দ্ধর॥
কি নাম তোমার হে আসিলে কি কারণ।
পরিচয় দেহ আগে তোমরা দুজন॥
যুবনাশ্ব-বচনেতে বৃষকেতু বীর।
পরিচয় দিল নৃপে প্রফুল্ল-শরীর॥
কর্ণের তনয় আমি নাম বৃষকেতু।
তুরঙ্গ লইনু যুধিষ্ঠির-যজ্ঞ-হেতু॥
এত শুনি যুবনাশ্ব মারে দশ বাণ।
বৃষকেতু উপরে সে করিয়া সন্ধান॥
ইহা দেখি ভীমসেন গদা নিল হাতে।
গজ বাজী রথী মারিলেক যুথে যুথে॥
ভীম-গদাঘাতে সেনা হইল চঞ্চল।
রণে ভঙ্গ দেয় সবে করি কোলাহল॥
সৈন্যভঙ্গ দেখিয়া সুবেগ বীর আইল।
ভীমের সহিত আসি যুদ্ধ আরম্ভিল॥
সুবেগ-উপরে গদা ভীম করে ঘাত।
হাহাকার করে সৈন্য সুবেগ নিপাত॥
চৈতন্য পাইল নৃপসুত কতক্ষণে।
পুনঃ গদাযুদ্ধ করে বৃকোদর সনে॥
যুবনাশ্ব সনে যোঝে কর্ণের নন্দন।
দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর করে মহারণ॥
এড়িল পঞ্চাশ বাণ বীর বৃষকেতু।
যুবনাশ্ব নৃপতির বিনাশের হেতু॥
অচেতন মহারাজ পড়িল ভূমেতে।
তা দেখি বৃষকেতু দুঃখ পাইল চিতে॥
ধনুর্ব্বাণ ভূমে রাখি কর্ণের নন্দন।
যোড়হাতে নারায়ণে করেন স্তবন॥
পাণ্ডবে প্রসন্ন যদি হও চক্রপাণি।
তবে যুবনাশ্ব নৃপে বাঁচাও এখনি॥
এত বলি বৃষকেতু মাগিলেক বর।
চৈতন্য পাইল রাজা উঠিল সত্বর॥
যুবনাশ্ব বলে শুন কর্ণের তনয়।
তুমি মোর পিতা সম আমি ত তনয়॥

মারিয়া প্রাণ দিলে কি আশ্চর্য্য ভারতী।
বাপের সমান তুমি হও মহামতি ॥
আর যুদ্ধে কাজ নাহি কর্ণের নন্দন।
আমি লইলাম এবে পাণ্ডব-শরণ ॥
ভীম-সুবেগের যুদ্ধ অপূর্ব্ব কথন।
গদাযুদ্ধে বিশারদ রাজার নন্দন ॥
বাহুবলে ভীম তারে তুলিল উপরে।
আছাড়িয়া ফেলিলেক নৃপতি-কুমারে ॥
নৃপতি-নন্দন তাহে ভয় না পাইল।
সিংহনাদ করি পুনঃ গদা হাতে নিল ॥
পুত্রের বিক্রম দেখি সুখী নরপতি।
ডাক দিয়া বলে রাজা আনন্দিত মতি ॥
শুন পুত্র যুদ্ধে আর নাহি প্রয়োজন।
প্রাণপণে লইলাম পাণ্ডব-শরণ ॥
সংগ্রাম ত্যজহ পুত্র আমার বচনে।
যুদ্ধযোগ্য নহ তুমি ভীমসেন সনে ॥
পরাজয় পাণ্ডবের নাহি ত্রিভুবনে।
সংগ্রাম ত্যজহ পুত্র আমার বচনে ॥
বাপের বচন শুনি সুবেগ কুমার।
আনন্দিত হইয়া ত্যজিল মহামার ॥
তবে বৃষকেতু বলে ভীমের সাক্ষাতে।
যুবনাশ্ব পরিবারে ভজিল তোমাতে ॥
এই দেখ নৃপতি মাগিল পরাজয়।
অভয় প্রসাদ দেহ পাণ্ডুর তনয় ॥
বৃষকেতু-বচনেতে ভীম মহাবলী।
ত্যজিলেন সংগ্রাম হইয়া কুতূহলী ॥
তবে রাজা যুবনাশ্ব আনন্দ পাইয়া।
ভীমেরে প্রণাম করি কৈল সম্বোধিয়া ॥
নিবেদন করি শুন ভীম মহাশয়।
আজি যে হইল মোর তপের উদয় ॥
পূর্ব্বপুণ্য মানিলাম তোমা দরশনে।
পবিত্র হইল পুরী তব আগমনে ॥
আমার পুরেতে তুমি চল এইক্ষণে।
ঘোড়া লয়ে যাব আমি ধর্ম্ম-বিদ্যমানে ॥
অনুমতি দিল ভীম রাজার বচনে।
ভীমাদিরে লয়ে রাজা গেল নিকেতনে ॥
ভদ্রাবতীপুরে যত আছিল ব্রাহ্মণ।
ভীম-আগমন শুনি আনন্দিত মন ॥
কুসুম চন্দন সবে হাতেতে করিল।
আগুসরি দ্বিজগণ আশীর্ব্বাদ দিল ॥
আনন্দেতে নানা বাদ্য সবে বাজাইল।
পবননন্দন তবে পুরে প্রবেশিল ॥
সিংহাসনে রাজা বসাইল বৃকোদরে।
সখীগণ চামর ব্যজন কৈল তাঁরে ॥
কর্ণের নন্দনে আসনে বসায় সুখে।
ঘটোৎকচ-সুতে বসায় ভীম-সম্মুখে ॥
সর্ব্বজন হৈল হৃষ্ট দেখি বৃকোদরে।
সবারে পূজিল রাজা অতি সমাদরে ॥

যুবনাশ্ব রাজার হস্তিনায় গমন ও শ্রীকৃষ্ণ দর্শন।

জন্মেজয় বলিলেন শুন তপোধন।
এবে কহ যুবনাশ্ব রাজার কথন ॥
ভীমেরে পূজিল রাজা অতি সমাদরে।
কহ সে কেমনে গেল হস্তিনানগরে ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
সিংহাসনে বসিলেন ভীম মহাশয় ॥
নানা উপহারে রাজা ভীমেরে তুষিল।
মহাসুখে বৃকোদর ভোজন করিল ॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা সম্প্রীতি পাইয়া।
ভীমের সম্মুখে কহে যোড়হাত হৈয়া ॥
অবধানে শুন তুমি পাণ্ডুর নন্দন।
না বুঝিয়া করিলাম তোমা সহ রণ ॥
এই অপরাধ তুমি ক্ষম দেহ মোরে।
আমা লয়ে চল তুমি হস্তিনানগরে ॥
তোমার প্রসাদে দেখি গোবিন্দ-চরণ।
যুধিষ্ঠির দরশনে পাপ বিমোচন ॥
গঙ্গাস্নান করিয়া দেখিব নারায়ণ।
শুন ভীমসেন এই মম নিবেদন ॥
ভীম বলে চল রাজা আমার সংহতি।
যুধিষ্ঠির সহিত দেখিবে যদুপতি ॥

অপরাধ কিছু তোমা নাহিক রাজন্ ।
ক্ষত্রের প্রধান ধর্ম্ম করিলে পালন ॥
ভীমের বচনে হরষিত নৃপমণি ।
মহানন্দে যুবনাশ্ব বঞ্চিল রজনী ॥
প্রভাতে নগরে রাজা দিলেন ঘোষণা ।
কৃষ্ণ দরশনে সবে যাইব হস্তিনা ॥
আনন্দিত পাত্রমিত্র রাজার বচনে ।
ভূষিত করিল অঙ্গ নানা আভরণে ॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা আনন্দিত হৈয়া ।
মায়ের নিকটে বলে প্রণাম করিয়া ॥
চলগো জননী যাব হস্তিনানগরী ।
গঙ্গাস্নান করি মোরা দেখিব শ্রীহরি ॥
ঘুচিবে সকল পাপ কৃষ্ণ দরশনে ।
বিলম্ব না কর মাতা চল ভীম সনে ॥
এত যদি কহিলেন যুবনাশ্বরাজ ।
কহিতে লাগিল মাতা বুঝিয়া অকাজ ॥
রাজার নন্দিনী আমি হই রাজরাণী ।
দেশান্তরে যাব আমি ভাল নাহি মানি ॥
ঘরের বাহির আমি না হই কখন ।
কি বলিয়া বল বাপু এমত বচন ॥
তবে যুবনাশ্ব বলে শুনগো জননী ।
থাকিলে অনেক ভাগ্য দেখে চক্রপাণি ॥
কত জন্ম ফলেতে করয়ে গঙ্গাস্নান ।
মরিলে গঙ্গার জলে পাইবে নির্ব্বাণ ॥
বধূগণ সঙ্গে লয়ে চলহ সত্বর ।
দেখিবে পরমানন্দে হস্তিনানগর ॥
শুভক্ষণে ঘোড়ার পালন কৈনু আমি ।
দেখিব তুরঙ্গ হৈতে অখিলের স্বামী ॥
পুত্রের শুনিয়া কথা বলি আরবার ।
এত ধর্ম্ম না করিল জনক তোমার ॥
একচ্ছত্রে ভুঞ্জিলেন ভদ্রাবতীপুরী ।
নানা যজ্ঞ দান কৈল বলিতে না পারি ॥
আমা সবা লয়ে কভু না গেল বিদেশে ।
কৃষ্ণ নাম না শুনিনু থাকি গৃহবাসে ॥
কৃষ্ণ দরশনে বাপু কিছু নাহি কাজ ।
পুরীর বাহির হ'লে হবে বড় লাজ ॥

অধোমুখে রহে রাজা মায়ের বচনে ।
পাত্রেরে বলিল লহ করিয়া যতনে ॥
ভূপাদেশে পাত্র তারে বন্ধন করিল ।
দিব্য চতুর্দ্দোলে করি তাহারে লইল ॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা হরষিত হয়ে ।
চলিল হস্তিনাপুরী গোবিন্দে ভাবিয়ে ॥
অক্ষৌহিণী সেনাপতি করিয়া সংহতি ।
পদব্রজে যায় রাজা আনন্দিত মতি ॥
দেখিয়া রাজার ভক্তি বীর বৃকোদর ।
ধন্য ধন্য প্রশংসা করিল বহুতর ॥
সেই ঘোড়া লয়ে রাজা চলিল আপনি ।
অগ্রে অগ্রে চলে ভীম বড় অভিমানী ॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ নৃপতির সাথে ।
প্রবেশ করিল গিয়া হস্তিনাপুরীতে ॥
ধর্ম্ম দরশনে যায় বীর বৃকোদর ।
ভীমে দেখি যুধিষ্ঠির হরিষ অন্তর ।
একা ভীমে দেখিয়া কহেন নরপতি ।
বৃষকেতু কোথা ভীম কহ শীঘ্রগতি ॥
মেঘবর্ণ বীর কোথা কহ সমাচার ।
কোথায় যজ্ঞের ঘোড়া না দেখি আমার ॥
ভীম বলে মহারাজ কর অবধান ।
অশ্ব হেতু নৃপ সঙ্গে হইল সংগ্রাম ॥
পরাভব পেয়ে রাজা লইল শরণ ।
আমারে লইল পুরে করিয়া যতন ॥
অশ্ব লয়ে যুবনাশ্ব আসিছে আপনি ।
কৃষ্ণ দরশন হেতু শুন নৃপমণি ॥
পরিবার সহ আসে সেই নরপতি ।
বৃষকেতু মেঘবর্ণ লইয়া সংহতি ॥
ভীমের বচনে আনন্দিত যুধিষ্ঠির ।
কোল দিল ভীমসেনে চিত্ত করি স্থির ॥
তবে যুধিষ্ঠির কহিলেন ভীমসেনে ।
কহ গিয়া এই কথা দ্রৌপদীর স্থানে ॥
যুবনাশ্বে পূজা করি আনহ মন্দিরে ।
শুন ভীম এই ভার দিলাম তোমারে ॥
আজ্ঞা প্রাপ্তে সত্বরে চলিল বৃকোদর ।
কহিল সকল কথা দ্রৌপদী-গোচর ॥

কুন্তী যাজ্ঞসেনী আদি যত নারীগণ।
স্বর্ণথালে করিল মঙ্গল আয়োজন॥
ধূপ দীপ শঙ্খ ঘণ্টা আদি যত দ্রব্য।
কুসুম চন্দন আর নিল হব্য গব্য॥
নৃপতির অভিলাষ বুঝি নারায়ণ।
দিব্যাসনে বসিলেন প্রসন্নবদন॥
নানামত বাদ্য বাজে হস্তিনানগরে।
ভীমসেন যায় যুবনাশ্বে আনিবারে॥
হেনকালে যুবনাশ্ব আইল নগরে।
ভীম তারে আনিলেন মহা সমাদরে॥
আগু হৈল দ্রৌপদী করিতে নির্মঞ্ছণ।
কুসুম চন্দন নিল নানা আয়োজন॥
রথ পদাতিক সব রাখিল দুয়ারে।
যুবনাশ্ব রাজা গেল পুরীর ভিতরে॥
পরিবার সহ প্রবেশিয়া নরপতি।
যুধিষ্ঠির চরণেতে করিল প্রণতি॥
যোড়হাত হয়ে রাজা করেন স্তবন।
দেখিলাম তোমা হতে দেব নারায়ণ॥
নানা দান যজ্ঞ করে যাঁর দরশনে।
দেখিনু সে নারায়ণ তোমার মিলনে॥
ধন্য ধন্য যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর নন্দন।
তোমা হৈতে দেখিলাম গোবিন্দ-চরণ॥
এত বলি যুবনাশ্ব গলে বস্ত্র দিয়া।
পড়িল গোবিন্দপদে ভূমে লোটাইয়া॥
লক্ষ দণ্ডবৎ কৈল গোবিন্দ-চরণে।
আনন্দেতে অশ্রু বহে রাজার লোচনে॥
সুবেগ রাজার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া।
কৃষ্ণপদ পরশিল দুই হস্ত দিয়া॥
পরে রাজনারী আসি করিল প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ সবারে দিলেন ঘনশ্যাম॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা মাতারে ধরিয়া।
কৃষ্ণস্থানে কহিলেন বিনয় করিয়া॥
আমার মায়ের দোষ ক্ষম চক্রপাণি।
আপনার গুণে কৃপা করহ আপনি॥
জীবের জীবন তুমি সংসারের সার।
তুমি না করিলে কৃপা কে করিবে আর॥
পরম কারণ তুমি পতিতপাবন।
তোমার দর্শনে মহাপাপ-বিমোচন॥
হিংসা করি পূতনা পাইলেক তোমারে।
স্নেহ হেতু তোমারে পাইল যুধিষ্ঠিরে॥
পতিভাবে ব্রজবধূ পাইল তোমারে।
এ সকল কথা প্রভু বিদিত সংসারে॥
মহাপাপকারিণী যে আমার জননী।
আপনার গুণে কৃপা কর চক্রপাণি॥
তবে কৃপাদৃষ্টে চাহিলেন নারায়ণ।
তাহার যতেক পাপ হইল মোচন॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা সম্প্রীতি পাইয়া।
কৃষ্ণকে করেন স্তব যোড়হস্ত হৈয়া॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি ত্রিলোচন।
তুমি ইন্দ্র তুমি যম কুবের পবন॥
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্ত্য তুমি সে পাতাল।
তুমি জল তুমি স্থল দশদিকপাল॥
তুমি দিবা তুমি রাত্রি পর্ব্বত সাগর।
তুমি যোগ তুমি ভোগ তুমি চরাচর॥
মাস তুমি বার তুমি তিথি পঞ্চদশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর তুমি তুমি সে তাপস॥
তোমার মহিমা প্রভু কে বুঝিতে পারে।
এই তত্ত্ব জানি আমি বিদিত সংসারে॥
এক সুবর্ণেতে হয় নানা অলঙ্কার।
একেলা ধরিলে কত শত অবতার॥
তোমার সকল সৃষ্টি সর্ব্বমূল তুমি।
ব্রহ্মাদি না পান তত্ত্ব কি বলিব আমি॥
ধন্য যুধিষ্ঠির রাজা পাণ্ডুর নন্দন।
দেখিলাম তাঁহা হতে অভয় চরণ॥
ধন্য বৃষকেতু বীর কর্ণের নন্দন।
যাহা হৈতে দেখিলাম গোবিন্দ-চরণ॥
আমার যতেক ভাগ্য বলিতে না পারি।
তোমার অভয় পদ দেখিনু মুরারি॥
এত বলি বাজি বাগ ধরি নৃপবর।
আনিল যজ্ঞের ঘোড়া কৃষ্ণের গোচর॥
ঘোড়া লয়ে বৃষকেতু রাখিল যতনে।
যুবনাশ্ব রাজারে তুষিল আয়োজনে॥

পরিবার সহ রাজা হস্তিনানগরে।
রহিল পাণ্ডবপাশে যজ্ঞ দেখিবারে॥
অশ্ব দেখি বড় সুখী পাণ্ডুর নন্দন।
যজ্ঞ সাঙ্গ হবে বলি ঘোষে সর্ব্বজন॥
হরিষে আছেন যুধিষ্ঠির নৃপবর।
দ্বারকায় চলিলেন দেব দামোদর॥
দ্বারকায় গেলেন না কহি পাণ্ডবেরে।
অপার মহিমা তাঁর কে বুঝিতে পারে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

শ্রীকৃষ্ণ-অদর্শনে যুধিষ্ঠিরের উদ্বেগ ও শ্রীকৃষ্ণের আগমন।

হেথা যুধিষ্ঠির রাজা রজনী প্রভাতে।
ডাক দিয়া অর্জ্জুনেরে আনান সাক্ষাতে॥
একেলা অর্জ্জুনে দেখি কহেন রাজন।
বলহ কিরীটী কোথা বিপদভঞ্জন॥
অর্জ্জুন বলেন হরি ছিলেন সভায়।
তত্ত্ব নাহি জানি তিনি গেলেন কোথায়॥
ধর্ম্ম বলিলেন কৃষ্ণ তোমার মন্দিরে।
সতত থাকেন ইহা বিদিত সংসারে॥
না বলিয়া গোবিন্দ গেলেন নিজালয়ে।
কি পাপ জন্মিল ভাই আমার হৃদয়ে॥
সে কারণে গেলেন আমারে না বলিয়া।
কেমনে রহিব আমি তাঁরে না দেখিয়া॥
এত বলি অধোমুখে আছেন নৃপতি।
ভীম সহদেব তথা আইল ঝটিতি॥
ধৃতরাষ্ট্র বিদুর আইল দুইজন।
হেনকালে আইলেন ব্যাস তপোধন॥
ব্যাসে দেখি যুধিষ্ঠির করেন প্রণতি।
যোড়হস্তে বলে তবে পাণ্ডুবংশপতি॥
অবধান কর শুন মুনি মহামতি।
ঘোড়া আনিলেক ভীম করিয়া শকতি॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ বিক্রম করিল।
সহ পরিবার রাজা আমারে ভজিল॥

আপনি আইল রাজা তুরঙ্গ লইয়া।
সম্প্রীতি পাইল রাজা আমারে দেখিয়া॥
মুনি কন যুধিষ্ঠির শুনহ বচন।
আর ভয় নাই কর যজ্ঞ আরম্ভণ॥
নিমন্ত্রিয়া আন যত মুনি ঋষিগণে।
যজ্ঞ আরম্ভণ কর আজি শুভক্ষণে॥
উত্তম মধ্যমাধম এ তিন প্রকার।
সবাই পালিবে ধর্ম্ম যথাশক্তি যার॥
উত্তম যে লোক তার শুন ব্যবহার।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম ধর্ম্মের কুমার॥
লোভ মোহ ক্রোধ ত্যজিকৃষ্ণেতে ভকতি
উত্তম ভগবত সেই শুন নরপতি॥
শত্রু মিত্র বলি তত্ত্ব যেই জন জানে।
মধ্যম সে ভগবত জানে সর্ব্বজনে॥
পরনারী পরদ্রব্য হরিবারে মন।
অধম বলিয়া তারে জানিবে রাজন॥
চণ্ডাল করয়ে যদি বৈষ্ণবের কাজ।
মহাজন বলিয়া জানিবে মহারাজ॥
ব্রাহ্মণ করয়ে যদি চণ্ডালের কর্ম্ম।
চণ্ডাল বলিয়া তারে জানিবে হে ধর্ম্ম॥
যাঁর যেই নিজ বৃত্তি করে যেই জন।
ধর্ম্মবন্ত বলি তারে জানিহ রাজন॥
নিজ বৃত্তি ছাড়ি যেবা পরবৃত্তি করে।
সেই সে অধম বলি জানাই তোমারে॥
পিতৃকার্য্য দেবকার্য্য অতিথিসেবন।
যে জন করয়ে সেই হয় মহাজন॥
শুচি আর সত্যবাদী পালে নিজধর্ম্ম।
ইহার সমান আর নাহি কোন কর্ম্ম॥
কহিলাম সংক্ষেপেতে শুন নরপতি।
কৃষ্ণে আনি যজ্ঞ কর শুন মহামতি॥
এ বড় বিস্ময় মম উপজিল মনে।
তোমার সংহতি কৃষ্ণ নাহি দেখি কেনে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন ছিল চক্রপাণি।
দ্বারকা গেলেন হরি তত্ত্ব নাহি জানি॥
কৃষ্ণে না দেখিয়া মম উচাটন মন।
না কহিয়া আমারে গেলেন নারায়ণ॥

সেই হেতু আমি বড় ভয় করি মনে।
না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ গেলেন কি কারণে ॥
ব্যাস বলিলেন শুন আমার বচন।
দ্বারকা গেলেন হরি আছে প্রয়োজন ॥
ভীমে পাঠাইয়া তুমি আনহ কৃষ্ণেরে।
আমি তপোবনে যাই তপ করিবারে ॥
এত বলি চলিলেন ব্যাস তপোধন।
ভীমকে ডাকিয়া কহে ধর্ম্মের নন্দন ॥
শুন ভাই বৃকোদর আমার ভারতী।
কৃষ্ণকে আনিতে তুমি যাহ শীঘ্রগতি ॥
কৃষ্ণকে না দেখি মম মন উচাটন।
কৃষ্ণ বিনা নাহি রয় আমার জীবন ॥
ভীম বলিল এখনি আনিব কৃষ্ণেরে।
কি কারণে দুঃখ তুমি ভাবহ অন্তরে ॥
এত বলি ভীম গেল দ্বারকানগরে।
দূত জানাইল গিয়া গোবিন্দ-গোচরে ॥
ভীম-আগমন শুনি দেব নারায়ণ।
আহ্লাদে কহেন আন করিয়া যতন ॥
ভোজন করিতে সুখে বসেন শ্রীহরি।
ভীমে আনিলেক দূত সমাদর করি ॥
ভোজন করেন বসি সুখে নারায়ণ।
হেনকালে উপনীত পবননন্দন ॥
এস এস বলি কৃষ্ণ ডাকেন ভীমেরে।
দাসীগণ পাদ্য অর্ঘ্য যোগাইল তারে ॥
গোবিন্দ বলেন ভাই করহ ভোজন।
রুক্মিণী আনিয়া দিল দিব্যান্ন ব্যঞ্জন ॥
ভোজন করেন বীর মনের হরিষে।
যত দেন তত খান আঁখির নিমিষে ॥
ভীমের ভোজন দেখি হাসে সত্যভামা।
ধন্য তব উদর দিতে না পারি সীমা ॥
লজ্জিত হইয়া ভীম গোবিন্দ-মায়ায়।
শুনি সেই সব কথা আচমনে যায় ॥
কর্পূর তাম্বুল শেষে করিয়া ভক্ষণ।
বিচিত্র পালঙ্কোপরি করিল শয়ন ॥
ভীম বলে কৃষ্ণচন্দ্র নিবেদি তোমারে।
দ্বারকায় এলে তুমি না কহি রাজারে ॥
তোমা না দেখিয়া রাজা দুঃখ পান মনে।
ব্যাস বলিলেন তাঁরে যজ্ঞ আরম্ভণে ॥
আপনি তথায় চল যজ্ঞ দেখিবারে।
আমারে পাঠান রাজা লইতে তোমারে ॥
গোবিন্দ বলেন ভাই বঞ্চহ রজনী।
প্রভাতে ভেটিব গিয়া ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
এত বলি নারায়ণ শয়ন করিল।
নানা কথা কুতুহলে রজনী বঞ্চিল ॥
রজনী প্রভাতে হরি বিচারি অন্তরে।
ডাক দিয়া আনিলেন দেব হলধরে ॥
অক্রূর উদ্ধব আর আসে সর্ব্বজন।
গদ শাম্ব প্রদ্যুম্নাদি যত যদুগণ ॥
কৃষ্ণে প্রণমিয়া সবে বসিল আসনে।
গোবিন্দ বলেন কথা সবা বিদ্যমানে ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন যুধিষ্ঠির।
আমারে লইতে আইলেন ভীমবীর ॥
যজ্ঞ দেখিবারে আমি করিব গমন।
করিবে সকলে মেলি দ্বারকা রক্ষণ ॥
রাখিবে দ্বারকাপুরী সযত্ন হইয়া।
আমি যাব কৃতবর্ম্মা উদ্ধবে লইয়া ॥
অনুমতি দিল সবে কৃষ্ণের বচনে।
দারুক আনিল রথ সাজায়ে তখনে ॥
সত্যভামা রুক্মিণী প্রভৃতি অষ্ট রাণী।
সংহতি লইয়া তবে দেব চক্রপাণি ॥
ভীমের সহিত চড়িলেন দিব্য রথে।
নানা বাদ্য বাজায় যাইতে রাজপথে ॥
হস্তিনাতে এল কৃষ্ণ ভীমের সংহতি।
কৃষ্ণ-আগমন-কথা শুনিল নৃপতি ॥
শুনিয়া সানন্দ বড় ধর্ম্ম নরপতি।
চলিলেন কৃষ্ণেরে আনিতে শীঘ্রগতি ॥
সহদেব নকুল অর্জ্জুন মহামতি।
বিদুরাদি সর্ব্বজন চলিল সংহতি ॥
যুবনাশ্ব নরপতি যায় তাঁর সঙ্গে।
কৃষ্ণ আনিবারে ধায় অতি বড় রঙ্গে ॥
অগ্রগামী যুধিষ্ঠির কৃষ্ণে আনিবারে।
হেনকালে শ্রীকান্ত আইলেন নগরে ॥

পদব্রজে আইলেন ধর্ম্ম নরপতি।
দেখিয়া ত্যজেন রথ কৃষ্ণ মহামতি॥
কি কব তুলনা যাঁর দিতে নারে বেদে।
সেই হরি প্রণমিল যুধিষ্ঠির-পদে॥
আলিঙ্গন কৃষ্ণেরে দিলেন নরপতি।
হরিষে চলেন কৃষ্ণ পাণ্ডব সংহতি॥
যুধিষ্ঠিরপুরে প্রবেশিলেন শ্রীজানি।
রাজসভা সুসজ্জিত করে নৃপমণি॥
সভাসদগণ সব বসিল সভাতে।
হেনকালে ব্যাস আইলেন ইচ্ছামতে॥
কৃষ্ণে দেখি মহামুনি সানন্দ অপার।
প্রশংসা করেন ধন্য পাণ্ডুর কুমার॥
যজ্ঞ দান ধ্যানে যাঁরে না পায় দেখিতে।
হেন কৃষ্ণ দেখিলাম তোমার সভাতে॥
এত বলি সভাতে বসিল মহামুনি।
হেনকালে প্রসঙ্গ করেন চক্রপাণি॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির আমার বচন।
উপস্থিত কর যত যজ্ঞ আয়োজন॥
গ্রামে দূত পাঠাইয়া আন হব্য গব্য।
যজ্ঞ করিবারে চাহি ভাল ভাল দ্রব্য॥
বিলম্ব না কর আন দূত পাঠাইয়া।
যতনে রাখিবে দ্রব্য ভাণ্ডারে পূরিয়া॥
রাজাকে কহেন তবে ব্যাস তপোধন।
অতি শীঘ্র কর রাজা যজ্ঞ-আয়োজন॥
আমার বচন তুমি শুন নরনাথ।
অশ্বমেধ যজ্ঞে বহু হইবে উৎপাত॥
সাধু কর্ম্মে আছয়ে বাধক বহুতর।
কিন্তু তব সখা এই দেব দামোদর॥
অতএব উদ্বিগ্ন না হবে নরপতি।
তোমারে জিনিতে কারো নাহিক শকতি
দূত পাঠাইয়া শীঘ্র আন আয়োজন।
আমন্ত্রণ করি আন দেব মুনিগণ॥
ব্যাসের বচনে রাজা অর্জ্জুনে ডাকেন।
যজ্ঞ আয়োজন হেতু যতনে কহেন॥
অর্জ্জুন নিযুক্ত করিলেন বহুগণে।
নানা দ্রব্য আনে তারা পরম যতনে॥
পুরী পরিস্কার করে কত শত জন।
যজ্ঞের মণ্ডপ কেহ করয়ে গঠন॥
দধিকুল্যা ঘৃতকুল্যা দুগ্ধ সরোবর।
ত্রিবিধ করিল কথা দেখিতে সুন্দর॥
দধি-সরোবর করিল যে সুবিস্তার।
আয়োজন পূর্ণ কৈল সকল ভাণ্ডার॥
কৃষ্ণ যাহে তুষ্ট তাহা হইল আপনি।
আইল কতেক দ্রব্য সংখ্যা নাহি জানি॥
কৃষ্ণ সঙ্গে যুধিষ্ঠির আছেন সভাতে।
হেনকালে উৎপাত হইল আচম্বিতে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অনুশাল্বের যুদ্ধ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় ওহে মহামুনি।
কহ দেখি কি উৎপাত তব মুখে শুনি॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
আরম্ভ না হতে যজ্ঞ যুদ্ধের পাতন॥
অনুশাল্ব নামে এক দৈত্যের ঈশ্বর।
কৃষ্ণের উদ্দেশে আসে হস্তিনানগর॥
গজ বাজী রথ রথী সেনাগণ লয়ে।
বহু সৈন্যে অনুশাল্ব আইল সাজিয়ে॥
বেড়িল হস্তিনাপুরী শঙ্কা নাহি করে।
হাট বাট বেড়িল পদাতি থরে থরে॥
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে দৈত্য কোথা গদাধর।
পলায়ে আইল মোর মারি সহোদর॥
আজি তোমা বিনাশিব ইথে নাহি আন।
পাণ্ডবে স্মরণ নিলে রাখিবারে প্রাণ॥
এত বলি অনুশাল্ব প্রবেশিল পুরে।
দূত গিয়া সমাচার কহে যুধিষ্ঠিরে॥
অনুশাল্ব দৈত্য আসি বেড়িল নগর।
অহঙ্কারে আসিতেছে করিতে সমর॥
দূতের বচনে যুধিষ্ঠির নরপতি।
সংগ্রাম করিতে আজ্ঞা দেন শীঘ্রগতি॥
রাজার আদেশ পেয়ে যত পাণ্ডুগণ।
দৈত্যের সহিত যায় করিবারে রণ॥

সহদেব নকুল আর যে ভীমবীর।
অর্জ্জুন গাণ্ডীব লয়ে সাজিলেন ধীর॥
মেঘবর্ণ আর সাজে সুবেগ কুমার।
নানা অস্ত্র লইয়া যতেক পরিবার॥
নানা অস্ত্র লয়ে তবে পাণ্ডবেরগণ।
দৈত্যের সম্মুখে আসি দিল দরশন॥
ভীম সহদেবে তবে ধনুক পাতিল।
দেখি অনুশাল্ব দৈত্য গর্জ্জিতে লাগিল॥
কুপিত হইয়া তবে দৈত্যের ঈশ্বর।
ভীম সহদেবে বিন্ধি করিল জর্জ্জর॥
দৈত্যশরে অচেতন হৈল দুই বীর।
সহিতে নারিল রণে হইল অস্থির॥
ভয়ে ভঙ্গ দিল দোঁহে পরিহরি রণ।
মার মার ডাক ছাড়ে দৈত্যসেনাগণ॥
এত দেখি অর্জ্জুন গাণ্ডীব লয়ে করে।
শত শত বাণ মারে দৈত্যের উপরে॥
ক্রুদ্ধ হৈল অনুশাল্ব অর্জ্জুনের বাণে।
সংগ্রাম করয়ে বীর কঠোর সন্ধানে॥
অর্জ্জুনের যত বাণ নিবারিল শরে।
পার্থের তবে বড় ভয় হৈল সমরে॥
অনুশাল্ব দৈত্য তবে বিচারিয়া মনে।
অর্জ্জুনে বিন্ধিল বীর এক লক্ষ বাণে॥
মূর্চ্ছিত হইয়া রথে পড়েন কিরীটী।
তাহা দেখি ভঙ্গ দিল সেনা কোটি কোটি
কৃতবর্ম্মা সাত্যকি সুবেগ ধনুর্দ্ধর।
অনুশাল্ব সহ গেল করিতে সমর॥
বাণাঘাতে বীর সব অচেতন হৈল।
সংগ্রাম ত্যজিয়া সবে রণে ভঙ্গ দিল॥
যুবনাশ্ব রাজা তবে প্রবেশিল রণে।
অনেক সংগ্রাম কৈল অনুশাল্ব সনে॥
দৈত্যবাণে নরপতি হইয়া জর্জ্জর।
প্রাণভয়ে পলাইল ত্যজিয়া সমর॥
গদ শাম্ব আদি করি যত বীর ছিল।
অনুশাল্ব দৈত্য সহ অনেক যুঝিল॥
জিনিতে নারিল যুদ্ধে প্রাণপণ করি।
ভয়ে পলাইল সবে রণ পরিহরি॥
চিন্তিত পাণ্ডব-সৈন্য দৈত্যের প্রহারে।
প্রাণ লয়ে গেল সবে কৃষ্ণের গোচরে॥
সংগ্রাম-বৃত্তান্ত যত কৃষ্ণেরে কহিল।
তাহা শুনি শ্রীকৃষ্ণের হাস্য উপজিল॥
হাতে পান লয়ে তবে বলে নারায়ণ।
অনুশাল্ব দৈত্যে ধরি দিবে যেই জন॥
আসিয়া লউক পান আমার গোচরে।
ঘুষিবে তাহার যশ জগত ভিতরে॥
এত শুনি প্রদ্যুম্ন সাহসে করি ভর।
লইতে কৃষ্ণের পান সবার ভিতর॥
অঙ্গীকার করিলেক কৃষ্ণের সাক্ষাতে।
রথে চড়ি তবে গেল দৈত্যকে ধরিতে॥
সৈন্যেতে বেষ্টিত হয়ে আইল অনঙ্গ।
দুই বীরে দেখাদেখি হৈল বড় রঙ্গ॥
আকর্ণ পূরিয়া কাম পূরিল সন্ধান।
অনুশাল্ব-হৃদয়ে মারিল দশ বাণ॥
বাণাঘাতে ক্রুদ্ধ হৈল দৈত্য-অধিপতি।
দিব্য অস্ত্র মারিল প্রদ্যুম্নে শীঘ্রগতি॥
সারথি সহিত উড়াইল রথখান।
পড়িল প্রদ্যুম্ন গিয়া কৃষ্ণ বিদ্যমান॥
কামদেবে দেখি ক্রোধ হৈল গদাধরে।
লাথি মারিলেন তার মস্তক উপরে॥
দৈত্যবাণে অচেতন ছিল শম্বরারি।
চেতন পাইল বীর পরশিতে হরি॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন প্রদ্যুম্নে চাহিয়া।
রণে ভঙ্গ দিলে তুমি মম পুত্র হৈয়া॥
শুনরে পামর পুত্র তুমি কুলাধম।
তোমা হতে কলঙ্ক হইল অনুপম॥
এত বলি তবে গরুড়ে চড়ি শ্রীহরি।
গমন করিলা রণে গদা চক্র ধরি॥
কৃষ্ণে দেখি হরষিত হৈল দৈত্যপতি।
নানা অস্ত্র লয়ে যুঝে কৃষ্ণের সংহতি॥
অপার মহিমা কৃষ্ণের বুঝে কোন্ জন।
দৈত্য সহ করিলেন ঘোরতর রণ॥
দৈত্যশরে জর্জ্জরিত হয়ে দেব হরি।
রহিতে না পারিলেন গরুড় উপরি॥

জর্জ্জর হইল বাণে বিনতানন্দন।
দৈত্যশরে কাতর অত্যন্ত নারায়ণ॥
ক্রোধে অনুশাল্ব দৈত্য গদা লয়ে হাতে।
সক্রোধে মারিল গদা গরুড়ের মাথে।
মোহ গেল পক্ষিরাজ পলায় সত্বরে।
কৃষ্ণেরে লইয়া গেল ধর্ম্মের গোচরে॥
অচেতন নারায়ণ গরুড় উপরে।
তা দেখি জন্মিল ভয় রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
রণে ভঙ্গ দিয়া আইলেন নারায়ণ।
তাহা শুনি চিন্তিত হৈল পাণ্ডবগণ॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা ব্যাসে জিজ্ঞাসিল।
দৈত্যযুদ্ধে নারায়ণ কেন ভঙ্গ দিল॥
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
অনন্ত মহিমা কৃষ্ণের বুঝে কোন্ জন॥
ব্রাহ্মণের বাক্য কৃষ্ণ সত্য করিবারে।
রণে ভঙ্গ দিয়া যান পুরীর ভিতরে॥
গর্গমুনি অভিশাপ দিল নারায়ণে।
অপমান পাবে তুমি অনুশাল্ব-রণে॥
সে কারণে রণে ভঙ্গ দিলেন শ্রীহরি।
শুন রাজা তোমারে কহিনু সত্য করি॥
ব্যাসের বচনে তাঁর বিস্ময় ঘুচিল।
দৈত্য-সিংহনাদে মনে ভয় উপজিল॥
হেনকালে ধনুর্ব্বাণ লয়ে বৃষকেতু।
সিংহনাদ করি যায় যুঝিবার হেতু॥
দৈত্যের সম্মুখে গিয়া কর্ণের নন্দন।
শত শত বাণ এড়ে হয়ে ক্রুদ্ধমন॥
বাণে বাণ নিবারিল দৈত্য মহামতি।
হেনমতে দোঁহে কৈল অনেক শকতি॥
তবে বৃষকেতু বীর কর্ণের নন্দন।
হৃদয়ে ভাবনা কৈল অভয় চরণ॥
কৃষ্ণপদ ধ্যান করি যুড়িলেক শর।
বাণাঘাতে মূর্চ্ছাপন্ন দৈত্যের ঈশ্বর॥
মূর্চ্ছাগত অনুশাল্ব হরিল চেতন।
ধাইয়া ধরিল তারে কর্ণের নন্দন॥
অনুশাল্ব দৈত্যেশ্বরে ধরিয়া ত্বরিতে।
আনিয়া দিলেক শীঘ্র ধর্ম্মের অগ্রেতে॥
ধন্য ধন্য বৃষকেতু করিয়া ব্যাখ্যান।
সর্ব্বজনে দিল তারে আলিঙ্গন দান॥
তবে অনুশাল্ব দৈত্য পাইল চেতন।
মায়া ঘুচাইল তার কমললোচন॥
দিব্য জ্ঞান দেন তবে দৈত্যের ঈশ্বরে।
কৃষ্ণে দেখি দৈত্যরাজ দণ্ডবৎ করে॥
প্রণমিয়া কহে দৈত্য যোড় করি হাত।
প্রসন্ন হইবে মোরে দেব জগন্নাথ॥
ধন্য যুধিষ্ঠির তুমি ধর্ম্মের কুমার।
কৃষ্ণ-দরশন পাই মিলনে তোমার॥
মদে মত্ত হয়ে আমি করিলাম রণ।
অপরাধ না লইবে ধর্ম্মের নন্দন॥
তুমি দোষ ক্ষমা কৈলে আর নাহি ভয়।
প্রসন্ন হবেন মোরে কৃষ্ণ মহাশয়॥
দৈত্যের বচনে কহিলেন ধর্ম্মরাজ।
শুন দৈত্য ক্ষমিলাম তোমার অকাজ॥
এত বলি প্রসাদ দিলেন নরপতি।
ধর্ম্মরাজে দৈত্যরাজ করিল প্রণতি॥
দৈত্যকে কহেন ধর্ম্ম মধুর বচনে।
বিদায় দিলাম আমি যাহ নিকেতনে॥
তবে অনুশাল্ব বলে করি যোড়হাত।
দেশে না যাব আমি পাণ্ডবের নাথ॥
থাকিব তোমার সঙ্গে হস্তিনানগরে।
সতত দেখিতে পাব দেব গদাধরে॥
রাজ্য ধনে মম কিছু নাহি প্রয়োজন।
আজ্ঞা কর কি করিব ধর্ম্মের নন্দন॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন দৈত্যেশ্বর।
অর্জ্জুন সহিত তুমি যাইবে সত্বর॥
রাখিবে যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া শকতি।
এই ভার তোমারে দিলাম দৈত্যপতি॥
তুমি আর যুবনাশ্ব অর্জ্জুন সহিত।
রাখিবে যজ্ঞের ঘোড়া হয়ে সাবহিত॥
তাহা শুনি অনুশাল্ব আনন্দিত মন।
নিজ সৈন্য আনিলেক করিয়া সাজন॥
অশ্ব রাখিবারে দৈত্য কৈল অঙ্গীকার।
তাহা শুনি প্রীতি পান ধর্ম্মের কুমার॥

এই বিবরণ কহি তোমার গোচর।
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ নৃপবর ॥

অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ।

জন্মেজয় কহিলেন কহ মহামুনি।
যজ্ঞের আরম্ভ কথা অদ্ভুত কাহিনী ॥
অর্জ্জুন গেলেন যদি ঘোড়া রাখিবারে।
ভ্রমণ করিল ঘোড়া পৃথিবী ভিতরে ॥
ধরিয়া রাখিল ঘোড়া কোন্ বলবান।
কার সহ কি প্রকারে সংগ্রাম বিধান ॥
আমারে সে সব কথা কহ তপোধন।
তোমার প্রসাদে শুনি পূর্ব্ব বিবরণ ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
অশ্বমেধ শ্রবণেতে পাপ নষ্ট হয় ॥
ব্যাস বলিলেন তবে ধর্ম্মরাজ প্রতি।
মুনি ঋষি আমন্ত্রিয়া আন শীঘ্রগতি ॥
আরম্ভ করহ যজ্ঞ মধু-পূর্ণিমাতে
যজ্ঞের সামগ্রী তুমি আনহ ত্বরিতে ॥
ব্যাসের বচনে রাজা ভীমে পাঠাইয়া।
মুনি ঋষি ব্রাহ্মণেরে আনেন বরিয়া ॥
পাণ্ডবের আমন্ত্রণ প্রাপ্তে মুনিগণ।
হস্তিনানগরে আসি দিল দরশন ॥
পাদ্য অর্ঘ্যে যুধিষ্ঠির করিয়া পূজন।
প্রণাম করিয়া সবে দিলেন আসন ॥
বসিল আসনে যত মুনি ঋষিগণ।
যোগেন্দ্র জটিল বহু আইল ব্রাহ্মণ ॥
বসিলেন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণেরে স্মরিয়া।
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুলে লইয়া ॥
নানা আয়োজন অনুচরে যোগাইল।
যজ্ঞের মণ্ডপে সব যতনে থুইল ॥
বেদের বিধানে কুণ্ড করিল নির্ম্মাণ।
আশী হাত গর্ত্ত সেই সুন্দর গঠন ॥
শাস্ত্রমত কুণ্ড শত হাত পরিসর।
নির্ম্মাইল যজ্ঞবেদী পরম সুন্দর ॥
সুবর্ণরচিত ঘট আরোপিত তাতে।
পুষ্পঝারা বান্ধিল চান্দোয়া চারিভিতে ॥
দ্রৌপদী সহিত ধর্ম্মরাজ করি স্নান।
বসিলেন দোঁহে শুক্ল বস্ত্র পরিধান ॥
বেদধ্বনি করিলেন সর্ব্ব-মুনিগণ।
ধৌম্য পুরোহিত করে বেদ উচ্চারণ ॥
সঙ্কল্প করেন শুভক্ষণে নরপতি।
তবে ব্যাসদেব নৃপে দেন অনুমতি ॥
ব্রাহ্মণে বরণ কর বসন ভূষণে।
ত্বরায় আনহ ঘোড়া যজ্ঞ সন্নিধানে ॥
ব্যাসের বচনে রাজা সানন্দ হইয়া।
আনাইল তুরঙ্গকে যজ্ঞে সাজাইয়া ॥
আসন ভূষণ সব কনকে রচিত।
সুবর্ণের থাল ঝারি মণিতে খচিত ॥
বিংশতি সহস্র বিপ্রে করিয়া বরণ।
প্রত্যক্ষে সবারে দেন আসন ভূষণ ॥
বরণ পাইয়া তবে আনন্দিত চিতে।
বসিল সকল দ্বিজ যজ্ঞ আরম্ভিতে ॥
দ্রৌপদী সহিত ব্রতী হইল রাজন।
মধুপূর্ণিমাতে কৈল যজ্ঞ আরম্ভণ ॥
সর্ব্ব সুলক্ষণ ঘোড়া আনিয়া সত্বর।
প্রক্ষালেন দুই পদ ধর্ম্ম নরবর ॥
কুসুম চন্দনে ঘোড়া করিয়া ভূষণ।
বান্ধিলেক অশ্বভালে সুবর্ণ দর্পণ ॥
যুধিষ্ঠির নিজ নাম লিখেন দর্পণে।
পৃথিবী ভ্রমিবে ঘোড়া আপনার মনে ॥
যদি কেহ বীর থাকে পৃথিবী ভিতরে।
ধরিলে যজ্ঞের ঘোড়া জিনিব তাহারে ॥
নিজবলে ছাড়াইয়া তুরঙ্গ আনিব।
তবে অশ্বমেধ যজ্ঞে সঙ্কল্প করিব ॥
অশ্বভালে দর্পণেতে এরূপ লিখিল।
ঘোটক-অঙ্গেতে নানা অলঙ্কার দিল ॥
কুন্তী আর গান্ধারী প্রভৃতি যত নারী।
হুলাহুলি মঙ্গল করিল আগুসরি ॥
সত্যভামা আদি যত কৃষ্ণের রমণী।
মঙ্গল বিধানে অশ্বে পূজিল তখনি ॥
ধনঞ্জয়ে ডাকিয়া বলেন নরবর।
অশ্ব রক্ষা হেতু ভাই সাজহ সত্বর ॥

আমি ব্রতী হইয়া রহিব যজ্ঞস্থানে।
দিবানিশি দ্রৌপদী সহিত একাসনে॥
অসিপত্র-ব্রত আচরণে দিব মন।
যত্নেতে করিবে ভাই ঘোটক রক্ষণ॥
ঘোড়া চুরি হৈলে যজ্ঞ সাঙ্গ নাহি হবে।
ব্রত নষ্ট হবে আর কলঙ্ক রটিবে॥
শুনিয়াছি মুনিমুখে এ সব কথন।
অশ্বহারা হয়ে দুঃখ পায় কতজন॥
যত্নেতে রাখিবে ঘোড়া বীর ধনঞ্জয়।
পৃথিবী ভ্রমিলে ঘোড়া কার্য্যসিদ্ধি হয়॥
নকুল থাকিবে মাত্র আমার সংহতি।
সঙ্গেতে লইয়া যাহ যত সেনাপতি॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা চিন্ত অকারণে।
আমারে জিনিতে বীর নাহি ত্রিভুবনে॥
পৃথিবী ভ্রমিয়া আমি তুরঙ্গ আনিব।
যদি কেহ ঘোড়া ধরে তারে বিনাশিব॥
কৃষ্ণের প্রসাদে ভয় না করি কাহারে।
কহিলাম সত্য আমি তোমার গোচরে॥
এত বলি ধনঞ্জয় হইল বিদায়।
ঋষি মুনিগণ দিল জয়ধ্বনি তায়॥
অশ্ব পিছে ধনঞ্জয় করেন প্রয়াণ।
বাজায় দামামা ভেরী থমক নিশান॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন ভীম মহাবীরে।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যাও ঘোড়া রাখিবারে॥
প্রদ্যুম্নকে ডাকিয়া বলিল নারায়ণ।
ঘোড়া রাখিবারে পুত্র করহ গমন॥
কৃতবর্ম্মা সাত্যকি যতেক ধনুর্দ্ধর।
গদ শাম্ব সঙ্গে লয়ে চলহ সত্বর॥
রাখিহ তুরঙ্গ সবে মন্ত্রণা করিয়া।
যুঝিবে সমর মধ্যে সাবধান হৈয়া॥
এত বলি প্রত্যেকেরে করিল বিদায়।
প্রণমিয়া নারায়ণে সর্ব্বসৈন্য যায়॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব সুবেগ কুমার।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যায় ঘোড়া রাখিবার॥
বৃষকেতু বীর চলে কর্ণের নন্দন।
অশ্ব সঙ্গে চলে সৈন্য না যায় গণন॥
দৈবযোগে তুরঙ্গ চলিল শুভক্ষণে।
প্রথমে যজ্ঞের ঘোড়া চলিল দক্ষিণে॥

নীলধ্বজ রাজার সহিত যুদ্ধ।

কহেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
দক্ষিণ দিকেতে গেল পাণ্ডবের হয়॥
পশ্চাতে চলিল সৈন্য নানা অস্ত্র ধরি।
প্রবেশ করিল গিয়া মাহেশ্বরী-পুরী॥
মাহেশ্বরী পুরে রাজা নীলধ্বজ নাম।
অস্ত্র-শস্ত্র-বিশারদ বীর গুণধাম॥
প্রবীর নামেতে তার প্রধান তনয়।
যৌবনে হইয়া মত্ত নাহি ধর্ম্মভয়॥
যুবতী লইয়া সেই কেলি করে জলে।
নানা রঙ্গ ভঙ্গ ক্রীড়া করে কুতূহলে॥
হেনকালে সেই অশ্ব যায় সেই পথে।
প্রবীর-বনিতা তাহা পাইল দেখিতে॥
মদনমঞ্জরী নামে প্রধান বনিতা।
যোড়হাত হয়ে স্বামী আগে কহে কথা॥
হের দেখ অশ্ব আসে সর্ব্ব সুলক্ষণ।
অশ্ব-দরশনে ভুলিল আমার মন॥
অশ্ব ধরি দেহ মোরে প্রাণের ঈশ্বর।
নহিলে মরিব আমি তোমার গোচর॥
বনিতার বাক্য শুনি রাজার নন্দন।
ধাইয়া ধরিল ঘোড়া সর্ব্ব সুলক্ষণ॥
অশ্বভালে লিখন পড়িল নৃপসুত।
পত্র পড়ি অহঙ্কার বাড়িল বহুত॥
অশ্ব ধরি কুমার কহিল নারীগণে।
তুরঙ্গ লয়ে তোমরা যাহ নিকেতনে॥
এত বলি অনুচরে সেই অশ্ব দিল।
প্রবীর-বনিতাগণ পুরে প্রবেশিল॥
হেথা অশ্ব না দেখিয়া পাণ্ডবের গণ।
নানা অস্ত্র লয়ে ধায় করিবারে রণ॥
আগে আসে পার্থবীর ধনুঃশর হাতে।
সাক্ষাৎ হইল তাঁর প্রবীরের সাথে॥

কত সৈন্য সঙ্গে আসে রাজার তনয়।
জিজ্ঞাসা করেন তারে বীর ধনঞ্জয় ॥
পরিচয় দেহ তুমি কাহার নন্দন।
ধরিলে যজ্ঞের ঘোড়া কিসের কারণ ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিছেন যুধিষ্ঠির।
ঘোড়া ধরে পৃথিবীতে আছে কোন্ বীর ॥
প্রবীর বলিল না করিহ অহঙ্কার।
ঘোড়া ধরি আমি নীলধ্বজের কুমার ॥
বুঝিব তোমার বল পাণ্ডুর নন্দন।
কেমনে লইবে অশ্ব করি তুমি রণ ॥
অর্জ্জুন বলেন যুদ্ধ নহে তোর সনে।
একথা শুনিলে হাসিবেক ক্ষত্রগণে ॥
অর্জ্জুনের বাক্যে রোষে রাজার কুমার।
আকর্ণ পূরিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার ॥
অকস্মাৎ অগ্নিদেব প্রবেশিল রণে।
অর্জ্জুন-কটক সব দহিল আগুনে ॥
দেখিয়া অর্জ্জুন কহিলেন বৈশ্বানরে।
ক্ষমা কর অগ্নি হও সদয় অন্তরে ॥
খাণ্ডব দহিয়া আমি তুষিনু তোমারে।
অক্ষয় গাণ্ডীব তুমি দিয়াছ আমারে ॥
এখন অকৃপা কর কিসের লাগিয়া।
যোড়হাত হয়ে বলি যাহ নিবর্ত্তিয়া ॥
অশ্বমেধ করিবেন পাণ্ডুর নন্দন।
তাহাতে করিবে তুমি আহুতি ভক্ষণ ॥
অর্জ্জুন-বচনে অগ্নি সম্প্রীতি পাইল।
তেজ নিবারণ হেতু অর্জ্জুনে কহিল ॥
অগ্নির পাইয়া আজ্ঞা বীর ধনঞ্জয়।
এড়িলেন বরুণাস্ত্র হইয়া নির্ভয় ॥
নির্ব্বাণ হইল অগ্নি সলিল পরশে।
মন্দানল হয়ে গেল নৃপতির পাশে ॥
ভয়ে ভঙ্গ দিল যত নৃপসেনাগণ।
আপনি পলায় রাজা পরিহরি রণ ॥
প্রবীর রাজার পুত্র আছিল পশ্চাতে।
দেখিয়া অর্জ্জুনে সেই আইল ত্বরিতে ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তার মুণ্ড কাটা গেল।
প্রবীর রাজার পুত্র ভূমেতে পড়িল ॥

পুত্রশোকে নীলধ্বজ বিরসবদন।
দিল মনোদুঃখ পাইয়া রাজন ॥
নীলধ্বজে কহে অগ্নি মধুর ভারতী।
অর্জ্জুনে জিনিতে নাহি তোমার শকতি ॥
আমার বচনে তুমি পরিহর রণ।
মনুষ্য না হয় পার্থ নর-নারায়ণ ॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি পাণ্ডবের পক্ষ।
পাণ্ডবের সাধ্য সব নাহিক অশক্য ॥
অশ্ব দিয়া তুমি দ্রুত কর তার প্রীতি।
রাজ্য রক্ষা হেতু তুমি শুন নরপতি ॥
নহে অবশেষে বড় হইবে দুষ্কর।
রাখিতে নারিব আমি শুন নৃপবর ॥
জামাতার বাক্য শুনি নীলধ্বজ রায়।
অশ্ব আনিবার তরে অন্তঃপুরে যায় ॥
বিরস বদনে রাজা গেল অন্তঃপুরে।
কহিল সকল কথা প্রিয়ার গোচরে ॥
সংগ্রামে পড়িল পুত্র সমাচার পেয়ে।
ক্রন্দন করেন রাণী অচেতন হয়ে ॥
নৃপতি বলেন তুমি না কান্দিহ আর।
অশ্ব দিয়া রাজ্য এবে রাখি আপনার ॥
সম্প্রীতি করিব আমি অর্জ্জুনের সনে।
সংগ্রামে পড়িল পুত্র কার্য্য নাহি রণে
জনা বলে কি কথা কহিলে নরপতি।
শত্রু সঙ্গে কেমনেতে করিবে পীরিতি
সাহস করিয়া তুমি কর গিয়া রণ।
অর্জ্জুন নিধনে মোর শোক নিবারণ ॥
নীলধ্বজ রাজা বলে শুন রূপবতী।
জামাতা হারিল রণে অর্জ্জুন সংহতি ॥
যার বাহুবলে আমি জিনি সবাকারে।
স্থির হতে নারে সেই অর্জ্জুনের শরে
অতএব তুষিব পার্থে অশ্ব অর্পিয়া।
অশ্বরক্ষা হেতু প্রিয়ে যাব গোড়াইয়া
এত শুনি জনা বলে ধিক্ বীরপণা।
রহিল ঘুষিতে অপযশের ঘোষণা ॥
ক্ষত্রকুলে জনমিয়া ত্যজিলে সংগ্রাম।
শত্রুর আশ্রয় লবে বৃথা ধর নাম ॥

এত বলি রাজরাণী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
অশ্ব লয়ে নরপতি আইল বাহিরে॥
অর্জ্জুনেরে অশ্ব দিল নীলধ্বজ রায়।
যোড়হাতে বলে ক্ষমা করহ আমায়॥
না জানিয়া মোর পুত্র তুরঙ্গ ধরিল।
বিধাতা তাহার ফল হাতে হাতে দিল॥
এত বলি নীলধ্বজ অর্জ্জুনের সঙ্গে।
তুরঙ্গ রাখিতে রাজা গেল অতি রঙ্গে॥
তাহা শুনি রাণী অতি ক্রুদ্ধা হয়ে মনে।
অন্তঃপুর ত্যজি গেল ভ্রাতার সদনে॥

পুত্রশোকে জনার ভ্রাতৃ-গৃহে গমন।

তবে জনাবতী নারী, অন্তরেতে ক্রোধ করি,
ত্যজিয়া আলয় ধন জন।
পুত্রশোকে অধোমুখ, মনেতে ভাবিছে দুঃখ,
স্বামী নিল বিপক্ষ শরণ॥
পথে যেতে যুক্তি করে, বিনাশিব অর্জ্জুনেরে,
সহোদর সহায় করিয়া।
না পূরিল মনোরথ, দৈবে মোর এই পথ,
কি করিব ঘরেতে বসিয়া॥
বিনাশিলে অর্জ্জুনেরে, তবে মোর আশা পূরে
নহে আমি ত্যজিব শরীর।
কাতর হইল রাজ, দুঃখেতে নাহিক লাজ,
কোথা গেল সে পুত্র প্রবীর॥
লাজে অধোমুখ হৈয়া, মনে যুক্তি বিচারিয়া,
ভ্রাতার ভবনে গেল চলি।
উলুকের বিদ্যমানে, জনা কান্দে সকরুণে,
পুনঃ পুনঃ লোটাইয়া ধূলি।
ভগিনীর দশা দেখি, উলুক হইল দুঃখী,
হাতে ধরি তুলিল তাহারে।
না কহিয়া বিবরণ, কান্দ কেন অকারণ,
কোন্ জন দুঃখ দিল তোরে॥
জনা বলে ওরে ভাই, কহিবারে চাহি তাই,
প্রবীর বিনাশ হৈল রণে।
অর্জ্জুন আইল পুরে, অশ্ব রাখিবার তরে,
যে হেতু সংগ্রাম তার সনে॥
যুদ্ধ করে ধনঞ্জয়, জামাতা পাইল ভয়,
পরাজয় পাইল নৃপতি।
পুত্রশোক না ভাবিয়া, তুরঙ্গ দিলেন লৈয়া,
পার্থ সহ করিলেক প্রীতি॥
শুনিয়া পাইনু তাপ, না ঘুচিল মনস্তাপ,
স্বামী নিল শত্রুর শরণ।
বিনাশিয়া অর্জ্জুনেরে, যদি রাজ্য দেহ মোরে,
তবে শোক হয় নিবারণ॥
ভাই সে উলুক নাম, ধর্ম্মবুদ্ধি অনুপম,
লজ্জাতে করিল হেঁটমাথা।
অবলা প্রবলা হয়ে, নিজপুরী তেয়াগিয়ে,
কি কারণে আসিয়াছ হেথা॥
পার্থ নর-নারায়ণ, কহে যত মুনিগণ,
রণে কেহ জিনিতে না পারে।
পাণ্ডবের সখা গুরু, কৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু,
কেবা তাঁর কি করিতে পারে॥
আপনার ভাল চাহ, নিজালয়ে চলি যাহ,
তবে যে আমার ক্রোধ নাই।
কি কর্ম্ম করিলে তুমি, কভু নাহি শুনি আমি,
প্রতিফল পাবে মোর ঠাঁই॥
রহিবেক দুষ্টভাষা, নহে কাটিতাম নাসা,
অবলার এত অহঙ্কার।
ভ্রাতৃমুখে কথা শুনি, জনা অপমান গণি,
নাহি গেল পুরে আপনার॥
মহাভারতের কথা, শুনিলে খণ্ডয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ বিনাশন।
গোবিন্দ চরণে মন, নিয়োজিয়া অনুক্ষণ,
কাশীরাম দাস বিরচন॥

জনার দেহত্যাগ ও অর্জ্জু-নের প্রতি গঙ্গার শাপ।

শ্রীজন্মেজয় বলেন শুন তপোধন।
কি যুক্তি করিল জনা কহ বিবরণ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
দুর্ব্বাক্য খাইল বহু জনা গুণবতী॥
ভ্রাতার নিকটে বড় পেয়ে অপমান।
মনেতে করিল যুক্তি ত্যজিব পরাণ॥

ভাগীরথী-তীরে জনা গেল শীঘ্রগতি।
যোড়হাত হয়ে বলে আপন ভারতী॥
শুন গঙ্গাদেবী আমি করি নিবেদন।
তোমার সলিলে আমি ত্যজিব জীবন॥
বধিলেক অর্জ্জুন আমার পুত্র-প্রাণ।
আপনি করিবা মাতা ইহার বিধান॥
সেই হেতু চিত্তে বড় হৈল অভিমান।
কাতর হইয়া বলি তোমা বিদ্যমান॥
এত বলি গঙ্গাজলে প্রবেশ করিল।
পুত্রশোক পেয়ে জনা শরীর ত্যজিল॥
জনার মরণে শোক পেয়ে ভাগীরথী।
ক্রোধে অভিশাপ দিল অর্জ্জুনের প্রতি॥
সতী কন্যা মরে পার্থ তোমার কারণে।
সে সকল ভয় তোর নাহি হয় মনে॥
ভীষ্মে নিপাতিলে তুমি কপট করিয়া।
ভয় না করিলে পিতামহ যে বলিয়া॥
কৃষ্ণসখা বলি তোর বাড়ে অহঙ্কার।
না বুঝি দেবের মায়া পাণ্ডুর কুমার॥
পৌত্র-হস্তে ভীষ্মবীর ত্যজিল পরাণ।
তুমিহ পুত্রের হস্তে হারাইবে প্রাণ॥
শাপিলেন গঙ্গাদেবী অর্জ্জুনের তরে।
তাহা শুনি নারায়ণ চিন্তিত অন্তরে॥
ঈষৎ হাসেন কৃষ্ণ পাণ্ডব-সভায়।
ব্যাসদেব বুঝিলেন তাঁর অভিপ্রায়॥
জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির দেব নারায়ণে।
কহ কৃষ্ণচন্দ্র তুমি হাস্য কৈলে কেনে॥
গোবিন্দ বলেন শুন ধর্ম্ম নৃপবরে।
অভিশাপ হইল যে পার্থ ধনুর্দ্ধরে॥
গঙ্গা অভিশাপ দেন দুঃখ পেয়ে মনে।
তার মৃত্যু হবে বভ্রুবাহনের রণে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন হইবে কেমন।
অভিশাপ দেন গঙ্গা কিসের কারণ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা কর অবধান।
মাহেশ্বরী পুরে রাজা নীলধ্বজ নাম॥
ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া তাহার নন্দন।
অশ্ব হেতু অর্জ্জুনের সঙ্গে হৈল রণ॥
প্রবীর তাহার পুত্র হত হৈল রণে।
রাজরাণী তনু ত্যাগ কৈল অভিমানে॥
গঙ্গাতে মরিল সেই পুত্রশোক পেয়ে।
গঙ্গা অভিশাপ দেন দুঃখিত হইয়ে॥
নীলধ্বজ অশ্ব দিল ধনঞ্জয় বীরে।
আপনি চলিল বীর অশ্ব রাখিবারে॥
অর্জ্জুন কারণে ভয় না করিহ তুমি।
সঙ্কট হইলে রক্ষা করিব যে আমি॥
এত বলি কৃষ্ণ প্রবোধেন যুধিষ্ঠিরে।
এই বিবরণ রাজা কহিনু তোমারে॥
অমৃত-সমান এই ভারত-কাহিনী।
আর কি কহিব আমি বল নৃপমণি॥

— —

জামাতা অগ্নির বিবরণ।

শ্রীজন্মেজয় বলেন শুন তপোধন।
এই আমি তোমারে করি যে নিবেদন॥
রাজার জামাতা অগ্নি হইল কেমনে।
এই কথা কৃপা করি কহিবে আপনে॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
এবে কহি নীলধ্বজ রাজার ভারতী॥
জনা নাম ধরে নীলধ্বজের মহিষী।
রতি জিনি রূপ তার পরম রূপসী॥
জনা সঙ্গে নীলধ্বজ নানা কেলি করে।
দৈবযোগে গর্ভ তার হইল উদরে॥
লক্ষ্মী-শাপে সেই গর্ভে এল বসুমতী।
স্বাহা নাম হৈল তার শুন নরপতি॥
পরমা সুন্দরী কন্যা বাড়ে দিনে দিনে।
চন্দ্রমার শোভা যেন পৌর্ণমাসী দিনে॥
কন্যা দেখি নৃপতির আনন্দ অপার।
স্বাহা বলি নাম রাজা রাখিল তাহার॥
হইল বিবাহ কাল ভাবে মনে মনে।
অনুক্ষণ যুক্তি করে পাত্র মিত্র সনে॥
কারে কন্যা দান দিব কোথা পাব বর।
কালাতীত হলে হবে অতি মন্দতর॥
কন্যা বলে শুন পিতা আমার বচন।
মনুষ্য-লোকেতে মম নাহি লয় মন॥

দেবপত্নী হব আমি ইথে নাহি আন।
সত্য কহিলাম পিতা তোমা বিদ্যমান॥
স্বাহাবাক্যে পুছে রাজা হরিষ অন্তরে।
কাহারে বরিবা তুমি বলহ আমারে॥
স্বাহা বলে শুন পিতা আমার বচন।
জীবনে মরণে অগ্নি বলে সর্ব্বজন॥
শিশুকাল হতে মোর অনলে ভকতি।
শুন পিতা অগ্নি পূজা করি নিতি নিতি॥
অনল আমার স্বামী কহিনু তোমারে।
তাঁহাকে আনিয়া দেহ বিবাহ আমারে॥
রাজা বলে কোথা পাব তাঁর দরশন।
স্বাহা বলে আসিবেন করিলে স্মরণ॥
এত বলি রাজকন্যা পূজে বৈশ্বানরে।
স্তুতি করে স্বাহাদেবী যুড়ি দুই করে॥
স্বাহার স্তবেতে বশ হৈল বৈশ্বানর।
রহিতে না পারি আসি কহেন সত্বর॥
নিজ অভিলাষ মোরে কহ গুণবতী।
কিসের কারণে মোরে পূজ নিতি নিতি॥
স্বাহা বলে তুমি মোরে করহ গ্রহণ।
তব পত্নী হব আমি এই নিবেদন॥
এই হেতু স্তব করি পূজি যে তোমারে।
এই অভিলাষ বর দেহ ত আমারে॥
এবমস্তু বলি অগ্নি সেই বর দিল।
বর পেয়ে স্বাহা মনে সম্প্রীতি পাইল॥
জানাইল পিতৃদেবে অগ্নি-আগমন।
শুনিয়া হইল রাজা আনন্দিত মন॥
যোড়হাতে বিনয় করেন নরপতি।
কন্যাদান অগ্নিদেবে করে শীঘ্রগতি॥
যোড়হাত হয়ে রাজা বলিল অগ্নিরে।
স্বাহা নামে কন্যা আমি দিলাম তোমারে॥
আপনি করিবে তুমি আমার রক্ষণ।
ধন জন রাজ্য তোমা করিনু অর্পণ॥
বিপক্ষ না আসে যেন আমার নগরে।
সতত থাকিবে তুমি আমার মন্দিরে॥
তথাস্তু বলিয়া অগ্নি সেই বর দিল।
স্বাহার সহিত তার বিবাহ হইল॥
বিপক্ষ না যায় কেহ নীলধ্বজ-পুরে।
ওহে রাজা কহি শুন অনলের ডরে॥
কন্যা দিয়া অগ্নিদেবে রাখে নরপতি।
কহিনু তোমারে আমি পূর্ব্বের ভারতী॥

পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্মীর শাপ ও পাষাণ হইতে অশ্বোদ্ধার।

শ্রীজন্মেজয় বলেন শুন মহামুনি।
পূর্ব্ব বিবরণ কথা তোমা হতে শুনি॥
লক্ষ্মী কেন অভিশাপ দিলেন ধরাকে।
পৃথিবীর কি পাতক কহিবে আমাকে॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
সংক্ষেপে তোমারে বলি সে সব কথন॥
লক্ষ্মী সঙ্গে নারায়ণ থাকেন সতত।
নানা কেলি কলারস করেন বহুত॥
অপার মহিমা তাঁর কে বুঝিতে পারে।
অবিরত কমলা থাকেন বক্ষোপরে॥
তাহা দেখি বসুমতী কহেন লক্ষ্মীরে।
তোমার সমান তপ কেহ নাহি করে॥
না দেখি এমন তপ না শুনি শ্রবণে।
নারায়ণ সঙ্গে তুমি থাক রাত্রি দিনে॥
কিন্তু কৃষ্ণ সঙ্গে তোমা বিচ্ছেদ করাব।
নারায়ণ সঙ্গে আমি সতত থাকিব॥
মহাবাক্য শুনি দেবী ক্রোধ উপজিল।
মনোদুঃখ পেয়ে তাঁরে অভিশাপ দিল॥
জন্মিবে জনার গর্ভে হবে স্বাহা নাম।
অনল তোমার স্বামী ইথে নাহি আন॥
পৃথিবী বলেন তুমি শাপ দিলে মোরে।
নারায়ণ সহ দেখা না হবে তোমারে॥
পৃথিবী পালিতে জন্মিবেন নারায়ণ
সতত পাইব আমি তাঁহার দর্শন॥
অনুক্ষণ গোবিন্দ থাকিবেন আমাতে।
এত বলি বসুমতী গেলেন ত্বরিতে॥
শাপে বর পেয়ে তুষ্টা হইল ধরণী।
স্বাহা নাম হৈল নীলধ্বজের নন্দিনী॥

যোড়হস্তে জিজ্ঞাসে তবে শ্রীজন্মেজয়।
তার পরে কোথা গেল পাণ্ডবের হয় ॥
মুনি বলে ঘোড়া গিয়া প্রবেশিল বনে।
দক্ষিণমুখেতে যায় আনন্দিত মনে ॥
সম্মুখে দেখিল শিলা বনের ভিতর।
নিজাঙ্গ ঘর্ষিল ঘোড়া পাষাণ উপর ॥
অপরূপ কথা শুন রাজা জন্মেজয়।
পাষাণ ধরিয়া রাখিলেক সেই হয় ॥
যাইতে না পারে তুরঙ্গ লঙ্ঘিয়া শিলা।
দেখিয়া অর্জ্জুন বীর ব্যাকুল হইলা ॥
বিরস বদন হৈল কৃষ্ণের নন্দন।
ভীমসহ বিরস হইল সর্ব্বজন ॥
অর্জ্জুন বলেন কিবা আশ্চর্য্য বিধান।
ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া হইয়া পাষাণ ॥
কি যুক্তি করিব আমি কার ঠাঁই যাব।
কহ দেখি কোন্ মতে অশ্ব উদ্ধারিব ॥
প্রদ্যুম্ন বলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
ঐ দেখ সম্মুখে অপূর্ব্ব তপোবন ॥
তপোবনে মুনি স্থানে করহ প্রস্থান।
দুঃখ না ভাবিহ তুমি শুন মতিমান ॥
প্রদ্যুম্ন অর্জ্জুন আর যত রথীগণ।
মুনি সম্ভাষিতে সবে গেল তপোবন ॥
সৌভরি বসিয়া আছে নিজ আশ্রমেতে।
শিষ্যগণ বসি আছে তাঁর সমীপেতে ॥
বেদশাস্ত্র পাঠ দেন আনন্দিত মনে।
ধনঞ্জয় কামদেব গিয়া সেইখানে ॥
প্রণিপাত করিলেন ভূমিষ্ঠ হইয়া।
নিজ পরিচয় দেন বিনয় করিয়া ॥
পাণ্ডুর তনয় যুধিষ্ঠির নরপতি।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে কৃষ্ণের সংহতি ॥
আমরা আইনু অশ্ব করিতে রক্ষণ।
অর্জ্জুন আমার নাম শুন তপোধন ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে অশ্ব আইল কানন।
পাষাণে ধরিল ঘোড়া না জানি কারণ ॥
ভয় পেয়ে নিবেদি যে চরণে তোমার।
কহ কহ মহামুনি কি হবে আমার ॥
জ্ঞাতিবধ পাপে রাজা উৎকণ্ঠিত মন।
না হইল যজ্ঞ সাঙ্গ শুন তপোধন ॥
অর্জ্জুন কহেন যদি এতেক উত্তর।
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কহে মুনিবর ॥
শুন শুন পার্থ তুমি বচন আমার।
চিত্তের সন্দেহ কেন না ঘুচে তোমার ॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি তোমার সারথি।
তথাপিহ পাপ বলি মনে ভাব ভীতি ॥
কোটি ব্রহ্মহত্যা যায় যাঁহার স্মরণে।
হেন কৃষ্ণনাম তুমি নাহি লও কেনে ॥
না দেখি যে কিছু ভক্তি তোমার অন্তরে।
সখা বলি জান তুমি দেব গদাধরে ॥
হিংসাতে পূতনা পায় কৃষ্ণের শরীর।
জ্ঞাতিবধ পাপে কেন ভাবে যুধিষ্ঠির ॥
সতত সম্মুখে যেই দেখে নারায়ণ।
পাপ নাহি থাকে তার পাণ্ডুর নন্দন ॥
তবে যদি অশ্বমেধে করিয়াছ মতি।
পাইবে যজ্ঞের হয় না করিহ ভীতি ॥
ব্রহ্মশাপে শিলাতনু হইল ব্রাহ্মণী।
চণ্ডী নামে উদ্দালক মুনির রমণী ॥
তুমি পরশিলে তার হইবে মুকতি।
পাইবে পূর্ব্বের তনু শুন মহামতি ॥
মুক্ত হইবেক ঘোড়া শুন মহাশয়।
গোবিন্দ-বান্ধব তুমি না করিহ ভয় ॥
শুনিয়া এ সব কথা সৌভরি-বদনে।
ঘোড়া পাশে আসে বীর আনন্দিত মনে ॥
মুনির বচনে তাঁর সানন্দ অন্তর।
শিলা পরশিয়া উদ্ধারেন অশ্ববর ॥
অর্জ্জুন শিলাকে স্পর্শিলেন দুই করে।
শিলারূপ পরিহরি নারীরূপ ধরে ॥
বহুমতে অর্জ্জুনেরে করিল স্তবন।
তোমার পরশে হৈল এ পাপ মোচন ॥
তুমি নর-নারায়ণ ইথে নাহি আন।
শাপ হৈতে আমারে করিলে পরিত্রাণ ॥
মুক্ত হয়ে নিজালয়ে গেলেন ব্রাহ্মণী।
পাণ্ডবের সৈন্য দিল জয় জয় ধ্বনি ॥

ব্রাহ্মণীর পাষাণ হওনের বৃত্তান্ত।

জন্মেজয় রাজা বলে শুন তপোধন।
ব্রাহ্মণী পাষাণ হৈল কিসের কারণ॥
অভিশাপ কেন মুনি দিলেন তাহাকে।
কৃপা করি সেই কথা কহিবে আমাকে॥
বলেন বৈশম্পায়ন ওহে নরপতি।
মন দিয়া শুন কহি ব্যাসের ভারতী॥
উদ্দালক নামে মুনি ছিল তপোবনে।
চণ্ডী নামে ভার্য্যা তাঁর বিদিত ভুবনে॥
চণ্ডী নামে কন্যা সেই মুনিঘরে ছিল।
বাল্যকালে উদ্দালক তারে বিভা কৈল॥
বিবাহ করিয়া মুনি ছিল নিকেতনে।
চণ্ডীকে বুঝান মুনি বিবিধ বিধানে॥
আমি তব স্বামী বটে হই গুরুজন।
যতনে পালিবে তুমি আমার বচন॥
চণ্ডী বলে তব বাক্য আমি না শুনিব।
তুমি যাহা বল তাহা আমি না করিব॥
দুঃখ পেয়ে উদ্দালক তাহার বচনে।
কহিল সকল কথা মুনিপত্নীগণে॥
তারা বলে বাল্যকালে কত বড় জ্ঞান।
পালিবে তোমার বাক্য হলে বুদ্ধিমান॥
হেনমতে কতকাল বঞ্চিলেন মুনি।
চণ্ডী সে না শুনে কিছু উদ্দালক-বাণী॥
দুঃখ পায় উদ্দালক তাহার মিলনে।
স্বামীর বচন সে কদাচ নাহি শুনে॥
কমণ্ডলু আনিতে বলিল মুনিবর।
দেবতা পূজিব আমি শুনহ সত্বর॥
যজ্ঞ করি মনোমত বর মাগি লব।
চণ্ডী বলে কমণ্ডলু আমি না আনিব॥
না আনিব কমণ্ডলু যজ্ঞে নাহি কাজ।
কি হবে সেবিলে শ্রীগোবিন্দ দেবরাজ॥
বরে প্রয়োজন নাহি প্রাক্তন যে মূল।
বৃথা উপদেশ দেহ নহে সমতুল॥
চণ্ডীর বচনে মুনি যন্ত্রণা পাইল।
বাক্য নাহি শুনে নানামতে বুঝাইল॥
তীর্থ হেতু আইল কৌণ্ডিন্য মুনিবর।
উদ্দালক আশ্রমেতে আইল তৎপর॥
শিষ্য সহ আইল কৌণ্ডিন্য মহামুনি।
প্রীতি পায় উদ্দালক সেই কথা শুনি॥
চণ্ডীকে ডাকিয়া কহিলেন মুনিবর।
না আনিহ কৌণ্ডিন্যে করিয়া সমাদর॥
কোথা পাব ফল মূল নাহি তপোবনে।
না করিব সম্প্রীতি সে কৌণ্ডিন্যের সনে॥
চণ্ডী কহে মুনিরে করিব সমাদর।
ফল মূল আনি আমি দিব ত সত্বর॥
কমণ্ডলু লৈয়া দেহ পদ প্রক্ষালনে।
ঈষৎ হাসিল মুনি চণ্ডীর বচনে॥
সমাদর করি তবে কৌণ্ডিন্যে আনিল।
পাদ্য অর্ঘ্য যথাযোগ্য কুশাসন দিল॥
কৌণ্ডিন্য বলেন শুন উদ্দালক মুনি।
কহ কহ কৃষ্ণ-কথা তোমা হৈতে শুনি॥
উদ্দালক বলে মোর ভার্য্যা দুষ্টমতি।
আশ্রমে রহিতে আমি না পাই পীরিতি॥
পিতৃশ্রাদ্ধ এবে আসি হৈল উপনীত।
বাক্য নাহি শুনে চণ্ডী মনে হই ভীত॥
কৌণ্ডিন্য বলেন শ্রাদ্ধ করিবে প্রভাতে।
দেখি চণ্ডী বাক্য নাহি শুনয়ে কিমতে॥
রজনী বঞ্চিয়া মুনি প্রত্যূষ বিহানে।
জিজ্ঞাসেন চণ্ডীরে মুনির বিদ্যমানে॥
আজি মম পিতৃশ্রাদ্ধ শুনহ বচন।
চণ্ডীকা বলিল শ্রাদ্ধে নাহি প্রয়োজন॥
তাহা শুনি কৌণ্ডিন্যের ক্রোধ উপজিল।
আরক্ত লোচন করি চণ্ডীকে কহিল॥
স্বামীবাক্য পাপীয়সী নাহি শুন কাণে।
শিলারূপা হও গিয়া আমার বচনে॥
অব্যর্থ মুনির বাক্য হৃদয়ে ভাবিয়া।
যোড়হাতে বলে চণ্ডী বিনয় করিয়া॥
অব্যর্থ তোমার বাক্য শুন তপোধন।
কতকালে হবে মম শাপ বিমোচন॥
দোষ অনুরূপ দণ্ড তুমি দিলে মোরে।
শাপান্ত করহ প্রভু নিবেদি তোমারে॥

কৌণ্ডিন্য বলেন থাক তুমি গিয়া বনে।
অভিশাপ মুক্ত হবে অর্জ্জুন মিলনে ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন যুধিষ্ঠির।
রাখিতে আসিবে ঘোড়া ধনঞ্জয় বীর ॥
ধরিয়া রাখিবে ঘোড়া তুমি বাহুবলে।
অর্জ্জুন-পরশে পাপ ঘুচিবে সকলে ॥
এত বলি নিজালয়ে গেল তপোধন।
চণ্ডীকা পাষাণরূপা হৈল সেইক্ষণ ॥
চিরকাল শিলা হয়ে আছিল কাননে।
শাপমুক্ত হৈল তার অর্জ্জুন মিলনে ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ-কথা শুন জন্মেজয়।
ভদ্রাবতীপুরে গেল পাণ্ডবের হয় ॥

হংসধ্বজ রাজার নগরে অশ্বের গমন ও তদুপলক্ষে নানা সংবাদ।

সেই দেশে হংসধ্বজ নামে নৃপবর
বড়ই ধার্ম্মিক রাজা ধর্ম্মেতে তৎপর ॥
সুরথ সুধন্বা তাঁর দুইটি নন্দন।
বিষ্ণুভক্ত দুই জন বিষ্ণুপরায়ণ ॥
ঘোড়া উপনীত হৈল তাঁহার নগরে।
দূত গিয়া সমাচার কহিল রাজারে ॥
যুধিষ্ঠির রাজা করে অশ্বমেধ ক্রতু।
অর্জ্জুন আইল অশ্ব রাখিবার হেতু ॥
নগরে আইল ঘোড়া শুনহ রাজন।
সঙ্গে আসিয়াছে তাঁর বহু সৈন্যগণ ॥
দূতমুখে কথা শুনি রাজা আনন্দিত।
দূতে আলিঙ্গন দেন মনে পেয়ে প্রীত ॥
কি কহিলে আরে দূত শুভ সমাচার।
আইল আমার পুরে পাণ্ডুর কুমার ॥
আজি সে আমার জন্ম হইল সফল।
অর্জ্জুন আগত পুরে বড়ই মঙ্গল ॥
যেখানে অর্জ্জুন তথা দেব নারায়ণ।
অতি সত্য কথা এই কহে সর্ব্বজন ॥
দেখিব মাধবে আমি পাণ্ডব মিলনে।
চিরদিন সাধ আছে কৃষ্ণ দরশনে ॥

ধরিয়া যজ্ঞের ঘোড়া আনহ সত্বরে।
এত বলি নৃপতি ডাকিল অনুচরে ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা অনুচরগণ।
ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া যতন ॥
ঘোড়া লয়ে দিল হংসধ্বজের গোচরে।
মহানন্দে নরপতি আপনা পাসরে ॥
যতন করিয়া অশ্ব রাখিল রাজন।
অর্জ্জুনে ধরিতে পুনঃ করিলেন মন ॥
হংসধ্বজ বলে শুন ওহে বীরগণ।
যতন করিয়া সবে ধরিবে অর্জ্জুন ॥
তবে যে পাইব আমি কৃষ্ণ-দরশন।
সবান্ধবে পরশিব তাঁহার চরণ ॥
এ বড় আমার সাধ আছয়ে অন্তরে।
দেখিব সে নারায়ণ আপনার ঘরে ॥
আমার তপের ফল হইল উদয়।
সে কারণে আইলেন পাণ্ডুর তনয় ॥
সাজহ সকল সৈন্য করিতে সংগ্রাম।
অর্জ্জুনেরে ধরিলে পূরিবে মনস্কাম ॥
বান্ধহ যজ্ঞের ঘোড়া আর নাহি ডর।
এখনি অর্জ্জুন সহ হইবে সমর ॥
অশ্ব বন্দি হলে পার্থ কোথাও না যাবে।
অর্জ্জুন হইতে সবে গোবিন্দ দেখিবে ॥
এত শুনি বীরগণ সাজিতে লাগিল।
নানা অস্ত্র লয়ে সবে বাহির হইল ॥
পাণ্ডবের সৈন্যগণ প্রবেশে নগরে।
যত্ন করি নৃপ-সৈন্য নিবারিতে নারে ॥
মহাকোলাহল হৈল শুনে হংসধ্বজ।
লক্ষ লক্ষ অশ্ব সাজে লক্ষ লক্ষ গজ ॥
হংসধ্বজ রাজা বলে শুন পুরোহিত।
আপনি জানহ তুমি মোর যত নীত ॥
আজি না আসিবে যেই পার্থের সমরে।
তাহাকে ফেলিবে তপ্ত তৈলের ভিতরে ॥
আত্ম পর ইথে কিছু নাহিক বিচার।
শুন প্রভু নিবেদিনু চরণে তোমার ॥
উত্তপ্ত করহ তৈল তাম্রের কুণ্ডেতে।
শীঘ্র রণে না আসিলে ফেলিবে তাহাতে ॥

এত বলি রাজা দিল দামামা ঘোষণ।
পরস্পর সে কথা শুনিল সর্ব্বজন॥
রাজার আদেশ পেয়ে রাজপুরোহিত।
তাম্রের কুণ্ডেতে তৈল করিল পূর্ণিত॥
তৈল তপ্ত যতনে করিল মুনিবর।
তাহা শুনি ভয় পায় যত ধনুর্দ্ধর॥
সত্বরে আইল সবে নানা অস্ত্র ধরি।
বিমানে চড়িয়া কেহ তুরঙ্গ উপরি॥
নৃপতি-তনয় সে সুধন্বা ধনুর্দ্ধর।
শীঘ্রগতি আসে সেই করিতে সমর॥
হেনই সময়ে তবে সুধন্বার নারী।
যোড়হাত করি বলে লজ্জা পরিহরি॥
শুন প্রাণনাথ তব কোথায় গমন।
নানা অস্ত্র বান্ধিয়াছ কিসের কারণ॥
সুধন্বা বলেন তত্ত্ব নাহি জান তুমি।
যুদ্ধ হেতু আদেশ করেন নৃপমণি॥
অর্জ্জুন আইল পুরে তুরঙ্গ লইয়া।
ঘোড়া ধরিলেন পিতা দূত পাঠাইয়া॥
অর্জ্জুন সারথি কৃষ্ণ শুনিয়া শ্রবণে।
যুদ্ধ অভিলাষ পিতা কৈল সে কারণে॥
চিরদিন আছে সাধ কৃষ্ণ-দরশনে।
অর্জ্জুনে ধরিতে আজ্ঞা দিল সে কারণে॥
সেই হেতু দিল রাজা নগরে ঘোষণা।
সাজিয়া চলিল যুদ্ধে যত রাজসেনা॥
যুদ্ধ করি পিতার পূরাব অভিলাষ।
আনিয়া দেখাব তাঁরে দেব শ্রীনিবাস॥
যাত্রা করি যাই আমি করিবারে রণ।
জয়ধ্বনি দিয়া গৃহে করহ গমন॥
প্রভাবতী বলে নাথ শুন সাবধানে।
আজি রতিভোগ তুমি কর মম সনে॥
একে পতিব্রতা আমি শুন প্রাণেশ্বর।
প্রভাতে যাইবে কালি করিতে সমর॥
ঋতুস্নান করিয়াছি নিবেদি তোমারে।
পুত্রদান দিয়া যাও যুদ্ধ করিবারে॥
আমি যে অবলা জাতি তাহে কুলনারী।
পুত্র না হইলে তবে কি প্রকারে তরি॥
তোমার ঔরসে মম হইবে তনয়।
ঋতুর পালন কর শুন মহাশয়॥
শুন প্রাণনাথ মোরে না কর নিরাশ।
পিতৃলোকে রাখ জলগণ্ডুষের আশ॥
সংসার অসার দেখ সার নারায়ণ।
পুত্রদান দিয়া মোরে করহ গমন॥
সুধন্বা বলিল তবে শুনহ সুন্দরি
মিথ্যা পুত্রে কিবা কার্য্য যদি তুষ্ট হরি॥
প্রভাবতী বলে নাথ এ নহে বিচার।
জনম বিফল অক্ষে পুত্র নাহি যার॥
পুন্নাম নরকে তার নাহিক নিষ্কৃতি।
এ সব শাস্ত্রের কথা শুন প্রাণপতি॥
ব্যাস বশিষ্ঠাদি যত মহামুনিগণ।
পুত্র জন্মাইল সবে শুন নিবেদন॥
ইথে দোষ নাহি মোরে দেহ পুত্রদান।
তবে গিয়া সংগ্রামে দেখিবে ভগবান॥
সুধন্বা বলিল শুন আমার বচন।
করিল আমার পিতা নিদারুণ পণ॥
শীঘ্রগতি যে জন না আসিবে সমরে।
তাহারে ফেলিবে তপ্ত তৈলের উপরে॥
তপ্ত তৈলে ফেলাইবে বলে নরপতি।
প্রাণভয়ে সর্ব্বজন গেল শীঘ্রগতি॥
পশ্চাৎ যাইব আমি ভাল নহে কাজ।
ক্রোধ করি তৈলেতে ফেলিবে মহারাজ॥
শুন প্রভাবতী তুমি আজি থাক ঘরে।
সংগ্রাম জিনিয়া আমি তুষিব তোমারে॥
প্রভাবতী বলে কথা শুন প্রাণেশ্বর।
অর্জ্জুনে জিনিবে তুমি অতি সে দুষ্কর॥
সখা যার নারায়ণ সংসারের সার।
এ তিন ভুবনে পরাজয় নাহি তাঁর॥
ভকতবৎসল হরি রাখেন অর্জ্জুনে।
পূর্ণ করি মম আশা যাহ তুমি রণে॥
পঞ্চশরে জর্জ্জর হইল কলেবর।
আলিঙ্গন দিয়া মোরে তোষহ সত্বর॥
ঋতুর রক্ষণে নাহি দিনের বিচার।
এ সকল যত কথা গোচর তোমার॥

ভার্য্যার বচন বীর নারিল লঙ্ঘিতে।
হাসিয়া যুদ্ধের সাজ এড়িল ভূমেতে ॥
সুধন্বা শয়ন কৈল খট্টার উপরে।
ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গার তুষ্ট করিল ভার্য্যারে ॥
প্রভাবতী গর্ভ ধরে বীর কৈল স্নান।
যুঝিতে সুধন্বা বীর করিল প্রয়াণ ॥
কুবলয়া নামে তাঁর আইল ভগিনী।
সুধন্বা গমনে দেয় জয় জয় ধ্বনি ॥
যাহ যাহ সাধু ভাই অর্জ্জুনের রণে।
তোমা হৈতে কৃষ্ণে আমি দেখিব নয়নে ॥
সুধন্বা-জননী তবে পেয়ে সমাচার।
পুত্রের সম্মুখে আসে আনন্দ অপার ॥
শীঘ্র যাহ আরে পুত্র করিতে সমর।
তোমা হৈতে আজি সে দেখিব গদাধর ॥
যেখানে অর্জ্জুন তথা দেব নারায়ণ।
সত্য বলি এই কথা বলে সর্ব্বজন ॥
বিলম্ব না কর পুত্র চলহ সত্বরে।
পূর্ব্ব পুণ্যফলে অশ্ব আইল নগরে ॥
চিরদিন আছে সাধ কৃষ্ণ-দরশনে।
দেখিব পরমানন্দে অর্জ্জুন মিলনে ॥
জননীর বচনে সুধন্বা হরষিত।
প্রণাম করিয়া মায়ে চলিল ত্বরিত ॥
হেথা দেখি সর্ব্বসৈন্য সাজিয়া আইল।
হংসধ্বজ মহারাজ সবারে দেখিল ॥
সুধন্বারে না দেখিয়া বলে নরপতি।
কেন দিল নারায়ণ এমত সন্ততি ॥
কোপে হংসধ্বজ কহিলেন পুরোহিতে।
আজি সুধন্বাকে তৈলে ফেলহ নিশ্চিতে ॥
পুত্র হয়ে না পালে যে পিতার বচন।
হেন ছার পুত্রে মম নাহি প্রয়োজন ॥
পুরোহিত সঙ্গে রাজা এ কথা কহিতে।
সুধন্বা আইল তথা পিতার সাক্ষাতে ॥
প্রণাম করিয়া পুরোহিতের চরণে।
রাজারে প্রণাম করে রাজ-সম্ভাষণে ॥
সুধন্বারে দেখি রাজা বলে কুবচন।
এখন বাহির দুষ্ট হৈলি কি কারণ ॥
ঘোড়া রাখিবারে পার্থ এল মম পুরে।
যত্ন করিলাম তারে ধরিবার তরে ॥
অর্জ্জুনে ধরিলে পাব কৃষ্ণ-দরশন।
বুঝিয়া করিনু আমি নিদারুণ পণ ॥
ত্বরায় সাজিয়া যেবা না আসে সমরে।
তাহারে ফেলিব তপ্ত তৈলের ভিতরে ॥
ভয়েতে সাজিয়া এল যত সেনাগণ।
সে ভয় তোমার মনে নাহিক স্মরণ ॥
প্রলয় দামামা-ধ্বনি না শুনিলে কাণে।
কহ দেখি গৃহমধ্যে রহিলে কেমনে ॥
সুধন্বা বলিল পিতা কর অবধান।
ঘোড়া লয়ে আসি আমি করিতে সংগ্রাম ॥
হেনকালে প্রভাবতী সম্মুখে আইল।
ঋতুর রক্ষণ হেতু আমারে কহিল ॥
মহাপাপ হয় ঋতু না কৈলে রক্ষণ।
অতএব বিলম্ব হইল সে কারণ ॥
ইহা শুনি বলে হংসধ্বজ নরপতি।
জন্মিলে আমার কুলে তুমি পাপমতি ॥
যুদ্ধের সময় তোর নারীতে যতন।
আরে দুষ্ট দেখিব কেমনে নারায়ণ ॥
তুমি সে আমার কুলে বঞ্চিত হইলে।
ছাড়িয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম কামে মন দিলে ॥
কৃষ্ণেতে বিমুখ হৈলে যাহ তৈলপাশে।
উচিত যে শাস্তি তাহা ভুঞ্জহ বিশেষে ॥
পাত্র মিত্র বলে রাজা এ নহে বিচার।
ধর্ম্ম রক্ষা করিলেক তোমার কুমার ॥
না করিলে ঋতুরক্ষা হয় মহাপাপ।
কি বুঝিয়া সুধন্বাকে দেহ মনস্তাপ ॥
সুধন্বা বৈষ্ণব বড় জানিহ আপনি।
লঘু পাপে গুরুদণ্ড নহে নৃপমণি ॥
পাত্রের বচনে রাজা বলে পুরোহিতে।
সুধন্বা আমার পুত্র আইল পশ্চাতে ॥
ঋতুরক্ষা হেতু যে বিলম্ব হৈল তার।
কহ প্রভু কি করিব ইহার বিচার ॥
ক্রুদ্ধ হৈল পুরোহিত রাজার বচনে।
পাকল করিয়া চক্ষু চাহে রাজপানে ॥

ওহে রাজা সর্ব্বগুণে তুমি নরপতি।
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিতে চাহ দেখিয়া সন্ততি॥
ক্ষত্রের প্রতিজ্ঞা ধর্ম্ম ঘোষে সর্ব্বজন।
পুত্রস্নেহে ধর্ম্মপথ করহ হেলন॥
এত বলি সভা হৈতে যায় পুরোহিত।
মহাক্রোধভরে বলে অধর কম্পিত॥
না থাকিব তব দেশে শুন নরপতি।
দেখিনু তোমায় রাজা এবে পাপমতি॥
হংসধ্বজ রাজা তবে কহিল পাত্রেরে।
আমি যাই পুরোহিত আনিবার তরে॥
তপ্তচৈতলে সুধন্বারে ফেলাইবে তুমি।
সুধন্বারে পুনঃ যেন নাহি দেখি আমি॥
অন্যের বচনে পুরোহিত না আসিবে।
যতন করিয়া আমি আনি গিয়া তবে॥
এত বলি হংসধ্বজ চলিল সত্বরে।
সুমতি পাত্রের পুত্র বলে সুধন্বারে॥
আপনি শুনিলে তব পিতার বচন।
তৈলপাশে দ্রুত যাহ রাজার নন্দন॥
সুধন্বা বলেন তৈলে ত্যজিব জীবন।
বড় দুঃখ না দেখিনু কমললোচন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

তপ্ত তৈলে সুধন্বাকে নিক্ষেপ।

এত বলি সুধন্বা আইল তৈলপাশে।
ভয় পেয়ে লোক সব দেখিতে না আসে॥
তপ্ত তৈল দেখি বীর নাহি করে ভয়।
গোবিন্দ-চরণ ভাবে রাজার তনয়॥
জয় জয় নারায়ণ পরম কারণ।
আমি মূঢ় না দেখিনু তোমার চরণ॥
এ বড় অধিক দুঃখ রহিল অন্তরে।
অর্জ্জুন সহিত কৃষ্ণ না দেখি সমরে॥
উচ্চৈঃস্বরে সুধন্বা ডাকয়ে নারায়ণে।
সঙ্কটে রাখিতে কেহ নাহি তোমা বিনে॥
এত বলি সুধন্বা জপিছে কৃষ্ণনাম।
ইহা শুনি শোকে লোক হইল অজ্ঞান॥
সুমতি পাত্রের পুত্র ধরি সুধন্বারে।
ফেলাইয়া দিল তপ্ত তৈলের উপরে॥
ভক্ত বুঝি তাহারে রাখেন নারায়ণ।
তপ্ত তৈল হৈতে তার নহিল মরণ॥
সুধন্বা বসিয়া আছে তৈলের ভিতরে।
তৈলে বসি কৃষ্ণনাম ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
ঘন ঘন হরিনাম ডাকিছে সুধন্বা।
নৃপতি-সভায় হেথা উঠিল যে কান্না॥
শুন রাজা জন্মেজয় কহিনু তোমারে।
পড়িল সুধন্বা তপ্ত-তৈলের ভিতরে॥
ভক্ত বুঝি নৃপসুতে রাখে নারায়ণ।
তপ্ত তৈলে তেঞি তার নহিল মরণ॥
শ্রীজন্মেজয় বলেন কহ মহামুনি।
কি কর্ম্ম সুধন্বা কৈল কহ দেখি শুনি॥

তপ্ত তৈলে সুধন্বার পতনে রাজরাণীর শোক।

না দেখিয়া সুধন্বারে,কাঁন্দিতেছেউচ্চৈঃস্বরে
ভূমিতে লোটায়ে সর্ব্বজন।
কেহ মনেদুঃখ পেয়ে,রাজারসম্মুখে গিয়ে,
কহিলেন সুধন্বা-নিধন॥
তাহা শুনিপুরোহিতে,রাজাকহে দুঃখচিতে
সুধন্বা মরিল তৈলপাশে।
রক্ষা পায় ধর্ম্মপথ, রহিল শাস্ত্রের মত,
দেখিবারে চলহ হরিষে॥
তবে হংসধ্বজ রায়, ধরি পুরোহিত পায়,
তৈল পাশে আনিল সত্বরে।
তাহাকে বেড়িয়া লোক,করেনানাবিধশোক
না দেখি বৈষ্ণব সুধন্বারে॥
হংসধ্বজ নরপতি, বিহ্বল পড়িয়া ক্ষিতি,
পুত্রশোকে হরিল চেতন।
কেহজল দেয় মুখে,কেহ কর্ণমূলে ডাকে,
পুত্রশোকে মূর্চ্ছিত রাজন॥

নগর-বনিতা য়, সমাচার দিল গিয়ে,
সুধন্বার জননী যেথানে।
শুন শুন ঠাকুরাণী, সুধন্বা ত্যজিল প্রাণী,
অগ্নিসহ তৈলের মিলনে ॥
এত অমঙ্গল কথা, শুনি সুধন্বার মাতা,
ত্যজিয়া চলেন অন্তঃপুরী।
বধূগণ চলে সাথে, শোকাকুল হয়ে চিতে,
প্রভাবতী সুধন্বার নারী ॥
লজ্জা ভয় নাহিকরে,কান্দেরামাউচ্চৈঃস্বরে,
কোথা প্রভু বৈষ্ণব সুধন্বা।
রণস্থলে প্রবেশিয়ে, কে ধরিবে ধনঞ্জয়ে,
কৃষ্ণকে দেখাবে কোন্ জনা ॥
ধরিয়া রাজার পায়, কান্দে রাণী উভরায়,
কেন কৈলে নিদারুণ পণ।
রণস্থলে প্রবেশিবে, অর্জ্জুনেরে পরাজিবে,
মিছা তুমি করিলে ভাবন ॥
রাজা বলে উঠ পুত্র, লহ তুমি নানা অস্ত্র,
পরাভব করহ অর্জ্জুনে।
আছে মম অভিলাষ, দেখিবারে শ্রীনিবাস,
আনিয়া দেখাও নারায়ণে ॥
এত বলি সে রাজন, পুত্রশোকে অচেতন,
প্রবোধ করয়ে রাজরাণী।
শোকসিন্ধুতেয়াগিয়া,অর্জ্জুনেরে পরাজিয়া,
আনিয়া দেখাও চক্রপাণি ॥
পুনঃ পুনঃ বাড়েশোক,চমকিত সর্ব্বলোক,
তৈলদ্রোণী দেখে কোন জন।
সুধন্বা বসিয়া আছে, যেন পদ্মহ্রদ মাঝে,
কৃষ্ণ নাম করিছে স্মরণ ॥
পুলকে পূর্ণিত হয়ে,নৃপ অগ্রে পাত্রধেয়ে,
কহিছেন শুন মহারাজ।
সুধন্বা না মরে তৈলে,বসিআছে কুতূহলে,
যেন দেখি প্রফুল্ল পঙ্কজ ॥
মহাভারতের কথা, শ্রবণে ঘুচয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

তপ্ত তৈল হইতে সুধন্বার উত্থান ও পাণ্ডবসৈন্যের সহিত যুদ্ধ।

সুমতি পাত্রের মুখে শুনিয়া বচন।
সুধন্বা দেখিতে রাজা করিল গমন ॥
বসিয়া সুধন্বা আছে তৈলের ভিতরে।
কাঞ্চন প্রতিমা হেন দেখে মহাবীরে ॥
নাহি মরে সুধন্বা দেখিল নৃপমণি।
হরিষে করয়ে লোক জয় জয় ধ্বনি ॥
শঙ্খ পুরোহিত বলে শুন নরপতি।
তৈল নাহি তাতে তেঁই হরষিত মতি ॥
পুত্রস্নেহ হেতু তুমি ভাণ্ডহ আমারে।
তপ্ত নাহি হয় তৈল কহিনু তোমারে।
পরীক্ষা করিয়া তৈল জানিব সকল।
আমারে আনিয়া দেহ নারিকেল ফল ॥
নারিকেল অনুচরে আনিল সত্বর।
পুরোহিত ফেলে তাহা তৈলের উপর ॥
তৈল পরশিতে সেই শতখান হৈল।
শঙ্খ পুরোহিত ভালে আসিয়া বাজিল ॥
অচেতন হয়ে দোঁহে প'ড়িল ধরণী।
ভয় পেয়ে দোঁহারে তুলিল নৃপমণি ॥
কতক্ষণে দুই জনে পাইল চেতন।
সুমতি পাত্রেরে দোঁহে জিজ্ঞাসে কারণ
তৈল পরশিতে শিশু কি কথা বলিল।
অপূর্ব্ব ঔষধ মুখে কিবা দিয়াছিল ॥
পাত্র বলে অবধান কর দ্বিজবর।
নারায়ণে সুধন্বা ডাকিল বহুতর ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি মুখে তৈলেতে পড়িল।
সকল লোকেতে ইহা নয়নে দেখিল ॥
রক্ষা করিলেন হরি এই সুধন্বারে।
ঔষধ না জানে কিছু কহিনু তোমারে ॥
পাত্রবোলে দুই জনে হয়ে হরষিত।
ঝাঁপ দিতে তৈলকুণ্ডে চলিল ত্বরিত ॥
আমরা পাষণ্ড বড় হিংসিনু বৈষ্ণবে।
রাখিলে এ পাপ-তনু নরকে ডুবিবে ॥

এত বলি তৈলেতে পড়িল দুই জন।
সুধন্বার অঙ্গ স্পর্শে এড়ায় মরণ ॥
শঙ্খ পুরোহিতে লয়ে রাজার কুমার।
তৈল হৈতে উঠিলেন আনন্দ অপার ॥
হরষিত হংসধ্বজ পুত্র দরশনে।
সুধন্বা প্রণাম কৈল পিতার চরণে ॥
তবে দুই পুরোহিত কহিল রাজারে।
সুধন্বা সমান ভক্ত নাহিক সংসারে ॥
বৈষ্ণবে হিংসিয়া মোরা পাইনু যন্ত্রণা।
শুন হংসধ্বজ বড় বৈষ্ণব সুধন্বা ॥
সুধন্বা জিনিবে রণ ইথে নাহি আন।
আনিয়া তোমারে দেখাইবে ভগবান ॥
পুরোহিত-মুখে রাজা শুনিয়া বচন।
সুধন্বারে তুষিলেন দিয়া আলিঙ্গন ॥
হেনকালে রাজরাণী কহে সুধন্বারে।
শুভক্ষণে তোমা আমি ধরিনু উদরে ॥
শুন পুত্র শীঘ্র যাহ করিবারে রণ।
আনিয়া দেখাও মোরে কমললোচন ॥
এত বলি রাজরাণী গেল নিজঘরে।
হরিষে সুধন্বা যায় যুদ্ধ করিবারে ॥
দুই দলে দেখাদেখি বাজিল সমর।
সিংহনাদ ছাড়ি ঘন বরিষয়ে শর ॥
সুধন্বা সংগ্রাম করে হাতে ধনুর্ব্বাণ।
চঞ্চল পাণ্ডবসৈন্য নাহি ধরে টান ॥
তবে বৃষকেতু বীর কর্ণের তনয়।
রথ আরোহণে আসে সমরে নির্ভয় ॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া প্রবেশিল রণে।
যুদ্ধ আরম্ভিল তবে সুধন্বার সনে ॥
বৃষকেতু যত বাণ পূরিল সন্ধান।
সুধন্বা কাটিয়া তাহা কৈল খান খান ॥
পঞ্চশত বাণ এড়ে রাজার নন্দন।
বাণাঘাতে বৃষকেতু হৈল অচেতন ॥
সুধন্বা বিন্ধিল তবে কৃষ্ণের নন্দনে।
আগু হৈল কামদেব ক্রোধ করি মনে ॥
চেতন পাইয়া উঠে কর্ণের কুমার।
ধনুক পাতিল বীর আসি পুনর্ব্বার ॥
সুধন্বাকে ডাকিয়া বলিল ক্রোধ মনে।
আমার সহিত যুদ্ধ বিন্ধ অন্য জনে ॥
এ নহে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম শুনহ সুধন্বা
আজি তোমা বধি আমি রাখিব ঘোষণা ॥
এত বলি বৃষকেতু বাণবৃষ্টি করে।
নিবারে সুধন্বা তাহা চোখ চোখ শরে ॥
বৃষকেতু-রথধ্বজ সুধন্বা কাটিল।
সারথির মাথা কাটি ভূমেতে পড়িল ॥
বাণ গুণ ধনু তার কাটিলেন পরে।
মারিল সহস্র বাণ বৃষকেতু বীরে ॥
ভঙ্গ দিয়া গেল তবে কর্ণের নন্দন।
প্রদ্যুম্ন আইল পরে করিবারে রণ ॥
মহা ক্রোধভরে বীর আইল সমরে।
বাণাঘাতে পড়িল যতেক মহাবীরে ॥
তাহা দেখি সুধন্বার ক্রোধ উপজিল।
একেবারে শত বাণ সন্ধান পূরিল ॥
প্রদ্যুম্নে বিন্ধিল বীর করিয়া যতন।
শোণিতে হইল রাঙ্গা রুক্মিণীনন্দন ॥
আকর্ণ পুরিয়া বাণ বিন্ধে পুনঃ পুনঃ।
বাণাঘাতে ক্লান্ত হৈল সুধন্বার তনু ॥
সুধন্বা সহিত রণ কৈল বহুতর।
কেহ পরাভব নহে দোঁহাতে সোসর ॥
হেনমতে দুই জনে হইল সমর।
কৃতবর্ম্মা আইলেন লয়ে ধনুঃশর ॥
সুধন্বা সহিত রণ কৈল বহুতর।
সহিতে না পারি যুদ্ধে হইল ফাঁফর ॥
বাণাঘাতে কৃতবর্ম্মা পড়ে গিয়া দূরে।
অনুশাল্ব দৈত্য আসে যুদ্ধ করিবারে ॥
ধনুক পাতিল সুধন্বার সন্নিধানে।
আবরে আকাশ দোঁহে বাণ বরিষণে ॥
ডাক দিয়া অনুশাল্ব বলে ক্রোধবাণী।
আজি শেলাঘাতে তোর বধিব পরাণী ॥
এত বলি শেলপাট এড়ে দৈত্যেশ্বর।
সুধন্বা কাটিল শেল দিয়া পঞ্চশর ॥
ভয় পায় দৈত্যেশ্বর সুধন্বার রণে।
সহিতে না পারে বীর বাণের সন্ধানে ॥

পরশু পট্টিশ গদা এড়ে দৈত্যপতি।
সুধন্ব নিবারে তাহা করিয়া শকতি ॥
সুধন্বা করিল তবে বাণের সন্ধান।
শরজালে দৈত্যের কাটিল ধনুর্ব্বাণ ॥
কাটিল রথের ঘোড়া সারথির মুণ্ড।
বাণ গুণ ধনু কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড ॥
মারিল সহস্র বাণ দৈত্যের উপরে।
মূর্চ্ছা হয়ে অনুশাল্ব পড়ে গিয়া দূরে ॥
আগে হৈল যুবনাশ্ব পুত্রের সংহতি।
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে যতেক শকতি ॥
সুধন্বা নিবারে তাহা হাতে ধরি চাপ।
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে দুর্জ্জয় প্রতাপ ॥
সুধন্বার বাণ যেন অগ্নির সমান।
সহিতে না পারে রাজা কাতর পরাণ ॥
সুবেগ সাহস করি প্রবেশিল রণে।
পিতা-পুত্রে অচেতন সুধন্বার বাণে ॥
রথ হৈতে দূরেতে পড়িল দুই জন।
সাত্যকি আইল তবে করিবারে রণ ॥
সাত্যকি সহিত তবে যুঝয়ে সুধন্বা।
ভয়েতে কাতর হৈল পাণ্ডবের সেনা ॥
যুঝিতে নারিল কেহ সুধন্বার সাথে।
পলায় পাণ্ডবসেনা ভয় পেয়ে চিতে ॥
বিমুখ হইল তবে যত সেনাপতি।
তাহা দেখি আইলেন পার্থ মহামতি ॥
ধনঞ্জয় ডাকিয়া বলেন সুধন্বারে।
ভঙ্গ দিল সৈন্য মম তোমার সমরে ॥
পরাক্রম যত তব দেখিলাম আমি।
সাহস করিয়া মম সঙ্গে যুঝ তুমি ॥
সুধন্বা বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
যুঝিব তোমার সনে মম নাহি ভয় ॥
কিন্তু এক কথা আমি জিজ্ঞাসি তোমারে
কৃষ্ণেরে না দেখি কেন তব রথোপরে ॥
সারথি তোমার রথে নাহি নারায়ণ।
কেমনে করিবে তুমি মম সহ রণ ॥
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তুমি জিনিলে সবায়।
তব রথে সারথি ছিলেন যদুরায় ॥
এবে কৃষ্ণহীন তুমি কিসের লাগিয়া।
নারিবে জানিতে যুদ্ধ যাহ ত ফিরিয়া ॥
তোমার প্রতিষ্ঠা আমি শুনি লোকমুখে।
খাণ্ডব দাহন তুমি করিলে কৌতুকে ॥
কিরাত শঙ্কর সঙ্গে করিলে সমর।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সোসর ॥
কিন্তু সে সকল যশ গোবিন্দ হইতে।
হেন কৃষ্ণ নাহি কেন তোমার রথেতে ॥
শুনহ অর্জ্জুন তোমা করি নিবেদন।
কোন্ স্থানে কৃষ্ণ বিনা জিনিয়াছ রণ ॥
সংগ্রাম জিনিয়া তব প্রকাশিল যশ।
হারিলে আমার যুদ্ধে হবে অপযশ ॥
যদি যুদ্ধ করিতে তোমার থাকে মন।
আপন সারথি লহ দেব নারায়ণ ॥
সুধন্বার বচনে অর্জ্জুন ক্রোধবান।
গাণ্ডীব লইয়া হাতে পূরিল সন্ধান ॥
আকর্ণ পূরিয়া মারিলেন সুধন্বারে।
হংসধ্বজসুত তাহা নিবারিল শরে ॥
ক্রোধে বাণ মারিলেন রাজার নন্দন।
বাণের উপরে বাণ করে বরিষণ ॥
অর্জ্জুনের বাণবৃষ্টি আকাশ ছাইল।
ঘোরতর অন্ধকারে রবি আচ্ছাদিল ॥
অর্জ্জুনের যুদ্ধে কম্পমান নৃপসেনা।
সাহস করিয়া যুদ্ধ করিছে সুধন্বা ॥
কাটিল সকল অস্ত্র চক্ষুর নিমিষে।
সুধন্বা-বিক্রম দেখি অর্জ্জুন প্রশংসে ॥
সুধন্বা সাহস করি করিছে সংগ্রাম।
অর্জ্জুন উপরে অস্ত্র মারে অবিশ্রাম ॥
অর্জ্জুনের রথ বীর করে নিরীক্ষণ।
সারথি চালায় রথ নাহি নারায়ণ ॥
নৃপতি-তনয় তবে বিচারিল মনে।
অর্জ্জুনের সারথিরে কাটি আগে বাণে ॥
আসিবেন তবে কৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে।
এত বলি দশ বাণ যুড়িল ত্বরিতে ॥
সুধন্বা এড়িল বাণ পূরিয়া সন্ধান।
সারথির মাথা কাটি কৈল দুইখান ॥

সারথি পড়িল রথ বাহে ধনঞ্জয়।
সুধন্বা বিন্ধিছে বাণ হইয়া নির্ভয়॥
জর্জ্জর অর্জ্জুন-তনু সুধন্বার বাণে।
রথ নাহি চলে বীর যুঝিবে কেমনে॥
হইলেন কাতর তখন ধনঞ্জয়।
স্মরণ করিতে হৈল কৃষ্ণের উদয়॥
সুধন্বা দেখিল কৃষ্ণ রথের উপরে।
যোড়হস্ত হয়ে বীর নানা স্তুতি করে॥
আজি যে সকল হৈল আমার জনম।
একত্র দেখিনু আজি নরনারায়ণ॥
ব্রহ্মাদি দেবতা যাঁরে না পায় দেখিতে।
হেন কৃষ্ণে দেখিলাম অর্জ্জুনের রথে॥
ধন্য হে অর্জ্জুন তুমি পাণ্ডুর নন্দন।
স্মরণে আনিলে তুমি দেব নারায়ণ॥
চিরদিন যোগাসনে ভাবে যোগিগণ।
বহু তপ করিয়া না পায় দরশন॥
হেন কৃষ্ণ আইলেন স্মরণ করিতে।
হস্তেতে পাচনি ধরি রথ চালাইতে॥
ধন্য হে অর্জ্জুন তুমি পাণ্ডুর কুমার।
এ তিন ভুবনে নাহি তুলনা তোমার॥
এখন যুঝিব আমি তোমার সংহতি।
প্রতিজ্ঞা করহ তুমি পার্থ মহামতি॥
অর্জ্জুন বলেন তোমা পরাজিব রণে।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি কৃষ্ণ বিদ্যমানে॥
এই তিন বাণ দেখ যম অবতার।
ইহাতে করিব আমি তোমারে সংহার॥
সুধন্বা বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
আমি তব তিন বাণ কাটিব নিশ্চয়॥
কাটিয়া তোমার বাণ ফেলাব ভূমেতে।
সত্য করি কহিলাম কৃষ্ণের সাক্ষাতে॥
সুধন্বার বচন শুনিয়া নারায়ণ।
প্রবোধ করিয়া পার্থে কহেন বচন॥
এমত প্রতিজ্ঞা তুমি কর কি কারণ।
এমত প্রতিজ্ঞা কভু না হয় শোভন॥
সুধন্বা বৈষ্ণব বড় শুন ধনঞ্জয়।
কাটিবে তোমার অস্ত্র কহিনু নিশ্চয়॥
তিন বাণে সুধন্বাকে কাটিবে কেমনে।
তৃণতুল্য নহ তুমি সুধন্বার রণে॥
মহাবলবান হংসধ্বজের নন্দন।
শুন সখা প্রতিজ্ঞা করিলে কি কারণ॥
অর্জ্জুন বলেন সখা তুমি যার নাথ।
কখন কি হয় তার প্রতিজ্ঞা ব্যাঘাত॥
কখন প্রতিজ্ঞা মম ব্যর্থ নাহি হয়।
তোমার প্রসাদে মম সর্ব্বত্রেতে জয়॥
ঈষৎ হাসেন হরি অর্জ্জুনের বোলে।
সুধন্বা ধনুক হাতে নিল সেইকালে॥
অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধরিলেন হৃষ্টমনে।
সাহস করিয়া যুদ্ধ করে দুই জনে॥
সুধন্বা যতেক বাণ পূরিল সন্ধান।
বাণেতে অর্জ্জুন তাহা করে খান খান॥
অর্জ্জুন এড়েন বাণ সুধন্বা উপরে।
ভূপতি-তনয় তাহা নিবারিল শরে॥
কোপে সুধন্বা তবে দিব্যাস্ত্র নিল হাতে।
আকর্ণ পূরিয়া মারে অর্জ্জুনের মাথে॥
বাণাঘাতে হইলেন অর্জ্জুন ফাঁফর।
পড়িলেন কৃষ্ণকোলে হইয়া কাতর॥
হাত বুলায়েন হরি পার্থের শরীরে।
শ্রম দূর হৈল ধনুর্ব্বাণ নিল করে॥
অর্জ্জুন মারেন বাণ দিয়া হুহুঙ্কার।
দশযোজন পাছু হৈল রাজার কুমার॥
কতক্ষণে সুধন্বা আইল পুনর্ব্বার।
মহাক্রোধে বাণ মারে অর্জ্জুন উপর॥
সেই বাণে রথ গেল উভয় যোজন।
দেখিয়া কহেন কৃষ্ণে পাণ্ডুর নন্দন॥
হে কৃষ্ণ দেখিয়া কি করিলে নিরূপণ।
দোঁহা মধ্যে বলবান হয় কোন্‌জন॥
হাসিয়া অর্জ্জুন-বাক্যে কহেন শ্রীহরি।
তোমা হৈতে সুধন্বারে আমি ব্যাখ্যা করি॥
আমি রথে বিশ্বম্ভর ধ্বজে হনুমান।
আমা দোঁহে ঠেলি গেল উভয় যোজন॥
আমি নামি রথ হৈতে দেখ বীরবর।
কিমতে রাখহ রথ আমার গোচর॥

এত বলি নামিলেন হরি বিশ্বসার।
মারিলেন ক্রোধে বাণ রাজার কুমার॥
সেই বাণে রথ গেল চল্লিশ যোজন।
দেখিয়া বিস্ময় মানে অর্জ্জুনের মন॥
কতক্ষণে আইলেন ইন্দ্রের নন্দন।
কহিলেন বন্দি প্রভু কমললোচন॥
তোমার মায়ায় মুগ্ধ আছে সর্ব্বজন।
তোমার মহিমা প্রভু জানে কোন্ জন॥
অনেক সঙ্কটে প্রভু করেছ তারণ।
এবার করহ রক্ষা শ্রীমধুসূদন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

সুধন্বার মুণ্ডচ্ছেদ ও মুণ্ড প্রয়াগে নিক্ষেপ।

শেলপাট হাতে লয়ে পাণ্ডুর কুমার।
সুধন্বারে মারিলেন দিয়া হুহুঙ্কার॥
সুধন্বা কাটিল শেল দিয়া দশ শর।
অর্জ্জুন চিন্তিত তবে দেখিয়া সমর॥
সুধন্বারে জিনিতে নারিল ধনঞ্জয়।
তিন বাণ লইলেন হইয়া নির্ভয়॥
সন্ধান করেন পার্থ ধনুকের গুণে।
সুধন্বা দেখিয়া তাহা ভীত হৈল মনে॥
অর্জ্জুন বলেন তুমি ভাব অবসান।
মরিবে আমার বাণে নাহি পরিত্রাণ॥
সুধন্বা বলেন মম যদি ভাগ্য থাকে।
শরীর ত্যজিব আমি কৃষ্ণের সম্মুখে॥
চিরদিন সাধ আছে কৃষ্ণ দরশনে।
দেখিনু সে নারায়ণ আপন নয়নে॥
ক্ষত্রের প্রধান ধর্ম্ম সম্মুখ সংগ্রাম।
মরিলে পাইব আমি অক্ষয় নির্ব্বাণ॥
কাটিব তোমার বাণ শুন ধনঞ্জয়।
রাখিতে না পারিবেন হরি দয়াময়॥
এত যদি সুধন্বা করিল অহঙ্কার।
কোপে বাণ এড়িলেন পাণ্ডুর কুমার॥

বাণ-শব্দে ঘন ঘন কাঁপয়ে ধরণী।
বাণ দেখি সুধন্বা জপিছে চক্রপাণি॥
হুহুঙ্কার দিয়া বাণ এড়েন অর্জ্জুন।
সুধন্বা সে তিন বাণ কাটে সেইক্ষণ॥
তাহা দেখি পার্থ পাইলেন অপমান।
হেঁটমাথা করিলেন ব্যর্থ দেখি বাণ॥
মনোহর কৃষ্ণলীলা কে বুঝিতে পারে।
ভূমিতে পড়িয়া বাণ উঠিল সত্বরে॥
মহাবেগে অর্দ্ধশর শীঘ্রগতি যায়।
ভগ্নবাণে সুধন্বাকে কাটিয়া ফেলায়॥
মহাশব্দে হাহাকার করে সেনাগণে।
পড়িল সুধন্বা বীর অর্জ্জুনের বাণে॥
অর্জ্জুন কাটিল যদি সুধন্বার মাথা।
কাটামুণ্ড ডাকি বলে প্রাণকৃষ্ণ কোথা॥
বিষ্ণু অনুগত সেই সুধন্বা বৈষ্ণব।
হাসিয়া তাহার তেজ নিলেন মাধব॥
সুধন্বা হইল লিপ্ত কৃষ্ণ-কলেবরে।
তাহা দেখি পার্থ বীর বিস্ময় অন্তরে॥
হরিপদতলে তার পড়িল যে শির।
সেই শির হস্তে তুলি নিল যদুবীর॥
ভক্তের মস্তক দেখি দয়া হৈল মনে।
গরুড়েরে নারায়ণ ডাকেন তখনে॥
বিনতানন্দন রহে যোড়হাত হৈয়া।
কহিলেন তারে হরি ঈষৎ হাসিয়া॥
সুধন্বার মুণ্ড লয়ে চলহ সত্বরে।
ফেলিয়া আইস মুণ্ড প্রয়াগের নীরে॥
প্রয়াগ পবিত্র হবে মস্তক পরশে।
শুনহ গরুড় যাহ আমার আদেশে॥
পাইয়া হরির আজ্ঞা কশ্যপনন্দন।
সুধন্বার শির লয়ে করিল গমন॥
হিমালয়ে থাকিয়া দেখেন পশুপতি।
বৃষভে ডাকিয়া তবে বলেন ঝটিতি॥
শুনহ বৃষভ তুমি আমার বচন।
গরুড়ের স্থানে তুমি করহ গমন॥
সুধন্বার মুণ্ড তুমি আনহ সত্বরে।
ফেলিতে না পারে যেন প্রয়াগের নীরে।

তাহা শুনি শঙ্করে বলেন ভগবতী।
আনিতে নারিবে মুণ্ড বৃষ অল্পমতি॥
গরুড়ের স্থানে মুণ্ড কে আনিতে পারে।
অপমান পাবে প্রভু কহিনু তোমারে॥
প্রয়াগে ফেলিতে আজ্ঞা দিলেন শ্রীহরি।
বৃষভ অশক্ত হবে আনিতে না পারি॥
শিবের হইল ক্রোধ শিবার বচনে।
ত্বরায় বৃষভ গেল গরুড়ের স্থানে॥
বিনতানন্দন জিজ্ঞাসিল বৃষভেরে।
শিবের বাহন তুমি যাহ কোথাকারে॥
বৃষভ বলিল শুন বিনতানন্দন।
সুধন্বার মুণ্ডেতে শিবের প্রয়োজন॥
পাঠাইলেন আমারে মস্তক লইতে।
এই হেতু আইলাম তোমার সাক্ষাতে॥
গরুড় বলিল মুণ্ড নাহি দিতে পারি।
প্রয়াগে ফেলিতে মুণ্ড কহিলেন হরি॥
তাঁর বাক্য লঙ্ঘিবারে আমি নাহি পারি।
প্রয়াগে ফেলিব মুণ্ড শুন সত্য করি॥
বৃষভ বলিল মুণ্ড নারিবে ফেলিতে।
সুধন্বার মুণ্ড আমি লইব বলেতে॥
হাসিয়া গরুড় বলে নাহি তোর লাজ।
শুন নাই শিবমুখে আমি পক্ষিরাজ॥
গরুড়ের বাক্যে বৃষভের ক্রোধ হৈল।
মস্তক কারণ যুদ্ধ দোঁহে উপজিল॥
গরুড়ের সনে বৃষ যুঝিতে নারিয়া।
ভাবিতে লাগিল বৃষ পরাভব পাইয়া॥
পাকসাটে বৈনতেয় ফেলাইল তারে।
বৃষভ পড়িল গিয়া শিবের গোচরে॥
অচেতন বৃষভেরে দেখিয়া ভবানী।
মুখে জল দিয়া তার রাখিল পরাণী॥
শঙ্করে কহেন ক্রোধে দেবী ভগবতী।
যতেক ভাঙ্গড়গণ তোমার সংহতি॥
বিষ্ণুর বাহন পক্ষী মহাবল ধরে।
বৃষভে পাঠাও তুমি মুণ্ড আনিবারে॥
সে মুণ্ড আনিতে তুমি কর অভিলাষ।
না লয় আমার মনে শুন কৃত্তিবাস॥

গৌরীর বচনে ক্রুদ্ধ হইয়া শঙ্কর।
নন্দীকে বলেন তুমি যাহত সত্বর॥
গরুড়ে জিনিয়া মুণ্ড আনহ সত্বরে।
হিমালয়-নন্দিনী আমাকে তুচ্ছ করে॥
এত বলি শূল দেন দেব পঞ্চানন।
নন্দী মহাবীর তবে করিল গমন॥
গরুড় দেখিয়া তবে শিবের কিঙ্কর।
মহাবলবান নন্দী শিবের সোসর॥
শীঘ্রগতি পক্ষিরাজ আকাশে উঠিল।
দেখিয়া শিবের শূল ভয় উপজিল॥
গরুড় ফেলিল মুণ্ড প্রয়াগের জলে।
হাত পাতি নন্দী মুণ্ড ধরিল সেকালে॥
আনিয়া মস্তক দিল শঙ্করের হাতে।
তাহা দেখি পার্ব্বতী রহিল হেঁটমাথে॥
সুধন্বার মস্তক পাইয়া শূলপাণি।
মালাতে সুমেরু করিলেন মহাজ্ঞানী॥
শুন রাজা জন্মেজয় কহিনু তোমারে।
সুধন্বা নিপাত হৈল অর্জ্জুনের শরে॥
হংসধ্বজ শুনিল এ সব বিবরণ।
কোথায় সুধন্বা বলি করয়ে রোদন॥
অর্জ্জুন-সারথি কৃষ্ণে না দেখায়ে মোরে।
আমারে এড়িয়া পুত্র গেলে কোথাকারে॥
পিতার ক্রন্দন দেখি সুরথ সত্বরে।
যোড়হাতে বলিলেন পিতার গোচরে॥
শুন পিতা আর তুমি না কর ক্রন্দন।
আমি তোমা আনিয়া দেখাব নারায়ণ॥
আশীর্ব্বাদ করি মোরে করহ বিদায়।
অনুমতি দিল হংসধ্বজ নৃপরায়॥
সেনাগণে লয়ে তবে বীর চলে রণে।
কামদেব আইল করিয়া বীরপণে॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব নীলধ্বজ রায়।
বৃষকেতু মেঘবর্ণ শীঘ্রগতি ধায়॥
সুরথ উপরে সবে বরিষয়ে বাণ।
নিবারয়ে ভূপতি-তনয় সাবধান॥
সুরথ সংগ্রাম করে হাতে শর ধনু।
বিন্ধিল পঞ্চাশ বাণে প্রদ্যুম্নের তনু॥

মোহ গেল কামদেব বাণের আঘাতে।
সারথি লইয়া রথ পলায় ত্বরিতে ॥
বৃষকেতু বীরে মারে এক শত বাণ।
ভঙ্গ দিল বৃষকেতু লইয়া পরাণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান

সুরথের যুদ্ধ ও হংসধ্বজ রাজার কৃষ্ণ-দর্শন।

জন্মেজয় বলিলেন শুন মুনিবর।
অপূর্ব্ব ভারত-কথা শুনিতে সুন্দর ॥
দুই বাণে যুবনাশ্ব হৈল হতজ্ঞান।
রথ লয়ে সারথি হইল পাছুয়ান ॥
সুবেগে বিন্ধিল বীর ষাটিগোটা বাণে।
ভঙ্গ দিল সৈন্যগণ ভয় পেয়ে মনে
সৈন্যভঙ্গ দেখিয়া কুপিত ধনঞ্জয়।
জিজ্ঞাসেন নারায়ণে করিয়া বিনয় ॥
সংগ্রাম করিতে এল কোন্ মহারথী।
ভয়ে ভঙ্গ দিল মম যত সেনাপতি ॥
গোবিন্দ বলেন সখা শুনহ বচন।
যুঝিতে আইল হংসধ্বজের নন্দন ॥
সুরথ উহার নাম বড় বলবান।
সংগ্রামে না হয় কেহ উহার সমান ॥
অর্জ্জুন বলিল রথ চালাহ শ্রীহরি।
আজি সুরথেরে পাঠাইব যমপুরী ॥
অর্জ্জুনের বাক্যে কৃষ্ণ চালায়েন রথ।
কিরীটী আইল যথা যুঝয়ে সুরথ ॥
পার্থে দেখি সুরথ করয়ে অহঙ্কার।
পড়িলে আমার হাতে নাহিক নিস্তার ॥
সুরথের বচনে অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হৈয়া।
এক শত বাণ বীর ধনুকে যুড়িয়া ॥
মারেন আকর্ণ পূরি সুরথ উপরে।
ভূপতি-তনয় তাহা নিবারিল শরে ॥
তবেত সুরথ হংসধ্বজের কোঙর।
হুহুঙ্কারে এড়ে অস্ত্র অর্জ্জুন উপর ॥
আচ্ছাদিল রবিকর হৈল অন্ধকার।
দিব্য অস্ত্রে সংগ্রাম করয়ে বার বার ॥
নানা অস্ত্র দুই জনে করে অবতার।
সংগ্রাম ভিতর নাহি পরাজয় কার ॥
জিনিতে নারিল যুদ্ধে সুরথ চিন্তিত।
চঞ্চল নয়নে বীর চাহে চারিভিত ॥
কপিধ্বজ রথখান দেখিয়া সম্মুখে।
দুই হাতে সাপটিয়া ধরিল তাহাকে ॥
সুরথ তুলিল রথ নিজ বাহুবলে।
ফেলাইয়া দিতে চাহে সমুদ্রের জলে ॥
তাহা দেখি ঈষৎ হাসিয়া গদাধর।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধরিলেন রথোপর ॥
তুলিতে নারিল রথ ভূমিতে পড়িল।
আপনার রথে গিয়া আরোহণ কৈল ॥
সুরথের বিক্রম দেখিয়া ধনঞ্জয়।
গাণ্ডীব নিলেন হাতে মনে পেয়ে ভয় ॥
অর্জ্জুন এড়েন বাণ পূরিয়া সন্ধান।
সুরথের মাথা কাটি করে দুইখান ॥
পড়িল সুরথ হংসধ্বজের নন্দন।
মুণ্ড লয়ে শিবদূত করিল গমন ॥
বৈষ্ণবের মুণ্ড বলি নিলেন শঙ্কর।
সুরথ পড়িল বার্ত্তা পেয়ে নরবর ॥
পুত্রশোকে হংসধ্বজ করেন রোদন।
প্রবোধ করয়ে নৃপে পাত্র-মিত্রগণ ॥
জন্মিলে মরণ আছে কান্দ কি লাগিয়া।
কেহ কার নহে দেখ মনেতে ভাবিয়া ॥
রাজা বলে পুত্রশোকে না করি ক্রন্দন
দেখিতে না পাইনু আমি কৃষ্ণ-চরণ ॥
কেমনে দেখিব হরি বল না আমারে।
পাত্র বলে মহারাজ চলহ সমরে ॥
রথ পদাতিক লয়ে করহ গমন।
অর্জ্জুনের সারথি দেখিবে নারায়ণ ॥
আপনি যজ্ঞের ঘোড়া লহ নরপতি।
হরির সম্মুখে রাখি করিবে প্রণতি ॥
পাত্রের বচনে সুখী হইল রাজন।
যজ্ঞ-অশ্ব লয়ে রাজা করিল গমন ॥

নানা উপহার লয়ে চলে নরপতি।
দূত গিয়া শ্রীহরিরে বলয়ে ভারতী॥
অশ্ব লয়ে আসে হংসধ্বজ নরবর।
শরণ লইবে তব শুন গদাধর॥
নৃপতির অভিপ্রায় বুঝি যদুবর।
বারণ করেন পার্থে করিতে সমর॥
হেনকালে হংসধ্বজ আইল ত্বরিতে।
দেখিলেন নারায়ণ অর্জ্জুনের রথে॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চতুর্ভুজ লীলা।
মকর কুণ্ডল কর্ণে গলে বনমালা॥
পরিষদগণ তাঁর সঙ্গেতে দেখিল।
রথ হৈতে হংসধ্বজ ভূমিতে নামিল॥
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি পড়িল ভূমেতে।
গোবিন্দ-চরণে রাজা লাগিল লুটিতে॥
যোড়হস্ত হয়ে রাজা করিল স্তবন।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি ত্রিলোচন॥
কুবের বরুণ তুমি দেব পুরন্দর।
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি বৈশ্বানর॥
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্ত্য তুমি দিবারাতি।
সলিল সাগর তুমি সর্ব্ব অব্যাহতি॥
সবাকার মূল তুমি দেব নারায়ণ।
তোমা হতে সর্ব্ব সৃষ্টি লভিল জনম॥
অপার মহিমা তব কেহ নাহি জানে।
বলিতে না পারে ব্রহ্মা সহস্র বদনে॥
আমার মনেতে প্রভু এই ছিল সাধ।
অর্জ্জুন সহিত তোমা দেখি কালাচাঁদ॥
সে সাধ সম্পূর্ণ আজি হইল আমার।
দয়াময় দয়া করি করহ নিস্তার॥
ধন্য ধনঞ্জয় বীর পাণ্ডুর নন্দন।
যাঁর রথে আছ তুমি ব্রহ্ম সনাতন॥
সফল জনম মম হৈল এতদিনে।
দেখিনু তোমার রূপ আপন নয়নে॥
এত যদি হংসধ্বজ স্তবন করিল।
ভক্তপ্রিয় হরি তারে নিজ কোলে দিল॥
হরির প্রসাদ পেয়ে সুখী নরপতি।
অর্জ্জুনচরণে রাজা করিল প্রণতি॥
আলিঙ্গনে রাজারে তোষেন ধনঞ্জয়
হেনকালে অনুচরে আনিলেক হয়॥
হংসধ্বজ বলে শুন পাণ্ডুর নন্দন।
ঘোড়া ধরিলাম দেখিবারে নারায়ণ॥
পূর্ণ হৈল অভিলাষ হরিকে দেখিয়া।
শুনহ অর্জ্জুন তুমি যাহ অশ্ব লৈয়া॥
কিন্তু এক ভিক্ষা আমি মাগি যে তোমারে
আজি তুমি বিশ্রাম করহ মম পুরে॥
সম্মত হইল পার্থ রাজার বচনে।
কৃষ্ণ সঙ্গে গেল সবে রাজ-নিকেতনে॥
সবান্ধবে নৃপতি দেখিয়া নারায়ণে।
যতেক আনন্দ হৈল না যায় লিখনে॥
যথাযোগ্য আহারে তুষিল সবাকারে।
রজনী বঞ্চেন হরি হংসধ্বজপুরে॥
প্রভাতে লইয়া ঘোড়া পাণ্ডুর নন্দন।
হংসধ্বজ নৃপ সঙ্গে করেন গমন॥
নিজপুরে যথাযোগ্য বন্ধু নিয়োজিয়া।
অর্জ্জুনের সঙ্গে রাজা চলিল সাজিয়া॥

যজ্ঞাশ্বের ব্যাঘ্ররূপ হওনের বিবরণ।

জন্মেজয় বলিলেন শুন তপোধন।
শুনিলাম হংসধ্বজ রাজার কথন॥
বিবরিয়া কহ শুনি মুনি মহাশয়।
ঘোড়া সঙ্গে কোথায় গেলেন ধনঞ্জয়॥
মুনি বলে অশ্ব গিয়া প্রবেশিল বনে।
হরিষেতে যান হরি অর্জ্জুনের সনে॥
বনের ভিতরে আছে দিব্য সরোবর।
চারিদিকে পুষ্পোদ্যান দেখিতে সুন্দর॥
রামরম্ভা আছে কত সরোবর তটে।
দৈবযোগে অশ্ববর গেল সেই ঘাটে॥
জল পরশিয়া অশ্ব ঘোটকী হইল।
তাহা দেখি অর্জ্জুনের ভয় উপজিল॥
ঘোড়ীরূপ হয়ে অশ্ব সত্বরে চলিল।
দৈবযোগে এক হ্রদ সম্মুখে দেখিল॥

ব্যাঘ্ররূপ হৈল তার জল পরশিয়া।
তাহা দেখি রহে পার্থ অধোমুখ হৈয়া॥
গোবিন্দ বলেন সখা চিন্তা কর কেনে।
এখনি পাইবে তত্ত্ব মুনি-বিদ্যমানে॥
ওই দেখ তপোবনে মুনির কুটীর।
কি লাগি বিষাদ কর ধনঞ্জয় বীর॥
পাইবে ইহার তত্ত্ব মুনিবর স্থানে।
ব্যাঘ্ররূপ হৈল ঘোড়া কিসের কারণে॥
এত বলি অর্জ্জুনে তুষিয়া বনমালী।
মুনির আশ্রমে যান হয়ে কুতূহলী॥
কৌণ্ডিন্য নামেতে মুনি আছে সেই স্থানে
নরনারায়ণ যান মুনি বিদ্যমানে
মুনির চরণে দোঁহে করেন প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ করিলেন মুনি গুণধাম॥
তবে হরি কহিলেন শুন তপোধন।
আইলাম তব স্থানে আছে প্রয়োজন॥
অশ্বমেধ আরম্ভিল রাজা যুধিষ্ঠির।
অশ্বরক্ষা হেতু আইলেন পার্থবীর॥
দৈবে এই বনে ঘোড়া প্রবেশ করিল।
জল পরশিয়া অশ্ব তুরগী হইল॥
কার অভিশাপ ছিল এই সরোবরে।
পূর্ব্বকথা মহামুনি জিজ্ঞাসি তোমারে॥
কৌণ্ডিন্য বলেন শুন দেব নারায়ণ।
তুমি শ্রোতা আমি বক্তা এ নহে শোভন॥
তবে যদি জানিয়া জিজ্ঞাসা কর তুমি।
সরোবর-বিবরণ শুন কহি আমি॥
বড় রম্য এই স্থান দেখিয়া পার্ব্বতী।
তপস্যা করিল আরাধিতে পশুপতি॥
তপস্যা করেন গৌরী সরোবর তীরে।
সমাধি করিয়া মনে ভাবেন শঙ্করে॥
হেনকালে এক দৈত্য তথায় আইল।
দেখিয়া গৌরীর রূপ মূর্চ্ছিত হইল॥
কামে মত্ত হৈল পাপী দেখি অভয়ারে।
বাহু প্রসারিয়া তাঁরে যায় ধরিবারে॥
বুঝিয়া তাহার মন নগেন্দ্রনন্দিনী।
তপোভঙ্গ হেতু দেন অভিশাপ বাণী॥
পুরুষ হইয়া যে আসিবে সরোবরে।
নারীরূপ হবে সেই শাপিলাম তারে॥
নারীরূপ হৈল সেই পার্ব্বতীর শাপে।
ঘরে নাহি গেল দৈত্য সেই মনস্তাপে॥
সরোবরে অভিশাপ দিলেন ভবানী।
পুরুষ হইবে নারী পরশিলে পানী॥
শাপান্ত না জানি আমি শুন মহাশয়।
প্রতিকার হবে কিসে কহ দয়াময়॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুন মহামুনি।
আর এক কথা তোমা জিজ্ঞাসি যে আমি॥
ঘোড়ীরূপ হয়ে ঘোড়া চলিল সত্বরে
জলপান হেতু প্রবেশিল সরোবরে॥
ব্যাঘ্ররূপ হৈল তার জল পরশিয়া।
কারণ জিজ্ঞাসি মুনি কহ বিবরিয়া॥
কৌণ্ডিন্য বলেন হরি কর অবগতি।
কহিব তোমারে আমি যথার্থ ভারতী॥
মিত্রসেন নামে মুনি ছিল এই বনে।
তার কথা কহি আমি তব বিদ্যমানে॥
তীর্থ করি সে মুনি পাইল বড় ক্লেশ।
চিরদিন পরে আইলেন নিজদেশ।
স্নানের কারণে মুনি হ্রদে প্রবেশিল।
স্নানাদি তর্পণ সেই জলেতে করিল॥
হেনকালে এক দৈত্য তথায় আইল।
ভয়ঙ্কর বেশ ধরি মুনিরে ধরিল॥
দৈত্যের দেখিয়া মূর্ত্তি মুনি বলে তারে।
ব্যাঘ্ররূপ হও দৈত্য শাপিনু তোমারে॥
মুনিশাপে সেই দৈত্য ব্যাঘ্ররূপ হয়।
শুনহ শ্রীহরি এই হ্রদের বিষয়॥
অভিশাপ হ্রদকে দিলেন মহামুনি।
ব্যাঘ্ররূপ হবে তোর পরশিলে পানী॥
অভিশাপ দিয়া মুনি গেল নিজ স্থান।
সেই হেতু হ্রদে নাহি করে জলপান॥
শাপান্ত নাহিক জানি শুন চক্রপাণি।
তুমি পরশিলে ঘোড়া হইবে এখনি॥
শুন মহাশয় তুমি জগৎ-ঈশ্বর।
যাহা জানি কহিলাম তোমার গোচর

তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুন মুনিবর।
অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য রাখিব সত্বর॥
ব্যাঘ্র পরশিব আমি তোমার বচনে।
ব্রাহ্মণের অভিশাপ ঘুচায় ব্রাহ্মণে॥
এত বলি ব্যাঘ্রে পরশেন গদাধর।
ব্যাঘ্ররূপ ত্যজি অশ্ব হইল সত্বর॥
প্রণমিয়া মুনিকে চলেন দুই জন।
অর্জ্জুনেরে কহিলেন দেব নারায়ণ॥
অশ্ব রাখিবার হেতু ভ্রম চরাচর।
আমি শীঘ্রগতি যাই হস্তিনানগর॥
সঙ্কট হইলে আমা করিহ স্মরণ।
এত বলি বিদায় হলেন নারায়ণ॥
ভ্রমণ করয়ে ঘোড়া আপনার সুখে।
সর্ব্বসৈন্য সঙ্গে পার্থ চলিল কৌতুকে॥

প্রমীলার দেশে অর্জ্জুনের গমন ও প্রমীলার কথা।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
প্রমীলার দেশে গেল পাণ্ডবের হয়॥
মহাবনে আছয়ে প্রমীলা নামে নারী।
পদ্মিনী তাহার সঙ্গে আছে লক্ষ চারি॥
আর কত রমণী বিরাজে তার পাশে।
পুরুষ নাহিক তাহে কহিনু বিশেষে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ঘোড়া গেল তার পুরে।
ধরিল রমণীগণ পাইয়া ঘোড়ারে॥
প্রমীলার বাক্যে ঘোড়া রাখিল বান্ধিয়া।
প্রবেশ করিল পুরে পার্থ পাছু গিয়া॥
বনিতা ধরিল ঘোড়া শুনিয়া শ্রবণে।
পাণ্ডুর নন্দন ভীত হইলেন মনে॥
পুরে প্রবেশিয়া দেখে বহু কন্যাগণ।
বিমান দেখেন কত তুরঙ্গ বারণ॥
কিরীটী প্রভৃতি মনে ভাবেন বিষাদ।
এমন না দেখি কভু হইল প্রমাদ॥
ঘোড়া নাহি দেখি পথে চৌদিকে রমণী।
পুরুষ না দেখি পথে অমঙ্গল গণি॥

অবলা প্রবলা হয়ে ধরে ধনুঃশর।
কি বুঝি ইহার সঙ্গে করিব সমর॥
প্রদ্যুম্ন বলিল ঘোড়া আইল সঙ্কটে।
যুদ্ধে কার্য্য নাহি চল প্রমীলা নিকটে॥
অবলা সহিত রণ এ বড় নিন্দিত।
লইব যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া সম্প্রীত॥
প্রদ্যুম্নের বচন শুনিয়া ধনঞ্জয়।
প্রবেশ করেন পুরে মনে পেয়ে ভয়॥
বৃষকেতু বীর দিল ধনুকে টঙ্কার।
তাহা শুনি নারীগণ আনন্দ অপার॥
নানা বাদ্য বাজাইয়া চলিল রূপসী।
নানা অস্ত্র হাতে নিল যুদ্ধ-অভিলাষী॥
অর্জ্জুনের ভয় উপজিল তা শুনিয়া।
যুদ্ধ না করিয়া বীর বলিল ডাকিয়া॥
প্রয়োজন আছে মম প্রমীলার সনে।
তাহা শুনি নিবৃত্ত হইল নারীগণে॥
যুবতীগণের চিত্তে বাড়িল মদন।
সম্মুখে আছেন কাম কৃষ্ণের নন্দন॥
লাবণ্য কটাক্ষ হাস্য করে কোন জন।
ধাইয়া প্রমীলা অগ্রে কহিছে বচন॥
কিরীটী আইল হেথা অশ্বের কারণে।
শীঘ্রগতি ঠাকুরাণী চল দরশনে॥
প্রমীলা উন্মত্তা হৈল দাসীর বচনে।
আপনি সাজিয়া চলে অর্জ্জুনের স্থানে॥
স্বর্ণথালে পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া সুন্দরী।
কিরীটী সম্মুখে এল নানা বেশ করি॥
প্রমীলা প্রণাম করে অর্জ্জুন-চরণে।
পাদ্য অর্ঘ্য লয়ে দাণ্ডাইল বিদ্যমানে॥
পদ্মিনী সমান রূপ দেখি ধনঞ্জয়।
বসিতে বলেন তারে মনে পেয়ে ভয়॥
প্রমীলা বসিল সঙ্গে লইয়া পদ্মিনী।
জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয় অতি প্রিয় বাণী॥
শুনহ প্রমীলা আমি জিজ্ঞাসি তোমারে।
পুরুষ না দেখি কেন তোমার নগরে॥
সকল সুন্দরী দেখি ভয় পাই মনে।
তোমারে জিজ্ঞাসি আমি এই সে কারণে॥

প্রমীলা বলিল শুন পাণ্ডুর নন্দন।
ভাগ্যে আমি পাইলাম তব দরশন ॥
প্রসন্ন আমার চিত্ত তব দরশনে।
দূর হবে মনস্তাপ তোমার মিলনে ॥
এ দেশে পুরুষ নাই সবাই রমণী।
মন দিয়া শুন কহি তাহার কাহিনী ॥
পূর্ব্ব কথা কহি আমি তোমার গোচরে।
রমণী হইনু মোরা যেমত প্রকারে ॥
দিলীপ নামেতে রাজা সর্ব্ব ভূমিপতি।
শুনহে কিরীটী আমি তাঁহার সন্ততি ॥
মৃগয়া করিতে পিতা প্রবেশিল বনে।
গজ বাজী পদাতিক গেল তাঁর সনে ॥
দৈবেতে আইনু আমি মৃগয়া করিতে।
এই বনে উপনীত জনকের সাথে ॥
পার্ব্বতী সহিত শিব ছিলেন এ বনে।
বিহার করেন দোঁহে আনন্দিত মনে ॥
হেনকালে জনকেরে দেখিলেন গৌরী।
কোপেতে দিলেন শাপ লজ্জা মনে করি ॥
সসৈন্য যুবতী হও আমার বচনে।
বনিতা হইয়া সবে থাক এই বনে ॥
অব্যর্থ দেবীর বাক্য না হয় লঙ্ঘন।
সসৈন্য বনিতারূপ হইনু তখন ॥
এই পূর্ব্ব কথা আমি কহিনু তোমারে।
পুরুষের নাহি রক্ষা আমার নগরে ॥
পার্ব্বতীর বরে কারে ভয় নাহি করি।
হাতে অস্ত্র কেহ নাহি আসে মম পুরী ॥
আইল তোমার ঘোড়া আমার নগরে।
বনিতা সকল মেলি ধরিল তাহারে ॥
বান্ধিয়া রাখিল ঘোড়া করিয়া যতন।
না রহ এ দেশে আর পাণ্ডুর নন্দন ॥
পদ্মিনী সহিত আমি ভজিনু তোমারে।
সংহতি করিয়া পার্থ লয়ে চল মোরে ॥
কৃষ্ণসখা হেতু যে সবার প্রিয় তুমি।
বিবাহ করহ মোরে বলিলাম আমি ॥
কিরীটী বলেন শুন প্রমীলা সুন্দরী।
এখন বিবাহ তোমা করিতে না পারি ॥
যজ্ঞ হেতু যুধিষ্ঠির হয়েছেন ব্রতী।
অশ্ব সঙ্গে আমি বেড়াইব বসুমতী ॥
হস্তিনানগরে চল সকল সুন্দরী।
পূরাব তোমার সাধ যজ্ঞ সাঙ্গ করি ॥
কিরীটীর বচনে প্রমীলা প্রীতি পায়।
সকল সুন্দরী মিলি গেল হস্তিনায় ॥
মুক্ত হয়ে যজ্ঞ ঘোড়া যায় বনে বনে।
সর্ব্ব সৈন্য লয়ে পার্থ চলে অশ্ব সনে ॥
এই বিবরণ আমি কহিনু তোমারে।
আর কি কহিব রাজা বলহ আমারে ॥
জন্মেজয় বলিলেন শুন তপোধন।
অমৃত সমান এই ভারত কথন ॥
তোমার সুন্দর মুখ-পদ্মের সমান।
তাহে কত মধু ঝরে নাহি পরিমাণ ॥
পান করি তৃষ্ণা দূর না হয় আমার।
কহ কহ মহামুনি করিয়া বিস্তার ॥
অশ্ব সঙ্গে অর্জ্জুন গেলেন কোন্ দেশে।
কহ দেখি সেই কথা জানিব বিশেষে ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
বৃক্ষদেশে প্রবেশিল পাণ্ডবের হয় ॥
বৃক্ষ নামে সেই দেশ মহা ভয়ঙ্কর।
ভীষণ নামেতে আছে তথা নিশাচর ॥
ত্রিকোটি রাক্ষস আছে তাহার সংহতি।
দেবতা গন্ধর্ব্বলোকে নাহি করে ভীতি ॥
হরগৌরী-বরে সেই মহাবলবান।
অমর অসুরগণে করে তৃণজ্ঞান ॥
তপে তুষ্ট হইলেন উমা মহেশ্বর।
ভোগ ভুঞ্জিবারে তারে দিয়াছেন বর ॥
অরুণ-উদয়কালে যত বৃক্ষগণে।
সুবাসিত পুষ্প তাহে হয় দিনে দিনে ॥
মধ্যাহ্ন সময়ে নররূপ ফল ধরে।
আনন্দে রাক্ষসগণ তাহা ভোগ করে ॥
এই হেতু বৃক্ষদেশ নাম মহীতলে।
নিবসে রাক্ষসগণ তথা কুতূহলে ॥
তাহা দেখি বিস্ময় মানেন ধনঞ্জয়।
প্রবেশিল সেই দেশে পাণ্ডবের হয় ॥

কামদেব বৃষকেতু আদি বীরগণে।
চমকিত হৈল সবে রাক্ষস দর্শনে॥
গজ বাজী পদাতিক দেখিয়া নয়নে।
রাক্ষসের পুরোহিত আনন্দিত মনে॥
ভীষণে কহিব বলি মনে হরষিত।
নানা বেশ করিয়া চলিল পুরোহিত॥
পুরোহিতে দেখি ভীষণ জিজ্ঞাসে বার্ত্তা।
কি কারণে আগমন হৈল তব হেথা॥
পুরোহিত বলে শুন রাক্ষসের পতি।
আজি বড় হৈল মম আনন্দিত মতি॥
স্মরণ হইল এক পূর্ব্বের কথন।
নরমেধ যজ্ঞ কৈল রাজা দশানন॥
তাহাতে মনুষ্যমাংস খাইনু বিস্তর।
স্ত্রীপুত্রাদি সবাকার পূরিল উদর॥
সেই হতে নরমাংস না পাই খাইতে।
দুঃখ পেয়ে আসিলাম তোমার সাক্ষাতে
তুমিহ করহ আজি যজ্ঞ নরমেধ।
তোমার প্রসাদে ঘুচে নরমাংস খেদ॥
গজ বাজী পদাতিক বহু সৈন্যগণ।
সাজিয়া আসিল কোন্ রাজার নন্দন॥
প্রবেশ করিল আসি তোমার নগরে।
তা দেখি আনন্দ বড় আমার অন্তরে॥
ভীষণ বলেন শুন কুলপুরোহিত।
যজ্ঞের মণ্ডপ সজ্জা করহ ত্বরিত॥
কাহার আসন্নকাল করিল বিধাতা।
আমার আহার হেতু মিলাইল হেথা॥
জানিতে উচিত হয় এল কোন্ জন।
তবে ত করিবে তুমি যজ্ঞ আরম্ভন॥
লম্বোদরী নিশাচরী সম্মুখে দেখিল।
ভীষণ রাক্ষস তারে পাঠাইয়া দিল॥
নরবেশে গিয়া তুমি সৈন্যের ভিতরে।
জেনে এস প্রবেশিল কেবা মম পুরে॥
ভীষণের আজ্ঞা পেয়ে হইল মানুষী।
সৈন্যেতে প্রবেশ গিয়া করিল রাক্ষসী॥
একে একে সবাকারে কৈল নিরীক্ষণ।
সম্মুখে দেখিল হনু পবন-নন্দন॥
হনু দেখি ভয় তার জন্মিল অন্তরে।
তত্ত্ব লয়ে গেল শীঘ্র ভীষণ গোচরে॥
লম্বোদরী বলে শুন রাক্ষসের পতি।
কটক চর্চ্চিয়া এনু যেমত শকতি॥
তুরগ কুঞ্জর কত দেখিলাম নর।
বড় বড় রাজগণ আইল বিস্তর॥
অর্জ্জুন প্রধান তাহে পাণ্ডুর নন্দন।
আইল যজ্ঞের ঘোড়া করিতে রক্ষণ॥
মহা মহা বীরগণ দেখিলাম তাতে।
হনুমানে দেখিলাম অর্জ্জুনের রথে॥
ঘটোৎকচ-সুত মেঘবর্ণ মহাবলী।
পাণ্ডব মিলনে আছে হয়ে কুতূহলী॥
তোমার পিতার বৈরী বীর বৃকোদর।
অশ্ব রাখিবারে এল লয়ে সহোদর॥
কিন্তু হনূমানে দেখি উপজিল ভয়।
সংগ্রামেতে কার্য্য নাই জানাই তোমায়॥
হনূমানে দেখি মনে হয় বড় শঙ্কা।
হনূমান্ হৈতে প্রভু নাশ হৈল লঙ্কা॥
পাণ্ডব-সহায় হৈল হেন হনূমান্।
বুঝিনু জিনিতে তুমি নারিবে সংগ্রাম॥
এত যদি লম্বোদরী বলিল ভারতী।
তাহা শুনি কুপিল ভীষণ দুষ্টমতি॥
দেবের অগম্য ভূমি নাম বৃক্ষদেশ।
মরিতে অর্জ্জুন কৈল ইহাতে প্রবেশ॥
ভাল হৈল পিতৃবৈরী আইল আপনি।
নিশ্চয় বধিব আজ তাহার পরাণী॥
বক বটে মম পিতা বিদিত সংসারে।
ভীমার্জ্জুন মম শত্রু বিনাশিব তারে॥
রাক্ষসের বৈরী বটে বীর হনূমান্।
নিশ্চয় বধিব আজি ভীমের পরাণ॥
সাজ সাজ বলি ডাকে ভীষণ রাক্ষস।
যুদ্ধ হেতু নিশাচর করিল সাহস॥
নানা মায়া ধরি তবে চলে নিশাচর।
মত্ত হৈল পাণ্ডবসৈন্য পেয়ে সমর॥
বৃষকেতু কামদেব বরিষয়ে শর।
বিন্ধিয়া রাক্ষসগণে করিল জর্জ্জর॥

যুবনাশ্ব অনুশাল্ব বরিষয়ে বাণ।
নীলধ্বজ হংসধ্বজ করয়ে সংগ্রাম ॥
মেঘবর্ণ সহদেব সুবেগ সহিত।
যুঝয়ে রাক্ষসগণ মনে নাহি ভীত ॥
অর্জ্জুন যুড়েন বাণ পূরিয়া সন্ধান।
নানা মায়া করে সেই রাক্ষসপ্রধান ॥
মেঘরূপ হয়ে করে বাণ বরিষণ।
বাণেতে অর্জ্জুন তাহা করে নিবারণ ॥
বৃক্ষ শিলা পর্ব্বত বরিষে নিশাচর।
বৃষকেতু বাণ এড়ি কাটয়ে সত্বর ॥
ক্রুদ্ধ হৈল ভীমসেন রাক্ষসের বাণে।
গদা হাতে ধায় বীর শঙ্কা নাহি মনে ॥
কালদণ্ড সম গদা হাতেতে করিয়া।
ভীষণেরে মারিলেন সাহস করিয়া ॥
ভীমের গদার বেগ কে সহিতে পারে।
মূর্চ্ছাগত নিশাচর দারুণ প্রহারে ॥
ভীষণ রাক্ষস তবে সাহস করিয়া।
অর্জ্জুনের শিরে মারে মুষল ফেলিয়া ॥
মোহ যায় ধনঞ্জয় মুষলের ঘাতে।
তাহা দেখি ভীমসেন ধায় গদা হাতে ॥
হানিল গদার বাড়ি ভীষণ রাক্ষসে।
দৈবে প্রাণ পায় সেই পলায় তরাসে ॥
যুদ্ধ দেখি হনূমানের আনন্দ বাড়িল।
জড়াইয়া লাঙ্গুলেতে রাক্ষসে মারিল ॥
হনূমানে দেখিয়া পলায় নিশাচর।
শরীর ত্যজিয়া কেহ গেল যমঘর ॥
ভঙ্গ দিল নিশাচর রাজ্য পরিহরি।
প্রাণভয়ে কেহ গেল রসাতলপুরী ॥
নয় লক্ষ রাক্ষস যে ছিল শেষ রণে।
প্রাণভয়ে পলাইল সবে ঘোর বনে ॥
কত সৈন্য সঙ্গে লয়ে ভীষণ দুর্ম্মতি।
মায়াতে হইল সেই মুনির মূরতি ॥
মায়া পাতি সৃজিল মধুর ফুল ফল।
মায়াতে নির্ম্মাণ কৈল সরোবর জল ॥
সঙ্গে নিশাচরগণ শিষ্যরূপ হৈল।
অধ্যয়ন হেতু তারা চৌদিকে রহিল ॥
হেনমতে মায়া করি আছে নিশাচর।
রাক্ষস জিনিয়া যান পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
কতদূরে বনেতে দেখেন তপোধন।
মুনিরূপে বসে আছে লয়ে পুণ্যজন ॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া ভয়ে আদর করিল।
অতিথি বলিয়া পাদ্য অর্ঘ্য যোগাইল ॥
দীর্ঘ নখ জটাভার দেখি ধনঞ্জয়।
মুনিজ্ঞানে তাহারে কহেন সবিনয় ॥
শুন প্রভু তব স্থানে চাহি আশীর্ব্বাদ।
অশ্বমেধ সাঙ্গ হৈলে পূরে মনোসাধ ॥
মুনি বলে শুন তুমি পাণ্ডুর নন্দন।
যজ্ঞ সাঙ্গ তোমার করিবে নারায়ণ ॥
কিন্তু আজি বিশ্রাম করহ এই স্থানে।
আমার অতিথি হও দিন অবসানে ॥
পার্থ ধনুর্দ্ধর তবে মনেতে চিন্তিল।
রাক্ষস বলিয়া তারে কেহ না জানিল ॥
পশ্চাৎ আইল মেঘবর্ণ মহাবলী।
তপস্বীর বেশ দেখি বড় কুতুহলী ॥
মেঘবর্ণ বলে মায়া না করিহ তুমি।
মুনিবেশ ধরিয়াছ জানিয়াছি আমি ॥
কিন্তু মম স্থানে আজি নাহিক নিস্তার।
এখনি পাঠাব তোরে যমের দুয়ার ॥
প্রাণভয়ে তপস্বী হইলি নিশাচর।
বিদিত হইল মায়া আমার গোচর ॥
এত বলি মেঘবর্ণ ধনুর্ব্বাণ নিল।
ভয়েতে রাক্ষস নিজ মূর্ত্তি প্রকাশিল ॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি বীর ধনঞ্জয়।
গাণ্ডীবে টঙ্কার দেন হইয়া নির্ভয় ॥
গাণ্ডীবে টঙ্কার শুনি এল সর্ব্বজন।
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব কর্ণের নন্দন ॥
ভীম হংসধ্বজ আদি যত বীরগণ।
ত্বরায় আইল সবে করিবারে রণ ॥
গাছ শিলা অর্জ্জুনে মারয়ে নিশাচর।
বাণে নিবারেন তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
বহু যুদ্ধ করিলেন ভীষণ সংহতি।
তবে গদাঘাত করে ভীম মহামতি ॥

অর্দ্ধচন্দ্র বাণ তবে পার্থ যুড়িলেন।
ভীষণের মাথা কাটি ভূমে পাড়িলেন॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব বীর ধনঞ্জয়।
তবে ছাড়িয়া দিল ঘোড়া হৈয়া নির্ভয়॥
শুন রাজা জন্মেজয় কহিনু তোমারে।
পাণ্ডবের হয় প্রবেশিল মণিপুরে॥

মণিপুরে বভ্রুবাহনের সহিত অর্জ্জুনের পরিচয়।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
মণিপুরে প্রবেশিল পাণ্ডবের হয়॥
মণিপুরে বভ্রুবাহ নামে নরপতি।
তিন বৃন্দ সেনা তার নবলক্ষ হাতী॥
এক লক্ষ নৃপতি রাজার সেবা করে।
নানা রত্ন আনে তারা ভূপতি-গোচরে॥
চিত্রাঙ্গদাসুত সেই কিরীটী-নন্দন।
নব লক্ষ রথ যার আছে সুশোভন॥
যাটি কোটি অশ্ব আছে রণেতে যাহার।
মহাবল বভ্রুবাহ বীর অবতার॥
তীর্থযাত্রা যেকালে করেন ধনঞ্জয়।
সেকালে গন্ধর্ব্বকন্যা করে পরিণয়॥
তার গর্ভে উপজিল এ বভ্রুবাহন।
কিরীটী সমান বীর বলে সর্ব্বজন॥
নাগকন্যা উলূপী আছয়ে তার ঘরে।
ইলাবন্ত তার পুত্র পড়িল সমরে॥
কুরুক্ষেত্র-রণে ইলাবন্ত হৈল ক্ষয়।
শুনিয়াছি এই কথা শ্রীজন্মেজয়॥
মণিপুরে অশ্ব গিয়া প্রবেশ করিল।
ধেয়ে অনুচরগণ রাজারে কহিল॥
সর্ব্ব সুলক্ষণ ঘোড়া আইল নগরে।
অশ্ব ধরে আনি যদি আজ্ঞা দেহ মোরে॥
দূত-বাক্য শুনি কহে সেই নরপতি।
ধরিয়া আনহ ঘোড়া করিয়া শকতি॥
আজ্ঞা পেয়ে অনুচর চলিল সত্বরে।
দশকোটী বীর গিয়া ধরিল ঘোড়ারে॥
তুরগ আনিয়া দিল বভ্রুবাহনেরে।
ঘোড়া দেখি নরপতি আনন্দ অন্তরে॥
অশ্বভালে লিখন পড়িয়া তত্ত্ব পাইল।
মহারাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞ আরম্ভিল॥
অর্জ্জুন আইল অশ্ব রাখিবার তরে।
পত্র পড়ি বভ্রুবাহ হরিষ অন্তরে॥
ঘোড়া লয়ে অন্তঃপুরে করিল গমন।
কহিল মায়ের আগে যত বিবরণ॥
প্রণাম করিয়া বলে শুন গো জননি।
যজ্ঞ আরম্ভিল যুধিষ্ঠির নৃপমণি॥
কিরীটী আইল অশ্ব রাখিবার তরে।
দৈবে আসি ঘোড়া প্রবেশিল মণিপুরে॥
তত্ত্ব না পাইয়া আমি তুরঙ্গ ধরিনু।
অবশেষে অশ্বভালে লিখন পড়িনু॥
তুমি বল মম পিতা পাণ্ডুর নন্দন।
মণিপুরে আসে তিনি দৈবের ঘটন॥
না জানি যজ্ঞের ঘোড়া ধরিলাম আমি।
কি করি উপায় এবে কহ গো জননি॥
চিত্রাঙ্গদা বলে শুন সুবুদ্ধি কুমার।
যত্নেতে পালন কর বচন আমার॥
ঘোড়া লয়ে যাহ তুমি জনকের স্থানে।
অপরাধ মাগি লহ তাঁহার চরণে॥
নানারত্ন অগ্রে থুয়ে করিবে প্রণতি।
পশ্চাতে কহিবে পুত্র আপন ভারতী॥
চিত্রাঙ্গদাগর্ভে জন্ম কহিবে তাঁহারে।
তনয় বলিয়া তিনি তুষিবেন তোরে॥
বভ্রুবাহ বলে মাতা করি নিবেদন।
শুনিলাম যত আমি তোমার বচন॥
এ রীতি ক্ষত্রের নহে শুন গো জননি।
যুদ্ধ করি পরিচয় তাঁরে দিব আমি॥
পদানত হৈলে ঘৃণা করিবে আমারে।
শুনগো জননি অগ্রে না জানাব তাঁরে॥
চিত্রাঙ্গদা বলে পুত্র এ নহে যুকতি।
কেমনে যুঝিবে তুমি পিতার সংহতি॥
না শুন লোকের মুখে ইতিহাস কথা।
পূজা কৈলে পিতৃলোকে প্রসন্ন দেবতা॥

তারে পুত্র বলি যে পিতার সেবা করে।
সুপুত্র সে জন যে পিতার বাক্য ধরে॥
তুমি চাহ পিতা সঙ্গে করিবারে রণ।
কিমতে এ সব লাজে ধরিবে জীবন॥
অশ্ব লয়ে যাহ তুমি পাণ্ডব-গোচরে।
লোকধর্ম্ম-কথা আমি কহিনু তোমারে॥
আপন স্বধর্ম্ম রক্ষা করে যেই জন।
সর্ব্বত্র কল্যাণ তার বলে মুনিগণ॥
জননীর বাক্যে বভ্রুবাহ নরপতি।
নানা রত্ন নিল সঙ্গে সুশোভন অতি॥
অগুরু চন্দন গন্ধ লইল কস্তুরী।
পুষ্পমালা স্বর্ণথালে নিল যত্ন করি॥
অশ্ব আগে করি চলে পার্থের নন্দন।
অর্জ্জুনে ভেটিতে যান আনন্দিত মন॥
দূত গিয়া কহিলেক পার্থের গোচরে।
বভ্রুবাহ রাজা আসে তোমা ভেটিবারে॥
পদাতিক সঙ্গে আসে পাত্রমিত্রগণ।
অভিপ্রায় বুঝি তব লইবে শরণ॥
তাহা শুনি সম্মতি দিলেন ধনঞ্জয়।
দিব্যাসনে বসিলেন সানন্দ হৃদয়॥
কামদেব বৃষকেতু যুবনাশ্ব রায়।
হংসধ্বজ নীলধ্বজ বসিল সভায়॥
অনুশাল্ব বৃকোদর সুবেগ সহিত।
অর্জ্জুন সমাজ কৈল মনে পেয়ে প্রীত॥
হেনকালে বভ্রুবাহ পাত্র মিত্র সনে।
গলে বস্ত্র দিয়া এল অর্জ্জুনের স্থানে॥
পুষ্প ও চন্দন অর্জ্জুনের পদে দিয়া।
প্রণাম করিল রাজা ভূমিষ্ঠ হইয়া॥
পঞ্চরত্ন সম্মুখে রাখিয়া নরপতি।
কিরীটী-চরণে রাজা করিল প্রণতি॥
সম্মুখে রাখিয়া অশ্ব কহে নরপতি।
অবধান করি শুন পাণ্ডুর সন্ততি॥
কিরীটী-চরণোপান্তে বসিয়া রাজন।
আপনার কথা যত করে নিবেদন॥
তোমার তনয় আমি শুন মহাশয়।

হয়॥

যখন করিলে তুমি তীর্থপর্য্যটন।
করিলে গন্ধর্ব্বসুতা বিবাহ তখন॥
তোমার ঔরসে চিত্রাঙ্গদার উদরে।
হইল আমার জন্ম কহিনু তোমারে॥
না জানি ধরিনু ঘোড়া ক্ষমা দেহ মোরে।
বভ্রুবাহ বলি নাম জানহ আমারে॥
এত বলি পুনরপি ধরিল চরণে।
শুনিয়া জন্মিল ক্রোধ অর্জ্জুনের মনে॥
কাহারে বলিস্ পিতা নটীর তনয়।
অভিপ্রায় বুঝি তোর নাহি লজ্জা ভয়॥
নটী চিত্রাঙ্গদা সেই গন্ধর্ব্ব-দুহিতা।
তুই যার পুত্র তার শুনিয়াছি কথা॥
এত বলি করিলেন চরণ প্রহার।
ভূমিতে পড়িল চিত্রাঙ্গদার কুমার॥
পাত্রমিত্র ধরি সবে তুলে নৃপবরে।
তথাপি দাণ্ডায়ে আছে করি যোড়করে॥
না করিহ তিরস্কার পাণ্ডুর তনয়।
আমিত তোমার পুত্র কহিনু নিশ্চয়॥
তবে হংসধ্বজ আর নীলধ্বজ রায়।
অর্জ্জুনে কহিল যুক্তি না হয় তোমায়॥
মহারাজ বভ্রুবাহ বিদিত সংসারে।
কুসুম চন্দন দিয়া পূজিল তোমারে॥
চরণ প্রহার করা না হয় উচিত।
তোমার তনয় হয় এ কথা নিশ্চিত॥
আপনি আসিয়া বলে তোমার তনয়।
অন্যে পিতা কহিতে অন্যের লজ্জা হয়॥
ইহা শুনি ধনঞ্জয় কহেন বচন।
অভিমন্যু বীর ছিল আমার নন্দন॥
সুভদ্রা-তনয় বীর বিদিত ভুবনে।
চক্রব্যূহ ভেদি যুঝিলেক দ্রোণ সনে॥
দ্রোণ দ্রৌণি কৃপ কর্ণে সংগ্রামে জিনিয়া।
স্বর্গে গেল মহাবীর শরীর ত্যজিয়া॥
সেই পুত্র হয় মম কুলের ভূষণ।
এই বভ্রুবাহ দেখ নটীর নন্দন॥
অগ্রে গর্ব্ব করিয়া ধরিল মোর হয়।
ভয় পেয়ে শেষে বলে তোমার তনয়॥

এ যদি হইত মম ঔরস-নন্দন।
যুদ্ধ বিনা ঘোড়া না করিত সমর্পণ॥
কাতর হইল নহে আমার নন্দন।
অঙ্কুর জিনয়ে বীজে বলে সর্ব্বজন॥
পিতা হৈতে পুত্র শ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকে জানে।
শাস্ত্রের এ সব কথা কহে মুনিগণে॥
এতেক বলেন যদি বীর ধনঞ্জয়।
বভ্রুবাহ রাজা তবে অধোমুখে রয়॥
মহাকোপ উপজিল বভ্রুবাহ-চিতে।
সম্মুখে দাণ্ডায়ে বীর কহে যোড়হাতে॥
শুন মহাশয় তুমি কহিলে বিস্তর।
শুনিবারে মন্দ কিন্তু ধর্ম্মেতে গোচর॥
আপন জন্মের কিছু জান সমাচার।
সে কথা কহিতে হৈল সাক্ষাতে সবার॥
জারজ বলিয়া তুমি গালি দিলে মোরে।
যে জন জারজ তাহা বিদিত সংসারে॥
মোর মাতা নটী ইহা বলিলে আপনি।
কোন্ কর্ম্ম কৈল কুন্তী তোমার জননি॥
কুমারী কালেতে কর্ণে করিল প্রসব।
না জানিয়া নিজ কথা করহ গৌরব॥
কাহার ঔরসে জন্ম বাপ বল কারে।
পঞ্চ ভায়ের পঞ্চ পিতা বিদিত সংসারে॥
ধিক্ ধিক্ জীবন রাখিয়া নাহি কাজ।
এ কথা কহিতে তব মুখে নাহি লাজ॥
ভয় নাহি পাই আমি তোমারে দেখিয়া।
মাতৃবাক্যে আসিয়াছি তুরঙ্গ লইয়া॥
সে কারণে অপমান করিলে আমারে।
আজি পরাক্রম আমি দেখাব তোমারে॥
এত বলি অনুচরে কহিল নৃপতি।
বান্ধিয়া রাখহ অশ্ব করিয়া শকতি॥
এত বলি অশ্ব দিল অনুচরগণে।
অশ্ব লয়ে গেল তারা পরম যতনে॥
যে আজ্ঞা বলিয়া বীর প্রবেশিল পুরে।
সেনাগণে আজ্ঞা দিল যুদ্ধ করিবারে॥
নৃপাদেশে সৈন্যগণ করিল সাজন।
আনন্দেতে দেয় কেহ দামামা নিস্বন॥
সাজ সাজ বলি পুরে উঠিল ঘোষণা।
নানা অস্ত্র লইয়া চলিল রাজসেনা॥
হয় গজ বিমানে করিয়া আরোহণ।
ধনুর্ব্বাণ হাতে নিল করিবারে রণ॥
চিত্রাঙ্গদা পাইলেন যুদ্ধ-সমাচার।
পুত্রের সম্মুখে গেল করি হাহাকার॥
কেন পুত্র যুদ্ধ হেতু করহ সাজন।
কি কহিল প্রাণনাথ পাণ্ডুর নন্দন॥
শুনিয়া মাতার কথা বভ্রুবাহন কয়।
বিলক্ষণ পাইনু পিতার পরিচয়॥

জননীর স্থানে বভ্রুবাহনের নিবেদন।

শুন গো জননি, সত্য কহি বাণী,
পাইনু যে অপমান।
কহিতে সে কথা, মনে পাই ব্যথা,
সাক্ষী তার ভগবান্॥
লয়ে অশ্ববর, গেলাম সত্বর,
প্রণমিনু তাঁর পদে।
করিয়া স্তবনে, অনেক যতনে,
কহিলাম যোড়হাতে॥
তোমার তনয়, শুন মহাশয়,
বভ্রুবাহ মোর নাম।
গন্ধর্ব্ব-দুহিতা, নাম চিত্রাঙ্গদা,
তাঁর গর্ভে মোর ধাম॥
তোমার ঔরসে, জন্মিনু বিশেষে,
পরিচয় দিনু আমি।
না জানিয়া হয়, ধরিনু নিশ্চয়,
সে দোষ ক্ষমিবে তুমি॥
শুনিয়া বচন, পাণ্ডুর নন্দন,
জারজ বলিল মোরে।
নটী চিত্রাঙ্গদা, তার যত কথা,
না শুনাও তুমি মোরে॥
আরে মহাপাপ, কারে বল বাপ,
কেবা বটে তোর পিতা।

কেমন সাহসে, পরের পুরুষে,
ভজিল তোমার মাতা ॥
কোপে কাঁপে কায়, কি বলিব তায়,
পদাঘাত মোরে করে।
হংসধ্বজ আদি, যত নরপতি,
সবে দোষ দিল তাঁরে ॥
সেই অপমান, কর অবধান,
সমাজে পাইনু আমি।
তবু যোড়হাতে, পাণ্ডবের নাথে,
কহিনু বিনয় বাণী ॥
না শুনিল বাপ, পেয়ে মনস্তাপ,
অশ্ব লয়ে এনু ঘরে।
সত্য কহি কথা, জানাব যোগ্যতা,
তবে সে চিনিবে মোরে ॥
শুন গো জননি, কহিনু তখনি,
তুমি না শুনিলে কাণে।
করিয়া সংগ্রাম, আমি নিজ নাম,
জানাব পার্থের স্থানে ॥
না শুনিল কথা, কৈল অক্ষমতা,
বাখানিল অভিমন্যে।
ধরেছিলে হয়, মনে পেয়ে ভয়,
সমর্পিছ যুদ্ধ বিনে ॥
হলে মম সুত, না করে এমত,
ত্রিভুবনে আমি খ্যাত।
অঙ্কুরেতে বীজ, হয় সরসিজ,
কহিল পাণ্ডবনাথ ॥
পেয়ে অপমান, সংগ্রাম সন্ধান,
অবশেষে কৈনু আমি।
ক্রোধের অধীন, বচন কঠিন,
সহে সে আমার প্রাণী ॥
শুন শুন মাতা, জানাব শূরতা,
অর্জ্জুন নিন্দিল তোমা।
শুনিয়া শ্রবণে, রহিব কেমনে,
সবাই নিন্দিবে আমা ॥
পুত্রের বচন, শুনিয়া তখন,
চিত্রাঙ্গদা বলে তারে।
অপমান পেয়ে, বাতুল হইয়ে,
যাহ চন্দ্র ধরিবারে ॥
যুদ্ধে নাহি কাজ, থাকিবেক লাজ,
অর্জ্জুন দুর্জ্জয় রণে।
করিয়া সমর, তুষিল শঙ্কর,
অগ্নি তুষ্ট যাঁর বাণে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ সনে, কুরুক্ষেত্র রণে,
একেলা জিনিলে রণ।
হেন জন সাথে, যুঝিবে কি মতে,
সখা যাঁর নারায়ণ ॥
বলে বভ্রুবাহ, তুমি ঘরে যাহ,
ভয় না করিহ মনে।
তোমার আশীষে, চক্ষুর নিমিষে,
পরাজিব সর্ব্বজনে ॥
ভারত-কথন, শুন সর্ব্ব জন,
ভব-ভয় হবে নাশ।
কৃষ্ণদাস দ্বিজ, কৃষ্ণ পদাম্বুজ,
বন্দি কহে কাশীদাস ॥

বভ্রুবাহনের যুদ্ধে অর্জ্জুনের মৃত্যু।

শ্রীজন্মেজয় বলেন শুন তপোধন।
বভ্রুবাহ অর্জ্জুনে কেমন হৈল রণ ॥
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ মহামুনি।
তোমার প্রসাদে আমি পূর্ব্বকথা শুনি ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
যুদ্ধ-কথা কহি আমি কর অবগতি ॥
অনুমতি দিয়া চিত্রাঙ্গদা গেল ঘরে।
বভ্রুবাহ রাজা গেল যুদ্ধ করিবারে ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ সেই হইবারে চায়।
এই হেতু ধনঞ্জয় নিন্দিলেক তায় ॥
শাপ দিয়াছেন গঙ্গা কিরীটী-নিধনে।
এ সব ঈশ্বরলীলা কেহ নাহি জানে ॥
হয় গজ বিমানেতে সাজন করিয়া।
বভ্রুবাহ রাজা রণে প্রবেশিল গিয়া ॥

সিংহনাদ বাদ্যরব শুনিয়া শ্রবণে।
পাণ্ডবের সেনা যত প্রবেশিল রণে॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি বীর বৃষকেতু।
অগ্রে রথ চালাইল যুঝিবার হেতু॥
বৃষকেতু বাণ তবে পূরিল সন্ধান।
কিরীটী-তনয় তাহা করে খান খান॥
তবে বভ্রুবাহ কৈল বাণ অবতার।
দিনকর আচ্ছাদিল হৈল অন্ধকার॥
দুই বাণ বিন্ধে বভ্রুবাহ নরপতি।
বৃষকেতু-রথধ্বজ কাটে শীঘ্রগতি॥
পঞ্চ বাণ দিয়া কাটে সারথির মুণ্ড।
বাণ গুণ ধনু কাটি করে খণ্ড খণ্ড॥
ফাঁফর হইল তবে কর্ণের নন্দন।
বভ্রুবাহনের রণে হৈল অচেতন॥
তাহা দেখি শাম্ব বীর প্রবেশিল রণে।
অনেক সংগ্রাম করে বভ্রুবাহ সনে॥
বভ্রুবাহ-রণে কারো নাহিক নিস্তার।
হইল অস্থির রণে শাম্ব বীরসার॥
জর্জ্জর হইল তনু রক্ত বহে স্রোতে।
কিংশুক কুসুম যেন শোভে বসন্তেতে॥
প্রাণভয়ে পদাতিক নাহি রহে রণে।
অচেতন হৈল বভ্রুবাহনের বাণে॥
ভীম আর সাত্যকি সাহস যে করিল।
বভ্রুবাহনের সঙ্গে অনেক যুঝিল॥
তবে বভ্রুবাহ করে বাণের সন্ধান।
পলায় পাণ্ডবসৈন্য লইয়া পরাণ॥
অন্যের থাকুক কার্য্য ভীম ভঙ্গ দিল।
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব সবে পলাইল॥
নীলধ্বজ হংসধ্বজ পরাভব পেয়ে।
অর্জ্জুন সম্মুখে সব উত্তরিল গিয়ে॥
অপমান পেয়ে সব বভ্রুবাহ-রণে।
তা দেখি কিরীটী বীর কুপিলেন মনে॥
গাণ্ডীব লইয়া হাতে বীর ধনঞ্জয়।
যুঝিতে গেলেন বীর হইয়া নির্ভয়॥
হেনকালে বৃষকেতু ধনুর্ব্বাণ লয়ে।
রণে প্রবেশিল পুনঃ সাহস করিয়ে॥
বৃষকেতু করিলেন বাণ বরিষণ।
বাণে বাণ নিবারয়ে কিরীটী-নন্দন॥
এক বাণে বৃষকেতু কাটে তার ধনু।
ধ্বজ ছত্র কাটি বাণে আবরিল তনু॥
বভ্রুবাহ-সৈন্য তবে বিন্ধিলেক বহু।
কুপিত কিরীটী বীর যেন গ্রহ রাহু॥
ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ কুবের দত্ত বাণ।
কোপান্বিত ধনঞ্জয় করেন সন্ধান॥
বভ্রুবাহ রাজা তাহা নিবারিল শরে।
দেখিয়া কিরীটী বীর সক্রোধ অন্তরে॥
পিতা পুত্র উভয়ে যে সংগ্রাম হইল।
বাহুল্য কারণ সব নাহি লেখা গেল॥
অক্ষয় গাণ্ডীব তূণ রণে হৈল ক্ষয়।
তাহা দেখি চিন্তিত হলেন ধনঞ্জয়॥
বভ্রুবাহ বলে শুন ইন্দ্রের নন্দন।
পাণ্ডুর তনয় তোমা বলে সর্ব্বজন॥
ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির বড় ভাগ্যবান।
পবননন্দন ভীম পবন সমান॥
সহদেব নকুল দোঁহে অশ্বিনীকুমার।
ভাল চন্দ্রবংশে জন্ম হইল তোমার॥
আপন জন্মের কথা মনে না করিলে।
তুমি মোরে জারজ বলিয়া গালি দিলে॥
সম্মুখ সমরে আমি পাইনু তোমারে।
স্মরণ করহ তুমি দেব গদাধরে॥
আজি কৃষ্ণসহ তোমা পরাজয় করি।
তবে আমি প্রবেশ করিব নিজপুরী॥
শুনেছি প্রতিষ্ঠা তব জননীর স্থানে।
তোমার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে॥
কিন্তু আজি যশোলোপ হইবে তোমার।
ফিরিয়া না যাবে গৃহে পাণ্ডব-কুমার॥
বভ্রুবাহ-বাক্যে শুনি কহে ধনঞ্জয়।
অহঙ্কার না করিহ বেশ্যার তনয়॥
তাহা শুনি বভ্রুবাহ ক্রোধ কৈল মনে।
বাণাঘাতে জর্জ্জরিত করিল অর্জ্জুনে॥
চঞ্চল হইল রণে বীর ধনঞ্জয়।
নরনারায়ণ মনে পাইলেন ভয়॥

মঙ্গল না দেখিলেন সংগ্রাম ভিতরে।
ঊর্দ্ধমুখ হয়ে শিবা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
মুণ্ডহীন ছায়া বীর দেখি আপনার।
চিন্তান্বিত হইলেন পাণ্ডুর কুমার॥
অমঙ্গল দেখি পার্থ-ধ্বজে পড়ে কাক।
হইলেন ব্যাকুলিত মুখে নাহি বাক্॥
বৃষকেতু সম্বোধিয়া কন ধনঞ্জয়।
হস্তিনানগরে যাহ কর্ণের তনয়॥
ইহার সমরে মম নাহি পরিত্রাণ।
হস্তিনানগরে যাহ লইয়া পরাণ॥
তোমা বিনা বংশে আর না আছে সন্তান
তুমি জীলে পিতৃলোকে দিবে পিণ্ডদান॥
যুবনাশ্ব সুবেগ প্রভৃতি সৈন্যগণ।
বভ্রুবাহনের রণে না পায় রক্ষণ॥
কিরীটীর কথা শুনি কর্ণের কুমার।
কহিতে লাগিল বীর করি অহঙ্কার॥
অমঙ্গল কথা তুমি কহ কি কারণে।
বভ্রুবাহনেরে আমি পরাজিব রণে॥
এত বলি ধনুর্ব্বাণ লইয়া সত্বরে।
বিন্ধিল পঞ্চাশ বাণ বভ্রুবাহনেরে॥
বভ্রুবাহ বলে শুন কর্ণের নন্দন।
পুনঃ পুনঃ এস তুমি করিবারে রণ॥
বুঝিনু মরিবে তুমি আমার সমরে।
রাখে হেন বীর নাহি এ তিন সংসারে॥
কৃষ্ণে স্তুতি কর তুমি মরণ-সময়।
পরকালে দিব্যগতি দিবেন তোমায়॥
এত বলি বভ্রুবাহ হাতে নিল বাণ।
আকর্ণ পূরিয়া তাহা করিল সন্ধান॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ তবে সত্বরে এড়িল।
বৃষকেতু-মাথা কাটি ভূমেতে পাড়িল॥
তাহা দেখি প্রদ্যুম্নাদি যত বীরগণ।
সাহসে আইল সবে করিবারে রণ॥
পার্থের তনয় পরাজিল সবাকারে।
পড়িয়া রহিল সবে ভূমির উপরে॥
তাহা দেখি ধনঞ্জয় বিষণ্ণ-বদন।
বৃষকেতু-শোকে কান্দি কহিল বচন॥
মহাবীর বৃষকেতু কর্ণের নন্দন
অহঙ্কার করি পুত্র হারালে জীবন॥
নিষেধ করিনু যত না শুনিলে কাণে।
শরীর ত্যজিলে বভ্রুবাহনের বাণে॥
কি বলি যাইব আমি হস্তিনানগরে।
কি বোল বলিব গিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
কি বলিয়া প্রবোধিব কুন্তীর হৃদয়।
এই শোকে কি বলিবে কৃষ্ণ মহাশয়॥
বৃষকেতু-মুণ্ড তবে হৃদয়েতে ধরি।
বিলাপ করেন পার্থ উচ্চৈঃস্বর করি॥
কান্দেন বিষাদমনে ইন্দ্রের নন্দন।
তাহা দেখি হাসি কহে সে বভ্রুবাহন॥
ক্ষত্রের এ ধর্ম্ম নহে শুন মহাশয়।
এখনি দেখিবে তুমি আপন সংশয়॥
হাসিবে ভূপতিগণ দেখিয়া তোমারে।
ক্রন্দন উচিত নহে সমর-ভিতরে॥
যুদ্ধ করি বৃষকেতু গেল স্বর্গলোকে।
গতজীবে শোকযুক্ত না শোভে তোমাকে
আপনি তরিতে তুমি করহ উপায়।
সমরে বিষাদ করিবারে না যুয়ায়॥
কি কারণে বিলাপ করহ তুমি শোকে।
স্মরণ করিয়া শীঘ্র আনহ কৃষ্ণকে॥
কৃষ্ণগত প্রাণ তব আমি ভাল জানি।
কৃষ্ণহীন হয়ে কেন হারাবে পরাণী॥
যদি বাঞ্ছা করহ কুশল আপনার।
স্মরণ করহ শীঘ্র দৈবকী-কুমার॥
চিন্তহ গোবিন্দপদ ওহে ধনঞ্জয়।
নহিলে আমার বাণে যাবে যমালয়॥
এত যদি বভ্রুবাহ বলিল ডাকিয়া।
কিরীটী চিন্তেন কৃষ্ণে সঙ্কটে পড়িয়া॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো ওহে ভগবান।
সংসার বিষম ঘোরে প্রভু কর ত্রাণ॥
আইসহ করুণাময় শীঘ্র মণিপুরে।
বভ্রুবাহনের যুদ্ধে রক্ষা কর মোরে॥
গজেন্দ্রে করুণা করি উদ্ধারিলা হরি।
অপার মহিমা তব কি কহিতে পারি॥

দ্রৌপদীর লজ্জা তুমি কৈলে নিবারণ।
জতুগৃহে রক্ষা কৈলে আমা পঞ্চজন ॥
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে মুক্ত করিয়াছ তুমি।
সংসারে বিদিত তাহা কি বলিব আমি ॥
সুরথ-সুধন্বা-যুদ্ধে রাখিলে আমারে।
এবার আসিয়া রক্ষা কর মণিপুরে ॥
গঙ্গার বচন সত্য করিতে মুরারি।
পার্থেরে রাখিতে না গেলেন ত্বরা করি ॥
আপনার রথপানে চাহে ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণে না দেখিয়া পার্থ মনে পান ভয় ॥
বভ্রুবাহ বলে তুমি কি ভাবিছ মনে।
না পাবে নিস্তার তুমি আমার এ রণে ॥
এত বলি করে বীর বাণ বরিষণ।
নিবারিতে না পারেন নরনারায়ণ ॥
জর্জ্জর হইল বীর বাণের প্রহারে।
ফুটিল কিরীটী বীরে রক্ত বহে ধারে ॥
ব্রহ্ম অস্ত্র পাশুপত আদি যত বাণ।
ভয়েতে অর্জ্জুন সব করেন সন্ধান ॥
বভ্রুবাহ রাজা তাহা শরে নিবারেন।
প্রাণপণে অর্জ্জুন জিনিতে না পারেন ॥
বাণবেশে গঙ্গাদেবী আসিয়া সেখানে।
কহেন সকল কথা বভ্রুবাহ-কাণে ॥
তাহা শুনি আনন্দিত হৈল নরপতি।
রাখিলেন গঙ্গা-অস্ত্র করিয়া শকতি ॥
তবে সেই অস্ত্র রাজা যুড়িলেন চাপে।
বাণ দেখি ইন্দ্র আদি দেবগণ কাঁপে ॥
মহাবেগে গঙ্গাবাণ আকাশে উঠিল।
অর্জ্জুনের মাথা কাটি ভূমেতে পড়িল ॥
পাণ্ডবের দলে যত শেষ সৈন্য ছিল।
কিরীটী-নিধন হেতু আতঙ্ক পাইল ॥
সংগ্রাম জিনিয়া বভ্রুবাহ কুতূহলে।
পুরে প্রবেশিল বীর জয় জয় বোলে ॥
নানা বাদ্য নৃত্যগীত হরিষ ঘোষণ।
মায়ের সম্মুখে গেল সে বভ্রুবাহন ॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া মায়ে করিল প্রণাম।
হাসিয়া বলেন আমি জিনিনু সংগ্রাম ॥
নাশিলাম ধনঞ্জয়ে সংগ্রামের স্থলে।
যতেক পাণ্ডবসৈন্য জিনিলাম হেলে ॥
পুত্রের মুখেতে কথা শুনিয়া এমন।
ভয় পেয়ে চিত্রাঙ্গদা করয়ে রোদন ॥
ওরে পুত্র কি কহিলি অমঙ্গল কথা।
কেমনে কাটিলি তুই জনকের মাথা ॥
পিতৃহত্যা কৈলি তুই মহাপাপকারী।
এত বলি অচেতন হইল সুন্দরী ॥
ভূমেতে পড়িয়া চিত্রাঙ্গদা মহাশোকে।
কোথা গেলে প্রাণনাথ ঘন ঘন ডাকে ॥
অনেক বিলাপ করি কান্দিল বিস্তর।
শুনিয়া উলূপী ধেয়ে আইল সত্বর ॥
মুখে জল দিয়া তারে তুলে হাত ধরি।
না জানি বিষাদ কেন করহ সুন্দরি ॥
কৃষ্ণসখা কিরীটীর নাহিক মরণ।
বভ্রুবাহনের বাণে হৈল অচেতন ॥
পূর্ব্বকথা কহি আমি তোমার গোচরে।
আপন মরণ তেঁই কহিল আমারে ॥
রোপিল দাড়িম্ববৃক্ষ করিয়া যতন।
আমাকে কহিল কথা পাণ্ডুর নন্দন ॥
শুনহ উলূপী আমি যাই নিজ দেশে।
ভদ্রাভদ্র কথা তুমি জানিবে বিশেষে ॥
দাড়িম্ব নিধনে মম জানিহ মরণ।
এত বলি নিজদেশে করিল গমন ॥
ক্রন্দন ত্যজহ তুমি আমার বচনে।
দাড়িম্বের বৃক্ষ গিয়া দেখি দুইজনে ॥
উলূপীর বোলে চিত্রাঙ্গদা হরষিত।
দাড়িম্ব বৃক্ষের তলে গেলেন ত্বরিত ॥
মৃত তরু দেখি দোঁহে হৈল অচেতন।
হা হা প্রাণনাথ বলি করয়ে রোদন ॥
পতি-দরশনে দোঁহে করিল গমন।
অগ্রে পিছে কান্দিয়া চলিল দাসীগণ ॥
হেথা বভ্রুবাহ বীর পেয়ে অপমান।
বিনাশিয়া জনকেরে ভাবয়ে নিদান ॥
পাত্র মিত্র পাঠাইল জননীর স্থানে।
প্রবোধিতে তারা যায় পরম যতনে ॥

উলূপী বলেন ওগো শুন চিত্রাঙ্গদা।
আচম্বিতে স্মরণ হইল এক কথা॥
অনন্ত-তুহিতা আমি শুনগো সুন্দরি।
আমা বিভা করি পার্থ গেল যমপুরী॥
কিরীটীরে ভক্তি করি অনন্ত পূজিল।
নানা ধন দিয়া মোরে কিরীটীরে দিল॥
অর্জ্জুনে দিলেন আমা হইয়া কৌতুক।
অমৃত নামেতে মণি দিলেন যৌতুক॥
পুণ্ডরীক নাগে দিল আমার সেবনে।
তাহাকে আনিব আমি করিয়া যতনে॥
মণির কারণে তারে পাতালে পাঠাব
আনিয়া অমৃতমণি অর্জ্জুনে জীয়াব॥
এত যদি নাগকন্যা বলিল বচন।
চিত্রাঙ্গদা বলে মণি আনহ এখন॥
অর্জ্জুনের শোকে তনু না পারি ধরিতে
শুনগো ভগিনি মণি আনহ ত্বরিতে॥
উলুপী বলেন তুমি স্থির কর মতি।
এখনি পাইবে প্রাণ পাণ্ডবের পতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অর্জ্জুনের জীবনার্থে মণি আনয়ন।

শ্রীজন্মেজয় বলেন শুন মহামুনি।
কিরীটী-নিপাত-কথা শুনিনু কাহিনী॥
কিমতে আনিল মণি পাতাল হইতে।
পাণ্ডুর নন্দন প্রাণ পাইল কিমতে॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
একে একে কহি শুন সে সব ভারতী॥
উলূপী স্মরণ কৈল নাগ পুণ্ডরীকে।
ত্বরায় আইল নাগ উলূপী-সম্মুখে॥
স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়কারী বিচারিয়া মনে।
আইলেন বভ্রুবাহ জননীর স্থানে॥
অধোমুখে রহিলেন মায়ের সদনে।
চিত্রাঙ্গদা বলে তারে করুণ বচনে॥

পিতৃহত্যা কৈলে তুই পাপিষ্ঠ চণ্ডাল।
মারিলি আমার বুকে এই বড় শাল॥
কি বলে উলূপী এবে শুনহ শ্রবণে।
পার্থে সে জীয়াতে চাহে মণির মিলনে॥
পাতালে আছয়ে মণি অনন্ত সমীপে।
সত্বরে আনিয়া মণি রাখ মনস্তাপে॥
বভ্রুবাহ বলিলেন শুনগো জননি।
পুণ্ডরীক নাগ যাক আনিবারে মণি॥
পরিচয় নাহি মম মাতামহ সনে।
মণি নাহি দিবে নাগ আমার বচনে॥
পুণ্ডরীক গেলে যদি নাহি দেয় মণি।
সংগ্রাম করিব শেষে শুনগো জননি॥
উলূপী বলিল পুত্র কহিলে প্রমাণ।
সম্প্রীতে না দিলে মণি উচিত সংগ্রাম॥
পুণ্ডরীক নাগে তবে কহিল সুন্দরী।
মণি হেতু নাগ গেল রসাতলপুরী॥
অনন্তের স্থানে গিয়া কহিল সকল।
তাহা শুনি নাগরাজ হইল বিকল॥
সর্পগণ-আগে কহে নাগ অধিপতি।
উলূপী মাগিল মণি অর্জ্জুনের প্রতি॥
বভ্রুবাহ-সমরে মরিল ধনঞ্জয়।
মণি নিয়া গেলে জীয়ে পাণ্ডুর তনয়॥
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ সংসারে বিদিত।
বিলম্ব না কর মণি পাঠাও ত্বরিত॥
অনন্তের কথা শুনি ধৃতরাষ্ট্র কহে।
এ সব অগ্রাহ্য কথা মোরে নাহি সহে॥
আপন মঙ্গল রাজা নাহি চাহ তুমি।
গরুড়ের ভয়ে সর্প রক্ষা করে মণি॥
হেন মণি পাঠাইতে চাহ নরলোকে।
শুন সর্পরাজ আমি বলি যে তোমাকে॥
ভাল হৈল বভ্রুবাহ মারিল অর্জ্জুনে।
আমার আনন্দ বড় উপজিল মনে॥
মিত্র মোর ধৃতরাষ্ট্র কৌরবের পতি।
কিরীটী মারিল তার শতেক সন্তুতি॥
এ কথা শুনিয়া চিত্তে দুঃখ উপজিল।
কিরীটী-নিধনে মম আনন্দ হইল॥

না দিব অমৃতমণি কহিনু তোমারে
বভ্রুবাহনের শক্তি কি করিতে পারে ॥
মারিল বান্ধব বন্ধু গুরু ধনঞ্জয়।
সেই পাপে নষ্ট হৈল পাণ্ডুর তনয় ॥
নরলোকে কদাচিত মণি নাহি দিব।
গত জীব জীবে বলি এ মণি রাখিব ॥
গরুড়ের ভয়ে মোরা না পাব নিস্তার।
মণি নাহি দিব শুন বচন আমার ॥
আমার সম্মতি নহে শুন নাগরায়।
তবে সে তোমার চিত্তে যেমত যুয়ায় ॥
আমারা যতেক নাগ না দিব সম্মতি।
সত্য কহিলাম কথা শুন নাগপতি ॥
অনন্ত বলেন কথা শুন নাগগণ।
ধর্ম্মপথ আচরিব শুনহ কথন ॥
কিরীটী পাইবে প্রাণ মণির মিলনে।
সুখী হবে নারায়ণ এ কথা শ্রবণে ॥
কৃষ্ণপ্রীতে সুখ মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ পায়।
মণি দিয়া রক্ষা কর পাণ্ডুর তনয় ॥
শুন ধৃতরাষ্ট্র তুমি আমার বচন।
মণি নাহি দিলে পার্থ পাইবে জীবন ॥
সখা যার নারায়ণ মৃত্যু নাহি তার।
মণি দিয়া যশ তুমি রাখ আপনার ॥
নহে বভ্রুবাহ-হাতে পাবে অপমান।
সত্য কহিলাম আমি তোমা বিদ্যমান ॥
নাগমন্ত্রী ধৃতরাষ্ট্র নাহি দিল মণি।
পুণ্ডরীক-মুখে তাহা বভ্রুবাহ শুনি ॥
উলূপী বলেন পুত্র কি হবে উপায়।
মণি আনিবারে তুমি চলহ তথায় ॥
বভ্রুবাহ বলে মণি সম্প্রীতে না পাব।
বিক্রম করিয়া মণি শেষেতে আনিব ॥
এত বলি বভ্রুবাহ সাজন করিল।
রথে আরোহিয়া বীর পাতালে চলিল ॥
বাসুকি না দিল মণি জানিয়া রাজন।
মণি না পাইয়া রাজা হৈল ক্রুদ্ধমন ॥
প্রবেশিল পাতালেতে যুদ্ধের কারণ।
তাহা দেখি দূত কহে রাজ-বিদ্যমান ॥
দূত-মুখে অনন্ত পাইল সমাচার।
যুদ্ধ-হেতু আসে চিত্রাঙ্গদার কুমার ॥
অর্জ্জুন-তনয় বীর জানে নানা শিক্ষা।
অপার বিক্রম তার নাহি কার রক্ষা ॥
ধৃতরাষ্ট্রে ডাকিয়া বলিল নাগপতি।
বভ্রুবাহ হেথা এল কি করি যুকতি ॥
মণি নাহি দিলে তুমি আমার বচনে।
পাতালে আইল সেই যুদ্ধের কারণে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে মম কি ভয় মানুষে।
বিনাশিব নৃপতিরে চক্ষুর নিমিষে ॥
তাহার কারণ তুমি না চিন্তহ মনে।
আমি যুদ্ধ করি রাজা বভ্রুবাহ সনে ॥
এত বলি বাসুকিরে দিল সমাচার।
যুদ্ধ করিবারে আজ্ঞা হইল তাহার ॥
স্মরণে আনিল যত ছিল নাগগণ।
বভ্রুবাহনের সনে আরম্ভিল রণ ॥
গজ বাজী পদাতিক করিয়া সংহতি।
রণে প্রবেশিল বভ্রুবাহ নরপতি ॥
অনল সমান বাণ বরিষে রাজন।
আগু হৈতে নাহি পারে যত নাগগণ ॥
সর্প মনুষ্যেতে রণ অপূর্ব্ব কথন।
অগ্নিবাণে পুড়িয়া মরয়ে নাগগণ ॥
বাসুকি সংগ্রামে এল ক্রোধ করি চিতে।
অনেক যুঝিল বভ্রুবাহনের সাথে ॥
নিবারিতে না পারিল অর্জ্জুন-নন্দনে।
ধৃতরাষ্ট্র গর্জ্জিলেন দুঃখ পেয়ে মনে ॥
দুই পুত্র লয়ে ধৃতরাষ্ট্র করে রণ।
বিংশতি সহস্র সৈন্য বধিল জীবন ॥
মহাক্রোধ উপজিল কিরীটী-নন্দনে।
যুড়িল গরুড় বাণ ধনুকের গুণে ॥
হইল গরুড় মূর্ত্তি দেখি ভয়ঙ্কর।
প্রাণভয়ে নাগ সব পলায় সত্বর ॥
প্রমাদ পড়িল নাগ না দেখি নয়নে।
ভয়েতে গেলেন নাগ অনন্ত-সদনে ॥
অনন্ত বলেন কেন পলাহ এখন।
শুন ধৃতরাষ্ট্র তুমি কর গিয়া রণ ॥

মণি নাহি দিলে তুমি আমার বচনে।
এখন যুঝহ বভ্রুবাহনের সনে ॥
বিনাশ হইবে নাগ তোমার বিচারে।
অর্জ্জুন-তনয়ে কেবা জিনিবারে পারে ॥
অনন্তের বাক্য শুনি বলে নাগগণ।
সে কোপে করিবে তুমি সবার নিধন ॥
আপনি বিদায় কর বভ্রুবাহনেরে।
যাইবে পাইলে মণি আপনার পুরে ॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র দিল অনন্তেরে মণি।
মণি লয়ে নাগরাজ চলিল আপনি ॥
অনন্ত বলেন শুন হে বভ্রুবাহন।
মণি লহ যুদ্ধে আর নাহি প্রয়োজন ॥
এত বলি বভ্রুবাহনেরে মণি দিল।
অর্জ্জুন-তনয় তবে বাণ সম্বরিল ॥
মণি পেয়ে চিত্রাঙ্গদাসুত হৃষ্ট হৈল।
মণির প্রভাবে মৃতসেনা জীয়াইল ॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র নাগ মনে বিচারিল।
আপনার দুই পুত্রে ডাকিয়া কহিল ॥
শুন পুত্র আমি বড় পাইনু অপমান।
মণি লয়ে বভ্রুবাহ করিল প্রয়াণ ॥
তোমরা করহ যদি কলঙ্ক ভঞ্জন।
তবে যে রাখিব আমি আপন জীবন ॥
বৃষকেতু অর্জ্জুনের আন গিয়া মাথা।
তবে মোর দূর হয় যত মনোব্যথা ॥
বাপের বচনে দুই ভাই কুতূহলে।
মণিপুরে গেল তবে সংগ্রামের স্থলে ॥
বৃষকেতু অর্জ্জুনের মস্তক লইয়া।
প্রবেশিল পাতালেতে হরষিত হৈয়া ॥
শুন রাজা জন্মেজয় অপূর্ব্ব ভারতী।
কদাচিৎ খলজন নহে শুদ্ধমতি ॥
মণি লয়ে বভ্রুবাহ গেল নিজপুরে।
উপনীত হৈল গিয়া মায়ের গোচরে ॥
উলূপী কহিল পুত্র কহ বিবরণ।
আনিলে কি রত্নমণি অর্জ্জুননন্দন ॥
বভ্রুবাহ বলে মাতা আনিলাম মণি।
কিন্তু যে পিতার মাথা না দেখি জননি ॥
বৃষকেতু-মুণ্ড নাহি কেবা লয়ে গেল।
তাহা শুনি চিত্রাঙ্গদা কান্দিতে লাগিল ॥
কুণ্ডলে মণ্ডিত মুণ্ড নিল কোন্ জন।
বিলাপিয়া ভূমে পড়ে অর্জ্জুন-নন্দন ॥
চিত্রাঙ্গদা উলূপী কান্দয়ে দুই জনে।
তাহা দেখি পাত্রমিত্র দুঃখ পায় মনে ॥
অন্বেষণ করি মুণ্ড কোথা না পাইল।
ভূমে পড়ি সর্ব্বজন কান্দিতে লাগিল ॥
পাত্রমিত্র প্রবোধয়ে সে বভ্রুবাহনে।
চিত্রাঙ্গদা উলূপীরে সান্ত্বান দুজনে ॥
অধোমুখে বিলাপ করেন নরপতি।
পিতৃহত্যা কৈনু আমি হইয়া সন্ততি ॥
এ পাপ শরীর আর না রাখিব আমি।
আত্মঘাতী হব আমি শুন গো জননি ॥
নাগগণে জিনি আমি আনিলাম মণি।
কেবা লয়ে গেল মুণ্ড কি হবে জননি ॥
উলূপী বলিল তুমি না কর ক্রন্দন।
প্রতিকার ইহার করিবে নারায়ণ ॥
এ কর্ম্ম অন্যের সাধ্য নহে কদাচন।
কৃষ্ণ বিনা আনিতে নারিবে কোন জন ॥
ভকতবৎসল প্রভু আসিবে ত্বরিত।
কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের নাহি কিছু ভীত ॥
এত বলি প্রবোধিল সে বভ্রুবাহনে।
চৌদিকে বেড়িয়া সবে রহিল অর্জ্জুনে ॥
অধোমুখে চিত্রাঙ্গদা উলূপী সুন্দরী।
বিষাদে রহিল সবে সুখ পরিহরি ॥
শুন রাজা জন্মেজয় কহি যে তোমারে।
কুন্তীদেবী দেখে স্বপ্ন হস্তিনানগরে ॥
বৃষকেতু অর্জ্জুন হইল ক্ষয় রণে।
স্বপ্নেতে দেখিল বভ্রুবাহনের বাণে ॥
ভয়ে কুন্তীদেবী শীঘ্র গোবিন্দে ডাকিল।
শুনহ গোবিন্দ মম অমঙ্গল হৈল ॥
উচাটন চিত্ত মম শুন নারায়ণ।
বৃষকেতু অর্জ্জুনের হইল নিধন ॥
মণিপুরে বভ্রুবাহ নামে নরপতি।
মহাবলবান সেই অর্জ্জুন-সন্ততি ॥

ঘোড়া রাখিবারে পার্থ গেল তার পুরে
বভ্রুবাহ সে অশ্ব ধরিল অহঙ্কারে ॥
অশ্বভালে লিখন পড়িয়া নরপতি।
অর্জ্জুনে ভেটিতে সে আইল শীঘ্রগতি ॥
নানা রত্ন অগ্রে রাখি প্রণাম করিল।
ক্রোধ করি পার্থ তার পূজা না লইল ॥
চরণ প্রহার কৈল মস্তক উপরে।
জারজ বলিয়া গালি দিলেক তাহারে ॥
বভ্রুবাহ রাজা তবে পেয়ে অপমান।
করিল অর্জ্জুন সঙ্গে অনেক সংগ্রাম ॥
ভীম আদি যুবনাশ্ব যত সেনাগণ।
বভ্রুবাহনের হাতে হৈল অচেতন ॥
বৃষকেতু অর্জ্জুনের কাটিলেক মাথা।
তোমারে জানাই কৃষ্ণ বিপদের কথা ॥
স্বপ্নেতে দেখিনু আমি শুন নারায়ণ।
তুমি গেলে দূর হবে চিত্ত উচাটন ॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ কুন্তীর বচন।
অন্তরে হৈলেন দুঃখী কমললোচন ॥
অমঙ্গল কথা পিসি কহ কি কারণে।
অর্জ্জুনে জিনিবে হেন নাহি ত্রিভুবনে ॥
কুন্তীরে প্রবোধ করি মুকুন্দমুরারি।
গরুড়ে স্মরণ করিলেন দেব হরি ॥
কৃষ্ণের স্মরণে এল বিনতানন্দন।
আজ্ঞা কর কোন্ কর্ম্ম করিব এখন ॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুনহ গরুড়।
আমা লয়ে তুমি চল আজি মণিপুর ॥
তবে কৃষ্ণ গরুড়ে করিয়া আরোহণ।
অতি শীঘ্র যান প্রভু কিরীটী-কারণ ॥
উপনীত হইলেন হরি মণিপুরে।
যেইখানে চিত্রাঙ্গদা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
কৃষ্ণ-দরশনে সবে চেতন পাইল।
বভ্রুবাহ রাজা তবে উঠি দাণ্ডাইল ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বভ্রুবাহনের বিনয়।

বভ্রুবাহ নরনাথ, যোড় করি দুই হাত,
নিবেদয়ে কৃষ্ণের চরণে।
আমি অতি দুরাশয়, শুন কৃষ্ণ মহাশয়,
জানিয়া প্রবৃত্ত হই রণে ॥
অশ্ব এল মণিপুরে, কহিলেক অনুচরে,
অহঙ্কারে ধরিলাম আমি।
অশ্বভালে লেখা যত, পড়িয়া হইনু জ্ঞাত,
শুন শুন দেব চক্রপাণি ॥
পরিচয় পিতা সনে, ইচ্ছা করিলাম মনে,
বিশেষ কহিল চিত্রাঙ্গদা।
অশ্ব নিল আগে ধরি, কুসুম চন্দন ভরি,
দূর করি আপন মর্য্যাদা ॥
নানা রত্ন স্বর্ণথালে, দিয়া পার্থ-পদতলে,
যথাযোগ্য করিনু প্রণাম।
জারজ বলিয়া মোরে,লাথি মারিলেকশিরে,
সভাতে পাইনু অপমান ॥
তবু দুঃখ নাহি ধরি, আমি কৃতাঞ্জলি করি,
করিলাম অনেক বিনয়।
শুন শুন চক্রপাণি, নটীর তনয় আমি,
কহিলেন পার্থ মহাশয় ॥
এপঞ্চভৌতিকদেহ, কামক্রোধলোভমোহ,
সম্বরিতে না পারিনু আমি।
অবশেষে যুদ্ধ কার্য্য, করিলাম শুন আর্য্য,
বুঝিয়া করহ দণ্ড তুমি ॥
অহঙ্কারে হয়ে মত্ত, না বুঝিনু ধর্ম্মতত্ত্ব,
বিনাশ করিনু জন্মদাতা।
প্রবেশিয়া রসাতলে,নাগে জিনিলাম বলে,
মণি আনি না দেখিনু মাথা ॥
আদি অন্ত বিবরণ, করিলাম নিবেদন,
কে লইল হরি পার্থশির।
আমি আপনার প্রাণ, না রাখিব ভগবান,
ভাল হৈল আইলে যদুবীর ॥
এত বলি বভ্রুবাহ, ত্যজিয়া সকল মোহ,
দিব্য অস্ত্র লইল তখন

নৃপতির হাতে ধরি, বারণ করেন হরি,
না মরিহ অর্জ্জুন-নন্দন ॥
মহাভারতের কথা, শুনিলে ঘুচয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

মণিস্পর্শে অর্জ্জুনাদির জীবন প্রাপ্তি ও তাম্র-ধ্বজের সহিত যুদ্ধ।

শ্রীজন্মেজয় বলেন শুন তপোধন।
কি প্রকারে পাইলেন অর্জ্জুন জীবন ॥
সে সকল কথা এবে কহ মহাশয়।
তোমার প্রসাদে শুনি খণ্ডুক সংশয় ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
কহি যে তোমারে আমি সে সব ভারতী ॥
নিজ পরিচয় দিল সে বভ্রুবাহন
করিলেন আশ্বাস তাহারে নারায়ণ ॥
গোবিন্দ বলেন মুণ্ড হরিল যে জন।
তাহার মস্তক খসি পড়ুক এখন ॥
অর্জ্জুনের মুণ্ড আনি স্কন্ধেতে লাগুক।
ইহা কহিলেন কৃষ্ণ হয়ে সকৌতুক ॥
তবে সে দুই নাগের মস্তক খসিল।
বভ্রুবাহ রাজা তাহা নয়নে দেখিল ॥
বৃষকেতু অর্জ্জুনের মস্তক লইয়া।
অনন্ত আপনি এল সানন্দ হইয়া ॥
দোঁহাকার স্কন্ধে মুণ্ড করিল যোজন।
অমৃত আপনি ছড়াইল নারায়ণ ॥
প্রাণদান পায় সবে মণির পরশে।
রাখিলেন কৃষ্ণচন্দ্র আপনার পাশে ॥
হস্তী ঘোড়া আদি আর যত মৃতলোক
মণি হৈতে প্রাণ পায় দূর হৈল শোক ॥
উঠিয়া বসিল যত নৃপতিকুমার।
মহাশব্দে সৈন্য সব বলে মার মার ॥
আশ্বাসিয়া সবাকারে দেব নারায়ণ।
ধনঞ্জয়ে কহিলেন সকল কথন ॥
যদুমণি মণি দেন অনন্তের স্থানে।
মণি লয়ে গেল নাগ আপন ভুবনে ॥
গোবিন্দ বলেন শুন অর্জ্জুনতনয়।
ক্ষত্রধর্ম্ম আচরিলে নাহি ধর্ম্মভয় ॥
অপরাধ বলি তুমি না ভাবিহ মনে।
ক্ষত্রিয় প্রধান কর্ম্ম সম্মুখ সংগ্রামে ॥
অর্জ্জুনেরে বুঝাইয়া কহিলেন হরি।
বভ্রুবাহনেরে তোষ আলিঙ্গন করি ॥
কৃষ্ণবাক্যে ধনঞ্জয় সম্প্রীতি পাইয়া।
বভ্রুবাহে তুষিলেন আলিঙ্গন দিয়া ॥
আমার নন্দন তুমি অতি বলবান।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান ॥
সম্প্রীতি পাইয়া সবে দিল আলিঙ্গন।
সবে বলে যোদ্ধা বড় শ্রীবভ্রুবাহন ॥
প্রণমিয়া বভ্রুবাহ রহে যোড়হাতে
একদৃষ্টে নিরীক্ষয়ে পাণ্ডবের নাথে ॥
অনুশাল্ব দৈত্য সঙ্গে কৈলা আলিঙ্গন।
সবে বলে ধন্য ধন্য অর্জ্জুননন্দন ॥
চিত্রাঙ্গদা উলূপী গেলেন অন্তঃপুরে।
কৃষ্ণ হেথা কহিলেন বভ্রুবাহনেরে ॥
তুরঙ্গ রাখিতে যাহ অর্জ্জুন সংহতি।
সৈন্যগণ সঙ্গে লহ ঘোড়া আর হাতী ॥
বভ্রুবাহ রাজা তবে হরষিত চিতে।
তুরঙ্গ রাখিতে গেল অর্জ্জুনের সাথে ॥
এই বিবরণ রাজা কহিনু তোমারে।
আর কি বলিব রাজা বলহ আমারে ॥
শ্রীজন্মেজয় বলেন শুন তপোধন।
ঘোড়া লয়ে কোথা গেল পাণ্ডুর নন্দন ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
রত্নাবতীপুরে গেল পাণ্ডবের হয় ॥
রত্নাবতীপুরে রাজা ময়ূরধ্বজ নাম।
বড়ই ধার্ম্মিক রাজা সর্ব্বগুণধাম ॥
সংগ্রামে নাহিক কেহ তাহার সমান।
তার নামে বীরগণ হয় কম্পমান ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন নরপতি।
ঘোড়া রক্ষা করে তাম্রধ্বজ মহামতি ॥

ঘোড়া লয়ে আছে সেই নর্ম্মদার তীরে।
দৈবে অর্জ্জুনের ঘোড়া গেল সেই পুরে।
ঘোড়া দেখি তাম্রধ্বজ পুলকিত মন।
ঘোড়াকে ধরিল বীর করিয়া যতন ॥
লিখন পড়িয়া তার হৈল অহঙ্কার।
পাণ্ডব সমান বীর কেহ নাহি আর ॥
বীরবেশে অহঙ্কারে কাঁপে কলেবরে।
ডাক দিয়া বলিল যতেক অনুচরে ॥
বান্ধিয়া রাখহ ঘোড়া করিয়া যতন।
দেখি কি করিতে পারে পাণ্ডুর নন্দন ॥
অহঙ্কারে অশ্বভালে করেছে লিখন।
ধরিতে আমার ঘোড়া পারে কোন্ জন
এ লিপি দেখিয়া ক্রোধ হইল আমার।
যুদ্ধের কারণে আমি করি আগুসার ॥
শীঘ্র লহ সেনাগণ ধনুর্ব্বাণ হাতে।
সকলে সুসজ্জ হও সংগ্রাম করিতে ॥
নৃপাদেশে অনুচর অশ্ব লয়ে গেল।
তাম্রধ্বজ যুদ্ধ হেতু সুসজ্জ হইল ॥
ময়ূরধ্বজসুত অশ্ব ধরিলেক বলে।
কিরীটী শুনিয়া আজ্ঞা করেন সকলে ॥
আগে হৈল বৃষকেতু লয়ে ধনুর্ব্বাণ।
তাম্রধ্বজ সহ তার বাধিল সংগ্রাম ॥
ডাক দিয়া বৃষকেতু বলে উচ্চৈঃস্বরে।
কে ধরিল যজ্ঞ-অশ্ব মরিবার তরে ॥
যুধিষ্ঠির সহায় আপনি নারায়ণ।
পাণ্ডবে জিনিতে নারে এ তিনভুবন ॥
তাম্রধ্বজ বলে কৃষ্ণ সবাকার পতি।
না বুঝিয়া কহ কেন কুৎসিত ভারতী ॥
ভক্তের অধীন কৃষ্ণ ভজনেতে পাই।
এ তিন ভুবনে তাঁর শত্রু কেহ নাই ॥
পাণ্ডবের কৃষ্ণ বলি কর অহঙ্কার।
শুন বৃষকেতু জ্ঞান নাহিক তোমার ॥
দেখিব কেমনে আজি জিনিবে সংগ্রাম।
অশ্ব দিয়া নিজ দেশে করহ প্রস্থান ॥
মম পিতা অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভিল।
অশ্ব রাখিবার হেতু মোরে পাঠাইল ॥
ভাল হৈল এই অশ্ব দৈবে দিল আনি।
লইতে যজ্ঞের ঘোড়া না পারিবে তুমি ॥
বৃষকেতু বলে শুন নৃপতি-নন্দন।
জিনিয়া আনিনু সঙ্গে যত রাজগণ ॥
যুবনাশ্ব নীলধ্বজ হংসধ্বজ আদি।
পরাভব পেয়ে সবে আইল সংহতি ॥
বৃথা অহঙ্কার কর মরিবে এখন।
নহে অশ্ব কিরীটীকে করহ অর্পণ ॥
বৃষকেতু-বাক্যে বীর ক্রুদ্ধ হৈল মনে।
যুড়িল পঞ্চাশ বাণ ধনুকের গুণে ॥
কর্ণের নন্দন নিবারিতে না পারিল।
তাম্রধ্বজ-বাণে বীর জর্জ্জর হইল ॥
তবে তাম্রধ্বজ বীর পাঁচ বাণ দিয়া।
বৃষকেতু-রথধ্বজ ফেলিল কাটিয়া।
গুণ ধনু কাটিলেন রথের সারথি।
বিরথি হইল বৃষকেতু মহামতি ॥
দশ বাণে তাম্রধ্বজ তাহাকে বিন্ধিল।
কর্ণের নন্দন রণে মূর্চ্ছিত হইল ॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা সুবেগ সহিত।
করে বহু যুদ্ধ তাম্রধ্বজের সহিত ॥
পিতা পুত্রে মূর্চ্ছিত হইল দুইজনে।
তবে অনুশাল্ব আসি প্রবেশিল রণে ॥
তাম্রধ্বজ সহ কৈল অনেক সংগ্রাম।
ভূমিতে পড়িল দৈত্য হইয়া অজ্ঞান ॥
তবে হংসধ্বজ আর সে বভ্রুবাহন।
প্রাণপণে দুইজনে কৈল মহারণ ॥
মহাবীর তাম্রধ্বজ ভয় নাহি করে।
জিনিতে নারিল কেহ তাম্রধ্বজ বীরে ॥
প্রাণপণে যুঝে সবে অনেক প্রকারে।
অচেতনে পড়ি গেল রথের উপরে ॥
কেহ ভূমে পড়ি গেল হয়ে অচেতন।
তবে রণে প্রবেশিল কৃষ্ণের নন্দন ॥
তাম্রধ্বজ সনে তেঁই অনেক যুঝিল।
বাহুল্য কারণ তাহা নাহি লেখা গেল ॥
তাম্রধ্বজ-বাণে তাঁর শেষ হৈল তনু।
অচেতন হয়ে রণে পড়ে ফুলধনু ॥

আইল সাত্যকি ভীম করিতে সমর।
ছাইল গগন তবে এড়ি নানা শর॥
মহাবীর তাম্রধ্বজ ভয় নাহি করে।
কাটিল ভীমের গদা দিব্য পাঁচ শরে॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে লয়ে বীর বৃকোদর।
তাম্রধ্বজ সহ কৈল অনেক সমর॥
সাত্যকি সাহস করি এড়ে নানা বাণ।
নৃপতি-তনয় তাহা করে খান খান॥
তবে তাম্রধ্বজ বীর আশী বাণ দিয়া।
বিন্ধিলেক ভীমসেনে জর্জ্জর করিয়া॥
অচেতন হয়ে বীর পড়িলেক রথে।
সারথি পলায়ে গেল ভয় পেয়ে চিতে॥
সাত্যকি সহিত তবে বাধে মহারণ।
তারে পরাজিল শিখিধ্বজের নন্দন॥
এ সব ঈশ্বরলীলা কেহ নাহি জানে।
যতেক পাণ্ডব-সৈন্যে পরাজিল রণে॥
তাহা দেখি কিরীটীর ক্রোধ হৈল মনে।
গাণ্ডীব লইয়া বীর প্রবেশেন রণে॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া তবে তাম্রধ্বজ বীর।
তীক্ষ্ণ বাণ দিয়া তাঁর বিন্ধিল শরীর॥
কিরীটী যতেক বাণ যুড়েন ধনুকে।
তাম্রধ্বজ নিবারিল বাণ দিয়া তাকে॥
নিবারিতে না পারিয়া তাম্রধ্বজ-শরে।
পার্থের জর্জ্জর অঙ্গ রক্ত বহে ধারে॥
মহাকোপ উপজিল পাণ্ডুর নন্দনে।
ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসেন তবে নারায়ণে॥
ওহে কৃষ্ণচন্দ্র আমি না পারি যুঝিতে।
সংগ্রামে সমর্থ নহি তাম্রধ্বজ সাথে॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বীরে পরাজিনু আমি।
নিবাতকবচে বিনাশিনু চক্রপাণি॥
সুরথ সুধন্বা আমি নিপাতিনু রণে।
যুঝিতে না পারি আমি তাম্রধ্বজ সনে॥
বীর নাহি দেখি তাম্রধ্বজের সমান।
শুন কৃষ্ণ পাইলাম বড় অপমান॥
গোবিন্দ বলেন সখা ত্যজহ সমর।
মহাবলবান শিখিধ্বজের কোঙর॥
জিনিতে নারিবে তুমি তাম্রধ্বজ বীরে।
বৈষ্ণব উহার পিতা বিদিত সংসারে॥
গোবিন্দ বলেন সখা কর অবধান।
তুমি কিবা আমি হারি একই সমান॥
তোমাতে আমাতে সখা কিছু ভেদ নাই।
ভক্তের মর্য্যাদা আমি রাখিবারে চাই॥
রাজার সাহস আজি দেখাব তোমারে।
চল দুইজনে যাই পুরীর ভিতরে॥
শিখিধ্বজ সম দাতা নাহি ত্রিভুবনে।
সংগ্রাম ত্যজহ তুমি আমার বচনে॥
দ্বিজবেশে যাব আমি শিষ্য করি তোমা।
সাক্ষাতে দেখাব ময়ূরধ্বজের মহিমা॥
অশ্ব পাবে ভয় তুমি না করিহ মনে।
সংগ্রাম ত্যজিয়া তুমি এস মোর সনে॥
এত শুনি ধনঞ্জয় কৃষ্ণের উত্তর।
ঈষৎ হাসিয়া বীর ত্যজেন সমর॥
সংসারের সার তুমি দেব চক্রপাণি।
তোমার মহিমা আমি কি বলিতে জানি॥
পাণ্ডবের কৃষ্ণ বলি জানে সর্ব্বজন।
তব পদে ভক্তি মোর নাহি নারায়ণ॥
দর্পহারী তব নাম বিদিত সংসারে।
সাক্ষাতে সে সব তুমি দেখাও আমারে॥
এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র হাস্যমুখে কন।
তোমা বিনা মম প্রিয় আছে কোন্ জন॥
রণ জিনি তাম্রধ্বজ ছাড়ে সিংহনাদ।
চলিল বাপের পাশে লইতে প্রসাদ॥

যুদ্ধ জিনিয়া তাম্রধ্বজের পিতৃ-সমীপে গমন।

সংগ্রাম জিনিয়া রঙ্গে, নিজ সৈন্য লয়েসঙ্গে,
তাম্রধ্বজ গেল নিকেতনে।
বসন ধরিয়া গলে, জনকের পদতলে,
প্রণমিল আনন্দিত মনে॥
তাম্রধ্বজ যোড়হাতে, নিবেদন করে তাতে,
শুন পিতা মম নিবেদন।

নর্ম্মদা নদীর কূলে, অশ্ব রাখি কুতূহলে,
সঙ্গে লয়ে নিজ সৈন্যগণ ॥
এক অশ্ব হেনকালে, উপনীত নদীকূলে,
অনুচরে তাহাকে ধরিল।
যুধিষ্ঠির-যজ্ঞ হয়, সঙ্গে এল ধনঞ্জয়,
পত্র পড়ি সব জানা গেল ॥
নিয়োজিয়া অনুচরে, অশ্ব পাঠাইনু ঘরে,
যুদ্ধ আশে রহিলাম আমি।
হয় গজ চারু রথে, নানা অস্ত্র লয়ে হাতে,
সৈন্য এল লেখা নাহি জানি ॥
ডাক দিয়াউচ্চৈঃস্বরে,বলে মোরেকটু স্বরে,
বৃষকেতু কর্ণের নন্দন।
এতিন ভুবনমাঝে, হেন কেবা বীর আছে,
অর্জ্জুন সহিত করে রণ ॥
পাঁচনি লইয়া হাতে, কৃষ্ণচন্দ্র যাঁর রথে,
রথ-অশ্ব চালান সারথি।
আর যত আছে বীর,সংগ্রামেতে অতিধীর,
জিনিতে না পারে সুরপতি ॥
শুনি তার বাক্যজাল, হৃদয়ে বাজিল শাল,
উদয় হইল বীররস।
বাণের অনল-ভয়, স্বর্গে দেব স্থির নয়,
তপোবনে কম্পিত তাপস ॥
খাইয়া আমার বাণ, বৃষকেতু হতজ্ঞান,
পড়িয়া লোটায় ভূমিতলে।
আরোহিয়া মত্তহাতী, অনুশাল্ব দৈত্যপতি,
সংগ্রামে আইল হেনকালে ॥
নানা অস্ত্র লয়েহাতে, যুঝিল আমার সাথে,
নিজ মায়া করিল বিস্তর।
বাণাঘাতে জরজর, কৈনু তার কলেবর,
ভঙ্গ দিল দৈত্যের ঈশ্বর ॥
তবে রাজা যুবনাশ্ব, হাতে লয়ে মহাপাশ,
পুত্রসহ প্রবেশিল রণে।
খাইয়া আমার বাণ, পিতাপুত্রে হতজ্ঞান,
ভূমিতে পড়িল অচেতনে ॥
হংসধ্বজ নরপতি, সাহস করিয়া অতি,
সংগ্রাম করিল বহুতর।
তূণ-গুণ ধনুর্ব্বাণ, কাটি করি খান খান,
অচেতন হৈল নরবর ॥
নীলধ্বজ রাজা এল, তাহার বিনাশ হৈল,
ভূমিতে পড়িল অচেতন।
আরোহিয়া দিব্যরথে,ধনুর্ব্বাণ লয়ে হাতে,
রণে এল শ্রীবভ্রুবাহন ॥
অচেতন হয়ে রণে, পড়িল আমার বাণে,
ভীম এল করিতে সংগ্রাম।
সা ত্যকিতাহার সাথে,নানা অস্ত্রলয়েহাতে,
দুই জনে মহাবলবান্ ॥
অনেক যুঝিল ভীম, প্রতাপেতে সেঅসীম,
আগে ভয় জন্মিল অন্তরে।
শেষে ভঙ্গ দিয়া বীরে, পলাইল দিগন্তরে,
কহিলাম তোমার গোচরে ॥
তবে এল কৃষ্ণসুত, মনে বড় হরষিত,
কামদেব মহাবলবান্।
যুঝিল আমার সাথে,ধনুর্ব্বাণ লয়ে হাতে,
কি কহিব সে সব বাখান ॥
অবধান কর তাত, পরাজিনু রতিনাথ,
অচেতনে লোটায় ধরণী।
গাণ্ডীব লইয়া হাতে, অর্জ্জুন আইল রথে,
সারথি তাহাতে চক্রপাণি ॥
যুঝিনু তাহার সনে, ভয় না করিনু মনে,
পরাভব পাইল কিরীটী।
পার্থ হৈল অচেতন, আশ্বাসেন নারায়ণ,
পদাতিক পড়ে কোটি কোটি ॥
এই যুদ্ধ বিবরণ, করিলাম নিবেদন,
অশ্ব আনি দেখায় পিতারে।
ময়ূরধ্বজ হরষিত, মনেতে পাইয়া প্রীত,
আলিঙ্গনে তুষিল পুত্রেরে ॥
মহাভারতের কথা, শুনিলে ঘুচয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ বিনাশন।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
কাশীরাম দাস বিরচন ॥

ব্রাহ্মণবেশে ময়ূরধ্বজ রাজার সভায় কৃষ্ণ-অর্জ্জুনের গমন।

পুত্রের বচন শুনি সানন্দ হইল।
আলিঙ্গন দিয়া রাজা পুত্রকে তুষিল॥
শুভ সমাচার পুত্র কহিলে আমারে।
আইলেন নারায়ণ রত্নবতীপুরে॥
সার্থক তপস্যা মম হৈল এতদিনে।
দেখিব পরমানন্দে অর্জ্জুন মিলনে॥
বান্ধিয়া রাখহ ঘোড়া মিলাইল বিধি।
সবান্ধবে পরশিব কৃষ্ণ গুণনিধি॥
যাঁর পদ পরশে সানন্দ বসুমতী।
মুনিগণ যাঁর পদ ভাবে দিবারাতি॥
হেন যাদবেন্দ্র আইলেন মম পুরে।
পূর্ব্ব তপফলে আমি দেখিব তাঁহারে॥
তুমি পুত্র আমার জন্মিলে শুভক্ষণে।
কৃষ্ণ-দরশন পাব অর্জ্জুন মিলনে॥
শুনিলাম তব মুখে যুদ্ধ-বিবরণ।
বাহুবলে পরাজিলে শ্রীবভ্রুবাহন॥
এক লক্ষ রাজা যার খাটে ছত্রতলে।
তাহাকে জিনিলে তুমি নিজ বাহুবলে॥
অনুশাল্ব যুবনাশ্ব বড় বীরবর।
তাহাকে জিনিলে তুমি করিয়া সমর॥
সাত্যকি ও বৃষকেতু বড় বলবান।
তাহাকে জিনিলে তুমি বিক্রমে প্রধান॥
পরাজিলে রতিনাথে আশ্চর্য্য কথন।
কিরীটী তোমার বাণে হৈল অচেতন॥
এ সব আশ্চর্য্য কথা শুনে লাগে ভয়।
একেলা করিলে তুমি সবাকারে জয়॥
পাণ্ডব-বান্ধব করিবেন আগমন।
ঘোড়া হেতু গোবিন্দের দেখিব চরণ॥
এত বলি সানন্দ হইয়া নরপতি।
সমাজ করিল পাত্রমিত্রের সংহতি॥
পুনঃ আলিঙ্গনে পুত্রে তোষে নৃপবর।
সিংহাসনে বসিলেন সভার ভিতর॥

হেথা জনার্দ্দন যুক্তি বিচারিয়া মনে।
দ্বিজরূপ হইলেন অর্জ্জুনের সনে॥
বৃদ্ধ বিপ্ররূপ হইলেন নারায়ণ।
রাজারে করিতে কৃপা করেন গমন॥
খুঙ্গি পুঁথি কাঁধে শিষ্যরূপে ধনঞ্জয়।
নৃপতির স্থানে যান হইয়া নির্ভয়॥
সমাজ করিয়া রাজা আছেন যেখানে।
তথা উপনীত কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সনে॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা উঠিল সত্বরে।
প্রণমিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিল দ্বিজবরে॥
যোড়হাত হয়ে রাজা বলেন বচন।
কি হেতু আইলা তুমি কহ বিবরণ॥
রাজার বচন শুনি দেব নারায়ণ।
কপট করিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন॥
শুনহ নৃপতি মম দুঃখের কাহিনী।
কহিতে বদনে মম নাহি সরে বাণী॥
কৃষ্ণশর্ম্মা নামে দ্বিজ তোমার নগরে।
পুত্রের সম্বন্ধ আমি কৈনু তার ঘরে॥
বিবাহ-দিবস দৈবে নিকট হইল।
নিমন্ত্রণে ইষ্ট বন্ধু কুটুম্ব আইল॥
বর ল'য়ে আসিতেছিলাম হরষেতে।
দৈবে এক সিংহ আসি আগুলিল পথে॥
মম পুত্রে খাইবারে চাহিল কেশরী।
ভয়ে আমি কহিলাম যোড়হাত করি॥
আমারে ভক্ষণ কর ছাড়িয়া পুত্রেরে।
এক পুত্র বিনা আর নাহিক সংসারে॥
পুত্রশোক সহিতে যে না পারিব আমি।
শুন সিংহ আমারে ভক্ষণ কর তুমি॥
সিংহ বলে তব মাংসে প্রীতি নাহি পাব।
নবীন কোমল মাংস পেটভরে খাব॥
তপস্যায় শুষ্ক মাংস তোমার শরীরে।
খাইতে নারিব আমি কহিনু তোমারে॥
পুত্রের নিমিত্তে মম হৈল বড় মায়া।
পুনঃ সিংহে কহিলাম যোড়হাত হৈয়া॥
কি বস্তু পাইলে ছাড় আমার কুমারে।
আজ্ঞা কর সেই দ্রব্য দিব যে তোমারে॥

তবে সিংহ কহিলেন নিদারুণ বাণী।
সে কথা কহিতে নাহি পারি নৃপমণি॥
রাজা বলে কহ দ্বিজ সেইত কথন।
কি কহিল কেশরী শুনিব বিবরণ॥
বিপ্র বলে সেই কথা কহিতে না পারি।
যে নিষ্ঠুর বাক্য মোরে কহিল কেশরী॥
শুন বিপ্র পুত্রের বাঞ্ছহ যদি প্রাণ।
ময়ূরধ্বজের অঙ্গ শীঘ্র কাটি আন॥
নানা ভোগযুক্ত সেই রাজ-কলেবর।
খাইতে আমার বাঞ্ছা আছয়ে বিস্তর॥
তবে যে ছাড়িব আমি তোমার নন্দনে।
এত বলি আজ্ঞা দিল পরম যতনে॥
নির্ব্বন্ধ করিয়া আইলাম তব স্থান।
তুমি অঙ্গ দিলে রহে তনয়ের প্রাণ॥
দ্বিজের শুনিয়া কথা হরিষ রাজন।
দিব বলি অঙ্গীকার করিল তখন॥
তাহা শুনি পাত্রমিত্র করে হাহাকার।
যোড়হাত করি বলে রাজার কুমার॥
তাম্রধ্বজ বলে পিতা শুন নিবেদন।
তুমি গেলে শূন্য হবে রাজসিংহাসন॥
আমি যাই দ্বিজ সঙ্গে সিংহের সম্মুখে।
পরম হরিষে সিংহ খাইবে আমাকে॥
রাজা বলে তোমা যদি লয় ত ব্রাহ্মণ।
তবে সত্য হয় পুত্র আমার বচন॥
তবে তাম্রধ্বজ বড় সম্প্রীতি পাইয়া।
দ্বিজ কাছে কহে কথা যোড়হাত হৈয়া॥
শুন দ্বিজ তোমারে যে করি নিবেদন।
যেই পিতা সেই পুত্র শাস্ত্রের কথন॥
সিংহাসন শূন্য হবে ভূপতি-বিহনে।
আমি শিশুমতি প্রজা পালিব কেমনে॥
অনুমতি দেহ আমি যাই সিংহ পাশে।
নিজপুত্র লয়ে তুমি যাহ গৃহবাসে॥
এত যদি কহিলেন নৃপতিনন্দন।
তাহা শুনি হাসি বলে কপট ব্রাহ্মণ॥
যেই পুত্র সেই পিতা কহিলে প্রমাণ।
সমান শরীর ইথে কিছু নাহি আন॥
কিন্তু যে সিংহের কথা কহি যে তোমারে
ভূপতির অর্দ্ধ অঙ্গ মাগিল আমারে॥
নৃপতির অর্দ্ধ অঙ্গ যদি পাই ভিক্ষা।
তবে সে আমার পুত্র পাইবেক রক্ষা॥
শুনহ ময়ূরধ্বজ আমার বচন।
সমস্ত শরীরে মম নাহি প্রয়োজন॥
অর্দ্ধ অঙ্গ দিবে যদি বলহ আমারে।
পুত্র হেতু ভিক্ষা আমি মাগিনু তোমারে॥
রাজা বলে অর্দ্ধ অঙ্গ দিব আপনার।
ইহাতে তিলেক দুঃখ নাহিক আমার॥
অর্দ্ধ অঙ্গ ব্রাহ্মণে দিবেন নরপতি।
সমাচার পায় পুরে রাণী কুমুদ্বতী॥
দুই চারি দাসী সঙ্গে আইল সেখানে।
যোড়হাত করি বলে দ্বিজ বিদ্যমানে॥
নৃপতির অর্দ্ধ অঙ্গ গণি যে আমাকে।
মোরে সিংহে দিয়া রাখ আপন বালকে॥
কেন সিংহাসন শূন্য কর দ্বিজবর।
আজ্ঞা দেহ আমি যাই সিংহের গোচর॥
আমা দরশনে তুষ্ট হইবে কেশরী।
পুত্র লয়ে যাহ তুমি আপনার পুরী॥
এত যদি রাজরাণী করিল সাহস।
গোবিন্দে নিন্দেন পার্থ হইয়া বিরস॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুনহ রাজন।
নারী-বাম-অঙ্গ মোর নাহি প্রয়োজন॥
দক্ষিণাঙ্গ হেতু সিংহ কহিল আমারে।
যাচিঞা করিনু আমি তোমার গোচরে॥
দক্ষিণাঙ্গ দেহ মোরে শুন নরপতি।
মন দিয়া শুন তুমি সিংহের ভারতী॥
স্ত্রী পুত্রে করাত ধরি তোমারে চিরিবে।
তবে তব অর্দ্ধ অঙ্গ কেশরী লইবে॥
কেশরী কহিল এই নিষ্ঠুর বচন।
তবে সে পাইব আমি আপন নন্দন॥
পরকাল তরিবারে এত যত্ন করি।
পুত্র বিনে পুন্নাম নরকে ডুবে মরি॥
অতএব মাগিলাম এ ভিক্ষা তোমারে।
কাতর না হও অর্দ্ধ অঙ্গ দেহ মোরে॥

দক্ষিণাঙ্গ দিয়া হে পূরাহ অভিলাষ।
পরিণামে তোমার হইবে স্বর্গবাস ॥
শিখিধ্বজ বলে অর্দ্ধ অঙ্গ দিব আমি।
ক্ষণেক বিলম্ব কর দ্বিজবর তুমি ॥
রাজা বলে তাম্রধ্বজ আর রহ কেনে।
করাতে চিরহ আমা দ্বিজ বিদ্যমানে ॥
এত বলি স্নানদান করিয়া নৃপতি।
সভাতে বসিল রাজা দিব্যাসন পাতি ॥
বসিল ময়ূরধ্বজ পূর্ব্বমুখ হৈয়া।
নবীন তুলসী মালা গলেতে পরিয়া ॥
স্নান করি তাম্রধ্বজ জননীর সনে।
হাতেতে করাত নিল আনন্দিত মনে ॥
ব্রাহ্মণের আজ্ঞা পুনঃ লয়ে যোড়হাতে।
করাত দিলেন তবে জনকের মাথে ॥
অর্দ্ধ অঙ্গ দেয় রাজা উঠিল ঘোষণা।
দেখিতে আইল যত নগরের জনা ॥
শিশু বৃদ্ধ যুবা কেহ না রহিল ঘরে।
স্ত্রী পুরুষ উপনীত নৃপতির পুরে ॥
পথে যেতে পরস্পর কহে কোন জন।
আপনারে নাশে রাজা ধর্ম্মের কারণ ॥
কেহ বলে ধন্য ধন্য শিখিধ্বজ রায়।
নিজ তনু দিয়া রাজা স্বর্গপুরে যায় ॥
কেহ বলে ক্লেশ বিনা নাহি হয় ধর্ম্ম।
কেহ বলে নৃপতি করিল বড় কর্ম্ম ॥
অনিত্য শরীর এই বিচারিয়া মনে।
আপনার অঙ্গ কাটি দিলেন ব্রাহ্মণে ॥
চল চল দেখি গিয়া ভূপতি-সাহস।
ভুবন ভরিয়া রাজা রাখিলেন যশ ॥
দূর হবে যত পাপ রাজ-দরশনে।
দেখিলে সাহস হয় সত্য জানি মনে ॥
এত বলি সর্ব্বজন তথায় চলিল।
ভূপতির পুত্র পত্নী করাত ধরিল ॥
শিখিধ্বজ বলিলেন শুন কুমুদ্বতি।
আমাকে চিরিতে নাহি হবে দুঃখমতি ॥
করাত ধরহ আমি ভয় নাহি করি।
চিরহ মস্তক মম শুদ্ধ চিত্ত করি ॥

মাতা পুত্রে আনন্দিত নৃপতি-বচনে।
চিরিছে মস্তক তার কৃষ্ণ-বিদ্যমানে ॥
নৃপতির পুরেতে উঠিল হাহাকার।
বামচক্ষে রাজার পড়িল জলধার ॥
অন্তর্য্যামী ভগবান জানেন সকল।
বলেন ঈষৎ হাসি ভকতবৎসল ॥
আর অর্দ্ধ অঙ্গ মম নাহি প্রয়োজন।
অশ্রদ্ধায় দান আমি না করি গ্রহণ ॥
কান্দিয়া অর্দ্ধেক অঙ্গ তুমি দিলে মোরে।
এ দান লইয়া আমি নারি তরিবারে ॥
না চিরিহ ভূপতিরে শুন রাজরাণী।
কাতর হইলে দান নাহি লই আমি ॥
এত বলি নারায়ণ ধনঞ্জয় সাথে।
সভা ত্যজি উঠিলেন আপনি ত্বরিতে ॥
কুমুদ্বতী বলে ভূপে যোড়হাত হৈয়া।
না নিলেন দান বিপ্র কিসের লাগিয়া ॥
শুনিয়া কহিল রাজা প্রিয়ারে বচন।
কাতর দেখিয়া দান না নিল ব্রাহ্মণ ॥
এত বলি শিখিধ্বজ গিয়া ছিন্ন শিরে
যোড়হাত হয়ে বলে কপট দ্বিজেরে ॥
বাম নয়নেতে মম দেখি জলধার।
কাতর হইনু মনে হইল তোমার ॥
তোমার সাক্ষাতে সত্য কথা কহি আমি।
করাতের ব্যথা নয় শুন দ্বিজস্বামী ॥
যে কারণে অশ্রুপাত বাম নয়নেতে।
তাহার কারণ আমি কহি যে তোমাতে ॥
দক্ষিণাঙ্গ তুমি মম করিলে গ্রহণ।
অভিমানে বাম চক্ষু করয়ে ক্রন্দন ॥
এই সে আমার দোষ কহি যে তোমারে।
দক্ষিণাঙ্গ লয়ে তুমি যাহত সত্বরে ॥
এই বাক্য বলে যদি কৃষ্ণ বিদ্যমানে।
তাহা শুনি শ্রীহরির দয়া হৈল মনে ॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুন নরপতি।
আমি তোমা পরীক্ষিনু কিরীটী সংহতি ॥
তাম্রধ্বজ-যুদ্ধে বড় সম্প্রীতি পাইয়া।
আইলাম পার্থ সঙ্গে কপট করিয়া ॥

তোমার সাহস যত দেখিলাম আমি।
ঘুষিতে রাখিলে যশ ধন্য রাজা তুমি ॥
এত বলি বিপ্ররূপ ত্যজিয়া মুরারি।
সেইক্ষণে হইলেন শঙ্খচক্রধারী ॥
গদাপদ্ম চতুর্ভুজ বনমালা গলে।
মকরকুণ্ডল কর্ণে করে ঝলমলে ॥
ভকতবৎসল হরি জানে নানা মায়া।
মুগ্ধ করিলেন নিজ মূর্ত্তি প্রকাশিয়া ॥
তবেত ময়ূরধ্বজ হরষিত হৈয়া।
প্রণমিল কৃষ্ণপদে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া ॥
পরশিল নৃপশির দেব জগৎপতি।
হইল ময়ূরধ্বজ সুন্দর মূরতি ॥
তা দেখি উঠিল পুরে জয় জয়কার।
প্রণমিল কৃষ্ণপদে রাজার কুমার ॥
কৃষ্ণপদে প্রণমিল রাজার রমণী।
আশীর্ব্বাদ সবারে দিলেন চক্রপাণি ॥
যোড়হাতে শিখিধ্বজ করেন স্তবন।
পরম কারণ তুমি দেব নিরঞ্জন ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন রূপ তুমি।
তোমার মহিমা প্রভু কি বলিব আমি ॥
করে পরশিলে তুমি আমারে মুরারি।
আমার ভাগ্যের কথা সীমা দিতে নারি ॥
সিদ্ধ হৈল অশ্বমেধ শুন নারায়ণ।
অশ্ব লহ যজ্ঞে মম নাহি প্রয়োজন ॥
এত বলি দুই অশ্ব সেখানে আনিল।
কৃষ্ণের সম্মুখে অশ্ব কিরীটীরে দিল ॥
কিরীটীর হাতে ধরি করিল প্রবোধ।
ক্ষম মম অপরাধ তুমি মহাযোধ ॥
তাম্রধ্বজ যুদ্ধ কৈল তোমার সংহতি।
ক্ষমহ সকল দোষ পাণ্ডবের পাত ॥
কিরীটী বলেন রাজা নহে অবিচার।
আচরিল ক্ষত্রধর্ম্ম তনয় তোমার ॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুন নরবর।
যুধিষ্ঠির-যজ্ঞে যাবে হস্তিনানগর ॥
আমন্ত্রণ তোমারে দিলেন নরপতি।
কহিলাম তোমারে যে কর অবগতি ॥
ময়ূরধ্বজ বলে আমি পার্থের সাথে।
আজ্ঞা দেহ যাই নাথ তুরঙ্গ রাখিতে ॥
তাম্রধ্বজ পুত্রে ডাকি সকলি কহিল।
পুরী রাখিবারে সেই অঙ্গীকার কৈল ॥
কিরীটীর সঙ্গে রাজা চলিল আপনি।
সঙ্গেতে যতেক সেনা লেখা নাহি জানি ॥
মূর্চ্ছাগত সৈন্য যত আছিল সমরে।
কৃষ্ণ-আজ্ঞা পেয়ে সবে উঠিল সত্বরে ॥
কোলাহলে চলে পাণ্ডবের সেনাগণ।
অর্জ্জুনাদি অশ্বপিছে করিল গমন ॥

স্বরস্বতীপুরে পাণ্ডবের প্রবেশ ও যমের সহিত যুদ্ধ।

শ্রীজন্মেজয় বলেন শুন মহামুনি।
কোন্ দেশে গেল অশ্ব কহ দেখি শুনি ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
স্বরস্বতীপুরে গেল পাণ্ডবের হয় ॥
বীরব্রহ্মা নামে রাজা তার অধিকারী।
সেই দেশে যান পার্থ সহিত মুরারি ॥
বীরব্রহ্মা নৃপতির পুত্র পঞ্চজন।
মহাবলবান তারা গুণে বিচক্ষণ ॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে তারা আছিল নগরে।
দৈবে দুই ঘোড়া তারা দেখিল গোচরে ॥
বীরবেশে অহঙ্কারে ঘোড়ায় ধরিল।
অনুচরে নিয়োজিয়া পুরে পাঠাইল ॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে লৈয়া পঞ্চ সহোদর।
সৈন্যেতে বেষ্টিত রহে করিতে সমর ॥
তুরগ ধরিল বীরব্রহ্মার নন্দন।
তাহা শুনি অর্জ্জুনের মলিন বদন ॥
আগে হৈল বৃষকেতু ধনুর্ব্বাণ করে।
বৃষকেতু ডাক দিয়া বলয়ে তাহারে ॥
কে ধরিল যজ্ঞ-হয় দেহ পরিচয়।
আয়ুশেষ হৈল কার যাবে যমালয় ॥
বৃষকেতু-বচনে কহিল পঞ্চজন।
মোরা অশ্ব ধরি বীরব্রহ্মার নন্দন ॥

যজ্ঞ হেতু জনকের আছে অভিলাষ।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ করি যাবে স্বর্গবাস ॥
দৈবে আসি দুই ঘোড়া মিলিল নগরে।
কে তোমরা পরিচয় দেহত আমারে ॥
বৃষকেতু বলে আমি কর্ণের নন্দন।
পরিচয় তব সঙ্গে কোন্ প্রয়োজন ॥
বাক্যজালে দোঁহাকার ক্রোধ উপজিল।
বৃষকেতু দশ বাণ সন্ধান করিল ॥
বীরব্রহ্মা-পুত্র তাহা নিবারিল বাণে।
মারিল বিংশতি বাণ কর্ণের নন্দনে ॥
বাণাঘাতে বৃষকেতু মনে পেয়ে ভয়।
হাতে বাণ অগ্র হৈল কিরীটী-তনয় ॥
চিত্রাঙ্গদা-সুত বীর বরিষয়ে বাণ।
পঞ্চজনে বিন্ধিয়া করিল খান খান ॥
বৃষকেতু বভ্রুবাহ বরিষয়ে শর।
বাণাঘাতে ভঙ্গ দিল পঞ্চ সহোদর ॥
গজ বাজী পদাতিক ক্ষয় হৈল রণে।
নিবেদয়ে পঞ্চ ভাই জনকের স্থানে ॥
যুদ্ধ-বিবরণ যত বাপেরে কহিল।
তাহা শুনি বীরব্রহ্মে ক্রোধ উপজিল ॥
জামাতার প্রতি তবে কহিল ভূপতি।
রাখহ আমার দেশ করিয়া শকতি ॥
পরাভব পায় মম পুত্র পঞ্চজন।
আপনি সাজিয়া যাহ করিবারে রণ ॥
তোমার সাহসে কারে ভয় নাহি করি।
বাহুবলে তুমি রক্ষা কর মম পুরী ॥
শ্বশুরের বাক্য শুনি সূর্য্যের নন্দন।
দণ্ড ধরি মহিষে করয়ে আরোহণ ॥
সংগ্রামে শমন এল দণ্ড লয়ে হাতে।
দরশনে সৈন্যগণ ভয় পায় চিতে ॥
বভ্রুবাহ আদি করি যত বীরগণ।
প্রাণপণে কৈল সবে শর বরিষণ ॥
সাহসে যুঝিছে যত পাণ্ডবের গণ।
শমন দণ্ডেতে সব করে নিবারণ ॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব সুবেগ কুমার।
ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া করিল মহামার ॥
হংসধ্বজ নীলধ্বজ বরিষয়ে বাণ।
সাত্যকি ধনুক ধরি করয়ে সন্ধান ॥
গদা হাতে ভীমসেন প্রবেশিল রণে।
যমের সংগ্রাম দেখি ভয় পায় মনে ॥
প্রদ্যুম্নাদি বীরবর অনেক যুঝিল।
যমের সংগ্রামে সবে বিষণ্ণ হইল ॥
ভয়ে ভঙ্গ দিল সবে রণ পরিহরি।
যুঝিতে অর্জ্জুন আইলেন ধনু ধরি ॥
সাহস করিয়া করিলেন বহু রণ।
দণ্ড লয়ে যম সব করিল বারণ ॥
যুদ্ধ ত্যজি পার্থ জিজ্ঞাসেন নারায়ণে।
সংগ্রামে এলেন যম কিসের কারণে ॥
হরি কহিলেন আদি অন্তের কথন।
শুনিয়া প্রবোধ পান কুন্তীর নন্দন ॥
সেই কথা কহি আমি শুন নরপতি।
শুনিলে ভারত-কথা কৃষ্ণে হয় মতি ॥
শুন রাজা জন্মেজয় অপূর্ব্ব কাহিনী।
বীরব্রহ্মা-কন্যা নাম হয় যে মালিনী ॥
পরম সুন্দরী কন্যা রতি জিনি রূপ।
দুহিতা দেখিয়া বড় আনন্দিত ভূপ ॥
দিনে দিনে সেই কন্যা বাড়িতে লাগিল।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন কলাতে পূরিল ॥
বিবাহের যোগ্যা কন্যা দেখিয়া তখনে।
বীরব্রহ্মা মহারাজ বিচারিল মনে ॥
বিবাহের যোগ্য হৈল ভাল নহে কাজ।
কালাতীত হৈলে কন্যা হবে লোকলাজ ॥
স্বয়ম্বর হেতু রাজা বিচারিল মনে।
ডাকিয়া বলেন যত পাত্রমিত্রগণে ॥
স্বয়ম্বর উদ্যোগ শুনিয়া রূপবতী।
যোড়হাতে জনকেরে বলিল ভারতী ॥
কিসের লাগিয়া তুমি কর স্বয়ম্বর।
যমে আমি বরিয়াছি মনের ভিতর ॥
যমে আনি বিবাহ করাও নরপতি।
ত্রিভুবনে মম যোগ্য দেখি সেই পতি ॥
মরিলে সকলে যায় যমের নগরী।
আর কাকে বরিব তাঁহাকে পরিহরি ॥

দুহিতার বাক্য শুনি বীরব্রহ্মা রায়।
মহামুনি নারদেরে আনিল সভায়॥
নৃপাদেশ পাইয়া আইসে তপোধন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা বন্দিল চরণ॥
কহিল আপন কথা করিয়া বিনয়।
মহামুনি নারদ গেলেন যমালয়॥
নারদে দেখিয়া যম করিল আদর।
যোগাইল পাদ্য অর্ঘ্য আসন সত্বর॥
যম বলে কি হেতু আইলে তপোধন।
মম ভাগ্যে তোমার হইল আগমন॥
নারদ বলেন যম শুন মন দিয়া।
বীরব্রহ্মা রাজা মোরে দিল পাঠাইয়া॥
মালিনী নামেতে তার কন্যা সুলক্ষণা।
তুমি স্বামী হবে তার আছয়ে বাসনা॥
এই হেতু আগমন তোমার গোচরে।
আমার বচনে চল স্বরস্বতীপুরে॥
অলঙ্ঘ্য মুনির বাক্য লঙ্ঘিতে নারিয়া।
রবিসুত যাত্রা কৈল ব্যাধিগণে লৈয়া॥
যম আগমনে ব্যাধি লোকেরে পীড়িল।
ব্যাধিভয়ে লোক সব দুঃখিত হইল॥
তবে নারদেরে জিজ্ঞাসিল নরপতি।
ব্যাধি হেতু প্রজানাশ কি হবে যুকতি॥
মুনি বলে রাজা ধর্ম্মপথে দেহ মন।
ব্যাধি বল না করিবে শুনহ বচন॥
নারদের বাক্যে বীরব্রহ্মা নরপতি।
পাত্রমিত্র প্রজা সবে ধর্ম্মে দিল মতি॥
তবে রাজা জিজ্ঞাসিল নারদের স্থানে।
যমের বিলম্ব প্রভু কিসের কারণে॥
মুনি বলে আসিবেন সূর্য্যের নন্দন।
নিশ্চয় তোমার কন্যা করিবে গ্রহণ॥
মালিনীর অভিপ্রায় বুঝিয়া অন্তরে।
যম আইলেন বীরব্রহ্মার গোচরে॥
পরিচয় আপনার কহিল রাজনে।
হরষিত বীরব্রহ্মা যম-আগমনে॥
শুভক্ষণ করি কন্যা দিল নরপতি।
মালিনীর সঙ্গে হৈল যমের পীরিতি॥

তবে বীরব্রহ্মা বলে যমের গোচরে।
কৃপা করি আপনি থাকিবে মম পুরে॥
যম বলে শুন রাজা আমার বচন।
কত দিন পুরে তব করিব বঞ্চন॥
নরনারায়ণ দোঁহে না দেখি যাবৎ।
সত্য কহিলাম আমি থাকিব তাবৎ॥
রাজা বলে হবে মম কৃষ্ণ-দরশন।
নিশ্চয় কহিলে তুমি এ সব বচন॥
আমি যবে নারায়ণে দেখিব নয়নে।
সেই কালে যাবে তুমি আপন ভুবনে॥
যমের বচন যদি না হইল আন।
অর্জ্জুন সহিত পুরে যান ভগবান্॥
জামাতার সঙ্গে যুদ্ধে আইল রাজন।
আপনি অর্জ্জুনে কহিলেন নারায়ণ॥
শুন রাজা জন্মেজয় কহিনু তোমারে।
বীরব্রহ্মা রাজা গেল সংগ্রাম ভিতরে॥
দুই জনে কৈল রণ অর্জ্জুনের সনে।
জর্জ্জর হলেন পার্থ দোঁহার বাণে॥
যুদ্ধকালে ক্রোধ করি পাণ্ডুর কুমার।
এড়েন বৈষ্ণব-অস্ত্র বিষ্ণু অবতার॥
দেখিয়া পলায় বীরব্রহ্মা নৃপমণি।
হাতে দণ্ড করি যম যুঝেন আপনি॥
যমে দেখি কুপিত হইল হনুমান।
লাঙ্গুলে জড়ায় তার সর্ব্বপুরীখান॥
সাগরে ফেলিব বলি হেন কৈল মনে।
দণ্ড ত্যজি যম বলে গোবিন্দ-চরণে॥
হনুমানে আমার নাহিক অধিকার।
আপনি রাখহ পুরী সংসারের সার॥
গোবিন্দ বলেন তুমি বল হনুমানে।
রাখিবে রাজার পুরী তোমার বচনে॥
তবে হনুমানে যম করিল বিনয়।
মহাবলবান তুমি পবন-তনয়॥
তোমার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে।
বিনাশিলে লঙ্কাপুরী আপন বিক্রমে॥
সরস্বতী পুরীখান মোরে দেহ দান।
বিনয় আমার রাখ বীর হনুমান॥

তুলিল লাঙ্গুল বীর ঈষৎ হাসিয়া।
কৃষ্ণপাশে গেল যম যোড়হাত হৈয়া॥
প্রণমিয়া কহিলেন দেব-নারায়ণে।
রাজারে সদয় হও মম নিবেদনে॥
অনুমতি দেন কৃষ্ণ যমের উত্তরে।
বীরব্রহ্মা রাজা গেল কৃষ্ণের গোচরে॥
তুরগ থুইয়া আগে করিল প্রণতি।
নরনারায়ণ দেখি আনন্দিত মতি॥
যোড়হাতে বীরব্রহ্মা করিল স্তবন।
হইলেন সুপ্রসন্ন নৃপে নারায়ণ॥
বিদায় হইল যম গেল নিজপুরী।
তবে নৃপতিরে আজ্ঞা করেন শ্রীহরি॥
যুধিষ্ঠির-যজ্ঞে তুমি করহ গমন।
শুন বীরব্রহ্মা তোমা কৈনু নিমন্ত্রণ॥
বীরব্রহ্মা বলে আমি ত্যজিলাম পুর।
অর্জ্জুন সঙ্গেতে যাব শুনহ ঠাকুর॥
পুত্রে সিংহাসন দিয়া বীরব্রহ্মা রায়।
অর্জ্জুন সহিত অশ্ব রাখিবারে যায়॥
কহিনু তোমারে আমি এই বিবরণ।
অশ্ব সঙ্গে আপনি চলেন নারায়ণ॥

কৌণ্ডিন্যপুরে পাণ্ডবের প্রবেশ ও চন্দ্রহংস রাজার কথা।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
কৌণ্ডিন্যনগরে গেল পাণ্ডবের হয়॥
সেই দেশে চন্দ্রহংস নামে নরপতি।
পরম ধার্ম্মিক রাজা বিষ্ণুতে ভকতি॥
প্রবেশ করিল ঘোড়া কৌণ্ডিন্যনগরে।
দূত গিয়া সমাচার দিলেক রাজারে॥
তাহা শুনি চন্দ্রহংস অশ্বকে ধরিল।
লিখন পড়িয়া সব বৃত্তান্ত জানিল॥
যুধিষ্ঠির রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করে।
অনুজ অর্জ্জুন এল অশ্ব রাখিবারে॥
তাহা শুনি আনন্দে পুলকে নরপতি।
দেখিব গোবিন্দে পার্থ-রথের সারথি॥
অর্জ্জুনের মিলনে দেখিব নারায়ণে।
সফল আমার জন্ম হৈল এতদিনে॥
এত বলি দুই অশ্ব ধরিয়া সত্বরে।
বান্ধিয়া রাখিল হয় নিজ অন্তঃপুরে॥
সেই পুরে বায়ু প্রবেশিতে নাহি পারে।
শুনি অর্জ্জুনের চিন্তা হইল অন্তরে॥
হেনকালে আইলেন নারদ সেখানে।
অর্জ্জুন প্রণাম কৈল মুনির চরণে॥
আশীর্ব্বাদ দিয়া মুনি বসিল আসনে।
পাইলেন সম্প্রীতি শ্রীকৃষ্ণ দরশনে॥
অর্জ্জুন বলেন প্রভু শুন নিবেদন।
কোথা গেল দুই অশ্ব সর্ব্ব সুলক্ষণ॥
অশ্ব না দেখিয়া অতি দুঃখিত অন্তরে।
কৃপা করি তার তত্ত্ব বলহ আমারে॥
নারদ বলেন শুন পাণ্ডুর তনয়।
চন্দ্রহংস পুরে দেখিলাম দুই হয়॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা কাহার সন্ততি।
ধরিল আমার ঘোড়া কতেক শকতি॥
নারদ বলেন শুন তাহার কথন।
চন্দ্রহংস মহারাজ বিষ্ণুপরায়ণ॥
তাঁর দুই পুত্র আছে অতি অনুপম।
মকরাক্ষ পদ্মাক্ষ এ উভয়ের নাম॥
ধরিল তোমার ঘোড়া নিজ অহঙ্কারে।
চন্দ্রহংসের যত কথা কহিব তোমারে॥
আদ্যোপান্ত যাবৎ কহেন মুনিবর।
তাহা শুনি ধনঞ্জয় সম্প্রীত অন্তর॥
জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় শুন তপোধন।
বিস্তারিয়া কহ চন্দ্রহংসের কথন॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
আদ্যোপান্ত কহি চন্দ্রহংসের ভারতী॥
বড় দুঃখী ছিল চন্দ্রহংস শিশুকালে।
ধার্ম্মিক তাহার সম নাহি ভূমণ্ডলে॥
দধিমুখ তার পিতা বিষ্ণুপরায়ণ।
ধর্ম্ম কর্ম্ম বিনা আর না জানে রাজন॥
অপুত্রক হয়ে রাজা আছে চিরকাল।
পুত্রের কারণে যজ্ঞ কৈল মহীপাল॥

কতদিনে চন্দ্রহংস হইল উৎপত্তি ।
পুত্র দরশনে রাজা আনন্দিত মতি ॥
পুত্রের নিমিত্তে রাজা কৈল নানা দান ।
গজবাজী বিলাইল বিচিত্র বিমান ॥
পরকুটে মৈল দধিমুখ নরপতি ।
স্বামীর মরণে মল রাজার যুবতী ॥
তিন দিবসের শিশু কিছু নাহি জানে ।
ধাত্রীতে পালিল তারে পরম যতনে ॥
রক্তশূল রোগে ধাত্রী নিধন পাইল ।
মাতামহগণ তবে শিশু লয়ে গেল ॥
পরম যতনে তারে করয়ে পালন ।
রাখিলেন চন্দ্রহংসে দেব নারায়ণ ॥
দিনে দিনে রাজপুত্র বাড়িতে লাগিল ।
চন্দ্রহংস বলিয়া শিশুর নাম দিল ॥
পঞ্চ বৎসরের হৈল কুমার সুন্দর ।
মাতামহ গৃহে আছে হরিষ অন্তর ॥
শুন রাজা জন্মেজয় অপূর্ব্ব কাহিনী ।
চন্দ্রহংসে যেমতে রাখেন চক্রপাণি ॥
ধৃষ্টবুদ্ধি নামেতে রাজার পাত্র ছিল ।
কালকূট মিশাইয়া রাজারে মারিল ॥
আপনি করয়ে রাজ্য বসি সিংহাসনে ।
জন্মিয়াছে চন্দ্রহংস ইহা নাহি জানে ॥
প্রতিদিন মন্ত্রী করে পুরাণ শ্রবণ ।
প্রজাকে পীড়য়ে ধর্ম্মপথে নাহি মন ॥
হের দেখ দেবমায়া কে বুঝিতে পারে ।
নগরনিবাসী যত যায় রাজপুরে ॥
শুনয়ে পুরাণ পাঠ করিয়া যতন ।
শিশু সঙ্গে চন্দ্রহংস করয়ে গমন ॥
বসিয়া সমাজে শিশু শাস্ত্রকথা শুনে ।
ভক্তির উদয় হৈল পুরাণ শ্রবণে ॥
শিশু দেখি আনন্দিত যত দ্বিজগণ ।
মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসে এই কাহার নন্দন ॥
নৃপতি লক্ষণ দেখি জিজ্ঞাসি তোমারে
রাজা হইবেক এই কৌণ্ডিন্য নগরে ॥
অন্যথা ইহাতে নাহি শুন মন্ত্রীবর ।
কহিনু ভবিষ্যকথা তোমার গোচর ॥
মন্ত্রী বলে নাহি জানি কাহার নন্দন ।
অকস্মাৎ কি কথা কহিল দ্বিজগণ ॥
বিপ্র বলে এ শিশুর নিরখিয়া মূর্ত্তি ।
লক্ষণে জানিনু হবে রাজচক্রবর্ত্তী ॥
জন্মিল তোমার রিপু ইথে নাহি আন ।
শুন মন্ত্রি আপনাকে হও সাবধান ॥
বিপ্রের বচনে মন্ত্রী বিস্ময় পাইল ।
শিশুর বৃত্তান্ত লোক মুখেতে শুনিল ॥
দধিমুখ-পুত্র চন্দ্রহংস নরপতি ।
শুনিল লোকের মুখে নিশ্চয় ভারতী ॥
ধৃষ্টবুদ্ধি দ্বিজসঙ্গে করিল বিচার ।
মনেতে লাগিল প্রভু বচন তোমার ॥
এই শিশু বিনাশিতে করিব যতন ।
বিপ্র বলে এ শিশুর নাহিক মরণ ॥
তাহা শুনি ধৃষ্টবুদ্ধি গেল নিজপুরে ।
বিরলে বসিয়া একা মনেতে বিচারে ॥
ব্যাধি ঋণ রিপু শেষ থাকিলে বিষম ।
মিথ্যা নহে এই কথা কহে সর্ব্বজন ॥
এই কালে বিনাশিব নৃপতি-কুমারে ।
নহে অবশেষে দুঃখ দিবেক আমারে ॥
দুষ্টবুদ্ধি মন্ত্রী তবে মনে বিচারিয়া ।
আদেশিল চণ্ডালেরে হরষিত হৈয়া ॥
চন্দ্রহংসে মার শীঘ্র করিয়া যতন ।
তো' সবে তুষিব আমি দিয়া নানা ধন ।
মন্ত্রীর বচনে তারা করিল স্বীকার ।
শিশু বিনাশিব প্রভু কত বড় ভার ॥
মন্ত্রী বলে তত্ত্ব যেন কেহ নাহি জানে
ছল করি তারে লয়ে যাবে ঘোর বনে
আজ্ঞায় চণ্ডালগণ চলিল ত্বরিতে ।
বনে প্রবেশিল চন্দ্রহংসে লয়ে সাথে ॥
দূরে গেল যথা নাহি মনুষ্য-সঞ্চার ।
বন দেখি ভয় পায় নৃপতি-কুমার ॥
বুঝিতে ঈশ্বরলীলা কেহ নাহি পারে ।
দয়া উপজিল দেখ চণ্ডাল-শরীরে ॥
চণ্ডাল সকল মেলি করিল যুকতি ।
নয়নে না দেখি মোরা এমত মূরতি ॥

কিমতে বধিব এই শিশুর জীবন ।
কেহ বলে না মারিব শিশু সুলক্ষণ ॥
বামপদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি যে কাটিল ।
কুক্কুর কাটিয়া রক্ত নৃপে দেখাইল ॥
দুষ্টবুদ্ধি খলমতি হরিষ অন্তরে ।
সম্প্রীতি পাইয়া তবে সুখে রাজ্য করে ॥
কলিঙ্গ নামেতে মন্ত্রী তার একজন ।
মৃগয়া করিতে সেই করিল গমন ॥
শুনিল বনের মধ্যে শিশুর ক্রন্দন ।
কলিঙ্গ শিশুকে দেখি আনন্দিত-মন ॥
অপুত্রক নিল শিশু দেখিয়া নয়নে ।
হরিষেতে লয়ে গেল নিজ নিকেতনে ॥
চন্দ্রহংস আপনার পরিচয় দিল ।
শুনিয়া কলিঙ্গ মনে সম্প্রীতি পাইল ॥
দিন কত পরে দিল নগরে ঘোষণা ।
কলিঙ্গের পুত্র হৈল বলে সর্ব্বজনা ॥
দুষ্টবুদ্ধি শুনিলেক এ সব কাহিনী ।
যাচকে দিলেক দান নানা ধন মণি ॥
অপুত্রক ছিল পাত্র হইল সন্ততি ।
শুনিয়া পাইল মনে অতিশয় প্রীতি ॥
হেথা চন্দ্রহংস শিশু বাড়ে দিনে দিনে ।
অস্ত্র শাস্ত্র নানা বিদ্যা জানিলেক ধ্যানে ॥
ষোড়শ বৎসর হৈল শিশু বলবান ।
শয়নে স্বপনে ভাবে দেব ভগবান ॥
একাদশী ব্রত করি পূজে গদাধর ।
তাহা দেখি কলিঙ্গ যে হরিষ অন্তর ॥
কলিঙ্গ নগরে ছিল যত প্রজাগণ ।
চন্দ্রহংস ডাকি সবে বলয়ে বচন ॥
একাদশী করি সবে পূজ নারায়ণ ।
অন্যথা না কর বাক্য শুন প্রজাগণ ॥
এত যদি চন্দ্রহংস বলিল বচন ।
সমাদরে নিল তাহা যত প্রজাগণ ॥
একাদশী করে চন্দ্রহংসের সংহতি ।
কলিঙ্গ কহিছে ধৃষ্টবুদ্ধির ভারতী ॥
ধৃষ্টবুদ্ধি হইতে আমার ধন জন ।
ধৃষ্টবুদ্ধি হতে মম তুরগ বারণ ॥
কর কত বাকী আছে চাহি পাঠাইতে ।
কর নাহি দিলে রাজা দুঃখ হবে চিতে ॥
চন্দ্রহংস বলে করে নাহি প্রয়োজন ।
ভেটের সামগ্রী করি দেহ সুশোভন ॥
তাহা শুনি কলিঙ্গের হরিষ অন্তর ।
ভেটের সামগ্রী করি দিলেক সত্বর ॥
অনুচরগণে তবে বলিল নৃপতি ।
রাজ-সম্ভাষিতে সবে চলহ সংহতি ॥
ভেটদ্রব্য যত অনুচর-স্কন্ধে দিয়া ।
কলিঙ্গ পাঠায় সব হরষিত হইয়া ॥
সামগ্রী আনিয়া দিল মন্ত্রীর গোচরে ।
আয়োজন দেখি মন্ত্রী হরিষ অন্তরে ॥
দৈবে একাদশী সেই দিন উপনীত ।
স্নান আচরিতে সবে চলিল ত্বরিত ॥
মন্ত্রী বলে কোথা যাহ অনুচরগণ ।
রন্ধন ভোজন হেতু লহ আয়োজন ॥
অনুচর বলে প্রভু আজি একাদশী ।
কিছু নাহি খাই মোরা থাকি উপবাসী ॥
স্নান করি আমরা পূজিব নারায়ণ ।
কৃষ্ণনামে রজনী করিব জাগরণ ॥
একাদশী প্রভাতে আচরি স্নানদান ।
খাইব প্রসাদ অন্ন পূজি ভগবান ॥
মন্ত্রী বলে আরে বেটা তোরা অল্পমতি ।
আমি নাহি জানি তোরা কবে হলি ব্রতী ॥
কে দিলেক এই শিক্ষা বলহ আমারে ।
শৌচ আচমন জ্ঞান নাহি তো' সবারে ॥
অনুচরগণ বলে শুন নৃপবর ।
শুভক্ষণে জন্মিলেন কলিঙ্গ-কোঙর ॥
সেই ব্রত শিখাইল বিষ্ণুর পূজন ।
পাষণ্ড নাহিক দেশে তাহার কারণ ॥
সর্ব্বজন বিষ্ণুভক্ত তাঁহার মিলনে ।
কহিনু সকল কথা তোমা বিদ্যমানে ॥
অনুচর-বাক্যে মন্ত্রী বিস্ময় মানিল ।
চড়িয়া অপূর্ব্ব অশ্বে কৌণ্ডিন্যতে গেল ॥
মন্ত্রী-আগমন শুনি কৌণ্ডিন্য-ঈশ্বর ।
আগে হয়ে আনিলেক করিয়া আদর ॥

বসাইল দিব্যাসনে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া।
পিতা পুত্রে সম্মুখে রহিল দাণ্ডাইয়া॥
কলিঙ্গ বলিল এই আমার নন্দন।
তোমার প্রসাদে শিশু সর্ব্ব সুলক্ষণ॥
চন্দ্রহংস নাম রাখি সুন্দর দেখিয়া।
কহিনু তোমারে আমি নিষ্কপট হৈয়া॥
ধৃষ্টবুদ্ধি বলে কহ আশ্চর্য্য কথন।
আমি বলি এই নহে তোমার নন্দন॥
গর্ভে ইহা না ধরিল তোমার রমণী।
কিমতে পাইলে তুমি বল দেখি শুনি॥
মিথ্যা কথা না বলিও আমার গোচরে।
সত্য বাক্য কহ দেখি জিজ্ঞাসি তোমারে॥
কলিঙ্গ বলিল মন্ত্রী কর অবধান।
মৃগয়া করিতে আমি করিনু প্রয়াণ॥
দৈবেতে পাইনু শিশু বনের ভিতরে।
পালন করিনু আমি আনি নিজ ঘরে॥
এইত আমার পুত্র ভাগ্যেতে মিলিল।
এ কথা শুনিয়া তার পূর্ব্ব স্মৃতি হৈল॥
ভাণ্ডিল চণ্ডালগণ শিশুকে রাখিয়া।
কলিঙ্গ ভবনে এল সঙ্কটে তরিয়া॥
কেমনে ইহারে আমি করিব নিধন।
মনে মনে ধৃষ্টবুদ্ধি করিল ভাবন॥
কপট করিয়া পত্র লিখিব নন্দনে।
চন্দ্রহংসে বিনাশিব বিষের ভক্ষণে॥
এই যুক্তি ধৃষ্টবুদ্ধি বিচারিল মনে।
ইহা বিনা যুক্তি কিছু না আইসে মনে॥
একমনে বিচার করয়ে খলমতি।
ধৃষ্টবুদ্ধি বলে শুন আমার ভারতী॥
মদনের স্থানে মোর আছে প্রয়োজন।
পত্র লয়ে যাক তথা তোমার নন্দন॥
দূতে না পাঠাব আমি এ কার্য্য সাধনে।
মোর পত্র লয়ে যাক তোমার নন্দনে॥
কলিঙ্গ কহিল ভাল করহ লিখন।
পালিবে তোমার আজ্ঞা আমার নন্দন॥
তবে ধৃষ্টবুদ্ধি মন্ত্রী বিরলে বসিয়া।
মদনে লিখিল পত্র যতন করিয়া॥
শুন রাজা জন্মেজয় পত্রের লিখন।
খলের নির্ম্মল মতি নহে কদাচন॥
স্বস্তি আগে লিখিয়া লিখিল আশীর্ব্বাদ।
শুনহ মদন তুমি আমার সম্বাদ॥
চন্দ্রহংসে পাঠাইনু তব বিদ্যমানে।
যাবামাত্র বিষদান করিবে যতনে॥
তোমার মঙ্গল হবে এ কর্ম্ম করিলে।
নহে পুত্র দুঃখ পাবে অবশেষ কালে॥
কদাচিৎ না লঙ্ঘিবে আমার বচন।
আমিহ পশ্চাতে যাব নিজ নিকেতন॥
আমার অপেক্ষা কদাচিৎ না করিবে।
যাবামাত্র চন্দ্রহংসে বিষদান দিবে॥
পত্র লিখি পরে তাতে এক চিহ্ন দিল।
চন্দ্রহংস-হাতে দিয়া বিশেষ কহিল॥
শুন চন্দ্রহংস তুমি বিষ্ণুভক্ত জন।
মদনে লিখিনু আমি বিশেষ কথন॥
না পড়িবে এই পত্র নিষেধিনু আমি।
মদনের পত্র দিয়া তত্ত্ব আন তুমি॥
শিব বিষ্ণু ভেদ কৈলে যত পাপ হয়।
এ পত্র পড়িলে হবে কহিনু নিশ্চয়॥
এত বলি পত্র দিল চন্দ্রহংস-হাতে।
কলিঙ্গ-নন্দন তাহা রাখিলেন মাথে॥
চন্দ্রহংস যাত্রা করিলেন শুভক্ষণে।
মন্ত্রীর ভবনে এল আনন্দিত মনে॥
নিদাঘ সময় সে প্রথম জ্যৈষ্ঠমাসে।
দেখিলেন উপবন নগর প্রবেশে॥
চারিদিকে পুষ্পোদ্যান মধ্যে সরোবর।
বকুলের বৃক্ষ শোভে ঘাটের উপর॥
রম্যস্থান দেখি চন্দ্রহংস হরষিত।
বসিল বকুলমূলে মনে পেয়ে প্রীত॥
পথশ্রমে চন্দ্রহংস বসিল সেখানে।
নিদ্রা আকর্ষিল আসি তাহার নয়নে॥
শুন শুন জন্মেজয় অপূর্ব্ব কথন।
দৈবমায়া বুঝিতে না পারে কোন জন॥
ধৃষ্টবুদ্ধি রাজার দুহিতা রূপবতী।
সখীসঙ্গে উপবনে আইল ঝটিতি॥

পুষ্প তুলি সেই কন্যা শিবপূজা করে।
স্নান হেতু উপনীত হৈল সরোবরে ॥
কতদূরে পুষ্প লয়ে আছে সখীগণ।
একাকিনী এল কন্যা স্নানের কারণ ॥
বৃক্ষতলে নিদ্রা যায় পুরুষ সুন্দর।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ অতি মনোহর ॥
কামাতুর হৈল কন্যা তাহাকে দেখিয়া।
মস্তক উপরে পত্র দেখিতে পাইয়া ॥
পত্র লয়ে পড়িল বিষয়া রূপবতী।
বাপের লিখন দেখি মদনের প্রতি ॥
যাবামাত্র চন্দ্রহংসে বিষদান দিবে।
কদাচ বিলম্ব এতে তুমি না করিবে ॥
লিখন পড়িয়া কন্যা করে মনস্তাপ।
বিষয়া বলিল বড় নিদারুণ বাপ ॥
দেখিয়া এমন রূপ দয়া না জন্মিল।
বিষদান দিয়া এরে মারিতে কহিল ॥
বিষয়া বলিল মোরে মিলাইল ধাতা।
নিশ্চয় হইব আমি ইহার বনিতা ॥
পূজিলাম শিবপদ ইহার কারণে।
চন্দ্রহংস হবে পতি বিচারিয়া মনে ॥
নয়ন-কজ্জল নিল নখেতে করিয়া।
তাহে লিখিল পত্র হরষিত হইয়া ॥
মুদ্রিত করিয়া পত্র রাখিল সেখানে।
বিষয়া গেলেন ঘরে আনন্দিত মনে ॥
স্নান করি কন্যাগণ শিবপূজা কৈল।
হেথা চন্দ্রহংসের নিদ্রাভঙ্গ হইল ॥
দিবাশেষে উত্তরিল মদনের স্থানে।
দিলেন মন্ত্রীর পত্র পরম যতনে ॥
মদন পড়িয়া পত্র সকলি জানিল।
বিষয়াকে দান দিতে লিপি পাঠাইল ॥
চন্দ্রহংসে সমর্পিব বিষয়া সুন্দরী।
বাপের বচন আমি লঙ্ঘিতে না পারি ॥
আদেশিল দ্বিজগণে বান্ধিল ছাঁদলা।
অধিবাসে বসিলেন শুভক্ষণ বেলা ॥
নানা বাদ্য হরিষে বাজায় রাজপুরে।
বিষয়াকে সমর্পিল চন্দ্রহংস বরে ॥

নানা ধন যৌতুকে তুষিল তার মন।
ক্ষীরভোগ অবশেষে কৈল দুই জন ॥
কুসুমশয্যাতে দোঁহে করিল শয়নে।
হেথা ধৃষ্টবুদ্ধি মন্ত্রী বিচারিল মনে ॥
কলিঙ্গে করিয়া বন্দী নিল সর্ব্ব ধন।
প্রজাগণে মহাপাপী করিল তর্জ্জন ॥
রজনী প্রভাতে হেথা মদন উঠিয়া।
বাদ্যোদ্যম করিলেক আনন্দিত হৈয়া ॥
আইল ভিক্ষুক যত ভিক্ষার কারণে।
তা সবারে মদন তুষিল নানা ধনে ॥
পথেতে যতেক যায় হরষিত হৈয়া।
মদন-প্রতিষ্ঠা যত কহিয়া কহিয়া ॥
হেনকালে মন্ত্রী আসে কৌণ্ডিল্য হইতে।
নানা রত্ন গজ বাজী লইয়া সঙ্গেতে ॥
মন্ত্রী দেখি আশীর্ব্বাদ কৈল দ্বিজগণ।
শুভক্ষণে তব পুত্র জন্মিল মদন ॥
বিষয়াকে দিল দান চন্দ্রহংস বরে।
তা সম সুন্দর নাহি সংসার ভিতরে ॥
চক্ষু আছে মদনের বুঝি অভিপ্রায়।
তুষিলেক নানা ধনে আমা সবাকায় ॥
তাহা শুনি ধৃষ্টবুদ্ধি অতি কোপে জ্বলে।
আরক্ত করিয়া আঁখি কটুবাক্য বলে ॥
আরে মম কুলে তুই কুপুত্র জন্মিলি।
কার বাক্যে চন্দ্রহংসে মম কন্যা দিলি ॥
মদন বলিল তব পাইয়া লিখন।
চন্দ্রহংসে বিষয়াকে করি সমর্পণ ॥
মন্ত্রী বলে কোথা পত্র শীঘ্র আন দেখি।
মদন যোগায় পত্র হইয়া কৌতুকী ॥
ধৃষ্টবুদ্ধি সেই পত্র করে নিরীক্ষণ।
চন্দ্রহংসে অবিশ্বাস জন্মিল এখন ॥
মদনের দোষ নাহি বিচারিল মনে।
চন্দ্রহংসে আনিতে কহিল সেইক্ষণে ॥
চন্দ্রহংসে আনিবারে দাসী পাঠাইল।
ধৃষ্টবুদ্ধি-অনুচরে ডাকিয়া আনিল ॥
শুন অনুচরগণ আমার ভারতী।
চণ্ডিকা-আলয়ে তোরা যাহ শীঘ্রগতি ॥

নিশিতে দেখিবে যারে চণ্ডিকার ঘরে।
যদি মম পুত্র হয় কাটিবে তাহারে॥
ছাড়িয়া না দিবে তারে কহিলাম আমি।
এত বলি অনুচরে দিলেন মেলানি॥
তীক্ষ অস্ত্র লয়ে তারা চলিল সত্বরে।
চন্দ্রহংস এল হেথা মন্ত্রীর গোচরে॥
বিষয়া সহিত চন্দ্রহংস মহামতি।
মন্ত্রীর চরণে আসি করিল প্রণতি॥
আশীর্ব্বাদ না করিল মনে দুঃখ পেয়ে।
চন্দ্রহংসে মন্ত্রী কহে অধোমুখ হয়ে॥
যদ্যপি করিলে মম দুহিতা গ্রহণ।
শুনিলাম নাহি পূজ কালিকা-চরণ॥
কুলের দেবতা মম হন ভগবতী।
তাঁহারে পূজিতে তুমি যাহ শীঘ্রগতি॥
নানা উপহার গন্ধ চন্দনাদি লৈয়া।
চণ্ডিকা পূজিতে যাহ একাকী হইয়া॥
চন্দ্রহংস বলিলেন যথা আজ্ঞা হয়।
পূজিব বৈষ্ণবীপদ জানিহ নিশ্চয়॥
তাহা শুনি মন্ত্রী দাসীগণে আজ্ঞা দিল।
নৈবেদ্য লইয়া চন্দ্রহংসে যোগাইল॥
স্বর্ণথালে ধূপ দীপ চন্দন কস্তুরী।
সুবাসিত জল দিল ভৃঙ্গারেতে পূরি॥
চন্দ্রহংস সম্মুখে আনিল দাসীগণ।
চণ্ডিকা পূজিতে তবে করিল গমন॥
ভৃঙ্গারে পূরিয়া বারি সব্য করে নিল।
স্বর্ণপাত্র বামহস্তে গমন করিল॥
শুন রাজা জন্মেজয় অদ্ভুত কথন।
চন্দ্রহংসে যেমতে রাখেন নারায়ণ॥
অপূর্ব্ব কৃষ্ণের লীলা কে পারে বুঝিতে।
পথে দেখা হৈল তার মদন সহিতে॥
মদন বলিল তুমি যাহ কোথাকারে।
চন্দ্রহংস বলে যাই দেবী পূজিবারে॥
কুলদেবী নাহি পূজি মন্ত্রী দোষ দিল।
আয়োজন দিয়া মোরে হেথা পাঠাইল॥
মদন বলিল তুমি যাহ নিকেতন।
আমি গিয়া চণ্ডিকারে করিব পূজন॥
এত বলি চন্দ্রহংসে পাঠাইল ঘরে।
মদন চলিল হেথা দেবী পূজিবারে॥
দেবী পূজে মদন হইয়া কৃতাঞ্জলি।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দেয় হয়ে কুতূহলী॥
শঙ্খ ঘণ্টা মদন বাজায় কুতূহলে।
শব্দ পেয়ে রাজদূত আসে হেনকালে॥
মন্ত্রীর আদেশে তারা বিচার না কৈল।
তীক্ষ অস্ত্র দিয়া দূত মদনে কাটিল॥
রাজপুত্র দেখি শেষে মনে পায় ভয়।
অকস্মাৎ সেইস্থানে হৈল জয় জয়॥
চন্দ্রহংসে দেখি মন্ত্রী কোপে জ্বলি বলে।
চণ্ডিকা পূজিতে তুমি কেন নাহি গেলে॥
চন্দ্রহংস বলে শুন মোর নিবেদন।
আমারে যাইতে তথা না দিল মদন॥
আপনি গেলেন তথা দেবী পূজিবারে।
তাহার কথায় আমি আইলাম পুরে॥
চন্দ্রহংস-মুখে শুনি এতেক ভারতী।
হা পুত্র বলিয়া তবে ধায় খলমতি॥
চণ্ডিকা-মণ্ডপে গিয়া চারিদিকে চায়।
কাটাস্কন্ধ মদন ভূতলে পড়ি রয়॥
মুণ্ড হাতে করি মন্ত্রী করয়ে রোদন।
আহা মরি কোথা গেলে পুত্র রে মদন॥
এত বলি ধৃষ্টবুদ্ধি আত্মঘাতী হৈল।
পুত্রশোকে আপনার মস্তক কাটিল॥
প্রমাদ দেখিয়া তবে অনুচরগণ।
চন্দ্রহংসে আসিয়া করিল নিবেদন॥
মদন সহিত রাজা লোটায় ভূতলে।
তত্ত্ব নাহি জানি কেবা দোঁহারে কাটিলে
শুনিয়া দূতের মুখে প্রমাদ বচন।
চন্দ্রহংস গেল শীঘ্র চণ্ডিকা-ভবন॥
বিচ্ছিন্ন মস্তক দোঁহে আছয়ে পড়িয়া।
ভয় পান চন্দ্রহংস দোঁহারে দেখিয়া॥
যোড়হাতে চণ্ডিকারে করেন স্তবন।
বিষ্ণুরূপী বর্ণময়ী শুন নিবেদন॥
বিষ্ণুজায়া বৈষ্ণবী যে ব্রাহ্মণী কমলা।
হরপ্রিয়া হৈমবতী হও অনুকূলা॥

তোমার মহিমা মাতা কেহ নাহি জানে।
নিদ্রারূপী হও তুমি বিষ্ণুর নয়নে ॥
এত বলি চন্দ্রহংস নানা স্তুতি কৈল।
তথাপিহ অভয়ার কৃপা না হইল ॥
ভক্ত চন্দ্রহংস তবে বিচারিয়া মনে।
আপনারে কাটিতে খড়্গ লৈল তখনে ॥
বৈষ্ণব বিনাশ দেখি নগেন্দ্রনন্দিনী।
আসি চন্দ্রহংস-হস্ত ধরিল তখনি ॥
তবে চন্দ্রহংস বলে চরণে ধরিয়া।
পিতা পুত্রে দুইজনে দেহ বাঁচাইয়া ॥
চন্দ্রহংস-বাক্যে দেবী দোঁহে বাঁচাইল।
মদন সহিত মন্ত্রী উঠিয়া বসিল ॥
চন্দ্রহংস-সৌভাগ্য যে দেখিয়া নয়নে।
মন্ত্রিবর তুষিলেন তাঁরে আলিঙ্গনে ॥
ধৃষ্টবুদ্ধি বলে মম রাজ্যে নাহি কাজ।
আজি হৈতে চন্দ্রহংস হৈল মহারাজ ॥
মন্ত্রী বলে যাই আমি যোগ সাধিবারে।
হিংসিনু বৈষ্ণব জনে কি কাজ শরীরে ॥
এত বলি বিবেকী হইল ধৃষ্টবুদ্ধি।
মন্ত্রী গেল কাননে করিতে যোগসিদ্ধি ॥
তথা চন্দ্রহংস তবে কহিল মদনে।
রাজত্ব করহ তুমি বসি সিংহাসনে ॥
মদন বলিল রাজ্যে নাহি প্রয়োজন।
শুন চন্দ্রহংস তুমি লহ সিংহাসন ॥
মন্ত্রী হয়ে থাকি আমি তোমার গোচরে।
রাজ্য ধন হস্তী ঘোড়া দিলাম তোমারে ॥
মদন হইল মন্ত্রী চন্দ্রহংস রাজা।
তাহা দেখি আনন্দিত যত সব প্রজা ॥
কলিঙ্গে আনিল চন্দ্রহংস নরপতি।
নানা সুখভোগে তার জন্মিল সুপ্রীতি ॥
বিষয়ার গর্ভে হৈল যুগল নন্দন।
মকরাক্ষ পদ্মাক্ষ যে দোঁহে বিচক্ষণ ॥
পুনশ্চ কলিঙ্গ গেল আপন নগরে।
চন্দ্রহংস রাজ্য ধন সব দিল তারে ॥
শুন রাজা জন্মেজয় অপূর্ব্ব কাহিনী।
চন্দ্রহংসে রাখিলেন দেব চক্রপাণি ॥

অর্জ্জুন শুনিয়া কথা নারদের মুখে।
প্রবেশ করেন পুরে পরম কৌতুকে ॥
আনন্দিত চন্দ্রহংস পাণ্ডব-গমনে।
কৃষ্ণ-দরশন পাব অর্জ্জুন-মিলনে ॥
চন্দ্রহংস বলে শুন পুত্র দুইজন।
রাখহ যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া যতন ॥
অশ্ব লয়ে এল ভূপ হরষিত মতি।
রাখিলেন দুই অশ্ব যথা জগৎপতি ॥
প্রণমিল চন্দ্রহংস লোটাইয়া ক্ষিতি।
পুলকে আকুল তনু অধিক ভকতি ॥
অভয় চরণে শত দণ্ডবৎ হইয়া।
যোড়হাতে চন্দ্রহংস রহে দাণ্ডাইয়া ॥
চন্দ্রহংসে আশ্বাস করিল নারায়ণ।
অর্জ্জুন তোষেন তাঁরে দিয়া আলিঙ্গন ॥
সবান্ধবে কৈল রাজা কৃষ্ণ-দরশন।
নিজালয়ে লয়ে গেল করিয়া যতন ॥
নানা আয়োজন সবে সন্তর্পণ কৈল।
কৌণ্ডিন্যপুরেতে দুই দিবস বঞ্চিল ॥
কহিলাম তোমা চন্দ্রহংসের ভারতী।
যেই জন শুনে ইহা কৃষ্ণে হয় মতি ॥

মণিভদ্র রাজার দেশে অর্জ্জুনাদির গমন।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
উত্তর মুখেতে গেল পাণ্ডবের হয় ॥
দুই গোটা অশ্ব গেল উত্তর সাগরে।
প্রবেশিল দুই অশ্ব সলিল ভিতরে ॥
তাহা দেখি ভয় পায় যত সৈন্যগণ।
অর্জ্জুন বলেন কি হইবে নারায়ণ ॥
সলিলেতে দুই অশ্ব করিল প্রবেশ।
কেমনে পাইব অশ্ব বল হৃষীকেশ ॥
গোবিন্দ বলেন তুমি চিন্তা কর কেনে।
আপনি যাইব জলে অশ্ব-অন্বেষণে ॥
এত বলি অর্জ্জুনে লইয়া জগৎপতি।
বক্রবাহ রাজা গেল দোঁহার সংহতি ॥

ভীম আদি বীর সব রহিলেন কূলে।
বভ্রুবাহ কৃষ্ণার্জ্জুন প্রবেশিল জলে॥
বাগদালভ্য মুনির নিকটে গেল চলি।
জানেন সকল তত্ত্ব দেব বনমালী॥
দ্বীপেতে আছেন মুনি বটপত্র শিরে।
উপনীত তিনজন তাঁহার গোচরে॥
প্রণমিয়া মুনিরে বসিল তিনজন।
নারায়ণে দেখি মুনি আনন্দিত মন॥
ঈষৎ হাসিয়া তবে জিজ্ঞাসেন হরি।
দ্বীপ মধ্যে আছে বটপত্র শিরে ধরি॥
আশ্রম না কর তুমি কিসের কারণে।
কতদিন মুনিবর আছ এই খানে॥
বাগদালভ্য মুনি তবে বলয়ে হাসিয়া।
কি কারণে দুঃখ পাব আশ্রম করিয়া॥
অল্পকাল পরমায়ু দিল নারায়ণ।
আজি কালি মরি গৃহে কোন্ প্রয়োজন॥
মুনির বচনে জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয়।
কতদিন এইখানে আছ মহাশয়॥
মুনি বলে এক কল্প আমার জীবন।
শত মন্বন্তর বটপত্র আচ্ছাদন॥
পার্থ বলে মন্বন্তর কতদিনে হয়।
এক কল্প কারে বলে কহ মহাশয়॥
বাগদালভ্য বলে শুন ইন্দ্রের নন্দন।
একাত্তর যুগে মন্বন্তরের গণন॥
চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এক কল্প হয়।
এই পরমায়ু মম পাণ্ডুর তনয়॥
এত অল্প দিনে কিবা কার্য্য আশ্রমেতে।
অতএব আছি আমি বটপত্রমাথে॥
কোথা যাহ তিন জন বলহ আমারে।
কি কারণে আসিয়াছ আমার গোচরে॥
অর্জ্জুন বলেন যজ্ঞ করে যুধিষ্ঠির।
অশ্ব রাখি আমি যে সঙ্গেতে যদুবীর॥
না জানি যজ্ঞের ঘোড়া গেল কোন্‌স্থানে।
অশ্বতত্ত্বে আইলাম তোমা বিদ্যমানে॥
অর্জ্জুনের বচন শুনিয়া মুনিবর।
ঈষৎ হাসিয়া তারে দিলেন উত্তর॥

মিথ্যা অশ্বমেধ কর ভক্তি নাহি মনে।
অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণেরে দেখিছ নয়নে॥
তথাপি করহ যজ্ঞ কি বলিব আমি।
সত্য বলি অর্জ্জুন জানহ চক্রপাণি॥
কে বুঝিবে কৃষ্ণলীলা পাণ্ডুর নন্দন।
শিব ব্রহ্মা নারিল করিতে নিরূপণ॥
এত বলি মুনিবর যোড়হস্ত হৈয়া।
কৃষ্ণেরে করিল স্তুতি বিনয় করিয়া॥
তোমার মায়ায় স্থির নহে সুরগণ।
কিসেতে গণনা করি পাণ্ডুর নন্দন॥
পূর্ব্ব তপফলে দেখিলাম তব পদ।
পবিত্র হইল আজি আমার আস্পদ॥
এত বলি তুষিলেন দেব নারায়ণে।
সে দ্বীপ ভ্রমিয়া অশ্ব আইল সেখানে॥
সলিল ত্যজিয়া অশ্ব কূলেতে উঠিল।
তাহা দেখি অর্জ্জুনের আনন্দ হইল॥
মুনি প্রণমিয়া চলিলেন তিনজন।
অশ্বের গমনে সুখী যত রাজগণ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
সিন্ধুপুরে গেল তবে পাণ্ডবের হয়॥
তার অধিকারী মণিভদ্র নরপতি।
দুঃশলার পুত্র জয়দ্রথের সন্ততি॥
কুরুক্ষেত্রে পার্থ-হস্তে জয়দ্রথ মৈল।
তার পুত্র মণিভদ্র রাজ্যে রাজা হৈল॥
দূতমুখে শুনি পুরে আইল অর্জ্জুন।
সসৈন্যে সাজিয়া এল করিবারে রণ॥
ভয়ে পলাইয়া গেল রাজ্য পরিহরি।
অর্জ্জুন দেখেন তবে অরাজক পুরী॥
পাণ্ডবের সৈন্য যত পশিলেক পুরে।
তাহা দেখি প্রজাগণ কম্পিত অন্তরে॥
কিরীটী বলেন এই কাহার নগর।
প্রজাগণ বলে শুন সে সব উত্তর॥
জয়দ্রথ রাজা ছিল ইহার অধিকারী।
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে মরি গেল স্বর্গপুরী॥
তাঁহার তনয় মণিভদ্র নরবর।
শুনিয়া তোমার নাম পলায় সত্বর॥

পরিবার সহ রাজা গেল পলাইয়া।
কহিনু তোমার ঠাঁই বিনয় করিয়া ॥
হাসিলেন ধনঞ্জয় এ কথা শ্রবণে।
সাত্যকিরে পাঠাইল আশ্বাস কারণে ॥
সাত্যকি সন্ধান করি করিল গমন।
দুঃশলারে কহিলেন মধুর বচন ॥
প্রবোধ করিয়া তারে সাত্যকি আনিল।
পুত্র সহ দুঃশলা কিরীটী কাছে গেল ॥
অর্জ্জুন বলেন ভগ্নী কিসের কারণ।
তুমি কেন ভয় পেয়ে করিলে গমন ॥
পূর্ব্ব বিবরণ তুমি মনেতে করিয়া।
ভয়ে পলাইলে রাজ্য ধন তেয়াগিয়া॥
সে ভয় নাহিক আর কহিলাম আমি।
হস্তিনানগরে মম সঙ্গে চল তুমি ॥
তবে মণিভদ্র আসি বন্দিল অর্জ্জুনে।
অনেক প্রণাম কৈল লোটায়ে চরণে ॥
আলিঙ্গনে তাহাকে তোষেন ধনঞ্জয়।
নির্ভয় হইল জয়দ্রথের তনয় ॥
আমার বচন শুন দুঃশলা ভগিনী।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
তুরঙ্গ রাখিতে আমি আইলাম হেথা।
শুন স্বসা পুত্র সঙ্গে তুমি চল তথা ॥
যজ্ঞেতে যাইতে তোমা হয় যে উচিত।
আইস আমার সঙ্গে দূর কর ভীত ॥
পিতৃ মাতৃ দোঁহাকার বন্দিবে চরণ।
যজ্ঞ সাঙ্গ হৈলে তুমি আসিও ভবন ॥
এত যদি পার্থবীর আশ্বাস করিল।
জননী সহিত মণিভদ্র যাত্রা কৈল ॥
পাত্রমিত্র সবাকারে নিয়োজিয়া পুরে।
মণিভদ্র যাত্রা কৈল হস্তিনানগরে ॥
কত অনুচর সঙ্গে লয়ে অশ্ব হাতী।
হস্তিনানগরে যান আনন্দিত মতি ॥

পাণ্ডবের হস্তিনায় পুনঃ প্রবেশ ও যজ্ঞসাঙ্গ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
পৃথিবী ভ্রমণ কৈল পাণ্ডবের হয় ॥
পুনশ্চ আইল অশ্ব হস্তিনানগরে।
এই বিবরণ রাজা কহিনু তোমারে ॥
এবে শুন যজ্ঞ সাঙ্গ হইল যেমনে।
নিবৃত্ত হইল সবে হরষিত মনে ॥
তুরঙ্গ ধরিয়া ভীম নিজ বাহুবলে।
হস্তিনায় প্রবেশ করিল কুতূহলে ॥
দূত গিয়া সমাচার কহে যুধিষ্ঠিরে।
অশ্ব লয়ে ধনঞ্জয় আইলেন পুরে ॥
তাহা শুনি যুধিষ্ঠির আনন্দিত মতি।
বলিলেন অর্জ্জুনে আনহ শীঘ্রগতি ॥
নৃপাদেশে অর্জ্জুন সহিত নারায়ণ।
যুধিষ্ঠির সম্মুখে করেন আগমন ॥
অসিপত্র-ব্রত পালি পেয়ে বড় দুঃখ।
কৌতুকে চাহেন রাজা অর্জ্জুনের মুখ ॥
প্রণাম করেন দোঁহে রাজার চরণে।
আশীর্ব্বাদ দেন রাজা আনন্দিত মনে ॥
মুনিগণে প্রণাম করেন ধনঞ্জয়।
বসিলেন ধর্ম্মপাশে হইয়া নির্ভয় ॥
ধর্ম্মরাজ জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুনের স্থানে।
আদ্যোপান্ত কথা ভাই কহ সাবধানে ॥
অর্জ্জুন কহেন কথা করিয়া বিনয়।
যথা তথা ভ্রমণ করিল যজ্ঞ-হয় ॥
যত রাজগণ সহ সংগ্রাম বাধিল।
অর্জ্জুনের মুখে সব প্রকাশ হইল ॥
শুনিয়া পুলক হৈল রাজার শরীরে।
যুধিষ্ঠির বলিলেন আন সবাকারে ॥
তবে কৃষ্ণ ধনঞ্জয় করিয়া গমন।
যজ্ঞ স্থানে আনিলেন যত রাজগণ ॥
নিজ পরিচয় দিল যতেক ভূপতি।
সমাজে বসিল ধর্ম্মে করিয়া প্রণতি ॥
হস্তিনানগরে বড় আনন্দ হইল।
নানামতে আয়োজনে সবারে তুষিল ॥

রজনী বঞ্চিল সবে অতি কুতূহলে।
সমাজ করেন কৃষ্ণ অতি উষাকালে ॥
অর্জ্জুন বিদুর ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
যুধিষ্ঠির-পাশে সব বসিলেন তথি ॥
হংসধ্বজ নীলধ্বজ শিখিধ্বজ রায়।
যুবনাশ্ব বীরব্রহ্মা বসিল সভায় ॥
অনুশাল্ব বভ্রুবাহ চন্দ্রহংস আদি।
আর কত নাম লব যতেক নৃপতি ॥
বসিলেন যজ্ঞস্থানে দিব্যাসন লৈয়া।
যন্ত্রিগণ গান করে যন্ত্র বাজাইয়া ॥
ত্রিকোটি পদ্মিনী সঙ্গে প্রমীলা সুন্দরী।
সভাতে বসিল সবে নানা বেশ করি ॥
গান্ধারী প্রভৃতি রাণী আর যে রমণী।
বসিল উত্তম স্থানে সঙ্গেতে রুক্মিণী ॥
হস্তিনানগর মধ্যে যত প্রজা ছিল।
যজ্ঞ দেখিবারে সবে সত্বরে চলিল ॥
পরিহাস অর্জ্জুনে করেন নারায়ণ।
প্রমীলা সহিত সখা ভাল কৈলা রণ ॥
তিনকোটি পদ্মিনীর সঙ্গেতে বঞ্চিলা।
আমি মনে ভয় পাই কেমনে তুষিলা ॥
অর্জ্জুন বলেন দেব নাহি জান তুমি।
ষোড়শ সহস্র শত তোমার রমণী ॥
কৃষ্ণ-অর্জ্জুনের কথা অনেক আছিল।
বাহুল্য কারণ তাহা লেখা নাহি গেল ॥
শেষেতে কহিব আমি সে সব কথন।
এবে যজ্ঞ-সাঙ্গ-কথা শুনহ রাজন ॥
ব্যাসে জিজ্ঞাসেন তবে ধর্ম্মের নন্দন।
কত যজ্ঞ অবশেষ কহ তপোধন ॥
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্ম্মের তনয়।
কিছু যজ্ঞ অবশেষ পূর্ণ নাহি হয় ॥
আয়োজন যজ্ঞশেষে করহ ভূপতি।
তুরঙ্গ আনহ শীঘ্র শুন মহামতি ॥
ব্যাসের বাক্যে রাজা মনে প্রীতি পাইল।
অষ্ট গোটা দ্বার করি মণ্ডপ সৃজিল ॥
অষ্ট গোটা কুণ্ড স্থাপিলেন সেইখানে।
ধ্বজদণ্ড পতাকা শোভিত স্থানে স্থানে ॥
যজ্ঞ উপহার যত আনিল সেখানে।
ধৌম্য পুরোহিত আসি বসিল আসনে ॥
ব্যাস বলিলেন শুন ধর্ম্ম নৃপমণি।
ভীমে স্নান করিবারে আজ্ঞা দেহ তুমি ॥
অশ্বহন্তারক ভীম বিনা কেহ নয়।
শুন যুধিষ্ঠির আমি কহিনু তোমায় ॥
ব্যাসের বচনে রাজা কহেন ভীমেরে।
আজ্ঞা পেয়ে ভীমসেন শীঘ্র স্নান করে ॥
প্রস্তুত হইয়া ভীম রহিল সেখানে।
অশ্ব আনিলেক পার্থ পরম যতনে ॥
নানা তীর্থজলে ঘোড়া স্নান করাইল।
শাস্ত্রমত ক্রিয়া যত মুনিরা করিল ॥
চারিদিকে জয় ধ্বনি মঙ্গল ঘোষণা।
শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি আর বিবিধ বাজনা ॥
মুনি সব ঢালে ঘৃত অগ্নির উপর।
অশ্ব গলে মালা দেয় ধর্ম্ম নরবর ॥
ব্যাস বলে নিষ্পাপী হইল অশ্ববর।
অতঃপর খড়্গ লহ বীর বৃকোদর ॥
হাতে খড়্গ নিল ভীম মুনির বচনে।
কাটিল ঘোড়ার মুণ্ড সবা বিদ্যমানে ॥
অশ্বমুণ্ড মহাবেগে উঠিল আকাশে।
জয়ধ্বনি সভামধ্যে হইল হরিষে ॥
অশ্ববর-স্কন্ধ হৈতে দুগ্ধ নিঃসরিল।
রক্ত না পড়িল সবে নয়নে দেখিল ॥
সুবাসিত কর্পূর তাম্বূল পুষ্প নিয়া।
যজ্ঞ পূর্ণ করে ধৌম্য বেদ উচ্চারিয়া ॥
ইন্দ্র যম বরুণেরে দিলেন আহুতি।
নৈঋ্ঁত কুবের আদি যত দিক্‌পতি ॥
ত্রিভুবনে দেবাসুর যত চরাচর।
সবারে আহুতি দেন ধর্ম্ম নরবর ॥
অগ্নি বিসর্জ্জিয়া ধৌম্য দক্ষিণা চাহিল।
রজত কাঞ্চন ধন প্রচুর পাইল ॥
শিখিধ্বজ রাজা তবে নিজ ঘোড়া লয়ে
যজ্ঞ করিলেন যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা পেয়ে ॥
যত আয়োজন ধর্ম্ম হইতে পাইল।
তুষ্ট হৈয়া শিখিধ্বজ যজ্ঞ সমাপিল ॥

ঋষি মুনিগণ সব যজ্ঞ সমাপিয়ে।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন মনে প্রীতি পেয়ে ॥
না হইল না হইবে সংসার ভিতর।
কৃষ্ণ সখা হেতু তব মহিমা বিস্তর ॥
যজ্ঞেতে কি কার্য্য তব শুন নৃপবর।
শত শত যজ্ঞফল কৃষ্ণের গোচর ॥
নারায়ণ উদ্দেশেতে নানা যজ্ঞ করে।
হেন কৃষ্ণ অবিরত তোমার গোচরে ॥
এত বলি মুনিগণ প্রশংসা করিয়া।
সবে গেল তপোবনে বিদায় হইয়া ॥
নিজালয়ে নৃপগণ বিদায় হইল।
তুরঙ্গ বারণ ধন সম্মান পাইল ॥
বিদায় দিলেন যুধিষ্ঠির সবাকারে।
বভ্রুবাহ রাজা তবে গেল মণিপুরে ॥
যুবনাশ্ব নরপতি বিদায় হইয়া
নিজালয়ে গেল তবে মনে প্রীতি পাইয়া ॥
নীলধ্বজ নিজ দেশে করিল গমন।
চন্দ্রহংস রাজা গেল আপন ভবন ॥
শিখিধ্বজ বীরব্রহ্মা গেল নিজপুরে।
মণিভদ্র চলিলেন আপন নগরে ॥
আপনার দেশে সবে করিল প্রয়াণ।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন দেব ভগবান ॥
বহুদিন আছি আমি হস্তিনানগরে।
অনুমতি দেহ আমি যাই দ্বারাপুরে ॥
যুধিষ্ঠির কন আমি কহিব কেমনে।
দ্বারকায় যাহ বাক্য না আসে বদনে ॥
ভীম বলিলেন আজ্ঞা দেহ নরবর।
সম্প্রীতে যাউক কৃষ্ণ দ্বারকানগর ॥
অনুজ্ঞা দিলেন রাজা ভীমের বচনে।
ত্বরান্বিত নারায়ণ দ্বারকা-গমনে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বিদায় হন সবাকার স্থানে।
প্রণাম করেন কৃষ্ণ কুন্তীর চরণে ॥
যুধিষ্ঠিরে প্রণাম করেন মহামতি।
আলিঙ্গন ভীমার্জ্জুন নকুল সংহতি ॥
সহদেবে আলিঙ্গন দিয়া অকপটে।
হলেন বিদায় তবে দ্রৌপদী নিকটে ॥
দারুক আনিয়া রথ যোগায় সত্বরে।
আরোহণ করিলেন হরি রথোপরে ॥
ভীষ্মক-দুহিতা আদি কৃষ্ণের রমণী।
দৈবকী প্রভৃতি করি কৃষ্ণের জননী ॥
সারথি-সংযুক্ত রথে কৃষ্ণের সহিতে।
বিদায় হইয়া গেল সবে দ্বারকাতে ॥
রহিলেন পঞ্চভাই হস্তিনানগরে।
রাজ্যসুখ ভোগ করে পঞ্চ সহোদরে ॥
শুনহ শ্রীজন্মেজয় কহিনু তোমারে।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ-কথা পূর্ণ এতদূরে ॥
অশ্বমেধ-যজ্ঞকথা শুনে যেই জন।
তাহারে করেন কৃপা দেব নারায়ণ ॥
অচলা কমলা তার থাকয়ে ভবনে।
আয়ুর্যশ বৃদ্ধি হয় এ কথা শ্রবণে ॥
কিন্তু যদি বিশ্বাস থাকয়ে নরপতি।
অন্তকালে স্বর্গে যায় ব্যাসের ভারতী ॥
বিজয়-পাণ্ডব-কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥
কাশীদাস রচিলেন পাঁচালীর কথা।
অশ্বমেধ পর্ব্ব সমাপ্ত হইল হেথা ॥

অশ্বমেধপর্ব্ব সমাপ্ত।

সচিত্র অষ্টাদশপর্ব্ব

মহাভারত

আশ্রমিকপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

ধৃতরাষ্ট্রের বৈরাগ্য ও বিদুরের সহিত কথোপকথন।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ মহামুনি।
তদন্তরে কি কর্ম্ম হইল কহ শুনি ॥
পিতামহ-উপাখ্যান অদ্ভুত চরিত্র।
তোমার প্রসাদে শুনি হইব পবিত্র ॥
অশ্বমেধ-যজ্ঞ-শেষে পিতামহগণ।
কি কি কর্ম্ম করিলেন কহ তপোধন ॥
কি করিল অন্ধরাজ সুবলনন্দিনী।
নারীগণ কি করিল কহ শুনি মুনি ॥
মুনি বলিলেন রাজা কর অবধান।
অতঃপর শুন পিতামহ-উপাখ্যান ॥
যজ্ঞ কর্ম্ম সমাপিয়া ভাই পঞ্চজন।
দিলেন ব্রাহ্মণগণে বহুবিধ ধন ॥
হেনমতে পঞ্চভাই হরিষ অন্তর।
নানা দান উৎসবাদি করে নিরন্তর ॥
যজ্ঞ বিনা তাহাদের অন্যে নাহি মতি।
ভ্রাতৃগণ সহ বঞ্চে ধর্ম্ম নরপতি ॥
সত্য ধর্ম্মশাস্ত্র আর প্রজার পালন।
দুষ্ট চোর খণ্ডে খণ্ডে বৈরীর মর্দ্দন ॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অবতার।
অনুক্ষণ ধর্ম্ম বিনা মতি নাহি আর ॥
দাস দাসী প্রজা আদি অনুগত জন।
রাজার পালনে সবে সদা হৃষ্টমন ॥
ভ্রাতৃগণ সহ তথা ধর্ম্মের নন্দন।
ইন্দ্রতুল্য ধৃতরাষ্ট্রে করেন সেবন ॥
ভীমার্জ্জুন আর দুই মাদ্রীর নন্দন।
সতত রহেন ধৃতরাষ্ট্রের সদন ॥
ভীমসেন মহাবীর পবন-নন্দন।
পূর্ব্ব দুঃখ অন্তরে না হয় পাসরণ ॥
স্মরিয়া সে সব দুঃখ ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস।
ক্রোধ করি অন্ধকে কহয়ে কটুভাষ ॥
কোন কর্ম্ম হেতু ভীমে কহে অন্ধরায়।
কর্ম্ম না করিয়া ভীম কটু কহে তায় ॥
পূর্ব্ব কথা বুঝি প্রায় হৈলে পাসরণ।
জতুগৃহে পোড়াইলে আমা পঞ্চজন ॥
খলমতি কদাচারী তুমি কুরুকুলে।
আমা সবা হিংসা করি সবংশে মজিলে ॥
শত পুত্র তব আমি করিনু সংহার।
তবু দুঃখ পাসরণ নহেত আমার ॥
এত বলি দুই বাহু করে আস্ফালন।
দন্ত কড়মড় করে অরুণ লোচন ॥
ভীম-বাক্যে ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বদা অস্থির।
অন্তরে অনল দহে কুরু-মহাবীর ॥
অর্জ্জুন সহিত দুই মাদ্রীর নন্দন।
ধৃতরাষ্ট্র-আজ্ঞাতে চলেন অনুক্ষণ ॥
ভীম-বাক্যজালে দহে নৃপ-কলেবর।
দ্বিগুণ পূর্ব্বের শোক দহয়ে অন্তর ॥
পুত্রগণ স্মরি রাজা করেন রোদন।
হায় বিধি হেন গতি করিলে এখন ॥

কোথা পুত্র দুর্য্যোধন বীর চূড়ামণি।
তোমার বিরহে রহে এ পাপ পরাণী ॥
এক পুত্র হৈলে লোকে আনন্দ অপার।
তোমা হেন শত পুত্র মরিল আমার ॥
হেলায় করিলে বশ পৃথিবীর রাজা।
ভৃত্যভাবে তোমার চরণে কৈল পূজা ॥
ইন্দ্রের বৈভব কৈলে পৃথিবী ভিতর।
তোমার জনক হেন হইল কাতর ॥
এইরূপে অনুতাপ করে অনুক্ষণ।
দুই এক দিন রাজা না করে ভোজন ॥
গান্ধারী প্রবোধ বহু করেন রাজারে।
সত্যধর্ম্ম বিচারিয়া বিবিধ প্রকারে ॥
অকারণে তাপ কেন কর নরপতি।
কর্ম্ম অনুরূপ রাজা শুভাশুভ গতি ॥
আপন কর্ম্মের ভোগ নাহিক এড়ান।
জানি অনুশোচন না করে জ্ঞানবান ॥
আমারে যেরূপ ভাব হৃদয়ে তোমার।
সেইরূপ তোমা প্রতি হৃদয় আমার ॥
ভীম প্রতি যেইরূপ তোমার হৃদয়।
সেইরূপ ভাবে ভীম শুন মহাশয় ॥
শিশুকাল হৈতে তুমি ভীমেরে হিংসিলে
অনেক মন্ত্রণা করি নানা দুঃখ দিলে ॥
তুমি দুষ্টভাব চিন্ত পবননন্দনে।
তোমারে সদয় ভীম হইবে কেমনে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে ভীম বড় দুরাচার।
একেশ্বর শত পুত্র মারিল আমার ॥
তাহারে দেখিলে মম সর্ব্ব অঙ্গ দহে।
দ্বিগুণ বাড়য়ে অগ্নি হৃদয়ে না সহে ॥
যুধিষ্ঠির-গুণকথা না যায় বর্ণন।
সাধুপুত্র গুণধাম ধর্ম্মের নন্দন ॥
ভীমের এরূপ ভাব সে কিছু না জানে।
না রহে জীবন মম ভীমের বচনে ॥
এইরূপে অন্ধ কহে গান্ধারী সহিত।
হেনকালে বিদুর হইল উপনীত ॥
প্রণমিয়া অন্ধেরে বিদুর মহামতি।
জিজ্ঞাসিল উচাটন কেন নরপতি ॥
কোন্ দুঃখে দুঃখী তুমি কহত আমারে।
ইষ্টদেব তুল্য তোমা সেবে যুধিষ্ঠিরে ॥
ভ্রাতৃগণে নিয়োজিল তোমার সেবনে।
অপর আছয়ে যত দাস দাসীগণে ॥
ধর্ম্মপথে যুধিষ্ঠির নহে বিচলিত।
আর চারি সহোদর তার মনোনীত ॥
রাজ্য অর্থ ধন আদি সকলি তোমার।
পিতৃতুল্য ভাবে তোমা ধর্ম্মের কুমার ॥
আপন ইচ্ছায় তব যেই মনে লয়।
যত ইচ্ছা দান ভোগ কর মহাশয় ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে তুমি কহিলে প্রমাণ।
বেদতুল্য তব বাক্য কভু নহে আন ॥
মম হিত উপদেশ যতেক কহিলা।
না শুনিনু তব বাক্য করি অবহেলা ॥
সেই হৈতে এই গতি হইল আমার।
তবে সুখ দুঃখ কথা কি আর বিচার ॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সর্ব্ব গুণাধার।
কোন দোষে দোষী নহে ধর্ম্মের কুমার ॥
পুত্রের অধিক মম করয়ে সেবন।
তার গুণে হৈল মম শোক নিবারণ ॥
কোন দোষে দোষী নহে রাজা যুধিষ্ঠির।
ভীম দুরাচার মম দহয়ে শরীর ॥
কোন কর্ম্ম হেতু যদি আমি কহি তারে।
কর্ম্ম না করিয়া কটু কহয়ে আমারে ॥
শত পুত্র মারি দুঃখ নহে নিবারণ।
দন্ত কড়মড় করে বাহু আস্ফালন ॥
ভীমের চরিত্র দেখি দহে মম কায়।
কি করিব কহ মোরে ইহার উপায় ॥
বিদুর কহেন রাজা স্থির কর মন।
ভীমের বচনে রাজা নহ উচাটন ॥
যদি যুধিষ্ঠির তোমা করে অনাদর।
তবে যেই চিত্তে লয় কর নরবর ॥
তুমি দোষভাব কর বৃকোদর প্রতি।
তোমারেও দুষ্টভাব করয়ে মারুতি ॥
ইহা জানি ভীম প্রতি ত্যজহ আক্রোশ।
যুধিষ্ঠির প্রতি তুমি নহ অসন্তোষ ॥

তোমারে বিমনা যদি শুনে ধর্ম্মরায় ।
এইক্ষণে আসিয়া পড়িবে তব পায় ॥
তুমি অসন্তোষ যদি হও নরপতি ।
রাজ্য ত্যজি বনে যাবে ধর্ম্ম নরপতি ॥
তাহারে প্রসন্নভাব হও নরনাথ ।
এত বলি বিদুর করিল প্রণিপাত ॥
পুনরপি ধৃতরাষ্ট্র সকরুণে কয় ।
যুধিষ্ঠিরে কোপ মম কদাচিত নয় ॥
আমি ধৃতরাষ্ট্র রাজা বিখ্যাত ভুবনে ।
মহাধনুর্দ্ধর পুত্র একশত জনে ॥
সকল সংহার মম করে যেই জন ।
তাহার পালিত হয়ে রাখিব জীবন ॥
ধিক্ ধিক্ জীবনে এমন ছার আশ ।
সংসার যুড়িয়া লজ্জা লোকে উপহাস ॥
দ্বিতীয় বাসব মম পুত্র দুর্য্যোধন ।
তাহা বিনা পাপ প্রাণ রহে এতক্ষণ ॥
এইরূপে অনুশোচ করি বহুতর ।
পুনঃ বিদুরের প্রতি করিল উত্তর ॥
অবধান কর ভাই বচন আমার ।
যে বিধান মনে আমি করেছি বিচার ॥
রাজ্যসুখ নানা ভোগ করিনু বিস্তর ।
মম সম সুখ নাহি ভুঞ্জে কোন নর ॥
অতঃপর চিত্তে সে সকল ক্ষমা দিব ।
বনেতে পশিয়া আমি যোগ আরম্ভিব ॥
রাজনীতি ধর্ম্ম হেন আছে পূর্ব্বাপর ।
শেষকালে প্রবেশিবে অরণ্য ভিতর ॥
অবশেষকাল মম হৈল উপনীত ।
যোগধর্ম্ম আচরণ হয় যে উচিত ॥
সত্য সত্য বনে যাব নাহিক সংশয় ।
যোগ আচরিব গিয়া কহিনু নিশ্চয় ॥
বিদুর বলেন রাজা কর অবধান ।
যতেক কহিলে সত্য কভু নহে আন ॥
রাজা হয়ে শেষকালে যাবে বনবাস ।
যোগ আচরিবে গিয়া করিয়া সন্ন্যাস ॥
বেদের বচন ইথে নাহিক সংশয় ।
কিন্তু এক কথা কহি শুন মহাশয় ॥
আপনিত বৃদ্ধ অতি শরীর দুর্ব্বল ।
শোকাতুর আত্মা অন্ধ নয়ন-যুগল ॥
অন্যত্র যাইতে তব নাহিক শকতি ।
ঘোর বনে কিমতে পশিবে নরপতি ॥
ভয়ঙ্কর বনজন্তু সিংহ ব্যাঘ্রগণ ।
প্রবল মহিষ গজ ঘোর দরশন ॥
কিমতে রহিবে তথা তাহা মোরে কহ ।
আর তাহে মহারাজ চক্ষে না দেখহ ॥
অপমৃত্যু হয় পাছে এই বড় ভয় ।
এই হেতু ইথে মোর চিত্ত নাহি লয় ॥
সে কারণে কহি আমি শুন মহারাজ ।
গৃহাশ্রমে থাকি রাজা চিন্ত যোগ কাজ ।
দ্বিজগণে দান দেহ নানাবিধ ধন ।
প্রবাল মুকুতা মণি রজত কাঞ্চন ॥
ভূমিদান অন্নদান কর নানা দান ।
পৃথিবীতে নাহি রাজা দানের সমান ॥
যাহা ইচ্ছা দান কর আপনার মনে ।
কৃষ্ণপদ চিন্তা কর বসিয়া নির্জ্জনে ॥
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ তব হবে এই মতে ।
পাইবে উত্তম গতি শুন নরপতে ॥
ধর্ম্মের নন্দন দেখ রাজা যুধিষ্ঠির ।
ভ্রাতৃ-মন্ত্রী-বন্ধু-শোকে আকুল শরীর ॥
তোমার সেবন হেতু করে গৃহবাস ।
তোমার এ মতি শুনি হইবে নিরাশ ॥
তোমা বিনা সকল ত্যজিবে ধর্ম্মরায় ।
ব্রহ্মচর্য্য আচরি কাননে পাছে যায় ॥
এই হেতু রাজা আমি কহি যে তোমায়
গৃহাশ্রমে রহি যোগ চিন্তা কর রায় ॥
ইহা বিনা উপায় নাহিক রাজা আর ।
মম মনে লয় রাজা এইত বিচার ॥
ধৃতরাষ্ট্র কহে তুমি পরম পণ্ডিত ।
তোমার বচন খ্যাত বেদের বিহিত ॥
যতেক কহিলে কিছু নাহি করি আন ।
কিন্তু এক কথা কহি কর অবধান ॥
করুণানিদান সেই নন্দের কুমার ।
একমনে ভজিলে সে করয়ে উদ্ধার ॥

সকল ইন্দ্রিয়গণ করি নিবারণ।
কায়মনোবাক্যেতে চিন্তিব নারায়ণ॥
গৃহাশ্রমে হেন শক্তি নাহিক আমার।
সে কারণে বনে যেতে করেছি বিচার॥
বনজন্তুগণ হেতু কহিলে প্রমাণ।
আপন অদৃষ্ট ফল নাহিক এড়ান॥
যা থাকে অদৃষ্টে তাহা অবশ্য হইবে।
পূর্ব্বার্জ্জিত ফল যাহা তাহা কে খণ্ডিবে॥
অভয় পদারবিন্দ করিয়া ভাবন।
সর্ব্ব ভয় হইতে হইব বিমোচন॥
ইহা ভিন্ন অন্য চিত্তে না লয় আমার।
বনবাসে যাইব কহিনু সারোদ্ধার॥
ধৃতরাষ্ট্র-মন বুঝি বিদুর সুমতি।
আশ্বাসিয়া বলে পুনঃ শুন নরপতি॥
তুমি যদি বনবাসে যাইবে নিশ্চয়।
আমিহ সংহতি তব যাব মহাশয়॥
আমি তব ভৃত্য তুমি আমার ঈশ্বর।
ঈশ্বর বিহনে কিবা করিবে কিঙ্কর॥
যথায় যাইবে তুমি যাইব সংহতি
তোমার যে গতি রাজা আমার সে গতি॥
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধ করিব বিধিমতে।
তার অনুমতি বিনা না পারি যাইতে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে তুমি কহ যুধিষ্ঠিরে।
সান্ত্বনা পূর্ব্বক কর্ম্ম বিবিধ প্রকারে॥
তুমি আমি গান্ধারী সঞ্জয় আদি করি।
নানামতে প্রবোধিব ধর্ম্ম-অধিকারী॥
এত শুনি বিদুর চলিল ধর্ম্মস্থানে।
বসিয়া আছেন ধর্ম্ম রত্নসিংহাসনে॥
পাত্রমিত্র ভ্রাতৃগণ চৌদিকে বেষ্টিত।
ব্রাহ্মণমণ্ডলী সঙ্গে ধৌম্য পুরোহিত॥
স্বধর্ম্মে করেন রাজ্য ধর্ম্মের নন্দন।
পুত্রবৎ পালেন যতেক প্রজাগণ॥
সর্ব্বজীবে সমভাব দয়ার শরীর।
ধর্ম্ম-অবতার ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির॥
যুধিষ্ঠির-গুণে বশ হৈল সর্ব্বজন।
শোক দুঃখ সকল হইল বিস্মরণ॥
প্রাতঃকালে উঠি রাজা করি স্নানদান।
পাত্রমিত্র ভ্রাতৃগণে করেন সম্মান॥
তদন্তরে দ্বিজগণে করিয়া সম্মান।
বিবিধ রতন দেন নাহি পরিমাণ॥
হেনমতে দান কর্ম্ম করি সমাপন।
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে করি সম্ভাষণ॥
সেবায় নিযুক্ত করি ভ্রাতৃ-বন্ধুগণে।
আজ্ঞা মাগি রাজকার্য্যে যান সেইক্ষণে॥
সিংহাসনে বসিয়া করেন রাজকাজ।
পাত্রমিত্র ভ্রাতা বন্ধু সহিত সমাজ॥
রাজকার্য্য অবসানে আসিয়া মন্দিরে।
ব্রাহ্মণে করেন পূজা নানা উপহারে॥
যাহাতে যাহার প্রীতি ভক্ষ্য দ্রব্য আদি।
সবারে করেন দান সহিত দ্রৌপদী॥
হেনমতে সবাকারে করিয়া সান্ত্বন।
পুনঃ ধৃতরাষ্ট্র স্থানে করেন গমন॥
যথোচিত তৃপ্ত করি অন্ধ নরবরে।
সেই মত গান্ধারীকে পূজেন সাদরে॥
ভোজন করেন রাজা বন্ধুগণ লৈয়া॥
এইমত নিত্যকর্ম্ম করি ধর্ম্মরায়।
সাধু সর্ব্ব গুণান্বিত অপ্রমিত কায়॥
ভারত আশ্রমপর্ব্ব অপূর্ব্ব আখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ধৃতরাষ্ট্রের বনগমনেচ্ছা শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের শোক।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ মুনিবর।
কহ শুনি কি কর্ম্ম হইল তার পর॥
মুনি বলে শুন কুরুকুল-অধিকারী।
বিদুর আইল যুধিষ্ঠির বরাবরি॥
রাজার নিকটে আসি বলয়ে বচন।
অবধানে শুন রাজা ধর্ম্মের নন্দন॥
পরম ভাজন তুমি সাধু সুপণ্ডিত।
তব গুণে বসুমতী হইল পূর্ণিত॥

তোমা হৈতে কুরুকুল পবিত্র হইল।
তোমার সমান রাজা না হবে না হৈল ॥
যত রাজধর্ম্ম নীতি শাস্ত্রেতে বাখানে।
সকল তোমাতে পূর্ণ তুমি পূর্ণ গুণে ॥
যেই কৃষ্ণ অনাদি পুরুষ সনাতন।
যাঁর তত্ত্ব না পান স্বয়ম্ভু পঞ্চানন ॥
আগমে কিঞ্চিৎ তত্ত্ব না পায় যাঁহার।
হেন প্রভু বশ হৈল গুণেতে তোমার ॥
ব্রাহ্মণ-সেবার গুণ কে বলিতে পারে।
সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সংসার ভিতরে ॥
ব্রাহ্মণের প্রীতে প্রীত দেব নারায়ণ।
এই হেতু দ্বিজসেবা কর অনুক্ষণ ॥
পাত্রমিত্র প্রজা বন্ধু সুহৃৎ সুজন।
সদয় হৃদয়ে কর সবার পালন ॥
এইমত বহুতর কহিয়া রাজারে।
কহিলেন শেষে ধৃতরাষ্ট্রের উত্তরে ॥
ধৃতরাষ্ট্র পাঠাইল তোমার সদনে।
এই ভিক্ষা দেহ মোরে প্রসন্নবদনে ॥
রাজার নিয়ম এই আছে পূর্ব্বাপর।
ক্ষত্রধর্ম্ম বিধিনীতি বেদের উত্তর ॥
রাজা হয়ে করিবেক প্রজার পালন।
দান যজ্ঞ ব্রত নানা ধর্ম্ম উপার্জ্জন ॥
শেষকালে তনয়েরে রাজ্যভার দিয়া।
বনবাস করিবেক যোগ আচরিয়া ॥
ফলমূলাহারী হয়ে করিবে বসতি।
সমাধি সাধিয়া লভিবেক দিব্যগতি ॥
সে কারণে ধৃতরাষ্ট্র পাঠাইল মোরে।
সান্ত্বনা পূর্ব্বক তোমা কহিবার তরে ॥
অবশেষ কাল দেখ হইল আমার।
কুলধর্ম্মমত আমি করিব আচার ॥
যথাশক্তি কিছুমাত্র যোগ আচরিব।
তব অনুমতি হৈলে কাননে পশিব ॥
প্রসন্ন হৃদয় হয়ে কর অনুমতি।
এই ভিক্ষা তব স্থানে মাগে কুরুপতি ॥
বিদুর-বচন শুনি যেন বজ্রাঘাত।
পড়িল অস্থির হয়ে পাণ্ডবের নাথ ॥
কি বলিলে খুল্লতাত নিষ্ঠুর বচন।
কোন্ দোষে জ্যেষ্ঠতাত করেন বর্জ্জন ॥
জ্যেষ্ঠতাত মোরে যদি ত্যজিবে নিশ্চয়।
তবে আর কিসের আমার গৃহাশ্রয় ॥
আমিও সন্ন্যাসী হৈয়া যাব বনবাসে।
কি করিব ধন জন বন্ধু গ্রাম দেশে ॥
এত বলি যুধিষ্ঠির আকুল-হৃদয়।
বিদুর সহিত যান অন্ধের আলয় ॥
অন্ধের পদে ধরি কান্দেন ধর্ম্মরায়।
কোন্ দোষে যাহ তুমি ত্যজিয়া আমায় ॥
রাজ্য দেশ ধন জন সকলি তোমার।
তোমা বিনা পাণ্ডবের কেবা আছে আর ॥
কোন্ দোষে দোষী আমি হৈনু তব পদে
বালকেরে ত্যাগ কর কোন্ অপরাধে ॥
আমি রাজা হতে যদি দুঃখ তব মনে।
আজি অভিষেক করি তোমার নন্দনে ॥
যুযুৎসুরে অভিষেক করিব এখনি।
হস্তিনার পাটে তারে দিব রাজধানী ॥
তোমার কিঙ্কর আমি তুমি মম প্রভু।
তব আজ্ঞা বিচলিত নহি আমি কভু ॥
ক্ষমা কর অপরাধ হয়ে সুপ্রসন্ন।
নহে আমি এইক্ষণে হই অবসন্ন ॥
এইরূপে যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাতৃগণ।
লোটাইয়া ধরিলেন অন্ধের চরণ ॥
তুষ্ট হয়ে অন্ধ কহে ধর্ম্মের নন্দনে।
কোন দোষে দোষী তুমি নহ মম স্থানে ॥
ইষ্টদেব তুল্য তুমি করহ সেবন।
তব গুণে হইল সে শোক পাসরণ ॥
সর্ব্ব সুখ ভুঞ্জিলাম তোমার কল্যাণে।
অবশেষ কাল আসি হৈল এইক্ষণে ॥
পরকাল চিন্তিবারে হয়ত উচিত।
ইথে অসম্মত তাত নহ কদাচিত ॥
তুমি সাধু শুদ্ধমতি তুমি গুণবান।
পৃথিবীর মধ্যে তাত তোমার বাখান ॥
আমা হতে দুঃখ পাইয়াছ বহুতর।
সে সব স্মরণে মম বিদরে অন্তর ॥

ধর্ম্মবলে সকল সঙ্কটে হলে পার ।
শত্রু জিনি উদ্ধারিলে নিজ রাজ্যভার ॥
স্বচ্ছন্দে ভুঞ্জহ রাজ্য আমার পীরিতি ।
নানা ধন উপার্জ্জন কর রাজনীতি ॥
বন্ধুগণ পালহ পালহ প্রজাগণ ।
উদ্বেগ ছাড়িয়া রাজকার্য্যে দেহ মন ॥
যুযুৎসু আছয়ে যেই আমার নন্দন ।
বৈশ্যার উদরে জন্ম বিখ্যাত ভুবন ॥
রাজ্যযোগ্য সেই জন নহে কদাচন ।
আপনি তাহারে তুমি করিবে পালন ॥
এই ভিক্ষা মাগি আমি শুন ধর্ম্মরায় ।
মায়া মোহ ছাড়ি মোরে করহ বিদায় ॥
এত বলি করিলেন মস্তক চুম্বন ।
বহু আশীর্ব্বাদ কৈল অম্বিকানন্দন ॥
কান্দেন চরণে ধরি ধর্ম্মের তনয় ।
বালকের প্রতি তাত না হও নির্দ্দয় ॥
যত ইচ্ছা ধন রত্ন দ্বিজে দেহ দান ।
গৃহাশ্রমে থাকি কর যোগ জপ ধ্যান ॥
দারুণ ভারত যুদ্ধে হৈল কুলক্ষয় ।
সেই তাপে সদা মম দহিছে হৃদয় ॥
তোমার কারণে আমি করি গৃহবাস ।
পূর্ব্বেতে যাইতেছিনু লইয়া সন্ন্যাস ॥
রাজ্যধন অর্থে মোর নাহি প্রয়োজন ।
সকল সম্পদ মম তোমার চরণ ॥
তোমার বিহনে মোর না রহিবে প্রাণ ।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান ॥
এইমত ধর্ম্মরাজ করেন মিনতি ।
সান্ত্বাইতে না হইল কাহার শকতি ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত ।
একমনে সাধু সব পীয়ে অবিরত ॥

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর কথোপকথন ।

এইরূপে অন্ধরাজ ভাবিতে চিন্তিতে ।
কাটালেন পঞ্চদশ বর্ষ হস্তিনাতে ॥
ভোজনে না রুচে অন্ন নিদ্রা নাহি হয় ।
নিরন্তর অন্ধরাজ চিন্তিত হৃদয় ॥
কি করিব কি হইবে চিন্তা অনুক্ষণ ।
গৃহবাস হৈল মোর নিগড় বন্ধন ॥
যুধিষ্ঠির কদাচিত না ছাড়িবে মোরে ।
কি কর্ম্ম করিব সিদ্ধ গৃহকারাগারে ॥
কিমতে যাইব বনে না দেখি উপায় ।
দুই চক্ষুহীন বিধি করিল আমায় ॥
কোন্ রূপে পরলোকে পাইব সদ্গতি ।
কোন্ রূপে ধর্ম্মপথে মজিবেক মতি ॥
এই অনুশোচ করে দিবস রজনী ।
গান্ধারীরে চাহি বলে কুরু নৃপমণি ॥
অবধান কর দেবি বচন আমার ।
গৃহবাস হৈল মোর মহা কারাগার ॥
পরবশবর্ত্তী হয়ে আজন্ম বঞ্চিনু ।
আপনার বংশ আমি আপনি নাশিনু ॥
পাপ চেষ্টা করি জন্ম গেল মিছা কাজে ।
কিরূপে পাইব ত্রাণ ভবসিন্ধু মাঝে ॥
না দেখি উপায় ভবসিন্ধু ঘোরতর ।
কিরূপে হইব পার দুরন্ত সাগর ॥
এখন না চিন্তি যদি ইহার উপায় ।
নিশ্চয় ঠেকিব ঘোর শমনের দায় ॥
সে ভয়ে তারণকর্ত্তা প্রভু নারায়ণ ।
ভক্তি বিনা বশ প্রভু নহে কদাচন ॥
অভয় পদারবিন্দে ভক্তি আছে যার ।
হেলায় তরিবে সেই এ ভবসংসার ॥
হেন প্রভু ভক্তি আমি করিব কেমনে ।
উপায় নাহিক মম এ ছার জীবনে ॥
গান্ধারী বলয়ে রাজা কহি সারোদ্ধার ।
নিজ কর্ম্ম সাধিবারে হয় ত বিচার ॥
ব্রহ্মচর্য্য আচরণ হয় ত বিধান ।
হরিভক্তি বিনা রাজা কর্ম্ম নাহি আন ॥
যুধিষ্ঠির ছাড়িয়া না দিবে কদাচিত ।
না মানিব উপরোধ যাইব নিশ্চিত ॥
তপোবনে প্রবেশিয়া তপ আচরিব ।
যোগ আচরিয়া ভবসিন্ধু পার হব ॥

ইহা বিনা কিবা আর আছয়ে উপায়।
ইথে অসম্মত কেন হয় ধর্ম্মরায়॥
এইরূপে বিচার করয়ে দুইজন।
নিশ্চয় যাইব বনে নাহি নিবারণ॥
ভারত আশ্রমপর্ব্ব অপূর্ব্ব কথন।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন॥

ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুরের অরণ্যযাত্রা শ্রবণে কুন্তীর আগমন।

রজনী প্রভাত, উঠি নরনাথ,
বিদুরে ডাকিয়া আনি।
গদ গদ স্বরে, কহেন বিদুরে,
ধৃতরাষ্ট্র নৃপমণি॥
এস ভাই মোর, প্রাণের দোসর,
সাধু সর্ব্ব গুণাশ্রয়
দেব-গুরু জিনি, বুদ্ধিমন্ত গণি,
ক্ষিতি সম ক্ষমাময়॥
তুমি মোর মন, আত্মা প্রাণ ধন,
হিত উপদেশ কহ
অতঃপর আমি, হব বনগামী,
এই যুক্তি ভাই দেহ॥
ধর্ম্মের নন্দন, শুনিলে এমন,
যাইতে না দিবে মোরে
আপন ইচ্ছায়, যাব সর্ব্বদায়,
উপরোধে কিবা করে॥
ঘোর তপোবনে, পশিব কেমনে,
যুক্তি দেহ মোরে।
এত শুনি কথা, নোয়াইয়া মাথা,
ক্ষত্তা কহে যোড়করে॥
আমি তব ভৃত্য, আজন্ম পালিত,
আমার ঈশ্বর তুমি
তুমি যদি বন, করিবে গমন,
কি আর করিব আমি॥
সংহতি যাইব, বনে প্রবেশিব,
তথায় করিব সেবা
যে গতি তোমার, সে গতি আমার,
স্বামী পরিহারে কেবা॥
বিদুর-বচন, শুনিয়া রাজন,
প্রশংসিল বহুতর।
ত্যজিয়া বসন, বাকল পিন্ধন,
করিলেন নৃপবর॥
গান্ধারী সুন্দরী, পতি অনুসারি,
বাকল কৈল পিন্ধন।
জটা করি কেশে, তপস্বীর বেশে,
বসিয়াছে তিনজন॥
হেনই সময়, আইল সঞ্জয়,
ধৃতরাষ্ট্র-সম্ভাষণে।
করি প্রণিপাত, যুড়ি দুই হাত,
নিবেদয়ে সকরুণে॥
হের নরপতি, কর অবগতি,
তোমার কিঙ্কর আমি
তোমার বিহনে, কি কাজ জীবনে,
সঙ্গে লহ মোরে তুমি॥
বিদুর সঞ্জয়, অম্বিকাতনয়,
সুবলনন্দিনী আর
শুভক্ষণ করি, গৃহ পরিহরি,
বনে কৈল আগুসার॥
হেনকালে তথা, ভোজের দুহিতা,
পাইয়া সে সমাচার।
ত্যজিয়া মন্দির, হইল বাহির,
ত্যজি পুত্র পরিবার॥
তপস্বিনীবেশে, আসি অন্ধপাশে,
প্রণমিয়া কহে বাণী।
ওহে কুরুপতি, তোমার সংহতি,
কাননে যাইব আমি॥
সঙ্গে লহ মোরে, যাহ যথাকারে,
আমি অনুগত জনা।
তোমার প্রসাদে, তরিব আপদে,
করিব কৃষ্ণভজনা॥
শুনিয়া রাজন, আশ্বাস বচন,
দিলেন কুন্তীর তরে।

শুনি ভোজসুতা, হৈল হরষিতা,
গান্ধারী হৃষ্ট অন্তরে ॥
ভারত শ্রবণ, কারণ তারণ,
এই মনে মোর আশ।
কৃষ্ণদাসাগ্রজ, কৃষ্ণপদাম্বুজ,
বন্দি কহে কাশীদাস ॥

ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী বিদুর ও সঞ্জয়ের যাত্রা।

ধৃতরাষ্ট্র রাজা যায় গহন কানন।
শুনিয়া ব্যাকুলচিত্ত ধর্ম্মের নন্দন ॥
ভ্রাতৃগণ কৃষ্ণা সহ আসি দৌড়াদৌড়ি।
অন্ধরাজ গান্ধারী কুন্তীর পায়ে পড়ি ॥
ধূলায় ধূসর হৈয়া করেন ক্রন্দন।
অনাথ হইল আজি পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
কোন্ অপরাধে পিতা ত্যজহ আমারে।
আর মোর কেবা আছে সংসার ভিতরে ॥
পিতৃশোক না জানিনু তোমার কারণে।
সর্ব্ব শোক পাসরিনু তোমা দরশনে ॥
তোমার বিহনে সব হৈল অন্ধকার।
কোন্ সুখে গৃহেতে রহিব মোরা আর ॥
কি দেখি ধরিব প্রাণ উপায় কি হবে।
তোমার সহিত তাত বনে যাব সবে ॥
এইরূপে যুধিষ্ঠির কান্দিয়া অপার।
প্রবোধ করেন সবে অশেষ প্রকার ॥
বিদুর সঞ্জয় দোঁহে বিচারিয়া মনে।
ডাকিয়া নিভৃতে কহে মাদ্রীর নন্দনে ॥
রাজার নন্দিনী কুন্তী রাজার গৃহিণী।
জনম দুঃখেতে গেল হেন অনুমানি ॥
এতদিনে নিষ্কণ্টক হৈল বসুমতী।
কতদিন সুখ ভুঞ্জ সবার সম্মতি ॥
তোমরা উভয়ে তাঁর অতি প্রিয়তর।
কুন্তীরে প্রবোধ দেহ দুই সহোদর ॥
তোমা দোঁহাকার স্নেহ নারিবে ছাড়িতে।
যাইতে নারিবে কুন্তী হেন লয় চিতে ॥

এত শুনি দুই ভাই চলিল তখন।
জননীর পদে ধরি কান্দে দুই জন ॥
কোথাকারে যাহ মাতা নির্দ্দয়া হইয়া।
কি মতে বঞ্চিব মোরা তোমা না দেখিয়া ॥
যদি আমা দোঁহে ছাড়ি যাইবে কাননে।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমানে ॥
এত বলি কান্দে দোঁহে উচ্চরব করি।
ব্যাকুল হইল চিত্তে ভোজের কুমারী ॥
কি করিব ইহার উপায় নাহি দেখি।
কহিতে লাগিল কুন্তী দ্রৌপদীরে ডাকি ॥
তুমি সাধ্বী পতিব্রতা লক্ষ্মী অবতার।
এই বাক্য প্রতিপাল্য করিবে আমার ॥
এই দুই পুত্র মোর প্রাণের সমান।
ইহাদিগে পালিবে হইয়া সাবধান ॥
আমারে পাসরে যেন তোমার পালনে।
অনুমতি কর মাতা যাই আমি বনে ॥
এত বলি শিরোদেশে করিল চুম্বন।
প্রণমিয়া যাজ্ঞসেনী করয়ে রোদন ॥
পঞ্চপুত্র কোলে করি ভোজের নন্দিনী।
শিরে চুম্ব দিয়া কহে আশীর্ব্বাদ বাণী ॥
বিবিধ প্রকারে প্রবোধিয়া পঞ্চজনে।
চলিলেন কুন্তীদেবী ধৃতরাষ্ট্র সনে ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সবে প্রবোধ না মানে।
শোকের নাহিক অন্ত ভাই পঞ্চজনে ॥
মা মা বলি যুধিষ্ঠির ডাকেন সঘনে।
এমন নির্দ্দয়া মাতা হৈলা কি কারণে ॥
সহদেব নকুল এ ভাই দুইজনে।
তিলেক না জীবে মাতা তোমার বিহনে ॥
পূর্ব্বে যবে বনে পাঠাইল দুর্য্যোধন।
মম সঙ্গে বনে গেল ভাই চারিজন ॥
ঝরিত নয়ন সদা তোমার বিহনে।
তোমার ভাবনা বিনা অন্য নাহি মনে ॥
তদন্তরে তোমার পাইয়া দরশন।
তিলেক বিচ্ছেদ নহে ভাই দুই জন ॥
তোমার বিচ্ছেদে তারা না ধরিবে জীব।
কেমন প্রকারে আমি দোঁহে প্রবোধিব ॥

কেমনে চলিলা মাতা নির্দ্দয়া হইয়া।
এই দুই বালকেরে না দেখ চাহিয়া॥
মম সম ভাগ্যহীন নাহি তিন লোকে।
জনম অবধি মজিলাম দুঃখ শোকে॥
ছার রাজ্য ধন জন ছার গৃহবাস।
তোমা বিনা হৈল মম সকল নিরাশ॥
এত বলি যুধিষ্ঠির করেন ক্রন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি কুন্তী করিল চুম্বন॥
শোকেতে কাতর তাত হও কি কারণে।
সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম তাত জানহ আপনে॥
কৃপায় করিবে তাত সবার পালন।
অনুমতি কর তাত আমি যাই বন॥
এত বলি সহদেব নকুলে লইয়া।
দ্রৌপদীর হাতে হাতে দিল সমর্পিয়া॥
সবারে বিদায় করে ভোজের কুমারী।
দাঁড়াইল গিয়া ধৃতরাষ্ট্র বরাবরি॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির যত বধূগণ।
দুঃশলা সুন্দরী আদি কান্দে সর্ব্বজন॥
হাহাকার করি সবে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
আমা সবা ছাড়ি কোথা যাহ নৃপবরে॥
হাহা বিধি কি উপায় করিব এখন।
এত ক্লেশে পাপপ্রাণ রহে কি কারণ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সবে শিরে মারে ঘাত।
তোমা বিনা আজি মোরা হইনু অনাথ॥
গড়াগড়ি যায় সবে ধূলায় ধূসর।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় ভূমির উপর॥
দেখিয়া ব্যথিত হৈল বিদুর সুমতি।
ডাক দিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির প্রতি॥
শোক ত্যজ শুন রাজা আমার বচন।
আমা সবাকার শোক কর নিবারণ॥
ইহা সবাকার প্রতি করহ আশ্বাস।
প্রবোধিয়া সবাকারে লহ গৃহবাস॥
ধর্ম্মের নন্দন তুমি ধর্ম্ম-অবতার।
তোমার এতেক মোহ অতি অবিচার॥
সবারে সান্ত্বনা করি স্থির কর মন।
তোমারে বুঝায় হেন আছে কোন্ জন॥

এইরূপে বিদুর কহিল বহুতর।
অনেক সান্ত্বনা কৈল পঞ্চ সহোদর॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন বিদুরের প্রতি।
হের অবধান কর বিদুর সুমতি॥
এ সময়ে ব্রাহ্মণেরে দিব কিছু দান।
কিছু ধন মাগি আন ধর্ম্মরাজ স্থান॥
অন্ধের বচনে ক্ষত্তা কহে যুধিষ্ঠিরে।
কিছু ভিক্ষা মাগে তোমা অন্ধ নৃপবরে॥
ধর্ম্ম বলিলেন ভিক্ষা কিসের কারণ।
তাঁহারি সকল রাজ্য প্রজা ধন জন॥
আমি আদি সকল বিক্রীত তাঁর পায়।
হেন বাক্য কহিবারে তাঁরে না যুয়ায়॥
এত বলি যুধিষ্ঠির ডাকি ভ্রাতৃগণে।
ধন আনিবারে আজ্ঞা দিলেন তখনে॥
ধর্ম্মরাজ-আজ্ঞা পেয়ে চারি সহোদর।
ভাণ্ডার হইতে ধন আনে বহুতর॥
প্রবাল মুকুতা স্বর্ণ মণি মরকত।
বিবিধ রতন রাশি কৈল শত শত॥
হরিষেতে অন্ধরাজ গান্ধারী সহিত।
দ্বিজগণে ধনদান কৈল অপ্রমিত॥
ভূমিদান অন্নদান করিল বিস্তর।
হস্তী ঘোড়া ধেনু বৎস রত্ন বহুতর॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি রাজা দুর্য্যোধন।
সবাকার নাম ধরি দ্বিজে দিল ধন॥
দানেতে তুষিয়া সব ব্রাহ্মণমণ্ডল।
বনে যেতে অন্ধরাজ হইল বিকল॥
বহু আশীর্ব্বাদ কৈল ভাই পঞ্চজনে।
আলিঙ্গন শিরোঘ্রাণ করিল চুম্বনে॥
প্রণমিয়া পঞ্চভাই কান্দে উভরায়।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিল গান্ধারীর পায়॥
আশীর্ব্বাদ কৈল দেবী প্রসন্ন বদনে।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া ভাই পঞ্চজনে॥
একে একে সবাকারে করিয়া বিদায়।
বনবাসে গমন করিল কুরুরায়॥
গান্ধারীর স্কন্ধে আরোপিয়া বাম্য হাত
আস্তে আস্তে চলিলেন কুরুকুলনাথ॥

গান্ধারীর বাম্যভাগে চলিল সঞ্জয় ।
অগ্রে অগ্রে চলিলেন ক্ষত্তা মহাশয় ॥
হেনমতে অন্ধরাজ চলেন কানন ।
দেখিবারে আইল সকল প্রজাগণ ॥
বাল বৃদ্ধ যুবা ধায় কুলবধূগণে ।
ধৃতরাষ্ট্র-বেশ দেখি কান্দে সর্ব্বজনে ॥
ওহে অন্ধরাজ তুমি যাহ কোথাকারে ।
কি হেতু তপস্বীবেশ ধরেছ শরীরে ॥
দুই চক্ষু অন্ধ তব অথর্ব্ব শরীর ।
কিমতে ছাড়েন তোমা রাজা যুধিষ্ঠির ॥
বাহুড় বাহুড় রাজা না যাও কাননে ।
তোমার বিহনে রাজা জীবে কোন্ জনে ॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অবতার ।
সেবিবে তোমায় তেঁই ধর্ম্মের আচার ॥
এইরূপে চতুর্দ্দিকে কান্দে সর্ব্বজন ।
প্রবোধিয়া ধৃতরাষ্ট্র চলিল কানন ॥
পথ দেখাইয়া ক্ষত্তা আগে আগে যায় ।
কুরুক্ষেত্র নিকটে আইল কুরুরায় ॥
তথা হৈতে চলি গেল জাহ্নবীর কূলে ।
স্নান দান করিলেন নামি গঙ্গাজলে ॥
তবে বসি গঙ্গাতীরে কথোপকথনে ।
সেই নিশা বঞ্চিল জাহ্নবী-জলপানে ॥
রজনী প্রভাত হৈল সূর্য্যের উদয় ।
প্রভাতে উঠিয়া তবে বিদুর সঞ্জয় ॥
গেল গঙ্গার পশ্চিম দ্বৈপায়ন-বন ।
নানাবিধ বৃক্ষলতা শোভিত কানন ॥
বন দেখি আনন্দিত বিদুর সঞ্জয় ।
হেথায় বঞ্চিব হেন চিন্তিত হৃদয় ॥
দুইখানি কুটীর রচিল সেইখানে ।
মুনিগণ নিবসয়ে তার সন্নিধানে ॥
সম্ভাবিয়া মুনিগণে করিয়া বিনয় ।
অন্ধের নিকটে গেল বিদুর সঞ্জয় ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সহিত ভোজসুতা ।
সবে লয়ে কুটীরে আইল পুনঃ ক্ষত্তা ॥
কানন-নিবাসী যত মুনি ঋষিগণ ।
আইল করিতে ধৃতরাষ্ট্রে সম্ভাষণ ॥
যথাবিধি সবাকারে পূজিয়া সাদরে ।
হরষিতে জিজ্ঞাসিল অন্ধ নরবরে ॥
মহামুনি ঋষিগণ ধৃতরাষ্ট্র-প্রীতে ।
আশ্রম করিয়া রহিলেন চতুর্ভিতে ॥
দেখিয়া পাইল প্রীতি অন্ধ নরবরে ।
ব্রহ্মচর্য্য আচরিল শুদ্ধ কলেবরে ॥
নিকটে জাহ্নবী-নীরে স্নানদান করি ।
হোমকর্ম্ম সমাপিল কুরু-অধিকারী ॥
গৃহমধ্যে কুশাসন করিয়া স্থাপন ।
পূর্ব্বমুখে বসে রাজা করি যোগাসন ॥
হৃদয়ে পরম পদ চিন্তিয়া সাদরে ।
মন্ত্র জপ করে অন্ধ ভক্তি পুরঃসরে ॥
নিকটে বিদুর আর সঞ্জয় সুমতি ।
যোগাসন করি দোঁহে করিলেন স্থিতি ॥
এইরূপে সকলে বসিল যোগাসনে ।
মন্ত্র ধ্যান করিয়া জপেন শুভক্ষণে ॥
দিনশেষে বিদুর সঞ্জয় দুইজন ।
ফল মূল আনি সবে করিল ভক্ষণ ॥
পুণ্যকথা আলাপনে বঞ্চিয়া রজনী ।
হেনমতে কাননে রহিল নৃপমণি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

বনে ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে পাণ্ডবদের গমন ।

মুনি বলে শুন জন্মেজয় নরপতি ।
গৃহে যান ধর্ম্মরাজ শোকাকুল মতি ॥
ভীমার্জ্জুন মাদ্রীসুত পাঞ্চাল-কুমারী ।
ধৃতরাষ্ট্র-বধূগণ দুঃশলা সুন্দরী ॥
শোকাকুল হয়ে সবে কান্দে সর্ব্বজন ।
রজনী দিবস শোক নহে নিবারণ ॥
ধর্ম্ম-অগ্রে কান্দি কহে মাদ্রীর তনয় ।
এতদিনে মৃত্যুকাল হইল নিশ্চয় ॥
ধরিতে না পারি প্রাণ জননী বিহনে ।
দশদিক অন্ধকার লাগে রাত্রিদিনে ॥

ভোজনে না রুচে অন্ন শুন মহাশয়।
রজনী দিবস চক্ষে নিদ্রা নাহি হয় ॥
এইক্ষণে যদি আমি নাহি দেখি মায়।
অবশ্য মরিব দোঁহে কহিনু নিশ্চয় ॥
এত বলি দুই ভাই কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ভূমির উপরে ॥
ভীমসেন অর্জ্জুন কান্দেন দুইজন।
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা কান্দে অনুক্ষণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র-বধূগণ করে হাহাকার।
রাত্রিদিন শোক বিনা অন্য নাহি আর ॥
কান্দিয়া রাজার প্রতি কহে সর্ব্বজন।
নিশ্চয় না রহে প্রাণ শুনহ রাজন ॥
কুরুকুলনাথ অন্ধ সুবলনন্দিনী।
বিদুর সঞ্জয় আর কুন্তী ঠাকুরাণী ॥
তাঁহা সবা বিহনে জীবন নাহি রয়।
ইহার বিধান শীঘ্র কর মহাশয় ॥
এ শোক-সাগরে কেহ তিলেক না জীবে।
যথা গেল অন্ধরাজ তথা যাব সবে ॥
এইরূপে নৃপতিরে কহে সর্ব্বজন।
শুনিয়া ভাবিত চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন ॥
রজনী দিবস কান্দে মাদ্রীর তনয়।
ত্যজিবে শরীর দোঁহে হেন মনে লয় ॥
কোনমতে প্রবোধ না মানে দুই ভাই।
পুরজন আদি শোকে কাতর সবাই ॥
অন্যমতে নহে এই শোক নিবারণ।
জ্যেষ্ঠতাত নিকটেতে যাইব কানন ॥
সবারে কাতর দেখি হবেন সদয়।
বাহুড়িয়া আসিবেন হেন মনে লয় ॥
এইরূপ অনুমানি ধর্ম্মের নন্দন।
সবারে আশ্বাস করি প্রবোধিয়া কন ॥
শোক দুঃখ ছাড়ি সবে স্থির কর মন।
সেই বনে সবে মোরা করিব গমন ॥
রাজার কথায় সবে তুষ্ট হয়ে মনে।
সেইক্ষণে বাহির হইল সর্ব্বজনে ॥
র পঞ্চ ভাই দ্রৌপদী সহিত।
উগ্রসেনী সুভদ্রা উত্তরা পরীক্ষিত ॥

ধৃতরাষ্ট্র-বধূগণ দুঃশলা সুন্দরী।
লিখনে না যায় যত চলে পুরনারী ॥
বিবিধ বাহনে চলে আর পদব্রজে।
পঞ্চম শব্দেতে তাহে নানা বাদ্য বাজে ॥
পূর্ব্বেতে ভারতযুদ্ধে সৈন্যের সাজনী।
তেমনি সাজিল অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ॥
তাহা সবাকার যত ছিল নারীগণে।
সবাই চলিল ধৃতরাষ্ট্র-দরশনে ॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হেন অনুমানি।
মহারোলে কম্পমান হইল মেদিনী ॥
হেনমতে ধর্ম্মরাজ চলিল ত্বরিত।
দ্বৈপায়ন কাননেতে হৈল উপনীত ॥
গঙ্গাজলে স্নান করি প্রবেশি কাননে।
চলিলেন পঞ্চ ভাই সহ নারীগণে ॥
বসি আছে ধৃতরাষ্ট্র কুটীর ভিতর।
মৌনভাবে একাসনে যুড়ি দুই কর ॥
প্রণমিয়া পঞ্চ ভাই অন্ধের চরণে।
জ্যেষ্ঠতাত বলিয়া ডাকেন পঞ্চজনে ॥
সমাধি ত্যজিয়া অন্ধ শুনিবারে পায়।
কে তুমি বলিয়া জিজ্ঞাসেন অন্ধরায় ॥
শুনি যুধিষ্ঠির কহিলেন সবিনয়।
তব ভৃত্য যুধিষ্ঠির শুন মহাশয় ॥
এত শুনি অন্ধ যুধিষ্ঠিরে কোলে নিল।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া শুভ জিজ্ঞাসিল ॥
কহ তাত পুরের কুশল সমাচার।
মঙ্গলে আছে ত সব বন্ধু পরিবার ॥
যুধিষ্ঠির বলে তাত কি কহিব আর।
তোমার সাক্ষাতে এই সব পরিবার ॥
আপনি রহিলে আসি কানন ভিতরে।
তোমা না দেখিয়া সবা হৃদয় বিদরে ॥
কহ তাত কোথা মম গান্ধারী জননী।
কোথা কুন্তী মাতা মম ভোজের নন্দিনী ॥
খুল্লতাত কোথা সে বিদুর মহাশয়।
তাঁ সবারে না দেখিয়া প্রাণ বাহিরায় ॥
এত শুনি কহিতে লাগিল কুরুপতি।
ও কুটীরে তব মাতা গান্ধারী সংহতি ॥

বিদুরের সমাচার নিশ্চয় না জানি।
জীয়ে কি না জীয়ে ভাই কত্তা গুণমণি ॥
অনশনব্রত করি ত্যজিয়া আহার।
একেশ্বর গেল কত্তা নিকটে গঙ্গার ॥
চারিদিন আমা সহ নাহি দরশন।
জীয়ে কি না জীয়ে ভাই কর অন্বেষণ ॥
শুনিয়া ব্যাকুল ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
চলিলেন গঙ্গাতীরে অন্তর অস্থির ॥
গঙ্গাতীরে বটমূলে দেখি একেশ্বর।
দীর্ঘ জটাভার পড়িয়াছে পৃষ্ঠোপর ॥
করপুটে বসিয়া আছেন মহাশয়।
প্রণাম করেন গিয়া ধর্ম্মের তনয় ॥
আছে কি না আছে প্রাণ না জানি নিশ্চয়
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয় ॥
ওহে খুল্লতাত বলি ডাকে ঘনে ঘন।
কৃতাঞ্জলি করি ডাকে ভাই পঞ্চজন ॥
ওহে মহাশয় পাণ্ডবের প্রাণদাতা।
ভৃত্যগণ ডাকে তোমা উঠি কহ কথা ॥
বিষম সঙ্কটে রক্ষা কৈলে পুনঃ পুনঃ।
যুধিষ্ঠির ডাকয়ে উত্তর নাহি কেন ॥
ওহে খুল্লতাত কেন না শুন শ্রবণে।
কোন্ অপরাধে এত কোপ কৈলে মনে
এইরূপে পঞ্চভাই করেন রোদন।
আকাশ বিমানে থাকি দেখে দেবগণ ॥
দুই আঁখি নিয়োজিল যুধিষ্ঠির পানে।
বিদুরের তেজ নিঃসরিল সেইক্ষণে ॥
দ্বিতীয় দেখয়ে যেন রবির কিরণ।
যুধিষ্ঠির-অঙ্গে লিপ্ত হইল তখন ॥
আকাশে অমরগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।
জয় জয় শব্দ হৈল অমরনগরে ॥
ভ্রাতৃগণে বলিলেন রাজা যুধিষ্ঠির।
দ্বিগুণ হইল তেজ আমার শরীর ॥
পূর্ব্বের যতেক তেজ অঙ্গে মম ছিল।
অকস্মাৎ এখন দ্বিগুণ তেজ হৈল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

বিদুরের দেহত্যাগে সকলের বিলাপ ও ব্যাসের সান্ত্বনা।

বিদুরে লইয়া কান্দিছেন পঞ্চজন।
হেনকালে আইলেন মুনি দ্বৈপায়ন ॥
মুনি দেখি প্রণমিল পঞ্চ সহোদরে।
খুল্লতাত বলি কান্দে সবে উচ্চৈঃস্বরে ॥
প্রবোধিয়া মুনিবর কহেন বচন।
অকারণে শোক কর ধর্ম্মের নন্দন ॥
আপনি কি নাহি জান রাজা যুধিষ্ঠির।
তোমার বিদুরে হয় একই শরীর ॥
মাণ্ডব্য-মুনির শাপে ধর্ম্ম মহাশয়।
বিদুর রূপেতে তাঁর ক্ষিতিতে উদয় ॥
তুমিহ আপনি ধর্ম্ম জানিহ নিশ্চয়।
ধর্ম্ম-অংশ হও তুমি ধর্ম্মের তনয় ॥
বিদুরের তেজ যেই হইল বাহির।
সেইক্ষণে প্রবেশিল তোমার শরীর ॥
কহিলাম তোমারে এ সব সমাচার।
শোক মোহ দূর কর ধর্ম্মের কুমার ॥
ব্যাসের বচনে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
বিধিমতে বিদুরের করেন সৎকার ॥
ধৃতরাষ্ট্রে আসিয়া কহেন সমাচার।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে অম্বিকাকুমার ॥
আপনি ধরেন তাঁরে ব্যাস মহামুনি।
প্রবোধ করেন তাঁরে কহি তত্ত্ববাণী ॥
অন্ধ বলে বিদুর ছাড়িয়া গেল মোরে।
তথাপি রহিল প্রাণ পাপ কলেবরে ॥
দুর্য্যোধন-শোক মোর হৈল পাসরণ।
কিরূপে বিদুর-শোকে রহিব এখন ॥
এত বলি কান্দে রাজা অম্বিকানন্দন।
পাণ্ডব প্রভৃতি কান্দে আর সর্ব্বজন ॥
বিপরীত শব্দ হৈল পুনঃ সেই স্থলে।
দেখিবারে বনবাসী আইল সকলে ॥
ধৃতরাষ্ট্র-পাশে বসি ব্যাস মহামুনি।
প্রবোধ করিয়া কহিছেন তত্ত্ববাণী ॥

অবধান কর রাজা পূর্ব্বের কাহিনী।
দৈত্যভয়ে পীড়াযুক্ত হইল মেদিনী॥
ধেনুরূপ ধরি গেল ব্রহ্মার সদন।
কান্দিতে কান্দিতে ক্ষিতি করে নিবেদন॥
দৈত্যভর আর আমি সহিতে না পারি।
কি করিব আজ্ঞা দেহ সৃষ্টি অধিকারী॥
শুনি ব্রহ্মা পৃথিবীরে আশ্বাসি তখন।
ক্ষীরোদের তীরে গিয়া সহ দেবগণ॥
প্রণমিয়া করপুটে করিলেন স্তুতি।
তুষ্ট হয়ে প্রত্যক্ষ হইলেন শ্রীপতি॥
দৈত্য বিনাশিতে যুক্তি করিয়া সৃজন।
দেবগণে আদেশেন কমললোচন॥
নিজ নিজ অংশে সবে হও অবতার।
লীলায় করিব ক্ষয় পৃথিবীর ভার॥
আপনি জন্মিব আমি বসুদেব-ঘরে।
নাশিব পৃথিবীভার কহি সবাকারে॥
এত বলি স্বস্থানে গেলেন নারায়ণ।
দেবগণ সহ ব্রহ্মা গেলেন সদন॥
দৈবকীর গর্ব্ভে জন্মিলেন নারায়ণ।
অনন্ত অগ্রজ তাঁর রেবতীরমণ॥
ধর্ম্ম-অংশে যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
বায়ু-অংশে বৃকোদর পবনকুমার॥
ইন্দ্র-অংশে জন্মিলেন বীর ধনঞ্জয়।
অশ্বিনীকুমার দুই মাদ্রীর তনয়॥
অগ্নি-অংশে ধৃষ্টদ্যুম্ন পাঞ্চাল-নন্দন
লক্ষ্মী-অংশে পাঞ্চালী সে বিখ্যাত ভুবন॥
আপনি আছিলা তুমি গন্ধর্ব্বের পতি
তব পুত্র দুর্য্যোধন কলির আকৃতি॥
অপর তোমার পুত্র রাক্ষস সকল।
সূর্য্য-অংশে জন্মে বীর কর্ণ মহাবল॥
বসু-অবতার ভীষ্ম তব জ্যেষ্ঠতাত।
বিদুর আপনি ধর্ম্ম শুন নরনাথ॥
বৃহস্পতি-অংশে জন্মে দ্রোণ মহাশয়।
রুদ্র-অংশে অশ্বত্থামা জানিহ নিশ্চয়॥
চন্দ্র-অংশে অভিমন্যু অর্জ্জুন-কুমার।
কহিনু তোমারে রাজা সর্ব্ব সমাচার॥

এইরূপে অন্ধেরে কহেন মুনি
মায়ের নিকটে যান পঞ্চ সহোদর॥
গান্ধারীরে প্রণাম করেন পঞ্চজনে।
আশীর্ব্বাদ কৈল দেবী প্রসন্নবদনে॥
কুন্তীরে প্রণাম কৈল পঞ্চ সহোদর।
বসেন কুন্তীর কোলে মাদ্রীর কোঙর॥
পুত্র কোলে করি কুন্তী করিল চুম্বন।
প্রণাম করিল আসি যত বধূগণ॥
এইমতে সর্ব্বজনে পূরিল কানন।
হেনকালে কহিলেন মুনি দ্বৈপায়ন॥
দ্বারকানগরে আমি যাব শীঘ্রগতি।
বরে কার্য্য থাকে যদি মাগ নরপতি॥
গান্ধারী সুবলসুতা শুনি হেন কথা।
করযোড় করি বলে সতী পতিব্রতা॥
কৃপার সাগর তুমি মুনি মহাশয়।
তোমার মহিমা যত মুনিগণে কয়॥
তোমার অসাধ্য দেব নাহি ত্রিজগতে।
সে কারণে এই বর মাগি যে তোমাতে॥
পুত্রশোক সম আর নাহি ত্রিভুবনে।
শত পুত্র আমার সংহার হৈল রণে॥
সেই শোকে দহে মম সকল শরীর।
তিলেক না হয় ক্ষান্ত নয়নের নীর॥
শোকের সাগরে ভাসি নাহিক উপায়।
সে কারণে মুনিরাজ নিবেদি তোমায়॥
বারেক তাদের যদি পাই দরশন
এ শোকসাগর তবে হইবে মোচন॥
প্রসবিয়া আমি না দেখিনু পুত্রমুখ।
এই মম হৃদয়ে আছয়ে বড় দুঃখ॥
এই বর মাগি দেব তব পদতলে।
কৃপায় দেখাহ মোরে তনয় সকলে॥
অন্ধরাজ বলে মম এই মনোনীত।
কৃপা কর মুনিরাজ কহিনু নিশ্চিত॥
তবে কুন্তীদেবী বলে যুড়ি দুই কর।
মম মনস্কাম সিদ্ধ কর মুনিবর॥
কর্ণপুত্র নয়নে দেখিব একবার।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ পঞ্চ পৌত্র আর

কৃপা করি যদ্যপি দেখাও মহাশয়।
হৃদয়ের শেল মম তবে দূর হয়॥
অনন্তরে পাঞ্চালী পাঞ্চাল-রাজসুতা।
প্রণাম করিয়া কহে মনোদুঃখযুতা॥
মম সম হতভাগী নাহি তিন লোকে।
পিতৃকুল-ক্ষয় হেতু স্বজিল আমাকে॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ।
সবংশে মজিল পিতা পাঞ্চাল রাজন॥
মম পঞ্চপুত্র মৈল দৈবের বিপাকে।
শোকসিন্ধু মধ্যে বিধি ডুবাইল মোকে॥
যদি পুনঃ তা'সবারে করি দরশন।
এ শোক-সাগরে তবে হইব মোচন॥
কান্দিয়া সুভদ্রা কহে যুড়ি দুই কর।
মোর নিবেদন অবধান মুনিবর॥
আমা হেন হতভাগী নাহি ত্রিভুবনে।
অভিমন্যু হেন পুত্র হত হৈল রণে॥
দ্বিতীয় কুমুদবন্ধু রূপের বর্ণনা।
ধনুর্দ্ধর মধ্যে কেহ নাহিক তুলনা॥
জনক অর্জ্জুন যার মাতুল মুরারি।
জ্যেষ্ঠতাত ভীমসেন ধর্ম্ম অধিকারী॥
সবা বিদ্যমানে পুত্র হইল সংহার।
আমা সম অভাগিনী কেবা আছে আর॥
মৎস্যদেশে গেল পুত্র বিবাহ কারণ।
পুনঃ আমা সহিত না হৈল দরশন॥
সকলি নিরাশ বিধি করিল আমারে।
কেমনে ধরিব প্রাণ এ পাপ শরীরে॥
কৃপার সাগর তুমি কর প্রতিকার।
অভিমন্যে আমারে দেখাও একবার॥
ধৃতরাষ্ট্র-বধূগণ দুঃশলা সুন্দরী।
প্রণমিয়া কহে কথা মুনি বরাবরি॥
কম্পিতবদনা রামা পরিহরি লাজ।
করযোড়ে কহে অবধান মুনিরাজ॥
আমা সবাকার তাপ কর বিমোচন।
স্বামী পুত্র সহিত করাও দরশন॥
[illegible]র বলিলেন শুন মহাশয়।
কৃপায় খণ্ডাহ মম মনের বিস্ময়॥

ইষ্ট বন্ধু বান্ধব কুটুম্ব মিত্রগণ।
ভারত-যুদ্ধেতে হত হৈল যত জন॥
যদি পুনঃ তা সবারে দেখিয়ে নয়নে।
শোকসিন্ধু হতে পার হইব আপনে॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শল্য রাজা দুর্য্যোধন।
বিরাট দ্রুপদ আদি যত বন্ধুগণ॥
সবার সহিত দেখা করাহ আমার।
তোমা বিনা এ কর্ম্ম করিতে শক্তি কার॥
পূর্ব্বে পিতামহ-মুখে শুনিয়াছি আমি।
বেদ প্রকাশিতে নারায়ণ রূপে তুমি॥
এত বলি নিবর্ত্তিল ধর্ম্মের নন্দন।
নিজ নিজ কামনা কহিল সর্ব্বজন॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে ব্যাস তপোধন।
আশ্বাসিয়া সবাকারে বলেন বচন॥
যে বাসনা করিলে আমার কাছে সবে।
আজি নিশাযোগে সে বাসনা পূর্ণ হবে॥
হৃষ্টচিত্ত হৈল সবে মুনির বচনে।
নিশ্চয় হইবে দেখা করিলেক মনে॥
কতক্ষণে দিন যাবে হইবে রজনী।
অস্তগত হৈল অনুমানি দিনমণি॥
হেনমতে গেল দিন রজনী প্রবেশে।
কুতূহলে সর্ব্বজন হরিষ বিশেষে॥
করযোড়ে স্তব করে মুনির গোচর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর মুনিবর॥
তবে সত্যবতীসুত ব্যাস মহামুনি।
অদ্ভুত যাঁহার কর্ম্ম কি দিব নিছনি॥
ঊর্দ্ধদৃষ্টি করি ডাকি কহে মুনিরাজ।
দুই হস্ত তুলি ডাকে যতেক সমাজ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বলি ডাকে মুনিবর।
দুর্য্যোধন শল্য আদি যত ধনুর্দ্ধর॥
কৌরবে পাণ্ডবে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী।
ধনুর্ব্বাণ গদা খড়্গ সহিত বাহিনী॥
সত্বরে আইস সবে আমার বচনে।
বিলম্ব না করি এস আমার এখানে॥
ধ্যান করি মহামুনি ডাকে ঘনে ঘন।
কার শক্তি লঙ্ঘিবেক ব্যাসের বচন॥

ইন্দ্রপুরে নিবাস করয়ে যত বীর।
দেব সঙ্গে বৈসে সবে দেবতা শরীর॥
ব্যাস মুনি স্মরে সবে জানিয়া কারণ।
সত্বরে মুনির অগ্রে চলে সর্ব্বজন॥
কৌরব পাণ্ডব যত ছিল বীরগণ।
ব্যাসমুনির অগ্রে চলিল সর্ব্বজন॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত॥

ব্যাসের আজ্ঞায় স্বর্গ হইতে দুর্য্যোধনাদির আগমন ও ধৃতরাষ্ট্রাদির সহিত সাক্ষাৎ।

মুনি বলে অবধান করহ রাজন।
মুনি-স্থানে স্বর্গ হৈতে এল সর্ব্বজন॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী একত্র মিলিয়া।
ব্যাসের সদনে সবে মিলিল আসিয়া॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট চিত্ত হৈয়া মুনিবর।
কহিলেন সকলেরে ডাকিয়া সত্বর॥
মনের বাসনা পূর্ণ হৈল সবাকার।
ইষ্ট মিত্র বন্ধু সবে দেখ আপনার॥
মুনির বচনে সবে একদৃষ্টে চায়।
দেখিল অদ্ভুত কর্ম্ম লিখন না যায়॥
দিব্যরথে আরোহিয়া সারথি সহিত।
গঙ্গার নন্দন ভীষ্ম সংগ্রামে পণ্ডিত॥
দিব্য শরাসন হাতে দিব্য শর তূণ।
মালতীর মালা গলে শোভে চতুর্গুণ॥
দিব্য শঙ্খরবে পূরি গগনমণ্ডলী।
এইরূপে দেখা দেন ভীষ্ম মহাবলী॥
দিব্য ধনুর্ব্বাণ করে দ্রোণ মহাশয়।
দিব্য রথসজ্জা রক্তবর্ণ চারি হয়॥
সপ্ত কুম্ভ কমণ্ডলু ধ্বজ মনোহর।
দিব্য শঙ্খ শব্দেতে পূরিত চরাচর॥
শুক্ল বস্ত্র পিন্ধন ভূষণ মলয়জ।
স্কন্ধেতে উত্তরী অঙ্গে ভূষিত কবচ॥

দিব্য রথে আরোহিয়া কর্ণ মহাবল।
অক্ষয় কবচ অঙ্গে মকর কুণ্ডল॥
অগুরু চন্দন অঙ্গে পদ্ম পুষ্পমাল।
আজানুলম্বিত ভুজ বিক্রম বিশাল॥
দিব্য রথে সারথি বিজয় ধনুর্ব্বাণ।
অখণ্ডমণ্ডল বিধু জিনিয়া বয়ান॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদে পূরে রণস্থলী।
প্রফুল্লবদনে সবে আশ্বাসয়ে বলী॥
ভগদত্ত জয়সেন জয়দ্রথ রাজা।
দুঃশাসন দুর্ম্মুখ বিকর্ণ মহাতেজা॥
শত ভাই সহিত আইল দুর্য্যোধন।
শকুনি মাতুল সঙ্গে তনয় লক্ষ্মণ॥
নারায়ণী সেনাগণ সুশর্ম্মা সংহতি।
সোমদত্ত ভূরিশ্রবা শল্য মহামতি॥
প্রতিবিন্দ অনুবিন্দ আর জলসন্ধ।
কাশীরাজ কম্বোজ সহিত নৃপবৃন্দ॥
দণ্ড ধনুর্ব্বাণ করে সুষেণ নৃপতি।
কলিঙ্গ-ঈশ্বর শত অনুজ সংহতি॥
অলম্বুষ অলায়ুধ রাক্ষস সকল।
বিপরীত গর্জ্জনে পূরিছে রণস্থল॥
দিব্য রথ আরোহিয়া ঘটোৎকচ বীর।
মকর কুণ্ডল কর্ণে প্রকাণ্ড শরীর॥
মহাবীর অভিমন্যু সুভদ্রা-নন্দন।
দিব্যরথে আরোহিয়া হাতে শরাসন॥
দ্রুপদ নৃপতি পুত্রগণ সম্বলিত।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সহিত সত্রাজিত॥
সপুত্র বিরাট রাজা সহ দুই ভাই।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র দেখে এক ঠাঁই॥
জরাসন্ধসুত সহদেব ধনুর্দ্ধর।
শিশুপাল তনয় চেদির নৃপবর॥
পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে সবে ভারতসমরে।
সংগ্রাম করিল সবে যেমত প্রকারে॥
সেই ধনুর্ব্বাণ সেই রথ আরোহণ।
সেই অশ্ব সারথি মাতঙ্গ অশ্বগণ॥
রথ রথী অশ্বের উপরে আসোয়ার।
গজেতে মাহুতগণ পর্ব্বত আকার॥

ধানুকী ধনুক হস্তে চর্ম্ম অসি ঢালী।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী এক ঠাঁই মেলি ॥
নিজ নিজ বান্ধব পাইয়া দরশন।
আনন্দ-সাগরে ভাসিলেন সর্ব্বজন ॥
ধৃতরাষ্ট্রে দিব্যচক্ষু দিল মুনিবর।
আত্মীয় সকলে দেখে অন্ধ নৃপবর ॥
আনন্দ-সাগরে ভাসে অন্ধ নরপতি।
হরিষে চক্ষুর জলে তিতে বসুমতী ॥
দুর্য্যোধন আদি এক শত সহোদর।
প্রণমিয়া দাণ্ডাইল অন্ধের গোচর ॥
পুত্রগণ কোলে করি অম্বিকানন্দন।
অনিমিষ নয়নে করয়ে নিরীক্ষণ ॥
আলিঙ্গন শিরোঘ্রাণ বদন চুম্বন।
মনের মানসে করে কথোপকথন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ ভগদত্ত শল্য নরপতি।
কর্ণ ভূরিশ্রবা জয়দ্রথ মহামতি ॥
ধৃতরাষ্ট্র নিকটে বসিল সর্ব্বজন।
কানন-ভিতরে হৈল হস্তিনা-ভবন ॥
পূর্ব্বমত সভা করি বৈসে অন্ধরাজ।
পাত্র মিত্র ইষ্ট বন্ধু সকল সমাজ ॥
ব্যস্ত হয়ে গান্ধারী ধরিল পুত্রগণে।
প্রণমিল শত পুত্র মায়ের চরণে ॥
শত পুত্র কোলে করি সুবল-নন্দিনী।
হরিষে চক্ষুর জলে তিতিল মেদিনী ॥
ঘন ঘন চুম্ব দেন পুত্রগণ-মুখে।
অনিমিষ নয়নে পুত্রের মুখ দেখে ॥
আনন্দ-সাগরে সবে হইল পূর্ণিত।
অন্য অন্য কহে কথা মনের পীরিত ॥
পুলকে পূর্ণিত পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
খণ্ডিল সকল তাপ আনন্দিত মন ॥
ভীষ্ম-দ্রোণ-চরণে করিল নমস্কার।
মদ্ররাজে সম্ভাষে মাতুল আপনার ॥
কর্ণেরে প্রণাম করে পঞ্চ সহোদর।
আনন্দে চক্ষুর জল বহে খরতর ॥
ভ্রাতৃগণ সঙ্গে কর্ণ করি আলিঙ্গন।
কুন্তীর নিকটে গেল ভাই ছয় জন ॥

প্রণাম করিল কর্ণ কুন্তী-পদতলে।
আনন্দে ভাসিল কুন্তী পুত্র নিল কোলে ॥
ঘন ঘন চুম্ব দেয় বদনকমলে।
বার বার অনিমিষ নয়নে নেহালে ॥
খণ্ডিল সকল তাপ আনন্দিত মনে।
কোলে করি বৈসে কুন্তী পুত্র ছয় জনে ॥
কথোপকথন করে মনের হরিষে।
সব পাসরিল যত দুঃখ শোক ক্লেশে ॥
বৃষসেন আদি যত কর্ণের কুমার।
ঘটোৎকচ অভিমন্যু পঞ্চপুত্র আর ॥
নিকটে আসিয়া সবে হৈল উপনীত।
পাঞ্চাল-বিরাট বন্ধুগণের সহিত ॥
পুত্রগণে পেয়ে কুন্তী হৃদয়ে লইল।
হরিষে নয়নজলে স্নান করাইল ॥
ঘটোৎকচে পেয়ে তবে ভীমসেন বীর।
আলিঙ্গন করিলেক পুলক শরীর ॥
অভিমন্যু কোলে করি বীর ধনঞ্জয়।
আসিয়া সুভদ্রাদেবী পুত্র কোলে লয় ॥
মাতা পিতা সম্ভাষিয়া অভিমন্যু রথী।
পরীক্ষিত পুত্র কোলে নিল শীঘ্রগতি ॥
বসিল উত্তরাদেবী অভিমন্যু পাশে।
নানা কথা আলাপন করে পরিতোষে ॥
দুর্য্যোধন আদি করি ভাই শত জন।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবে করিল সম্ভাষণ ॥
পূর্ব্বমত শত্রুভাব নাহিক এখন।
অন্য অন্যে সম্ভাষ করয়ে হৃষ্টমন ॥
পঞ্চপুত্র পেয়ে তবে দ্রুপদকুমারী।
আনন্দে পূর্ণিত হৈল পুত্র কোলে করি ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী দ্রুপদ নরপতি।
ভ্রাতৃ জ্ঞাতি দেখি কৃষ্ণা আনন্দিত মতি ॥
করযোড়ে প্রণমিল পিতার চরণে।
যথাবিধি সম্ভাষা করিল ভ্রাতৃগণে ॥
ধরিয়া পিতার হস্ত দ্রৌপদী সুন্দরী।
শোক দুঃখ স্মরিয়া বিলাপ বহু করি ॥
আনন্দে পূর্ণিত মনস্তাপ গেল দূরে।
নানা কথা আলাপন হরিষ অন্তরে ॥

দ্রুপদ বিরাট আদি যত বন্ধুগণ।
পঞ্চভাই পাণ্ডব করিল সম্ভাষণ॥
অতি হৃষ্টচিত্ত হৈয়া ভাই পঞ্চজন।
সম্ভাষিয়া তোষেন যতেক বন্ধুগণ॥
নিজ নিজ পতি দেখি যত নারীগণ।
সম্ভ্রমে পতির পাশে আইল তখন॥
হরষিত হয়ে স্বামী বসাইল পাশে।
ইষ্ট কথা আলাপনে সবারে সম্ভাষে॥
দুর্য্যোধন পাশে বসি ভানুমতী নারী।
তনয় লক্ষ্মণে কোলে করিল সুন্দরী॥
দুঃশাসন সহ ঊনশত ভাই আর।
নিজ নিজ পত্নী লৈয়া বসে যে যাহার॥
এমত প্রকারে সবে বঞ্চিল রজনী।
নহিল নহিবে হেন অপূর্ব্ব কাহিনী॥
এইরূপে হৈল সব তাপ বিমোচন।
সাধু সাধু মুনিবর কহে সর্ব্বজন॥
মনোগত নারীগণে ভাবয়ে হৃদয়।
এমত রজনী যেন প্রভাত না হয়॥
পাছে পুনঃ স্বামী সনে হয়ত বিচ্ছেদ।
এই হেতু সবার হৃদয়ে বাড়ে খেদ॥
চাপিয়া চরণে ধরে নিজ নিজ পতি।
দেখিয়া ব্যথিত হৈল ব্যাস মহামতি॥
ডাকিয়া বলেন মুনি শুন বধূগণ।
সতী পতিব্রতা ইথে হও যেই জন॥
স্বামীর সহিত এবে করহ প্রয়াণ।
সর্ব্ব শোক দুঃখ তার হবে সমাধান॥
মুনি-বাক্য শুনি সবে আনন্দ-অপার।
দৃঢ় করি স্বামী সব ধরে আপনার॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র পাশে বসি সর্ব্বজনে।
বিদায় মাগিল সবে অন্ধের চরণে॥
শোকেতে কান্দেন অন্ধ গান্ধারী সহিত।
বিচ্ছেদ করিতে আর না হয় উচিত॥
দেখিয়া সকলে তবে প্রবোধিয়া কয়।
অকারণে শোক কেন কর মহাশয়॥
কত দিন বনে যোগ কর আচরণ।
অচিরে পাইবে আমা সবার দর্শন॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সঞ্জয় ভোজসুতা।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডুপুত্র দ্রুপদ-দুহিতা॥
সবারে প্রবোধ করি মাগিল বিদায়।
নিজ নিজ পত্নীগণ লৈয়া সবে যায়॥
উত্তরাসুন্দরী যায় অভিমন্যু সাথে।
দেখি যুধিষ্ঠির হইলেন সচিন্তিতে॥
কহিলেন ব্যাসপদে করিয়া প্রণতি।
উত্তরা চলিল অভিমন্যুর সংহতি॥
মাতৃহীনে দুঃখিত হইবে পরীক্ষিত।
উত্তরার যাইবারে না হয় উচিত॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি চিন্তিয়া হৃদয়।
উত্তরারে রাখিলেন মুনি মহাশয়॥
অপর সকল নারী স্বামীর সংহতি।
স্বর্গপুরে চলে সবে পতিব্রতা সতী॥
সংসারের মায়া কেহ না করিল আর।
মুনির প্রসাদে ভবসিন্ধু হৈল পার॥
হেনমতে অবশেষ হইল রজনী।
দশদিক প্রসন্ন প্রকাশে দিনমণি॥
বিচিত্র ভারত-কথা ব্যাসের বচন।
সকল আপদে তরে শুনে যেই জন॥
দিব্যজ্ঞান জন্মে সর্ব্ব পাপের বিনাশ।
আশ্রমিকপর্ব্ব কথা কহে কাশীদাস॥

যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনায় গমন ও তপোবনে ধৃতরাষ্ট্রাদির অগ্নিতে দাহ।

মুনি বলে শুন জন্মেজয় নরনাথ।
এইরূপে হৈল সেই রজনী প্রভাত॥
যুধিষ্ঠির প্রতি কন ব্যাস তপোধন।
হস্তিনানগরে রাজা করহ গমন॥
না ভাবিহ শোক দুঃখ হৃষ্টচিত্ত হৈয়া।
ভ্রাতৃ সঙ্গে রাজ্যের পালন কর গিয়া॥
ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী আর গান্ধারী সঞ্জয়।
সবারে বিদায় করে মুনি মহাশয়॥
প্রদক্ষিণ করি সবে মুনিরে বন্দিল।
সন্তুষ্ট হইয়া মুনি নিজ স্থানে গেল॥

তবে ধর্ম্ম নরপতি সঙ্গে ভ্রাতৃগণ।
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর বন্দেন চরণ ॥
আশীর্ব্বাদ কৈল দোঁহে প্রসন্নবদন।
ওহে তাত নিজ রাজ্যে করহ গমন ॥
কুরুকুলে তোমা বিনা কেহ নাহি আর।
তুমি পিণ্ড দিবে আশা আছে সবাকার ॥
ভুবনে অপূর্ব্ব তাত তোমার চরিত্র।
তোমা হৈতে কুরুকুল হইল পবিত্র ॥
দুঃখ না ভাবিহ তাত থাক হৃষ্টমন।
রাজ্য দেশ পাল গিয়া ভাই পঞ্চজন ॥
পঞ্চ ভাই বন্দিলেক মায়ের চরণে।
ছাড়িয়া যাইতে চাহে নাহি লয় মনে ॥
আশীর্ব্বাদ করি কুন্তী তনয় সকলে।
সহদেব নকুলেরে লইলেন কোলে ॥
দ্রৌপদীরে চাহি কুন্তী বলয়ে বচন।
এই দুই পুত্রে তুমি করিবে যতন ॥
লক্ষ্মী-অবতার তুমি সতী পতিব্রতা।
মহিমাতে তুমি হৈলে জগতে পূজিতা ॥
তব কীর্ত্তি ঘুষিবেক যাবৎ ধরণী।
এত বলি আশীর্ব্বাদ কৈল সুবদনী ॥
প্রণমিয়া পঞ্চ ভাই পাঞ্চালী সহিত।
সুভদ্রা উত্তরা আর রাজা পরীক্ষিত ॥
সকলে মেলানি করি আরোহিয়া রথে।
মলিন বদনে চলিলেন পঞ্চ ভ্রাতে ॥
জাহ্নবী সলিলে স্নান করিয়া তর্পণ।
চলেন হস্তিনাপুরে পাণ্ডুর নন্দন ॥
নানা বাদ্য বাজে নাচে গায় বিদ্যাধরী।
পঞ্চভাই প্রবেশ করেন নিজপুরী ॥
পাত্র মিত্র ভ্রাতৃ সঙ্গে করে রাজকাজ।
পুত্রবৎ প্রজাগণে পালে ধর্ম্মরাজ ॥
অনুক্ষণ ধর্ম্ম বিনা অন্য নাহি মনে।
সর্ব্বদা করেন রাজা অন্ধের ভাবনে ॥
জননী আমার কুন্তী গান্ধারী জননী।
সঞ্জয় সহিত বনে অন্ধ নৃপমণি ॥
অনাথের নাথ প্রায় বনে চারিজন।
নাহি জানি কোন্ কর্ম্ম হইবে এখন ॥
এইমত ভাবে রাজা দিবস রজনী।
দৈবযোগে আইল নারদ মহামুনি ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া প্রণমেন পঞ্চজন।
করযোড়ে দাঁড়াইল বিষণ্ন বদন ॥
বসিতে করিল আজ্ঞা মুনি মহাশয়।
নিকটে বসেন পঞ্চ পাণ্ডুর তনয় ॥
মুনি বলে রাজা কহ ভদ্র আপনার।
অসন্তুষ্ট চিত্ত কেন দেখি যে তোমার ॥
করযোড়ে কহিলেন রাজা শুন মুনিবর।
জনক জননী মম অরণ্য ভিতর ॥
অনাথের সদৃশ নিবসে ঘোর বনে।
এই গতি হৈল আমা পুত্র বিদ্যমানে ॥
মুনি বলিলেন নৃপ শুন সাবধানে।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা যজ্ঞ কৈল একদিনে ॥
অগ্নির নির্ব্বাণ নাহি করিল রাজন।
সেই অগ্নি লাগিয়া দহিল তপোবন ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সঞ্জয় তব মাতা।
চারিজনে যোগাসনে আছিলেন তথা ॥
অগ্নি দেখি অন্তর না হৈল চারিজন।
সেই সে অগ্নিতে সবে হইল দাহন ॥
নিজকৃত অগ্নিতে পুড়িল অন্ধরাজ।
শ্রাদ্ধ আদি কর রাজা নাহি কর ব্যাজ।
এত শুনি পঞ্চভাই লোটায় ধরণী।
হাহাকার করিয়া কান্দয়ে নৃপমণি ॥
দ্রৌপদী সহিত পুরে কান্দে সর্ব্বজন।
বহু অনুতাপ করি করিল রোদন ॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা আনি দ্বিজগণে।
শ্রাদ্ধ কর্ম্ম সমাপিয়া তুষিলেন ধনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
যাহার শ্রবণে হয় নর পুণ্যবান ॥
কাশীদাস রচিলেক পাঁচালীর মত।
আশ্রমিকপর্ব্ব কথা হইল সমাপ্ত ॥

আশ্রমিকপর্ব্ব সমাপ্ত।

সচিত্র অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত

মুষলপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

যদু-বালকদের প্রতি ব্রহ্ম-শাপ ও শাম্বের মুষল প্রসব।

জন্মেজয় বলে কহ শুনি তপোধন।
কি কি কর্ম্ম করিলেন রুক্মিণীরমণ ॥
ভার-নিবারণ হেতু হৈয়া অবতার।
একে একে নাশিলেন পৃথিবীর ভার ॥
তবে কোন্ কর্ম্ম করিলেন যদুমণি।
বিবরিয়া আমাকে কহিবে মহামুনি ॥
ভারত শুনিতে রাজা বড় হৃষ্টমন।
পরাগে করয়ে যেন ষট্পদ ভ্রমণ ॥
প্রশ্ন করি তত্ত্ব রাজা লহে মুনিস্থানে।
সাধু সত্ত্বগুণে রাজা পূর্ণ সর্ব্বগুণে ॥
নহিল নহিবে হেন সাধু ক্ষিতিতলে।
যার যশ প্রচারিল এ মহীমণ্ডলে ॥
নৃপতির প্রশ্ন শুনি মুনি মহাশয়।
সাধু সাধু বলিয়া রাজারে প্রশংসয় ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুপতি।
দ্বারকায় বিহার করেন লক্ষ্মীপতি ॥
একদিন বেদী'পরে বসি নারায়ণ।
রুক্মিণী প্রভৃতি নারী সেবয়ে চরণ ॥
... সত্যভামা ... লগ্নজিতা
মি... বিন্দা মাদ্রী আর কালিন্দী শ্রীমত্যা ॥
এই অষ্ট পাটরাণী শ্রীকৃষ্ণমোহিনী।
ষোড়শ সহস্র আর কৃষ্ণের রমণী ॥
নিজ মনোরথে সবে সেবয়ে শ্রীহরি
চামর ব্যজন করে নিজ হস্তে ধরি ॥
তাম্বূল যোগায় কেহ মনের হরিষে।
রাতুল-চরণ কেহ চাপে পরিতোষে ॥
হেনমতে সবে করে প্রভুর সেবন।
বিবিধ সুখেতে রত কমলারমণ ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ একত্র হইয়া।
একদিন সবে যুক্তি করেন বসিয়া ॥
ত্যজিয়া বৈকুণ্ঠনাথ বৈকুণ্ঠ-বসতি।
পৃথিবীতে রহিলেন না করেন স্মৃতি ॥
নরদেহ ধরি নিবারিতে ক্ষিতিভার।
মহা দৈত্যগণেরে করিলেন সংহার ॥
করিলেন বহু কর্ম্ম কেলি-অনুসারে।
যাহা স্মরি পাপিলোক যায় ভবপারে ॥
বহু দিন অবনীতে করেন বিহার।
বৈকুণ্ঠে আসিতে এবে হয় সুবিচার ॥
হেনমতে দেবগণ করয়ে ভাবন।
অন্তর্য্যামী সব জানিলেন নারায়ণ ॥
বেদীতে বসিয়া কৃষ্ণ তুলিয়া নয়ন।
দ্বারকার বসতি করেন নিরীক্ষণ ॥
স্থানে স্থানে বসতি লোকেতে পূর্ণ সব।
নগর ভিতরে সব লোক-কলরব ॥
ঠেলাঠেলি গতায়াতে পথ নাহি পায়।
... লোকেতে পূর্ণিত সর্ব্বথায় ॥
দেখিয়া ... নারায়ণ।
কি উপায় করিবেন ভাবেন তখন

পৃথিবীর ভার আমি করিব সংহার।
আমা হৈতে হৈল আরো চতুর্গুণ ভার ॥
অদ্ভুত হইল বৃদ্ধি যদুবংশগণ।
কাহা হতে এ সব হইবে নিবারণ ॥
গান্ধারীর শাপ তবে হইল স্মরণ।
যদুবংশ শেষ না রহিবে একজন ॥
এত চিন্তি নারায়ণ করিল উপায়।
মাতা-পিতা-স্থানে যায় হইতে বিদায় ॥
প্রণমিয়া করপুটে কহেন বচন।
অবধান কর পিতা করি নিবেদন ॥
ধন জন অতুল অতুল পরাক্রম।
তিন লোক মধ্যে কেবা আছে তব সম ॥
যজ্ঞারম্ভ কর তাত আমার বচনে।
ধর্ম্ম বিনা ধন জন ব্যর্থ ভাবি মনে ॥
কৃষ্ণবাক্যে বসুদেব করিয়া স্বীকার।
যজ্ঞারম্ভ করিলেন করিয়া বিস্তার ॥
দ্বিজগণে নৃপগণে কৈল নিমন্ত্রণ।
চতুর্দ্দিক হতে আসে যত মুনিগণ ॥
সবাকারে বসুদেব পূজিয়া বিধানে।
দিব্য গৃহ বসিবারে দেন প্রতিজনে ॥
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ প্রকারে।
সবাকারে পূজা করিলেন উপহারে ॥
সর্ব্ব রাজগণ গেল যে যাহার দেশ।
মুনিগণ গেল যথা দেব হৃষীকেশ ॥
মুনিগণে দেখি উঠি দেব নারায়ণ।
কহেন মধুর বাক্যে শুন মুনিগণ ॥
আমার বালকগণ খেলে যেই ভিতে।
তোমরা গমন কর সবে সেই পথে ॥
এত বলি মুনিগণে করেন মেলানি।
কৃষ্ণ-আজ্ঞা পাইয়া চলিল সব মুনি ॥
কতদূরে যাইতে পাইল দরশন।
কেলি রসে আছে যত কৃষ্ণের নন্দন ॥
মুনিগণে দেখি যত যদুশিশুগণ।
অন্যে অন্যে বিচার করয়ে সর্ব্বজন ॥
শুন শুন ওরে ভাই অপূর্ব্ব কথন।
সবে বলে জ্ঞানী বড় যত মুনিগণ ॥
ভূত ভাবি বর্ত্তমান জানে সর্ব্বজন।
ইহার পরীক্ষা লহ করিয়া বিধান ॥
এত বলি শিশু সব একত্র হইয়া।
জাম্ববতীসুত শাম্বে আনিল ডাকিয়া ॥
তাহারে লইয়া যত যাদবকুমার।
স্ত্রীবেশ করিয়া সাজাইল চমৎকার ॥
দিব্য পট্টবস্ত্র করাইল পরিধান।
অলকা তিলকা দিল বিবিধ বিধান ॥
কবরী বান্ধিল মনোহর নানা ফুলে।
কটাক্ষেতে চাহিলে মুনির মন ভুলে ॥
বিচিত্র কাঁচলি দিয়া সাজাইল স্তন।
হইল রমণীবেশ ভুবনমোহন ॥
লৌহ নিয়োজিয়া কৈল গর্ভের আকার।
দেখি মুনিগণ সব হৈল চমৎকার ॥
করযোড়ে বলে যত কৃষ্ণের নন্দন।
হের অবগতি কর যত মুনিগণ ॥
চিরদিন গর্ভবতী এইত অঙ্গনা।
না হয় প্রসব বড় পাইছে যাতনা ॥
কতদিনে প্রসবিবে কি হবে অপত্য।
আপনারা মহাজ্ঞানী কহিবেন সত্য ॥
এত শুনি মুনিগণ কুমারের বাণী।
ধ্যানস্থ হইয়া দেখি কহিল তখনি ॥
জানিলাম শুন ওহে কৃষ্ণের কুমার।
লৌহপাত্রে করিয়াছ গর্ভের আকার ॥
অবজ্ঞা জানিয়া ক্রুদ্ধ হৈল মুনিগণ।
ক্রোধমুখে কহিতে লাগিল ততক্ষণ ॥
কৃষ্ণের নন্দন তোরা যদুকুলোদ্ভব।
ব্রাহ্মণেরে উপহাস কর তোমা সব ॥
যে লৌহপাত্রেতে কৈলে গর্ভের আকৃতি
এখনি উত্তম বংশ হইবে উৎপত্তি ॥
তাহা হৈতে তোমা সবা হবে বড় ভয়।
যদুকুল ধ্বংস হবে জানিহ নিশ্চয় ॥
এত বলি ক্রোধ করি মুনিগণ যায়।
শুনিয়া কুমারগণ কম্পিত-হৃদয় ॥
হেনই সময়ে সেই জাম্ববতীসুত।
মুষল প্রসব এক কৈল আচম্বিত ॥

চিন্তিত হইল দেখি যতেক কুমার।
কি করিব কি হইবে করেন বিচার॥
মুষল দেখিয়া সবে বিষাদিত মন।
সকল কুমার হৈল বিরস বদন॥
আপনার দোষে হৈল কুলের নিধন।
কুল অন্ত হবে হেন বুঝায় কারণ॥
অজ্ঞান হইয়া কৈনু দ্বিজে উপহাস।
রক্ষা নাহি নিশ্চয় হইবে সর্ব্বনাশ॥
শুনিয়া কি বলিবেন দেব গদাধর।
না জানি কি বলিবেন দেব হলধর॥
কি হেতু কুবুদ্ধি আজি হৈল মো'সবার।
কোন্ মতে হইবে ইহার প্রতিকার॥
কোন্ লাজে লোকে আর দেখাব বদন।
শুনিলে এখনি ক্রুদ্ধ হবে নারায়ণ॥
বড় লজ্জা ভয় আজি হৈল মো'সবার।
বাহুড়িয়া গৃহে পুনঃ না যাইব আর॥
এত অনুতাপ করে যত শিশুগণ।
অন্তর্য্যামী জানিলেন সব নারায়ণ।
পুত্রগণ নিকটে আসিয়া গদাধর।
কহেন সবার প্রতি মধুর উত্তর॥
কি কারণে মৌনভাব দেখি পুত্রগণ।
কোন্ দুঃখে দুঃখী হৈলে কহত কারণ॥
কৃষ্ণের বচনে কহে যতেক কুমার।
দৈবেতে কুবুদ্ধি তাত হৈল মো'সবার॥
কুকর্ম্ম হইল আজি বুদ্ধি হৈল হ্রাস।
মুনিগণে দেখি মোরা কৈনু উপহাস॥
তার প্রতিফল এই হইল মুষল।
কোপে শাপ দিয়া গেল ব্রাহ্মণ সকল॥
ইহা হৈতে যদুবংশ হইবেক ক্ষয়।
এই হেতু আমাদের হৈল বড় ভয়॥
লজ্জা ভয়ে হইয়াছে আকুল পরাণ।
বুঝিয়া যে হয় দেব করহ বিধান॥
কুমারগণের কথা শুনিয়া শ্রীহরি।
শিশুগণে আশ্বাসিয়া কহেন চাতুরি॥
এই হেতু চিন্তা কেন কর সর্ব্বজন।
যাহা কহি তাহা শুন যদি লয় মন॥
মুষল লইয়া যাহ প্রভাসের তীরে।
ঘষিয়া করহ ক্ষয় পাষাণ উপরে॥
ঘর্ষণে করিলে ক্ষয় ভয় কিবা আর।
সত্বর গমনে যাহ যতেক কুমার॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা সানন্দ হইয়া।
চলিল বালক সব মুষল লইয়া॥
আসিয়া প্রভাসজলে করি স্নানদান।
পাষাণে ঘর্ষয়ে সবে আনন্দ বিধান॥
ঘর্ষণে করয়ে ক্ষয় কুমার সকল।
ঘর্ষিতে ঘর্ষিতে ক্ষয় হইল মুষল॥
অবশেষে অল্পমাত্র রহিল কিঞ্চিৎ।
দেখিয়া কুমার সব হইল বিস্মিত॥
হাতে ধরি ঘষিতে আয়ত্ত নাহি হয়।
কেমনে করিব ইহা পাষাণেতে ক্ষয়॥
খণ্ডিল মনের ত্রাস কৃষ্ণ-উপদেশে।
কি আর করিব ভয় অল্প অবশেষে॥
এতেক বালক সব মনে অনুমানি।
শেষে লৌহ প্রভাস-সলিলে ফেলে টানি॥
হরিষেতে স্নান করি প্রভাসের জলে।
দ্বারাবতী চলি গেল বালক সকলে॥
গোবিন্দের আগে আসি কহিল কাহিনী।
শিশুগণে আশ্বাসেন দেব চক্রপাণি॥
ভারতে মুষলপর্ব্ব অপূর্ব্ব আখ্যান।
কাশীদাস দেব কহে শুনে পুণ্যবান॥

যদুকুল ক্ষয়ার্থে কৃষ্ণ-বলরামের যুক্তি।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
মুষল-বৃত্তান্ত কহি শুন দিয়া মন॥
মুষল ঘষিয়া ক্ষয় কৈল শিশুগণ।
সেই হ্রদে হৈল নলখাগড়ার বন॥
শেষ লৌহ জলে যেই টানিয়া ফেলিল।
জলে ছিল মৎস্যরাজ তাহারে গিলিল॥
ধীবর আইল মৎস্য করিতে ধারণ।
জালে বন্ধ হৈল মৎস্য দৈবের কারণ॥

লৌহ শেষ পায় মৎস্য কাটিবার কালে।
জরা নামে আখেটিক এল সেই স্থলে ॥
মাগিয়া লইল লৌহ ধীবরের স্থান।
কর্ম্মিগৃহে ফলা গড়াইয়া দিল বাণ ॥
এখানে দ্বারকাপুরে দেব নরহরি।
যদুবংশ বিনাশিতে হৃদয়ে বিচারি ॥
বলভদ্রে ডাকি আনি বসি নিজ ভিতে।
বিশেষ বৃত্তান্ত সব লাগিল কহিতে ॥
অবধান কর দেব রেবতীরমণ।
ভারাবতরণে আইলাম এ ভুবন ॥
দুষ্ট দৈত্য মারিয়া খণ্ডিনু পৃথ্বীভার।
ততোধিক যদুবংশ হইল আবার ॥
ইহা সবা বিদ্যমানে নহে ভার শেষ।
অধিক যাতনা ক্ষিতি পায় ত বিশেষ ॥
ইহার উপায় দেব চিন্তিয়াছি আমি।
যদুবংশ ক্ষয় করি হৈব স্বর্গগামী ॥
মম বংশ ক্ষয় করে আছে কোন্ জন।
ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করি করিব নিধন ॥
প্রভাসে যাইব চল স্নান করিবারে।
যদুবংশ সঙ্গে করি লহ সবাকারে ॥
এইমতে দুই ভাই উঠিয়া ত্বরায়।
মাতা পিতা অগ্রে যান লইতে বিদায় ॥
হেনকালে অমঙ্গল দেখি অপ্রমিত।
ভূমিকম্প উল্কাপাত অতি বিপরীত ॥
সঘনে নির্ঘাত শব্দ দশদিকে হয়।
দিবসেতে ধূমকেতু হইল উদয় ॥
দ্বারকায় জলচর হয় মূর্ত্তিমান।
টলমল করয়ে দ্বারকাপুরীখান ॥
শৃগাল কুক্কুর সব কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
প্রিয়-প্রিয়া-দ্বন্দ্ব হয় নগরে নগরে ॥
অকালে উদয় হৈল দেব রবি শশী।
সিংহিকাতনয় তাহে অপূর্ব্ব গরাসী ॥
হাহাকার শব্দ করে নগরের লোক।
স্বর্গের দেবতাগণ করে মহাশোক ॥
এইরূপে উৎপাত হইল সুবিস্তর।
দেবগণ সংহতি আইল সৃষ্টিধর ॥
অন্তরীক্ষে থাকিয়া যতেক দেবগণ।
করিলেন বহুমতে প্রভুর স্তবন ॥
নমস্তে কমলাকান্ত বিশ্বরূপ হরি।
নমস্তে ক্ষীরোদশায়ি মধুকৈটভারি ॥
নির্লেপ নিগূঢ় নিরাকার নিরঞ্জন।
অনন্ত আকার বিশ্বরূপ সনাতন ॥
সত্ত্ব রজস্তমোগুণ এ তিন প্রকার।
লীলায় করহ সৃষ্টি লীলায় সংহার ॥
চন্দ্র সূর্য্য আকাশ পৃথিবী জলনিধি।
পবন বরুণ ইন্দ্র গঙ্গা নদ নদী ॥
সকল তোমার অঙ্গ কেহ ভিন্ন নহে।
অন্যরূপে তোমার বিলাস সর্ব্ব দেহে ॥
অপার তোমার লীলা কে বুঝিতে পারে।
আপনি করিলা লীলা দানব-সংহারে ॥
ক্ষিতিভার হেতু পূর্ব্বে করিলে গোহারি।
সেই হেতু পৃথিবীতে এলে ত্বরা করি ॥
অসুর মারিয়া খণ্ডাইলা পৃথ্বীভার।
ধর্ম্ম সংস্থাপন আর অসুর-সংহার ॥
চিরদিন শূন্য আছে বৈকুণ্ঠ-ভুবন।
সবাই প্রার্থনা করে তব আগমন ॥
নররূপ ধরিয়া রহিলা ক্ষিতিতলে।
কৃপা করি যত লোকে কৃতার্থ করিলে ॥
অপার তোমার লীলা কহে বেদকর্ত্তা।
রিপুভাবে দৈত্যগণে দিলা ঊর্দ্ধগতি ॥
এমত তোমার কৃপা কে বুঝিতে পারে।
মিত্রামিত্র ভাব নাহি তোমার বিচারে ॥
কৃপায় করিলে পার কত পাপিগণে।
পতিতপাবন নাম এই সে কারণে ॥
এইরূপে বিধাতা কহিল স্তুতিবাণী।
হাসিয়া উত্তর দেন দেব চক্রপাণি ॥
অচিরে বৈকুণ্ঠে যাব শুন বিধিবর।
আপন আলয় যাহ যতেক অমর ॥
ভার নিবারিতে আমি আইনু ক্ষিতিতে।
ততোধিক ভার ক্ষিতি হৈল আমা হৈতে ॥
যদুবংশ বৃদ্ধি হৈল আমার কারণ।
অন্য রূপে নাহি হয় সব নিবারণ ॥

ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করি সংহারিব ভার।
অচিরে যাইব আমি স্থানে আপনার॥
অতএব নিজস্থানে করহ গমন।
যথাসুখে বিহার করহ দেবগণ॥
শুনিয়া সানন্দ ব্রহ্মা আদি দেবগণ।
প্রদক্ষিণ করি বন্দে শ্রীহরি-চরণ॥
তবে সব দেবগণে লইয়া সংহতি।
গেলেন বিদায় হয়ে দেব প্রজাপতি॥
বলভদ্র সহ হরি করিয়া বিধান।
পুত্রগণে ডাকিয়া করিল আজ্ঞা দান॥
বিবিধ উৎপাত দেখ হৈল বারেবার।
সবে মেলি করহ ইহার প্রতিকার॥
প্রভাস তীর্থেতে সবে করহ প্রয়াণ।
আপদ খণ্ডিবে তাহে কৈলে স্নানদান॥
শীঘ্রগতি সজ্জা কর সব পুত্রগণ।
সবে চল যদুবংশে আছ যত জন॥
স্ত্রীগণ কেবলমাত্র রহিবেক ঘরে।
হরির আদেশে সবে চলিল সত্বরে॥
প্রভুর আদেশ পেয়ে যত যদুগণ।
প্রভাসে যাইতে সজ্জা করে সর্ব্বজন॥
পুত্রগণে আদেশ করিয়া দুই ভাই।
শীঘ্রগতি আইলেন মাতা পিতা ঠাঁই॥
তত্ত্বকথা নিভৃতে কহেন দুইজন।
মায়াজাল ছাড়ি দেহ শুনহ বচন॥
পুত্র পরিবার বন্ধু দেখ যতজন।
মায়াময় ফাঁস এই নিগড় বন্ধন॥
হেন মায়াজাল এড়ি তত্ত্বে দেহ মন।
সংসারের মায়া মোহ ত্যজ দুই জন॥
নিজ কর্ম্মার্জ্জিত ফল ভুঞ্জে দুইকালে।
সুখ দুঃখ আপন অর্জ্জিত কর্ম্মফলে॥
ইহা জানি ব্রহ্মজ্ঞান কর আচরণ।
পাইবে উত্তম গতি শুন দুই জন॥
এত বলি প্রবোধিয়া জনক জননী।
প্রভাসেতে যাত্রা করিলেন চক্রপাণি॥
উগ্রসেনে সম্বোধিয়া দেব দামোদর।
দারুকে বলেন রথ সাজাহ সত্বর॥
আজ্ঞামাত্র দারুক রথের সজ্জা করি।
শুভক্ষণে আরোহণ করেন শ্রীহরি॥
মূষলপর্ব্বের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

সপরিবারে কৃষ্ণের প্রভাস তীর্থে গমন।

কৃষ্ণ সঙ্গে চলিল যতেক যদুগণ।
বলভদ্র কৃতবর্ম্মা সাত্যকি সারণ॥
কামদেব চারুদেষ্ণ সুদেষ্ণ সুচারু।
চারুদেহ চারুগুপ্ত ভদ্রচারু চারু॥
চারুচন্দ্র বিচারু এ দশটি নন্দন।
রুক্মিণীর গর্ভে এরা লভিল জনম॥
সুভানু স্বর্ভানু আর চন্দ্রভানু ভানু।
প্রভানু বিভানু বৃহদ্ভানু প্রতিভানু॥
ভানুমান অবিভানু এই পুত্র দশ।
সত্যভামা-উদরে শ্রীকৃষ্ণের ঔরস॥
শ্রীশাম্ব সুমিত্র শত্রাজিত চিত্রকেতু।
পুরজিত বিজয় সহস্রজিত ক্রতু॥
বসুমান নবম যে দ্রবিণ দশম।
জাম্ববতী-নন্দনের এই জান ক্রম॥
বীরচন্দ্র অশ্বসেন বৃষ বেগবান।
আম শঙ্কু বসু কুন্তি চিত্রগু আখ্যান॥
লগ্নজিতা-উদরে হইল এই দশ।
কৃষ্ণের সন্তান ধরে কৃষ্ণের সাহস॥
শুক কবি বৃষ বীর সুবাহু নামক।
ভদ্র শান্তি দর্শ পূর্ণমান শ্রীসোমক॥
কালিন্দী দেবীর পুত্র এই দশ জন।
শ্রীকৃষ্ণের পুত্র এরা বিখ্যাত ভুবন॥
প্রঘোষ ওজস সিংহ ঊর্দ্ধগ প্রবল।
গাত্রবান মহাশক্তি সহ আর বল॥
আর যে অপরাজিত এই দশ জন।
মাদ্রীর গর্ভেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণনন্দন॥
বৃষ গৃধ্র বহ্নি হর্ষ অনিল পবন।
বহ্নয় অন্নাদ ক্ষুধি এই নয় জন॥

দশম মহাংশ এই গোবিন্দ-নন্দন।
মিত্রবিন্দা দেবীর আনন্দ-বিবর্দ্ধন ॥
বৃহৎসেন প্রহরণ শূর অরিজিৎ।
সুভদ্র সত্যক রাম শ্রীসংগ্রামজিৎ ॥
আয়ু আর জয় এই দশটি সন্তান।
ভদ্রার সহিত কৃষ্ণ সদা সুখবান ॥
অষ্ট মহিষীর পুত্র করিল গমন।
সবার প্রধান এই কৃষ্ণের নন্দন ॥
গোবিন্দের ভার্য্যা ষোল সহস্রেক আর।
জনে জনে দশ পুত্র হৈল সবাকার ॥
এক লক্ষ অষ্টাবিংশ সহস্র নন্দন।
অষ্ট মহিষীর পুত্র আর আশী জন ॥
কৃষ্ণের নন্দন এই করিনু লিখন।
তা সবার পুত্র পৌত্র কে করে গণন ॥
অপর যাদব বংশ গণিতে অপার।
বলিয়া ছাপ্পান্ন কোটি করয়ে বিচার ॥
সুসজ্জা করিয়া রথে কৈল আরোহণ।
নানা অস্ত্র ধনুর্ব্বাণ করিল ধারণ ॥
শঙ্খনাদ সিংহনাদ ধনুক নির্ঘোষ।
চলিল যাদবকুল পরম সন্তোষ ॥
অপূর্ব্ব কৃষ্ণের মায়া কে বুঝিতে পারে।
নগর বাহির হইলেন হরি পরে ॥
দ্বারকা ত্যজিয়া হৈল কৃষ্ণের গমন।
দিবসে আঁধার হৈল দ্বারকা-ভুবন ॥
চিত্রের পুত্তলীপ্রায় রহে সর্ব্ব নারী।
মৌনভাবে নিস্পন্দে নিস্যন্দে নেত্রবারি
হেনমতে দ্বারকা ত্যজিয়া নারায়ণ।
করেন প্রভাস-তীরে সত্বরে গমন ॥
আসিয়া প্রভাসতীরে যাদবমণ্ডলী।
জলে নামি স্নান দান করে কুতূহলী ॥
স্নান কর্ম্ম সমাপিয়া যাদব সকলে।
নানা উপহার দ্রব্য ভুঞ্জে কুতূহলে ॥
কৃতবর্ম্মা সাত্যকি প্রভৃতি যদুবীর।
আনন্দে বসিল তবে প্রভাসের তীর ॥
কৃষ্ণে বেড়ি বসিলেন যাদব সকল।
হৈল যেন অমরমণ্ডল ॥

হরিষে বসিয়া সবে কথোপকথনে।
নানা কথা বিচার করয়ে সর্ব্বজনে ॥
পরস্পর সমর হইল যথা যথা।
কুরুক্ষেত্র আদি যত সমরের কথা ॥
এই সব আলাপনে আছে সর্ব্বজন।
হেনকালে শুন তথা দৈবের ঘটন ॥
অপূর্ব্ব প্রভুর মায়া বুঝিতে না পারি।
সাত্যকিরে সম্বোধি কিছু কহে শ্রীহরি ॥
কহ কহ সাত্যকি সবাকার গোচর।
কোন্ মতে কুরুক্ষেত্রে করিলে সমর ॥
তোমার বীরত্ব গুণ জানিয়া বিশেষে।
পাণ্ডব বরিল তোমা যুদ্ধ-অভিলাষে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা কর্ণ দুর্য্যোধন।
কৌরবের দলে যত মহারথিগণ ॥
ইতিমধ্যে কার সনে করিলে বিরোধ।
রণ করি কার সনে করিলে প্রবোধ ॥
কৃষ্ণের বচনে শিনিপুত্র বলে বাণী।
আমার যুদ্ধের কথা শুন চক্রপাণি ॥
পাণ্ডবের কার্য্য আমি কৈনু প্রাণপণে।
শক্তিমত করিলাম সমর যতনে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ আদি সবে প্রহারিল মোরে
যথাশক্তি প্রাণপণে প্রবোধিনু তারে ॥
বহু সৈন্য ক্ষয় হৈল কৌরবের দলে।
ভূরিশ্রবা নৃপতিরে আনিলাম বলে ॥
আর আর কত বারে করিনু সংহার।
যা পারিনু করিনু পাণ্ডব-উপকার ॥
আপনিহ তখন সে স্থানেতে আছিলে।
মম যত পরাক্রম সাক্ষাতে দেখিলে ॥

সাত্যকির সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাদানুবাদ।

সাত্যকির বচনে হাসেন নারায়ণ।
পুনরপি সাত্যকিরে বলেন বচন ॥
জানি আমি সাত্যকি তোমার বীরপণা।
কুরু-পাণ্ডবের দলে জানে সর্ব্বজনা ॥

কর্ণের সহিত রণ কৈলে একবার।
প্রাণ লয়ে পলাইলে করি পরিহার॥
দ্রোণ সঙ্গে যুঝিয়া পাইলে পরাভব।
কেহ কেহ না যুঝিল করিয়া গৌরব॥
সিংহনাদ করিয়া বুলিলে রণস্থলে।
হীনশক্তি জনে পেয়ে সংহার করিলে॥
ভয়ান্বিত হীনশক্তি হীন-অস্ত্র জন।
তোমার যুদ্ধের যোগ্য এই সব জন॥
সোমদত্তসুত ভূরিশ্রবা নরপতি।
যুঝিতে আসিয়াছিল তোমার সংহতি॥
নিজ শক্তি না জানিয়া যুদ্ধে দিলে মন
যে গতি করিলে তুমি হয় কি স্মরণ॥
হীন-অস্ত্র কৈল তোমা সংগ্রাম ভিতরে
কেশে ধরি উদ্যম করিল কাটিবারে॥
হেনকালে কহিলাম অর্জ্জুন নিকটে।
হের দেখ শিনিপুত্র পড়িল সঙ্কটে॥
ভূরিশ্রবা কাটে দেখ সাত্যকির শির।
ত্বরিতে করহ রক্ষা ধনঞ্জয় বীর॥
আমার বচনে তবে কুন্তীর কুমার।
খড়্গ সহ হস্ত কাটি পাড়িলেক তার॥
হস্ত কাটা গেল তার অর্জ্জুনের বাণে।
ভূমে লোটাইয়া বীর পড়ে সেইক্ষণে॥
ভূমেতে পড়িল প্রায় ত্যজিল জীবন।
খড়্গ লয়ে তুমি তারে কাটিলে তখন॥
এই বীরপণা তুমি করিলে সমরে।
দর্প করি কথা কহ সভার ভিতরে
কোন্ পরাক্রমে ভূরিশ্রবারে মারিলে।
বড় কর্ম্ম কৈলে বলি মনে বিচারিলে॥
কোন্ পরাক্রমে দর্প কর লোক-মাঝে।
ইহার অধিক পাপ আর কিবা আছে॥
পাপীর সংসর্গে পাপ বাড়ে নিতি নিতি।
এখানে উচিত নহে তোমার বসতি॥
মর্য্যাদা থাকিতে উঠি করহ গমন।
অন্য ঠাঁই বৈস তুমি যথা লয় মন॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক বচন।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যত যদুগণ॥

মনে মনে শিশু সব করে অনুভব।
কৃষ্ণের পরম প্রিয় সাত্যকি উদ্ধব॥
এত দিনে সাত্যকি বিচ্ছেদ হৈল প্রায়।
নহে কটূত্তর এত করে যদুরায়॥
কৃষ্ণের উত্তর শুনি শিনির নন্দন।
মহাকোপে গর্জ্জিয়া উঠিল সেইক্ষণ॥
গর্জ্জন করিয়া বলে গোবিন্দের প্রতি।
আমারে এমন বাক্য কহ রে দুর্ম্মতি॥
তোমার দুষ্কর্ম্ম যত কেবা নাহি জানে।
কপটে নাশিলে পাণ্ডবের বন্ধুগণে॥
অবোধ পাণ্ডব সব তোমার উত্তরে।
রণজয় করিয়া রহিল স্থানান্তরে॥
যদি সবে এক ঠাঁই বঞ্চিত রজনী।
তবে কেন সর্ব্বনাশ করিবেক দ্রৌণি॥
তুমি আমি পঞ্চ ভাই পাণ্ডুর নন্দন।
তব বাক্যে স্থানান্তরে রহি সর্ব্বজন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি পঞ্চ দ্রৌপদী-কুমার।
রহিল শিবিরে সিংহ অনাথ-আকার॥
নিশাযোগে ছিল সবে নিদ্রায় বিহ্বলে।
চোররূপে তিন জন গেল সেই কালে॥
কৃপ কৃতবর্ম্মা আর দ্রৌণি দুষ্টমতি।
নিদ্রিত জনেরে মারে দুর্জ্জন প্রকৃতি॥
যদি আমি থাকিতাম কিম্বা পাণ্ডুসুতে।
কার শক্তি দ্রৌপদীর পুত্র বিনাশিতে॥
কৃতবর্ম্মা কৃপ দ্রৌণি তিন দুরাচার।
ইহা হৈতে পাপকারী কেবা আছে আর॥
না বলিয়া অস্ত্র যদি প্রহারয়ে প্রাণে।
অস্ত্রহীন জনে আর হীনশক্তি জনে॥
অবিরোধী জনে যেই করয়ে প্রহার।
তাহা সম পাপী নাহি বেদের বিচার॥
সকল অধর্ম্ম পথ যে জন সিজিল।
সে জন ধার্ম্মিক হয়ে সভাতে বসিল॥
তোমা সম কপটী কে পাপী দুরাচারী।
সকল হইল নষ্ট তোমার চাতুরী॥
কপট তোমার যত ধর্ম্মের বিচার।
কোন ঠাঁই বীরপণা না দেখি তোমার॥

জরাসন্ধ-ভয়েতে ত্যজিয়া মধুপুরী।
সমুদ্র-ভিতরে বৈস দ্বারকানাগরী ॥
ক্ষুদ্র জন বড় জন কেবা নাহি জানে।
নন্দের নন্দন তুমি বাস বৃন্দাবনে ॥
গোপ-অন্ন খাইয়া বঞ্চিলে গোপগৃহে।
গোপাল বলিয়া নাম তেঁই লোকে কহে ॥
জন্মের নির্ণয় তব কেহ নাহি জানে।
বসুদেব দৈবকীরে পশিলে স্মরণে ॥
পিতা বসুদেব হৈল দৈবকী জননী।
বসুদেব-তনয় বলিয়া সবে জানি ॥
বাসুদেব নাম দিল করিয়া আদর।
সভামধ্যে কৈল তোমা যাদব-ঈশ্বর ॥
বসুদেব-পুত্র বলি মান্য করি সবে।
দোষাদোষ নাহি লই তাঁহারি গৌরবে ॥
এই হেতু হৈল তব বড় অহঙ্কার।
আমারে করহ নিন্দা আরে দুরাচার ॥
পৃথিবীতে যত মহারাজগণ ছিল।
ক্ষত্রসভা মধ্যে তোরে বসিতে না দিল ॥
যুধিষ্ঠির রাজা যবে রাজসূয় কৈল।
এক লক্ষ নৃপতিরে বরিয়া আনিল ॥
গৌরব করিয়া ভীষ্ম কহিল তাহাতে।
রাজগণ মধ্যে অগ্রে তোমায় পূজিতে ॥
ভীষ্মের বচনে ধর্ম্ম পূজিল তোমারে।
সেই হেতু রুষিল যতেক নৃপবরে ॥
বলিল সকল রাজা যত কুবচন।
সে সকল কথা তব হয় কি স্মরণ ॥
দৈবেতে কহিলে তুমি বাক্য কটুময়।
তোমার সভায় কি বসিতে যোগ্য হয় ॥
পরম কপটী তুমি শুন দুরাচার।
তোমার চাতুরী কেহ নারে বুঝিবার ॥
নিষ্কলঙ্ক নির্দ্দোষ নিষ্পাপ সত্যমতি।
হেনজনে নিন্দে যেই সেই দুষ্টমতি ॥
আপনি নিন্দিত হলে নিন্দে সবাকারে।
সাধু হলে সকলে আপনা সম করে ॥
তোমার জনক পূর্ব্বে কেবা নাহি জানে।
গিয়াছিল দৈবকীর স্বয়ম্বর-স্থানে ॥

দেবক রাজার কন্যা তোমার জননী।
পরম রূপসী বিদ্যাধরী-রূপ জিনি ॥
দেখিয়া মোহিত হৈল জনক তোমার।
কন্যা লইবার হেতু করয়ে বিচার ॥
বহু রাজা আসিয়াছে স্বয়ম্বর-স্থানে।
রথে তুলি লয় কন্যা সবা বিদ্যমানে ॥
সত্বর গমনে যায় কন্যারে লইয়া।
চৌদিকে ভূপতিগণ বেড়িল আসিয়া ॥
দেখিয়া হইল বসু ভয়ে কম্পমান।
কি করিব কেমনে হইবে পরিত্রাণ ॥
কন্যার কারণে আজি জীবন-সংশয়।
পলাইতে নাহি শক্তি মজিনু নিশ্চয় ॥
ভয়ার্ত্ত জানিয়া যত সাধু রাজগণ।
ক্রোধ সম্বরিয়া গেল না করিল রণ ॥
দুষ্ট রাজগণ সঙ্গে বাহ্লীক-নন্দন।
বসুর উপরে করে অস্ত্র বরিষণ ॥
দেখিয়া কুপিল শিনি জনক আমার।
সোমদত্ত সনে রণ করিল অপার ॥
রথ অশ্ব সারথি কাটিল ধনুর্গুণে।
হাতাহাতি সমর হইল দুইজনে ॥
কোপেতে জনক মোর ধরে তার চুল
চড় মারি দন্ত ভাঙ্গি করিল নির্ম্মূল ॥
সকল ভূপতিগণ কৈল উপরোধ।
সোমদত্তে ছাড়ি পিতা সম্বরেন ক্রোধ ॥
ভয়েতে সকল রাজা নিবৃত্ত হইল।
আপন আপন দেশে সবে চলি গেল ॥
পিতা-স্থানে সোমদত্ত অপমান পেয়ে।
শিব-আরাধনা করে ঘোর বনে গিয়ে ॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে বর যাচে পশুপতি।
বর মাগে সোমদত্ত হরে করে স্তুতি ॥
শিনির প্রহারে মম দহে কলেবর।
বড় অপমান কৈল সভার ভিতর ॥
তেমতি আমার পুত্র হৌক বলবান।
শিনিপুত্রে মম পুত্র করে অপমান ॥
সোমদত্ত বচনে শঙ্কর দিল বর।
সেই হেতু ভূরিশ্রবা হৈল বলধর

অপমান মোর কৈল সভার ভিতর।
আমি কি কহিব ইহা জানে সর্ব্ব নর॥
এই হেতু আমার করিল অপমান।
না হইল ক্ষম তবু বধিতে পরাণ॥
যেকালে আমার কেশ ধরিল দুর্ম্মতি।
কুমারের চক্র হেন ফিরিলাম তথি॥
কত শক্তি ধরে সেই সোমদত্ত-সুত।
দৈববলে এই কর্ম্ম করিল অদ্ভুত॥
যেই জন করিল এতেক অপমান।
বলে ছলে প্রকারে লইব তার প্রাণ॥
আমার সাহায্যে হস্ত কাটিল অর্জ্জুন।
আমি তার মুণ্ড কাটিলাম সেইক্ষণ॥
ইহাতে পাতকী বড় হইলাম আমি।
বড় ধার্ম্মিকেরে লৈয়া বসিয়াছ তুমি॥
পাণ্ডব তোমার প্রিয় বন্ধু বলি জানে।
তাদের সর্ব্বনাশ করিলেক যে জনে॥
পুত্র মিত্র বন্ধু নাশিলেক যেই জন।
নিদ্রিত জনেরে গিয়া করিল নিধন॥
হেন জন হৈল তব পরম বান্ধব।
জানিনু তোমার প্রিয় যেমন পাণ্ডব॥
কপট করিয়া মজাইলে পাণ্ডবেরে।
পরম কুটিল তুমি কে জানে তোমারে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম দাস কহে ভবভয় তরি॥

যদুকুলধ্বংস ও বলরামের দেহত্যাগ।

এইরূপে বলাবলি হইল বিস্তর।
গর্জ্জিয়া উঠিল কৃতবর্ম্মা ধনুর্দ্ধর॥
হাতে খড়্গ করি ধায় কাটিবার আশে।
গর্জ্জন করিয়া বলে বচন কর্কশে॥
আরে দুরাচার পাপী শিনির নন্দন।
এতেক তোমার গর্ব্ব না বুঝি কারণ॥
গোবিন্দের নিন্দা কর দুষ্ট অধোগামী।
ইহার উচিত ফল তোরে দিব আমি॥
আমারে নিন্দহ দুষ্ট না বুঝি কারণ।
পাণ্ডবের সর্ব্বনাশ কৈল কোন্ জন॥
দ্রোণপুত্র প্রবেশিল শিবির ভিতরে।
সকল করিল ক্ষয় দ্রৌণি একেশ্বরে॥
আমা দোঁহে আছিলাম দাণ্ডাইয়া দ্বারে।
রে দুষ্ট আমারে গালি দেহ অহঙ্কারে॥
এত বলি অসি লয়ে কাটিবারে যায়।
গর্জ্জিয়া সাত্যকি বলে জলদমি প্রায়॥
উচিত কহিতে ক্রোধ হইল তোমার।
আমারে মারিতে এলে আরে দুষ্টাচার॥
তোর দর্প ঘুচাব কাটিয়ে তোর শির।
এত বলি অসি লয়ে ধায় মহাবীর॥
অসির প্রহারে বীর কাটে তার শির।
ভূমেতে লোটায় কৃতবর্ম্মার শরীর॥
হাহাকার শব্দে ডাকে যতেক যাদব।
মার মার বলিয়া ধাইল যত সব॥
দেখিয়া অদ্ভুত কর্ম্ম সবিস্ময় মন।
আত্ম আত্ম বিবাদী হইল সর্ব্বজন॥
কৃতবর্ম্মা বধ হৈল দেখিয়া নয়নে।
সাত্যকিরে মারিবারে ধায় সহগণে॥
নানা অস্ত্র ফেলি মারে সাত্যকি উপর।
মুষলধারায় যেন বর্ষে জলধর॥
স্নেহ করি কেহ হৈল সাত্যকির ভিত।
অস্ত্রবৃষ্টি করে কেহ অতি ক্রোধচিত॥
সহোদরে সহোদরে হৈল দুই দল।
ঝাঁকে ঝাঁকে বাণবৃষ্টি হয় অবিরল॥
অস্ত্রে অস্ত্রে নিবারণ করে জনে জনে।
সর্ব্ব অস্ত্র ক্ষয় হৈল অস্ত্র নাহি তূণে॥
ক্রোধমনে যুদ্ধ করে নাহি অবসান।
দাণ্ডাইয়া কৌতুক দেখেন ভগবান॥
অদ্ভুত দেখিয়া রাম বিষণ্নবদন।
বৃত্তান্ত জানিয়া স্থির হলেন তখন॥
যুঝয়ে যাদবকুল আপনা আপনি।
খড়্গ লয়ে কেহ কেহ করে হানাহানি॥
শক্তি তুলি হানে কেহ কাহার উপর।
শেল জাঠা শক্তি মারে ভূষণ্ডী তোমর

মুদগর তুলিয়া কেহ মারে কার মাথে।
রথ অশ্ব সারথি মারেন এক ঘাতে॥
আকাড়ি করিয়া কেহ ধরে রথখান।
সিংহনাদ ছাড়ি ফেলে দিয়া এক টান॥
হেনমতে যুঝে যত যাদব-কুমার।
শূন্যকর হৈল কার অস্ত্র নাহি আর॥
যতেক বিক্রম কৈল কিছু না হইল।
যাদবগণের অঙ্গ তিল না ভেদিল॥
উপায় করেন তবে দেব ভগবান।
নিকটে খাগ্‌ড়া বন দেখি বিদ্যমান॥
মূষল ঘর্ষণে পূর্ব্বে সলিল যে হৈল।
তাহাতে খাগ্‌ড়া নল বন উপজিল॥
যদুগণে দেখাইয়া কন দামোদর।
নল বৃক্ষ ফেলি মার সবে পরস্পর॥
এই উপদেশ যদি যদুগণে পায়।
ধাওয়াধাই নল উপাড়িতে সবে যায়॥
নল খাগ্‌ড়ার গাছ ধরি যদুগণ।
অন্যে অন্যে প্রহার করয়ে জনে জন॥
অস্ত্রেতে না ভেদে যেই যাদব-শরীর।
নল খাগ্‌ড়ার ঘায়ে পড়ে সব বীর॥
অঙ্গে পরশিবামাত্র পড়ে সেইক্ষণ।
ব্রহ্মশাপে ধ্বংস হয় যত যদুগণ॥
জনে জনে মারামারি অতিশয় ক্রোধ।
ভাই ভাই খুড়া জ্যেঠা নাহি উপরোধ॥
হেনমতে যদুগণে হয় মহারণ।
দারুকে ডাকিয়া কন শ্রীমধুসূদন॥
সত্বরে দারুক যাহ মথুরানগরে।
মম রথে করি লহ বজ্র মহাবীরে॥
মথুরায় রাখ লয়ে প্রপৌত্র আমার।
অস্ত গেল যদুকুল কিবা দেখ আর॥
সে কারণে বজ্রে লয়ে চল মথুরায়।
স্ত্রীগণ লইয়া পিছে যাইবে তথায়॥
আমিহ পৃথিবী ছাড়ি যাব নিজস্থানে।
আজি হৈতে সপ্তম দিবস পরিমাণে॥
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা হবে কৃত্তিকা নক্ষত্র।
সেইদিনে দ্বারাবতী গ্রাসিবে সমুদ্র॥
এই সব বিবরণ কহিবে সবারে
ব্রহ্মশাস্ত্র বুঝাইবে শোক নাশিবারে॥
তথা হৈতে হেথায় আসিবে শীঘ্রগতি।
পুনরপি যেতে হবে হস্তিনা বসতি॥
পাণ্ডবগণেরে দিয়া মম সমাচার।
আনিবে হে প্রিয়সখা অর্জ্জুন আমার॥
এত বলি দারুকেরে দিলেন বিদায়।
বজ্রে লয়ে দারুক গেলেন মথুরায়॥
প্রদ্যুম্নের পৌত্র অনিরুদ্ধের তনয়।
ঊষার উদরে জন্ম বজ্র মহাশয়॥
মধুপুরে রাখি তারে কৃষ্ণের আদেশে।
সবাকারে সমাচার দিলেক বিশেষে॥
দারুক-বচনে সবে পায় চমৎকার।
আকাশ ভাঙ্গিয়া শিরে পড়ে সবাকার॥
অস্থির হইয়া সবে ভূমিতলে পড়ি।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় যায় গড়াগড়ি॥
অচেতন দেখিয়া দারুক সবাকারে।
ব্রহ্মশাস্ত্র বুঝাইল বিবিধ প্রকারে॥
ব্রহ্মে মন নিযুক্ত করিয়া সবাকার।
শ্রীকৃষ্ণ নিকটে চলি গেল পুনর্ব্বার॥
আসিয়া দেখিল সেই প্রভাসের তীরে
ভূমিতলে পড়িয়াছে যত যদুবীরে॥
একজন নাহি কেহ বৃষ্ণি যদুকুলে।
অন্যে অন্যে মারি সবে হইল নির্ম্মূলে।
ধূলায় ধূসর তনু অবনী লোটাই।
কেবল আছেন রামকৃষ্ণ দুই ভাই॥
শোকেতে আকুল হৈল দারুক সারথি
মূর্চ্ছিত হইয়া সেই পড়িলেন ক্ষিতি॥
প্রবোধিয়া গোবিন্দ কহেন দারুকেরে
সত্বরে দারুক যাহ হস্তিনানগরে॥
আমার পরম বন্ধু পাণ্ডুর নন্দন।
অর্জ্জুনে আনিতে শীঘ্র করহ গমন॥
কৃষ্ণ-আজ্ঞা পেয়ে পুনঃ দারুক সারথি।
হস্তিনানগরে গেল বিষাদিত মতি॥
বলভদ্রে কহিলেন দেব নারায়ণ।
অবধান কর দেব করি নিবেদন॥

এইখানে আপনি থাকহ একেশ্বর।
দ্বারকা হইতে আমি আসি ত্বরাপর ॥
মাতা পিতা পরিজন না পায় বারতা।
সবা সম্বোধিতে আমি শীঘ্র যাই তথা ॥
যাবৎ না আসি আমি দ্বারকা হইতে।
তাবৎ আপনি হেথা থাক এইমতে ॥
কৃষ্ণবাক্যে বলভদ্র করেন স্বীকার।
তোমা বিনা গতি ভাই কি আছে আমার ॥
রামেরে রাখিয়া কৃষ্ণ করেন গমন।
দ্বারকানগরে আসি দেন দরশন ॥
জনক জননী পুরনারীগণ যত।
সবাকারে প্রবোধ করেন যদুচিত ॥
পূর্ব্বে যত অমঙ্গল হইল অপার।
প্রভাসে গেলাম করিবারে প্রতিকার ॥
স্নান করি একত্রে বসিল সর্ব্বজন।
কথায় কথায় দ্বন্দ্ব করিল স্বজন ॥
সেই দ্বন্দ্বে মহাকোপ হৈল সবাকার।
আত্ম আত্ম যুদ্ধ করি হইল সংহার ॥
এক জন যদুকুলে আর কেহ নাই।
কেবল আছে যে রামকৃষ্ণ দুই ভাই ॥
শোকেতে আকুল রাম না আইসে ঘরে।
তপ আচরেন তিনি প্রভাসের তীরে ॥
আমিহ শোকেতে প্রাণ ধরিতে না পারি
গৃহবাস ছাড়িলাম হব তপশ্চারী ॥
সংসার অসার মাত্র সব মায়াজাল।
ইহাতে মোহিত হৈলে বৃথা যায় কাল ॥
এমতি সংসার ধন্দ দেখ ভাবি মনে।
স্থিরমতি হয়ে মন দেহ তত্ত্বজ্ঞানে ॥
বিষাদ ত্যজিয়া সবে ধর্ম্মে দেহ মন।
এত বলি মেলানি মাগেন নারায়ণ ॥
সবার জীবন হরি নিল নারায়ণ।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় রহে সর্ব্বজন ॥
শ্বাসমাত্র শরীরে আছয়ে সবাকার।
অবনী লোটায় লোক শবের আকার ॥
রামের নিকটে আসি শ্রীমধুসূদন।
দুই ভাই মিলিয়া করিল আলিঙ্গন ॥

প্রভাসের তীরে রাম যোগাসন
হৃদয়ে পরম ব্রহ্ম জপে মনে করি ॥
যুগল নয়নে হেরি কৃষ্ণের বদন।
যোগে তনু ত্যজিলেন রোহিণীনন্দন ॥

কৃষ্ণের দেহত্যাগ।

যদুবংশে অবতরি, বাসুদেব নাম ধরি,
কৌতুকেতে অবনীবিহারী।
যাঁহার কটাক্ষে হয়, সৃজন পালন লয়,
ভকতবৎসল চক্রধারী ॥
যাঁর নাম গুণ গাই, সর্ব্বপাপে ত্রাণ পাই,
নাহি রহে শমনের ভয়।
ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করি,ক্ষিতিভার ত্রাণ করি,
নিজবংশ সব করি ক্ষয় ॥
একজন নাহি শেষ, হৃদে চিন্তি হৃষীকেশ,
নিজ দেহ ত্যজিতে বিচারি।
প্রভাস তীর্থের তীরে,উঠিলেন শাখিপরে,
বসিলেন শাখায় মুরারি ॥
বসি বৃক্ষের উপরি, চিন্তিলেন দেবহরি,
নিজ দেহ ত্যাগের কারণ।
একপদ তরু'পর, আরোপিয়া গঙ্গাধর,
নম্র করি দ্বিতীয় চরণ ॥
আপনা চিন্তিয়া মনে, বসি বৃক্ষ শাখাসনে,
মৌনেতে আছেন গদাধর।
হেনকালে দৈবগতি, ব্যাধ এক এল তথি,
মৃগয়ার ছলে একেশ্বর ॥
জরাব্যাধ ধরে নাম, ধনুর্ব্বেদে অনুপম,
হাতে ধরি দিব্য শরাসন।
মৃগ মারিবার ছলে,ব্যাধ আসি সেইস্থলে,
দেখিলেক কৃষ্ণের চরণ ॥
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পদ, রবিবিম্ব কোকনদ,
শত পত্র যেন সুশোভন।
রাতুল-চরণ দেখি, ব্যাধসুত হৈল সুখী,
মৃগকর্ণ হেন নিল মন ॥
মুষলের শেষ পাই, যেই বাণ নিরমাই,
দৈবে সেই বাণ নিল হাতে।

টানিয়া ধনুকখান, সন্ধানিয়া মারে বাণ,
চরণ ভেদিল জগন্নাথে ॥
বাণ মারি ব্যাধসুত, বৃক্ষতলে এল দ্রুত,
অপূর্ব্ব দেখিয়া হৈল ভীত।
কিরীট কুণ্ডল হার, নানা রত্ন অলঙ্কার,
হৃদয়ে কৌস্তুভ সুশোভিত ॥
পাঞ্চজন্য সুদর্শন, গদা পদ্ম সুশোভন,
চতুর্ভুজ গলে বনমালা।
শ্রীবৎসলাঞ্ছন দেহে, মণি বিভূষণ তাহে,
নবমেঘে যেমন চপলা ॥
আজানু তুলসীমাল, আকর্ণ লোচন ভাল,
অলকা তিলকা ভালে সাজে।
পরিধান পীতবাস, মুখচন্দ্র সুপ্রকাশ,
কত শোভা শত দ্বিজরাজে ॥
ভয়ার্ত্ত হইয়া ব্যাধ, মাগে নিজ অপরাধ,
প্রণমিয়া প্রভুর চরণে।
কৃপাময় অবতারী, অনাদি পুরুষ হরি,
তুমি সার এ তিন ভুবনে ॥
আমি পাপী দুরাশয়, অজ্ঞানেতে মূর্ত্তিময়,
অপরাধ করিনু গোঁসাই।
শুন প্রভু চক্রপাণি, যে কর্ম্ম করিনু আমি,
আমার নিষ্কৃতি কভু নাই ॥
শুনিয়া ব্যাধের বাণী, আশ্বাসেন চক্রপাণি,
শুন ব্যাধ না করিহ ভয়।
মম দেহত্যাগকালে, নয়নেতে নিরখিলে,
স্বর্গে যাবে কহিনু নিশ্চয় ॥
রামচন্দ্র অবতারে, পিতৃসত্য পালিবারে,
প্রবেশিনু অরণ্য ভিতর।
সীতা নামে মম নারী, রাবণ লইল হরি,
অন্বেষিতে দুই সহোদর ॥
সাক্ষাৎ হইল বনে, আর চারি কপিসনে,
সখ্য হৈল সহিত আমার।
বধ করি বালিরাজা, সুগ্রীবে করিনু রাজা,
ছিলে তুমি বালির কোঙর ॥
মারিয়া লঙ্কার পতি, উদ্ধারিনু সীতা সতী,
দিতে বর যাচিনু তোমারে।
পিতৃবৈরী মারিবারে, বর মাগিনিলে মোরে,
আমিহ করিনু অঙ্গীকারে ॥
সেই প্রয়োজন ফলে, জন্ম হৈল ব্যাধকুলে,
মুক্ত হয়ে যাহ স্বর্গপুরে।
হেনকালে আচম্বিত, পুষ্পবৃষ্টি অপ্রমিত,
রথ এল ব্যাধের গোচরে ॥
চাহিয়া গোবিন্দপদ, রথ আরোহিয়া ব্যাধ,
স্বর্গপুরে করিল গমন।
শ্রীমধুসূদন হরি, হৃদয়ে ভাবনা করি,
নিজ দেহ ত্যজেন তখন ॥
জ্যোতির্ম্ময় নিজঅঙ্গে, প্রবেশি পরম রঙ্গে,
দেবগণে করে স্তুতিবাণী।
দুন্দুভি প্রভৃতি বাজে, অপ্সরা কিন্নরা নাচে,
হুলাহুলি অমর রমণী ॥
পুষ্পবৃষ্টি করে সবে, পারিষদ্‌গণ সেবে,
স্তুতি করে সুর মুনিগণ।
চতুর্ম্মুখে বিধিবর, পঞ্চমুখে মহেশ্বর,
করপুটে করয়ে স্তবন ॥
নিখিল হইল শান্ত, ভুবন হইল তৃপ্ত,
আনন্দিত সব দেবগণ।
শুনরে ভকত ভাই, শ্রবণে মুকতি পাই,
এড়াই শমন দরশন।
ভক্তবশ গুণনিধি, ভক্তবাঞ্ছা করে সিদ্ধি,
নাহি আর ভক্তির সমান।
কাশীদাস বলে যদি, পার হবে ভবনদী,
ভজ ভাই দেব ভগবান ॥

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রভাসে রামকৃষ্ণের মৃত শরীর দর্শন।

হস্তিনানগরে এল দারুক সারথি।
করযোড়ে কহে কথা ধর্ম্মরাজ প্রতি ॥
অবধান কর রাজা পাণ্ডুর নন্দন
কৃষ্ণ পাঠাইল মোরে তোমার সদন ॥
গোবিন্দের প্রিয় বন্ধু তোমা পঞ্চ ভাই।
তোমার ভাবনা বিনা অন্য মনে নাই ॥

সে কারণে আমারে পাঠাইলেন হেথা।
দ্বারকা লইয়া যেতে পার্থ মহারথা॥
চিরদিন তাঁর সহ নাহি দরশন।
সেই হেতু লইতে কহেন নারায়ণ॥
তিলেক বিলম্বে রাজা না হয় বিচার।
শীঘ্রগতি অর্জ্জুন করুন অগ্রসার॥
কৃষ্ণের বারতা শুনি পঞ্চ সহোদর।
দারুকেরে বসায়েন করিয়া আদর॥
বসিয়া সুস্থির চিত্ত না হয় দারুক।
হৃদয় দহিছে শোকে বৈসে হেঁটমুখ॥
দারুকের চিত্ত রাজা দেখি উচাটন।
বিস্ময় মানিয়া ভাবিছেন মনে মন॥
এইত দারুক হয় কৃষ্ণের সারথি।
যেই কৃষ্ণ অনাদি পুরুষ লক্ষ্মীপতি॥
তাঁহার আশ্রিত জন কি দুঃখে দুঃখিত।
ইহার কারণ কিছু না বুঝি কিঞ্চিৎ॥
এত চিন্তি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কি হেতু দারুক তব চিত্ত উচাটন॥
কৃষ্ণের আশ্রিত তুমি কেন ভাব শোক।
কি হেতু ত্রাসিত হৈলে কহত দারুক॥
সাত্যকি প্রদ্যুম্ন শাম্ব যাদব সকল।
কেমন আছেন অনিরুদ্ধ মহাবল॥
কেমন আছেন সবে কহ সত্য বাণী।
কহ দেখি কৃষ্ণের কুশলবার্ত্তা শুনি॥
তব উচাটন চিত্ত দেখিয়া নয়নে।
প্রাণাধিক ভ্রাতৃ মম ধৈর্য্য নাহি মানে॥
কৃষ্ণের কুশল কহ দারুক সারথি।
কেমন আছেন প্রিয়বন্ধু যদুপতি॥
শুনিয়া দারুক কহে শুন নরনাথ।
সে সকল অবগত হইবে পশ্চাৎ॥
ত্বরিত অর্জ্জুনে রাজা করহ বিদায়।
বন্ধুজন দেখিতে চাহেন যদুরায়॥
শুনি অনুমতি দেন পাণ্ডুবংশপতি।
সুসজ্জ হইয়া পার্থ যান শীঘ্রগতি॥
ত্বরিত গমনে আসি দ্বারকানগরী।
বিস্ময় মানেন পার্থ দ্বারাবতী হেরি॥
পূর্ব্বরূপ শোভা কিছু না দেখেন আর।
শূন্যাকার পুরীখান দিনে অন্ধকার॥
পুরীতে পুরুষ নাহি কেবল রমণী।
চিত্রের পুত্তলিপ্রায় সবে অনাথিনী॥
শুষ্ক ওষ্ঠ শুষ্ক মুখ শুষ্ক সর্ব্ব অঙ্গ।
নাহিক আনন্দ বাদ্য নৃত্যগীত রঙ্গ॥
মনুষ্যের শব্দ নাহি দ্বারকানগরে।
কপোত পেচক শিবা চৌদিকে বিহরে॥
গৃধ্র কঙ্ক নানা পক্ষী উড়ে পালে পালে।
ঘোরতর শব্দ করি উড়ি বৈসে চালে॥
এত সব দেখি পার্থ হইল চিন্তিত।
চক্ষেতে পড়য়ে জল প্রাণ বিকলিত॥
বসুদেব দৈবকী রোহিণী তিন জন।
প্রাণহীন জন যেন ভূমিতে শয়ন॥
প্রণমিয়া জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুন-বারতা।
শুষ্ক তনু সবার বদনে নাহি কথা॥
পুনঃ পুনঃ পার্থবীর করেন জিজ্ঞাসা।
হরি বলে কান্দে সবে নাহি অন্য ভাষা॥
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ নাহি বলে সর্ব্বজন।
চিন্তান্বিত হইলেন কুন্তীর নন্দন॥
দারুক বলেন পার্থ কি কর ভাবনা।
প্রভুরে দেখিবে যদি চল সর্ব্বজনা॥
প্রভাসের তীরেতে আছেন দুই ভাই।
সকল যাদবগণ আছেন তথাই॥
এত শুনি সত্বরে চলিল দুই জন।
শূন্যময় হৈল পুরী দ্বারকা ভুবন॥
পথ-বিহরণে সবে যায় ধীরে ধীরে।
আসিয়া মিলিল সবে প্রভাসের তীরে॥
তথায় দেখিল যদুকুলের সংহার।
ভূমে গড়াগড়ি যায় অঙ্গ সবাকার॥
হাহা রবে কান্দিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
করেন বিলাপ বহু মহা শোকমন॥
রামের শরীর দেখি প্রভাসের তীরে।
বিলাপ করেন পার্থ লুণ্ঠিতশরীরে॥
হায় যদুকুলপতি বীর হলধর।
মুষল লাঙ্গল কেন ভূমির উপর॥

সকল ত্যজিয়া প্রভু যোগে দিলে মন।
দুষ্ট দৈত্য বিনাশ করিবে কোন্ জন॥
ভারাবতরণ হেতু আসি ক্ষিতিতলে।
পৃথিবীর ভার হরি যোগ আচরিলে॥
বারেক উত্তর দেহ রেবতীরমণ।
কান্দিয়া আকুল তব বন্ধু পরিজন॥
তবে ধনঞ্জয় যায় বৃক্ষের তলায়।
প্রাণনাথ কৃষ্ণদেহ দেখিল তথায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত অর্ণবে।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে॥

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিলাপ ও শ্রীকৃষ্ণাদির মৃতদেহ সৎকার।

কৃষ্ণের শরীর পার্থ কোলেতে করিয়া।
বিলাপ করেন বহু কান্দিয়া কান্দিয়া॥
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ নাথ কৃষ্ণ ধন জন।
হরি বিনা পাণ্ডবের আছে কোন্ জন॥
এতদিনে পাণ্ডবেরে বঞ্চিলেন বিধি।
কোন্ দোষে হারাইনু কৃষ্ণ গুণনিধি॥
এই দ্বারাবতী আমি পূর্ব্বে আসিতাম।
আমারে পাইলে কত পাইতে বিশ্রাম॥
সখা সখা বলি মোরে করি সম্বোধন।
ভুজ প্রসারিয়া আসি দিতে আলিঙ্গন॥
পূর্ব্বেতে কহিলে তুমি সভার ভিতর।
কৃষ্ণার্জ্জুন এক তনু নহে ভিন্ন পর॥
পাণ্ডুপুত্রগণ মম প্রাণের সমান।
পাণ্ডবের কার্য্যেতে বিক্রীত মম প্রাণ॥
সারথিত্ব করিয়া সঙ্কটে কৈলে পার।
দুর্য্যোধন-ভয় হৈতে করিলে উদ্ধার॥
পাখা যেন রক্ষা করে পক্ষীর জীবন।
সলিল রক্ষিত যেন মৎস্য আদিগণ॥
সেইরূপে পাণ্ডব রক্ষিত নারায়ণ।
তোমা বিনা কোন্ মতে রহিবে জীবন॥
ওহে প্রভু যদুনাথ নাহি শুন কেনে।
কোন্ দোষে দোষী হৈনু তোমার চরণে।
তব প্রিয়সখা আমি সেই ধনঞ্জয়।
সখারে বিমুখ কেন হলে মহাশয়॥
একবার চাহ প্রভু মেলিয়া নয়ন।
সখা বলি করহ বারেক সম্বোধন॥
রত্নসিংহাসন ত্যজি ভূমেতে শয়ন।
চাঁদমুখে লাগিয়াছে রবির কিরণ॥
কোন্ মুখে যাব আমি হস্তিনানগরে।
কি বলিব গিয়া আমি রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
ভাইগণে কি বলিব দ্রৌপদীর তরে।
কেমনে ধরিবে প্রাণ ধর্ম্ম নৃপবরে॥
হায় বিধি এত দিনে করিলে নিরাশ।
কোন্ দোষে হারাইনু মিত্র শ্রীনিবাস॥
বিস্মরিলে সব কথা স্বীকার করিয়া।
সঙ্গে নিলে নিজ জনে পাণ্ডবে ত্যজিয়া॥
ভাগ্যবন্ত যদুকুল পুণ্য নাহি সীমা।
ইহলোকে পরলোকে পাইলেক তোমা॥
আমা সম হতভাগ্য পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি।
কোন্ গুণে পাব সেই কৃষ্ণপদে মতি॥
হা কৃষ্ণ কমলাকান্ত করুণা-নিদান।
তোমা বিনা রহে মম হৃদয় পাষাণ॥
কি বুদ্ধি করিব আমি কোথায় যাইব।
আর কোথা সে চাঁদবদন দেখা পাব॥
শিরেতে হানিয়া ঘাত কান্দি উচ্চৈঃস্বরে।
ভূমে গড়াগড়ি যান পার্থ ধনুর্দ্ধরে॥
দারুক সারথি বোধ করায় অর্জ্জুনে।
স্থির হও ধনঞ্জয় শোক ত্যজ মনে॥
অকারণে শোক কৈলে কি হইবে আর।
আমি যাহা কহি তাহা শুন সারোদ্ধার॥
বিধি নীতি আছে যেই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।
আপনি সবাকার করহ প্রেতকর্ম্ম॥
পূর্ব্বেতে আমারে কহিলেন গদাধর।
সবা হৈতে বড় প্রিয় পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
যোগ আচরিয়া পরে পাইবে আমারে।
এই কথা দারুক কহিবে পাণ্ডবেরে॥
সে কারণে এই কর্ম্ম হয়ত বিহিত।
সবার সৎকার কর্ম্ম করিতে উচিত॥

বহুমতে সান্ত্বনা করিলেক অর্জ্জুনে।
সৎকার করিতে পার্থ করিলেন মনে ॥
চন্দনের কাষ্ঠ তথা আনি রাশি রাশি।
জ্বালিলেন চিতা অগ্নি গগন পরশি ॥
দৈবকী রোহিণী বসুদেবের সহিত।
অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিল হরষিত ॥
রেবতী রামের সনে পশে হুতাশন।
অগ্নিকার্য্য সবাকার করিল অর্জ্জুন ॥
সবাকার অগ্নিকার্য্য করি সমাপন।
বিধিমতে করিলেন শ্রাদ্ধাদি তর্পণ ॥

দৈত্যগণ কর্ত্তৃক যদুপত্নী হরণ ও পাষাণ হইবার বিবরণ।

দারুক পুনশ্চ কহে অর্জ্জুনের প্রতি।
অর্জ্জুন বন্ধুর কার্য্য করহ সম্প্রতি ॥
স্ত্রীগণে লইয়া যাহ হস্তিনানগরে।
প্রভুর রমণীগণ বিদিত সংসারে ॥
তোমা বিনা কার শক্তি রক্ষিবারে পারি
সমুদ্র গ্রাসিবেক এই দ্বারকাপুরী ॥
আজ্ঞা কর আমি বনে যাই মহাশয়।
শুনিয়া স্বীকার করিলনে ধনঞ্জয় ॥
এতেক বৃত্তান্ত পার্থে কহি মহামতি।
দারুক চলিল যথা বনের নিবৃত্তি ॥
কৃষ্ণের রমণীগণে লইয়া সংহতি।
গেলেন হস্তিনাপথে পার্থ মহামতি ॥
দ্বারকা গ্রাসিল আসি সমুদ্রের জল।
প্রভুর মন্দির মাত্র জাগয়ে কেবল ॥
এক শত পঞ্চ বর্ষ শ্রীমধুসূদন।
মর্ত্ত্যপুরে নিবসেন দ্বারকা-ভুবন ॥
স্ত্রীগণে লইয়া পার্থ করেন গমন।
হাতে ধরি গাণ্ডীব অক্ষয় শরাসন ॥
হেনকালে দৈত্যগণ আছিল কোথায়।
কৃষ্ণের রমণীগণে দেখিবারে পায় ॥
একত্র হইয়া যুক্তি করে সর্ব্বজন।
কৃষ্ণের রমণীগণে হরিব এখন ॥

অর্জ্জুন লইয়া যায় যতেক সুন্দরী।
কাড়িয়া লইব হেন হৃদয়ে বিচারি ॥
পার্থে আগুলিল আর সকল রমণী।
হস্ত ধরি স্ত্রীগণেরে করে টানাটানি ॥
দেখিয়া কুপিত অতি বীর ধনঞ্জয়।
গাণ্ডীব ধরেন বীর ক্রোধে অতিশয় ॥
অগ্নিদত্ত গাণ্ডীব অক্ষয় শরাসন।
যাহাতে করেন পার্থ ত্রৈলোক্য শাসন ॥
দেবের বাঞ্ছিত ধনু অতি মনোহর।
খাণ্ডবদাহনে যাহা দিল বৈশ্বানর ॥
ধনু ধরি হেলায় হেলায় দিত গুণ।
এবে গুণ দিতে শক্ত নহেত অর্জ্জুন ॥
মহাভার হৈল ধনু তুলিতে না পারি।
কত কষ্টে গুণ দেন বহু শক্তি করি ॥
টানিতে না পারি ধনু আকর্ণ পূরিয়া।
কিছু অল্প টানি বাণ দিলেন ছাড়িয়া ॥
মহাকোপে ছাড়িলেন বজ্র সম বাণ।
দৈত্য অঙ্গে ঠেকি পড়ে তৃণের সমান ॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ বিন্ধে প্রাণপণে।
অবহেলে বাণ ব্যর্থ করে দৈত্যগণে ॥
এড়িল অক্ষয় অগ্নিবাণ ধনঞ্জয়।
যত বাণ এড়িলেন সব ব্যর্থ হয় ॥
যত বিদ্যা পাইলেন দ্রোণগুরু-স্থানে।
যত বিদ্যা পাইলেন অমর-ভুবনে ॥
এ তিন ভুবনে যারে মাগে পরাজয়।
দৈত্যসনে রণে সর্ব্ব অস্ত্র ব্যর্থ হয় ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র অর্জ্জুনের হৈল পাসরণ।
বিস্ময় মানিয়া চিন্তিলেন মনে মন ॥
গাণ্ডীব ধনুক বীর ধরি দুই করে।
প্রহার করেন দৈত্যগণের উপরে ॥
ইতর মনুষ্য যেন করে ধরি বাড়ি।
দৈত্যগণে অর্জ্জুন করেন তাড়াতাড়ি ॥
দৈত্যগণ অর্জ্জুনেরে পরাজিয়া রণে।
স্ত্রীগণে লইতে যায় স্বচ্ছন্দগমনে ॥
দৈত্যগণ পরশে প্রভুর নারীগণ।
পাষাণ পুত্তলি হৈল ত্যজিয়া জীবন

পরাজয় মানি পার্থ পরম চিন্তিত।
কান্দিতে কান্দিতে যান অত্যন্ত দুঃখিত ॥
বদরিকাশ্রমে গিয়া ব্যাসের নিকটে।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল করপুটে ॥
অর্জ্জুনেরে মলিন দেখিয়া অতিশয়।
জিজ্ঞাসা করেন তাঁরে ব্যাস মহাশয় ॥
কি হেতু হইলে দুঃখী কুন্তীর নন্দন।
আজি কেন দেখি তব মলিন বদন ॥
দুষ্কর্ম্ম করিলে কিবা কহত আমারে।
পরাজয় হৈল কিবা সংগ্রাম ভিতরে ॥
দেব দৈত্যে হিংসিলে কি সুজনে পীড়িলে
দুর্জ্জন-সেবনে কিবা হীনতা পাইলে ॥
এত বলি আশ্বাসিয়া মুনি মহাশয়।
করে ধরি বসাইল বীর ধনঞ্জয় ॥
কান্দিয়া কহেন পার্থ মহাধনুর্দ্ধর।
কি কহিব মুনি সব তোমাতে গোচর ॥
এতদিনে পাণ্ডবেরে বিধি হৈল বাম।
গোলক-নিবাসী হইলেন কৃষ্ণ রাম ॥
যাঁর অনুগ্রহে আমি বিজয়ী সংসারে।
হেলায় গাণ্ডীব ধনু ধরি বাম করে ॥
যম সম বৈরীগণে না করিনু ভয়।
পরাক্রমে করিলাম তিন লোক জয় ॥
মম পরাক্রম দেব সব জান তুমি।
এক রথে চড়িয়া জিনিনু মর্ত্ত্যভূমি ॥
সেই তূণ সেই ধনু সেই ধনঞ্জয়।
সকল নিষ্ফল হৈল শুন মহাশয় ॥
দৈত্যগণ আসি মোরে পরাজিল রণে।
কৃষ্ণের রমণী কাড়ি নিল মম স্থানে ॥
প্রভু বিনা এই গতি হইল এখন।
এ পাপ জীবনে মম নাহি প্রয়োজন ॥
বিক্রম বিজয় মম সব দামোদর।
তাঁহার অভাবে ধরি পাপ-কলেবর ॥
কহ মুনি কি উপায় করিব এখন।
কেমনে পাইব আমি শ্রীমধুসূদন ॥
মুনি বলে ধনঞ্জয় শোক পরিহর।
আমি যাহা কহি তাহা শুন বীরবর ॥
যা কহিলে ধনঞ্জয় সব আমি জানি।
বল বুদ্ধি পরাক্রম দেব চক্রপাণি ॥
অনাদি পুরুষ তিনি ব্রহ্ম সনাতন।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি সেই নারায়ণ ॥
নির্লেপ নির্গুণ নিরঞ্জন নিরাকার।
অক্ষয় অব্যয় তিনি অনন্ত আকার ॥
জল স্থল শূন্য তিনি সকল সংসার।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে নিবাস তাঁহার ॥
আত্ম পর নাহি তাঁর সব সমজ্ঞান।
কীট পক্ষী মনুষ্যাদি সকলি সমান ॥
তিনি ব্রহ্মা তিনি বিষ্ণু তিনি পঞ্চানন।
ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য তিনি পবন শমন ॥
চরাচর সর্ব্বভূতে বিশ্বে যেই জন।
পরমাত্মারূপে সেই ব্রহ্ম সনাতন ॥
কে জানিতে পারে সেই প্রভুর মহিমা।
চারি বেদে কিঞ্চিৎ না পায় যাঁর সীমা ॥
শত কোটি কল্প যোগী যদি করে ধ্যান।
তবু নাহি পায় সেই প্রভু-দরশন ॥
তোমরা পাইলে কত পুণ্যে সে বান্ধব।
কৃষ্ণ বিনা অন্য নাহি জান তোমা সব ॥
ভক্তের অধীন সেই প্রভু নারায়ণ।
ভক্তিযোগে পাই সে প্রভু দরশন ॥
ত্যজিয়া মনের ধন্দ ভজ গিয়া তাঁহে।
ভক্তিবশে ভকতের দূর হরি নহে ॥
অচিরে অর্জ্জুন সেই কৃষ্ণকে পাইবে।
প্রিয়মনে স্মরণেতে সতত চিন্তিবে ॥
নিকটে থাকিলে তাঁরে যত ভক্তি ধরে।
শতকোটি ভক্তি হয় থাকিলে অন্তরে ॥
জানিয়া অর্জ্জুন তুমি স্থির কর মন।
গৃহেতে গমন কর জানিয়া কারণ ॥
পুনশ্চ বলেন পার্থ শুন মহাশয়।
এক কথা কহি আর খণ্ডাহ বিস্ময় ॥
দৈত্য কেন হরি নিল যদুনারীগণ।
ইহার কারণ মোরে কহ তপোধন ॥
পূর্ব্ব পুণ্যে কৃষ্ণপতি পাইল স্ত্রীগণ।
সদাকাল সেবিলেক শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥

তাঁহা সবাকার কেন হৈল হেন গতি।
কহিবে ইহার হেতু মুনি মহামতি॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি কহিলেন মুনি।
কার শক্তি হরিবেক কৃষ্ণের রমণী॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কহি শুন ধনঞ্জয়।
বিদ্যাধরীগণ ছিল ইন্দ্রের আলয়॥
প্রভুর প্রকাশ যবে হইল অবনী।
তাহা সবাকারে আজ্ঞা কৈল পদ্মযোনি
পৃথিবীমণ্ডলে জন্ম লহ গিয়া সবে।
ভাগ্য পুণ্যফলে সবে কৃষ্ণপতি পাবে॥
লক্ষ্মী অংশ পেয়ে হবে লক্ষ্মীর সমান।
ভক্তিতে করিবে বশ বিষ্ণু ভগবান॥
বিধির আদেশে সর্ব্ব কন্যাগণ লৈয়া।
পৃথিবীতে গেল সবে হৃষ্টমতি হৈয়া॥
স্নান করিবারে গেল পুণ্যনদ তীরে।
অষ্টাবক্র নামে মুনি তথা তপ করে॥
ভক্তি করি কন্যাগণ প্রণতি করিল।
তুষ্ট হৈয়া মুনিবর আশীর্ব্বাদ দিল॥
পৃথিবীতে গিয়া সবে পাবে কৃষ্ণপতি।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে শুন গুণবতী॥
আশীর্ব্বাদ লভি চলে যতেক রমণী।
হেনকালে জল হৈতে উঠে মহামুনি॥
অষ্ট ঠাঁই কুব্জ বক্র খর্ব্ব কলেবর।
পদযুগ বঙ্কিম বঙ্কিম দুই কর॥
শ্রবণ নাসিকা কর্ণ সব বিপরীত।
দেখিয়া অপূর্ব্ব সবে হইল বিস্মিত॥
মুনিরূপ দেখি সবে উপহাস কৈল।
তাহা দেখি মুনিবর কুপিয়া কহিল॥
আমা দেখি উপহাস কর নারীগণ।
সে কারণে দিব শাপ শুন সর্ব্বজন॥
পৃথিবীতে গিয়া সবে কৃষ্ণপতি পাবে।
এই অপরাধে সবে দৈত্য হরি লবে॥
মুনির বচনে সবে কম্পিত শরীর।
নিবেদন করে তবে চরণে মুনির॥
অবলা স্ত্রীজাতি মোরা সহজে চঞ্চলা।
ক্ষম অপরাধ মুনি দেখিয়া অবলা॥
প্রসন্ন হইয়া কর শাপ বিমোচন।
ধর্ম্মে মতি রহে আজ্ঞা কর তপোধন॥
তুষ্ট হয়ে পুনরপি মুনিবর কহে।
কহিলাম যে কথা সে কভু ব্যর্থ নহে॥
অবশ্য হরিবে দৈত্য না হবে এড়ান।
দৈত্যের পরশে সবে হইবে পাষাণ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই জানাই তোমায়।
কন্যাগণে দৈত্য হরে এই অভিপ্রায়॥
পাষাণ হইল তারা দৈত্যের পরশে।
প্রভুর রমণীগণ গেল তাঁর পাশে॥
না ভাবিহ চিত্তে দুঃখ যাহ নিজ ঘরে।
ভোগ অভিলাষ ত্যজি ভজহ কৃষ্ণেরে॥
এত বলি অর্জ্জুনেরে দিলেন বিদায়।
প্রণমিয়া ধনঞ্জয় যান হস্তিনায়॥

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট যদুকুল নাশের বৃত্তান্ত কথন।

জন্মেজয় কহে তবে শুন তপোধন।
অতঃপর কি হইল কহ বিবরণ॥
পাণ্ডুপুত্র পঞ্চ ভাই কৃষ্ণের বিয়োগে।
কিমতে ধরিল প্রাণ এত বড় শোকে॥
বিশেষিয়া কহ মুনি মহাশয় মোরে।
এ পাপ খণ্ডাহ মম মনের ভিতরে॥
মুনি বলে শুন কুরুবংশ-চূড়ামণি।
অনন্তরে কহি পিতামহের কাহিনী॥
বসিলেন ধর্ম্মরাজ রত্নসিংহাসনে।
শিরেতে ধরিল ছত্র পবন-নন্দনে॥
চামর ঢুলায় দুই মাদ্রবতী-সুত।
পাত্রমিত্র অমাত্য সহিত গুণযুত॥
সভায় বসিয়া রাজা ধর্ম্ম-অবতার।
হরিষেতে বসি সবে করেন বিচার॥
হেনকালে অমঙ্গল দেখি বিপরীত।
দিবসেতে শিবাগণ ডাকে চারিভিত॥
অন্তরীক্ষে গৃধ্র পক্ষী উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
বিপরীত শব্দ করি ঘন ডাকে কাকে॥

বিনা মেঘে ঘোর ডাকে ভীষণ গর্জ্জন।
বিপরীত বাত বহে ভস্ম বরিষণ॥
প্রবল প্রলয় যেন অগ্নিবরিষণ।
ঘোরতর শব্দে ডাকে পশু-পক্ষিগণ॥
ঘরে ঘরে নগরে লোকের কলরব।
অন্যে অন্যে কোন্দল করয়ে লোক সব॥
পিতা পুত্রে বিরোধ শাশুড়ী বধূ সনে।
ব্রাহ্মণ সহিত দ্বন্দ্ব করে শূদ্রগণে॥
জনকের কেশে ধরি মারয়ে তনয়।
ভাল মন্দ নাহি মুখে যাহা আসে কয়॥
পড়িল প্রাচীর ভাঙ্গি দেহের দোহর।
প্রতিমা সকল নাচে গায় মনোহর॥
অবিশ্রান্ত ক্ষণে ক্ষণে নাচে বসুমতী।
বিবিধ উৎপাত বহু হইল অনীতি॥
দেখিয়া বিস্ময়চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
চিন্তাযুত হ'য়ে মনে করেন ভাবন॥
না জানি কি হেতু হয় এত অমঙ্গল।
মন স্থির নহে মম হৃদয় বিকল॥
দ্বারকানগরে গেল পার্থ মহারথী।
তার ভদ্রাভদ্র কিছু না পাই বারতা॥
না জানি কি বিরোধ করিল কার সনে।
নাহি জানি কি কর্ম্ম করিল সেইখানে॥
কিবা পার্থ সমরে পাইল পরাজয়।
এত অমঙ্গল দেখি অকারণ নয়॥
কিরূপে ত্বরিতে পাই পার্থের বারতা।
শীঘ্রগতি দূত পাঠাইয়া দেহ তথা॥
কি কারণে আজি মম আকুল পরাণ।
বাম আঁখি নাচে এই বড় অলক্ষণ॥
এইরূপে যুধিষ্ঠির করয়ে ভাবন।
বিষাদ করেন রাজা চিন্তাকুল মন॥
পার্থ আইলেন তবে দ্বারকা হইতে।
হস্তিনায় প্রবেশিল কান্দিতে কান্দিতে॥
হায় কৃষ্ণ বলিয়া কান্দয়ে ঘনে ঘন।
কিমতে যাইব আমি হস্তিনা-ভুবন॥
কি বলিব গিয়া আমি ধর্ম্ম নৃপবরে।
হায় প্রভু তোমা বিনা কি হবে আমারে॥

নয়ন-যুগলে বারি বহে অনিবার।
শুষ্কমুখে কৃষ্ণ বলি ডাকে হাহাকার॥
গাণ্ডীব ধরিতে নাহি হইলেন ক্ষম।
কৃষ্ণের সহিত গেল বীরত্ব বিক্রম॥
রথেতে গাণ্ডীব রাখি বীর ধনঞ্জয়।
পদব্রজে চলিলেন অতি দীনপ্রায়॥
দূরে থাকি ধর্ম্ম জিজ্ঞাসেন বৃকোদরে।
হের দেখ অর্জ্জুন বুঝি আসিছে দূরে॥
অর্জ্জুনের রথ হেন পাই দরশন।
অর্জ্জুন আইসে মম হেন লয় মন॥
কি হেতু এতেক ধীরে চলে রথবর।
বিষাদ গমন হেন বুঝি যে অন্তর॥
অর্জ্জুনেরে দেখি আজি বড়ই মলিন।
কৃষ্ণবর্ণ শুষ্কমুখ যেন অতি দীন॥
দারুক আইল পূর্ব্বে কৃষ্ণের আদেশে।
অর্জ্জুনে লইয়া গেল গোবিন্দের পাশে॥
কতবার যায় পার্থ দ্বারকা-ভুবন।
আনন্দিত হৈয়া আসে নিজ নিকেতন॥
আজি কেন অমঙ্গল দেখি অপ্রমিত।
কলহ করিল কিবা কাহার সহিত॥
কিম্বা কোন অপরাধ কৈল প্রভু-স্থানে।
সেই দোষে কৃষ্ণ কি করিলেন ভৎর্সনে॥
বলভদ্র সহ কিবা করিল বিবাদ।
না জানি ঘটিল আজি কেমন প্রমাদ॥
যদি পার্থ হয়ে থাকে কৃষ্ণের বর্জ্জিত।
সকলে নিরাশ হৈল পাণ্ডব নিশ্চিত॥
কৃষ্ণ বিনা পাণ্ডবের কেবা আছে আর।
সকল সম্পদ মম চরণ তাঁহার॥
তাঁহার বর্জ্জিত হৈলে কে ধরিবে দেহ।
কি করিব রাজ্য ধন কি করিব গৃহ॥
এইমত যুধিষ্ঠির করেন চিন্তন।
নিকটে আইল পার্থ ইন্দ্রের নন্দন॥
চিত্র-পুত্তলিকা প্রায় মুখে নাহি বোল।
পড়িল ধরণী'পরে হইয়া বিহ্বল॥
হা কৃষ্ণ বলিয়া বীর লোটায় ধরণী।
অর্জ্জুনের নেত্রজলে ভিজিল অবনী॥

রাজা জিজ্ঞাসেন কহ কুশল সংবাদ।
পাণ্ডবের তরে কিবা হইল প্রমাদ॥
কি দোষ করিলে তুমি কৃষ্ণের চরণে।
গোবিন্দে বর্জ্জিত কি হইলে এতদিনে
স্বরূপেতে বলহ কুশল সমাচার।
কি কারণে এত দুঃখ হইত তোমার॥
উঠ উঠ ধনঞ্জয় কহ বিবরণ।
কি প্রকার আছেন সে শ্রীমধুসূদন॥
কি কারণে ত্বরিত সে দারুক আইল।
ভাল মন্দ সমাচার কিছু না কহিল॥
তোমাকে লইয়া গেল দ্বারকানগরী।
কহ তুমি কিরূপে ভেটিলে দেব হরি॥
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নারায়ণ।
এক লোমকূপে তাঁর বৈসে কত জন॥
কত শিব ইন্দ্র যাঁর এক লোমকূপে।
তাঁহার সম্ভাষ তুমি করিলে কিরূপে॥
মাতুলনন্দন হেন বিচারিল মনে।
সেই দোষে কৃষ্ণ না চাহিলেন নয়নে॥
কিবা বলভদ্র সহ কৈলে অবিনয়।
কি দোষ করিলে তুমি ভাই ধনঞ্জয়॥
চারিভিতে চারি ভাই মলিনবদন।
ধূলায় লোটায় বীর ইন্দ্রের নন্দন॥
অর্জ্জুন কহেন রাজা কি কহিব আর।
এতদিনে কৃষ্ণহীন হইল সংসার॥
পাণ্ডবের বন্ধুরূপী সেই নারায়ণ।
তাহাতে বর্জ্জিত হৈলে শুনহ রাজন॥
ব্রহ্মশাপে যদুবংশ সব হৈল ক্ষয়।
দ্বন্দ্বযুদ্ধ করি সবে করিল প্রলয়॥
কামদেব আদি যত কৃষ্ণের নন্দন।
কৃতবর্ম্মা সাত্যকি যতেক যদুগণ॥
পরস্পর যুদ্ধ করি হইল সংহার।
একজন যদুকুলে না রহিল আর॥
যোগে তনু ত্যজিলেন দেব হলধর।
নিম্ববৃক্ষে আরূঢ় ছিলেন নারায়ণ॥
ব্যাধ এক আসি বাণে বিন্ধিল চরণ।
তাহে ত্যজিলেন দেহ শ্রীমধুসূদন॥
পাণ্ডবকুলের নাথ দেব জনার্দ্দন।
তাঁহার বিয়োগে হৈল সকল মরণ॥
কি করিব রাজ্য ধন কি কাজ জীবনে।
সকল নিরাশ হৈল গোবিন্দ বিহনে॥
গাণ্ডীব ধরিতে মম শক্তি নাহি আর।
দশদিক শূন্য দেখি সকলি আঁধার॥
মুষলপর্ব্বের কথা অপূর্ব্ব ঘটন।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন॥

যুধিষ্ঠিরের বিলাপ।

অর্জ্জুনের বাক্য শুনি, যুধিষ্ঠির নৃপমণি,
পড়িলেন ধরণী-উপর।
ভীমসেন মাদ্রীসুত, ভদ্রা কৃষ্ণা পরীক্ষিত,
লোটাইয়া ধূলায় ধূসর॥
চিত্রের পুত্তলি প্রায়, ভূমে গড়াগড়ি যায়,
প্রাণধন গোবিন্দ বিহনে।
হাহাকার শব্দ করি, কান্দি ধর্ম্ম-অধিকারী,
পড়িলেন ভূমে অচেতনে॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু, পাণ্ডবগণের বন্ধু,
পার্থরূপ পক্ষীর জীবন।
বিবিধসঙ্কটঘোরে,রক্ষা কৈলে বারে বারে,
কুরুক্ষেত্র আদি মহারণ॥
খাণ্ডবদাহনকালে, ইন্দ্র আদি দিক্‌পালে,
তোমার কৃপায় হৈল জয়।
নিবাতকবচ আদি, যত দেবগণ বাদী,
একেলা বধিল ধনঞ্জয়॥
উত্তর গোগ্রহে রণে, ভীষ্ম আদি বীরগণে,
একেশ্বর জিনিল ফাল্গুনি।
দুর্য্যোধনভয়হতে, রক্ষা কৈলে কুরুক্ষেত্রে,
সারথিত্ব করিলে আপনি॥
পূর্ব্বেতেপাশায়জিনি,সভা মধ্যে যাজ্ঞসেনী,
ধরিয়া আনিল দুর্য্যোধন।
বিবস্ত্রা করিতে তারে, দুষ্ট দুঃশাসন ধরে,
বস্ত্র ধরি টানে ঘনে ঘন॥
পঞ্চস্বামী বিদ্যমান,কিছুতে না দেখি ত্রাণ,
ডাকিল তোমার নাম ধরি।

অনাথের নাথ তুমি, তখনি জানিনু আমি,
রক্ষা কৈলে দ্রুপদকুমারী ॥
দ্বিতীয় প্রহর নিশি, আইল দুর্ব্বাসা ঋষি,
ঘোরতর অরণ্য ভিতর।
সে সমুদ্রে পাণ্ডুসুতে,ফেলাইল কুরুনাথে,
তাহাতে রাখিলে দামোদর ॥
বিরাটনগর হৈতে, দুর্য্যোধন কুরুসুতে,
হস্তিনা আইলা দূতপণে।
তোমার মুখের বাণী, না শুনিল কুরুমণি,
ঘোরতর কহিল দারুণে ॥
কৃপাসিন্ধু অবতার, সঙ্কটে করিলে পার,
বন্ধুরূপে পাণ্ডুর নন্দনে।
পুনঃ আমি শোকান্তরে,অরণ্যেযাবারতরে,
সত্য চিন্তিলাম নিজ মনে ॥
প্রবোধিয়াবিধিমতে,আমারে রাখিলেতাতে
বুঝাইয়া অশেষ প্রকার ।
হায় দুঃখ বিমোচন, পাণ্ডবের প্রাণধন,
তোমা বিনা কে আছে আমার ॥
যুধিষ্ঠির নৃপবর, ধনঞ্জয় বৃকোদর,
সহ দুই মাদ্রীর নন্দন।
শোকসিন্ধু মধ্যে পড়ি, ধরণীতে গড়াগড়ি,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে ঘনে ঘন ॥
ভারত অমৃত কথা, ব্যাস বিরচিত গাঁথা,
সর্ব্ব দুঃখ শ্রবণে বিনাশ ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চ পাণ্ডবের মহাপ্রস্থান।

রাজা বলে ভাই সব কি ভাবিছ আর ।
ব্রাহ্মণে আনিয়া দেহ সকল ভাণ্ডার ॥
কৃষ্ণ বিনা গৃহবাসে নাহি প্রয়োজন ।
কৃষ্ণের উদ্দেশে যাব নিশ্চয় বচন ॥
সকল সম্পদ মম সেই জগৎপতি ।
তাঁহা বিনা তিলেক উচিত নহে স্থিতি ॥
যথায় পাইব দেখা শ্রীনন্দনন্দনে ।
কৃষ্ণ অনুসারে আমি যাইব আপনে ॥
বুঝিয়া রাজার মন ভাই চারিজন ।
করপুট হইয়া করেন নিবেদন ॥
পাণ্ডবের পতি তুমি পাণ্ডবের গতি ।
তুমি যেই পথে যাবে সবে সেই পথি ॥
তোমা বিনা কে আর করিবে কোন্ কাজ
কৃপায় সংহতি করি লহ ধর্ম্মরাজ ॥
আজন্ম তোমার পায়ে নহি বিচলিত ।
আমা সবা ত্যজিবারে নহেত উচিত ॥
এত শুনি আশ্বাসেন ধর্ম্ম-নরপতি ।
প্রণমিয়া করপুটে কহেন পার্ষতী ॥
আমি ধর্ম্মপত্নী তব ভাই পঞ্চজনে ।
আমারে ছাড়িয়া সবে যাইবে কেমনে ॥
তোমা সবা সঙ্গে আমি যাইব নিশ্চয় ।
অনুগত জনেরে না ত্যজ কৃপাময় ॥
তোমার যে গতি রাজা আমার সে গতি ।
অনুগত জনে রাজা করহ সংহতি ॥
শুনি আশ্বাসেন তবে ধর্ম্মের নন্দন ।
দ্রুপদনন্দিনী হৈল হরষিত মন ॥
নানা রত্ন সবারে বিলান অপ্রমিত ।
মথুরানগরে দূত পাঠান ত্বরিত ॥
উষা অনিরুদ্ধসুত বজ্র নাম ধরে ।
যদুবংশ শেষমাত্র তিনি একেশ্বরে ॥
যুধিষ্ঠির-আশয় বুঝিয়া বজ্রবীর ।
সত্বরে আইল যথা রাজা যুধিষ্ঠির ॥
বজ্রবীর পেয়ে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার ।
আলিঙ্গন করি হৈল আনন্দ অপার ॥
ইন্দ্রপ্রস্থপাটে তারে অভিষেক করি ।
ছত্রদণ্ড অর্পিলেন ধর্ম্ম-অধিকারী ॥
তাহারে কহেন তবে ধর্ম্ম নৃপবর ।
কৃষ্ণের প্রপৌত্র তুমি বৃষ্ণিবংশধর ॥
এই ইন্দ্রপ্রস্থে তুমি কর অধিকার ।
হস্তিনাতে পরীক্ষিত পাবে রাজ্যভার ॥
তোমার প্রপিতামহ শ্রীমধুসূদন ।
করিলেন বন্ধুরূপে আমারে পালন ॥

এত কহি যুধিষ্ঠির সত্বর হইয়া।
বজ্রবীরে ইন্দ্রপ্রস্থ দেন সমর্পিয়া॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা হস্তিনাভুবনে।
পরীক্ষিতে বসায়েন রাজ-সিংহাসনে॥
পঞ্চতীর্থ-জল আনি করি অভিষেক।
সমর্পিল পাত্রমিত্র অমাত্য যতেক॥
চতুর্দ্দিকে ঘন ঘন হয় হরিধ্বনি।
হস্তিনায় পরীক্ষিত হৈল নৃপমণি॥
শুভক্ষণ করিয়া পাণ্ডব পঞ্চবীর।
পাঞ্চালনন্দিনী সঙ্গে হইল বাহির॥
শ্রীহরি শ্রীহরি বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
বিদায় দিলেন যত বন্ধু-বান্ধবেরে॥
কৃপাচার্য্য গুরুপদে প্রণাম করিয়া।
ধৌম্য পুরোহিত-স্থানে বিদায় হইয়া॥
চলিল পাণ্ডব সহ দ্রুপদনন্দিনী।
হৃদয়ে ভাবিয়া সেই দেব চক্রপাণি॥
চতুর্দ্দিকে লোক সব করে হাহাকার।
নাগরিক পুরবাসী যত পরিবার॥
হাহাকার করিয়া ডাকয়ে ঘনে ঘন।
কোথা যাহ পঞ্চভাই পাণ্ডুর নন্দন॥
ওহে মহারাজ তুমি যাহ কোথাকারে।
কোথা যাহ ভীমসেন পার্থ মহাবীরে॥
কোথা যাহ মাদ্রীসুত দ্রুপদদুহিতা।
কোন্ দোষে মোরা সব হইনু বঞ্চিতা॥
জনক-জননী-রূপে করিলে পালন।
তোমা সবা বিহনে মরিব সর্ব্বজন॥

প্রজালোকের প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রবোধ বাক্য ও অর্জ্জুনের ধনুত্যাগ।

ধর্ম্ম বলিলেন শুন আমার বচন।
শোক না করহ সবে যাহ নিকেতন॥
এই পরীক্ষিত হৈল রাজ্যেতে রাজন
আমা সম তোমা সবে করিবে পালন॥
সংসার অসার সার নন্দের নন্দন।
মনেতে চিন্তহ সেই কৃষ্ণের চরণ॥
কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ চিন্ত কৃষ্ণ কর সার।
ভেবে দেখ কৃষ্ণ বিনা গতি নাহি আর॥
এইরূপে প্রবোধ করিয়া বহুতর।
কৃষ্ণ বলি চলিলেন পঞ্চ সহোদর॥
জাহ্নবীর জলে স্নান করিয়া তর্পণ।
বহুমতে খেদ করিলেন পঞ্চজন॥
হেনমতে পঞ্চভাই যান পূর্ব্বমুখে।
হেনকালে বৈশ্বানরে দেখেন সম্মুখে॥
অর্জ্জুনে চাহিয়া বলিলেন বৈশ্বানর।
আমার বচন শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
আমি হুতাশন শুন ইন্দ্রের নন্দন।
মম হেতু করিয়াছ খাণ্ডবদাহন॥
তোমা পঞ্চ সহোদর দেব-অবতার।
বিষ্ণুসহ পৃথিবীতে করিলে বিহার॥
করিলে অনেক কর্ম্ম বিনাশিলে ভার।
পরম সন্তোষ পায় পৃথিবী অপার॥
অতঃপর কিছু আর নাহি প্রয়োজন।
স্বর্গবাসে চলিলে তোমরা পঞ্চজন॥
অক্ষয় যুগল তূণ গাণ্ডীব ধনুক।
দেহত আমার তবে এ নহে কৌতুক॥
এত শুনি পঞ্চভাই পাঞ্চালী সহিত।
প্রণিপাত করিলেন হয়ে হরষিত॥
গাণ্ডীব ধনুক আর তূণপূর্ণ শর।
অগ্নিবিদ্যমানে দেন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
ধনুক লইয়া অগ্নি হৈল অন্তর্দ্ধান।
করপুটে পঞ্চজন করেন প্রণাম॥
তবে পূর্ব্বমুখ হয়ে যান ছয় জন।
বনে বনে চলিলেন ভাই পঞ্চজন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
যাহার শ্রবণে লোক তরে ভববারি॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।
এতদূরে মুষলপর্ব্ব হৈল সমাধান॥

মুষলপর্ব্ব সমাপ্ত।

সচিত্র অষ্টাদশপর্ব্ব

মহাভারত

স্বর্গারোহণপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

পাণ্ডবগণের মেঘনাদ পর্ব্বতে আরোহণ।

জন্মেজয় বলে মোরে কহ তপোধন।
কোন্ পথে স্বর্গে গেল পিতামহগণ ॥
কোন্ কোন্ পর্ব্বতে পড়িল কোন্ বীর।
কিরূপে স্বকায়ে স্বর্গে গেল যুধিষ্ঠির ॥
বৈশম্পায়ন বলেন শুন জন্মেজয়।
ধৌম্যেরে বিদায় দিয়া পাণ্ডুর তনয় ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ ক্ষান্ত করি মন।
হইলেন কেবল গোবিন্দপরায়ণ ॥
পুণ্য ভাগীরথী-জলে করি স্নানদান।
সূর্য্য অর্ঘ্য দিলেন হইয়া সাবধান ॥
গঙ্গা-মৃত্তিকায় অঙ্গ করিয়া ভূষিত।
শুক্লবস্ত্র পরিধান উত্তরী সহিত ॥
হরি স্মরি করিলেন গঙ্গাজল পান।
শুচি হৈয়া স্বর্গপথে করেন প্রয়াণ ॥
বহু বন পার হৈয়া অনেক পর্ব্বত।
দিবানিশি যান হরি চিন্তি অবিরত ॥
কত শত মুনি ঋষি দেখি নানা স্থানে।
মেঘনাদ পর্ব্বতে গেলেন কতদিনে ॥
পরম সুন্দর গিরি সুরপুরী সম।
অনেক তপস্বী ঋষি মুনির আশ্রম ॥
পর্ব্বতে উঠিয়া রাজা দেখে জম্বুদ্বীপ।
ভয়ঙ্কর নদ নদী দেখেন সমীপ ॥
অনেক তপস্বী ঋষি আছে গিরিবরে।
পর্ব্বত গহ্বরে কেহ বৃক্ষের কোটরে ॥
তাম্রজটা গলে পাটা তেজে গ্রহরাজ।
তপ জপ সাধে নিত্য আপনার কাজ ॥
মেঘবর্ণ মেঘনাদ গিরি মনোহর।
দ্বিতীয় সুমেরু সম সুন্দর শিখর ॥
অতিশয় উজ্জ্বল পর্ব্বত সুশোভন।
দানব-ঈশ্বর নাম বৈসে পঞ্চানন ॥
দানব-নৃপতি দেশে দানব-রক্ষক।
পঞ্চজনে দেখে যেন জ্বলন্ত পাবক ॥
মনুষ্য আইল দেশে এ সব দেখিয়া।
রাজার সাক্ষাতে সবে জানাইল গিয়া ॥
পঞ্চজন নর আসে সঙ্গে এক নারী।
তব যোগ্য হয় রাজা পরম সুন্দরী ॥
আইসে লইতে রাজ্য হেন লয় চিতে।
শুনি মেঘনাদ দৈত্য সাজিল ত্বরিতে ॥
সৈন্যের সহিত সাজি আইল বাহির।
তিন লক্ষ কিরাত ধনুকে যুড়ি তীর ॥
দানবের রূপ যেন কন্দর্প আকার।
নীলবর্ণে সাজিয়া করিল অন্ধকার ॥
যেই পথে পঞ্চ ভাই আইসে পাণ্ডব।
সেই পথ আগুলিয়া রহিল দানব ॥
অন্ধকার করিলেক বাণ বরিষণে।
দেবতা বরিষে যেন আষাঢ় শ্রাবণে ॥
নানা বাণবৃষ্টি করে প্রচণ্ড কিরাত।
পবন রুধিল নাহি দেখি দিননাথ ॥
মহাসিংহনাদ করে শব্দ বিপরীত।
দেখিয়া পাণ্ডবগণ হইল বিস্মিত ॥

মেঘনাদ দৈত্য জিজ্ঞাসিল যুধিষ্ঠিরে।
কে তোমরা পঞ্চজন যাবে কোথাকারে॥
যুধিষ্ঠির বলে শুন দানবপ্রধান।
চন্দ্রবংশে আমরা যে পাণ্ডুর সন্তান॥
ভ্রাতৃভেদে বংশ মম হইল সংহার।
অতএব স্বর্গপথে করি আগুসার॥
আশীর্ব্বাদ কর রাজা তুমি পুণ্যবান।
তোমার প্রসাদে দেখি প্রভু ভগবান॥
তবে মেঘনাদ বলে শুন যুধিষ্ঠির।
যুদ্ধ কর পঞ্চ ভাই না হও অস্থির॥
যুদ্ধ নাহি দিয়া যদি করিবে গমন।
যাইতে নারিবে স্বর্গে শুনহ রাজন॥
আমার সহিত যুদ্ধে যদি পাও প্রাণ।
তবে স্বর্গপুরে তুমি করিবে প্রয়াণ॥
মো'সবার অস্ত্রে তব না দেখি নিস্তার।
এইখানে দেখাইব স্বর্গের দুয়ার॥
পৃথিবীতে শুনিয়াছি সোমবংশ হৈতে।
নিঃক্ষত্রা হইল ক্ষিতি ভীমার্জ্জুন হাতে॥
তিন কোটি কিরাত দানব তিন কোটি।
ভীমার্জ্জুন কর দেখি যুদ্ধ পরিপাটি॥
দানবের বচনে হইল মনে দুঃখ।
পঞ্চ ভাই যান করি উত্তরেতে মুখ॥
দেখিল পাণ্ডবগণ করিল প্রয়াণ।
কুপিয়া দানব হৈল অগ্নির সমান॥
হাতে অস্ত্র করি বেড়ে সবে চতুর্ভিত।
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী হৈল চমকিত॥
মেঘনাদ দৈত্য বলে যাক পঞ্চ ভাই।
উহা সবাকার ভার্য্যা আন মম ঠাঁই॥
এত শুনি ধর্ম্মরাজ কিছু না বলিল।
দ্রৌপদীরে দৈত্যগণ ধরিয়া লইল॥
দেখি বৃকোদর ধর্ম্মে বলে ডাক দিয়া।
দ্রৌপদীরে দৈত্যগণ লইল ধরিয়া॥
শুনিয়া চাহেন রাজা পাঞ্চালীর ভিতে।
ক্রুদ্ধ হৈল বৃকোদর নারিল সহিতে॥
জ্বলন্ত অনল যেন ঘৃতযোগে বাড়ে।
অশেষ প্রকারে দৈত্যগণে গালি পাড়ে॥
গদা নাহি শালবৃক্ষ দেখি বিদ্যমান।
উপাড়িল বৃক্ষবর দিয়া এক টান॥
নাড়া দিয়া পাতা ঝাড়ি হাতে নিল ডাল।
ক্রোধ করি ধায় বীর যেন মহাকাল॥
প্রহার করয়ে বৃক্ষ ডাকে হান্ হান্।
দেখি মেঘনাদ দৈত্য হৈল কম্পবান॥
ভীম বলে শুনরে কিরাত দৈত্যগণ।
দ্রৌপদীরে ছাড় যদি পাইবে জীবন॥
ইহা বলি প্রহারিল দৈত্যের উপরে।
অসংখ্য কিরাত দৈত্য গেল যমঘরে॥
অবশেষে পলাইল লইয়া জীবন।
মস্তক ভাঙ্গিল কার ভাঙ্গিল দশন॥
খেদাড়িয়া যায় বীর দানব কিঙ্করে।
মুণ্ডে মুণ্ডে ঠ সাইয়া মারে কত বীরে॥
দেখি মেঘনাদ বলে মনে ভয় পেয়ে।
তুমি রাজ্য কর ইথে নরপতি হয়ে॥
প্রাণরক্ষা কর হের লহ তব নারী।
এত বলি দৈত্যপতি পরিহার করি॥
দেখি চিত্তে ক্ষমা দিল বীর বৃকোদর।
দ্রৌপদীরে লয়ে গেল ধর্ম্মের গোচর॥
তুষ্ট হয়ে ধর্ম্মরাজ ভীমে দেন কোল।
স্বর্গপথে যান রাজা মুখে হরিবোল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

পাণ্ডবদের কেদার পর্ব্বতে আরোহণ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
চলেন উত্তর মুখে পাণ্ডুপুত্রগণ॥
দানব ঈশ্বর শিব রচিত সুবর্ণে।
নানা ধাতু বিদ্যমান শোভে প্রতিবর্ণে॥
মস্তকে শোভিত মণি মুকুতার পাঁতি।
অন্ধকারে দীপ্ত করে যেন দিনপতি॥
দিব্য সরোবর তথা সুবাসিত
হংস চক্রবাক শোভে

তাহা দেখি পঞ্চ ভাই জলেতে নামিয়া।
করেন তর্পণ স্নান পিতৃ উদ্দেশিয়া ॥
স্নান করি কুণ্ড হৈতে উঠি ছয়জন।
দানব ঈশ্বরে আসি করিল পূজন ॥
কেহ স্তব করে কেহ শিব সেবা করে।
অষ্টাঙ্গ প্রণাম কেহ করে লুঠি শিরে ॥
ভক্তিভাবে ভোলানাথে মাগে এই বর।
তোমার প্রসাদে যেন দেখি দামোদর ॥
এত বলি প্রণমিয়া করি জলপান।
উত্তর মুখেতে পুনঃ করেন প্রয়াণ ॥
কতদূরে যাইতে দেখেন সরোবর।
জল দেখি তুষ্ট হন পঞ্চ সহোদর ॥
জলপান করি স্নিগ্ধ হৈল পঞ্চজন।
ত্যজিলেন মেঘনাদ পর্ব্বতের বন ॥
পর্ব্বত কেদার তবে করি আরোহণ।
বড় সুখ পাইলেন দেখি উপবন ॥
কেদার পর্ব্বত সেই অতি সুশোভন।
যাহাতে শুনেন কর্ণে স্বর্গের বাজন ॥
পর্ব্বতে উঠিয়া ভাবিছেন হৃষীকেশ।
পৃথিবী চাহিয়া রাজা না পান উদ্দেশ ॥
অতিশয় উচ্চগিরি বড় ভয়ঙ্কর।
লক্ষগজ পরিমাণ বিস্তার উপর ॥
পর্ব্বতের চারি পাশে শোভে নানা বৃক্ষ।
কিন্নর গন্ধর্ব্বকন্যা আছে লক্ষ লক্ষ ॥
জিনিয়া সাবিত্রী সতী সুন্দরী কামিনী।
ভ্রমর গুঞ্জরে যেন প্রফুল্ল পদ্মিনী ॥
পাণ্ডবের রূপ দেখি মোহে নারীগণ।
কহিতে লাগিল সবে মধুর বচন ॥
কোথা হতে আগমন যাবে কোথাকারে।
কিবা নাম কোন্ বর্ণ কহিবে আমারে ॥
ধর্ম্ম বলিলেন চন্দ্রবংশেতে উৎপত্তি।
যুধিষ্ঠির নাম মম পাণ্ডুর সন্ততি ॥
জ্ঞাতিবধ পাতকে অস্থির মম মন।
স্বর্গে যাব কৃষ্ণ আজ্ঞা দিলেন যেমন ॥
অতএব রাজ্য ছাড়ি যাই স্বর্গপুরে।
এই পরিচয় কন্যে জানাই তোমারে ॥

এত শুনি পুনরপি বলে কন্যাগণ।
পৃথিবী ছাড়িয়া যদি আইলে রাজন ॥
কি হেতু পাইয়া দুঃখ যাহ সুরপুর।
এই দেশে থাক হয়ে রাজ্যের ঠাকুর ॥
দেখহ আমার পুরী পরম সুন্দর।
শোক রোগ জরা ব্যাধি নাহি নৃপবর ॥
চন্দ্র সূর্য্য জিনি শোভা আবাস উদ্যান।
কিন্নর-নগরে রাজা হও মতিমান ॥
তিন লক্ষ কন্যা মোরা হব তব দাসী।
করিব চামর সেবা চারি পাশে বসি ॥
কত কাল এই দেশে স্বর্গভোগ কর।
আমরা ভেটাব লয়ে প্রভু গদাধর ॥
এত শুনি ধর্ম্মরাজ বলেন তখন।
কৃষ্ণের আজ্ঞায় যাই অমর ভুবন ॥
বান্ধব কুটুম্ব জ্ঞাতি বধিনু বিস্তর।
সে পাপ নাশিতে যাই বিষ্ণুর গোচর ॥
দ্বাপর হইল শেষ কলি আগমন।
যদুবংশ লইয়া গেলেন নারায়ণ ॥
তাঁর দরশন বিনা রহিতে না পারি।
অতএব স্বর্গে যাই দেখিতে মুরারি ॥
করিলাম সংকল্প যাবৎ প্রাণ থাকে।
না করিব রাজ্যভোগ যাব স্বর্গলোকে ॥
শুনি কন্যাগণ পুনঃ কহে যুধিষ্ঠিরে।
কেমনে যাইবে স্বর্গে মানব শরীরে ॥
মনুষ্য-দুর্গম স্বর্গ শুন নরপতি।
শরীর ত্যজিয়া সে গেলেন যদুপতি ॥
এই দেশে গঙ্গাতীরে থাকি কত কাল।
দেবদেহ পেয়ে স্বর্গে যাবে মহীপাল ॥
আমা সবাকার সঙ্গে হাস্য-রঙ্গ-রসে।
কতেক দিবস কাল কাট অনায়াসে ॥
রাজা বলিলেন যে তোমা মাতৃসম।
তোমা সবাকার মায়া বুঝি বা অগম্য ॥
কুন্তীমাদ্রী হতে তোমা সবে গুরুতর।
আশীর্ব্বাদ দেহ মাতা পাই গদাধর ॥
নিষ্ঠুর শুনিয়া নিবর্ত্তিল কন্যাগণ।
চলেন উত্তর মুখে পাণ্ডুর নন্দন ॥

পর্ব্বতে দেখেন বীর অতি মনোহর।
বিরাজিত অর্দ্ধ অঙ্গ শঙ্করী শঙ্কর॥
নানা রত্ন বিভূষিতা আসন গম্ভীরা।
অন্ধকার আলো করে যেন চন্দ্র তারা॥
তাহে বিরচিত রথ ত্রিভুবন সার।
স্ফটিক সমান শুভ্র চন্দ্রের আকার॥
কুণ্ডে নামি স্নান দান করি ছয় জন।
দুই কুল কৌরবের করেন তর্পণ॥
স্নান করি তিন বার প্রদক্ষিণ কৈল।
মণিময় মহেশে দেখিয়া তুষ্ট হৈল॥
বিমল ঈশ্বর শিব সাক্ষাতে দেখিয়া।
প্রণাম করেন সবে অঙ্গ লোটাইয়া॥
অর্দ্ধচন্দ্র শোভা করে শিবের মস্তকে।
তবে রাজা বিধিমতে পূজেন তাঁহাকে॥
কৃমি কীট পশু পক্ষী তথা যদি মরে।
রুদ্ররূপ ধরি তারা যায় রুদ্রপুরে॥
এ সকল তত্ত্ব শুনি লোকের বদনে।
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করেন ছয় জনে॥
ভক্তিভাবে ভোলানাথে মাগিলেন বর।
ভূতনাথ ভূতাধীশ তুমি ভূতেশ্বর॥
কৃত্তিবাস কালীকান্ত দেহ এই বর।
তোমার প্রসাদে যেন দেখি দামোদর॥
বর মাগি ছয় জন চলে তথা হৈতে।
পর্ব্বত কেদার পার হৈল মহা শীতে॥
যাইতে উত্তরমুখে পাণ্ডুর নন্দন।
দুই জলাশয় দেখিলেন সুশোভন॥
ধর্ম্মের নির্ম্মাণ তাতে প্রফুল্ল কমল।
হংস চক্রবাক ক্রীড়া করয়ে সকল॥
অপ্সরী কিন্নরী তথা নানা ক্রীড়া করে।
মুনিগণ তপ করে তার চারি তীরে॥
খেলয়ে মর্কটগণ পেয়ে দিব্য শাখী।
বিবিধ বিধানে সুখ করে নানা পাখী॥
ভ্রমর ঝঙ্কার আর কোকিলের গান।
দেখি আনন্দিত সবে মনোহর স্থান॥
কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তার তীরে।
জল হেতু ভীমেরে পাঠান সরোবরে॥

ধর্ম্ম কর্ত্তৃক ছলনা।

মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
উত্তর মুখেতে যান পাণ্ডুর তনয়॥
যুধিষ্ঠির প্রভৃতি আইসে স্বর্গপথে।
সমাচার জানি ধর্ম্ম আইল ছলিতে॥
জলচর পক্ষী হৈয়া রহে সরোবরে।
বসিলেন যুধিষ্ঠির পর্ব্বত উপরে॥
পথশ্রমে তৃষ্ণাযুক্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
জল হেতু চলিলেন বৃকোদর বীর॥
আজ্ঞা পেয়ে সরোবরে গেল বৃকোদর।
তারে দেখি বলে তবে পক্ষী জলচর॥
কি বার্ত্তা কি আশ্চর্য্য কিবা সার পথ।
কেবা সদা সুখে থাকে কহ চারি তত্ত্ব॥
পক্ষীর বচন ভীম না শুনিল কাণে।
শিলারূপ হইলেন জল পরশনে॥
এইরূপে অর্জ্জুন নকুল সহদেবে।
প্রশ্ন না কহিতে পারি শিলা হয় সবে॥
তদন্তরে যাজ্ঞসেনী দেবী যদি গেল।
জলের পরশ মাত্র শিলারূপ হৈল॥
অবশেষে আপনি চলেন ধর্ম্মভূপ।
তারে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসেন মায়া পক্ষীরূপ॥
কি বার্ত্তা আশ্চর্য্য পথ কেবা সদা সুখী।
জল খাবে পাছে অগ্রে তত্ত্ব কহ দেখি॥
ধর্ম্ম বলিলেন বার্ত্তা এই আমি জানি।
মাস বর্ষ রূপে কাল পাক করে প্রাণী॥
দিনে দিনে যমালয় যায় জীবগণ।
শেষের জীবন আশা আশ্চর্য্য লক্ষণ॥
শ্রুতি স্মৃতি আগম অশেষ ধর্ম্মপথ।
সেই পথ সার যেই সজ্জনের মত॥
ফল মূল শাক যেবা খায় দিবা শেষে।
অপ্রবাসী অঋণী সে সদা সুখে বৈসে॥
এই চারি তত্ত্ব আমি জানি মহাশয়।
শুনিয়া সন্তুষ্ট ধর্ম্ম দেন পরিচয়॥
চমৎকার হইয়া রাজা পড়িলেন পায়।
ভ্রাতৃগণে উদ্ধারিয়া আনন্দিত কায়॥

আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্ম বলিলেন তবে।
সর্ব্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ তুমি একা স্বর্গে যাবে ॥
আর সব জন পথে পড়িবে নিশ্চয়
এত বলি ধর্ম্ম চলিলেন নিজালয় ॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস ॥

মেঘবর্ণপর্ব্বতে পাণ্ডবদের গমন ও ভীম হস্তে ভীষণা রাক্ষসীর মৃত্যু।

মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
গেলেন উত্তরমুখে পাণ্ডুর তনয় ॥
মেঘবর্ণ নামে গিরি অতি ভয়ঙ্কর।
আরোহিল পাণ্ডুপুত্র তাহার উপর ॥
ছত্রিশ যোজন সেই পর্ব্বত প্রসর।
অতি অনুপম যেন সুমেরু শিখর ॥
তথায় থাকিয়া মেঘ বর্ষে চারি মাস।
নানা শব্দ কোলাহল শুনিতে তরাস ॥
সেইত পর্ব্বত রক্ষা করে দেবগণ।
পূর্ণচন্দ্র সদা তথা করে সুশোভন ॥
মেঘগণ আছে তথা অতি ভয়ঙ্কর।
দিবারাত্রি নাহি জানি পর্ব্বত উপর ॥
মেঘবর্ণ গিরিবর মেঘের আকার।
বৃক্ষছায়া বিরাজিত দিবসে আঁধার ॥
পঞ্চনারী বৈসে তথা সুবর্ণের পুরে।
কিন্নরা জিনিয়া শোভা করে অলঙ্কারে ॥
যুধিষ্ঠিরে দেখি বলে নারী পঞ্চজন।
কোথা হৈতে আসিয়াছ তুমি বিচক্ষণ ॥
মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ তুমি বুঝিনু কারণে।
বহু দুঃখ পাইয়াছ হেন লয় মনে ॥
নয় কোটি কন্যা লৈয়া থাক এই ভূমি।
আপন ইচ্ছায় স্বামী করিলাম আমি ॥
আমার নগর দেখ অতি রম্য পুরী।
তুমি স্বামী হইলে সেবিবে কোটি নারী ॥
দ্বিতীয় স্বর্গের সুখ পাইবে হেথায়।
রাজ্য কর যত দিন চন্দ্র সূর্য্য রয় ॥
কন্যার বচন শুনি ধর্ম্মের তনয়।
যোড়হাতে কহিছেন অতি সবিনয় ॥
সঙ্কল্প করিনু আমি সবার সাক্ষাতে।
স্বর্গপুরী যাইব দেখিব জগন্নাথে ॥
কলি আগমন হয় ইহার কারণ।
স্বর্গে যেতে অনুজ্ঞা দিলেন নারায়ণ ॥
দয়া করি মোরে বর দেহ কন্যাগণ।
স্বর্গে গিয়া দেখি যেন বিষ্ণুর চরণ ॥
এত বলি তথা হৈতে করিয়া গমন।
উত্তর মুখেতে যান পাণ্ডুর নন্দন ॥
হেনকালে সেই পথে ভীষণা রাক্ষসী।
মুখ মেলি পর্ব্বত-শিখরে আছে বসি ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য যুড়ি কায় অতি ভয়ঙ্কর।
বদন দেখিয়া ভয় করে দিবাকর ॥
বিশাল রাক্ষসী পথ আগুলিয়া রহে।
বিপুল মনুষ্য দেখি খাইবারে চাহে ॥
ধর্ম্ম বলিলেন হের দেখ বৃকোদর।
মুখ মেলি খেতে চায় দুষ্ট নিশাচর ॥
ভয় হয় মনে দেখি মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।
চারি ক্রোশ পথ যুড়ি দীর্ঘ কলেবর ॥
কিরূপে যাইব পথ করিল আটক।
দীপ্তিমান তেজ যেন জ্বলন্ত পাবক ॥
কিরূপে পাইব রক্ষা কহ বিবরণ।
যে দেখি না হৈল বুঝি স্বর্গ আরোহণ ॥
দ্রৌপদার ভয় হৈল রাক্ষসী দেখিয়া।
ভয়েতে অর্জ্জুন বারে ধরিল চাপিয়া ॥
শঙ্খপাণি নামে মুনি বৈসে সেই বনে।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেন তাঁর স্থানে ॥
কি হেতু রাক্ষসী বাস করে স্বর্গপথে।
সর্ব্বকাল আছে কিবা এল কোথা হৈতে ॥
শুনি মুনি বলিলেন বচন গভীর।
রাক্ষসীর বিবরণ শুন যুধিষ্ঠির ॥
চিত্রা নামে স্বর্গপুরে আছিলা অপ্সরী
দুর্ব্বাসা মুনির শাপে হৈল নিশাচরী ॥

ক্ষুধায় না রাখে এই মায়াবী রাক্ষসী।
যারে পায় তারে খায় কিবা যোগী ঋষি॥
তপস্বী সন্ন্যাসী মুনি মৃগ পক্ষী নরে।
পাইলে আনন্দ মনে সব গ্রাস করে॥
ক্ষণেকে অপ্সরা হয়ে সুর-মন মোহে।
নররূপ পক্ষীরূপ ইচ্ছা হয় যাহে॥
বকাসুর নামে ছিল রাক্ষস দুরন্ত।
তাহার ভগিনী এই শুনহ তদন্ত॥
শক্তি যদি থাকে দুষ্টে করহ সংহার।
নহে ধরি নিশাচরী করিবে আহার॥
এত শুনি বৃকোদর হৈল আগুয়ান।
দম্ভ করি কহিল রাক্ষসী বিদ্যমান॥
বকাসুর নামে সেই তার জ্যেষ্ঠ ভাই,
তারে মারিয়াছি আমি তোরে না ডরাই॥
এত বলি মহাক্রোধে বীর বৃকোদর
পর্ব্বতের দুই শৃঙ্গ ভাঙ্গিল সত্বর॥
টান দিয়া এক খান মারে রাক্ষসীরে।
মুখ মেলি রাক্ষসী গিলিল কোপভরে॥
দেখি কোপে আর শৃঙ্গ মারে বৃকোদর
লুফিয়া রাক্ষসী ধরে পর্ব্বত-শিখর॥
রক্তাক্ষি রাক্ষসী কোপে চাহে চারিপাশে
বড় বৃক্ষ ভাঙ্গে তার নাকের নিশ্বাসে॥
ভীমের সাক্ষাতে শব্দ করে ভয়ঙ্কর।
দেবাসুর কম্পবান সিন্ধু ধরাধর॥
রাক্ষসীর ঘোর শব্দ ঘন হুহুঙ্কার।
কোপে থর থর অঙ্গ পবন-কুমার॥
সম্মুখে দেখিল বৃক্ষ শাল তরুবর।
তিন শতগজ উচ্চ সরল সুন্দর॥
উপাড়িল সেই বৃক্ষ দিয়া এক টান।
পদভরে পর্ব্বত হইল কম্পবান॥
ভীম বলে নিশাচরী দেখ এই বৃক্ষ।
বজ্রসম প্রহারে ভাঙ্গিব তোর বক্ষ॥
এত বলি হাতে গাছ আসে বায়ুবেগে।
রাক্ষসী কাটিয়া পাড়ে দশনের আগে॥
না মরে রাক্ষসী সেই নাহি ছাড়ে পথ।
দেখি ধর্ম্মরাজ হইলেন সচিন্তিত॥

বীর বৃকোদর পুনঃ গোবিন্দে ভাবিয়া।
সুররাজ পর্ব্বত আনিল টান দিয়া॥
ভীম বলে নিশাচরী শুনরে ভীষণা।
মনে না করিহ আর বাঁচিতে বাসনা॥
মুনি ঋষি খেয়ে তোর বেড়েছে বাসনা।
আজি যুদ্ধে দেখাইব যমের যাতনা॥
এত বলি দুই হাতে পর্ব্বত ধরিয়া।
রাক্ষসীরে প্রহারিল হুঙ্কার ছাড়িয়া॥
আইসে পর্ব্বত দেখি গগনের পথে।
লাফ দিয়া রাক্ষসী ধরিল বামহাতে॥
বলবতী নিশাচরী শঙ্করের বরে।
ফেলাইয়া দিল গিরি দক্ষিণ সাগরে॥
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হৈল ভীমবীর।
কি করিব চিন্তা করিলেন যুধিষ্ঠির॥
তবে বৃকোদর বড় বিষাদবদনে.
ব্যাকুল হইল বীর রাক্ষসীর রণে॥
নাহি মরে নিশাচরী নাহি ছাড়ে পথ।
মুখ মেলি গ্রাসে যেন আদিত্যের রথ॥
মনে ভাবি ভীমসেন হইল বিস্ময়।
জনক পবনে চিন্তে সঙ্কট সময়॥
পুত্রে পার কর পথে পিতা প্রভঞ্জন।
তোমার প্রসাদে তবে দেখি নারায়ণ॥
এত বলি বৃকোদর ডাকিল পবনে।
ডাক দিয়া পবন বলিল ভীমসেনে॥
শুন পুত্র বৃকোদর না হও ভাবিত।
কি কার্য্য তোমার রণে করিব বিহিত॥
যোড়হাতে বলে ভীম বন্দিয়া চরণ।
রাক্ষসী মারিলে হয় স্বর্গ-আরোহণ॥
এই কর্ম্ম কর পিতা হর তার বল।
ঘুষিবে তোমার যশ অবনীমণ্ডল॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন পবমান।
তব তেজ হোক পুত্র আমার সমান॥
বাহুবলে রাক্ষসীরে করহ সংহার।
বহু সুখে সুরপুরে কর আগুসার॥
এত বলি নিজ তেজ দিল বৃকোদরে।
মহাবলবন্ত ভীম পবনের বরে॥

ক্রোধ করি উপাড়িল দিব্য এক শাল।
রাক্ষসীরে মারে বাড়ি যেন দণ্ডকাল॥
মহাভয়ঙ্কর শব্দ হইল তুমুল।
সসাগরা মহী শৈল হৈল হুলস্থূল॥
নাসার নিশ্বাসে বৃক্ষ ভাঙ্গে মড়মড়।
মহাপ্রলয়ের কালে যেন বহে ঝড়॥
তৃতীয় প্রহর যুদ্ধ হৈল হেনমতে।
সর্ব্বাঙ্গেতে ক্ষত হৈল নখের আঘাতে॥
বৃক্ষ লয়ে তবে ভীম মারে মালসাট।
চালাইয়া দিল বৃক্ষ নাসিকার বাট॥
রাক্ষসী নিস্তেজ হৈল ভীমের প্রহারে।
লোটাইয়া পড়ি ভূমে ছট্‌ফট করে॥
দেখিয়া হইল ভীম প্রফুল্ল-অন্তর।
লম্ফ দিয়া উঠে তার বুকের উপর॥
নাসাপথে উঠে বৃক্ষ ভেদি তার মুণ্ড।
হস্তপদ ছিঁড়িয়া করিল খণ্ড খণ্ড॥
আকর্ষণ করি করে উপাড়িল স্তন।
বজ্রমুষ্টি মারি ভাঙ্গে দুপাটি দশন॥
মস্তক ঢুকায় তার পেটের ভিতরে।
গলা চাপি ধরিয়া বধিল রাক্ষসীরে॥
মাংসপিণ্ড সম কৈল কচ্ছপের হেন।
পূর্ব্বেতে কীচক বীরে বিনাশিল যেন॥
কুষ্মাণ্ড সমান কৈল রাক্ষসীর কায়।
মহাক্রোধে পদাঘাত করিলেন তায়॥
ঘোর শব্দ করিয়া মরিল নিশাচরী।
আনন্দিত বৃকোদর বিক্রমে কেশরী॥
অন্তরীক্ষে তুলে তারে বৃক্ষে জড়াইয়া।
ঘন পাক দিয়া ফেলে ভূমে আছাড়িয়া॥
দেবাসুর নাগ নর দেখি বিদ্যমান।
গন্ধমাদনেরে যেন লুফে হনুমান॥
অন্তরীক্ষে শত পাক দিয়া রাক্ষসীরে।
ফেলাইয়া দিল তারে দক্ষিণ সাগরে॥
যেন মহাপর্ব্বত সাগরে দিল ঝম্প।
ধ্যানভঙ্গ মুনিগণে হৈল মহাকম্প॥
দেব দৈত্য দেখি হৈল হরিষ অন্তর।
রহিল যাবৎ কীর্ত্তি চন্দ্র দিবাকর॥

ভীষণা রাক্ষসী মারি ভীম মহাবীর।
শীঘ্রগতি গেল যথা রাজা যুধিষ্ঠির॥
ভাই সব মিলিয়া করেন আলিঙ্গনে।
প্রণাম করিল ভীম ধর্ম্মের চরণে॥
আনন্দিত হয়ে কহে শঙ্খপাণি মুনি।
শুন যুধিষ্ঠির এই রাক্ষসী কাহিনী॥
পর্ব্বতের জীবজন্তু সকলি খাইয়া।
সূর্য্যরথ গিলিবারে যায়ত ধাইয়া॥
আকাশ পাতাল মুখ রোধে শূন্যপথ।
নাসার নিশ্বাসে উড়ে চন্দ্র সূর্য্য রথ॥
লক্ষৈক যোজন দিয়া সূর্য্য ভয়ে যায়।
তজ্জন্য রাক্ষসী সূর্য্য গিলিতে না পায়॥
মঙ্গল হউক তব পবনতনয়।
এ হেন রাক্ষসী মারি খণ্ডাইলে ভয়॥
আশীর্ব্বাদ করি তবে গেল তপোধন।
পাণ্ডব উত্তর মুখে করেন গমন॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে রচে কাশীরাম দাস॥

ভদ্রকালী পর্ব্বতে পাণ্ডবদের গমন ও হরিপর্ব্বতে দ্রৌপদীর দেহত্যাগ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
চলিল উত্তর মুখে ভাই পঞ্চজন॥
দেখিল অপূর্ব্ব এক পর্ব্বত উপর।
অতি অপরূপ শিবলিঙ্গ মনোহর॥
চন্দ্র সূর্য্য স্ফটিক জিনিয়া শুভ্রকায়।
স্তব করিলেন রাজা মহেশের পায়॥
তোমার প্রসাদে করি স্বর্গ আরোহণ।
এত বলি প্রণমিয়া করেন গমন॥
বহু কষ্টে রাক্ষস আশ্রম এড়াইয়া।
ভদ্রকালী নামে গিরি আরোহেন গিয়া॥
দেখেন পর্ব্বতে উঠে পাণ্ডুর নন্দন।
সপ্তরথে সূর্য্য আদি গ্রহদেবগণ॥
তাহা দেখি ছয়জন হরিষ অন্তরে।
ভদ্রকালী দেবী দেখিলেন গিরি'পরে॥

করালবদনী কালী গলে মুণ্ডমালা।
পদক পাশুলি শঙ্খ কুণ্ডল মেখলা॥
চাঁচর চিকুর যেন জলধর ঘটা।
জবামালা গলে দোলে রক্তবর্ণ ফোঁটা॥
উজ্জ্বল দশন জিহ্বা করে লহলহ।
খরখাণ্ডা করে ধরে পেট শুষ্কদেহ॥
সরস্বতী গীত গান সুযন্ত্র সুস্বর।
দেখিয়া আনন্দ বড় পঞ্চ সহোদর॥
প্রণাম করিয়া বর মাগেন যতনে।
এই বর দেহ মাতা মাগি তব স্থানে॥
যুধিষ্ঠির কন দেবী কর মোরে দয়া।
কলিকালে জাগ্রত থাকিবে মহামায়া॥
রাজা প্রজা অন্যায় যে করে অবিচারে।
খণ্ড খণ্ড হবে তারা তোমার খর্পরে॥
এই বর মাগি যান ধর্ম্ম নৃপবর।
নানা জাতি বৃক্ষ দেখি পর্ব্বত উপর॥
প্রমাণ প্রশস্ত গিরি লক্ষৈক যোজন।
নানা পুষ্প লতা বৃক্ষ চন্দন কানন॥
পাণ্ডব তথায় করিলেন আরোহণ।
পর্ব্বত উপরে দেখ দেখ দৈত্যগণ॥
বিচিত্র উদ্যান বন সুবর্ণের পুরী।
সূর্য্যের কিরণ হেন চাহিতে না পারি॥
সুবর্ণের পুরীখান সুবর্ণের ধাম।
বিশ্বকর্ম্মা বিরচিত অতি অনুপাম॥
অমরনগর সম সুন্দর শোভন।
বিদ্যাধরী অপ্সরা জিনিয়া কন্যাগণ॥
লীলাবতী নামে কন্যা ভূপাত তাহাতে।
পাটে অধিকার করে পুরুষ বর্জ্জিতে॥
পঞ্চভাই পাণ্ডবে দেখিয়া নিজপুরে।
আগু হয়ে কহিলেন সবার গোচরে॥
রাজ্য নিতে এল কিবা কোন্ নরপতি
আমার পর্ব্বতে এল অপরূপ গতি॥
সর্ব্বকাল এই রাজ্য মম অধিকার।
যে হউক সমরে করিব মহামার॥
এত বলি হাতে অস্ত্র ধনুক লইয়া।
যুধিষ্ঠিরে রাখিল পর্ব্বতে বসাইয়া॥
কোন নারী জিজ্ঞাসা করিল পাণ্ডবেরে।
কেবা তুমি কোথা যাবে কেন এই পুরে॥
রাজা বলে কন্যাগণ না হও অস্থির।
পৃথিবীর রাজা আমি নাম যুধিষ্ঠির॥
কি কারণে তোমা সবে ভাব অন্য কথা।
রাজ্য দেশ লইতে না আসি আমি হেথা॥
কলি আগমন হবে এ মর্ত্ত্যভুবনে।
স্বর্গপুরে যাইতেছি মোরা সে কারণে॥
এত শুনি কন্যাগণ চলিল ধাইয়া।
লীলাবতী রাণীকে সংবাদ দিল গিয়া॥
শুনি লীলাবতী কন্যা ত্যজি ধনুর্ব্বাণ।
লক্ষ নারী সঙ্গে করি বিবিধ বিধান॥
বিচিত্র কুসুমমাল্যে বান্ধিল কবরী।
অগুরু চন্দন চুয়া অঙ্গভূষা করি॥
চন্দ্র সূর্য্য আভা জিনি অষ্ট অলঙ্কার।
কণ্ঠমালা কুণ্ডল অমূল্য রত্নহার॥
নানা অলঙ্কার অঙ্গে সাজন করিয়া।
যুধিষ্ঠির অগ্রে কহে হাসিয়া হাসিয়া॥
জিতেন্দ্রিয় রাজা তুমি মহাপুণ্যবান।
অতএব এতদূরে করিলে পয়াণ॥
মম ভাগ্যে এলে রাজা আমার নগরে।
আমি দাসী হব তুমি থাক এই পুরে॥
ভদ্রকালী পর্ব্বতের আমি অধিকারী।
হীরা মণি মাণিক্যে মণ্ডিত মম পুরী॥
যাবত থাকিবে ভদ্রকালীর পর্ব্বতে।
তাবৎ থাকিব মোরা তোমার সেবাতে॥
জরা মৃত্যু ব্যাধিভয় নাহি কোন পীড়া।
স্বর্গ হৈতে এ স্থানে আনন্দ পাবে বাড়া॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন লীলাবতী।
নিঃশত্রু করিয়া আমি ছাড়িলাম ক্ষিতি॥
করেছি সঙ্কল্প আমি মর্ত্ত্যের ভিতর।
রাজ্য না করিব যাব অমরনগর॥
অতএব ক্ষমা মোরে দেহ কন্যাগণ।
আশীর্ব্বাদ কর যেন দেখি নারায়ণ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির চরিত্র দেখিয়া।
পুনরপি কহে কন্যা ঈষৎ হাসিয়া॥

বুদ্ধি নাহি কিছু তব ধর্ম্মের নন্দন।
কি সুখ পাইবে স্বর্গে দেখি নারায়ণ ॥
আমাদের সঙ্গে তুমি থাক নিরন্তর।
স্বর্গের অধিক ফল পাবে নরবর ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কৃষ্ণ সঙ্গ হৈতে।
অন্য সুখ নাহি ভাল লাগে মোর চিতে ॥
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে মরি শুন কন্যাগণ।
অতএব যাব আমি অমর-ভুবন ॥
রাজার বিনয় বাক্য শুনি নারীগণ।
নিবর্ত্তিয়া গেল সবে যে যার ভবন ॥
লীলাবতী কন্যা গেল পেয়ে মনোদুঃখ।
পঞ্চভাই চলিলেন উত্তরাভিমুখ ॥
কতদূরে দেখিলেন পাণ্ডুর নন্দন।
ভদ্রেশ্বর নামে লিঙ্গ অতি সুশোভন ॥
ত্রৈলোক্য বিখ্যাত শিব অতি মনোহর।
নানা রত্নে বিরচিত প্রবাল প্রস্তর ॥
তাহা দেখি পাণ্ডবেরা হরষিত মন।
পঞ্চভাই করিলেন প্রণাম স্তবন ॥
স্নানদান করি সবে ফল পুষ্প লৈয়া।
পূজা করি স্তব করে চৌদিকে বেড়িয়া ॥
বর মাগিলেন অতি মনের কৌতুকে।
যাত্রা করিলেন তবে উত্তরাভিমুখে ॥
হরিনামে পর্ব্বতে করেন আরোহণ।
দেখেন পর্ব্বতে মণি মাণিক্য রতন ॥
নানা বৃক্ষলতা শোভে বন উপবন।
লক্ষ্মীর সমান রূপ যত নারায়ণ ॥
দেবের দুর্ল্লভ স্থান নাহি মৃত্যু জরা।
বীণা বংশী বাজে গায় নাচয়ে অপ্সরা ॥
কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ গায় গীত।
দেখিয়া বনের শোভা পাণ্ডব বিস্মিত ॥
পৃথিবীর মধ্যে আর নাহি দেখি পুরী।
স্বর্গের অধিক এই অপূর্ব্ব নগরী ॥
বহুবিধ প্রশংসিয়া যান পঞ্চজন।
পর্ব্বতের শোভা দেখি আনন্দিত মন ॥
ঐরাবত নামে হস্তী ফিরে পালে পালে।
দেব যক্ষ মরে অঙ্গ হিমেতে ভেদিলে ॥
মহাহিমে শীত ভেদি যায় কতদূর।
পাছে পড়ি দ্রৌপদীর অঙ্গ হৈল চুর ॥
বিষম দারুণ হিমে শীর্ণ কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে পর্ব্বত উপর ॥
অন্তকাল জানি দেবী চিন্তে নারায়ণ।
স্বামীগণ মুখ চাহি ত্যজিল জীবন ॥
পাঞ্চালীর পতন পর্ব্বত হরিনামে।
অগ্রগামী রাজন না জানেন কোনক্রমে ॥
পাছে বৃকোদর পার্থ দেখি বিপরীত।
ডাক দিয়া যুধিষ্ঠিরে বলেন ত্বরিত ॥
পাঞ্চালী পড়িয়া পথে ত্যজিল শরীর।
শুনিয়া আকুল হইলেন যুধিষ্ঠির ॥
মহাভারতের কথা রচিলেন ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ॥

দ্রৌপদীর শোকে পাণ্ডবদের বিলাপ।

যুধিষ্ঠির নৃপমণি, কোলে লয়ে যাজ্ঞসেনী,
কান্দিছেন সকরুণ ভাষে।
শোকদুঃখে অচেতন, আর ভাই চারিজন,
অশ্রুমুখে বসি চারি পাশে ॥
দ্রৌপদীর মুখ চেয়ে,কান্দে সবে বিলাপিয়ে
কোথা গেলে দ্রুপদনন্দিনী।
অজ্ঞাতে তোমার তরে, বধিনু কীচকবীরে,
তুমি পাণ্ডবের ধন মানি ॥
তব স্বয়ম্বর কালে, জিনি লক্ষ মহীপালে,
পঞ্চজনে করিলাম বিভা।
তোমার সহায় হেতু, হৈল রাজসূয় ক্রতু,
তুমি লক্ষ্মী পাণ্ডবের শোভা ॥
যেকালে দ্রুপদরাজে,পণ কৈল সভামাঝে,
রাধাচক্র বিন্ধিতে যে পারে।
অযোনিসম্ভবা কন্যা, ত্রিভুবনে সেই ধন্যা,
সম্প্রদান করিব তাহারে ॥
প্রতিজ্ঞা বচন শুনি, এক লক্ষ নৃপমণি,
হুড়াহুড়ি বিন্ধিবার তরে।

ধনুক ধরে, গুণ দিতে নাহি পারে,
তবু বাঞ্ছা পাইতে তোমারে॥
রক্ত উঠে কারমুখে, কার হস্ত ঘাড় বাঁকে,
না পারিয়া ক্ষমা দিল সবে।
চারি বর্ণে যে বিন্ধিবে,তারে রাজকন্যাদিবে,
দ্রুপদ ডাকি কহিল তবে॥
তোমা জিনি পঞ্চভাই,গেলাম জননী-ঠাঁই,
ভিক্ষা বলি মায়ে বলা গেল।
না দেখিয়া না শুনিয়া,জননী হরিষ হৈয়া,
বাঁটি খাও পঞ্চজনে কৈল॥
আজ্ঞা দিল মুনিগণে,বিভা কৈল পঞ্চজনে,
লক্ষ্মীরূপা সুন্দরী পাঞ্চালী।
দ্বাদশ বৎসর বনে, পুষিলা ব্রাহ্মণগণে,
পর্ব্বতে পড়িলা অঙ্গ ঢালি॥
মর্ত্ত্যে করিলাম পাপ,তেঁই এত পাইতাপ,
কেন তুমি পড়িলে পর্ব্বতে।
কেমনে যাইব পথে,কান্দেন ভূপতিচিতে,
নাহি কেহ প্রবোধ করিতে॥
কান্দে ভীম ধনঞ্জয়, সহদেব সোদরদ্বয়,
শোকাকুল করে হাহাকার।
বিস্তর বিলাপ করি, বলে পুনঃ পরিহরি,
অগ্রে হৈল মরণ তোমার॥
আমাদের সঙ্গ ছাড়ি,পর্ব্বতে রহিলে পড়ি,
তোমা এড়ি যাইব কিমতে।
এতেক ভাবিয়া সবে,কিছু শান্ত হৈয়াতবে,
প্রিয়বাক্যে কহে ধর্ম্মসুতে॥
এই হেতু দেশে পূর্ব্বে,রাখিতে বলিনুসর্ব্বে,
দৃঢ় করি না ছাড়িলে সঙ্গ।
তোমা হেননারীবিনে,শূন্য দেখিরাত্রিদিনে,
বিধাতা করিল সুখ ভঙ্গ॥
ভারতের পুণ্যকথা, শ্রবণে বিনাশে ব্যথা,
হয় দিব্যজ্ঞানের প্রকাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমের প্রশ্ন।

মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়
তবে শোক ত্যজি পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়॥
দ্রৌপদীরে বেড়িয়া বৈসেন পঞ্চজন
ধর্ম্মরাজ বলিলেন গদগদ বচন॥
মো'সবার সঙ্গে এলে ছাড়ি মর্ত্ত্যলোক।
এখন পাণ্ডবগণে দিলে বহু শোক॥
তোমার বিচ্ছেদ প্রাণে সহিতে না পারি।
হায় প্রিয়ে মোরে ছাড়ি গেলে কোন্‌পুরী
পড়িয়া রহিলে কেন পর্ব্বত উপরে।
তোমার শয়নে মম পরাণ বিদরে॥
উত্তর না দেহ কেন স্বামী পঞ্চজনে।
সঙ্গ ছাড়ি কেমনে রহিলে মহাবনে॥
কপট পাশায় আমি করিলাম পণ।
তব অপমান কৈল দুষ্ট দুঃশাসন॥
তোমার কারণে ভীম প্রতিজ্ঞা করিল।
দুঃশাসন বক্ষ চিরি রক্ত পান কৈল॥
উরু ভাঙ্গি মারিল নৃপতি দুর্য্যোধনে।
নিঃক্ষত্র হইল ক্ষিতি তোমার কারণে॥
তোমা হেতু দুর্দ্দশা পাই অপমান।
গোবিন্দের প্রিয় তুমি পাণ্ডবের প্রাণ॥
তোমার বিহনে দিনে দেখি অন্ধকার।
এত বলি কান্দে রাজা চক্ষে জলধার॥
বৃকোদর বলে শুন ধর্ম্ম নৃপমণি।
কোন্ পাপে পর্ব্বতে পড়িল যাজ্ঞসেনী॥
পতিব্রতা হয়ে স্বর্গে নাহি গেল কেনে।
এত শুনি ধর্ম্ম বলিলেন ভীমসেনে॥
দ্রৌপদীর পাপ শুন কহি যে তোমারে।
সবা হৈতে বড় স্নেহ ছিল পার্থ বীরে॥
এই পাপে দ্রৌপদী রহিল এই ঠাঁই।
জানাই বৃত্তান্ত শুন বৃকোদর ভাই॥
এত বলি ক্ষমা দিয়া যত দুঃখ শোকে।
পঞ্চভাই চলিলেন উত্তরাভিমুখে
জ্ঞাতিবধ পাপে সদা জ্বলি আগুনি।
ঘৃতাহুতি তাহাতে হইল যাজ্ঞসেনী

মহাভারতের কথা সুধা হৈতে সুধা।
কর্ণপথে পান কৈলে খণ্ডে ভব-ক্ষুধা॥
কাশীরাম দাসের প্রভু নীল শৈলারূঢ়।
দক্ষিণে অম্বুজাগ্রজ সম্মুখে গরুড়॥

পাণ্ডবদের বদরিকাশ্রমে গমন ও সহদেবের দেহত্যাগ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
দ্রৌপদীরে তেয়াগিয়া পাণ্ডুর তনয়॥
শোক মোহ কাম ক্রোধ লোভ মদ ছাড়ি
পঞ্চ ভাই গঙ্গাতীরে যান স্বর্গপুরী॥
যাইতে উত্তর মুখে পাণ্ডুর নন্দন।
তাম্রচূড়া গিরি করিলেন আরোহণ॥
আকাশ পরশে চূড়া অতি ভয়ঙ্কর।
সপ্ত অশ্ব রথে যায় দেবতা ভাস্কর॥
কালচক্র ফিরে সদা আপনার কাজে।
বৃক্ষ লতা নাহি তথা ভাস্করের তেজে॥
জীব জন্তু পশু পক্ষী নাহি এক জনা।
সদাই বিচরে দ্বন্দ্বশুক কত জনা॥
পাপিষ্ঠ পরাণী যদি যায় তথাকারে।
আরোহণমাত্র সেইক্ষণে পুড়ে মরে॥
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন ভাই পঞ্চজন।
কালাগ্নি রুদ্রের পুরী ভয়ঙ্কর বন॥
অতিশয় প্রচণ্ড প্রতাপ তেজ তাঁর।
নিকটে যাইতে শক্তি নাহিক কাহার॥
আছেন ঈশ্বর তথা দশ মূর্ত্তি ধরি।
দ্বারে থাকি পঞ্চভাই নমস্কার করি॥
স্তব করি বর পেয়ে করিল গমন।
ক্রৌঞ্চ নামে পর্ব্বতে করিল আরোহণ॥
ক্রৌঞ্চের নির্ম্মাণ পুরী অতিশয় শোভা।
ইন্দ্রের খাণ্ডব জিনি কাননের প্রভা॥
স্বর্গ হৈতে নামে তাতে গঙ্গা সরস্বতী।
হংস চক্রবাক জলে চরে হৃষ্টমতি॥
সুবর্ণের পাখা পক্ষী আছে বহুতর।
জল স্থল আবাস উদ্যান মনোহর॥
নির্ম্মল উজ্জ্বল জল স্ফটিক আকার।
তীরে তপ করে মুনি জ্ঞান অনুসার॥
দেখিয়া হরিষ বড় পাণ্ডুপুত্রগণ।
স্বর্গের মণ্ডপ তথা দেখি বিচক্ষণ॥
অতি অপরূপ পুরী প্রাসাদ মন্দির।
অন্ধকারে আলো করে জিনিয়া মিহির॥
পুষ্করাক্ষ নামে শিব মণ্ডপ ভিতর।
তাঁর পূজা করে দেব দানব ঈশ্বর॥
কিন্নরের রাজ্য পুরী অতি অনুপম।
স্থাপিয়াছে দেবদেব মহাদেব নাম॥
বীণা বাঁশী বাজে কেহ গায় শিবগীত।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ সবে আনন্দিত॥
চারি পাশে মন্দভাবে নাচয়ে নর্ত্তকী।
অন্য জাতি নারী নাহি সকলি ব্রাহ্মণী॥
কেহ গন্ধ চুয়া দেয় পুষ্প পারিজাত।
বিল্বপত্রে পুলকিতে পূজে বিশ্বনাথ॥
স্তব পাঠ করে কেহ শিবের সাক্ষাতে।
এক পদে স্তব কেহ করে যোড়হাতে॥
সেবিলে সকল পাপ হয় তার ক্ষয়।
অনেক তপস্বী ঋষি করয়ে আশ্রয়॥
নিরবধি সবে সেবে শিবের চরণ।
অন্তরীক্ষে আছে কেহ যোগ-পরায়ণ॥
হেঁটমুণ্ডে ঊর্দ্ধপদে কেহ আছে তথা।
এইরূপে বামদেবে সেবয়ে দেবতা॥
দেখি পঞ্চভাই করিলেন স্নানদান।
লোভ মোহ ছাড়িয়া পাইল দিব্যজ্ঞান॥
স্নান করি পাণ্ডব হইল কুতূহলী।
পিতৃলোক উদ্দেশিয়া দেন জলাঞ্জলি॥
প্রবেশ করেন সবে মণ্ডপ ভিতরে।
বিধিমতে পঞ্চভাই পূজিল শঙ্করে॥
করযোড়ে প্রভু রুদ্রে মাগিলেন বর।
পুনর্জ্জন্ম নাহি হয় মর্ত্ত্যের ভিতর॥
এত বলি প্রণমিয়া যান তথা হৈতে।
দেবপুষ্প পড়ে আসি ভূপতির মাথে॥
দেখিয়া তপস্বিগণ প্রফুল্ল-অন্তরে।
আদর করিল বড় রাজা যুধিষ্ঠিরে॥

এই তীর্থে থাক রাজা মো'সবার সঙ্গে।
কোথাকারে কোন্ হেতু যাবে কোন্ ভাগে
এত শুনি যুধিষ্ঠির বলেন হাসিয়া।
নিষ্কণ্টক নিজ রাজ্য সকলি ত্যজিয়া॥
সঙ্কল্প করেছি আমি মর্ত্ত্যের ভিতর।
স্বর্গপুরে যাইব দেখিব দামোদর॥
আশীর্ব্বাদ কর মোরে সব মুনিগণ।
স্বর্গে গিয়া দেখি যেন দেব নারায়ণ॥
এত শুনি বলে তাঁরে ক্রৌঞ্চ মুনিবর।
তব তুল্য রাজা নাহি অবনী ভিতর॥
সমস্ত ত্যজিয়া যাহ স্বর্গের বসতি।
দেখিবে গোবিন্দপদ পাবে দিব্যগতি॥
তাঁরে নমস্কার করি ধর্ম্মের নন্দন।
উত্তর মুখেতে যাত্রা করেন তখন॥
বদরিকাশ্রম দেখে জাহ্নবীর কূলে।
বদরিকা বৃক্ষ তথা শোভে ফলফুলে॥
অমৃত জিনিয়া স্বাদু পিক নাদে ডালে।
জরা মৃত্যু ভয় নাহি তথায় থাকিলে॥
দুর্ব্বাসার বরে বৃক্ষ অক্ষয় অব্যয়।
নানা বর্ণে নানা স্থানে দিব্য দেবালয়॥
করয়ে তপস্যা তাঁরে কত শত মুনি।
নির্ম্মল তরঙ্গ বহে গঙ্গা মন্দাকিনী॥
দুর্ব্বাসা গৌতম ভরদ্বাজ পরাশর।
অশ্বত্থামা আঙ্গিরস আর সোমেশ্বর॥
বিশ্বামিত্র মাণ্ডব্য মার্কণ্ড মুনিবর।
জপ তপে রত সবে আছে নিরন্তর॥
ঋষিগণ বলে তবে রাজাকে দেখিয়া।
হেথায় থাকহ রাজা আমা সবা লৈয়া॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব হেথা আছে শত শত।
পঞ্চভাই থাক সুখে সবার সহিত॥
অশ্বত্থামা আসিয়া মিলিল পঞ্চজনে।
পুত্রশোক স্মরিয়া কান্দয়ে দুঃখমনে॥
অশ্বত্থামা বলে থাক বদরিকাশ্রমে।
পাপমুক্ত হৈয়া হরি পাবে পরিণামে॥
এতেক শুনিয়া বলিলেন যুধিষ্ঠির।
না করিব স্থিতি মোরা থাকিতে শরীর॥

সঙ্কল্প করিনু আমি কৃষ্ণের সাক্ষাতে।
যাইব অমরপুরী সুমেরু পর্ব্বতে॥
সঙ্কল্প লঙ্ঘিলে হয় ব্রহ্মবধ-ভয়।
অতএব কহি শুন তপস্বী-তনয়॥
যে হোক সে হোক থাকে যায় বা জীবন
যাইব বৈকুণ্ঠ-পুরে যথা নারায়ণ॥
অশ্বত্থামা বলে কোথা দ্রুপদনন্দিনী।
যুধিষ্ঠির কন পথে ত্যজিল পরাণী॥
শুনি হাহাকার করি কান্দে দ্রোণসুত।
হাহা কৃষ্ণা সুবদনি সর্ব্বগুণযুত॥
তবে গুরুপুত্রে বন্দিলেন সর্ব্বজন।
উত্তর মুখেতে যান পাণ্ডুর নন্দন॥
কতদূরে গঙ্গাতীরে দেখি নৃপবর।
পর্ব্বত রৈবত নামে অতি মনোহর॥
স্বর্গ মর্ত্ত্যে দুর্লভ বিচিত্র উপবন।
আরোহেন সে পর্ব্বতে ভাই পঞ্চজন॥
রেবা নামে পুণ্য নদী পর্ব্বত উপর।
অতি সুনির্ম্মল জল শোভে মনোহর॥
তারে রেবানাথ বিষ্ণুমূর্ত্তি চতুর্ভুজ।
প্রণমেন যুধিষ্ঠির সহিত অনুজ॥
মণি মরকতে পুরী অতি শোভা করে।
চৌরাশি যোজন তার উপর বিস্তারে॥
বৃক্ষে অন্ধকার নাহি জানি দিবা রাতি।
তিন লক্ষ কিরাত কুৎসিত মূর্ত্তি অতি॥
নানাবর্ণে অস্ত্র ধরে প্রচণ্ড কিরণ।
মণি রত্নে বিভূষিত লোহিত বরণ॥
পিঙ্গল গাছের ছাল তাম্রবর্ণ কেশ।
কর্ণে রামকড়ি সাজে ভয়ঙ্কর বেশ॥
ধনুর্ব্বাণ ধরি শীঘ্র ধাইল গর্জ্জিয়া।
পাণ্ডবে মারিতে আসে মহাক্রুদ্ধ হৈয়া॥
কেহ মালসাট মারে কেহ দেয় লম্ফ।
কেহ অন্তরীক্ষে কেহ জলে দেয় ঝম্প॥
বাণবৃষ্টি করিয়া করিল অন্ধকার।
ভাবেন না দেখি পথ পাণ্ডুর কুমার॥
মহাহিমে কাঁপে তনু পায়ে বাজে শিলা
বিষণ্ণ হইয়া সবে ভাবিতে লাগিলা॥

তিন লক্ষ কিরাত করিল বাণবৃষ্টি ।
প্রলয়কালেতে যেন সংহারিতে সৃষ্টি ॥
সত্যবাদী পাণ্ডুপুত্র গোবিন্দ-সহায় ।
এক গুটি বাণ তার না লাগিল গায় ॥
দেখিয়া কিরাতগণ অদ্ভুত মানিল ।
ত্যজিয়া ধনুক বাণ চরণে পড়িল ॥
জিজ্ঞাসিল তোমা সবে কোন্ মহাজন ।
কিবা নাম কোথা ধাম কোথায় গমন ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন পরিচয় ।
চন্দ্রবংশে জন্ম মম পাণ্ডুর তনয় ॥
দ্বাপর হইল শেষ কলি আগমন ।
স্বর্গপুরে যাই মোরা তথির কারণ ॥
রাজার বচনে বলে কিরাত-প্রধান ।
এই দেশে রাজা হও তুমি পুণ্যবান ॥
স্বর্গসুখ পাবে তুমি এ স্থানে রাজন ।
নিরন্তর তোমারে সেবিবে দেবগণ ॥
তা সবারে মৃদুভাষে বিদায় করিয়া ।
স্বর্গপথে যান রাজা গোবিন্দ স্মরিয়া ॥
যাইতে পর্ব্বত মধ্যে দেখেন রাজন ।
করয়ে শিবের সেবা কিরাত ব্রাহ্মণ ॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া ভাবিলেন মনে মন ।
বর মাগি লইল শঙ্করে পঞ্চজন ॥
মহাশীতে হিমে যদি যান কতদূর ।
সহদেব বীর পড়ি অঙ্গ হৈল চুর ॥
অন্তকাল জানিয়া চিন্তিল নারায়ণ ।
অবাক হইয়া পড়ি ছাড়িল জীবন ॥
যুধিষ্ঠিরে জানাইল বৃকোদর বীর ।
পর্ব্বতে ত্যজিল প্রাণ সহদেব ধীর ॥
পড়িল কনিষ্ঠ ভাই শুনহ রাজন ।
দেখি শোকে কান্দিলেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
কোথাকারে গেলে ভাই পরাণ আমার ।
জ্যোতিষ শাস্ত্রের গুরু বুদ্ধির আধার ॥
মো'সবারে ছাড়ি ভাই গেলে কোথাকারে
বিপদে পড়িলে বুদ্ধি জিজ্ঞাসিব কারে ॥
পরম পণ্ডিত ভাই মন্ত্রিচূড়ামণি ।
যার বুদ্ধে রাজ্য পাই কুরুগণে জিনি ॥
হেন ভাই চলি গেল ত্যজিয়া আমারে ।
স্বর্গে না যাইব প্রাণ ছাড়ি শোকভরে ॥
এত বলি পড়ে রাজা আছাড় খাইয়া ।
হায় সহদেব বলি ভূমে লোটাইয়া ॥
ভারত-সমরে জয় কৈলে কুরুগণে ।
শকুনিরে সংহারিলে সবা বিদ্যমানে ॥
দিগ্বিজয় করিয়া করিলে মহাক্রতু ।
মোরে ছাড়ি পর্ব্বতে পড়িলে কোন্ হেতু
বিষম সঙ্কটে বনে পাইয়াছ ত্রাণ ।
পর্ব্বতে পড়িয়া ভাই হারাইলে প্রাণ ॥
জননী কুন্তীর তুমি বড় প্রিয়তর ।
হেন ভাই পর্ব্বতে রহিলে একেশ্বর ॥
ধবল পর্ব্বতে কৃষ্ণা কৃষ্ণ বিষ্ণুলোকে ।
কে জানিবে মম দুঃখ কহিব কাহাকে ॥
দশদিক অন্ধকার দেখেন নয়নে ।
স্থিরচিত্ত নৃপতি হলেন কতক্ষণে ॥
বৃকোদর বলে রাজা কহিবে আমাতে ।
কোন্ পাপে সহদেব পড়িল পর্ব্বতে ॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে শুন সাবধান ।
সহদেব জ্ঞাত ভূত ভাবী বর্ত্তমান ॥
পাশাতে আমারে আহ্বানিল দুর্য্যোধন ।
বিদ্যমান ছিল ভাই মাদ্রীর নন্দন ॥
হারিব জিনিব কিবা ভাই তাহা জানে ।
জানিয়া আমারে না করিল নিবারণে ॥
বারণাবতেতে যবে দিল পাঠাইয়া ।
আমাদিগে কপটে মারিতে পোড়াইয়া
জানি না বলিল ভাই কুলের বিনাশ ।
অধর্ম্ম হইল তেঁই পাপের প্রকাশ ॥
এই পাপে যাইতে নারিল স্বর্গপুরে ।
শুন বৃকোদর ভাই জানাই তোমারে ॥
এত বলি যান রাজা করিয়া ক্রন্দন ।
ভীমার্জ্জুন নকুল পশ্চাতে তিনজন ॥
পথমধ্যে সরোবর দেখি বিদ্যমান ।
যুধিষ্ঠির তাহে করিলেন স্নানদান ॥
দেব ঋষি পিতৃলোকে করিয়া তর্পণ ।
শুচি হৈয়া করিলেন স্বর্গ আরোহণ ।

সহদেব দ্রৌপদী চলিল স্বর্গপুরে।
ভেটিল গোবিন্দপদ সানন্দ অন্তরে ॥
জ্ঞাতি গোত্রগণ সঙ্গে হইল মিলন।
যুধিষ্ঠির পথ চাহি আছে সর্ব্বজন ॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস ॥

চন্দ্রকালী পর্ব্বতে নকুলের এবং নন্দাবোন পর্ব্বতে অর্জ্জুনের দেহত্যাগ।

মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
চলিলা উত্তর মুখে পাণ্ডুর তনয় ॥
যাইতে উত্তর মুখে দেখেন রাজন।
সরোবর তীরে লিঙ্গ অতি সুশোভন ॥
গঙ্গার সদৃশ দেখি সুনির্ম্মল জল।
কোকনদ প্রফুল্ল সহস্র শতদল ॥
সরোবর আছে শত যোজন বিস্তার।
জল দেখি নৃপতির আনন্দ অপার ॥
মৃগ পক্ষী হংস চক্র বিহরে বিস্তর।
ভ্রমর ঝঙ্কারে বনে জলে জলচর ॥
অপরূপ দেবের তুল্য ভ সেই স্থান।
বসন্ত-পবন মত্ত কোকিলের গান ॥
পদ্মে আচ্ছাদিত সব নাহি দেখি নীর।
নিত্য স্নান হয় যাতে সদা ইন্দ্রাণীর ॥
সেই সরোবরে স্নান করি চারিজন।
শোক দুঃখ ছাড়ি কিছু স্থির হৈল মন ॥
তাহার পশ্চিমে গিরি চন্দ্রকালা নাম।
স্ফটিক জিনিয়া দীপ্ত চন্দ্রের সমান ॥
ভুবনের সার সে পর্ব্বত সুশোভন।
তাহাতে পাণ্ডব করিলেন আরোহণ ॥
হিমে অঙ্গ জর জর গিয়া হিমালয়
তাহে উঠি চারি ভাই দিল জয় জয় ॥
ধীরে ধীরে যান হিমে পদ নাহি চলে।
ঋষি মুনি তপস্বী দেখেন গঙ্গাকূলে ॥
ষোড়শ সহস্র লিঙ্গ দেখি পঞ্চানন।
ভক্তিভাবে প্রণাম করেন চারিজন ॥
বিচিত্র মণ্ডপ নানা দেবের আবাস।
ঋষি মুনি জপ তপ করে চারিপাশ ॥
নৃসিংহের মূর্ত্তি দেখে পর্ব্বত উপরে।
দেবকন্যাগণ তাতে নিত্য পূজা করে ॥
চারি ভাই প্রণাম করেন তাঁর পায়।
নৃসিংহ উদ্ধার কর ঘন বলে রায় ॥
হিরণ্যকশিপু মারি রাখিলে প্রহ্লাদে।
স্বর্গপথে পাণ্ডবে রাখিবে অপ্রমাদে ॥
অভয় নৃসিংহ নাম যে করে স্মরণ।
জলে স্থলে ভয় তার নাহি কদাচন ॥
এত বলি বর মাগি নৃসিংহের ঠাঁই।
বিষাদ সন্তাপ শোকে যান চারি ভাই ॥
কতদূরে দেখিলেন গিরি মনোহর।
নানা ধাতু বিরচিত প্রবাল পাথর ॥
পশ্চাৎ করিয়া গিরি চলেন উত্তরে।
হিমেতে নকুল পদ চলিতে না পারে ॥
নকুলের অঙ্গে পড়ে শোণিত বহিয়া।
পর্ব্বতে পড়িল বীর আছাড় খাইয়া ॥
গোবিন্দ চিন্তিয়া চিত্তে ত্যজিল পরাণ।
স্বর্গপুরে প্রবেশিল কৃষ্ণ বিদ্যমান ॥
ধর্ম্মেরে কহিল তবে ভীম মহামতি।
পড়িল নকুল বীর শুন নরপতি ॥
পাছে দেখি ধর্ম্মরাজ ভাবিলেন চিতে।
ছয়জন মধ্যে তিন রহিল পর্ব্বতে ॥
তিনলোকে দুর্জ্জয় নকুল মহাবীর।
যাহার সংগ্রামে দেবাসুর নহে স্থির ॥
হেন ভাই পড়ে মম পর্ব্বত উপরে।
কোন্ সুখে কি বলিয়া যাব স্বর্গপুরে ॥
কৌরব সহিত যুদ্ধ করিল অপার।
হেন ভাই ছাড়ি গেল না দেখিব আর ॥
তাপের উপরে তাপ শোকে মহাশোক।
কাহারে কহিব দুঃ রি পরলোক ॥
যাম্যদিক যেই ভাই জিনিয়া সকলে।
যজ্ঞ করিবার কালে ধন আনি দিলে ॥

স্বর্গে নাহি গেলে ভাই পড়িলে পর্ব্বতে।
তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ ধরিব কিমতে॥
কান্দি জিজ্ঞাসেন ভীম নৃপতির স্থানে।
কোন্ পাপে নকুল পড়িল এইখানে॥
যুধিষ্ঠির কন শুন ভাই বৃকোদর।
কুরুক্ষেত্রে হৈল যবে ভারত-সমর॥
কর্ণের সমর হৈল আমার সহিতে।
সেই কালে নকুল অছিল মম ভিতে॥
কর্ণের সংগ্রামে যবে মম বল টুটে।
সহায় না হইল সে বিষম সঙ্কটে॥
যুদ্ধ না করিল ভাই আমার রক্ষণে।
এই পাপে পর্ব্বতে পড়িল পরিণামে॥
এত বলি যুধিষ্ঠির কান্দিতে কান্দিতে।
চলেন উত্তরমুখে ভাবিতে ভাবিতে॥
কতদূর মহা হিমে যান তিন জন।
নন্দীঘোষ গিরি করিলেন আরোহণ॥
পদ্মরাগে বিরাজিত গিরি মনোহর।
নানাজাতি নরনারী পরম সুন্দর॥
মণি-বিভূষিত যত দেবের বসতি।
সেবনেতে অক্ষয় অব্যয় হয় গতি॥
তিন ভাই করি তথা গোবিন্দ-পূজন।
যোড়হাতে করিলেন কৃষ্ণের স্তবন॥
ভক্তিভাবে স্তুতি করে হয়ে কৃতাঞ্জলি।
জলপান করি যান হয়ে কুতূহলী॥
ভয়ঙ্কর নন্দিঘোষ পর্ব্বত বিশাল।
হিমাগমে মহাশীত বহে সর্ব্বকাল॥
পশু পক্ষী গাছ লতা নাহি সেই দেশে।
হিমের প্রতাপে নাশ হৈয়াছে বিশেষে॥
হিম ভেদি অর্জ্জুনের হরিল যে জ্ঞান।
গোবিন্দ ভাবিয়া চিত্তে ত্যজিলেন প্রাণ॥
দেবাসুরে দুর্জ্জয় যে পার্থ মহাবীর।
পতনে পর্ব্বত কম্পে পৃথিবী অস্থির॥
উল্কাপাত ঘোর বহে প্রলয়ের ঝড়।
ভল্লুক বরাহ পশু যত হস্তী ঘোড়॥
ভীমসেন বলে শুন ধর্ম্মের নন্দন।
পর্ব্বতে পড়িয়া পার্থ ত্যজিল জীবন॥
যার পরাক্রমে যক্ষ নর নহে স্থির।
হেন ভাই পড়ে শুন রাজা যুধিষ্ঠির॥
প্রাণ দিল নন্দিঘোষ পর্ব্বত উপরে।
এত বলি বৃকোদর কান্দে হাহাকারে॥
চমৎকার চিত্ত হৈয়া যান ধর্ম্মরাজ।
না চলে চরণ চক্ষে নাহি দেখে কাজ॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস॥

যুধিষ্ঠিরের বিলাপ।

ভীমের বচন শুনি, শোকে ধর্ম্ম নৃপমণি,
কান্দিছেন বিলাপ করিয়া।
হাহাকার ঘন মুখে, চাপড় মারিয়া বুকে,
পর্ব্বতে পড়েন লোটাইয়া॥
হায় পার্থ মহাবল, পাণ্ডবের বুদ্ধি বল,
পর্ব্বতে পড়িলে কি কারণে।
স্বর্গপুরে আরোহণ, না হইল বিচক্ষণ,
প্রাণ দিব তোমার বিহনে॥
ত্রিভুবন কৈলে জয়, মহাবীর ধনঞ্জয়,
নররূপে বিষ্ণু অবতার।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী, কৌরববাহিনী জিনি,
মোরে দিলে রাজ্য অধিকার॥
রাজসূয় যজ্ঞকালে, নিজ নিজ বাহুবলে,
করিলে উত্তরদিক জয়।
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা নিয়া, সুরাসুরপুরী গিয়া,
নিমন্ত্রিয়া আনিলে সবায়॥
স্বর্গে যত দেবগণ, হইয়া সাদর মন,
দিল অস্ত্র মন্ত্রের সহিতে।
তাহাতে সর্ব্বত্র জয়, করিলে শত্রুর ক্ষয়,
তব তুল্য নাহি পৃথিবীতে॥

লঘু ত্রিপদী।

প্রবেশি কাননে, দেব পঞ্চাননে,
তুষিতে বাহু-যুদ্ধেতে।
মারিলে অজস্র, কিরাত সহস্র,
একা তুমি কাননেতে॥

অমর সোসর, জিনিলে শঙ্কর,
ম্লেচ্ছ কিরাতের দেশ।
হৈয়া হৃষ্টচিত্ত, অস্ত্র পাশুপত,
দিল প্রভু ব্যোমকেশ॥
কালকেয় আদি, যত সুরবাদী,
হেলায় করিলে নাশ।
যত দেবচয়, করিলে অভয়,
পূরাইয়া অভিলাষ॥
তাহে দেব-অস্ত্র, পাইলে সমস্ত,
তোমার অজেয় নাই।
আর ধনুঃশর, দিল বৈশ্বানর,
খাণ্ডব দহিলে ভাই॥
জিনি দেবগণ, দৈত্য অগণন,
অগ্নিরে সন্তোষ কৈলে।
ছাড়ি যাও তুমি, কিসে জীব আমি,
প্রাণ দিব শোকজালে॥
প্রাণাধিক বীর, ত্যজিলে শরীর,
নন্দিঘোষ গিরিবরে।
আমি পুনর্ব্বার, না দেখিব আর,
পড়িনু শোক-সাগরে॥
ভারত-সমরে, কর্ণ মহাবীরে,
বিনাশিলে ভীষ্ম দ্রোণে।
যাহার সহায়, যার ভরসায়,
প্রবল কৌরবগণে॥
তুমি মম প্রাণ, বীরের প্রধান.
সব শূন্য তোমা বিনে
মহাবীর তুমি, ঘন ডাকি আমি,
উত্তর না দেহ কেনে॥
নিদ্রা যাহ সুখে, আমি মরি শোকে,
উঠিয়া উত্তর দেহ।
কুরুগণে জিনি, লহ রাজধানী,
তাহার যুকতি কহ॥
রাজা ভূমে পড়ি, যান গড়াগড়ি,
না বান্ধেন কেশপাশ।
ভারত সঙ্গীত, শ্রবণে অমৃত,
বিরচিল কাশীদাস॥

সোমেশ্বর পর্ব্বতে ভীমের তনুত্যাগ ও যুধিষ্ঠিরের বিলাপ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুবীর।
অর্জ্জুনের শোকে কান্দে রাজা যুধিষ্ঠির॥
বৃকোদর বলে শুন ধর্ম্ম অধিপতি।
কোন্ পাপে পড়িল অর্জ্জুন মহামতি॥
ভূপতি বলেন শুন পবন-তনয়।
আমা হতে দ্রৌপদীর বশ ধনঞ্জয়॥
সবে হেয়জ্ঞান তার ছিল মনোগতে।
এই হেতু পার্থবীর পড়িল পর্ব্বতে॥
এত বলি দুই জন বিষণ্ণবদনে।
চলেন উত্তরমুখে চিন্তি নারায়ণে॥
বৃকোদর বলে তবে করিয়া ক্রন্দন।
সুরপুরে চল যাই মোরা দুই জন॥
এত বলি গঙ্গাকূলে যান দুই জন।
তথা হৈতে শুনা যায় স্বর্গের বাজন॥
উঠেন পর্ব্বতে দুই পাণ্ডুর নন্দন।
জয় জন মধ্যেতে আছেন দুই জন॥
শতেক যোজন সেই প্রমাণে উত্থিত।
বিবিধ বৃক্ষের মূল রতনে মণ্ডিত॥
হিমাগম সুশীতল অতি অনুপম।
তার তলে দুই ভাই করেন বিশ্রাম॥
কতক্ষণ বসি পুনঃ করেন গমন:
যাইতে দেখেন রাজা নদী সুশোভন॥
রেবা নামে নদী সেই পাপ-বিনাশিনী।
স্বর্গ হৈতে নামে তাহে ত্রিপথগামিনী॥
নানা রত্নে বিরচিত দুই কূল তার।
দেখিতে সুন্দর নদী মহিমা অপার॥
স্নান দান করিলেন ধর্ম্ম মহাবল।
দুই ভাই উদ্দেশে দিলেন কুশ জল॥
স্বর্গ পথ গমনে দুর্গম হইয়া পার।
সোমেশ্বর নামে গিরি উত্তরে তাহার॥
নানা রত্নময় গিরি দেখিতে সুন্দর।
সুবর্ণের শৃঙ্গ মণি মাণিক্য

অতিশয় উচ্চ গিরি অতি সুশোভন।
চন্দ্র সূর্য্য সমাগম গ্রহ তারাগণ ॥
সঙ্কল্প করিয়া রাজা যান একচিতে।
না জানেন ভূমণ্ডল আছে কোন্ ভিতে ॥
তার জলে নরপতি করেন তর্পণ।
তুষ্টমনে পঞ্চাননে করেন পূজন ॥
পুণ্য হেতু চলিলেন স্বর্গের উপর।
দর্শন করেন রাজা শিব সোমেশ্বর ॥
কীট পক্ষী কৃমি আদি তথা যদি মরে।
রুদ্ররূপ হৈয়া তারা যায় স্বর্গপুরে ॥
কিন্নর গন্ধর্ব্ব তথা গান করে নিত্য।
সহস্রেক সোমকন্যা করে বাদ্য নৃত্য ॥
সোমেশ্বরে পূজি রাজা কৈল নমস্কার।
বর মাগে মর্ত্ত্যে জন্ম না হোক আমার ॥
এত বলি স্তুতি করি আর প্রণিপাত।
শিবের প্রসাদে মাল্য পান পারিজাত ॥
পুষ্পমালা অঙ্গে শোভা পাইল রাজার।
হরষিত নারী দেয় জয় জয়কার ॥
প্রশংসা করিয়া কহে সোম-কন্যাগণ।
সুললিত স্বরে কহে মধুর বচন ॥
পুণ্য হেতু ভূপতি আইলে এতদূরে।
এক বোল বলি রাজা শিবের মন্দিরে ॥
সোমেশ্বর রাজ্যে তুমি হও দণ্ডধর।
যাবৎ থাকিবে পৃথ্বী চন্দ্র দিবাকর ॥
আমাদের স্বামী হৈয়া থাকহ আনন্দে।
স্বর্গসুখ পাবে অন্তে দেখিবে গোবিন্দে ॥
মর্ত্ত্যে রাজা হয়ে তুমি পেলে বড় দুঃখ।
সোমেশ্বরপুরে থাকি পাবে স্বর্গসুখ ॥
ছয়জন মধ্যে মাত্র আছ দুই জন।
যাইতে হইবে পথে ভীমের মরণ ॥
একক যাইবে স্বর্গে কোন্ সুখ হেতু।
যে বিচার আসে আজ্ঞা কর ধর্ম্মসেতু ॥
কন্যাগণ-বচনে বিস্মিত যুধিষ্ঠির।
আশ্বাসিয়া কহিলেন বচন গভীর ॥
অনুচিত কন্যাগণ বল কি কারণে।
আশীর্ব্বাদ কর যেন দেখি নারায়ণে ॥

যেমন জননী কুন্তী তেন তোমা সব
অধার্ম্মিত বলে মনে না জান পাণ্ডব ॥
শুনিয়া রাজার মুখে নিষ্ঠুর ভারতী।
কন্যাগণ গেল তবে যে যার বসতি ॥
সোমেশ্বর বন্দি রাজা চলিল উত্তরে।
মহা হিম ভেদিলেক বীর বৃকোদরে ॥
সোমেশ্বর পার হৈতে নারে প্রাণপণে।
ভেদিল শরীর বীর পড়িল অজ্ঞানে ॥
পর্ব্বত পড়িল যেন পর্ব্বত উপর।
ভীমসেন-পতনে কম্পিত ধরাধর ॥
সমুদ্রে সুমেরু গিরি যেন দিল ঝম্প।
কূর্ম্মপৃষ্ঠে থাকিয়া বাসুকী হৈল কম্প ॥
পড়িলেক বৃকোদর পর্ব্বত বিশালে।
চলাচল কম্পবান সাগর উথলে ॥
বাসুকী এড়িল বিষ যোদ্ধা এড়ে বাণ।
চমকিত পশু পক্ষী ছাড়িল যে প্রাণ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে হইল চমৎকার।
চারিদিকে সাট লাগে ঝঙ্কার হুঙ্কার ॥
ইন্দ্র শঙ্কা পান স্বর্গে বিষম আস্ফালে।
ভূমিকম্প উল্কাপাত গগনমণ্ডলে ॥
প্রচণ্ড পবন বহে নির্ঘাত দুর্ব্বার।
শব্দে সেতুবন্ধে হৈল তরঙ্গ গঙ্গার ॥
ঋষি মুনি তপস্বীর ভাঙ্গিল যে ধ্যান।
বন এড়ি ধায় পশু লইয়া পরাণ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার।
বৃকোদর পড়ে খণ্ডাইয়া ক্ষিতিভার ॥
যুধিষ্ঠির দেখেন পড়িল ভীম ভাই।
মূর্চ্ছিত হইয়া শোকে পড়েন তথাই ॥
কতক্ষণে চেতন পাইয়া নৃপবর।
হাহাকার করিয়া ডাকয়ে বৃকোদর ॥
মরিবারে কৈলে ভাই স্বর্গ-আরোহণ।
প্রাণের অধিক ভাই অতুল বিক্রম ॥
সংসার হইল শূন্য তোমার বিহনে।
শুনিয়া পাইল ভয় গিরিবাসিগণে ॥
যার পরাক্রমে তিন লক্ষ হাতী মরে।
হেন ভাই পড়ে মম পর্ব্বত উপরে ॥

কারে লয়ে যাব স্বর্গে দেখিতে মুরারি
কেবা জিজ্ঞাসিবে পথে বচন চাতুরী ॥
কে আর তারিবে বনে দুষ্ট-দৈত্য-হাতে
কে আর করিবে গর্ব্ব কৌরব মারিতে ॥
কিবা লয়ে যাব স্বর্গে দেখিবারে হরি।
ভাই সব মরে মম বৃথা প্রাণ ধরি ॥
যবে জতুগৃহ কৈল দুষ্ট দুর্য্যোধন।
পাপ পুরোচন পুরী করিল দাহন ॥
চলিতে না পারি সুড়ঙ্গের পথ ঘোরে।
পঞ্চজনে কাঁধে লয়ে গেলে একেশ্বরে ॥
হিড়িম্বেরে মারিয়া হিড়িম্বা কৈলে বিভা।
কত দৈত্য পলাইল দেখি তব প্রভা ॥
ব্রাহ্মণেরে রক্ষা কৈলে বিনাশিয়া বকে।
লক্ষ রাজা জিনিয়া লভিলে দ্রৌপদীকে ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হৈনু তোমার প্রতাপে।
মরিল কীচক বীর তব বীরদাপে ॥
বিরাটেরে মুক্ত কৈলে সুশর্ম্মার ঠাঁই।
মম বাক্য বিনা কিছু না জানিতে ভাই ॥
জরাসন্ধ বধ কৈলে মগধ-প্রধান।
জটাসুর মারি বনে কৈলে পরিত্রাণ ॥
নিঃক্ষত্রা করিলে ক্ষিতি ভারতসমরে।
উরু ভাঙ্গি নষ্ট কৈলে কৌরব বর্ব্বরে ॥
দুঃশাসন-বক্ষঃ চিরি রক্ত কৈলে পান।
আর যত কর্ম্ম তাহা কে করে বাখান ॥
তবে কেন ত্যজি মোরে পড়িলে পর্ব্বতে।
উত্তর না দেহ কেন ডাকি স্নেহমতে ॥
পর্ব্বতে পড়িলে ভাই ছাড়িয়া আমারে।
কে পথ-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিবে বারে বারে ॥
বনবাসে বঞ্চিলাম তোমার সাহসে।
অষ্টাশী সহস্র দ্বিজ ভুঞ্জে মৃগমাংসে ॥
আমরা নিদ্রিত হৈলে থাকিতে জাগিয়া।
আমারে ত্যজিয়া কেন রহিলে শুইয়া ॥
বড় দুঃখ দিয়া গেলে আমার অন্তরে।
প্রাণের ভাই উঠ ধরি করে ॥
মম বাক্যবশ ভাই মম বাক্যে স্থিত।
তোমা সবা বিনা ভাই জীতে মৃত্যুবত ॥
যেকালে আইনু ধৃতরাষ্ট্রে ভেটিবারে।
অন্ধের আছিল ক্রোধ তোমা মারিবারে ॥
গোবিন্দ রাখেন তোমা লৌহভীম দিয়া।
হেন ভাই নিদ্রা যাও পর্ব্বতে পড়িয়া ॥
এত বলি ভূপতি কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে।
চারি ভাই ভার্য্যা ভাবি আকুল অন্তরে ॥
লক্ষ্মণ পড়িল যবে রাবণের শেলে।
ক্রন্দন করেন রাম ভাই লয়ে কোলে ॥
সেইমত কান্দিলেন ভীমে লৈয়া কোলে।
হিমে তনু কাঁপে তবু কান্দে উতরোলে ॥
প্রবোধ করিতে আর নাহি কোনজন।
ধর্ম্মরাজ করিলেন অরণ্যে রোদন ॥
জননীরে স্মরিয়া কহেন শোক পাই।
এ হেন দুঃখীরে কেন গর্ভে দিলে ঠাঁই ॥
শৈশবে মরিল পিতা না পড়ি সে শোকে।
পিতামহ ভীষ্মদেব পালিল সবাকে ॥
হিংসা হেতু বিষলাড়ু ভীমে খাওয়াইল।
পাপ দুর্য্যোধন তারে ভাসাইয়া দিল ॥
উদ্দেশ না পেয়ে কান্দে জননী আমার।
সাত দিন মাতা মম না কৈল আহার ॥
অনন্ত করিয়া কৃপা দিল প্রাণদান।
তাহে না মরিলে ভাই পেলে পরিত্রাণ ॥
দেখিবারে গোবিন্দে আইলে স্বর্গপুরী।
না পাইলে দেখিতে সে প্রসন্ন শ্রীহরি ॥
হায় বীর পার্থ কৃষ্ণা সুন্দর নকুল।
হায় সহদেব বীর বিক্রমে অতুল ॥
তোমা সবা বিনে প্রাণ না রহে আমার।
তোমা সবাকারে চক্ষে না দেখিব আর ॥
হায় বিধি মম ভাগ্যে কি আছে না জানি।
মম কর্ম্মে এত দুঃখ লিখিলে আপনি ॥
কোন্ জন্মে আছিল আমার কোন্ পাপ।
সে কারণে দহে তনু শোকেতে সন্তাপ ॥
কি করিনু কি হইল আর কিবা হয়।
এত বলি কান্দিলেন ধর্ম্মের তনয় ॥
হায় কুন্তী পিতা পাণ্ডু কোথা গেলে ছাড়ি
হায় দুর্য্যোধন অন্ধ বিদুর গান্ধারী ॥

হায় ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ পাঞ্চালকুমারা।
তোমা সবাকার শোক সহিতে না পারি॥
হায় ভীমার্জ্জুন হায় মাদ্রীপুত্র ভ্রাতা।
হায় কৃষ্ণা প্রাণপ্রিয়া তুমি গেলে কোথা॥
এক দণ্ড কোথা না যাইতে আজ্ঞা বিনে।
তবে আমা একা রাখি ছাড়ি গেলে কেনে
সব দুঃখ যায় যদি পাপ আত্মা ছাড়ি।
এত বলি কান্দিলেন ভূমিতলে পড়ি॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া ধর্ম্মের তনয়।
ক্রন্দন সম্বরি রাজা ভাবেন হৃদয়॥
কোন্ পাপে বৃকোদর স্বর্গে নাহি গেল।
এই কথা যুধিষ্ঠির মনেতে ভাবিল॥
বৃকোদর ভাই মোর লুব্ধ ছিল অতি।
ভক্ষণে আছিল তার বড়ই পীরিতি॥
ভক্ষ্য দ্রব্য দেখিলে না থাকে স্থির মন।
দৃষ্টিমাত্র ইচ্ছা হয় করিতে ভোজন॥
এই হেতু পাপ হৈল বীর বৃকোদরে।
নারিল স্বশরীরে যাইতে স্বর্গোপরে॥
এই চিন্তা করি রাজা দুঃখিত অন্তরে।
একান্তে গোবিন্দে চিন্তি চলেন উত্তরে॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
যাঁহার চরিত্র তিন ভুবনে প্রকাশ॥
ভীমের প্রয়াণ যেবা শুনে শুদ্ধভাবে।
কৃষ্ণের পরম পদ সেই জন পাবে॥
কাশীদাস দেব কহে গোবিন্দ ভাবিয়া।
তরিবে শমন-দায় শুন মন দিয়া॥

যুধিষ্ঠিরের সহিত বিপ্ররূপী ইন্দ্রের ও কুক্কুররূপী ধর্ম্মের ছলনা।

মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
উত্তরাস্যে চলিলেন ধর্ম্মের তনয়॥
কতদূরে দেখি গন্ধমাদন পর্ব্বত।
যাহার সৌরভ যায় যোজনেক পথ॥
তাহে উঠি শুনিলেন স্বর্গের বাজনা।
ভূপতি করেন মনে পূরিল কামনা॥
স্বর্গের দুর্লভ ভোগ সেই গিরিবরে।
আরোহণ করিলেন হরিষ অন্তরে॥
পর্ব্বতে দেখিল তবে ধর্ম্মের তনয়।
অপূর্ব্ব মহেশলিঙ্গ মরকতময়॥
নিতান্ত নির্জ্জন স্থান লোক-মনোহর।
কোটি চন্দ্র জিনিয়া উজ্জ্বল মহেশ্বর॥
হীরা মণি মাণিক্যের মন্দির সুঠাম।
দেখি রাজা ভক্তিভাবে করেন প্রণাম॥
ভ্রাতৃ ভার্য্যা জ্ঞাতি পুত্র সকলের শোকে।
করযোড়ে স্তব স্তোত্র করেন সম্মুখে॥
হরিহর এক তনু ভিন্ন কভু নয়।
হরিভক্ত মোরে হর হবেন সদয়॥
এত বলি বর মাগি যান ধীরে ধীরে।
কতকালে পার হব দুঃখের সাগরে॥
বিষাদ ভাবেন মনে ধর্ম্মের নন্দন।
কারে লয়ে যাব আমি ত্রিদিব-ভুবন॥
কে মোরে করাবে দেখা কৃষ্ণের সহিতে।
হিমে যদি যায় তনু তরি দুঃখ হৈতে॥
বংশক্ষয় করিলাম স্বর্গে আরোহিয়া।
চারি ভাই ভার্য্যা বনে রহিল পড়িয়া॥
পৃথিবীতে আমি কত করিলাম পাপ।
কোন্ মুনি দেব ঋষি দিল মোরে শাপ॥
কান্দেন ভূপতি স্মরি দ্রৌপদী সুন্দরী।
হেনকালে আসে যত গন্ধর্ব্বের নারী॥
কন্যাগণ বলে রাজা কান্দ কি কারণ।
দ্বিতীয় স্বর্গের সম এ গন্ধমাদন॥
স্বর্গে আসি কান্দ কেন কহ বিবরণ।
এ স্থানে না হয় কেহ দুঃখের ভাজন॥
কন্যাগণ-বাক্য শুনি কন নরবর।
চারি ভাই ভার্য্যা মৈল পর্ব্বত উপর॥
ছয়জন মধ্যে আমি আছি একজন।
মহাহিমে স্বর্গপথে মৈল পঞ্চজন॥
মহাবীর ভাই ভার্য্যা না দেখিব আর।
এই হেতু কান্দি কন্যে শুন সমাচার॥
রাজার বচন শুনি কন্যাগণ হাসে।
প্রবোধ বচন কিছু কহে মৃদুভাষে॥

ভাবিত না হও রাজা ভার্য্যা-ভ্রাতৃ-শোকে।
তব অগ্রে তারা সব গেছে স্বর্গলোকে॥
কি কারণে কান্দ রাজা হয়ে বিচক্ষণ।
স্বর্গেতে সবার সঙ্গে হইবে মিলন॥
স্বর্গপথে আসিতে পড়িল যারা সব।
তারা সব আগে গেল শুনহ পাণ্ডব॥
উপেন্দ্র জলেন্দ্র ইন্দ্র যোগেন্দ্রের প্রায়
তুমি মহারাজ তেঁই আসিলে হেথায়॥
আর এক বলি রাজা শুন সাবধানে।
এতদূরে এলে তুমি পুণ্যের কারণে॥
মনুষ্যের শক্তি নাই এতদূরে আসে।
অতএব এক বাক্য বলি যে বিশেষে॥
রাজা হৈয়া থাক গন্ধমাদন পর্ব্বতে।
স্বর্গের অধিক সুখ ভুঞ্জ আনন্দেতে॥
যুধিষ্ঠির বলিছেন শুন কন্যাগণ।
কৃষ্ণের আজ্ঞায় করি স্বর্গে আরোহণ॥
সঙ্কল্প করিনু আমি অবনী ভিতর।
রাজ্য না করিব যাব অমর-নগর॥
প্রাণতুল্য ভাই ভার্য্যা পড়িল বিষাদে।
কি কার্য্য রাজ্যেতে মোর বিপুল সম্পদে
এত শুনি নিবৃত্ত হইল কন্যাগণ।
যুধিষ্ঠির করিলেন স্বর্গে আরোহণ॥
কতদূরে দেখিলেন কিন্নরের পুরী।
পদ্মিনী রমণীগণ আর বিদ্যাধরী॥
যুধিষ্ঠিরে বলে তুমি কোন্ পুণ্যবান।
আলিঙ্গন দিয়া রাখ আমাদের প্রাণ॥
আমা সবাকার স্বামী হও মহামতি।
যাচক হইয়া বলে যতেক যুবতী॥
পুরুষ নাহিক রাজা রাজ্যেতে আমার।
তুমি রাজা হও দাসী হইব তোমার॥
অকাল মরণ নাহি জরা-মৃত্যু-ভয়।
নানা সুখ পাবে রাজা জানিহ নিশ্চয়॥
অবশেষে মহামন্ত্র শিখাব তোমারে।
শীত ভেদি অনায়াসে যাবে সুরপুরে॥
শুনি কন্যাগণ-বাক্য বলেন রাজন।
সুখ-অভিলাষ নাহি করে মম মন॥
আশীর্ব্বাদ কর মোরে দেবকন্যাগণ।
স্বর্গপুরে গিয়া যেন দেখি নারায়ণ॥
দ্বাপরের শেষ হৈল কলি অবতার।
সত্যধর্ম্ম বিবর্জ্জিত অতি অনাচার॥
সে কারণে যাই স্বর্গে ইন্দ্রের ভুবন।
করিলেন শ্রীমুখে অনুজ্ঞা নারায়ণ॥
করিয়াছি সঙ্কল্প যাইব স্বর্গপুরী।
ইহা জানি ক্ষমা মোরে কর সব নারী॥
কন্যাগণ বলে রাজা তুমি মূঢ় জন।
কি ফল পাইবে স্বর্গে দেখি নারায়ণ॥
হেথা ফল কত পাবে কি কব তোমারে
না শুনিয়া নরপতি চলেন উত্তরে॥
হিমালয় গিরি পাইলেন মনোহর।
নারীগণ আসে তথা পূজিতে শঙ্কর॥
ত্রিভুবন-সার বিশ্বকর্ম্মা-বিরচিত।
চতুর্দ্দশ সহস্রেক শিব-লিঙ্গ স্থিত॥
পরম সুন্দর গিরি কি কহিতে পারি।
সুমেরু কৈলাস জিনি মহেশ্বর-পুরী॥
বিচিত্র নগর ঘর অতি মনোরম।
কন্যাগণ আসে নিত্য শিবের আশ্রম॥
শুক্ল বস্ত্র পরিধান চন্দ্র সম কান্তি।
রূপ দেখি মুনিগণ-মনে হয় ভ্রান্তি॥
নানা অলঙ্কার শোভা ত্রৈলোক্য-মোহিনী
মুখপদ্ম করপদ্ম সকল পদ্মিনী॥
বিচিত্র চম্পকদাম শোভিত গলায়।
কেহ কেহ নৃত্য করে কেহ গীত গায়॥
যুধিষ্ঠির নৃপতি আসেন সেই পথে।
পাদ্য অর্ঘ্য লয়ে এল তাঁহার সাক্ষাতে॥
ঋষি মুনিগণ শুনি ধর্ম্মের প্রয়াণ।
দেখিতে আইল সবে আনন্দ বিধান॥
পৃথিবীর রাজা হেথা এল পুণ্যভাগে।
ঝটিতি আসিল সবে যুধিষ্ঠির আগে॥
দেব ঋষিগণ আসি করেন সম্ভাষ।
অন্ধকার ঘুচিল হইল সুপ্রকাশ॥
প্রণাম করেন রাজা মুনি ঋষিগণে।
নৃপতিরে আশীর্ব্বাদ কৈল সর্ব্বজনে॥

শোভা পায় পর্ব্বতে বৈতরণী সরিৎ।
অতি অপরূপ তার নীর সুললিত ॥
পর্ব্বতে বেষ্টিত জল অতি সুশোভন।
অষ্টাশী তপ তপস্বী করে অনুক্ষণ ॥
ক্রীড়া করে জলেতে বিবিধ জলচর।
সুন্দর কনকপদ্ম ফুটে নিরন্তর ॥
অষ্টাশী সহস্র ঋষি দেখি অনুপম।
যোড়হাতে নরপতি করেন প্রণাম ॥
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া প্রশংসে মুনিগণ।
ধন্য ধন্য রাজা তুমি হরিপরায়ণ ॥
তোমা সম পুণ্যবান নাহি ত্রিভুবনে।
স্বকায়ে চলিয়া এলে অমর ভুবনে ॥
এই বৈতরণী নদী পরম নির্ম্মল।
উত্তর হইতে বহে দক্ষিণমণ্ডল ॥
দক্ষিণ শমনপুরে প্রলয় তরঙ্গ।
পাপী পার হৈতে নারে দেখি দেয় ভঙ্গ ॥
মর্ত্ত্যেতে গো-দান করে যেই পুণ্যজনে।
সুখে পার হৈয়া যায় নৌকা আরোহণে ॥
ভূপতি বলেন আমি পাপী নরাধম।
মুনিগণ বলে তুমি মহা পুণ্যতম ॥
এত বলি মুনিগণ কৈবর্ত্ত ডাকিয়া।
নৃপতিরে পার কৈল নৌকা আরোহিয়া ॥
ঋষিগণে বন্দি রাজা হৈয়া নদীপার।
পুণ্য হেতু দেখিলেন স্বর্গের দুয়ার ॥
চন্দ্র সূর্য্য দেবগণ দেখেন প্রত্যেকে।
স্বর্গ আরোহণ হৈতে আছে যোজনেকে ॥
পার হৈয়া বৃক্ষতলে বসে নরেশ্বর।
স্বর্গ দেখি হইলেন চিন্তিত অন্তর ॥
অদ্ভুত স্বর্গের দ্বার দেখি বিদ্যমান।
নানা ধাতু বিরাজিত প্রবাল পাষাণ ॥
হাতে অস্ত্র দ্বারপাল চৌদিকে বেষ্টিত।
কত লক্ষ পুণ্যবান হয়েছে বারিত ॥
ইন্দ্র-আজ্ঞা বিনা দ্বারী দ্বার নাহি ছাড়ে।
বুকে বুকে দাণ্ডাইয়া আছে করযোড়ে ॥
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া আইল আগুসরি।
দ্বারপালগণ কহে করযোড় করি ॥

তোমার জনক পূর্ব্বে পাণ্ডু নরপতি।
মৃগঋষি শাপে তাঁর না হৈল সন্ততি ॥
বিমুখ হইয়া রাজা সংসারের সুখে।
কুন্তী মাদ্রী ভার্য্যা সহ আইল হেথাকে ॥
অপুত্রক হেতু ইন্দ্র আজ্ঞা নাহি দিল।
হেথা হৈতে পুনঃ তেঁই মর্ত্ত্যপুরে গেল ॥
দেব হৈতে জন্ম হৈল তোমা পঞ্চ ভাই।
পুত্রবান হৈয়া বৈকুণ্ঠে পাইল ঠাঁই ॥
তার ক্ষেত্রে জন্ম তব ধর্ম্মের ঔরসে।
তুমি মহাধর্ম্মশীল জানি সবিশেষে ॥
মুহূর্ত্তেক বৈস রাজা শূন্য সিংহাসনে।
ইন্দ্রে জানাইয়া স্বর্গে লব এইক্ষণে ॥
দ্বারপাল গিয়া বার্ত্তা দিল পুরন্দরে।
যুধিষ্ঠির আইলেন স্বর্গের দুয়ারে ॥
শুনিয়া দেবতা সবে কহে ইন্দ্র প্রতি।
রথে করি যুধিষ্ঠিরে আন শীঘ্রগতি ॥
এত শুনি দেবরাজ বিপ্ররূপ ধরি।
যুধিষ্ঠিরে ছলিবারে এল শীঘ্র করি ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা করেন প্রণতি।
আশীর্ব্বাদ করিলেক কপট দ্বিজাতি ॥
জিজ্ঞাসিল যুধিষ্ঠিরে কপট ব্রাহ্মণ।
বড় পুণ্যবান তুমি এলে কোন্ জন ॥
কোন্ দ্বীপে রাজা ছিলে কৈলে কত দান।
কোন্ পুণ্যে স্বদেহে আইলে দেবস্থান ॥
এত শুনি নৃপতি কহেন যোড়হাতে।
পরিচয় মহাশয় কহিব তোমাতে ॥
জম্বুদ্বীপ নামে এক আছে পৃথিবীতে।
যাহে জন্মিলেন ব্রহ্ম ভার নিবারিতে ॥
চন্দ্রবংশে দেব-অংশে হস্তিনায় ধাম।
পাণ্ডুপুত্র ঋষিগোত্র যুধিষ্ঠির নাম ॥
রাজ্যলোভে সবান্ধবে বধিলাম রণে।
লোভে পাপ পাছে তাপ হৈল মম মনে ॥
জ্যেষ্ঠতাত সহ মাতা গেল তপোবনে।
পঞ্চভাই দুঃখ পাই ভ্রমি নানা স্থানে ॥
আমার বিষাদ দেখি দেব নারায়ণ।
আজ্ঞা দেন কর রাজা স্বর্গ আরোহণ ॥

কলি অবতার হবে দ্বাপরের শেষ।
এত বলি স্বস্থানে গেলেন হৃষীকেশ॥
যদুবংশ করি ধ্বংস ব্রহ্মশাপ ছলে।
আপনি বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু গেলেন কৌশলে॥
তবে মোরা পঞ্চভাই করিয়া বিচার।
পৌত্রে সমর্পণ করি রাজ্য অধিকার॥
পঞ্চ ভাই ভার্য্যা সহ আসি স্বর্গপথে।
হিম শীতে পঞ্চজন পড়িল পর্ব্বতে॥
শোক দুঃখ সন্তাপে তাপিত মম মন।
এই নিজ তত্ত্ব দ্বিজ করি নিবেদন॥
একেশ্বর দ্বিজবর যাব স্বর্গপুরী।
সুমেরু পর্ব্বতে গিয়া দেখিব মুরারি॥
কিবা প্রাণ যাক্ কিম্বা যাই স্বর্গপুরে।
করিয়া সঙ্কল্প এই আসি এতদূরে॥
কতদূর আছে স্বর্গ কহ দ্বিজবর।
যাইতে পারিব কিম্বা যাবে কলেবর॥
ব্রাহ্মণ বলেন শুন ধর্ম্ম নরবর।
এখনি দেখিবে রাজা পঞ্চ সহোদর॥
কুরুক্ষেত্রে যে ছিল আঠার অক্ষৌহিণী।
সবাকারে ক্ষণেকে দেখিবে নৃপমণি॥
এড়াইয়া এলে দুঃখ আর চিন্তা নাই।
আমি লৈয়া যাব তোমা ঈশ্বরের ঠাঁই॥
নিকটে হইল স্বর্গ যাবে মুহূর্ত্তেকে।
শোক দুঃখে ক্ষমা দেহ জানাই তোমাকে
ইন্দ্র-যুধিষ্ঠিরে কথা হয় এইমতে।
তথা ধর্ম্ম আইলেন কুক্কুর-রূপেতে॥
শব্দ করি ব্রাহ্মণে খাইতে শ্বান যায়।
দণ্ড লৈয়া ব্রাহ্মণ মারিল তার গায়॥
নির্ঘাত প্রহার করে কুক্কুরের দেহে।
পরিত্রাহি ডাকি শ্বান যুধিষ্ঠিরে কহে॥
ওহে পৃথিবীর রাজা মহা পুণ্যবান।
নির্দ্দয় ব্রাহ্মণ বধে কর পরিত্রাণ॥
দণ্ডের প্রহারে মম কম্পমান তনু।
উদ্ধার করিতে কেহ নাহি তোমা বিনু॥
কুক্কুরের বাক্যে রাজা উঠি যোড়হাতে।
বলেন বিনয় করি বিপ্রের সাক্ষাতে॥

নাহি মার কুক্কুরেরে শুন দ্বিজবর।
শুনিয়া বিপ্রের ক্রোধ বাড়িল বিস্তর॥
হাতে দণ্ড করি বলে নৃপতির প্রতি।
মম হাতে কুক্কুরের নাহি অব্যাহতি॥
পুণ্যহীন কুক্কুরের নাহি পরিত্রাণ।
পুণ্য বিনা স্বর্গে বাস নাহি মতিমান॥
ভূপতি বলেন রাখ কুক্কুরের প্রাণ।
মর্ত্ত্যের অর্দ্ধেক পুণ্য আমি দিব দান॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি ধর্ম্ম হাসি মনে।
ধরিলেন নিজ মূর্ত্তি রাজ-বিদ্যমানে॥
তদন্তরে দেবরাজ নিজ মূর্ত্তি হৈয়া।
পরিচয় কহিলেন হাসিয়া হাসিয়া॥
ধর্ম্মে ইন্দ্রে দেখি রাজা আপন নয়নে।
লোটাইয়া অষ্টাঙ্গ পড়িলেন চরণে॥
কোলে করি ধর্ম্ম সাধু বলেন তাঁহাকে।
তুমি পুত্র যুধিষ্ঠির না চেন আমাকে॥
ধর্ম্ম বলি মর্ত্ত্যলোকে বলয়ে তোমারে।
তোমা জন্মাইনু আমি কুন্তীর উদরে॥
ইনি ইন্দ্র দেবরাজ স্বর্গ-অধিপতি।
এস পুত্র কোলে করি কেন দুঃখমতি॥
তোমার চরিত্র প্রচারিত ত্রিভুবনে।
স্বর্গপুরে চল চড়ি পুষ্পক বিমানে॥
হিমাদ্রি পর্ব্বতে পেয়েছ বড় পীড়া।
একে সুকোমল তনু শোক চিন্তা বেড়া॥
সর্ব্বদুঃখ হৈল দূর চল স্বর্গপুরে।
মাতা পিতা দেখিবে সকল সহোদরে॥
এতেক কহেন যদি ধর্ম্ম মহাশয়।
আনন্দিত হইলেন ধর্ম্মের তনয়॥
ভারত অপূর্ব্ব কথা স্বর্গ আরোহণে।
যুধিষ্ঠির স্বর্গে যান কাশীদাস ভণে॥

যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপুরী গমন।

ধর্ম্ম আদি দেবচয়, দেখি রাজা সবিস্ময়,
প্রণাম করেন সবাকারে।

মাতলি ইঙ্গিত পেয়ে, দিব্য পুষ্পরথ লয়ে,
যোগাইল রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥
ধর্ম্ম ইন্দ্র দুই জনে, গন্ধমাল্য আভরণে,
যুধিষ্ঠিরে করেন ভূষিত।
বিবিধ বন্ধন ছান্দে, মস্তকে মুকুট বান্ধে,
কিন্নর গন্ধর্ব্ব গায় গীত ॥
পারিজাত পুষ্পমালা,শোভিত রাজার গলা,
বাজে শঙ্খ মৃদঙ্গ কাহাল।
উর্ব্বশী প্রভৃতি নাচে,কেহ আগে কেহ পাছে,
জয় শব্দ কাংস করতাল ॥
মাতলি সারথি রথে,ধর্ম্ম ইন্দ্র আদি সাথে,
বায়ু চন্দ্র বরুণ হুতাশ।
কেহ ছত্র শিরে ধরে, হুলাহুলি জয় স্বরে,
কেহ করে চামর বাতাস ॥
কেহ অগ্রে যায় ধেয়ে,পঞ্চবাদ্য বাজাইয়ে,
পুষ্পবৃষ্টি আনন্দে প্রচুর।
মুনিগণ বেদ গান, ধর্ম্মপুত্র স্বর্গে যান,
মুহূর্ত্তে গেলেন সুরপুর ॥
প্রথমে দেখেন চারু, পারিজাত পুষ্পতরু,
নানাবর্ণে দেবের নগর।
চারি পাশে সারি সারি,অতি মনোহর পুরী,
হাট বাট নাহি পাঠান্তর ॥
দেখি রাজা পুণ্যকারী, সকল সুবর্ণপুরী,
সর্ব্ব গৃহে কিন্নরের গান।
সদা মহানন্দময়, নাহি জরা মৃত্যুভয়,
কৌতুকে বিহরে পুণ্যবান ॥
স্বর্গ গত নরবর, তারে দেখি পুরন্দর,
বসাইল রত্ন-সিংহাসনে।
পদ প্রক্ষালিতে বারি, পূরিয়া সুবর্ণঝারি,
যোগাইল যত দাসীগণে ॥
ইন্দ্রআজ্ঞা পেয়ে পরে,নানা দ্রব্য উপহারে,
ভোজন করায় নরনাথে।
কর্পূর তাম্বূল দিয়া, পালঙ্কেতে বসাইয়া,
ইন্দ্র আশ্বাসিল ধর্ম্মসুতে ॥
বিদ্যাধরী শত শত, স্বর্গে বসে যত যত,
নৃত্য করে রাজার সমীপে।
তুম্বুরু গন্ধর্ব্ব আদি, গায় গীত স্বর সাধি,
সুরপুরী মোহিত আলাপে ॥
ইন্দ্র বলে যুধিষ্ঠির, তুমি পুণ্য-আত্মাধীর,
নরদেহে এলে স্বর্গপুরে।
এ পুরী অমরাবতী, হও তুমি শচীপতি,
যুক্তি আসে আমার বিচারে ॥
শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী, যুধিষ্ঠির নৃপমণি,
কহিলেন বিনয় বচন।
তব বাক্যে পাই ত্রাস,কেন কর পরিহাস,
আমি মূঢ়মতি অকিঞ্চন ॥
সত্য কৈনু মর্ত্তপুরী, বৈকুণ্ঠে দেখিব হরি,
তুমি মম সব দুঃখ জান।
তুমি পিতা দেব আর্য্য,কর মম এই কার্য্য,
স্বর্গ সুখে নাহি মম মন ॥
শুনি ইন্দ্র বলে বাণী,অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী
পঞ্চ ভাই শতেক কৌরবে।
পিতা জ্যেষ্ঠ খুল্লতাত,জ্ঞাতিগোত্রভ্রাতৃমাত
সবা সঙ্গে বৈকুণ্ঠে মিলিবে ॥
এত বলি সেইক্ষণে, পুষ্পরথ আরোহণে
পাঠাইল স্বর্গ পরকাশ।
ভারত সঙ্গীত গীত, হেতু সুজনের প্রীত
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

যুধিষ্ঠিরের বৈকুণ্ঠে গমন ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত আলাপ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
নিজপুণ্যে স্বর্গে যান ধর্ম্মের তনয় ॥
পুষ্পরথে আরোহিয়া যান বিষ্ণুপুরে।
অপ্সর অপ্সরীগণ সদা নৃত্য করে ॥
কেহ ছত্র ধরে কেহ চামর বাতাস।
দুই দিগে সারি সারি দেবের আবাস ॥
ব্রহ্মলোকে দেখি রাজা ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে।
প্রণমিয়া সম্ভাষ করিলেন কৌতুকে ॥
সমাদর করি ব্রহ্মা করি আলিঙ্গন।
চারিমুখে প্রশংসেন ধর্ম্মের নন্দন ॥

তথা হৈতে নরপতি নানা স্বর্গ দেখি।
অপূর্ব্ব কৈলাসপুরী দেখিয়া কৌতুকী ॥
ইন্দুখণ্ড জিনি পুরী পরম উ॰ ।
দিবারাত্রি জ্ঞান নাহি সদা ঝলমল ॥
গণেশ কার্ত্তিক নন্দী ভৃঙ্গী মহাকাল।
সবে দেখি আনন্দিত ধর্ম্ম মহীপাল ॥
হরগৌরী দোঁহে দেখি অজিন আসনে।
ভক্তিভাবে দণ্ডবৎ করেন চরণে ॥
আইসহ নৃপতি বলেন শূলপাণি।
ভাল হৈল এলে স্বর্গে ত্যজিয়া অবনী ॥
তোমা হেন পুণ্যবান নাহি ত্রিভুবনে।
স্বকায়ে চলিয়া এলে অমর-ভুবনে ॥
এত বলি করিলেন প্রেম-আলিঙ্গন।
প্রণাম করিয়া যান পাণ্ডুর নন্দন ॥
কতক্ষণে বৈকুণ্ঠে হইয়া উপনীত।
পুরী দেখি নরপতি হৈলেন চিন্তিত ॥
কিরূপে নির্ম্মাণ করিলেন নারায়ণ।
ত্রিভুবনে নাহি পুরী ইহার তুলন ॥
রত্নের মন্দির ঘর শত সূর্য্য তেজে।
কলস পতাকা নেত চামর বিরাজে ॥
সকল আলয় মণি মরকতময়।
চারু চক্র বিরাজিত পরম সদয় ॥
প্রবেশ করেন পুরী জয় জয় দিয়া।
রত্নাসনে নারায়ণে দেখিলেন গিয়া ॥
রথ হৈতে নামি পুরে যান পদব্রজে।
প্রণাম করেন গিয়া বিষ্ণু চতুর্ভুজে ॥
বিদ্যমানে নারায়ণে দেখিয়া নৃপতি।
চমৎকার হৈল দেখি অঙ্গের বিভূতি ॥
হস্ত পদ সুশোভিত কর্ণে শতদল।
মকরকুণ্ডল কর্ণে করে ঝলমল ॥
শ্যাম অঙ্গে পীতাম্বর হাটক নিছনি।
নবজলধর মাঝে যেন সৌদামিনী ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি হাতে।
শ্রীবৎস কৌস্তুভমণি শোভে মরকতে ॥
বামদিকে কমলা দক্ষিণে সরস্বতী।
এই বেশে হৃষীকেশে দেখেন নৃপতি ॥
অষ্টাঙ্গে লো॰
বসিলেন নারায়ণ আনন্দিত মনে ॥
আইসহ নরপতি ধর্ম্মপুত্র ধর্ম্ম
চিরকাল না দেখিয়া পাই ব্যথা মর্ম্ম ॥
আগুসরি উঠিয়া করেন আলিঙ্গন।
বসিবারে দেন দিব্য কনক আসন ॥
পদ প্রক্ষালিতে বারি যোগায় দেবতা।
চামর বাতাস করে ইন্দ্র চন্দ্র ধাতা ॥
কেহ পদ প্রক্ষালয়ে কেহ পদ মুছে।
কিন্নরী গন্ধর্ব্বে গায় বিদ্যাধরী নাচে ॥
সুখাসনে দুইজনে বসিয়া কৌতুকে।
গোবিন্দ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসেন হাস্যমুখে ॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন সব সমাচার।
পরীক্ষিতে সমর্পণ করি রাজ্যভার ॥
দ্রৌপদী সহিত পঞ্চ আসি স্বর্গপথে।
মহাহিমে পাঁচজন পড়িল পর্ব্বতে ॥
শোকে দুঃখে একাকী আইনু স্বর্গলোকে
নয়ন সার্থক হৈল দেখিয়া তোমাকে ॥
রাজার বচন শুনি কন নারায়ণ।
অগ্রে আসিয়াছে তারা আমার সদন ॥
শুনি করযোড়ে কয় ধর্ম্মের তনয়।
নয়নে দেখিলে তবে হয়ত প্রত্যয় ॥
শুনি নারায়ণ তবে সঙ্গেতে লইয়া।
চলেন উত্তরমুখে দ্বার খসাইয়া ॥
দক্ষিণেতে হয় শমনের অধিকার।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তথা সব অন্ধকার ॥
সেই পুরে প্রবেশ করেন নরপতি।
দেখিতে না পান রাজা কেবা আছে কতি ॥
যুধিষ্ঠিরে পেয়ে সব জ্ঞাতি গোত্রগণে।
চতুর্দ্দিকে ডাকে সবে হরষিত মনে ॥
দ্রোণ কর্ণ ভীষ্ম শতভাই দুর্য্যোধন।
ধৃতরাষ্ট্র বিদুর শকুনি দুঃশাসন ॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল সুন্দর।
ঘটোৎকচ জয়দ্রথ বিরাট উত্তর ॥
অভিমন্যু বিকর্ণ পাঞ্চালী পুত্রগণে।
কুন্তী

পদী গান্ধারী আদি যত কুরুনারী।
টাদশ অক্ষৌহিণী আছে সেই পুরী॥
বে বলিলেন ধর্ম্ম তুমি পুণ্যবান।
কায়ে দেখিলে স্বর্গে দেব ভগবান॥
অল্প পাপ হেতু মোরা সদা পাই ক্লেশ।
সবাকারে উদ্ধারিয়া লহ নিজ দেশ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির চান চারি পানে।
দেখিতে না পান মাত্র শুনিলেন কাণে॥
নরক দেখিয়া রাজা মনে পান ভয়।
অনুমানে বুঝিলেন এই যমালয়॥
ভাবিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন কৃষ্ণেরে।
কেন কৃষ্ণ নাহি দেখি জ্ঞাতি বান্ধবেরে॥
কেন বা হইল মম নরক-দর্শন।
বিশেষ কহিয়া কৃষ্ণ স্থির কর মন॥
গোবিন্দ বলেন রাজা করহ শ্রবণ।
কিছু পাপ হেতু হৈল নরক-দর্শন॥
জ্ঞাতি গোত্র নাহি দেখ তথির কারণে।
পাপক্ষয় হৈল এবে ভয় ত্যজ মনে॥
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর।
কোন্ পাপ করিলেন ধর্ম্ম নরবর॥
আজন্ম তপস্বী জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী।
দান ধর্ম্মে মতি সদা পাতক-বিবাদী॥
তাঁহার হইল পাপ কেমন প্রকারে।
মুনিবর বিস্তারিয়া কহিবে আমারে॥

যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শনের হেতু ও শ্বেত দ্বীপে গিয়া স্বজনাদি দর্শন।

মুনি কহে জন্মেজয় শুন সাবধানে।
যুধিষ্ঠিরের পাপ হৈল যাহার কারণে॥
ভারত-সমরে যবে হৈল মহারণ।
পার্থের সারথি হইলেন নারায়ণ॥
মারিলেন বহু সৈন্য উপায় করিয়া।
ভীষ্মবীরে মারিলেন শিখণ্ডী রাখিয়া॥
...ব সেনাপতি হৈল দ্রোণ মহাশয়।
অনেক প্রকারে দ্রোণ না হয় বিনাশ।
দেখিয়া উপায় করিলেন শ্রীনিবাস॥
কপটে মারেন হস্তী অশ্বত্থামা নামে।
অশ্বত্থামা হত শব্দ হইল সংগ্রামে॥
শুনি চমৎকার লাগে দ্রোণের অন্তরে।
অশ্বত্থামা হত হরি কহেন সমরে॥
প্রত্যয় না যায় দ্রোণ কৃষ্ণের উত্তরে।
সত্য মিথ্যা জিজ্ঞাসিল রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
দ্রোণবাক্য শুনিয়া চিন্তিত নৃপমণি।
কিরূপে কহিব আমি এ অসত্যবাণী॥
কৃষ্ণ বলিলেন রাজা না কহিলে নয়।
মিথ্যা না কহিলে দ্রোণ নাহি হয় ক্ষয়॥
পুনঃ পুনঃ দম্ভ করি বলে বৃকোদর।
অশ্বত্থামা হত দ্রোণে কহ নৃপবর॥
মিথ্যা বাক্যে ভয় যদি কর নরবর।
অশ্বত্থামা হত ইতি কহ লঘুস্বর॥
সঙ্কটে পড়িয়া রাজা না কহিলে নয়।
ডাকিয়া দ্রোণেরে বলিলেন মহাশয়॥
অশ্বত্থামা হত হৈল ইহা আমি জানি।
লঘুস্বরে গজ ইতি বলে আপনি॥
অশ্বত্থামা হত শুনি ধর্ম্মের বদনে।
দ্রোণাচার্য্য পুত্রশোকে প্রাণ দিল রণে॥
এই পাপ করিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
তোমারে জানাই এই পূর্ব্বের কথন॥
জন্মেজয় বলে তবে কহ মুনিবর।
পিতামহে লয়ে কি করিলেন শ্রীধর॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের কুমার।
এইরূপে যুধিষ্ঠির দেখি অন্ধকার॥
গোবিন্দেরে জিজ্ঞাসেন পাপের কারণ।
কপট করিয়া কহিলেন নারায়ণ॥
কৌরব সহিত যবে হইল সমর।
চক্রব্যূহ করি যুঝে দ্রোণ ধনুর্দ্ধর॥
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে জর্জ্জরিত করিল তোমারে।
অভিমন্যু ডাকি তুমি কহিলে তাহারে॥
পিতার সমান তুমি মহা যোদ্ধাপতি।

গুরুবধে আজ্ঞা দিলে হয়ে ক্রোধমন।
দ্বিতীয় অবধ্য জাতি হয় সে ব্রাহ্মণ॥
গুরুবধ মহাপাপ শুন নরপতি।
সেই মহাপাপ তব হৈল মহামতি॥
পাপেতে নরক রাজা দেখ অন্ধকার।
রাজা বলিলেন কর সঙ্কটে উদ্ধার॥
তবে হরি অনুজ্ঞা দিলেন খগেশ্বরে।
শ্বেতদ্বীপ সরোবরে লহ নৃপবরে॥
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব আপনি।
দেখাইব ধর্ম্মে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী॥
বিষ্ণুর বচন শুনি খগ মহাবীর।
যুধিষ্ঠিরে লয়ে গেল সরোবর-তীর॥
পাথসাটে পর্ব্বত উড়িয়া যায় দূরে।
মুহূর্ত্তেকে সেই দ্বীপে গেল খগেশ্বরে॥
সরোবরে দেখিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ বিদ্যাধরগণ॥
জলে জলচরগণ নানা ক্রীড়া করে।
ঋষি মুনি মুনীন্দ্র যোগীন্দ্র চারি তীরে॥
বিচিত্র উদ্যান বন নগর চত্বর।
বৈকুণ্ঠ সমান পুরী অতি মনোহর॥
বিহরে দেবতা তথা দেবকন্যা লৈয়া।
কেহ হর হরি পূজে হরষিত হৈয়া॥
অনেক ঈশ্বর মূর্ত্তি সর্ব্বদেব-স্থান।
ভ্রমর ঝঙ্কারে মত্ত কোকিলের গান॥
মনুষ্য হইয়া যদি তাতে স্নান করে।
দেবদেহ পেয়ে যা[illegible] বৈকুণ্ঠনগরে॥
হেন সরোবর দেখি ধর্ম্মের নন্দন।
মহাজলে স্নান করি করেন তর্পণ॥
মানব-শরীর ছাড়ি দেবদেহ পান।
দুঃখ শোক পাসরিয়া সর্ব্বসিদ্ধ হন॥
নরদেহ ত্যজি রাজা দেবদেহ ধরে।
পৃষ্ঠে করি গরুড় উড়িল বায়ুভরে॥
মুহূর্ত্তেকে গেল যথা দেব নারায়ণ।
চতুর্ভুজে ধর্ম্মরাজে কৈল সমর্পণ॥
রাজারে দেখিয়া হরি কহেন হাসিয়া।
নিমেষ নাহিক আর নাহি অঙ্গছায়া॥

কিরূপ আছিলে রাজা [illegible] কিরূপ।
বিচার করিয়া বুঝ আপ[illegible]রূপ॥
ভূপতি বলেন শুন অনাদি গোঁসাই।
তোমার প্রসাদে মম পূর্ব্বরূপ নাই॥
দেবত্ব পাইনু আমি হেন হয় জ্ঞান।
তোমার অসাধ্য কিছু নাহি ভগবান॥
মর্ত্ত্যেতে রাখিলে হরি অশেষ সঙ্কটে।
নিজপুরী ছাড়ি ভক্তের নিকটে॥
রাজসূয় করাইলে দিয়া বন্ধুবল।
শিশুপাল দন্তবক্রে দিলে প্রতিফল॥
রাখিলে দ্রৌপদী-লজ্জা কৌরব-সমাজে
দ্বাদশ বৎসর রক্ষা কৈলে বন মাঝে॥
দুর্ব্বাসারে দুর্য্যোধন পাঠাইল যবে।
সেই দিন সমাধান করিত পাণ্ডবে॥
নিশাকালে রক্ষা কৈলে কাননেতে গিয়া
মোহিলে মুনির মন বিষ্ণুমায়া দিয়া॥
তদন্তরে সান্দীপনি মুনির আশ্রমে।
আত্র হেতু সঙ্কটে তারিলে পথশ্রমে॥
অজ্ঞাত বৎসর এক বিরাট-ভবনে।
শত্রু হৈতে রক্ষা কৈলে চক্র-আচ্ছাদনে
তাহার অন্তরে মম রাজ্যের লাগিয়া।
আপনি হস্তিনাপুরে গেলে দূত হৈয়া॥
আমারে বিভাগ নাহি দিল দুর্য্যোধনে।
বান্ধিয়া রাখিতে তোমা বিচারিল মনে।
আপনি বিরাটমূর্ত্তি দেখাইলে তারে।
সমূলে করিলে ক্ষয় ভারত-সমরে॥
জ্ঞাতিবধ-পাপে মম শরীর বিকল।
অশ্বমেধ করাইলে হইয়া সবল॥
পুত্রহস্তে অর্জ্জুন মরিল মণিপুরে।
প্রাণ দিয়া যজ্ঞ পূর্ণ কৈলে গদাধরে॥
তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাহিক গোঁসাই।
কত দৈত্য দানব নাশিলে কত ঠাঁই॥
কংস কেশী অঘ বক ধেনুক বারণ।
তৃণাবর্ত্ত পূতনার হরিলে জীবন॥
নরকে মারিয়া খণ্ডাইলে ক্ষিতিভার।
অনন্ত তোমার নাম অনন্তাবতার॥

মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ হইয়া খর্ব্বরূপে।
পাতালে রাখিলে তুমি ছলি বলি ভূপে॥
ভৃগুরাম রামচন্দ্র কামপাল রাম।
কল্কি নারায়ণ নরসিংহ শ্যাম॥
বারে বারে জন্ম লও দুষ্ট বিনাশিতে।
যুগে যুগে অবতার দেবতার হিতে॥
তোমার চরিত্র চারি বেদে না নিরখি।
জ্ঞাতি গোত্র দেখাইয়া কর মোরে সুখী॥
রাজার বিনয় বাক্য শুনি নারায়ণ।
হাসিয়া কহিলেন মধুর বচন॥
সর্ব্বদুঃখ গেল রাজা না কর সন্তাপ।
বন্ধু কুটুম্ব গোত্র দেখহ মা বাপ॥
এত বলি যান হরি রাজারে লইয়া।
কুরুপুরে প্রবেশিল দ্বার ঘুচাইয়া॥
রাজারে কহেন হরি শুন ধর্ম্মপুত্র।
অনুপম দেখহ দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র॥
হাতী ঘোড়া রথ রথী পত্তি পরিকর।
একে একে প্রত্যক্ষ দেখহ নরবর॥
পিতা পাণ্ডু দেখ রাজা জননী কুন্তীকে।
শ্বেতছত্র বিরাজিত রাজার মস্তকে॥
বামে মাদ্রী বসিয়াছে মদ্রের কুমারী।
অন্ধরাজ বসিয়াছে সহিত গান্ধারী॥
দেখহ বিকর্ণ কর্ণ কৌরব কুমার।
দুর্য্যোধন শত ভাই সহ পরিবার॥
ভগদত্ত শল্য মদ্ররাজ জয়দ্রথ।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ সুরথ ভরত॥
বিরাট দ্রুপদ দেখ স্বপুত্র সহিতে।
পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্র দেখহ সাক্ষাতে॥
শিশুপাল সুশর্ম্মা মগধ নৃপমণি।
একে একে দেখ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী॥
শকুনি উত্তর পুণ্ড্র দ্রোণাচার্য্য গুরু।
ভগদত্ত শল্য রাজা সিন্ধু ভীম উরু॥
একজন পড়িল স্বর্গপথে আসিতে।
চারি ভাই দেখ রাজা দ্রৌপদী সহিতে॥
বিস্ময় মানিয়া রাজা কৃষ্ণের বচনে।
পুত্তলী প্রায় চান চারিপানে॥
পাসরিয়া সকল মর্ত্ত্যের শক্রকার্য্য।
যথাযোগ্য মিলন করেন হৈয়া ধৈর্য্য॥
আনন্দ-সাগরে মগ্ন হৈল তনু মন।
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া সানন্দ জ্ঞাতিগণ॥
কেহ করে আশীর্ব্বাদ কেহ প্রণিপাত।
পিতা মাতা জ্যেষ্ঠতাতে বন্দে নরনাথ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণবীরে করিল প্রণতি।
মহা আনন্দিত রাজা দেখি গোত্র জ্ঞাতি॥

কৃষ্ণ অবতার বর্ণন।

কৃষ্ণপদে পড়ি রাজা করেন স্তবন।
তব মায়া কে বুঝিতে পারে নারায়ণ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি হর্ত্তা কর্ত্তা।
প্রধান পুরুষ তিন ভুবনের ভর্ত্তা॥
মীনরূপে বেদ উদ্ধারিলে তুমি জলে।
কূর্ম্মরূপে ধরণী ধরিলে অবহেলে॥
ধরিয়া বরাহকায় দন্তে কৈলে ক্ষিতি।
হিরণ্যকশিপু হন্তা নৃসিংহ মুরতি॥
বামন-আকারে বলি নিলে রসাতলে।
তিনপদে ত্রিভুবন ব্যাপিলে সকলে॥
নিঃক্ষত্রা করিলে ভৃগুরাম অবতারে।
রামরূপে রাবণেরে সবংশে সংহারে॥
বলরামরূপে সূর্য্যসুতা আকর্ষিলে।
বুদ্ধরূপে আপন কারুণ্য প্রকাশিলে॥
কল্কীরূপে বিনাশ করিলে ম্লেচ্ছভূপে।
প্রতি কল্পে অবতার হও এইরূপে॥
ঋষি মুনি যোগী যাঁর না পায় তদন্ত।
চারি বেদে যাঁহার ক্রিয়ার নাহি অন্ত॥
মোরে উদ্ধারিলে মহা বিপদতরণী।
রহিল অদ্ভুত কীর্ত্তি যাবত ধরণী॥
এত স্তুতি নৃপতি করেন নারায়ণে।
সন্তুষ্ট করেন হরি তাঁরে আলিঙ্গনে॥
গোবিন্দ বলেন রাজা তুমি পুণ্যবান।
সশরীরে আইলে আমার বিদ্যমান॥
অভেদ শরীর আমা সহিতে তোমারে।
সঙ্কটে তারিয়া আনিলাম সুরপুরে॥

কৃষ্ণের আদেশে রাজা পরিজন লৈয়া।
রহিলেন হরিপুরে হরষিত হৈয়া ॥
অশ্বমেধ সাঙ্গ হৈল স্বর্গ-আরোহণ।
পাইল পরমপদ পাণ্ডুপুত্রগণ ॥

মহাভারত শ্রবণে ব্রহ্ম-হত্যা পাপ হইতে রাজা জন্মেজয়ের মুক্তি।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
অষ্টাদশ পর্ব্ব সাঙ্গ পাণ্ডব-বিজয় ॥
ব্রহ্মবধ-পাপে মুক্ত হৈল অতঃপরে।
দান তপ দ্বিজসেবা পূজে বৈশ্বানরে ॥
শুক্লবর্ণ চান্দোয়া দেখিল বিদ্যমানে।
কৃষ্ণবর্ণ দূর হৈল ভারত শ্রবণে ॥
দেখি সব সভাসদ হইল বিস্ময়।
ব্রহ্মহত্যা-পাপে মুক্ত হৈল জন্মেজয় ॥
সাধু শব্দ জয় শব্দ হৈল দশদিকে।
আকাশে কুসুমবৃষ্টি করে দেবলোকে ॥
সুগন্ধি পবন বহে ঝরে মকরন্দ।
ভারত সম্পূর্ণ হৈল দেবের আনন্দ ॥
জন্মেজয়ে প্রশংসিয়া গেল দেবগণে।
কিন্নর গন্ধর্ব্ব গায় নাচে হৃষ্টমনে ॥
দুন্দুভি মৃদঙ্গ শঙ্খ কাংস্য করতাল।
ঝাঁঝরি মুহুরী বাজে শুনিতে রসাল ॥
পটহ ডিমহ ঢকা শানি বীণা বেণু।
চন্দনের ছড়া দিয়া নিবারিল রেণু ॥
তবে জন্মেজয় রাজা পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া।
মুনির চরণে পড়ি কহে লোটাইয়া ॥
নিস্তার করিলে মোরে মহাপাপ হৈতে।
বিখ্যাত তোমার কীর্ত্তি রহিল জগতে ॥
লক্ষ শ্লোক ভারত রাখিলে কলিযুগে।
কত পাপী পার হবে এই পাপভোগে ॥
এত বলি পদপূজা কৈল কায়মনে।
বস্ত্র অলঙ্কার মালা কুঙ্কুম চন্দনে ॥
পাদোদক পান কৈল গোষ্ঠির সহিত।
সভাখণ্ড মুনিরে পূজিল যথোচিত ॥

বিদায় হইয়া গেল যত মুনিগণ।
তপোবনে চলিলেন শ্রীবৈশম্পায়ন ॥
মুক্ত হৈয়া কৈল রাজা পঞ্চতীর্থে স্নান।
দ্বিজগণে দিল স্বর্ণ গাভী ভূমি দান ॥
অনলে ঢালিল ঘৃত সহস্র কলস।
মিষ্টান্ন-ভোজনে বিপ্রগণে কৈল বশ ॥
দিলেন অপূর্ব্ব বস্ত্র দিব্য আভরণ।
দক্ষিণা পাইয়া গৃহে গেল দ্বিজগণ ॥
করাইল জ্ঞাতি গোত্র সবারে ভোজন।
রামনাম মহামন্ত্র করিল কীর্ত্তন ॥
দুন্দুভি শব্দেতে নৃত্য করে বিদ্যাধরী
ভারত সম্পূর্ণ হৈল বল হরি হরি ॥
নিষ্পাপ শরীর রাজা পাত্র মিত্র লৈয়া
রাজ্য করে জন্মেজয় হরষিত হৈয়া ॥
চোর দস্যু অধিকারে নাহি একজন।
পাণ্ডবের রাজ্যে সবে হরিপরায়ণ ॥
সদা সাধু সঙ্গে করি হরিকথা শুনে।
সকল হইল বশ নৃপতির গুণে ॥
অষ্টাদশ পর্ব্ব সাঙ্গ হৈল এত দূরে।
যাহার শ্রবণে পঞ্চ মহাপাপে তরে ॥
শুদ্ধমতি হয়ে যেবা এক পর্ব্ব শুনে।
অশ্বমেধ ফল পায় ব্যাসের বচনে ॥
যার গৃহে থাকে গ্রন্থ সম্পূর্ণ ভারত।
লক্ষ্মী সঙ্গে নারায়ণ থাকেন সতত ॥
অগ্নিভয় জরা আর চোর-মৃত্যু-ভয়।
পাপ তাপ শোক দুঃখ সব হয় ক্ষয় ॥
রাজদণ্ড যমদণ্ড অকাল-মরণ।
প্রেত ভূত মারী যক্ষ গন্ধর্ব্ব চারণ ॥
সম্পূর্ণ ভারত গ্রন্থ থাকে যার ঘরে।
এ সকল পীড়া তারে কভু নাহি ধরে ॥
বন্ধ্যা নারী পুত্র পায় একান্তে শুনিলে।
জ্ঞানবৃদ্ধি বলবৃদ্ধি তরে পরকালে ॥
বিপ্রের বিজ্ঞান বাড়ে নৃপতির রাজ্য।
আর যার যেই বাঞ্ছা সিদ্ধ সর্ব্ব কার্য্য ॥
বৈশ্য শূদ্র শুনিলে ...
পাপীজন শুনি ...

এই বাঞ্ছা করি শুনয়ে ভারত।
করেন পূর্ণ তার মনোরথ ॥
কহে যেবা শুনে করে অধ্যয়ন।
ফল হয় তার সেই সাধুজন ॥
র বচন ইথে নাহিক অন্যথা।
গ্রন্থের সার ভারতের কথা ॥
শুচি হয়ে শুদ্ধচিত্তে শুনে যেই জন।
অন্তকালে স্বর্গপুরে দেখে নারায়ণ ॥
ছন্দে বিরচিল মহামুনি ব্যাস।
চালী প্রবন্ধে আমি করিনু প্রকাশ ॥

গ্রন্থকারের পরিচয়।

নামেতে দেশ বাস সিদ্ধিগ্রাম।
য়ঙ্কর দাসপুত্র সুধাকর নাম ॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ॥

পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস।
অলি হব কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ ॥
হরিধ্বনি কর সবে গোবিন্দের প্রীতে।
অন্তকালে স্বর্গপুরে যাবে আনন্দেতে ॥
সর্ব্বশাস্ত্র বীজ হরিনাম দ্বি-অক্ষর।
আদি অন্ত নাহি যার বেদে অগোচর ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে মজিবে কৃষ্ণে দেহ।
কৃষ্ণের মুখের আজ্ঞা নাহিক সন্দেহ ॥
পাঁচালী বলিয়া মনে না করিহ হেলা।
অনায়াসে মুক্তি পাবে গোবিন্দের লীলা ॥
নীচগৃহে থাকিলে ভারত নহে দুষ্ট।
অনায়াসে শুনিলে পাতক হয় নষ্ট ॥
সম্পূর্ণ হইল হরি বল সর্ব্বজন।
এতদূরে সাঙ্গ হৈল স্বর্গ আরোহণ ॥
কাশীরাম বিরচিল গোবিন্দ ভাবিয়া।
পাইবে পরম পদ শুন মন দিয়া ॥

স্বর্গারোহণপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

গ্রন্থ সমাপ্ত।